বিশ্বকোষ

পঞ্চম ভাগ

খ

খ, ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতীয় অক্ষর। ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। "অ-কু-হ বিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ।" (সি° কৌ°) শিক্ষাগ্রন্থে ইহার উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল :বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। যথা—"জিহ্বামূলেতু কুঃ প্রোক্তঃ।" শিক্ষা। শাব্দিকগণ শিক্ষার জিহ্বামূল শব্দকে কণ্ঠপর বলিয়া উভয়ের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া থাকেন। খকারটী বর্গের যুগ্ম বর্ণ বলিয়া ইহাকে মহাপ্রাণ বলা যায়। "অযুগ্মাবর্গযমগায়ণশ্চাল্লাসবঃস্মৃতাঃ" শিক্ষা।

কামধেনু তন্ত্রে খকারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ইহার বর্ণ শঙ্খ অথবা কুন্দকুসুমের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল, ইহা তিনটী কোণ ও তিনটী বিন্দুযুক্ত, একটী শূন্যস্বরূপ, ত্রিগুণময়, পঞ্চ দেবাত্মক ও তিনটী শক্তিযুক্ত। তন্ত্রশাস্ত্রে খকারের লিখনপ্রণালী যাহা লিখিত আছে, তাহাতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরমালার অন্তর্গত খকারই বুঝায়। বর্ণোদ্ধারতন্ত্রের মতে ইহাতে সর্ব্বসমেত পাঁচটী মাত্র রেখা থাকে, প্রথমে বামদিকে একটী রেখা দিয়া তাহার ঊর্দ্ধগামী অগ্রভাগ হইতে অধোমুখী আর একটী রেখা দিবে। পরে দক্ষিণদিকে একটী সরল রেখা রাখিয়া দ্বিতীয় রেখার অধোগামী অগ্রভাগ হইতে আর একটী রেখা টানিয়া তৃতীয় রেখার অধোভাগে যোগ করিবে এবং দক্ষিণ রেখার অগ্রভাগে যোগ করিয়া মাত্রা দিবে। এইরূপ অঙ্কিত বর্ণকেই খ বলে। ইহার বামরেখা শিব, দক্ষিণরেখা প্রজাপতি, অধোরেখা বিষ্ণু, দ্বিতীয় বামরেখা ব্রহ্মা ও মাত্রাটীতে সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী জানিবে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বন্ধুক কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, বিবিধ রত্নঅলঙ্কারে পরিশোভিত ও সহাস্যবদন চিন্তা করিবে। তিনি বামহস্তে বর ও দক্ষিণ হস্তে অভয় লইয়া সর্ব্বদা সাধকের মঙ্গল কামনা করেন। প্রচণ্ড, কামরূপী, শুদ্ধি, ঋদ্ধি, বহ্নি, সরস্বতী, আকাশ, ইন্দ্রিয়, দুর্গা, চণ্ডী, সন্তাপিনী, গুরু, শিখণ্ডী, দন্তজাতীশ, কফোণি, গরুড়, গদী, শূন্য, কপালী, কল্যাণী, সূর্পকর্ণ, অজরামর, শুভায়ের, চণ্ডলিঙ্গ, জন, ঝঙ্কার ও খড়্গাক এ কয়টী খকারের নাম। (বর্ণাভিধান।) মাতৃকান্যাসে ইহাকে বাহুতে ন্যাস করিতে হয়। কোন গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের আদিতে খ রচয়িতার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

"কঃ খো গোঘশ্চ লক্ষ্মীং বিতরতি প্রিয়শোভঃ সুখং চঃ সুখং ছঃ" (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

খ (ক্লী) খর্ব্বতি মনোহস্মিন্, খন্ততে মনোহনেন বা খর্ব্ব-ড অথবা খল-ড। ১ ইন্দ্রিয়।

"ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ততোমুখম্।
খানি চৈব স্পৃশেদদ্ভিরাত্মানং শিরএবচ॥" (মনু ২।৬০

২ পুর। ৩ ক্ষেত্র। ৪ শূন্য। ৫ বিন্দু।

"খোপাগ্নিবাণখাশ্বৈশ্চ খখাভ্রভ্রৈ রসৈঃ ক্রমাৎ।"

(লীলাবতী—ক্ষেত্রব্যবহার।)

৬ আকাশ।

"খং সন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টনস্পর্শনেহনিলম্।" (মনু ১২।১২০।)

৭ সংবেদন। ৮ দেবলোক। ৯ সুখ। ১০ কর্ম্ম। ১১ লগ্ন হইতে দশমরাশি।

"জায়ে খস্থে চতুষ্পাস্ত্যোত্তময়ম্।" (নীলকণ্ঠ)

১২ অভ্র, উপধাতুবিশেষ, অভ্রক। (রাজনি°) ১৩ চিদানন্দময় ব্রহ্ম।

"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম যদেব কং তদেব খং।" (ছান্দোগ্য উপ°)
১৪ নির্গমন মার্গ।
"সংস্রব প্রাচো বিমিমায়মানৈর্বজ্রেণ খান্য তৃণন্নদীনাম্ ॥"
(ঋক্ ২।১৫।৩) 'খানি নির্গমনদ্বারাণি' (সায়ণ।)
(পুং) খর্ব্বয়তি স্বরশ্মিভিঃ খর্ব্ব-ড অন্তর্ভূতণিজর্থঃ। ১৫ সূর্য্য।

খই (খদিকা শব্দজ) তুষযুক্ত ধান ভাজিলে ধান ফুটিয়া যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে খৈ বলে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার খদিকা, লাজ, অক্ষত ও অক্ষতা এই কয়টী নাম আছে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর রস, শীত বীর্য্য, লঘু, অগ্নিবৃদ্ধিকারী, মল ও মূত্রের হ্রাসকারক, রুক্ষ[illegible]বলকারক, এবং পিত্ত, কফ, বমি, অতিসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক। প্রাচীন আর্য্যচিকিৎসকগণ আমজ্বর ও সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে খই পথ্য ব্যবস্থা করিতেন। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে খই জল না লাগিলে উচ্ছিষ্ট হয় না, শূদ্রের ভাজা খই ব্রাহ্মণে খাইতে পারে। কোন কোন স্থানে উচ্ছিষ্ট খই ভাতের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ খই খাইলে দিনের মধ্যে আর আহার করে না। ইহার মণ্ডের গুণ-অগ্নিবৃদ্ধিকারী; দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও অতীসারনাশক এবং দোষ ও আমপ্রশমকারী। (রাজবল্লভ) অরুচি হইলে খই চূর্ণ, দ্রাক্ষা, দাড়িম ও খর্জুরের জলের সহিত খাইলে মুখে রুচি হয়। ইহার ছাতু মধু ও চিনি মিশাইয়া খাইলে সর্দ্দি, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরের উপশম হয়। (রাজনি°)
[লাজ দেখ।]

খইচুর (খদিকা চূর্ণের অপভ্রংশ) খই চূর্ণ করিয়া গুড় ও অপর সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা খইচুর প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় মুখরোচক। ধনিয়াখালিতে যে খইচুর প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

খইন্ (দেশজ) গভীর।

খইয়াখোলা (দেশজ) যে পাত্রে খই ভাজা হয়।

খইয়াগোখুরা (দেশজ) এক প্রকার গোখুরা। [গোখুরা দেখ।]

খইল (দেশজ) ১ খৈল, সরিষাদি হইতে তৈল বাহির করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে। ২ কর্ণমল। [কর্ণগূথক দেখ]

খএর (খদির শব্দজ) খদির।

খএরমৌরাধান (দেশজ) এক প্রকার ধান।

খএরীবক (দেশজ) একজাতীয় বক, ইহার শরীরের বর্ণ খএরের মত। (Ardea cinnamomea)

খকক্ষা (স্ত্রী) খস্য আকাশমণ্ডলস্য কক্ষা পরিধিঃ ৬তৎ। আকাশমণ্ডলের পরিধি। আকাশমণ্ডল অনন্ত, তাহার সীমা বা পরিধি থাকা নিতান্তই অসম্ভব, কিন্তু আকাশমণ্ডলের যত দূর পর্য্যন্ত সূর্য্যরশ্মির প্রচার হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্গণ তাহাকেই খকক্ষা বা আকাশপরিধি বলিয়া থাকেন। এই পরিধি-নির্ণয় বিষয়ে প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে অনেক মতভেদ লক্ষিত হয়। কোন জ্যোতির্ব্বিদের মতে ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটে আকাশমণ্ডলে যে বেষ্টনাকার চিহ্ন হইয়াছে, তাহাই আকাশপরিধি। কেহ কেহ আবার লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্তই আকাশপরিধি স্বীকার করেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সূর্য্যকিরণ অবধি অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত সূর্য্যরশ্মির প্রচার হয়, তাহাকেই পরিধিস্থান স্বীকার করেন। প্রসিদ্ধ আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের মতে প্রদর্শিত কএকটী মতই ভ্রান্তিপূর্ণ, কোনটীই ঠিক নহে। তিনি বলেন, গ্রহগণ পূর্ব্বগতিতে এককল্পে যত যোজন অতিক্রম করে, তাহাই খকক্ষা বা আকাশপরিধি। ভাস্করাচার্য্যের মতে আকাশ-পরিধির পরিমাণ ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন। (১) (গণিতাধ্যায়)
[গ্রহকক্ষা ও খগোল দেখ।]

খকামিনী (স্ত্রী) খং সুখং আকাশং বা কাময়তে খ-কম্-ণিঙ্ ণিনি ঙীপ্। ১ চর্চ্চিকা, দুর্গামূর্ত্তিবিশেষ। ২ মাদি চিল। (ত্রিকাণ্ড°)

খকুন্তল (পুং) খং আকাশং কুন্তলমিব যস্য বহুব্রী। শিব। স্মৃতি প্রভৃতিতে আকাশকেই শিবের কেশ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, এই কারণে তাঁহাকে খকুন্তল বলে। (ত্রিকাণ্ড°)

খকেররু, ১ উত্তপশ্চিমের ফতেপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্বভাগের একটী তহসীল। যমুনার কূলে অবস্থিত।

২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ফতেপুর হইতে ১৪ ক্রোশ দক্ষিণ। এখানে তূলার ব্যবসা চলে। একটী পুরাতন ভগ্ন দুর্গ, একটী থানা ও একটী ডাকঘর আছে।

খক্খট (পুং) খক্থ-অটন্। কক্খট, কঠিন, খড়ীমাটী।
(অমরটী° রায়মুকুট।)

খখরাত বা খহরাত, এক প্রাচীন রাজবংশ। নাসিক নগরে একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে—শক, যবন ও পহ্লববংশীয়গণ খখরাতবংশের সমস্ত লোককে বিনাশ করেন। (Indian Antiquary, Vol. X. p. 225.)

খখোল্ক (পুং) ১ সূর্য্য।

---

(১) "কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্কনখভূভৃদ্ভুজঙ্গেন্দুভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ।
তদ্ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং
কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্য দৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাঃ সূরয়ঃ ॥
করতলকলিতামলকবদমলং সকলং বিদন্তি যে গোলম্।
দিনকরকরনিকরনিহততমসো নভসঃ স পরিধিরুদিতস্তৈঃ।
ব্রহ্মাণ্ডমেতন্মিতমস্তু নোবা কল্পে গ্রহঃ ক্রামতি যোজনানি।
যাবন্তি পূর্ব্বৈরিহ তৎ প্রমাণং প্রোক্তং খকক্ষাখ্যমিদং মতং নঃ॥"
(গণিতাধ্যায়)

"পুনঃ সূর্য্যার্চ্চনং বক্ষ্যে যথোক্তং ভৃগবে পুরা।
ওম্ খখোল্কায় ওম্ নমঃ।" (গরুড় ১৬ অঃ)
২ কাশীস্থিত আদিত্যবিশেষ।
"খখোল্ক নাম ভগবান্ আদিত্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"
(কাশীখণ্ড ৫০ অঃ) [কাশী দেখ।]

খগ (পুং) খে আকাশে গচ্ছতি খ-গম-ড। ১ সূর্য্য। ২ গ্রহ।
"আপোক্লিমে যদি খগাঃ সকিলেন্দুবারঃ।" (নীলকণ্ঠ)
৩ দেব। ৪ শর। (পুং স্ত্রী) ৫ পক্ষী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া খগী শব্দ হয়।
"খগচঞ্চুপুটদ্রোণী পূরণে ভব কঃ শ্রমঃ" (চাতকাষ্টক)
(পুং) ৬ বায়ু। (শব্দরত্নাবলী।) ৭ শলভ, একপ্রকার ফড়িঙ্গ, চলিত কথায় পঙ্গপাল বলে। (ত্রি) ৮ যে আকাশমার্গে গমন করে, আকাশগামী। (পুং) ৯ পাতালস্থ ভোগবতীতীরবাসী একটী নাগ। (ভারত ৫ অঃ)

খগস্থান (ক্লী) খগস্তে খন-কর্ম্মণি-ঘঞ্ খগানাং খানং। বৃক্ষকোটর, গাছের খোঁড়ল।

খগগতি (স্ত্রী) খগানাং পক্ষিণাং গতিঃ ৬তৎ। পক্ষির গতি। মহাভারত কর্ণপর্ব্বে ১০১ একপ্রকার পক্ষিগতির কথা আছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহার বিবরণ এই প্রকার লিখিয়াছেন। যথা—১ ঊর্দ্ধদিকে গমনের নাম উড্ডীন। ২ অধোদেশে গতির নাম অবডীন। ৩ চতুর্দ্দিকে গমনের নাম প্রডীন। ৪ গমনমাত্রের নাম ডীন। ৫ ধীরে ধীরে গমনের নাম নিডীন। ৬ ললিতগমনের নাম সংডীন। তির্য্যক্ ডীন্ দিক্ ভেদে ৪ প্রকার। ১১ মল্লগমনের অনুকরণের নাম বিডীন। ১২ সকলদিকে গতির নাম পরিডীন। ১৩ পরাডীন বা পশ্চাদগতি। ১৪ উড্ডীনক বা স্বর্গগমন। ১৫ অভিডীন বা বারংবার গমন। ১৬ মহাডীন অর্থাৎ সোজাভাবে গমন। ১৭ নিডীন অর্থাৎ বেগে গমন। ১৮ প্রচণ্ডবেগে গমনের নাম অতিডীনক। ১৯ অবডীন অর্থাৎ নীচের দিকে গমন। ২০ প্রডীন অর্থাৎ মনোহর গমন। ২১ সংডান অর্থাৎ ঘুরিয়া পতন। ২২ ডীনডীনক। ২৩ সংডীনোড্ডীন ডীন বা ঊর্দ্ধদিকে সংডীন। ২৪ গমন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে ফিরিয়া পক্ষসংপাতের নাম ডীনবিডীনক। ২৫ সমুড্ডীন অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও অধোগতি। ২৬ পক্ষগমন। এই ২৬ প্রকার গতির মহাডীন ব্যতীত অপর ২৫ প্রকার গতি গমন, আগমন ও প্রত্যাগমন ভেদে ৩ প্রকার, সর্ব্বসমেত হইল ৭৬ প্রকার এবং নিকুলীনক ২৫ প্রকার। (ভারত কর্ণপর্ব্ব ৮১ অঃ নীলকণ্ঠ)
[নিকুলীনক দেখ।]

২ গ্রহদিগের গতি।

খগঙ্গা (স্ত্রী) খস্থ আকাশস্থ গঙ্গা ৬তৎ। আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী। (ত্রিকাণ্ড°)

খগপতি (পুং) খগান্ পাতি খগ-পা-ক। (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) গরুড়।

গরুড়ের সমস্ত পক্ষীর উপর আধিপত্য প্রাপ্তির কথা ভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে।

কোন সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় একটী বৃহৎ যজ্ঞের উদ্যোগ করেন। তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ পাইয়া দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইলেন। কশ্যপ বুঝিয়া সুঝিয়া সকলকে কোন না কোন একটী কার্য্যের ভার দিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্য মুনিগণ কাঠ আনিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। ইন্দ্রের সহিত সকলেই কাঠ আনিতে চলিয়া গেলেন। বালখিল্য মুনিগণ একেই ত অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহাতে আবার অনাহার, কাজেই তাঁহারা অল্প কাঠ লইতে পারিলেন না। সকলে মিলিয়া একটী পত্রবৃন্ত মরি মরি করিয়া ঘাড়ে তুলিয়া লইলেন এবং অতি কষ্টে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র অবশ্যই একখানি বৃহৎ কাঠ লইয়াছিলেন। বালখিল্যগণ নির্ব্বিঘ্নে আসিতে পারিলেন না, পথে আসিতে আসিতে একটী গোষ্পদে পড়িয়া গিয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ইন্দ্র এই ঘটনা দেখিয়া তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেলেন। মুনিরা আকারে ছোট হইলেও তাঁহাদের রাগের মাত্রাটা কিছু বেশী ছিল। তাঁহারা চটিয়া আর একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যাগের প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান ইন্দ্র হইতে বলশালী দ্বিতীয় ইন্দ্রের সৃষ্টি করা। ইন্দ্র শুনিতে পাইয়া ভীত হইলেন এবং কশ্যপের নিকটে যাইয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন। কশ্যপ বালখিল্যগণের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের আয়োজন মিথ্যা করিব না, তোমাদের যজ্ঞফলে ইন্দ্র হইতে বলশালী কোন একটী ইন্দ্রের উৎপত্তি হইবে বটে, কিন্তু সে সাধারণের ইন্দ্রত্ব পদ না পাইয়া কেবল পক্ষিগণের উপরেই আধিপত্য করিবে। কশ্যপের কথায় বালখিল্যগণ সন্তুষ্ট হইলেন। বিনতার গর্ভে গরুড়ের উৎপত্তি হয়। গরুড় অল্পদিন মধ্যেই সেই যজ্ঞফলে সকল পক্ষীর উপরে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন। (ভারত ১।৩১ অঃ) [গরুড় দেখ।]

খগম (ত্রি) খে আকাশে গচ্ছতি খ-গম-অচ্। ১ আকাশগামী, যাহারা আকাশপথে গমনাগমন করে। (পুং) ২ একজন সত্যবাদী তপস্বী। একদা ইঁহার সখা সহস্রপাদ ইঁহাকে তৃণ-

নির্ম্মিত সর্পদ্বারা ভয় দেখাইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে ভয়ে মূর্চ্ছিত হন, পরে শাপ দিয়া তাহাকে ঢোঁড়া সাপ করেন। (ভারত ১।১১ অঃ) [সহস্রপাদ দেখ।]

খগরাপাড়া, আসামের অন্তর্গত দরঙ্গ জেলার উত্তরভাগে ভুটানের পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। প্রতিবৎসর এখানে একটী প্রকাণ্ড মেলা হয়। এই মেলায় ভুটিয়ারা লবণ, কম্বল, স্বর্ণ, ঘোড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া চাউল, মৎস্য, কার্পাসবস্ত্র, রেসম ও বাসনাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

খগবক্ত্র (পুং) খগস্য বক্ত্রমিব বক্ত্রং যস্য বহুব্রী। তিন্দুকবৃক্ষ।

খগবতী (স্ত্রী) খগঃ খগসাদৃশ্যং অস্ত্যস্যাঃ খগ-মতুপ্ মস্য বঃ ততো ঙীপ্। পৃথিবী। পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত বলিয়া তাহাতে খগের সাদৃশ্য আছে, এই কারণে পৃথিবীকে খগবতী বলে। [খগোল দেখ।]

খগশত্রু (পুং) ১ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। ২ শ্যেন।

খগস্থান (ক্লী) খগস্য স্থানং। বৃক্ষকোটর। (শব্দচি°)

খগাধিপ (পুং) খগানামধিপঃ ৬তৎ। গরুড়। [খগপতি দেখ।]

খগান্তক (পুং) খগস্য অন্তকঃ ৬তৎ। শ্যেনপক্ষী।

খগাসন (পুং) খগো গরুড় আসনং যস্য বহুব্রী। ১ বিষ্ণু, বিষ্ণুর বাহন গরুড় বলিয়া তাঁহার খগাসন নাম হইয়াছে। পক্ষিরাজ গরুড়ের বিষ্ণুর বাহন হইবার কথা মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

বিনতানন্দন গরুড় সমস্ত পক্ষিগণের উপরে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিলে তাহার অসীম বলের কথা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার বলের কথা শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন এবং অমৃতরক্ষার জন্য বহুতর প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, আপনারাও অতি সাবধানে অমৃত রক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন গরুড় স্বর্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। দেবতারা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত ঝগড়া বাঁধাইলেন। গরুড় হটিল না। ভয়ানক যুদ্ধ হইল, দেবগণের দুর্দ্দশার শেষ হইল। গরুড় অমৃত লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় পথে বিষ্ণুর সহিত গরুড়ের দেখা হয়। বিষ্ণু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'পক্ষিরাজ! আমি তোমার বল ও সাহসের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকটে বর লও।' গরুড় বলিল, "যদি বর দিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই বিধান কর, আমি সর্ব্বদাই যেন তোমার উপরে বাস করিতে পারি।" বিষ্ণু তাহাই স্বীকার করিলেন। গরুড় বোধ হয় মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, কাজটা বড় ভাল হয় নাই, বিষ্ণুর নিকটে বর চাহিয়াছি, ইহাতে আমার ন্যূনতা হইয়াছে। গরুড় বলিল, 'নারায়ণ! তুমি আমার নিকট কোন একটী বর প্রার্থনা কর।' বিষ্ণু বলিলেন, 'তুমি আমার বাহন হও।' গরুড় অম্লান বদনে স্বীকার করিলেন। তাহি গোল হইল, উভয় বরই সত্য হইবে, গরুড়ের বিষ্ণুর বাহন হওয়াও চাই এবং উপরে থাকাও চাই। পরিশেষে স্থির হইল যে গরুড় বিষ্ণুর রথের ধ্বজ হইয়া থাকিবে। উভয়দিকই রক্ষা হইল, গরুড় বাহনও হইল, উপরেও বসিল। (ভারত ১।৩৩ অঃ)

২ উদয়পর্ব্বত। (ক্লী) ৩ রুদ্রযামলোক্ত আসনবিশেষ। মস্তক অবনত করিয়া অধোভাগে বদ্ধ করিয়া উপবেশন করিবে। ইহার নাম খগাসন, এই আসনে উপবেশন করিলে অতি সত্বর শ্রান্তি দূর হয়।

"বদ্ধং কৃত্বা অধঃশীর্ষং যঃ করোতি খগাসনম্।
খগাসন-প্রসাদেন শ্রমলোপো ভবেদ্ দ্রুতম্॥" (রুদ্রযামল)

খগুণ (ত্রি) শূন্যই যাহার গুণক। (লীলাবতী)

খগেন্দ্র (পুং) [খগপতি দেখ।]

খগেন্দ্রধ্বজ (পুং) খগেন্দ্রো গরুড়োধ্বজে যস্য বহুব্রী। বিষ্ণু। [খগাসন দেখ।]

খগেশ্বর (পুং) [খগপতি দেখ।]

খগোল (পুং) খস্য আকাশস্য গোলোমণ্ডলম্ ৬ তৎ। আকাশ-মণ্ডল, আকাশের পরিধি, গোলাকার খকক্ষা বা আকাশকক্ষা। কোন জ্যোতির্বিদের মতে সৃষ্টির প্রথমে একটী বৃহৎ অণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পৃথিবী, পর্ব্বত, নক্ষত্র, গ্রহ, স্বর্গ ও পাতাল প্রভৃতি বিশ্বসংসার অবস্থিত, এই অণ্ডকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে, ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার বলিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী আকাশও গোলাকার, ইহাকেই খগোল বলা যায়। পৌরাণিকগণ লোকালোক পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অবকাশকে খগোল বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ইহার পরিমাণ ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য খগোল বা খকক্ষার কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন না, তিনি বলেন যে, গ্রহগণ নিজ নিজ গতি অনুসারে এক কল্পে যত যোজন পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া থাকে, তাহা-কেই খকক্ষা বলা যাইতে পারে, ইহা ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের পরি-মাণ নির্ণয় হইতে পারে না। (১) সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতেও

(১) "কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্‌কনখভূভূভৃদ্ভুজঙ্গেন্দুভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ।
তদ্ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং
কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্যদৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাঃ সূরয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডমেতন্মিত মস্তু নোবা কল্পেগ্রহঃ ক্রামতি যোজনানি।
যাবন্তি পূর্ব্বৈরিহ তৎ প্রমাণং প্রোক্তং খকক্ষাখ্যমিদং মতং নঃ।"
(গোলাধ্যায়)

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যপরিধির নাম খকক্ষা এবং তাহার পরিমাণ ১৮৭১২০৮০৮৬৪০০০০০০০ যোজন। বাস্তবিক আকাশকে গোলাকার বলা যাইতে পারে না, কারণ যাহার আকার বা অবয়ব আছে, তাহাই গোলাকার, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ হইয়া থাকে। আকাশের আকার বা অবয়ব নাই, অতএব তাহাকে গোলাকার, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ বলা যায় না, কিন্তু গ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সকল অনবরতই মণ্ডলাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে, আকাশের যতদূর পর্য্যন্ত ইহাদের গতি হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্গণ তাহাকেই খগোল নামে অভিহিত করেন।

খগোল পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল! আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্গণ খগোল বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও অনেক মতভেদ লক্ষিত হয়। তাহার মধ্যে এমন অনেক মত আছে, যাহা পরস্পর একেবারেই বিরুদ্ধ এবং কতকগুলি মত নিতান্ত বিরুদ্ধ নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্যের মত নিতান্ত বিরুদ্ধ নহে, এই দেশে বর্ত্তমান সময়ে ঐ মতই চলিতেছে।

ভূগোল কি প্রকারে অবস্থিত তাহা জানা না থাকিলে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত, গ্রহযোগ ও গ্রহগতি জানিতে পারা যায় না। এই জন্য ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্গণ ভূগোলের কি প্রকার অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহাদের মতে পৃথিবী গোলাকার। ইহা কোন মূর্ত্ত পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত নহে, আপনার শক্তিতেই শূন্যে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী অচলা, ইহার গতি নাই, গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল নিয়মিতরূপে ইহাকেই ভ্রমণ করিতেছে। কদম্বফুলের মধ্যের গোলকটী যেরূপ চতুর্দ্দিকেই কেশরসমূহে পরিবেষ্টিত, সেই প্রকার এই ভূগোলের চতুর্দ্দিকেও পর্ব্বত, চৈত্য, মনুষ্য, অসুর ও দেবগণ প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত। (সি° শি° গোলাধ্যায় ৩।৪ শ্লোঃ) (১)

আর্য্যভটের মতে পৃথিবী অচলা নহে, অনবরতই ভ্রমণ করিতেছে। গ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ নিশ্চল, পৃথিবীর গতি অনুসারেই তাহাদিগের দর্শন ও অদর্শন, উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। নদীতে প্রবলবেগে নৌকা চলিতে থাকিলে নৌকাস্থিত দর্শকের বোধ হয়, যেন তীরের বৃক্ষ সকল দর্শকের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া বিপরীতদিকে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; সেই প্রকার পৃথিবীও প্রবলবেগে ভ্রমণ করিতেছে, আমরা পৃথিবীর গতি অনুভব করিতে পারি না, আমাদের মনে হয় যেন গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীই পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতেছে (১)। আবার ভাস্করাচার্য্য ও শ্রীপতি প্রভৃতি প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। [ভূগোল দেখ।]

একটী গোলকের ঠিক মধ্যভাগে সমানভাবে একটী কীলক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রাখিলে ঐ কীলকটীকে ঐ গোলকের মেরুদণ্ড বলা যায়। সেই প্রকার এই পৃথিবীগোলকও মেরু দ্বারা বিদ্ধ, ভূগোলের ঠিক মধ্য স্থানে ঐ মেরুটী অবস্থিত। মেরুর কতক অংশ পৃথিবীগোলক ভেদ করিয়া নীচের দিকে বাহির হইয়াছে, তাহাকে অধোভাগ এবং যে অংশ পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ আমাদের উত্তরে অবস্থিত, তাহাকে মেরুর উর্দ্ধভাগ কল্পনা করা যাইতে পারে। মেরুর উর্দ্ধভাগে (উত্তর মেরুতে) যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে দেবতা, নীচভাগে (দক্ষিণ মেরুতে) যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে অসুর ও মধ্যভাগবাসিগণকে মনুষ্য বলে। এই তিনটী স্থানকেও যথাক্রমে স্বর্গ, পাতাল ও মর্ত্ত্য বলা যায় (২)। দেবলোক ও অসুরলোকের মধ্যে সমুদ্র মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া পৃথিবীকে ২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যেই সপ্তদ্বীপ প্রভৃতি অবস্থিত। ভূগোল ভেদ করিয়া দণ্ডাকার মেরু যে দুইস্থানে বহির্গত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে সূত্র ধরিয়া বর্ত্তুলাকারে বেষ্টিত করিয়া ভূখণ্ডকে দুইভাগে বিভক্ত করিলে চারিটী খণ্ড হইবে। মেরুর পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের তীরে যমকোটী নামক পুরী, দক্ষিণভাগে ভারতবর্ষের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে লঙ্কা, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে সমুদ্রের তীরে রোমকপত্তন ও উত্তরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী। সমুদ্ররূপ পরিধিবেষ্টিত ভূখণ্ডের প্রান্তসীমায় অবস্থিত এই চারিটী দেশকে নিরক্ষদেশ বলে। যমকোটীস্থিত লোকেরা রোমকপত্তনের লোকদিগকে অধঃস্থিত ও আপনাদিগকে পৃথিবীর উপরস্থিত মনে করে। আবার রোমক-

(১) "মূর্ত্তো ধর্ত্তা, চেদ্ধরিত্র্যাস্ততোঽন্যস্তস্যাপ্যন্যোঽস্যৈবমত্রানবস্থা।
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিং নো ভূমেঃ সাষ্টমূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥
যথোষ্ণতার্কানলয়োশ্চ শীততা বিধৌ দ্রুতিঃ কে কঠিনত্বমশ্মনি।
মরুচ্চলো ভূরচলা স্বভাবতো যতো বিচিত্রা বত বস্তুশক্তয়ঃ॥"
গোলাধ্যায় ৩।৪-৫।

(১) "অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥
উদয়াস্তমননিমিত্তং প্রবহেন বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কায়াং সমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি॥" (আর্য্যভট্ট)

য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণের মতেও পৃথিবী স্থির নহে, জ্যোতিষ্কগণের সহিত পৃথিবীও সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর গতি না থাকিলে যথাকালে ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটিত না। [পৃথিবী দেখ।]

(২) "উপরিষ্টাৎ স্থিতাঃ তস্য সেন্দ্রা দেবা মহর্ষয়ঃ।
অধস্তাদসুরাস্তদ্বদ্দ্বিষন্তোঽন্যোন্যমাশ্রিতাঃ।" (সূর্য্যসি° ১২ অঃ)

পত্তনের লোকেরাও উহাদিগকে অধঃস্থিত ও আপনাদিগকে উপরিস্থিত মনে করে। বাস্তবিক কোন অংশকেই উর্দ্ধ বা অধঃ বলিয়া নির্ণয় করা যায় না।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবীর পরিধি ৪৯৬৭ যোজন অর্থাৎ ১৯৮৬৮ ক্রোশ ও ব্যাস ১৫৮১ যোজন অর্থাৎ ৬৩২৪ ক্রোশ(৪)।

প্রাচীন আর্য্যগণ ক্রিয়াভেদে বায়ুকে ৭ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ ও পরাবহ। পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে ১২ যোজন বা ৪৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যে বায়ু ভূমণ্ডলের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, যাহার মধ্যে আমরা অবস্থিত এবং মেঘ ও বিদ্যুৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া আকাশপথে চলিয়া থাকে, তাহাকে আবহ বা ভূবায়ু বলে *। ইহার গতির নিয়ম নাই, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে সোজা বা অতিশয় বক্রভাবে গতি হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে অতিশয় হ্রাস বৃদ্ধিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই আবহ বায়ুর উপরে অর্থাৎ পৃথিবী হইতে ৪৮ ক্রোশ উর্দ্ধে এক প্রকার বায়ু আছে, তাহার সর্ব্বদাই পশ্চিমদিকে গতি, কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, সর্ব্বদাই সমান অবস্থা, এই বায়ুর নাম প্রবহবায়ু। অপর পাঁচ প্রকারের এ স্থানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা আকাশমণ্ডলে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই, সে সমস্ত জ্যোতিষ্কই ঐ প্রবহ বায়ুতে অবস্থিত। প্রবহ বায়ু নিরন্তর মণ্ডলাকারে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতেছে, ইহার আঘাতে আহত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডল ইহার সহিত নিরন্তর ভ্রমণ করিতে থাকে।

আমরা যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই, তাহাদিগকে মোটামোটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, একশ্রেণীর নাম গ্রহ (Planet) ও অপর শ্রেণীর নাম নক্ষত্র (Fixed Star)। সকলের উপরে রাশিচক্র। রাশিচক্রটীকে সমান দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক একটী ভাগকে রাশি কল্পনা করা হয় এবং সেই সকল ভাগের যথাক্রমে মেষ (Aries), বৃষ, (Taurus), মিথুন (Gemini), কর্কট (Cancer), সিংহ (Leo), কন্যা (Virgo), তুলা, (Libra) বৃশ্চিক (Scorpio), ধনু (Sagittarius), মকর (Capricornus), কুম্ভ (Aquarius), মীন (Pisces), এই দ্বাদশটী নাম দেওয়া হয় এবং ঐ রাশিচক্রটীকে সমান ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে নক্ষত্র বলা হইয়া থাকে।

(৪) যুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে পৃথিবীর ব্যাস ৮৪৪৮ মাইল।

* পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদের মতে এই বায়ু ৪৫ মাইল উর্দ্ধপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, তাহার উর্দ্ধে আর এ বায়ু নাই। [বায়ু দেখ।]

যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক দ্বারা রাশিচক্রের নক্ষত্ররূপ এক একটী ভাগকে সীমা বদ্ধ করা হয়, তাহাকেও নক্ষত্র বলা হইয়া থাকে। এই সকল তারাগণকে নক্ষত্রমণ্ডল (Constellations) বলে। নক্ষত্রগণ সকলের উপরে অবস্থিত, পৃথিবীতে তাহার আলোক অল্পপরিমাণে আইসে এবং অতি দূরে বলিয়া পৃথিবী হইতে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। গ্রহ ও নক্ষত্রগণের প্রত্যেকেরই এক একটী কক্ষা আছে। নক্ষত্রকক্ষা সকলের উপরে অবস্থিত। তাহার নীচে যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, বুধ, শুক্র ও চন্দ্র অনবরত আপন আপন কক্ষায় থাকিয়া পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতেছে *। সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ নিজ নিজ আকৃষ্টি শক্তিতেই শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতেছে (১)। রাশিচক্রের ন্যায় গ্রহগণের কক্ষাও দ্বাদশভাগে বিভক্ত এবং রাশিচক্রের সমসূত্রপাতে তাহার এক একটী অংশকেও মেষাদি নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাশিচক্র অনবরতই পশ্চিমাভিমুখে ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহার আঘাতে গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলও পশ্চিমমুখে গমন করিয়া থাকে। গ্রহ অপেক্ষায় নক্ষত্রমণ্ডলের গতি বেশী। নক্ষত্রমণ্ডল গ্রহমণ্ডলকে অতিক্রম করিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায়। গ্রহগণ তাহা অপেক্ষা পূর্ব্বদিক্ অবলম্বন করে। গ্রহগণের সর্ব্বদাই পূর্ব্বদিকে গতি হয়; কিন্তু রাশিচক্রের গতি অনুসারে আমাদের বোধ হয় যেন গ্রহমণ্ডলও রাশিচক্রের ন্যায় পশ্চিমদিকে যাইতেছে। গ্রহের গতি অপেক্ষায় রাশিচক্রের গতি বেশী বলিয়াই আমারা গ্রহের পূর্ব্বগতি অনুভব করিতে পারি না (২)।

দিক্‌নির্ণয় না হইলে গ্রহগণের বা রাশিচক্রের গতি স্থির করিতে পারা যায় না, এই কারণে প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দিক্ নির্ণয় করিবার এইরূপ উপায় স্থির করিয়াছেন।

কোন সমপ্রদেশে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার কেন্দ্রবিন্দুর উপরে ১২ অঙ্গুল একটী শঙ্কু (কীলক) সোজাভাবে পুতিয়া রাখিবে। সূর্য্য উদয়ের সময়ে শঙ্কুর ছায়াটী অতিশয় বৃহৎ থাকে। ক্রমে সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, শঙ্কুর ছায়াও

* য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে পৃথিবী ও গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

(১) "ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞকবিরবিকুজেজ্যার্কিনক্ষত্রকক্ষা-
বৃত্তৈর্বৃতো বৃতঃ সন্ মৃদনিলসলিলব্যোমতেজোময়োঽয়ম্।
নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ।" (গোলাধ্যায় ৩২)

(২) "এবং তস্মিন্ ভপঞ্জরে খেচরে শীঘ্রতরে ভ্রমত্যপি স্বেচয়া ইন্দ্রদিশি চরন্তি পূর্ব্বাভিমুখং ব্রজন্তি নীচোচ্চতরাম্বরবর্ত্মসু তেষাং ভ্রমণং...প্রত্যগ গতে র্বহুত্বাৎ প্রাগগমনতা ব্রজন্তো নোপলক্ষ্যন্তে।" (বাসনাভাষ্য)

ততই কমিয়া আইসে, এই প্রকার যখন শঙ্কুচ্ছায়ার অগ্রভাগ বৃত্তের পরিধি-রেখার সহিত মিলিত হইবে, তখন পরিধি-রেখায় সেইস্থানে একটী বিন্দুপাত করিবে। ইহার নাম পূর্ব্ব বিন্দু। ঠিক্ মধ্যাহ্ন সময়ে শঙ্কুচ্ছায়া অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া আবার বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ছায়ার অগ্রভাগ যখন পুনর্ব্বার পরিধিরেখার সহিত মিলিত হইবে, তখন সেইস্থানে আর একটী বিন্দুপাত করিবে, ইহাকে অপরবিন্দু বলে। এই বিন্দুদ্বয়ের অন্তরালকে ব্যাসার্দ্ধ ও বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র কল্পনা করিয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। ইহাতে একটী বৃত্তের পরিধির কতক অংশ অপর বৃত্তের পরিধি ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরিধিদ্বয়ে দুইটী সংযোগ উৎপন্ন হয়। ইহার একটী সংযোগস্থান হইতে অপর সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিবে। পূর্ব্ব বিন্দুর দক্ষিণভাগে রেখার যে অগ্র থাকিবে, তাহাকে দক্ষিণদিক্ এবং অপর দক্ষিণভাগে রেখার যে অগ্র পড়িবে তাহাকে উত্তরদিক্ বলা যায়। এই রেখাটীকেও দক্ষিণোত্তর-রেখানামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দক্ষিণোত্তর-রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ ও তাহার অগ্রবিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র কল্পনা করিয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে এবং পূর্ব্ববৎ তাহার এক সংযোগ স্থান হইতে অপর সংযোগস্থান পর্য্যন্ত একটী রেখা টানিবে। ইহাকে পূর্ব্বপশ্চিম-রেখা বলে। পূর্ব্ববিন্দুর নিকটবর্ত্তী রেখাগ্রকে পূর্ব্বদিক্ এবং পশ্চিম বিন্দুর নিকটবর্ত্তী অগ্রকে পশ্চিমদিক্ বলা হইয়া থাকে। এই প্রকারে অপরদিক্ও (কোণ) সাধন করিবে। এই বৃত্তের বাহিরে একটী চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিবে। ইহা দ্বারা সেই সময়ের ছায়া জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপশ্চিম রেখাকে সমমণ্ডল, উন্মণ্ডল বা বিষুবন্মণ্ডল নামেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

রাশিচক্র ৩৬০ ভাগে বিভক্ত ; ইহার এক এক ভাগকে অংশ বলে। প্রত্যেক অংশ (Degree) আবার ৬০ ভাগে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক ভাগের নাম কলা, কলার ৬০ ভাগের এক ভাগকে বিকলা বলা হইয়া থাকে। অতএব রাশিচক্রের ৩০ অংশে একটী রাশি হইয়া থাকে এবং রাশিচক্রের প্রত্যেক ১৩° অংশ ও ২০´ কলাকে এক একটী নক্ষত্র বলা যায়। অশ্বিনী * হইতে নক্ষত্র গণনা করিতে হয়। অতএব অশ্বিনীকেই রাশির প্রথম ১৩° অংশ ও ২০´ কলা বলা যাইতে পারে। ইহার প্রত্যেক নক্ষত্রেই তারা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের বিশ্বাস যে অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত কেবল গণিত ২৭টী নক্ষত্র, কিন্তু ফলে তাহা নহে। খগোলবেত্তাদিগের মতে ৩টী (কোন মতে ২টী) নক্ষত্রে (*b*, *a*, Arietis) অশ্বিনী নক্ষত্র বিরচিত। ঐ নক্ষত্রগুলির অবস্থানের ভাব ঘোড়ার মস্তকের মত, এই কারণে তাহাকে অশ্বিনী নাম দেওয়া হইয়াছে। অশ্বিনী নক্ষত্র মেষরাশির অন্তর্গত।

২য় ভরণী (35, 39, 41 Arietis) ইহাতেও ৩টী তারা আছে এবং তাহা ত্রিকোণাকারে অবস্থিত। ভরণী নক্ষত্রও মেষরাশির অন্তর্গত।

৩য় কৃত্তিকা (Pleiades, *E* Tauri etc) ৬টী নক্ষত্রে বিরচিত, ইহার আকার খড়ুয়া ঘরের মত। ইহার চারিভাগের এক ভাগ মেষরাশির অন্তর্গত এবং অপর ৩ ভাগ বৃষরাশিভুক্ত।

৪র্থ রোহিণী (*a*, *i*, *g*, *d*, *e* Tauri) ৫টী নক্ষত্রবিশিষ্ট, ইহা শকটাকারে অবস্থিত ও বৃষরাশিভুক্ত। এই পাঁচটী তারার পূর্ব্বদিকের তারাটীকে ইহার যোগতারা বলে।

৫ম মৃগশিরা (i, f^1, f^2 Orionis) ৩টী নক্ষত্রে রচিত। ইহার অবস্থান হরিণের মস্তকের মত। এই কারণেই ইহাকে মৃগশিরা নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক বৃষরাশির অন্তর্গত এবং অপর অর্দ্ধেক মিথুন রাশিভুক্ত।

৬ষ্ঠ আর্দ্রা (*a* Orionis) ১টী নক্ষত্র। ইহার আকার প্রায় রত্নের ন্যায়। আর্দ্রা মিথুন রাশির অন্তর্গত।

৭ম পুনর্ব্বসু (*b*, *a* Geminorum) ৬টী নক্ষত্রে রচিত, ইহার আকার প্রায় গৃহের ন্যায়, ইহার চারিভাগের তিনভাগ মিথুন রাশি ও অপর ভাগ কর্কটরাশির অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্বদিক্স্থ তারাটীকে যোগতারা বলা যায়।

৮ম পুষ্যা (Hercules ; *i*, *d*, *g* Cancri) ৩টী নক্ষত্রে রচিত। তাহার মধ্য তারাটীকে যোগতারা বলে। ইহা কর্কট রাশির অন্তর্গত।

৯ম অশ্লেষা (*e*, *d*, *s*, *E*, *r* Hydræ) ৫টী নক্ষত্রযুক্ত। ইহার অবস্থান কুলালচক্রের মত এবং পূর্ব্বদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। ইহা কর্কটরাশির অন্তর্গত।

১০ম মঘা (*a*, *E*, *g*, *z*, *m*, *a* Leonis) ৫টী তারাযুক্ত। ইহার আকার কল্পিত বাড়ীর ন্যায়। ইহার দক্ষিণদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী সিংহরাশির অন্তর্গত।

১১শ পূর্ব্বফল্গুনী (*d*, *i* Leonis) ২টী তারাযুক্ত, খট্টাকার ও সিংহরাশির অন্তর্গত। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে।

১২ উত্তরফল্গুনী (93 Leonis) ২টী নক্ষত্রযুক্ত, শয্যাকার। ইহার চারিভাগের একভাগ সিংহ রাশির অন্তর্গত এবং

* পূর্ব্বকালে কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্র গণনা হইত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে কৃত্তিকা হইতে প্রথম নক্ষত্র গণিত হইয়াছে।

তিনভাগ কন্যারাশিভুক্ত। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে।

১৩শ হস্তা (*d, g, e, a, b* Corvi) ৫টী নক্ষত্রযুক্ত। ইহার আকার হাতের পাঁচটী অঙ্গুলীর সন্নিবেশের ন্যায়, এই কারণে ইহাকে হস্তা নাম দেওয়া হয়। ইহার বায়ুকোণের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী কন্যারাশির অন্তর্গত।

১৪শ চিত্রা (*a* Vergini-) কেবল ১টী নক্ষত্র, ইহার আকার উজ্জল মুক্তার মত। ইহার অর্দ্ধ কন্যারাশির অন্তর্গত ও অপর অর্দ্ধ তুলারাশি ভুক্ত।

১৫শ স্বাতি (*a* Bootis) একটী নক্ষত্র। ইহা প্রবালের ন্যায়। এই নক্ষত্রটী তুলারাশির অন্তর্গত।

১৬শ বিশাখা (*i, g, b, a* Libræ) ৬টী নক্ষত্রে রচিত, পুষ্পমালাকার, ইহার চারিভাগের একভাগ তুলারাশি ও অপর তিনভাগ বৃশ্চিকরাশির অন্তর্গত।

১৭শ অনুরাধা (*d, b, p* Scorpionis) ৭টি নক্ষত্রযুক্ত। ইহার আকার জলধারার সদৃশ। ইহার মধ্যের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী বৃশ্চিকরাশির অন্তর্গত।

১৮শ জ্যেষ্ঠা (*a, s, t* Scorpionis) ৩টী নক্ষত্রযুক্ত, কর্ণকুণ্ডলাকার। ইহার মধ্য তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী বৃশ্চিকরাশির অন্তর্গত।

১৯শ মূলা (Scrop. *l* &c.) ১১ নক্ষত্রযুক্ত ইহার সন্নিবেশ সিংহের লাঙ্গুলের মত। পূর্ব্বদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী ধনুরাশির অন্তর্গত।

২০শ পূর্ব্বাষাঢ়া (*d, e* Sagittarii) ৪টী নক্ষত্রযুক্ত, হস্তিদন্তাকার। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী ধনুরাশিভুক্ত।

২১শ উত্তরাষাঢ়া ৪টী নক্ষত্রে রচিত। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটীর ৪ ভাগের একভাগ ধনুরাশি ও অপর তিনভাগ মকররাশিভুক্ত।

২২শ শ্রবণা (*a, b, g* Aquilæ) ৩টী নক্ষত্রযুক্ত, ত্রিশূলাকার। ইহার মধ্য তারাটীর নাম যোগতারা। এই নক্ষত্রটী মকররাশির অন্তর্গত।

২৩শ ধনিষ্ঠা (*a, b, g, d* Delphini) ৫টী নক্ষত্রযুক্ত, ঢক্কাকার। ইহার পশ্চিমদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটীর অর্দ্ধ মকরাশি ও অপর অর্দ্ধ কুম্ভরাশিভুক্ত।

২৪শ শতভিষা (Aquarii *l* &.) বা শততারকা, ১০০টী তারকাযুক্ত, মণ্ডলাকারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে যে তারকাটীকে অতিশয় স্থূল দেখা যায়, তাহাকেই ইহার যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী কুম্ভরাশির অন্তর্গত।

২৫শ পূর্ব্বভাদ্রপদ (*a, b* Pegasi) ২টী নক্ষত্রযুক্ত, ঘণ্টাকার। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। ইহার ৪ ভাগের ৩ ভাগ কুম্ভরাশি এবং অপরভাগ মীনরাশির অন্তর্গত।

২৬শ উত্তরভাদ্রপদ (*g* Pegasi, *a* Andromedæ) ২টী নক্ষত্রযুক্ত, দুইটী মস্তকযুক্ত নরাকার, ইহার উত্তরের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্র মীনরাশির অন্তর্গত।

২৭শ রেবতী (Pisoium, etc.) ৩২টী নক্ষত্রযুক্ত, মৃদঙ্গ আকারে অবস্থিত। দক্ষিণদিকের তারাটীকে ইহার যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী মীনরাশির অন্তর্গত।

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৮ অঃ রঙ্গনাথ)

ইহা ব্যতীত অভিজিৎ নামে আর একটী নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা এই ২৭টী নক্ষত্রের অতিরিক্ত নহে, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের ৪ ভাগের শেষভাগ এবং শ্রবণার প্রথম ৪ কলাকেই আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অভিজিৎ নামে উল্লেখ করিয়াছেন (১)।

প্রথমেই খকক্ষার পরিমাণ উক্ত হইয়াছে; সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ঐ খকক্ষার ব্যাস ৫৯৫৩৮৪৩৯১১২৭২৭২৭ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ২৯৭৬৯২১৯৫৫৬৩৬৩৬৩ যোজন। খকক্ষার নীচের কক্ষটীকে নক্ষত্রকক্ষা বলে, এই নক্ষত্রকক্ষায় পূর্ব্বকথিত নক্ষত্রমণ্ডলী অবস্থিত। নক্ষত্রকক্ষার পরিমাণ ২৫৯৮৯০০০০ যোজন, ব্যাস পরিমাণ ৮২৬৯২২৭৩ যোজন, এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৪১৩৪৫৩৩৬ যোজন। খকক্ষার উচ্চতা হইতে নক্ষত্রকক্ষার উচ্চতা অন্তর করিলে ২৯৭৬৯২১৯১-১২৯১০২৭ অবশিষ্ট থাকিবে, সুতরাং নক্ষত্রকক্ষা খকক্ষার ঐ পরিমাণ যোজন নীচে অবস্থিত। (সূর্য্যসি° ১২।৮০।) এই নক্ষত্রমণ্ডল সর্ব্বদাই পৃথিবীকে সমান অন্তরালে রাখিয়া ভ্রমণ করিতেছে। নাক্ষত্রিক ৬০ দণ্ডে অর্থাৎ একদিন রাত্রে একবার পৃথিবীকে ভ্রমণ করে। ইহাকেই নাক্ষত্রিক অহোরাত্র বলে। (সূ° সি° ১।২৫)

মেরুর উত্তরদিকে অর্থাৎ মেরুর দক্ষিণাগ্র ও উত্তরাগ্রের উপরিভাগে আকাশে দুইটী তারা আছে, ঐ দুইটী তারাকে ধ্রুবতারা (Polar star) বলে। গাড়ীর চাকা যে নিশ্চল কাঠকে অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া থাকে, তাহাকে যেমন ঐ চাকার ধুর বা অক্ষদণ্ড বলা যায়, সেই প্রকার উত্তর ও দক্ষিণাকাশস্থিত ঐ দুইটী তারাকে অক্ষ করিয়া রাশিচক্র অনবরত ভ্রমণ করে, এই কারণ আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ দুইটী তারাকে

(১) প্রাচীন আরবীয়, পারসিক ও গ্রীকগণ এই অভিজিৎ ধরিয়া নক্ষত্রমণ্ডলে ২৮টী নক্ষত্র কল্পনা করিতেন।

ধ্রুবনামে উল্লেখ করিয়াছেন। আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন আমাদের মাথার ঠিক উপরিভাগে স্থিত আকাশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং সেইস্থান হইতে ক্রমে অবনত হইয়া চারিদিকে পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছে। আকাশ যে স্থানে পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাকে দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখা বলা যাইতে পারে। ঐ দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখাকে পরিধি মনে করিলে, ভূখণ্ড একটী বৃত্তাকারে পরিণত হইবে, এই বৃত্তটীকে ক্ষিতিজবৃত্ত নামে উল্লেখ করা হয়। যে দেশবাসিগণ আপনাদের ক্ষিতিজ বৃত্ত হইতে ধ্রুবনক্ষত্র যত উপরে দেখিতে পাইবে, সেই দেশের অক্ষাংশ তত। ক্ষিতিজবৃত্ত হইতে ধ্রুবের উচ্চতাকেই অক্ষাংশ (Latitude) বলে (১)।

পূর্ব্বে যে কয়টী নিরক্ষদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্দেশবাসীরা ধ্রুব নক্ষত্রকে আপনাদের ক্ষিতিজবৃত্তস্থ দেখিতে পায়, এই কারণে সেই দেশের অক্ষাংশ নাই। দক্ষিণ ক্ষিতিজ প্রদেশ হইতে বিষুবদ্বৃত্তের যত অন্তর তাহাকে লম্ব (Co-latitude) বলে (২)। আকাশের মধ্য হইতে ধ্রুবনিকটবর্ত্তী ক্ষিতিজকে লম্বাংশ বলা যায়। যে দেশে অক্ষাংশ ৯০, সেইস্থানের লম্বাংশ ০ হয়, আবার যে দেশের লম্বাংশ ৯০ সেই দেশের অক্ষাংশ ৬ হইয়া থাকে। যেরূপ নিরক্ষদেশের অক্ষাংশ ০, অতএব সেই দেশের লম্বাংশ ৯০ হইবে, এই প্রকার মেরুর অক্ষাংশ ৯০ তাহার লম্বাংশ ০ হয় অর্থাৎ মেরুর লম্বাংশ নাই এবং যমকোটী প্রভৃতিরও অক্ষাংশ নাই। (সূ° সি° রঙ্গনাথ)

আমরা যে ভূখণ্ডে বাস করিতেছি, ইহাকে জ্যোতির্বিদ্‌গণ জম্বুদ্বীপ নামে উল্লেখ করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমুদ্র মেখলার ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ভূগোলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তাহারই এক খণ্ডকে জম্বুদ্বীপ বলা যায়, অতএব জম্বুদ্বীপের চারিদিকেই সমুদ্র *। মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থান সকল স্থান হইতে উচ্চ ও তথা হইতে ক্রমে অবনত হইয়া সমুদ্রের সহিত যে স্থানের সন্ধি হইয়াছে, তাহাই অতিশয় নীচ। সমুদ্র ও ভূখণ্ডের সন্ধিকে ভূবৃত্তের পরিধি বলা যাইতে পারে। এই পরিধিবৃত্তের সমসূত্রে আকাশে একটী বৃত্ত কল্পনা করিলে তাহাকে বিষুবদ্বৃত্ত বলে। এই বিষুবদ্বৃত্তে ক্রান্তিবৃত্তের দুইটী স্থান (মেষের ও তুলার আদ্যস্থান) লগ্ন থাকে। ক্রান্তিবৃত্ত প্রবহ বায়ুতে আহত হইয়া সর্ব্বদাই বিষুবদ্বৃত্তমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে। ক্রান্তিবৃত্তের মেষস্থান হইতে কর্কাদি স্থান বিষুবদ্বৃত্তের ২৪০ অংশ উত্তরে অবস্থিত, মকরাদি স্থানও ২৪০ অংশ দক্ষিণে অবস্থিত থাকিয়া প্রবহ বায়ুতে ভ্রমণ করে (১)। এই ভচক্র সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সহিত নিরক্ষদেশের উপরে অনবরতই পশ্চিমাভিমুখে ভ্রমণ করিতেছে। রাশিচক্রের ঠিক মধ্যস্থানকে বিষুবস্থান (Equinox) বলে। মেরুর উত্তরাগ্রবাসিগণ ও বড়বানলস্থিত † অসুরগণ এই স্থানকে ক্ষিতিজবৃত্তের উপরিস্থিত দেখিতে পায়। রাশিচক্রের যে স্থানকে বিষুব নামে উল্লেখ করা হয়, সেই স্থান হইতে উত্তরে মেষাদি ৬টী রাশি উন্নত ভাবে এবং দক্ষিণে তুলা প্রভৃতি ৬টী রাশি অবনতরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। মেরুর উত্তরাগ্রবাসীরা মেষাদি ৬টী রাশিই দেখিতে পায়, তুলাদি ৬টী রাশি তাহাদের নিকটে ভূবৃত্তে আচ্ছাদিত বলিয়া দেখিতে পায় না এবং বড়বানলে যাহারা বাস করে, তাহারাও তুলা প্রভৃতি ৬টী রাশি দেখিতে পায়, মেষাদি ৬টী ভূবৃত্তে আচ্ছাদিত বলিয়া দেখিতে পায় না। এই কারণেই সূর্য্য যে ছয় মাসে মেষ হইতে কন্যারাশির শেষ অতিক্রম করে, মেরুর উত্তরাগ্রবাসীরা সেই ৬ মাস সর্ব্বদাই সূর্য্য দেখিতে পায় ও তৎ সময় অর্থাৎ এদেশের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই কয়মাসই তাহাদের দিন হয়। সূর্য্য যে ৬ মাসে তুলারাশি হইতে মীন রাশি পর্য্যন্ত ভোগ করে, তাহারা এই ৬ মাস সূর্য্য দেখিতে পায় না অর্থাৎ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই কয়মাস তাহাদের রাত্রি হয় বড়বানলবাসিগণেরও কার্ত্তিক হইতে ৬ মাস দিন ও বৈশাখ হইতে ৬ মাস রাত্রি থাকে। ইহারা উভয়েই বৎসরের ৬ মাস মাত্র সূর্য্য দেখিতে পায় (২)

---

(১) "তথাচ ক্ষিতিজাদ্ধ্রুবোচ্চাং অক্ষাংশাঃ, তদ্ভাবাৎ তদ্ভাব ইতি ভাবঃ।" (সূর্য্যসি° ১২।৪৪ রঙ্গনাথ)

(২) "যাম্যোত্তরবৃত্তে দক্ষিণক্ষিতিজপ্রদেশাদ্ বিষুবদ্বৃত্তস্য যদন্তরং তল্লম্বং। (সূর্য্যসি° ৩।১৩ রঙ্গনাথ)

* য়ুরোপীয় ভৌগোলিকেরা এই মত স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মধ্যে সমুদ্রও পৃথিবীর মধ্যে, সমুদ্র লইয়া তবে পৃথিবী গোলাকার।

[পৃথিবী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(১) "জম্বুদ্বীপলক্ষণসমুদ্রসন্ধৌ পরিধিবৃত্তং ভূগোলমধ্যে তৎসমসূত্রেণ আকাশে বৃত্তং বিষুবদ্বৃত্তং। তত্র ক্রান্তিবৃত্তং ষড়্ভান্তরেণ স্থানদ্বয়ে লগ্নং তন্মেষতুলাস্থানং প্রবহবায়ুনা বিষুবদ্বৃত্তাচ্চতুর্বিংশত্যংশান্তর উত্তরতঃ। মকরাদিস্থানং বিষুবদ্বৃত্তাচ্চতুর্বিংশত্যংশান্তরে দক্ষিণতঃ। তৎ স্বস্থানে প্রবহবায়ুনা ভ্রমন্তি।"

† সূর্য্যসিদ্ধান্তে যাহা অসুরভাগ নামে বর্ণিত, ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ে (৩,১৮) সেই স্থান "বড়বানল" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই বড়বানলকে বর্ত্তমান জ্যোতির্বিদ্‌গণ দক্ষিণমেরু (South Pole) নামে বর্ণনা করেন।

(২) "মেষাদৌ দেবভাগস্থো দেবানাং যাতি দর্শনম্।
অসুরাণাং তুলাদৌ তু সূর্য্যস্তদ্ভাগগোচরঃ।" (সূর্য্যসি° ১২।৫৫)

দক্ষিণোত্তর অয়নমণ্ডলের দুইটী সম্পাত স্থান আছে। ঐ সম্পাত স্থানদ্বয়কে বিষুবদ্ বলা যায়। বিষুবদ্বয় নিরক্ষদেশের উপরে অবস্থিত। ক্রান্তি ও বিষুবদ্বৃত্তের সম্পাতকে ক্রান্তিপাত (Equinoctial points) বলে। সৃষ্টিকালে অয়নমণ্ডল (Solstice) মিথুনরাশির অন্তে ছিল এবং মেষরাশির প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইত। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দুইটী ধ্রুব পূর্ব্ব ও উত্তরাকাশে অবস্থিত, রাশিচক্র ঐ দুইটীকে ধুর (অক্ষদণ্ড) করিয়া পশ্চিমগতিতে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু ধ্রুবতারাও স্বস্থান হইতে কিছু পরিমাণে পূর্ব্বপশ্চিমে গমন করিয়া থাকে, তাহাতে রাশিচক্র আপনার ধুরের স্থান হইতে কিছু দূরে যাইয়া সরিয়া পড়ে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে রাশিচক্র ধ্রুবের সহিত ২৭ অংশ পশ্চিমে সরিয়া পড়ে এবং পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয়। আবার সেই স্থান হইতে ২৭ অংশ পূর্ব্বদিকে সরিয়া যায় এবং পুনর্ব্বার আসিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয় (১)। অয়নমণ্ডলের ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক এক অংশ করিয়া গমন হয় এবং ঐ নিয়মে রাশিচক্রেরও গমন হইয়া থাকে। এইরূপ গতি অনুসারে অয়নমণ্ডল ২১ অংশ পশ্চাৎদিকে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে মিথুনের নবম অংশেই উত্তরায়ণ শেষ হইয়া যায় এবং ধনুরাশির নবম অংশে দক্ষিণায়ণ শেষ হয়। বিষুবস্থানও একটী মীনরাশির নবমাংশে ও অপরটী কন্যারাশির নবমাংশে হইয়া থাকে। এই কারণে এখন ১০ই চৈত্র ও ১০ আশ্বিন দিন রাত্রি সমান হয়। পূর্ব্বে বৈশাখ ও কার্ত্তিকমাসে দিনরাত্রি সমান হইত। ধনুর নবমাংশ হইতে মিথুনের নবমাংশ পর্য্যন্তকে উত্তরায়ণ এবং মিথুনের নবমাংশ হইতে ধনুর নবমাংশ পর্য্যন্তকে দক্ষিণায়ণ বলা যাইতে পারে। কোন চক্রের গায়ে শলাকার এক অগ্র বিদ্ধ করিয়া অপর অগ্রে কোন একটী ক্ষুদ্র পদার্থ বিদ্ধ করিয়া রাখিলে চক্রের গতি ভিন্ন ঐ ক্ষুদ্র পদার্থের গতি হইতে পারে না, কেবল চক্রের গতি অনুসারেই ক্ষুদ্র পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া পড়ে। সেই প্রকার ঘনীভূত বায়ুরূপ শলাকাদ্বারা নক্ষত্রগুলিও রাশিচক্রের সকলস্থানে বিদ্ধ রহিয়াছে, নক্ষত্রসমূহের গতি নাই, কেবল রাশিচক্রের গতি অনুসারে এক আকাশ হইতে অন্য আকাশে যাইয়া উপস্থিত হয়। আমরা রাত্রিকালে আকাশমণ্ডলে যে সকল জ্যোতিষ্কগণকে দেখিতে পাই, সেই সকল জ্যোতিষ্ক রাত্রির ন্যায় দিবাভাগেও আমাদের মাথার উপরে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু প্রবল সূর্য্যকিরণে অভিভূত বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না *। সূর্য্যগ্রহণ বহুকাল স্থায়ী হইলে কখন কখন দিনেও নক্ষত্রমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। মীনরাশির শেষ হইতে যে নক্ষত্রের যোগতারা যত দূরে অবস্থিত, তাহাকে সেই নক্ষত্রের ধ্রুবক (Longitnde) বলে। অশ্বিনীনক্ষত্রের যোগতারা মীনরাশির শেষ হইতে ৮° অংশ দূরে অবস্থিত বলিয়া অশ্বিনীর ধ্রুবক হইল ৮ অংশ। এই প্রকার ভরণীর ধ্রুবক ২০° অংশ, কৃত্তিকার ৩৮° অংশ ২৮´ কলা, রোহিণীর ৫২° ২৮´, মৃগশিরার ৬৬°, আর্দ্রার ৬৭°২০´, পুনর্ব্বসুর ৯৩°, পুষ্যার ১০৬°, অশ্লেষার ১০৮°, মঘার ১২৯° পূর্ব্বফল্গুনীর ১৪৭°, উত্তরফল্গুনীর ১৫৫°, হস্তার ১৭০°, চিত্রার ১৮৩°, স্বাতির ১৯৯°, বিশাখার ২১২°৫´, অনুরাধার ২২৪°৫´, জ্যেষ্ঠার ২২৯°৫´, মূলার ২৪১°, পূর্ব্বাষাঢ়ার ২৫৪°, উত্তরাষাঢ়ার ২৬০°, অভিজিতের ২৬৫°, শ্রবণার ২৭৮°, ধনিষ্ঠার ২৯০, শতভিষার ৩২০°, পূর্ব্বভাদ্র ৩২৬°, উত্তরাভাদ্রের ৩৩৭°, রেবতীনক্ষত্রের ধ্রুবক নাই। নক্ষত্রগণের স্ব স্ব ক্রান্তির অগ্রভাগ অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তস্থিত ধ্রুবক স্থান হইতে বিক্ষেপ (Celestial latitude) স্থির হয়। কোন কোন নক্ষত্রের দক্ষিণদিকে ও কোন কোন নক্ষত্রের উত্তরদিকে বিক্ষেপ গণিত হয়। অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার উত্তরদিকে যথাক্রমে ১০,১২ ও ৫ অংশ বিক্ষেপ। এই প্রকার রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রার বিক্ষেপ দক্ষিণদিকে ৫,১০ ও ৯ অংশ। পুনর্ব্বসুর বিক্ষেপ উত্তরে ৬ অংশ। পুষ্যার বিক্ষেপ নাই। অশ্লেষার দক্ষিণে বিক্ষেপ ৭ অংশ। মঘার বিক্ষেপ নাই। পূর্ব্বফল্গুনীর বিক্ষেপ উত্তরে ১২ অংশ ও উত্তরফল্গুনীর বিক্ষেপ ১৩ অংশ। হস্তা ও চিত্রার বিক্ষেপ দক্ষিণে ১৩ ও ২ অংশ। স্বাতির বিক্ষেপ উত্তরে ৩৭ অংশ। বিশাখা প্রভৃতি ৫টী নক্ষত্রের দক্ষিণদিকে যথাক্রমে ১।৩০, ৩, ৪, ৯, ৫।৩০ ও ৫ অংশ বিক্ষেপ। অভিজিতের উত্তরে ৬০ অংশ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার বিক্ষেপ উত্তরদিকে ৩০ ও ৩৬ অংশ। শতভিষার বিক্ষেপ দক্ষিণে ৩০ কলা। পূর্ব্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্রের বিক্ষেপ

(১) "ঈশ্বরেচ্ছয়া ক্রান্তিবৃত্তং স্বমার্গে পশ্চিমতঃ সপ্তবিংশত্যংশৈঃ ক্রমোপচিতৈশ্চলিতং ততঃ পরাবৃত্য স্বস্থান আগত্য ততঃ স্থানাৎ পূর্ব্বতঃ সপ্তবিংশত্যংশৈশ্চলিতং। তথাচ সৃষ্ট্যাদিভূতক্রান্তিবিষুবদ্বৃত্তসম্পাতাশ্রিতক্রান্তিবৃত্তপ্রদেশো রেবত্যাসন্নঃ।" (সূর্য্যসি° ৩।৯,১০ রঙ্গনাথ)

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মাটীর নীচে অনেক দূর খুঁড়িয়া সেই গর্ত্তের অন্ধকারময় স্থান হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে দিবাভাগেও জ্যোতিষ্ক দর্শন করিয়া থাকেন।

উত্তরদিকে ২৪ ও ২৬ অংশ। রেবতী নক্ষত্রের বিক্ষেপ নাই। [সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২ অঃ]

গ্রহগণের গতি অনুসারে কখন কখন গ্রহ ও নক্ষত্রের যোগ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অগস্ত্য প্রভৃতি কএকটী নক্ষত্রের বিবরও আর্য্যজ্যোতির্বিদ্গণ নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

অগস্ত্য নক্ষত্র (Canopus)—রাশি চক্রের মিথুনরাশির অন্তে ৮০ অংশ দূরে দক্ষিণদিকে যে উজ্জ্বল তারাটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম অগস্ত্য তারা। ইহার ধ্রুবক ৩ রাশি, ও বিক্ষেপ দক্ষিণদিকে ৮০ অংশ। (ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্যের মতে ইহার ধ্রুবক ৮৭ অংশ, বিক্ষেপ ৭৭ অংশ।)

মৃগব্যাধ (Sirius) মিথুনরাশির ২০ অংশ অর্থাৎ রাশিচক্রের ৮০ অংশে অবস্থিত। ইহার ধ্রুবক ২ রাশি ২০ অংশ, বিক্ষেপ দক্ষিণদিকে ৪০ অংশ। (সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে ইহার ধ্রুবক ৮৬ অংশ ও গ্রহলাঘবের মতে ৮১ অংশ।) এদেশীয় বৃদ্ধেরা চলিত কথায় উহাকে কালপুরুষ বলিয়া থাকেন।

অগ্নিনক্ষত্র (B Tauri) বৃষরাশির ২২ অংশে অবস্থিত; ইহার ধ্রুবক ১ রাশি ২২ অংশ, বিক্ষেপ উত্তরে ৮ অংশ। (গ্রহলাঘবের মতে, ইহার ধ্রুবক ৫৩ অংশ।)

ব্রহ্মহৃদয় (α Aurigæ or Capella) এই নক্ষত্রও বৃষরাশির ২২ অংশে অবস্থিত, ইহার ধ্রুবক অগ্নিনক্ষত্রের সমান। ইহার বিক্ষেপ উত্তরে ৩০ অংশ।

রোহিণীশকট—বৃষরাশির ১৭ অংশে অবস্থিত, ইহার ধ্রুবক ১ রাশি ১৭ অংশ এবং বিক্ষেপ দক্ষিণে ২ অংশ।

ব্রহ্মনক্ষত্র (Aurigæ) বৃষরাশির ২৭ অংশে অবস্থিত। ইহার ধ্রুবক ১ রাশি ২৭ অংশ, বিক্ষেপ উত্তরে ৩৮ অংশ। (গ্রহলাঘবের মতে, ইহার ধ্রুবক আরও ৪ অংশ বেশী হইবে।)

অপাংবৎস (Virginis) ইহার ধ্রুবক চিত্রানক্ষত্রের সমান। বিক্ষেপ উত্তরে ৭ অংশ।

আপনক্ষত্র (Virginis) ইহারও ধ্রুবক চিত্রার সমান। ইহার বিক্ষেপ উত্তরদিকে ১৪ অংশ।

ইহা ব্যতীত উত্তরদিকে সাতটী নক্ষত্র আছে, তাহাদিগকে সপ্তর্ষি (Ursa Major) বলে। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার বিক্ষেপের কথার উল্লেখ নাই। (সূ° সি° ১২ অঃ) নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে সূর্য্যের তেজ অধিক বলিয়া সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্ক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, আবার যখন সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া পড়ে তখন আমরা ঐ সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই। ইহাকেই উহাদের উদয় অস্ত বলা যায়। সূর্য্য কি পরিমাণ নিকটে থাকিলে কোন্ নক্ষত্রের অস্ত হইবে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাহার এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। স্বাতি, অগস্ত্য, মৃগব্যাধ, চিত্রা, অভিজিৎ, জ্যেষ্ঠা, পুনর্বসু ও ব্রহ্মহৃদয় এই কয়টী নক্ষত্রের কালাংশ ১৩। হস্তা, শ্রবণা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মঘা, বিশাখা ও অশ্বিনী এই কয়টী নক্ষত্রের কালাংশ ১৪। এই প্রকার কৃত্তিকা, অনুরাধা ও মূলানক্ষত্রের কালাংশ ১৫। অশ্লেষা, আর্দ্রা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া ইহাদের কালাংশ ১৫। ভরণী, পুষ্যা ও মৃগশিরা এই কয়টীর কালাংশ ২১। ইহা ব্যতীত অপর নক্ষত্রের কালাংশ ১৭। নক্ষত্রের কালাংশকে ১৮০০ দ্বারা গুণ করিয়া উদয়াস্ত দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, ক্রান্তিবৃত্তের তত অংশে নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত হয়। অল্পগতি গ্রহগণের ন্যায় নক্ষত্রগণেরও পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত হয়; কিন্তু অভিজিৎ, ব্রহ্মহৃদয়, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদ এই কয়টী নক্ষত্র সূর্য্য হইতে অনেক উত্তরে অবস্থিত বলিয়া ইহারা কখনও সূর্য্যকিরণে অভিভূত হয় না এবং ইহাদের অস্তও হয় না (১)। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৯ অঃ) [নক্ষত্রের অন্য বিবরণ নক্ষত্র শব্দে ও অশ্বিনী প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য] সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার রঙ্গনাথের মতে ব্রহ্মনক্ষত্রও অস্ত হয় না (২)।

নক্ষত্রমণ্ডলের পরে যথাক্রমে সাতটী গ্রহকক্ষা অবস্থিত। ফলিতজ্যোতিষে নয়টী গ্রহের উল্লেখ আছে এবং রাহু কেতুকে এই নব গ্রহের মধ্যে ধরা হইয়াছে এবং নীলকণ্ঠতাজকে ইহা ছাড়া মুন্থা নামে অপর একটী গ্রহেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আর্য্যভট ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন খগোলবেত্তাই আকাশমণ্ডলে ঐ তিনটী গ্রহের কক্ষার নিরূপণ করেন নাই, ইহাতে বোধ হয় যে তাঁহারা ঐ তিনটীকে গ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। রাশিচক্রের ন্যায় সকল গ্রহকক্ষাও ৩৬০ অংশে বিভক্ত এবং রাশিচক্রের সমসূত্রে দ্বাদশভাগে বিভক্ত, তাহার এক একটী ভাগকেও যথাক্রমে মেষাদি নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। গ্রহগণ আপনার ক্রান্তিবৃত্তের যে অংশে অবস্থিতি করে এবং সেই অংশ ভাগ অনুসারে যে রাশির অন্তর্গত, গ্রহকে সেই রাশির তত অংশে অবস্থিত বলা যায়। উপরিস্থিত কক্ষার পরিমাণ অপেক্ষায় অধঃস্থিত কক্ষার পরিমাণ

(১) "অভিজিদ্ব্রহ্মহৃদয়ং স্বাতী বৈষ্ণববাসবাঃ।
অহির্বুধ্ন্যমুদক্‌স্থত্বান্ন লুপ্যন্তেঽর্করশ্মিভিঃ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৯।১৮)

(২) "ব্রহ্মহৃদয়ং অনেন একদেশত্ব ব্রহ্মণোঽপিগ্রহণং।" (সূ° সি° ৯।১৮ রঙ্গনাথ।)

কম, গ্রহগণের মধ্যে সকলের উপরিস্থিত শনির কক্ষার পরিমাণ অপর অপর গ্রহ কক্ষা হইতে অনেক বেশী এবং সকলের অধঃস্থিত চন্দ্রকক্ষার পরিমাণ অল্প *। গ্রহগণ যত কালে মেষরাশি হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া মীনরাশির অন্তে উপস্থিত হয়, ততকালকে সেই গ্রহের ভগণ বা বৎসর বলা যাইতে পারে। যে গ্রহের কক্ষাপরিমাণ যত বেশী, তাহা একবার কক্ষাভ্রমণ করিতেও তত বেশী কাল লাগে। যাহার কক্ষা ছোট সেই গ্রহ অল্পদিনেই কক্ষাভ্রমণ করিয়া থাকে (১)। গ্রহগণের মধ্যে শনিকক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও অধিক, পৃথিবী হইতে ২১৩১০০৫৮ যোজন উচ্চে অবস্থিত, ইহার ব্যাস পরিমাণ ৪০৬২০২১৭ যোজন ও মণ্ডল পরিমাণ ১২৭৬৬৮২৫৫। শনির মধ্যভুক্তি (দৈনিকগতি) ২ কলা ও ২৩ অনুকলা। শনি ১ বৎসরে আপনার কক্ষার ১২ অংশ ১২ কলা ১২ বিকলা ও ৫৪ অনুকলা অতিক্রম করে। একযুগে ২৪৬৫৫৬৮ ভগণ হয় অর্থাৎ শনিগ্রহ এক যুগে ২৪৬৫৬৮ বার আপনার চক্রকে ভ্রমণ করে। ইহার নীচে বৃহস্পতির কক্ষা, ইহার পরিমাণ ৫১৩৭৫৭৬৪ যোজন, ব্যাস ১৬৩৬৬৮৩৪ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৮১৭২৬১৭ যোজন। বৃহস্পতির দৈনিক গতি ৪ কলা ৫৯ বিকলা ও ৯ অনুকলা। একবৎসরে আপনার কক্ষার ৩০ অংশ ২১ কলা ৩ বিকলা ও ৩৬ অনুকলা অতিক্রম করে। একযুগে ইহার ৩৬৪২২০ ভগণ হয়।

ইহার নীচে চন্দ্রোচ্চ † কক্ষা, তাহার পরিমাণ ৩৮৩২৮৪৮৪ যোজন, ব্যাস ১২৭৪২৮২৮ যোজন, পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৬৩৭০৬১৪ যোজন। ইহার দৈনিকগতি ৬ কলা ৪১ বিকলা। ১ বর্ষে ৪০ অংশ ৪০ কলা ৫৯ বিকলা ৪২ অনুকলা গমন করে এবং এক যুগে ৪৮৮১০৩ ভগণ হইয়া থাকে।

ইহার নীচে মঙ্গলের কক্ষা, তাহার পরিমাণ ৮১৪৬৯০৯ যোজন, ব্যাসপরিমাণ ২৫৯২১৯৮ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ১২৯৫২৯৯ যোজন। ইহার দৈনিকগতি ৩১ কলা ২৬ বিকলা ও ২৮ অনুকলা। ১ বর্ষে ৬ রাশি ১১ অংশ ২৪ কলা ৯ বিকলা ৩৬ অনুকলা গতি হইয়া থাকে। এক যুগে ইহার ২২৯৬৮৩২ ভগণ হইয়া থাকে।

মঙ্গলের নীচে সূর্য্যের কক্ষা। আমরা সকল গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক অপেক্ষায় সূর্য্যের আলোক অধিক অরিমাণে পাইয়া থাকি। সূর্য্যের গতি ‡ অনুসারেই দিনরাত্রি মাস ঋতু অয়ন ও বৎসরের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যে স্থানবাসীরা যখন প্রথমে সূর্য্য দেখিতে পায়, তখন হইতেই তাহাদের দিন আরম্ভ হয় এবং যখন সূর্য্য পশ্চিমাকাশে পৃথিবীর অন্তরালে সরিয়া পড়ে, আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তখনই দিন শেষ হয় ও রাত্রি আরম্ভ হয়। পুনর্ব্বার যখন পূর্ব্ব আকাশে লোহিতবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আবার দিন আরম্ভ হয়। সূর্য্য যত সময়ে স্বীয়মণ্ডলের দ্বাদশভাগের একভাগ অতিক্রম করে, তাহাকে একটী সৌরমাস বলা যায়। সূর্য্য যতদিনে মেষরাশি অর্থাৎ মণ্ডলের প্রথম ৩০ অংশ অতিক্রম করে, তাহাকে বৈশাখমাস বলে। এইপ্রকার জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতিও জানিবে। ভাস্করাচার্য্য সূর্য্যে কোন রাশি অতিক্রম করিতে কত সময় লাগে, তাহা এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—সূর্য্য যখন একরাশি হইতে অন্যরাশিতে গমন করে, তাহাকে রবিসংক্রান্তি বলে। সূর্য্য ৩০ দিন ৫৫ দণ্ড ৩৩ পলে মেষরাশি অতিক্রম করে। এই প্রকারে ৩১ দিন ২৪ দণ্ড ৫৬ পলে বৃষরাশি, ৩১ দিন ৩৭ দণ্ড ৩২ পলে মিথুনরাশি, ৩১ দিন ২৮ দণ্ড ৩১ পলে কর্কটরাশি. ৩১।২।৫২ পলে সিংহরাশি, ৩০।২৯।৪ পলে কন্যারাশি, ২৯।৫৭।২ পলে তুলারাশি, ২৯।২৭।৩৯ পলে বৃশ্চিকরাশি, ২৯।১৫।৩ পলে ধনুরাশি, ২৯।২৪ দণ্ডে মকররাশি, ২৯।৪৯।৪৩ পলে কুম্ভরাশি এবং ৩০।২৩।৩১ পলে মীনরাশি অতিক্রম করে; সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ ৪৩৩১৫০০ যোজন, ব্যাস ১৩৭৮২০৪ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৬৮৮৩০২ যোজন। সূর্য্যের দৈনিকগতি ৫৯ কলা ৮ বিকলা ১ অনুকলা।

সূর্য্য ১ একবৎসরে আপনার মণ্ডলটীকে একবার পরিভ্রমণ করে। একযুগে ৪৩২০০০০টী ভগণ হইয়া থাকে। সকল গ্রহবিম্বই গোলাকার। সূর্য্যের মধ্যবিম্ব ৬৫২২ যোজন। আর্য্যভটের মতে সূর্য্য ব্যতীত অপরগ্রহের দ্যুতি নাই। অপর গ্রহবিম্বের যে ভাগ সূর্য্যাভিমুখে থাকে, সেইভাগই সূর্য্য-

---

* য়ুরোপীয় বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উরেনাস্ (Uranus) ও নেপচুন (Neptune) নামে দুইটী স্বতন্ত্র গ্রহ আবিষ্কার করিয়া তাহাদের গ্রহকক্ষা স্থির করিয়াছেন। [গ্রহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(১) "উপরিস্থস্য মহতী কক্ষাল্পাধঃ স্থিতস্য চ।
মহত্যা কক্ষয়া ভাগা মহান্তোঽল্পস্তথাল্পয়াঃ। ৭৫।
কালেনাল্পেন ভগণভুঙ্‌ক্তেঽল্পভগণাশ্রিতঃ।
• গ্রহঃ কালেন মহতামণ্ডলে মহতি ভ্রমন্।" ৭৬ (সূর্য্যসি° ১২ অঃ)

† য়ুরোপীয়েরা চন্দ্রকে গ্রহ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে চন্দ্র পৃথিবীগ্রহের উপগ্রহ (Satellite)। [চন্দ্র দেখ।]

‡ য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে সূর্য্য একটী স্থির নক্ষত্র, উহার গতি নাই, পৃথিবীর গতি অনুসারেই আমরা সূর্য্যের গতি অনুভব করি। [সূর্য্য দেখ।]

কিরণে আলোকিত হয়, অপরভাগ বিবর্ণ দেখা যায় (১)। সূর্য্যের আলোক সর্ব্বদাই সমান, কিন্তু যখন নিকটবর্ত্তী হয়, তখন অতিশয় তীক্ষ্ণ ও দূরে সরিয়া পড়িলে মৃদু বলিয়া বোধ হয়। দুই মাসে একটী ঋতু হয়, ঋতু ৬টী। নানাপ্রকারেই ঋতু গণনা হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে এইরূপ গণনা হইত। যথা—অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত, মাঘ ও ফাল্গুন শীত, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ। গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্য মেরুর উত্তরাগ্রের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হয় বলিয়া তথায় কিরণ অতিশয় তীক্ষ্ণ হয় এবং হেমন্ত ঋতুতে বড়বানলের (মেরুর দক্ষিণাগ্রের) নিকটবর্ত্তী বলিয়া তথায় সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা হয়। অতএব হেমন্ত ঋতুতে উত্তরমেরুতে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে দক্ষিণমেরুতে সূর্য্যকিরণের মৃদুতা হয় (২)। মেরুর উত্তরাগ্রবর্ত্তী এবং বড়বানলের অধিবাসিগণ বিষুবৎকালে আপনাদের ক্ষিতিজবৃত্তের উপরে সূর্য্য দেখিতে পায়। যখন দক্ষিণমেরুর উত্তরভাগে সূর্য্য অবস্থিতি করে, তখন মেরুর উত্তরাগ্রবাসীর দিন এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে রাত্রি হয়। এই প্রকার মেরুর দক্ষিণে সূর্য্য থাকিলে মেরুর দক্ষিণাগ্রবাসিগণের দিন ও উত্তরে থাকিলে রাত্রি হয়; যখন সূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তের রেবতীনক্ষত্রের নিকটে মেষরাশিতে উদিত হয়, তখন মেরুর উত্তরাগ্রবাসিগণের দিনের প্রারম্ভ হয় এবং মিথুনরাশির শেষভাগে গমন করিলে তাহাদের মধ্যাহ্ন ও কন্যারাশির অন্তে গমন করিলে সূর্য্য অস্ত হয়। মেরুর উত্তরাগ্র ও দক্ষিণাগ্র (বড়বানল) ঠিক বিপরীত অর্থাৎ সমসূত্রে অবস্থিত বলিয়া দক্ষিণাগ্রবাসীর ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। উত্তরমেরুবাসিগণের যখন দিন আরম্ভ হয়, তখন দক্ষিণমেরুবাসীদের সূর্য্য অস্ত হয় এবং মেরুর উত্তরাগ্রবাসীর দিনের মধ্যাহ্ন সময়ে দক্ষিণাগ্রবাসীর মধ্যরাত্রি। এইরূপে উত্তর মেরুতে সূর্য্যাস্ত সময়ে বড়বানলে দিনের আরম্ভ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে রাশিচক্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই রাশিচক্র মেরুর উত্তরাগ্রবাসিগণের দক্ষিণে, বড়বানলের উত্তরে ও নিরক্ষদেশবাসিগণের মস্তকের উপরে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে। নিরক্ষদেশবাসীদের দিনরাত্রির পরিমাণ সকল কালেই সমান হয়, কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, কারণ সূর্য্য সর্ব্বদাই তাহাদের মাথার উপর দিয়া ভ্রমণ করে। জম্বুদ্বীপ ও সমুদ্র হইতে দক্ষিণদেশে দিন ও রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয়, কিন্তু বিষুবৎসংক্রমণ দিনে ইহাদেরও দিবারাত্র সমান হয়। যখন জম্বুদ্বীপে দিনের হ্রাস ও রাত্রির বৃদ্ধি হয়, তখন দক্ষিণদেশে দিনের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস হইয়া থাকে। সূর্য্যের মেষরাশি হইতে কন্যারাশি পর্য্যন্ত অবস্থানকালে জম্বুদ্বীপে ক্রমান্বয়ে দিনের বৃদ্ধি ও রাত্রির ক্ষয় হয় এবং সূর্য্যের তুলারাশি হইতে মীনরাশি পর্য্যন্ত অবস্থিতিকালে ক্রমশঃ রাত্রির বৃদ্ধি ও দিনের হ্রাস হইয়া থাকে। সমুদ্র হইতে দক্ষিণভাগে ইহার বিপরীত। পৃথিবীর পরিধির চতুর্থাংশ হইতে ক্রান্ত্যংশ অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন অন্তরে অবস্থিত দেবভাগের (অর্থাৎ উত্তরমেরুস্থ) দেশসমূহে ধনু ও মকররাশিস্থ সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ পৌষ ও মাঘ এই দুইমাস তদ্দেশবাসীদের সর্ব্বদাই রাত্রি থাকে। এই প্রকার বড়বানলে (অর্থাৎ দক্ষিণমেরুতে) নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন অন্তরে অবস্থিতদেশে মিথুন ও কর্কটরাশিস্থিত সূর্য্য দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুইমাস সর্ব্বদাই রাত্রি থাকে। কিন্তু নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন উত্তরে আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুইমাস এবং নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন দক্ষিণে পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস সর্ব্বদাই সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় (১)। ক্রান্ত্যংশ হইতে ভূ-পরিধির চতুর্থাংশ অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, নিরক্ষদেশের তত যোজন উত্তরে অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চারিমাস সর্ব্বদাই রাত্রি থাকে এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই চারিমাস সর্ব্বদাই সূর্য্য উদিত থাকে। নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন অন্তরে দক্ষিণভাগে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই চারিমাস রাত্রি ও অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চারিমাস দিন হইয়া থাকে (২)। সূর্য্য ভদ্রাশ্ববর্ষের উপরে গমন করিলে ভারতবর্ষে সূর্য্যের উদয়, কেতুমালে গমন করিলে রাত্র্যর্দ্ধ ও কুরুবর্ষে গমন করিলে ভারতে সূর্য্যের অস্ত হয়। এই নিয়মে অন্যবর্ষেও উদয়াস্ত ব্যবস্থা হইয়া থাকে। [সূর্য্য ও গ্রহণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

সূর্য্য-কক্ষার নীচে শুক্রের শীঘ্রোচ্চ কক্ষা, ইহার পরিমাণ

(১) "ভূগ্রহভানাং গোলার্দ্ধানি যথা বিবর্ণানি।
অর্দ্ধানি যথা সারং সূর্য্যাভিমুখানি দীপ্যন্তে॥" (আর্য্যভট)

(২) "অত্যাসন্নতয়া তেন গ্রীষ্মে তীব্রকরাঃ রবেঃ।
দেবভাগে সুরাণান্ত হেমন্তে মন্দতান্যথা।" (সূর্য্যসি° ১২।৬৬)

(১) "ঊনে ভূবৃত্তপাদে তু দ্বিজ্যাপক্রমযোজনৈঃ।
ধনুর্মৃগস্থঃ সবিতা দেবভাগে ন দৃশ্যতে॥ ৭৩॥
তথা চাসুরভাগে তু মিথুনে কর্কটেস্থিতঃ।
নষ্টচ্ছায়া মহীবৃত্তপাদে দর্শনমাদিশেৎ॥" ৭৪॥ (সূর্য্যসি° ১২ অঃ)

(২) "ধনুর্মৃগালিকুম্ভেষু সংস্থিতোঽর্কো ন দৃশ্যতে।
দেবভাগেঽসুরাণান্ত বৃষাদ্যে ভচতুষ্টয়ে।" ৭৬॥ (সূর্য্যসি° ১২ অঃ)

২৬৬৬৬৩৭ যোজন, ব্যাস ৮৪৭৮৩৯, এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৪২৩১১৯ যোজন। ইহার নীচে বুধের শীঘ্রোচ্চ-কক্ষা, তাহার পরিমাণ ১০৪৩২০৯ যোজন, ব্যাস ৩৩১৯৩০ যোজন এবং পৃথিবী হইতে ১৬৫১৬৫ যোজন উচ্চে অবস্থিত।

বুধ ও শুক্র-কক্ষার পরিমাণ ৪৩৬১৫০ যোজন, ব্যাস ১৩৮৭৭৫ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৬৮৫৮৮ যোজন। শুক্রের দৈনিকগতি ৯৬ কলা ৭ বিকলা ৪৩ অনুকলা। বার্ষিকগতি ৭ রাশি ১৫ অংশ ১১ কলা ৪৯ বিকলা ১২ অনুকলা। একযুগে ৩০১২৩৭৬টী ভগণ হয়। বুধের দৈনিকগতি ২৪৫ কলা ৩২ বিকলা ২১ অনুকলা। বার্ষিকগতি ১ রাশি ২৪ অংশ ৪৫ কলা ২২ বিকলা ৪৮ অনুকলা। একযুগে ৭১৯৩৭০৬০টী ভগণ হইয়া থাকে। চন্দ্র পৃথিবীর অতিশয় নিকটবর্ত্তী, ইহার কক্ষাটী পৃথিবী হইতে ৫৭৪৫ যোজনমাত্র উপরে অবস্থিত। চন্দ্রকক্ষার পরিমাণ ৩২৪০০০ যোজন, ব্যাস ১৬২৪ যোজন। চন্দ্রের দৈনিকগতি ৭৯০ কলা ৩৪ বিকলা ও ৫২ অনুকলা। বার্ষিক গতি ৪ রাশি ১২ অংশ ৪৬ কলা ৪০ বিকলা ও ৪৮ অনুকলা। একযুগে ৫৭৭৫৩৩৩৬ ভগণ হইয়া থাকে (১)।

গ্রহদিগের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি সর্ব্বদাই একপ্রকার, কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না (২)। মঙ্গল প্রভৃতি অপর গ্রহগণের গতি সমান নহে। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাদের আটপ্রকার গতির নিরূপণ করিয়াছেন। যথা বক্র, অনুবক্র, কুটিল, মন্দ, মন্দতর, সম, শীঘ্র ও অতিশীঘ্র। এই আট প্রকার গতির মধ্যে মন্দ, মন্দতর, সম, শীঘ্র ও অতিশীঘ্র এই পাঁচপ্রকার গতি সরলপথে হইয়া থাকে, অবশিষ্ট তিনপ্রকার বক্রভাবে হয় বলিয়া প্রথম পাঁচ প্রকারকে ঋজুগতি ও অপর ৩ প্রকারকে বক্রগতি বলা যাইতে পারে (৩)। পূর্ব্বে গ্রহদিগের যে গতির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা গ্রহদিগের মধ্যগতি বা গ্রহের স্বাভাবিক গতিও বলা যাইতে পারে। গ্রহগণের বিভিন্ন গতির কারণ সূর্য্যসিদ্ধান্তে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। রাশিচক্রে শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ ও পাতনামক বায়বীয় শরীরধারী তিনটী জীব বাস করে, ইহা-

(১) বর্ত্তমান যুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ উপরোক্ত মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা উৎকৃষ্ট যন্ত্রসাহায্যে গ্রহাদির পরিমাণ, গতি ও সূর্য্য হইতে দূরত্ব এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—

গ্রহের নাম	ব্যাস—মাইল	সূর্য্য হইতে দূরত্ব	সূর্য্যপ্রদক্ষিণকাল	আহ্নিক গতি
বুধ (Mercury)	৩১৪০	৩৫০০০০০০	৮৮ দিন	২৪ ঘণ্টা ৫ মি° ২৮ সে:
শুক্র (Venus)	৭৭০২	৬৬০০০০০০	২২৫ "	২৩ ঘ° ২১ মি° ৭ সে°
পৃথিবী	৭৯১২	৯১০০০০০০	৩৬৫।০ "	২৩ ঘ° ৫৬ মি°
মঙ্গল (Mars)	৪১০০	১৪২০০০০০০	৬৮৭ "	২৪ ঘ° ৩৯ মি° ২১ সে°
বৃহস্পতি (Jupiter)	৯১০০০	৪৭৫০০০০০০	৪৪৩২ "	৯ ঘ° ৫৫ মি°
শনি (Saturn)	৭৯০০০	৮৭১০০০০০০	১০৭৫৯ "	১০ ঘ° ১৬ মি°
ইউরেনস*	৩৪২১৭	১৭৫২০০০০০০	৩০৬৮৭ "	
নেপচুন †		২৭৬০০০০০০০	৬০১২৭ "	

(২) য়ুরোপীয় মতে চন্দ্র একটী উপগ্রহ, ইহা পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক (Satellite), ইহার আকার পৃথিবীর চতুর্দ্দশ ভাগের এক ভাগ, স্পষ্টরূপে চন্দ্র পৃথিবী হইতে ২৩৭৮৪০ মাইল অন্তর, ইহার একবার কক্ষা পরিভ্রমণ করিতে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় লাগে।

য়ুরোপীয় মতে সূর্য্য একটী স্থির নক্ষত্র, ইহার একবার কক্ষা পরিভ্রমণ করিতে ২৫ দিন ৮ ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় লাগে।

এতদ্ভিন্ন য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে এ পর্য্যন্ত ৩২৬টী সামান্য গ্রহ ও তাহাদের কোন কোনটীর গতি নির্ণয় করিয়াছেন। [গ্রহ প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(৩) "বক্রানুবক্রাকুটিলামন্দমন্দতরা সমা।
তথা শীঘ্রতরা শীঘ্রা গ্রহাণামষ্টধা গতিঃ ॥ ১২ ॥
তথাতিশীঘ্রা শীঘ্রাখ্যা মন্দা মন্দতরা সমা।
ঋজ্বীতি পঞ্চধা জ্ঞেয়া যাবক্রা সানুবক্রগা ॥" ১৩ (সূঃ সিঃ ২ অঃ)
'ভৌমাদিগ্রহাণাং স্থিরবিচন্দ্রাণাং অষ্টধাগতি'—রঙ্গনাথ।

* ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হর্সেল এই গ্রহটী আবিষ্কার করেন।

† পারিস নগরীর প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ লাবেরীয়র ও এডাম কর্ত্তৃক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

দের আকর্ষণেই গ্রহদিগের বিভিন্ন গতি হইয়া থাকে (১)। টীকাকার রঙ্গনাথ ঐ তিনটীকে জীব বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে সেই সেই স্থানকেই শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ ও পাত বলা যাইতে পারে (২)। গ্রহ-কক্ষার উচ্চস্থানে প্রবহ বায়ুর অতিরিক্ত একপ্রকার বায়ু আছে, ঐ বায়ু সর্ব্বদাই একস্থানে থাকিয়া কম্পিত হইতেছে, এই বায়ুরূপ রজ্জুতে গ্রহবিম্ব উভয়দিকে গ্রথিতের ন্যায় হইয়াছে। গ্রহবিম্ব আপনার শক্তিতে স্বীয় উচ্চস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে চলিতে আরম্ভ করিলে ঐ বায়ু তাহাকে পশ্চিমদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, বায়ুর আকর্ষণে গ্রহবিম্বের গতির অল্পতা হয়। এই প্রকারে চলিতে চলিতে গ্রহবিম্ব যখন উচ্চস্থান হইতে ৬ রাশি দূরে সরিয়া পড়ে, তখন আবার ঐ বায়ু গ্রহকে পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ উচ্চস্থানের অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে। গ্রহের গতিও পূর্ব্বদিকে এবং বায়ুও তাহাকে পূর্ব্বদিকে আকর্ষণ করে বলিয়া, তখন গ্রহের গতির আধিক্য হয়। গ্রহস্থান হইতে পূর্ব্বভাগে ৬ রাশি দূরে অবস্থিত উচ্চনামক জীব গ্রহবিম্বকে পূর্ব্বদিকে আকর্ষণ করে এবং গ্রহস্থান হইতে পশ্চিমে ৬ রাশিদূরে অবস্থিত উচ্চ জীব গ্রহকে পশ্চিমদিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে (৩)। [মাধ্যাকর্ষণ শব্দে য়ুরোপীয় মত দ্রষ্টব্য।]

সূর্য্য ভিন্ন অপর সকল গ্রহেরই পাত আছে। ক্রান্তি-বৃত্তস্থিত গ্রহের ভোগ স্থান হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে পাত অবস্থিত। পাত আপনার শক্তিতে চন্দ্র প্রভৃতিকে ক্রান্তিবৃত্ত হইতে বিক্ষিপ্ত করে। এই পাত আপনার শক্তিতে গ্রহগণকে স্বস্থান পরিত্যাগ করায় বলিয়া, ইহাকে রাহু নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাতস্থানের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতাকেও রাহু বলে (৪)।

গ্রহস্থান হইতে পশ্চিমভাগে ৬ রাশিতে অবস্থিত পাত বা রাহু গ্রহবিম্বকে উত্তরদিকে বিক্ষেপ করে অর্থাৎ গ্রহের ভোগস্থান হইতে উত্তরদিকে আকর্ষণ করে এবং গ্রহ স্থান হইতে পূর্ব্বভাগে ৬ রাশির মধ্যে অবস্থিত রাহু বা পাত গ্রহ-বিম্বকে দক্ষিণদিকে বিক্ষেপ করে, এই কারণে গ্রহবিম্বের দক্ষিণে ও উত্তরে বিক্ষেপ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বুধ ও শুক্রের একটু বিশেষত্ব এই যে, বুধ ও শুক্রের উচ্চস্থান হইতে তাহাদিগের পাত পূর্ব্বার্দ্ধ বা পরার্দ্ধ মধ্যে অবস্থিত হইলে বুধ ও শুক্রকে যথাক্রমে দক্ষিণে ও উত্তরে বিক্ষেপ করে। গ্রহগণ উচ্চস্থান হইতে দূরে গমন করিলে যখন উভয়দিকের আকর্ষণ কমিয়া যায়, তখন গ্রহের বক্রগতি হইয়া থাকে। এইরূপ আকর্ষণে মঙ্গল স্বীয় ১৬০ কেন্দ্রাংশে, বুধ ১৪৪ কেন্দ্রাংশে, বৃহস্পতি ১৩০ কেন্দ্রাংশে, শুক্র ১৬৩ কেন্দ্রাংশে ও শনি ১১৫ কেন্দ্রাংশে বক্রগতি করিয়া থাকে, এবং গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় চক্র ৩৬০ অংশ হইতে তাহাদের কেন্দ্রাংশ বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তত অংশে ইহারা বক্রগতি পরিত্যাগ করে অর্থাৎ শুক্র ও বুধ স্বীয় স্বীয় কেন্দ্র হইতে সপ্ত রাশিতে বক্রগতি পরিত্যাগ করে। এই প্রকার স্বীয় কেন্দ্রাংশ হইতে অষ্টমরাশিতে বৃহস্পতি ও বুধ এবং নবম রাশিতে শনি বক্রগতি ত্যাগ করে (৫)।

গ্রহদিগের উদয়-অস্ত।—জ্যোতিষ্কগণ সকল সময়ে সমান-ভাবে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত করে, বাস্তবিক তাহাদের কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। রাশিচক্রের সহিত গমন করিয়া যখন দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখা দ্বারা অন্তরিত হয়, তখনই আমরা তাহার অস্ত হইয়াছে বলি এবং যখন আবার ভ্রমণ করিতে করিতে দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার উপরে উঠিতে থাকে ও আমরা প্রথমে গ্রহকে দেখিতে পাই, তখন তাহার উদয় বলা হয়। ইহা ব্যতীত সূর্য্য ভিন্ন অপর গ্রহগণ ও জ্যোতিষ্কগণ যখন সূর্য্যের কিরণে অভিভূত হয়, তখনও সেই গ্রহ বা নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, ইহাকেও অস্ত বলে এবং যখন সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া যায় ও প্রথমে আমরা দেখিতে পাই, তখন তাহাদের উদয় বলা যাইতে পারে। নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত নক্ষত্রপ্রস্তাবে বলা হইয়াছে। অল্প-গতি গ্রহগণ সূর্য্য হইতে ন্যূন হইলে পূর্ব্বদিকে উদিত হয় এবং সূর্য্য হইতে অধিক হইলে পশ্চিমদিকে তাহাদের অস্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি, মঙ্গল ও শনি সূর্য্য হইতে ন্যূন, ইহাদের পশ্চিমদিকে অস্ত হয় এবং বক্রগতি বুধ ও শুক্রের

(১) "অদৃশ্যরূপাঃ কালস্য মূর্ত্তয়ো ভগণাশ্রিতাঃ।
শীঘ্রমন্দোচ্চপাতাখ্যা গ্রহাণাং গতিহেতবঃ।" ১। (সূর্য্যসি° ২ অঃ)

(২) "তথাচ কক্ষাকারং সূত্রং তদা তদা তথা তথা ভ্রমতীতি দৈব-তৈরাকৃষ্যত ইত্যুপচারাদুচ্যতে।" (সূর্য্যসি° ২ অঃ ৩ শ্লোঃ রঙ্গনাথ।)

(৩) "গ্রহাৎ প্রাগ্ভগণার্দ্ধস্থঃ প্রাঙ্মুখং কর্ষতি গ্রহম্।
উচ্চসংজ্ঞোঽপরার্দ্ধস্থস্তদ্বৎ পশ্চান্মুখং গ্রহম্।" ৪। (সূ° সি° ২ অঃ)

(৪) "দক্ষিণোত্তরতোঽপ্যেবং পাতো রাহুঃ স্বরংহসা।
বিক্ষিপত্যেষ বিক্ষেপং চন্দ্রাদীনামপক্রমাৎ। ৬।" (সূ° সি° ২ অঃ)
'পাতস্থানাধিষ্ঠাত্রীদেবতা রাহুর্জীববিশেষঃ চন্দ্রপাতস্তদৈত্যবিশেষো রাহুঃ।' রঙ্গনাথ।

(৫) "কৃতর্ত্তু চন্দ্রৈ র্বেদেন্দ্রৈঃ শূন্যত্র্যেকৈ গুণাষ্টভিঃ।
শররুদ্রৈ শ্চতুর্থেষু কেন্দ্রাংশৈঃ ভূসুতাদয়ঃ। ৫৩।
ভবন্তি বক্রিণস্তৈস্তু স্বৈঃ স্বৈশ্চক্রাদ্বিশোধিতৈঃ।
অবশিষ্টাংশতুল্যৈঃ স্বৈঃ কেন্দ্রৈরুজ্ঝন্তি বক্রতাম্। ৫৪।
মহত্বাচ্ছীঘ্রপরিধেঃ সপ্তমে ভৃগুভূসুতৌ।
অষ্টমে জীবশশিজৌ নবমে তু শনৈশ্চরঃ।" ৫৫ (সূ° সি° ২ অঃ)

পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া থাকে। চন্দ্র, বুধ ও শুক্র সূর্য্য হইতে অল্প হইলে পূর্ব্বদিকে অস্ত ও পশ্চিমদিকে উদয় হয়। [ইহার বিশেষ বিবরণ স্ফুট শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গ্রহবিম্ব সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয় বলিয়া আমরা উজ্জ্বল দেখিতে পাই। মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহবিম্বের সকল অংশই সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয় এবং সকল স্থানই উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলের সেরূপ নহে। কখন কখন চন্দ্রমণ্ডলের অল্পাংশ ও কখনও বা প্রায় সকলাংশই উজ্জ্বল দেখায়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ইহার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সূর্য্য ও চন্দ্র যখন ৬ রাশি অন্তরে অর্থাৎ সমসূত্রে ঊর্দ্ধাধঃভাবে অবস্থিত করে, সেইদিন চন্দ্রমণ্ডলের সকল অংশে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয় বলিয়া চন্দ্রমণ্ডলের সকল অংশই শুক্ল ও উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। যে দিন চন্দ্রমণ্ডলের আমাদের দৃশ্য অংশ অর্থাৎ অর্দ্ধ অংশ উজ্জ্বল ও শুক্লবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই তিথিকে পূর্ণিমা বলে। ইহার পরদিন হইতে চন্দ্রমণ্ডল যত পরিমাণে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সূর্য্যকিরণও তত পরিমাণে চন্দ্রে প্রতিফলিত হয় না এবং চন্দ্রের শুক্লতাও সেই অনুসারে কমিয়া আইসে। এইরূপে যে দিন চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যের সহিত একরাশিতে অবস্থান করে, সেদিন চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয় না, ইহাকে অমাবস্যা বলে। পূর্ণিমার পরদিন হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ দিনকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। ইহার পরদিন হইতে চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্য হইতে যত পরিমাণ অন্তর হয়, তত পরিমাণেই সূর্য্যকিরণ তাহাতে প্রতিফলিত হইতে থাকে ও দিন দিন চন্দ্রের শুক্লতা বৃদ্ধি হয়। অমাবস্যার পরদিন হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্তকে শুক্লপক্ষ বলে। দ্বাদশ অংশ পশ্চিমে চন্দ্রের উদয় ও দ্বাদশ অংশ পূর্ব্বে অস্ত হয়। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১০ অঃ)

বৃহৎসংহিতার মতে যেরূপ দর্পণের উপরে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে অন্ধকারময় গৃহের অভ্যন্তরে তাহার প্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইয়া অন্ধকার বিনাশ করে, সেই প্রকার জলময় চন্দ্রে সূর্য্যের কিরণ প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৪।২) [চন্দ্র দেখ।]

গ্রহদিগের গতি অনুসারে এক গ্রহের সহিত অপর গ্রহের যোগ হইয়া থাকে। গ্রহযোগকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, গ্রহ-যুদ্ধ ও গ্রহ-সমাগম (৪)। চন্দ্রের সহিত মঙ্গল প্রভৃতি পাঁচটী গ্রহের যোগকে সমাগম বলে। সূর্য্যের সহিত অপর কোন গ্রহের যোগ হইলে, তাহার অস্ত হয়, ইহাকে গ্রহের পূর্ণাস্ত বলা যায় (২)। মন্দগতি গ্রহ হইতে শীঘ্রগতি গ্রহ অধিক হইলে অল্পদিন পূর্ব্বেই তাহাদের যোগ হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রগতি গ্রহ হইতে মন্দগতি গ্রহ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে অল্পদিন পরেই সেই দুই গ্রহের যোগ হইবে। শীঘ্রগতি বক্রী-গ্রহ মন্দগতি বক্রীগ্রহ হইতে অধিক হইলে অল্পদিন মধ্যেই তাহাদের যোগ হইয়া থাকে। কিন্তু বক্রী মন্দগতি গ্রহ বক্রী শীঘ্রগতি গ্রহ হইতে অধিক হইলে অল্পদিন পূর্ব্বেই তাহাদের যোগ হইয়াছিল। মঙ্গল প্রভৃতি পাঁচটী গ্রহের প্রতিবিম্ব মাত্রে স্পর্শ হইলে তাহাকে উল্লেখ নামক যুদ্ধ বলে। কিন্তু এইরূপ স্পর্শই যদি গ্রহের মণ্ডলের অংশ ও দিক্ ভেদে হয়, তবে তাহাকে ভেদ নামক যুদ্ধ বলে। এই প্রকার দুইগ্রহের কিরণযোগ হইলে তাহার নাম অংশুবিমর্দ্দ যুদ্ধ। গ্রহের কিরণযোগ দক্ষিণ বা উত্তরভাগে এক অংশের ন্যূন হইলে তাহাকে অপসব্য যুদ্ধ; দক্ষিণ বা উত্তরভাগে এক অংশের অধিক হইলে কিরণ যোগকেও সমাগম বলে (৩)। ভাস্করাচার্য্য গ্রহযোগের অপর অনেক ভেদও নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মানবচক্ষুর অদৃশ্য বলিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার স্বীকার করেন না (৪)। এই গ্রহযুদ্ধে একটী গ্রহের জয় ও অপরটীর পরাজয় হয়। গ্রহযুদ্ধের পরে গ্রহ দেখিয়া কোন্‌টীর জয় ও কোন্‌টীর পরাজয় হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যে অপসব্য যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, সেই যুদ্ধে পরাজিত গ্রহকে অতিশয় ক্ষুদ্র, অব্যক্ত, প্রভাহীন, রূক্ষ ও বিবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং জয়ী গ্রহের দক্ষিণদিকে তাহার উদয় হইয়া থাকে। জয়ী গ্রহকে দীপ্তিমান্, স্থূল ও পরাজিত গ্রহ হইতে উত্তরদিকে উদিত দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(১) গ্রহগণ স্বীয় স্বীয় কক্ষায় থাকিয়াই অনবরত ভ্রমণ করে, কখনও আপনার কক্ষা পরিত্যাগ করে না। গ্রহকক্ষাও অনেক অন্তরে অবস্থিত। ইহাদের বাস্তবিক যোগ হওয়া অসম্ভব। ভূমণ্ডল হইতে সর্ব্বোপরিস্থিত রাশিমণ্ডল পর্য্যন্ত একটী সরল সূত্রপাত করিলে এক সূত্রে গ্রথিত মণিমালার ন্যায় যে যে গ্রহ এক সূত্রে পড়িবে, তাহাদেরই পরস্পর যোগ বলা হয়।

(২) "তারা গ্রহাণামন্যোন্যং স্যাতাং যুদ্ধসমাগমৌ।
সমাগমঃ শশাঙ্কেন সূর্য্যেণাস্তমনং সহ ॥" (সূর্য্যসি° ৮ অঃ)

(৩) "উল্লেখং তারকা স্পর্শাদ্ভেদে ভেদঃ প্রকীর্ত্ত্যতে।
যুদ্ধমংশুবিমর্দ্দাখ্যং অংশুযোগে পরস্পরম্ ॥ ১৮ ॥
অংশাদূনেঽপসব্যাখ্যং যুদ্ধমেকত্র চেদণুঃ।
সমাগমোঽংশাদধিকে ভবতশ্চেদ্ বলান্বিতৌ ॥" ১৯ ॥ (সূ° সি° ৭ অঃ)

(৪) "ভাস্করাচার্য্যোক্ত বিশেষোঽতিবিস্তৃতঃ ॥ ভগবতা তু সূক্ষ্মবিষয়োরাকাশে দূরত্বো বিবিক্তবর্ণনাসম্ভবাৎ ব্যর্থপ্রয়াসাদুপেক্ষিতঃ ॥" রঙ্গনাথ সূ° সি° ৭।১৯ শ্লোকঃ।

যুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত দুই গ্রহ এক অংশমাত্র দূরে অবস্থিত হইলে এবং দুইটাই যদি দেখিতে উজ্জ্বল হয়, তবে তাহাদের কিরণ-যোগরূপ সমাগম হইয়া থাকে। দুই গ্রহই সূক্ষ্ম অথচ পরাজয়লক্ষণবিশিষ্ট দেখাইলে তাহাদের কূট ও বিগ্রহ নামক যুদ্ধ হইয়া থাকে। গ্রহযুদ্ধে শুক্রগ্রহ অপর গ্রহ হইতে দক্ষিণে বা উত্তরে থাকিলে প্রায় শুক্রের জয় হইয়া থাকে। গ্রহযুদ্ধে মানবমণ্ডলীর শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে।

গ্রহগণের স্বাভাবিক বর্ণ কি, তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাস্করাচার্য্যের মতে চন্দ্রের যে অংশে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে তাহাই শুক্ল দেখায়, অপরাংশ কামিনী-কেশকলাপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকাকার রঙ্গনাথ ও আর্য্যভটের মতে সূর্য্যকিরণ হইতেই অপর গ্রহগণও আলোকিত হয়। এরূপস্থলে সূর্য্য ব্যতীত অপরগ্রহের কিরণ নাই ও কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রাচীনকাল হইতে গ্রহগণের যেরূপ ধ্যান চলিত আছে তাহাতে সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র কুন্দ অথবা শঙ্খের ন্যায় ধবলবর্ণ, মঙ্গল রক্তবর্ণ, বুধ প্রিয়ঙ্গু কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বৃহস্পতি সুবর্ণবর্ণ, শুক্র শুক্লবর্ণ ও শনি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণিত আছে। [প্রাচীন হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যে যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহগতি নির্ণয় করিতেন, তাহা যন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য। গোলরচনাপ্রণালী গোল শব্দে দেখ।]

পুরাণেও অল্পবিস্তর খগোল-বিবরণ লিখিত আছে। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য বলেন যে, পৌরাণিক খগোল বা ভূগোল যাহা বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায়, তাহা ঠিক নহে, খগোল ও ভূগোল বিবরণ যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা কালবশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। [বৈদিক বা পৌরাণিক মত জ্যোতিষ-শব্দে দ্রষ্টব্য। খগোলের অপর বিবরণ গ্রহ, রাশি, নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি শব্দে দেখ।]

য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা লাপ্লাস সৌরজগতের গতির সামঞ্জস্য দেখিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখন যে আকাশে গ্রহ-উপগ্রহ সকল অবস্থিত, সৌরজগতের আদিম অবস্থায় সেই আকাশে কেবলমাত্র গোলাকার অনন্ত বাষ্পরাশি ব্যাপ্ত ছিল। সেই বাষ্পরাশি একটী আবর্ত্তন-শলাকা আশ্রয় করিয়া নিজের চারিদিকে ঘূর্ণিত। ক্রমে ক্রমে সেই উত্তপ্ত বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন-অনুসারে গতির বেগ বাড়িয়া তাহার কেন্দ্রাতিগশক্তিও বৃদ্ধি হয়। এইরূপে ক্রমে সেই বাষ্পীয় গোলকের কেন্দ্রাতিগশক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় বিষুবরেখা-সন্নিহিত স্থান কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী স্বতন্ত্র অঙ্গুরীয়ের মত চক্ররূপ ধারণ করিল। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে ঐ বিস্তৃত বাষ্পরাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটী সুবৃহৎ গোলকে পরিণত হইল, মধ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোলকই আমাদের সূর্য্য। এক একটী স্বতন্ত্র চক্রের ঘন স্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ সকল মিলিয়া ক্রমে আবার সেই চক্রগুলি এক একটী গ্রহরূপ ধারণ করিল। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিত্যক্ত অতি বিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে, তাহারা উপগ্রহ।

লাপ্লাসের এই মতটী লইয়া য়ুরোপে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, এক্ষণে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই, সূর্য্য তাহার ২২৭০০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে ছড়াইতেছে। এখন সূর্য্যের যেরূপ আয়তন, এই আয়তনে প্রতি বৎসরে ২২০ ফিট সূর্য্যব্যাস সঙ্কুচিত হইলে এখন তাপমান ঠিক থাকে। এই নিয়মে সূর্য্য ২৫ বর্ষে ১ মাইল ও এক শতাব্দীতে ৪ মাইল সঙ্কুচিত হইবার কথা। ইহা দ্বারা জানা যায়, যতদিন সূর্য্যের অধিকাংশ বাষ্পময় থাকিবে, ততদিন শীতলতাপ্রবণ সূর্য্য ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরের উত্তাপশক্তি সমভাবে রাখিবে। এইরূপে সূর্য্য একশত বর্ষ পূর্ব্বে ৪ মাইল বড় ছিল, দু-শ বৎসরে ৮ মাইল। এই ভাবে এক সময়ে সূর্য্যবাষ্প বুধের কক্ষা পর্য্যন্ত, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর কক্ষা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এইরূপে বহু পূর্ব্বে সমস্ত সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত থাকিবার কথা।

এইরূপে গণনা দ্বারা য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ লাপ্লাসের মত স্বীকার করিয়া এখন স্থির করিয়াছেন, এই পৃথিবীও সূর্য্য-পরিত্যক্ত একটী বাষ্পচক্র। ক্রমে সেই বাষ্পচক্র শীতল হইয়া ক্রমে ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় আসিল, তখন সমস্ত বাষ্পই যে তরল হইল এমন নহে, কতকটা সেই অবস্থায় পৃথিবীর উপর রহিয়া গেল, এখনও তাহার কতকাংশ পৃথিবীর উপর রহিয়াছে। পৃথিবীর তখনকার বাষ্পাবরণ প্রায় চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাপ ২০০০ সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রির পরিমাণ ছিল। এই তীব্র তাপ লইয়া তরল পৃথিবী শীতল আকাশে ঘুরিতে লাগিল, ক্রমে শীতলতা সংস্পর্শে তাপ অনেক কমিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে ঘন ও চটচটে হইয়া অবশেষে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইল।

আমরা রজনীযোগে নির্ম্মল আকাশপানে চাহিলে এক দিক্ হইতে অন্তদিক্ পর্য্যন্ত শুভ্রবর্ণের ন্যায় এক আলোকময় শ্রেণী দেখিতে পাই; তাহারই নাম ছায়াপথ (Milky way)। য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ছায়াপথ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, ঐ সকল স্থানে অসংখ্য নক্ষত্র একত্র রহিয়াছে। উহার এক একটী কোন অংশে পৃথিবী অপেক্ষা ছোট নহে। তাঁহারা দূরবীক্ষণ সাহায্যে প্রায় ২০০০০০০০ নক্ষত্র দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ছায়াপথে প্রায় ১৮০০০০০০ নক্ষত্র আছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আকাশে অনন্ত বাষ্পময় নীহারিকা রাশি (Nebulæ) দেখা যায়। এই নীহারিকার মধ্যে কতক গুলি জ্যোতিষ্ক, কতকগুলি হীনপ্রভ বিশাল বাষ্পরাশি এখনও জ্যোতিষ্কে পরিণত হয় নাই, আবার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও ছোট বাষ্পরাশির মধ্য হইতে এতদূর জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে শীঘ্রই একটী জ্যোতিষ্ক হইবে। য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, ঐরূপ বাষ্পরাশিই ভবিষ্য জগতের উপাদান। ঐরূপ অনন্ত নীহারিকারাশি হইতেই জগৎ প্রকাশিত।

খগোলবিদ্যা (স্ত্রী) খগোলস্য বিদ্যা ৬তৎ। যে বিদ্যা দ্বারা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির প্রকৃত অবস্থান ও গতি প্রভৃতি নিরূপিত হয়।

খগোলবিবরণ (ক্লী) যে গ্রন্থে বা শাস্ত্রে আকাশমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলস্থিত গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের প্রকৃতি, গতি ও অবস্থান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিবরণ আছে।

খগৌল, পাটনা জেলায় দানাপুরের নিকট অবস্থিত একটী নগর, এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে। ইহার নিকট দানাপুর ষ্টেসন হওয়াতেই ইহার সমৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে।

খগগড় (পুং) খে আকাশে গলতি গল-অচ্ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। তৃণবিশেষ, চলিত কথায় খাগড়া বলে। ইহার পর্য্যায়—পোটগল, বৃহৎকাশ, কাকেক্ষু। (রত্নমালা)

খঘোরিয়া, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশের মায়ানী নদীতীরবর্ত্তী একটী গ্রাম। ইহার নিকটে বিষম জঙ্গল। ইংরাজরাজ নেপাল হইতে একদল গুর্খা আনাইয়া এইখানে বাস করাইবার চেষ্টা করেন। মনে করিয়াছিলেন, ইহারা বাস করিলে আপনাআপনি বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলিবে। গুর্খাগণ লাঙ্গলাদি ক্রয় করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবে বলিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে ১০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তথায় তাহাদের নানাপ্রকার পীড়া হইতে লাগিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উপনিবেশ ভাঙ্গিয়া গুর্খাগণ রাঙ্গামাটীতে প্রেরিত হইল।

খঙ্কর (পুং) খঙ্কতে ইতি খন-ক্বিপ্, কার্য্যতে কৃ-অপ্-ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। চূর্ণকুন্তল, চলিত কথায় জুল্পি বলে।

খঙ্খার (পুং) [খক্কর দেখ।]

খঙ্গ [বৈ] (পুং) মৃগবিশেষ।

"খঙ্গো বৈশ্বদেবঃ শ্বা-কৃষ্ণঃ কর্ণো গর্দ্দভঃ।" (বাজসনেয়সং ২৪।৪০)

'খঙ্গো মৃগবিশেষঃ' (মহীধর।)

কেহ কেহ 'খঙ্গ' স্থলে 'খড়্গ' পাঠ করেন।

খচমস (পুং) খে আকাশে চমাতেঽসৌ চম অসচ্। চন্দ্র।

খচর (পুং) খে আকাশে চরতি চর-ট (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬।) ১ মেঘ। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ বায়ু। ৩ সূর্য্য। (পুং স্ত্রী) ৪ রাক্ষস। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া খচরী শব্দ হয়।

"খচরস্ত সুতস্ত সুতঃ খচরঃ
খচরস্য পিতা ন পুনঃ খচরঃ।
খচরস্য সুতেন হতঃ খচরঃ
খচরী পরিরোদিতি হা খচর।" (মহাভারত দ্রোণ°)

(ত্রি) ৫ যাহারা আকাশপথে গমন করে, আকাশগামী। (পুং) ৬ রূপক তালবিশেষ। যে রঙ্গতালে প্রথম গুরু, তৎপরে লঘু এই নিয়মে ১০টী অক্ষর থাকে, তাহাকে খরচ বলে। ইহা শান্ত বা হাস্যরসের অনুকূল।

"খচরো রঙ্গতালে স্যাদ্ গুরুরাদৌ লঘুস্ততঃ।
শান্তেঽথবা হাস্যরসে ভাবদেব দশাক্ষরঃ।" (সঙ্গীতদামো°)

(ক্লী) ৭ কাশীশ, হীরেকস। (হেম°)

খচর্ [খচ্চর দেখ।]

খচারী [ন্] (ত্রি) খে আকাশে চরতি চর-ণিনি। ১ যাহারা আকাশপথে গমন করে, আকাশগামী। (পুং) ২ কার্ত্তিকেয়।

"খচারী ব্রহ্মচারী চ শূরঃ শরবণোদ্ভবঃ।" ভারত ৩।২৩১ অঃ।

খচিত (ত্রি) খচ-ক্ত। সংযুক্ত। পর্য্যায়—করম্বিত, রূষিত, গুরুগুণ্ডিত, করম্ব, কবর, মিশ্র, সংপৃক্ত, ব্যাপ্ত, গুণ্ডিত, ছুরিত।

খচিল (ক্লী) খে আকাশে চলতি, চল-অচ্। গুলি, বাটুল।

খচ্চর (পারসী) খচর্, অশ্বতর।

খজ (পুং) খজতি মথ্নাতি-খজ-অচ্। ১ মন্থান দণ্ড, ঘোলমইনী।

"পয়স্যন্তর্হিতং সর্পির্দ্দধিমন্থ্যাতে খজৈঃ।
শুক্রং নির্মথ্যতে তদ্বদ্দেহসংকল্পজৈঃ খজৈঃ।"

(ভারত ১২।২১৪ অঃ)

২ দর্ব্বি, হাতা। ৩ যুদ্ধ। "অলর্ষি যুধ্ম খজকৃৎ পুরন্দর।" (ঋক্ ৮।১।৭) 'খজকৃৎ যুদ্ধস্য কর্ত্তঃ'। (সায়ণ)

খজক (পুং) খজ-স্বার্থে কন্। মন্থান দণ্ড। (হেম°)

খজকৃৎ (ত্রি) খজং যুদ্ধং করোতি কৃ-কিপ্-তুগাগমশ্চ। যুদ্ধকর্ত্তা।
খজঙ্কর (ত্রি) যুদ্ধকর্ত্তা। "কর্ম্মন্ কর্ম্মহৃতমূতিঃ খজঙ্করঃ।" (ঋক্ ১। ১০২। ৬)
'খজঙ্করঃ খজঃ সংগ্রামঃ তস্য কর্ত্তা। খজঙ্করঃ খজ্ মন্থে পচাদ্যচ্। ক্ষেমপ্রিয়মদ্রেঽণ্চ। (পা ৩।২।৪৪) ইতি চ-শব্দ-স্যানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ খজশব্দোপপদাদপি করোতেঃ খচ্।' সায়ণ।
খজপ (ক্লী) খজ্যতে মথ্যতে খজ কর্ম্মণি কপন্ (উষি কুটি-দলি-কচি-খজিভ্যঃ কপন্। উণ্ ৩।১৪২) ঘৃত। (উণাদিবৃত্তি)
খজল (ক্লী) খে আকাশে সঞ্চিতং জলং। ১ নীহার। (ত্রিকাণ্ড) ২ আকাশ হইতে পতিত জল, আকাশ জল।
"বর্ষাসু চরন্তি ঘনৈঃ সহোরগা বিয়তি কীটলূতাশ্চ।
তদ্বিষজুষ্টমপেয়ং খজলমগস্ত্যোদয়াৎ পূর্ব্বম্।" (রাজবল্লভ)
খজা (স্ত্রী) খজ-ভাবে অপ্-টাপ্। ১ মন্থন। ২ প্রহস্ত। খজ-করণে-অপ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ চমসের সদৃশ পাকসাধন দ্রব্যবিশেষ। "খজাঞ্চ দর্ব্বীঞ্চ করেণ ধারয়ন্।" (ভারত ৪।৭।১) ৪ মারণ। (শব্দরত্নাবলী)
খজাক (পুং) খজ-আক (খজেরাকঃ। উণ্ ৪।১৩।) পক্ষী।
খজাকা (স্ত্রী) খজ-আক্-টাপ্। দর্ব্বি, চমস, হাতা।
'খজাকঃ পক্ষিণি খ্যাতঃ খজাকা দর্ব্বিরুচ্যতে।' (উজ্জ্বলদত্ত ৪।১৩)
খজানা (পারসী) খাজানা, রাজা বা ভূস্বামীকে দেয় কর।
খজিকা (স্ত্রী) খজৈব স্বার্থে-খন্ অত ইত্বং। খজা।
খজিৎ (পুং) খেন শূন্যভাবনয়া জয়তি সংসারং খ-জি-কিপ্ তুগাগমশ্চ। শূন্যবাদী বৌদ্ধবিশেষ। ইহারা শূন্যই একমাত্র পদার্থ স্বীকার করে। [বৌদ্ধ দেখ।]
খজুনা, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কথোপকথনের এক ভাষা। শিনা, খজুনা ও অর্ণিয়া এই তিন ভাষায় পরস্পর সৌসাদৃশ্য আছে। আস্তর, গিলঘিট, চিলাস, দারেল, কোহলি ও পলস প্রভৃতি সিন্ধু নদীর উভয় তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলিতে শিনা ভাষা প্রচলিত। হুণজা ও নাগর প্রদেশে খজুনা ভাষা প্রচলিত এবং অর্ণিয়াভাষা যশন ও চিত্রল প্রদেশে প্রচলিত। ইহার নিকটে বর্ত্তমান দরদ বা দর্দ্দুদেশ। প্রাচীনকালে ইহাকেই দারদদেশ বলিত, এই দেশেও এই ভাষা প্রচলিত।
খজুরা, যশোহরজেলায় চিত্রানদীতীরে এই গ্রাম। প্রচুর খেজুরে-গুড় এইখানে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার নাম খজুরা হইয়াছে।
খজুরাহু, বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিমদিকে প্রাচীন কালঞ্জররাজ্যের মধ্যে একটী প্রাচীন নগর। ইহার চলিত নাম কুজুরো। ইহা ২৪°৫১´ উঃ অক্ষা° ও ৮০° পূঃ দ্রাঘিমায় কিয়ান (কেন) নদীর তীরবর্ত্তী রাজনগর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে চন্দেল-রাজগণের রাজধানী ছিল। ইহার সংস্কৃত নাম খর্জ্জুরবাটিক। গজনীরাজ মান্দু-দের সহযাত্রী আ-বুরিহান্ কালঞ্জর জয়কালে (১০২২ খৃঃ,) এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়া-ছেন, "ইহা যজহুতিদিগের রাজধানী, ইহার নাম কজুরাহু এবং কান্যকুব্জ হইতে ৯০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত।" কিন্তু ইহা কান্যকুব্জের দক্ষিণে ৯০ ক্রোশদূরে অবস্থিত। তৎপরে ১৩৩২ খৃঃ অব্দে ইবন্-বতুতা ভারতদর্শনে আসিয়া ইহাকে কজুরা নামে উল্লেখ করেন। তাঁহার সময় এখানে এক মাইল বিস্তৃত একটী সরোবর ও তাহার তীরে অসংখ্য হিন্দু দেবমন্দির ছিল।

হিউএন্সিয়াঙ্ ইহাকে চি চি-তো (যজহুতি) নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় এই নগরটী ২॥০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল, এখানে ১২টী বৌদ্ধমঠ, প্রায় সহস্র ব্রাহ্মণের বাস এবং হিন্দুদিগের ১২টী প্রধান মন্দির ছিল। এখানকার রাজা নিজে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু একজন দৃঢ়বিশ্বাসী বৌদ্ধ। দেশ অতিশয় উর্ব্বরা ছিল। ভারতের নানাস্থান হইতে বিদ্বন্মণ্ডলী সর্ব্বদা এখানে আসিতেন।

হিউএন্সিয়াঙ্ ও আবুরিহানের বর্ণনানুসারে এই যজ-হুতি প্রদেশ বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড বলিয়াই বোধ হয়। এখানকার ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে যজহুতি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। যজহুতি শব্দে যজুর্হোতা এইরূপ অর্থ করে, কিন্তু যজহুতিয়া বণিক নামে একজাতীয় বণিক এই প্রদেশে বাস করে। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, যজহুতি শব্দ দেশবাচক। কানিংহাম সাহেব ইহার নিকট-বর্ত্তী গ্রামের উত্তরপূর্ব্বে বামনদেবের মন্দিরের নিকট কীর্ত্তি-বর্ম্মরাজের সময় একখানি শিলালিপিতে জেজাখ্য ও জেজ-ভুক্তি এই দুই নাম পাইয়াছেন। ইহা হইতে তিনি অনু-মান করেন যে, এই জেজভুক্তি হইতেই যজহুতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি আরও অনুমান করেন টলেমি-বর্ণিত সন্দ্রবতিস্ বা সন্দবতিস্ নামক দেশ ও তন্মধ্যস্থ কুরপোরিণ, এম্পেলথ্রা, নন্দবন্দগর ও তমসিস্ নামক নগর-গুলি যথাক্রমে যজহুতিদেশ, খজুরপুর, মহবা, নন্দপুর ও তপস্বী নামক নগরীর বিকৃত নামান্তর মাত্র। সংস্কৃত শাস্ত্রেও কালঞ্জর প্রদেশ তপস্বীস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। [কালঞ্জর দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে খজুরাহ একটী সামান্য গ্রামমাত্রে পরি-ণত হইয়াছে। দুই আড়াই হাজারের অধিক অধিবাসী

নাই ; কনৌজিয়া ও যজহুতিয়া এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এখানে আছে। ঠাকুর উপাধিধারী কতকগুলি চন্দেল জমিদারও আছেন।

এখানকার বিখ্যাত প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি চৌষট্টিযোগিনীর মন্দির। উহা শিবসাগর নামক সরোবরের দক্ষিণপশ্চিমে ১৬ হাত উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখন ও ৬৪টি মন্দির বর্ত্তমান আছে, কাহারও চূড়া, কাহারও দেওয়াল মাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সমস্ত মন্দিরগুলি শ্রেণীবদ্ধরূপে একটী আয়তক্ষেত্রের উপর অবস্থিত; মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মন্দিরগুলি গ্রেণাইট পাথরে নির্ম্মিত। প্রতি মন্দিরগৃহ দেড়হাত লম্বা এবং আড়াই হাত বিস্তৃত। যে চতুরস্র ক্ষেত্রের উপর এই ৬৪টি মন্দির অবস্থিত, তাহার চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। বেষ্টনের ভিতর প্রাচীরের গাত্রে মন্দির পাশাপাশি নির্ম্মিত। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য উত্তর ও দক্ষিণে ৪৬ হাত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ৬৮ হাত। প্রাচীরের উপর প্রত্যেক মন্দিরের চূড়া স্বতন্ত্র অবস্থিত। উত্তরের প্রাচীরের মধ্যস্থলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইবার প্রধান পথ; দক্ষিণের প্রাচীরের মধ্যস্থলের মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রশস্ত। সকল মন্দিরে প্রতিমা এখন নাই। দক্ষিণদিকের বৃহৎ মন্দিরে অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও মাহেশ্বরী এবং বারাহীমূর্ত্তিই এখনও ঠিক আছে। মহিষমর্দ্দিনীর বেদীগাত্রে হিঙ্গলাজ নাম খোদিত আছে। ইহার মধ্যে একটী হনুমানের মন্দিরও আছে।

এই হনুমানমূর্ত্তির বেদীর গাত্রে একটী খোদিতলিপি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে গাহিলপুত্র গোল্ল (সম্ভবতঃ) ৯৪০ সম্বতে মাঘ মাসের শুক্লানবমীতে পবনাত্মজ গোল্লাক শ্রীমান্ হনুমন্মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই স্থানে "কুটিল" অক্ষরে খোদিত হর্ষদেব ও শ্রীক্ষিতিপালদেব-নামাঙ্কিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। যদি এই হর্ষদেব যশোবর্ম্মার পিতা ধঙ্গরাজের পিতামহ হর্ষদেবই হন, তাহা হইলে এই শিলালিপিখানি ৯০০ খৃঃ অব্দের বটে। ইহা অপেক্ষা এস্থানে আর প্রাচীন শিলালিপি না পাওয়ায় অনুমিত হয় ৬৪টি যোগিনীর মন্দির অন্ততঃ এই ৯০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বা সময়ে বর্ত্তমান ছিল। চৌষট্টিযোগিনীর মন্দিরের নির্ম্মাণপ্রণালী ও শিল্পকার্য্যাদি দেখিয়া বোধ হয় যে ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে।

শিবসাগরের তীরে কতক গ্রেণাইট ও কতক বালুপাথরে নির্ম্মিত আর একটী মন্দির আছে, তাহাতে ব্রহ্মমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ইহা চৌষট্টিযোগিনীর মন্দির অপেক্ষা আধুনিক, কিন্তু অন্যান্য মন্দির যাহা কেবল বালুপাথরে নির্ম্মিত, তাহা হইতে প্রাচীন বটে। চৌষট্টিযোগিনী মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে পাহাড়ের উপরে আর একটী ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির আছে। এই মন্দিরে ৪ হাত উচ্চ গণেশের প্রতিমা আছে। চৌষট্টিযোগিনীর মন্দিরের দ্বারদিকে এই প্রতিমার মুখ। এই মন্দির বালুপাথরে নির্ম্মিত। গণেশের মূর্ত্তিটী অতি সুন্দর।

খজুরাহর মধ্যে যতগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে কন্দরীয় মহাদেবের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও বৃহৎ। ইহা লম্বে ৭৩ হাত, প্রস্থে প্রায় ৪৬ হাত ও উচ্চে প্রায় ৭৮ হাত। মন্দিরটী ৫ ভাগে বিভক্ত। সোপান হইতে উঠিয়াই অর্দ্ধমণ্ডপ, তৎপশ্চাতে মণ্ডপ, তৎপরে মহামণ্ডপ, তৎপরে অন্তরাল ও তৎপরে গর্ভগৃহ। মন্দিরগাত্রে ভিতরে এবং বাহিরে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি অশ্লীল। এতদ্ভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি ও খোদিত আছে। ইহার কারুকার্য্য বিশেষরূপে দেখিতে গেলে তত সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু মোটের উপর সমগ্র মন্দিরটী শোভার আধার। এই মন্দিরের মধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। গৌরীপট্টের উপর লিঙ্গশরীরের পরিধি প্রায় তিন হাত। প্রতিমা মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত।

গর্ভগৃহের দ্বারের উপরিভাগে ঠিক মধ্যস্থলে শিব এবং তাহার বামে বিষ্ণু ও দক্ষিণে ব্রহ্মামূর্ত্তি আছে।

শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে একটী ক্ষুদ্র অর্দ্ধভগ্ন মন্দির আছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ছত্রপুরের রাজগণ ইহার জীর্ণসংস্কার করাইয়াছেন। ইহা একটী শিবমন্দির। ইহারও দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে।

এই ক্ষুদ্র শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে লম্বে প্রায় ৫১ হাত, প্রস্থে প্রায় ৩৩ হাত আর একটী বৃহৎ মন্দির আছে। তাহা দেবী জগদম্বার মন্দির বলিয়া বিখ্যাত। সম্ভবতঃ প্রথমে ইহা বিষ্ণুমন্দির ছিল, কারণ গর্ভগৃহের দ্বারের উপর ঠিক মধ্যস্থলে বিষ্ণু ও উভয়পার্শ্বে শিব ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি আছে। গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে চতুর্ভুজা পদ্মহস্তা দেবীমূর্ত্তি আছে। তাহা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার শিল্পনৈপুণ্য কন্দরীয় মহাদেবের মন্দিরের শিল্প অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহার গাত্রে খোদিত কতগুলি পৃথক্ অক্ষর আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহা চন্দেলদিগের প্রভাবের সময় অর্থাৎ দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।

জগদম্বা-মন্দিরের উত্তরে ও শিবসাগরের প্রাচীনগর্ভের পশ্চিমে ছত্রকপত্রক (ছতর কো পতরক) নামে একটী মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দুই হাতে দুইটী পদ্ম ধরিয়া একটী পুরুষমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। মূর্ত্তিটী সূর্য্যপ্রতিমা বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রতিমার বেদীগাত্রে সূর্য্যের সপ্তাশ্বরথ খোদিত আছে। ইহার গঠনপ্রণালী ঠিক জগদম্বার মন্দিরের ন্যায়। দৈর্ঘ্যে ৫৮ হাত, প্রস্থে ৩৮॥০ হাত, ইহার তোরণদ্বার, অর্দ্ধমণ্ডপ ও মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার মহামণ্ডপাংশ অষ্টকোণী, কিন্তু ছাদটী চারিটী মাত্র স্তম্ভের উপর অবস্থিত। মন্দিরের তিনদিকে ব্রহ্মা, সরস্বতী, হরপার্ব্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি আছে।

শিবসাগরের প্রাচীনগর্ভের পূর্ব্বদিকে বিশ্বনাথের মন্দির অবস্থিত। কন্দরীয় মহাদেবের মন্দিরের ন্যায় ইহার গঠনপ্রণালী। পরিমাণে প্রায় ছত্রকপত্রক মন্দিরের সমান। ইহার চতুষ্কোণে ও দ্বারের সম্মুখে আর পাঁচটী ক্ষুদ্রাকার মন্দির আছে। ইহার গর্ভগৃহের দ্বারের উপর বৃষারূঢ় শিবমূর্ত্তি এবং তাহার দক্ষিণে হংসারূঢ় ব্রহ্মা ও বামে গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তিও আছে। মন্দির মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের অর্দ্ধমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দুইখানি খোদিতলিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একখানিতে ১০৫৬ সম্বৎ (বা ৯৯৯ খৃষ্টাব্দ) ও অপর খানিতে ১০৫৮ সম্বৎ (বা ১০০১ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে। ইহার একখানি হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রাত্রেয় গোত্রীয় রাজা ধঙ্গ মরকতময় শিবলিঙ্গ শম্ভুনামে অভিহিত করিয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিলালিপি খোদিত হইবার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ধঙ্গরাজ জীবলীলা সংবরণ করেন। এই মন্দিরকে পূর্ব্বে প্রমথনাথের মন্দির বলা হইত।

এই মন্দিরে একখানি শিলালিপি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানি ১০৫৬ সম্বতের (বা ৯৯৯ খৃষ্টাব্দের)। ইহাতে লিখিত আছে যে, রাজা ধঙ্গ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার পুত্র গণ্ডদেব তাঁহার পরেই রাজ্যারোহণ করেন এবং ধঙ্গদেবের ১০০ বর্ষ বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। অন্যান্য লিপি হইতে জানা যায় ধঙ্গদেব ৯৫৪ হইতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরে গণ্ডদেব রাজা হন। ইনি ৯৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গণ্ডদেব ১০২০ খৃষ্টাব্দে কনোজ আক্রমণ ও ১০২১ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। এই শিলালিপিতে চন্দেল রাজগণের বংশাবলী দেওয়া আছে।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের নাটমন্দিরে আর একখানি শিলালিপি আলগা দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে ১০৫৮ সম্বৎ বা ১০৯১ খৃষ্টাব্দ লিখিত। কিন্তু ইহাতে একটীও চন্দেলরাজের নাম নাই। ইহাতে কক্কল নাম আছে, কিন্তু তাহা কোন্ রাজার নাম ঠিক বলা যায় না। এই সময়ে কলচুরী-বংশে অলবিক্রমীর সমসাময়িক গাঙ্গেয়দেবের পিতা কক্কল স্বরাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন বটে।

ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে ইহারই চাতালের উপর আর একটী ক্ষুদ্র শিবমন্দির আছে। ইহারও দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে এবং মন্দির মধ্যে অষ্টভুজা, ত্রিশূল ও খর্পরধারিণী উপবিষ্টা ক্ষুদ্র দুর্গামূর্ত্তি আছে। ঐ চাতালের উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বকোণে এইরূপ ক্ষুদ্র মন্দির ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উত্তরপূর্ব্বকোণের মন্দিরটী চূণের কাজ করিয়া নূতন ধরণের করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের ঠিক সম্মুখে বৃষমন্দির। বৃষমূর্ত্তি ৪॥০ হাত দীর্ঘ এবং অতি মসৃণ। ইহাও বিশ্বনাথ-মন্দিরের সমসাময়িক।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের দক্ষিণদিকে পার্ব্বতী-মন্দির, ইহার গর্ভগৃহ ব্যতীত সমস্তই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাও পূর্ব্বে বিষ্ণুমন্দির ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ দ্বারের উপর ঠিক মধ্যস্থলে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। মন্দির মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। ইহার উচ্চতা ৩৫০ হাত। কেহ ইহাকে পার্ব্বতীমূর্ত্তি কেহ বা লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলেন। এই প্রতিমার ঠিক মাথার উপর একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে, সুতরাং ইহা লক্ষ্মীমূর্ত্তি হওয়াই সম্ভব। মন্দিরগাত্রে শূকর-শীকার, হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রধারী সৈনিকদল খোদিত আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ২৫০ হাত উচ্চ চতুর্ভুজ চতুঃশির একটী পুরুষ-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। ইহার একমুখ মানবাকার, অন্য সমস্তই সিংহাকার। সম্ভবতঃ ইহা নৃসিংহমূর্ত্তির প্রতিরূপ।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্রমন্দিরের গর্ভগৃহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। লোকে ইহাকে পার্ব্বতী-মন্দির বলে। কিন্তু দ্বারের উপর বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। অভ্যন্তরে ৩৫০ হাত উচ্চ চতুর্ভুজা দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে, এই প্রতিমাকে লোকে পার্ব্বতী বলে, কিন্তু এই প্রতিমার ঊর্দ্ধদেশে মধ্যস্থলে বিষ্ণু এবং তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে শিব-মূর্ত্তিও আছে।

শিবসাগরের পূর্ব্বতীরে আর কতকগুলি মন্দির আছে, ইহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেটী আকারে বিশ্বনাথ-মন্দিরের ন্যায়। ইহাকে লোকে রামচন্দ্রমন্দির বা 'চতুর্ভুজ', মন্দির বলে। কনিংহাম সাহেব ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকেই লক্ষ্মী-

জীর মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। শেষে ১৮৮৪।৮৫ সালের বিবরণীতে চতুর্ভুজমন্দির বলিয়াই লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাকে নৃসিংহ বলিতে চাই। বিশ্বনাথ-মন্দিরের ন্যায় ইহারও চারিকোণে ও সম্মুখে আর ৫টী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এই মন্দিরের গাত্রে বিশ্বনাথ-মন্দিরের ন্যায় অভ্যন্তরে ও বাহিরে যথেষ্ট চিত্র খোদিত আছে, তন্মধ্যে শূকর-শীকার, লোকযাত্রা, সৈন্যসমাবেশ, হাতী-ঘোড়ার প্রদর্শনী প্রভৃতি ছবিগুলি অতি সুন্দর। এই মন্দির মধ্যে ২৸০ হাত উচ্চ একটী চতুর্ভুজ প্রতিমা আছে। প্রতিমার ৩টী মস্তক, মধ্যস্থলের মস্তকটী মনুষ্যাকৃতি ও দুইপার্শ্বের মস্তক দুটী সিংহাকার। সম্ভবতঃ এই প্রতিমা 'নৃসিংহ'-মূর্ত্তির। আর এই জন্যই আমরা ইহাকে নৃসিংহ-মন্দির বলিতে চাই। এই মন্দিরে একখানি শিলালিপি আছে, তাহাতে চন্দেল-রাজগণের বংশাবলী দেওয়া আছে এবং নন্নুকদেব হইতে ধঙ্গদেব পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যায়। তাহাতেই খোদিত আছে যে, এই মন্দির রাজা যশোবর্ম্মা ও তৎপুত্র কর্ত্তৃক ১০১১ সম্বতে (৯৫৪ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়। ইহা হইতেই জানা যাইতেছে যে ইহা বিশ্বনাথ-মন্দির অপেক্ষা ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে গঠিত হয়। ক্ষুদ্র মন্দিরগুলিতেও বিষ্ণুমূর্ত্তি ছিল। পশ্চাদ্দিকের মন্দির দুইটী পূর্ব্বমুখে স্থাপিত। প্রত্যেক মন্দিরের সম্মুখে দুটী স্তম্ভ দেওয়া বারাণ্ডা আছে।

চতুর্ভুজ-মন্দিরের ঠিক পূর্ব্বে বরাহ-মন্দির। এই বরাহ-মন্দিরের দ্বার চতুর্ভুজ-মন্দিরের দ্বারের ঠিক সম্মুখ। ইহার মধ্যে একটী প্রস্তরের শূকর আছে। শূকরটী লম্বে ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি, উচ্চে ৯$\frac{1}{2}$ ফুট। শূকরমূর্ত্তির বেদীগাত্রে একটী বৃহদাকার সর্প খোদিত আছে। এই সর্প-লাঙ্গুলের উপর শূকরের-লাঙ্গুল মিশিয়াছে এবং সর্পমস্তকের উপর একটী মনুষ্য মূর্ত্তি আছে। এই মনুষ্যমূর্ত্তির নিকট আর একটী প্রতিমার দুইটী ভগ্ন পা পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তিটীর হস্তদ্বয় বরাহের গলদেশে ছিল, কারণ উহার গলদেশে দুইখানি হস্তেরও ভগ্নাবশেষ আছে। শূকরের গাত্রে অসংখ্য মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত।

বরাহ-মন্দিরের ১০॥০ হাত উত্তরে একটী ক্ষুদ্র দেবীমন্দির আছে। ইহার মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রবেশ-দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূর্ত্তি আছে, বোধ হয় ইহা লক্ষ্মী-মন্দির।

চতুর্ভুজা-মন্দিরের ২০ হাত দক্ষিণে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের মন্দির। ইহার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় নামে ৬ হাত উচ্চ একটী মোটা লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহার কোণাকার চূড়ার অগ্রভাগ ছত্রপুরের রাজা গিল্টী করিয়া দিয়াছেন এবং মন্দিরগাত্রে পুরু করিয়া চুণ ধরাইয়া পঙ্কের কাজ করাইয়াছেন।

শিবসাগরের দক্ষিণে ও সূর্য্যমন্দিরের উত্তরে ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে।

উত্তরাংশে পশ্চিমের মন্দিরাদি হইতে ৩ পোয়া পথদূরে কতকগুলি ভগ্ন স্তূপ আছে। সম্ভবতঃ এগুলি হিউয়েন্-সিয়ং বর্ণিত বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ।

একটী স্তূপ দৈর্ঘ্যে ১৩৩ হাত ও প্রস্থে ১০৬ হাত ও ঊর্দ্ধে প্রায় ১০ হাত। ইহার নাম 'শতধার স্তূপ'। ভিল্‌সা নগরেও শতধার নামে একটী স্তূপ আছে। ইহা দেখিয়া স্বচ্ছন্দে বুঝা যায় যে, ইহা একটী বৃহৎ বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ বটে। ইহার ২০০ হাত দক্ষিণে আর একটী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। ইহার মধ্যে দেওয়াল ও থামের ভগ্নাংশ বিদ্যমান। ৩৩১ হাত উত্তরে এইরূপ আর একটী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। এই উভয়ের মধ্যে ১৩১ হাত দীর্ঘ একটী পুষ্করিণী আছে। শতধার-স্তূপের অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী বৈষ্ণব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও দুইটী কূপ আছে।

ইহারই নিকটে 'বাতাসি-কা-খোড়িয়া' ও তাহার পূর্ব্বে 'বেনিয়ানী-কা-খোড়িয়া' নামে দুইটী ভগ্ন স্তূপ আছে, উভয়ের মধ্যে ৪০০ হাত ব্যবধান। বাতাসিকা-খোড়িয়া দৈর্ঘ্যে ১৩৩ হাত ও প্রস্থে ৮০ হাত। উভয় স্তূপই ইষ্টক এবং গাঁথিবার উপযুক্ত পাথরে পরিপূর্ণ। বেনিয়ানী-কা-খোড়িয়ার মধ্যে শৈব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহার ৪০০ হাত দক্ষিণপশ্চিমে আর একটী স্তূপ ও দুটী কূপ আছে।

গ্রামের উত্তরপ্রান্তে একটী বৃহৎ মন্দির আছে। এই মন্দির পূর্ব্বোক্ত স্তূপগুলির দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা বামনদেবের মন্দির, ইহার প্রতিমা ৩ হাত উচ্চ। যদিও মন্দির মধ্যে বামনের প্রতিমা আছে, কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারের উপর মধ্যস্থলে শিবমূর্ত্তি ও তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। মন্দিরটী ৪০ হাত লম্বা ও প্রস্থে ২৬ হাত। পশ্চিমাংশের মন্দিরগুলির ন্যায় ইহাতে তেমন কারু-কার্য্য নাই। এই মন্দিরগাত্রে কুটিল অক্ষরে অট্টা-লিকা-কারের নাম খোদিত আছে, সুতরাং বোধ হয় ইহা খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ইহার পশ্চিমে ও দক্ষিণপশ্চিমে আর দুইটী ক্ষুদ্র মন্দিরের ভগ্না-বশেষ আছে। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষ প্রায় ১০ হাত উচ্চ। এই মন্দিরের কিছু দূরে একখানি ভগ্নশিলালিপি পাওয়া যায়। ইহার ৭ম পংক্তিতে শ্রীহর্ষদেবের নাম আছে। ইনি যশোবর্ম্মার পিতা ও ধঙ্গদেবের পিতামহ। দশম

পংক্তিতে শ্রীক্ষিতিপালদেবনৃপতি নামে আর একটী নাম পাওয়া যায়। চন্দেলরাজগণের আর একটা নাম পাওয়া যায়। রাজার উল্লেখ নাই, সুতরাং বোধ হয় এই ব্যক্তি হর্ষদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র, অল্পদিন রাজত্ব করিয়া অপুত্রক অবস্থায় মরিয়া যাওয়ায় ইহার কনিষ্ঠ যশোবর্ম্মা রাজা হন, সুতরাং রাজতালিকায় ইহার নাম গণ্য হয় নাই।

গ্রামের পূর্ব্বপার্শ্বে একটী স্তূপের উপর একটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে। পূর্ব্বে ইহাকে ঠাকুরজী বা লক্ষ্মণজীউর মন্দির বলিত, কিন্তু এখন বিশেষ একটা নামে নির্দ্দেশ করে না। ইহা জোয়ার ক্ষেত্রের নিকট অবস্থিত বলিয়া 'জবার' নামেই খ্যাত। ইহার মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে।

খজুর সাগরের পূর্ব্বতীরে পুরাতন ইট ও পাথর দিয়া সম্প্রতি একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের বাহিরে ৪৮০ হাত উচ্চ একটা হনুমানমূর্ত্তি আছে। এই হনুমানের প্রতিমা হইতে ইহা হনু-মন্দির নামে খ্যাত। ইহার নিকট যে সকল ভগ্নপ্রস্তরাদি আছে, তন্মধ্যে একটী গদাধর মূর্ত্তি ও একটী অর্দ্ধসর্পদেহ নাগপুরুষের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

হনু-মন্দিরের অতি নিকটে খজুর-সাগরের পূর্ব্বতীরে কোণাকার চূড়াবিশিষ্ট একটী মন্দির আছে। ইহার মধ্যে একটী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি বিরাজিত। কিন্তু দ্বারের উপর গদাধর বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে। ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া অনুমিত হইয়াছে যে, ইহা পশ্চিমাংশের মন্দিরাদি হইতেও প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ খৃঃ ৮ম।৯ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

দক্ষিণপশ্চিমে অধিকাংশ বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

ইহার মধ্যে ঘণ্টাই মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঘণ্টাই অর্থে কি বুঝায় তাহা কেহই জানে না। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন যাহা আছে, তাহাতে তাহা কোন একটী বৃহৎ মন্দিরের মহামণ্ডপ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ২৬ হাত ও প্রস্থ ১৩ হাত। নাটমন্দিরের ন্যায় কেবল থামের মাথায় ছাদ মাত্র আছে, কিন্তু থামের মধ্যে মধ্যে প্রাচীর ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। মধ্যস্থলের থামগুলি বালুপাথরে গঠিত, ইহাতে অতি সুন্দর কারুকার্য্য আছে। বাহিরের থামগুলি গ্রেণাইটপাথরে নির্ম্মিত এবং কারুকার্য্য হীন, এইগুলিতেই বোধ হয় প্রাচীরসংলগ্ন ছিল। বালুপাথরের চারিটী থাম অষ্টকোণী বেদীর উপর স্থাপিত। দ্বারের মাথায় মধ্যস্থলে এক চতুর্ভুজা স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রের ধর্ম্মমূর্ত্তি। বৌদ্ধদিগের মধ্যে ইনি সৃষ্টিকারিণী শক্তি। বেদীর উপর একটী বৃহদাকার উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে, তাহার নিম্নে বৌদ্ধমন্ত্র "যে ধর্ম্মহেতুপ্রভবা" ইত্যাদি লিখিত আছে। ইহা খৃষ্টীয় ৫ম।৬ষ্ঠ শতাব্দীর বর্ণমালা বলিয়া বোধ হয়। ইহার নিকট অনেকগুলি ভগ্ন জৈন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একটীর গাত্রে আদিনাথ মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার কথা খোদিত আছে। যে বর্ষ-সংখ্যা দেওয়া আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই লিপিখানি সম্বৎ ১১৪২ (১০৮৫ খৃষ্টাব্দে) খোদিত হয়। আদিনাথ-প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীবিবৎসা ও তাঁহার প্রধান স্ত্রীর নাম গোঠিনী পদ্মাবতী। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে অষ্টম শতাব্দীর প্রাচীন বুদ্ধমন্দির ১১শ শতাব্দীতে জৈনদিগের অধিকারে ছিল।

ঘণ্টাই মন্দিরে দুইটী নাম খোদিত আছে। একটী 'নেমিচন্দ্র' অপর 'স্বস্তিশ্রী সাধু'। ইহার অক্ষরাদি হইতে অনুমান হয় যে, ইহা ১১৫০ খৃষ্টাব্দ বা তৎপূর্ব্বে দশম শতাব্দীর মধ্যে খোদিত।

ইহার নিকটে পার্শ্বনাথের একটী মন্দির আছে। পার্শ্বনাথের এই প্রতিমা আধুনিক, কিন্তু এই মন্দির একটী প্রাচীন বৃহন্মন্দিরের গর্ভগৃহ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার দ্বারপথে বামদিকে এক উলঙ্গ পুরুষমূর্ত্তি, দক্ষিণে একটী উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি এবং দ্বারের মাথায় তিনটী উপবিষ্টা রমণীমূর্ত্তি আছে। মন্দির মধ্যে উলঙ্গ পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি এবং মন্দিরগাত্রে কতকগুলি তীর্থযাত্রীর বিবরণ খোদিত রহিয়াছে। ইহার বর্ণমালা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ন্যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দশমশতাব্দীতে প্রাচীন মন্দিরটী বর্ত্তমান ছিল।

ইহার নিকটে পার্শ্বনাথের আর একটী ও আদিনাথের একটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটীর দ্বারের মাথায় এক একটী ক্ষুদ্র রমণী মূর্ত্তি আছে।

এই দিক্‌কার মন্দিরগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর মন্দিরের নাম জিননাথ-মন্দির। ইহার দৈর্ঘ্য ২০ হাত ও প্রস্থ ২০ হাত। ১৮৬০ সালে একজন জৈন-বণিক ইহার জীর্ণসংস্কার করিয়া দেন। মন্দিরটী মণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ এই তিনভাগে বিভক্ত। ইহার নাটমন্দিরের ছাদ বড় সুন্দর। তাহার কারুকার্য্য ও চিত্রবিচিত্র পুত্তলিকাদি এত সুন্দর যে, লিখিয়া উপলব্ধি করান যায় না। ইহার সিঁড়ির ধাপের সম্মুখভাগে একখানি পাথরে খোদিত সমুদ্রমন্থনের ছবি আছে। এই মন্দিরের বামদিকের বাজুতে খোদিত আছে, ধঙ্গরাজের রাজত্বকালে ১০১১ সম্বতে ভব্য পাহিল নামে এক ব্যক্তি এই মন্দিরের জন্য অনেকগুলি উদ্যান সমর্পণ করেন। দক্ষিণদিকের বাজুতে এইরূপ একটী ৩২এর যন্ত্রপূরক প্রকোষ্ঠ আছে।

৭	১২	১	১৪
২	১৩	৮	১১
১৬	৩	১০	৫
৯	৬	১৫	৪

ইহার যে দিক্ হইতে যোগ কর দেখিবে ৩৪ হইবে। জিননাথের মন্দিরে এক আধ পংক্তি খোদিতলিপি প্রায় ৭।৮ জায়গায় আছে।

ইহার নিকটে 'শেঠনাথ' বা শান্তিনাথ নামে একটী জৈন-মন্দির আছে। মন্দির অতি সামান্য ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির দ্বারা নির্ম্মিত ও চুণকাম করা। ইহার অভ্যন্তরে বড় অন্ধকার। তন্মধ্যে শান্তিনাথের প্রতিমা উর্দ্ধে ৯ হাত। প্রতিমার বেদীতে একটী খোদিত লিপি আছে, তৎপাঠে জানা যায় ১০৮৫ সম্বতে বা ১০২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীচন্দ্রদেব কর্ত্তৃক এই শান্তি-নাথের প্রতিমা নির্ম্মিত হয়।

ইহার নিকটে আর একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন আদিনাথের মন্দির আছে। এই মন্দিরে বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই, কিন্তু ইহার নিকটে যে সকল ভগ্নাবশিষ্ট মূর্ত্তি, কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরের খণ্ড ও স্তম্ভাংশ পড়িয়া আছে, তাহা হইতে অনেক বিষয় জানা যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলিতে খোদিতলিপি আছে। শম্ভুনাথ নামক একটী বেদীতে একখানি খোদিত লিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মদনবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে ১২১৫ সম্বতে মাঘ মাসে সূর্য্যবংশীয় পাহিল্যপুত্র দণ্ডশ্রেষ্ঠী এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্ত্তিনির্ম্মিতার নাম রামদেব।

ঘণ্টাইমন্দিরের দক্ষিণে ও জৈন মন্দিরগুলির পশ্চিমে ১৩ হাত হইতে ১৭৬০ হাত উচ্চ একটী ভগ্ন স্তূপ আছে। ইহা ২ হাত লম্বা, ১৩০ হাত চৌড়া, উপরিভাগ প্রশস্ত ও সমতল। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দেখিয়া বোধ হয়, ইহা একটী বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ। ইহা হইতে ইষ্টকপ্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া নিকটেই একটী জৈন মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে অনেকগুলি জৈনমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্রামের দক্ষিণে তিনপোয়া পথ দূরে কুয়ার নালার তীরে দুইটী বৃহৎ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। একটী নীল-কণ্ঠ মহাদেবের মন্দির, অন্যটী কুন্‌বার মঠ। নীলকণ্ঠ মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে কেবল গর্ভগৃহের প্রাচীর-গুলি দণ্ডায়মান। প্রকোষ্ঠের মাথায় মধ্যস্থলে শেষ ও উভয়পার্শ্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে। মধ্যস্থলে লিঙ্গ-মূর্ত্তি নাই, কিন্তু তাহার অর্ঘ্যস্থান (বেদী) পড়িয়া আছে। নীলকণ্ঠ মহাদেব গৌর নামে অভিহিত। এই মন্দিরটীও চন্দেলদিগের অধিকার সময়ে দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কারণ মন্দির গাত্রে ১১৭৪ সম্বতে খোদিত এক তীর্থযাত্রীর নাম পাওয়া যায়।

কুন্‌বার মঠও একটী শিবমন্দির, ইহার দ্বারের মাথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে। অনেকে বলেন, কুন্‌বার শব্দ সংস্কৃত কুমার (কার্ত্তিকেয়) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কনিংহাম অনুমান করেন, ইহা কোন চন্দেল রাজকুমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। পশ্চিমাংশের মন্দিরগুলির ন্যায় ইহাও একটী পরম সুন্দর মন্দির। ইহার দৈর্ঘ্য ৪৪ হাত ও প্রস্থ ২২ হাত, ইহাও ঐ সকল মন্দিরের ন্যায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

খজুর-সাগরের তীরে ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটী কার্ত্তিকের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার বেদীতেও দেবশ্রীশশসিংহের নাম পাওয়া যায়।

খজুরাহু গ্রামের ১॥০ মাইল দক্ষিণে জাটকরী গ্রামে কতকগুলি ভগ্ন স্তূপ ও ভগ্ন মূর্ত্তি আছে। উত্তরদিকে মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গের একটী মন্দির এবং ইহার দক্ষিণে একটী বিষ্ণুমন্দির ছিল; আরও একটু দক্ষিণে আর একটী বিষ্ণুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার গর্ভগৃহ বিদ্য-মান। গর্ভগৃহের দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি আছে। অভ্যন্তরেও ২ হাত উচ্চ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। কারুকার্য্য দেখিয়া বোধ হয়, ইহাও চন্দেলদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দির।

খজুর-সাগর, শিবসাগর প্রভৃতি দীর্ঘিকার তীরে বড় বড় বৃক্ষতলে নিকটস্থ অধিবাসীরা ও জৈন তীর্থযাত্রীরা ভগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে যে সকল মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী বৃহৎকায় হনুমানের মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। ইহার বেদীর গাত্রে সম্বৎ ৯২৫ (বা খৃষ্টীয় ৮৬৮ অব্দ) খোদিত আছে। কি খজুরাহু কি মহোবা কোথাও এতদপেক্ষা প্রাচীন বর্ষসংখ্যা পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অন্য কোন কথা খোদিত না থাকায় ইহা দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। বরাহ-মন্দিরের নিকট এইরূপ আর একটী চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি আছে। ছত্রপুরের মৃত রাজা প্রতাপসিংহের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তরাদি সংগ্রহের সময় ঐ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়।

যখন গজনীর মামুদ কালঞ্জর আক্রমণ করেন, তখন

চন্দেলবংশীয় গণ্ড বা নন্দরায় কালঞ্জরের রাজা। খজুরাহ তখন তাঁহার রাজধানী। গজনীর মামুদের ভয়ে তিনি খজুরাহ ত্যাগ করিয়া কালঞ্জরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে খজুরাহর অবনতির সূত্রপাত হয়। পরবর্ত্তী চন্দেলরাজগণ মহোবা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে কুতবুদ্দীন মহোবা ও কাল্পী অধিকার করিলে পর চন্দেল-রাজগণ বরাবর কালঞ্জরে আশ্রয় লন। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইবন্-বতুতা এদেশে আসেন, তখন তিনি খজুরাহতে কেবল যোগী সন্ন্যাসীর আবাস দেখিয়াছিলেন। অকবরের সময় ইহা রীতিমত জঙ্গলে পরিণত হয়। কারণ আইন-ই-অকবরীতে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমেও ইহার সন্ধান কেহই জানিত না। ১৮১৮ সালে ফ্রাঙ্কলিনের মানচিত্রে ধ্বংসাবশিষ্ট কাজরো নামে ইহা প্রথম চিহ্নিত হয়। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীরা শিবরাত্রির দিন এখানে যাতায়াত করিত। শিবরাত্রির সময় এখানে ২।৩ ক্রোশ জুড়িয়া লোকজন থাকিত। এখনও এইরূপ চলিতেছে।

খজুরি, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারাজেলার সকোলি তহসীলের অন্তর্গত একটি জমিদারী। অর্জ্জুনির ৩ ক্রোশ উত্তর। হলবা ও গন্দজাতি ইহার অধিবাসী। হলবাজাতীয় একজন ইহার জমিদার।

খজুরি বা কজুরি আল্লাদাদ, মধ্যভারতের অন্তর্গত ভূপাল রাজ্যের মধ্যে একটী জমিদারী। পিণ্ডারী দলপতি চিতুর ভ্রাতা রাজনখাঁ এই স্থান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হন। রাজনখাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইলাহীবক্স এখানকার অধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র করিমবক্সের উপর ইহার শাসনভার পড়িয়াছে। ইনি তথায় নবাব বলিয়া খ্যাত।

খজুহা, উত্তরপশ্চিমের ফতেপুরজেলার ভিতর কোরা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৬°৩′১০″ উঃ দ্রাঘি° ৮০°৩৩′৫০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ফতেপুর হইতে ১০॥০ ক্রোশ দূরে কোরা হইতে ফতেপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহারই উপর এই নগর। ইহাতে পিত্তল, তামা ও কাঁসার বাসনাদি প্রস্তুত হয়। বড় বড় পুরাতন মন্দিরের অনেক অংশ এখানে দেখা যায়। বাগ-বাদশাহী নামক একটী প্রকাণ্ড প্রাচীরবেষ্টিত বাগান আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে বারদারী ও গঙ্গাগিরি পুষ্করিণী। নগর মধ্যে একটী পুরাতন সরাইয়ের ফটক আছে। তাহার ভিতর দিয়া আগ্রা হইতে ইতাবা পর্য্যন্ত মোগল আমলের রাস্তা গিয়াছে। রমন-কাজলা নামক একটী পুষ্করিণী ও তৎসহ একটী শিবমন্দির আছে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে তথায় ভক্তদিগের একটী মেলা হয়। এখানে বিদ্যালয়, ডাকঘর ও থানা আছে। সপ্তাহে দুইবার করিয়া হাট বসে। লোকসংখ্যা ৩৪৯২। অধিবাসীর অধিকাংশই ব্রাহ্মণ।

খজুরাহী, অযোধ্যার হরদোই জেলার একটী নগর। হরদোই হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অধিবাসী অধিকাংশই গোঃচামার। ঠাঠেরাদিগকে তাড়াইয়া ইহারা এই স্থানে বাস করিয়াছে। এখানে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে।

খজ্যোতিঃ [স্] (পুং) খে আকাশে জ্যোতিরস্য বহুব্রীহি। খদ্যোত, জোনাকিপোকা।

খঞ্জ (ত্রি) বিকলপদ, খোঁড়া। পর্য্যায়—খোড়, খোল, খোর, খঞ্জক, খোট। ভাবপ্রকাশের মতে—

"বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্ যদা।
খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ ॥"

(ভাবপ্রকাশ মধ্যখ° ২।)

কটিদেশ আশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া উরুদেশস্থ কণ্ডরার (মহাস্নায়ুর) আক্ষেপ উৎপাদন করিলে সে ব্যক্তি খঞ্জ হয়। কর্ম্মবিপাকের মতে, যে ব্যক্তি অকারণে হরিণ বধ করে, পর জন্মে তাহাকে খঞ্জ হইতে হয়।

"হরিণে নিহতে খঞ্জঃ শৃগালেস্তু বিপাদকঃ।" (শাতাতপ)

সুশ্রুতের মতে গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ না করিলে গর্ভস্থিত সন্তান খঞ্জ হয়। (সুশ্রুত শারীর° ৩ অঃ) খঞ্জ শব্দ পাণিনীয় কড়ারাদি গণান্তর্গত, কর্ম্মধারয় সমাসে বিকল্পে ইহার পূর্ব্ব নিপাত হইয়া থাকে। যথা খঞ্জবাহুঃ, বাহুখঞ্জঃ। (কড়ারাঃ কর্ম্মধারয়ে। পা ২।২।৩৮।)

খঞ্জক (ত্রি) খঞ্জতি খজি-কর্ত্তরি ণ্বুল্ যদ্বা খঞ্জ-এব খঞ্জ-স্বার্থে কন্। খঞ্জ। (হেম°)

খঞ্জকারি (পুং) খঞ্জ-কস্য অরিঃ ৬তৎ। সুন্না, চলিত কথায় খেঁসারী বলে।

খঞ্জখেট (পুং স্ত্রী) খঞ্জ-ইব খেটতি গচ্ছতি খিট্-অচ্। খঞ্জনপক্ষী। (শব্দমালা)

খঞ্জখেল (পুং স্ত্রী) খঞ্জ-ইব খেলতি খেল-অচ্। খঞ্জনপক্ষী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া খঞ্জখেলী শব্দ হইয়া থাকে।

খঞ্জতা (স্ত্রী) খঞ্জস্য ভাবঃ খঞ্জ-তল্-টাপ্। খঞ্জত্ব। "পদমজ্বয়োঃ সন্ধানে গুল্ফো নাম তত্র রুজঃ স্তব্ধতা খঞ্জতা বা"

(সুশ্রুত শারীর° ৬ অঃ)

খঞ্জন (ক্লী) খজি ভাবে ল্যুট্। ১ বিকলগতি। (পুং) খজি-কর্ত্তরি ল্যু। ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষী। (Wagtail) পর্য্যায়—খঞ্জরীট, খঞ্জরীন, কাকচ্ছর্দ্দি, খঞ্জখেল, তাদন, মুনিপুত্রক,

ভদ্রনামা, রত্ননিধি, খঞ্জখেট, গূঢ়নীড়, তণ্ডক, চর, কাকচ্ছদ, নীলকণ্ঠ, কণাটীর, কণাটীরক। ইহাদের কয়েকটা শ্রেণী আছে। কতকগুলি শাদা ও কতকগুলি কাল। কতকগুলির পুচ্ছ ফুটকি ফুটকি দাগবিশিষ্ট। ইহাদের চঞ্চু কাল, পদগুলি মাংসল ও শাদা। লম্বা প্রায় ১০ ইঞ্চি হইবে। ডানাগুলি ৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৫ হইতে ৬ ইঞ্চি, চঞ্চু ৳ ইঞ্চি হইবে। ছোট ছোট পক্ষীগুলির ফুটকি দাগ থাকে না। হিমালয় অঞ্চলে ইহাদিগকে অধিক দেখা যায়। আসাম, আরাকান ও ব্রহ্মদেশেও অনেক আছে। পুচ্ছ নাড়ায় ইহাদের বিশেষ শোভা হয়। পাহাড় হইতে যেখানে নদী বাহির হয় অথবা যেখানে জলপ্রপাত আছে, সেখানে এই পাখীগুলিকে প্রায়ই দেখা যায়। পথে একেলা বিচরণ করিতেছে এমন সময় তুমি গিয়া উপস্থিত হও, খঞ্জন অমনি উড়িয়া নদীর ধারে যাইবে, না হয় বনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। ইহারা ছোট ছোট পোকা ফড়িং ইত্যাদি ধরিয়া আহার করে। খঞ্জন প্রায়ই নির্জ্জনে একাকী থাকিতে ভালবাসে। কখন কখন ২।৩টী একত্র থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু অধিকক্ষণ নহে। শীঘ্রই তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া একটী অপরটীকে তাড়াইয়া দেয়। অন্যান্য পক্ষীর মত ইহারাও কাটি কুটা দিয়া আপনাদের বাসা নির্ম্মাণ করে। খঞ্জনপক্ষী পল্লিগ্রামেও দেখা যায়। খঞ্জনপাখীর প্রথম দর্শনে শুভাশুভ ফল বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে—

স্থূল ও উন্নত কণ্ঠ, যে খঞ্জনের গলা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে ভদ্র বলে, ইহার দর্শনে মঙ্গল হয়। যে খঞ্জনের মুখ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে সম্পূর্ণ বলে, ইহার দর্শনে আশা পূর্ণ হয়। যে খঞ্জনের গলায় কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুর মধ্যে শ্বেতবর্ণ দুই একটী বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দর্শনে আশা নিষ্ফল হয়, এই কারণে উহাকে রিক্ত বলে। পীতবর্ণ খঞ্জন দেখিলে ক্লেশ পাইতে হয়। সুমিষ্ট ও সুগন্ধি ফলযুক্ত বৃক্ষের উপরে, কোন পবিত্র জলাশয়ে, হাতী, ঘোড়া বা সাপের মাথায়, দালান, উপবন, হর্ম্ম্য, গোষ্ঠ, যজ্ঞগৃহ, হস্তিশালা বা অশ্বশালায় খঞ্জন দেখিতে পাইলে শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজা বা ব্রাহ্মণের নিকটে, ছত্র, ধ্বজ বা চামরাদির উপরে, দধিপাত্র, ধান্যপুঞ্জ বা পদ্মাদি-পরিশোভিত সরোবরে খঞ্জন দৃষ্ট হইলেও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পঙ্কের উপরে খঞ্জন দেখিতে পাইলে মিষ্টান্ন প্রাপ্তি, হরিতবর্ণ তৃণের উপরে দেখিতে পাইলে বস্ত্রলাভ এবং গাড়ীর উপরে খঞ্জন দৃষ্ট হইলে দেশের বিনাশ হয়। ঘরের চালে বা ছাদে খঞ্জন দেখিতে পাইলে অর্থনাশ, চর্ম্মে দেখিলে বন্ধন, অপবিত্র স্থানে দৃষ্ট হইলে রোগ হয়। কিন্তু মেষাদির পৃষ্ঠে খঞ্জন দেখিলে অল্পদিন মধ্যেই প্রিয়-সমাগম হইয়া থাকে। মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অস্থি, শ্মশান, গৃহকোণ, পর্ব্বত, প্রাচীর, ভস্ম বা কেশের উপরে খঞ্জন দৃষ্ট হইলে অমঙ্গল ও মৃত্যুভয় হইয়া থাকে। খঞ্জন পাখী যখন পক্ষ সঞ্চালন করিতে থাকে, তখন দেখিলে অশুভ হয়, কিন্তু নদীতে জলপান করিতে দেখিলে শুভ ফল হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়কালে খঞ্জন-দর্শন প্রশস্ত, অস্তকালে খঞ্জন-দর্শন শুভকর নহে। যাত্রাকালে খঞ্জন পাখী যে দিকে উড়িয়া যাইতে দেখা যাইবে, রাজা সেই দিকেই গমন করিবেন। এইরূপ যাত্রা করিলে শত্রু বশীভূত হয়। যে স্থানে খঞ্জনমিথুন দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে কোন নিধি লাভ হইবার সম্ভাবনা। খঞ্জনপাখী যেখানে বমন করে, তাহার নীচে কাচ থাকে এবং যেখানে পুরীষ পরিত্যাগ করে, তথায় অঙ্গার থাকে। মৃত, বিকল বা রোগযুক্ত খঞ্জন নিজ শরীরানুরূপ ফলপ্রদান করে। রাজা শুভস্থানে শুভ খঞ্জন অবলোকন করিয়া সুগন্ধি কুসুম ও ধূপযুক্ত অর্ঘ্য ভূমিতলে প্রদান করিবেন, তাহা হইলে সমস্ত মঙ্গল বৃদ্ধি পাইবে। অশুভ খঞ্জন দর্শন করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত মাংস না খাইলে অশুভ ফল হয় না। প্রথম খঞ্জন দর্শনের ফল সম্বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সময় মধ্যে আবার দর্শন হইলে সেই দিনই ফল হয়। (বৃহৎস° ৪৫ অঃ)

খঞ্জনরত (ক্লী) খঞ্জনস্যেব গোপ্যং রতম্। যতিগণের গোপনীয় রতি। (হারাবলী)

খঞ্জনা (স্ত্রী) খঞ্জন ইবাচরতি খঞ্জন-ডাচ্-ক্বিপ্-টাপ্। খঞ্জনের সদৃশ একপ্রকার যাদি পক্ষী, সর্বপী।

খঞ্জনাকৃতি (স্ত্রী) খঞ্জনস্যেব আকৃতির্যস্যাঃ বহুব্রীহি। ১ পক্ষিবিশেষ, স্থানবিশেষে কাদাখোচা বলে। খঞ্জনস্য আকৃতিঃ ৭তৎ। ২ খঞ্জনের আকার।

খঞ্জনাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত এক প্রকার আসন। পিঠে পাদুটী ও হাত দুইখানি ভূমিতে রাখিবে। পরে হাত পাতিয়া পৃষ্ঠদেশে দুই পা বক্র করিবে, এবং বায়ু পান করিতে থাকিবে, ইহাকে খঞ্জনাসন বলে। এই আসনে উপাসনা করিলে জয় হয়।

"খঞ্জনাসনমাবক্ষ্যে যৎকৃত্বা সুস্থিরো ভবেৎ।
পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং কৃত্বা হস্তৌ ভূমৌ প্রধাপয়েৎ॥
ভূমৌ হস্তদ্বয়ং নাথ পাতয়িত্বানিলং পিবেৎ।
পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং বদ্ধা খঞ্জনেন জয়ী ভবেৎ॥" (রুদ্রযামল)

খঞ্জনিকা (স্ত্রী) খঞ্জনস্যাকারোঽস্ত্যস্যাঃ খঞ্জন-ঠন্-টাপ্। ১ খঞ্জনাকার একপ্রকার যাদি পাখী, ইহাদের ঠোঁট দুইটী অতিশয় লম্বা, ইহারা সর্ব্বদাই কাদার উপরে থাকিতে ভাল-

বাসে, এই কারণে স্থানবিশেষে ইহাদিগকে কাদাখোচা বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হাপুত্রিকা, তুলিকা, ফোটিকা, সর্পণী। (ত্রি) ২ খঞ্জনাকৃতি। (শব্দচন্দ্রিকা।)

খঞ্জনী, ভারতবর্ষীয় ক্ষুদ্র আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। চক্রাকারে খোদিত কাষ্ঠের একমুখে ছাগাদির চর্ম্ম আচ্ছাদন করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহা তিন চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান বিশেষে এই যন্ত্রকে খঞ্জরী বলে। কৃতী বাদকের নিকটে ইহার বাদ্য শুনিতে আমোদ আছে। [যন্ত্র দেখ।]

খঞ্জরী [খঞ্জনী দেখ।]

খঞ্জরীট (পুং) খঞ্জ-ইব খচ্ছতি খ গতৌ বাহুলকাৎ কীটন্। খঞ্জন।

খঞ্জরীটক (পুং) খঞ্জরীট এব স্বার্থে কন্। খঞ্জনপক্ষী।

খঞ্জরীটী (স্ত্রী) খঞ্জরীট জাতিত্বাৎ ঙীষ্। মাদি খঞ্জনপাখী।

খঞ্জবাহু (পুং) দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অঃ)

খঞ্জা (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্তবিশেষ। শিখাবৃত্তের খণ্ডদ্বয় পরিবর্ত্তন করিয়া রচনা করিলে তাহাকে খঞ্জাবৃত্ত বলে। [শিখা দেখ।]

খঞ্জার (পুং) খঞ্জ-ইব খচ্ছতি খ-অচ্-যদ্বা খঞ্জতি কুটিলং গচ্ছতি খঞ্জ-আরন্। ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী পাণিনীয় অশ্বাদি গণান্তর্গত।

খঞ্জাল (পুং) খঞ্জি-কালন্। খঞ্জ ইব অলতি অল-অচ্ বা। ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী পাণিনীয় অশ্বাদি গণান্তর্গত, গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ফঞ্ হয়।

খট্ (হিন্দী) রাগবিশেষ। বরাড়ী, আশাবরী, তোড়ী, ললিত, বহুলী, গান্ধার; অথবা সিন্ধুরী, ধানসী, তোড়ী, ভৈরবী, রামকিরি ও মল্লার যোগে উৎপন্ন। ইহার মধ্যম বাদী। কোন কোন মতে ইহা দীপকরাগের পুত্র। ইহা প্রাতে ১ দণ্ড হইতে ৫ দণ্ড মধ্যে গেয়। ইহার স্বরগ্রাম—

স ঋ গ ম প ধ নি স। (সঙ্গীতদা°)

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের মুখ হইতে এই রাগটী প্রথমে নির্গত হয়, এই কারণে ইহার নাম ষট্ বা খট্ হইয়াছে।

খট (পু) খট্-অচ্। ১ অন্ধকূপ। ২ কফ। ৩ টঙ্ক। ৪ শস্ত্রবিশেষ। ৫ লাঙ্গল। ৬ কতৃণ, গন্ধখড়। ৭ তৃণ। (অজয়পাল)

খটক (পুং) খট-বাহুলকাৎ বুন্। ১ ঘটক। পর্য্যায়—নাগবীট, টাক্কর, অ্যাক্রুর। ২ বক্রহস্ত, যাহার হাত বাঁকা। (শব্দমালা)

খটক, পঞ্জাবের অন্তর্গত কোহাট ও পেশবার জেলার মধ্যস্থ পর্ব্বতশ্রেণী। এই পর্ব্বতের উপর খটক (খড়ক) নামক একদল আফগান জাতীয় লোক বাস করে। এই পর্ব্বতমালাই পেশবার জেলার দক্ষিণসীমা এবং সফেদকো (শ্বেতগিরি) শ্রেণী হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কোহাটের মধ্যে এই পর্ব্বতমালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরে বিভক্ত, মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি অনুর্ব্বর উপত্যকা আছে। তেরিতোই নদী এই পর্ব্বত মালাকে উত্তর ও দক্ষিণভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। দক্ষিণভাগে নারি, বাহাদুরখেল ও খড়ক প্রদেশের বিখ্যাত লবণখনি ও উত্তরভাগে মলগিণ ও অন্য প্রদেশের খনি আছে। কোহাটের মধ্যবর্ত্তী সোয়ামাই-শির নামক সর্ব্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা ২১৯০ হাত। যে ভাবে বরফ বা তুষারশিলা পর্ব্বতগাত্রে জমিয়া যায়, সেই ভাবে এই পর্ব্বত মালার পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে প্রস্তরবৎ লবণ জমে। পাথর কাটিবার প্রণালীতে এই লবণ কাটিয়া লইতে হয়। এরূপ বৃহৎ প্রস্তরাকার লবণক্ষেত্র পৃথিবীতে আর নাই। এই লবণের বর্ণ নীলাভ ধূসর কিন্তু গুঁড়াইলে শাদা হয়। পঞ্জাব, আফগানিস্থান এবং অন্যান্য দেশে এই লবণ রপ্তানি হয়। জও নামক স্থানে এই লবণের কারখানার প্রধান আড্ডা আছে।

পেশবারের মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম 'জওলা শির', ইহার উচ্চতা ৩৪০৬ হাত। এই পর্ব্বতশ্রেণীই কাকাখেল নামক মুসলমান জাতির বাসস্থান। এইখানেই কাকাসাহেবের কবর আছে। কাকাখেল জাতি খটকজাতীয় রহিমসেখ নামক সর্দ্দারের বংশধর। ইহারা মধ্যভারত পর্য্যন্ত ব্যবসা করিতে যায় এবং লোকেরা ইহাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানে। জওলাশির পর্ব্বতের নিকট চরট নামক গ্রীষ্মনিবাস। মীরকলান গিরিপথ এই পর্ব্বতশ্রেণীতে অবস্থিত। আপাততঃ এখানে সৈন্য গমনাগমনের জন্য একটী প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতে শ্লেটপাথর যথেষ্ট পাওয়া যায়। খটক প্রদেশ অকোরা ও টেরি এই দুইভাগে বিভক্ত। এই দুইভাগে দুইজন সর্দ্দার আছে। ইহারা ইংরাজরাজের বশীভূত, কিন্তু স্বাধীন।

খটকর ভীমগঞ্জ, রাজপুতানার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বতশ্রেণী মাইজ নামক নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই গ্রামের ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে নানাবিধ পুরাতন ভগ্নমন্দির দেখা যায়। পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে যেটী আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানেই পুরাতন নগর ছিল। কিন্তু নদী পশ্চিমবাহিনী হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়া খটকর গ্রামটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নদীর বক্র গতিতে পর্ব্বতটী এই স্থলে খণ্ড খণ্ড পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। এই সকল স্থান এখন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। গ্রামের দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে তিনটী প্রস্তর-

নির্ম্মিত নূতন মন্দির আছে। নূতন মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণু-মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে জৈনদিগের নির্ম্মিত পার্শ্বনাথ দেবের একটী মন্দির আছে। উত্তরপূর্ব্বদিকে দুইটী মন্দির ও যাত্রীদিগের বাসভবন আছে, উহাকে ভিন্ন-দওয়ানী বলে। এই স্থানে পাহাড়ের মধ্যে গুহাপথ। একটী দ্বার দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হয়। লোকে বলে এই পথ দিয়া দশ ক্রোশদূরবর্ত্তী পালি নামক গ্রামে যাওয়া যায়। ভীমগঞ্জ একটী স্বতন্ত্র গ্রাম, খটকরের নিকট বলিয়া উভয় স্থান খটকরভীমগঞ্জ বলিয়া খ্যাত।

খটিক, বেহার অঞ্চলের জাতিবিশেষ, ইহাদের মধ্যে খটিক ও ধর্ম্মদাসী এই দুই শ্রেণী আছে। ইহারা সকলে কাশুপ গোত্র। কন্যা-সন্তানের বিবাহ ৫ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে হইয়া থাকে। সপিণ্ড পাঁচ পুরুষের মধ্যে আদান প্রদান চলে না। কোন স্থানে বিবাহ সম্বন্ধ হইলে গ্রামের মণ্ডল বা পঞ্চায়তকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বিবাহ কোন সম্বন্ধ দোষে বাধে কিনা। তাহারা কোন দোষ না দেখিলে ও বিবাহে মত দিলে তবে ঘরদেখি বরদেখি হয় এবং পান সুপারি ও মিষ্টান্ন দানগ্রহণ হইয়া থাকে। বরের পক্ষ হইতে কন্যার বাটীতে বস্ত্র, বাসন ও একটী টাকা পাঠান হয়। ইহাকে তিলকদান কহে। তিলকদানের পর ব্রাহ্মণ আসিয়া বিবাহের দিনস্থির করিয়া দেন। তাহার পর যথারীতি বিবাহ হয়। বিবাহে খটিকজাতীয় বৈরাগী ব্রাহ্মণের কার্য্য করেন। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের বিধান নাই। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। পঞ্চায়তদিগের অনুমতি লইয়া বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মও আছে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আইন অনুসারেই খটিকেরা চলে। বুধবার দিবসে বন্দি ও মিয়া নামক দেবতার নিকট ইহারা ছাগ বলি দেয়, উভয়কে পিষ্টক ও মিষ্টান্ন আদি নিবেদন করে। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণ কিছু করেন না, বৈরাগী দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা হয়। বেহারের মধ্যে অধিকাংশের বাস। তবে সাঁওতাল-পরগণা, হাজারিবাগ ও লোহাড়াঙ্গায়ও অনেক খটিক দেখিতে পাওয়া যায়।

খটকামুখ (পুং) তীর ছুড়িবার সময় হাতের বক্রভাব। (ত্রি) যে তীর ছুড়িবার জন্য হাত বক্র করিয়াছে।

খটকিকা (স্ত্রী) খিড়কীদ্বার।

খটখাদক (পুং) ১ ভক্ষক। ২ কাচপাত্র। ৩ শৃগাল। ৪ জন্তু। ৫ কাক।

খটাঙ্গ, বীরভূম জেলার একটী পরগণা। ইহার অধিকাংশই জঙ্গল, কিন্তু সমতল। যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে বেশ লোকের বাস আছে। পরগণার পশ্চিমভাগে পাহাড়শ্রেণী, উত্তরদিকেও ছোট ছোট পাহাড়ের অংশ ও জঙ্গল, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে স্থানে স্থানে উর্ব্বরা ভূমি। এখানে চাউল, যব, ইক্ষু, জনার, তুঁত ও পান ইত্যাদি জন্মে। আম, কাঁঠাল, তাল, বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রচুর। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহা হইতে ক্ষেত্রে জল দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত উচ্চ ভূমি থাকে। সেই জল নিম্ন ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। ময়ূরাক্ষী নদী ইহার ঠিক মধ্যভাগে প্রবাহিত। গ্রীষ্মকালে ইহাতে এত অল্প জল থাকে যে, লোকে চলিয়া পারাপার হয়। সিউড়ী, কুমাইপুর ও পুরন্দরপুর এই পরগণার প্রধান নগর। তন্মধ্যে সিউড়ী সমগ্র বীরভূমের প্রধান নগর। সিমুলিয়া, হরিশকোপা ও বিষ্ণুপুর নামক কয়েকটী গ্রামে নীলের কুঠী ছিল। পরগণার ভিতর দিয়া কএকটী প্রধান রাস্তা গিয়াছে, একটী বহরমপুর হইতে সিউড়ী দিয়া বড় রাস্তার উপর মিলিত হইয়াছে। একটী সিউড়ী হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটী সিউড়ী হইতে ভাগীরথীকূলস্থ জঙ্গিপুর ও চতুর্থটী দেবগড় পর্য্যন্ত গিয়াছে।

খটিকা (স্ত্রী) খট্-অচ্-টাপ্ সংজ্ঞায়াং কন্ অত ইত্বং। ১ লেখনসাধনদ্রব্যবিশেষ, খড়ি। ২ কর্ণচ্ছিদ্র। ৩ বীরণ, বেণার মূল। (বিশ্ব)

খটিনী (স্ত্রী) খট বাহুলকাৎ ইনি ঙীপ্ চ। লেখনসাধনদ্রব্যবিশেষ, খড়ি। (রাজনি°)

"ন পতন্তি খটিনী সসম্ভ্রমা যস্ত সদ্‌গুণগণনায়াং" (হিতোপদেশ)

খটী (স্ত্রী) খট্-অচ্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লেখনসাধন-দ্রব্যবিশেষ, খড়ি। (ত্রিকাণ্ড°) [খড়ি দেখ।] (দেশজ) ২ ইটের আড়ত।

খটৌরি, সাঁওতাল পরগণার কৃষিজীবী একটী জাতি।

খট্টন (ত্রি) খট্ট কর্ম্মণি-ল্যুট্। খাট, খর্ব্ব। (হেম°।)

খট্টা (স্ত্রী) খট্ট-টাপ্। খট্বা। (শব্দচন্দ্রিকা)

খট্টাশ (পুং স্ত্রী) খট্টঃ সন্ অশ্নুতে অশ-ব্যাপ্তৌ অচ্। বনজন্তুবিশেষ। পর্য্যায়—গন্ধোতু, বনবাসন, খট্টাশী, বনাখু, বনখা, শালি, পূযালক। (দুর্গাদাস।)

ইহারা নকুলজাতীয় পশু। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদিগকে 'খটাশ', 'গন্ধগোকুল', 'গন্ধগোলা', 'পদ্মগোলা', ও 'বাগদোস্' এবং ইংরাজিতে ইহাদিগকে 'সিভেটক্যাট' (Civet cat) বলে।

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদেরা নকুলজাতীয় (*Fam.* Viverridæ) জীবের মধ্যে ইহাদিগকে নকুলশাখার (*Sub. Fam.* Viverrinæ) মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এই শাখার মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ

আছে, তন্মধ্যে খট্টাশ শ্রেণীই প্রধান। ইহার আকার বিড়াল অপেক্ষা দীর্ঘ, পা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, উদ্বামুখার ন্যায় মুখ সরু, কাণ ছোট, চক্ষুঃ সতেজ, শরীর মাংসল, গায়ের লোম ক্ষুদ্র ও বেজীর লোমের ন্যায় অল্প পীতবর্ণ, তাহার উপর নানাপ্রকার রেখা আছে। বিড়ালের মত ইহাদের মুখের দুইপার্শ্বে মোটা মোটা লোম হয়। ইহাদের লাঙ্গুল অপেক্ষাকৃত লোমশ, এজন্য সর্ব্বদা ফুলিয়া থাকে। লাঙ্গুল দেহের উচ্চতা অপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া বক্রাগ্র। ইহাদের মুষ্কস্থানে স্বতন্ত্র একটী চর্ম্মকোষ আছে, এই কোষে মৃগনাভির ন্যায় একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য সঞ্চিত হয়। বিড়ালের ন্যায় দিবালোকে ইহাদেরও চক্ষুর তারা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। ইহারা রাত্রিচর মাংসাশী।

খট্টাশ ত্রিবিধ—বঙ্গদেশীয়, মলবারীয় ও মলকাদ্বীপীয়।

১ বঙ্গদেশীয় খট্টাশের ইংরাজী প্রাণীতত্ত্বোক্ত নাম Viverra Zibetha or Bengalensis, হিন্দীতে ইহাদিগকে 'খটাশ', নেপালে 'নিট-বিড়ালু', নেপাল-তরাই প্রদেশে 'ভ্রাণ', ভুটানে 'কুঙ্গ', লেপ্‌চারা, 'সফিওঙ্গ' আর ইংরাজীতে Zibt or Large Civet cat বলে।

ইহাদের গাত্রবর্ণ পীতাভ বা তুষারাভ ধূসর, ইহাদের গায়ে কাল কাল দাগ ও ডোরা আছে; ইহাদের গলা শাদা, তাহার উপর একপার্শ্ব হইতে অপরপার্শ্ব পর্য্যন্ত শাদার পর কাল, কালর পর শাদা এইরূপে সাজান ৪টী ডোরা আছে। উদরাদির বর্ণ শাদা ও লাঙ্গুলে ৬টী কাল বেড় আছে, ঘাড়ের উপর দিয়া গলা পর্য্যন্ত লোম কিছু বড় বড় হয় ও এই সকল লোম বিরল।

ইহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩৩ হইতে ৩৮ ইঞ্চি, লাঙ্গুলের দৈর্ঘ্য ১৩ হইতে ২০ ইঞ্চি।

বাঙ্গালায় ইহাদিগকে অধিকাংশস্থলে 'গন্ধ-গোকুলা' বলে। নেপাল, সিকিম, কটক, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; দাক্ষিণাত্যেও ইহাদিগকে দেখা যায়, কিন্তু মলবার উপকূলে মলবারীয় শ্রেণীর খট্টাশই বেশী। আসাম, ব্রহ্ম, দক্ষিণ চীন ও মলয় প্রদেশেও এই জাতীয় খট্টাশই দেখা যায়। ঘাট ও পর্ব্বতমালায় এই শ্রেণীরই একটী শাখা দেখা যায়; য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা তাহাদিগের Viverra Rasse নাম দিয়াছেন। ইহাদের গাত্রবর্ণ কিছু গাঢ় হইয়া থাকে ও ডোরাগুলি অধিক স্পষ্ট হয়, তৃণ ও গুল্মাচ্ছাদিত বনে ও নদীর বাঁধের উপর ইহারা বাস করে। ইহারা গৃহপালিত পক্ষী, মৎস্য, কাঁকড়া ও কীটাদি খায়। শীকারী কুকুরে ইহাদের গন্ধ পাইলে অন্য সকল শীকার ত্যাগ করিয়া ইহাদিগকেই ধরিতে ছুটে। ইহারা বেশী ভীত হইলে জলে পড়িয়া প্রাণরক্ষা করে।

২ মলবারীয় খট্টাশের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Viverra Civetina, ইংরাজেরা সামান্যতঃ ইহাদিগকে Malabar Civet-cat বলে। ইহাদের মাথার মধ্যস্থল হইতে বড় লোম জন্মে না, কাঁধের নিকট জন্মে। ইহাদের বর্ণ ঈষৎ ধূসর, গলার দুইপাশে ছুটী অ্যার্দ্ধচা শাদা দাগ, গালের উপরও দুইটী কাল দাগ ও গায়ের রং কাল হয়। ইহাদের বর্ণের ঈষৎ তারতম্য ও গলার শাদা দাগ দুইটী থাকাতেই বঙ্গদেশীয় খট্টাশ হইতে ইহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়। মলবার উপকূলে ও কুমারিকা অন্তরীপে ইহাদের বাস। ইহারা ঘন বনে ও নিম্নভূমিতে বাস করে। ত্রিবাঙ্কুড়ে ইহাদের সংখ্যা অধিক। মলয়দ্বীপে ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইহাদের এক শাখা আছে, পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা তাহাদিগকে Viverra Tangalunga এবং আফ্রিকায় যে শ্রেণী দেখা যায়, তাহাদিগের Viverra Civetta নাম দিয়াছেন।

৩ মলকাদ্বীপীয় খট্টাশ (Viverra Malaccensis)—ইংরাজেরা সামান্যতঃ ইহাদিগকে Lesser Civet-cat বলে। হিন্দীতে ইহাদিগকে 'মুস্কবিল্লি' বা 'কস্তুরী'; বাঙ্গালায় 'গন্ধগোকুল', করাচীদেশে 'পিনাগিনবেক'; তৈলঙ্গীরা 'পুনাগুপিল্লি' ও নেপালে 'বাগ-নেউল' বলে।

ইহাদের গাত্রবর্ণ তরল ধূসরাভ পিঙ্গল। ইহাদের পৃষ্ঠে ও পাছায় আড়ভাবে রেখা হয় ও পার্শ্বে সারি সারি বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে। ইহাদের মস্তকের বর্ণ অধিক কৃষ্ণাভ ও কাণ হইতে ঘাড় পর্য্যন্ত ডোরা কাটা। লাঙ্গুল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও তাহাতে ৮।৯টী বেড়। এই জাতীয় খটাশ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বস্থলে, সিংহলে, আসামে, ব্রহ্মে ও ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপাবলীতে মাটির গর্ত্তে, পর্ব্বতগহ্বরে ও নিবিড় ঝোপে বাস করে। ইহারা প্রায়ই একলা শীকার খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহারা পক্ষী, পক্ষীডিম্ব, সর্প, ভেক ও কীটাদি ভক্ষণ করে, সময়ে ফলমূলাদিও খায়। নেপালে পাহাড়ীরা ইহাদের মাংস খায়।

খটাশের স্ত্রীজাতির স্তন ৬টী। একবারে ৫।৬টী শাবক হয়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে ইহাদের শাবক জন্মে। ইহারা পোষমানে, কিন্তু যবদ্বীপের খটাশগুলা পোষমানে না।

ইহাদিগকে পুষিয়া ভারতীয়েরা সপ্তাহে দুইবার গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করে। ইংলণ্ডে এই পশুকে একটা বাক্সে বন্ধ করিয়া কাঠের চামচ দিয়া গন্ধ চাঁচিয়া লয়। কবিরাজেরা ঐ গন্ধদ্রব্য পাকতৈলাদিতে ব্যবহার করে, ইহাতে ভেজাল মিশাইয়া অতি

সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করে। এই গন্ধদ্রব্য দেখিতে ঠিক গলিত মোমের মত।

ইহাদিগকে শীকার শিখাইলে পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ও বৃক্ষাদি হইতে পক্ষী ও পক্ষীশাবকাদি শীকার করিয়া আনে।

[গন্ধগোকুল দেখ।]

খট্টাস (পুং, স্ত্রী) খট্টাশ-পৃষোদরাদিবৎ শকারস্য সত্বং। [খট্টাশ দেখ।]

খট্টি (পুং) খট্ট-ইন্। শবযান, শববহনার্থ খাট, মড়ার খাট।

খট্টিক (ত্রি) খট্টনমাবরণং খট্টঃ স শিল্পমস্য অস্ত্যস্ত ঠন্। যে ব্যক্তি জাল প্রভৃতি দ্বারা পাখী মারে, ব্যাধ, শাকুনিক, পাখিমারা।

খট্টিকা (স্ত্রী) খট্টা স্বার্থে স্বল্পার্থে বা কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ ক্ষুদ্র খট্টা। পর্য্যায়—নিষট্যা, সন্দী, আসন্দী। ২ শবযান, মড়ার খাট। ৭৪।৪০

খট্টেরক (ত্রি) খট্ট বাহুলকাৎ কর্ম্মণি এরক। খর্ব্ব। (শব্দমালা)

খট্তালী, ঘনযন্ত্রবিশেষ। [যন্ত্র দেখ।]

খট্তোড়ী, খট্ ও তোড়ীযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

খট্যোগিঞা, খট্ এবং যোগিঞা যোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ।

খট্বা (স্ত্রী) খটাতে কাঙ্ক্ষ্যতে শয়নার্থিভিঃ খট্ কন্ (অশূপ্রুষি-লটি কণি খটি-বিশিভ্যঃ কন্। উণ্ ১।১৫১)। কাষ্ঠাদি রচিত শয্যাধার, পর্য্যঙ্ক, খাট। পর্য্যায়—শয়ন, মঞ্চ, পল্যঙ্ক, তল্প, শয়। যুক্তিকল্পতরু নামক সংস্কৃত গ্রন্থে খট্বা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

খট্বা যে চারিখানি কাঠের উপরে নির্ভর করিয়া অবস্থান করে, তাহাকে চরণ (পায়া) বলে। মাথার দিকের কাঠের নাম ব্যুপধান, অধঃস্থ কাঠের নাম নিরূপক এবং উভয় পার্শ্বে যে দুইখানি কাঠ থাকে, তাহাকে আলিঙ্গন বলে। আলিঙ্গন দুইটী ৪ হাত পরিমাণ করিতে হয়, নিরূপক ও ব্যুপধান তাহার অর্দ্ধ এবং চরণ তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ প্রস্তুত করিবে। এইরূপ খট্বায় সর্ব্বসমেত ১৬ হাত কাঠ থাকে বলিয়া ইহাকে ষোড়শিকা বলে। ইহা সকল বিষয়েই শুভপ্রদ। আলিঙ্গন ৪॥০ হাত, ব্যুপধান ও নিরূপক ২॥০ হাত এবং চরণ চারিটী ১ হাত পরিমাণ করিলে সেই খট্বাকে সর্ব্বাষ্টদশিকা বলা যায়। ইহা সকল অভীষ্ট পূরণ করে। যে খট্বার আলিঙ্গন ২টী ৫ হাত, ব্যুপধান ও নিরূপক ৩ হাত এবং চরণের পরিমাণ ১ হাত তাহাকে সর্ব্ববিংশতিকা বলে। ইহাও ভাল। যে খট্বার আলিঙ্গন ৫॥০ হাত, ব্যুপধান ও নিরূপক তাহার অর্দ্ধ এবং চরণ তাহার অর্দ্ধপরিমাণ তাহাকে সর্ব্বদ্বাবিংশিকা বলে। ইহা সর্ব্বসম্পৎ প্রদান করে। আলিঙ্গন ৬ হাত, ব্যুপধান ও নিরূপক ৩ হাত, এবং প্রত্যেক পায়া ১ হাত করিলে সেই খট্বাকে চতুর্ব্বিংশতিকা বলে। ইহাতে শয়ন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়। যে খট্বার আলিঙ্গন ৭ হাত, ব্যুপধান ও নিরূপক ৩ হাত, পায়া ১৷০ হাত তাহাকে সর্ব্বষড়্বিংশিকা বলে। ইহা সর্ব্বভোগ প্রদান করে। যাহার আলিঙ্গন ৭॥০ হাত, ব্যুপধান ও নিরূপক ৩॥০, পায়া ১॥০ হাত, তাহাকে সর্ব্বাষ্টবিংশিকা বলে। যে খট্বার আলিঙ্গন ৮, ব্যুপধান ও নিরূপক ৪ এবং পায়া ১॥০ হাত তাহাকে সর্ব্বত্রিংশিকা বলে। এই কএক প্রকার খাটের মধ্যে সর্ব্বষোড়শিকা খট্বা সকলেরই মঙ্গলকর। ভোজরাজ এই আট প্রকার খট্বাকে যথাক্রমে মঙ্গলা, বিজয়া, পুষ্টি, ক্ষমা, তুষ্টি, সুখাসন, প্রচণ্ডা ও সর্ব্বতোভদ্রা এই আটটী নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বৃহৎসংহিতার মতে পিয়াসাল, দেবদারু, গাব, শাল, কাশ্মরী, অঞ্জন, পদ্মক, শাক এবং শিংশপা বৃক্ষ প্রশস্ত, ইহাদের কাঠে খাট প্রস্তুত করিবে, কিন্তু যে বৃক্ষ বজ্রপাতে নিহত, জল, বায়ু বা হস্তী কর্ত্তৃক নিপাতিত, যাহাতে মৌচাক বা পাখীর বাসা আছে, সেই বৃক্ষ প্রশস্ত নহে। এ ছাড়া যজ্ঞস্থান, শ্মশান, পথ, মহানদীর সঙ্গমস্থান বা দেবমন্দিরে উৎপন্ন, কণ্টকযুক্ত এবং যে বৃক্ষ কাটা হইলে দক্ষিণ বা পশ্চিমদিকে পতিত হয়, তাহাও প্রশস্ত নহে। যে সকল বৃক্ষকে অপ্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল বৃক্ষনির্ম্মিত খাট বা অন্যপ্রকার আসন ব্যবহার করিলে কুলনাশ, ব্যাধি, ভয়, ব্যয় ও কলহ প্রভৃতি নানা রকমের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। (বৃহৎস° ৭৯ অঃ)

২ সুশ্রুতোক্ত চতুর্দ্দশ ব্রণবন্ধের অন্তর্গত একপ্রকার। হনুপ্রদেশে, গণ্ডদেশে এবং ললাটে খট্বা নামক বন্ধন বিধেয়। (সুশ্রুত, সূত্র° ১৮ অঃ।) ২ প্রেঙ্খা। (অমরটী°) ৪ কোলশিম্বী। (রাজনি°)

খট্বাকা (স্ত্রী) খট্বা-স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বস্যাতঃ অকারাদেশশ্চ। (আদাচার্য্যাণাম্। পা ৭।৩।৪৯।) খট্বা। ২ অল্পার্থে কন্। ২ ক্ষুদ্র খট্বা, ছোট খাট। *। খট্বাশব্দের উত্তর কন্ হইলে খট্বাকা, খট্বিকা ও খট্বকা এই তিনটী রূপ হয়।

খট্বাঙ্গ (ক্লী) খট্বায়া অঙ্গং ৬তৎ। ১ খাটের পায়া। ২ শিবের অস্ত্রবিশেষ। "খট্বাঙ্গবরধারকঃ" বটুকস্তব।

(পুং) খট্বাঙ্গ ইত্যাখ্যা যস্য। ৩ একজন রাজা। ভাগবতের মতে ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশ্বসহের পুত্র। এক সময় দেবতাদের কোন উপকার করিয়া তাহাদের নিকট নিজের পরমায়ুর কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে জানিতে পারেন যে জীবনের মুহূর্ত্তমাত্রই অবশিষ্ট আছে।

খট্বাঙ্গ সেইদণ্ডেই হরির শরণাপন্ন হন। (ভাগবত ৯।৯।৩২) কিন্তু হরিবংশের মতে ইনি বিশ্বসহের পুত্র নহেন, সূর্য্যবংশীয় রাজা অংশুমানের পুত্র এবং দিলীপ নামে পরিচিত। (হরিবংশ ১৫ অঃ।) (ক্লী) ৪ খট্বাঙ্গের সদৃশ একপ্রকার পাত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে যাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাকে এই পাত্র লইয়া ভিক্ষা করিতে হইবে।

"এককালন্তু ভুঞ্জীত চরন্ ভৈক্ষ্যং স্বকর্ম্মকৃৎ।
কপালপাণিঃ খট্বাঙ্গী ব্রহ্মচারী সদোত্থিতঃ॥" (ভারত ১২।৩৫ অঃ)

খট্বাঙ্গধর (পুং) খট্বাঙ্গং ধরতি খট্বাঙ্গ ধৃ-অচ্। ১ শিব। (ত্রি) ২ যে খট্বাঙ্গ ধারণ করে, খট্বাঙ্গধারী। খট্বাঙ্গভৃৎ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

খট্বাঙ্গমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত একটী মুদ্রা। ডানহাতের পাঁচটী আঙ্গুল মিলিত করিয়া উর্দ্ধভাগে উন্নত করিবে, ইহাকে খট্বাঙ্গমুদ্রা বলে। এই মুদ্রা দেবতার অতিশয় প্রীতিপ্রদ।

"পঞ্চাঙ্গুলো দক্ষিণস্থ মিলিতা হ্যূর্দ্ধমুন্নতাঃ।
খট্বাঙ্গমুদ্রা বিখ্যাতা দেবস্থ সুপ্রিয়া মতা॥" (রুদ্রযামল)

খট্বাঙ্গবন (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা°। একটী বনের নাম।

"অহং হি খট্বাঙ্গবনে নারদেন সমাগতঃ।" (হরিবংশ ৭৯ অঃ)

খট্বাঙ্গী [ন্] (পুং) খট্বাঙ্গং অস্ত্রবিশেষো যস্যাস্তি খট্বাঙ্গ-ইনি। ১ শিব। (হারাবলী।) (ত্রি) খট্বাঙ্গং তৎসদৃশ-পাত্রবিশেষঃ যস্যাস্তি খট্বাঙ্গ-ইনি। ২ প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে ব্যক্তি খট্বাঙ্গ সদৃশপাত্র ধারণ করে।

"খট্বাঙ্গী চিরবাসা বা শ্মশ্রুলো বিজনে বনে।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং অব্দমেকং সমাহিতঃ॥" (মনু ১১।১০৫)

খট্বাঙ্গী (স্ত্রী) সহ্যাদ্রির নিকটস্থিত একটী নদী। (হরিব° ৯৬অঃ)

খট্বারূঢ় (ত্রি) নিন্দার্থে নিত্যসমাসঃ। ১ জাল্ম, নিন্দিত।

"খট্বারূঢ়ো জাল্মঃ নিত্য সমাসোঽয়ং নহি বাক্যেন নিন্দা গম্যতে" (সি° কৌ° ২।১।২৬) ২ উৎপথ প্রস্থিত।

"বৃত্তস্থং পাত্রে সমিতৈঃ খট্বারূঢ়ঃ প্রমাদবান্।" (ভট্টি)

'খট্বারূঢ় উৎপথপ্রস্থিতঃ' (জয়মঙ্গল)।

খট্বিকা (স্ত্রী) খট্বা স্বার্থে কন্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। ১ খট্বা। ২ ক্ষুদ্র খট্বা। [খট্বাকা দেখ।] ৩ খট্বাবিশেষ।

"ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং চতুঃষড়ষ্টকোণিকাঃ।
খট্বিকাঃ সুখসম্ভূতাঃ শুক্লরক্তাসিতাম্বরাঃ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

খড় (ক্লী) খডাতে ছিদ্যতে ধান্যে পক্ষে সতি, চুরাদি খড় ধাতো র্ণিজভাব পক্ষে অপ্। ১ তৃণবিশেষ, ধান্য কাটিয়া লইয়া যে তৃণ অবশিষ্ট থাকে। (পুং) ২ পানকবিশেষ, পানা। সুশ্রুতের মতে এই পানা ভোজনকালে পাথরের পাত্রে করিয়া খাইতে হয়। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ) ৩ ঋষিবিশেষ। পাণিনীয় অশ্বাদিগণান্তর্গত, গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ষঞ্ প্রত্যয় হয়।

খড়ক (ক্লী) খড়-সংজ্ঞায়াং কন্। স্থাণু।

"স্থাণুঃ খড়কমুচ্যতে" (কাত্যাঃ শ্রৌ° সূ° ১৪।৩।১২ কর্ক।) [খটক দেখ।]

খড়কিকা (স্ত্রী) খড়ক্ ইত্যব্যক্তং শব্দং করোতি খড়ক্ কৃ-ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। পক্ষদ্বার। (হারাবলী।) খিড়কী দুয়ার।

খড়কী (খড়কী শব্দজ) খিড়কী, পক্ষদ্বার।

খড়কী বা কির্কী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুণা-জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৮°৩৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩°৫৪´ পূঃ। পুণা হইতে উত্তরপশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়েয়ের একটী ষ্টেশন আছে। লোকসংখ্যা ৭২৫২ তন্মধ্যে ৪৯৩৭ জন হিন্দু। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই নবেম্বর এইখানে মহারাষ্ট্রাধিপ পেশবা বাজিরাওর সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়। খড়কি তখন একটী সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল। ইংরাজ পক্ষে কর্ণেল বার্ড ২৮০০ সেনা ও পেশবার পক্ষে মন্ত্রী গোকুলের অধীনে ২৬০০০ সেনা। কিন্তু যুদ্ধে ইংরাজ-সেনার জয় হয়। এখন খড়কিতে একটী সেনানিবাস আছে। তথায় গোলন্দাজ ও রথ্যাকারী (Sappers and Miners) সেনাদল থাকে। সঙ্গে একটী বাজারও আছে।

খড়ক্কা (স্ত্রী) খড়ক ইত্যব্যক্তং শব্দং করোতি খড়ক্-কৃ-ড-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পক্ষদ্বার, খিড়কী।

খড়গাঁ, বীরভূমের অন্তর্গত একটী বিভাগ। ইহার মধ্যে ১৬টী মহল আছে। লোকসংখ্যা ১৩০৭২। রামপুরহাট, ফতেপুর, গোকিলটা, কুতবপুর ও পুরন্দরপুর নামক ৫টী পরগণা ইহার অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ভাল ভাল গ্রাম আছে। বিভাগের ভূমি প্রায় সমতল ও উর্ব্বরা। সিউড়ী হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত এক রাস্তা এই বিভাগের মধ্য দিয়া গিয়াছে। রামপুরহাট নামক স্থানে সবজজের আদালত আছে।

খড়ঙ্গটা (দেশজ) খড়।

খড়জালী (দেশজ) লবণবিশেষ।

খড়তূ (পুং) খড়-অতূ প্রত্যয়ঃ। বাহু ও জঙ্ঘার আভরণ। (সংক্ষিপ্তসার।) চলিত কথায় খাড়ু বলে।

খড়দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আহ্মদনগর জেলার জামখের উপবিভাগের একটী নগর। আহ্মদনগরের ২৮° ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে, অক্ষা° ১৮°৩৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°৩১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৫৬২ জন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে

মহারাষ্ট্রদিগের সহিত নিজামের এক যুদ্ধ হয়। নিজাম পরাজিত হইয়া খড়দতে পলায়ন করিলে মহারাষ্ট্রগণ তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। নিজাম অগত্যা সন্ধি করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। খড়দ পূর্ব্বে নিজামের অধীনস্থ নিম্বালকর নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোকের জমিদারী ছিল। নগরের মধ্যস্থলে নিম্বালকরের প্রকাণ্ড বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে নিম্বালকর নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গটী প্রস্তরনির্ম্মিত চতুষ্কোণ আকার, চারিদিকে গড়খাই, প্রবেশ দ্বারে ২টী বড় ফটক, মধ্যে বিস্তীর্ণ পথ। গড়ের এখন ভগ্নাবশেষমাত্র রহিয়াছে। নগরে অনেক ব্যবসাদার, দোকানদার, পোদ্দার আছে। তাহারা নানাবিধ শস্য ও দেশী বস্ত্রের ব্যবসা করে। প্রতি মঙ্গলবারে গোমেষাদির হাট বসে। এখানে একটী ডাকঘর আছে।

খড়দহ, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভাগীরথী তীরবর্ত্তী একটী গ্রাম, অক্ষা° ২২°৪৩´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৪´৩০´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে ৫॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী তীর্থস্থান। ডাক্তার হণ্টর সাহেব বাঙ্গালার বিবরণে লিখিয়াছেন,—"মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ প্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে এইখানে আসিয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একটী স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শব্দ তাঁহার কর্ণে আইসে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখেন যে একজন স্ত্রীলোক একমাত্র কন্যার মৃত্যু হওয়ায় ক্রন্দন করিতেছে; অনতিপূর্ব্বে কন্যাটীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহ পড়িয়া আছে। নিত্যানন্দ অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিলেন। কিন্তু কন্যার মাতাকে বলিলেন, কাঁদ কেন তোমার কন্যা ত নিদ্রা যাইতেছে। মাতা প্রভুর কথা হৃদয়ঙ্গম করিল। তাঁহার ক্ষমতা অলৌকিক এই বিশ্বাসে তাঁহাকে বলিল, 'প্রভু আমার কন্যাকে বাঁচাইয়া দাও, আমি জন্মের মত তোমার দাসী হইয়া থাকিব।" সত্য সত্যই কন্যাটী বাঁচিয়া উঠিল। তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও বৈষ্ণব নিত্যানন্দের গৃহিণী হইলেন। নিত্যানন্দ গৃহী হইয়া স্থানীয় জমীদারের নিকট বাসোপযোগী এক খণ্ড ভূমি প্রার্থনা করিলেন। জমিদার গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ দহের উপর এক খণ্ড খড় ফেলিয়া দিয়া বলিলেন এই স্থান তোমায় বাসের জন্য দিলাম। দহের ঘূর্ণী জলে খড় ডুবিয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তথায় চড়া পড়িয়া উত্তম বাসোপযোগী স্থান হইল। তখন অধিবাসিগণ নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক মহিমা অবগত হইয়া অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইল। সেই অবধি সেই স্থানের নাম খড়দহ হইয়াছে।" (W. W. Hunter's Statistical Aocount of Bengal, Vol I p. 107—8) নিত্যানন্দের সময় হইতে যে খড়দহ নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। নিত্যানন্দের অনেক পূর্ব্ব হইতে এই স্থান খড়দহ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণপাঠে জানা যায়। [কৃত্তিবাস দেখ।] খড়দহের গোস্বামীগণ নিত্যানন্দের বংশোদ্ভব। এই গোস্বামীরা অনেকেই বৈষ্ণবের দীক্ষাগুরু। শিষ্যগণ ইহাদিগকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন। দোলে, ফুলদোলে, রাস প্রভৃতি বৈষ্ণবপর্ব্বে এখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। খড়দহে শ্যামসুন্দর নামে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ, শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনা যায়। কথিত আছে—রুদ্র নামক এক যোগী গৌড়নগরে মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট আসিয়া বলেন যে, এই বাটীর দ্বারদেশের উপর একটী প্রস্তরখণ্ড আছে। ভগবানের প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে উহা থাকিলে অমঙ্গল হইবে। অতএব অবিলম্বে উহা স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। শাসনকর্ত্তাও দেখিলেন যে বাস্তবিক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। শাসনকর্ত্তার হিন্দু-মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন যে পাষাণের চক্ষের জল পড়িলে দেশের অমঙ্গল হইবে। অতএব উহা স্থানান্তর করা বিশেষ আবশ্যক। তদনুসারে প্রস্তরখণ্ড খুলিয়া লইয়া রুদ্রকে অর্পণ করা হইল। রুদ্র উহাকে লইয়া নৌকায় তুলিতে গেলেন, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ হস্তস্খলিত হইয়া জলমগ্ন হইল। শ্রীরামপুরের নিকট বল্লভপুরে রুদ্রের বাস। রুদ্র বাড়ী আসিয়া দেখিলেন গঙ্গার ঘাটে সেই প্রস্তর আসিয়া উপস্থিত। এই প্রস্তর হইতে বল্লভপুরের বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়াছে। খড়দহের গোস্বামীরা এই প্রস্তরের এক অংশ লইয়া শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। খড়দহে গঙ্গাতীরে ২৪টী শিবমন্দির আছে।

রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে খড়দহমেলের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। [কুলীন শব্দ ৩৩২ পৃষ্ঠা দেখ।]

খড়ম (দেশজ) কাষ্ঠপাদুকা।

খড়যবাগূ (স্ত্রী) খড়পকা যবাগূঃ। পানকবিশেষ। [পানক দেখ।]

খড়যূষ (পুং) কপিত্থ, আমরুল, মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিত্রকের সহিত ঘোলপাক করিলে তাহাকে খড়যূষ বলে। (চক্রদত্ত) ভাবপ্রকাশের মতে মুগের যূষ, ঘোল, ধনিয়া, জীরা ও সৈন্ধব যোগ করিলে তাহাকে খড়যূষ বলে।

"মুদ্গযূষরসং তক্রং ধান্তজীরকসংযুতম্।
সৈন্ধবং সহিতং দত্তাৎ খড়যূষমিতি স্মৃতম্॥" (ভাবপ্রকাশ)

খড়রা (হিন্দুস্থানী) ঘোড়ার গা পরিষ্কার করিবার লোহার চিরুণী।

খড়বান্ [ৎ] (ত্রি) খড় চাতুরর্থিক-মতুপ্ মস্ত বঃ। (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৬) খড়ের সন্নিহিত দেশাদি।

খড়া (দেশজ) ১ সংবাদ। ২ ইটের ভাঁজ।

খড়াকাটা (দেশজ) চিহ্নিত (পাত্রাদি।)

খড়াকান (দেশজ) চর্ম্মঘাস। (শব্দসার)

খড়ি (খটী শব্দের অপভ্রংশ) প্রস্তরবিশেষ। এই জাতীয় প্রস্তর হইতে শ্লেট-পেন্সিল ও হাতে-খড়ি দিবার খড়ি প্রস্তুত হয়।

খড়ি বা চা-খড়ি—ভূতত্ত্ববিদেরা এই খড়ির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাণিদেহ হইতেই চা-খড়ির উৎপত্তি। জগৎ প্রাণিদেহে পরিপূর্ণ, কি বায়ু, কি স্থল, কি জল, সকল স্থানেই প্রাণী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই সকল প্রাণীর দেহ মৃত্যুর পর ভূপতিত হয়। মৎস্য, শামুক প্রভৃতির অস্থিগুলি জলের নিম্নে থাকে, তাহারা সেইখানেই মরে, তাহাদের অস্থি প্রভৃতি সেইখানেই থাকিয়া যায়। সমুদ্র ও বড় বড় হ্রদের তলদেশে এইরূপে অনেক প্রাণিদেহ জমিয়া থাকে। মাটী ও জলা ভূমি হইতেও এই সকল গিয়া নদীগর্ভে পতিত হয়। নদীগর্ভস্থ অন্যান্য দ্রব্যের সহিত স্রোতে এইগুলি ভাসিয়া গিয়া কখন ব-দ্বীপে পরিণত হয়, কখনও বা সাগরগর্ভে লীন হয়। এইগুলি সমবেত হইয়া একটী স্তররূপে পরিণত হয়। সমুদ্রের লোণাজলের সংস্রবে চূণ ও অম্লজানের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা এই স্তর ক্রমশঃ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে ও উপরের স্তরের চাপে ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে। ইংলণ্ডের পশ্চিম আয়র্লণ্ড হইতে আমেরিকায় যখন টেলিগ্রাফের তার সমুদ্রের অভ্যন্তর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন গভীর জলের নিম্নে মাটী তুলিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা ঠিক অপরিস্কৃত চা-খড়ির মত। ইহাকে ইংরাজীতে 'উজ' অর্থাৎ কাদা কহে। ইহার অল্পাংশ লইয়া অণুবীক্ষণযন্ত্র যোগে পরীক্ষা করায় ইহাতে ছোট ছোট ঝিনুক ও শামুক-চূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। চা-খড়ি গুঁড়া করিয়া এক গ্লাস জলে দিলে গ্লাসের নিম্নে একটী স্তর পড়ে। জল ফেলিয়া নিম্নস্থ স্তর হইতে অল্পাংশ লইয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিনুক ও শামুক পূর্ণাবয়ব ও ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সুইডেনের পণ্ডিত লিনেয়স্ খড়িকে জীবদেহজ বলিয়া মত প্রদান করেন। আধুনিক পণ্ডিতগণও বিশেষ প্রদর্শন দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

আধুনিক ভূবেত্তাগণ পৃথিবীর জীবনকে ৪ ভাগে বা চারিযুগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২য় যুগ ত্রিস্তর বা নূতন লোহিত-প্রস্তর-অস্তরযুগ, জুরাসিক অস্তরযুগ ও চা-খড়ি বা ক্রিটেসস্ অস্তরযুগ—এই তিনভাগে বিভক্ত। চা-খড়ির অস্তরযুগের অধিকাংশ স্তরই চা-খড়ি নির্ম্মিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও চা-খড়ি ছিল, কিন্তু এই সময় ইহার বাহুল্য হয় বলিয়া ইহাকে এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সার চার্লস লায়েল ও অধ্যাপক রামজে বলেন যে, গ্রেটব্রিটেন পুরাকালের একটী বৃহৎ মহাদেশের কোন প্রকাণ্ড নদীর ব-দ্বীপের অবশেষ মাত্র। জোয়ার ভাটার কার্য্যবশতঃ সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত চা-খড়ি সেই নদীর ব-দ্বীপে জমিয়া পর্ব্বতাকার হইয়াছে। সেই মহাদেশের কতকস্থান এখন জলমগ্ন হইয়াছে। এখন ইংলণ্ডের কেণ্ট ও সসেক্স প্রদেশে যে সকল চা-খড়ির পর্ব্বত আছে, তাহা ঐ ব-দ্বীপ হইতেই উৎপন্ন। ভারতের খসিয়া পর্ব্বতও সেই সময় প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এখানে সেরূপ খড়ি নাই। ফ্রান্স, জর্ম্মনী, ডেন্মার্ক, সুইডেন, রুষিয়া ও উত্তর-আমেরিকার পর্ব্বতে খড়ির স্তর দেখা যায়।

চা-খড়ি সময়ে সময়ে আগ্নেয়-প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কখন চূণ ও কর্দ্দমের সহিত থাকে। খড়ির স্তর কখন সমানভাবে পৃথিবীর স্বাভাবিক সঙ্কোচনে থাকে। কখন বা ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাতে এই সকল স্তর স্থানে স্থানে বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত দেখা যায়। এদেশে আমরা যে চা-খড়ি দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই বিলাত হইতে আসে।

খড়ি বা খড়িয়া, বর্দ্ধমান জেলার বুদ্বুদ্ বিভাগের অন্তর্গত ধান্যক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত একটী নদী বক্রপথে ভ্রমণ করিয়া বহুরে নন্দাই নামক স্থানে ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে, মিলিত হইবার পূর্ব্বে বাঁকা নামক একটী নদী চম্পানগরীতে গোপালপুর হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমান নগর দিয়া এই খড়িয়া নদীতে পড়িয়াছে।

খড়িক (ত্রি) খড়মস্ত্যস্ত খড়-ঠন্। খড়যুক্ত।

খড়িকা (স্ত্রী) খড়-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্, ততঃ স্বার্থে কন্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। কঠিনী। (জটাধর)

খড়িকা খাওয়া (দেশজ) ভোজন অন্তে যে সরু কাঠ বা যে সরু তৃণ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা হয়, চলিত কথায় ইহাকে 'খড়িকা খাওয়া' বলে।

খড়িকামুটি (দেশজ) সরু সরু খড়িকার মত ডুরে কাটা।

খড়িয়া (দেশজ) খড়ির ন্যায় শাদা।

খড়ী (স্ত্রী) খড়-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্বনামখ্যাত শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাবিশেষ, খড়িমাটী। [খড়ি দেখ।]

খড়ীমাটী (দেশজ) খড়ি।

খড়ুয়া (দেশজ) খড়নির্ম্মিত ঘর।

খড়ুয়াভেঁকটী (দেশজ) একপ্রকার ভেঁকটীমাছ (Perca Aya *Buch.*)

খড়ুর (দেশজ) শুষ্ক, শুকান।

খড়ুরনারিকেল (দেশজ) যে নারিকেল কাঁচা পাড়িয়া তাহার জল শুকাইয়া রাখা হয়।

খড়ূ (স্ত্রী) খড়-উঃ (খড়েডুর্ড্বা। উণ্ ১।৮৪) মৃতশয্যা। (উজ্জ্বল)

খড়ূর (ত্রি) খড়মস্ত্যস্য বাহুলকাৎ উরচ্। খড়যুক্ত।

"খড়ূরে অবি চঙ্ক্রমাং খর্ব্বিকাং খর্ব্ববাসিনীম্।"

(অথর্ব্ব ১১।৯।১৭।)

খড়্গোন্মত্তা (স্ত্রী) খড়েন উন্মত্তা ৩তৎ। যে স্ত্রী খড় তৃণ দ্বারা উন্মত্তা হইয়াছে। এই শব্দটী পাণিনীয় শুভ্রাদি গণান্তর্গত। অপত্যার্থে ইহার উত্তর ঢক্ প্রত্যয় হয়।

খড়্গ (পুং) খড়তি ভিনত্তি খড়্-গন্ (ছাপুখড়িভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১২৩) ১ গণ্ডক, গণ্ডার।

"কালশাকং মহাশল্কাঃ খড়্গলোহামিষং মধু।

আনন্ত্যায়ৈব কল্পন্তে মুন্যন্নানি চ সর্ব্বশঃ॥" (মনু ৩ অঃ)

[গণ্ডার দেখ।] ২ গণ্ডকশৃঙ্গ, চলিত কথায় খাগ্। ৩ বুদ্ধবিশেষ। (মেদিনী) ৪ চোর নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°।) ৫ যে অস্ত্রদ্বারা ছাগ মহিষ প্রভৃতি পশু বলিদান করে, খাঁড়া, কাতান। ইহা হিন্দুজাতির প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। এখন খড়্গ আর যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় না। যজ্ঞে ও পূজা দিতে পশুহননের জন্যই ইহা আজকাল ব্যবহৃত হয়। কালীপ্রতিমার হস্তে যে অসি বা খড়্গ থাকে, তাহার আকৃতিও এই বলিদানের খড়্গের ন্যায়।

আপাততঃ 'খড়্গ' বলিলে 'খাঁড়া', 'অসি' বলিলে 'তরবার' বুঝা যায়, কিন্তু সেকালে আকৃতি বিভিন্ন থাকিলেও অসি ও খড়্গ একার্থবোধক ছিল। এই পশুচ্ছেদক খাঁড়ার ন্যায় সেকালে একটী অস্ত্রকে 'লঘিত্র' বলিত। লঘিত্রের কায়াটী ভুগ্ন অর্থাৎ বক্র (কোলকুঁজো,) পৃষ্ঠভাগ তীক্ষ্ণ। ইহার ব্যাস ৫ অঙ্গুলি, বর্ণ কাল, মুঠ অতি বৃহৎ। ইহাদ্বারা মহিষাদি কর্ত্তিত করিতে বিশেষ সুবিধা হয়। দুই হাতে উঠাইয়া এই অস্ত্রে আঘাত করিতে হইত।

সেকালে অসি ও খড়্গের নানাবিধ আকার ও পরিমাণ ছিল, তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামও ছিল, আবার সেই সকল বিভিন্ন নামে সাধারণতঃ অসিশ্রেণীর সকল গুলিকেই বুঝাইত।

অতি প্রাচীনকাল হইতে খড়্গ বা অসির ব্যবহার প্রচলিত আছে। ধনুর্ব্বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, হিন্দুরা সেকালে যেরূপ খরধার কঠিন তরবারি প্রস্তুত করিতেন, এখন আর সেরূপ হয় না। ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে এবং বহুবিধ গল্পও শুনা আছে যে, সেকালের খড়্গে পাথর কাটা যাইত, পাথরে আঘাত করিলে মাংস বা অস্থিখণ্ডের ন্যায় পাথর দুই খণ্ড হইয়া পড়িত অথচ খড়্গের ধার ভাঙ্গিয়া যাইত না। এখনকার কালে কোন দেশের শিল্পী এরূপ অসি প্রস্তুত করিতে পারে না। সেকালে কত প্রকার অসি ছিল, কিরূপ লোহে, কোন্ প্রদেশে প্রস্তুত হইত, কিরূপ 'পায়ণ' অর্থাৎ পাণ দিয়া তাহার ধার বাধিত ও কিরূপ কৌশলে তাহা ব্যবহার করিত, ধনুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র হইতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অসি বা খড়্গের নামান্তর—অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয়, ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল, নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, রিষ্টি, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করবাল, করপাল, তরবার, তরবারি। এই নামগুলি আকার ও পরিমাণভেদে তন্নামীয় অসিশ্রেণীর অস্ত্রকে বুঝায়, আবার প্রত্যেক নামে সাধারণতঃ অসিশ্রেণীর অস্ত্রগুলিকে বুঝায়। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি শ্রেণী আছে, তাহা পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ভারতে কোথায় ভাল অসি হইত?—অসি সকলদেশে সমান হইত না। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লক্ষণের অসি হইত।

ভারতের মধ্যে খটী, খট্টের, ঋষিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, কালঞ্জর এবং চীনের অসি অতি উত্তম এবং শুভকর।

১। খটী ও খট্টেরদেশজাত অসি অতি সুদৃশ্য।

২। হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী ঋষিকদেশজাত অসি শরীরচ্ছেদ-সমর্থ এবং গুরুভারযুক্ত।

৩। বঙ্গদেশজাত অসি তীক্ষ্ণচ্ছেদভেদে পটু।

৪। শূর্পারক দেশীয় অসি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

৫। বিদেহ দেশজাত অসি অতি প্রভাবশালী এবং অসহ্য তেজস্বী।

৬। অঙ্গদেশজাত অসি অতি তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়।

৭। মধ্যমগ্রামে যে সকল অসি হইত, তাহা লঘুভার ও তীক্ষ্ণ।

৮। বেদীদেশজাত খড়্গ হাল্কা, তীক্ষ্ণ কিন্তু সারহীন। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের নিকটে বেদীদেশ ছিল।

৯। সহগ্রামের খড়্গও তীক্ষ্ণ ও লঘু।

১০। কালঞ্জরের খড়্গ দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণযুক্ত।

১১। চীনদেশের খড়্গ নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ হইত। এখন চীনের খড়্গ কিরূপ হয়, তাহা জানা যায় নাই।

সেকালের অসি-নির্ম্মাণ।—অসি লৌহে প্রস্তুত হইত। অসি-নির্ম্মাণের উপযুক্ত লৌহ ঔষধার্থ লৌহ হইতে স্বতন্ত্র। অসির উপযুক্ত লৌহও আবার দ্বিবিধ; সঙ্গ ও নিরঙ্গ। এই উভয়বিধ লৌহ কাকি, গাণ্ডি প্রভৃতি বহুবিধ ভাগে বিভক্ত, এই সকল লৌহের অসিতে ব্যাধিবিনাশক গুণ আছে; কিন্তু সাধারণতঃ সাঙ্গ লৌহেই অসি নির্ম্মিত হইত। সাঙ্গ লৌহও বিবিধ, তন্মধ্যে অসিকর্ম্মে দশপ্রকার লৌহই প্রশংসার সহিত ব্যবহৃত হইত। রোহিণী, নীলপিণ্ড, ময়ূর-গ্রৈবক, ময়ূরবজ্র, তিত্তিরাঙ্গ, সুবর্ণবজ্র, শৈবল-মালান, মৌষলবজ্র, কজ্জোলবজ্র বা স্বর্ণক এবং গ্রন্থিবজ্র, এই দশবিধ লৌহের বিভিন্ন লক্ষণ আছে। লৌহার্ণব নামক লৌহ-শাস্ত্রে এবং বীরচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। [লৌহ দেখ।]

এতদ্ভিন্ন নিরঙ্গলৌহের অন্তর্গত রোহিণী, পাণ্ডু, রূক্ষ বা কান্ত এই ত্রিবিধ লৌহও অসির জন্য ব্যবহৃত হইত।

ঐ সকল লৌহে অসি নির্ম্মাণ করা হইত, তৎপরে তাহাতে নানাবিধ কৌশলের আবশ্যক হইত। উত্তম লৌহ পাইলেই উত্তম শিল্পী যে উত্তম অসি নির্ম্মাণ করিতে পারিত, তাহা নহে, কিন্তু কোন্ লৌহ কিরূপে, কতবার পোড়াইয়া ও কিরূপ পায়ন বা পাণ ব্যবহার করিলে স্থায়ী ও তীক্ষ্ণধার হয়, তাহা জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে ও ধনুর্ব্বেদে যথেষ্ট উপদেশ আছে, কিন্তু হাতে কলমে না করিলে ও গুরুর নিকট প্রত্যক্ষ না দেখিলে সে সকল বিধি শিখিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। সেকালে কত সামান্য দ্রব্য দিয়া অসিতে পাণ দেওয়া হইত, তাহা দেখাইবার জন্য এস্থলে পায়ন দ্রব্যগুলি লিখিত হইল।

অসি প্রস্তুত হইলে তাহা পরিষ্কার করিবে, ধারের মুখে লবণ বা অন্য ক্ষার পরিষ্কার কর্দ্দমে মিশাইয়া প্রলেপ দিবে, পরে আগুনে পোড়াইয়া জল বা অন্য কোন তরল দ্রব্যে ডুবাইয়া লওয়াকে পায়ন বা পাণ দেওয়া বলে। মহর্ষি উশনা বা শুক্রাচার্য্য এই সকল পাণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—শ্রীলাভার্থ অস্ত্রকে রুধিরে ডুবাইয়া লইতে হয়। এইরূপে গুণবান্ পুত্রলাভার্থ অস্ত্রকে ঘৃতপাণ, অক্ষয় ধনলাভার্থ অস্ত্রকে জলপাণ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যানুসারে ঘোটকীদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, হস্তিনীদুগ্ধ পাণ দিতে হয়। হস্তি-শুণ্ড কাটিবার জন্য মৎস্যের পিত্ত, মৃগীদুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধের পাণ দেওয়া হয়। (প্রবাদ আছে মহারাণা প্রতাপের এইরূপ তরবারি ছিল।) ঐ পাণ দিবার পূর্ব্বে আকন্দের আঠা, ভেড়ার শিং, কয়লা, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্র মাড়িয়া লইয়া ধারের মুখে তৈল মাখাইয়া তাহার উপর প্রলেপ দিবে, তৎপরে পূর্ব্বোক্ত কোন দ্রব্যে পাণ দিবে। ইহার পর শাণাইয়া লইলে সে অস্ত্র প্রস্তরে আঘাত করিলেও ধার কমিবে না। কদলীক্ষারে এক রাত্রি একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে ঐ সকলের কোন একটা পাণ দিবে, ইহাতেও অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না। বিষ কিম্বা বিষবৎ দ্রব্য পাণ দিলে অস্ত্রে ভীষণ ক্ষমতা জন্মে, সে অস্ত্রের সামান্য আঘাতেই মৃত্যু নিশ্চিত। পাণ দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ ও বর্ণ বাহির হয়, সেইবর্ণ ও গন্ধ হইতেও শুভাশুভ জানা যায়। করবী, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুঁদফুল ও চাঁপাফুলের ন্যায় গন্ধে অস্ত্র শুভদায়ক হয়। গোমূত্র, পঙ্ক, মেদ, কূর্ম্ম, বসা, রক্ত বা ক্ষীর গন্ধে অস্ত্র অশুভদায়ক হয়, আর বৈদূর্য্য, স্বর্ণ বা বিদ্যুতের প্রভা হইলে অস্ত্রে জয় ও আরোগ্য-লাভ হয়, নতুবা অন্য কোন বর্ণে অশুভ হয়। অনেকে এ সকল মিথ্যা বলিতে পারেন, কিন্তু যখন পরীক্ষা করিবার উপায় কাহারই জানা নাই, তখন হঠাৎ মিথ্যাই বা বলা যায় কেন?

পরিমাণ—সেকালে ৪ অঙ্গুলি প্রশস্ত ও ৫০ অঙ্গুলি লম্বা অসি শ্রেষ্ঠ, ইহার অর্দ্ধপরিমাণ হইলে মধ্যম; ২৫ অঙ্গুলির কম হইলে অসি না বলিয়া অসিপুত্র বলিত। প্রশস্ততায় ২ অঙ্গুলির কম হইলে অসি নামেই গণ্য হইত না। ৩০ অঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ অসি "নিস্ত্রিংশ" নামে অভিহিত, গঠন পদ্মপুষ্পের পাপড়ির অগ্রভাগ যেরূপ এবং করবী পুষ্পের পাপড়ির ন্যায় হইলে সেই অসি অতি উত্তম বলিয়া বিবেচিত। মণ্ডলাগ্র অর্থাৎ অগ্রভাগ সুগোল বা ঈষৎ বক্র হইলে তত প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত না। মণ্ডলাগ্র অসি এখন 'বগী' নামে খ্যাত। গোজিহ্বা, শুঁদী, নালফুলের পাপড়ি, বাঁশের পাতা ও শূলের অগ্রভাগের ন্যায় খড়্গই প্রশস্ত।

ধ্বনি—তরবারিতে টোকা মারিলে যে শব্দ বাহির হয়, তাহা হইতেও ভাল মন্দ নির্দ্ধারণের উপায় ছিল। যদি কাকস্বরের ন্যায় কর্কশ শব্দ বা 'ঝং' ইত্যাকার শব্দ হইত, তাহা হইলে রাজারাও তাহা পরিত্যাগ করিতেন। যাহার

শব্দ মধুর, কিঙ্কিণীর স্তায় ঝুন্ ঝুন্ শব্দ এবং শব্দদীর্ঘস্থায়ী হয়, সেই অসি শ্রেষ্ঠ।

অঙ্গচিহ্ন—তরবারি গড়িবার সময় তাহার ফলকের গায়ে আপনা হইতেই কতকগুলি চিহ্ন উৎপন্ন হয়। সেই সকল চিহ্নকে ব্রণঅঙ্গ বলে। এই সকল চিহ্ন হইতেও উৎকৃষ্টাপ-কৃষ্টতা বুঝা যায়। অঙ্গুলি পরিমাণে যদি যুগ্ম অঙ্গুলি-পরিমিত স্থানে কোন বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে সেই চিহ্ন শুভ আর অযুগ্ম পরিমিত স্থানে চিহ্ন থাকিলে অশুভ। চিহ্ন সর্ব্বসমেত ১ শতপ্রকার—(১) রৌপ্যরেখা ও (২) স্বর্ণরেখা—এই দুইপ্রকার খড়্গ অতি উত্তম। (৩) গজশুণ্ডাকারচিহ্নাঙ্গ—ইহাও উত্তম, ইহা রক্ত স্পর্শমাত্র আপনি শরীরে গভীর হইয়া বসিয়া যায়। ইহার অঙ্গধৌত জল পান করিলে অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়। (৪) রক্তবীজ চিহ্ন খড়্গও উত্তম। (৫) দমনপত্র (দোনাগাছের পাতা) চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম। ইহা একদিন জলে ভিজাইয়া রাখিলে সে জলে দোনার গন্ধ হয়। (৬) শুভ্র স্থূল-রেখাবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম, ইহার আঘাতে সর্ব্বশরীর ফুলিয়া উঠে। (৭) সূক্ষ্ম অরুণবর্ণ রেখাবিশিষ্ট খড়্গও উত্তম, ইহাতে সূর্য্যকিরণ লাগিলে একপ্রকার তেজ নিঃসৃত হয় এবং রাত্রে ইহার নিকট পদ্মকোরক রাখিলে ফুটিয়া উঠে। (৮) তিল চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম, ইহাদ্বারা আহত হইলে ক্ষতস্থানে তিলতৈলবৎ পূঁয জন্মে। (৯) অগ্নি-শিখা চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গের উপর জল রাখিলে উষ্ণ হইয়া উঠে। (১০) মালা চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গধৌত জলে সুগন্ধ জন্মে ও উষ্ণজলে এই অসি ডুবাইলে তাহা শীতল হইয়া যায়, ইহার ধৌতজলে পিত্তরোগ নষ্ট হয়। (১২) ক্ষৌরক চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গের আঘাতে জ্বর হয়। (১৩) ভ্রমর চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গের আঘাতে বিসূচিকারোগ জন্মে। (১৪) লাঙ্গলাগ্র চিহ্ন-বিশিষ্ট খড়্গের স্পর্শমাত্রে সর্প মরিয়া যায়। (১৫) মরিচ চিহ্ন-বিশিষ্ট খড়্গের আঘাতে রক্ত কটু অর্থাৎ ঝাল হইয়া উঠে এবং ইহার ধৌতজলে পীনসরোগ আরোগ্য হয়। (১৬) সর্পফণা চিহ্নবিশিষ্ট অসির আঘাতে শরীরে বিষবিকার উপস্থিত হয় ও ইহার স্পর্শমাত্রে ভেকেরা প্রাণত্যাগ করে। (১৭) অশ্ব খুরচিহ্নবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম, ইহা আরোহীর কটিদেশে থাকিলে অশ্বগণের বেগগতি জন্মে ও ধৌতজলে অনেক রোগ নষ্ট হয়। (১৮) সর্ষপপুষ্পচিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহা এত নমনশীল হয় যে, ইহাকে বলপূর্ব্বক কুণ্ডলী করিয়া রাখা যায় এবং ছাড়িয়া দিলে সোজা হইয়া থাকে। (১৯) ময়ূর-পুচ্ছচিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহার স্পর্শমাত্রে সর্প মারা পড়ে এবং ইহার আঘাতে নিরন্তর বমি হয়। (২০) মধুবুদ্বুদ চিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহাতে সর্ব্বদাই মধুমক্ষিকা বসিতে চাহে। (২১) মধুমক্ষিকাচিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহার গাত্রে তৈল নিক্ষেপ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়। (২২) সিংহচিহ্নবিশিষ্ট খড়্গে আহত হইলে আহত ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া পড়ে। (২৩) তণ্ডুলচিহ্ন বিশিষ্ট অসি উত্তম, ইহা ধুইলে চাউল ধোয়াজলের স্তায় জল বাহির হয়। (২৪) মকরপুচ্ছচিহ্নযুক্ত অসির স্পর্শে মৎস্যমাত্রেই মৃত হয়। (২৫) চক্ষুচিহ্নযুক্ত অসিধৌতজলে রাত্র্যন্ধতা দূর হয়। (২৬) বিষফলযুক্ত খড়্গের জল তিক্তাস্বাদ হয়, সে জলে পিত্তশ্লেষ্মা বিকার নষ্ট হয়। (২৭) লশুনচিহ্নযুক্ত খড়্গের জলে আমগত নষ্ট হয়। (২৮) প্রোষ্ঠীশঙ্ক চিহ্নযুক্ত অসি জলে ভাসিতে থাকে, এই খড়্গ অতি দুর্লভ। (২৯) চম্পকপুষ্প-চিহ্নযুক্ত খড়্গের জলেও তিক্তাস্বাদ। (৩০) লোমচিহ্নযুক্ত খড়্গের আঘাতে শরীরে ব্রণ হয়। (৩১) সিজ (মনসা) পত্রাকার গাত্র ও সিজকণ্টক চিহ্নযুক্ত খড়্গের ক্ষতে দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা হয় এবং ইহা সর্পফণার উপর স্থাপন করিলে ফণা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই খড়্গধৌতজলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। (৩২) বকুলচিহ্নযুক্ত অসি শাণে ঘষিবার সময় বকুলফুলের গন্ধ নির্গত হয়। এতদ্ভিন্ন (৩৩) যব, (৩৪) গোক্ষুর, (৩৫) শিরা, (৩৬) উপল, (৩৭) কাকপদ, (৩৮) কপাল (মড়ার মাথা), (৩৯) তুবরীফল, (৪০) ভৃঙ্গরাজ ফুল, (৪৫) খুর, (৪৬) জলতরঙ্গ, (৪৭) মার্জারলোম, (৪৮) বটারোহ, (৪৯) জ্যোষ্ঠী, (৫০) জাল (শাণ দিলে যদি জাল চিহ্নযুক্ত অসি হইতে রক্তবর্ণ শিখা বহির্গত হয়, তাহা হইলে ভাল।) (৫১) কর্কন্ধু (কুলপাতার উল্টা পৃষ্ঠা প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত এবং নিশ্চিহ্ন অসি পরিত্যাজ্য।) (৫২) কৃষ্ণরেখা, (৫৩) মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত তিনটী সূক্ষ্মরেখা, (৫৪) পদ্মদলাকার রেখা, (৫৫) গদা, (৫৬) পিপ্পলী, (৫৭) গ্রন্থি, (৫৮) শালপাইনপত্র, (৫৯) তিত্তির পক্ষীর পক্ষ, (৬০) ঊর্দ্ধগামী কপিলবর্ণ শিখা, (৬১) ধাস্ত, (৬২) তিসি, (৬৩) শিবলিঙ্গ, (৬৪) ব্যাঘ্রনখ, (৬৫) পত্রাবলী (চন্দনাদি দ্বারা বরকন্তা বা বিলাসিনীদিগের মুখে ও বক্ষে যে সকল চিত্র করা হয়, তাহাকে পত্রাবলী বলে।) (৬৬) প্রিয়ঙ্গু, (৬৭) নীলীরসতরঙ্গ, (৬৮) রক্তবর্ণ ত্রিরেখা, (৬৯) মঞ্জিষ্ঠালতা, (৭০) শমীপত্র, (৭১) মারিষপত্র, (৭২) গুঞ্জাফল, (৭৩) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাণচিহ্ন, (৭৪) বিম্বপত্র, (৭৫) মসুরপত্র, (৭৬) শণপুষ্প, (৭৭) শঠীপত্র, (৭৮) কেতকীপত্র, (৭৯) মূর্ব্বাতন্তু, (৮০) কলায়-পুষ্প, (৮১) বলালতার পত্র, (৮২) পত্রশিরাকার রেখা,

(৮৩) পিপীলিকা, (৮৪) নলপত্র, (৮৫) কুষ্মাণ্ডবীজ ও (৮৬) নির্ম্মল। ঊর্দ্ধ ও বক্ররেখা চিহ্নযুক্ত তরবারিগুলিরও শুভাশুভ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর বাকী চিহ্নগুলি ধার, অমলত্ত্ব, সমলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে গ্রন্থের বিচারিত হইয়াছে।

খড়্গের পরীক্ষা অষ্টবিধ। এই জন্ত খড়্গবিজ্ঞানকে অষ্টাঙ্গ বলে। খড়্গের ১ম অঙ্গ, ২য় রূপ, ৩য় জাতি, ৪র্থ নেত্র, ৫ম অরিষ্ট, ৬ষ্ঠ ভূমি, ৭ম ধ্বনি এবং ৮ম পরিমাণ বিষয়ে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

অঙ্গ পরীক্ষা আর কিছুই নহে পূর্ব্বোক্ত শতচিহ্ন বিচার। অঙ্গচিহ্ন থাকায় যে নেত্রপ্রীতিকর প্রতীতি জন্মে তাহার নাম জাতি। মাহাত্ম্যসূচক চিহ্নের নাম নেত্র। অশুভত্তাবোধক চিহ্নের নাম অরিষ্ট। অস্যাদির লক্ষণ ধারণের নাম ভূমি বা ক্ষেত্র। টোকা মারিলে বা কাঠি দ্বারা ঘা দিলে যে শব্দ হয়, তাহাই ধ্বনি এবং ওজন, দীর্ঘতা ও প্রশস্তাদি-বিচারের নাম পরিমাণ। [খড়্গপরীক্ষা দেখ।]

যাহার ভূমি অর্থাৎ ফলকগাত্র নীলরস, কলায় পুষ্পবর্ণ, গাজর ফুলের মত, নীলম্ বা নীলমণির আভা বা মরকত বর্ণবিশিষ্ট তাহার নাম নীলরূপ। যাহার বর্ণ কৃষ্ণ, মেঘ, মসী, কালসর্পের অঙ্গ, অন্ধকার, কেশকলাপ কিম্বা ভ্রমরবর্ণ তাহার নাম কৃষ্ণরূপ। যাহার বর্ণ নববর্ষার ভেকের গাত্র-বর্ণ ও গোমেদমণির বর্ণ তাহা পিঙ্গলবং। যাহার বর্ণ অনতিগাঢ়, ধূম পটলের বা শিরীষপুষ্পের বর্ণের স্থায় তাহাই ধূম্র। এতদ্ভিন্ন মিশ্রবর্ণও হয়।

বিশুদ্ধ অঙ্গচিহ্ন, বিশুদ্ধরূপ, উত্তমনেত্র, উত্তম ধ্বনি, কোমলস্পর্শ, উত্তম গঠন ও উত্তমধারযুক্ত খড়্গ ব্রাহ্মণ জাতি। ইহাদ্বারা অল্প ক্ষত হইলেই সর্ব্বাঙ্গের যন্ত্রণা ও শোথ হয়, মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ ও জরাভিভূত হইয়া শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। কাঁচা হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই তিন ফল চূর্ণ করিয়া এই জাতীয় তরবারির উপর রাখিলে উহাদের কষায়-রসে তরবারি মরিচা ধরিবে না, বরং অধিক পরিষ্কার হইবে। এতদ্ভিন্ন নবোদিত সূর্য্যকিরণে শুষ্ক তৃণের উপর এই তরবারি কিয়ৎক্ষণ রাখিলেই তৃণগুলি পুড়িয়া যাইবে। ইহা অতি দুর্লভ। কুশদ্বীপ ও হিমালয় প্রদেশে কখন কখন পাওয়া যায়।

যে তরবারি ধূম্রবর্ণ, সারযুক্ত, তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত, আঘাতসহকারী, তাহাই ক্ষত্রিয়জাতীয়। ইহাদ্বারা ক্ষত হইলে দাহ, তৃষ্ণা, মলমূত্রবিষ্টম্ভ, জর, মূর্চ্ছা ও শেষে মৃত্যুও ঘটে। ইহা শাণযন্ত্রে ধরিলে বহু অগ্নিকণা নিঃসৃত হয় এবং বিনা সংস্কারে দীর্ঘকাল নির্ম্মল থাকে।

যে তরবারি কৃষ্ণ বা নীলবর্ণযুক্ত, সংস্কারে নির্ম্মল হয়, শাণ না দিলে খরতা জন্মে না, তাহা বৈশ্যজাতীয়।

যে তরবারি মেঘের স্থায় বর্ণযুক্ত, ধার মোটা, ধ্বনি দৃঢ় সংস্কার করিলেও নির্ম্মল হয় না, শাণ দিলেও ভাল ধার হয় না, তাহা শূদ্রজাতীয়।

যদি কোন খড়্গে দুই জাতির লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে তাহাকে জারজ বা "দ্বিজাতি" খড়্গ বলে। এইরূপে তিন জাতির লক্ষণ পাওয়া গেলে "ত্রিজাতি" ও চারিজাতির লক্ষণ পাওয়া গেলে "জাতিসঙ্কর" খড়্গ বলা যায়।

ত্রিশটী নেত্র যথা—চক্র, পদ্ম, গদা, শঙ্খ, ডমরু, ধনু, অঙ্কুশ, ছত্র, পতাকা, বীণা, মৎস্য, শিবলিঙ্গ, ধ্বজ, অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্রনেত্র, সিংহাসন, সিংহ, হস্তী, হংস, ময়ূর, জিহ্বা, দণ্ড, খড়্গ, মনুষ্য, পুত্রিকা, চামর, শিখা, পুষ্পমালা, সর্প, এই সকলের স্থায় নেত্র বা চিহ্নকে তন্নামক নেত্র। নেত্র-চিহ্ন শুভদায়ক। কোন কোন তরবারিতে একাধিক নেত্রও থাকে।

ত্রিশটী অরিষ্ট যথা—ছিদ্র (ছিদ্রতুল্য চিহ্ন), কাকপদ, ঊর্দ্ধ বা তির্য্যক্ রেখা, ভিন্ন (ভাঙ্গা বলিয়া ভ্রম জন্মে এরূপ চিহ্ন), ভেকশিরঃ মূষিক, বিড়ালনেত্র, শর্করা (দেখিলে বা স্পর্শ করিলে কঙ্করতাবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে পারে এরূপ চিহ্ন), নীলী (নীলরসের দাগ লাগার স্থায় চিহ্ন), মশক, ভৃঙ্গমা (বহুবিন্দু বা ভ্রমরপদচিহ্ন), সূচী (ঊর্দ্ধ বা তির্য্যক্‌ভাবের সূচীবৎ রেখা), বিন্দু (পাশাপাশি বিন্দুত্রয় বা বিষমসংখ্যক বিন্দুপংক্তি) কালিকা (উপরি উপরি ত্রিবিন্দু পংক্তি) কপোতাক্ষ, কাক, খর্পর, লাঙ্গল, শকল (খণ্ডলৌহসংলগ্ন আছে বলিয়া ভ্রম হয় এরূপ চিহ্ন), ক্রোড় (শূকরাকার), কুশপত্রক, জাল, মধ্যস্থান বা কোনস্থান নিম্ন বলিয়া বোধ হয়, এরূপ চিহ্ন, করাল (অগ্রভাগ দীর্ঘ অথচ পল্লবিত এরূপ রেখা), কঙ্কপত্র, খর্জ্জুরপত্র, গোশৃঙ্গ, গোপুচ্ছ, খনিত্র, বড়িশ প্রভৃতি চিহ্নকে অরিষ্ট অর্থাৎ অশুভ লক্ষণ বলে।

খড়্গের ভূমি অর্থাৎ জন্মস্থান দ্বিবিধ, দিব্য ও ভৌম। পুরাকালে দেবদানবগণই প্রথমতঃ খড়্গ সৃষ্টি করেন। এই সকল খড়্গের অনুরূপ খড়্গ পৃথিবীতে ও কোন কোন স্থানে অভাবনীয়রূপে উৎপন্ন হয়। যে সকল খড়্গ স্থূলধার অথচ হাল্কা, শুভ চিহ্ন, নির্ম্মল নেত্রযুক্ত ও অরিষ্টহীন, সুরূপ, দুর্ভেদ্য, অসংস্কারেও নির্ম্মল, উত্তমধ্বনিবিশিষ্ট, ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেওয়া যায় না, যাহার ক্ষতে দাহ ও অম্লপাক উপস্থিত হয়, তাহাই দিব্য খড়্গ। ... শুদ্ধ লৌহ অর্থাৎ

বারাণসী, নেপাল, মগধ, অঙ্গ, সুরাষ্ট্র ও সিংহলদেশজাত লৌহনির্ম্মিত অসিই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট।

ধ্বনি—ধ্বনি প্রধানতঃ দুই প্রকার ঘোর ও তার। খড়্গে টোকা মারিলে হংসধ্বনি, কাংস্যধ্বনি, মেঘধ্বনি, ঢক্কাধ্বনি, কাকধ্বনি তন্ত্রীধ্বনি (বীণাধ্বনির ন্যায়), খর (গর্দ্দভধ্বনি), প্রস্তরধ্বনি ইত্যাদি ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি হয়। তন্মধ্যে শেষ চারিটী অশুভকর। গম্ভীর ও তারধ্বনি হইলে ভাল, উত্তান ও মন্দ্রধ্বনি মন্দ। উত্তম হইলে সুচিহ্নহীন খড়্গও ভাল হয়।

পরিমাণ—পরিমাণ প্রথমতঃ দ্বিবিধ, উত্তম ও অধম। যাহা বিশাল ও লঘু তাহা উত্তম এবং যাহা খর্ব্ব ও গুরু তাহা অধম। ইহাও আবার ত্রিবিধ—আদি, অন্ত্য ও মধ্য। যাহার দীর্ঘতা ২০ মুষ্টি ও বিস্তৃতি ৫ আঙ্গুলি এবং ওজনে ৮ পল তাহা মধ্যম। যাহা ৮।৯।১২ মুষ্টি দীর্ঘ, বিস্তারে অঙ্গুলি পরিমাণে ½ ভাগ এবং ঐ পরিমাণ পল ভারি তাহা ভাল নহে।

যত মুষ্টি দীর্ঘ তত অঙ্গুলির সিকি পরিমাণে বিস্তৃতি ও তত পল ওজন ইহা উত্তম পরিমাণ। যত মুষ্টি দীর্ঘ তাহার অর্দ্ধেকের তত তৃতীয়াংশে অঙ্গুলি পরিমাণে বিস্তৃতি ও তত পল ওজন মধ্যম পরিমাণ, তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যক পল ওজনে ½ অংশ অঙ্গুলি পরিমাণে বিস্তৃত, ইহা অধম।

খড়্গের ক্রিয়া ৩২ প্রকার—ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃত, সংচান্ত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ, প্রগ্রহ, পদাবকর্ষণ, সন্ধান, মস্তকভ্রামণ, ভুজভ্রামণ, পাশ, পাদ, বিবন্ধ, ভূমি, উদ্‌ভ্রমণ, গতি, প্রত্যাগতি, আক্ষেপ, পাতন, উত্থানক, প্লুতি, লঘুতা, সৌষ্ঠব, শোভা, স্থৈর্য্য, দৃঢ়মুষ্টিতা, তির্য্যক্‌-প্রচার ও ঊর্দ্ধপ্রচার। এই সকল ক্রিয়া লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই, না দেখিলে কিছু বুঝান যায় না। খড়্গের ভেদ এই কয় প্রকার—

১ ধবলগিরি—পাণ্ডুলৌহজাত যে তরবারি রূপার ন্যায় শুভ্র তাহার নাম ধবলগিরি।

২ কালগিরি—যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুবর্ণাকার অথবা কৃষ্ণাভ পত্রভঙ্গাকার চিহ্ন আছে, তাহার নাম কালগিরি।

৩ কজ্জলগাত্র—যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্যভাগ কজ্জল বর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ কাল, তাহাকে কজ্জলগাত্র বলে।

৪ কুটীরক—যাহার অঙ্গে রজতপত্রের চিহ্ন থাকে অথচ বর্ণ কৃষ্ণ, তাহার নাম কুটীরক। ইহার আঘাতে শোথ হয়।

৫ কেতকীবজ্র—যাহার অঙ্গে কেয়াফুলের পাতার ন্যায় চিহ্ন আছে, তাহাকে কেতকীবজ্র বলে।

৬ নিরঞ্জ—নিরঞ্জ কান্তলৌহে নির্ম্মিত যে তরবারির গাত্রে রৌপ্য পত্রচিহ্ন থাকে ও বর্ণ অল্প নীল, তাহাকে নিরঞ্জ তরবারি বলে, ইহা মহামূল্য ও দুর্লভ।

৭ দমনবক্ত্র—দমনপত্র বা কুন্দপত্র চিহ্নযুক্ত তরবারিই দমনবক্ত্র নামে খ্যাত।

৮ কালখড়্গ বা ডাহুনীবজ্র—যাহার ফলক কাল, কিন্তু আভা সোণার মত ও তাহাতে যদি অল্প বজ্রচিহ্ন থাকে, তবে তাহাকে ডাহুনীবজ্র বলে।

৯ নকুলাঙ্গ—যাহার অঙ্গে ঊর্দ্ধগামী কপিলচ্ছাতি দৃষ্ট হয়, তাহাকে নকুলাঙ্গ বলে।

১০ ক্ষুদ্রবজ্র—যাহার শরীরে কুণ্ডলীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসিকা-মালা থাকে, তাহাকে ক্ষুদ্রবজ্র বলে।

১১ মহৎ—যাহার অন্তর্ভাগ অতি গাঢ়, গাত্র সর্ব্বপ্রকার চিহ্নহীন, মধ্যদেশ স্থূল, ধারও স্থূল, কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাহার নাম মহৎ।

১২ বামনাঙ্ক—যে মহান্ খড়্গ ছেদনকালে ছেদ্য বস্তুতে তন্তু সৃষ্টি করে না (থ্যাঁত হইয়া যায় না), তাহার নাম বামনাঙ্ক।

১৩ মহিষাক্ষ—যাহার দীপ্তি নীলমেঘের ন্যায় ও গাত্রে এরণ্ডবীজচিহ্ন আছে, তাহার নাম মহিষাক্ষ।

১৪ অঙ্গপত্র—যে খড়্গ মার্জ্জন করিলে দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্ব ধারণ করে, তাহার নাম অঙ্গপত্র।

১৫ গজবজ্র—যাহার অঙ্গে স্থূলরেখা, গাত্র মসৃণ, ধার অতি তীক্ষ্ণ, যাহার অঙ্গধৌতজলপানে আধিব্যাধি নষ্ট হয়, তাহার নাম গজবজ্র।

১৬ পট্টিশ—ইহা একপ্রকার তরবারিবিশেষ। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদ ও শুক্রনীতিতে ইহার একরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। তন্মতে, 'পট্টিশ' নামক অস্ত্রটী খড়্গের সহোদর অর্থাৎ প্রায় খড়্গাকার, ইহা পুরুষ প্রমাণ লম্বা, দুই দিকেই সমান ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ, ইহার মুষ্টি হস্তত্রাণযুক্ত। ইহার ক্রিয়াও অসি ক্রিয়ার ন্যায়।

১৭ মৌষ্টিক—ইহার উল্লেখ কেবল বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদে দেখা যায়। মৌষ্টিকাস্ত্রের ধরিবার মুঠ অতি উৎকৃষ্ট। ইহার উচ্চতা অর্দ্ধহস্ত মাত্র, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, গ্রীবাদেশ কিছু উচ্চ, উদরপ্রদেশ স্থূল ও সুশাণিত। ইহার কার্য্যও অসির ন্যায় বিবিধ। (বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, যুক্তিকল্পতরু, বৃহৎসংহিতা।)

[ইংরাজী অসি ও আধুনিক তলবারাদি সম্বন্ধে 'তরবারি' শব্দ দ্রষ্টব্য।]

খড়্গকোষ (পুং) ১ খড়্গলতা। পর্য্যায়—খড়্গপত্র খড়িগাধার, অশ্বপুচ্ছক। (শব্দচন্দ্রিকা।) খড়্গস্য কোষঃ ৬তৎ। ২ খড়্গাধার, খাপ্। খড়্গকোশ শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

খড়্গট (পুং) খড়্গা ইব অটতি অট-অচ্ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ বৃহৎকাশ, কষাড়। (হারাবলী।) ২ খগড়্, খাগড়া।

খড়্গধার (পুং) খড়্গং ধরতি খড়্গ-ধৃ-অণ্। ১ খড়্গধারী। খড়্গস্য ধারঃ ৬তৎ। ২ খড়্গের তীক্ষ্ণ ভাগ।

খড়্গধেনু (স্ত্রী) ১ খড়্গপুত্রিকা, ছুরী। খড়্গস্য গণ্ডকস্য ধেনুঃ পত্নী ৬তৎ। ২ গণ্ডকস্ত্রী, মাদি গণ্ডার।

খড়্গপত্র (পুং) খড়্গাকারাণি পত্রাণি যস্য বহুব্রী। ১ খড়্গলতা। (শব্দচন্দ্রিকা।) (ক্লী) খড়্গস্য পত্রং ৬তৎ। ২ ঢাল। ৩ খড়্গকোষ। ৪ অসিফলক।

খড়্গপরীক্ষা (স্ত্রী) খড়্গস্য পরীক্ষা ৬তৎ। চিহ্নবিশেষ দ্বারা খড়্গের শুভ ও অশুভ নির্ণয়। যুক্তিকল্পতরু খড়্গের ৮টী চিহ্ন নির্ণয় করেন। অঙ্গ, রূপ, জাতি, নেত্র, অরিষ্ট, ভূমি, ধ্বনি ও মান এই আটটী চিহ্ন খড়্গের শুভ ও অশুভসূচক। খড়্গখানি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয় যেন দুইটী খণ্ড মিশাইয়া নির্ম্মিত করিয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে, এইরূপ চিহ্নকে অঙ্গ বলে। নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণকে রূপ এবং ঐ সকল রূপদ্বারা যাহা প্রতীত হয়, তাহাকে জাতি বলে। খড়্গের মাহাত্ম্যসূচক অঙ্গাতিরিক্তজাতিকে নেত্র, অশুদ্ধতাসূচক চিহ্নকে অরিষ্ট ও অঙ্গাদি ধারণকে ভূমি বলে। খড়্গের উপরে নখ অথবা কোন দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত করিলে যে, শব্দ হয় তাহার নাম ধ্বনি ও ওজনের নাম মান। অঙ্গ ১০০ প্রকার, রূপ ও জাতি চারিপ্রকার, নেত্র ও অরিষ্ট ৩০ প্রকার, ভূমি ও মান দুই প্রকার এবং ধ্বনি আটপ্রকার। এই সকল চিহ্ন অনুসারে খড়্গখানি ভাল কি মন্দ হইবে, তাহা জানা যায়। [খড়্গ দেখ।]

খড়্গপাণি (ত্রি) খড়্গ পাণৌ যস্য বহুব্রী। যাহার হস্তে খড়্গ আছে, প্রহারোদ্যত, মারণোন্মুখ।

"খড়্গপাণিরদৃশ্যত" মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

খড়্গপিধান (ক্লী) খড়্গস্য পিধানং ৬তৎ। খড়্গকোষ, খাপ।

খড়্গপিধানক (ক্লী) খড়্গস্য পিধানকং ৬তৎ। খড়্গকোষ। পর্য্যায়—প্রত্যাকার, পরীবার, কোষ। (হেম°)

খড়্গপুচ্ছ (স্ত্রী) যাহাদের ঢালের ন্যায় দেহাবরণের নিম্নভাগে দীর্ঘ খড়্গাকার শলাকা থাকে, যথা সমুদ্রকর্কটী।

খড়্গপুত্র বা খড়্গপুত্রিকা—ইহার অপর নাম 'অসিধেনু।' ইহা লম্বে এক হস্ত, তলত্র রহিত, কিন্তু ধরিবার মুঠ আছে। বর্ণ শ্যাম, ত্রিধার, বিস্তার ২ অঙ্গুলি। নিকটাগত শত্রুবিনাশে ইহা বড় উপযোগী। এই অসিধেনু মেখলায় গ্রথিত হইলে খড়্গপুত্র বলা যায়। মুষ্টিগ্রহণ, বিদারণ বিদ্ধকরণই ইহার কার্য্য। প্রধান প্রধান রাজারা ইহা সর্ব্বদা কটিদেশে ব্যবহার করিতেন।

খড়্গফল (পুং) খড়্গঃ ফলমিব স্বগাবৃতস্থাস্মধ্যে যস্য বহুব্রী। খাপ, খড়্গপিধান। (ত্রিকাণ্ড°)

খড়্গফলক (পুং) খড়্গঃ ফলমিব মধ্যে যস্য বহুব্রী, বা কপ্। খাপ্, অসিপিধান।

খড়্গমাংস (ক্লী) খড়্গস্য মাংসং ৬তৎ। ১ মহিষমাংস। ২ গণ্ডার মাংস।

খড়্গমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত একটী মুদ্রা, শক্তিপূজায় এই মুদ্রার আবশ্যক। অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুল মিলিত করিয়া বিস্তার করিবে। ইহার নাম খড়্গমুদ্রা।

"কনিষ্ঠানামিকে বদ্ধা স্বাঙ্গুষ্ঠেনৈব দৃশ্যতে।
শিষ্টাঙ্গুলী তু প্রসৃতে সংসৃষ্টে খড়্গমুদ্রিকা॥" (তন্ত্রসার)

খড়্গসিংহ (খরগসিং) পঞ্জাবের একজন রাজা। মহারাজ রণজিত সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে নকীর-খুজনসিংহের কন্যা রাজকুমারীর গর্ভে ইহার জন্ম। রাজকুমারী রণজিতের দ্বিতীয়া পত্নী। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে রণজিতসিংহ নকীর বিপক্ষ সামন্তগণকে দমন করিবার জন্য নয় বৎসরের বালক খড়্গসিংহকে সেনার অধিনায়ক করিয়া পাঠান। খড়্গসিংহ বালক বলিয়া দেওয়ান মাখনচাঁদ তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। বালক খড়্গসিংহ প্রথম উদ্যমেই জয়লাভ করিলেন ও পিতার সুখ্যাতিভাজন হইলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জয়মল ঘুনিয়ার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। এই জয়মল ঘুনিয়া পাঠানকোট ও জালন্ধর তরাইয়ের অধিপতি ছিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রণজিতসিংহ ঐ সকল প্রদেশ নিজে অধিকার করিয়া লন। যাহা হউক, খড়্গসিংহের বিবাহে লাহোরে মহা ধূমধাম হয়। ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল অক্টারলোনি বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া লুধিয়ানা হইতে আসিয়াছিলেন। বিবাহ উৎসব শেষ হইয়া গেলে কুমার খড়্গসিংহ ভীমবার ও রাজোরি (রাজপুরী) জয় করিতে প্রেরিত হইলেন। তিনি ঐ দুই প্রদেশ ও ভগত নামক স্থান অধিকার করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রণজিতসিংহ পুত্রের বীরত্বে তুষ্ট হইয়া ঐ সকল প্রদেশ তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ দান করিলেন।

ক্রমে খড়্গসিংহ মহারাজ রণজিতের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রণজিত তাঁহাকে আরও জায়গীর দিলেন,

সেই সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার খড়্গসিংহের মাতার উপর অর্পিত হইল। দেওয়ান রামসিংহ রাণীর অধীনে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। জায়গীরের প্রথামত তাঁহাদিগকে কতকগুলি অশ্বারোহী শিখসেনা রাখিতে হইল। যুদ্ধের সময় এই সেনা দিয়া রাজার সাহায্য করিতে হইবে, এই জন্য সেনাগুলিকে সর্ব্বদাই সাজসজ্জায় ও শিক্ষায় প্রস্তুত রাখিতে হইত। কিছুদিন পরে রণজিতসিংহ শুনিলেন যে, জায়গীরগুলির ভালরূপ তত্ত্বাবধান হইতেছে না। প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইয়াছে। যে সকল সেনা রাখা হইয়াছে, তাহাদের না আছে সাজসজ্জা, না আছে শিক্ষা। রণজিতসিংহ পুত্রকে ডাকিয়া অনেক মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, এখন তাঁহার বয়স হইয়াছে। তিনি নিজে সমস্ত দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কত বড় বীরের পুত্র, তাঁহার পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা ভাল দেখায় না। রণজিতসিংহের উত্তেজনায় কোন ফল হইল না। মাতা ও দেওয়ানের কথায় খড়্গসিংহকে চলিতে হইল। রণজিতসিংহ তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেওয়ানকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার কর্ম্মের হিসাব নিকাশ দিতে বলিলেন। খড়্গসিংহের মাতাকে সেখুপুরের দুর্গে গিয়া থাকিতে বলিলেন। খড়্গসিংহকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া পেশবারের ভবানীদাসকে তাঁহার দেওয়ান করিয়া দিলেন। তাহার পর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যখন শিখসেনা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে গিয়া অবস্থিতি করে, তখন রণজিত কুমার খড়্গসিংহকে তাহাদের অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন ও দেওয়ানচাঁদ মিশ্রকে তাহার সঙ্গে দিলেন। দেওয়ানচাঁদই প্রকৃত অধিনায়ক। কিন্তু সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁহার উপর বিরক্ত বলিয়া কুমার নামমাত্র অধিনায়ক হইলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৫এ অক্টোবর, যখন ইংরাজ গবর্ণর-জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক শতদ্রুপারে রণজিতসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন খড়্গসিংহ ৬ জন শিখসর্দ্দার লইয়া অগ্রে আসিয়া গবর্ণরজেনেরলকে মহারাজ রণজিতসিংহের অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

মিয়া ধ্যানসিংহ নামক এক ব্যক্তি কোন কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া মহারাজ রণজিতসিংহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ধ্যানসিংহ দেউড়িবাল-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেউড়িবাল অনুমতিব্যতীত কেহ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত না। শেষে তাহার প্রভুত্ব এত বাড়িল যে, মহারাজের পুত্রগণ পর্য্যন্ত তাহার অনুমতি না লইয়া মহারাজের সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন না। ধ্যানসিংহের শিশুপুত্র হীরাসিংহ রণজিতের নিকট সর্ব্বদা থাকিত। ক্রমে মহারাজ তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। ধ্যানসিংহ ক্রমে নিজ পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই স্থির করিলেন, অগ্রে খড়্গসিংহের উপর মহারাজের বিরক্তি উৎপাদন করা আবশ্যক। ধ্যানসিংহ মহারাজকে বুঝাইলেন যে, খড়্গসিংহের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। তিনি অকর্ম্মণ্য, উন্মাদ হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অতএব ভবিষ্যতে তিনি কিরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন? ধ্যানসিংহকে খড়্গসিংহকে যুদ্ধে পাঠাইতেন কিন্তু সেনাও লোকজনের এরূপ বে-বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন যে, তাহাতে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আবার খড়্গসিংহের পরাজয় হইলে ধ্যানসিংহ মহারাজের সমক্ষে কুমারের অনেক কুৎসা করিতেন। বাস্তবিক খড়্গসিংহ বাল্যকাল হইতে যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিবার যো নাই। বীরত্বে পুত্র পিতার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। পিতা অপেক্ষা তিনি ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। পিতার সমক্ষে তাহার প্রতি অন্যায় দোষারোপ হইতেছে এবং পিতারও তাহা ধারণা হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া তিনি কিছু বিষণ্ণ থাকিতেন, এজন্য তাঁহার স্ফূর্ত্তির হ্রাস হইয়াছিল। তাহাতে ধ্যানসিংহ আরও সুবিধা পাইয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন—বাস্তবিক খড়্গসিংহের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, নহিলে সর্ব্বদাই চিন্তিত ও ম্লান হইবে কেন?

তৎপরে খড়্গসিংহকে মহারাজের নিকট যাইতে দেওয়া হইত না। এদিকে হীরাসিংহ রাজা উপাধি পাইলেন। প্রাতে উঠিয়া গরীব দুঃখীকে দান করিবেন বলিয়া প্রাত রাত্রে তাঁহার বালিসের নীচে ৫০০ করিয়া টাকা রাখিয়া দিতেন। মহারাজের মৃত্যুর পর রাজা হীরাসিংহ যে সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

ক্রমে মহারাজ রণজিতসিংহের মৃত্যুকাল উপস্থিত। তিনি পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারিয়া খড়্গসিংহকে আনাইয়া ধ্যানসিংহের হস্তে তাঁহার হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "খড়্গসিংহকে সিংহাসনে বসাইবে, পুরাতন মনিবের সন্তান বলিয়া যথারীতি কুমারের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আমি এতদিন তোমার প্রতি যেরূপ অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, তাহার প্রতিদান আর কিছুই চাহি না, কেবল এই মাত্র চাই যে, রাজভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় কুমারের প্রতি ব্যবহার করিবে।" রণজিতের কথায় ধ্যানসিংহ স্তম্ভিত হইলেন।

রণজিতের জীবনের সহিত তাঁহার চিরপোষিত আশাও বিলীন হইল।

কথিত আছে, মহারাজ রণজিতসিংহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ধ্যানসিংহ শোকে অভিভূত হইয়া সেই চিতায় দেহত্যাগের চেষ্টা করিয়াছিলেন। লোকেরা অতি কষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া রাখে।

খড়্গসিংহ।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৭এ জুন, খড়্গসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ধ্যানসিংহের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রণজিতসিংহের সময়ে মহারাজ জেনানা-মহলে থাকিলেও ধ্যানসিংহ তথায় যাইতেন ও তথায় বসিয়া পরামর্শাদি করিতেন। খড়্গসিংহের সময়ও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু খড়্গসিংহ তাহা ভালবাসিতেন না। তিনি সেরূপ করিতে ধ্যানসিংহকে নিষেধ করিলেন। ধ্যানসিংহ তাঁহাকে বলিলেন যে, এরূপ না করিলে সকল কথা বাহিরে প্রকাশ হইবে, রাজকার্য্য চলিবে না। মুখে এইরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ধ্যানসিংহ মহারাজ খড়্গসিংহের উপর বিরক্ত হইয়া তাহার অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এদিকে খড়্গসিংহের অন্যান্য মন্ত্রিগণ এই কার্য্যের জন্য তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইহাও জানাইলেন যে, ধ্যানসিংহ বলিয়া বেড়ান "যে, রাজা তাঁহাকে পূর্ব্বমত অধিকার না দিবেন, তাহাকে গদিতে থাকিতে হইবে না।" যে ব্যক্তি এরূপ বলিতে পারে তাহাকে মন্ত্রিত্বপদে রাখা উচিত নয়। ধ্যানসিংহ রটাইয়া দিলেন যে খড়্গসিংহ ও তাঁহার মন্ত্রী চৈতসিংহ রাজ্যভার ইংরাজের হস্তে দিয়া তাহাদিগের পদানত হইয়া রাজ্য করিবে, এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইংরাজকে টাকায় ছয় আনা করিয়া কর দিতে হইবে, রাজ্যের শিখসেনাদল ভাঙ্গিয়া সর্দ্দারগণকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়া জনরব হইতে লাগিল। চৈতসিংহ সম্বন্ধেও নানা কলঙ্কের কথা উঠিল। ধ্যানসিংহ শুদ্ধ এই করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। খড়্গসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবনেহালসিংহ তখন পেশবারে এবং ধ্যানসিংহ খাইবার-পথে ছিলেন। উভয়ে পত্রদ্বারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। খড়্গসিংহ ধ্যানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, কুমার নবনেহালসিংহকে লইয়া তিনি শীঘ্র যেন ফিরিয়া আসেন। ধ্যানসিংহ নবনেহালসিংহের সঙ্গে মিলিলেন। আসিতে আসিতে পথে উভয়ে স্থির করিলেন যে, খড়্গসিংহের ঘোর শত্রুরূপে লাহোরে প্রবেশ করিতে হইবে। কুমার নবনেহাল রাজধানীতে গিয়া অবিলম্বে খড়্গসিংহকে বন্দী করিবার জন্য ধ্যানসিংহ প্রভৃতিকে অনুমতি করিলেন। ইংরাজের সঙ্গে যেন পত্র চলিয়াছে, এইরূপ কতকগুলি জাল চিঠিও দেখান হইল। নবনেহালের যদি অল্পমাত্রও পিতার প্রতি ভক্তি থাকিত, তাহাও লোপ হইল। ইংরাজের হস্ত হইতে দেশরক্ষা এতদূর প্রয়োজন বোধ হইল যে, নবনেহালের মাতা খড়্গসিংহের পত্নী চাঁদকুমারীও স্বামীর কারাবাসের অনুমতি দিয়া বসিলেন।

রাত্রি তিনটার পর ধ্যানসিংহ, গোলাপসিংহ, সুচেতসিংহ ও কএকজন সর্দ্দার সিন্দবালা-দুর্গে প্রবেশ করিয়া খড়্গসিংহের শয়নকক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাহারা পথে দুইজন ভৃত্যের প্রাণ বিনাশ করিলেন। খড়্গসিংহ তখন শয়নকক্ষে গিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছিলেন। একজন প্রহরী দুরাত্মাদিগের আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দৌড়িয়া যেমন সংবাদ দিতে যাইবে, এমন সময় ধ্যানসিংহ তাহার প্রতি গুলি চালাইলেন। প্রভুভক্ত ভৃত্য তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। ইহাতে একটু গোলযোগ হইল। গোলাপসিংহ তজ্জন্য ভ্রাতাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন যে, যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা নিঃশব্দে ও তরবারি দ্বারা করিতে হইবে। নিশ্চুপে নিঃশব্দে দুরাত্মগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। চৈতসিংহ তখন খড়্গসিংহের নিকট ছিলেন। তিনি বিপদ্‌ বুঝিতে পারিয়া নিকটস্থ কাউবাগ নামক অন্ধকারাবৃত কুঠরিতে প্রবেশ করিলেন। শয়নকক্ষের অনতিদূরে প্রহরী সেনাদল ছিল। ধ্যানসিংহ তাঁহার ছয় অঙ্গুলিবিশিষ্ট হস্ত বিস্তার করিয়া খড়্গসিংহকে দেখাইয়া দিলেন। সেনাগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া রহিল। দুরাত্মগণ আসিয়া খড়্গসিংহকে বাঁধিয়া ফেলিল। রাণী চাঁদকুমারী ও নবনেহালসিংহ এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রাজার শরীরে কিছুমাত্র আঘাত করা হইবে না। হয়ত নবনেহালসিংহ উপস্থিত না থাকিলে সেই মুহূর্ত্তেই খড়্গসিংহ হত হই-

তেন। চৈতসিংহকে পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া ধ্যানসিংহ নিজ হস্তে তাহার বক্ষে ছুরি বসাইয়া দিলেন। তাহার পর দুরাত্মগণ সকলে মিলিয়া তাহার প্রতি অস্ত্রাঘাত করায় অবিলম্বে চৈতসিংহের মৃত্যু হইল। মহারাজ খড়্গসিংহ দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ আর কুমার নবনেহালসিংহ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

রাজ্যমধ্যে ঘোষণা হইয়া গেল যে, মহারাজ খড়্গসিংহ রাজ্যের শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত। এজন্য নবনেহালসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, নবনেহালসিংহ প্রকাশ্যরূপে খড়্গসিংহের নিন্দা করিতেন না। মধ্যে মধ্যে কারাগারে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহাকে নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া আসিতেন।

মনোদুঃখে খড়্গসিংহের শরীর ভগ্ন হইয়া আসিল। তিনি অসুস্থ হইলেন। চিকিৎসার জন্য কএকজন চিকিৎসক নিযুক্ত হইল। তাহাদের চিকিৎসায় পীড়া আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এদিকে চক্রান্তকারিগণ বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, খড়্গসিংহ পীড়ার ভাণ করিয়া ইংরাজরাজ্যে পলায়নের চেষ্টায় আছেন। নবনেহালসিংহের মনেও এই ধারণা হওয়াতে তিনিও আর পিতাকে দেখিতে যাইতেন না। বরং পিতার চারিদিকে আরও অনেকগুলি প্রহরী রাখিয়া দিলেন। পুত্রের এরূপ ব্যবহারেও খড়্গসিংহের মন হইতে পুত্রস্নেহ হ্রাস হয় নাই। তিনি নবনেহালকে দেখিবার জন্য যতই কাকুতি মিনতি করিতেন, পুত্র সেই পরিমাণ তাহার প্রতি অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহ ভিতরে ভিতরে উভয়ের বিদ্বেষ বাড়াইয়া দিয়া বাহিরে লোকের কাছে বলিতেন যে, পিতাপুত্রে যাহাতে সদ্ভাব হয়, তাহার জন্য তিনি নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। কখনও বা পিতাকে দেখিতে যাইবার জন্য পুত্রকে অনুরোধ করিতে করিতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। পিতার নিকটও ঐরূপ গিয়া বলিতেন যে, এত চেষ্টা করিয়াও তিনি কোন মতে নবনেহালসিংহকে বুঝাইতে পারিলেন না।

খড়্গসিংহকে অধিককাল এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। অবিলম্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কথিত আছে, ঔষধের সহিত সফেদা ও রসকর্পূর সেবন করান হইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে খড়্গসিংহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া "আমার একমাত্র পুত্রকে একবার দেখাও, আমি তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করি" এইরূপ আক্ষেপ করিতেন। ধ্যানসিংহ পুত্রের নিকট গিয়া বলিতেন, খড়্গসিংহের বিকার উপস্থিত, তিনি শুদ্ধ পুত্রকে গালি দিতেছেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নবেম্বর খড়্গসিংহের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সংবাদ পুত্রের নিকট পাঠান হইল। পুত্র তখন শীকার করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়াও তিনি শীকার বন্ধ করিলেন না। দুই ঘণ্টা পরে শীকার হইতে ফিরিয়া পিতৃদেহ সৎকারের অনুমতি দিলেন। হাজারীবাগে রাজবাটীর নিকটে চিতা প্রজ্বলিত হইল। নবনেহাল ও ধ্যানসিংহ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। নবনেহালের আর দেরী সহিল না। পিতার মৃতদেহ চিতায় জ্বলিতেছে, কিন্তু তিনি পদব্রজে নিকটস্থ খালে স্নান করিতে গেলেন। স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময় তিনি ও গোপালসিংহের পুত্র মিয়া উত্তমসিংহ একটী খিলানের নিম্ন দিয়া যেমন যাইবেন, অমনি সেই খিলান ভাঙ্গিয়া উভয়ের মস্তকে পড়িল। উত্তমসিংহের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। পিতৃদ্বেষী নবনেহালসিংহও কিছুক্ষণ পরে দারুণযন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৭ই নবেম্বর এই দুর্ঘটনা ঘটে।

খড়্গহস্ত (ত্রি) খড়্গোহস্তে যস্য বহুব্রী। ১ যে খড়্গ ধারণ করে, যাহার হাতে খড়্গ আছে। (দেশজ) ২ ক্রুদ্ধ।

খড়্গারীট (পুং) খড়্গাৎতারিরিব এটতি গচ্ছতি ইট-ক। ১ চর্ম্মময় ফলক, ঢাল। খড়্গং তদ্‌ধারাতুল্যব্রতং আচ্ছতি খড়্গ আ-ঋ-কীটন্। ২ যে অসিধারা ব্রত করে, অসিধারা-ব্রতধারী।

খড়্গাবলোক, শাণিত খড়্গের ন্যায় যাহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। এক রাজার নাম বা উপাধি। কোহ্লাপুর রাজ্যে সমাঙ্গদ নামক স্থানের এক পাহাড়ীয় দুর্গে একটী তাম্রশাসন পাওয়া যায়, উহাতে ৬৭৫ শকে দন্তিদুর্গ, দন্তিবর্ম্ম বা খড়্গাবলোকের দানের কথা লিখিত আছে। তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, গোবিন্দরাজের পুত্র শ্রীকর্করাজ। কর্করাজের পুত্র ইন্দ্ররাজ। এই ইন্দ্ররাজের পুত্র শ্রীদন্তিদুর্গরাজ বা খড়্গাবলোক শ্রীদন্তিদুর্গরাজদেব।

খড়্গিক (পুং) খড়্গঃ খড়্গাকারোঽস্ত্যস্য ঠন্। ১ মহিষীদুগ্ধের ফেন। খড়্গেন চরতি খড়্গ-ঠন্। ২ শৌনিক, মৃগয়াকারী। (মেদিনী)

খড়্গিধেনু (স্ত্রী) খড়্গিনী চাসৌ ধেনুশ্চেতি, কর্ম্মধা, জাতিত্বাৎ খড়্গিনীশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ (পোটাযুবতিস্তোককতিপয়-গৃষ্টিধেনুবশাবেহদ্‌বস্কয়ণী প্রবক্তৃশ্রোত্রিয়াধ্যাপকধূর্ত্তৈর্জাতিঃ। পা ২।১।৬৫) পুংবচ্চ। গণ্ডকজাতিস্ত্রী।

"খড়্গিধেনুকানাং ত্রাসপরিস্রষ্টপোতান্বেষিণীনাং" (কাদম্বরী)

খড়্গিমার (পুং) খড়্গিনং মারয়তি মৃ-ণিচ্-অণ্ উপপদ সং। ১ অস্ত্রবিশেষ। ২ খড়্গকোষলতা। (শব্দচন্দ্রিকা)

খড়্গা [ন্] (পুং স্ত্রী) খড়্গাস্ত্রদাকারঃ শৃঙ্গং অস্ত্যস্য খড়্গা-

ইনি। ১ গণ্ডক। সুশ্রুতোক্ত আনুপবর্গে কুলচরের অন্তর্গত, পর্য্যায়—গণ্ডক, খড়্গ, খড়্গমৃগ, ক্রোড়ী, যুগ্ম, তুজমুখ, বলী, বজ্রচর্ম্মা, বার্দ্ধীনস, একচর, গণোৎসাহ, গণ্ড, স্বনোৎসাহ। ইহার মাংসের গুণ—বলকারী, বৃংহণ, গুরু, কফ ও বায়ুনাশক, কষায়, পবিত্র, পিতৃলোকতৃপ্তিকর, আয়ুস্কর, মূত্ররোধকারী ও রূক্ষ। (রাজবল্লভ) [গণ্ডার দেখ।] স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ হইয়া খড়্গিনী শব্দ হয়। ২ মহাদেব। (ত্রি) খড়্গোঽস্ত্যস্য খড়্গ-ইনি। ৩ খড়্গধারী।

খড়্গীক (ক্লী) খড়্গো তৎকর্ম্মণি কুশলং খড়্গ বাহুলকাৎ ঈকঃ। দাত্র, দা।

খণ্ড (পুং) খন-ড (ঞমন্তাদ্ ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ১ ইক্ষুবিকার, একপ্রকার গুড়, চলিত কথায় খাড় বলে। (রাজনি°) ইহার গুণ—অতিশয় বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, বাত ও পিত্তনাশক, মধুর, বৃংহণ, শীতল, স্নিগ্ধ, বলকর ও বাতনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

২ ভেদ। "খণ্ডং খণ্ডং যযুর্দ্দনাঃ।" মার্ক° চণ্ডী।

(ক্লী) ৩ বিড়্লবণ। (রাজনি°) (পুং ক্লী) ৪ একদেশ। (অমর) (ত্রি) খড়ি কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ খণ্ডিত। (পুং) ৬ মণিদোষ। ৭ যোগিবিশেষ। (হটযোগপ্র° ১।৮) ৮ অসভ্যজাতিবিশেষ। [কন্দ দেখ।]

খণ্ডক (পুং) খণ্ডেন নির্বৃত্তং খণ্ড-ঋশ্যাদিত্বাৎ ক। ১ খণ্ডনির্ম্মিত সিতাখণ্ড, শর্করাবিশেষ। (রাজনি°) (ত্রি) খণ্ডয়তি খড়ি-ণ্বুল্। ২ ছেদক।

খণ্ডকথা (স্ত্রী) খণ্ডঃ খণ্ডিতা কথা। স্বল্প কথা।

খণ্ডকপালীয়া (দেশজ) যাহার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ।

খণ্ডকর্ণ (পুং) খণ্ডইব কর্ণোযস্য বহুব্রী। আলুবিশেষ, শকরকন্দ। পর্য্যায় বজ্রকন্দ। ইহার গুণ—কফ ও পিত্তনাশক এবং কটুপাক।

খণ্ডকাদ্যলৌহ (পুং) চক্রদত্তোক্ত একপ্রকার ঔষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—শতাবরী, গুড়ূচী, বাসক, মুণ্ড (লৌহবিশেষ), বলা, তালমূলী, খদির, ত্রিফলা, বামনহাটী, পদ্মমূল, এই কএকটী দ্রব্যের প্রত্যেক ৫ পল পরিমাণ লইয়া এক দ্রোণ জলে পাক করিবে। অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে দিব্যৌষধ ও মাক্ষিকদ্বারা মারিত রুক্মলৌহের চূর্ণ ১২ পল দিবে। তৎপরে ১৬ পল ঘৃত দিয়া গুড়পাকের ন্যায় পাক করিবে। তাম্রপাত্রে পাক করা বিধেয়। পাক প্রায় শেষ হইলে ১ সের মধু, শিলাজতু, দারুচিনি, শুন্ঠী, বিড়ঙ্গ, কিস্‌মিস্‌, শুণ্ঠী, কৃষ্ণজীরা, ত্রিফলা, ধনিয়া, তেজপত্র ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের একপল পরিমিত চূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। তালরূপে মন্থন করিয়া নামাইবে এবং স্নিগ্ধপাত্রে স্থাপন করিবে। গব্যক্ষীর অনুপানযোগে ইহা সেবনীয়। মাংসের যূষ ও দুগ্ধ ইহাতে উপকারী। ছাগ, পারাবত, তিত্তির, কুক্কুর, শশ, হরিণ, কৃষ্ণসার, ইহাদের মাংস সেবন করিবে। নারিকেলের জল, বাস্তুক শাক, পটোল, বৃহতী, বেগুণ, পাকা আম, খেজুর, দাড়িম ও আনুপমাংস একান্ত বর্জনীয়। এই ঔষধ রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, কাস, পক্তিশূল, বাতরক্ত, প্রমেহ, শীতপিত্ত, বমি, ক্লম, পাণ্ডুরোগ, কুষ্ঠ, প্লীহা, আনাহ, রক্তস্রাব ও অম্লপিত্তরোগে প্রযোজ্য। ইহার গুণ—চক্ষুর হিতকর, বৃংহণ, বলকর, প্রীতিবর্দ্ধক, কামদ, অগ্নিবর্দ্ধক ও লাবণ্যকর। (চক্রদত্ত)

খণ্ডকালু (পুং) খণ্ডইব কায়তি কৈ-ক ততঃ কর্ম্মধা°। আলুবিশেষ, শকরকন্দ। (শব্দচন্দ্রিকা)

খণ্ডকাব্য (ক্লী) খণ্ডং কাব্যস্য একদেশানুসারিকাব্যং কর্ম্মধা°। যে কাব্য সম্পূর্ণ কাব্যলক্ষণযুক্ত নহে, তাহাকে খণ্ডকাব্য বলে। "খণ্ডকাব্যং ভবেৎকাব্যস্যৈকদেশানুসারি চ।"

(সাহিত্যদর্পণ ৬ প°)

খণ্ডকুষ্মাণ্ডক (পুং) খণ্ডেন পক্বং কুষ্মাণ্ডমত্র বহুব্রী, কপ্। চক্রদত্তোক্ত ঔষধবিশেষ। [কুষ্মাণ্ডরসায়ন দেখ।]

খণ্ডখণ্ড (ত্রি) যাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছেদন করা হইয়াছে।

খণ্ডখর্জ্জূর (ক্লী) খণ্ডেন পক্বং খর্জ্জূরং মধ্যপদলো°। খণ্ড পক্ব খর্জ্জূর, স্বাদু খর্জ্জূর।

খণ্ডখাদ্য, ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত একখানি জ্যোতিঃশাস্ত্র।

খণ্ডগিরি, উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলার মধ্যে একটী পাহাড়। কটক হইতে পুরী যাইবার যে রাস্তা আছে, তাহা হইতে পশ্চিমে প্রায় ৬ ক্রোশ, ভুবনেশ্বর হইতে পূর্ব্বে ২॥০ ক্রোশ দূরে, অক্ষা° ২০°১৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫°৫০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই পাহাড়টী বালুপাথরের। এই পাহাড়ে যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখা যায়, তাহা বর্ণনাতীত। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কটিকিয়া গ্রামের দিকে একটী খাত আছে। এইখানে তিনটী চমৎকার গুহা, দক্ষিণদিকের গুহার আরও দক্ষিণে চারিদিকে গোল ও ধুতুরা ফুলের মত একটী জলাশয় আছে, উহার উপরিভাগ প্রশস্ত ও নিম্নদেশ ক্রমশঃ সরু, এই জলাশয়ের নাম আকাশগঙ্গা। গ্রীষ্মকালে ইহাতে জল থাকে না। সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিক্ দিয়া পাহাড়ের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া কোথায় কি কি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ পাহাড়ের নিম্নদেশে একটী মন্দির। তাহার

উত্তরাংশে পাশাপাশি দুইটী অসম্পূর্ণ গুহা-মন্দির। গুহা দুইটী যে মানবনির্ম্মিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। এখনও তাহাতে অস্ত্রের দাগ রহিয়াছে। গুহা-মন্দির নির্ম্মাণের উপযোগী করিবার জন্য স্বতন্ত্র ও দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা স্তম্ভ ও ছাদ নির্ম্মিত হইয়া ছিল। ইহার সম্মুখে বারাণ্ডা, ভিতরে গৃহ। বারাণ্ডার চারিদিকে বেদী। সম্মুখভাগে তিনটী স্বতন্ত্র স্তম্ভ। এতদ্ব্যতীত পার্শ্বভাগের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন আর দুইটী স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের মস্তকে ছাদের নিম্নে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত। বাহিরে বামদিকে দ্বারের উপরিভাগে একটী শিলালিপি খোদিত আছে। স্তম্ভের মধ্যে মধ্যে চারিটী গৃহের চারিটী দ্বার। দ্বারগুলির সম্মুখভাগে উপরদিকে দুইপার্শ্বে ২টী করিয়া সর্পমূর্ত্তি। সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দ্বারের উপর অর্দ্ধ গোলাকৃতি ভিত্তির উপর নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত। তাহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবশিষ্টগুলির মধ্যে এইগুলি দেখা যায়। কএকটী হস্তী, চারিটী অশ্বযুক্ত রথের উপর একছত্রধারী রাজা, এবং পদ্মহস্তা কমলেকামিনীর দুইপার্শ্বে দুইটী হস্তী শুণ্ড উচ্চ করিয়া তাঁহার মাথায় যেন জল ঢালিতেছে। কোথাও বোধিবৃক্ষ, তাহার উপর রাজছত্র ও পার্শ্বে লোক জন দাঁড়াইয়া আছে। খিলানের নিম্নে বিটের উপরপার্শ্বে নানামূর্ত্তি। দেওয়ালের উপর মধ্যভাগে বোধিবৃক্ষ ও স্বস্তিক প্রভৃতি বৌদ্ধচিহ্ন। যে খোদিত লিপি আছে, তাহার অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে। অক্ষরগুলি অতি পুরাতন। সম্ভবতঃ পনের বা ষোলশত বর্ষের পূর্ব্বেকার হইবে। এই গুহার নাম অনন্তগুহা (গোফা)।

এই স্থানে পাহাড়ের নিম্নদেশে একটী চতুষ্কোণ গুহা আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ হাত ও প্রস্থে ১১।॰ হাত। পূর্ব্বোক্ত অনন্তগুহার মত ইহার তিনটী দ্বার। ভারহুত লিপির মত অক্ষর খোদিত আছে। [ভারহুত দেখ।] বৌদ্ধদিগের ধরণে চারিদিকে রেল দেওয়া দ্বারের উপর খোদিত পদ্মাকৃতি, অপর সকল বিষয়ে ইহা অনন্তগুহার মত, কেবল স্তম্ভগুলি অষ্টকোণী। বারাণ্ডার মেজে অভ্যন্তরস্থ গৃহের মেজে অপেক্ষা প্রায় ১৫ ইঞ্চি নিম্ন। অনন্তগুহার মত ইহার বারাণ্ডার চারিদিকে বেঞ্চির মত বেদী আছে। একটী স্তম্ভের নিম্নদেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উপর হইতে ঝুলিতেছে। মস্তকের কার্ণিসের নিম্নে একটীর পর একটী করিয়া প্রস্তর বাহির হইয়া রহিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, কড়ির অপরদিক্ বাহির হইয়া আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে চন্দ্র সূর্য্য ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত। স্থানে স্থানে শিলালিপি আছে। তাহার অনেক অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় এক্ষণে অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষরগুলি কতদিনের তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই গুহার নিম্নদেশে আর একটী ঐরূপ গুহামন্দির খোদিত আছে।

এই স্থান হইতে আরও কিয়দ্দূর গিয়া আর একটী গুহা দেখা যায়। উহাতে শিল্পাংশ বড় নাই। উহা স্বাভাবিক, তবে মানবহস্ত দ্বারা আরও বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে। ইহার নিকট দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট আর একটী গুহানির্ম্মিত হইয়াছে। এই গুহাতে তেমন আড়ম্বর নাই। ইহাতে উঠিবার সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী আছে। ইহার পার্শ্বে আর দুইটী ছোট ছোট গুহা। মধ্যে একটী রং দেওয়া জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি আছে। অপরটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার পরে আর একটী গুহা। ইহারও ভগ্নদশা। ইহার উপরিভাগে আর একটী গুহা। উপর হইতে চিড় আসিয়া নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া খণ্ডাকৃতি ধারণ করিয়াছে। ইহা হইতে পাহাড়ের নাম খণ্ডগিরি হইয়াছে।

আরও খানিক দূর গমন করিলে একটী বড় গুহা দেখা যায়। উহার দুইটী স্তম্ভ, সুতরাং উহাতে তিনটী প্রকোষ্ঠ আছে। ইহার সমস্তই দালান, ভিতরে গৃহ নাই, মধ্যে কএকটী খোদিতলিপি আছে, তাহা পাঠ করা দুঃসাধ্য। ইহার অনতিদূরে একটী যোড়া গুহা। ইহাদের মধ্যে একটী প্রাচীর আছে বটে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তর দিয়া একটী হইতে অপরটীতে যাইবার দ্বার আছে। ইহাতেও অনেক খোদিত মূর্ত্তি দেখা যায়। সে মূর্ত্তি বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর। এক এক স্থানে যুগলমূর্ত্তি আছে। কোন কোনটীর সঙ্গে বৃষ, হস্তী, অশ্ব, বানর, পদ্ম, অশ্বত্থ, চক্র ও সর্পমূর্ত্তি আছে। ইহার মধ্যে আদিনাথ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি এবং শাক্যবুদ্ধের মূর্ত্তিও আছে। চিত্রগুলিতে বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়। ইহার নিম্নভাগে গণেশ, অষ্টশক্তি ও বুদ্ধদিগের মূর্ত্তি। এই গুহার চারিদিকে বেদী। এখান হইতে আরও কিয়দ্দূর গিয়া নানাবিধ মূর্ত্তি শোভিত আর একটী গুহা দেখা যায়। ইহার উপর লেখা আছে, "শ্রীমধুদৈত্যকেশরীদেবস্য প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে সম্বৎ" ইত্যাদি। ইহার তিনদিকে নানাবিধ মূর্ত্তি ও খোদিত লিপি আছে, তাহার কতক বুঝা যায়, কতক বুঝা যায় না। স্থানে স্থানে অনেক রমণী মূর্ত্তি আছে। কেহ দশভুজা, কেহ চতুর্ভুজা, কেহ অষ্টভুজা বা দ্বাদশভুজা। স্ত্রী মূর্ত্তির কএকটীর সহিত পুরুষ ও তাহাদের বাহনের মূর্ত্তি আছে। এইরূপ কত শত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে।

এই গুহার পার্শ্বে আর একটী গুহা। ইহাও পূর্ব্বের ন্যায়

দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, পুরাতন গুহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, স্থানে স্থানে উহা পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা জৈনদিগের আদিনাথের মন্দির, এখনও জৈনদিগের অধিকারে রহিয়াছে। এখানে চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর ও তাঁহাদের চিহ্নাদি আছে।

এইরূপ পাহাড়ের চারিদিকেই গুহা-মন্দিরের চিহ্ন পড়িয়া আছে। কোথাও কোনটী সম্পূর্ণ, কোনটী অসম্পূর্ণ, কোনটীর বা ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানে পাহাড়ের মধ্যে একটী জলাশয় আছে। তাহার সোপানাবলীর পরিসর এত অল্প যে, তাহা দিয়া অবতরণ করা দুঃসাধ্য। খণ্ডগিরি দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, ইহা জৈনদিগের তীর্থস্থান ছিল। পাহাড়টী গুহাতে পরিপূর্ণ। কোন্ সময় যে এই গুহাগুলি নির্ম্মিত হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহা হউক ইহা দর্শকের একটী দেখিবার জিনিস বটে।

খণ্ডঘোষ, ১ বর্দ্ধমানজেলার একটী উপবিভাগ। বর্দ্ধমান হইতে সোণামুখী ও বাকুড়া যাইবার পথে অবস্থিত।

২ উক্ত বিভাগের প্রধান নগর। এখানে থানা ও আদালত আছে। অক্ষা° ২৩°১২´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৪৪´২০´´ পূঃ।

খণ্ডজ (পুং) খণ্ডইব জায়তে জন-ড। ১ গুড়। ২ শর্করা, চিনি। (রাজবল্লভ।) ৩ যবাসশর্করা, (রাজনি°)। চলিত কথায় মেনা।

খণ্ডজোদ্ভবজ (পুং) খণ্ডজ উদ্ভবো যস্য তস্মাৎ জায়তে জন-ড। যবাসশর্করা দ্বারা প্রস্তুত খণ্ডবিশেষ। (রাজনি°)

খণ্ডতারণ, চম্পারণজেলার একটী নগর।

খণ্ডতাল (পুং) তালবিশেষ, একতালা।

"দ্রুতমেকং ভবেদত্র খণ্ডতালঃ স উচ্যতে।" (সঙ্গীতদামোদর)

খণ্ডদেব, অপর নাম শ্রীধরেন্দ্র, একজন বিখ্যাত দার্শনিক, রুদ্রদেবের পুত্র, জগন্নাথপণ্ডিতরাজ ও শম্ভুভট্টের গুরু। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কাশীধামে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার বিরচিত ভাট্টদীপিকা ও মীমাংসাকৌস্তুভ নামে জৈমিনীসূত্রের টীকা এবং ভাট্টরহস্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ভাট্টদীপিকার আবার অনেকগুলি টীকা আছে, তন্মধ্যে খণ্ডদেবের শিষ্য শম্ভুভট্ট কর্ত্তৃক ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে রচিত 'ভাট্টদীপিকাপ্রভাবলী' প্রধান।

খণ্ডধার বা কুণ্ডধার, স্থানবিশেষ। গণ্ডালের ৫ ক্রোশ পশ্চিমে। এখানে একটী দুর্গ আছে। ইহা গণ্ডালের সামন্ত লাখাজির অধিকারে ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ইহা জয় করেন।

খণ্ডধারা (স্ত্রী) খণ্ডে একদেশে ধারা যস্যাঃ বহুব্রীহি। কর্ত্তরী, কাঁচি।

খণ্ডন (ক্লী) খড়ি-ভাবে ল্যুট্। ১ ভেদন। ২ নিরাকরণ। ৩ ছেদন। "ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্" জয়দেব।

খড়ি করণে ল্যুট্। ৪ পরমতাদি নিরাকরণ শাস্ত্রবিশেষ। "ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডখাদ্য—সহজক্ষোদক্ষমে" (নৈষধচরিত)

খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামে খ্যাত, শ্রীহর্ষ প্রণীত একখানি গ্রন্থ। ইহাতে সকল পদার্থের নিরুক্তির খণ্ডনপ্রণালী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। ইহার চারিটী পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রমাণ ও প্রমাণাভাষের নিরুক্তিখণ্ডন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হেত্বাভাষ ও নিগ্রহস্থানের নিরুক্তিখণ্ডন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সর্ব্বনামার্থের নিরুক্তিখণ্ডন এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভাব, অভাব ও সত্তা প্রভৃতি পদার্থের নিরুক্তি খণ্ডনপ্রণালী বর্ণিত আছে, নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথ ইহার টীকা রচনা করেন। এই দুই ন্যায় গ্রন্থ ভাল করিয়া অভ্যাস করিলে বিচারমল্ল হইতে পারা যায়।

(ত্রি) খড়ি-কর্ত্তরি ল্যু। ৫ খণ্ডক, যে খণ্ড করে।

খণ্ডনা (স্ত্রী) খড়ি ভাবে যুচ্, টাপ্। ১ খণ্ডন। ২ ছেদন। "শব্দার্থনির্বচনখণ্ডনয়া নয়ন্তঃ" (খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ১ পরি°)

খণ্ডনীয় (ত্রি) খড়ি-অনীয়র্। যাহার খণ্ডন করা উচিত, খণ্ডনযোগ্য। "ত্বয়া দর্ভময়ানি পাশানি খণ্ডনীয়ানি" (পঞ্চতন্ত্র)

খণ্ডপত্র (ক্লী) নানাবিধ পত্রগুচ্ছ।

খণ্ডপরশু (পুং) খণ্ডয়তি শত্রূন্ খণ্ডঃ তাদৃশঃ পরশুর্যস্য বহুব্রীহি। ১ শিব। "পিনাকিনং খণ্ডপরশুং লোকানাং পতিমীশ্বরম্।" (ভারত ৭ প° রুদ্রমাহাত্ম্য)

২ বিষ্ণু।

"সুধন্বা খণ্ডপরশুর্দারুণো দ্রবিণপ্রদঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৭৪)

৩ জামদগ্ন্য।

"সৈনৈব খণ্ডপরশুর্ভগবান্ প্রচণ্ডঃ।" (বীরচরিত)

খণ্ডপর্শু (পুং) খণ্ডয়তি শত্রূন্ ইতি খণ্ডস্তাদৃশঃ পর্শুর্যস্য বহুব্রীহি। ১ পরশুরাম। ২ শিব। ৩ চূর্ণলেপী। ৪ রাহু। ৫ ঔষধবিশেষ, খণ্ডামলক। ৬ ভগ্নদন্ত হস্তী। (শব্দরত্নাবলী)

খণ্ডপাড়া, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২০° ১১´১৫´´ হইতে ২০°২৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ১´ হইতে ৮৫° ২৪´ ৪০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে মহানদী, দক্ষিণে পুরী ও নয়াগড়, পূর্ব্বে বাঁকি ও পুরীজেলা ও পশ্চিমে দশপাল্লা। পূর্ব্বে ইহা নয়াগড়ের অংশ ছিল। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নয়াগড়ের এক রাজা খণ্ডপাড়ায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। খণ্ডপাড়ার রাজা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। নটবর মর্দরাজ ভ্রমবর রায় এখন রাজা। ইনি প্রথম রাজা হইতে অষ্টম পুরুষ।

রাজ্য বড়ই উর্ব্বরা বলিয়া এখানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন

হয়। কুঠারিয়া ও দাউকা নামক মহানদীর দুইটী শাখা এই রাজ্যের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এখানকার সমতল ভূমিতে আম্র ও বটবৃক্ষ আর পার্ব্বত্য প্রদেশে শালবৃক্ষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

খণ্ডপাণি (পুং) পুরুবংশীয় একজন রাজা। (বিষ্ণুপু° ৪।২১অ:)

খণ্ডপাল (পুং) খণ্ডং পালয়তি খণ্ডপালি-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ময়রা, মোদক। (হারাবলী)

খণ্ডপ্রলয় (পুং) খণ্ডস্য ভূম্যাদিখণ্ডস্য প্রলয়ঃ ৬তৎ। কাল-বিশেষ, যে কালে ভূমি প্রভৃতি ভূত পদার্থের নাশ হয়। ব্রহ্মার দিনের অবসানে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটী ভূতের বিনাশ হয় এবং পুনর্ব্বার রাত্রির অবসানে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মার রাত্রিকেই খণ্ডপ্রলয় বলা যাইতে পারে। বৈদান্তিকগণ ইহাকে প্রাকৃতিক লয় বলিয়া থাকেন।

হরিবংশে খণ্ডপ্রলয়ের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—একবিংশতি যুগে এক মন্বন্তর হয়। ১৪টী মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন। ব্রহ্মার দিনের অবসানে রুদ্রদেব সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণের শরীর বিনাশ করিতে আরম্ভ করেন। দেব, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রাণিগণের শরীরই বিনষ্ট হয়। ক্রমে নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতিও ধ্বংস হয়। (হরিবংশ ১৯৮ অ:)

হরিবংশের আর এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, খণ্ডপ্রলয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যের কিরণের ভয়ানক তীক্ষ্ণতা হয়। বোধ হয় যেন এককালে সহস্র সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, সূর্য্যের দারুণ কিরণে নদ, নদী, সমুদ্র, কূপ, তড়াগ, নির্ঝর প্রভৃতি জলাশয় সকল শুকাইয়া যায়। পৃথিবী শুষ্ক হইলে সূর্য্যকিরণ ক্রমে রসাতলে প্রবেশ করিয়া তথাকার জলও শোষণ করিয়া থাকে। এই সময়ে বায়ুও অতিশয় প্রবল হইয়া সমস্ত পদার্থ বিনাশ করিতে থাকে। সম্বর্ত্তক নামক অগ্নি অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সমস্ত ভৌতিক পদার্থ দাহ করিতে থাকে। ক্রমে সকলই ভস্মীভূত হইয়া যায়। ভৌতিক কোন পদার্থই থাকে না, কেবল একমাত্র হরিই বিদ্যমান থাকেন। (হরিবংশ ১৯৯ অ:)

দার্শনিক মতে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লীন হয়। আকাশ ও ইন্দ্রিয়গণ অহং-কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় হয়। তখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে প্রাকৃতিক লয় বা খণ্ডপ্রলয় বলে। [লয় দেখ।]

২ বিবাদ, বিসম্বাদ।

খণ্ডফণ (পুং) দর্ব্বীকর জাতীয় একপ্রকার সর্প।

"লোহিতাক্ষো গবেধুকঃ পরিসর্পঃ খণ্ডফণঃ।" (সুশ্রুতকল্প ৪ অ:)

খণ্ডভট্ট, সংস্কারভাস্কর নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা, ইঁহার পিতার নাম ময়ূরেশ্বর।

খণ্ডমোদক (পুং) খণ্ডইব মোদয়তি মুদ-ণিচ্-ণ্বুল্। সিতাখণ্ড, যবাসশর্করা। (রাজনি°) চলিত কথায় মেনা বলে।

খণ্ডমণ্ডল (ক্লী) ঠিক মণ্ডলাকার নহে। (Segment of a circle.)

খণ্ডময় (ত্রি) খণ্ড-ময়ট্। যাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া খণ্ডময়ী শব্দ হয়।

"জীর্ণা শতখণ্ডময়ী চ কন্থা।" (ভর্ত্তৃহরি ৩।১৬)

খণ্ডর (ত্রি) খণ্ড-অশ্মাদিত্বাৎ রঃ। (পা ৪।২।৮০) খণ্ডের সন্নিহিত দেশাদি।

খণ্ডরাজ দীক্ষিত, গোদালহরী নামে সংস্কৃত কাব্যকার।

খণ্ডল (পুং ক্লী) খণ্ডং লাতি খণ্ড-লা-ক। খণ্ডধর, যে খণ্ড ধারণ করে। এই শব্দটী অর্দ্ধাদি গণান্তর্গত বলিয়া উভয় লিঙ্গ।

খণ্ডলবণ (ক্লী) খণ্ড্যতে খড়ি-কর্ম্মণি-ঘঞ্। খণ্ডশ্চাসৌ লবণ-শ্চেতি কর্ম্মধা°। বিড়্লবণ। (রাজনি°)

খণ্ডব [খণ্ডল দেখ।]

খণ্ডবা, মধ্যভারতের নিমার জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২১° ৩২′ হইতে ২২°১৩′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৬′ ৩০″ হইতে ৭৭° ১′ পূঃ। ইহার ভূপরিমাণ ২২০২ বর্গমাইল। ইহাতে ৪৯৭টী গ্রাম আছে। লোকসাংখ্যা ১৫৪০০। এখানে ৬টী দেওয়ানী ও ৯টী ফৌজদারী আদালত আছে।

খণ্ডশর্করা (স্ত্রী) খণ্ডইব শর্করা। শর্করাবিশেষ।

"যো যো মৎস্যণ্ডিকা খণ্ডশর্করাণাং স্বকো গুণঃ।
তেন তেনৈব নির্দ্দেশ্যস্তেষাং বিস্রাবণো গুণঃ॥" (সুশ্রুত)

খণ্ডশঃ [স্] (অব্য) খণ্ড-শস্। খণ্ডরূপে।

খণ্ডশাখা (স্ত্রী) খণ্ডা খণ্ডিতা শাখা যস্যাঃ বহুব্রীহি। মহিষ-বল্লী লতাবিশেষ। (রাজনি°)

খণ্ডশীলা (স্ত্রী) দুষ্টা নারী, বেশ্যা। (হেম° শে° ১১১)

খণ্ডসর (পুং) খণ্ডইব সরতি সৃ-অচ্। যবাসশর্করা, সিতা-খণ্ড। (রাজনি°)

খণ্ডাইত, জাতিবিশেষ। খণ্ড বা খড়্গাস্ত্রধারণ করিত বলিয়া খণ্ডাইত নামে খ্যাত। ইহারা উড়িষ্যার যোদ্ধৃজাতি, ক্ষত্রিয়-সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়।

পূর্ব্বে উড়িষ্যার রাজগণের অনেক যোদ্ধা থাকিত। রাজা তাহাদিগকে জমি বিলি করিয়া দিতেন। এই সকল সৈনিক-দিগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ আর্য্যবংশোদ্ভব এবং নিম্নস্থ

সৈনিকগণ পার্ব্বত্য বা দেশস্থ সামান্ত বংশ হইতে সংগৃহীত হইত। উত্তর ভারতে ক্ষত্রিয়গণ যেমন একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত, উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণ তেমন নহে। উহাদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। আপাততঃ যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, উড়িষ্যার দক্ষিণভাগে যে ভুঁইয়াগণ আছে, উহারা তাহাদিগেরই বংশবিশেষ। কিন্তু খণ্ডাইত-গণের আচার ব্যবহার অনেকটা আর্য্যদিগের মত। ছোট-নাগপুরের খণ্ডাইতগণ বলিয়া থাকে তাহারা ২০ পুরুষ পূর্ব্বে উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছিল। উহাদের মধ্যে এখনও উড়িয়া ভাষা প্রচলিত। উহারা আপনাদিকে ভুঁইয়া পাইক বলিয়া থাকে। সিংহভূমের ভুঁইয়া মধ্যে যেরূপ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম কবাট প্রভৃতি উপাধি আছে, উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণের সেইরূপ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যার খণ্ডাইতদিগের মধ্যে ভুঁইয়া উপাধি প্রচলিত ছিল।

ছোটনাগপুরের খণ্ডাইতদিগের নিম্নলিখিত উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—অমাউত, অড়, ওহদার, কোতবার, গোঁণঝু, নায়েক, পাত্র, প্রধান, মহাপাত্র, মাঁঝি, মিরদাহা, রাউত। উড়িষ্যার খণ্ডাইতদিগের এই উপাধি দেখা যায়। যথা—উত্তরকবাট্, দক্ষিণকবাট্, গড়নায়েক বা সিংহ, জেনা, দৌবারিক, নায়েক, পশ্চিমকবাট্, প্রহরাজ, বাঘা, বাহুবলেন্দ্র, মহারথ বা মহারথী, মল্ল, মঙ্গরাজ, রণসিংহ, রাউত, রুই, সামন্ত, সেনাপতি ও সিংহ। ইহাদের মধ্যে আবার বড়ঘরি ও ছোটঘরি নামে শ্রেণী বিভাগ আছে। বড়ঘরিয়াদিগের মধ্যে দশঘরিয়াগণ সিংহভূমের সরন্দ প্রদেশে, পাঁচ ঘরিয়াগণ ছোটনাগপুরে, পাঁচশ ঘরিয়াগণ গাঙ্গপুরে ও পনরশ ঘরিয়াগণ গঙ্গাপুর, বোনাই, বামরা ও সম্বলপুর অঞ্চলে ও ছোটঘরিয়াগণ ছোটনাগপুর অঞ্চলে অধিকাংশ বাস করে। এতদ্ব্যতীত চাষা বা ওড় খণ্ডাইত ও মহাজনিক বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতগণ বালেশ্বর ও কটকে, ভঞ্জ খণ্ডাইত ও হরিচন্দন খণ্ডাইতগণ পুরীতে এবং খণ্ডাইত পাইক ও শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতগণ উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলি মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্ডাইতগণের মধ্যে কছুয়া (কচ্ছপ), কদম (ফুল), মোর (ময়ূর), নাগ, সাল (মৎস্য) প্রভৃতি থাক আছে।

পূর্ব্বোক্ত বড়ঘরিয়াদিগের মধ্যে আদান প্রদান চলে। পাঁচশ ঘরিয়া ও পনরশ ঘরিয়া শ্রেণীর কন্যা দশঘরিয়া ও পাঁচ ঘরিয়া শ্রেণীতে বিবাহিত হইলে তাহাদের মানের খর্ব্বতা হয়। তখন আর স্বশ্রেণীর লোকেরা তাহার হস্তে অন্ন গ্রহণ করে না। দশ ঘরিয়া ও পাঁচ ঘরিয়া পাঁচশ ঘরিয়ার প্রস্তুত অন্ন খাইবে, কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর লোক পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের অন্ন খাইবে না। আবার পাঁচশ ঘরিয়াগণ পনরশ ঘরিয়ার অন্ন খাইবে, কিন্তু পনরশ ঘরিয়া পাঁচশ ঘরিয়াদিগের যাহারা অবিবাহিত, তাহাদের হস্তের অন্ন খাইবে মাত্র। ছোটঘরিয়াগণ কুক্কুটমাংস ভক্ষণ করে ও মদ্যপান করে। বড়ঘরি ও ছোটঘরিতে আদান প্রদান নাই।

উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণ মধ্যে মহানায়েক বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইত-গণ বড় বড় জায়গীর ভোগ করে। ইহারা পূর্ব্বকালে সৈনিক-বিভাগে সেনাপতির কার্য্য করিত, তাহা একপ্রকার বুঝা যায়। চাষা খণ্ডাইত পাইকগণ সেনাবিভাগের নিম্নশ্রেণীর কার্য্য করিত। ইহারা এক্ষণে চৌকিদার ও চাষার কার্য্য করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের মত মহানায়েক বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইত-গণের ভরদ্বাজ, কৌণ্ডিল্য, নাগাসা প্রভৃতি গোত্র আছে।

খণ্ডাইতদিগের অধিকাংশের কন্যা বড় হইলে তবে বিবাহ হয়। উচ্চশ্রেণীর লোক যাহারা জায়গীর ভোগ করে, তাহাদের কন্যাগণের অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু কন্যাগণ বয়স্থা না হইলে স্বামি-সহবাস করে না, অথবা শ্বশুরালয়ে গমন করে না। বিবাহ প্রাজপত্য মতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হাতে কুশ বা দূর্ব্বাঘাস ও কাপড়ে গাঁটছড়া বান্ধিয়া দেওয়াই বিবাহের প্রধান লক্ষণ। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। তবে প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা বা রুগ্ন না হইলে কেহ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করে না। ছোটনাগপুরে খণ্ডাইত মধ্যে বিধবা বিবাহ চলে। তবে প্রথম বিবাহে যে যে সম্পর্কে নিষেধ আছে, বিধবা বিবাহেও তাই। ভাশুর সম্পর্কীয় লোকের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, দেবরের সহিত প্রশস্ত। উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতদিগের মধ্যে বিধবার বিবাহ দেওয়া রীতি নাই, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আছে। বিবাহ বিচ্ছেদেরও বিধান আছে। পত্নী ব্যভিচারিণী, অবাধ্য বা অন্য গুরুতর দোষাশ্রিত হইলে স্বামী পঞ্চায়তগণের নিকট আবেদন করিয়া তাহাদের সম্মতিতে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। কোন কোন স্থলে এক বৎসর কাল পত্নীর ভরণ-পোষণ করিতে হয়। নিম্নশ্রেণীতে পরিত্যক্ত পত্নী সাঙ্গা করিতে পারে।

খণ্ডাইতদিগের অধিকাংশই বৈষ্ণব। শাক্ত বা শৈবের সংখ্যা অল্প। শাসনী ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পুরোহিত। সেবক বা পাণ্ডা ব্রাহ্মণ চাষাদিগের পুরোহিত। শাসনিগণ সেবক-দিগের আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উড়িষ্যার গ্রামদেবতী বা গ্রাম্যদেবী ও ছোটনাগপুরে বড় পাহাড় প্রত্যেক গৃহস্বামীর উপাস্য। পূজায় বলিদানাদি হইয়া থাকে। উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণ

তরবারির বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। দশহরার সময় গৃহস্থ সমস্ত অস্ত্রাদি সুসজ্জিত করিয়া পুষ্পচন্দনাদি দিয়া পূজা করে। মৃত্যুর পর খণ্ডাইতগণের দেহ সংকার হয় ও রীতিমত শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে।

উড়িষ্যায় রাজপুতদিগের সংখ্যা বড় কম। জাতিতে উহারাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। খণ্ডাইতেরা উহাদের অব্যবহিত নিম্নে পরিগণিত। শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতগণ বিবাহের সময় যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করে। চাষা খণ্ডাইতগণ তাহা করে না। তবে ব্রাহ্মণগণ তাহাদের হস্তের জল গ্রহণ করেন। করণদিগের সহিত কথন কথন ইহাদের আদান প্রদান হইয়া থাকে। ইহারা চাষা, গোড়গোয়ালা ও করণদিগের হস্তে জল ও মিষ্টান্ন খায়। ছোটনাগপুরের ব্রাহ্মণগণ বড়ঘরিয়া-দিগের হস্তে জল গ্রহণ করেন। তথায় ছোটঘরিয়াদিগের জল অশুদ্ধ। কথিত আছে, উড়িষ্যা হইতে আসিয়া উহারা বিরু, বাসিয়া, বেলসিয়াঁ, দিষা, গোবরা, লাকরা, লোধমা ও শোণপুর নামক আটটী গড় অধিকার করে। এক সময় সৈনিক বর্গের জন্য কএকটী পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ-অধিকারে পুরুষানুক্রমে অধিকৃত সেই সকল সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। উড়িষ্যায় খণ্ডাইতগণ এখনও নিজ স্বত্ব ছাড়ে নাই। বড় বড় ঘরে এখনও লাখ-রাজ ভোগ করিতেছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেও লাখরাজ ভোগ করে, তবে তাহাদিগকে সরবরাহকার, চৌকিদার প্রভৃতির কর্ম্ম করিতে হয়। কেহ বা মজুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অস্ত্রধারী খণ্ডাইতগণ চাষ করে না। এখন বঙ্গের নানা জেলায় ইহারা ঘাটওয়ালের কর্ম্ম করে। উড়িষ্যায় ইহাদের সংখ্যা অধিক।

খণ্ডাভ্র (ক্লী) খণ্ডঞ্চ তদভ্রঞ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ খণ্ড খণ্ড মেঘ, ছিন্ন মেঘ। খণ্ডঃ অভ্রমিব। ২ দন্তরোগবিশেষ। (মেদিনী)।

খণ্ডামলক (ক্লী) খণ্ডং খণ্ডিতং আমলকং। ১ আমলক-চূর্ণ। (মেদিনী) ২ খণ্ডদ্বারা পক্ব আমলক ফল, আমলকীর মোরব্বা।

খণ্ডাল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণাজেলার একটী গ্রাম। ঐ অঞ্চলের ইহা স্বাস্থ্যনিবাস ও গ্রীষ্মাবাস বলিয়া পরিগণিত। গ্রীষ্মের কএকমাস বোম্বাইবাসী অনেকে এখানে আসিয়া বাস করেন। অক্ষা° ১৮°৪৬´ উঃ দ্রাঘি ৭৬°২৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা সহ্যাদ্রি-চূড়া হইতে ১৩০ হস্ত নিম্ন। ইহার ভূমি উত্তরপশ্চিদিকে ঢালু হইয়া পরহ ও উলহা নামক নদীর দিকে গিয়াছে। ইহার চারিদিকেই পর্ব্বতমালা। বোম্বাইয়ের গবর্ণর এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব এই স্থানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া যান। পর্ব্বতের অংশ-বিশেষের উলহা, রাজমাচি, চাকপির বা তুঙ্গাল, ইন্দ্রাণী, ভোমা, উম্বারি, নাগফণি* প্রভৃতি নানাপ্রকার নাম আছে। ইহার নিকটে দুইটী জলপ্রপাত, একস্থানে জল ২০০ হস্ত নিম্নে পতিত হয়। পর্ব্বতে খোদিত গম্ভীরনাথের মন্দির দেখিবার জিনিস। এখানে রেলের একটী ষ্টেসন হইয়াছে। ষ্টেসন হওয়া অবধি এখানে বসতি বাড়িতেছে। অধিবাসীর অধিকাংশ মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, কুণবী, ওস্‌ওয়াল শ্রাবক, কএক ঘর পর লোহার, সোণার, নাপিত, ধোপা ও চামার আছে।

খণ্ডালী (স্ত্রী) খণ্ডং পদ্মাদিখণ্ডং আলাতি আ-লা-কঃ, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ সরসী। খণ্ডং দন্তনখাদি খণ্ডনং আলাতি আলা-ক ঙীষ্। ২ কামুকী স্ত্রী। ৩ তৈলের পরিমাণবিশেষ। (মেদিনী।)

খণ্ডিক (পুং) খণ্ডোঽস্ত্যস্তি খণ্ড-ঠন্। ১ কলায়, চলিত কথায় কড়াই বলে। ইহার অপর নাম ত্রিপুট। ২ কক্ষ। (হেম°।) ৩ ঋষিবিশেষ, ইহার পিতার নাম উদ্ধরি। (শত° ব্রা° ১১।৮।৪।১) (ত্রি) ৪ ক্রুদ্ধ।

"খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটং দদাতি।" (পা° ভাষ্য)

খণ্ডিকাদি (পুং) খণ্ডিক আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনীয় একটী গণ, ইহার উত্তর সমূহার্থে অঞ্ প্রত্যয় হয়। খণ্ডিক, বড়বা, ক্ষুদ্রক, (মালবশব্দের পরস্থিত) সেনা, (সংজ্ঞা বুঝাইলে) ভিক্ষুক, শুক, উলুক, শ্বন্, অহন্, যুগবরত্র ও হলবন্ধ এই কএকটী শব্দ লইয়া খণ্ডিকাদিগণ।

খণ্ডিত (ত্রি) ১ ভিন্ন। ২ ছিন্ন। ৩ দ্বিধাকৃত। পর্য্যায়—ছিন্ন, লুন, ছিত, দিত, ছেদিত, রক্ন, বৃক্ত। (হেম°)

"চন্দ্রে কলঙ্কঃ সুজনে দরিদ্রতা বিকাশলক্ষ্মীঃ কমলেষু চঞ্চলা।
মুখেঽপ্রসাদঃ সাধনেষু সর্ব্বদা যশো বিধাতুঃ কথয়ন্তি খণ্ডিতম্॥"
(শব্দার্থচি°)

৪ খণ্ডিতাঙ্গ, হীনাঙ্গ। ধর্ম্মশাস্ত্রকার শাতাতপের মতে দুষ্টবাদী পরজন্মে খণ্ডিতাঙ্গ হইয়া থাকে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রাহ্মণকে দুইপল রূপা ও দুইঘট দুগ্ধ দান করিতে হয়।

"দুষ্টবাদী খণ্ডিতঃ স্যাৎ স বৈ দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে।
রূপ্যং পলদ্বয়ং দুগ্ধং ঘটদ্বয়সমন্বিতম্॥" (শাতাতপ)

কোন কোন সংগ্রহকার "খণ্ডিত" স্থলে খণ্ডিক পাঠ করিয়া থাকেন।

খণ্ডিতা (স্ত্রী) খণ্ডিত-টাপ্। একপ্রকার নায়িকা।

* ইংরাজেরা ইহাকে Duke's nose বলিয়া থাকেন। ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের নাসিকার সহিত এই পাহাড়টীর তুলনা করা হয়।

"পাবকেতি [illegible] [illegible]॥" [illegible] গা প্রভৃতিতেও খণ্ডিতা নায়িকা "কথামিতা॥" সাহিত্যদর্পণ।

কোন নায়িকার পতি অপর কামিনীর সম্ভোগ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলে নায়িকার হৃদয় অতিশয় ঈর্ষ্যাকলুষিত হয়। পণ্ডিতগণ সেই নায়িকাকেই খণ্ডিতা বলিয়া থাকেন। খণ্ডিতা নায়িকার অস্ফুট আলাপ, চিন্তা, সন্তাপ, দীর্ঘনিশ্বাস, তুষ্ণীভাব ও অশ্রুপাতাদি চিহ্ন প্রকাশ পায়।

"আসিব বলিয়া গেলা অন্ত সঙ্গে হ'ল বেলা
শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া।
যেয়ি সঙ্গে কথা কয়া বঞ্চিলা অন্তরে লয়া
কণ্টেক করিলা তাব একান্তেরে ছলিয়া॥
ভিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ আলুথালু দেখি কেশ
দেখিয়া তোমায় তাব দেহ যায় জ্বলিয়া।
কে সাধিল মনোরথ খণ্ডিয়া পিরীতি-পথ
নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া॥"

ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী।

খণ্ডিনী (স্ত্রী) খণ্ডোঽস্ত্যা অস্তীতি খণ্ড-ইনি-ঙীপ্। যদ্বা খণ্ডয়তি আত্মানং দ্বীপপর্ব্বতসমুদ্রাদিব্যবচ্ছেদেন খড়ি-ণিনি-ঙীপ্। পৃথিবী। (শব্দরত্নাবলী)

খণ্ডিম [ন্] (পুং) খণ্ডভাবে ইমনিচ্ (পা ৫।১।১২২) খণ্ডতা, খণ্ডের ধর্ম্ম।

খণ্ডী [ন্] (ত্রি) খণ্ডয়তি খড়ি-ণিনি। ১ খণ্ডক, যে খণ্ড করে। খণ্ডোঽস্ত্যাস্তি খণ্ড-ইনি। ২ খণ্ডযুক্ত। (পুং) খণ্ডয়তি আত্মানং দ্বিদলরূপেণ খড়ি-ণিনি। বনমুদগ। (হেম°)

খণ্ডী (স্ত্রী) খড়ি-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বনমুদগ। (বাচস্পত্য)

খণ্ডীর (পুং) অপকৃষ্টাখণ্ডী তুণ্ডাদিত্বাৎ রঃ। পীতবর্ণ মুদগ। (হেম°)

খণ্ডু (ত্রি) খণ্ডয়তি খড়ি-উণ্। খণ্ডক। এই শব্দটা অরীহণাদি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর চতুরর্থে বুঞ্ প্রত্যয় হয়।

খণ্ডুল (Sterculia urens) একপ্রকার বৃক্ষ। ইহা হইতে গন্ধের মত আঠা বাহির হয়। গোরু বাছুরের অসুখ হইলে ইহার পাতা খাওয়াইয়া দেয়। ইহার কাঠ অত্যন্ত কোমল। ছাল হইতে দড়ি হয়। এই বৃক্ষ সিংহল ও দাক্ষিণাত্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। উহার যে পুষ্প হয়, তাহার মধ্যে একপ্রকার বীজ থাকে। উহা লোকে আহার করিয়া থাকে। পুষ্পের [illegible] কাটা, মধ্যে মধ্যে ছিদ্র আছে। ইহার ছাল [illegible] ও [illegible], [illegible] দিকে [illegible] লাল হয়। [illegible]

[illegible]

বলিয়া তাহার [illegible] হয় নাই। আঠা দেখিতে [illegible] ইন্দ্রিয়াত। আঠা বাহির হইয়া কতকটা কঠিন হইয়া যায়। জলে ভিজাইলে ফুলিয়া উঠে ও নরম হইয়া পড়ে। অধিকক্ষণ জ্বাল দিলে একেবারে গলিয়া যায়।

খণ্ডেরাও গাইকোবাড়, বরদার একজন রাজা। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নবেম্বর পুত্রহীন রাজা গণপতরাও গাইকোবাড়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা খণ্ডেরাও বরদার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরেই রাজ্যে সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। সেই সময় খণ্ডেরাও যথাসাধ্য ইংরাজরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ শান্তির পরে ইংরাজরাজ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। পূর্ব্বতন সন্ধি অনুসারে তাঁহাকে ইংরাজের "গুজরাট-অশ্বারোহী" সেনার ব্যয়স্বরূপ বৎসরে যে তিন লক্ষ টাকা দিতে হইত, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুনের পত্রে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই ব্যয়ভার হইতে অব্যাহতি দিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, ১১ই মার্চ্চ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে সনন্দ দান করেন, তাহাতে গাইকোবাড় রাজবংশে পুত্র অভাবে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। আর সেই সনন্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে His Highness উপাধিতে সম্বোধন করেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ পায় যে, কেহ তাঁহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিতেছে। সন্ধানে জানা যায় যে, ইহা তাঁহার ভ্রাতা মলহাররাওর কার্য্য। মলহাররাও সে জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। খণ্ডেরাওর জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে বাহির হইতে দেওয়া হয় নাই।

একজন সিপাহী তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় বলিয়া হস্তীর পদতলে ফেলিয়া তাহার প্রাণ-বিনাশের আদেশ করেন। এজন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি কিছু বিরক্ত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে খণ্ডেরাও একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে যান। কিন্তু সে কথা পূর্ব্বাহ্নে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে জানান নাই বলিয়া বোম্বাইয়ের গবর্ণর তাঁহাকে স্বেচ্ছায় মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে দেন নাই। শেষ দশায় খণ্ডেরাও নাকি কিছু অমিতব্যয়ী ও বিলাসপ্রিয় হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৮এ নবেম্বর কালগ্রাসে পতিত হন।

খণ্ডেরাও হোলকার (কণ্ডিরাও) ইন্দোরের প্রথম রাজা, মলহাররাওর পুত্র। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যমল জাঠের সহিত ডিগ নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, খণ্ডেরাও হোলকার তাহাতে নিহত হন। মালিরাও নামক তাঁহার এক পুত্র ছিল। [illegible] এই খণ্ডেরাওর পত্নী।

[illegible] [মলহাররাও দেখ।]

খণ্ডেরায়, ১ পরশুরামপ্রকাশ নামক স্মৃতিসংগ্রহকার; ইনি জাতিতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও নারায়ণপণ্ডিতের পুত্র। ইনি পরশুরামের আদেশে নিজ গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া গ্রন্থের নাম রাখেন "পরশুরামপ্রকাশ"। গ্রন্থের অপর নাম আচারোল্লাস।

২ সুভাষিতসুরক্রম নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইঁহার অপর নাম বাসবযতীন্দ্র।

খণ্ডোবা, দেবতাবিশেষ। দাক্ষিণাত্যে ইঁহার উপাসনা বিশেষ প্রচলিত। পুণা অঞ্চলের হিন্দুদিগের মধ্যে বিশ্বাস যে, খণ্ডোবা দাক্ষিণাত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কি ব্রাহ্মণ কি কাহার সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। খণ্ডোবা শব্দের অর্থ খাঁড়া বা অসির দেবতা। অর্থাৎ ভৈরবের ন্যায় ইনি তরবারিহস্তে দেশ রক্ষা করিয়া থাকেন। জেজুরিতে ইঁহার প্রধান মন্দির। তথায় লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে, মল্লারিরূপে ইনি অশ্বারোহণে আসিয়া মণি ও মল্লনামক অসুরকে বিনাশ করেন। সেইজন্য কোথাও তাঁহার অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি আছে। অশ্বের উপর খণ্ডোবা ও পত্নী মহালসা বাই উভয়ে উপবিষ্ট। অশ্বের সঙ্গে একটী কুকুর থাকে। কুকুর তাঁহার বাহন বলিয়া কুকুরখণ্ডি নামে ইঁহার পূজা দিতে হয়। আবার হরিদ্রায় তাঁহার অংশ আছে বলিয়া হলুদগাছ ভণ্ডার নামে পূজিত হয়। খণ্ডোবামূর্ত্তি ধাতুতে গঠিত হয়, প্রস্তর বা কাষ্ঠে নির্ম্মাণ করা নিষেধ। খণ্ডোবার পূজা করিলে বিঘ্ন নিবারণ হয়, পীড়া ইত্যাদি হয় না। রামোসি জাতি এই দেবতাকে বিশেষ ভক্তি করে। উহারা যদি হরিদ্রাহস্তে কোন অঙ্গীকার করে, তবে তাহার পালন করিতেই হয়।

পূর্ব্বকালে এই দেবতা মল্লারি নামে পূজিত হইতেন। আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে এই মল্লারিমতাবলম্বীদিগের প্রসঙ্গ আছে। (শঙ্করবিজয় ২৯ অঃ)

খণ্ডোবা, খণ্ডোয়া, মধ্যভারতের নিমার জেলার প্রধান সহর। পূর্ব্বে ভারতের উত্তর ও পূর্ব্বভাগ হইতে দাক্ষিণাত্যে যাইতে হইলে এই পথ দিয়া যাইতে হইত। পেনিনসুলার রেলের এখানে একটী ষ্টেসন হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টলেমি ইহাকে 'কগ্নবন্দ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আবুরিহাণ কৃত তারিখ-ই-হিন্দ গ্রন্থে কণ্ডরাহো নামে বর্ণিত। এখন নগরের মধ্যে দুইটী প্রধান রাস্তা। মধ্যস্থানে চৌরাস্তা। রাস্তার দুইধার দ্বিতলগৃহে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ছোট গলিপথ আছে। পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত বলিয়া ইহা পার্শ্বস্থ স্থান হইতে উচ্চ। নগরের উত্তরপশ্চিমকোণে একটী সমচতুকোণ পুষ্করিণী আছে। এক এক দিকে উহা ৬৯ হস্ত দীর্ঘ হইবে। এই পুষ্করিণীর নাম পদ্মকুণ্ড। ইহার পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর। প্রাচীরের স্থানে স্থানে বড় বড় কুলুঙ্গীর মত স্থান। তাহার উপরিভাগে ছোট ছোট শিলালিপি। তাহাতে ১১৮৯ সম্বৎ তারিখ দেওয়া আছে। কোথাও ভৈরব ও কোথাও বা নন্দীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। পদ্মকুণ্ডের মধ্যে একটী মন্দিরের একস্থানে মেজের উপর একটী খোদিত লিপি আছে, উহা জলের ভিতর। লোকের বিশ্বাস যে, ঐ প্রস্তরের নিম্নে ধনরত্ন আছে। শুনা যায়, ইতিপূর্ব্বে কোন সময়ে নাগপুর, হুসঙ্গাবাদ ও খণ্ডোবার তিনজন বলবান লোক ঐ প্রস্তর কাটিতে থাকে। প্রস্তর কাটিতে কাটিতে উহারা পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লোকেরা বলে, অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বধ করেন। পদ্মকুণ্ডে অনেকগুলি শিলালিপি আছে। লেখা অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে। 'মূর্ত্তি জলশ্যাম" "মূর্ত্তিশ্রী" এইরূপ কএকটী নাম মাত্র পড়া যায়।

নিকটেই পদ্মেশ্বরের একটী মন্দির আছে। তাহাতে পদ্মেশ্বরদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ব্যতীত আরও কএকটী মূর্ত্তি দেখা যায়। এ মন্দিরটী নূতন বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ পদ্মেশ্বরের পুরাতন একটী মন্দির ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন মন্দিরটী গঠিত হইয়াছে। এস্থান হইতে উত্তরপশ্চিমদিকে গমন করিলে ভৈরবতাল নামক সরোবর দেখা যায়। ঐ সরোবর এক এক দিকে ৪০০ হস্ত হইবে। নগরের দক্ষিণপশ্চিমে কুলালকুণ্ডনামক পুষ্করিণী। ইহার এক একদিক্ ৩০ হস্তের অধিক নহে। দক্ষিণ-পশ্চিমে রেলওয়ের লৌহসেতুর নিকট ভীমকুণ্ড ও উত্তরপশ্চিমে সূর্য্যকুণ্ড। কুলালকুণ্ডের নিকট তুলজাদেবীর মন্দির। প্রতি পৌষমাসের পূর্ণিমায় এখানে মেলা হয়। ঐ মন্দিরের নিকট একটী প্রকাণ্ড গণেশমূর্ত্তি আছে, তাহার শুণ্ডের উপর কএকটী ছোট ছোট মূর্ত্তি দেখা যায়।

কেহ কেহ ইহাকে মহাভারতোক্ত "খাণ্ডব" বলিয়া মনে করেন। [খাণ্ডব দেখ।]

এই নগরে ১১ শত বর্ষের প্রাচীন একটী জৈন দেবমন্দিরও আছে।

খত্ত (পারসীক) ১ দলিল, চুক্তিপত্র। ২ টাকা ধার লইয়া যে পত্রে ঋণগ্রহীতা তাহার পরিশোধের কাল ও নিয়ম লিখিয়া মহাজনকে দিয়া থাকে। ৩ দোষী ব্যক্তির পুনর্ব্বার 'সেরূপ কর্ম্ম করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নাক কাণ মাটীতে ঠেকাইয়া দুষ্কর্ম্ম স্বীকার।

"গিয়া তিনকাল শেষে এই হাল খত বা নাকে লিখিব।"
(বিদ্যাসুন্দর)

৪ জঙ্গল কাটা জমি, জঙ্গল পরিষ্কারকারীর পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি।

খতম্ (পারসীক) শেষ, বিশ্রান্তি, বিরাম।

খত্তমি (দেশজ) একপ্রকার বীজ। (The seed of the common hollyhook)

খতর্ (আরবী) ১ বিপদ্। ২ স্মরণ। ৩ গ্রামের পশ্চাদ্‌ভাগ, যেখানে ময়লা ফেলা হয়।

খতান (দেশজ) গণন, হিসাবের নিশ্চয় করণ।

খতমাল (পুং) খে আকাশে তমাল ইব। ১ ধূম। ২ মেঘ।

খতিয়ান্ (যাবনিক) ১ যে কাগজে প্রজাদিগের জমী-জমা বিশেষ করিয়া নিরূপিত হয় ও যাহাতে খাজনা নিরূপণ ও আয়ের হিসাব লিখিত হয়। ২ হিসাব-বহি।

খতিরি (হিন্দী) নদীকূলের বালুময় জমি। তাহাতে জল-সেচন ও সার দিয়া শস্য উৎপাদন করিতে হয়। কখন্ নদীর জল উঠিয়া শস্য প্লাবিত করিবে তাহার নিশ্চয় নাই বলিয়া ইহার জন্য অতি অল্প খাজনা দিতে হয়।

খতিব, মুসলমানদিগের যাহারা খুতবা পাঠ করে। [খুতবা দেখ]

খদ (পুং) খদ্ বাহুলকাৎ ভাবে অপ্। ১ স্থিরতা। ২ বধ।

খদিকা (স্ত্রী) খে ভর্জনপাত্রাদূর্দ্ধ আকাশে দীয়তে খ-দো-ক টাপ্ ততঃ সংজ্ঞার্থে কন্ অত ইত্বঞ্চ। লাজা, খই।

খদিজা, মহম্মদের প্রথমা পত্নী। খদিজা একজন আরবদেশীয় সম্পত্তিশালিনী বিধবা রমণী। আরবদেশের প্রথানুসারে খদিজার বাণিজ্য-ব্যবসা ছিল। খদিজার বাণিজ্যের দ্রব্যাদি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই হইয়া আরব ও তুরস্কের অন্তর্গত সিরিয়া প্রদেশের হাটে যাইত। মহম্মদ তখন বালক, মাঠে মাঠে পশু চরাইয়া বেড়াইতেন। খদিজার একজন উষ্ট্রচালকের প্রয়োজন হইলে তিনি মহম্মদকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। মহম্মদের কার্য্যে দক্ষতা দেখিয়া অল্প দিন পরে তাঁহার পদোন্নতি হইল, খদিজা ক্রমে পণ্যদ্রব্যের সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন। তাঁহার সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া খদিজা তাঁহাকে এল্ আমিন উপাধি দান করেন। এল্ আমিন অর্থে সৎলোক বুঝায়। মহম্মদের বয়স তখন প্রায় ২৫ বৎসর। মহম্মদের কোমল সুন্দর গঠন যৌবনের পূর্ণতায় বিকশিত হইয়া মনোহর হইয়াছিল; খদিজার বয়স তখন প্রায় ৪০ বৎসর হইলেও রূপে বা গুণে মুগ্ধ হইয়া মহম্মদকে পতিত্বে বরণ করিলেন। বিবাহের এগার বৎসর পরে তাঁহাদের ফতিমা নাম্নী একটী কন্যা হয়, ক্রমে আরও সন্তান হইয়াছিল। কিন্তু তিনটী কন্যা ব্যতীত আর সকলেই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৬১৯ খৃষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে খদিজার মৃত্যু হয়। খদিজার গোরস্থান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রিগণ উহা দেখিতে গিয়া থাকেন। গোরের উপর একটী প্রস্তরে কোরাণ হইতে একটী শ্লোক খোদিত আছে। মহম্মদ পরে অন্যান্য রমণীকে বিবাহ করিলেও খদিজাকে যে অধিক ভালবাসিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। [মহম্মদ দেখ।]

খদিম (আরবী) ১ ভৃত্য। এদেশে মসজিদ প্রভৃতি যাহাদের জিম্মায় থাকে, তাহাদিগকে খদিম বলে।

২ আরবদেশে খদিম নামে একপ্রকার স্বতন্ত্র জাতি আছে। যেমেন প্রদেশে ইহাদের বাস। আফ্রিকার সমুদ্র-তীরস্থ লোকের সঙ্গে ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য যত আরবদিগের সহিত তত নহে। ইহাদের চুল সমান অর্থাৎ কোঁকড়ান নহে, শরীরের বর্ণ কাল, নাসিকা পক্ষিচঞ্চুর ন্যায়। ওষ্ঠ পুরু। আরবদেশে ইহারা নীচজাতীয় বলিয়া গণ্য। আরবদিগের সহিত ইহাদিগের আহার-ব্যবহার বা আদান-প্রদান নাই। ইহারা বাদ্যকর বা কামারের কার্য্য করে।

খদির (পুং) খদ-কিরচ্ নিপাতনে সাধুঃ। (অজিরশিশির-শিথিলস্থিরস্ফিরস্থবিরখদিরাঃ। উণ্ ১।৫৪) ১ বৃক্ষ-বিশেষ, খএর গাছ। পর্য্যায়—গায়ত্রী, বালতনয়, দন্তধাবন, তিক্তসার, কণ্টকীদ্রুম, বালপত্র, খদ্দপত্রী, ক্ষিতিক্ষম, সুশল্য, বক্রকণ্ঠ, যজ্ঞাঙ্গ, জিহ্বাশল্য, কণ্ঠী, সারদ্রুম, কুষ্ঠারি, বহুসার, মেধ্য, বালপুত্র, রক্তসার, কর্কটী, জিহ্বশল্য, কুষ্টহৃৎ, বালপত্রক ও যূপদ্রুম। হিন্দীতে খয়ের, দক্ষিণে কঠিকির, পঞ্জাবে খয়েচ্, তৈলঙ্গে খদিরমু বা পোদলামনু, তামিল বোদলয়, সিংহলী কিহিরি, ব্রহ্মে শ-বিন্ ও বৈজ্ঞানিক নাম Acacia Catechu। খদিরবৃক্ষ এক একটী ১০ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। এই গাছ ভারতের সমতল ভূমিতে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার কাঠ বড় শক্ত ও স্থায়ী, শীঘ্র ঘুণ ধরে না, ইহাতে কড়ি বরগা, ঢাল ও তরবারের হাতল, লাঙ্গল, তুলার কল, শকট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে খদির বৃক্ষে ফুল ধরে, শীতকালে বীজ পাকে। সিংহলীদিগের বিশ্বাস ইহার বৃক্ষনির্যাস রক্তপরিষ্কারক। ইহার কাথ হইতে খএর পাওয়া যায়। ইংরাজীতে ইহাকে Catechu or Terra Japonica বলে। বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ সার লইয়া কোন মাটীর পাত্রে সিদ্ধ করিলে পরিষ্কার সুরা বাহির হয়, উহা জমাট বাঁধিতে থাকিলে মাটীর ছাঁচে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহার সার বস্ত্রাদি রঙ্ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ সঙ্কোচক, ব্রণ, উপদংশ ও ক্ষতরোগে ফলদায়ক। সবিচ্ছেদ জ্বর শীতাদ, লালানিঃসরণ, আলজিহ্বার শিথিলতা, তালুর পার্শ্ব-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, জ্বর প্রভৃতি রোগে উপকারী। শ্বেতপ্রদর ও অসৃগ্দর হইলে ইহার পিচ্‌কারী দেওয়া যাইতে পারে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—তিক্তরস, শীতল, পিত্ত, কফ, কুষ্ঠ, কাস, রক্তদোষ, শোথ, কণ্ডু, ব্রণনাশক এবং পাচন। (রাজনি°।) বিসর্প, বেদনা, মেহ ও মেদনাশক। (রাজবল্লভ।) ভাবপ্রকাশের মতে—খদির শীতবীর্য্য, দন্তের হিতকারক, তিক্ত-কষায় রসযুক্ত এবং কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদদোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আমদোষ, পিত্ত, রক্তদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও কফনাশক। খদির দুই প্রকার, রক্তসার ও শ্বেতসার। রক্তসারের কথাই পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শ্বেতসার খদিরকে চলিত কথায় পাপড়ী খয়ের বলে। ইহার গুণ—বর্ণ-পরিষ্কারক, মুখরোগ, রক্তদোষ ও কফনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ১ ভাগ।) শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, প্রজাপতির প্রাণ তাঁহার শরীর পরিত্যাগ করিলে অস্থি হইতে খদির উৎপন্ন হয়, এই কারণেই খদির অতিশয় কঠিন হইয়াছে। (শতব্রা° ১৩।৪।৪।৯) খদতি হন্তি শত্রূন্ খদ-কিরচ্। ২ ইন্দ্র। (ত্রিকাণ্ড°) খে আকাশে দীর্য্যতে ইষ্টাপূর্ত্তকারিভির্ষত্তঃ অপাদানে কিরচ্। ৩ চন্দ্র। যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সেই পুণ্যবলে জলময় শরীর ধারণ করিয়া চন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। পুণ্যের অবসানে চন্দ্রলোক হইতে আকাশে পতিত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি অনুসারে খদির শব্দে চন্দ্রমণ্ডল বুঝায়। [অবরোহ দেখ।] ৪ একজন ঋষি। এই শব্দটী অশ্বাদিগণান্তর্গত। গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ফঞ্ হয়। (পা ৪।১।১১০)

খদিরক (পুং) খদির এব খদির স্বার্থে কন্। খদির।

খদিরকষায় (পুং) ঔষধবিশেষ, খদিরকাথ। লৌহ ও মুথা চূর্ণের সহিত ইহা সেবন করিলে হলীমক রোগ বিনাশ হয়। (বৈদ্যক)

খদিরপত্রিকা (স্ত্রী) খদিরস্য পত্রমিব পত্রমস্যাঃ বহুব্রী, কপ্, টাপ্ অত ইত্বং চ। ২ অরিমেদ বৃক্ষ, গুয়েবাবলা। ২ লজ্জালুলতা। (রাজনি°)

খদিরপত্রী (স্ত্রী) খদিরস্য পত্রমিব পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী বিকল্পে ন কপ্ প্রত্যয়ঃ ততঃ ঙীপ্। লজ্জালুলতা। (জটাধর)

খদিরময় (ত্রি) খদিরস্য বিকারঃ খদির-ময়ট্। খদির কাষ্ঠ-নির্ম্মিত।

খদিরবণ (স্ত্রী) খদিরাণাং বনং ণত্ব ণত্বক। (পা ৮।৪।৫)। খয়েরের বন।

খদিরসার (পুং) খদিরস্য সারঃ নির্য্যাসঃ ৬তৎ। খদির-নির্য্যাস, খএর।

"বিনা খদিরসারেণ হারেণ হরিণী দৃশাম্।
নাধরে জায়তে রাগো নানুরাগঃ পয়োধরে।" (উদ্ভট)

খদিরা (স্ত্রী) খদিরস্তৎ পত্রাকারোঽস্ত্যস্যাঃ পত্রে খদির-অচ্-টাপ্। লজ্জালুলতা। (রাজনি°)

খদিরাষ্টক (পুং) ঔষধবিশেষ। খদির, ত্রিফলা, নিম্ব, পলতা, গুলঞ্চ, বাসক, এই আটটী পদার্থকে খদিরাষ্টক বলে। ইহাদের কাথ পান করিলে হাম, বসন্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও কণ্ডু প্রভৃতি নষ্ট হয়। (বৈদ্যক)

খদিরাদ্য (পুং) ঔষধবিশেষ। খদির ও ত্রিফলার কাথকে খদিরাদ্য বলে। মহিষঘৃত ও বিড়ঙ্গ চূর্ণের সহিত পান করিলে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়। (বৈদ্যক)

খদিরিকা (স্ত্রী) খদিরঃ খদিররসেন তুল্যোরসোঽস্ত্যস্যাঃ খদির-ঠন্-টাপ্। ১ লাক্ষা, লা। ২ লজ্জালুলতা। (রাজনি°)

খদিরী (স্ত্রী) খদ-কিরচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ লজ্জালুলতা। পর্য্যায়—নমস্কারী গণ্ডকালী, সভঙ্গা, গণ্ডকারী, শমীপত্রা, রক্তপত্রী, অঞ্জলিকারিকা, রাম্না। কাহারও মতে খদিরী শব্দের অর্থ খদিরী শাক, যাহাকে চলিত কথায় লাজালু বলে। (অমরটী° ভরত) ২ লতাবিশেষ, হাড়যোড়া। (জটাধর।)

খদিরীয় (ত্রি) খদিরস্য সন্নিহিতো দেশাদিঃ খদির চাতুরর্থিক ছ। খদিরের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

খদিরোপম (পুং) খদির উপমা যস্য বহুব্রী। কদর। (রত্নমালা) চলিত কথায় কাঁটা-বাবলা বলে।

খদূরক (পুং) খদ বাহুলকাৎ উরচ্ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী শিবাদিগণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে অণ্ প্রত্যয় হয়।

খদূরবাসিনী (স্ত্রী) খে আকাশে দূরে বসতি বস-ণিনি ততো ঙীপ্। বুদ্ধশক্তিবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

খদ্য (ত্রি) খদায় হিতং খদ-যৎ ('উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) স্থিরতা বিষয়ে হিতকর।

খদ্যপত্রী (স্ত্রী) খদ্যং পত্রমস্য বহুব্রী। ততোগৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। খদির। (রাজবল্লভ)

খদ্যোত (পুং) খে আকাশে দ্যোততে দ্যুত-অচ্। ১ কীটবিশেষ, জোনাকী পোকা। পর্য্যায়—জ্যোতিরিঙ্গণ, খজ্যোতি, প্রভাকীট, উপসূর্য্যক, ধ্বান্তোন্মেষ, তমোমণি, দৃষ্টিবন্ধু,

"বিদিতমনন্তসমস্তং তবজগদাত্মনো জনৈরিহ চরিতম্।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥"

(ভাগবত ৬।১৬।৪৬।) খং আকাশং দ্যোতয়তি প্রভাযুক্তং করোতি খ-দ্যুত-ণিচ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ২ সূর্য্য।

"খদ্যোতাবিমু খৌ চাত্র নেত্রে একত্র নির্ম্মিতে।
রূপং বিভ্রাজিতং তাভ্যাং বিচষ্টে চক্ষুরেশ্বরঃ ॥"
(ভাগবত ৪।২৯।১০)

খদ্যোতক (পুং) খদ্যোত ইব কায়তি কৈ-কঃ। যদ্বা খদ্যোত সংজ্ঞার্থে কন্। ১ এক প্রকার বৃক্ষ, ইহার ফল অতিশয় বিষাক্ত। (সুশ্রুত কল্প ২ অঃ) (পুং) খদ্যোত-স্বার্থে কন্। ২ সূর্য্য।

খদ্যোতন (পুং) খং আকাশং দ্যোতয়তি দ্যুত-ণিচ্-ল্যু। সূর্য্য। (জটাধর)

খধূপ (পুং) খং আকাশং ধূপয়তি-ধূপ-অণ্ উপপদ সং। আকাশগামী অগ্নিশিখাযুক্ত পদার্থবিশেষ, হাউই।

"উল্কাম্প্রচক্রুর্নগরস্য মার্গান্
ধ্বজান্ববন্ধু র্মুমুচুঃ খধূপান্।" (ভট্টি ৩৫।)

খনক (পুং) খন-বুন্ (শিল্পিনিষ্বুন্। পা ৩।১।১৪৫) ১ মূষিক। ২ সন্ধিতস্কর, সিন্দেলচোর। (ত্রি) ৩ ভূমিবিদারক, যে ভূমি খনন করে।

"বিদুরস্য সুহৃৎ কশ্চিৎ খনকঃ কুশলো নরঃ ॥"
(ভারত ১।১৪৮।১)

(পুং) ৪ স্বর্ণাদির উৎপত্তিস্থান, আকর।

"পুরী সমন্তাদ্ বিহিতা সপতাকা সতোরণা।
স চক্রা সহুড়া চৈব সযন্ত্রখনকা তথা।" (ভারত ৩।১৫ অঃ)

৫ ভূতত্ত্বজ্ঞ। ৬ স্বর্ণাদির উৎপত্তিস্থানজ্ঞ।

খনন (ক্লী) খন-ল্যুট্। ১ খাতকরণ। ২ খোঁড়ন। ৩ আকর হইতে ধাতু, মণি প্রভৃতি বাহির করণ।

খননীয় (ত্রি) খন-অনীয়র্। যাহা খনন করা হইবে।

খনপান (পুং) অনুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ। (ভাগবত ৯।২৩।৩)

খনবাখাল (খাঁ বা খাল) পঞ্জাবের শতদ্রু নদীর একটী খাল। নদীতে বন্যা হইলে বন্যার জল এই খাল দিয়া যায়। পূর্ব্বে এইখানে একটী স্বতন্ত্র নদী ছিল। তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। শতদ্রু হইতে একটী খাল কাটিয়া এই পুরাতন নদীতলের সহিত যুক্ত করিয়া দিলে পুরাতন নদীগর্ভ দিয়া খালের জল প্রবাহিত হয়। কথিত আছে, সম্রাট্ অকবরশাহের সময়ে খাখামন এই প্রদেশের জমিদার ছিলেন। তিনিই নাকি এই খাল কাটাইয়া দেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইহার মুখ বুজিয়া যায়। মহারাজ রণজিৎ-সিংহের পুত্র মহারাজ খড়্গসিংহ অন্যান্য জমিদারদিগের নিকট হইতে টাকা তুলিয়া আবার কাটাইয়া দেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সেরসিংহ আর একবার ভালরূপ কাটাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী করেন। এই সময়ে খালের জল কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করিলে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর প্রদেশটী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট-হস্তে আসিলে ইহা খাল-বিভাগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। খালটী লাহোর জেলার মধ্যে মামোকি নামক স্থানে শতদ্রুনদী হইতে আরম্ভ হইয়া খাপাই নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে।

খনয়িত্রী (স্ত্রী) খন-ণিচ্-বৃদ্ধ্যভাবঃ ততঃ তৃচ্-ঙীপ্। অস্ত্র-বিশেষ, খুন্তী। নারদপঞ্চরাত্রে যাত্রাকালে খনয়িত্রী চালন করিবার বিধান আছে।

"খনয়িত্রী শুভা যাত্রা জয়ার্থং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিভিঃ।
পঞ্চবর্ণাংশুকযুতা চালনীয়া পুরঃ স্থিতা ॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

খনা (দেশজ) ১ যে নাসিকাযোগে কথা কহে। ২ একজন বিদুষী রমণী। প্রবাদ এইরূপ, ইনি সিংহলদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ মিহিরের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মিহিরের পিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। মিহিরের জন্মের পর তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, মিহিরের এক বৎসর মাত্র পরমায়ুঃ। তিনি স্বচক্ষে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে ইচ্ছা না করিয়া একটী তাম্র-পাত্রে করিয়া মিহিরকে সমুদ্রজলে ভাসাইয়া দেন। দৈব-ক্রমে সেই পাত্রটী যাইয়া সিংহলদ্বীপে উপস্থিত হয়। কতক-গুলি রাক্ষসীর সহিত খনা স্নান করিতেছিলেন, হঠাৎ একটী পাত্রের মধ্যে সুন্দর বালকটীকে দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া আনিলেন। খনা পূর্ব্বেই রাক্ষসীদের নিকটে জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং জ্যোতিষে তাঁহার অতিশয় দক্ষতা হইয়া-ছিল। তিনি আপনার বিদ্যাবলে গণিয়া দেখিলেন যে, এই বালকটীর পরমায়ু ১০০ বৎসর, ইহার পিতা ভ্রমে পড়িয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। খনা বালকটীকে প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীদের নিকটে ঐ বালকও জ্যোতিঃশাস্ত্র অভ্যাস করে। পরে খনা তাঁহাকে বিবাহ করেন। অনেকদিন পরে মিহির খনার মুখে আপনার বৃত্তান্ত শুনিয়া জন্মভূমি দেখিতে উৎসুক হইলেন। খনাও তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহারা আসিবার সময় জ্যোতিষের পুথি সংগ্রহ করিয়া এই দেশে আনয়ন করেন। রাক্ষসীরা অনেক খোঁয়াখুঁয়ি করে, তাহাতে কতক পুথি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা এই দেশে আসিয়া মিহিরের পিতার নিকটে উপ-

স্থিত হইয়া পরিচয় দেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তিনি তখন আবার আপনার পুত্রের আয়ুর্গণনা করিতে আরম্ভ করেন, এবারেও গণনায় ১ বৎসর মাত্রই পরমায়ুঃ হয়। তখন খনা বলিলেন—

"কিসের তিথি কিসের বার জন্মনক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন পলকে আয়ুঃ বার দিন॥"

খনার এইরূপ কথা শুনিয়া মিহিরের পিতার ভ্রান্তি দূর হইল, তিনি মিহির ও খনাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

কথিত আছে যে, ইহার পর খনা পতি ও শ্বশুরের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে পিতার ন্যায় পুত্র মিহিরও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন এবং অন্যতম রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য বরাহকে আকাশের নক্ষত্র গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। পিতা-পুত্রে তাহা না পারিয়া রাজার নিকট এক দিন সময় চাহিলেন। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া খনাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলে তিনি সমস্ত শুনিয়া অনায়াসে তাহা গণিয়া দিলেন। রাজা প্রকৃত উত্তর পাইয়া অনুসন্ধানে খনার পরিচয় পাইলেন। অতঃপর খনাকে আপনার সভার আর একটী 'রত্ন' করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত বরাহকে বলিয়া দিলেন। বরাহ কলঙ্কের ভয়ে পুত্রকে খনার জিহ্বা ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। মিহির তাহাতে ইতস্ততঃ করায় খনা আপনার আসন্ন মৃত্যু গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়া স্বামীকে পিতার আদেশ পালন করিতে বলিলেন। জিহ্বা ছিন্ন হইবার কিছুক্ষণ পরেই খনা পঞ্চত্ব লাভ করেন।

এই সকল কিংবদন্তীর মূলে কিছু মাত্র সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ বরাহকে মিহিরের পিতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের সভার রত্ন বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নবরত্ন ছিলেন, তাঁহাদের নাম—

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ। খ্যাতোবরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥" (জ্যোতির্ব্বিদাভরণ)

এই শ্লোকে 'বরাহমিহিরো' শব্দটী এক বচনান্ত, সুতরাং বরাহমিহির এক ব্যক্তির নাম, দুই ব্যক্তির নাম নহে। আর বরাহমিহির বিভিন্ন ব্যক্তির নাম হইলে, নবরত্ন না হইয়া দশরত্ন হয়।

খনার নামে যে সকল বচন প্রচলিত আছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। খনা বরাহমিহিরের পত্নী হইলে কখনই বাঙ্গালা ভাষায় জ্যোতিষ-বচন রচনা করিতেন না। খনার বচন ও তাঁহার ভাষা দৃষ্টে বোধ হয় যে, খনা স্ত্রীলোকই হউন আর পুরুষই হউন বঙ্গদেশের লোক বটে, সম্ভবতঃ তিন চারি শত বর্ষের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাবকাল। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। খনার বচন নামে যে সকল জ্যোতিষ-বচন প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশ বরাহমিহিরের জাতকাদি জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত অনেকটা ঐক্য আছে, এইজন্যই বোধ হয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ খনাকে মিহিরের পত্নী বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকিবেন।

নিম্নে কতকগুলি খনার বচন উদ্ধৃত হইল।

(১) পরমায়ুঃ-গণনা—

কিসের তিথি কিসের বার
জন্ম-নক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন
পলকে আয়ুঃ বার দিন।
নরা গজা বিশে শয়
তার অর্দ্ধ বহে হয়।
বাইশ বলদা তের ছাগলা
দেখে শুনে বরা পাগলা॥

(২) চন্দ্রগ্রহণ-গণনা—

যে যে মাসে যে যে রাশি,
তার সপ্তমে থাকে শশী।
যদি হয় পৌর্ণমাসী
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী।
দুই তিন পাঁচ ছয়,
একাদশে দেখতে হয়।
কিন্তু যদি জন্ম-বধ
তবে তারে কর রদ॥

(৩) জন্মলগ্নের শুভাশুভ-গণনা—

সূর্য্য কুজে রাহু মিলে,
গাছে দড়ি বন্ধন গলে।
যদি রাখে ত্রিদশনাথ,
তবু সে পায় নীচের ভাত॥

(৪) দম্পতীর মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যু-গণনা—

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা
নামে নামে করি সমতা।
তিন দিয়ে হরে আন,
তাহে মরা বাঁচা জান।

একে শূন্যে মরে পতি,
দুই থাকিলে মরে যুবতী ॥

(৫) তিথি-গণনা—
খালি ছাগলা বৃষে চাঁদা
মিথুনে পূরিয়া বেদা।
সিংহে বসু কর কি ব'সে,
আর সব পূরিবে দশে ॥

(৬) গর্ভস্থ সন্তান-পরীক্ষা—
বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ
পেটের ছেলে গ'ণে আন।
নামে মাসে ক'রে এক,
আটে হ'রে সন্তান দেখ।
এক তিন থাকে বাণ,
তবে নারীর পুত্র জ্ঞান।
দুই চারি থাকে ছয়,
অবশ্য তার কন্যা হয়।
যদি থাকে শূন্য সাত,
তবে নারীর গর্ভপাত ॥

(৭) রবিবার-দোষে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির লক্ষণ—
পাঁচ রবি মাসে পায়।
ঝরা কিম্বা খরায় যায় ॥

খনি (ত্রি) খন্-ই (খনিকষ্যাজ্যসিবসিবনিসনিধ্বনিগ্রন্থি-চরিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৩৯) ১ খনন।

"যোহস্যাগ্নি রতি তং সৃজামি ম্রোকং খনিং তনূদূষিম্।"
(অথর্ব্ব ১৬।১।৭)

(স্ত্রী) ভূগর্ভের যে স্থান খনন করিয়া মনুষ্য ধাতু, প্রস্তর বা মূল্যবান্ মৃত্তিকাদি উত্তোলন করে, তাহাকে খনি বলে। বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে খনিকার্য্য চলিতেছে। খনি হইতে কিরূপে রত্ন সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসী জানিতেন। বাষ্পীয়যন্ত্রের প্রভাবে এক্ষণে এই কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কঠিন পর্ব্বত-গাত্র বা সমতল ভূমি ভেদ করিয়া পৃথিবীর অতি গভীর প্রদেশে অবতরণ করিয়া, আজ কাল মনুষ্যেরা নানা ধাতু উত্তোলন করিতেছে। কেবল স্বর্ণ প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক ধাতু বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায়, নতুবা আর সমুদয় ধাতু নানাপদার্থের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবিশুদ্ধ ধাতুকে আকর (Ore) বলে। নানা উপায়ে অপরাপর পদার্থকে পৃথক্ করিয়া আকর হইতে বিশুদ্ধ ধাতুটুকু বাহির করিয়া লইতে হয়। কোথায়, কি ভাবে, কি পরিমাণে, কোন্ ধাতু থাকিবার সম্ভাবনা তাহা ভূতত্ত্ব (Geology) বিদ্যার সহায়তায় জানিতে পারা যায়। যে সমুদয় উপায় অবলম্বনে ভূ-গহ্বর হইতে ধাতুর আকর উপরে তুলিতে পারা যায়, তাহাকে খনিকার্য্য (Mining) বলে। যে বিদ্যার সহায়তায় আকর হইতে অপরাপর পদার্থ পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধ ধাতু বাহির করিতে পারা যায়, তাহাকে ধাতুতত্ত্ব (Metallurgy) বলে। ধাতু ব্যতীত, স্লেট্ ও অপরাপর প্রস্তর, পাথুরে কয়লা, নানাবর্ণে রঞ্জিত মৃত্তিকা প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুও খনি হইতে সংগৃহীত হয়।

পৃথিবী-নিম্নে খনিজ পদার্থ স্তরে স্তরে (Strata) সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করে, অথবা প্রাচীরসদৃশ প্রস্তররাশির মধ্যে শিরা (Vein) ভাবে শায়িত হইয়া থাকে। পৃথিবীর কোন্ স্থানে, কি ভাবে, কি পরিমাণে খনিজ পদার্থ অবস্থিত আছে, তথা হইতে আকর উত্তোলন করিলে লাভ হইতে পারে কি না, এই সমুদায় বিষয় নির্দ্দেশ করা অতি কঠিন। এইরূপ অনুসন্ধানকে ইংরাজিতে Prospecting বলে। পৃথিবীর নিম্নে যে ধাতু লুক্কায়িত আছে, কখনও কখনও তাহার কিয়দংশ জলস্রোতে বা অপর কোনও কারণে আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আকর উপরে উঠিয়া পড়িলে তাহাকে "ভাসা-আকর" (Out-crop) বলে। এইরূপ ভাসা-আকর দেখিয়া বিচক্ষণ খনকেরা আকরের মূলদেশ অনায়াসে স্থির করিতে পারেন। কিন্তু যে স্থানে খনিজ পদার্থ এইরূপ ভাসিয়া না থাকে, সেখানে অনেক অনুসন্ধানের পর তবে ভূনিম্নস্থ ধাতুর অস্তিত্ব স্থির করিতে পারা যায়। কোনও স্থানে কোনও রূপ ধাতু থাকিবার চিহ্ন ভূতত্ত্ববিদ্যার সহায়তায় নির্দ্দিষ্ট হইলে, খনিকার যাইয়া সেই স্থানে অনুসন্ধান (Prospecting) আরম্ভ করেন। প্রথমে সেই স্থানের মৃত্তিকা ও নিকটস্থ নদীনালার বালুকা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। অণুবীক্ষণ ও রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা সেই মৃত্তিকা ও বালুকাতে যদি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধাতুর কণার অস্তিত্ব দেখিতে পান, তাহা হইলে তাহা যে উপরিস্থ পর্ব্বতাদি হইতে ধুইয়া আসিতেছে এইরূপ স্থির করেন। তাহার পর কোথা হইতে সেই ধাতু ধুইয়া আসিতেছে সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। পৃথিবীগাত্রে নানাস্থানে অতি গভীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া ও তলদেশ হইতে মাটী তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এইরূপ পৃথিবীতে ছিদ্র করিবার নানা যন্ত্র আছে। ইহাকে Boring apparatus বলে। এইরূপ পরীক্ষা করিয়া আকরের প্রকৃত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার পর খনির কার্য্য

আরম্ভ করিতে হয়। উপর হইতে যত নিম্নে আকর (Ore) আছে, প্রথমে সেই পর্যান্ত কূপ খনন করিতে হয়। পৃথিবী-নিম্নে আকর যে ভাবে থাকে, কূপও সেই ভাবে খনন করিতে হয়। এই কূপ কোথাও বা সরল ভাবে, কোথাও বা তির্য্যক্ ভাবে পৃথিবীর নিম্নে গমন করে। তাহার পর পৃথিবীর নিম্নে অনেকানেক সুড়ঙ্গ করিয়া আকর খনন করিতে হয়।

সামান্য একটী কূপ খনন করিলে কত জল বাহির হয়, খনির ভিতর তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে জল বাহির হইয়া পড়ে। অনেক স্থানে এই জল ক্রমে একত্র হইয়া স্রোতের আকার ধারণ করে। খনির কূপ যতটুকু আবশ্যক, অনেকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর গভীর করিয়া খনন করে। এই গভীর স্থানে জল গিয়া জমে। কূপের এক পার্শ্বে দমকল বসাইয়া এই জল তুলিয়া ফেলে। খনির ভিতর বিশুদ্ধ বায়ুর বিশেষ প্রয়োজন। বিশুদ্ধ বায়ু না থাকিলে মজুরেরা কাজ করিতে পারে না। সে নিমিত্ত আজকাল প্রায় সকল খনিতে একটীর অধিক কূপ থাকে। একটী কূপের তলদেশে রাত্রি দিন প্রখর অগ্নি প্রজ্জলিত রাখিতে হয়। সে স্থানের বায়ু লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া পড়ে। এইরূপ ক্রমে যেরূপ এক দিক্ দিয়া খনি বায়ু শূন্য হইতে থাকে, সেইরূপ অপর কূপ দিয়া উপর হইতে বিশুদ্ধ বায়ু খনির ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে। সুতরাং এইরূপ উপায় অবলম্বনে খনির ভিতর বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব হয় না।

কয়লার খনিতে এইরূপ সুড়ঙ্গ অনেক থাকে। মাটীর ভিতর পাথুরে কয়লার খনি একবারে ফাঁপা মাঠের মত নয়। সহরে যেরূপ চারিদিকে রাস্তা ও গলি থাকে, সেইরূপ রাস্তা ও গলির মত চারিদিকে সুড়ঙ্গ করিয়া লোকে কয়লা বাহির করে। মাঝে মাঝে যে প্রাচীর থাকে, তাহাই স্তম্ভের কার্য্য করে। ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে না। অনেক খনিতে এত সুড়ঙ্গ থাকে, যে সে সমুদয় একত্র করিয়া যোড়া দিলে বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ হইয়া পড়ে। উত্তম-রূপে সুড়ঙ্গ মধ্যে বায়ুসঞ্চালনের নিমিত্ত কোন কোন সুড়ঙ্গ কপাট দ্বারা আবদ্ধ রাখিতে হয়। অল্পদিন পূর্ব্বে বিলাতে এইরূপ কপাটের নিকট এক একটী শিশু বসিয়া থাকিত। কয়লা বোঝাই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে কপাট খুলিয়া দিত। খনির ভিতর এরূপ শিশুদিগকে কোনও কর্ম্মে নিয়োগ করা এক্ষণে আইনদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

খনির ভিতর মজুরদিগকে অতিশয় কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। এখানে দিবা নাই, রাত্রি নাই, সর্ব্বদাই ঘোর অন্ধকার। মশাল বা বাত্তির আলোকে কাজ করিতে হয়। কোনও কোনও খনিতে দহনশীল বাষ্প বর্ত্তমান থাকে। সে স্থানে খোলা মশাল বা বাত্তি লইয়া কাজ করিবার যো নাই। একপ্রকার তার-জড়িত লণ্ঠন (Safety lamp) আছে, তাহার আলোকে কাজ করিতে হয়। যে খনিতে এরূপ দহনশীল বাষ্প বর্ত্তমান নাই, সে স্থানে বারুদের প্রভাবে আকর ও কয়লা প্রভৃতি পদার্থ ভাঙ্গিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু যে সব খনিতে দহনশীল বাষ্প আছে, সে স্থানে বারুদ ব্যবহার করিলে ঘোরতর অগ্ন্যুৎপাত হইবার সম্ভাবনা। সেখানে কাতড়া দিয়া আকর বা কয়লা কাটিতে হয়। সুড়ঙ্গ সকল স্থানে সমান ভাবে উচ্চ নয়। সকল স্থানে মজুরেরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং কোন স্থানে দাঁড়াইয়া কোন স্থানে বসিয়া, কোন স্থানে শুইয়া আকর কাটিতে হয়।

আকর কাটা হইলে, নানা উপায়ে তাহাকে উপরে তুলিতে হয়। বড় বড় খনির ভিতর পথ ও রেল আছে। আকর কাটা হইলে, তাহাকে গাড়ীতে বোঝাই করিয়া কূপের নীচে আনিয়া তাহার পর উপরে তুলিতে হয়। এই সব গাড়ী কোথাও বা অশ্ব দ্বারা পরিচালিত হয়, কোথাও বা মনুষ্যে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

যে সব খনিতে গাড়ী নাই সে স্থানে মজুরেরা পৃষ্ঠে করিয়া আকর কূপ-নিম্নে আনিয়া থাকে অথবা আকর-পূর্ণ টবে শৃঙ্খল বাঁধিয়া ও সেই শৃঙ্খল আপনার কোমরে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যায়। বিলাতে অল্পদিন পূর্ব্বে এই কার্য্যে অনেক স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল। এক্ষণে এরূপ কষ্টসাধ্য কার্য্যে স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কূপের নিম্নে খনিজ পদার্থ আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে উপরে তুলিতে হয়। নানা উপায়ে এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। যে খনিতে কূপ সরলভাবে না হইয়া তির্য্যক্ ভাবে থাকে, সে স্থানে আকর পরিপূর্ণ গাড়ী বাষ্পীয় কলে একবারে উপরে টানিয়া তুলিতে পারা যায়। যে খনিতে কূপ একেবারে সরল ভাবে পৃথিবীর নিম্নে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে টবে কাটিয়া আকর প্রভৃতি পদার্থ উপরে তুলিতে হয়। টবের আংটায় শৃঙ্খল পরাইয়া উপরে একটী চরকীর সহিত সংলগ্ন করিতে হয়। চরকী ঘুরাইলে শৃঙ্খল চরকীর গায়ে জড়াইতে থাকে, আর টব উপরে উঠিতে থাকে। আবার বিপরীত দিকে চরকী ঘুরাইলে শৃঙ্খল যেমন খুলিতে থাকে, তেমনি

টব নীচে নামিতে থাকে। অনেক স্থলে লোকে হাত দিয়া চরকী ঘুরাইত।

খনি অতি সামান্য হইলে মনুষ্য দ্বারা এ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। এই কার্য্যে অধিক মনুষ্য আবশ্যক হইলে চরকীর নিকট বড় একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত গোলাকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহাকে জিন বলে। চরকীর উপর দিয়া টবের শৃঙ্খল আনিয়া এই জিনে জড়াইতে হয়। অনেক লোক ধরিয়া এই জিনটীকে ঘুরাইতে পারে। জিন ঘুরিলেই চরকী ঘুরিতে থাকে। চরকী ঘুরিলেই টব উঠিতে নামিতে থাকে। পূর্ব্বে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে খনি হইতে পাথুরে কয়লা এই প্রণালীতে উত্তোলিত হইয়া থাকিত।

আমাদের দেশের মত বিলাতে মজুর সস্তা নয়, সুতরাং সেখানে আজকাল বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা এ কার্য্য সমাহিত হয়। লোকের মজুরি যখন মহার্ঘ হইয়া উঠিল, তখন প্রথম প্রথম অশ্বদ্বারা চরকী ঘূর্ণিত হইত। চরকীর গাত্রে দুইটী টবের দুইটী শৃঙ্খল এরূপভাবে সংলগ্ন থাকিত যে, চরকী ঘুরিলেই একটী শৃঙ্খল জড়াইত ও অপরটী খুলিত, সুতরাং একটী টব উপরে উঠিত ও অপরটী নীচে নামিত।

বিলাতে আজ কাল সকল খনিতে, বিশেষতঃ কয়লার খনিতে, চরকী ও জিন বাষ্পীয় কলে পরিচালিত হয়। বাষ্পীয় কলের বৃহৎ চক্র চর্ম্মপেটি দ্বারা জিনের সহিত সংযুক্ত থাকে। কলের চাকা যেমন বাষ্পীয়বলে ঘুরিতে থাকে, জিনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে, তাহাতে এক টবের শৃঙ্খল জিনের গায়ে জড়াইতে থাকে, অপর টবের শৃঙ্খল জিনের গা হইতে খুলিতে থাকে। যে টবের শৃঙ্খল জড়াইতে থাকে, সে টবটী উপরে উঠিতে থাকে, যাহার শৃঙ্খল খুলিতে থাকে সে টবটী নীচে নামিতে থাকে। এইরূপে এককালেই একটী টব উঠিতে থাকে, আর একটী টব নামিতে থাকে। টবে করিয়া কেবল যে উপরে আকর উত্তোলিত হয়, তাহা নহে। পূর্ব্বে এই টবে করিয়া মজুরেরা ভূ-গহ্বরে কাজ করিবার নিমিত্ত অবতরণ করিত ও কাজ হইয়া গেলে পুনরায় উপরে উঠিত।

অনেক ধাতুর খনিতে, যেখানে কূপ সরলভাবে নাই, সেখানে মাঝে মাঝে সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া মজুরেরা উঠিতে নামিতে পারে। কূপের ভিতর দিয়া অনেক সময়ে টবে টবে ঠোকা ঠুকি হইয়া যাইত। এরূপ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্ত এক্ষণে, কূপকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, এক দিক্ টব নামিবার জন্ত, অপর দিক্ টব উঠিবার জন্ত। অনেক সময়ে আবার টব দুলিয়া কূপের প্রাচীরের গায়ে সবলে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত, এইরূপ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্ত কূপের মধ্যস্থলে একটী লৌহশলাকা প্রোথিত করা হইয়া থাকে, টবের আঙটা এই শলাকার গায়ে লাগান থাকে, সুতরাং টবটী এই শলাকা ধরিয়া নামিতে উঠিতে থাকে, এদিক্ ওদিক্ দুলিয়া যাইতে পারে না, সুতরাং কূপের প্রাচীরে ধাক্কা লাগিবার যো নাই। অনেক সময়ে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া টব খনিতলে পতিত হইয়া অনেক লোকের প্রাণনাশ হইত। এরূপ বিপদ নিবারণের জন্ত উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। টবের শৃঙ্খলে একখানি কজা থাকে, এই কজা উপরি-উক্ত লৌহদণ্ডের সহিত আল্গাভাবে সংলগ্ন থাকে। যখন টব উঠিতে নামিতে থাকে, তখন শৃঙ্খলের টানে টানে কজার দুই মুখ খোলা থাকে, কজা ফাঁক হইয়া থাকে, লৌহদণ্ডের গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে না। কিন্তু দৈবক্রমে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইলেও কজার দুই মুখ সেই মুহূর্ত্তে একবারে কড়া করিয়া কামড়াইয়া ধরে। টব যেখানে ছিল শূন্যে সেইখানেই থাকে, কূপের তলদেশে ছিঁড়িয়া পড়িতে পারে না।

কয়লা বা আকরপূর্ণ টব আসিয়া কূপের মুখে পৌছিলেই তৎক্ষণাৎ কল বন্ধ করিয়া দিতে হয় ও টব সরাইয়া লইতে হয়।

পাথুরে কয়লা প্রভৃতি পদার্থকে ব্যবহার-উপযোগী করিতে আর বড় অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু অপরাপর ধাতুর আকর হইতে বিশুদ্ধ ধাতু পৃথক্ করা অতি পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য। লৌহের আকরকে পর্ব্বতাকার ভাঁটিতে পোড়াইতে হয়। রৌপ্যের আকর গন্ধক প্রভৃতি নানা দ্রব্য-মিশ্রিত হইয়া থাকে। গন্ধকমিশ্রিত রৌপ্যের আকরকে লবণের সহিত প্রথম ভাঁটিতে পোড়াইতে হয়, তাহার পর ইহাকে জল ও লৌহকণার সহিত পিপার ভিতর বন্ধ করিয়া ঘুরাইতে হয়। এইরূপ করিলে গন্ধক হইতে রৌপ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহার পর এই অবিশুদ্ধ রৌপ্যের সহিত পারদ মিশ্রিত করিতে হয়। পারদ রৌপ্যকে আপনার দিকে টানিয়া লয়, অপরাপর পদার্থ পৃথক্ হইয়া পড়িয়া থাকে। অবশেষে অগ্নির উত্তাপে পারদ পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধ রৌপ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে নদীর বালুকা ধৌত করিয়া লোকে স্বর্ণ সংগ্রহ করিত। যে সমুদয় প্রস্তর পচিয়া ও ধুইয়া নদী-জলে এই স্বর্ণকণা যাইত, এক্ষণে লোকে সেই প্রস্তর হইতে স্বর্ণ উদ্ধার করিয়া থাকে। প্রথমে খনি হইতে এই প্রস্তর তুলিয়া লোকে চূর্ণ করে। তাহার পর সেই প্রস্তরের উপর

দিয়া ধীরে ধীরে জলস্রোত পরিচালিত করিতে হয়, তাহাতে প্রস্তর-চূর্ণের বালুকা প্রভৃতি ধুইয়া যায় ও অপেক্ষাকৃত গুরু লৌহকণা, স্বর্ণকণা প্রভৃতি পড়িয়া থাকে। ইহার সহিত তৎপরে পারদ মিশ্রিত করিলে, পারদ অপরাপর পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণকণার সহিত মিলিত হয়। অবশেষে উত্তাপ দ্বারা পারদকে পৃথক্ করিলে বিশুদ্ধ স্বর্ণ রহিয়া যায়।

পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন আর মনুষ্য বা জীবজন্তুর দ্বারা চালিত যন্ত্রাদির সাহায্যে খনির কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আজকাল খনির যাবতীয় কার্য্য বৈদ্যুতিক শক্তি-সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক-শক্তিচালিত যন্ত্রদ্বারা (Electric lift) লোকজন খনির মধ্যে যাতায়াত করে। খনির ভিতরে ইলেকট্রিক ট্রলি এবং মালগাড়ী করিয়া কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্ব্বে অধিকাংশ খনিই অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত, মশাল বা অন্য কোনরূপ বিশেষ আলোক ব্যতীত খনির মধ্যে যাতায়াত করিবার উপায় ছিল না; কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের খনিসকল বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত, খনির মধ্যে যাতায়াতের কোনপ্রকার কষ্ট নাই। এই বৈদ্যুতিক-শক্তি আবিষ্কৃত হইয়া খনির বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে।

ভারতবর্ষে কয়লার খনিই অধিক। এই সকল কয়লার খনির মধ্যে রাণীগঞ্জ, বরাকর, গিরিধি প্রভৃতি স্থানের খনিগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিরিধিতে ই, আই, আর কোম্পানির ভিক্টোরিয়া পিট নামক খনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অত্যন্ত গভীর। এই খনির সকল স্থানই বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত।

কয়লার খনি ভিন্ন ভারতবর্ষের নানাস্থানে অভ্র, লবণ, গন্ধক, তামা, ম্যাঙ্গানিস্ প্রভৃতি ধাতুর খনি দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতালপরগণা এবং ছোটনাগপুরের নানা স্থানে অভ্রের খনি আছে। ম্যাঙ্গানিস্ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ কএক বৎসর হইল সিংহভূমের কএকস্থানে ম্যাঙ্গানিসের খনি বাহির হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে এখনও বহুতর মূল্যবান্ ধাতুর খনি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

খনির মধ্যে বায়ু-চলাচল। খনির মধ্যে সহস্র সহস্র লোক দিবারাত্র কাজ করিতেছে, বহু জীবজন্তু সকল সময়ে নানা কাজে নিযুক্ত আছে, অসংখ্য আলোক অহোরাত্র জ্বলিতেছে। এই সকল নানা কারণে খনির বায়ু অতিশয় দূষিত হয়। জীবজন্তুর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা যেমন বায়ু দূষিত হয়, আলোক প্রজ্বলিত করিলেও সেইরূপ বায়ুস্থিত অক্সিজেন গ্যাস জ্বলিয়া গিয়া এবং কার্বনিক এসিড গ্যাসের আধিক্য হেতু বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন খনি-খনন কার্য্যে নানাবিধ দহ্য বা বিস্ফোরক (explosives) পদার্থ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল বিস্ফোরক পদার্থ হইতে যে গ্যাস বাহির হয়, তাহাতে কার্বন মোনোক্সাইড (Carbon monoxide) প্রভৃতি অতিশয় তীব্র বিষাক্ত গ্যাস মিশ্রিত থাকে। এই সকল বিষাক্ত গ্যাস অল্প পরিমাণে নিঃশ্বাসের সহিত দেহে প্রবিষ্ট হইলেই লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন খনির মধ্যে পর্ব্বতগাত্র হইতে অথবা খনিজ ধাতু হইতে অনবরত নানা দূষিত গ্যাস বহির্গত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কর্বনিক এসিড গ্যাস ও হাইড্রোজেন সালফাইড (Carbon dioxide and Hydrogen sulphide) প্রধান। আর অধিকাংশ কয়লার খনিতে মার্স গ্যাস (Marsh gas) নামে একপ্রকার গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গ্যাসের সহিত কয়লার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার দহ্য গ্যাস প্রস্তুত হয়। কোন প্রকারে তাহার সহিত অগ্নির সংস্পর্শ ঘটিলেই, সেই গ্যাস বিস্ফোরক পদার্থের ন্যায় শব্দায়মান হইয়া সমস্ত খনি উড়াইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। এই মার্স গ্যাসের দ্বারা কয়লার খনিতে কত যে বিপদ্‌পাত হইয়া, কত সহস্র সহস্র লোকের প্রাণহানি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ দুর্ঘটনার বিষয় পরে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কারণে দূষিত বায়ু সংশোধনার্থ খনির মধ্যে বহুপরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হয়। বাহির হইতে অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু খনির মধ্যে চলাচলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মার্স গ্যাস প্রভৃতি দূষিত গ্যাস বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশিয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। কাজেই দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা কম হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাধারণতঃ খনির মধ্যে বায়ু-গমনের জন্য একটী পথ এবং বায়ু বহির্গত হইবার জন্য একটী স্বতন্ত্র পথ থাকে। তদ্ভিন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত হাওয়ার দমকল, পাখা, কামারের জাঁতার ন্যায় যন্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ বিজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আজকাল বায়ু-চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

খনির গভীরতা। খনির গভীরতা কত দূর পর্য্যন্ত করিলেও বেশ সুবিধার সহিত কার্য্যাদি পরিচালিত হইতে পারে, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। খনি যত গভীর হয়, তাহার অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ (Temperature) ততই বৃদ্ধি হয়। বেশী নিম্ন হইতে জল ছেঁচিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় এবং গভীর খনির স্তরগুলি অতিশয় চাপের সহিত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে, সে গুলিকে কাটিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। সময় সময় সেগুলি অচ্ছেদ্য বলিয়া মনে হয়।

মিচিগান দেশের হটন (Houghton) কাউন্টির তমরক (Tamarack) নামক খনি পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম খনি। এই খনি ৫২০০ ফিট গভীর। তমরক কোম্পানীর অন্য তিনটী খনি এবং নিকটবর্ত্তী আর কএকটী খনির গভীরতাও ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফিট। ইংলণ্ডে ৩০০০ ফিট গভীর অনেকগুলি কয়লার খনি আছে এবং বেলজিয়মে ৪০০০ ফিট গভীর দুইটী খনি আছে। দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খনির আভ্যন্তরিক উত্তাপ গভীরতার সহিত সমান অনুপাতে বৃদ্ধি হয় না। সচরাচর প্রতি ৫০ হইতে ১০০ ফিট নিম্নে এক ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মিচিগান দেশের খনির মধ্যে প্রতি ২০০ ফিট এবং সময় সময় উহার অধিক নিম্নের উত্তাপ মাত্র এক ডিগ্রি করিয়া বৃদ্ধি হয়। আবার স্থানে স্থানে ১৩০° ডিগ্রি ফা° উত্তাপেও খনির কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু ঐ সকল খনিতে বাহির হইতে অনবরত প্রতি মিনিটে ১০০০ ঘনফিট বায়ু লোহার পাইপ দিয়া খনির ভিতরে প্রবাহিত করিতে হয়। এইরূপ হাওয়া ক্রমাগত ভিতরে যাইতে থাকিলে উত্তাপ ১৩০° হইতে ১২০° ডিগ্রিতে পরিণত হয়। কিন্তু এইরূপ অতিরিক্ত গরমে লোকে দিনের মধ্যে চারি ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে পারে না।

খনির দুর্ঘটনা। খনির কার্য্য অতিশয় বিপদ্‌জনক, কখন্ কি দুর্ঘটনা ঘটে, কিছুই বলা যায় না। প্রায়ই কয়লার চাপ বা অন্য কোন প্রস্তরাদির চাপ বা ধস ভাঙ্গিয়া লোকের প্রাণ নষ্ট করে। তদ্ভিন্ন নানাবিধ বিস্ফোরক গ্যাসে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া মহাবিপদ্ উপস্থিত হয়। এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণার্থ খনি সম্বন্ধে বহুতর কঠিন আইন ও নিয়মাবলী প্রচলিত আছে। কিন্তু তবুও অনেক সময় দৈব দুর্ঘটনায় অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খনির মধ্যে যাহারা কাজ করে, তাহারা প্রায়ই সাবধান হইয়া সতর্কতার সহিত কাজ করে না, সেই জন্য অনেক সময় কয়লা, পাথর, ধাতু প্রভৃতি খনিজ পদার্থের ধস ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহাতে সহস্র সহস্র লোক মারা যায়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, মার্স গ্যাস বা ফায়ার ড্যাম্প নামক একপ্রকার বিস্ফোরক গ্যাস হইতে খনির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হয়। এই মার্স গ্যাসে কোন প্রকারে অগ্নিসংযোগ ঘটিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ হইয়া সমস্ত খনি উড়িয়া যায়। সকল খনিতে অবশ্য অধিক পরিমাণে মার্স গ্যাস উৎপন্ন হয় না, কিন্তু এই অল্প পরিমাণ মার্স গ্যাসের সহিত কয়লার কণা মিশ্রিত হইলে তীব্র বিস্ফোরকের ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাও মার্স গ্যাসের ন্যায় বিপদ্ ঘটাইয়া থাকে। আবার অনেক সময় কেবলমাত্র কয়লার কণা জ্বলিয়া গিয়া অগ্ন্যুৎপাত হয়। এই সকল নানা কারণজাত বিপদ্ নিবারণার্থ খনি-খনন জন্য অতি সতর্কতার সহিত অল্প পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা উচিত। যে সকল খনির মধ্যে মার্স গ্যাস বাহির হয়, তাহার মধ্যে কোন প্রকার আলো বা আগুন লইয়া যাইবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিক ডেভি সাহেব পূর্ব্বে এক প্রকার লণ্ঠন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই লণ্ঠনের মধ্যে আলো থাকিলে, সেই আলোর সংস্পর্শে মার্স গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই এবং মার্স গ্যাস বাহির হইলেই এই লণ্ঠনের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। এই লণ্ঠনের নানারূপ উন্নতি ও সংস্কার হইয়াছে। এই সকল লণ্ঠনকে 'নিরাপদ-লণ্ঠন' (Safety-lamp) বলে। এই লণ্ঠন আবিষ্কৃত হওয়াতে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনরক্ষা হইয়াছে।

মার্স গ্যাস ভিন্ন সাধারণ অসাবধানতা বশতঃ অনেক সময় খনিতে আগুন ধরিয়া যায়। ভিতরে একবার আগুন লাগিলে, সে আগুন দেখিতে দেখিতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে, তখন তাহাকে নিবান কঠিন। জল ঢালিয়া নিবাইবার উপায় নাই, কারণ জল দিয়া নিবাইতে গেলে নানা বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা খনি ভরিয়া উঠে এবং তাহাতে লোকের প্রাণনষ্ট হয়। খনির যে সকল অংশ খনন হইয়া গিয়াছে, সেই সকল অংশের উপরে এবং দুই পার্শ্বে বড় বড় কাঠ দিয়া থিলানের মত করিয়া দেওয়া হয়। আগুন লাগিলে এই সকল কাঠ পুড়িয়া গিয়া, উপর হইতে কয়লা প্রভৃতির চাপ ধসিয়া পড়িতে থাকে। সেইজন্য লোকে সাহস করিয়া জল দিয়া আগুন নিবাইতে পারে না। সময় সময় এমনও হইয়াছে যে, খনির মধ্যস্থিত আগুন কিছুতেই নিবাইতে পারা যায় নাই। তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, খনির মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ২।৩ মাস পরে, যখন বুঝিতে পারা যায় যে, ভিতরে আগুন নিবিয়া গিয়াছে এবং কয়লা বা অন্যান্য খনিজ পদার্থ শীতল হইয়াছে, তখন পুনরায় খনির মুখ খুলিয়া লোকজন ভিতরে প্রবেশ করে এবং পুনরায় কাজ আরম্ভ হয়। এইরূপে খনির মুখ বন্ধ করিয়া দিবার কারণ, বাহির হইতে কোন গতিকে হাওয়া যেন ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে এবং ভিতরের বায়ুতে যে অক্সিজেন আছে, তাহা নিঃশেষিত হইলেই, অক্সিজেনের অভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এইরূপ ভাবে খনির মুখ বন্ধ করিয়া দিলে ১০।১৫ দিনের মধ্যে আগুন নিবিয়া যায় বটে, কিন্তু খনিজ দ্রব্যের উত্তাপ শীতল হইতে ২।৩ মাস সময় লাগে।

সময়ে সময়ে জলপ্লাবনে খনির অনিষ্ট হইয়া থাকে। বাহিরের মাঠের জল অধিক মাত্রায় ভিতরে প্রবেশ করিলে,

আত্তবৃষ্টি হইয়া ভিতরে জল প্রবেশ করিলে অথবা ভূগর্ভস্থ জলরাশি বৃদ্ধি হইলে, খনি জলপ্লাবিত হয়। এইরূপ জলপ্লাবন হইলে বহুলোক সহসা মারা যায়। আর একটী কারণেও সময়ে সময়ে খনির মধ্যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। খনি যত গভীর হইবে, খনিমধ্যস্থ থাম বা খিলানগুলি তত মজবুদ ও দৃঢ় করা উচিত। কিন্তু খিলান এবং থামগুলি সকল সময় যথোচিত দৃঢ় এবং মজবুদ করা হয় না বলিয়া, অনেক সময় খনি উপর হইতে ভাজিয়া পড়ে এবং চাপা পড়িয়া লোকজন মারা যায়। এতদ্ভিন্ন খনি-খনন সময়ে অধিক মাত্রায় এবং অসাবধানতার সহিত বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে খনির মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে। এই জন্য কি পরিমাণে কোন্ বিস্ফোরক দ্রব্য কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত আইন ও নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকে এই সকল আইন প্রায়ই মানিয়া চলে না, দুঃসাহসিকতার সহিত অসতর্কভাবে অধিক পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে এবং পরিণামে এইরূপ অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হয়। এই সকল আইন ভঙ্গ করার জন্য নানা দেশে কঠিন দণ্ড প্রচলিত আছে।

[ধাতু, ধাতুতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

খনিজ (ত্রি) খনি-জন-ড। খনি হইতে জাত। মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যে কোনও পার্থিব পদার্থ মাটী খুঁড়িয়া তুলিতে হয়, তাহাকেই খনিজ বলে। হীরা মাণিক প্রভৃতি রত্ন, স্লেট্, বালুপাথর, চূণাপাথর, খড়িমাটী, গিরিমাটী, পার্ব্বতীয় লবণ, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু এই সমুদয় খনিজ পদার্থ। যথাস্থানে ইহাদের বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত হইবে।

যে শাস্ত্র দ্বারা খনিজ পদার্থের গুণাগুণ ও পরীক্ষা করা যায়, তাহাকে খনিজতত্ত্ব (Mineralogy) বলে।

[ধাতু, ধাতুতত্ত্ব প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

খনিত্র (ক্লী) খন-ইত্র। অস্ত্রবিশেষ, চলিত কথায় খোন্তা বলে।

"যথা খনন্ খনিত্রেণ নরোবার্য্যধিগচ্ছতি।" (মনু)

খনিত্রক (ক্লী) খনিত্র-স্বার্থে কন্। খনিত্র।

খনিত্রিম (ত্রি) খননেন নির্বৃত্তঃ খন-ত্রিমক্। যাহা খনন দ্বারা উৎপন্ন হয়। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হইয়া খনিত্রিমা শব্দ হয়।

"যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি।
খনিত্রিমাঃ উতবা যাঃ স্বয়ংজাঃ।" (ঋক্ ৭।৪৯।২)
'খনিত্রিমাঃ খননেন নির্বৃত্তাঃ।' (সায়ণ।)

খনিনেত্র (পুং) বিবিংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহার পুত্রের নাম সুবর্চা। (মার্ক পু° ৪ অঃ)) [সুবর্চা দেখ।] কোন স্থলে খনিনেত্র স্থলে খনীনেত্র পাঠও দৃষ্ট হয়।

খনিয়াধান, বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে একটী ছোট রাজ্য। মধ্য-ভারতের শাসনবিভাগের অধীন। পূর্ব্বে ইহা উর্চ্ছা বা তেহরি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে উদিতসিংহ এই রাজ্যটী তাঁহার ভ্রাতা অমীরসিংহকে জায়গীরস্বরূপ দান করেন। ঝান্সি ও উর্চ্ছার পরবর্ত্তী রাজগণ মধ্যে এই স্থান লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ হয়। শেষে ঝান্সির অধিকারেই থাকে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ঝান্সি রাজবংশের উচ্ছেদে খনিয়াধানও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন হয়। এখন একজন বুন্দেলা রাজপুত এখানকার সামন্ত। রাজ্যের ভূ-পরিমাণ ৮৪ বর্গমাইল। অধিবাসী ৭০৮৯ জন মধ্যে ৬৪০৫ জন স্ত্রীলোক। রাজ্যটী জঙ্গল ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫°১'৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°১১'৩০" পূঃ। লোকসংখ্যা ২০০০। এখানে একটী দুর্গ আছে। উহাই সামন্ত রাজার বাসস্থান। নগরে যাইবার পথ ভাল নাই।

খনী (স্ত্রী) খন ইন্ বা ঙীপ্। ১ ধাতু-রত্নাদির উৎপত্তিস্থান। ২ ভূমিদারণ। ৩ আধার।

"ষষ্টিঃ ষট্ চ ধরা যোষিৎ অঙ্গলক্ষণসৎখনী।" (কাশীখ° ২৭ অঃ)

৪ খাত, গর্ত্ত।

"ধৃতগম্ভীর খনী খনীলিম।" নৈষধ°। [খনি দেখ।]

খন্তা (খনিত্র শব্দজ) মৃত্তিকা খনন করিবার একপ্রকার অস্ত্র। স্থানবিশেষে খন্তীও বলে।

খন্দ (দেশজ) শস্যাদি ফলমূল প্রভৃতি।

খন্দপালা (দেশজ) পর্য্যায়ক্রমে শস্যাদি সম্বন্ধীয় উৎসব। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ ভাদ্র, চৈত্র ও পৌষমাসে শস্যোৎপত্তির পর শস্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকে, তাহাকে লক্ষ্মীর খন্দপালা বলে।

খন্ন, পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায় যমরাল তহসীলের একটী নগর। এখানে সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলের একটী ষ্টেসন আছে।

খন্য (ত্রি) খন-যৎ। খননীয়, যাহাকে খনন করা হইবে।

খপ্ (ক্রিয়াবি°) (দেশজ) শীঘ্র।

খপরা (খর্পর শব্দজ) খর্পর।

খপুর (পুং) খং পিপর্ত্তি উচ্চতয়া পূ-ক। ১ গুবাক। (ত্রি) খং ইন্দ্রিয়ং পিপর্ত্তি পূ-ক। ২ অলস। (পুং) খেন আকাশগতেন হিমকরকাদিনা পূর্য্যতে পূ-কর্ম্মণি ক। ৩ ভদ্রমুস্তক। (মেদিনী) ৪ ব্যাঘনখ। (রাজনি°) (ক্লী) খে আকাশে উদিতং পুরং শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ৫ গন্ধর্ব্বনগর। হঠাৎ আকাশমণ্ডলে গন্ধর্ব্বমণ্ডল দৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই কোন না কোন অশুভ ঘটিয়া থাকে। কিরূপভাবে কোথায় উদিত

হইলে কি ফল হয়, বৃহৎসংহিতায় তাহার বিষয় এই-রূপ লিখিত আছে। গন্ধর্ব্বনগর উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ বা পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে পুরোহিত, রাজা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও যুবরাজের বিঘ্ন হয়। গন্ধর্ব্বনগর শ্বেত, রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের বিনাশ হয়। ঈশান, অগ্নি ও বায়ুকোণে দৃষ্ট হইলে হীনজাতির বিনাশ হইয়া থাকে। শান্তদিকে তোরণযুক্ত গন্ধর্ব্বনগর দেখিতে পাইলে নৃপতির বিজয় হয়। যে বৎসরে সকলদিকে এবং প্রায় সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বৎসরে রাজা এবং রাজ্যের ভয় হয়, কিন্তু ধূম, অগ্নি বা ইন্দ্রধনু-তুল্য হইলে চৌর ও অরণ্যবাসিগণের বিনাশ হয়, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ গন্ধর্ব্বনগর উঠিলে অশনিপাত ও ঝঞ্ঝা হইয়া থাকে, কিন্তু দীপ্ত হইলে শত্রুভয় এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে জয় হয়। যখন অনেক বর্ণাকৃতি, পতাকা, ধ্বজ ও তোরণাদিযুক্ত গন্ধর্ব্বপুর আকাশে উঠে, তখন ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং পৃথিবী হস্তী, মনুষ্য ও অশ্বের রক্ত পান করে।
(বৃহৎস° ৩৬ অঃ)

খে-আকাশে চরং পুরং শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ৬ আকাশগামী দৈত্যপুরবিশেষ। দৈত্যকন্যা পুলোমা ও কালকা বহুদিন কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে। তাহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিতে উপস্থিত হইলে তাহারা দৈত্যগণের দুঃখ নিবারণের জন্য আকাশগামী একটী নগর প্রস্তুত করিতে প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা তাহাদের প্রার্থনা অনুসারে একটী আকাশগামী নগর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।
(ভারত বন° ১৭৩ অঃ)

৭ হরিশ্চন্দ্র রাজার পুরী। (ত্রিকাণ্ড°)

খপুষ্প (ক্লী) খস্য আকাশস্য পুষ্পং ৬তৎ। আকাশ-কুসুম। খপুষ্প বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে, অলীক কোন পদার্থের উপমারূপে শাস্ত্রকারগণ খপুষ্পের উল্লেখ করেন।

খপ্ খপ্ (ক্ষিপ্র শব্দজ) শীঘ্র শীঘ্র।

খপ্রা (খর্পর শব্দজ) খোলা, টালি।

খপ্রৈল (দেশজ) খোলার ঘর বা টালির ঘর।

খফা (পারসীক) রাগী, ক্রোধী।

খফীফ্ (আরবী) ঘৃণা, হয়জ্ঞান।

খবর্ (আরবী) ১ সংবাদ। ২ যত্ন, তত্ত্বাবধান।

খবর্গীর্ (পারসীক) সংবাদদাতা, অনুসন্ধানকারী, তত্ত্বাবধারক।

খবরদার (পারসীক) সাবধান। (অব্য) সতর্ক হও।

খবাস খাঁ, সলিমশাহের অধীনস্থ একজন আমীর, ধনে মানে, বীরত্বে ও যুদ্ধকৌশলের জন্য বিখ্যাত। ইনি বাদশাহের বিরুদ্ধে নিজ ভ্রাতা আদিলশাহের পক্ষাবলম্বন করায় নানাস্থানে বিতাড়িত হইয়া শেষে শম্ভলের শাসনকর্ত্তা তাজখাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে তাজ খাঁ সলিমশাহের তুষ্টি বিধানের জন্য অতি নিকৃষ্টভাবে ইঁহাকে বধ করেন। পরে খবাস খাঁর দেহ দিল্লীতে আনিয়া গোর দেওয়া হয়। মুসলমানতীর্থযাত্রিগণ খবাসের সেই গোরস্থান আজও দেখিতে গিয়া থাকেন, তাঁহারা খবাসকে একজন সাধুপুরুষ বলিয়া জানেন।

খবিন্দশাহ্, সচরাচর মীরখন্দ নামে খ্যাত, ইহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ বিন্ খবন্দ শাহ বিন্ মহ্মুদ। পারস্যের একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। 'রৌজৎ উস্ সফা' অর্থাৎ পুণ্য-উদ্যান নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। প্রায় ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম ও ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

খবীশ (আরবী) ১ নিষ্ঠুর, ক্রূর। ২ বিদ্বেষী। ৩ অসৎ।

খভ (পুং ক্লী) গ্রহ।

খভুক্ (পুং) খ-ভুজ-কিপ্। ইন্দ্র।

খভ্রান্তি (পুং স্ত্রী) খে আকাশে ভ্রান্তির্ভ্রমণং মাংসান্বেষণায় যস্য। চিল, চিল। (ত্রিকাণ্ড°) স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

খমক, একপ্রকার গ্রাম্য আনদ্ধ যন্ত্র।

খমণি (পুং) খে আকাশে মণিরিব প্রকাশকত্বাৎ। সূর্য্য।

খমার (আরবী) গাঁজাউঠা, রসাল।

খমীলন (ক্লী) খানাং ইন্দ্রিয়াণাং মীলনং ৬তৎ। তন্দ্রা, অল্প নিদ্রা।

খমূর্ত্তি (পুং) খং মূর্ত্তিরস্য বহুব্রী। ১ অষ্টমূর্ত্তিধর, ভীমরূপ, শিব। (স্ত্রী) খস্য ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ স্বরূপম্। ২ ব্রহ্মস্বরূপ। "স ব্রহ্ম পরমজ্যোতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্।" (মনু ২।৮২)

খমূলিকা (স্ত্রী) খং শূন্যভূতং মূলমস্যা বহুব্রী ততো ঙীপ্, ততঃ ক-টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বশ্চ। কুম্ভিকা, পানা। (ত্রিকাণ্ড°)

খমূলী (স্ত্রী) খং শূন্যভূতং মূলমস্যা বহুব্রী ততো ঙীপ্। কুম্ভিকা, পানা। (ত্রিকাণ্ড°) কেহ কেহ খমূলী স্থানে খমূলিও পাঠ করেন, তাঁহাদের মতে পৃষোদরাদির ন্যায় ঈকার হ্রস্ব হইয়া যায়।

খমূচা (আরবীজ) বড় চিম্‌টি, সকল অঙ্গুলি দ্বারা যতটা ধরা যায়।

খম্‌দার (পারসী) অক্রবক্র, কোঁকড়ান।

খম্প্তি (খমৃতি, খামৃতি) ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী শান-বংশীয় জাতিবিশেষ। আসামের লক্ষ্মীপুর জেলায় ও তাহার পূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিবাদ বিসম্বাদের জন্য ইহারা আসামের সদির

বিভাগে আসিয়া বসবাস করে। কাহারও মতে ইহারা ইরাবতীর উৎপত্তিস্থানের নিকট 'বড় খম্পতি' নামক স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে। কিন্তু ইহারা নিজে বলে যে, বহুকাল হইতে এদেশেই আছে। ভাষাও অধিকাংশ শ্যাম-দেশের ভাষার শব্দবিশিষ্ট। বর্ণমালাও প্রায় একই।

এক সময়ে ইহাদিগের এই প্রদেশে বিস্তৃত রাজ্য ছিল। মণিপুরীরা এই রাজ্যকে পোঙ্‌ রাজ্য বলিত। ইহা ত্রিপুরা হইতে শ্যাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানীকে শান-গণ মোঙ্‌মারঙ্‌ ও ব্রহ্মদেশীয়েরা মোঙ্গোঙ্‌ বলিত। অষ্টা-দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মরাজ আলম্প্রা এই রাজ্য ধ্বংস করেন। রাজ্য ধ্বংস হইলে কতকগুলি লোক আসামে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ডিহিঙ্‌ নদীতীরে ফকি বা ফকিয়াল এবং সদিয়ার কনিজঙ্‌ নামক জাতিরাও ইহাদেরই অন্তর্গত।

ইহারা বৌদ্ধ এবং ইহাদের রীতিমত মঠ ও যাজক আছে। ইহাদের অধিকাংশ লোকই নিজভাষায় লিখিতে পড়িতে জানে। ইহারা কাঠের দেওয়াল ও খড়পাতার ছাদ করিয়া উচ্চ মেজেযুক্ত গৃহ প্রস্তুত করে। ছাদ এরূপ ঝুলাইয়া দেয় যে, বাহির হইতে দেওয়াল প্রায় দেখা যায় না। বুদ্ধ-মন্দির ও মঠাদিও এইরূপ। কিন্তু মন্দিরে খোদিত সুন্দর কারুকার্য্য থাকে। ইহারা মঠকে 'বাপচঙ্‌' বলে।

ইহাদের যাজকেরা মস্তকমুণ্ডন, মালাধারণ ও পীতবাস পরিধান করে। বংশানুক্রমে যাজকতা পায় না। যে কেহ যাজক হইতে পারে। কেবল যিনি যাজক হইবেন, তাঁহাকে অবিবাহিত অবস্থায় বাপুচঙ্গে থাকিয়া প্রাচীন যাজকের নিকট পাঠ, শিক্ষা ও ধর্ম্মকর্ম্মাদি অভ্যাস করিতে হয়। ইহাদের যাজক প্রতিদিন ঐরূপ বালকশিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বাহির হন। বালকের হাতে একটী ঘণ্টা ও একটী গালার রঙ্গে চিত্রিত কেঠো থাকে। বালক ঘণ্টা বাজাইয়া যাজকের সহিত দ্রুতপদে রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া এপাড়া ওপাড়া করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ভিক্ষার জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না। গৃহদ্বারে গৃহস্থ রমণীগণ প্রস্তুত খাদ্য লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বালকগণ আসিলেই তাহাদের পাত্র পূর্ণ করিয়া দেয়। আহারাদির পর অন্য কোন কর্ম্ম না থাকিলে যাজক ও শিষ্যগণ মিলিত হইয়া গজদন্ত, অস্থিখণ্ড অথবা কাষ্ঠখণ্ডের উপর খোদাই কার্য্য করিয়া থাকে। গজদন্তের বাটের উপর ইহারা যে সকল মূর্ত্তি খোদিত করে, তাহার নিপুণতা দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ চমৎকৃত হইয়াছেন। ইহারা [illegible] শিল্পকার্য্যও করিয়া থাকে।

খম্প্ তিরা স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্ম্মিত গহনা আপনারাই প্রস্তুত করে, অস্ত্রাদিও নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। গণ্ডারের চামড়ায় কারুকার্য্যবিশিষ্ট অতি উৎকৃষ্ট ঢাল প্রস্তুত করে। স্ত্রীলোকেরা বিশেষ পরিশ্রমী। মাথায় ইহারা নানাপ্রকার ফিতা পরে। চাষের কার্য্যে স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের অনেকটা সাহায্য করিতে দেখা যায়।

খম্‌তিদিগের প্রধান অস্ত্র দা। শাদাসিদা ও নানাপ্রকার কারুকার্য্যবিশিষ্ট দা দেখা যায়। কটিদেশে এরূপ ভাবে দা ঝুলান থাকে যে, মনে করিলে দক্ষিণ হস্তে তাহার হাতল ধরিয়া খাপ হইতে খুলিয়া লইতে পারা যায়। হস্তে দা ও পৃষ্ঠে ঢাল এই অস্ত্র লইয়া ইহারা প্রধানতঃ যুদ্ধ করে। এক্ষণে অনেকে বন্দুক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

খম্‌তিরা কার্পাশবস্ত্র ও ছিট বা ডোরাকাটা রেশমী বস্ত্র পরিধান করে। যাহারা একটু মান্যগণ্য ও সম্পত্তিশালী তাহাদের বস্ত্র পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নহিলে প্রায়ই হাটু পর্য্যন্ত। তাহার উপর বক্ষঃস্থলে কার্পাশনির্ম্মিত ও নীলরঙ্গে ছোপান গায়ের সহিত সংলগ্ন জামা। মস্তকে লম্বাচুল। শাদাপাগ্‌ড়িতে চুল জড়ান থাকে। স্ত্রীলোকের পোষাক প্রায়ই পুরুষদিগের মত। তবে মস্তকের চুলগুলি চারি-দিক্‌ হইতে মস্তকোপরি সম্মুখভাগে জড়াইয়া কপালের উপর চূড়া করিয়া রাখে। তাহার চারিদিকে নানাপ্রকার ফিতা জড়াইয়া দেয়। একটী করিয়া লম্বা জামা পা পর্য্যন্ত পড়ে। তাহা বক্ষঃস্থলে বাঁধা থাকে। কেহ কেহ কোমরে রেশমী দোপাট্টা বান্ধিয়া রাখে। অলঙ্কারের মধ্যে সচরাচর গলায় প্রবাল ও অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মিত মালা ও কর্ণে ছিদ্র করিয়া হরিদ্রাবর্ণের অম্বরের কাঠী পরিয়া থাকে।

খম্‌তিগণ দেখিতে তেমন সুশ্রী নহে। শানবংশীয় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহাদের রং অধিক ময়লা। তবে যাহারা আসামে আসিয়া আসামী রমণী বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের বংশসম্ভূত সন্তান-সন্ততির গঠন কোমল ও অপেক্ষাকৃত সুশ্রী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খম্‌তিদিগের মধ্যে যাহারা আসামে আসে, তাহারা সদিয়া বিভাগে বাস করে। ইহা-দের প্রধান ব্যক্তি সদিয়া-খোয়া গোঁসাই ইংরাজের অনু-গ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ইংরাজ-রাজ সদিয়া অধিকার করেন। খম্‌তিগণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া সদিয়াস্থিত সিপাহীসেনা ও ইংরাজ সেনাপতিকে বিনাশ করিয়া পলায়ন করে। ইংরাজেরাও কিছুকাল তাহাদের অনুসরণ করেন। এক্ষণে তাহারা শান্ত হইয়া তিঙ্গপনি ও নবদিহিঙ্গ নদীতীরে বাস করিতেছে।

খম্‌তিরা আসামের অন্যান্যজাতি অপেক্ষা অনেকটা শিক্ষিত ও সুসভ্য। নারায়ণপুরে ইহাদের প্রধান উপনিবেশ। ইহারা গোমাংস ব্যতীত আর সকল প্রকার মাংসই খাইয়া থাকে। ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ খম্‌তিভাষায় লিখিত। বুদ্ধদেবকে ইহারা কদোমা (গোতম) বলিয়া থাকে। ইহারা দুর্গা বা দেবীপূজাও করে। কিন্তু আপনাদিগের পুরোহিত দ্বারাই পূজা সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণ দিয়া পূজা করে না। দেবীপূজার পুরোহিত স্বতন্ত্র, তাহাদিগকে 'পমু' ও কদোমার পুরোহিতকে 'খোমন্' বলিয়া থাকে। দেবীপূজায় কুক্কুট, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি বলি হয়; ছাগ বা হংস বলি হইতে দেখা যায় না। পুষ্প দিয়াই গোতমের পূজা হয়। গোতমের জন্ম ও মৃত্যু উপলক্ষে ইহারা ধর্ম্মোৎসব করিয়া থাকে।

খম্পা, কুনবারের তাতারজাতীয় ভিক্ষুবিশেষ। ইহারা নাচ গান ও নানা ভাবভঙ্গী দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সময়ে সময়ে মুসলমানদিগের পবিত্র তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া বেড়ায়।

খম্বা (স্তম্ভশব্দজ) স্তম্ভ, থাম।

খম্বা আলু (দেশজ) থামালু।

খম্বালও, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবার বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী ছোট রাজ্য। ইহার মধ্যে ২টী গ্রাম আছে, অংশীদার তিনজন। ইহার কর দিতে হয় কতক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ও কতক জুনাগড়ের নবাবকে। এই স্থান ভবনগর-গণ্ডাল রেলের লিম্বদি ষ্টেসন হইতে ৩।০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত।

খম্বু (নৌ লাথ খম্বু) নেপালের যোদ্ধৃজাতিবিশেষ। ইহারা প্রধানতঃ দুধকোশী ও কর্ক্কিনদীর মধ্যবর্ত্তী কিরান্তি দেশে লিম্বু ও যাখা জাতির সহিত একত্র বাস করে। খম্বুরা বলে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাশীধামে বাস করিত, তথা হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। পারুবঙ্গ ইহাদের আদিপুরুষ ও গৃহদেবতা, সকল গৃহস্থই তাঁহার পূজা করে। খম্বুদিগকে যদি জাতির কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবে জিমদার অর্থাৎ জমিদার, সিংহ বা মণ্ডল। আবার যাহারা নেপালরাজ্যের গুর্খা সেনাদলে নিযুক্ত আছে, তাহারা আপনাদিগকে রায় বলিয়া পরিচয় দেয়।

ইহারা বয়স্থা কন্যার বিবাহ দেয়। সচরাচর পুরুষের ১৫ হইতে ২০ ও স্ত্রীলোকের ১২ হইতে ১৬ বর্ষের মধ্যে বিবাহ হয়। ২৫ বৎসরের পুরুষ ও ২০ বর্ষের কন্যার ও অনেক বিবাহ দেখা যায়। বিবাহের পূর্ব্বেও কখন কখন স্ত্রীলোকের পুরুষ সংসর্গ ঘটে, তবে কোন কুমারী গর্ভবতী হইয়া পড়িলে তাহার প্রণয়ী আদরের সহিত তাহার পাণিগ্রহণ করে। বিবাহে কন্যাপণ লাগে। বিবাহের পূর্ব্বে বরপক্ষীয়েরা প্রথমে কন্যার বাটীতে ২টী বাঁশের চোঙ্গে পুরিয়া মউয়া মদ ও একখানি শূকরের রাঙ্ পাঠাইয়া দেয়। বিবাহের রাত্রে বর কন্যাকর্ত্তাকে সেমন্দি অর্থাৎ বায়নাস্বরূপ ১৲ টাকা প্রদান করেন। কন্যাপণ ৮০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট। এককালে না দিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে দিতে হয়। কন্যার সীমন্তে সিন্দূরদান ও বস্ত্রদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিধবারও বিবাহ হয়, তবে তাহার পণ অনেক কম লাগে অর্থাৎ বিধবা রমণী যদি যুবতী ও দেখিতে ভাল হয়, তবে অর্দ্ধেক পণ, একটু বয়স বেশী হইলে সিকিপণ দিতে হয়। স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা যায়, এরূপ স্থলে ভ্রষ্টকারী পুরুষ কন্যার পণের টাকা বরকে প্রদান করিতে বাধ্য। পণ মিটাইয়া দিলে উভয়ে বিবাহিত হইতে পারে। তবে ইহাদের মধ্যে ভ্রষ্টা নারী প্রায় নাই বলিলেই হয়, যাহার একটু চরিত্র দোষ ঘটে, সে প্রণয়ীকে লইয়া স্থানান্তরে পলাইয়া যায়।

খম্বুরা হিন্দু, ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন না, ইহাদের স্বজাতি মধ্যে এক একজন পুরোহিত থাকে, তাহাকে 'হোমে' বলে।

ইহারা চৈত্র ও কার্ত্তিক মাসে পারুবঙ্গ নামক গৃহদেবতার উদ্দেশে শূকর, ছাগ ও মদ দিয়া পূজা দেয়। দেবীর উদ্দেশে মেষ, মহিষ, ছাগ, কপোতাদি বলি দিয়া থাকে। ইহারা দুগ্ধ ও দুর্ব্বাধান দিয়া সিদ্ধ নামে এক দেবতার পূজা করে।

হোমে বা পুরোহিতের মতানুসারে শবদেহের অগ্নিক্রিয়া অথবা সমাধি হয়। মৃতের উদ্দেশে তাহার আত্মীয়েরা শ্রাদ্ধাদি করে।

বহুদিন হইতেই ইহারা চাষবাস ও জমি ভোগ করিয়া আসিতেছে। এখন কেহ কেহ নেপালের সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কেহ বয়নাদি কার্য্যও করিতেছে। খাদ্যসামগ্রীর উপর তেমন বাচ বিচার করে না। গৃহপালিত মুরগী, শূকরমাংস ও মদ্যপান করিতে কাহারও আপত্তি নাই। ইহাদের মধ্যে কাশী, কুমাসপ্পা, স্থালিং, খেরেসপ্পা, চুইরাছা, চৌরাসি, জুভিাঙ্গে, তাংবুমা, কুলুং, দিলপালি, দুংমালি নদে'ছা, নিনোছা, নিমামবোঙ্গ, নামহং, নিমাবোঙ্গা, নোমহং, পদেরাছা, প্রেমবোছা, ফুর্কেলি, ফুলেহি, ফ্রুমাছা, বরলোস, বাতোঙ্গা, বাংদেল বোখিমে, বোম্বারুমা, ব্রোরোং, বুমাকামছা, মইচুছা, মইকন্ মলে কুমছা, মবাহাং, মকারপ্পা, মুলুক্কাস, রজবিন্, রবছালি, রাখালি, রপোছা, রাপুংছা,

রিম্‌চিং, রেগালোঙ্গা, রোচিঙ্গাছা, লাকোঙ্গা, বাহ্‌সল, শিলোঙ্গা, সাংপাং, সুংদেলে সোঠঙ্গে ইত্যাদি থর বা থাক আছে।

খস্তাৎ, কাম্বের প্রকৃত নাম, ইহা স্তম্ভতীর্থের অপভ্রংশ।
[কাম্বে দেখ।]

খস্তালা, একটী ছোট রাজ্য। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গোহেলবার বিভাগে অবস্থিত। ইহার মধ্যে দুইটী গ্রাম আছে, কতক কর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে আর কতক জুনাগড়ের রাজাকে দিতে হয়। উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর খাস্তালা। ভবনগর-গণ্ডাল-রেলপথের ধাসা নামক ষ্টেসন হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

খয়র্ (আরবী) সুখস্বচ্ছন্দ, স্বাস্থ্য। (ত্রি) ভাগ্যবান্।

খয়রা (দেশজ) ১ ফিকা কটারং।

২ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। (Clupanodon cortius, *Buch*) এই মাছ ভারতের নানা স্থানে দেখা যায়। মীনতত্ত্ববিদের মতে ক্ষুদ্র হইলেও এই মাছ ইলিস জাতীয়। ইহাকে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের স্থানবিশেষে 'করতি', আসামের লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে 'চাং পলি', ভাগলপুরে 'সুহিয়া' বলে।

৩ পক্ষিবিশেষ। (Ardea cinerea)

৪ হাজারিবাগের অধিবাসী এক নিকৃষ্ট জাতি। ইহারা ক্ষেত্রে শাকসবজী ও শস্যাদি চাষ করে। ইহারা আপনাদিগকে খরবার জাতির শাখা বলিয়া জানে। [খরবার দেখ।]

৫ বাঙ্গালার বাগ্‌দী জাতির এক শাখা।

খয়রাগড়, ১ উত্তরপশ্চিমের আগ্রা জেলার দক্ষিণপশ্চিমের একটী তহসীল। ইহার মধ্যে খানিকটা ইংরাজ অধিকারে, বাকি অংশ ভরতপুর ও ঢোলপুর রাজ্যের অধিকারভুক্ত। ইহার মধ্যে পার্ব্বতীয় গভীর খাত। উত্তঙ্গান নদী তহসীলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরভাগের জমিতে নদীর পলি পড়ে। দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত ভরতপুররাজ্যের সীমা। ইহার স্থানে স্থানে লাল পাহাড় আছে, তাহা হইতে বালুপাথর কাটিয়া লওয়া হয়। সিন্ধিয়ারাজের রেলপথ ইহার পূর্ব্বভাগ দিয়া এবং আগ্রা ও বোম্বাই যাইবার পথও ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহার ভূপরিমাণ ৩০৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১১৮১০৪ জন। তহসীলে একটী ফৌজদারী আদালত ও ৫টী থানা আছে।

২ তহসীলের প্রধান নগর খয়রাগড়, আগ্রা হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে উত্তঙ্গান নদীতীরে অবস্থিত। এখানে থানা, ডাকঘর ও স্কুল আছে।

৩ মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী দেশীয়রাজ্য। ইহা ছত্রিশগড় রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার ভূপরিমাণ ৯৪০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ৫১২টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা ১৬৬১৮৮। তন্মধ্যে ৮২৬৭৭ জন পুরুষ ও ৮৩৪৭১ জন স্ত্রীলোক। গড়মণ্ডলের রাজগোণ্ডবংশীয় এক ব্যক্তি এখানে সালেটেকরি পাহাড়ের নিম্নে খোলবা নামক স্থানে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মণ্ডলার রাজবংশ নাগপুরের মহারাষ্ট্ররাজগণের নিকট হইতে অনেক জায়গীর পাইলে রাজ্যটী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই বংশের রাজা লালা ফতেসিংহ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত হয়। অনতিবিলম্বে তাহার মৃত্যু হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তখন নিজহস্তে ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন। পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক দরবার করিয়া লালা অমরেশসিংহকে দান করেন।

তুলা, গম ও ছোলা এখানে প্রচুর জন্মে। স্থানে স্থানে লৌহের খনিও দেখা যায়। খয়রাগড়ের মধ্যে সালেটেকরি পর্ব্বত দিয়া দুইটী গিরিপথ ছত্রিশগড় ও নাগপুরের মধ্যে গিয়াছে।

৪ উক্ত খয়রাগড়রাজ্যের প্রধাননগর। অম্ব ও পিপারিয়া নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°২৫´৩০´´ উ: ও দ্রাঘি° ৮১°২´ পূ:। লোকসংখ্যা ২৮৮৭।

খয়রাৎ (আরবী) দান, বিতরণ।

খয়রাতী, যাহা খয়রাত করা হইয়াছে, দত্ত।

খয়রাবাদ, বঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার একটী নদী। বরিশাল হইতে রাণীহাটে এই শাখা বাহির হইয়া বাখরগঞ্জ নগর হইয়া অঙ্গরিয়া হাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার পর মহালিয়া, গুলাচিপা, রাণাবাদে প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে।

খয়া (ক্ষয় শব্দজ) ক্ষয়, ক্ষীণতা।

খয়ের ১ (খদির শব্দজ) খদিরসার। [খদির দেখ।] কোন স্থানে খএরও বলে।

২ উত্তরপশ্চিমের আলিগড় জেলার পশ্চিম বিভাগের এক তহসীল। ইহার পশ্চিমে যমুনা নদী। গঙ্গার খাল ইহার ভিতর দিয়া গিয়াছে। খয়ের তহসীলের ভিতর খয়ের, চন্দৌসি ও তপ্পলনামক তিনটী পরগণা আছে। ইহার পরিমাণ ৪০৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১৭০২৬৪। তহসীলে ৪টী থানা ও একটী ফৌজদারী আদালত আছে। ইহার প্রধান নগর খয়ের, আলিগড় হইতে ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে। ইহাতে তহসীল, থানা, মুন্সেফি আদালত, ডাকঘর ও স্কুল আছে। সহরে পুলিসের ও ময়লা পরিষ্কার করিবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য প্রতি গৃহ হইতে একটা কর আদায় হইয়া

থাকে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় চৌহানগণ এই নগর অধিকার করিলে রাও ভূপালসিংহ এখানকার রাজা হন। জুনমাসের প্রথমে আগ্রার সখের সেনাদল নগর আক্রমণ করিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। সৈনিক আদালতের বিচারে রাজার ফাঁসি হয়। কএকদিন পরে চৌহানগণ জাঠদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া নগর আক্রমণ করিয়া মহাজনকুঠি লুট্ করেন। শেষে নগরস্থ বাটীগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দেয়।

খয়েরপুর, উত্তর-সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৬°১০´ হইতে ২৭°৪৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৪°১৮´ হইতে ৭০°১৩´ পূঃ। ইহার উত্তরে শিকারপুর জেলা, দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ জেলা, পূর্ব্বে জশলমীর ও পশ্চিমে সিন্ধুনদ। ইহাকে মীরআলীমুরাদ খাঁ তলপুরের রাজ্য বলে। দৈর্ঘ্যে ৬০ ক্রোশ ও প্রস্থে ৩৫ ক্রোশ। ভূপরিমাণ ৬১০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১২৯১৫৩ জন। এখানকার হিন্দুগণ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও স্বাধীনতাপ্রিয়। উষ্ট্র, বৃষ, মেষ ও ছাগই তাহাদের প্রধান সম্পত্তি। শস্য, ঘোল ও উষ্ট্রদুগ্ধ তাহাদের প্রধান আহারীয়। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

খয়েরপুরের ভূমি প্রায়ই সমতল, তন্মধ্যে সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্ত্তী ভূাগ অধিকাংশই উর্ব্বরা। ইহার মধ্যে মধ্যে শিকারোপযোগী বন্যভূমি আছে। সিন্ধুনদ ও পূর্ব্বনার নামক খালের উর্ব্বরা ভূমি ব্যতীত বাকি সমস্তই বালুপাথরের পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অধিকাংশ স্থানই জনশূন্য ও বৃক্ষশূন্য। উত্তরাংশে একটী চূণা-পাথরের পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উর্দ্ধদেশে বিস্তর শঙ্খ, কড়ি, ঝিনুক প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে দিজির দুর্গ। খয়েরপুরের মধ্যে অনেক স্থানে মরুভূমি। তাহাতে স্থানে স্থানে নেট্রন নামক একটী দ্রব্য পাওয়া যায়, উহা হইতে খড়ি ও ক্ষার উৎপন্ন হয়। নেট্রনের খনি হইতে রাজার বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। এখানে ব্যাঘ্র, শৃগাল, বন্যবরাহ, হরিণ ও কৃষ্ণসার প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর, মহিষ, বৃষ, মেষ, ছাগ ও গর্দ্দভ প্রভৃতি সকল পশুই লোকের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শিকারের উপযোগী অনেক পক্ষীও আছে।

খয়েরপুরের ইতিহাস সিন্ধুরাজ্যের ইতিহাসের সহিত জড়িত। [সিন্ধু দেখ।] ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বলুচবংশীয় মীর ফত্তেআলী খাঁ তলপুর সিন্ধুদেশের রাজা হন। তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার ভ্রাতা সোহাব খাঁ তলপুর, মীর রোস্তম ও আলিমুরাদ নামক দুই পুত্রসহ খয়েরপুরের রাজ্য স্থাপন করেন। তন্মধ্যে মীর সোহাবের অংশে খয়েরপুর পড়ে। রাজ্যের কর তখন আফগানস্থানের রাজাকে দেওয়া হইত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র মীর রোস্তমের উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলে বরকজাইবংশ রাজ্যলাভ করিবার সময় নানাপ্রকার গোলোযোগ হয়। সেই সময় মীর রোস্তম কাবুলের অধীনতা অস্বীকার করেন, কিন্তু পরে মীর রোস্তম ও আলিমুরাদ উভয়ে বিবাদ ঘটিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে মধ্যস্থ হইতে হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত একটী সন্ধি হয়, তাহাতে ঠিক হয় যে, সিন্ধুনদী ও সিন্ধুপ্রদেশের রাস্তাতে ইংরাজের লোক গতিবিধি করিতে পারিবে। কাবুলে যখন ইংরাজসৈন্য গমন করে, তখন মীরদিগকে সাহায্য করিতে বলা হয়। অন্যান্য রাজগণ তাহাতে বড় সম্মত হন নাই। আলিমুরাদ তখন খয়েরপুরে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে রীতিমত সাহায্য করিয়াছিলেন। মিয়ানী ও দবোর যুদ্ধের পর যখন সমুদায় সিন্ধুপ্রদেশ ইংরাজের অধিকৃত হইল, তখন কেবল খয়েরপুরে ইংরাজের অধীনে একজন স্বতন্ত্র রাজা রহিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট রাজাকে এক সনন্দ দিয়া বলিয়া দেন যে, মুসলমান আইন-অনুসারে তলপুরমীর রাজত্ব করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আপত্তি করিবেন না। তাঁহার সম্মানার্থ ১৫ তোপ নির্দ্দিষ্ট হইল।

মীরের রাজ্যশাসন পুরাতন ধরণের। খয়েরপুরের কর টাকায় আদায় হয় না। প্রজারা টাকার পরিবর্ত্তে কর-স্বরূপ দ্রব্যাদি দিয়া থাকে। শস্যাদি যাহা সংগ্রহ হয়, মীর তাহার তৃতীয়াংশ গ্রহণ করেন। ১৮৮২।৮৩ খৃষ্টাব্দে এই রাজার অংশে এইরূপে ৬ লক্ষ টাকার অধিক আদায় হয়। মীরের অংশ হইতে প্রায় ২ লক্ষ টাকা জায়গীরের জন্য ব্যয় হয়। রাজার আত্মীয়বর্গকে এই জায়গীর দেওয়া আছে। এখানে স্বতন্ত্র পলিটিকাল এজেণ্ট নাই। শিকারপুরের কালেক্টর নিজ কার্য্যের উপর এই কার্য্য করিয়া থাকেন।

বিচারের জন্য দুই প্রকার আদালত আছে। একটী খয়েরপুরে আর একটী মীরের সঙ্গে থাকে। মীর যখন যেখানে যান, আদালত তাঁহার সঙ্গে যায়। খয়েরপুরের স্থায়ী আদালতে একজন হিন্দু বিচারক আছে। মীরের সহগামী আদালতে দুইজন মৌলবী বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। অপরাধীর শাস্তিবিধানস্বরূপ কাহারও বা জরিমানা, কাহাকেও বা বেত্রাঘাত, কাহারও বা কারাদণ্ড হইয়া থাকে। মীরের রাজ্য মধ্যে মৃত্যুদণ্ডবিধান করিবার সম্পূর্ণ অধিকার

থাকিলেও তিনি প্রায় কাহারও প্রাণদণ্ড করেন না। দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদীকে আদালতের ব্যয় বলিয়া প্রার্থিত অর্থের চতুর্থাংশ রাজকোষে জমা দিতে হয়। এই জন্য মোকদ্দমার সংখ্যা অতি অল্পই হইয়া থাকে। বিবাদ বিসম্বাদ হয় সালিসি না হয় পঞ্চায়ত দ্বারা নিজে নিজে মীমাংসা করিয়া লয়। কাজি নামক নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীর নিকট দলিলাদি রেজিষ্টরী হয়। গোমেষাদি চুরির মোকদ্দমাই অধিক। বৎসরে এরূপ মোকদ্দমা ৪০০।৪৫০এর অধিক হয় না। কারাগার আছে, তাহাতে গড়ে এক শতের অধিক কারাবাসী থাকে না। সৈন্যসংখ্যা পাঁচ শত অশ্বারোহী। ইহাদের সঙ্গে তরবারী ও বন্দুক থাকে। রাজ্য মধ্যে এখন রীতিমত পাঠশালা হইয়াছে। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের নিকট হইতে সপ্তাহে এক অথবা দেড় পয়সা মাত্র আদায় করেন।

এখানে ৮ মাস কাল দারুণ গ্রীষ্ম। সে সময় প্রায়ই আঁধি আসিয়া বায়ু শীতল করিয়া দেয়। বৃষ্টি অল্প হয়। অবশিষ্ট চারি মাসের বায়ু সুখসেব্য। স্বায়ী ও সবিরাম জ্বর, চক্ষু উঠা ও চর্ম্মরোগ এখানে অধিক দেখা যায়। যকৃৎ প্রায় হয় না। মীরের সঙ্গে ছয় জন ও খয়েরপুরে তিন জন হাকিম থাকেন। চিকিৎসার জন্য কোন মূল্য গ্রহণ করা হয় না।

২ খয়েরপুর রাজ্যের প্রধান নগর। মীরবহ খালের পার্শ্বে সিন্ধুনদী হইতে ৭॥০ ক্রোশ দূরে, বোহার হইতে ৮॥০ ক্রোশ দক্ষিণে, অক্ষা° ২৭°৩৭'৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৫৬'৩০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। খয়েরপুর প্রধান নগর হইলেও ইহার গঠন অতি কদর্য্য। নির্ম্মাণ-কৌশল কিছুমাত্র নাই। অধিকাংশই মেটেঘর। মধ্যে কয়েকটী ইষ্টকগৃহ আছে। নগরটী একে নোংরা, তাহার উপর নিকটে জলাভূমিতে জল জমিয়া থাকে বলিয়া আরও অস্বাস্থ্যকর। বাজারের মধ্যস্থলে রাজবাটী। রাজবাটী নানাপ্রকার রঙ্গে চিত্রিত ছোট ছোট নিশান দিয়া সাজান। নগরের বাহিরে পীররুহান্ জিয়াবদীন ও হাজি জাফির শাহিদের দুইটী মসজিদ আছে। তলপুর রাজবংশের প্রাধান্যকালে এখানে প্রায় ১৫০০০ লোকের বসতি ছিল। এক্ষণে আটশতের অধিক নাই। নগরের এখন অবদশা। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা ও বইরা নামে গ্রাম ফুলপাত্র জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তলপুরবংশীয় মীরসোরাব খাঁর সময় খয়েরপুর নগর নির্ম্মিত হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের মীরদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তদনুসারে কিছুকাল এখানে একজন রেসিডেণ্ট থাকিতেন।

খয়েরপুর হইতে নীল, জোয়ার, বজরা ও তিল প্রভৃতি রপ্তানি হয়। আমদানীর মধ্যে বিলাতী কাপড়, রেশমী কাপড়, তুলা, পশম ও ধাতব দ্রব্যই অধিক। নগরের মধ্যে বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্রে বহুবিধ রঙ্ করা হইয়া থাকে।

লোহার কারখানায় অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। স্বর্ণকারেরা অলঙ্কারাদিও নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

৩ পঞ্জাবের অন্তর্গত মজঃফরগড় জেলায় আলিপুর তহসীলের একটী নগর। অক্ষা° ২৯°২০' উঃ, দ্রাঘি° ৭০°৫১' পূঃ। আলিপুরের তিনক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ইহা অবস্থিত। ইহা নিম্নভূমতে অবস্থিত বলিয়া চন্দ্রভাগা নদীর বন্যায় প্লাবিত হয়। বন্যা হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য নদীর ধারে বাঁধ দেওয়া আছে। নগরের গৃহগুলি প্রায়ই ইষ্টকনির্ম্মিত ও দুই তিন তল উচ্চ। বাজারের রাস্তা ইষ্টক দিয়া গাঁথা, পথগুলি এত সংকীর্ণ যে, তাহাতে গাড়ী চলিতে পারে না। নগরে লোকসংখ্যা ২৬০৯ জন, তন্মধ্যে ১৫৪৯ জন হিন্দু আর ১০৬০ জন মুসলমান। অধিবাসীরা বেলুচিস্থান, সক্কর, ও মুলতান প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করে। এখান হইতে তুলা, পশম ও নানাবিধ শস্য রপ্তানি হয়। কাপড় প্রভৃতির আমদানী হইয়া থাকে। এখানে একটী সামান্য পাঠশালা ও একটা ডাকঘর আছে।

খয়েরপুর ধড়কি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে শিকারপুর জেলার রোহরি উপবিভাগের একটী নগর। রোহরি হইতে ৩৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে। এখানে একজন টপ্পাদার থাকেন। একটী মুসাফিরখানাও আছে। এতদ্ব্যতীত পাঠশালা ও থানা আছে। উবৌরো, রবতী, মীরপুর ও রহরকি হইতে যাতায়াতের বেশ রাস্তা আছে। চিনি, গুড়, তৈল, শস্য, কাপড় ইত্যাদির বেশ ব্যবসা চলে। লোহারগণ নানাবিধ বাসন, ছুরি, কাচি, ক্ষুর ইত্যাদি প্রস্তুত করে। নগরটী ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

খয়েরপুর নথেশা, বোম্বাইয়ের সিন্ধুবিভাগের শিকারপুর জেলার মিহার উপবিভাগের ককর তালুকের অন্তর্গত এক গণ্ড গ্রাম। এখানে মিউনিশিপালিটি, পাঠশালা, আদালত প্রভৃতি আছে।

খয়েরপুর যুশো, বোম্বাইয়ের সিন্ধুবিভাগে শিকারপুর জেলায় লারখানা উপবিভাগের একটী গ্রাম। এখানে একজন টপ্পাদার ও একটী মুসাফিরখানা আছে।

খয়েরি, মধ্যভারতের ভাণ্ডারা জেলার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার মধ্যে ৪টী গ্রাম আছে। ইহার ভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার অতি অল্পমাত্র আবাদ হয়। জঙ্গলে কাঠ প্রচুর জন্মে। অধিবাসিগণ গোণ্ডজাতীয়। রাজা রাজা-বংশীয়।

খয়েরিগড়, অযোধ্যার খেরিজেলার নিঘাসন তহসীলের অন্তঃপাতী একটী পরগণা। ইহার তিনদিকে তিনটী নদী। উত্তরে মোহন, দক্ষিণে সরযু, পূর্ব্বে কৌরিয়ালনদী ও পশ্চিমে নেপাল রাজ্য। পূর্ব্বপশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ২৩॥০ ক্রোশ, উত্তরদক্ষিণে ৬ ক্রোশ। ভূপরিমাণ ৪২৫ বর্গমাইল। এই স্থানে অধিকাংশই জঙ্গল। লোকসংখ্যা ৩৯,৫৪৪। তন্মধ্যে ২১,৩৭৮ জন পুরুষ ও ১৮০৬৬ স্ত্রীলোক। ৩৪৯০৩ জন হিন্দু, ৪৫৭১ জন মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে আহীরের সংখ্যা অধিক, ব্রাহ্মণ অল্প। খয়েরিগড়ের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য ও যব প্রধান। খয়ের গাছের জঙ্গল বিস্তর আছে বলিয়া ইহার নাম খয়েরিগড় হইয়াছে। পরগণায় ৭০টী গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ৬৭টী খয়েরিগড়ের রাজার অধিকৃত।

পূর্ব্বে সমস্ত পরগণা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কথিত আছে, ১৩৫১ ও ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফিরোজ তোঘলক পার্ব্বতীয় দোতি ও গড়বালীগণের উপদ্রব নিবারণের জন্য এই স্থানে সরযূ নদীর উত্তরকূলে সুদীর্ঘ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। একদিন নাকি সম্রাট্ পুত্রের সঙ্গে উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া একটীও মনুষ্যের বাসভবন দেখিতে পান নাই। কেবল অরণ্যনই আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় নাই। নিবিড় অরণ্যানীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মনে ভীতিসঞ্চার হইয়াছিল। সেই অবধি তিনি আর এ অঞ্চলে আসেন নাই। সম্রাট্ অকবরের স্বাক্ষরিত একখানি দলিলে লিখিত আছে যে, খয়েরিগড়ের একজন আহীর রাজা অধিকার করিয়া লোকের উপর অত্যাচার করিতেছে, খয়েরিগড়ের নিকট কুন্দনপুরে তাহার বাস। তাহার বিনাশ সাধন করিতে হইবে।

বাছিল, বিষেন, বৈশ্য ও কুড়মি প্রভৃতি জাতীয় লোক পূর্ব্বে এখানে ভূম্যধিকারী ছিল। পরে রাজপাশিগণ আসিয়া বাছিলদিগকে তাড়াইয়া দেয়। আবার লোহানি বঞ্জারাগণ আসিয়া রাজপাশিদিগকে তাড়াইয়া আপনারা রাজত্ব করিতে থাকে। এই বঞ্জারাবংশীয় রাও রামসিংহ খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া প্রজাগণ বিদ্রোহাচরণ করে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহীদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, রামসিংহ তাহাতে পরাজিত হন। প্রদেশটী তখন অযোধ্যার নবাবের অধীন ছিল। সিন্ধিয়ার আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য নবাব উজীর সাদত আলীখাঁ ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই সূত্রে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অর্দ্ধেক রাজ্য দান করেন। সেই অর্দ্ধেকের মধ্যে খয়েরিগড় পড়ে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জৌনপুরের সহিত ইহা পরিবর্ত্তন করেন। খয়েরিগড়ের রাজার নিষ্ঠুরাচরণ ও অত্যাচারের কথা শুনিয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্ট তাহাকে ধরিয়া লইয়া বেরিলিতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া রাজা হন। এখনকার রাজা সেই বংশীয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সমস্ত অযোধ্যার সহিত খয়েরিগড়ও ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২ খয়েরিগড়ের প্রধান নগর। লক্ষ্ণৌ হইতে ৫৫ ক্রোশ উত্তর। অক্ষা° ২৮°২০´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০°৫২´ ৫৫´´ পূঃ। সুহেলি নদীতীরে অবস্থিত। নেপাল ও কুমাওনের পাহাড়ীগণের অত্যাচার দমন করিবার জন্য সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ তোঘলক এই নগর নির্ম্মাণ করেন। ইহার পরিখাগুলির নিম্নভাগ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর ও উর্দ্ধভাগে বৃহদাকারের ইষ্টক দিয়া গাঁথা। স্থানটী এখন অধিকাংশ পরিত্যক্ত বলিয়া জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

খয়েরিমুরত, পঞ্জাব রাবলপিণ্ডির পর্ব্বতশ্রেণীবিশেষ। অক্ষা° ৩৩°২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২°৪৯´ ৩০´´ পূঃ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ ক্রোশ। ইহাতে খনিজ ও বালুপাথর অধিক। পূর্ব্বে এই পর্ব্বত জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এক্ষণে একেবারে বৃক্ষশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তবে পশ্বাদিচারণের জন্য স্থানে স্থানে জঙ্গল করিয়া রাখা হইয়াছে।

খর (পুং) খং মুখকুহরং অতিশয়েন অস্ত্যস্য খ-র। যদ্বা খং ইন্দ্রিয়ং লাতি লা-ক বাহুলকাৎ লকারস্য রত্বং। ১ গর্দ্দভ। ২ অশ্বতর। "উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানন্তু কামতঃ।" (মনু ১১।২০)

৩ রাক্ষসবিশেষ, রাবণের ভ্রাতা, ইহার আর এক ভাইয়ের নাম দূষণ, ইহারা দুইজনে রাবণভগিনী সূর্পনখাকে লইয়া পঞ্চবটীবনে বাস করিত। লক্ষণের হাতে সূর্পনখার দুর্দ্দশার একশেষ হইলে ইহারা রামের সহিত যুদ্ধ করে এবং রামের বাণে নিহত হয়। (রামায়ণ অরণ্যকা°) খর রাক্ষস বিশ্রবার ঔরসে রাকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। (ভারত বন° ২৭৩ অঃ) ৪ কণ্টকী বৃক্ষবিশেষ। (অজয়) ৫ কাক। ৬ কঙ্কপক্ষী। ৭ কুরর পক্ষী। ৮ জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রদর্শিত ষাট প্রকার বৎসরের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর। এই বৎসরে ভয়ানক উপদ্রব উপস্থিত হয়। চোর, ইন্দুর ও পঙ্গপালের উৎপাতে প্রজাবর্গ অতিশয় পীড়িত হয় ও দেশ ভঙ্গ হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব।) ৯ সূর্য্যের পার্শ্বচর। ১০ পশ্চিম দ্বারগৃহ। ১১ উষ্ণস্পর্শ, উত্তাপ। (ত্রি) ১২ উষ্ণস্পর্শযুক্ত। ১৩ কঠিন।

"খরবিশদমভ্যবহার্য্যং তোক্যম্" (পা° ভাষ্য)

১৪ ঘর্ম্ম। (মেদিনী) ১৫ নিষ্ঠুর। ১৬ দৈত্যবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

খরকর্দিহা, হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। পূর্ব্বে এই স্থান সিওর-মুহম্মদাবাদ জমিদারীর অন্তর্গত এবং মহারাজ মোদনারায়ণ দেবের অধিকারভুক্ত ছিল। নবাব আলীবর্দ্দী মোদনারায়ণকে তাড়াইয়া পরগণাটী হকবল আলীখাঁকে প্রদান করেন।

মহারাজ মোদনারায়ণের সময় এই ভূভাগ ৩৮টী ঘাটোয়ালীতে বিভক্ত ছিল, মহারাজের অধীনে এক এক বিভাগে ঘাটোয়াল বা তিকায়ত নিযুক্ত ছিলেন। তিকায়তগণ অর্দ্ধ-স্বাধীন। যখন কোন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিতেন তখন ইহারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন ও বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু কর দিতেন।

মোদনারায়ণ রাজ্য হারাইয়া রামগড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র গিরিবরনারায়ণ রামগড়ে ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। যখন ইংরাজসৈন্য খরকৃদিহাতে প্রবেশ করে, সেই সময়ে ৩৮ জন ঘাটোয়ালের মধ্যে ২৬ জন গিরিবরনারায়ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে হকবল আলী খাঁ রাজ্য হইতে তাড়িত হইলেন, তাঁহার নিজের খাসে ১৭ খানি গ্রাম ছিল, সেগুলি গিরিবরনারায়ণকে নিষ্কর দেওয়া হইল। যে ২৬ জন ঘাটোয়াল গিরিবর ও ইংরাজের পক্ষ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত মোকররী বন্দোবস্ত হইল। যাঁহারা বিপক্ষতাচরণ করেন, তাহারা ঘাটোয়ালী হারাইলেন। বাকি ৫৪ খানি গ্রাম স্বতন্ত্র লোকের সহিত অস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গিরিবরনারায়ণ বড়লাটের নিকট হইতে ৬৩৩৪৲ টাকা বার্ষিক খাজনা ঠিক করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

গবর্ণমেণ্টের খাস অংশ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫২টী ভাগে বার্ষিক ৩৭৬৫।/৯ খাজনা ধার্য্য হইয়া ২০ বর্ষ মেয়াদি বন্দোবস্ত করা হইল। এখন অনেক অংশ গবর্ণমেণ্টের খাস হইয়াছে।

খরকপুর, বঙ্গদেশের মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খরকপুর পরগণার নগর ও সদরথানা। অক্ষা° ২৫° ৭´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬°৩৫´২০´´ পূঃ।

খরকপুর পরগণা দ্বারভাঙ্গার মহারাজের অধীন। এখানে প্রায় ছয়হাজার লোকের বাস। এখানে দ্বারভাঙ্গার মহারাজের স্থাপিত দাতব্য ঔষধালয় ও বিদ্যালয় আছে।

খরকর (পুং) খরস্তীব্রঃ করোঽস্য বহুব্রী। সূর্য্য। খরকিরণ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

খরকাষ্ঠিকা (স্ত্রী) [illegible] উগ্রং কাষ্ঠং যস্যাঃ বহুব্রী কপ্-টাপ্ অত ইত্ব—বলা। ([illegible]জনি°) বেড়েলাগাছ।

খরকুটী (স্ত্রী) খরা চাসৌ-কুটীচেতি কর্ম্মধা°। ১ নাপিতগৃহ। খরস্য গর্দ্দভস্য কুটী ৬তৎ। ২ গর্দ্দভের গৃহ।

খরকোণ (পুং স্ত্রী) খরং তীব্রং কুণতি শব্দায়তে খর-কুণ্-অণ্। তিত্তিরপক্ষী। (হেম°) চলিত কথায় তিতির ও পাহানাচা বলে।

খরকোমল (পুং) জ্যৈষ্ঠমাস।

খরখোদা, পঞ্জাবের রোহতক জেলার সাম্পলা তহসালভুক্ত একটী সহর। অক্ষা° ২৮°৫২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৫৭´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচহাজার। এই নগরটী অতি প্রাচীন। একসময়ে যে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার এখনও অনেক নিদর্শন পড়িয়া আছে। এখানে পুলিস, বিদ্যালয়, ডাকঘর প্রভৃতি আছে।

খরগন্ধনিভা (স্ত্রী) খরগন্ধেন তীব্রগন্ধেন নিভাং ভাতি নি-ভা-ক। নাগবলা। (জটাধর।) চলিত কথায় গোরখ-চাকুলে।

খরগন্ধা (স্ত্রী) খর উগ্রঃ গন্ধো যস্যাঃ বহুব্রীহি। ততঃ টাপ্। নাগবলা। (জটাধর)

খরগৃহ (ক্লী) গর্দ্দভগৃহ, গাধার ঘর। পর্য্যায়—খরগ্রহ।

খরগেহ (ক্লী) খরস্য গেহং ৬তৎ। গাধার ঘর।

খরগোস (পারসী) তীক্ষ্ণদন্ত চতুষ্পদ জীববিশেষ। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম শশ, শশক, মৃগলোমক, শূলিক, লোমকর্ণ। (হেম° ৪।৩৬১) হিন্দীতে 'খরা', বাঙ্গালায় খরগোস ও বঙ্গের স্থানবিশেষে 'সসৃরু', মরাঠী 'শশ', তামিল 'মুসল', তৈলঙ্গী 'কুণ্ডেলি', কনাড়ী 'মল্লা', গোণ্ডী 'মোলোল'।

খরগোস জাতি (Lepus) প্রধানতঃ দুই প্রকার, কতকগুলি দেখিতে অপেক্ষাকৃত বড়, তাহাকে ইংরাজীতে 'হেয়ার' (Hare) বলে, আবার কতকগুলি আকারে ক্ষুদ্র, ইংরাজীতে তাহাকে 'র‍্যাবিট' (Rabbit) বলে।

প্রথম শ্রেণীর খরগোস মধ্যে আবার আকার, গঠন ও বর্ণানুসারে ১৫ প্রকার শাখা বাহির হইয়াছে। এই শ্রেণীর খরগোস অষ্ট্রেলিয়া ব্যতীত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাস করে। এমন কি চিরতুষারাবৃত সুমেরুপ্রদেশে বরফের মধ্যেও এই শ্রেণীর খরগোস দেখা যায়।

ছোট খরগোসও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাস করে।

সকল পশুর মধ্যে খরগোস অতি ভীরু, ইহাদের মাথা গোল, মুখ ছোট, তাহার দুই পাশে বড় বড় লোম হয়; কাণ অপেক্ষাকৃত বড়, মনে করিলে পশ্চাতে ফিরাইতে পারে। চক্ষুর তারা খুব উজ্জল ও বৃহৎ, চাহিয়া থাকিলে পশ্চাতেও দেখিতে পায়। অঙ্গ অতি কোমল ও চিক্কণ লোমে ঢাকা। ইহারা নিবিড় বনে ও গ্রামের নিকটে গর্ত্ত করিয়া বাস করে এবং রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায়।

নিকটে শস্যক্ষেত্র থাকিলে আর নিস্তার নাই, দলে দলে গিয়া শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে। এ জন্য বিলাত প্রভৃতি নানা স্থানে যেখানে খরগোস বেশী, সেখানে খরগোস মারিবার নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

ইহাদের পদে পদে শত্রু। তেমন কোন অস্ত্র নাই, যদ্দ্বারা বিপদ্ আপদ্ হইতে সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইহাদের শ্রবণশক্তি অতি প্রবল। বায়ুর একটু শব্দ হইলে, গাছের পাতাটী নড়িলে অমনি সতর্ক হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করে। পশ্চাতে শত্রু দেখিলে প্রাণপণে খানিক ছুটিয়া গিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়ায়, আবার ভিন্ন দিকে ছুটিয়া গিয়া নিবিড় বনে কোন গর্ত্ত মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখে। তাহাতেও নিস্তার নাই। কথায় বলে, "ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান," তা এই খরগোসও একপ্রকার তাই। কুকুরাদি শত্রুর দন্তস্পর্শ মাত্রে মরিয়া যায়। ইহারা চোখ মেলিয়া ঘুমায় ও যোড়া যোড়া পা ফেলিয়া চলে।

খরগোসী ছয় মাসে গর্ভবতী হয়, এক মাস পরে এককালে ৭।৮টী সন্তান প্রসব করে। প্রসবের ১০।১৫ দিন পরে আবার গর্ভবতী হয়। জগতে ইহাদের বিস্তর শত্রু না থাকিলে বোধ হয় খরগোস জাতিতে অর্দ্ধেক পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। ইহাদের মাংস অতি কোমল ও সুস্বাদু। বিলাতে অনেকে আদর করিয়া ইহাদের মাংস খায়। ইহাদের লোমশ কোমল চর্ম্মে সুন্দর সুন্দর টুপি হয়, এই জন্য বাণিজ্যে খরগোসের চর্ম্ম মূল্যবান্। মনুতে শশ-মাংস ভক্ষ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে—

"শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥"
(মনু ৫।১৮)

অর্থাৎ পঞ্চনখের মধ্যে শজারু, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খরগোস ভক্ষ্য।

খরগোস পুষিলে পোষ মানে, কিন্তু পাঁচ ছয় বর্ষের অধিক বাঁচে না। বরাহমিহিরের মতে—খরগোস রাত্রিকালে বামপার্শ্বে শব্দ করিলে তাহাতে মঙ্গল হয়।

"শশকো নিশি বামপার্শ্বগো বাশঙ্কুষ্ণকলো নিগদ্যতে।"
(বৃহৎসংহিতা ৮৮।২১) [শশক দেখ।]

খরগ্রহ (পুং) খরস্য গ্রহঃ গৃহং ৬তৎ। ১ গর্দ্দভগৃহ। (ত্রিকাণ্ড°)

খরঘাতন (পু) খরমুগ্রোগং ভয়ানক রাক্ষসং বা ঘাতয়তি হন্ ণ্যর্থে ণিচ্-ল্যু। ১ নাগকেশর। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ শ্রীরাম।

খরচ (পারসী) ব্যয়।

খরচপত্র (দেশজ) অর্থ ব্যয়।

খরচা (পারসীক) ১ খরচ, প্রধানতঃ মোকদ্দমার ব্যয় বুঝায়।

খরচী (দেশজ) যে অধিক খরচ করে, অমিতব্যয়ী।

খরচ্ছদ (পুং) খরস্তীব্রশ্ছদঃ পত্রমস্য বহুব্রী। ১ উলপতৃণ, উলুখড়। ২ ইৎকট, ওকড়া। (রত্নমালা) ৩ কুন্দরতৃণ, কলিঙ্গদেশে ইহাকে কুন্দরা বলে। ৪ ভূমিসহ বৃক্ষ, হিন্দীতে ভুঁইসহা বলে। ৫ শেওড়া, শাখোটবৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

খরজ্‌ (ত্রি) খরং তীব্রাতি জু-বাহুলকাৎ কুঃ। তীব্রগতি।

"ঋভূ নাপৎ খরমজ্রা খরজ্রুর্বায়ুর্ণ পর্ফরৎ ক্ষয়দ্ রয়ীণাম্।"
(ঋক্ ১০।১০৬।৭।) 'খরজ্রু তীক্ষ্ণগতিঃ' (সায়ণ।)

খরণস্ (ত্রি) খরস্য নাসেব নাসা যস্য বহুব্রী; খরা নাসা যস্য ইতি বা নাসায়া নসাদেশঃ বিকল্পপক্ষে অজভাবঃ। ১ যাহার নাসিকা গাধার নাসিকার তুল্য। ২ তীক্ষ্ণনাসিক, যাহার ধারাল নাক আছে।

খরণস (ত্রি) খরা তীক্ষ্ণা নাসা অস্য বহুব্রী অচ্ নাসায়া নসাদেশশ্চ। (খরখরাভ্যাং বানস্। পা ৫।৪।১১৮ বার্ত্তিক) ততো ণত্বং (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) ১ তীক্ষ্ণনাসিক, যাহার ধারাল নাক আছে। ২ যাহার নাসিকা গর্দ্দভ নাসিকার তুল্য। (অমর)

খরতর (ত্রি) খর-তর। অতিশয় তীক্ষ্ণ।

"খরতর-বরশর-হতদশ-বদন
খগচর নগধর ফণধর-শয়ন।
জগদঘ মপহর ভবভয়-তরণ
পরপদ-লয়কর কমলজনয়ন॥" (উদ্ভট)

খরতরগচ্ছ, জৈনসম্প্রদায়ের একশাখা। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র এই খরতরগচ্ছ ছিলেন। রাজপুতানার রাজগণ খরতরগচ্ছের যতিগণকে বিশেষ সম্মান করেন। [গচ্ছ দেখ।]

খরতালী, ঘন যন্ত্রবিশেষ, ইহা সভ্য যন্ত্র। ইস্পাত লৌহ বা কাংসদ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার বাদ্য অতিশয় মধুর। ঐকতান বাদনের সহিত ব্যবহৃত হয়।

খরত্বচ্ (স্ত্রী) খরা তীক্ষ্ণা ত্বক্ যস্যাঃ বহুব্রী। অলম্বুষা, লজ্জালু-বিশেষ। (ভাবপ্রকাশ)

খরদণ্ড (ক্লী) খর উগ্রঃ কণ্টকাবৃতত্বাৎ দণ্ডো যস্য বহুব্রী। পদ্ম। (ধরণী)

খরদলা (স্ত্রী) খরং দলং যস্যাঃ বহুব্রী। ক্ষেমাফলা, ডুমুর।

খরদূষণ (পুং) খরং উগ্রং দূষণং মাদকতাজনক দোষোযস্য বহুব্রী। ১ ধুস্তুর, ধুতরা। (ত্রি) খরং তীব্রং দূষণং যস্য বহুব্রী। ২ বহুদোষযুক্ত। (পুং) [দ্বিব] খরশ্চ দূষণশ্চ (ইতরেতরদ্বন্দ্ব°) ৩ খর ও দূষণনামক রাক্ষসদ্বয়।

"খরদূষণয়ো র্ভ্রাত্রোঃ" (ভট্টি) [খর দেখ।]

খরধার (ত্রি) খরা উগ্রা ধারা যস্য বহুব্রী। তীব্রধার,

ধারাল অস্ত্র। সুশ্রুতের মতে করপত্র ভিন্ন অপর কোন খরধার অস্ত্র ব্রণাদিতে প্রয়োগ করা অবিধেয়।

"তত্র বক্রং কুণ্ঠং খণ্ডং খরধারমতিস্থূলমত্যল্পমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমিত্যষ্টৌ শস্ত্রদোষাঃ। অতো বিপরীতগুণমাদদীতান্যত্র করপত্রাৎ। তদ্ধি খরধারমস্থিচ্ছেদনার্থং।" (সুশ্রুত সূত্র° ৮অঃ)

খরধ্বংসিন্ (পুং) খরং খরনামানং রাক্ষসং ধ্বংসয়তি খর-ধ্বংস-ণিচ্-ণিন্। ১ শ্রীরাম। (শব্দরত্নাবলী) খরং কংসচরং ধ্বংসয়তি পূর্ব্ববৎ। ২ কৃষ্ণ।

খরনাদিন্ (ত্রি) খরং নদতি নদ-ণিনি। ২ যে গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ করে। এই শব্দটী বহ্বাদিগণান্তর্গত। ইহার উত্তর অপত্যার্থে ইঞ্ হয়।

খরনাদিনী (স্ত্রী) খরনাদিন্-ঙীপ্। রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য।

খরনাল (স্ত্রী) খরং নালং যস্য বহুব্রী। পদ্ম।

"নার্বাগ্ গতস্তৎ খরনাল নাল-
নাভিং বিচিন্বং স্তদবিন্দতাজঃ॥" (ভাগবত ৩।৮।২০।)

খরপ (পুং) খরং পিবতি পা-ক। ১ ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী নরাদি গণান্তর্গত। গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ফঞ্ হইয়া খারপায়ণ শব্দ হয়। (বহু) খারপায়ণ যাস্কাদিত্বাদপত্যপ্রত্যয়স্য লুক্। ২ খরপ নামক ঋষির বহু গোত্রাপত্য।

খরপত্র (পুং) খরং পত্রমস্য বহুব্রী। ১ শাকবৃক্ষ, সেগুণ। ২ ক্ষুদ্র তুলসীবৃক্ষ। (রত্নাবলী) ৩ যাবনালশর, জোহ্বলী। ৪ মরুব বৃক্ষ। ৫ হরিদ্বর্ণ কুশ। (রাজনি°)

খরপত্রক (পুং) তিলকবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

খরপত্রী (স্ত্রী) খরং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ গোজিহ্বাবৃক্ষ, দারিয়া শাক। ২ কাকোডুম্বরিকা, কাকডুমুর।

খরপর্ণিনী (স্ত্রী) গোজিহ্বা ক্ষুপ, দারিয়াশাক।

খরপাত্র (স্ত্রী) খরঞ্চ তৎ পাত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা°। লৌহপাত্র।

খরপাদাঢ্য (পুং) খরৈঃ পাদৈ মূলৈরাঢ্যঃ। কপিত্থবৃক্ষ, (শব্দচন্দ্রিকা।) কৎবেল।

খরপুষ্প (পুং) খরং পুষ্পমস্যাঃ বহুব্রী। মরুবকবৃক্ষ, নাগদানা।

খরপুষ্পা (স্ত্রী) খরাণি পুষ্পাণি অস্যাঃ বহুব্রী। জীবভাব পক্ষে টাপ্। বর্ব্বরাশাক, বাবুই তুলসী।

খরপুষ্পিকা (স্ত্রী) খরপুষ্পা স্বার্থে কন্ অত-ইত্বঞ্চ। বর্ব্বরাবৃক্ষ।

খরপুষ্পী (স্ত্রী) খরং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী বা ঙীপ্। বর্ব্বরা শাক, বাবুই তুলসী।

খরপ্রিয় (পুং স্ত্রী) খলঃ ধান্যকলায়প্রভৃতিশস্যমর্দ্দনস্থানং প্রিয়ো যস্য বহুব্রী। লস্য রঃ। পারাবত, পায়রা। (শব্দমালা)

খরমজ (পুং) [বৈ] খরং মজ্জয়তি মসজ-র। অত্যন্ত শোষক। [খরিজ দেখ।]

খরমঞ্জরী (স্ত্রী) খরা মঞ্জরী যস্যাঃ বহুব্রী। সমাসান্ত বিধের-নিত্যত্বাৎ ন কপ্। অপামার্গ। (অমর)

"বিড়ঙ্গ খরমঞ্জরী মধুশিগ্রু সূর্য্যাবলী" (সুশ্রুত চিকি° ৩১ অঃ)

হ্রস্বান্ত খরমঞ্জরি শব্দের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়।

"মধূকসারশ্চ হিতোঽবপীড়ে
ফলানি শিগ্রোঃ খরমঞ্জরের্বা।" (সুশ্রুত চিকিৎসিত° ১৮ অঃ)

খররশ্মি (পুং) খরতীক্ষ্ণঃ রশ্মির্যস্য বহুব্রী। সূর্য্য।

খররোমন্ (ত্রি) খরং রোম যস্য বহুব্রী। ১ কঠিন রোমযুক্ত। ধর্ম্মশাস্ত্রকার শাতাতপের মতে গর্দ্দভ হিংসা করিলে পর জন্মে খররোমা হয়। "খরে বিনিহতে চৈব খররোমা প্রজায়তে।" (শাতাতপ।) ২ নাগবিশেষ। (জটাধর)

খরবক্কা (দেশজ) তৃণবিশেষ।

খরবল্লরী (স্ত্রী) নাগবলা। (বৈদ্যক)

খরবল্লিকা (স্ত্রী) খরা চাসৌ বল্লীচেতি কর্ম্মধা° ততঃ স্বার্থে কন্-টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বত্বঞ্চ। নাগবলা, গোরখচাকুলে।

খরবল্লী (স্ত্রী) খরা চাসৌ বল্লী চেতি কর্ম্মধা°। নাগবলা, গোরখচাকুলে।

খরবার, ছোটনাগপুর ও বেহারবাসী জাতিবিশেষ। কেহ বলেন, ইহারা দ্রাবিড়, আবার কাহারও মতে ইহারা কোল-জাতিরই একশাখা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ইহারা তুরাণীয়জাতিসম্ভূত। কেহ বলেন, নেপালের কিরাতজাতির সহিত এই জাতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, উভয়ে একজাতি হইলেও হইতে পারে। মূল কথা, ইহারা প্রকৃত কোন্ জাতি হইতে উদ্ভূত, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই।

খরবারেরা বলে—রাজা বেণের সময়ে যখন সার্ব্বজানিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, সেই সময় ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ভর-জাতীয় রমণীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

ইহারা আরও পরিচয় দেয়—"সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের প্রিয়ভবন রোহতাসগড়ে আমাদের পূর্ব্ববাস ছিল, আমরাও সূর্য্যবংশীয়, তাই এখনও পৈতা ধারণ করি।"

ইহাদের মধ্যে রাজা হইতে অতি দীন দরিদ্র চাষা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহাদের শারীরিক গঠনও অনেকটা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত আবার যাহারা নিঃস্ব, কৃষিমাত্র জীবিকা, তাহা-দিগকে দেখিতে অনেকটা সাঁওতালদিগের মত। রামগড় ও বরপুরের রাজা এই জাতীয়। উভয় রাজপরিবারবর্গকে দেখিলে আর নীচজাতি বলিতে পারা যায় না। এখন ইহাদের শরীরে রাজপুতরক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, টাকার জোরে উচ্চশ্রেণীর রাজপুতের সঙ্গে আদান প্রদান চলিতেছে।

রামগড়ের মৃত মহারাজ শম্ভুনাথসিং একজন অতি সুপুরুষ ছিলেন। তুসিয়সারম্ নামক স্থানের ঠাকুরগণ ও খরবার কোন কোন রাজপুত রাজার ঘরে বিবাহ করিয়া এখন খরবার হইয়াছেন।

পালামৌ জেলার এখ জাতির মধ্যে প্রধানতঃ তিনটী শ্রেণী আছে—পাটবন্ধ, দেবালবন্ধ ও খৈরি।

দক্ষিণ লোহারডাগার—দেশবারী খরবার, ভোগ্‌তা, রাউত ও মান্‌ঝি এই কয়টী শ্রেণীভেদ আছে।

পাটবন্ধ শ্রেণীই জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। লোহারডাগার ভোগ্‌তারাও পাটবন্ধ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। যাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ-রাজপাটে অর্থাৎ রোহতাস্‌গড়ে বাস করিত, তাহারাই পাটবন্ধ বলিয়া গণ্য। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত।

পালামৌ জেলার খরবারেরা "আঠার হাজার" নামেও পরিচয় দেয়। অনেকে অনুমান করেন, যখন চেরুদলপতি ভগবন্তরায় চেরু ও খরবারসৈন্য লইয়া পালামৌ আক্রমণ করেন, তখন ইহাদের সংখ্যা সম্ভবতঃ আঠার হাজার ছিল।

খরবারের সহিত চেরুজাতির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। চেরু ও খরবারদিগের মধ্যে আদান প্রদানও হইয়া থাকে। [চেরু দেখ।]

খরবারদিগের মধ্যে অনেকগুলি "থর" আছে। কছুয়া, কাঁশ, গাই, বেল, বাঘ, নাগ, সোণার, বেনিয়া, মুরগী প্রভৃতি থর দেখিয়া অনেকে মনে করেন ইহারা দ্রাবিড়ীয় মহাজাতিসম্ভূত, ভারতের আদিম অধিবাসী মধ্যে গণ্য। যাহার যে থর, সে সেই থরের জীবজন্তু বা বৃক্ষাদিকে সম্মান করে, তাহার কোন অনিষ্ট বা তাহাকে স্পর্শ করিতে চায় না। তবে সর্ব্বত্র এ নিয়ম নাই বটে। বরকন্যা এক থর হইলে অনেক স্থলে বিবাহ হয় না।

ইহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও ভোগ্‌তারা দেশবারী শ্রেণীর সঙ্গে আদান প্রদান করে না, তবে অনেক স্থানেই একত্র বসবাস করে। ভোগ্‌তা অপর শ্রেণী হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও অপর শ্রেণী ইহাদের নামে অনেক কলঙ্ক ঘোষণা করে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বড় আদরের। দরিদ্রতা-নিবন্ধন অনেক সময়ে অধিক বয়সে বিবাহ হয়। দেশবারী খরবারেরা কন্যাপণ গ্রহণ করেনা, কিন্তু ভোগ্‌তা ও মান্‌ঝিরা পণ না লইয়া কখনই বিবাহ দেয় না; অন্ততঃ ৫।৭ টাকাও কন্যাপণ লইয়া থাকে। দেশবারী শ্রেণী বিধবা-বিবাহ দেয় না। ভোগ্‌তা ও মান্‌ঝিরা বিধবা-বিবাহে আপত্তি করেনা, তবে বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে বাধ্য। স্ত্রীর চরিত্রদোষ ঘটিলে তাহাকে পরিত্যাগ করা চলে, সেই স্ত্রী আবার সাঙ্গা করিতে পারে। খরবারেরা চেরুদিগের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, যাহার অবস্থা ভাল, তাহারই প্রায় এক এক ব্রাহ্মণ গুরু আছে। তবে ব্রাহ্মণের প্রতি সাধারণের তেমন ভক্তি নাই। প্রতি পল্লিতে কোলদিগের মত, তাহারা একজন পাহন বা বৈগা (পুরোহিত) নিযুক্ত করে। পাহনেরা প্রায় ভুঁইয়া, খরয়ার ও পড়েয়া নামক নীচজাতীয়।

খরবারেরা "পরমেশ্বরে" বিশ্বাস করে, কিন্তু কোন মূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা করে না। দড়া, ডাকিন, গাঁহেল, পচিয়ান, চেরি, চণ্ডর ও দুর্জাগিয়া এই কয়টী ইহাদের উপাস্য দেবতা।

দুর্জাগিয়ার অপর নাম মুচকরাণী। মুচকরাণীর বিবাহ ইহাদের মধ্যে একটী প্রধান উৎসব। তিনবর্ষ অন্তর রাণীর বিবাহ উৎসব হয়। খরবারেরা বলে, পূর্ব্বে প্রতি বর্ষেই রাণীর বিবাহ হইত, কিন্তু এক সময়ে বিবাহের পরদিন প্রত্যূষে রাণী হঠাৎ গিয়া বৈগার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, তখন বৈগা গৃহে ছিলেন না, বৈগার স্ত্রী তাঁহার হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী কোন উত্তর করিলেন না, বৈগানী চটিয়া গেলেন, তখন হইতে ব্যবস্থা হইল, আর প্রতিবর্ষে রাণীর বিবাহ হইবে না।

লোহারডাগার অন্তর্গত জুরুয়াহর গ্রামে বহুরাজ নামক পাহাড়ে বহুরাণীর গৃহ। বিবাহের দিন খরবার জাতির মধ্যে ধুমধাম পড়িয়া যায়। নিকটস্থ গ্রাম হইতে পুরুষ ও রমণী নৃত্য গীত ও বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে বহুরাজ পাহাড়ে উঠিতে থাকে। বৈগা (পুরোহিত) অগ্রে অগ্রে গমন করে। সকলে পাহাড়ের উপর উঠিয়া একটী গুহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই গুহায় রাণীর ঘর। বৈগা গুহা মধ্যে গিয়া একখানি আয়ত পাথর বাহির করিয়া আনে, এই পাথরখানি মুচকরাণীর প্রতিমা। তৎপর কাপড়াদি দিয়া প্রতিমাটীকে সাজাইয়া কাঁধে লয়। তখন মহাসমারোহে সকলে উকামাণ্ড গ্রামস্থ কাণ্ডিপাহাড়ে যাত্রা করে। সেইখানে বরের ঘর। সকলে সেইখানে গিয়া গুড়, দুধ ও দুইটী পয়সা দিয়া বরকন্যার পূজা দেয়। বরের ঘরও একটী গুহা; এই গুহার মধ্যে একটী অতলস্পর্শী গহ্বর আছে সাধারণের বিশ্বাস বহুরাজপাহাড় হইতে কাণ্ডিপাহাড়ের মধ্যে ঐ গহ্বর দিয়া একটী পথ আছে। গহ্বর মধ্যে বহুরাণীকে ফেলিয়া দেয়। সকলে স্থির হইয়া তাঁহার পতনশব্দ

শুনিতে পাইলে সকলে বুঝিয়া লয় যে বরকন্যার দেখা শুনা হইয়াছে, তৎপরে সকলে যে যার ঘরে চলিয়া আসে। সাধারণের বিশ্বাস ঐ পাথরখানিই আবার বহুরাজ পাহাড়ে গিয়া যথাস্থানে থাকে।

খরবুজ (পারস্য) বৃক্ষবিশেষ। (Cucumis melo)

এই গাছ পারস্য, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষে জন্মে। ইহার ফলকে হিন্দীতে খরবুজ, বাঙ্গালায় খরমুজ, তৈলঙ্গ ও তামিলে মুলম্, সিন্ধুপ্রদেশে খিদ্রো, পঞ্জাবে গিলম্, মলয়ে লবোক্রজী, চীনে তিএন্‌কা বা হিএন্‌কা, ইংরাজীতে (Melon) বলে। কাবুল ও পেশবার অঞ্চলে এই গাছের বড় আদর। কাশ্মীরে এই ফল খুব বড় হয়। সেখানে অধিবাসীদের ইহা নিত্য আহারীয় মধ্যে গণ্য। [খর্বুজ দেখ।]

খরশব্দ (পুং) খর উগ্রঃ শব্দো যস্য বহুব্রী। ১ কুররপক্ষী, চলিত কথায় কুল্ল বলে। (রাজনি°) খরস্য শব্দঃ ৬তৎ। ২ গাধার শব্দ। খরশ্চাসৌ শব্দশ্চেতি কর্ম্মধা°। ৩ উগ্রশব্দ।

খরশাক (পুং) খরং শাকমস্য বহুব্রী। ভার্গী, বামনহাটী।

খরশাকা (স্ত্রী) খরং শাকং যস্যাঃ বহুব্রী-টাপ্। ভার্গী,বামহাটী

খরশাণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ।

খরশাল (ক্লী) খরাণাং শালা ৬তৎ নপুংসকত্বঞ্চ। গাধার ঘর। (শব্দচিন্তামণি)

খরসোনি (স্ত্রী) খে আকাশে রসমুন্নয়তি উনি ইন্। লোহিকালতা। (হারাবলী)

খরশূলা (দেশজ) একপ্রকার মাছ। (Mugil protuberans)

খরসোন্দ (পুং) খং শূন্যভূতঃ রসোন্দঃ রসক্লেদনমত্র বহুব্রী। খরপাত্র, লৌহপাত্র। (ত্রিকাণ্ড°)

খরস্কন্ধ (পুং) খরঃ স্কন্ধোঽস্য বহুব্রী। প্রিয়ালবৃক্ষ, পিয়াল গাছ। (রাজনি°)

খরস্কন্ধা (স্ত্রী) খরঃ স্কন্ধোঽস্যাঃ বহুব্রী। খর্জ্জূরীবৃক্ষ, খেজুরগাছ। (রাজনি°)

খরস্পর্শা (স্ত্রী) খরঃ স্পর্শো যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্। ১ পীত পুষ্প, দেবদালীলতা। ২ হলদেফুল ঘোষালতা। (ভাবপ্রকাশ)

খরস্বরা (স্ত্রী) খরং স্বরতি উপতাপয়তি স্বৃ-অচ্। ১ বন মল্লিকা, চলিত কথায় কাঠমল্লিকা বলে। ২ ত্রিপুরমল্লিকা।

খরা (স্ত্রী) খং আকাশং লাতি গৃহ্লাতি খ-লা-ক লকারস্য রঃ দেবতাড় বৃক্ষ, দেবতাড়া। (অমর)

(হিন্দী) খরগোস্, শশক।

খরাংশু (পুং) খরতীক্ষ্ণঃ অংশুর্যস্য বহুব্রী। সূর্য্য। (ত্রিকাণ্ড°)

খরাগরী (স্ত্রী) খরং আগিরতি খর-আ-গৄ-অচ্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দেবতাড় বৃক্ষ। (অমরটী° রায়মুকুট।)

খরাজ (পারসী) যে জমির কর দিতে হয়।

খরাণ্ডক (পুং) শিবের একজন অনুচর।

খরাদী (হিন্দী) হিন্দুস্থানী জাতিবিশেষ, যাহারা খরাদ যার কর্ম্ম করে বা খোঁদে।

খরাব্দাঙ্কুরক (ক্লী) খরাব্দাৎ তীব্রগর্জনমেঘাৎ অঙ্কুরয়তি অঙ্কুরি-ণ্বুল্। বৈদূর্য্যমণি, হিন্দীতে লহসুনীয়া বলে। নূতন মেঘের ডাকে এই মণির অঙ্কুর উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার "খরাব্দাঙ্কুরক" নাম হইয়াছে। [বৈদূর্য্য দেখ।]

খরার, পঞ্জাবপ্রদেশের অম্বালা জেলার একটী তহসীল। অক্ষা° ৩০°৩৮´ হইতে ৩০°৫৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৩৪´ হইতে ৭৬°৪৯´ পূঃ। ভূমির পরিমাণ ৩৭৬ বর্গমাইল। এই তহসীলে বাৎসরিক ১২৫৪২০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। এই স্থানে গম, জোয়ারা, কাঙ্নি, ছোলা, চাউল, তুলা ও ইক্ষু যথেষ্ট জন্মে। স্থানীয় দেওয়ানী ও দায়রার বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একজন তহসীলদার ও একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। ৩টী পুলিসের ফাঁড়ি (থানা) আছে। এই তহসীলের প্রধান নগরের নাম খরার। নগরের স্বাস্থ্যের জন্য মিউনিসিপালিটী আছে। নগর মধ্যে ৭৯২ ঘর লোকের বসতি।

খরাল, গুর্জ্জর প্রদেশের অন্তর্গত মাহিকান্থা বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। বাত্রকনদীর তীরে অবস্থিত। ইহাতে ১২ খানি গ্রাম আছে। সর্দ্দারসিংহ এখানকার সামন্তরাজ, তিনি জাতিতে মুকবানা কোলি ছিলেন, পরে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এক্ষণে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্ম্মেরই কার্য্যকলাপাদি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্য পাইবার অধিকারী। দত্তক-পুত্র লইবার কোন ক্ষমতা রাজার নাই। বরোদার গাইকোবাড়কে ১৭৫০৲ টাকা বার্ষিক ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে ৭৬০৲ টাকা কর স্বরূপ দিতে হয়। এখানে একটী ক্ষুদ্রবিদ্যালয় আছে।

খরালিক (পুং) খরং আলাতি খর-আ-লা-গিনি ততঃ স্বার্থে কন্। ১ গ্রামণী, নাপিত। ২ ক্ষুরাধার। ৩ লৌহতীর। ৪ উপাধান। [খুরালিক দেখ।] কেহ কেহ 'খরালিক' স্থলে খুরালিক পাঠ করেন।

খরাশ্বা (স্ত্রী) খরৈরশ্যতে ভুজ্যতে অশ্-ব। (উণাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৫) ১ ময়ূরশিখা, রুদ্রজটা। ২ ক্ষেত্রযমানী, ক্ষেতে জোয়ান। (অমরটী° ভরত) ৩ বনযমানী, বন জোয়ান। (রত্নমালা) ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, চুরাফুল।

"খরাশ্বা কফবাতঘ্নী বস্তিরোগ-রুজাপহা" (চরক সূত্র° ২৭ অঃ)

খরাস্র (ক্লী) খরস্য অস্রং ৬তৎ। গাধার রক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

খরাহ্বা (স্ত্রী) খরং তীব্রগন্ধং আহ্বয়তি আ-হ্বে-ক। ততঃ টাপ্। অজমোদা, বনজোয়ান। (রাজনি°)

খরিকা (স্ত্রী) খং রাতি রা-ক ততঃ স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। চূর্ণাকৃতি কস্তুরীবিশেষ। (রাজনি°)

খরিতা (আরবী) ১ পত্রাধার, চিঠির থলি। ২ পত্র, চিঠি।

খরিদ্ (পারসী) ক্রয়।

খরিদা (পারসী) যাহা ক্রয় করা হইয়াছে, ক্রীত, কেনা।

খরিদ্দার (পারসী) যে কেনে, যে ক্রয় করে।

খরিয়া, কৃষিজীবি অসভ্য জাতিবিশেষ। ছোটনাগপুর অঞ্চলে ইহাদিগের বসবাস। কাহারও মতে ইহারা কোলজাতিরই শাখা, আবার কাহারও মতে দ্রাবিড়জাতিসম্ভূত। কিন্তু ঠিক ইহাদের মূল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শারীরিক গঠন কতক পরিমাণে মুণ্ডা জাতির ন্যায়, কিন্তু মুখের আকৃতি অপেক্ষাকৃত কুৎসিত। কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা ওরাওন জাতির পরে রোহতাস্‌গড়ে ও পাটনায় আসিয়া বাস করে। অপরাপর চলিত প্রবাদে জানা যায় যে, ইহারা পুরাণ জাতির সহিত ময়ূরভঞ্জে একত্র বাস করিত। ইহারা বলে, ময়ূরের ডিম্বের শ্বেতলালা হইতে পুরাণ জাতি, ডিম্বের খোলা হইতে এই খরিয়া জাতি ও ডিম্বের কুসুম হইতে ভঞ্জরাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জ হইতে ইহারা লোহারডাগা জেলার দক্ষিণপশ্চিমদিকে কোএল উপত্যকায় আসিয়া বাস করে। এই অসভ্য জাতির মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা নাই। ইহারা অক্ষরাদি লিখিতে জানে না। লেখাপড়া অভ্যাস না থাকায় এই জাতির বিশেষ ইতিহাস জানিবার উপায় নাই।

লোহারডাগা অঞ্চলের খরিয়াজাতি এই কয় ভাগে বিভক্ত ;—দেল্কি খড়িয়া, দুধ খড়িয়া, এরেঙ্গা খড়িয়া, মুণ্ডা খড়িয়া, বর্গা খড়িয়া এবং ওরাওন্ খড়িয়া। এ ছাড়া আবার ৩৪টী থাক আছে। সকলেই চাষবাস করে। কেহ বা জমির "কোরকর" জমা করিয়া রাখে, কেহ বা রাইয়ত হইয়া জমি ভোগ-দখল করে। অপরাপর স্থানের খরিয়ারা কৃষিজীবী ও ইচ্ছামত একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইয়া বাস করে। লোহারডাগার চাষী খরিয়ারা কিছু সভ্য, ভদ্রলোকের মত ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও বেশভূষা আছে ; থাকিবার গৃহাদি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহারা স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মে সকলের আস্থা আছে। একবার যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে ইহজন্মের মত তাহার জাতীয় প্রথম অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছে। এমন কি তাহারা যে খরিয়াবংশসম্ভূত তাহা চেনা সুকঠিন। এক্ষণে তাহারা আর মানভূমের পার্ব্বত্য খড়িয়া, হো ও ভূমিজ প্রভৃতি অসভ্য জাতির সংস্রবে থাকে না।

মানভূমের দল্‌মা পাহাড়ে ও গাঙ্গপুরের বনময় পর্ব্বতে যে সকল বন্য খরিয়া বাস করে, তাহারা লোহারডাগার খরিয়াদের মত চাষবাস ভালবাসে না। নিরন্তর একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইয়া বাস করে। পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের উপরে কিম্বা পার্শ্বদেশে একত্র দুই তিনখানি ঘর বাঁধিয়া থাকে। ঘরগুলি বাঁশের, কোথাও বা শালগাছের ডাল্ কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহারা বনের মধ্যে কতক স্থানের গাছগাছড়াদি জ্বালাইয়া দিয়া তাহার ভস্মের উপর ফাঁক ফাঁক করিয়া বজ্‌রা, ব্রীহি ও কোদোধান বপন করে ও তাহাই খাইয়া থাকে।

বন্য খরিয়ারা অত্যন্ত পেটুক। এমন কি বানর, গো, মেষ, মহিষাদি সকল প্রকার মৃত জন্তু পাইলেই খায়। সাধারণতঃ ইহারা বন্যফল, পাতা ও কন্দমূলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া বন্যজাত মধু, ধূনা, গালা, রেশমের গুটী, শালপাতা ও বাঁশের খুর্কি (ওড়া) প্রভৃতি বদল দিয়া চাউল কিনিয়া আনে ও তাহাই প্রত্যহ খাইয়া থাকে। বন্য খরিয়াদিগকে কোথাও কোথাও বনমানুষ বলে। দুধখরিয়ারা গোমাংস ভক্ষণ করে না। তবে কাছিম পাইলে খাইয়া থাকে। খাওয়া দাওয়া ও রন্ধন বিষয়ে ইহাদের প্রথা স্বতন্ত্র। ছোটনাগপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে ওরাওন জাতির সহিত যে সকল খরিয়া বাস করে, তাহারা ব্রাহ্মণের অধীনে থাকিয়া হিন্দু হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ হাঁড়ীতে রাঁধে, এমন কি নিজের স্ত্রীর হাতে পাক করা দ্রব্যও খায় না। যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাহাদের গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহারা হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি গৃহস্থিত মৃৎপাত্র ফেলিয়া দেয় ও পিত্তল, কাঁসা প্রভৃতি বাসন মাজিয়া শুদ্ধ করিয়া লয়। এই শ্রেণীর খরিয়াদের আচার-ব্যবহার অতি কদর্য্য। নিজেরা এত অপরিষ্কার যে, কখনও স্নান বা গাত্র ধৌত করে না।

খরিয়ারা তেমন ভাল লৌহপাত্র প্রস্তুত করিতে জানে না, পাহাড় হইতে কন্দ-মূলাদি তুলিবার জন্য ইহারা লোহার খুন্তি ব্যবহার করে। বড় বড় ঘাস দিয়া পাতা সেলাই করিয়া এক প্রকার হাপড় করে ও তদ্দ্বারা অগ্নিতে বাতাস দিয়া লোহা তাতাইয়া পিটিয়া লয়। কিন্তু শাণ দিয়া লইতে কামারের বাড়ী যায় না।

খরিয়াদের মধ্যে স্ব-বংশে এবং মাসী, মামী, মাতুল

বা মামাত ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিতে নাই। সাধারণতঃ কন্যার স্বতন্ত্র পর বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যদি স্ত্রী কোন পুরুষে গমন করে, তাহাতে দোষ হয় না। সমৃদ্ধিশালী খরিয়াদের মধ্যে এখন হিন্দুদের মত বাল্যবিবাহ চলিত হইয়াছে। বিবাহের সম্বন্ধ উভয় পক্ষের পিতামাতা বা কর্ত্তৃপক্ষেরাই স্থির করে। বিবাহের দিন স্থির হইলে বরের পিতাকে অবস্থাভেদে এক হইতে ১০টী পর্য্যন্ত গোরু বা মহিষ সুকমার (কন্যাপণ) দিতে হয়। মাঘ মাসে এই শুভ বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ মাস ব্যতীত অপর কোন মাসে খরিয়ারা বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহের পূর্ব্বদিনে কন্যার বাড়ীর স্ত্রী-লোকেরা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বরের বাটীতে আসে। পরে বিবাহের দিন অতি প্রত্যূষে বরের ও কন্যার গাত্রে উত্তম করিয়া তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। পাঁচ আটী খড় মাটীতে বিছাইয়া, তাহার উপর লাঙ্গলের জোয়াল রাখে, বর-কন্যা উভয়ে পরস্পরে সম্মুখীন হইয়া ঐ জোয়ালের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। বর কন্যার সীমন্তে সিন্দূর লেপন করে, পক্ষান্তরে কন্যাও বরের কপালে একটী ছোট সিন্দূরের টিপ দিয়া থাকে। এইরূপে বিবাহ-কার্য্য শেষ হয়। কন্যার পিতা যদি অঙ্গীকৃত পণ এককালে দিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহের এক মাসের মধ্যে কন্যার গাত্রাচ্ছাদন জন্য ৭ খানি কাপড় ও জামাতাকে একটী বৃষ দিতে হয়। বিবাহের সময় বরকর্ত্তা নিজ বাটীর নিকটে একটী গাছতলা পরিষ্কার করিয়া রাখে। কন্যাযাত্রীরা আসিয়া এইখানে আড্ডা করে, পরে বরযাত্রীরা আসিয়া মিলিত হয়। উভয় দলকে একটী করিয়া মাটীর জলের জালা দেওয়া হয়। জালার চারিদিকে ধানের তুঁষ ছড়ান ও মাথার উপরে একটী করিয়া আলো দেওয়া থাকে। সমস্ত দিনই পান-ভোজন, নাচ-গান ও আমোদে কাটিয়া যায়। এই ভোজের সমস্ত খরচই বরকর্ত্তাকে বহন করিতে হয়। যখন দুইদলে ভোজ চলিতেছে, তখন তাহাদের সম্মুখে কন্যাকে আনিয়া তাহাকে গরম জলে কাপড় কাচিতে দেয়। ইহাতে উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারে যে, এই কন্যা গার্হস্থ্য সকল কার্য্যই করিতে নিপুণা হইবে।

খরিয়াদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। স্বামীর মৃত্যু হইলে পর বিধবা তাহার দেবরকে সাঙ্গা করিতে পারে বা যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। বিধবা-বিবাহে নূতন স্বামী বিধবাকে ১খানি কাপড় ও কন্যার পণস্বরূপ একটী গোরু দিয়া থাকে। বিবাহিতা স্ত্রী অসতী হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে এবং বিবাহকালে কন্যার পিতা পণস্বরূপ যে গোরু বা মহিষ পাইয়াছেন, তাহা বরকে ফিরাইয়া দিতে হয়। ঐরূপ স্ত্রীকে বিবাহ করিতে হইলেও দুইটী গোরু বা মহিষ পণ লাগে।

পিতার বিষয়ে কেবলমাত্র পুত্রেরা উত্তরাধিকারী। দুধখরিয়ারা বলে যে, মিতাক্ষরার নিয়ম অনুসারে তাহাদের বিষয়ের উত্তরাধিকারী স্থির হয়। কিন্তু সচরাচর পঞ্চায়ত দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর তাহার ভগিনীগণের ভরণপোষণের ভার থাকে। যদি কোন ব্যক্তির বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত দুইটী পুত্র ও সাঙ্গ করা পত্নীর গর্ভজাত দুইটী পুত্র থাকে, আর সেই পিতার যদি ১৬ খানি ধান-জমি থাকে, তাহা হইলে বিবাহিতা রমণীর পুত্রদ্বয় ১২ খানি ও অপর পুত্রদের মধ্যে ৪ খানি এইরূপ ভাগ হইয়া থাকে। বিবাহিতা ভার্য্যার জ্যেষ্ঠপুত্র ৭ অংশ ও কনিষ্ঠ ৫ অংশ, আর সাঙ্গা-করা স্ত্রীর পুত্রেরা কেবল ২ অংশ করিয়া পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে এক একজন স্বজাতীয় পুরোহিত থাকে, তাহাকে 'কালো' বলে। এই কালো পুরোহিতেরা স্ব স্ব গ্রামের খরিয়া, পাহন, মুণ্ডা ও ওরাওন্ জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া থাকে। খরিয়াদের মধ্যে যাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার শব অগ্নিতে দাহ করে এবং যে অবিবাহিত অবস্থায় মরে, তাহাকে গোর দেয়। দাহ হইলে পর একটী মাটীর পাত্রে কতকগুলি চাউল, মৃতের ভস্ম ও অস্থি রাখিয়া নদীর জলে বা পাহাড়ের গর্ত্ত-মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আসে।

খরিয়ারা প্রকৃতির সেবক। 'বড় পাহাড়' ইহাদের সর্ব্ব-প্রধান দেবতা, ইহার সম্মুখে সময়ে সময়ে মহিষ, ভেড়া ও বন্যকুক্কুট বলি দিয়া থাকে, ঐ দেবতার পূজা মুণ্ডা ও ওরাওন্ জাতি হইতে খরিয়া-মহলে আসিয়াছে। ইহাদের আরও কএকটী দেবতা আছে। যথা—

জড়োদেব (জলদেব), নাশনদেব (রোগ ও সংহারকর্ত্তা), গিরিংদেব (সূর্য্যদেব), জৈয়োলোদেব (চন্দ্রদেব), পাটদেব (পর্ব্বতদেবতা), দোঙ্গা-দাড়া মহাদান, গুমি, অজিনকুড়া (শস্যরক্ষক দেবতা), বগরা- সর্গা (গো-মেষাদির রোগপ্রবর্ত্তক দেবতা)। এই সকল দেবতার সন্তোষ-বিধানার্থ খরিয়ারা পশু-পক্ষী নানা জীব-জন্তু বলি দিয়া থাকে।

খরিয়ার, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর জেলার একটী জমি-দারী। বিন্দ্র নওয়াগড়ের পূর্ব্বে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে ৫৩ মাইল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩২ মাইল। ইহার মধ্যে ৫০৮ খানি

গণ্ডগ্রাম ও ১৫৫৮৭ ঘর লোকের বসতি। প্রবাদ আছে পাটনার কোন সামন্তরাজ তাঁহার কন্যার বিবাহকালে জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ ঐ জমিদারী দান করেন। খরিয়ারের বর্ত্তমান সামন্তরাজ চৌহানবংশীয়।

খরী (দেশজ) ইক্ষুভেদ। (Saccharum Semidecumbens.)

খরীজঙ্ঘ (পুং) খর্য্যা গর্দ্দভ্যা ইব জঙ্ঘা যস্য বহুব্রী। ১ ঋষিবিশেষ। ২ শিব। (বাচস্পত্য) বহুবচনে ইহার উত্তরবর্ত্তী অপত্য প্রত্যয়ের লোপ হয়।

খরু (পুং) খন-কু-নিপাতনে সাধুঃ (খরুশঙ্কুপীয়ু নীলঙ্গু লিগু। উণ্ ১।৩৭) ১ শিব। ২ দর্প। ৩ অশ্ব। ৪ দন্ত। (মেদিনী) ৫ কামদেব। (উজ্জ্বলদত্ত।) ৬ শুক্লবর্ণ। (হেম°) (ত্রি) ৭ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ৮ নিষিদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যাহার রুচি হয়। ৯ নির্ব্বোধ। ১০ ক্রূর। ১১ তীক্ষ্ণ। (স্ত্রী) ১২পতিম্বরা কন্যা। (হেম°) খরু শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয় না।

খরেলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হামিরপুর জেলার একটী নগর। দ্রাঘি° ৭৯°৫০´৪০´´ পূঃ, অক্ষা° ২৫°৩২´ উঃ। এখানে একটা বিদ্যালয়, বাজার ও পুলিসের ফাঁড়ি এবং সুন্দর সুন্দর কতকগুলি দেবমন্দির আছে।

খরোষ্টি (স্ত্রী) জনপদবিশেষ।

খর্খর (দেশজ) ১ চটপট্। ২ তীক্ষ্ণ। ৩ বাচাল।

খর্খোদ (পুং স্ত্রী) ভৌতিকবিদ্যা, এক প্রকার ইন্দ্রজাল।

খর্গলা (স্ত্রী) [বৈ] উলুকী।

"প্র যা জিগাতি খর্গলেব নক্ত মপদ্রুহা তন্বং গূহমানা।"
(ঋক্ ৭।১০৪।১৭) 'খর্গলেব উলুকীব' (সায়ণ)

খর্গোস (পারসী) খরা, শশক। [খরগোস্ দেখ।]

খর্জন (ক্লী) খর্জ-ল্যুট্। কণ্ডূয়ন, চুল্কন।

খর্জরা (স্ত্রী) খর্জং রাতি খর্জ-রা-ক-টাপ। স্বাজি-ক্ষার, সাজিমাটী। (বৈদ্যক)

খর্জিকা (স্ত্রী) খর্জ-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। উপদংশ রোগ।

খর্জু (পুং) খর্জ-উন্। ১ কণ্ডুবিশেষ, চুলকানি। ২ খর্জুর বৃক্ষ। ৩ কীটবিশেষ।

খর্জ্জূর (ক্লী) খর্জ-উরচ্। রৌপ্য। (অমরটী-রমানাথ)

খর্জু (স্ত্রী) খর্জ-উ (কৃষিচমিতনিধনিসর্জিখর্জি-ভ্য উঃ। উণ্ ১।৮২) ১ কণ্ডূ। ২ কীট। (উণাদিকোষ।) (পুং) ৩ বণিক্। (উজ্জ্বলদত্ত)

খর্জুঘ্ন (পুং) খর্জুং কণ্ডূয়নং হন্তি হন্-টক্। ১ চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে। ২ ধুস্তূরবৃক্ষ, ধুতুরা। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। (রাজনি°)

খর্জুর (পুং) খর্জ-উর (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য ঊরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) ১ খর্জুর বৃক্ষ। (ক্লী) খর্জুররস্য ফলং খর্জুর-অণ-তস্য লোপঃ। ২ খর্জুর ফল, খেজুর। (Phoenix sylvestris) দক্ষিণপশ্চিমে স্থানবিশেষে 'সেন্দ খর্জুর' বা 'খজি', তামিল 'ইৎযম্পেল-' তৈলঙ্গে 'পেদ্দা ভেল' বা 'ইটা চেট্টু'।

খেজুর গাছ ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে। এক একটী গাছ ৩২।৩৩ হাত উচ্চ হয়। কোন কোন গাছের ৮টী মাথাও দেখা যায়। ইহার কাষ্ঠের বাল্তো চাষের ক্ষেতে জল দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অস্থায়ী সেতুও করা যায়। ইহার মুচি বেশ সুমিষ্ট। খেজুর গাছ ৭।৮ বর্ষের হইলে তাহার মুচি কাটিয়া দিলে রস বাহির হয়। এই রস বেশ সুস্বাদু, ইহাতে উৎকৃষ্ট গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। ইহার আঁশ হইতে জাহাজের কাছি পস্তুত হয়। ইহার অন্তঃসার সিদ্ধ করিলে খএরের মত এক প্রকার আঠা বাহির হয়, সেই আঠায় চামড়া রং করা যায়। সার হাম্‌ফ্রে ডেভি খেজুর গাছের অন্তঃসার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে শতকরা চর্ম্মোপযোগী আঠা (Tannin) ৫৪°৫, দ্রবণীয় পদার্থ ৩৪, মণ্ড ৬°৫, এবং বালি-চুণ প্রভৃতি অদ্রবণীয় পদার্থ ৫ ভাগ আছে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, গুরু, ক্ষয়, অভিঘাত, বৃংহণ, শুক্রবৃদ্ধিকর, দাহ ও বাতপিত্তরোগে হিতকর।

ভাবপ্রকাশ মতে খর্জুর তিন প্রকার; সচরাচর যে খর্জুর পাওয়া যায় এবং যাহার আকার ক্ষুদ্র তাহাকে ভূমিখর্জুর বলে। পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রকার খর্জুর জন্মে, তাহাকে পিণ্ডখর্জুর বা খর্জুরিকা বলে। ইহা ছাড়া আর একপ্রকার খর্জুর সেকালে অন্য দ্বীপ হইতে এদেশে আসিত, এখন পশ্চিম দেশে সেই খর্জুর উৎপন্ন হয়, হিন্দীভাষায় উহাকে ছোহারা বলে। এই তিন প্রকার খর্জুরই শীতবীর্য্য, মধুর রস, বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, শুক্রবৃদ্ধিকারক, বলকর, এবং কোষ্ঠগত বায়ু, বমি, কফ, জ্বর, অতিসার, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কাশ, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক ও মদাত্যয়-রোগনাশক। খেজুরের রসের গুণ—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, রুচিকর, অগ্নিবৃদ্ধিকারী, বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ-পূর্ব্ব ১।)

রাজবল্লভ মতে ইহার মাধীর গুণ—স্বাদু, তিক্ত, কষায়, মূত্রাতঙ্করোগনাশক, বল ও শুক্রবৃদ্ধিকারক।

৩ রৌপ্য। ৪ হরিতাল, হস্তেল। ৫ খল। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ৬ বৃশ্চিক, বিছা।

খর্জুরক (পুং) বৃশ্চিক।

খর্জুরবেধ (পুং) যোগবিশেষ, ইহার অপর নাম একার্গল। এই যোগে বিবাহ নিষিদ্ধ। [যোগ দেখ।]

খর্জ্জূরিকা (স্ত্রী) খর্জ্জুর-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বত্বঞ্চ। মিষ্টান্নবিশেষ, চলিত কথায় মিঠাগজা বলে। (পাকরাজেশ্বর)

খর্জ্জূরী (স্ত্রী) খর্জ্জুর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বনখর্জ্জুরবৃক্ষ। (অমর) ২ খর্জ্জুরবৃক্ষ, খেজুরগাছ। পর্য্যায়—খরস্কন্ধা, দুষ্প্রধর্ষা, দুরারুহা, নিঃশ্রেণী, কষায়ী, যবনেষ্টা, হরপ্রিয়া।

[খর্জ্জুর দেখ।]

খর্পর (পুং) কর্পর-পৃষোদরাদিবৎ ককারস্য খঃ। ১ তস্কর, চোর। ২ ধূর্ত্ত। ৩ ভিক্ষাভাণ্ড। ৪ মৃণ্ময় ভগ্নপাত্রের অংশ, খাপরা। ৫ কপাল, মড়ার মাথার খুলি। ৬ ছত্র। (ত্রিকাণ্ড°) (ক্লী) ৭ তুত্থবিশেষ।

৮ উপধাতুবিশেষ; ইহাকে বঙ্গভাষায় খাপর ও হিন্দীতে খাপরিয়া বলে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার অনেক প্রকার শোধন-প্রণালী লিখিত আছে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে—খর্পর রক্ত ও পীতপুষ্পের রসে পিষিয়া নরমূত্র, গোমূত্র ও সৈন্ধব-লবণের সহিত যবের কাঁজীতে সাতদিন কিম্বা তিনদিন ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, খর্পর সাতবার পোড়াইয়া কাগজীনেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়। খর্পর ভস্ম করিবার প্রণালী—বিশুদ্ধ খর্পর ও পারদ একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে একদিন পাক করিলে ভস্ম হয়। বিশুদ্ধ খর্পর নেত্ররোগনাশক, ক্লেদকর, ক্ষয়রোগ-নাশক ও গুরু। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ) ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ কটু, ক্ষার, কষায়, বমিকারক, লঘু, লেখন ও ভেদন গুণযুক্ত, চক্ষুর হিতকর, রক্তপিত্তনাশক এবং বিষ ও কণ্ডুনিবৃত্তিকর। (ভাবপ্রকাশ)

[খ]র্পরক (পুং) লৌহপাত্র।

[খ]র্পরী (স্ত্রী) খর্পবৎ উপধাতুভেদঃ কারণত্বেন অস্ত্যস্যাঃ খর্পব।

"চাক্ষুষ্যামৃতোৎপন্ন খর্পরী দার্ব্বিকা তথা।" (দ্রব্যাভিধান)

[..]অচ্-ঙীষ্। খর্পরীতুত্থ। (অমর)

[খর্প]রীতুত্থ (ক্লী) কর্ম্মধাঃ। তুত্থবিশেষ, তুঁতে।

[খর্প]রাল (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

[খর্প]রীতুত্থক (ক্লী) খর্পরীতুত্থ। (ভাবপ্রকাশ)

[খর্ব্ব] (ক্লী) ১ পর-স্পরা শুদ্ধি। ২ পৌরুষ। ৩ রেশমীবস্ত্র।

[খর্ব্ব]াটার (কর্ম্মাটাড়) সাঁওতাল পরগণার একটী গ্রাম, [যে]খানে একটী রেল-ষ্টেসন আছে, কলিকাতা হইতে [..]৪ ক্রোশ।

[খর্ব্ব] (পুং) খর্ব্ব-অচ্। ১ কুবেরের নিধিবিশেষ। ২ কুব্জক [..], কুব্জা। (ত্রি) ৩ হ্রস্ব, খাট। ৪ বামন। (পুং) ৫ সংখ্যা-[বি]শেষ। কোটিকে ১০ গুণ করিলে অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদকে দশগুণ করিলে অব্জ এবং অব্জকে ১০ গুণ করিলে খর্ব্ব হয়, সহস্রকোটী, ১০০০০০০০০০০।

"অর্ব্বুদমব্জং খর্ব্বনিখর্ব্বং" লীলাবতী।

রামায়ণমতে মহাপদ্মকে সহস্রগুণ করিলে খর্ব্ব হয়।

"মহাপদ্মসহস্রাণাং তথা খর্ব্বমিহোচ্যতে।" (রামায়ণ ৬।৪।৫৯)

খর্ব্বক (ত্রি) খর্ব্ব-এব স্বার্থে কন্। হ্রস্ব, বামন। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ ইত্বঞ্চ। "খড়ূরেহধি চংক্রমাং খর্ব্বিকাং খর্ব্ববাসিনীম্" (অথর্ব্ব ১১।৯।১৬)

খর্ব্বট (পুং) খর্ব্ব-অটন্। ১ চারিশতগ্রামের মধ্যস্থিত গ্রাম। ২ পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তী গ্রাম।

"একতো যত্র তু গ্রামো নগরং চৈকতঃ স্থিতম্।
মিশ্রন্তু খর্ব্বটো নাম নদীগিরিসমাকুলঃ॥" (ভাগবতটীকা, স্বামী)

খর্ব্ববাসিন্ (ত্রি) খর্ব্বঃ সন্ বসতি বস-ণিনি। যে খর্ব্ব হইয়া বাস করে, অথবা যে খর্ব্বে অধিষ্ঠান করে।

খর্ব্বপত্রা (স্ত্রী) খর্ব্বং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী ঙীবভাব পক্ষে টাপ। দ্রোণ-পুষ্পী, ঘলঘসে।

খর্ব্বপত্রিকা (স্ত্রী) খর্ব্বপত্রা স্বার্থে কন্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। দ্রোণপুষ্প।

খর্ব্বপত্রা (স্ত্রা) খর্ব্বং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রা ততো ঙীপ্। দ্রোণপুষ্পী।

খর্ব্বশাখ (ত্রি) খর্ব্বা হ্রস্বাঃ শাখাস্তৎতুল্যা হস্তপাদাদয়ো যস্য বহুব্রী। বামন, খর্ব্ব। (হেম°)

খর্ব্বিত (ত্রি) খর্ব্ব-কর্ত্তরি ক্ত। হ্রস্ব।

খর্ব্বিতা (স্ত্রী) খর্ব্বিত-টাপ্। ১ অমাবাস্যাবিশেষ।

"সংমিশ্রা যা চতুর্দ্দশ্যা অমাবাস্যা ভবেৎ ক্বচিৎ।
খর্ব্বিতাং তাং বিদুঃ কেচিৎ গতাধ্বামিতি চাপরে॥" কর্ম্মপ্রদীপ।

২ পূর্ব্বদিনের তিথি অপেক্ষা পরদিনে অল্পকালস্থিত তিথি। (বাচস্পত্য)

খর্ব্বুরা (স্ত্রী) খর্ব্ব-উরচ্-টাপ্। তরদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

খর্ব্বূজ (পারসী খরবুজ্) লতাফলবিশেষ, খড়্ভুজা। চলিত বাঙ্গালায় খরমুজ বলে।

ইহার পরিমাণ সচরাচর ১০ আঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়, এই কারণে ইহার একটী নাম দশাঙ্গুল। ইহার গুণ—মূত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, গুরু, স্নিগ্ধ, মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্রবৃদ্ধিকর এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। ইহার মধ্যে যেগুলি ঈষৎ ক্ষারসংযুক্ত ও অম্লমধুর রস হয়, সেইগুলি রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রকারক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ) কোন গ্রন্থে 'খর্ব্বূজ' স্থলে 'খর্ব্বুজ' পাঠও দৃষ্ট হয়।

[খরবুজ দেখ।]

খসিয়া ঝালারিয়া, মধ্যভারতের ইন্দোর এজেন্সীর অধীনে একটী দেশীয় রাজ্য। সিন্ধিয়া ও দেবাস রাজ্যের পূর্ব্বপ্রদত্ত সনন্দ অনুসারে ঐ রাজ্যের অধিকারী বলবন্তসিংহ ও দতরসিংহ ঠাকুরকে মাসহারা-স্বরূপ সিন্ধিয়ারাজ ১৭৫০৲ টাকা ও দেবাসরাজ ২২০৲ টাকা দিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুর স্বরূপসিংহ ও ফতেসিংহকে সনন্দ দ্বারা ঐ ক্ষুদ্ররাজ্য ও মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

খল (পুং ক্লী) খল্-অচ্। এই শব্দটী অর্থবিশেষ বুঝাইতে অর্দ্ধর্চ্চাদি গণান্তর্গত বলিয়া উভয়লিঙ্গ হয়। ১ ধান্যাদির মর্দ্দনস্থান, খামার।

"খলাৎ ক্ষেত্রাদগারাদ্বা যতো বাপ্যুপলভ্যতে।" (মনু ১২।১৭)

২ ধূলিরাশি। ৩ ভূ। ৪ স্থান। "পাংশুখলো বা প্রত্যয়াবিশেষাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৩।৪৭) 'পাংশুখলো ধূলিরাশিঃ প্রত্যেতব্যঃ কুতঃ খল ইত্যুক্তে ধান্য-খলোহপি প্রতীয়তে পাংশুখলোহপি প্রতীয়তে।' (স° ব্যা°) (পুং) ৫ তিলকল্ক, চলিত কথায় খলি বলে। (ত্রি) ৬ নীচ। ৭ অধম। ৮ দুর্জ্জন। "সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।" (চাণক্য) ৯ ইতর। (পুং) খে আকাশে লীয়তে লী-ড। ১০ সূর্য্য। খং ঊর্দ্ধং লাতি লা-ক। ১১ তমালবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা।) ১২ প্রস্তরনির্ম্মিত ঔষধ মাড়িবার পাত্র। (বৈদ্যক।) খড় বাহুলকাৎ ডকারস্য লকারঃ। ১৩ খড়।

"খলাঃ সপঙ্কমূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ।" (সুশ্রুত° ৬।৪২ অঃ)

খলক (পুং) খং শূন্যং মধ্যে লাতি লা-ক সংজ্ঞার্থে কন্। ১ কুম্ভ। (পুং ক্লী) ২ গুগ্গুল। (ভরত)

খলকুল (পুং) খলকৌ-খলভূমৌ লীয়তে লী-বাহুলকাদ্ ডঃ। কুলত্থকলায়। "দশগ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ব্রীহি-যবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবোগোধূমাশ্চ খল্বাঃ খলকুলাশ্চ।" (বৃহদারণ্যক উ°) 'খলকুলাঃ কুলত্থাঃ' (শঙ্কর)।

খল্জ (খল্জী) তুর্কীজাতিবিশেষ। এখনকার অনেক গ্রন্থকার এই খল্জজাতিকে খিল্‌জী নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন কিন্তু প্রকৃত উচ্চারণ খল্জ্।

অনেকে এই জাতি ও আফগানস্থানের ঘল্‌জী বা ঘিলজী জাতি এক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ঘল্‌জী জাতির অনেক পূর্ব্বে এই খল্জজাতি খোরাসানে আসিয়া বাস করে। গৌড়বিজেতা বখ্‌তিয়ার এই জাতীয় ছিলেন। শজিরাতুল্ অত্রাক্, জামিউৎ তবারিখ, জাফরনামা প্রভৃতি পারস্য গ্রন্থে এই জাতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

খলজ (ত্রি) খলে খলাদ্ বা জায়তে খল-জন-ড। যাহা খলে বা খল হইতে উৎপন্ন।

"খলজাঃ শকধূমজা উরুণ্ডা যে চ মট্‌মটাঃ।" (অথর্ব্ব ৮।৬।১৫)

খলতা (স্ত্রী) খস্য লতা ৬তৎ। ১ আকাশলতা, মিথ্যাভূত পদার্থ। খলস্য ভাবঃ খল-তল্। ২ দুর্জ্জনতা, পরদ্রোহশূন্য শান্ত ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষকে খলতা বলে।

"অদ্রোহিণি তথা শান্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা।"

"খলতাং খলতামিবা সতীং
প্রতিপদ্যেত কথং বুধোজনঃ।" (মাঘ)

খলতি (পুং) স্খলন্তি কেশা অস্মাৎ স্খল-অতচ্ নিপাতনে সাধুঃ (খলতিঃ। উণ্ ৩।১১২) ১ ইন্দ্রলুপ্তরোগ, মাথার টাক। (ত্রি) ২ ইন্দ্রলুপ্তরোগযুক্ত। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়। কর্ম্মধারয়সমাসে খলতিশব্দের বিকল্পে পরনিপাত হইয়া থাকে। যথা যুবখলতিঃ খলতিযুবা।

"পিঙ্গল খলতি বিক্লিধ শুক্রস্য মূর্দ্ধানি জুহোতি" (কাত্যা° শ্রৌ° ২০।৮।১৮) 'খলতিঃ খল্লাটঃ' (কর্ক)। [ইন্দ্রলুপ্ত দেখ।]

খলতিক (পুং) খলতিরিব কায়তি কৈ-ক। ১ পর্ব্বত। (ক্লী) খলতি কস্য পর্ব্বতস্য অদূরভবানি বনানি খলতিকশব্দাৎ উৎপন্নস্য চাতুরর্থিক তদ্ধিতপ্রত্যয়স্য লোপঃ। ২ পর্ব্বতের অদূরবর্ত্তী বন। খলতিক শব্দ বহুবচনান্তের বিশেষণ হইলেও একবচনান্তই থাকে।

"খলতিকাদিষু বচনম্" (পা ১।২।৫২ বার্ত্তিক)

খলধান (পুং) খলাঃ খড়া দীয়ন্তে হস্মিন্-ধা আধারে ল্যুট্। খল, খামার। (হেম°)

খলধান্য (ক্লী) খলধান। [খলধান দেখ।]

খলপূ (ত্রি) খলং ভূমিং পুনাতি পূ-ক্বিপ্। স্থানশোধনকারক, মার্জ্জনকারী, ঝড়ুক, কোন কোনস্থানে ফরাস বলে।

খলপ্রীতি (স্ত্রী) খলস্য প্রীতিঃ ৬তৎ। দুর্জ্জনব্যক্তির সন্তুষ্টি।

খলমূর্ত্তি (পুং) খলইব অনিষ্টকারকত্বাদ্ উগ্রা মূর্ত্তির্যস্য বহুব্রী। পারদ, পারা।

খলমূসল (সংস্কৃতজ) হামানদিস্তা। ২ ঔষধাদি ঘষিবার পাত্রবিশেষ।

খলযজ্ঞ (পুং) খলকর্ত্তব্যো যজ্ঞঃ। যজ্ঞবিশেষ, খলে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম খলযজ্ঞ হইয়াছে। (লাট্যায়নশ্রৌ° ৪।২।২৫)

খলাজিন (ক্লী) খলস্থিতং অজিনং মধ্যপদলো°। খলস্থিত চর্ম্ম। এই শব্দটী পাণিনির উৎকরাদি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর চাতুরর্থিক ছ প্রত্যয় হয়।

খলাদি (পুং) পাণিনির বার্ত্তিকোক্ত একটী গণ। খল, ডাক,

কুটুম্ব, দ্রুম, অঁঙ্ক, গো, রথ ও কুণ্ডল। ইহাদিগকে খলাদিগণ বলে। ইহার উত্তর সমূহার্থে ইনি প্রত্যয় হয়।

খলাধারা (স্ত্রী) খল আধারো যস্যাঃ বহুব্রী। তৈলপায়িকা। (জটাধর) চলিত বাঙ্গালায় তেলাপোকা ও স্থানবিশেষে আরসুলা বলে।

খলারি, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম। রায়পুর হইতে ৪৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। সাধারণতঃ লোকে এই গ্রামটীকে খড়িগলারি বলিয়া জানে। এই খানে অনেকগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে নগরের কিল্লার নিকট ছোট পুষ্করিণীর তীরের শিবমন্দিরটী প্রধান। মন্দিরটী পূর্ব্বদ্বারী ও তিনটী ভাগে বিভক্ত;— অন্তরাল, মহামণ্ডপ ও অৰ্দ্ধমণ্ডপ। এই শিবালয়ের দ্বারে গণেশের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটীর কারুকার্য্য তেমন নয় বটে, কিন্তু ইহার গাথান অতি সুন্দর। এই গ্রামে আর একটী ঐরূপ গঠনের ছোট মন্দির আছে। এই মন্দির দুইটী গ্রেণাইট পাথরে নির্ম্মিত। ছোট মন্দিরের মণ্ডপে শিবমূর্ত্তির নিকট যাইতে বামদিকে একখানি মারবেল প্রস্তরে শিলালিপি খোদিত আছে। খোদিত প্রস্তরফলকে ১৪৭০ সম্বৎ ও ১৩৩৪ শক এই দুইটী সময় আছে, ইহাতে হৈহয়বংশ ও কলচুরি বংশের কাল নির্ণয় হইতে পারে।

এই খলারি গ্রামের নিকট পর্ব্বতের নিম্নে সমতল ভূমির উপর প্রতিবৎসর চৈত্রপূর্ণিমার দিন মেলা হইয়া থাকে। একটী সতীস্তম্ভে উত্তমরূপে সিন্দূর মাখাইয়া রাখে এবং যাত্রীরা সেই পাথরখানকে খলারি-মাতা বলিয়া পূজা করে। প্রবাদ আছে ঐ দিবস খলারি-মাতা দ্রব্যাদি লইয়া মেলায় বসেন এবং যে যাহা চায়, খলারি-মাতা তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন।

খলাসী [খালাসী দেখ।]

খলি (পুং) খল-ইন্। ১ তৈলকিট্ট। (রাজনি°) খৈল। "স্থাল্যাং বৈদূর্য্যময্যাং পচতি তিলখলিং চন্দনৈরিন্ধনৌঘৈঃ।" (মহাভারত ২।৯৮ অঃ) ২ তালমূল। (রত্নমালা)

খলিন্ (পুং) খল অস্ত্যর্থে ইনি। ১ শিব। ২ দানববিশেষ।

খলিন (পুং ক্লী) খে অশ্বমুখচ্ছিদ্রে লীনং পৃষোদরাদিবৎ বিকল্পে হ্রস্বঃ। ১ লাগাম, অশ্বের মুখরজ্জু। ২ অশ্বের মুখস্থিত কশাবন্ধনের লৌহবিশেষ। (ত্রি) ৩ আকাশলীন।

খলিনী (স্ত্রী) খলানাং সমূহ খল-ইনি। (ইনি-ত্র-কট্যচশ্চ। পা ৪।২।৫১) ১ খলসমূহ, ধানের অনেক খামার। পর্য্যায়— খল্যা। ২ তালমূলী। (রত্নমালা)

খলিফা (আরবী) ১ দরজী। ২ উচ্চ পদবীবিশেষ, মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত একমাত্র ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। মুহম্মদের পর আবুবকর খলিফা রসুল্‌আল্লা নাম গ্রহণ করেন। খৃঃ ৬৩২ অব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে যে রাজা খলিফা নাম লইয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজত্বকাল সমেত একটী তালিকা দেওয়া গেল।

রাজার নাম।	রাজত্ব কাল।	
আবুবকর	৬৩২ খৃঃ অব্দ।	
ওমার	৬৩৪	”
ওসমান	৬৪৪	”
আলী	৬৫৬	”
ওমায়া-বংশ।		
মুয়াবিয়া	৬৬১	”
যেজিদ্	৬৮০	”
মুয়াবিয়া ২য়	৬৮৩	”
মরবান ১ম	৬৮৩	”
আবদুল মালিক	৬৮৫	”
ওয়ালিদ্	৭০৫	”
সুলিমান	৭১৫	”
ওমার ইবন্-আবদুল আজিজ	৭১৭	”
যেজিদ্ ২য়	৭২০	”
হসাম	৭২৪	”
ওয়ালিদ্ ২য়	৭৪৩	”
যেজিদ্ ৩য়	৭৪৪	”
মরবান ২য়	৭৪৪	”
আব্বাস-বংশ।		
আবদুল্লা উস্-সফা	৭৫০	”
আবু জাফর-অল্-মন্‌সুর	৭৫৪	”
মুহম্মদ অল্ মহদী	৭৭৫	”
মুসা-অল্-হাদী	৭৮৫	”
হারুণ-অল্-রসীদ্	৭৮৬	”
মুহম্মদ-অল্ আমীন্	৮০৯	”
আবদুল্লা-অল্ মামুন্	৮১৩	”
কাসিম অল্-মুতাসিম	৮৩৩	”
হারুণ-অল্-ওয়াথিক	৮৪২	”
জাফর অল্ মুতাবক্কিল্	৮৪৭	”
(৮৪৭ হইতে ৮৬০ পর্য্যন্ত তুর্কী সৈন্যের অত্যাচারে কেহই খলিফা হয় নাই।)		
মুহম্মদ অল্-মুস্তাসির	৮৬১	”
আহ্মদ অল্ মুস্তইন	৮৬২	”
মুহম্মদ অল্ মুতাজ	৮৬৬	”

মুহম্মদ-অল্-মুহ্তাদি	৮৬৯	খৃঃ অব্দ
আহ্মদ অল্ মুতামিদ্	৮৭০	”
আহ্মদ অল্ মুতাধিন্	৮৯২	”
আলী অল্ মুক্তাফি	৯০২	”
জাফির অল্ মুক্তাদির	৯০৭	”
মুহম্মদ-অল্-কবীর	৯৩২	”
আহ্মদ-অল্ বাদি	৯৩৪	”
ইব্রাহিম অল্ মুত্তকি	৯০০	”
বোইদি-রাজবংশ।		
অল্-মুফাধল-অল্-মোতি	৯৪৭	”
আবদুল করিম	৯৭৪	”
আহ্মদ-অল্-কদর	৯৯১	”
আবদুল্লা অল্ কায়েম	১০৩১	”
সেলজুক-বংশ।		
মুহম্মদ-অল্-মুক্তাদি	১০৭০	”
আহ্মদ অল্-মুস্তাজীর	১০৯৪	”
ফধল-অল-মুস্তরশেদ	১১১৮	”
মনসুর-অল-রসীদ	১১১৯	”
মুহম্মদ্-অল্-মুক্তাফি	১১১৯	”
যসুফ-অল-মুস্তোজিদ	১১৬০	”
হসেন-অল্-মুস্তাধি	১১৭০	”
আহ্মদ-অল্-নসব	১১৮০	”
মুহম্মদ জাহির	১২২৫	”
আবু-জাফর-অল্ মুস্তান্জির	১২২৬	”
আবদুল্লা অল্ মুস্তাসিম্	১২৪২	”

খলিবর্দ্ধন (পুং) মুখরোগান্তর্গত দন্তবেষ্টক রোগবিশেষ। কুপিত বায়ুদ্বারা বর্দ্ধিত দন্তে অতিশয় তীব্র বেদনা হইলে তাহাকে খলিবর্দ্ধন বলে। ইহা সম্পূর্ণ ভাল হয় না। (ভাবপ্রকাশ)

খলিশ (পুং) খে আকাশে জলাদূর্দ্ধভাগে লিশতি লিশ-ক। স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্য, চলিত বাঙ্গালায় খলিশা ও স্থান বিশেষে খল্শা বলে। পর্য্যায়—কঙ্কত্রোট, খলেশয়, খলেশ, খশেট। কই ও খলিশা প্রায় একজাতীয়। তন্মধ্যে খলিশার কাঁটা অধিক, সার অল্প। সাধারণ খলিশার লাটিন নাম Trichopodus, কিন্তু ইহার অনেক প্রকার ভেদ আছে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বেজিখলিশা, শাদা খলিশা, লাল খলিশা, চুণা খলিশা প্রভৃতি নানাপ্রকার খলিশা দেখা যায়। ডে সাহেব ইহাদিগকে Trichogaster নাম দিয়াছেন। খলিশা মাছ জল হইতে তুলিয়া লইলেও অনেকক্ষণ জীবিত থাকে। লতা-পাতা জড়াইয়া তাহাতে জল দিয়া রাখিলে আরও অধিকক্ষণ বাচে। ভারতের সিন্ধু, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, বঙ্গ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, সিংহল হইতে চীন পর্য্যন্ত নানাস্থানে খলিশা মাছ দেখা যায়। খলিশা মাছের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩।০ হইতে ৪॥৵ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ইহাদের হাঁ ছোট। পৃষ্ঠের দণ্ডের নিকট অধিক পুষ্ট। মেরুদণ্ডের উপরিভাগের ও তদ্বিপরীত-দিকে এক একটী দীর্ঘ পক্ষ বা ডানা থাকে। ইহাই তাহাদের অস্ত্র। লোকে ধরিতে গেলে এই কাঁটা হাতে লাগিয়া যায়। কান্কোর নিকটও দুইটী ছোট ডানা আছে। ইহাদের মেরুদণ্ড হইতে উদর পর্য্যন্ত তেরচা দাগ কাটা। বর্ণ ময়লা। দাগগুলি স্থানবিশেষে কৃষ্ণবর্ণ ও লালবর্ণ হইয়া থাকে। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—গ্রাহী, কষায়, বাতকোপকর, রূক্ষ, লঘু, শূলহর ও অল্প পরিমাণে আমবিনাশক।

খলিশা (দেশজ) মাছবিশেষ। [খলিশ দেখ।]

খলী, একপ্রকার পর্ব্বতাকার দানবজাতি, এই দানবগণ মানস-সরোবরের তীরে দেবতাদিগের যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করে। পরে বশিষ্ঠদেব ইহাদিগকে বিনাশ করেন।
(ভারত° অনু° ১৫৫ অঃ)

খলীকার (পুং) খল-চ্বি-কৃ-ঘঞ্। ১ অপকার। (জটাধর) ২ ভৎর্সন।

খলীন (পুং ক্লী) খে অশ্বমুখচ্ছিদ্রে লীনং পৃষোদরাদিবৎ বিকল্পে ন হ্রস্বঃ। কবিকা, কড়িয়ালি।

"শতং রথানাং বরহেমমালিনাম
চতুর্ভুজাং হেমখলীনশালিনাম্।" (ভারত ১।১১৯।১৫।)

খলু (অব্য) খল্-বাহুলকাৎ উন্। ১ নিষেধ। নিষেধার্থক খলুশব্দের যোগে ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় হয়।

"সম্প্রত্যসাম্প্রতং বক্তু মুক্তে মুষলপাণিনা।
নিদ্ধারিতেহর্থে লেখেন খলু ক্ত্বা খলুবাচিকম্।" (মাঘ ২।৭০।)

২ বাক্যালঙ্কার। ৩ জিজ্ঞাসা। "সখল্বধীতে বেদম্।" (গণরত্ন) ৪ অনুনয়। "নখলু নখলু মুগ্ধে সাহসং কার্য্যমেতৎ।" (গণরত্ন) ৫ নিয়ম, অবধারণ।

"প্রবৃত্তিসারাঃ খলু মাদৃশাং গিরঃ।" (কিরাতার্জ্জুনীয় ১স°)

৬ নিশ্চয়। "দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং নখলু প্রেমচলং সুহৃদ্জনে।" (কুমার ৪।২৮) ৭ বাক্যপাদ পূরণ।

"বধ্যাঃ খলু ন বধ্যন্তে সচিবাস্তব রাবণ।
যে ত্বা মুৎপথমারূঢ়ং ন নিগৃহ্ণন্তি সর্ব্বশঃ।" (রামায়ণ ৩।৪১।৬)

৮ বীপ্সা, ব্যাপ্তি।

"কালে খলু সমারব্ধাঃ ফলং বধ্নন্তি নীতয়ঃ"। (রঘু)

খলুজ (পুং) খং ইন্দ্রিয়ং দর্শনেন্দ্রিয়ং লুঞ্চন্তি হন্তি খ-লু-ক্বিপ্। অন্ধকার। (ত্রিকাণ্ড°)

খলুরেম (পুং স্ত্রী) খলুরিষ্যতে বধ্যতে হসৌ রিষ-কর্ম্মণি ঘঞ্ স্প্সুপেতি সমাসঃ। মৃগবিশেষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

খলূরিকা (স্ত্রী) শস্ত্রাভ্যাসভূমি, যে স্থানে অস্ত্রাদি শিক্ষা করে, ব্যায়াম ভূমি।

খলেকপোত (পুং) [বহু] খলে পতন্তঃ কপোতাঃ অলুক্স°। যে সকল কপোত খলে পতিত হইয়াছে।

খলেকপোত ন্যায় (পুং) খলে কপোততুল্যো ন্যায়ঃ মধ্যপদলো°। খলেকপোতিকান্যায়। কপোত সমুদয় খলে অর্থাৎ খামারে যেমন এককালে পতিত হয়, সেইরূপ সমুদায় পদ যথ এক বিষয়ের সহিত অন্বিত হইলে খলেকপোত ন্যায় কহে। [ন্যায় দেখ।]

খলেকপোতিকা ন্যায় (পুং) [খলেকপোত ন্যায় দেখ।]

'খলেকপোতিকান্যায়া° ত্তৎকরঃ স্যাৎ পরোহপি চেৎ।"
(সাহিত্যদর্পণ)

খলেধানী (স্ত্রী) খলে দীয়ন্তে বৃষভা অত্র ধা-আধারে ল্যুট্ ঙীপ্। ১ মেধি, ধান্যাদি মাড়িবার সময় যে কাঠে গোরু প্রভৃতি বাধা হয়, মই কাঠ। ২ ধূলি। (হেম°)

খলেযব (অব্য) খলে যবো যত্র কালে বহুব্রী তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতিবৎসমাসঃ। খলস্থিত যবের কাল।

খলেবালী (স্ত্রী) খলে বাল্যন্তে চাল্যন্তে বৃষভা যত্র বল আধারে ঘঞ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মেধি, ধান্যাদি মাড়িবার সময় যে কাঠে বাধিয়া গোরু চালান হয়।

"খলে বালী যূপলাঙ্গলেষা।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।২।৪৮)

'খল মধ্যে নিখাতা মেধীভূতা খলেবালী' স° ব্যা°।

খলেবুস (অব্য°) খলে বুসমত্রকালে তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতিবৎ সমাসঃ। খলস্থিত বুসের কাল।

খলেশ (পুং) খে জলাদূর্দ্ধাকাশে লিসতি সংশ্লিষ্যতি লিচ্। খলিশ মৎস্য, খলুশে মাছ। (হারাবলী)

খলেশয় (পুং) খলেশং জলাদূর্দ্ধস্থাকাশসংসর্গং যাতি যা-ক। খলিশ মৎস্য। (শব্দরত্নাবলী)

খল্য (ত্রি) খলায় হিতং খল-যৎ (খলযবমাষতিলবৃষব্রহ্মণশ্চ। পা ৫।১।৭। খলের উপকারক।

খল্যা (স্ত্রী) খলানাং সমূহঃ খল-যৎ টাপ্। খলসমূহ, খামার সমূহ।

খল্ল (পুং) খলতি খল-ক্বিপ্ তং লাতি খল্-লা-ক। ১ বস্ত্রবিশেষ। ২ গর্ত্ত। ৩ চর্ম্ম। (পুং স্ত্রী) ৪ চাতকপক্ষী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া খল্লী হয় (পুং) ৫ চর্ম্মনির্ম্মিতপাত্র, মসক। ৬ ঔষধমর্দ্দনপাত্র। (বৈদ্যক)

খল্লাতক (পুং) বিন্দুসাররাজ্যের প্রথম মন্ত্রী।

খল্লাসার (পুং ক্লী) জ্যোতিষোক্ত ১০ম যোগ।

খল্লিকা (স্ত্রী) খল্ল সংজ্ঞার্থে কন্ টাপ্-অত ইত্বঞ্চ। খঞ্জীষ, পিষ্টকাদি ভাজিবার পাত্র, ভাজনা খোলা। (শব্দচন্দ্রিকা)

খল্লিট (ত্রি) খল্ল-ইন্ খল্লি তদ্বৎ টলতি টল-ড। যাহার মাথায় টাক পড়িয়াছে, খলতি। (শব্দরত্নাবলী)

খল্লিশ (পুং) খলিশ মৎস্য। [খলিশ দেখ।]

খল্লী (স্ত্রী) খল্-ক্বিপ্ তং লাতি লা-ক। বাহুলকাৎ ঙীষ্। হস্ত ও পাদের অবমর্দ্দনকারী রোগবিশেষ।

"খল্লী তু পাদজঙ্ঘোরুকরমূলাবমোধনী।" (ভাবপ্রকাশ)

কুড়, সৈন্ধব, কঙ্ক, তেঁতুল ও তৈল সহযোগে গরম করিয়া মর্দ্দন করিলে খল্লীরোগ ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

খল্লীট (পুং) খল্লীব টলতি খল্লী-টল-ড। ১ ইন্দ্রলুপ্তক রোগ, টাক। (ত্রি) ২ যাহার মাথায় টাক পড়িয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রকার শাতাতপের মতে যে ব্যক্তি পরের নিন্দা করে, তাহার মাথায় টাক্ পড়ে। কিন্তু ধেনু দান করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। (শাতাতপ)

খল্ব (পুং) খল্-ক্বিপ্ তং বাতি খল্-বা-ক। ১ একপ্রকার গ্রাম্য ধান, নিষ্পাব, বল্বা।

"দশগ্রাম্যাণি ধান্যানি...খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ।" (বৃহদারণ্যক উ°)

'খল্বাঃ নিষ্পাবাঃ-বল্বা-ইতি প্রসিদ্ধাঃ।' (শঙ্কর)

২ চণক, ছোলা, বুট।

"মুদ্গাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে" (বাজসনেয়স° ১৮।১২)

'নল্বাশ্চণকাঃ'। (মহীধর)

খল্খল্ (দেশজ) চাঞ্চল্যপ্রকাশ, অস্থিরতাপ্রকাশ।

খল্বাট (পুং) খল্ ক্বিপ্ তং বটতে বেষ্টয়তে বট্-অণ্ উপপদসং। ১ ইন্দ্রলুপ্ত রোগ, টাক্। (ত্রি) ২ ইন্দ্রলুপ্তরোগযুক্ত। (হেম°)

খবর (পারসী) সংবাদ।

খবরের কাগজ, সংবাদপত্র। [সংবাদপত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

খবল্বা (স্ত্রী) খে আকাশে শূন্যে বল্লী ৭তৎ। আকাশবল্লী, শূন্যলতা। ইহার অপর নাম অমরবল্লী। ইহার গুণ—গ্রাহী, তিক্ত, পিচ্ছিল, কষায়, অগ্নিবৃদ্ধিকর, হৃদ্য ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ°)

খবারি (ক্লী) খে আকাশে স্থিতং বারি ৭তৎ। দিব্যোদক, আকাশের জল। (রাজনি°)

খবাষ্প (পুং) খস্য আকাশস্য বাষ্পঃ ৬তৎ। হিম, শিশির।

খশ (পুং) জনপদবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)। *। মনু প্রভৃতি গ্রন্থে কোন স্থানে তালব্যযুক্ত ও কোনস্থানে দন্ত্যসকারযুক্ত খশ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে আভিধানিকগণ উভয়ই স্বীকার করেন। *। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগে পূর্ব্বদিকে এই দেশের উল্লেখ আছে। মহাভারত মতে এই জনপদ আরট্টের ন্যায় ভ্রষ্টাচারসম্পন্ন। (কর্ণপ°)। এই স্থান বর্ত্তমান গড়বাল ও তিব্বতের নারীখোরসুম জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিল। (পুং) তস্য রাজা খশ অণ্ তস্য চ লোপঃ। ২ খশদেশের অধিপতি, রাজা। ৩ জাতিবিশেষ। মনুর মতে—ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে এই জাতির উৎপত্তি, ব্রাহ্মণাদর্শনপ্রযুক্ত ইহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (মনু ১০।২২, ৪০)

হরিবংশে লিখিত আছে, মহারাজ সগর ইহাদিগকে পরাজয় করেন। (হরিবংশ ১৪ অঃ)

মহাভারতে লিখিত আছে, খশেরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পৈপীলিক সুবর্ণ উপহার দিয়াছিল।

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত আছে, মিহিরকুলের সময় খশেরা নরপুরে অবস্থান করিতেছিল। রাজা ক্ষেমগুপ্ত তাহাদিগকে ৩৬ খানি গ্রাম প্রদান করেন। কাশ্মীরাধিশ্বরী দিদ্দা এই খশজাতিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। কাহারও মতে এই দিদ্দারাণীও খশবংশসম্ভূতা ছিলেন।

খশজাতির মধ্যেও কোথাও কোথাও প্রবাদ আছে, যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয়বধে উদ্যত হন, তখন এই জাতি ভয়ার্ত্ত হইয়া হিমশৃঙ্গে আশ্রয় লাভ করে।

বর্ত্তমানকালে নেপালরাজ্যে খশজাতির বাস। ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। সকলেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মণকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে। এখানকার ব্রাহ্মণেরাও বহুদিন হইতে খশকন্যা বিবাহ করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণের ঔরসে খশরমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহারাও দ্বিজোচিত সংস্কারাধিকারী ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়। তাহারা ব্রাহ্মণগোত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। খশেরা শুদ্ধাচারী। নেপালের অধিকাংশ সৈন্য এই খশজাতীয়। ইহারা চতুর, কার্য্যকুশল, পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। ইহাদের দেহের গঠন খুব স্থূলও নহে অথচ কৃশও নহে। ইহারা কেহ শিল্পকর্ম্ম করিতে চাহে না, কিন্তু কেহ কেহ কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে।

এখন আর এই খশজাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলা যায় না, এখন খশেরা যথাকালে উপনয়ন গ্রহণ করে এবং নেপালের ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

নেপালে "একথরিয়া" নামে এক জাতি আছে, রাজপুত বা অপর ক্ষত্রিয়ের ঔরসে খশকন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা পিতার গোত্র পায় বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় হইতে পারে না। তবে তাহাদের পুত্রগণ দুই পুরুষ খশের সহিত আদান প্রদান করিলে, তাহারা 'খশ' বলিয়া পরিচিত হয় এবং ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিতে পারে।

কুমাওন, গড়বাল ও তিব্বতের দক্ষিণাংশের মধ্যে মধ্যে খশ দেখা যায়। তিব্বতের নিকট যাহারা বাস করে, তাহারা অর্দ্ধ হিন্দু অর্দ্ধ বৌদ্ধ।

খশজাতির ভাষা হিন্দীভাষারই অপভ্রংশ। [খাসিয়া দেখ।]

খশরীরিন্ (ত্রি) খশরীরং আকাশরূপশরীরমস্য অস্তি খশরীর-ইনি। খমূর্ত্তিমান্।

খশা (স্ত্রী) খশ-টাপ্। ১ মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী। ইনি যক্ষ ও রক্ষোগণের জননী। (গরুড়পু° ৬ অঃ)

খশীর (পুং) ১ দেশবিশেষ। ২ তদ্দেশবাসী। [বহু] ৩ তদ্দেশীয় রাজা।

"খশীরাশ্চান্তচারাশ্চ পহ্লবা গিরিগহ্বরাঃ।" (ভারত ৬।৯ অঃ)

খশেট (পুং স্ত্রী) খং শেটতি শিট্ অনাদরে অণ্। খঞ্জনপক্ষী।

খশ্বাস (পুং) খস্য আকাশস্য শ্বাস ইব। বায়ু। (ত্রিকাণ্ড°)

খষাণ (দেশজ) খসিয়া ফেলা, স্খলন।

খষ্প (পুং) খন্-প নিপাতনাৎ নস্য ষঃ। ১ ক্রোধ। ২ বলাৎকার।

'খষ্পো ক্রোধবলাৎকারৌ।' (সি° কৌ°)

খস (পুং) খানি ইন্দ্রিয়াণি স্যতি নিশ্চলী-করোতি সো-ক। ১ রোগবিশেষ, খোস, চুলকনা, পাঁচড়া। পর্য্যায়—পামা, কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা। (হেম°) ২ দেশবিশেষ। ৩ ব্রাত্যক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। "ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রাবিড় এবচ।" (মনু) [খশ দেখ।]

খসকন্দ (পুং) খস ইব কন্দোঽস্য বহুব্রী। ক্ষীরীশবৃক্ষ।

খসখস (পারসী) ১ উশীর। [উশীর দেখ] ইহা টানাপাখা ও টাটীর জন্য ব্যবহৃত হয়। আইন-অক্‌বরী পাঠে জানা যায় যে, অক্‌বর বাদশাহ সর্ব্বপ্রথম খসখসের টাটী ব্যবহার করেন। ফ্রান্সে ইহা Vetyver নামে চলিত, ঐ শব্দটী তামিল 'বেট্টিবের' শব্দের অপভ্রংশ। ২ গুজরাটে পোস্তর বীজকে খস্‌খস্ বলে।

খসখেলী, বহবলপুর রাজসম্পর্কীয় এক ক্রোড়দারবংশ। ইহাদের কন্যাগণ প্রথমে নবাবের সহিত সংসর্গ করিয়া তবে বিবাহিত হয়।

খসতিল (পুং) খসঃ খসপূয় ইব তিলঃ তিলতুল্যঃ শুষ্কত্বাৎ তিল মেদক। খাখস, পোস্তদানা। ভাবপ্রকাশের

মতে—তিলভেদ, খসতিল ও খাখস এই তিনটী পোস্তদানার নাম। ইহার বাকলের গুণ শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, তিক্ত ও কষায়রস, বায়ুবৃদ্ধিকর, কফঘ্ন, কাশনাশক, ধাতুশোষক, রূক্ষ, মদকারক, বাক্যবৃদ্ধিকর, মোহজনক, রুচিকারক এবং অধিক সেবনে পুরুষত্বনাশক। ইহার ফলের ক্ষীরকে (আটাকে) আফুক বা অহিফেণ বলে। তাহার গুণ—শোষণকারী, ধারক, কফনাশক, বায়ুবৃদ্ধিকারী, পিত্তবর্দ্ধক এবং খসফলের বল্কলের তুল্যগুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্রকাশপূর্ব্ব° ১)

খসন (দেশজ) ক্ষরণ, পৃথক্ হওন।

খসম্ (আরবী) ১ অধিকারী। ২ স্বামী, পতি।

খসফেনক্ষীর (ক্লী) অহিফেন, আফিঙ্গ।

খসম্ভবা (স্ত্রী) খে সম্ভবতি সম-ভূ অচ্। আকাশমাংসী বৃক্ষ, সূক্ষ্ম জটামাংসী। (রাজনি°)

খসর্প (পুং) খে বন্ধনচ্ছেদেন ঊর্দ্ধদেশেন সর্পণমস্য বহুব্রী। বুদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড°) [বুদ্ধ দেখ।]

খসবক্ত্র (পুং) লকুচ, ডেও। (শব্দচিন্তা°)

খসা (স্ত্রী) কশ্যপপত্নী।

খসাত্মজ (পুং) খসায়াঃ কশ্যপ পত্ন্যাঃ আত্মজঃ ৬তৎ। রাক্ষস।

খসিন্ধু (পুং) চন্দ্র। (হেম°)

খসূচিন্ (ত্রি) খং সূচয়তি সূচ-ণিনি। প্রশ্ন বিস্মরণ করিবার জন্য যে ব্যক্তি আকাশের নির্ম্মলতা সূচনা করে।

খসূয়া (দেশজ) যাহার শরীরে অধিক পাঁচড়া।

খসৃম (পুং) খে আকাশে সরতি গচ্ছতি সৃ-মক। বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্র। (গরুড়পু° ৬ অঃ)

খস্কাডুমুর (দেশজ) একপ্রকার ডুমুর।

খস্ খস্ (দেশজ) অপরিষ্কার, অমসৃণ। (অব্য) সত্বর, শীঘ্র।

খস্খাস (পুং) খস প্রকারে দ্বির্বচনং পৃষোদরাদিবৎ অকার লোপঃ। খসতিল, পোস্ত। (রাজনি°)

খস্খাসরস (পুং) অহিফেণ, আফিঙ্গ। (রাজনি°)

খস্ড়া (পারসী) ১ যে কাগজে প্রতিদিন ক্রয়-বিক্রয় উপস্থিত মত লেখা হয়। ২ জমির মাপ এবং প্রজার নাম যে কাগজে লেখা হয়। ৩ করনির্দ্ধারণ করিবার মোটামুটী হিসাব। ৪ গ্রাম মাপ করিবার সময়ে যে সূচীপত্র প্রস্তুত হয়।

খস্তনী (স্ত্রী) খং আকাশ স্তনইব যস্যাঃ বহুব্রী ঙীপ্। পৃথিবী।

খস্ফাটিক (পুং) খমিব নির্ম্মলঃ স্ফাটিকঃ। ১ সূর্য্যকান্তমণি। ২ চন্দ্রকান্তমণি। (হেম°)

খস্রু, আমীর (আমীর খসেরু বা খুস্রু) দিল্লীর মুসলমান বাদসাহগণের সভায় একজন বিখ্যাত রাজকবি। ইনি জাতিতে তুর্কী। ইহার পিতার নাম আমীর মহ্মুদ সৈফ্-উদ্দীন; তিনি বাহ্লীক দেশ হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে পাতিয়ালা নগরে আসিয়া বাস করেন। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে খুস্রুর জন্ম হয়। যখন সম্রাট্ গায়েসউদ্দীন্ তোঘ্লক্ ভারতের সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইনি "তোঘলক্-নামা" নামক একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। খুস্রু সর্ব্বসমেত ৯৯ খানি গ্রন্থ লিখেন। তন্মধ্যে (১) তুহ্ফৎ উল-সগীর (২) সৎ-উল্ হয়াৎ (৩) গুরৎ উল-কমাল (৪) বকিয়া নকিয়া (৫) হস্ত বহিস্ত (৬) সিকন্দর-নামা (৭) রিসল-নসর প্রভৃতি কয়খানি গ্রন্থ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরের জিনিস। এতদ্ব্যতীত "সু-সিপেহর" "কিরাণউস্-সাদৈন" (যৎকালে দিল্লীর সম্রাট মইজুদ্দীন কৈকোবাদ ও তাঁহার পিতা নাসিরউদ্দীন বগ্রা খাঁ খুস্রুকে দেখিতে আসেন, তখন রাজসম্মানের উপহারস্বরূপ এই কবিতাটী প্রদত্ত হইয়াছিল।) "মফালা" "ইষকিয়া" "মতলা উল্-আন্বর" প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখেন। উপরিউক্ত সাতখানি পুস্তক ছাড়া আরও কএকখানির নাম পাওয়া যায়। (১) পঞ্জগঞ্জ (২) লয়লী বা মজনুন্ (৩) শীরিন্ বা খুস্রু (৪) ঐজাজ খুস্রোবি (৫) আইনা সিকন্দরী (৬) খিজির খাঁনী (৭) ইন্সায়ে আমীর খুস্রু (৮) জবাহির-উল-বহর।

খস্রু পরভিজ, শাসন-বংশীয় পারস্যরাজ তৃতীয় হুরমুজের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি বৈরাম বেগবিন্ রাজ্য অধিকার করেন। পরভিজ রোমসম্রাট মরিসের সাহায্যে সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া ৫৯১ খৃঃ অব্দে পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করেন। রাজ্যলাভের পর সর্ব্বসমক্ষে তিনি সম্রাট্ মরিসকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া ঘোষণা করেন। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে মরিসের হত্যাকার্য্য সম্পাদিত হয়। পরভিজ তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধর্ম্মপিতা ও উপকারীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য রোমরাজ্য আক্রমণ করিলেন। দারা, এদেশা প্রভৃতি কতকগুলি স্থান শীঘ্রই করগত হইল। সীরিয়া ও পালেস্তিন্ নগরী লুট করিয়া ধ্বংস করিলেন। জেরু-সালেম জয় করিয়া স্বর্ণমণ্ডিত যথার্থ ক্রুশটী মাটীর মধ্য হইতে উঠাইয়া জয়ের গৌরবস্বরূপ নিজরাজ্যে লইয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে রোমসম্রাট হিরাক্লীয়াস্ আসিয়া পারস্য আক্রমণ করিলেন। তিনি কাস্পীয়ান্ হ্রদ হইতে ইস্পাহান নগরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থানই ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। রাজকোষ লুণ্ঠিত ও সুন্দর সুন্দর রাজবাটী বিধ্বস্ত হইল। এইরূপ রাজ্যনাশ দেখিয়া প্রজারা পরভিজের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজদ্রোহ ঘোষণা করিল। পরভিজের জ্যেষ্ঠপুত্র সিরোয়া আসিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন। তাঁহার

১৮টী পুত্রকে তাঁহার সম্মুখে বধ করা হইল। তৎপরে কারাগারে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তথায় ৬২৮ খৃষ্টাব্দে পরভিজের মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে নসিরবান্ বংশও বিলুপ্ত হইল।

খস্রু মালিক, একজন ক্রীতদাস। খুস্রুশাহ নামে খ্যাত। সম্রাট্ মুবারক শাহ খল্‌জির অনুগ্রহে ইনি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ও উজীর হইয়াছিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং মহারাষ্ট্রদিগের হস্ত হইতে দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াই মালিককে শাসনকর্ত্তা করিয়া দক্ষিণে পাঠাইলেন। মালিক লুঠপাট করিয়া বৎসরের মধ্যে অনেক ধন সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাঁহার উচ্চ আশা এতই বলবতী হইয়া উঠিল যে, তিনি তাঁহার অন্নদাতা মুবারককেও গুপ্তভাবে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৩২১ খৃঃ অব্দে খস্রুমালিক নাসির-উদ্দীন্ নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। ঐ বৎসরে রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত লোকেরা সেনাপতি গাজি-বেগ তোঘ্‌লকের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে খস্রু পরাস্ত হইলেন। অবশেষে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া নিহত হন।

খস্রু মালিক, (খসেরু, খুস্রু) সম্রাট মহম্মদ তোঘলকের ভাগিনেয়। সম্রাটের রাজ্যলাভেচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে তিনি নিজ ভাগিনেয়কে একলক্ষ সৈন্য দিয়া নেপালরাজ্য বশে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। মালিক বহু কষ্টে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনসীমায় আসিয়া পৌছিলেন। এইখানে একধারে চীনসৈন্য ও অপরদিকে পার্ব্বতীয় নেপালীসৈন্য আসিয়া খস্রুকে আক্রমণ করে ও সমস্ত রসদ লুটিয়া লয়। সাতদিন ধরিয়া এইরূপ কষ্টে যুদ্ধ করিয়া সৈন্যগণকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। এই অবসরে ঘোরতর বৃষ্টি হয়। পাহাড়ের মধ্যে সেই নিম্নস্থানে চারিদিকের জল আসিয়া উপ্‌চিয়া পড়ে। সসৈন্য খস্রু মারা পড়েন ও মুহম্মদের রাজ্যবৃদ্ধির আশাও ঐ বন্যাস্রোতে ভাসিয়া যায়।

খস্রু মালিক, ইহার পিতার নাম খস্রুশাহ। গজ্‌নী-রাজ-বংশের শেষরাজা। পিতার মৃত্যুর পর ১১৬০ খৃঃ অব্দে লাহোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান মুহম্মদঘোরি লাহোর আক্রমণ করিলে সেই যুদ্ধে খস্রু পরাজিত ও বন্দী হন। মুহম্মদঘোরি খস্রুমালিককে সপরিবারে নিজ ভ্রাতা গায়েস-উদ্দীনের নিকট ফিরোজ-কো নগরে পাঠাইয়া দেন। সেইখানে খস্রু সপরিবারে নিহত হন।

খস্রুমালিক, ইনি দিল্লীর সম্রাট্ মুহম্মদবিন্ তোঘলকের ভগিনী খুদাবন্দজাদাকে বিবাহ করেন। ইনি এক সময়ে মুহম্মদের উত্তরাধিকারী সুলতান ফিরোজসাহকে মারিবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র দাবরমালিক সুলতানকে আশু বিপদের কথা জানায়। সুলতান পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন।

খস্রু শাহ, গজ্‌নীর-রাজ বহরামশাহের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম নিজামুদ্দীন্। ১১৫২ খৃঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পর লাহোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সাতবৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১২৬০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

খস্রু সুলতান, মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পুত্র, রাজা মানসিংহের ভগিনীর গর্ভজাত। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে ইহার মৃত্যু হয়। সেই মৃতদেহ আলাহাবাদে আনাইয়া খুস্রুবাগে কবর হয়। "মুয়াসির কুতবশাহী" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাহান্ রেজা নামক কোন এক চরকে পাঠান; সেই চর খস্রুর গলা টিপিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে।

খস্বস্তিক (ক্লী) খং উর্দ্ধোর্দ্ধস্থিত আকাশঃ স্বস্তিকমিব। সমস্থত্রপাতে স্থিত মস্তকোপরিস্থ আকাশবিভাগ। (প্রমিতাক্ষরা)

খহর (পুং) খং শূন্যং হরো যস্য বহুব্রী। ১ শূন্যহারক রাশি, যে রাশির হর শূন্য তাহাকে খহর বলে, ইহার আর একটী নাম অনন্ত। এই রাশি হইতে কোন রাশি অন্তর করিলে কিম্বা ইহার সহিত অপর কোন রাশি যোগ দিলে ইহার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, ইহা একরূপই থাকে। যথা— $\frac{3}{0}$ এই খহর রাশি হইতে ২ বিয়োগ কিম্বা উহার সহিত ২ যোগ করিলে রাশি অবিকৃতই থাকিবে ($\frac{3}{0}+\frac{2}{1}=\frac{3}{0}+\frac{0}{0}=\frac{3}{0}$। $\frac{3}{0}-\frac{2}{1}=\frac{3}{0}-\frac{0}{0}=\frac{3}{0}$।) [গণিত দেখ।]

"অস্মিন্ বিকারঃ খহরে ন রাশাবপি প্রবিষ্টেষ্বপি নিঃসৃতেষু। বহুষ্পি স্যাৎ লয়সৃষ্টিকালে হনন্তেহচ্যুতে ভূতগণেষু যদ্বৎ॥"

(বীজগণিত)

খা (ত্রি) খন বিট্ (জনসনখনক্রমগমো বিট্। পা ৩।২।৬৭) আচ্ছ। ১ খননকর্ত্তা, যে খনন করে। (স্ত্রী) ২ নদী (নিঘ°)

খাই (দেশজ) ১ আকাঙ্ক্ষা। ২ গভীরতা। ৩ খাত।

খাইদ (দেশজ) খাদ, কাইট, ময়লা, পাইন।

খাইমখানি, রাজপুতানাবাসী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী জাতি-বিশেষ। পূর্ব্বে ইহারা চৌহান রাজপুত ছিল, অল্পদিন হইল ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা বলে যে, শেখাবতী নামে রাজ্য পূর্ব্বে তাহাদেরই অধিকারে ছিল, শেখজী তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। আলবার ও জয়পুরে ইহাদের বাস।

খাইরিম্, আসামের খাসিপার্ব্বত্যের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্ররাজ্য।

উজরসিং নামে একজন 'সত্রম্' বা সর্দ্দারের অধীন। লোকসংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার, আয় প্রায় ৮২০০৲ টাকা।

এখানে খনিজ দ্রব্যের মধ্যে চুণ, কয়লা, লৌহ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে এখানে লৌহ গলাইবার বৃহৎ কারখানা ছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ এখনও স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গর্ত্ত পড়িয়া আছে। এখানকার লৌহের আকর অতি বিশুদ্ধ। লৌহের বাট করিয়া স্থানে স্থানে প্রেরিত হয়। দেশীয় কামারেরা বিলাতী লৌহাপেক্ষা এই লৌহের অধিক আদর করে। বিলাতী লৌহের আমদানীতে মূল্য হ্রাস হইয়া পড়ায় দেশীয় ব্যবসায়ও লোপ পাইতেছে। তবে এখনও পাহাড়ী দা, কোদাল, হাতুড়ি ও লোহার খাঁচা প্রস্তুত হইয়া নানাস্থানে রপ্তানী হয়। এ ছাড়া এখানে তুলা, এড়িয়া রেশম, মাদুর ও চুবড়ীর ব্যবসা চলে। ধান, কাঙ্গন, কার্পাস, বিলাতী আলু, কমলানেবু, লঙ্কা, সুপারি ও পানের চাষ হয়। এখানকার বনে মধু কৃষ্ণজীরা, লাক্ষা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

খাইবার, পেশবার জেলাস্থ আফগানস্থানে যাইতে একটী গিরিসঙ্কট। এই গিরিসঙ্কটের মধ্যভাগ অক্ষা° ৩৪°৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১°৫´ পূর্ব্ব অবস্থিত। খাইবার পর্ব্বত হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। খাইবার পর্ব্বত সফেদকো নামক গিরিমালার শেষভাগ। খাইবারপথ প্রায় ১৭ ক্রোশ। পেশবারের পশ্চিমে জমরুদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঢাকা অবধি বিস্তৃত। এই গিরিসঙ্কটের স্থানভেদে উচ্চতার তারতম্য লক্ষিত হয়। যথা—জমরুদ্ ১১১৩ হাত, আলীমস্জিদ্ ১৬২২ হাত, লণ্ডীখানা ১৬৫৯ হাত, লণ্ডীকোটাল ২২৪৯ হাত ও ঢাকা ৯৩৬ হাত উচ্চ। জরীপ বিভাগের স্কটসাহেবের মতে জমরুদ্ ১৫২২ হাত উচ্চ, যদি, এই মাপ ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটীর মাপ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৫০৮৷৷০ হাতের অধিক উচ্চ হইয়া পড়ে।

এই গিরিপথই আফগানস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোদীচ্য সীমায় অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বদিক্ হইতে ক্রমশঃ উচ্চ। কিন্তু আবার পশ্চিমভাগ ক্রমনিম্ন হইয়া গিয়াছে। আলীমস্জিদ নামক সঙ্কট একটী ক্ষুদ্র নদীর গর্ত্ত, এখানে দুইধারে ভৃগু আছে। লণ্ডীখানার গিরিসঙ্কট ৮ হাত প্রশস্ত, ইহার একধার সমান্তরাল প্রাচীর ও অপরধারে তুঙ্গ শৃঙ্গ, যেন কাবুলরাজ্যের প্রবেশপথ শত্রুর দুর্ভেদ্য রাখিয়াছে।

সকল গিরিসঙ্কটের প্রায় এখানেও সামান্য বৃষ্টি হইলে বন্যা আসে। অপর সকল সময়ে শুষ্ক থাকে। এখানকার জল অস্বাস্থ্যকর। খাইবার পাহাড়ে প্রধানতঃ স্লেট, চুণাপাথর ও বালুপাথর পাওয়া যায়।

এখানকার অধিবাসীরা খাইবারী নামে অভিহিত। খাইবারীরা আবার প্রধানতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত। আফ্রিদি, শিন্‌বারী ও ওরাকজাই। খাইবারের পূর্ব্ব অংশে আফ্রিদি, পশ্চিম অংশে শিন্‌বারী এবং তিরা নামকস্থানে, পেশবারের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও স্থানে স্থানে আফ্রিদির সহিত ওরাকজাই জাতির বাস।

খাইবারীদিগের মধ্যে এক একজন মালিক বা সর্দ্দার আছে, সর্দ্দার প্রধান হইলেও সকল সময় তাঁহার কথা থাকে না, তাঁহাকেও সাধারণের মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয়।

খাইবারের মধ্যে পেশবার হইতে জলালাবাদ যাইবার পথে যে সকল আফ্রিদি ও শিন্‌বারী বাস করে, তাহারা পূর্ব্বে পথরক্ষা করিবার জন্য সদোজই নামক সেই স্থানের অধিপতিদিগের নিকট হইতে বর্ষে ১২০০০৲ টাকা করিয়া পাইত। [আফ্রিদি দেখ।] ইহারা আপদ্-বিপদ্‌কালে চল্লিশ হাজার লোকসংগ্রহ করিতে পারে।

শিন্‌বারীদিগের মধ্যে ৮টী শাখা আছে, তন্মধ্যে খথা (খক্ষ?) ও কুকি নামক শাখাই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। কুকিরা ইংরাজরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে। খথারা এখনও ডাকাত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহারাজ রণজিতসিংহ যখন পেশবারে যাত্রা করেন, সেই সময় খাইবারীরা বাঁধ খুলিয়া দিয়া তাঁহার তাঁবু ভাসাইয়া দেয়। রণজিতসিংহ বিলম্ব না করিয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। জলালাবাদ আক্রমণকালে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খাইবার গিরিসঙ্কট দিয়া কএকবার ইংরাজ সৈন্যদিগকে যাতায়াত করিতে হয়, প্রথম কএকবার তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল এবং কএকজন প্রধান প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী খাইবারীর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আমীরের সহিত সন্ধি হয়। সেই পর্য্যন্ত খাইবারীরা ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে।

খাউকী (খাদক শব্দজ) ১ যে খায়, সেবন করে। এই শব্দটী উপহাস বা নিন্দাস্থলে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়। (গ্রাম্য) ২ ওজর, ছল।

খাউড়ল (দেশজ) পেটুক।

খাওন (খাদন শব্দজ) ভোজন, আহার।

খাওয়ান (খাদনা শব্দজ) ভোজন করান।

খাওয়ামলম্ (খাওয়া+পারসিক মলম্) ভেদক মলমবিশেষ।

খাঁ (পারসী) ১ সম্ভ্রান্তলোকের উপাধি। ২ কতকগুলি গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, মণ্ডলেশ্বর। ৩ মুসলমান মধ্যে সম্মানসূচকপদবী।

তুরুক ও সমস্ত এসিয়াখণ্ডে মুসলমানসমাজে এই উপাধি প্রচলিত। মধ্য-এসিয়ার তাতার জাতি সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি গ্রহণ করেন। কাহারও মতে, জমীশ খাঁ এই উপাধি সৃষ্টি করেন। তুরুকে সুলতান, চীনে রাজা ও পারস্তে কেবল আমীর-ওমরাহগণ এই উপাধি গ্রহণ করিতে পারে। বলুচ ও আফগান-অধিনায়ক মাত্রেই খাঁ উপাধি লইয়া থাকে। বিশেষতঃ আফগানেরা বলে যে, ইহা তাহাদের জাতীয় উপাধি, সুতরাং জন্ম হইতেই সকলে গ্রহণ করিতে পারে। মুসলমান রাজগণের আধিপত্যকালে ভারতবর্ষে সকল জাতির মধ্যেই যাহারা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই খাঁ উপাধি পাইয়াছেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ কেহ কেহ এই উপাধি ধারণ করিতেছেন।

খাঁ (কান্) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মালবে প্রবাহিত একটী নদী। অক্ষা° ২২° ৩৬´ পূঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৫´ পূর্ব্বে বিন্ধ্যগিরির উত্তর অংশ হইতে নির্গত হইয়া উত্তরমুখে কিছু দুর গিয়া সরস্বতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তৎপরে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া অক্ষা° ২৩° ৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ পূঃ উজ্জয়িনীর নিকট সিপ্রা নদীতে মিলিত হইয়াছে। এই নদীতে যাতায়াতের বেশ সুবিধা আছে।

খাঁ আলম্, সম্রাট্ অকবরের একজন সেনাপতি। ইনি দিল্লী হইতে ৩০০০ সৈন্যসহ আসিয়া পাটনার নিকট হাজিপুর দুর্গ অবরোধ করিয়া জয় করেন।

খাঁ আলম্, ইহার পূর্ণ নাম মীর্জা বরখুরদার, একজন আমীর। মোগলসম্রাট্ শাহজহানের অধীনে পঞ্চহাজারী পদ পাইয়াছিলেন, পরে সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বকালে ছয়হাজারী এবং বিহারের শাসনকর্ত্তা পদ প্রাপ্ত হন। জীবনের শেষাবস্থায় ইনি সম্রাটের নিকট হইতে বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা পাইতেন। শেষে তৎকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে ইহার মৃত্যু হয়। আগ্রা নগরে যমুনার উপকূলে তাঁহার ৪০ বিঘা একখানি বাগানবাড়ী রহিয়াছে।

খাঁ আলম্, খাঁ জমান্ সেখ নিজামের পুত্র, ইহার আসল নাম এখ্‌লাস খাঁ। সম্রাট্ আলমগীর ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে পঞ্চহাজারীপদ ও খাঁ আলম্ এই উপাধি দান করেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ছয়হাজারীপদ পান। সম্রাট্ আলমগীরের মৃত্যুর পর ইনি বাহাদুরশাহের পরিবর্ত্তে তদীয় ভ্রাতা আজিমশাহকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ইহার প্রাণবিয়োগ হয়।

খাঁই (দেশজ) ইচ্ছা, স্পৃহা।

খাঁকতি (দেশজ) অভাব, টানাটানি, অনাটন।

খাঁকরি (দেশজ) বালি, কাঁকর ইত্যাদি।

খাঁকার (দেশজ) কলঙ্ক।

খাঁ খানান, দিল্লীর রাজসরকারে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর একটী উচ্চদরের উপাধি। বৈরাম খাঁ ও তৎপুত্র খাঁ মির্জা এই পদ পাইয়াছিলেন। [বৈরাম খাঁ দেখ।]

খাঁগড়, পঞ্জাবপ্রদেশের মুজাফরগড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মুজাফরগড় সহর হইতে ৫॥০ ক্রোশ দক্ষিণে ও চন্দ্রভাগা নদীর বর্ত্তমান গর্ত্ত হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে একটী বড় রকম থানা (পুলিস) আছে। লোকসংখ্যা প্রায় চারিহাজার।

নগরের চারিপার্শ্বে পাদপরাজিশোভিত উর্ব্বরা ভূমি আছে, তথায় বেশ কৃষিকার্য্য চলে। নগরের বাটীগুলি অধিকাংশই ইষ্টকনির্ম্মিত, মধ্য দিয়া সুন্দর পথ গিয়াছে। এখানে শস্যের বাজার, ঔষধালয়, সরাই ও পাঠশালা আছে।

খাঁজ (দেশজ) ১ পাখী রাখিবার পিঞ্জর। ২ ভাগ। ৩ পাক।

খাঁ জমান্, হায়দার সুলতান উজবকের পুত্র। সম্রাট্ হুমায়ুনের অধীনে রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম আলীকুলী খাঁ। সম্রাট্ অকবর শাহ ইহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে জৌনপুর ও ও তদ্দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহ জায়গীরস্বরূপ দান করেন। পরিশেষে খাঁ জমান্ ও তদীয় ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ উভয়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে সম্রাট্ যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে বধ করেন।

খাঁ জমান্, ইহার প্রকৃত নাম মীরখলিল্। ইনি আজিম খাঁর পুত্র ও আসফ্ খাঁ জাফরবেগের ভ্রাতুষ্পুত্র। সম্রাট্ শাহজহানের অধীনে কার্য্য করিতেন। আলমগীর বাদশাহ ইহাকে পঞ্চহাজারী পদ দেন। জীবনের শেষাবস্থায় মালবের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে মালব রাজ্যেই ইহার মৃত্যু ঘটে।

খাঁ জমান্ ফতেজঙ্গ, ইনি হায়দ্রাবাদের শাসনকর্ত্তা আবুল হোসেনের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। শেখ নিজাম হায়দ্রাবাদী ইহার প্রকৃত নাম। সম্রাট্ আলমগীরের অধীনে কার্য্যকালে ইনি শিবজীর পুত্র শম্ভুজীকে বন্দী করিয়া আনেন। এই কারণে সম্রাট্ ইহাকে সাতহাজারী পদ ও খাঁ জমান্ ফতেজঙ্গ উপাধি দান করেন। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

খাঁ জমান্ বাহাদুর, মহাবৎ খাঁ জমানা বেগের পুত্র, ইহার প্রকৃত নাম আমন্ উল্লা। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ইহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। ইনি খাঁনজাদ্ খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। তৎপরে সম্রাট্ শাহজহান্ আমনকে পঞ্চহাজারী পদ ও খাঁ জমান্ বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি একজন

ভাল কবি ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুসলমান রাজগণের ইতিবৃত্ত লইয়া "মজমুয়া" নামে পারসী ভাষায় একখানি পুস্তক রচনা করেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদে ইঁহার মৃত্যু হয়।

খাঁজাদা, রাজপুতানার এক মুসলমান সম্প্রদায়। আলবার ও জয়পুরে ইহাদের বসবাস। ইহাদের উৎপত্তিসম্বন্ধে বড় গোলযোগ। আবুলফজলের মতে, ইহারা মেবাতের অধিপতি জদুহা রাজপুত্গণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অনেকের মতে দিল্লীর সম্রাট্‌ ফিরোজ তোঘ্‌লকের অত্যাচারে মেবাতের রাজপুতরাজগণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন, খাঁজাদা তাঁহাদেরই সন্তান।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহারা মেবাৎ রাজ্য শাসন করিত। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবরের সহিত যুদ্ধকালে ইহারা রাজপুত পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। সামাজিকতায় ইহারা তথাকার অপর মুসলমান জাতি হইতে আপনাদিগকে মান্যগণ্য মনে করে।

ইহাদের আচার-ব্যবহার দেখিলেও বোধ হয় যে, ইহারা এককালে হিন্দু ছিল। ইহারা কোন হিন্দুধর্ম্মোৎসবে যোগ দেয় না বটে, কিন্তু হিন্দুর বিবাহে যোগদান করে, হিন্দুদিগের মত ইহাদের বিবাহ হয়। এমন কি ব্রাহ্মণেরাও ইহাদের বিবাহকালে অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন।

ইহাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়। অনেকেই আলবাররাজের সৈনিককর্ম্মে নিযুক্ত। কেহ কেহ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিকবিভাগে কার্য্য করিতেছে। অপরসাধারণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ইহারা কন্যাদিগকে কখন কৃষিক্ষেত্রে পাঠায় না। [মেবাৎ দেখ।] অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চলেও খাঁজাদা নামে এক শ্রেণীর মুসলমান বাস করে।

খাঁ জাহান্‌, আক্‌বর বাদশাহের অধীনে একজন পঞ্চহাজারী আমীর। ইঁহার নাম হুসেনকুলিবেগ, ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মুনাইম্‌ খাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরে বিদ্রোহী দাউদখাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন ও তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া সম্রাটের নিকট আগ্রাতে পাঠাইয়া দেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তাণ্ডা নামক স্থানে ইঁহার মৃত্যু হয়।

খাঁ জাহান্‌আলা, "খাঞ্জালী" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি বাঙ্গালায় শাসনকর্ত্তা মাহ্মুদশাহ সুলতানের (বারবকশাহের) সমকালবর্ত্তী*। বাঘেরহাট অঞ্চলে খলিফতাবাদে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "ইনি গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হুসেন শাহ্‌ বাদশাহের 'ময়ূরচালবরদার' ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কিসুর খাঁ। নবাব ইঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। তিনিই ইঁহাকে সুন্দরবন আবাদ করিতে পাঠান ও সেখানে থাকিয়া খাঁ জাহান বহুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। এক দিন নিদ্রায় ইনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন আল্লা আসিয়া তাঁহাকে সৎকার্য্য করিতে অনুমতি করিতেছেন এবং খাঞ্জালী পদ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন।

খাঁ জাহান্‌আলী সুন্দরবন আবাদ করিতে আসিয়া নিজের অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ষাটগম্বুজ নামে ইঁহার কৃত একটী বৃহৎ মস্‌জিদ আছে। ইহার ভিতরের দালানটী ১৪৪×৯৬ ফিট্‌। মস্‌জিদটী পূর্ব্বদ্বারী ও ১১টী দরজা আছে। লোকে ষাটগম্বুজ বলিলেও ইহাতে সর্ব্বসমেত ৭৭টী গম্বুজ ও ভিতরে ৬০টী থাম আছে। খাঁ জাহান্‌ নির্ম্মিত আর একটী মস্‌জিদ দেখা যায়। ঐ মস্‌জিদটী উর্দ্ধে ৪৭ ফিট। ইহার উপরের গম্বুজটী অতি বৃহৎ। এইখানে মৃত্যুর পর খাঞ্জালীর কবর হয়। কবরের উপর ৪ খান আরবী ভাষায় ও ১ খানি পারসী ভাষায় শিলালিপি খোদিত। তাহাতে লিখিত আছে, আলঘ্‌ খাঁ জাহান্‌ আলী ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। যশোরের লোকেরা ইঁহাকে পীর বলিয়া জানে। প্রতিবৎসর মুসলমান যাত্রিগণ ঐ মস্‌জিদে তাঁহার কবর দেখিতে যান। ইহা ছাড়া কপোতাক্ষ নদীর তীরে আমাদী গ্রামের মস্‌জিদ ও গন্ধকেশবপুরের নিকটে ইঁহার কৃত অনেক কীর্ত্তি দেখা যায়। হঁনি বাঘেরহাটের উভয় নদীর তীর হইতে ষাটগম্বুজ পর্য্যন্ত এবং সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। [পীরআলী দেখ।]

খাঁ জাহান্‌ কোকলতাশ, একজন আমীর, সম্রাট্‌ আলম্‌গীরের ধাত্রীপুত্র, অপর নাম মীর মালিক হুসেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ ইহাকে সাতহাজারী পদ ও "খাঁজাহান বাহাদুর কোকলতাশ জাফর জঙ্গ" এই উপাধি প্রদান করেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি "তারিখ ই আসাম" (আসামবিজয়) নামে পারসী ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

খাঁ জাহান্‌ জাফরজঙ্গ, ইঁহার আসল নাম আলীমুরদ্‌। ইনি জাহান্দার শাহের ধাত্রীপুত্র। সম্রাট্‌ বাহাদুরশাহ আলীকে কোকলতাশ খাঁ পদবী দান করেন। পরে যখন জাহান্দর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন, তিনি তখন তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা আলীমুরদকে নয়হাজারীপদ, খাঁ জাহান্‌

* Calcutta Review Vol. LXIII. দেখ। (এই বারবকশাহের অপর নাম নাসির হুসেনশাহ। ইনি ৮৬২ হিজিরায় বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। See J. A. S. Bengal 1872, pt. II. p 108.)

আমিরজঙ্গ পদবী ও মীর বক্সীগিরির কার্য্যভার দেন। এ উচ্চপদ তাঁহাকে বেশীদিন ভোগ করিতে হইল না। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে জাহান্দরশাহের সহিত ফরকশিয়ারের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

খাঁ জাহান্ বাড়া, ইঁহার অপর নাম সৈয়দ মুজাফর খাঁ। সম্রাট্ শাহজহানের রাজ্যকালে ছয়হাজারী পদ পান। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে প্রাণত্যাগ করেন।

খাঁ জাহান্ লোদী, ইনি জাতিতে আফ্‌গান ছিলেন। কেহ কেহ ইঁহাকে সুলতান বহ্লোল লোদীর, কেহ বা দৌলৎ খাঁ লোদী সাহু খায়েলের বংশধর বলিয়া থাকেন। ইনি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের অধীনে সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম করিতেন ও পঞ্চহাজারী পদ পাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র সুলতান্ পরভিজের সহিত ইনি দাক্ষিণাত্যে সেনাপতি হইয়া যান। পরভিজের মৃত্যুর পরেও ইনি ঐ সেনাপতি-পদে ছিলেন। শাহজহান দিল্লীর সিংহাসনে বসিলে ইনি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার সহিত দিল্লীর সেনাগণের যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে ইনি সপুত্রে নিহত হন ও উভয়ের মস্তক উপঢৌকনস্বরূপ সম্রাট্ শাহজহানের নিকট দিল্লীতে প্রেরিত হয়।

খাঁ জাহান্ মকবুল, মালিক, দিল্লীর সম্রাট্ সুলতান ফিরোজশাহ বারবকের প্রধান মন্ত্রী, ইঁহার উপাধি করাম্-উল্-মুলক্। ইনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর সুলতান্ মুহম্মদ ইঁহার হিন্দু নাম 'কুত্তুব' পরিবর্ত্তে মকবুল নাম রাখিয়া দেন এবং ইঁহাকে মুলতানের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। তৎপরে ইনি নায়েব-উজীর হইয়াছিলেন। সুলতান মুহম্মদের মৃত্যুর পর যখন সুলতান ফিরোজ দিল্লীতে আসেন, তখন ইনি তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ফিরোজ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে আপন উজীরপদে বরণ করেন। সামস্-ফিরোজ আফিফ্-এর মতে, ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে মকবুলের মৃত্যু হয়।

খাঁ মির্জা, মোগলসম্রাট্ অক্‌বর শাহের রক্ষক ও মন্ত্রী বৈরাম খাঁর পুত্র। ইঁহার আসল নাম আবদর রহিম খাঁ। সম্রাট অক্‌বর ইঁহাকে প্রধান মন্ত্রী করেন ও খাঁ খানান্ উপাধি দেন।

খাঁড় (দেশজ) খারাপ গুড়।

খাঁড়া (দেশজ) খড়্গ।

খাঁড়াকাণ (দেশজ) চর্ম্মঘাস।

খাঁড়ি (দেশজ) খাল, পয়োপ্রণালী।

খাঁড়ুয়া (দেশজ) দুঃখী দরিদ্র কুমারদিগের পরিধেয় ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড।

খাঁদা (দেশজ) নতনাসিক, যাহার নাসিকা অতিশয় নত।

খাঁদী (দেশজ) যাহার নাক খাঁদা।

খাঁ দৌরান্ ১ম, মোগলসম্রাট্ অক্‌বরশাহের সময়কার একজন আমীর। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট শাহবেগ খাঁ কাবুলী উপাধি লাভ করেন এবং কাবুলের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে লাহোরে প্রাণত্যাগ করেন।

খাঁ দৌরান্ খাঁ ২য়, খাজা হিসারী নবাকবন্দীর পুত্র, অপর নাম খাজা শাবির নসরৎ জঙ্গ। সম্রাট্ শাহজহানের অধীনে কার্য্য করিতেন। সম্রাট্ ইঁহাকে সাতহাজারী পদ দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে একটী কাশ্মীরি-ব্রাহ্মণকুমার রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় ইঁহার বুকে ছুরী বসাইয়া দেন। ঐ ছুরিকাঘাতে ইঁহার মৃত্যু হয়। ঐ ব্রাহ্মণ বালকটীকে উক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে দৌরান্ খাঁ ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ গোয়ালিয়রে লইয়া গিয়া গোর দেওয়া হয়।

খাঁ দৌরান্ ৩য়, ইনি নসরৎজঙ্গ খাঁ দৌরানের পুত্র। সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বকালে ইনি পঞ্চহাজারী পদ পান। জীবনের শেষাবস্থায় সম্রাট্ ইঁহাকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন। এই স্থানে রাজকার্য্যে থাকিয়া ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

খাঁ দৌরান্ ৪র্থ, সম্রাট্ ফরকশিয়ারের সময়কার একজন আমীর। মুহম্মদশাহের রাজ্যাধিকারে সৈয়দ হোসেন আলী-খাঁর হত্যা ও তদীয় ভ্রাতা কুতব-উল্-মুলক্ কারাবন্দী হইবার পর ১৭২১ খৃষ্টাব্দে ইনি আমী-উল্-ওমরা পদে নিযুক্ত হন। পরে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্‌সাম-উদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া সাংঘাতিক আঘাত পান, ঐ আঘাতে ৩ দিন মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইঁহার আসল নাম খাজা মুহম্মদ আসিম। কেহ কেহ ইঁহাকে আবদুস্ সমাদ খাঁ বাহাদুর জঙ্গ বলিয়া ডাকিতেন।

খাঁপুর, ১ পঞ্জাবের বহাবলপুর রাজ্যের একটী নগর, ইখ্‌তিয়ার-বহ খালের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৯´ উঃ দ্রাঘি° ৭১°১৬´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় আট হাজার। পূর্ব্বে এখানে নানা প্রকার ব্যবসা চলিত, এখন আর তেমন সমৃদ্ধি নাই। এখন একটী মাটীর দুর্গ, একটী বড় বাজার ও রেলওয়ের ষ্টেসন আছে।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শিকারপুর জেলার মধ্যে সখার উপরিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৮°০´১৫´´

উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ৪৭´ পূঃ। শিকারপুর সহর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার, তন্মধ্যে খপর ও শেখর নামক মুসলমান শ্রেণীর বাস অধিক। এখানে টল্লাদারের প্রধান কাছারী, মুসাফিরখানা ও খোঁয়াড় আছে। সুন্দর সুন্দর মাটীর পাত্র, জুতা ও কাপড় প্রস্তুত হয়।

খাঁ বাহাদুর, পাটনার রাজা মিত্রজিতের পুত্র। ইনি য়ুরোপীয় গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহের সারসংগ্রহ করিয়া পারস্য ভাষায় "জামবাহাদুরখানী" নামক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহা ছাড়া "এলেম-উল্ মনাজরৎ" নামে চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন।

খাক্ (পারসী) ছাই, ভস্ম।

খাকৃতি (কাঙ্ক্ষ শব্দজ) অপ্রতুল।

খাকন, রাজা, প্রধানব্যক্তি। তুর্কী, ভোট প্রভৃতি জাতি রাজাকে ঐ নামে সম্বোধন করে।

খাকরি (কর্কর শব্দজ) কাঁকর।

খাক্‌দরখাক্ (পারসী) বৃথা, কিছুই নয়।

খাকসাপেটা (দেশজ) অতিশয় পরিশ্রান্ত।

খাকী (দেশজ) ১ যে খায়। (হিন্দী) ২ মেটে রং। ৩ উৎসুক। ৪ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। রামানন্দী-সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন। রামানন্দের প্রশিষ্য কৃষ্ণদাসের কীল নামে এক বৈষ্ণব শিষ্য ছিলেন, তিনিই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

ভক্তমালাদি কোন গ্রন্থে উক্ত না থাকায় এই সম্প্রদায়কে অনেকে অতি আধুনিক বলিয়া মনে করেন।

ইহারা অঙ্গে বা পরিধেয় বস্ত্রে খাক অর্থাৎ ভস্ম বা মৃত্তিকা লেপন করে বলিয়া ইহাদের নাম খাকী। ভস্ম ও মৃত্তিকা লেপন দ্বারাই ইহাদিগকে অপর বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়। খাকীর মধ্যে যাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে, সে ব্যক্তির আহার ব্যবহার ও পরিধান অনেকটা বৈষ্ণবাদগের অনুরূপ। কিন্তু যাহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারাই উলঙ্গ বা উলঙ্গের মত থাকে, আর ভস্মের সহিত মাটী মিশাইয়া অবলেপন করেন। এ ছাড়া খাকীরা শৈবাদগের মত মাথায় জটাভারও রাখে।

অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত হনুমান্‌গড়ে খাকীসম্প্রদায়ের প্রধান মঠ আছে। সকলে বলে, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কীলাস্বামীর সিংহাসন জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত। ফরক্কাবাদ ও তাহার নিকট অনেক খাকী দেখা যায়। রামসীতা ইহাদের উপাস্য ও হনুমান ভক্তির পাত্র।

৪ শিখ সৈনিকপুরুষগণের পোষাকের চিহ্ন। ৫ দেবমাতৃক ভূমি।

খাকুই (দেশজ) বীজ হইতে তুলা পৃথক করিবার যন্ত্রবিশেষ।

খাখস (পুং) [খসতিল দেখ।]

খাখসতিল (পুং) খসবীজ, পোস্তদানা।

খাগ্ (দেশজ) বন্য তৃণবিশেষ। পূর্ব্বে এইদেশে ইহা দ্বারা কলম প্রস্তুত হইত।

খাগা, উ° প° প্রদেশের ফতেপুর জেলার হাতগাঁপরগণার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫°৪৬´১৮´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১°৮´৪৬´´ পূঃ। এখানে খাগা তহসীলের প্রধান কাছারী আছে। লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজার। অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই চাষার। প্রতিবর্ষে কার্ত্তিকমাসে এখানে একটা মেলা হইয়া থাকে। এখানে ডাকঘর, পুলিসের ফাঁড়ি, বাজার ও রেল-ষ্টেসন আছে।

খাগী (দেশজ) ভোজী।

খাগড়া (খগ্গড় শব্দজ) বন্য তৃণবিশেষ, খাগ্। স্থানবিশেষে খাগ্ ও খাগড়া শব্দ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। খাগ্ ও খাগড়া বাহিরে দেখিতে ঠিক একরূপ হইলেও যাহার মধ্যে শোষ থাকে তাহাকে খাগড়া এবং যাহার মধ্যে শোষ নাই তাহাকে খাগ্ বলা হয়।

খাঙ্গন (দেশজ) বৃহৎ খড়্গ।

খাঙ্গরা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

খাঙ্গাহ (পুং) যে আকাশেহঙ্গমাংস্তি গতিকালে আ-হন্ ড। শ্বেতপিঙ্গলাশ্ব। (শব্দচিন্তা°)

খাজনা (আরবী খজানা শব্দজ) রাজস্ব, কর, খাজানা।

খাজা (দেশজ) ১ ঘৃতপক্কমিষ্টান্নবিশেষ। ২ (ত্রি) কঠিন;

খাজা (পারসী) ১ মুসলমান সমাজে ধনী, বণিক, চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে 'খাজা' বলে। [খোজা দেখ।]

২ মুসলমানসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা ইস্‌মাইলী ও সিয়ামতাবলম্বী। ইস্‌মাইলীগণের মতে সাতটীমাত্র ইমাম্, কিন্তু খাজারা এখনও ইমামের আবির্ভাব স্বীকার করেন।

প্রবাদ এইরূপ, প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে সদরউদ্দীন্ নামে একজন পীর ভট্টি নামক একশ্রেণীর হিন্দুজাতিকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, খাজা তাঁহাদেরই বংশধর। পীর সদরউদ্দীন্ তাঁহাদিগকে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ দিয়া যান, ঐ ধর্ম্মগ্রন্থে দশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের দশাবতারের বিষয় আছে। প্রথম নয় অধ্যায়ে বিষ্ণুর নয় অবতারের কথা এবং শেষ অধ্যায়ে প্যাগম্বর আলীর কথা বর্ণিত আছে।

ইহারা আবুবকর, ওমার ও ওসমানের প্রাধান্য স্বীকার করেন না; কিন্তু আলী, হাসন, হুসেন, জৈন্-উল্ আবিদীন্, মুহম্মদ-ই-বকর ও ইমাম জাফর-ই-সাদিক ইহাদের পূজনীয়।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন যিনি ইমাম্ বলিয়া সমাদৃত, তাঁহার নাম আগা খাঁ। গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৮১ বর্ষ বয়সে বোম্বাই নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি আপন শিষ্যবর্গের নিকট লক্ষাধিক মুদ্রা উপহার পাইতেন। তাঁহার উপর খাজাদিগের ভক্তি এতই প্রবল ছিল যে, শুনা যায়, গত ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে চারি ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া নিহত হয়। এখন আগা আলীশাহ পিতৃপদ লাভ করিয়াছেন।

খাজাদিগের ধর্ম্ম অতি গূঢ়, ইহারা অপর কোন সম্প্রদায়ের নিকট ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে না।

বোম্বাইসহরে অনেক সম্পত্তিশালী খাজা বণিক আছেন। কাঠিবাড়ে ৫০০০ ঘর, সিন্ধুপ্রদেশে ৩০০০ ঘর ও জাঞ্জিবারে ৮।৯ শত ঘর খাজার বাস। আফ্রিকার ও আরবের পূর্ব্বাংশে এই সম্প্রদায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

৩ পঞ্জাববাসী মুসলমান জাতিবিশেষ। ইহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বস্ত্র বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। দলবদ্ধ হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, সঙ্গে এক একজন জমাদার বা প্রধান থাকে। প্রয়োজন হইলে ইহারা জমাদারের নিকট হইতে শতকরা ২৫৲ টাকা সুদে টাকা ধার লয়। আবার জিনিস বিক্রয় হইলে টাকা পরিশোধ করে। দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে এইরূপ অনেক লোক ঘুরিয়া বেড়ায়।

খাজা কাঁটাল (দেশজ) যে কাঁটালের কোয়া অতি নরম হয় না।

খাজা খিজির, মুসলমানদিগের এক প্যাগম্বর। কথিত আছে—ইনি আলেকজান্দরের সহিত অন্ধকারময় 'জুলমাৎ' লোকে গিয়াছিলেন। মুসলমানগণের বিশ্বাস, খাজা খিজির এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার পরিচ্ছদ সবুজ। ভ্রান্ত পথিককে দেখা দিয়া কখন কখন পথ বলিয়া দেন।

মুসলমান-রমণীগণ শ্রাবণ মাসের শেষ শুক্রবারে খাজা খিজিরের সম্মানার্থ ছোট ভেলা ভাসাইয়া থাকেন। ভেলাখানি ফুলের মালা ও নারিকেলতৈলপূর্ণ প্রদীপ দিয়া সাজান থাকে। যখন ভেলাখানি নদীতে ভাসিতে ভাসিতে যায়, তখন রমণীগণ ভক্তিপূর্ণ মনে দেশীয় ভাষায় মন্ত্র গান করিতে থাকেন।

খাজা জাহান্, ইনি (২য়) মুহম্মদশাহ বাহ্মনীর নিকট ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে পারান্দা ও ১১টী জেলার শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। পরে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বাহ্মনীরাজ মাহ্মুদশাহের মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। উক্ত জেলার স্থানে স্থানে ইহার কৃত মসজিদাদি এখনও বিদ্যমান আছে।

খাজা জাহান্, জৌনপুরের সর্কী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার প্রকৃত নাম মালিক সরবর। দিল্লীর দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী জৌনপুর, অন্তর্বেদ প্রভৃতি প্রদেশ তাঁহার অধিকারে ছিল। তবারিখ-মুবারিকশাহী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ মুহম্মদশাহ তোঘ্লক্ মালিক সরবর নামক একজন খোজাকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করেন ও খাজা জাহান্ এই মর্য্যাদাসূচক উপাধি দান করিয়াছিলেন। মুহম্মদশাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান মাহ্মুদশাহ তোঘ্লক্ ১০ম বর্ষ বয়সে সিংহাসনে বসিলে ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে মালিক কনোজ, অযোধ্যা, কাড়া ও জৌনপুরের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বালক সুলতানের রাজ্য বিশৃঙ্খল দেখিয়া খাজা জাহান্ 'মালিক্ উস্ সর্ক' নাম লইয়া জৌনপুরে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। ছয় বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। সর্কী রাজবংশের শেষ রাজা হুসেনশাহ বিহ্লোললোদীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালার রাজা সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট আশ্রয় লয়েন। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে খাজা জাহান্ প্রতিষ্ঠিত সর্কীবংশ লোপ পায়।

খাজাঞ্চী (পারসী) ১ ধনাধ্যক্ষ। ২ সদর কাছারীতে যে কর্ম্মচারী তহবিল রক্ষা করে, মফঃস্বলের আদায় খাজানার চালান প্রভৃতি বুঝিয়া লয় এবং খরচপত্রের জমাখরচ প্রভৃতি হিসাব রাখে।

"আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
খাজাঞ্চী আমার পতি সবার অধম।" (ভারত—বিদ্যাসুন্দর)

খাজানা (পারসী) অপরের ভূমি ব্যবহার ও ভোগদখল করিতে ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারীকে উহার বদলে যাহা কিছু দিতে হয়, তাহাকে কর বা খাজানা কহে।

খাজা মসায়ুদ, (বা মসুদ) একজন মুসলমান কবি। ইনি ৩ খানি বড় কবিতা (দিবান্) পুস্তক লিখিয়া যান। একখানি দিবান্ আরবী, একখানি পারসী ও অপরখানি হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত। ইনিই মুসলমানদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুস্থানী ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন।

খাজা মুআজম্, সম্রাট্ অক্বরশাহের মাতুল। ইনি অক্বরের পিসি বিবি ফতিমাকে বিবাহ করেন। ইঁহার স্বভাব অতিশয় কদর্য্য ছিল। এই জন্য সময়ে সময়ে সম্রাট্ ইঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিতেন। ৯৭৩ হিজিরাতে ইনি বিবি ফাতিমার প্রাণনষ্ট করিলে প্রথমে কিছুদিন কারাবন্দী থাকেন। পরে সম্রাটের আদেশে তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলা হয়।

খাজা মুহম্মদ গবান্, প্রথমে বেরারের শাসনকর্ত্তা পরে দাক্ষিণাত্যের রাজা নিজামশাহ বাহ্মনীর উজীর হইয়া

ছিলেন। লোকে ইঁহাকে মালিক-উৎ-তজার খাজা জাহান্ বলিত। ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি মালবের রাজা মাহ্মুদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বশে আনেন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ২য় মুহম্মদশাহের রাজ্যকালে খাজা জাহান "ওয়াকিল্ উস্-সুলতানের" কার্য্যভার লইলেন। ইঁহার উচ্চ পদ দেখিয়া শত্রুপক্ষের চক্ষু টাটাইল। যবানের বিরুদ্ধে তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে জানাইল। রাজা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইঁহার মুণ্ডচ্ছেদনের আদেশ দিলেন। মুহম্মদগবান ৭৮ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন।

থাজি (দেশজ) এক প্রকার মাছ।

থাজিক (পুং) খে উর্দ্ধদেশে আজঃ ক্ষেপঃ তৎ সাধুঃ খাজ-ঠন্। খই, লাজা। (হারাবলী)

থাঞ্জন (পুং স্ত্রী) খঞ্জনস্যাপত্যং খঞ্জন-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) খঞ্জনের অপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া খাঞ্জনী শব্দ হয়।

থাজুর (খর্জ্জুর শব্দজ) খর্জ্জুর, খেজুর।

থার্জ্জুর গুড় (দেশজ) খেজুর-রস দ্বারা যে গুড় প্রস্তুত হয়।

থাঞ্চা (যাবনিক) কাষ্ঠময় বৃহৎ পাত্রবিশেষ।

থাঞ্চীপোষ (যাবনিক) বৃহৎ পাত্রের আচ্ছাদন।

থাঞ্জাখাঁ (প্রকৃত নাম নবাব খান্জাদ্ খাঁ) বঙ্গবরখাঁর পুত্র। বর্দ্ধমানের জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত খাঞ্জাখাঁ গড়ের প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গবর খাঁ দিল্লীর দক্ষিণে বর্ষা নামক স্থানে সৈয়দ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহে বর্দ্ধমান, দশঘরা ও কৃষ্ণনগরের তহসীলদার হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। প্রথমে তিনি সলিমাবাদে থাকিতেন। দশঘরার রাজা নারায়ণ পাল (১) তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন। বঙ্গবর দশঘরা হইতে এক বনে শিকার করিতে যান। সেই বনে বিস্তর শিমুলবৃক্ষ ছিল, তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এইখানে 'কোটশিমুল' নামে একটী নগর পত্তন করিলেন।

শের আফগানের বিনাশকালে ইনি জাহাঙ্গীরের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাহাতে জাহাঙ্গীর ইঁহাকে নবাব উপাধি প্রদান করেন। বঙ্গবর নবাব হইয়া কোটশিমুলে থাকিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিতে লাগিলেন। এই অন্যায় ব্যবহার দিল্লীর বাদশাহের কর্ণগোচর হইল, তিনি বঙ্গবরকে ধরিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। বঙ্গবর আত্মহত্যা করিয়া বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। তাঁহার মরণে বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার পুত্র খাঞ্জাখাঁকে নবাব উপাধি দিয়া কোটশিমুলে পাঠাইলেন।

খাঞ্জাখাঁ সর্ব্বদাই মহা আড়ম্বরে থাকিতেন, বঙ্গদেশের পল্লীমধ্যে সময়ে সময়ে মহা সমারোহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বঙ্গের উচ্চনীচ প্রজা সাধারণ তাঁহার জাঁকজমকের সর্ব্বদাই প্রশংসা করিত। এইজন্য এখনও বাঙ্গালীরা কোন সামান্য লোকের হঠাৎ আড়ম্বর দর্শন করিলে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকেন, "যেন খাঞ্জাখাঁ।"

নবাব খাঞ্জাখাঁর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র গদাই খাঁ পিতৃপদ লাভ করেন। ইনি বর্দ্ধমানের রাজার অধীনে থাকিয়া চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হন।

নবাব খাঞ্জাখাঁর বংশানুক্রমে কেবল একটী করিয়া পুত্র জন্মে। এখনও এই বংশীয় তসদ্দক হুসেন খাঁ জীবিত আছেন। আর সে পূর্ব্ব বিষয়-সম্পত্তি নাই, সে নবাব উপাধিও নাই। এখন সামান্য কএকখানি ধানজমিই খাঞ্জাখাঁর বংশধরের একমাত্র সম্বল। তসদ্দকের পিতা আলীনকি খাঁ বীরভূমস্থ নগরের মুসলমান-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

থাঞ্জার (পুং স্ত্রী) খঞ্জারস্যাপত্যং খঞ্জার-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) খঞ্জার নামক ঋষির অপত্য।

থাঞ্জাল (পুং) খঞ্জালস্যাপত্যং খঞ্জাল-অণ্। খঞ্জাল নামক ঋষির অপত্য।

থাট্ (অব্য) অব্যক্ত শব্দ।

"খাট্ কৃত্বা নিষ্ঠীবং" (সি° কৌ° ১।৪।৬২ পা°)

থাট (পুং) যে উর্দ্ধমার্গে খটতানেন অট্ করণে ঘঞ্। শব-রথ। (শব্দরত্নাবলী) খাটিয়া, মড়ার খাট।

থাট (দেশজ) খর্ব্ব, ক্ষুদ্র, ছোট।

থাটনা (দেশজ) কর্ম্ম, পরিশ্রম, নিয়ত কাজ।

থাটনায়া (দেশজ) যাহাকে কোন নিয়ত পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয়।

থাট্মল (হিন্দী খট্মল) ছারপোকা, উকুন।

থাটলা (দেশজ) ১ ঘর-আবরণ। ২ ঝাড়ন, চালনী।

থাটা (দেশ) পরিশ্রম, নিয়ত কার্য্য।

থাটান (দেশজ) কর্ম্মে নিয়োগকরণ, লাগান, যোজন।

থাটাল (যাবনিক) অন্তর, মধ্যস্থল, কোন কোন স্থানে ঘরের মেজেকেও খাটাল বলে।

থাটাশি (খট্টাশ শব্দজ) ক্ষুদ্র খট্টাশ।

থাটি (স্ত্রী) খট কাঙ্ক্ষায়াং বাহুলকাৎ ইঞ্। ১ কিণ। ২ অসদ্গ্রহ। ৩ শব-রথ, মড়ার খাট। (মেদিনী) ৪ শুল্কত্রণ। (উজ্জ্বলদত্ত)

(১) এই নারায়ণপালই মেদিনীপুরের অন্তর্গত খাড়েলা পরগণার রাজবংশের আদিপুরুষ। [খাড়েলা দেখ।]

খাটি (দেশজ) শুদ্ধ, অমিশ্রিত, অকৃত্রিম।

খাটিকা (স্ত্রী) খাট স্বার্থে কন্ ততঃ টাপ্। ১ খাট, শব-রথ।

খাটিয়া (খাট শব্দজ) মড়ার খাট, ক্ষুদ্র খাট।

খাট্বাভারিক (ত্রি) খট্বাভারং বহতি হরতি আবহতি বা খট্বাভার-ঠঞ্। (তদ্ধরতি বহত্যাবহতি ভারাদ্ বংশাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৫০) ১ খট্বাভারহারক। ২ খট্বাভারবাহক। ৩ খট্বাভারাবহক।

খাট্বে (হিন্দী, সংস্কৃত খট্বাবহ শব্দের অপভ্রংশ।) বেহারের নীচ জাতিবিশেষ। পাল্কীবহন ও কৃষিকর্ম্মই ইহাদের উপজীবিকা। ইহাদের মধ্যে বহিও ও গোরো নামে দুইটী শাখা আছে। সকলেই কাশ্যপ গোত্র ও ভগবতীর উপাসক। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন না। এই জাতীয় বৈরাগীরা ইহাদের পুরোহিত। ইহাদের আর কএকটী গৃহদেবতা আছে, তাঁহাদের নাম—শশিয়া, কালী, ধর্ম্মরাজ, নরসিংহ ও মীরা। দেবতার উদ্দেশে ইহারা ছাগ, মেষ, কপোত প্রভৃতি বলি দেয়। গৃহদেবতার পূজার পুরোহিত যোগ দেয় না, গৃহস্থ নিজে নিজেই এই পূজা করিয়া থাকে।

উভয়পক্ষে পিণ্ড না বাধিলে সাতপুরুষ বাদ দিয়া তবে বিবাহ হয়। বিবাহের সময় গ্রামের মণ্ডলের মত লওয়া চাই। মণ্ডলের অনুমতি পাইলে বরপক্ষীয় হইতে কন্যার বাটিতে বস্ত্র পাঠাইতে হয়। মৈথিল ব্রাহ্মণেরা বিবাহে শুভদিন স্থির করিয়া দেন কিন্তু বিবাহাদি কোন কর্ম্মে যোগ দেন না।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ চলে, তবে বিধবা সপিণ্ডে বিবাহ করিতে পারে না। ইহারা শবদাহ করে, পরে তৃতীয় দিবসে ভস্ম লইয়া শ্মশানের নিকটেই সমাধি করিয়া আইসে। বাঙ্গালাপ্রদেশে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ খাট্বে জাতির বাস।

খাড়ব (ক্লী) ভাবপ্রকাশোক্ত চূর্ণবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কোল ও আমলক ভাল করিয়া চূর্ণ করিবে। তাহার সহিত শুণ্ঠী, এলাচী ও অল্প পরিমাণ শর্করামিশ্রিত করিয়া ছোলঙ্গ নেবুর রসে ভিজাইবে। পরে সূর্য্যরশ্মিতে শুকাইবে। এই প্রকারে বার বার নেবুর রসে আর্দ্র করিয়া বার বার সূর্য্যরশ্মিতে শুকাইতে হয়। ইহার সহিত অল্প পরিমাণ লবণ মিশাইবে। ইহাকে খাড়ব বলে। ইহার গুণ মুখপরিষ্কারক, রুচিকর, হৃদ্‌রোগ ও মুখের বিরসতানাশক। ইহা আহারের পরে সেবনীয়। (ভাবপ্রকাশ)

খাড়ব (অপভ্রংশ) যে সকল রাগ ছয়টী স্বরবিশিষ্ট অর্থাৎ যে সকল রাগের মূর্ত্তি ছয় রাগে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায়, তাহাকে খাড়ব বলে।

খাড়া (দেশজ) ১ দণ্ডায়মান। ২ সোজা। ৩ উত্থিত।

খাড়াখাড়া (দেশজ) ১ নিষ্ঠুররূপে বা ক্রুদ্ধভাবে। ২ অতি শীঘ্র।

খাড়ায়ন (পুং স্ত্রী) খড়-গোত্রাপত্যার্থে ফঞ্। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ১ খড়নামক ঋষির গোত্রাপত্য, তদ্বংশীয়।

খাড়ায়নক (ত্রি) খড়ায়নেন নির্বৃত্তং খাড়ায়ন-বুঞ্। (পা ৪।২।৮) খাড়ায়ন কর্ত্তৃক যাহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

খাড়ায়নভক্ত (ক্লী) খাড়ায়নস্য বিষয়ো দেশঃ খাড়ায়ন-ভক্তল্। (ভৌরিকাদ্যৈষুকার্য্যাদিভ্যো বিধল্ ভক্তলৌ। পা ৪।২।৫৪) খাড়ায়নের দেশ, খাড়ায়ন যে দেশে বাস করে।

খাড়ায়নিন্ (পুং) [বহু] খাড়ায়নেন প্রোক্ত মধীয়তে খাড়ায়ন-ণিনি (শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। পা ৪।৩।১০৬) খাড়ায়নপ্রোক্ত ছন্দ বা শাস্ত্র যাহারা অধ্যয়ন করে।

খাড়ায়নীয় (ত্রি) খাড়ায়ন-ছ (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) খাড়ায়ন সম্বন্ধীয়।

খাড়াহুড়ী (দেশজ) কার্য্য করিবার জন্য অতিশয় তাগাদা, যাহাতে অপর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

খাড়িকি (ত্রি) খড়িক-চাতুরর্থিক ইঞ্। (পা ৪।২।৮০) খড়িক-সম্বন্ধীয়।

খাড়ু (দেশজ) হাতে পরিবার অলঙ্কারবিশেষ।

খাড়ূরেয় (পুং স্ত্রী) খড়ূরস্যাপত্যং খড়ূর-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) খড়ূর নামক ঋষির অপত্য।

খাড়োন্মত্তেয় (পুং স্ত্রী) খড়োন্মত্তায়া অপত্যং খড়োন্মত্তা-ঢক্ (পা ৪।১।১২৩) খড়োন্মত্তার অপত্য।

খাড়্গিক (ত্রি) খড়্গানাং সমূহঃ খাড়্গঃ খাড়্গ অস্ত্যর্থে ঠন্। খড়্গধারী, যাহার খড়্গ আছে।

খাণ্ড (ক্লী) খণ্ডস্য ভাবঃ খণ্ড-অণ্। (বাগ্রহণাৎ অণ্। সি° কৌ° ৫।১।১২২) ১ খণ্ডের ভাব। খণ্ডস্য বিকারঃ খণ্ড-অণ্। ২ খণ্ড-বিকার।

খাণ্ডব (ত্রি) খাণ্ডং খণ্ডবিকারং বাতি বা-ক। ১ খণ্ড-বিকারযুক্ত মোদকাদি।

"রসালাপূপকাংশ্চিত্রান্ মোদকাংশ্চ সখাণ্ডবান্।"

(ভারত আনু° ৫৩ অঃ)

(ক্লী) খাণ্ডবাস্তদাখ্যায়া প্রসিদ্ধায়াঃ নগর্য্যা জাতং খাণ্ডবী অণ্। ২ একটী প্রসিদ্ধ বন। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, এই বনটী পূর্ব্বে শক্রাদি দেবগণের বাসস্থান ছিল। চন্দ্রবংশীয় সুদর্শন নামক একজন রাজা দেবরাজের আদেশে সেই বন আবাদ করিয়া খাণ্ডবী নামক একটী পুরী নির্ম্মাণ করেন। এই খাণ্ডবী পুরীটী গুণগরিমায় যে জগতের সকল পুরী হইতেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া-

ছিল। এই পুরীটী দৈর্ঘ্যে ১০০ যোজন বা চারিশত ক্রোশ এবং বিস্তারে ৩০ যোজন বা ১২০ ক্রোশ। দিন দিন সুদর্শনের গরিমা বাড়িতে লাগিল, একে একে সকল রাজগণই তাঁহার নিকটে পরাজয় মানিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। সুদর্শন দেবগণের প্রতিও আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসিলেন। অধীন প্রজাগণের প্রতি কিছু কিছু অন্যায় আচরণ করিতে ক্রটি করিলেন না। অল্পদিন মধ্যেই তিনি সকলের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। সুদর্শন কাশীরাজ বিজয়ের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া তাঁহাকে আপনার সচিবপদ অর্পণ করেন। কাশীরাজ অবকাশ পাইয়া সুদর্শনের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। সুদর্শন এই গুপ্ত সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। সেই যুদ্ধে সুদর্শনের পরাজয় হয়। কাশীরাজ খাণ্ডবীপুরী লুঠপাট করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলেন। এই সময়ে দেবরাজ আসিয়া কাশীরাজের নিকট জানাইলেন যে, এই স্থানে পূর্ব্বে একটী বন ছিল, সেই বনে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ পরম সুখে বিচরণ করিতেন, সুদর্শন তাঁহাদের সেই সুখে বাধা দিয়া খাণ্ডবীপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, এই স্থানটী পুনর্ব্বার তাঁহাদের উপবনরূপে পরিণত হইলেই ভাল হয়। কাশীরাজ বিজয় দেবগণের আদেশে সেই স্থানে একটী উপবন প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং প্রজাগণকে আপনার রাজ্যে লইয়া গেলেন। এই বনটীই খাণ্ডব নামে প্রসিদ্ধ। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

দ্বাপরের শেষভাগে অগ্নি ব্রাহ্মণরূপী হইয়া অর্জ্জুনের নিকটে খাণ্ডববন দাহের প্রস্তাব করেন। অগ্নির প্রার্থনায় মধ্যম পাণ্ডব তাহাতে সম্মত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে খাণ্ডববন দাহন করিতে আরম্ভ করেন। দেবরাজ চরমুখে খাণ্ডবদাহের কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে সদলবলে দেবগণকেও পরাজিত হইতে হইল। অর্জ্জুন নির্বিঘ্নে খাণ্ডবদাহন করিয়া আপনার অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। (কালিকাপুরাণ ৯০ অঃ)

অতি প্রাচীনকাল হইতে খাণ্ডববন আর্য্যজাতির নিকট প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৫।১।১ ও পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে ২৫।৩ ইহার উল্লেখ আছে। পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে পঞ্চগ্রামের মধ্যে এই খাণ্ডবপ্রস্থ প্রাপ্ত হন। শেষে পাণ্ডবেরা এইখানেই ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপন করেন। (ভারত আদি° প°) [ইন্দ্রপ্রস্থ দেখ।]

খাণ্ডবক (ত্রি) খণ্ডু চাতুরার্থিক বুণ্। খণ্ডুসম্বন্ধীয়।

খাণ্ডবপ্রস্থ (পুং) ইন্দ্রপ্রস্থ, বর্ত্তমান দিল্লীর পার্শ্ব।

"অস্মাভিঃ খাণ্ডবপ্রস্থে যুস্মদ্বাসোঽনুচিন্তিতঃ।" (ভা° ১।৬১অঃ)

খাণ্ডবায়ন (পুং) খাণ্ডবং তন্নামকং বনং অয়নং আশ্রয়ঃ যস্য বহুব্রী। খাণ্ডববনবাসী ঋষি।

"ব্যভজন্ত তদা রাজন্ প্রখ্যাতাঃ খাণ্ডবায়নাঃ।"

(ভারত ৩।১১৭ অঃ)

খাণ্ডবিক (পুং) খাণ্ডবং মোদকাদিশিল্পমস্য খাণ্ডব-ঠঞ্। যে মোদক প্রস্তুত করে, ময়রা।

"আরালিকাঃ সূপকারা যে চ খাণ্ডবিকাস্তথা।"

(ভারত, আশ্ব° ১ অঃ)

খাণ্ডবী (স্ত্রী) চন্দ্রবংশীয় সুদর্শনরাজ কর্তৃক নির্ম্মিত হিমালয়ের নিকটস্থিত একটী পুরী। [খাণ্ডব দেখ।]

খাণ্ডবারণক (ত্রি) খাণ্ডবীরণেন নির্বৃত্তং-বুণ্। খাণ্ডবীরণ-নির্বৃত্ত।

খাণ্ডিক (পুং) খণ্ডং মোদকাদিকং শিল্পমস্য ঠঞ্। ১ যে মোদক প্রস্তুত করে, ময়রা। (হারাবলী) (ক্লী) খাণ্ডিকানাং সমূহঃ খাণ্ডিক-অঞ্ (খাণ্ডিকাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৪৫) খাণ্ডিকসমূহ।

খাণ্ডিকীয় (পুং) [বহু] খাণ্ডিকেন প্রোক্ত মধীয়তে খাণ্ডিক-ছণ্। (তিত্তিরিবরতন্তুখাণ্ডিকোখাচ্ছণ্। পা ৪।৩।১০২) যাহারা খাণ্ডিকোক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

খাণ্ডিক্য (পুং) ১ নিমিবংশীয় একজন রাজা, ইঁহার পিতার নাম মিতধ্বজ, ইনি অতিশয় কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। (ভাগবত ৯।১৩।২০-২১) (ক্লী) খাণ্ডিকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা খাণ্ডিক-ষ্যঞ্ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১২৮) ২ খাণ্ডিকের ভাব, খাণ্ডিকতা। ৩ খাণ্ডিকের কর্ম্ম।

খাণ্ডিত (ত্রি) খণ্ডিত ইঞ্ (পা ৪।২।৮০) খাণ্ডিতের সন্নিহিত দেশাদি।

খাণ্ডিত্য (ত্রি) খাণ্ডিত-চাতুরার্থিক ণ্য। (পা ৪।২।৮০।) খাণ্ডিত, খাণ্ডিতের সন্নিহিত দেশাদি।

খাৎ (অব্য) অব্যক্ত শব্দ। যথা—খাৎকৃত্য নিষ্ঠীবৎ।

খাত (ক্লী) খন ভাবে ক্ত। ১ খনন। খন কর্ম্মণি ক্ত। ২ পুষ্করিণী, পুকুর। (ত্রি) ৩ যাহা খনন করা হইয়াছে। "খাত খুরৈর্মুদ্গভুজাম্।" (মাঘ) (পুং) ৪ কূপ। (নিঘণ্টু ৩।২৩)

খাতক (ক্লী) খাত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ খাই, পরিখা। (হেম) (পুং) ২ অধমর্ণ, ঋণী।

"উত্তমর্ণো ধনস্বামী অধমর্ণস্তু খাতকঃ।" (গোয়ীচন্দ্র)

৩ যে শত্রুপক্ষীয় সৈন্য বিদারণ করিতে পারে।

"খাতকব্যূহতত্ত্বজ্ঞং বলহর্ষণকোবিদম্।"

(ভারত, শান্তি, ১২৮ অঃ)

'খাতকাঃ পরসৈন্যবিদারকাঃ'—নীলকণ্ঠ।

খাতভু (স্ত্রী) খাতযুক্তা ভূঃ। ১ পরিখা। ২ প্রতিকূপ।

খাতব্যবহার (পুং) খাতস্য পুষ্করিণ্যাদেঃ ব্যবহারঃ দৈর্ঘ্য-বিস্তারবেধাদিভিরিয়ত্তা নির্ণয়ঃ ৬তৎ। গণিতবিশেষ, পুষ্করিণী প্রভৃতির দৈর্ঘ্য-বিস্তার ও বেধ দ্বারা পরিমাণ নির্ণয়। লীলাবতীতে খাতব্যবহার-প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

যে গণিত দ্বারা খাতের পরিমাণ নির্ণয় হইয়া থাকে, তাহাকে খাতব্যবহার বলে। ক্ষেত্রের ন্যায় খাতও চতুরস্র, ত্র্যস্র ও বৃত্ত প্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত। লীলাবতীর টীকাকার মুনীশ্বর গণক ইহাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বিষম ও সম। খাতের উপরিভাগের নাম মুখ এবং অধস্তনভাগকে তল বলে। যে খাতের মুখের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার তলের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের সমান, তাহাকে সমখাত এবং যাহার মুখের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার তলের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের সমান নহে, তাহাকে বিষমখাত বলা যাইতে পারে। খাতের গাম্ভীর্য্যকে বেধ কহে। যে খাতের সকল স্থানের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ সমান নহে। তাহার সমমিতি করিয়া পরে প্রক্রিয়া করিতে হয়। লীলাবতীতে সমমিতি করিবার উপায় এইরূপ লিখিত আছে।

খাতের যে কয়টী স্থানে দৈর্ঘ্যের অসমানতা দৃষ্ট হইবে সেই কয়টী স্থান সূত্রদ্বারা মাপ করিয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার যোগফলকে স্থান সংখ্যা অর্থাৎ যে কয়টী স্থান হইতে মাপ লওয়া হইয়াছে, তাহার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সেই খাতের দৈর্ঘ্যের সমমিতি জানিবে। এই প্রকার বিস্তার এবং বেধের অসমানতা হইলে তাহাদেরও সমমিতি করিয়া লইতে হয়।

উদাহরণ—যে খাতের দৈর্ঘ্য ৩ স্থানে যথাক্রমে ১২, ১১ ও ১০ হাত, বিস্তার ৩ স্থানে ৭, ৬ ও ৫ হাত এবং বেধ ৩ স্থানে ৪, ৩ ও ২ হাত তাহার সমমিতি কর।
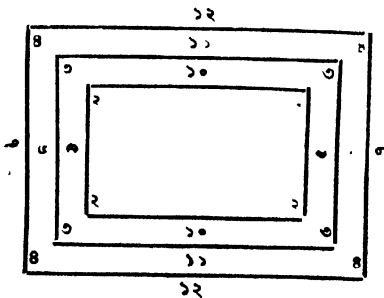
প্রক্রিয়া—স্থানত্রয়ের দৈর্ঘ্য ১২, ১১ ও ১০এর যোগফল ৩৩কে স্থান সংখ্যা ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ১১; অতএব ঐ খাতের দৈর্ঘ্যের সমমিতি হইল ১১। এই প্রকার স্থানত্রয়ের বিস্তার ৭, ৬ ও ৫এর যোগফল ১৮কে স্থান সংখ্যা ৩ দ্বারা ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৬; অতএব ঐ খাতের বিস্তারের সমমিতি হইল ৬। স্থানত্রয়ের বেধ ৪, ৩ ও ২এর যোগফল ৯কে স্থান সংখ্যা ৩ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ হইবে ৩; অতএব বেধের সমিতি হইল ৩। সমমিতি করিলে ঐ খাতটীর এইরূপ আকার হয়।
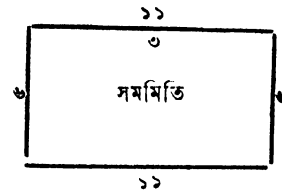
খাতফল নির্ণয় করিবার উপায়। খাতের ক্ষেত্রফলকে বেধ দ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা খাতের ঘন ফল জানিবে।

উদাহরণ—প্রদর্শিত খাতের ফল স্থির কর।

প্রক্রিয়া—প্রদর্শিত খাতের সমমিতি করিলে যে আয়তক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে তাহার ক্ষেত্রফল হইল ৬৬, ইহাকে বেধের সমমিতি ৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইবে ১৯৮, অতএব ঐ খাতের ফল হইল ১৯৮ ঘনহস্ত। [ঘনহস্ত দেখ।]

বিষমখাতের ফল নির্ণয় করিবার নিয়ম।—

মুখের ক্ষেত্রফল, তলের ক্ষেত্রফল এবং যুতিজক্ষেত্রফল (মুখের দৈর্ঘ্য ও তলের দৈর্ঘ্যের যোগফলকে দৈর্ঘ্য কল্পনা করিয়া মুখের বিস্তার ও তলের বিস্তারের যোগফলকে বিস্তার মানিয়া প্রক্রিয়া করিলে যে ফল হইবে, তাহাকে যুতিজক্ষেত্রফল কহে) এই তিনটী ক্ষেত্রফলকে যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাকে ৬ দ্বারা ভাগ করিবে। যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে সমক্ষেত্রফল বলা যায়। সমক্ষেত্রফলকে বেধদ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই ঐ খাতের ঘনফল জানিবে।

উদাহরণ।—যে বিষম খাতের মুখের বিস্তার ১০ ও দৈর্ঘ্য ১২ এবং তলের বিস্তার ৫, দৈর্ঘ্য ৬, ও বেধ ৭, তাহার ঘনফল স্থির কর।
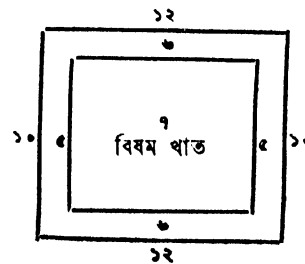
প্রক্রিয়া—মুখের ক্ষেত্রফল ১২০, তলের ক্ষেত্রফল ৩০, মুখের দৈর্ঘ্য ১২ ও তলের দৈর্ঘ্য ৬, উভয়ের যোগফল ১৮,

মুখের বিস্তার ১০ ও তলের বিস্তার ৫ উভয়ের যোগফল ১৫, এই দুইটীকে যথাক্রমে দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কল্পনা করিলে যুতিজ ক্ষেত্রফল হইল, ১৭০, ইহাদের যোগফল (১২০+৩০+২৭০=৪২০) ৪২০; উহাকে ৬ দ্বারা ভাগ করিলে সমক্ষেত্র ফল হইল ৭০, ইহাকে বেধ ৭ দিয়া পূরণ করিলে ফল হইল ৪৯০; অতএব ঐ খাতের পরিমাণ হইল ৪৯০ ঘনহস্ত। বাপী, পুষ্করিণী প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় প্রায়শ এই নিয়মে হইয়া থাকে, কারণ উহার মুখ ও তল সমান নহে।

সমভুজ সমখাতের উদাহরণ। যে খাতে দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ১২, বিস্তার ১২ ও বেধ ৯ তাহার ঘনফল কত?
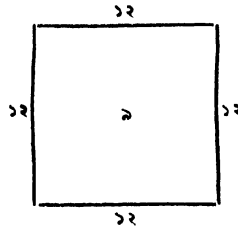
প্রক্রিয়া—ক্ষেত্রফল ১৪৪কে বেধ ৯ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইল ১২৯৬ ঘনহস্ত। বৃত্তখাতের উদাহরণ—যে বৃত্তখাতের ব্যাস ১০ ও বেধ ৫ তাহার ফল স্থির কর।

প্রক্রিয়া—বৃত্তক্ষেত্রের নিয়মানুসারে প্রক্রিয়া করিলে সূক্ষ্ম পরিধি হইল $\frac{৩৯২৭}{১২৫}$ এবং সূক্ষ্ম ক্ষেত্রফল হইল $\frac{৩৯২৭}{৫০}$ ইহাকে বেধ ৫ দ্বারা গুণ করিলে ক্ষেত্রের ফল হইল $\frac{৩৯২৭}{১০}$ যে খাতের মুখ হইতে ক্রমে অল্প হইয়া তলে একেবারে ক্ষেত্রের অভাব হয়, তাহাকে সূচীখাত বলে। ঐ খাতটীকে সমখাত কল্পনা করিলে যাহা ফল হইবে, তাহার $\frac{১}{৩}$ অংশই সূচীখাতের ফল জানিবে।

উদাহরণ।—যে সূচীখাতে দৈর্ঘ্য ১১, বিস্তার ১২, বেধ ৯, তাহার ফল কত?

ক্ষেত্র পূর্ব্বেই সমখাতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রক্রিয়া—ঐ সমখাতের ফল ১২৯৬কে ৩ দিয়া ভাগ দিলে ফল হয় ৪৩২; অতএব সূচীখাতেরও ফল হইল ৪৩২।

যে বৃত্তাকার সূচীখাতের ব্যাস ১০ ও বেধ ৫ তাহার ফল কত?

পূর্ব্বপ্রদর্শিত সমবৃত্তখাতের ক্ষেত্রফল $\frac{৩৯২৭}{১০}$কে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হইল $\frac{১৩০৯}{১০}$; অতএব সূচীখাতের ফল হইল $\frac{১৩০৯}{১০}$। (লীলাবতী—খাতব্যবহার)।

খাতা (যাবনিক) ১ একত্রবদ্ধ পত্রাদি, বহি। ২ হিসাব পুস্তক, যাহাতে দেনা পাওনার হিসাব রাখা হয়। ৩ সম্পত্তি।

খাতাবন্দী, খাতাদ্বারা করনির্দ্ধারণ-প্রণালী। ইহাতে কৃষকের উর্ব্বরা ও অনুর্ব্বরা ভূমির অনুপাত অনুসারে চাষ করিতে হয় অর্থাৎ একজন বিশ বিঘা উর্ব্বরা জমী চাষ করিলে তাহাকে তদনুসারে অনুর্ব্বরা জমী সমেত কর দিতে হইবেক। প্রত্যেক চাষা যত পরিমাণে উর্ব্বরা জমী চাষ করিবে, তাহাকে অনুর্ব্বরা জমীর অনুপাত অনুসারে দায়ী হওয়ার নাম খাতাবন্দী।

খাতি (স্ত্রী) খন ভাবে-ক্তিন্ আচ্চ। খনন।

খাতিক, দাক্ষিণাত্যের কসাই জাতিবিশেষ। বোম্বাই প্রদেশে বিজয়পুর ও শোলাপুর অঞ্চলে ইহাদের বসবাস। কোথাও বা ইহাদিগকে সূর্য্যবংশীলাড় বলে। সম্ভবতঃ ইহারা গুর্জ্জরের সূর্য্যবংশী জাতির শাখা, তথা হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবে। খাতিকের মধ্যে সূর্য্যবংশীলাড় ও সুলতানী নামে থাক বা শ্রেণী আছে। এই দুই বিভিন্ন থাকের মধ্যে পান-ভোজন বা বিবাহাদি কার্য্য চলে না।

ইহাদের মধ্যে মধ্যে বল্‌গীকর, বুজুরুকর, চেন্দুকাল, থর্ম্মকম্বলা, গোবিন্দকর, প্রভুকর, রাজপুরি প্রভৃতি উপাধি আছে। বর-কন্যা এক উপাধি হইলে বিবাহ হয় না।

ইহারা সকলেই মরাঠী ভাষায় কথা কয়, তবে কেহ কেহ বা কর্ণাটী ও হিন্দী ভাষায় কথা কহিতে পারে। ইহারা ছাগল, ভেড়া, মহিষাদি জন্তু পুষিয়া থাকে। পাথর ও মাটী দিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। সকলে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে। ময়লা কাপড় কেহ পরিধান করে না।

জমিতে লাঙ্গল দিবার জন্য কৃষিজীবী খাতিকেরা গোরু ও ঘোড়া রাখে। অন্ন, রুটী, রবিশস্য ও শাক-সবজি ইহাদের প্রধান আহার। সকলেই কিছু মৎস্য ও মাংসভক্ত। ভেড়া, হরিণ, খরগোস্, ঘুঘু, মুরগী প্রভৃতি পক্ষীমাংস খাইতেও আপত্তি নাই। আশ্বিন মাসে "মার নবমী" (দুর্গপূজার মহানবমী) তিথি এই জাতির মহাপর্ব্বের দিন। এই দিবসে অনেকেই ভবানীদেবীর পূজার্থ ভেড়া বলি দিয়া থাকে ও মহাসমাদরে মার প্রসাদী মাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়। আশ্বিন মাসে নবরাত্রে অর্থাৎ মহালয়া হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত মহা ধুমধাম হয়। শিবরাত্রি ও প্রতি একাদশীতে ইহারা দোকানপাট বন্ধ করিয়া রাখে। ভাদ্র মাসের গণেশ

চতুর্থীতে ইহারা গণেশদেবের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে। দুর্গা, ধামা, মারুতী, সিন্দুর ও জল্লা প্রভৃতি ইহাদের কুল-দেবতা। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পর্ব্বদিনে ইহারাও উপবাসাদি নিয়ম পালন করে। কোন দেবতার পূজা করিবার পূর্ব্বে খাতিকেরা স্নান করিয়া শুদ্ধাচারী হয় ও জল, চন্দন, পুষ্প, নারিকেল, সুপারি, চিনি, গুড়, ছোহারা, কর্পূর ও ধূপধুনা লইয়া পূজা করিয়া থাকে। উপরি উক্ত দেবদেবী ছাড়া ইহারা সূর্য্যদেবেরও উপাসনা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মাদকসেবী, পূজা-পার্ব্বণাদিতে আমোদের জন্য মদ, সিদ্ধি, গাঁজা, ও অহিফেন না হইলে চলে না। পুরুষেরা মাথায় টিকি রাখে। স্ত্রীলোকেরা লাল বা কাল রঙ্গের কাপড় ও অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। সধবা স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পর হইতে বরাবর "মঙ্গলসূত্র" ধারণ করে।

গরিব খাতিকের মধ্যে সকলেই ভেড়ার মাংস বিক্রয় করে, এই জন্যই ইহারা কসাইজাতি মধ্যে গণ্য। কেহবা জমিতে চাষবাসও করে। আয় অল্প বলিয়া বিবাহাদি কার্য্যের সময় ইহাদের প্রায় টাকা ধার করিতে হয়।

খাতিক স্ত্রীলোকেরা প্রসবের পর ১ পক্ষ হইতে ১॥০ মাস কাল আঁতুড়ঘরে থাকে। এই অবস্থায় প্রসূতিকে তাপ দিবার জন্য খাটিয়ার নীচে প্রথম ১৫ দিন গামলা করিয়া আগুণ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং গুড়, শুষ্ক নারিকেল, শুঁট, পিপুল, গঁদ্ ও শুক্‌না খেজুর প্রভৃতি গুঁড়া করিয়া মাথমের সহিত মিশাইয়া খাইতে দেয়। বাটীর বৃদ্ধাস্ত্রী ৬ষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীমাতার পূজা করে ও সেই দিনে ধাত্রীবিদায় হইয়া থাকে। অনেকের গৃহে ঐ দিবস বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় কুটুম্বাদির ভোজ হয়। ১৩শ দিনে পুত্রের নামকরণ হয় এবং সধবা স্ত্রীলোক-গণ পঞ্চশস্য মুখে লইয়া ঐ দিবস পুত্রটীকে কোলে করিতে আসে। ৩ মাস বা ৬ মাস বয়সে পুত্র বা কন্যার চূড়াকরণ হইয়া থাকে। বিবাহের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। ১ মাসের বালিকা হইতে ১৯ বৎসরের যুবতীর পর্য্যন্ত বিবাহ হয়। তবে সকলেই বাল্যবিবাহ প্রশস্ত মনে করে। কন্যা প্রথম ঋতুমতী হইলে ইহারা অশুচি বোধ করে না। প্রথম পাঁচদিন গাত্রধৌত করিয়া কন্যাকে উত্তমরূপে হরিদ্রা মাখাইয়া থাকে, ষষ্ঠদিনে স্নান করাইয়া দেওয়া হয়। পরে শুভদিন দেখিয়া তাহাকে স্বামী-সহবাস করিতে দেয়। ইহাদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে হইলে অগ্রে কন্যাকর্ত্তার মতামত জানিতে হয়। তিনি কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলে পর বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার কুল-দেবতার সম্মুখে ২টা নারিকেল, তিনপোয়া ঝুনানারিকেলের শাঁস ও ৫ সের চিনি রাখিয়া উপস্থিত স্বজাতিগণের সম্মুখে "আমার পুত্রের সহিত ইহার কন্যার বিবাহ হইবে" এইরূপ বাক্যদান করে। উপস্থিত জ্ঞাতিকুটুম্বাদিকে চিনি ও পান দিয়া বিদায় করিতে হয়। শুভদিনে বিবাহ ধার্য্য হয়। এই সময় হইতে বর ও কন্যা উভয়ে পরস্পরের বাটিতে যাওয়া-আসা করে। বরকর্ত্তাকে ৴১ সের চিনি, ৴৪ সের শুক্‌না নারিকেলের শাঁস, ৵ পোয়া পোস্তদানা, ৵ পোয়া সুপারি ও ১০০ পান, কন্যার জন্য ৪টী কাঁচুলী, রূপার বালা ও হার এবং ১টী পোষাক দিতে হয়। পক্ষান্তরে কন্যাকর্ত্তা নিজ পুত্রীকে গৃহদেবতার সম্মুখে বসাইয়া তাহার কোলে ৫টী সুপারি, ৫টী শুক্‌না খেজুর, ৫ টুক্‌রা নারিকেলের শাঁস, ৫টী কলা ও ৴৫ সের চাল ঢালিয়া দেয় ও জামাতাকে ১ খানি চাদর ও ১টী পাগড়ী ও উপস্থিত লোকদিগকে পান ও চিনি বিতরণ করিয়া থাকে। দৈবজ্ঞদ্বারা বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া লয় এবং সেই দৈবজ্ঞ দুইখণ্ড কাগজে বর ও কন্যার নাম লিখিয়া বরের নামের কাগজখানি বরকর্ত্তাকে ও কন্যার নামের কাগজখানি কন্যাকর্ত্তাকে দেন। এই দুইখানি কাগজ বিবাহের সময় ন্যাকড়ায় জড়াইয়া বর ও কন্যার গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে একটা চৌকা ডোবা কাটিয়া তাহার চারিকোণে ৪টী জলপাত্র রাখিয়া সূতা দিয়া তাহার চারিপাশ ঘেরিয়া ফেলে। বরের গায়ে হলুদ মাখাইয়া ঐ ডোবার জলে স্নান করাইতে হয়। ঐ দিবস বর ও কন্যার কল্যাণার্থ পূজা হয়। বিবাহের দিন ডোবা খুঁড়িয়া বর ও কন্যাকে স্নান করাইয়া নূতন শাদা কাপড় পরিতে দেয়। বর ঘোড়ায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়। বর সম্প্রদান স্থানে যাইয়া কন্যার দিকে সম্মুখ করিয়া ঝুড়ির উপর দাঁড়ায় ও কন্যা জাঁতার উপর দাঁড়াইয়া থাকে। গাত্র-হরিদ্রার সময় স্নানকালে যে সূত্র দিয়া ডোবা ঘেরা হয়, ঐ সূত্র একগাছি কন্যার বামহস্তে ও অপর একগাছি বরের দক্ষিণহস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের সময় বরকন্যার সম্মুখে একখানি কাপড়ের পর্দ্দা দেওয়া থাকে। পুরোহিতের মন্ত্র পাঠাদি শেষ হইলে তিনি ও আগত সকলেই নবদম্পতীর উপর ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে বর-কন্যা ষাঁড়ে চড়িয়া যায়। যাত্রাকালে পথে গ্রাম্য-দেবতাকে প্রণাম করিতে হয়। বর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে কন্যার মাতা নিজ কন্যাকে লইয়া বেয়ানের (বরের মাতার) হাতে সঁপিয়া দেন, বিবাহের পর তৃতীয় দিবসে কন্যার পিতা জ্ঞাতিভোজ দিয়া থাকে ও বরের পিতামাতাকে, কাপড় ও লৌকিকতার জন্য ১টী টাকা দেয়। ৫ম দিনে বরকর্ত্তাকেও ঐরূপ জ্ঞাতিভোজ ও দ্বিগুণ করিয়া মর্য্যাদায় টাকা দিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বিধবাবিবাহ চলিত নাই। মরাঠীদের মধ্যে যে সকল খাতিক বাস করে তাহারা শবদাহ করে, কিন্তু বিজয়পুরের খাতিকেরা মৃতদেহ গোর দিয়া থাকে। শব কবরস্থ করা হইলে শববাহকেরা সকলেই দুর্ব্বাঘাস হাতে করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসে এবং যে স্থানে মৃতব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল সেই স্থানের উপর ঐ দুর্ব্বা ফেলিয়া দেয়। তৃতীয় দিবসে মৃতব্যক্তির আত্মীয়েরা গোরের উপরিস্থিত প্রস্তরখণ্ডে আতপচাল, ছোলা, খেজুর, ঝুনা নারিকেল, গুড়, ভাত ও রুটী দিয়া আসে এবং যে যে ব্যক্তি গোর দিতে গিয়াছিল, তাহারা উহার উপর একটু করিয়া দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়। যদি কাক আসিয়া ঐ দ্রব্য না খায় তাহা হইলে ঐ দ্রব্য তুলিয়া গোরুকে খাইতে দেয় ও শববাহকেরা স্কন্ধে ঘৃত ও দধি রগড়াইয়া শুদ্ধ হয়। ইহাদের মধ্যে ১১ দিন পরে মৃত ব্যক্তির রৌপ্য-প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম আছে। মূর্ত্তি গড়া হইলে পরিচ্ছদে সাজাইয়া পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তির সহিত পূজাগৃহে তুলিয়া রাখে। বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়াতে নদীর তীরে কম্বল বিছাইয়া ঐ সকল মৃত প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া ধুমধামে শ্রাদ্ধ, পূজা এবং তর্পণাদি করে। যে যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়।

খাতির (আরবী) ১ সমাদর, সম্মান। ২ মনঃ, প্রাণ। ৩ অভিলাষ, ইচ্ছা।

খাতিরদার (পারসী) যাহাকে খাতির করা হয় অথবা যে খাতির করে।

খাত্র (ক্লী) খন-ষ্ট্রন্ বিচ্চ (উষিখনিভ্যাং কিং। উণ্ ৪।১৬১) ১ খনিত্র। ২ খাত। (উণাদিকোষ) ৩ দারুণ। ৪ বন। ৫ সূত্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) ৬ জলাধারবিশেষ। (উজ্জ্বলদত্ত)

খাদ (দেশজ) কাইট, ময়লা, পাইন।

খাদ (পুং) খাদ ভাবে ঘঞ্। ভক্ষণ, আহার।

খাদক (ত্রি) খাদ-ণ্বুল্। ১ ভক্ষক।

"সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকঃ।" (মনু ৫।৫১)

২ ঋণগ্রহীতা, খাতক।

"খাদকো বিত্তহীনঃ স্যাৎ লগ্নকো বিত্তবান্ যদি।
মূলং তস্য ভবেদ্দেয়ম্" (নারদ) 'খাদকো ধমর্ণঃ' মিতাক্ষরা।

খাদতমোদতা (স্ত্রী) খাদত মোদত ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ। (ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ। পা ২।১।৭২) ভোজন ও হর্ষপ্রকাশ করিবার অনুমতি যে ক্রিয়ায় আছে।

খাদতবমতা (স্ত্রী) খাদত বমত ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং পূর্ব্ববৎ সমাসঃ। যে ক্রিয়াতে ভোজন ও বমনের অনুমতি আছে।

খাদন (পুং) খাদত্যনেন খাদ-করণে-ল্যুট্। ১ দন্ত। (হেম°) (ক্লী) খাদ-ভাবে ল্যুট্। ২ ভক্ষণ।

"অশ্বানাং খাদনেনাহ মর্ষীনাপ্তেন কেনচিৎ।" (রামা°২।১০।৭৫)

খাদনীয় (ত্রি) খাদ অনীয়র্। ভোজনীয়, যাহা ভোজন করিবার যোগ্য, যাহা ভোজন করা হইবে।

খাদি (ত্রি) খাদ-কর্ম্মণি-ইন্। ১ ভক্ষ্য। (পুং) ২ অলঙ্কারবিশেষ।

"অংসেষ্বা বঃ প্রপথেষু খাদয়োঽক্ষো বঃ।" (ঋক্ ১।১৬৬।৯)

"খাদয়ঃ খাদ্যানি ভক্ষ্যাণি..... খাদয়ঃ স্থিরা আভরণবিশেষাঃ" (সায়ণ।) খাদ-কর্ত্তরি ইন্ ত্রাণকর্ত্তা, ত্রাতা।

"হস্তেষু খাদিশ্চ কৃতিশ্চ সং দধে।" (ঋক্ ১।১৬৮।৩)

"হস্তেষু খাদিঃহস্তত্রাণকশ্চ।" (সায়ণ।)

খাদিত (ত্রি) খাদ-কর্ম্মণি-ক্ত। ভক্ষিত।

"অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ং কোষ্ঠগতং নৃণাম্।"
(সুশ্রুত, ৩৪ অঃ)

খাদিতব্য (ত্রি) খাদ-তব্য। খাদনীয়, ভোজন করিবার যোগ্য।

খাদিন্ (ত্রি) খাদতি খাদ-ণিনি। ১ ভক্ষক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

"কোষ্ট্রমর্দ্দী তৃণচ্ছেদীনখখাদী চ যো নরঃ।" (মনু ৪।৭১)

২ যে শত্রুদিগকে হিংসা করে। ৩ কটকযুক্ত।

"স্থাবো ন সুভিশ্চিতয়ন্ত খাদিনঃ।" (ঋক্ ২।৩৪।২)

'খাদিনঃ শত্রূণাং খাদকা যদ্বা খাদঃ কটকং তদ্যুক্তাঃ।'
(সায়ণ)

খাদিম হুসেন খাঁ, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সময়ে পূর্ণিয়ার একজন শাসনকর্তা। মীরজাফর বিদ্রোহী হইলে ইনি তাঁহাকে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে দেন নাই। এজন্য মীরজাফর নবাব হইলে তাঁহার পুত্র মীরণ সসৈন্য খাদিমকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। খাদিম ভীত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে শিবির মধ্যে সেই সময়ে বজ্রাঘাতে মীরণের প্রাণ নষ্ট হয়।

খাদির (ত্রি) খাদিরস্য বিকারঃ খদির-অঞ্ (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪।৩।১৪১) ১ খদিরনির্ম্মিত। (পুং) খদিরস্য অবয়বঃ খদির অঞ্। ২ খদিরসার। (রাজনি°)

খাদিরক (ত্রি) খদির চাতুরর্থিক বুঞ্। (পা ৪।২।৮০) খদিরনির্বৃত্ত, যাহা হইতে উৎপন্ন হয়।

খাদিরসার (পুং) খদির-বিকারে অণ্ ততঃ কর্ম্মধা°। খদিরবৃক্ষনির্য্যাস, খয়ের। পর্য্যায়—খাদির, অদ্ভুতসার, মৎসার, রঞ্জদ, রঞ্জণ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ; কফ, বাত, ব্রণ ও কণ্ঠরোগনাশক, রুচিকর এবং দীপন। (রাজনি°)

খাদিরায়ণ (পুং স্ত্রী) খদিরস্য গোত্রাপত্যং খদির-ফঞ্ (অশ্বাদিভ্যোঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) খদির নামক ঋষির বংশোৎপন্ন।

খাদিরেয় (ত্রি) খাদিরী-ঢক্। (নদ্যাদিভ্যোঢক্। পা ৪।২।৯৭) খাদিরী হইতে উৎপন্ন।

খাদিহস্ত (ত্রি) খাদিরলঙ্কারবিশেষঃ হস্তে যস্য বহুব্রী। কটকযুক্ত।

"ত্বেষং গণং তবসং খাদিহস্তং ধুনিব্রতং মায়িনং দাতিবারং।" (ঋক্ ৫।৫৮।২) 'খাদিহস্তং কটকহস্তং' (সায়ণ।)

খাদুক (ত্রি) খাদ-উন্ সংজ্ঞায়াং কন্। হিংসালু, হিংসা করাই যাহার স্বভাব। (হারাবলী)

খাদোঅর্ণস্ (স্ত্রী) খাদ কর্ম্মণি অসুন্ খাদঃ খাদ্যং অর্ণো জলং যস্য বহুব্রী। নদী, কুলঙ্কষা।

ধর্ণসো নদ্যঃ খাদো অর্ণোঃ স্থূণেব সুমিতা দৃংহতদস্থোঃ।"
(ঋক্ ৪।৪৫।২) 'খাদো অর্ণা ভক্ষিত কুলোদকাঃ।" (সায়ণ।)

খাদ্য (ত্রি) খাদ কর্ম্মণি ণ্যৎ। ভক্ষণীয় দ্রব্য। "মাংসপ্রকারৈর্ব্বিবিধৈঃ খাদ্যৈশ্চাপি তথা নৃপঃ।" (ভারত সভা° ৪ অঃ)

খান্ (স্থান শব্দজ) ১ স্থান। বস্তুনির্দ্দেশ, দ্রব্যের সংখ্যামাত্র। (খণ্ডশব্দজ) ৩ খণ্ড।

খান (ক্লী) খৈ ধাতুনাং অনেকার্থত্বাৎ ভক্ষণে ভাবে ল্যুট্। ১ ভোজন, খাওয়া, হিন্দীতে খানা বলে। "খানে পানেচ দাতব্যং" (দত্তাত্রেয়তন্ত্র) খৈ-ভাবে ল্যুট্। খনন। ৩ হিংসন।

খানক (ত্রি) খন-ণ্বুল্। খনক, যে খনন করে।

"ব্যাধান্ শাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্ত্তান্ মূলখানকান্।" (মনু)

খানকী (পারসী) বারবিলাসিনী, বেশ্যা।

খানকীখোর (পারসী) বেশ্যার প্রেমে অতিশয় আসক্ত।

খানকীটোলা (পারসী) বেশ্যাপল্লী, যে পাড়ায় খানকীরা বাস করে।

খানকীপনা (পারসী) বেশ্যার ভাব, বেশ্যার ন্যায় হাব-ভাব প্রকাশ করা।

খানকীবাজ (পারসী) যে সর্ব্বদা বেশ্যা লইয়া আমোদ-প্রমোদ করে।

খানকীবাজী (পারসী) বেশ্যা লইয়া আমোদ-প্রমোদ।

খানকীমি (পারসী) খানকীপনা।

খানপান (ক্লী) ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ খৈ ভক্ষণে ল্যুট্ খানং পা পানে ল্যুট্ পানং খানঞ্চ পানঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ। ভোজন এবং পান, হিন্দীতে খানাপিনা বলে।

"সদ্ভাবে নহি তুষ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষা দ্বিজাঃ।
ইতরে খানপানেন বাক্প্রদানেন পণ্ডিতাঃ।" (গারুড় ১০৯ অঃ)

খানা (খন ধাতুজ) ১ গর্ত্ত, হ্রদ। (খণ্ড শব্দজ) ২ খণ্ড। (পারসী) ৩ ভোজ। (পারসীজ) বাড়ী।

খানাজাদ্ (পারসী) ১ যে গৃহে জন্মে, চাকর। ২ যাহা বাড়ীতে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

খানি (স্ত্রী) খনিরেব পৃষোদরাদিবৎ বৃদ্ধিঃ। ১ স্বর্ণাদির উৎপাত্তস্থান, খান।

খানি (দেশজ) খণ্ড, সংখ্যা। যথা—একখানি কাপড়।

খানিক (ক্লী) খানেন খননেন নির্বৃত্তং খন-ঠঞ্। কুড্যচ্ছেদ্য গর্ত্ত। (হেম) দেওয়ালের গর্ত্ত।

খানিক (ক্ষণিক শব্দজ) ১ কিয়ৎকাল। (স্থানশব্দজ) ২ কিয়দংশ।

খানিল (ত্রি) খানং খননং শিল্পত্বেনাস্ত্যস্য খান-বাহুলকাৎ ইলচ্। সন্ধিচোর, যে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে, সিঁধেলচোর।

খানিষ্ক (পুং) মাংসবিশেষ। মাংস অস্থিহীন করিয়া সিদ্ধ করিবে, ভালরূপে সিদ্ধ হইলে প্রস্তরের উপরে পেষণ করিবে, ইহাকে খানিষ্ক বলে। এই মাংস কফনাশক ও গুরু, দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পথ্য। "দীপ্তাগ্নীনাং সদাপথ্যঃ খানিষ্কঃ কফহা গুরুঃ।" (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ।)

খানী (স্ত্রী) খানি বা ঙীষ্। খনি, আকর।

খানেসুমারি, (পারসী) ১ যে হিসাবে গ্রাম, বাড়ী, দোকান, জনসংখ্যা, লাঙ্গল ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট থাকে। ২ জনসংখ্যা।

খানোদক (ক্লী) খানায় পানায় উদকং যত্র বহুব্রী। নারিকেলফল। (ত্রিকাণ্ড)

খান্দেশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী বিস্তৃত জেলা। ইহার উত্তরসীমা জঙ্গলপরিবৃত সাতপুরা গিরিমালা, দক্ষিণে চান্দোর, সাতমালা বা অজন্তা পাহাড়, পূর্ব্বে কতকগুলি অনুর্ব্বর পাহাড়ে-জাম বেরার হইতে এই জেলাকে পৃথক্ করিয়াছে এবং পশ্চিমে বরদা ও সাগবারা রাজ্য। অক্ষা° ২০°১৫´ হইতে ২২°৫´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩৭´ হইতে ৭৬°২৪´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূ-পরিমাণ ৯৯৪৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় তের লক্ষ।

জেলাটী ১৬ ভাগে বিভক্ত—অমল্‌নের, ভুসবল, চল্লিশ গাঁ, চোপ্‌দা, ধুলিয়া, এরণ্ডোল, জম্‌নের, নন্দুরবার, নসিরাবাদ, পচোরা, পিম্পল্‌নের, সব্‌দা, সহদা, শেরপুর, তলোদা, বীরদেব। ইহার প্রধান নগর ধুলিয়া।

তাপ্তী নদী এই জেলাকে দুই অসমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তন্মধ্যে দক্ষিণভাগই অধিক বিস্তৃত। এই দক্ষিণভাগে গিরণানদী প্রবাহিত। এই অংশেই সুন্দর নগর, বিবিধ আম্রবন, মনোহর উদ্যান ও সুজলা সুফলা ভূমি সকল পরিশোভিত। গ্রীষ্মকাল ব্যতীত সকল সময়েই এখানকার উর্ব্বর ক্ষেত্রসমূহ নানাবিধ শস্যে পরিপূর্ণ থাকে।

ইহার উত্তরভাগ সাতপুরা পাহাড়ের দিকে ক্রমশঃ উচ্চ

হইয়াছে। মধ্য ও পূর্ব্বভাগ ঢালু ও অনুর্ব্বর উত্তর ও পশ্চিমভাগ জঙ্গলময়, এই অংশে পার্ব্বতীয় ভীলজাতির বাস।

এখানে কএকটী গিরিশ্রেণী আছে, উত্তরে তাপ্তী ও নর্ম্মদানদীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাতপুরাপাহাড় অবস্থিত, ইহার পঞ্চপাণ্ডব (২০০০ হাত উচ্চ) ও তুরণমাল (২৫০০ হাত উচ্চ) নামে শৃঙ্গ আছে। দক্ষিণে সাতমালা বা অজন্তা পাহাড় নিজামরাজ্য হইতে খান্দেশকে পৃথক্ করিয়াছে। পশ্চিমে গুজরাট ও খান্দেশের মধ্যস্থলে সহ্যাদ্রি, দক্ষিণপূর্ব্বে হাতি, খান্দেশ ও নাসিকের মধ্যে গালনা ও অর্বা পাহাড়।

খান্দেশে ছোলা, গম, সরিষা, মাসনা, কার্পাস ও কাঙ্গনী প্রচুর উৎপন্ন হয়। কাঙ্গনীই এখানকার লোকের নিত্য আহার্য্য। নীল ও অহিফেন এখানে বেশ জন্মে। তবে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে আফিমের কারখানা উঠিয়া যাওয়ায় এখন আর অহিফেনের চাষ হয় না।

খান্দেশে যেমন সকল শস্যফলমূলাদি উৎপন্ন হয়, সেরূপ এখানে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় না, স্থানে স্থানে লৌহের আকরের নিদর্শন আছে মাত্র। তবে এখানকার বনে নানা-প্রকার বাঘ, চিতা, নেকড়ে, ভল্লুক, লিনক্‌স্‌, বাইসন, মহিষ, শাম্বর হরিণ, নীলগাই, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণসার, এণ ও চতুর্শৃঙ্গ হরিণ বাস করে।

এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় তেরলক্ষ, তন্মধ্যে শতকরা ৭৫ জন হিন্দু, শতকরা প্রায় ১৬ জন ভীল ও প্রায় ১৪ জন মুসলমান, বাকি জৈন, খৃষ্টান, পারসী, য়িহুদী, শিখ, বৌদ্ধ ও অপরাপর জাতি। হিন্দুর মধ্যে রাজপুত ও ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

এখানে অল্প বন্যায় নদীর জল বাঁধ ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়ে। তন্মধ্যে ১৮২২, ১৮২৯, ১৮৩৭, ১৮৭২, ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ সালের বন্যা বড় সহজ নহে। ১৮২২ সালের তাপ্তী নদীর প্রবল বন্যায় এককালে ৩৫ খানি গ্রাম ধ্বংস হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর যে বন্যা হয়, তাহাতে ১৫২ খানি গ্রাম নষ্ট ও প্রায় ৩লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়।

এখানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন ঋতুই প্রবল। কার্ত্তিক হইতে মাঘ পর্য্যন্ত এই চারিমাস শীত, ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম ও আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বর্ষা। গ্রীষ্মকালে যেমন বেশী গরম, আবার বর্ষাকালে তেমনি অধিক বৃষ্টি হয়, গড়পড়তা ২৭ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। এখানে গ্রীষ্মকাল স্বাস্থ্যকর, কিন্তু শীতকাল তেমন নয়, এই সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

ইতিহাস—পূর্ব্বকালে এই স্থান বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কেহ কেহ এই বিস্তৃত ভূভাগকেই দণ্ডকারণ্য বলিয়া অনুমান করেন। [দণ্ডক দেখ।]

প্রবাদ এইরূপ, এখানকার তুরণমালের রাজা কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। আবার কেহ বলেন, এখানকার পঞ্চপাণ্ডব নামক গিরিশৈলে পাণ্ডুনন্দনগণ কিছুকাল আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

খান্দেশ হইতে ১৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে খোদিত একখানি শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাণোক্ত অন্ধ্রভৃত্যরাজগণ এখানে বহুদিন রাজত্ব করেন, তৎপরে শাহীরাজগণ, এখানকার অধিপতি হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীতে এ অঞ্চল প্রবল প্রতাপ চালুক্যরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

যখন আলাউদ্দীন্ দক্ষিণাপথে দেখা দেন, তৎকালে দেব-গিরির যাদবরাজগণের অধীনে একজন মহামণ্ডলেশ্বর খান্দেশ রাজ্য শাসন করিতেন।

১৩২৩ হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান বেরারের শাসনকর্ত্তার শাসনাধীনে ছিল। ১৩৭০ হইতে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের প্রিয় আরবজাতীয় ফরুখিগণ এখানে আসিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে অকবর স্বয়ং খান্দেশ জয় করিতে আসেন। তিনি আসিরগড় দখল করিয়া তখনকার শাসনকর্ত্তা বাহাদুরখাঁকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রে পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে খান্দেশ দিল্লীপতির শাসনদখলে আসিল। অকবর প্রিয়পুত্র দানিয়েলের নামানুসারে ইহার 'দান্দেশ' নাম দিলেন। যে স্থান বহুদিন হইতে সমৃদ্ধিশালী ও বহু জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এই সময় হইতে তাহার ভগ্নদশা ঘটিল।

পূর্ব্বে যেখানে পাঁচশত অশ্বারোহী ও ছয় হাজার পদাতিক সুসজ্জিত থাকিত ও ২০ লক্ষের অধিক টাকা আয় ছিল। দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতানিবন্ধন যেখানকার প্রজাগণকে কখন কষ্ট পাইতে হয় নাই। মোগলের অধীনে তাহার (১৬০০-১৭৬০খৃঃ) ব্যতিক্রম হইল। প্রজাগণের সুখস্বচ্ছন্দতা অন্তর্হিত হইল। বাহ্য ও অন্তর্বিপ্লবে খান্দেশে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এই সময় চোর-ডাকাতের উৎপাতে সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ধনী ও বণিকেরা নিরাপদে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। নগর হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে পথে অনেক লোকজন সঙ্গে থাকিলেও ডাকাতেরা সদলে আসিয়া পথিকদিগকে আক্রমণ করিত। কাহাকেও স্থানান্তরে যাইতে হইলে শাসনকর্ত্তাকে জানাইয়া তাহার নিকট হইতে লোকজনের সাহায্য লইতে হইত।

এই উৎপাতে ও অত্যাচারে অধিকাংশ লোকই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে একদিকে দারুণ দুর্ভিক্ষ, অপরদিকে ভয়ানক যুদ্ধের আয়োজনে খান্দেশ এককালে শ্রীহীন হইয়া পড়িল। দিল্লী হইতে ক্রমাগত সৈন্য আসিতে লাগিল।

সম্রাট্ শাহজহান্ স্বয়ং সসৈন্যে আসিয়া দেশটী ছারখার করিতে লাগিলেন। স্থানীয় সর্দ্দারগণ উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আবার এই সময়ে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা দেশ উৎপন্ন ও নগরাদি ধ্বংস করিবার জন্য চাব্বিশ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। প্রজাবৃন্দের দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। অন্নের জন্য চারিদিকে হাহাকার উঠিল। একমুষ্টি অন্নের জন্য কত শত লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। শুনা যায়, এই দারুণ দুঃসময়ে পেটের জ্বালায় পিতা হইয়া সন্তানের মাংস আহার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই! মৃতদেহে পথ-ঘাট আচ্ছাদিত হইল, সহস্র সহস্র লোক প্রাণের দায়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে খান্দেশে তোডরমলের জমা প্রচলিত হয়, তাহাতে অধিবাসীবৃন্দের কতকটা সুবিধা হইল। ক্রমে ক্রমে অত্যাচার কমিতে লাগিল। প্রজাগণ শান্ত হইল। বণিকগণ খান্দেশের পথ দিয়া সুরাট বন্দরে যাইতে আরম্ভ করিল। ইহাই আবার ভাবী সমৃদ্ধির সূচনা। এই সময় বুর্হানপুর বস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান হইয়া পড়িল। কিন্তু এ সুখ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। দক্ষিণা-পথে মহারাষ্ট্রের রণভেরী বাজিয়া উঠিল। মোগল-রাজলক্ষ্মী বিচলিত হইলেন।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র বীরগণ আসিরগড় আক্রমণ করিলেন। মোগলসৈন্য পরাস্ত হইল। মহারাষ্ট্রেরা খান্দেশ অধিকার করিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিবজীর বংশধর-গণের অধিকারে ছিল। তৎপরে পেশবার অধঃপতনে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হইল।

খান্‌খান্ (খণ্ড খণ্ড শব্দজ) খণ্ড খণ্ড, টুক্‌রা টুক্‌রা।

খান্‌সামা (পারসী) নিকৃষ্ট চাকর, সেবক।

খান্‌সামাগিরী (পারসী) সেবকের কার্য্য।

খান্য [বৈ] (ত্রি) খন-ণ্যৎ (পা ৩।১।১২৩) খনন করা যায়, খননযোগ্য। "যত্তত্র খান্যং স্যাৎ তেন জীবেৎ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৮.২১৪৫)

খাপ (দেশজ) অসিকোষ, খড়্গাধার।

খাপগা (স্ত্রী) খস্থ আকাশস্থ আপগা ৬তৎ। গঙ্গা। (হেম°)

খাপ্‌রা (খর্পর শব্দজ) খোলা।

খাফা (আরবী) ক্রুদ্ধ।

খাব্‌রা (খর্পর শব্দজ) খাপ্‌রা।

খাবরি (দেশজ) ১ কপাল, মাথার খুলি। ২ বড় গোলাকার পাত্র।

খাবল (দেশজ) হস্তপূর্ণ, একমুঠায় যত ধরে।

খাবার (খাদ্যশব্দজ) খাদ্য, খাওয়ার জন্য যাহা প্রস্তুত হয়।

খাবি (দেশজ) ১ জলে ডুবিবার সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে জলপান। ২ মৃত্যুর সময় শেষ হাঁফ।

খাম্ (দেশজ) ১ নানারূপ বিকট শব্দ। (পারসী) ২ পত্রের আচ্ছাদন, লেপাফা। (স্তম্ভশব্দজ) ৩ স্তম্ভ, খাম্বা।

খামআলু (দেশজ) একপ্রকার দেশীয় আলু। (Dioscorea alata)

খামখেয়াল (পারসী) আপনার ইচ্ছানুসারে চলা। স্থানে স্থানে খাম্‌খেয়ালীও বলিয়া থাকে।

খামাখা (পারসী) হঠাৎ, অকারণ, অকস্মাৎ। চলিত কথায় খামাখা লিখিত হইয়া থাকে।

খামাচ (দেশজ) লতাভেদ। (Carpopogon nivoves)

খামার (হিন্দী) ১ জমিদারী বন্দোবস্তবিশেষ। ইহাতে জমির খাজনা টাকায় না দিয়া জাতদ্রব্যের ভাগ জমিদারকে খাজনাস্বরূপে দিতে হয়। ২ জমিদারীর মধ্যস্থ পতিত জমি, যাহা জমিদার নিজ দখলে রাখেন ও চাষবাস করিয়া উপসত্ত্বাদি ভোগ করেন এবং উৎপন্ন ধান্যাদির অংশ লইয়া ঐ জমি প্রজাগণের মধ্যে বিলি করেন। ৩ যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে নীলকরেরা কুঠীর খরচে যে প্রথায় নীল চাষ করিয়া লয়। ৪ যে স্থানে শস্যাদি আছড়াইয়া খোলা হইতে বাহির হয়।

খামারিয়া (দেশজ) খামারসম্বন্ধীয়।

খামালু (দেশজ) আলুবিশেষ, খামআলু।

খাম্‌চা (আরবী) চিম্‌টী কাটা।

খাম্‌চানি, চিমটী কাটা।

খাম্বা (হিন্দী) স্তম্ভ, থাম।

খাম্বাজ, রাগবিশেষ। দীপকের পুত্র। ভৈরব, মালকোষ ও বেলাবলী যোগে উৎপন্ন সম্পূর্ণ রাগ। গান্ধার বাদী পঞ্চম সংবাদী। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

খাম্বাবতী (স্ত্রী) মালকোষের পত্নী। মালশ্রী ও বেহাগড়া যোগে উৎপন্ন। ইহার স্বরগ্রাম—

নি ধ নি নি সা ঋ গ ম ০। (সঙ্গীত৹)

খার (পুং) খং অবকাশং আদিকোন ঋচ্ছতি ঋ অণ্ উপপদ সমাসঃ। খারী পরিমাণ।

খারই, মৎস্য রাখিবার পাত্রবিশেষ। ইহা বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়া প্রস্তুত করা হয়।

খারা (হিন্দী) ১ সোজা, সরল, অকপট। ২ দর্শনমাত্র দেয়।

খারাই (দেশজ) খাড়াই, উচ্চতা, সোজা।

খারনাদি (পুং স্ত্রী) খরনাদিনঃ অপত্যং খরনাদিন্ ইঞ্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) খরনাদীর অপত্য।

খারপায়ণ (পুং স্ত্রী) খরপস্য অপত্যং খরপ-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯ খরপের অপত্য।

খারাগোরা, কচ্ছপ্রদেশের রণ বা জলা উষর ভূমির উপর একখানি সামান্য গ্রাম। এই স্থানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে বাদামের ন্যায় আকারে দানাদার লবণ তৈয়ারী হইয়া দেশ-বিদেশে চালান হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ঐ লবণ মণ করা ২৸০ তের আনা লইয়া থাকেন। অক্টোবর মাসের প্রথম হইতে এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে অগ্রিয়ারা ঐ জমিতে চাষ করে।

[লবণ দেখ।]

খারি [রী] (স্ত্রী) খং আকাশং আরতি আ-রা ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ বা হ্রস্বঃ। ধান্যাদির পরিমাণবিশেষ, ১৬ দ্রোণে এক খারি হয়।

"পলঞ্চ কুড়বঃ প্রস্থ আড়কো দ্রোণ এবচ।
ধান্যমানেষু বোদ্ধব্যাঃ ক্রমশোঽমী চতুর্গুণাঃ।
দ্রোণৈঃ ষোড়শভিঃ খারী বিংশত্যা কুম্ভ উচ্যতে।"

(হেমাদ্রি—দানখণ্ড)

খারিজ (আরবী) বাদ দেওয়া।

খারিজদাখিল (আরবী) এক প্রজার জমীর জমা অপর প্রজা লইলে একের জমা খারিজ হইয়া অন্যের নাম দাখিল হয়, তাহাকে খারিজদাখিল কহে।

খারিজা তালুক, যে তালুক রাজকীয় তৌজীতে জমিদারী হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

খারিজা তালুকদার খারিজা তালুকের সত্বাধিকারী, যাহার খারিজাতালুক আছে।

খারিন্ধম (ত্রি) খারীং ধমতি-খারী-ধ্মা-খশ্ (ঘটীখারীখরী-মুপসঙ্খ্যানং। পা ৩।২।৩০ বার্ত্তিক) হ্রস্বঃ মুমাদেশশ্চ। শস্যপরিমাণকারক, কয়াল, খারীধ্মায়ক।

খারিন্ধয় (ত্রি) খারীং ধয়তি খারী-ধা-খশ্ হ্রস্বঃ মুমাগমশ্চ। যে খারী পরিমিত পান করে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া খারিন্ধয়ী রূপ হয়।

খারিফ (হিন্দী) ১ শরৎকাল। ২ শরৎকালে উৎপন্ন শস্য। ৩ বর্ষার পূর্ব্বে যে শস্যবীজ বোনা হয় ও বর্ষার পরে রোয়া হয়।

খারম্পচ (ত্রি) খারীং খারী পরিমিতধান্যাদিকং পচতি খারী-পচ-খশ্ (পরিমাণে পচঃ। পা ৩।২।৩৩) হ্রস্বঃ মুমাদেশশ্চ। যে খারী পরিমিত ধান্যাদি পাক করে। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

খারীক (ত্রি) খারাং খারীবাপমর্হতি খারী-ঈকন্ (খার্য্যা ঈকন্। পা ৫।১।৩৩; 'কেবলায়াশ্চেতি বক্তব্যং' বার্ত্তিক) ১ খারীক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে খারীপরিমিত ধান্যাদি বপন করা যাইতে পারে। ২ খারী পরিমিত ধান্যাদি দ্বারা ক্রীত।

খারী-বাপ (ত্রি) খারী তৎপরিমিতং ধান্যং উপ্যতে অত্র বপ্-আধারে ঘঞ্। ১ খারী পরিমিত ধান্যাদি বপন করিবার যোগ্য। খারীং বপতি বপ কর্ত্তরি অণ্ উপপদসং। ২ যে খারী পরিমিত ধান্য বপন করে। সিদ্ধান্তকৌমুদীর মতে খারীবাপ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়। মুগ্ধবোধ মতে উহার উত্তর ঙীপ্ হইয়া খারীবাপী হয়।

খারেপথার, পুণা জেলার পুরন্দর গিরিদুর্গের ১৪ মাইল পূর্ব্বে জেজুর নামক গ্রামের নিকটস্থ পর্ব্বতের একটী অধিত্যকা। ইহার উপর বহুকালের প্রাচীন খণ্ডোবাদেবের মন্দির আছে, লোকে ভক্তির সহিত এই খণ্ডোবাদেবের পূজা করিয়া থাকে। পুণাবাসীদের বিশ্বাস যে, ইনি খড়্গহস্তে সকলকে রক্ষা করেন। এই খণ্ডোবামূর্ত্তির পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী মাল্সাবাইর প্রতিমূর্ত্তি আছে।

খারোদ, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার শ্রীহরিনারায়ণ নগরের ৩ মাইল উত্তরে একখানি গণ্ডগ্রাম। এই স্থানে লক্ষ্মণেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। মন্দিরটী উচ্চ চত্বরের উপর গাথা। ইহার মধ্যে ৯৩৩ চেদি সম্বতের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, রত্নপুরের রাজা তাম্রধ্বজের ভ্রাতা অশ্বধ্বজ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই স্থানে অনেক মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী মন্দিরে আদিত্যদেব ৭টী ঘোড়ার উপর চড়িয়া বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরগুলি ইট্ ও পাথর দিয়া নির্ম্মিত। প্রবাদ আছে—রাবণের ভ্রাতা খর ও দূষণ এইখানে বাস করিতেন এবং উহাদের নাম হইতেই খারোদ নামের উৎপত্তি।

খার্কার (পুং) খরস্য ইদং খর-অণ্ খারং করোতি প্রকাশয়তি খার কৃ-অণ্-পৃষোদরাদিবৎ অকারলোপে সাধুঃ। গর্দ্দভ জাতির শব্দ, গাধার ডাক।

"খরাশ্চ কর্কশৈঃ ক্ষত্তঃ খুরৈর্ঘ্নন্তো ধরাতলম্।
খার্কাররভসামত্তাঃ পর্য্যধাবন্ বরূথশঃ ॥" (ভাগবত ৩।১৭।১১)
'খার্কারঃ গর্দ্দভজাতিশব্দঃ' শ্রীধর।

খার্জুরকর্ণ (পুং স্ত্রী) খর্জুরকর্ণস্যাপত্যং খর্জুরকর্ণ-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১.১১২) খর্জুরকর্ণ ঋষির অপত্য।

খার্জূর (ক্লী) খর্জূরস্যেদং খর্জূর-অণ্‌। ১ মদ্যবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পানস, পক্ব খর্জূর, আদা ও সোমলতার রস মিশ্রিত করিয়া মদ্যপাকপ্রণালীতে পাক করিলে যে মদ্য প্রস্তুত হইবে, তাহাকেই খার্জূর মদ্য বলে। (বৈদ্যক) ২ খর্জূর রস হইতে উৎপন্ন মদ, খেজুর রসের মদ। ইহার গুণ বাত-কোপকারী এবং প্রায় মাধ্বীক মদের তুল্য। ঐ মদ ভালরূপ পরিষ্কার হইলে রুচিকর, কফঘ্ন, কর্ষণ, লঘু, কষায়, হৃদ্য, সুগন্ধি ও ইন্দ্রিয়শোধনকারক। (সুশ্রুত)

খার্জূরায়ণ (পুং স্ত্রী) খর্জূরস্য গোত্রাপত্যং খর্জূর-ফঞ্‌ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্‌। পা ৪।১।১১০) খর্জূর নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

খার্বুজেয় (ত্রি) খর্বুজস্যেদং খর্বুজ-ঢক্‌। ১ খর্বুজসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ২ রসালবিশেষ।

"মধুরদধনি মধ্যে শর্করাং সন্নিযোজ্য
শুচি বিদলিতখণ্ডং প্রক্ষিপেৎ খার্বুজেয়ম্‌।" (ভাবপ্রকাশ)

খাল (দেশজ) খাত, পয়ঃপ্রণালী, উপনদী।

খালত্য (ক্লী) খলতের্ভাবঃ খলতি ষ্যঞ্‌। ইন্দ্রলুপ্তরোগ, টাক্‌।
"জরা খালত্যং পালিত্যং শরীরমনু প্রাবিশন্‌" (অথর্ব্ব ১১।৮।১৯)

খালা (পারসী) মাসার স্বামী, মেসো।

খালাড়ী (দেশজ) খালারী, নুনের কারখানা।

খালারী (দেশজ) লবণ প্রস্তুত করিবার স্থান।

খালাস্‌ (আরবী) ১ মুক্তি, মোচন। ২ প্রসব হওয়া।

খালাস্‌পত্র (আরবী) ১ মুক্তিপত্র, যে পত্র দেখাইয়া মুক্ত হইতে পারা যায়। ২ প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে বটপত্রে বা ভূর্জপত্রে সুপ্রসব মন্ত্র লিখিয়া দেওয়া হয়, ইহাকেও খালাস্‌পত্র বলে।

খালাসী (আরবী খলাস্‌ শব্দজ) ১ যে খালাস করে, ষ্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি হইতে যাহারা মালপত্র বাহির করিয়া দেয়, চলিত কথায় সেই ভৃত্যাদিগকেই খালাসী বলে। ২ যাহারা তাঁবু গাড়ে। ৩ যে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

খালি (দেশজ) ১ শূন্য, রিক্ত, যাহাতে কিছুই নাই। ২ শ্রাদ্ধাদিতে যে পাত্রে (কলার খোলায়) শ্রাদ্ধীয় অন্ন দেওয়া হয়।

খালিক (ত্রি) খল ইব খল্‌-ঠক্‌ (অঙ্গুল্যাদিভ্য ঠক্‌। পা ৫।৩।১০৮) খলের সদৃশ। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্‌ হয়।

খালিয়া (দেশজ) শূন্য, যাহাতে কিছুই নাই। ইহা প্রায় স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণেই ব্যবহৃত হয়।

খালিসা (আরবী) ১ রাজকীয় কার্য্যালয়, যেখানে করসংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহ হয়। ২ যে সকল জমি গবর্ণমেণ্টের খাসে আছে।

খালী (আরবী) ১ শূন্য, অযুক্ত। ২ (পারসী) মাসী। (দেশজ) ৩ কলার খোলা, যাহাতে শ্রাদ্ধপাত্র প্রস্তুত হয়। ৪ হাতপায়ে হঠাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বলতাবোধ।

খালীহাত (দেশজ) রিক্তহস্ত, হাতে টাকা পয়সা না থাকা।

খালুই (দেশজ) মৎস্যধানী, খারই।

খাল্যকায়নি (পুং স্ত্রী) খাল্যকায়া অপত্যং খল্যকা-ফিঞ্‌ (পা ৪।৩ ১৫৪) খল্যকার অপত্য।

খাল্যায়নি (পুং স্ত্রী) খল্যা-ফিঞ্‌। (পা ৪।১।১৫৪) খল্যার অপত্য।

খাল্‌সা, পঞ্জাববাসী শিখসম্প্রদায়। শিখসম্প্রদায় নানক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দ নানকের প্রবর্ত্তিত রীতি নীতির মধ্যে আবার সংস্কার করেন। এইরূপে শিখদিগের মধ্যে দুইটী দল হয়। কতকগুলি গোবিন্দের নবসংস্কৃত বিধানাদি অবলম্বন করে আর কতকগুলি প্রাচীন বিধানেই চলিতে থাকে। যাহারা গোবিন্দের নববিধান অবলম্বন করে, তাহারাই "খাল্‌সা" ও প্রাচীনেরা 'খালাসা' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই প্রভেদ এখন আর নাই। 'খাল্‌সা' শব্দ আরবীয় 'খালিসা' শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থ পবিত্র, খাঁটি, সুতরাং খাল্‌সা অর্থে পবিত্র খাঁটি বাছিয়া লওয়া লোক। শিখেরা এই শব্দের কোন দৈবরহস্যপূর্ণ অর্থ আছে বলিয়া স্বীকার করে। ইহারাও নানকের আদিগ্রন্থ মানিয়া চলে। আজকাল আর গোবিন্দের সংস্কৃত নিয়মাদির মানিবার পক্ষে ততটা দৃঢ়তা নাই।

খাল্‌সা সম্প্রদায়ের জন্য গোবিন্দ যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'পহল' অর্থাৎ অভিষেকক্রিয়াই প্রধান। এই পহলপ্রথা এখনও চলিত আছে। শিখধর্ম্মাবলম্বনের পূর্ব্বে পাত্রকে সমস্ত চুল রাখিয়া দিতে হয়, দুই একমাস পরে যখন চুল বেশ বড় বড় হয়, তখন পাত্র নীলবর্ণ পোষাক পরিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে একখানি তরবারী, একটী বন্দুক, তীরধনু ও বর্ষা দেওয়া হয়। তৎপরে গুরু ও পাত্র শর্করামিশ্রিত জলে হস্তপদাদি ধৌত করে। এই জলে শর্করামিশ্রিত করিয়া তরবারী বা বৃহৎ ছুরীকার ধারমুখ দিয়া নাড়িতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত জলকেই 'পহল' বলে। তৎপরে আদিগ্রন্থ হইতে ৫টী শ্লোক পাঠ করান হয়। প্রতি শ্লোক এক নিশ্বাসে পড়িতে হয় ও ছুরী দিয়া সেই শর্করামিশ্রিত জল নাড়িতে হয়। তৎপরে পাত্র যোড়করে গ্রন্থী বা পুরোহিতের প্রদত্ত ঐ জল গ্রহণ করে এবং তাহা লইয়া কপালে, মাথায় ও শ্মশ্রুতে মাখিতে থাকে ও বলিতে থাকে "ওয়া গুরুজীকা খাল্‌সা! ওয়া গুরুজীকা ফতে" এ "ওয়া গোবিন্দ সিং আপ্‌ হি চেলা।" গোবিন্দ গুরু নিজে আর পাঁচজনের সহিত এই পহল প্রথায় শিখধর্ম্মে অভিষিক্ত

হন, তাঁহারা আবার পরস্পরের পদধৌত ঐ পঙ্কল-জলপান করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকেরাও অভিষেককালে এইরূপে পঙ্কল-জলেই অভিষিক্ত হয়, কেবল পঙ্কল-জল নাড়িবার সময় ঢ়্গীব ধারমুখের বিপরীত দিক্ দিয়া নাড়িতে হয়। শিখশিশুদিগের অতি অল্প বয়সেই এই অভিষেক হইয়া থাকে।

[শিখ, রণজিৎসিংহ, পঞ্জাব প্রভৃতি দেখ।]

খাশ্মরী [কাশ্মীর দেখ।]

খাস (আরবী) স্বীয়, আপনার স্বত্ববিশিষ্ট।

খাসখামার (পারসী) যে জমির কর কেবল রাজাকে দিতে হয়।

খাসমহল (পারসী) যে মহল রাজার কর্তৃত্বাধীনে থাকে।

খাসবরদার (পারসী) আশা সোঁটাধারী রাজকর্মচারী।

খাসা (আরবী) উৎকৃষ্ট, ভাল।

খাসী (আরবী) ছাগলবিশেষ, যাহার মুষ্কদ্বয় নাই। "খাসী নিমু আট কাহন।" কবিকঙ্কণ।

খাদীর (পুং) জনপদবিশেষ।

খাস্ত, ১ মন্দ, খারাপ। ২ কম, অল্প।

খাস্তা, ১ যাহা মন্দ হইয়াছে। ২ নীচতা, মন্দতা। অতি উৎকৃষ্ট, যেমন খাস্তার কচুরি।

খাসি ও জয়ন্তী পাহাড়, আসামের চিফ্ কমিসনরের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫°১′ হইতে ২৬°৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০°৪৭′ হইতে ৯২°৫২′ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ভূপরিমাণ—৬১৫৭ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ২১৬০ বর্গমাইল বৃটীশ অধিকারভুক্ত। লোকসংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ। ইহার প্রধান সহর শিলং।

খাসি ও জয়ন্তী দুই পাহাড়, ব্রহ্মপুত্র ও সুর্ম্মা নদীর অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত। এখন দুইটী একত্র একটী জেলা বলিয়া গণ্য। এই জেলার উত্তরে কামরূপ ও নওগাঁ, পূর্ব্বে নওগাঁ ও কাছাড়, দক্ষিণে শ্রীহট্ট ও পশ্চিমে গারো পাহাড়। জেলাটী আবার ৩টী প্রধান অংশে বিভক্ত—স্বাধীন খাসি পাহাড়, বৃটীশ-অধিকৃত খাসি ও জয়ন্তীপাহাড়। স্বাধীন খাসি পাহাড় সি এম্, বাহাদাদার, সর্দ্দার ও লিংদো নামে কতকগুলি অধিনায়ক দ্বারা শাসিত হয়।

বৃটীশ অধিকৃত খাসিপাহাড়ে ২৪টি পরগণা, তাহাদের নাম—জিম্মঙ্গ, লাইৎ লিঙ্কোট, লাইৎক্রো, বাইরঙ্গ বা বাহলং, লোঙ্কাদিং মাও-বে-বারকাব্, মাও-স্নাই, মিন্তেং মওয়াম্লুহ, মাও পুঙ্গিত্তিরং, নোঙ্গ-জিরি, নোঙ্গলিঙ্কিন্, নোঙ্গবা, নোঙ্গ্ রিয়াৎ, নোঙ্গক্রো, হুয়ুয়া, রামদাইৎ সাইৎসোপান, ভিংরিয়াল, জিংরোং, তিরণা, উমূনিয়া, মরবিস্থু, উতিমা।

জয়ন্তীর মধ্যে অম্বি, চপহুক্ (কুকী), দরঙ্গ, ন্মোবাই লংক্রুট, লংসো, সাকাদোং, মীনরিয়াং, (মিকির), মুলসোই (কুকী) মাসকুট, মীন্সাও, নোংক্লি, নোফুলুৎ, নোংথালোং, নরপু, নরতিয়াং, নোংবা, নোংজিঙ্গী, রলিয়াং রিম্বাই, সাইপুং (কুকী), সোতিঙ্গা, শিলিঅং মীন-ভং, সাতপাথর, শংপুং এই ২৫টী পরগণা।

স্বাধীন খাসিপাহাড়ের মধ্যে সিএম্ নামক অধিনায়কদিগের অধীনে ভবাল্ বা বর্ব্বা, চেরা, খাইরিম, লংকিন্, মলাইসোহ্মৎ, মহারাম, মারিও, মাও ইওঙ্গ, মাওসিন্রাম্, মিল্লিএম্, নোংসোকো, নোংখ্লব, নোংস্পুং, নোং স্তোইন্ এবং রামব্রাই এই ১৫টী পরগণা। বাহাদাদারগণের অধীনে শেল্লা। সর্দ্দারগণের অধীনে দ্বারা-নোং-তিরমেন্ জিরং মাওলং, মাওদোন নোংলোং এই ৫টী এবং লিংদোদিগের অধীনে লনইওঙ্গ, মাওক্লং নোংলিবাই, মোহিওং।

খাসিপাহাড়ে তেমন জঙ্গল নাই। নদীর গতি অনুসারে এখানে পর পর অধিত্যকা। এই সকল অধিত্যকা কেবল তৃণাচ্ছাদিত, তেমন বড় বৃক্ষ নাই। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০ হাত উচ্চে একপ্রকার দেবদারু বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উচ্চ গিরিশৃঙ্গে কড়িকাঠের উপযোগী যথেষ্ট বৃক্ষ আছে। তবে এখানকার বন হইতে আয় হইবার সুবিধা নাই। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে নদী উপনদী আছে, ডিঙ্গী করিয়া তন্মধ্য দিয়া যাতায়াত চলে।

খাসিপাহাড়ের দক্ষিণাংশে চূণাপাথরে পরিপূর্ণ। অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানকার চূণ লইয়া বাঙ্গালার কাজ চলিতেছে। এখান হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় তিনলক্ষটাকার চুণ রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার চেরাপুঞ্জি, লাকদোং ও লাউড় প্রভৃতিস্থানে উৎকৃষ্টলৌহ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল লৌহ সংগ্রহ করিতে ও স্থানান্তরে পাঠাইতে অনেক ব্যয় পড়ে বলিয়া, সাধারণের প্রয়োজন সাধিত হয় না। পাহাড়ের মাঝে মাঝে দানাদার অবিশুদ্ধ লৌহের আকর পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা জলস্রোত ও কয়লার সাহায্যে লৌহ শুদ্ধ করিয়া লয়। প্রাচীনকাল হইতে খাসিয়াজাতি লৌহ গলাইবার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে, বিলাতী লৌহের আমদানীতে ইহাদের ব্যবসাও একপ্রকার মাটী হইয়াছে। এখানে মৌচাক, লাক্ষা প্রভৃতি যথেষ্ট হয়। বনে হস্তী, শূকর, ব্যাঘ্র, মহিষ, বন্য গো, এবং নানাপ্রকার হরিণ পাওয়া যায়।

এখানকার পাহাড়ে নানারকম গুহা ও গহ্বর আছে, তন্মধ্যে চেরাপুঞ্জী ও রূপনাথের গুহা বর্ণনীয়। রূপনাথে

একটী প্রকাণ্ড গহ্বর আছে, অনেকের বিশ্বাস এই গহ্বর দিয়া চীনরাজ্যে যাওয়া যায়। প্রবাদ আছে—এই গহ্বর দিয়াই চীনসৈন্য ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। ইহার নিকটে গুহামন্দির আছে, তথায় নানাবিধ হিন্দু দেব-দেবীমূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়।

কাছাড়ের সীমায় কপিলীনদী তীরে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

এখানে প্রধানতঃ খাসিয়া ও সন্‌তেঙ্গ্‌ নামক অসভ্য জাতির বাস। উভয় জাতি অসভ্য হইলেও উন্নতিশীল।

[খাসিয়া ও সন্‌তেঙ্গ্‌ দেখ।]

এই জেলায় প্রায় দুইলক্ষ লোকের বাস, তন্মধ্যে খাসিয়া ও সন্‌তেঙ্গ্‌ জাতির সংখ্যাই দেড়লক্ষের অধিক। এ ছাড়া প্রায় ছয়হাজার হিন্দু, দুইহাজার খৃষ্টান, পাঁচশত মুসলমান ও অল্পসংখ্যক অপরাপর জাতি আছে।

খাসি ও জয়ন্তী দুইটী মিশিয়া এখন একটী জেলা হইলেও পূর্ব্বকালে দুইটী স্বতন্ত্ররাজ্য বলিয়াই খ্যাত ছিল। খাসি পাহাড় সিএম্, সর্দ্দার প্রভৃতির অধীন থাকিলেও জয়ন্তী রাজ্য একজন রাজার অধীনে ছিল। [জয়ন্তী দেখ।]

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইবার পর ইংরাজ কোম্পানীর শ্রীহট্টের দিকে নজর পড়ে। তখন এ অঞ্চলে কেবল অসভ্য জাতির বসবাস ছিল, তাহাদের আচার ব্যবহার ভারতের অপর সকলজাতি হইতে পৃথক্। তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অপর কোন জাতির সহিত ঐক্য নয়। তাহারা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে প্রাকৃতিক মহার্ঘ্য দ্রব্যসমূহ ভোগ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া য়ুরোপীয় বণিকগণের লোভ জন্মিল। তাঁহারাও এখান হইতে চূণ ও কমলানেবু সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, কলিকাতার বাজারে "শিলেট চূণ" নাম শুনিয়া য়ুরোপীয় বণিকগণ খাসিয়া জাতির সহিত মিশিবার চেষ্টা করেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নোংখ্লও নামক স্থানের সর্দ্দার উত্তর-আসাম ও সুর্ম্মা উপত্যকার মধ্যে দিয়া যাতায়াতের রাস্তা প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি ইংরাজের সহিত একটা বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে কএকজন ইংরাজ নোংখ্লও নগরে গিয়া বাস করেন। তাঁহাদের সহিত কএকজন বাঙ্গালী ছিলেন, ইহাদের দুর্ব্যবহারে খাসিয়ারা চটিয়া যায়। সেই সূত্রে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রিল, খাসিয়ারা ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ-কোম্পানীর দুইজন লেফ্‌টেনেণ্ট ও কতকগুলি সিপাহী নিহত হয়। খাসিয়াদিগের উৎপাত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। খাসিয়াদিগকে দমন করিবার জন্য দলে দলে বৃটীশসৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু সাহসিক খাসি-জাতি সহজে বশ্যতা স্বীকার করিল না। তীরধনু মাত্র তাহাদের সম্বল। তাহারই জোরে খাসিয়ারা শত শত ইংরাজ-সৈন্য বিনাশ করিল। অনেক কষ্টের পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে খাসিয়ারা সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করে।

১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নোংখ্লও নগরে এক-জন রাজনৈতিক ইংরাজ কর্ম্মচারী ছিলেন, তৎপরে তিনি চেরাপুঞ্জীতে উঠিয়া আসেন।

জয়ন্তীপাহাড়ের লোকেরা আপনাদিগকে "পনার" বলিয়া পরিচয় দেয়, খাসিয়ারা তাহাদিগকে "সন্‌তেঙ্গ্‌" বলিয়া ডাকে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহারাও বৃটীশ প্রজা বলিয়া গণ্য। এই বর্ষে জয়ন্তীরাজ সাজেন্দ্রসিং নওগাঁ হইতে কএকজন লোককে ধরিয়া আনাইয়া কালীমন্দিরে বলি দেন। এই দোষেই তিনি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন।

খাসিয়া (খাস) আসাম বিভাগের অন্তর্গত খাসি-পর্ব্বতবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের মুখ ও সর্ব্বাঙ্গের আকৃতি দেখিয়া অনেকেই মঙ্গোলিয় বা তুরাণীয়জাতির শাখা বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণমিশ্রিত পীতাভ। নাক্ চেপ্টা, মুখ থ্যাবড়া ও চৌকা, চক্ষু ছোট ও কাল, তারার নিকট হলদে, ঠোঁট পুরু। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বড় বড় চুল রাখে, কেবল গরিবের মাথা নেড়া করে। ইহারা তেজস্বী ও বলিষ্ঠ। স্বভাবতঃ বিনয়ী, ধীর ও হাস্যমুখী। সর্ব্বদাই পরিশ্রম করিতে ভালবাসে। ইহারা ততদূর চতুর ও শিল্পী নহে, তবে শিক্ষা পাইলে সকলপ্রকার কার্য্যই করিতে পারে। গরিব খাসিয়ারা শণের কাপড়ের হাঁটুপর্য্যন্ত লম্বা জামা পরিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত ধনীরা মস্তকে তুলা ও রেশমের পরিধেয় বস্ত্র ও চাদর ব্যবহার করে।

ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ ১৫ হইতে ১৮ বৎসরে স্ত্রীলোকের ও ১৮ হইতে ২৩ বর্ষের মধ্যে পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের নিয়ম অতি সহজ। কোন কোন স্থলে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা বিবাহ স্থির করিয়া থাকেন। সম্বন্ধের পর বর নিজ বন্ধুবান্ধব কুটুম্বাদি সঙ্গে লইয়া কন্যার বাটীতে যায় ও তথায় ভোজনান্তে রাত্রিতে শুইয়া থাকে, পরদিন বর কন্যাকে বাটীতে লইয়া আসে। কন্যার সহিত তাহার কুটুম্বাদি বরের বাড়ীতে আসিয়া ঐরূপ পান ও ভোজনাদি করে। দুই দিন বরের বাড়ীতে থাকিয়া পরে নবদম্পতী কন্যার বাড়ীতে যায়। বিবাহের পর হইতে বরকে চিরজীবন

ধীরতের দুই পুত্র—গজসিংহ ও বিক্রমাদিত্য। অরঙ্গজিবের শেষাবস্থায় যখন সমস্ত রাজপুতবীর তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন, যে উদ্বেগে বৃদ্ধ বাদশাহের মৃত্যু হয়, রাজা গজসিংহ সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় নিজ পিতৃসিংহাসন অনুজকে অর্পণ করিয়া উদয়পুরে রাণা সংগ্রামসিংহের আশ্রয় লইয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের দুই পুত্র বলভদ্র ও বুধসিংহ। বলভদ্র পিতৃসিংহাসনে ও বুধসিংহ ঈশাগড় জয়াগীর পান। এখনও ঈশাগড় বুধসিংহের বংশধরগণের ভোগ-দখলে আছে। রাজা বলভদ্রের পুত্র বলবন্ত সিংহ, তৎপুত্র জয়সিংহ। এই জয়সিংহের রাজ্যকালে (১৭৯০ হইতে ১৮১১ খৃঃ অঃ) মহারাষ্ট্র-সৈন্য খিচিরাজ্য আক্রমণ করে। তাহাতে জয়সিংহ ৫২ বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি বাপ্তিষ্টে পাঁচহাজার অশ্বারোহী, ৮ দল পদাতি ও বিস্তর গোলাগুলি লইয়া বজ্রাঙ্গগড় ও জয়নগর অধিকার করেন। তৎপরে তিনি রাঘবগড়ে রাজা জয়সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বীরবর চোহানরাজ অদম্য সাহসে কিছুকাল রাজধানী রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে সাহস সে অধ্যবসায় ব্যর্থ হইল, তাঁহার কোন গৃহশত্রুর ষড়যন্ত্রে রাঘবগড় বিপক্ষ-সৈন্যের হস্তগত হইল। জয়সিংহ সোপুর জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মনোকষ্টে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রের নাম ছকুল সিংহ। তিনি পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য নানাস্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই সময় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সহায় হইয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দে রাজা ছকুলসিংহকে রাঘবগড় ও বাল-ভট্ট জেলার সনন্দ দেওয়াইলেন। তদবধি ঐ স্থান তাঁহার বংশধরের অধিকারে আছে। উহার আয় ১৭৫০০০৲ টাকা। সেই সময় হইতে ঐ স্থান গোয়ালিয়র-রাজের করদ হইল। প্রতিবর্ষে সিন্ধিয়া ১১১৩৮৲ হালি টাকা কর পাইয়া থাকেন। [খিল্‌চিপুর দেখ।]

খিচিবার [খিলচিপুর দেখ।]

খিচিমিচি (দেশজ) ১ তর্কবিতর্ক। ২ অব্যক্ত শব্দ।

"আমি তো না জানি সুললিত বাণী
আজ্ঞা কর মহারাজ! খিচিমিচি কহি।" (আভাণক)

খিজাদিয়া নাগানিও, কাঠিবাড়ের আলাবা বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানে একখানি গ্রাম আছে, তাহার অধিকারী একজন। আয় প্রায় হাজার টাকা, তন্মধ্যে গাইকবাড়কে ৫২৲ টাকা দিতে হয়।

খিজারিয়া, কাঠিবাড়ের গোহেলবার বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত, এক অংশ ২ বর্গমাইল, অপর অংশ ১ বর্গমাইল। প্রত্যেক অংশের আয় প্রায় আড়াই হাজার টাকা। তন্মধ্যে বরদায় গাইকবাড়কে ৩৮০৲ এবং জুনাগড়ের নবাবকে ৪৭৲ টাকা কর দিতে হয়।

উহা তোলগড় হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এবং ধোলা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

খিট (দেশজ) মারচা।

খিট্‌খিট্‌ (দেশজ) ক্রমাগত বকা, বিরক্তিপ্রকাশ।

খিটিমিটি (দেশজ) অনভিপ্রায় বা ক্রোধসূচক মুখভঙ্গিমা।

খিড়্‌কী (খড়কী শব্দজ) পক্ষদ্বার।

খিতাব (আরবী) পদবী, মর্য্যাদাসূচক উপাধি।

খিদা (ক্ষুধা শব্দ) ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা।

খিদির (পুং) খিদ্যতে কৃষ্ণপক্ষেণ ক্ষয়েন, তপসা বা, খিদ কিরচ্‌ (ইষিমদি-মুদি খিদীত্যাদি। উণ্‌ ১।৫১) ১ চন্দ্র। (উণাদিকোষ) ২ দীন। ৩ তাপস। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

খিদিরপুর, কলিকাতার দক্ষিণপার্শ্বস্থ একটী উপনগর। অক্ষা° ২২°৩১′২৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮°২১′১৮″ পূঃ। এখানে জাহাজমেরামতের বৃহৎ কারখানা আছে। [কলিকাতা দেখ।]

খিদ্‌মৎ (আরবী) বশ্যতাস্বীকার, পরিচর্য্যা।

খিদ্‌মদ্‌গার (পারসী) চাকর, যে আহারের স্থানে উপস্থিত থাকে।

খিদ্যমান (ত্রি) খিদ-তাচ্ছীল্যে চানশ। ১ খেদযুক্ত। ২ দৈন্যগ্রস্ত। ৩ উপতপ্ত।

"খিদ্যমানস্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।" (শাম্বপুরাণ)

খিদ্র (পুং) খিদ-রক্‌ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকিক্ষিপ ক্ষুদীত্যাদি। উণ্‌ ২।১৩) ১ রোগ। ২ দরিদ্র। (উজ্জ্বল) ৩ ভেদন, ভেদ করা।

"বীলস্থা সহোনাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি।" (ঋক ৫।৮৪।১)

'খিদ্রং খেদনং ভেদনং' (সায়ণ।)

খিদ্বন্‌ (ত্রি) খিদ্‌-অন্তর্ভূতণিজর্থে ক্বনিপ। খেদকারক।

"কস্তে ভাগঃ কিং বয়ো দুধ্র খিদ্বঃ পুরুহূত!" (ঋক ৬।২২।৪)

'খিদ্বঃ শত্রূণাং খেদয়িতঃ' (সায়ণ।)

খিন্ন (ত্রি) খিদ-ক্ত। ১ দৈন্যযুক্ত। ২ অলস। ৩ খেদযুক্ত।

"খিন্নঃ কার্য্যক্ষমেন্দ্রিয়ঃ।" (মনু)

খিপ্রা, ১ সিন্ধুদেশের থর ও পারকর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। অক্ষা° ২৫°২৬ হইতে ২৬°১৪′৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯°১৪৫″ হইতে ৭০°১৬′ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে ২৮ খানি গ্রাম, ৪৮৮৬ ঘর লোকের বসাত, লোকসংখ্যা ছাব্বিশ হাজারের অধিক। তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে স্থাপিত। পূর্ব্ব নারায়দারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৯´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ২৫´ পূঃ। এখানে টপ্পাদার ও মুক্তিয়ারকারের প্রধান কাছারী, দাওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, পুলিস, ডাকঘর ও ধর্ম্মশালা আছে। এখানে প্রধানতঃ কৃষিজীবির বাস। কাপাস, পশম, নারিকেল, চিনি, তামাক ও শস্যাদির ব্যবসা আছে। কাপড়বোনা ও কাপড়ছোপান কাজও বেশ চলে।

খিমলাসা মধ্যপ্রদেশের সাগরজেলার কুরাই তহসীলের অধীন একটী নগর। সাগরসহর হইতে ২১ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ১২´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৪´ ৩০´´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় তিনহাজার ও ৭১১ ঘর লোকের বসতি। নগরের চারিদিকে প্রায় ১৪ হাত উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। মধ্যে একটী দুর্গ, দুর্গমধ্যে দুইটী সুন্দর বাটী ও পুলিস আছে।

এখানকার "শীষামহল" অর্থাৎ কাচপ্রাসাদ নামে হিন্দু-রাজবাটী ও উচ্চ গুম্বজযুক্ত একটী সমাধিমন্দির দেখিবার জিনিস।

শীষামহলের পূর্ব্বশ্রী আর নাই বটে, কিন্তু এখনও দ্বিতল ও ত্রিতলের গৃহগুলি দর্পণমণ্ডিত।

পূর্ব্বে এই নগর দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিল, কিন্তু ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান পদ্মারাজের মৃত্যু হইলে পেশবার প্রতিনিধি এখানকার দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সাগর জেলার সহিত এই স্থান বৃটীশ গবর্ণ-মেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জুলাইমাসে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভানপুরের রাজা এই স্থান আক্রমণ করেন। বিদ্রোহীগণের অত্যাচারে নগরের বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই সময়ে অনেক অধিবাসী সহর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। এখনও অনেক ভগ্নগৃহ ও খালি বাড়ী পড়িয়া আছে।

এখানে অল্পদিন হইল দুইটী পাঠশালা ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

খিরণ, অযোধ্যাপ্রদেশের রায়বরেলী জেলায় দলমৌ তহ-সীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণার উত্তরদিকে মৌরানবান, পূর্ব্বে দলমৌ তহসীল ও রায়বরেলী, দক্ষিণে সরেনী ও পশ্চিম দিকে পনহান, ভগবন্ত নগর, বিহার ও পাটন প্রভৃতি কএকটী বিভাগ। ইহার ভূমিপরিমাণ ১০২ বর্গমাইল, গবর্ণমেণ্টকে দেয় বৎসরে ৯০৭০০৲ টাকা রাজস্ব। ইহার মধ্যে ১২৩ খানি গ্রাম বা মৌজা আছে, তন্মধ্যে ৭৯ খানি মৌজা তালুকদারী সত্বে, ২০ খানি জমীদারী সত্বে ও ২৪ খানি পাটিদারী বন্দোবস্তে বিলি আছে। সর্ব্ব-প্রথমে এই পরগণা ভরজাতির অধিকারে ছিল। ৭০০ বৎ-সর পূর্ব্বে বৈশবংশীয় রাজা অভয়চাঁদ ভরদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লয়েন। তাঁহার অষ্টম পুরুষ রাজা সাতনা এই পরগণা মধ্যে সাতনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন। পরে অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্দৌলার রাজত্ব সময়ে এই স্থানের তহসীলদার খিরণে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের নিকট খিরণ নগর এইখানেই তহসীলদারী আছে। ১টী পাঠশালা আছে ও সপ্তাহে সপ্তাহে বাজার বসিয়া থাকে। এই সমগ্র পরগণাতে ৫টী গ্রাম্য বাজার আছে। বৎসরে দুইবার মেলা হইয়া থাকে। হিন্দুরাজাদিগের অধিকারকালে যে মাটির গাঁথনীর কেল্লা ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

খিরপাই, মেদিনীপুর জেলার একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানে অনেক তাঁতির বাস। এস্থানে একপ্রকার সুন্দর ও মূল্য-বান্ বস্ত্র তৈয়ারি হইয়া থাকে।

খিরাসা, কাঠিবাড়ের অন্তর্গত হল্লার বিভাগের মধ্যে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ভূমিপরিমাণ ১৩ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ১৩ খানি মৌজা আছে। এখানকার রাজা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ২৩৬৬৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে বৎসরে ৩৫০৲ টাকা করস্বরূপ দিয়া থাকেন।

খিরহিটী (স্ত্রী) মহাসমঙ্গা। (রাজনি°) হিন্দীতে কংগিহা গাছ বলে।

খিরাজ (আরবী) রাজা প্রজাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া প্রজারা জমির উৎপন্ন দ্রব্যের আংশিক ভাগ করস্বরূপ অর্পণ করিত, এই রাজভাগকে হিন্দুরা কর ও মুসলমানেরা খিরাজ বলে। খিরাজী আবার দুই প্রকার—মুকাশিয়ামা ও ওয়াজিফা। ভারতের মুসলমান রাজগণ এই দুই প্রকারে কর আদায় করিতেন। অকবর বাদশাহের সময় হইতে এই প্রথা উঠিয়া যায়।

খিরকিচ (দেশজ) ১ গোলমাল, প্রত্যূহ। ২ খিচ্।

খিল (ত্রি) খিল-ক। ১ অকৃষ্ট, যাহা চাষ করা হয় না। ২ উৎসন্ন। ৩ বিষ্ণু।

"খিলো নারায়ণঃ প্রোক্তস্তদ্গুণা উভয়ঃ স্মৃতাঃ"

৪ সারসংক্ষিপ্ত, পরিশিষ্ট। যথা ঋগ্বেদের শ্রীসূক্তাদি, যজুর্ব্বেদে শিবসঙ্কল্পাদি এবং মহাভারতে হরিবংশ খিল নামে প্রসিদ্ধ। (দেশজ) ৫ আল।

খিলকা (দেশজ) ভিক্ষুক পরিচ্ছদবিশেষ, আলখাল্লা।

খিলঘরা (দেশজ) কুমীরকে, যাহার মধ্য দিয়া থাকে।

খিলজমী, যে জমী আপাততঃ পতিত আছে, কিন্তু চাষ করিলে যাহাতে ফসল হইতে পারে, তাহাকে খিলজমী কহে।

খিলাত, বলুচিস্থানের রাজধানী। ইহার যথার্থ নাম কলাৎ। বেলুচিস্থানের রাজা খিলাতের খাঁ নামে প্রসিদ্ধ। এই নগর অক্ষা° ২৮° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৬° ২৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫১২ হাত উচ্চ। এই নগর শাহমর্দ্দান নামক চুণাপাথরের পাহাড়ের উত্তর শিখরের উপর নির্ম্মিত। ইহার তিনটী ফটক—খানী মাস্তঙ্, বেলাই মাস্তঙ্ ও বেলা। সহরে যাইবার পথের মুখে যে দুইটি ফটক আছে, তাহাই ঐরূপ নামে খ্যাত। খানী ফটক খাঁ শব্দ হইতে উৎপন্ন। নগরে দুইটী দুর্গ আছে। প্রাচীন দুর্গের নাম মিরি, ইহাই এখন খাঁর প্রাসাদ। নগরের প্রাচীর মৃত্তিকানির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে মুরচা। প্রাচীর ও মুরচার গাত্রে বন্দুক চালাইবার জন্য গবাক্ষ আছে। নগরের পথ ঘাট অতি অপ্রশস্ত। বাজার বৃহৎ ও সর্ব্ব দ্রব্যপূর্ণ। নগরমধ্যে একটী স্বচ্ছসলিলা নদী প্রবাহিত। মিরি দুর্গে প্রচুর অট্টালিকা আছে, ইহা বর্ত্তমান মুসলমান রাজবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুরাজগণের নির্ম্মিত। এখানকার দরবারগৃহ অতিসুন্দর। দরবারগৃহের সম্মুখে বারাণ্ডা, এই বারাণ্ডা হইতে নগরের ও চতুষ্পার্শ্বের পর্ব্বতাদির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। নগরের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুইটী উপকণ্ঠ আছে। উপকণ্ঠ লইয়া নগরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। অধিবাসীর মধ্যে ব্রহুই, হিন্দু, দেহবার, বাবি, পারসিক, তুর্ক প্রভৃতি প্রধান। খাঁ স্বয়ং ব্রহুইজাতীয়। নগরের পূর্ব্বদিকে অনেকগুলি সুরম্য উদ্যানবিশিষ্ট উপত্যকা, তন্মধ্যে 'শিয়ালকোহ্' প্রধান, এই উপত্যকায় ৪৫০ লোকের বাস ও ১০০ গৃহ আছে।

[বলুচ ও বলুচিস্থান দেখ।]

খিলান (দেশজ) ইষ্টকাদির গ্রন্থনবিশেষ।

খিলানীয়া (দেশজ) যাহা খিলান করা হইয়াছে।

খিলারি, বোম্বাই প্রদেশের একজাতীয় গোরু। দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ প্রদেশের পশ্চিমাংশে খিলারি নামক গো-পালকদিগের নাম হইতেই এই গোরুর নাম হইয়াছে। খিলারি দেখিতে অতি সুন্দর, বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী। ইহাদের পশ্বাদির জ্ঞান এত তীক্ষ্ণ, যে কার্য্যের জন্য যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা যেন সহজেই বুঝিতে পারে। এক জোড়া খিলারি বলদ ঘণ্টায় ৬ মাইল হিসাবে দুই তিন দিন সমভাবে একখানি গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। গাভীর রং দুগ্ধের ন্যায় শাদা ও ষাঁড়গুলির ঘাড়ের কাছে কেবল লাল আভাযুক্ত। শৃঙ্গগুলি মোটা ও সোজা, কেবল গাভীর শিং এঁকাবেঁকা হইয়া থাকে। সাতারা ও পন্ধরপুরের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশ এই গোর জন্মভূমি।

খিলী (দেশজ) পর্ণাদির বীটিকা, পানের খিলী।

খিলীকৃত (ত্রি) খিল চ্বি কৃ-ক্ত। ১ যাহা দুর্গম করা হইয়াছে। "তৌ সুকেতু সুতয়া খিলীকৃতে কৌশিকাদ্বিদিত শাপয়া পথি।" (রঘু ১১।১৪) ২ নিরুদ্ধ।

খিলীভূত (ত্রি) খিল-চ্বি-ভূ-ক্ত। যাহা দুর্গম হইয়াছে। "খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাতভয়াৎ পথি।" (কুমার ২।৪৫)

খিলেযু (পুং) খিলস্য হরেরিযুগ্ণোযত্র বহুব্রী। হরিবংশ। "খিলেযু হরিবংশে" (হরিবংশসমাপ্তিপুষ্পিকা)

খিলচিপুর, মধ্যপ্রদেশের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী করদরাজ্য। অক্ষা° ২৩° ৫২´ হইতে ২৪° ১৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২৮´ হইতে ৭৬° ৪৫´ পূঃ।

ইহার প্রাচীন নাম খিচিপুরপাটন। পূর্ব্বে এই রাজ্য উত্তরে গাগোর, দক্ষিণে শাহজপুর, পশ্চিমে ও পূর্ব্বে কুম্‌রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাঠানরাজগণের আক্রমণে এই রাজ্য ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়ে, এক্ষণে ইহার পরিমাণ ২৭৩ বর্গমাইল মাত্র। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। আয় প্রায় ১৭৫০০০৲ টাকা তন্মধ্যে গোয়ালিয়ররাজকে ১৩১৩৮৲ টাকা কর দিতে হয়।

বর্ত্তমান খিচিরাজের নাম রাও অমরসিংহ বাহাদুর। পূর্ব্ব রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মরিলে তাঁহার বিধবা মহিষী গোয়ালিয়র রাজের অনুমতিক্রমে অমরসিংহকে দত্তকগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইহার অধীনে ৪০ জন অশ্বারোহী ও ২০০ পদাতি সৈন্য আছে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে দিল্লীর দরবারে সম্মানার্থ ইনি ৯টী তোপ পান।

খিল্য (ত্রি) খিলে ভবঃ খিল-যৎ। ১ খিল হইতে উৎপন্ন। "সৈন্ধব খিল্যঃ উদকে প্রাস্ত উদকমেবানু বিলীয়েত।" (শত° ব্রা° ১৪।৫।৪।১২) ২ পরিশিষ্টপঠিত, পরিশিষ্টে যাহার পাঠ করা হয়। "ইদানীং খিল্যান্যুচ্যন্তে" বেদদীপ।

৩ প্রাণিগণের গমনযোগ্য।

"উত খিল্যা উর্ব্বরাণাং ভবন্তি" (ঋক্ ১০।১৪২।৩)

"খিল্যাঃ খিলাঃ প্রাণিভির্গন্তং যোগ্যাঃ" সায়ণ।

খিসোর, পঞ্জাবের ডেরা ইস্‌মাইল্ খাঁ জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী গিরিমালা। অপর নাম 'রত্তা রো' অর্থাৎ রক্তময় গিরি। অক্ষা° ৩২ ১৩´ হইতে ৩২° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৩´ হইতে ৭১° ২১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই গিরিমালা ১৪০০ হইতে ২৩৩৪ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ, ৩৩ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল বিস্তৃত। এই গিরিশিখরে

কতকগুলি প্রাচীন হিন্দুদুর্গের ভগ্নাবশেষ ও কতকগুলি ভগ্ন দেবমন্দির পড়িয়া আছে। ঐ সকল ভগ্নাবশেষ এখন "কাফিরকোট" নামে খ্যাত। এই শৈলমালার মধ্যে বিলোৎ নামক স্থানে সৈয়দপীরের মস্‌জিদ, নিকটস্থ লোকের নিকট অতি প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, সেই পীর নাকি লোহার নৌকায় চড়িয়া সিন্ধুপার হইতেন। তাঁহার বংশধর মখ্‌দুম বিলোতের জায়গীর ভোগ করিতেছেন।

এখানকার চূণাপাথরযুক্ত পাহাড়ে বহুযুগের প্রাচীন প্রস্তরীভূত অনেক জীবদেহ পাওয়া যায়। ইহার স্থানে স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তন্মধ্যে মিরি খিসোরের নিকটবর্ত্তী গরোবা নামক প্রস্রবণটী প্রধান। পাহাড়ের উপর কৃষি-যোগ্য অনেক উর্ব্বরা জমি আছে। ভাল রকম বর্ষা হইলে গম ও বাজরা প্রচুর জন্মে। পাহাড়ের পাদদেশে তামাক উৎপন্ন হয়।

খীল (পুং) কীল পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। কীলক।

"ত্রীণি শতানি শঙ্কবঃ ষষ্টিশ্চ খীলা অবিচাচলা যে।"

(অথর্ব্ব ১০।৮।৪)

খুঁআড় (দেশজ) যে ঘেরা জায়গায় বহুসংখ্যক গোমেষাদি বিক্রয়ার্থ বা পালনার্থ আবদ্ধ থাকে।

খুঁইয়া (ক্ষুদ্রশব্দজ) ক্ষুদ্র, ছোট।

খুঁচ (দেশজ) ১ অতি সহজে কাটা। ২ সহজে, অনায়াসে।

খুঁচি (দেশজ) ১ খড়ের চালে গুঁজি দেওয়া। ২ পরিমাণ-বিশেষ, আট মুঠিতে এক খুঁচি।

খুঁজ (দেশজ) অনুসন্ধান, অন্বেষণ।

খুঁট (দেশজ) ১ বস্ত্রের প্রান্তভাগ। ২ সন্ধান।

খুঁট-আখুরে (দেশজ) যে অল্প লেখাপড়া জানে। যে ব্যক্তি অতি সামান্য বিষয় লইয়া বিষম বাদানুবাদ করে, অর্থাৎ অতর্কিতরূপে কিছুই পার হইতে দেয় না।

খুঁটঝাড়া (দেশজ) সম্পূর্ণরূপে।

খুঁটন (দেশজ) কুড়িয়া লওন।

খুঁটনি (দেশজ) ১ বিন্দু, চিহ্ন। ২ খুঁটিয়া লওন।

খুঁটা (দেশজ) কীলক।

খুঁটান (দেশজ) তুলনা করা।

খুঁটী (দেশজ) স্তম্ভ, থাম।

খুঁটীগাড়ী (দেশজ) মাছধরা বা নৌকা বাঁধিবার জন্য নদী-কিনারায় খুঁটা গাড়িতে হইলে জমিদারকে যাহা দিতে হয়, তাঁহাকে খুঁটীগাড়ী বলে। খুঁটীগাড়ী, খুঁটীগাড়ি এই উভয়রূপই লিখিবার নিয়ম আছে।

খুঁত (কতশব্দজ) ১ অঙ্গহীনতা, ২ দোষ, কলঙ্ক।

খুঁৎখুঁৎ (দেশজ) অনভিপ্রায়সূচক অস্পষ্ট শব্দ।

খুঁৎখুঁতিয়া, যে খুঁৎ আছে ভাবিয়া অকারণে অনভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

খুকী (কুক্ষি শব্দজ) ক্ষুদ্রবালিকা, দুগ্ধপোষ্যা।

খুকখুকানি (দেশজ) খুসখুসে কাসি।

খুখুন্দ, একটী প্রাচীন নগর। গোরখপুর হইতে ১৯ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

এক সময়ে এই নগর বহুজনাকীর্ণ পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও ইহার মধ্যে ভূরি ভূরি প্রাচীন কীর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। পুরাবিদ্ কানিংহাম্ সাহেব লিখি-য়াছেন, "নালন্দা ব্যতীত এত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আর কোথাও দেখি নাই।"

এখন আর এই নগরে তেমন লোকের বাস নাই। স্থানে স্থানে বিস্তর হিন্দু দেবদেবী ও জৈন তীর্থঙ্করদিগের মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। কিন্তু একজন জৈনও এখানে বাস করে না। মধ্যে মধ্যে গোরখপুর ও পাটনা হইতে শ্রাবক ও জৈনবণিকগণ এখানে দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন। এখানকার হিন্দুদেবালয় ও দেবমূর্ত্তির অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

খুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্রবংশনির্ম্মিত পেটিকা।

"খুঙ্গিপুঁথি রত্নভারে দিতে হবে সবাকারে।" (বিজয়গুপ্তের)

খুচ (দেশজ) ১ হঠাৎ, অতর্কিতভাবে। ২ সরল; নির্বিঘ্ন।

খুচরা (দেশজ) অতি সামান্য, অতি অল্প।

খুঙ্গাহ (পুং) খুমিত্যব্যক্তং শব্দং কৃত্বা গাহতে গাহ-অচ্। কৃষ্ণবর্ণ ঘোটক। (হেম°)

খুজতল্লাসা (দেশজ) সন্ধান, অন্বেষণ।

খুজন (দেশজ) অন্বেষণ।

খুজরা (দেশজ) খুচরা, অল্প, সামান্য।

খুজিস্থান, পারস্যদেশের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রদেশ। ইহার উত্তরে লুরিস্থান ও বখ্‌তিয়ারী পর্ব্বত, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও পশ্চিমে শাটউল্ আরব। ইহার শাসনকার্য্য চব আরবের এবং শুস্তরের সেখদিগের মধ্যে বিভক্ত। শুস্তর নগরই রাজধানী। ইহাতে অনেক খাঁড়ি আছে। করুণ, দিজফুল, জুরাহি, কেরখা প্রভৃতি নদী প্রধান। এখানে অধিকাংশ লোকই গৃহশূন্য, তাঁবুতে বাস করে। কিন্তু শুস্তরের লোকেরা বিশেষ বিত্তশালী না হইলেও প্রস্তরের বাটীতে বাস করে। এখানে 'সর্দ্দ আব' বা ভূগর্ভস্থ গৃহ আছে। এখানকার খাঁড়িগুলি ইউফ্রেটিসের প্রাচীন মোহানা বলিয়া খ্যাত। সামিয়া নামক সুবৃহৎ জলাভূমি পূর্ব্বে কাল-

ডিয়ান হ্রদের অংশ ছিল। খুজিস্থান পারস্যের অন্তর্গত হইলেও সাধারণতঃ আরবীস্থান নামে কথিত হয়। ষ্ট্রাবো ইহাকে 'সুসিয়ানা' ও হেরোদোতাস্ ইহাকে 'সিসা' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেরুন্নার নিকট প্রাচীন সুসের ভগ্নাবশেষ আছে।

খুজ্জাক (পুং) খুজ আক নিপাতনাৎ জকারস্ত দ্বিত্বং। দেবতাড়ক বৃক্ষ। (রত্নমালা)

খুজ্জাক স্থলে খুজাক পাঠও দৃষ্ট হয়।

খুজ্‌লানি (দেশজ) চুলকানি।

খুজ্‌লী (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Hibiscus pistus) ইহা স্পর্শ করিলে চুলকানি ধরে।

খুঞ্চিয়া (দেশজ) চুবড়ী, পাত্র।

খুড়তত (দেশজ) খুল্লতাত, খুড়া।

খুড়ততবোন (দেশজ) খুল্লতাতের কন্যা।

খুড়ততভাই (দেশজ) খুল্লতাতের পুত্র।

খুড়ন (খনন শব্দজ) খনন, খোঁড়ন।

খুড়া (খুল্ল শব্দজ) পিতৃব্য, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

খুড়াত (খুল্লতাত শব্দজ) খুল্লতাতসম্বন্ধীয়।

খুড়াতবহিন্ (দেশজ) পিতৃব্যকন্যা।

খুড়াত্‌ভাই (দেশজ) পিতৃব্যপুত্র।

খুড়ক (পুং) খুলক লকারস্ত ডকারঃ। গুল্ফভাগবিশেষ।

"গুল্ফে তু বিষমে পাদে রুজঃ কুর্য্যাৎ সমীরণঃ।
বাতকণ্টক ইত্যেষ বিজ্ঞেয়ঃ খুড়কাশ্রিতঃ।"
(সুশ্রুত নিদান° ১ অঃ) [খুলক দেখ।]

খুড়ী (দেশজ) পিতৃব্যপত্নী।

খুতাহন্, উ° প° প্রদেশের জৌনপুর জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩৬৭ বর্গ মাইল। ইহার উঙ্গ্লি, রারি, বদলাপুর, কর্য্যাৎ মেহ্দা ও চন্দা এই পাঁচখানি পরগণা ও ৬৯৭ খানি গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা তিন লক্ষ। কৃষকদিগের নিকট হইতে মোট আদায় ৫১৭০৫০৲ টাকা, তন্মধ্যে রাজস্ব ২২৫৮৩০৲ টাকা।

এখানে ৪টী দেওয়ানী ও ৪টী ফৌজদারী আদালত আছে। ইহার মধ্যদিয়া গোমতী নদী প্রবাহিত, এই নদীপথেই যাতায়াত চলে। ইহার পূর্ব্বভাগে ৪টী রেলষ্টেসন হইয়াছে। ইহার প্রধান কাছারী খুতহান্ নামক গ্রামে। এই গ্রামটী অক্ষা° ২৫°৪৮´৭´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২°৩৬´৫৮´´ পূঃ, গোমতী নদী-তীরে জৌনপুরসহর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামে প্রায় হাজার লোকের বাস, পুলিস ও ডাকঘর আছে। প্রতি বুধবার ও শনিবারে হাট বসে।

খুৎগাঁ, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী জমিদারী, ৪২ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত, পরিমাণ ১৫৭ বর্গমাইল, এখানে ৬৯২ ঘর লোকের বসতি।

খুত্তীর্য্য (পুং) একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্।

খুদ্ (ক্ষোদ শব্দজ) তণ্ডুলকণা, তণ্ডুলের ক্ষুদ্রাংশ।

খুদ্‌কাস্ত (পারসী) নিজের জোতে নিজে চাষ করা।

খুদ্‌কাস্তা (পারসী) [খুদ্‌কাস্ত দেখ।]

খুদ্‌কাস্ত রায়ৎ (পারসী) যে প্রজা নিজের জোতে চাষ করে।

খুদাবন্দ খাঁ (খোদাবন্দ খাঁ) আমীর-উল্-ওম্রা সায়েস্তা খাঁর পুত্র। ইনি স্বীয় পিতার জীবদ্দশায় এক হাজারী মনসবদার ও বরাইচের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি দিল্লীতে আসিয়া জুম্‌দৎ-উল্-মুলুক আসাদ খাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন ও ১৭০০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজিব কর্ত্তৃক বিদরের ও বিজাপুর-কর্ণাটের শাসনকর্ত্তা এবং আড়াই হাজারী মনসবদার পদ প্রাপ্ত হন। বাদশাহের মৃত্যুর সময় ইনি তিন হাজারী মনসবদার হইয়াছিলেন। বাদশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের বিবাদে ইনি আজিমশাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করেন এবং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে আহত হইয়া মারা পড়েন।

খুদাবাদ, একটী প্রাচীন নগর, সিন্ধুপ্রদেশের করাচি বিভাগের অন্তর্গত দাহু তালুকের মধ্যে, দাহু হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ও সেহবান হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩৮´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৭° ৪৪´ ৩০´´ পূঃ।

এখন এই নগর একেবারে শ্রীহীন হইয়াছে, চল্লিশবর্ষ পূর্ব্বে তলপুর মীরগণ এখানে বাস করিতেন, তৎকালে ইহা সমৃদ্ধি-শালী ও বিস্তর লোকের এখানে বসবাস ছিল; এখন তলপুর মীরদিগের গোরস্থান পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির কতকটা পরিচয় দিতেছে।

খুদেওকড়া, বন্যলতাবিশেষ।

খুদেজাম (ক্ষুদ্রজম্বু শব্দজ) ক্ষুদ্রজাম।

খুন্ (পারসী) মারণ, বধকরণ, মারিয়া ফেলা।

"নষ্টের এ বড় গুণ, পিঠেতে মাথয়ে চুণ,
কি দোষ পাইয়া ওরে কোটালিয়া মারিয়া করিলি খুন।"
(ভারত—বিদ্যাসুন্দর)

খুন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার দণ্ডুক নামক উপবিভাগের অন্তর্গত একটী বন্দর। ভাবর বা ধোলেরা হইতে আড়াই ক্রোশ। ভাবর খাঁড়ির প্রবেশপথে অক্ষা° ২২° ৩´ ৩০´´ উঃ এবং ৭২° ১৭´ ৩০´´ পূঃ দ্রাঘিমায় একটী আলো-ঘর আছে। সেই গৃহে প্রায় ৩৪ হাত উচ্চে দীপমালা থাকে, ৮ ক্রোশ হইতে তাহার আলোক দেখা যায়।

খুনমুষ, কাশ্মীরের একটী প্রাচীন অগ্রহার। বর্ত্তমান নাম খুনমো। [কাশ্মীর দেখ।]

খুন্তি (খনিত্র শব্দজ) লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

খুন্তী (দেশজ) খুন্তি।

খুন্দলু, পঞ্জাবের হিন্দুর রাজ্যের মধ্যে একটী হ্রদ, শতদ্রু হইতে শিবালিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১৩৮ ফিট গভীর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০০ ফিট্ উচ্চে।

খুপ্ (দেশজ) অতি শীঘ্র, হঠাৎ।

খুব (পারসী) উত্তম, ভাল।

খুবরি (কুপ শব্দজ) ক্ষুদ্র কুঁড়িয়া ঘর, ঝুপড়ী।

খুবরীখাবরি (দেশজ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর।

খুবসুরৎ (পারসী) সুন্দর, সুশ্রী।

খুবানি (পারসী) ফলবিশেষ, চলিতভাষায় 'খোপানী' বলে।

খুবি (পারসী) শ্রী, সৌন্দর্য্য।

খুমখুমনি (দেশজ) বিদ্বেষ, আন্তরিক ক্রোধ।

খুর (পুং) খুর-ক। ১ শফ, অশ্বাদির পায়ের খুর।

"নভির্ভৃশাক্ষিখুরৈর্ন বাণধিবিন্নপিষ্টৈঃ।" (মনু ৪।৬৭)

২ কোলদল, কুলের পাতা। ৩ নখীনামক গন্ধদ্রব্য। ৪ নাপিতের অস্ত্রবিশেষ। (শব্দরত্নাবলী) ৫ খট্বাপাদ, খাটের পায়া। (ধরণী)

খুরক (পুং) খুর ইব কায়তি কৈ-ক। তিলবৃক্ষ। (শব্দচিন্তা°)

খুরণস্ (ত্রি) খুর ইব নাসিকাঅস্য বহুব্রী নসাদেশঃ টচ্ পত্বঞ্চ। চিপিটনাসিক, চেপ্টানাক, খাঁদা।

খুরধা (খোরদা, খুরদা) উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরীজেলার একটী উপবিভাগ। ইহা ১৯° ৪০´৩০´´ হইতে ২০° ২৫´ ১৫´´ উঃ অক্ষাংশে এবং ৮৫° ০´ ১৫´´ হইতে ৮৫° ৫৬´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার পরিমাণফল ৯৪৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ৩২৩৪০৫ জন, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগ দুইটী থানায় বিভক্ত—খুরধা ও বাণপুর।

উড়িষ্যার প্রাচীন হিন্দুরাজগণের অধঃপতন হইলে শেষ রাজারা এই ক্ষুদ্র উপবিভাগটী মাত্র লইয়া কিছুকাল স্বাধীন ছিলেন। ইহার জঙ্গল ও পর্ব্বতাদি মহারাষ্ট্র অশ্বারোহী সৈন্যের পক্ষে দুর্ভেদ্য ও দুরারোহ হওয়ায় তাঁহারা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। শেষে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার রাজা ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহাতে ইংরাজরাজ তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লন। সেই অবধি ইহা ইংরাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

গৌরাঙ্গের সমসাময়িক গঙ্গাবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র দেব ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। ইহার সহিত গঙ্গাবংশের গৌরব নষ্ট হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ৩২টী পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা হন, কিন্তু তিনি প্রভূত ক্ষমতাশালী মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরের হস্তে নিহত হন। তৎপরে দ্বিতীয় পুত্র রাজা হইলেও মন্ত্রীর কৌশলে মন্ত্রিপুত্র মধু শ্রীচন্দ্রের হস্তে প্রহাপক্রমে অবশিষ্ট ৩১টী সন্তান বিনষ্ট হয়। রাজ্যের অনেকগুলি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নিহত করিয়া মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর আকণ্ঠ স্রোতের মধ্য দিয়া রাজা গোবিন্দদেব নামে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। এই সময়ে মুকুন্দ হরিচন্দন নামে একজন তৈলঙ্গী ও প্রধান মন্ত্রী দনাই বা দনার্দ্দন-বিদ্যাধর বিশেষ বিখ্যাত হন। মুকুন্দ কটকের শাসনকর্ত্তা হইয়া শেষে রাজা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গালার মুসলমান-শাসনকর্ত্তা ও দক্ষিণে গোলকুণ্ডার মুসলমান রাজারা উড়িষ্যার বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্রধারণ করেন। রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি গোদাবরীতীরস্থ স্থান লইয়া গোলকুণ্ডার রাজাদিগের সহিত বিবাদ বাধে, সেই বিবাদের জন্য যুদ্ধ ঘটে। রাজা গোবিন্দদেব রাজ্য ছাড়িয়া ৮ মাস কাল মালিগোণ্ডা নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। এদিকে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুভঞ্জ ছোত্র (শ্রোত্র ?) ও বলঙ্গী শ্রীচন্দন জগন্নাথের মন্দিরের প্রধান পার্ষদকে বিনাশ এবং কটকের শাসনকর্ত্তা মুকুন্দ হরিচন্দনকে কটক হইতে দূর করিয়া দিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা গোবিন্দদেব সংবাদ পাইয়া গঙ্গাতীরে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে পরাস্ত করেন এবং নিজেও গঙ্গাতীরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পর মন্ত্রী দনাই বিদ্যাধর প্রতাপচন্দ্রদেব নামক এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইনি বড় অত্যাচারী রাজা ছিলেন, কেবল মন্ত্রীর বলে ৮ বৎসর কাল রাজা থাকিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। নরসিংহ জানা নামক একজন সাহসী সর্দ্দার মুকুন্দ হরিচন্দনের সহযোগে মন্ত্রী দনাই-বিদ্যাধরকে কারাবদ্ধ করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ইতিমধ্যে রাজা গোবিন্দদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুভঞ্জ শ্রোত্র সৈন্যসংগ্রহ করিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু মুকুন্দ হরিচন্দনের হস্তে বন্দী হন। এক বৎসর গত হইলে নরসিংহজানা সিংহাসনচ্যুত হন। শেষে মুকুন্দ হরিচন্দন-তৈলঙ্গী মুকুন্দদেব নামে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। ইনি বড় বিবেচক, সদাশয় দয়ালু রাজা ছিলেন। বুদ্ধিবলে ইনি ত্রিবেণী পর্য্যন্ত দেশ অধিকার করিয়া ত্রিবেণীতে ঘাট ও মন্দির স্থাপন করেন। ইহারই সময় বাঙ্গালার নবাব সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া

উড়িষ্যা অধিকার করেন। মুকুন্দদেবের পর দুই জন নামমাত্র রাজা হন এবং দুই জনই মুসলমানের হস্তে বিনষ্ট হন। তৎপরে উড়িষ্যা রাজ্য ২১ বৎসর অরাজক অবস্থায় মুসলমানের অধিকারে ছিল, নামেও কোন রাজা ছিল না। তাহার পরে নানা গোলমালের পর দনাই মন্ত্রীর পুত্র রণাই রামচন্দ্রদেব নামে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দারগণের অভিপ্রায়ানুসারে 'উড়িষ্যার মহারাজ' নামে সিংহাসন গ্রহণ করেন। দনাই বিদ্যাধর গজপতি বংশসম্ভূত ছিলেন বলিয়া ইঁহার বংশাবলী গজপতিবংশ নামেই খ্যাত, তবে পূর্ব্বগৌরব নষ্ট হওয়ায় ইঁহারা বোহিবংশ (জমিদারবংশ) নামে কথিত হন। মহারাজ রামচন্দ্রদেবই কালাপাহাড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ, সংস্কার ও দেবমূর্ত্তিগুলি উদ্ধার করেন। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিও এই সময় নূতন প্রস্তুত হয়। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ এখানকার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। এই সময় তৈলঙ্গ মুকুন্দদেবের দুই পুত্র ও রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য লইয়া গোল বাধে। রাজা মানসিংহ মধ্যস্থ হইয়া এই গোলমাল মিটাইয়া বন্দোবস্ত করেন যে, খুরধা প্রদেশ ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র বিনা করে মহারাজ রামচন্দ্র ভোগ করিবেন এবং মহারাজ উপাধি তাঁহারই থাকিবে; কিল্লাআল ও তদধীন অন্যান্য স্থান তৈলঙ্গ মুকুন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র রায়ের এবং সারণগড় চাকোরি ভাতৃবর নামক মুকুন্দের দ্বিতীয় পুত্রের হইবে। ইঁহারাও নামে রাজা হইবেন। কিন্তু মহারাজ রামচন্দ্রই ১২৯ কিল্লার উপর কর্তৃত্ব করিবেন এবং সকলের প্রধান থাকিবেন। সেই অবধি মহারাজ রামচন্দ্রের বংশীয়েরা জগন্নাথমন্দিরের রক্ষক ও খুরধারাজ নামে খ্যাত।

খুরধায় এই কয়জন রাজা রাজত্ব করেন।

	খৃষ্টাব্দ		খৃষ্টাব্দ
রামচন্দ্রদেব	১৫৮০	কৃষ্ণ বা হরিকৃষ্ণদেব	১৭১৫
পুরুষোত্তমদেব	১৬০৯	গোপীনাথদেব	১৭২০
নরসিংহদেব	১৬৩০	রামচন্দ্রদেব (২য়)	১৭২৭
গঙ্গাধরদেব	১৬৫৫	বীরকিশোরদেব	১৭৪৩
বলভদ্রদেব	১৬৫৬	দ্রব্যসিংহদেব (২য়)	১৭৯৬
মুকুন্দদেব	১৬৬৪	মুকুন্দদেব (২য়)	১৭৯৮
দ্রব্যসিংহদেব	১৬৯২		

এই শেষ রাজাই ইংরাজরাজের বিদ্রোহী হইয়া রাজ্য হারাইয়াছিলেন। (Sterling's Orissa) ইঁহার বংশধরেরা তৎপরে নামে মাত্র 'জগন্নাথের রাজা' বা উড়িষ্যার রাজা বলিয়া রাজদরবারে সম্মানিত হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সাধারণ জমিদার ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এই বংশের এক রাজা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজের আদালতে বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন। [অন্যান্য বিশেষ বিবরণ উৎকল শব্দে দ্রষ্টব্য।]

খুরনস্ (ত্রি) খুরইব নাসিকা অস্য বহুব্রী নসাদেশঃ বিকল্পে ন টচ্ণত্বঞ্চ। [খুরণস দেখ।]

খুরপ্র (পুং) খুর-ইব প্রাতি খুর-প্রা-ক। বাণবিশেষ, চলিত কথায় খুরপা বলে।

খুরলী (স্ত্রী) খুরৈঃ সহ লাতি পৌনঃপুন্যেন যত্র লা-কঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শস্ত্রপ্রয়োগ, অস্ত্রশিক্ষা। ২ বিপক্ষের আক্রমণে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহার অভ্যাস।

"খুরলীকলহে গণানাম্" (মহাবীরচরিত)

খুরশী (দেশজ) ১ আসনবিশেষ। ২ গোমেষাদি বাঁধিবার দড়ি।

খুরাক (পুং) খুর-আকন্। পশু। (উণাদিকোষ)। (পারসী) আহার, খাদ্য।

খুরাকী (পারসীজ) ১ পেটুক, ঔদরিক। ২ আহারের খরচ।

খুরালক (পুং) খুরইব অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল্ ণ্বুল্। লৌহময় বাণ। (শব্দমালা)

খুরালিক (পুং) খুরাণাং আলিভিঃ কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। ১ নাপিতের অস্ত্র রাখিবার আধার, ভাঁড়। ২ নারাচ অস্ত্র। ৩ উপধান, বালিশ। (মেদিনী)

খুরাসান (পুং) জনপদবিশেষ।

"হিঙ্গুপীঠং সমারভ্য মক্কেশান্তং সুরেশ্বরী।
খুরাসানাভিধো দেশো ম্লেচ্ছমার্গপরায়ণঃ॥" (শক্তিসঙ্গমত°)
[খোরাসান দেখ]

খুরি, মালদ্বীপবাসীগণের ব্যবহৃত একপ্রকার নৌকা। মালদ্বীপীরা সুবাতাসে এই নৌকা করিয়া ভারতে আইসে।

খুরিকা (দেশজ) লোহার পতর।

খুরী (দেশজ) কটোরা, মাটির ছোটপাত্র।

খুর্খুর্ (দেশজ) চঞ্চলতা, অস্থিরতা।

খুর্খুরিয়া (দেশজ) চঞ্চল, অস্থির।

খুর্পা (ক্ষুরপ্র শব্দজ) [ক্ষুরপ্র দেখ।]

খুর্মা (দেশজ) ১ মিষ্টান্নবিশেষ। (পারসী) ২ খেজুর।

খুলক (পুং) খুর-কন্ স্বার্থে কন্। গুল্ফের অষ্টমভাগ।

"আগুল্ফকণ্ঠাৎ সুমিতস্য জন্তোঃ
তস্যাষ্টভাগং খুলকাদ্ বিভজ্য।" (সুশ্রুত, চিকিৎসিত° ১৮অঃ)

খুলন (দেশজ) প্রসারণ, বন্ধন-মোচন।

খুলনা, বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্বাংশের অন্তর্গত একটী জেলা। ইহার উত্তরসীমা জেলা যশোর, পূর্ব্বসীমা জেলা বাখরগঞ্জ, দক্ষিণসীমা সুন্দরবন ও পশ্চিমসীমা জেলা ২৪ পরগণা। এই

জেলার সদর খুলনা সহর। এই সহরে আসিয়া কল্যাকালা-জেলওয়ে শেষ হইয়াছে।

পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র একদিকে; অপর দিকে ভাগীরথী এই উভয়ের মধ্যস্থলে ঐবদ্ধিল ঘেঁসিয়া অসমান চতুরস্রাকারে খুলনা জেলা অবস্থিত। ইহাতে নদী খাল বিল যথেষ্ট। সমস্ত জেলাকে অবস্থা ভেদে প্রধানতঃ তিনটীভাগে বিভক্ত করা যায়—উত্তরপূর্ব্ব বিভাগ যশোর জেলার সীমা হইতে বাগেরহাট পর্য্যন্ত—এখানে জমী নাবাল, অনেক জলা জমীও আছে।

দক্ষিণবিভাগ—খুলনা-সুন্দরবন, এদিকে কেবল নদী আর জঙ্গল, আর মধ্যে মধ্যে জলা ভূমী। এদিকে সামান্ত পরিমাণে চাষ বাস হয়, মানবের রীতিমত বসতি নাই। উত্তর-পশ্চিম বিভাগের জমী বেশ উচ্চ, বসবাস ভাল। এদিকে খর্জ্জুরের বাগান ও ধান্তক্ষেত্র খুব বেশী। এদিকের খর্জ্জুর রসের গুড় অতি উৎকৃষ্ট হয় এবং চিনি নানাদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বাঞ্চলের জমীই বসবাসের পক্ষে বেশী উপযোগী, নদীর তীরেই ঘন বসতি।

এখানে মধুমতী (এই জেলার পূর্ব্ব-সীমা), ভৈরব, কপোতাক্ষ, ভদ্রা, আঠারবাঁকা, যমুনা, ইচ্ছামতী, পশুরসিয়া, বাঁশতলা ও শিবসা নদীই প্রধান। নদীতীরের জমী কিছু উচ্চ।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে খুলনা স্বতন্ত্র জেলা ছিল না। পূর্ব্বে খুলনা যশোর জেলার একটী উপবিভাগ ছিল। তৎপরে ২৪ পরগণা হইতে সাতক্ষীরা উপবিভাগ এবং যশোর হইতে বাগেরহাট নামক অপর উপবিভাগ লইয়া খুলনার সহিত একত্র আর একটী নূতন জেলা সৃষ্ট হইয়াছে। যশোর ও নদীয়ার শাসনকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা হয়। যশোর হইতে দুইটী উপবিভাগ স্বতন্ত্র করিয়া নদীয়া জেলার ভার কমাইবার জন্য তাহা হইতে বনগাঁ উপবিভাগটী লইয়া যশোর জেলাভুক্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ বনগাঁ ভৌগোলিক অবস্থিতি অনুসারে যশোরের মধ্যে হওয়ায় সুবিধা হইয়াছে। ১৮৮২ সালের ১লা জুন তারিখে এই সকল পরিবর্ত্তন হয়।

খুলনায় অন্যান্য জেলার ন্যায় মুন্সেফি, সব্‌জজ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার, জেলার পুলিস-অধ্যক্ষ, জেল, সিভিল সার্জ্জন আছে। এই জেলায় ১৩টী থানা, ১১টী ফাঁড়ি ও ১টী লবণ-পাসের আড্ডা আছে।

এই জেলার সদর খুলনা-সহরে। ভৈরবনদী যে স্থলে সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক সেই স্থলে খুলনা অবস্থিত। এই জন্য ইহাকে সুন্দরবনের রাজধানী বা প্রধান সহর বলে। বহুকাল হইতে খুলনা বিখ্যাত সহর। পূর্ব্বকালে কোম্পানীর সুন্দরবনের লবণ প্রস্তুত ব্যবসায়ের প্রধান আড্ডা এই সহরে ছিল, এখনও এখানে লবণের কারবার আছে। এতদ্ভিন্ন সাতক্ষীরা, কালীমোয়া, কালীগঞ্জ, দেবহাটা, চাঁদখালি, বাগেরহাট, কপিলমুনি, দৌলতপুর, মোরেলগঞ্জ প্রভৃতি স্থান প্রধান। সাতক্ষীরায় অনেক হিন্দুমন্দির আছে। বাগেরহাটে ষাটগম্বুজ প্রভৃতি খাঁজাহানআলীর কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে। [খাঁজাহানআলী দেখ।] কপিলমুনিতে অনেক যাত্রীর ভিড় হয়। [কপিলমুনি দেখ।] মোরেলগঞ্জ পানগুচি বা পানাসি নদীর তীরে, ইহা মোরেল ও আইলফুট নাম ইংরাজ জমীদারদিগের সম্পত্তি।

খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে গবর্ণমেণ্টের দাতব্য ঔষধালয়, তৎসঙ্গে ছোট হাঁসপাতালও আছে। মোরেলগঞ্জে সাহেব জমীদারদিগের স্থাপিত ও দৌলতপুরে মহসীনফাণ্ড হইতে স্থাপিত আর দুটী দাতব্য ঔষধালয় এবং সাতক্ষীরার মধ্যে প্রাণনগরে লক্ষীপুরের জমীদারের স্থাপিত আরও একটী ঔষধালয় আছে।

এই জেলায় আউশ, আমন ও বোরো এই ৩ প্রকার ধান, এতদ্ভিন্ন মটর, পাট, ইক্ষু, খর্জ্জুর প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মে। সুন্দরবনে বহুবিধ কাঠ, জ্বালানি কাঠ, মধু, কড়ি ইত্যাদি পাওয়া যায়। চিনি, গুড়, নীল ও চাউলের রীতিমত রপ্তানি হয়। বোম্বাই দ্রব্যাদি কলিকাতা হইতে আমদানী হয়।

সাতক্ষীরা সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর স্থান, ওলাউঠা ও জ্বর বড় বেশী হয়। বসন্ত নাই বলিলেই চলে। বাগেরহাট ও সুন্দরবনের কাছে গোদেরাদির পীড়া মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

এই জেলার হিন্দু অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা অধিক। অধিকাংশ লোকেই চাষ বাস করিয়া খায়।

খুলনাসহর ২২° ৪৯′ ১০″ অক্ষাংশে এবং ৮৯° ৩৬′ ৫৫″ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার নিয়ের নদী দিয়া ঢাকা ও বাখরগঞ্জের চাউল, শ্রীহট্টের চূণ, লেবু, কমলালেবু, পাবনা, রাজসাহী ও ফরিদপুরের সর্ষপ, তিসি, চাউল, কলাই, পাট-নাক, ঘৃত ও সুন্দরবনের কাঠ কলিকাতায় যায়। এখানকার সেনের বাজার নামক বাজার অতি বৃহৎ, ইহা নদীর পূর্ব্বতীরে। পশ্চিমতীরে আরও দুইটী বাজার আছে।

খুল্লী (খর্পর শব্দজ) ১ পাত্রবিশেষ। ২ কপাল।

খুল্ল (ত্রি) ক্ষুদ্র, ব্যাপ্তি, লা-ক পৃষোদরাদিবৎ সাধু। ১ নদী নামক শস্ত্রশস্ত্র। ২ ক্ষুদ্র। ৩ অল্প। ৪ কনিষ্ঠ। (ত্রিকাণ্ড°)

খুল্লক (ত্রি) খুল্ল স্বার্থে কন্। ১ অল্প। ২ নীচ। ৩ কনিষ্ঠ। ৪ দরিদ্র। ৫ নিষ্ঠুর। ৬ খল। (অমরটীকা)

খুল্লতাত (পুং) খুল্লঃ কনিষ্ঠঃ তাতস্ত পিতুঃ পূর্ব্বনিপাতঃ। পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া।

খুল্লনা, লক্ষপতি বণিকের কন্যা, ধনপতি বণিকের পত্নী। ইনি স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা ছিলেন, দুর্গার শাপে মানবী হন। ইঁহার স্বামী ধনপতি সদাগর গৌড়রাজ্যে বাণিজ্য করিতে যান, তখন ইঁহার সপত্নী ইঁহাকে অতিশয় কষ্ট দিয়াছিল। ধনপতি বাণিজ্য করিয়া ফিরিয়া আসিলে খুল্লনা তাঁহার অতিশয় প্রিয়তমা হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম শ্রীমন্ত। (কবিকঙ্কণ—চণ্ডী) [শ্রীমন্ত দেখ।]

খুল্লম (পুং) খুল্লেন নীয়তে মা-বাহুলকাৎ কঃ। বর্ত্ম, পথ।

খুশ (পারসী) মঙ্গল, ভাল।

খুশামদ (পারসী) আত্মপ্রায় অনুসারে কথা বলিয়া কোন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা, অযথা স্তুতিবাদ।

খুশাব, পঞ্জাবের শাহপুর জেলার একটী তহসীল, জিহ্লম্ নদীর ধারে অক্ষা° ৩১° ৩১´ ৪৫´´ হইতে ৩২° ৪১´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৮´ ৩০´´ হইতে ৭২° ৮৪০´ ৪৫´´ পূঃ অবধি বিস্তৃত। পঞ্জাবের লবণ পাহাড়ের দ্বারা এই তহসীলটী বিভক্ত হইয়াছে। এখানে নদীর ধার ছাড়া ভিতরে তেমন শস্যাদি জন্মে না। এখানে লক্ষাধিক লোকের বাস। ২০৯ খানি নগর ও গ্রাম ইহার অন্তর্গত। একটী ফৌজদারী ও একটী দেওয়ানী আদালত ও ৬টী থানা আছে। রাজস্ব আদায় ১৪৪৩২০৲ টাকা।

২ খুশাব তহসীলের প্রধান নগর। জিহ্লম্ নদীর দক্ষিণকূলে ও শাহপুর নগর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ১৭´ ৪০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ২৩´ ৫১´´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় দশহাজার, তন্মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান। এখানে মিউনাসিপালিটী আছে, প্রতি লোককে প্রায় ১৲ টাকা করিয়া টেক্স দিতে হয়। এখানে মুলতান, আফগানস্থান প্রভৃতির সহিত বিস্তৃত বাণিজ্য চলে। শস্য, কাপাস, পশম, ঘৃত ও দেশীয় বস্ত্রের রপ্তানী এবং বিলাতী কাটাকাপড়, ধাতু, শুষ্ক ফল, চিনি ও গুড় আমদানী হয়। এখানে বেশ মোটা কাপড় ও রেশমী কাপড় প্রস্তুত হয়, রীতিমত ছয়শতখানি তাঁত চলে। নগরের পার্শ্ব দিয়া কয়বিন্বাহ খাল প্রবাহিত। ঐ খালের জল নগরবাসীদের ব্যবহার্য্য। এখানে তহসীলের প্রধান কাছারী, পাঠশালা ও ঔষধালয় আছে।

খুশাল খাঁ, খটকজাতীয় একজন খাঁ সর্দ্দার, মালিক আকোরের পুত্র। অক্বরের সময়ে পার্ব্বতীয় জাতিরা কাবুলের নানাস্থানে লুট-পাট করিত, সেই সময় মালিক আকোর অক্বর বাদশাহের নিকট কাবুলের দক্ষিণাংশের রক্ষাভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তৎপুত্র খুশালখাঁ ঐ ভার গ্রহণ করেন। যখন অরঙ্গজিব পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য আফগানসীমায় সৈন্য প্রেরণ করেন, তৎকালে খুশাল খাঁ জননী জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় কবিতাবলী রচনা করেন, তাহা পাঠ করিয়া খটকজাতি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এখনও খটকেরা অতি সমাদরে ভক্তির সহিত খুশালের কবিতা গান করিয়া থাকে। খুশালের ৫২টী পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠপুত্র বৈরাম খাঁ খটকের শেখ রহমৎকর্ নামক সাধুর এক পুত্রকে বিনাশ করায়, সেই অপরাধে অরঙ্গজিব খুশলখাঁকে ১১ বর্ষ দিল্লীতে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন।

খুশালচাঁদ (ঐতিহাসিক) দিল্লীপতি মুহম্মদশাহের দেওয়ানী কার্য্যালয়ের একজন কর্ম্মচারী। ইনি 'তারিখ ই-মুহম্মদশাহী' অপর নাম 'তারিখ-ই-নাদির-উজ্জমানী' নামে পারস্য ভাষায় একখানি ইতিহাস রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে ইব্রাহিম লোদী হইতে মহম্মদশাহের রাজত্বকাল (১৭৭৯ ৪° খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত।

খুশী (পারসীজ) আহ্লাদিত।

খুশ্কী (পারসী) পদব্রজে স্থলপথে।

খুশখত্ (পারসী) উত্তম লিখন, ভাল লেখা।

খুশ্খবর (পারসী) মঙ্গল সংবাদ।

খুশ্খুরাক্ (পারসী) প্রচুর খাদ্য।

খুশ গল্প (পারসী-মিশ্র) মনের স্ফূর্তিতে যে গল্প করা হয়।

খুশ্জবান্ (পারসী) সুন্দর কথন।

খুশ্ডোল (পারসী) মনোহর আকার।

খুশ্নবীস (পারসী) যে সুন্দর লিখিতে পারে, উত্তম লেখক।

খুশ্নমা (পারসী) সুন্দর, মনোহর।

খুস্নাম (পারসী) প্রশংসাবাদ, উত্তম নাম।

খুশ্নামী (পারসী) প্রশংসাবাদ।

খুশ্পোশাক (পারসী) উত্তম পরিচ্ছদ।

খুশ্পোশাকী (পারসীজ) যে সর্ব্বদা উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ভালবাসে।

খুশ্বক্ত (পারসী) উত্তম কাল, ভাল অবস্থা।

খুশবক্ত্ রায়, একজন চতুর রাজনৈতিক। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহের সহিত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হইলে ইনি বৃটীশ এজেণ্ট ও সংবাদদাতা হইয়া অমৃতসহরে থাকিতেন।

খুশ্‌বো (পারসী) সুগন্ধি, চলিত কথায় "খোশবাই" বলে।

খুশ্‌রোজ, অপর নাম নৌরোজ অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিন। যে দিন সূর্য্য মেষ রাশিতে গমন করেন, সেই দিন পারস্যের মুসলমান রাজগণ আনন্দ উৎসব করিয়া থাকেন। দিল্লীর লোকের বিশ্বাস, তারতে পৃথ্বীরাজই প্রথমে খুশ্‌রোজ উৎসব প্রচার করেন। কিন্তু আবুল ফজল লিখিয়াছেন, অক্‌বর বাদশাহই প্রথম এই উৎসব বাহির করেন। তিনি মুসলমান-দিগের নরোজার (নবমী) দিনে রাজকীয় সকল সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া আনন্দ উৎসব করিতেন। এইদিন সম্রাটের অন্তঃপুরেও সম্ভ্রান্ত রমণীগণ সখের বাজার খুলিতেন, রাজপুত মহিলাগণও তাহাতে উপস্থিত থাকিতেন। পুরমহিলাগণ তাঁহাদের নিকট হইতে মনোমত জিনিষপত্র ক্রয় করিতেন। সেই সময়ে অক্‌বর বাদশাহ গোপনে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মুখে রাজ্যের ও বাণিজ্যের অবস্থা প্রভৃতি অবগত হইতেন।

আবার কেহ বলেন, অক্‌বর যে এই খুশ্‌রোজ করিতেন, তাহাতে অবশ্যই তাঁহার কুঅভিপ্রায় ছিল। তিনি এই রূপে রাজ্যের রূপসী মহিলাগণের রূপমাধুরী পান করিতেন। শুনা যায়, অক্‌বর রাজ-পুত রাজগণকে কেবল আপন বশে আনিয়া ক্ষান্ত হন নাই। এই খুশ্‌রোজ উপলক্ষে সমাগত অনেক কুলকামিনীরই সতীত্ব নষ্ট করিতেন। তাঁহার এই লুকাচুরি শেষে পৃথ্বীরাজের মহিষীর হাতে ধরা পড়ে। সেই আলোকসামান্যা রূপসীর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া অক্‌বর তাঁহাকে কৌশলক্রমে এক গুপ্তকক্ষে উপস্থিত করেন। রাজপুতবালা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া গোলক-ধাঁদায় পড়িলেন, বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না, সম্মুখে কেবল অক্‌বর বাদশাহকে দেখিতে পাইলেন। সম্রাট্ তাঁহার নিকট প্রেমভিক্ষা চাহিলেন, কতশত লোভ দেখা-ইলেন। কিন্তু রাজপুতবালা অল্প সময়ের মধ্যেই আপন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। অক্‌বর দেখিলেন, সে কমনীয় মূর্ত্তির আর সে ভাব নাই, কটিদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া অক্‌বরের প্রাণবধে অগ্রসর। বাদশাহের মুখ শুখাইল। যোড়করে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজপুতবালা কহিলেন, "দিল্লীশ্বর! তোমার ইষ্টদেবকে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, কখন আর নারী জাতির প্রতি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করি-বেনা? নহিলে তোমার নিস্তার নাই।" অক্‌বর প্রাণভয়ে তাহাই স্বীকার করিলেন ও হেঁটমুখে রাজপুতমহিলাকে নির্গমনের পথ দেখাইয়া দিলেন। সেই দিন হইতে অক্‌বরের হৃদয় হইতে খুশ্‌রোজের আমোদ লোপ হইল। আজও রাজপুতভাটগণ সেই সতী রাজপুতবালার সুখ্যাতি গান করিয়া থাকেন।

খুশ্‌রোজ (নববর্ষ উৎসব) ইয়ুরোপীয় সকল জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে।

খুষ্ (দেশজ) কাসির ভাব।

খুস্কী (দেশজ) কোন কার্য্য করিতে কাহাকে উত্তেজিত করা।

খুস (দেশজ) অতি শীঘ্র।

খুসনি (দেশজ) ১ তুষ হইতে চাল পৃথক্ করা। ২ ডাইন্।

খুসরাণি (দেশজ) জড় করা, গাদা করা।

খুজ্জি, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার দুর্গ তহসীলের অধীন একটী জমিদারী। রায়পুর হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৫৭′ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৫৭′ ৩০″ পূঃ। পরি-মাণ ৭১ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ৩২ খানি গ্রাম ও ৩৪৫৯ ঘর লোকের বসতি আছে। এখানকার জমিদার একজন মুসলমান।

খুদিয়ান্, লাহোর জেলার চুনিয়ান্ তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৩০° ৫৯′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৯′ ১৫″ পূঃ, মুলতান হইতে ফিরোজপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। এখানে, প্রায় তিনহাজার লোকের বাস। নগরটী অতি প্রাচীন চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এখানে বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে।

খূন্ (পারসী) বধ করা, খুন্।

খূন্‌খরাব (পারসী) বধ, হত্যা।

খূন্‌খরাবী (পারসী) রক্তপাত।

খূনখূনা (পারসী) রক্তারক্তি।

খন্‌সাড়ি (পারসীজ) কলহ, বিবাদ।

খূনী (পারসীজ) যে খুন করে, হিংসাশালী।

খূনীয়া (পারসীজ) রক্তপাতকারী, হত্যাকারী, নিষ্ঠুর।

খূন্দ, কাশ্মীররাজ্যের মধ্যবর্ত্তী পীরপঞ্জাল পাহাড়ের উত্তরভাগে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ হাত উচ্চে অবস্থিত একটী শীতল, উর্ব্বর, শস্যশালী ও দৃশ্যমনোহর উপত্যকা।

খূর্জ্জা, উঃ পঃ প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী তহ-সীল। খূর্জ্জা, জেবর ও পহাসু নামে তিনটী পরগণা ইহার অন্তর্গত। যমুনা হইতে কালীনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরি-মাণ ৪৬০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা দুই লক্ষের অধিক। রাজস্ব ৩৩৫৬১০৲ টাকা। এখানে একটী দেওয়ানী ও একটী ফৌজদারী আদালত আর ৫টী থানা আছে।

২ উক্ত খূর্জ্জা তহসীলের প্রধান নগর এবং (দিল্লী ও হাটরসের মধ্যে) বুলন্দসহর জেলার প্রধান বাণিজ্যস্থান। অক্ষা° ২৮° ১৫′ ২৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৩′ ৫০″ পূঃ। বুলন্দ-

সহর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় আটাশ হাজার।

দিল্লী ও সিরাট যাইবার বড় রাস্তা এখানে আসিয়া মিশিয়াছে, আবার নগরে দেড়ক্রোশ দক্ষিণে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের ষ্টেসন আছে।

এখানে অধিকাংশ চুরুবাল বেণিয়া ও কেশগি পাঠানের বসবাস। চুরুবাল বেণিয়ারা জৈনমতাবলম্বী ইহারাই এখনকার প্রধান ব্যবসাদার। ইহাদের যত্নে এখানে একটী সুন্দর জৈনদেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের গুম্বুজ সোণালীর হল করা, ভিতরেও অতি সুন্দর সোণালীর কাজ আছে। মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে জানা যায়, এখনও দেশীয় শিল্প ও চিত্রবিদ্যা বিলুপ্ত হয় নাই। নগরের মধ্যস্থলে একটী সুন্দর সাণবাঁধান সরোবর আছে। নগরের বড়বাজারটী নির্ম্মাণ করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় পড়িয়াছে।

তুলা, কুসুম, নীল, চিনি, গুড়, শস্য ও সূতের ব্যবসা যথেষ্ট। এখানে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে।

খৃগাল (স্ত্রী) তণুত্রাণ, শরীর রক্ষক। "পিশাঙ্গ সূত্রে খৃগলং তদা বধ্নন্তি বেধসঃ" (অথর্ব্ব ৩।৯।৩)

খৃষ্টান্ [খ্রীষ্টান দেখ।]

খে (দেশজ) ১ সূতার ডগা। ২ সূতার ফাঁস।

খেআনৎ (আরবী) বিশ্বাসঘাতকতা।

খেআল্ (আরবী) কল্পনা, চিন্তা।

খেআল (দেশজ) উত্তম সূতা বা শণে নির্ম্মিত।

খেই (দেশজ) সূত্রের অগ্রভাগ।

খেউড়্ (দেশজ) অশ্লীলশব্দযুক্ত অসভ্য গান।

খেউরা, অপর নাম মেওখনি (Mayo mines)—পঞ্জাবে ঝিলম্ জেলার পিণ্ডদাদনখাঁর মধ্যবর্ত্তী এক বিস্তৃত লবণের খনি। অক্ষা° ৩২° ৩৯′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩′ পূঃ।

এখানে লবণপাহাড় নামে যে একটী গিরিশ্রেণী আছে, তাহারই মধ্যে লাল চিক্কণ মৃত্তিকা ও বালুপাথরের উপর আকর দৃষ্ট হয়। ঐ সকল স্থান মধ্যে স্তরে স্তরে নিকটে দূরে লবণের আকর আছে। এই পর্ব্বত প্রমাণ লবণ আকর কত শত বর্ষ ধরিয়া মনুষ্যের ব্যবহারে আসিতেছে, কিন্তু তথাপি ইহার যেন কিছু ক্ষয় হয় নাই। অকবর বাদশাহের সময়েও এখানে গর্ত্ত করিয়া লবণ আহরণ করা হইত। শিখরাজের আধিপত্যকালে এখানকার লোকেরা যেখানে সুবিধা পাইত, সেখানেই গর্ত্ত করিয়া লবণ সংগ্রহ করিত। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে আসিলে আর যাহার তাহার লবণ সংগ্রহ করিবার যো নাই।

এখানকার লবণ বৃটীশরাজ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। লবণ তুলিবার জন্য নানাপ্রকার কল ও রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। এখন খেউরার কেবল রাণী ও ভুজাবল নামক খনিতে কাজ চলিতেছে। প্রতিবর্ষে লক্ষাধিক মণ লবণ সংগ্রহ হইয়া থাকে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় সাতাশ লক্ষ টাকা আয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বড় লাট মেও এখানে পদার্পণ করেন, তদনুসারে ইহার নাম 'মেও খনি' হইয়াছে।

খেওয়া, একজাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষ (sonneratia acida)

খেংরা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

খেঁক (দেশজ) খেঁকশিয়াল বা কুকুরের ডাক।

খেঁকানি (দেশজ) বিরক্তি।

খেঁকামীয়া (দেশজ) বিরক্ত, খিট্‌খিটে।

খেঁকারী (দেশজ) কাসিয়া গলা পরিষ্কার করা।

খেঁকৃশিয়াল (খিঙ্খিরশৃগাল শব্দজ) শৃগালবিশেষ। [খ্যাকশিয়াল দেখ।]

খেঁথর (খিঙ্খির শব্দজ) খেঁকশিয়াল।

খেঁচকা (দেশজ) ১ খেজানি, সর্ব্বদা বাক্য দ্বারা বিরক্ত করা। ২ অনাটন।

খেঁচড়া (দেশজ) কদর্য্য, বিশ্রী, নীচ, দুষ্ট।

খেঁড়্ (দেশজ) ১ ইতর বা অশ্লীলশব্দযুক্ত কবিতা। ২ যে ঐরূপ কবিতাগান করে।

খেকুয়া (দেশজ) যে ফলাদির কিয়দংশ অপরে খাইয়াছে, বা নষ্ট করিয়াছে।

খেকেরা, উ° প° প্রদেশের মিরাট জেলার বাগপৎ তহসীলের একটী নগর। মিরাট নগর হইতে ১৩ ক্রোশ।

নগরটী অতি প্রাচীন। প্রবাদ আছে প্রায় দেড় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে আহীরেরা এই নগর পত্তন করে, তৎপরে তাহারা সিকন্দরপুরের জাটজাতি কর্ত্তৃক দূরীকৃত হয়। বিদ্রোহের সময় এখানকার জমিদারও বিদ্রোহী হন, তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া স্বামী বৃটীশ ভক্ত একজন জমাদারকে দেওয়া হয়। এখানে একটী অতি সুন্দর জৈনমন্দির ও পুলিস আছে। বর্ষে বর্ষে একটী মেলা হয়। লোকসংখ্যা সাত হাজার।

খেজিরি, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভাগীরথীর মোহানায় অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৫৩′ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° পূঃ। পূর্ব্বে এখানে টেলিগ্রাফ আফিস্ ছিল। ইংরাজের জাহাজ এখানে আসিয়া থাকিত। এখন কতগুলি ইংরাজের গোরস্থান পতিত আছে।

খেখীরক (পুং) খে আকাশে খীরক ইব লক্ষ্য যস্য। শব্দযুক্ত যষ্টি। (হারাবলী)

খেখীলক (পুং) খে আকাশে খীলক ইব। শব্দযুক্ত যষ্টি। (বাচস্পত্য)

খেগমন (পুং) খে আকাশে গমনং যস্য বহুব্রী। কালকণ্ঠ-পক্ষী। (শব্দমালা।)

খেঘাট (দেশজ) যে ঘাটে অবতরণ করিয়া নদী পার হইতে হয়।

খেঙরা (দেশজ) সম্মার্জনী, ঝাঁটা।

খেচর (পুং) খে আকাশে চরতি চর-ট-অলুক্ স°। ১ শিব। (শব্দরত্ন°) ২ বিদ্যাধর। (জটাধর)। ৩ পারদ। (রাজনি°) ৪ সূর্য্যাদিগ্রহ। (ত্রি) ৫ আকাশগামী। (পুং) ৬ মেষাদি দ্বাদশরাশি "খেচরাশ্চ সর্ব্বে" (জ্যোতিঃ) (স্ত্রী) ৭ কাসীস, হীরাকস। ৮ তৃণ। (পুং স্ত্রী) ৯ ঘোটক। (শব্দরত্নাবলী)

খেচরী (স্ত্রী) খেচর-ঙীপ্। ১ যোগাঙ্গমুদ্রাবিশেষ। কাশী-খণ্ডের মতে জিহ্বাটী বিপরীতভাবে কপালকুহরে এবং দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিলে ইহাকে খেচরী-মুদ্রা বলে। খেচরী-মুদ্রা অভ্যাস করিতে পারিলে কোন রোগ ধরিতে পারে না এবং কর্ম্মবন্ধও বিনষ্ট হয়। চিত্ত এবং জিহ্বা উভয়ই আকাশে অবস্থিত হয় বলিয়া, এই মুদ্রাকে খেচরী বলে। সকল মুনিরাই এই মুদ্রাবলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিন্দু দেহে স্থিরভাবে অবস্থান করিলে মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়, এই মুদ্রা করিলেই বিন্দু নিশ্চল হইয়া থাকে। (কাশীখণ্ড ৪০ অঃ)

২ তন্ত্রোক্ত পূজাঙ্গ মুদ্রাবিশেষ। বামবাহুটী দক্ষিণদিকে এবং দক্ষিণবাহু বামদিকে রাখিয়া হস্তদ্বয় পরিবর্ত্তন করিবে। পরে অনামিকা মিলিত করিয়া তর্জ্জনীদ্বারা বদ্ধ করিবে এবং মধ্যমা অঙ্গুলি উন্নত অথবা সরলভাবে অঙ্গুষ্ঠের উপরে স্থাপন করিবে। ইহাকে খেচরীমুদ্রা বলে।

"সব্যং দক্ষিণদেশেষু সব্য-দেশেতু দক্ষিণম্।
বাহুং কৃত্বা মহাদেবি। হস্তৌ দ্বৌ পরিবর্ত্ত্য চ।
কনিষ্ঠানামিকে দেবি। যুক্তে তেন ক্রমেণ চ।
তর্জ্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্ব্বোর্দ্ধমপি মধ্যমে।
অঙ্গুষ্ঠোর্দ্ধং মহেশানি। সরলাং বাপি কারয়েৎ।
ইয়ং সা খেচরী নাম্না পার্থিবস্থানযোজিতা॥" (তন্ত্রসার)

খেচা (দেশজ) ১ কোন কিছু ধরিয়া টানা। ২ খেচনি, আক্ষেপ।

খেচরান্ন (স্ত্রী) খেচরং দ্বিদলাদিমিশ্রিতং অন্নং। দ্বিদলাদি সহিত পক্ব অন্ন, চলিত কথায় খিচুড়ি বলে। (পাকরাজেশ্বর)

খেজেল, ইয়ুফ্রেটিস্ নদীতীরস্থ ক্ষমতাবান্ যোদ্ধৃজাতি। ইহা-দের রমণীগণ পরমাসুন্দরী ও তাহাদের গঠন অতি পরিপাটী।

খেট (পুং) খে অটতি অট্-অচ্, খিট্-অচ্-বা। ১ সূর্য্যাদিগ্রহ।

"যস্মিন্ ঋক্ষে স্থিতাঃ খেটাঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(ত্রি) ২ সুনিন্দক। ৩ অধম (পুং) ৪ কর্ষকগ্রাম।

"খেট খর্ব্বটকটীশ্চ বনান্যুপবনানি চ।" (ভাগবত ১৷৬৷১১)

'খেটাঃ কর্ষকগ্রামাঃ' (শ্রীধর।) ৫ অস্ত্রবিশেষ।

"যষ্টিরূপেণ খেটত্বমরিসংহারকারকঃ।

দেবী হস্তস্থিতোনিত্যং। পূজামন্ত্র।

৬ চর্ম্ম। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ৭ মৃগয়া। (স্ত্রী) খিট ভয়ে কর্ত্তরি অচ্। ৮ তৃণ। (হেম°) ৯ কূপপাত্রের অধঃস্থিত ফলকাকার কাষ্ঠবিশেষ। হেমাদ্রির পরিশিষ্টখণ্ডে লিখিত আছে যে, বালকের পক্ষে কূপপাত্রের খেট ১২ আঙ্গুল হইলে উত্তম, ১০ আঙ্গুল মধ্যম এবং ৮ আঙ্গুল নিকৃষ্ট। বলবানের ২০ আঙ্গুল উত্তম, ১৮ আঙ্গুল মধ্যম ও ১৬ আঙ্গুল খেট অধম জানিবে।

(ত্রি) ১০ ধনবৃদ্ধিজীবী। (হারাবলী) (পুং) ১১ বল-দেবের গদা। ১২ কফ। ১৩ ঘোটক। (ত্রি) ১৪ ভক্ষক।

খেটক (পুং) খেট স্বার্থে কন্। ১ গ্রামবিশেষ। (জটাধর) চাষার গাঁ। ২ ফলক, ঢাল। ৩ অস্ত্রবিশেষ। ৪ ধনবৃদ্ধিজীবী।

খেটাঙ্গ (পুং) খেটমঙ্গং যস্য বহুব্রী। উপদ্রাবক জন্তুবিশেষ, অপদেবতা। "ডাকিনী শাকিনী ভূতপ্রেতবেতালরাক্ষসাঃ। গ্রহকুম্মাণ্ডখেটাঙ্গাঃ কালকর্ণী শিশুগ্রহাঃ॥" (কাশীখণ্ড ৩৩ অঃ)

খেটিতান (পুং) খেটতি খিট ইন্ খেটিঃ তানোহস্য বহুব্রী। বৈতালিক। (শব্দমালা)

খেটিন্ (পুং) খিট্-ণিনি। ১ নাগর। ২ কামুক। (শব্দমালা)

খেট্ব (স্ত্রী) তৃণ, খড়। (বৈদ্যক)

খেড় (স্ত্রী) গন্ধ খড়, এক প্রকার ঘাস।

খেড়, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রত্নগিরির জেলার একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরসীমা কোলাবা জেলা, পূর্ব্বে সাতারা জেলা, দক্ষিণে চিপ্লুন্, পশ্চিমে দাপোলী। ভূপরিমাণ ৪০০ বর্গমাইল। এখানে ধান্যাদি শস্য ও নানাপ্রকার কলাই জন্মে। এখানে তিনটী থানা ও দুইটী ফৌজদারী আদালত আছে। রাজস্ব প্রায় লক্ষ টাকা।

২ উক্ত খেড় মহকুমার প্রধান নগর। জগবুদী নদীর ধারে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে পাহাড়। এখানে ডাক-ঘর, পাঠশালা ও পান্থনিবাস আছে। নগরের পূর্ব্বে ৩টী পাথরের মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি কুষ্ঠ-রোগীর বাস।

৩ পুণাজেলার অন্তর্গত একটী নগর, ভীমানদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ৫১´ উ, দ্রাঘি° ৭৩° ৫৫´। এখানে

মিউনিসিপালিটী, ডাকঘর, ঔষধালয়, রাজস্ব আদায়ের ও পুলিস কর্ম্মচারির প্রধান কাছারী আছে। ইহার আশেপাশের জমি লইয়া খেড় গ্রামের পরিমাণ ২০ বর্গ মাইল। এই গ্রাম মধ্যে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে তীমাতটীস্থ সিদ্ধেশ্বরের মন্দির, দিলাবর খাঁয়ের মস্‌জিদ্ ও তাঁহার গোরস্থান দেখিবার জিনিষ।

খেড়িতাল (পুং) বৈতালিক, গায়ক।

খেড়ি (দেশজ) ১ খর্ব্ব। ২ পাতলা।

খেত (ক্ষেত্রশব্দজ) ১ ক্ষেত্র। ২ পত্নী।

খেতখোলা (দেশজ) ক্ষেত্র।

খেতবাঁট (দেশজ) জমিতে জমিভাগ।

খেতবাঁটমহল (দেশজ) একের জমির সহিত অপরের জমিমিশ্রিত জমিদারী।

খেতবার (হিন্দী) ক্ষেত্রের উৎপন্ন অনুসারে করনির্দ্ধারণ বা বন্দোবস্ত।

খেতাব (আরবী) উপাধি।

খেতী (ক্ষতিশব্দজ) ক্ষতি, লোকসান।

খেদ (পুং) খিদ-ভাবে ঘঞ্। ১ শোক। ২ অবসাদ।

"অত্যাপীদং বনং দুর্গং বিচিন্বন্তু বনৌকসাঃ।
খেদং ত্যক্ত্বা পুনঃ সর্ব্বং বনমেব বিচিন্বতাম্॥" (রামায়ণ ৪।৪৯।৭)

খিদ্-ণিচ্ কর্ত্তরি অচ্। ৩ রোগ। (কৈয়ট।) ৪ সাহিত্যদর্পণের মতে রতি অথবা পথগতি প্রভৃতি দ্বারা যে শ্রম উৎপন্ন হয়, তাহাকে খেদ বলে, ইহা দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রার কারণ। (সাহিত্যদর্পণ ৩ পঃ)

"চিররতি পরিখেদাৎ প্রাপ্তনিদ্রাসুখানাং।" (মাঘ ১১ স°)

খেত্রি, রাজপুতানার জয়পুররাজ্যের অধীন একটী সামন্তরাজ্য। খেত্রি, বাবই, সিংহানা ও ঝুঁঝনু এই ৪টী পরগণা ইহার অন্তর্গত। আয় প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ টাকা। মহারাষ্ট্রসমরের সময় এখানকার সর্দার রাজা অভয়চাঁদ বৃটীশ সেনাপতি লর্ড লেকের পক্ষ হইয়া অনেক সাহায্য করেন, সেই জন্য প্রত্যুপকারস্বরূপ বৃটীশরাজ উক্ত রাজাকে লক্ষ টাকা আয়ের "কোটপুটলী" নামক একখানি স্বতন্ত্র পরগণা দান করেন। খেত্রির সামন্ত জয়পুররাজকে বৎসরে আশীহাজার টাকা কর দিয়া থাকেন। এখানে প্রায় ৬৫০ হাত উচ্চ গিরিদুর্গের মধ্যে সামন্তরাজের বাসভবন। তাহার নিকটে মূল্যবান্ তামার খনি এবং সহর মধ্যে বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও ডাকঘর আছে।

খেদড়া (দেশজ) পশ্চাতে তাড়া, অনুসরণ।

খেদন (স্ত্রী) খিদ-ল্যুট্। খেদ।

খেদা [বৈ] (স্ত্রী) ১ রশ্মি, রজ্জু।

"সমিত্রান্ বৃত্রহাখিদৎ খে অরাঁ ইব-খেদয়া"। (ঋক্ ৮।৭৭।৩)
'খেদয়া রজ্জ্বা' (সায়ণ)।

(হিন্দী) হাতী ধরার ফাঁদ, ঘেরাও বেড়া, এই বেড়ার মধ্যে হাতির পাল তাড়াইয়া লইয়া ধরিতে হয়। [গজ দেখ।]

খেদান (দেশজ) দূরকরণ, তাড়াইয়া দেওয়া।

খেদানীয়া (দেশজ) যে দূর করিয়া দেয়।

খেদি (পুং) খিদ অপাদানে ইন্। কিরণ। (নিঘণ্ট)

খেদিতব্য (ক্লী) খিদ-ভাবে তব্য। খেদ।

খেদিন্ (ত্রি) খিদ-ণিচ্ ণিনি। দৈন্যকারক, যে দৈন্যযুক্ত করে।

খেদিনী (স্ত্রী) খেদিন্ ঙীপ্। অশন-পর্ণী লতা (শব্দচন্দ্রিকা)

খেদিব (তুর্কী) রাজা, অধিপতি, শাসনকর্ত্তা। তুরুস্কের সম্রাট্ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৭এ মে তারিখে ইজিপ্টের বংশপরম্পরাগত শাসনকর্ত্তাকে একখানি ফরমান্ দেন, তাহাতে "খেদিব" উপাধি প্রদত্ত হয়। ইজিপ্টের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তাগণ আলী অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি পদ পাইতেন।

খেদ্য (ত্রি) খিদ-ণিচ্-ণ্যৎ। যাহাকে খেদযুক্ত করা হইবে, যাহাকে খেদযুক্ত করা উচিত।

খেপরিভ্রম (ত্রি) আকাশে বিচরণ।

খেপা (ক্ষিপ্তশব্দজ) উন্মত্ত, পাগল।

খেপান (দেশজ) উন্মত্ত করান।

খেপানি (দেশজ) উত্তেজন।

খেপুর (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (Soirpus kysoor)

খেমকর্ণ, পঞ্জাবের লাহোর জেলার কসুর তহসীলের একটী নগর। কসুর নগর হইতে ৩॥০ ক্রোশ। অক্ষা° ৩১° ৯′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৬′ ৩০″ পূঃ। বিপাশা নদীর প্রাচীনতটে অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। নগরের চারি পার্শ্বে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। পূর্ব্বে ইহা সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ পূর্ব্বগৌরবের কতকটা পরিচয় দিতেছে। এখানে মিউনিসিপাল বাড়ী, বিদ্যালয়, থানা ও পান্থনিবাস আছে।

খেমটা, ছয় মাত্রার তাল। কেহ কেহ চারিমাত্রার তালকেও খেমটা বলিয়া থাকেন। যথা—

```
+        ১         ০         ১
|        |         |         |
ধাটে  ধে   নাক্তে  নে,  তাটে  ধে   নাধেনে : :
+        ১         ০         ১
|        |         |         |
ধাগেধি,     নাতিন্,     নাগধি,     নাতিন্ : :
```

(সঙ্গীতশাস্ত্র)

খেমী (দেশজ) স্ত্রীলোকের গহনা রাখিবার কৌটা।

খেয় (ত্রি) খঙ্কতে খন্ কর্ম্মণি ক্যপ্ ইকারশ্চাদেশঃ। ১ খননীয়, যাহা খনন করা হইবে। (ক্লী) ২ পরিখা, গড়খাই।
(পুং) ৩ সেতুবিশেষ।
"সেতুশ্চ দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ খেয়োবন্ধ্যস্তথৈবচ।
তোয়প্রবর্ত্তনাৎ খেয়ঃ।" (নারদ)

খেয়াঘাট (দেশজ) খে ঘাট।

খেয়ানৌকা (দেশজ) যে নৌকায় লোক নদীপার হয়।

খেয়াল, একজাতীয় সঙ্গীত, সুলতান হোসেন ইহার সৃষ্টি করেন। ইহাতে আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটী তুকই সর্ব্বদা থাকে। খেয়াল নানাপ্রকার। (সঙ্গীতশা°)

খেয়োঙ্গ্থা, (খিওঙ্থা) চট্টগ্রাম ও আরাকানবাসী জাতিবিশেষ। সাধারণতঃ লোকে ইহাদিগকে জুমিয়ামঘ বলিয়া জানে। ইহাদের মধ্যে ১৫টী শাখা আছে,—(১) রিগ্রাইৎসা, (২) পলেঙ্গৎসা, (৩) পলেঙ্গ্ৎসা, (৪) কোকদিনৎসা, (৫) বোয়নৎসা, (৬) সরুজৎসা, (৭) ক্রালোরৎসা, (৮) কৌকপিয়াৎসা, (৯) চেরেঙ্গৎসা, (১০) মরোৎসা, (১১) সাবকোৎসা, (১২) ক্রোঙ্গথেউঙ্গৎসা, (১৩) টেইঙ্গচ্যাং (১৪) ক্যোকমাৎসা, (১৫) মহলেঙ্গৎসা। ইহারা যে নদীতীরবর্ত্তী গ্রামে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, সেই নদীর নামে নিজ নিজ শাখার নাম ঠিক করিয়া লয়। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণাংশে যাহারা বাস করে, তাহারা সঙ্গুনদীর তীরে বন্দারবনবাসী সর্দ্দার বোমোঙ্গকে কর বা রাজস্ব দিয়া থাকে। আর যাহারা কর্ণফুলীনদীর উত্তরাংশে বাস করে, তাহারা মোঙ্গরাজাকে কর দিয়া থাকে। গ্রামবাসী দ্বারা নির্ব্বাচিত একজন মণ্ডলকে রাজা রাজস্ব আদায় করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। সেই মণ্ডল গ্রামের ছোট খাট মোকদ্দমার বিচার করেন ও তজ্জন্য দুইপক্ষ হইতে কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। ইনি যে সমস্ত টাকা প্রজাদিগের নিকট হইতে লইয়া রাজা বা সর্দ্দারকে রাজস্ব পাঠান, বৎসরান্তে তাহার কমিসনস্বরূপ কিছু অংশ পাইয়া থাকেন। প্রত্যেক পরিবারকে ৪৲ হইতে ৮৲ টাকা করিয়া বৎসরে খাজনা দিতে হয়। কেবলমাত্র অবিবাহিত পুরুষ, পুরোহিত, বিধবা, পত্নীহীন ব্যক্তি এবং যাহারা সম্পূর্ণরূপে শীকারের উপর জীবিকানির্ব্বাহ করে, এরূপ ব্যক্তিকে কোনরূপ খাজনা দিতে হয় না।

পূর্ব্বে ইহারা অন্যান্য পার্ব্বতীয় অসভ্যজাতির মত ভূতপ্রেতগণের তুষ্টিবিধানের জন্য পূজা করিত। এক্ষণে ইহারা গৌতমবুদ্ধের পূজা করিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামে একটী খিয়ঙ্ (ধর্ম্মমন্দির) আছে। সাধারণতঃ কতকগুলি বৃক্ষের ছায়ায় মাটি হইতে ৫ হাত উচ্চ করিয়া মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে একমাত্র বাঁশের কারুকার্য্যই থাকে। এই ভজনালয়ের সম্মুখে প্রাঙ্গণভূমি।

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গ্রামের পুরুষেরা দলে দলে আসিয়া মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া বুদ্ধদেবের উপাসনা করে ও প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির পার্শ্বস্থিত ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস যে, ঐ ঘণ্টার আওয়াজে দেবতা জাগরিত হয়েন ও তাহাদের ভজনাদি শুনেন।

সন্ধ্যাকালে গ্রামের যুবকেরা এইখানে খেলা ও নৃত্য করিয়া থাকে। ভজনমন্দিরের অভ্যন্তরে উচ্চ বাঁশের মাচার উপর গৌতমবুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি থাকে। গ্রামস্থ বালিকারা এখানে প্রত্যহ প্রাতে আসিয়া পুষ্পাদি দ্বারা বুদ্ধদেবের পূজা করে। তাহারা উপস্থিত অতিথিগণের দৈনিক আহারোপযোগী খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া আইসে।

খিয়ঙের বহির্দ্দেশের চারিদিগের দেয়ালে কাল তক্তা ঝুলান থাকে এবং এই স্থানে গ্রামের সমস্ত বালক-বালিকারা আসিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করে।

প্রতি বৎসর চাষবাসের পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে "সিয়াং প্রেহপো" ব্রত হইয়া থাকে। এই ব্রতে গ্রামের ৮।৯ বৎসরের বালকদিগকে নেড়া করিয়া দিয়া পুরোহিতগণের মত হলুদেরঙ্গে ছোপান কাপড় পরিতে দেওয়া হয়। তাহারা প্রত্যেকেই চাল বা কাপড় দক্ষিণাস্বরূপ লইয়া পুরোহিতের চারিপার্শ্বে বসিয়া থাকে। এই সময়ে তাহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটী আলো জ্বলিতে থাকে। ইহার পর বালকেরা সাতদিন ধরিয়া পুরোহিতের মত খায় দায় ও বেশভূষা করে। ইহাই ইহাদের দীক্ষা। স্ত্রীলোকেরা এই ব্রত করিতে পারে না। যদি কোন প্রিয়ব্যক্তির গুরুতর পীড়া বা আশু বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়, তাহা হইলেও ঈশ্বরের তুষ্টিবিধানের জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ব্যতীত ইহাদের দুইটী প্রধান ধর্ম্মমন্দির আছে। একটী বোমোঙ্গ রাজার রাজধানী বন্দারবন নগরে, অপরটী চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত। এই দুইস্থানে বৈশাখ মাসে বুদ্ধদেবকে দেখিতে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে।

খেয়োঙ্গ্থারা অতি সামান্যভাবে বস্ত্রাদি পরিধান করে। সাধারণে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা কার্পাসবস্ত্র পরে, কিন্তু বড়মানুষে রেশম বা সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্র ব্যবহার করে। সকলেই জামা ও টুপি পরিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহই জুতা পরে না। স্ত্রীলোকেরা সচরাচর বুকে একখণ্ড কাপড় বাঁধিয়া রাখে। সময়ে সময়ে জামাও গায়ে দেয় ও মাথায়

টুপির পরিবর্ত্তে রুমাল বাঁধে। ইহারা অলঙ্কারাদি পরিতে ভালবাসে।

পুত্রের বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইলেই ইহাদের বিবাহ হয়। পুত্রের উপযোগী একটী সুপাত্রী পিতাকে খুঁজিতে হয়। পরে বরকর্ত্তা ঘটকস্বরূপ কোন আত্মীয়কে কন্যাকর্ত্তার নিকট বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পাঠাইয়া দেন। যদি কন্যাকর্ত্তার মত হয়, তাহা হইলে একদিন বরকর্ত্তা আসিয়া কন্যা দেখে ও তাহাকে যৌতুকস্বরূপ একটী জামা ও রূপার আংটী দিয়া যান। পরে শুভ নক্ষত্র দেখিয়া বিবাহের শুভলগ্ন স্থির হয়। উভয় পক্ষ হইতে নিজ নিজ কুটুম্বগণকে একখানি নিমন্ত্রণপত্র ও একটী মুরগী পাঠান হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এখন মুরগীর বদলে পয়সা দেওয়া হয়। বিবাহের দিন বর ও বরযাত্রীগণ সমারোহে কন্যার বাটীর অভিমুখে যায়। কন্যার গ্রামে বর ও যাত্রীদের জন্য ছোট ছোট বাঁশের ঘর নির্ম্মিত হয়। ঐ ঘরগুলির মধ্যে একখানি বরের জন্য সাজান থাকে। বর আসিয়া সেই ঘরে বসে। সন্ধ্যার সময় বর কন্যার বাড়ীতে যায়। তথায় বর ও কন্যাকে একত্র সুতা দিয়া জড়ান হয়। পুরোহিত আসিয়া বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। পরে সাতবার বর ও কন্যার হাতে ভাত তুলিয়া দেন এবং বরের দক্ষিণ হাত লইয়া কন্যার হস্তে তুলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্রাদি পাঠ করেন। ইহার পর বিবাহ শেষ হইয়া যায় ও বরযাত্রীরা মহা ধুমধামে ভোজন করিয়া থাকে।

ইহারা শবদাহ করে। জাতির একজন মরিলে ইহাদের মধ্যে একজন ঢাক বাজায় ও স্ত্রীলোকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠে। ঐ ঢাকের আওয়াজে ক্রমে ক্রমে কুটুম্বেরা আসিয়া জোটে। এইরূপে কুটুম্বাদি আসিয়া শব লইয়া দাহ করিতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। অগ্রে পুরোহিত, তাহার পর শিষ্যগণ, পরে কুটুম্বাদি ও সর্ব্বশেষে শব লইয়া মৃতের জ্ঞাতিবর্গ যায়। একজন নিকট আত্মীয় শবের মুখাগ্নি করে। পুড়িয়া গেলে ভস্ম লইয়া মাটীতে পুঁতিয়া ফেলে ও সেই কবরের উপর বাঁশে নিশান বাঁধিয়া পুঁতিয়া রাখে। মৃত্যুর ৭ দিন পরে পুরোহিত ঐ মৃতব্যক্তির বাটীতে আসিয়া মৃতব্যক্তির কল্যাণার্থ স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন।

ইহারা সকলেই আরাকানীভাষায় কথা কয় ও ব্রহ্মদেশীয়দিগের মত অক্ষরে লেখাপড়া করে।

এক সময়ে এই জাতি বড় প্রবল হইয়া উঠে। ইহাদের অত্যাচার এখনও বঙ্গবাসীর বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকদিগের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। কথায় বলে "মগের মুলুক কি না?" ইহার অর্থ তৎকালের মঘেরা রাজাকে বা রাজ-আদেশকেও ভয় করিত না। তাহারা দলে দলে আসিয়া লুটপাট করিয়া দেশ জ্বালাইয়া দিত, এই কারণে সুন্দরবনের কতকাংশ ও বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক লোক প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসে। মঘের দৌরাত্ম্যে উত্যক্ত হইয়া ১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময় চট্টগ্রাম মঘরাজের অধীনে ছিল।

এই যুদ্ধে মঘেরা একবারে পরাজিত হইয়া পলাইয়া যায় ও চট্টগ্রাম পুনরায় বাঙ্গালার অধীনে আইসে। এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সকল স্থানে মঘেরা বাস করিতেছে।

[মঘ দেখ।]

খের (হিন্দী) ১ গ্রামের সন্নিহিত ভূমি। যেখানে পূর্ব্বে বাড়ীঘর ছিল, কিন্তু তাহা ধ্বংস হইয়া গেলে তাহাদের উপর সচরাচর যে গ্রাম স্থাপিত হয়। ২ (দেশজ) ক্ষীরা, কাঁকুড়।

খেরকেরিয়া, ভুটানের লক্ষ্মীনদীর নিকটস্থ একটী গ্রাম। দরঙ্গ জেলার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। এখানে প্রতি বর্ষে একটী মহামেলা হয়, সেই সময়ে বহু দূরদেশ হইতে লোকের সমাগম হয় ও অনেক টাকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে।

খেরমুগ (দেশজ) একপ্রকার ছোট মুগ। (Phaseolus Mungo)

খেরাদি সুরমল, ভীল জাতির মধ্যে একজন ধর্ম্মপ্রচারক। রামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভীল জাতির "ভক্ত" নামক গুরুগণ আপনাদিগকে খেরাদি সুরমলের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। [ভীল দেখ।]

খেরালী, কাঠিবাড়ের ঝালাবার বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। খেরালী ও বাদলা নামে দুইখানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। ইহার তিনজন অংশীদার। ভূ-পরিমাণ ১১ বর্গমাইল।

খেরালু, গুজরাটের মধ্যে বরদারাজ্যের কাদি বিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৫৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪০´ পূঃ। বল্লভাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত গোঁসাইজীর মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। দেওয়ানী আদালত, থানা ও গুজরাটী পাঠশালা আছে।

খেরি, উ° প° প্রদেশের ছোট লাটের অধীনস্থ অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী জেলা। অক্ষা° ২৭° ৪১´ হইতে ২৮° ৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪´৩০´´ হইতে ৮১° ২৩´ পূঃ। উত্তরে মোহন নদী, পূর্ব্বে কৌরিয়ালা নদী, দক্ষিণে সীতাপুর জেলা এবং পশ্চিমে শাহজহানপুর জেলা। ভূপরিমাণ ২৯৯২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আটলক্ষ। লক্ষ্মীপুরে ইহার প্রধান কাছারী আছে।

এই জেলাটী অধিত্যকায় বিভক্ত, মধ্য দিয়া কৌরিয়ালা, জুহেলী, দহাবর, চৌকা, উল্, জমবারি, কঠ্না গোমতী ও সুখেতা নদী প্রবাহিত। উল্নদীর উত্তরাংশে তরাই, এই স্থান বড় অস্বাস্থ্যকর। কৌরিয়ালা ও চৌকা নদীর মধ্যেই শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমি। জেলার উত্তরাংশে প্রায় ৬১০ বর্গ মাইল স্থান বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ঐ বনে ভাল ভাল শাল, শিশু ও খয়ের কাঠ পাওয়া যায়, এই জন্ম প্রায় ৩০৩ বর্গমাইল ভূমি গবর্ণমেণ্টের খাসে আছে। জেলার উত্তরাংশে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রবল। দক্ষিণাংশ স্বাস্থ্যকর। এই জেলায় তেমন মূল্যবান্ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না, কেবল খয়েরিগড় পরগণায় মেটেটৈল বাহির হয়। গোলা নামক স্থানে ভাল কাঁকর ও ধৌরাড়া নামক স্থানে উৎকৃষ্ট সোরা পাওয়া যায়। এখানকার বনে বাঘ, হরিণ, চিত্রমৃগ, শূকর ও নীলগাই সচরাচর দেখা যায়। এখানে বিষধর সর্প ও কুম্ভীর যথেষ্ট আছে।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কোদো কাঙ্নি, জোয়ারা, বাজরা, মাসকলাই, মুগ, গম, যব, সর্ষপ, ইক্ষু, কাপাস, তামাক, অহিফেন, নীল এবং নানা প্রকার শাকসব্জী জন্মে।

এই জেলা ৩টী তহসীল ও ১৭টী পরগণায় বিভক্ত। ১ম, লক্ষ্মীপুর তহসীলের অধীনে খেরি, শ্রীনগর, ভুর, পাইলা ও কুকরা-মৈলানী পরগণা। ২য়, নিঘাসন তহসীলের অধীনে ফিরোজাবাদ, ধৌরাড়া, নিঘাসন খয়েরিগড় ও পলিয়া পরগণা। ৩য়, মুহম্মদি তহসীলের অধীনে মুহম্মদ, পস্গবান্, অরঙ্গাবাদ, কাষ্টা, হায়দরাবাদ, বগ্দপুর, ও অভ্গা পিপরিয়া পরগণা। এই জেলা ডেপুটী কমিসনরের শাসনাধীন।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস তেমন নাই। অক্বর বাদশাহের সময়ে এই স্থান কতকগুলি জমিদারের অধিকারে ছিল। এখানকার মুহম্মদির রাজা অক্বর বাদশাহের নিকট ৫খানি গ্রাম ও ৩০০ বিঘা জমি সনন্দ পান। এক সময়ে তিনি সমস্ত জেলাই অধিকার করিয়াছিলেন। ভূর্বারার আহ্বানজমিদারেরাও অক্বরের সময়ে ছিল, তবে এখনকার মত তাহাদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে আহ্রি, রৈকবার, সূর্য্যবংশ, জনবার রাজপুত, শিখ ও সৈয়দগণ এখানকার জমিদার। ১৬৯০ খানি গ্রামের মধ্যে ৮৫০ খানির রাজপুত, ৩৫৩ খানির মুসলমান, ১১৬ খানির কায়স্থ, ৮৮ খানির ব্রাহ্মণ এবং ৯৮ খানির মুরোপীয় ভূম্যধিকারী।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ৫৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৫১´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। এখানে ১৪টী হিন্দু দেবালয় ১২টী মস্জিদ ও একটী ইমামবাড়ী আছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত সৈয়দখুর্দের গোরস্থান দেখিবার জিনিস।

খেরুয়া (দেশজ) খেরমুগ।

খেল (ত্রি) খেলতি খেল-অচ্। ১ যে অতি সুন্দরভাবে গমন করে। (পুং) ২ বেদপ্রসিদ্ধ একজন রাজা। অগস্ত্য ইহার পুরোহিত ছিলেন, ইহার পত্নীর নাম বিশপলা। এক সময়ে এই রাজার সহিত শত্রুপক্ষীয়দিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাজপত্নী বিশপলার পা দুটী ছিঁড়িয়া যায়। পুরোহিত অগস্ত্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে ইহার প্রতীকারের জন্য অনুরোধ করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় রাত্রিতে আসিয়া লৌহময় অপর দুইটী পা নির্ম্মাণ করিয়া বিশপলার ভাঙ্গা পায়ে জুড়িয়া দেন।

(ঋক্ ১।১১৬।১৫)

৩ দক্ষিণাপথে এক একজন পাটেলের অংশভুক্ত গ্রাম।

খেলঅৎ (আরবী) খেলাত, সম্মানসূচক পরিচ্ছদ।

খেলন (ক্লী) খেল-ল্যুট্। ১ ক্রীড়া। খেলত্যনেন খেল করণে ল্যুট্। ২ যাহাদ্বারা ক্রীড়া করা যায়।

খেলনী (স্ত্রী) খেলত্যত্র খেল আধারে ল্যুট্ ততো ঙীপ্। শারিফলক। (হেম°)

খেলা (স্ত্রী) খেল-অপ্-টাপ্। ক্রীড়া, কূর্দ্দন। (অমর)

খেলাড়িয়া (দেশজ) যে খেলা করিতে অতিশয় ভালবাসে।

খেলাড়ী (দেশজ) খেলাড়িয়া।

খেলাড়ু (দেশজ) খেলায় সঙ্গী, যাহাকে লইয়া খেলিতে হয়।

খেলাত (আরবী) খেলঅৎ, মর্য্যাদাসূচক পরিচ্ছদবিশেষ।

খেলি (স্ত্রী) খে আকাশে অলতি পর্য্যাপ্নোতি, খে-অল্-ইন্। ১ গান। ২ বাণ। ৩ সূর্য্য। ৪ পক্ষী। ৫ জন্তু। (অজয়পাল)

খেশ (পারসী) গায়ের কাপড়। ভাগলপুরের খেশ প্রসিদ্ধ।

খেশারৎ (আরবী) ক্ষতি, হানি, অপচয়।

খেশারতী (আরবীজ) যাহা দ্বারা খেশারত পূরণ করা হয়।

খেসর (পুং স্ত্রী) খে আকাশে ইব শীঘ্রগামিত্বাৎ সরতি স্-ট অলুক্স°। জন্তুবিশেষ, ঘোটকীর গর্ভে গর্দ্দভ হইতে উৎপন্ন, চলিত কথায় খচ্চর বলে। পর্য্যায়—অশ্বখরজ, সক্রুদ্-গর্ভ, অশ্বগ, ক্রমী, সন্তুষ্ট, মিশ্রল, মিশ্রশব্দ, অতিভারগ।

(রাজনি°)

খেসারী (দেশজ) এক প্রকার ডাল।

খৈ (খদিকা শব্দজ) লাজ, ভৃষ্ট ধান্য, খই। [খই দেখ]

খৈচুর (খদিকা চূর্ণজ) খইচুর।

খৈমথ (পুং) খে আকাশে কর্ত্তব্যো-মথঃ স্বার্থে অন্। আকাশ-কর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ। "খড়্-খা ই খৈ মথা ই মথো তহরি।"

(অথর্ব্ব ৪।১৫।১৪)

খৈয়া (খয়রা), মেদিনীপুর জেলার এক প্রাচীন জাতি। এই জাতির অধীনে একসময়ে বলরামপুর, খড়্গপুর, ও কেদার কুণ্ড এই তিনখানি পরগণা ছিল। বলরামপুরে খয়রারাজার বাসস্থানের এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। অনেকের মতে কর্ণগড় বলরামপুরের রাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ খয়রারাজার দেওয়ান ও গড়সর্দ্দার ছিলেন, তাঁহাদের চক্রান্তে খয়রারাজ নিহত হন এবং তাঁহার সাতরাণী তাঁহার অনুগমন করেন। রাণীগণ চিতারোহণকালে এই বলিয়া শাপ দিয়া যান, "যে দুর্বৃত্তেরা চক্রান্ত করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিল, সতীর অভিশাপে নিশ্চয়ই তাহারা সাতপুরুষের মধ্যে নির্ব্বংশ হইবে।" সতীর কথা মিথ্যা হইবার নয়। শুনা যায়, বলরামপুরের রাজবংশে ভীমসেন মহাপাত্র হইতে ৭ম পুরুষে রাজা বীরপ্রসাদ ও কর্ণগড় রাজবংশের ১ম রাজা লক্ষ্মণসিংহ হইতে ৭ম পুরুষে অজিতসিংহ নির্ব্বংশ হন।

কেহ বলেন, মেদিনীপুরের সদর হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে জগন্নাথে যাইবার রাস্তার পার্শ্বে অযোধ্যাগড়ে খয়রা রাজারা থাকিতেন। এই গড়ের মধ্যে জোড়বাঙ্গালা নামে একটী মন্দির আছে, তাহাতে খয়রা রাজের কুলদেবী ভগবতী সিংহবাহিনীর মূর্ত্তি আছে। এ ছাড়া খয়রারাজের আরও অনেক কীর্ত্তি আছে।

এখনও মেদিনীপুর জেলার স্থানে স্থানে খৈরি নামে অর্দ্ধ সভ্য জাতি বাস করে, তাহারা হিন্দু দেবদেবী মানিয়া চলে, অথচ কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করে। কাহারও মতে, খয়রারাজগণ এই জাতিভুক্ত ছিলেন।

খৈরী (দেশজ) একজাতীয় বক। (Ardea cinnomomea)

খৈলায়ন (ত্রি) খিল চাতুরর্থিক অণ্ (পা ৪।২।৮০)। খিল নির্বৃত্ত, তৎসন্নিহিত দেশাদি।

খৈলিক (ত্রি) খিল বা পরিশিষ্ট সম্বন্ধীয়।

খো, ১ মধ্যপ্রদেশের উচহরা নগরের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। এক সময়ে এখানে অনেক বাড়ীঘর ও দেবমন্দিরাদি ছিল, এখন কেবল ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

এই গ্রামে গুপ্তরাজ হস্তিনের শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে। এখানকার ভগ্নমন্দিরে বৃহদাকার দশাবতারের ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি পড়িয়া আছে।

৩ পূর্ব্ব উপদ্বীপের কাম্বোজরাজ্যের অধিবাসী প্রবলজাতি, ইহাদের সংখ্যা প্রায় চারিলক্ষ। ইহাদের আচার ব্যবহার চীন ও ব্রহ্মবাসীর মত।

খো (দেশজ) খোয়া, ভাজা ইট।

খোআ (ক্ষয় শব্দজ) ১ ক্ষয়, ক্ষতি। ২ ক্ষয়তি। ৩ ভাজা ইট।

খোআন (দেশজ) ক্ষয়করণ, নাশ করণ।

খোঁআড় (দেশজ) দুর্দশা, অতিশয় দুঃখ।

খোঁআড়ি (দেশজ) দুর্দশাগ্রস্ত, যাহার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ।

খোঁচ (দেশজ) ১ অভাব ছিদ্র। ২ নিম্নস্থান। ৩ বাধা।

খোঁচা (দেশজ) আঘাত।

খোঁচাখোঁচি (দেশজ) ১ বিরোধ। ২ পরস্পর খোঁচা দেওয়া।

খোঁটা (দেশজ) ১ তুলিয়া দেওয়া। ২ প্রকৃতদোষের কথা উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া।

খোঁড়া (খোড় শব্দজ) পঙ্গু, গমনশক্তিহীন।

খোঁড়ানি (দেশজ) এক পা অথবা একপায়ের কতক অংশ মাটিতে না লাগাইয়া গমনকে খোঁড়ানি বলে।

খোঁড়ানিয়া (দেশজ) ১ পঙ্গু। ২ যে পঙ্গুর স্থায় গমন করে।

খোপা (দেশজ) কেশগুচ্ছ, ধম্মিল্ল।

খোকসা (দেশজ) ১ কুররপক্ষী। (Falco halimætus) ২ পক্ষীবিশেষ। ৩ মৎস্তবিশেষ।

খোকা (দেশজ) দুগ্ধপোষ্য বালক, শিশু।

খোকী (দেশজ) দুগ্ধপোষ্য বালিকা।

খোখর, সিন্ধুপ্রদেশবাসী জাটজাতির একশাখা। ইহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। এক সময়ে ইহারা সমস্ত সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মুহম্মদ ঘোরী যখন ভারত লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে ফিরিতে ছিলেন, সেই সময়ে এই খোখরজাতির হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেক গ্রন্থকার "গকর" "গোকর" বা "খখর" নামে এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু "খোখর" ও "গকর" দুই স্বতন্ত্র জাতি। খৃষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দে পঞ্জাব, সিন্ধু, ও কাঠিবাড় অঞ্চলে এই খোখর জাতিই প্রবল হইয়া ছিল, তৎকালে মূলতান প্রভৃতি অনেকস্থান ইহাদের শাসনাধীন ছিল। তখন "গখর" জাতি অতি সামান্ত অবস্থায় পঞ্জাবের পশ্চিমকোণে অতি কষ্টে বাস করিতে ছিল। খোখরজাতির প্রতাপ খর্ব্ব হইবার অনেক পরে "গখর" জাতির অভ্যুদয় হয়।

খোখা (দেশজ ; চুক্তিপত্র। (Bill of Exchange)

খোঙ্গাহ (পুং) খে আকাশে উঙ্, ইত্যব্যক্তশব্দং কুর্ব্বন্ গাহতে গাহ-অচ্, পৃষোদরাদিবৎ গকারস্থ কত্বে সাধুঃ। শ্বেত পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব। (হেম°) কেহ কেহ "খোঙ্গাহ" স্থলে "খোঙ্গাহ" পাঠ করিয়া থাকেন।

খোজা (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র বাক্স, ইহা বাঁশের শলাকা দ্বারা নির্ম্মিত হয়। [খুঙ্গী দেখ।]

খোজী (দেশজ) খোজা।

খোজ (দেশজ) অনুসন্ধান।

খোজক, পাঠানজাতির এক শাখা। ইহারা সেখ্ভরের কাকর পাঠানদিগের একটী অন্যতম শাখা।

খোজদার, বলুচিস্থানের মধ্যে উপত্যকা মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র নগর। খল্লার রাজধানী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। উদ ও বোলা যাত্রীরা এই স্থান দিয়া যাইয়া থাকেন। এই নগরটী পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই স্থান হইতে কুদখানা নদীর তীর পর্য্যন্ত অনেক ভগ্নাবশেষ চিহ্নাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে প্রস্তরের চত্বরের উপর ২৫ ফিট উচ্চ স্তম্ভ গ্রথিত আছে।

খোজা (দেশজ) ১ অনুসন্ধান। (পারসীক) ২ পুরুষত্বহীন, নপুংসক।

খোজা অহ্মদ-য়সেবি, মধ্য-এসিয়ার অন্তর্গত অনুর্ব্বর সমতল ভূমির উপর ভ্রমণকারী নোমাদজাতির মধ্যে ইনি একজন প্যাগম্বর। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে ইহার কৃত কবিতাগুলি খির-বিজ ও উজবকেরা কোরাণের ন্যায় অতিশয় ভক্তি করে।

খোজাখোজি (দেশজ) অতিশয় অনুসন্ধান।

খোটন (ক্লী) খোড়ন, নেংচান।

খোটি (স্ত্রী) খোট-ইন্। ১ চতুরা স্ত্রী। ২ পালঙ্কশাক। (শব্দচন্দ্রিকা) ৩ কাষ্ঠ খোটি। (চক্রদত্ত)

খোটী (স্ত্রী) খোটি বা ঙীষ্। ১ পালঙ্কীবৃক্ষ। ২ চতুরা স্ত্রী। (শব্দচন্দ্রিকা)

খোট্টা, ভারতবর্ষের উত্তরপাশ্চমাঞ্চলবাসী হিন্দুস্থানীদিগকে সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় খোট্টা বলা হইয়া থাকে। মানভূমের উত্তর প্রদেশে যে ভাঙ্গা হিন্দিভাষা প্রচলিত আছে, তাহাকে তথাকার লোকেরা "খোট্টাভাষা," কহিয়া থাকে। সম্ভবতঃ ঐ ভাষার নাম হইতেই হিন্দুস্থানীদিগকে "খোট্টা" নামে অভিহিত করা হয়। ২ পশ্চিমের যে সকল নাপিত বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে খোট্টা বলা হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহারা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়াছে। বেহার প্রভৃতি পাশ্চম প্রদেশের নাপিতেরা ইহাদিগকে নিকৃষ্টজাতি বিবেচনা করে। উভয়ের মধ্যেই বিবাহাদি কোনরূপ আদান প্রদান নাই।

৩ মুর্শিদাবাদের কামারজাতির ও বাঙ্গালার পশ্চিমের ধোবাদিগের একটী শাখাকেও খোট্টা বলা হয়।

৪ পোদজাতির একটী শাখা। কোথাও কোথাও ইহা-দিগকে "খোট্টা পরিবর্ত্তে "খোনা" বলে।

খোড় (ত্রি). খোড়তি খোড়-অচ্। খঞ্জ, খোড়া। এই শব্দটী কড়ারাদি গণান্তর্গত বলিয়া কর্ম্মধারয় সমাসে বিকল্পে ইহার পরনিপাত হইয়া থাকে। যথা—খোড়বাল, বালখোড়।

খোড়কশীর্ষক (ক্লী) খোড় ক্ষেপে ধুন্ খোড়কং শীর্ষমস্ত বহুব্রী কন্। ১ কপিশীর্ষবৃক্ষ। ২ হিঙ্গুল। (ত্রিকাণ্ড)

খোন্দমীর, খবন্দশাহ (মীর-খোন্দ) আমীরের এক পুত্র। ইহার আসল নাম—ঘয়াসুদ্দীন্ মুহম্মদ বিন্-হমীদ্উদ্দীন্ খোন্দ আমীর।

কাহারও মতে, ইনি ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে হিরাট নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি 'রৌজৎ উস্ সফা' নামক পারস্ত গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া 'খুলাসৎ-উল্ অখ্বার' নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

উক্ত গ্রন্থ ব্যতীত 'হবীব্ উস্ সিয়ার' 'মাসির উল্ মুলুক, 'অখবর্-উল্-অখিয়ার্,' 'দস্তুর-উল্-বজ্রা' 'মুকা-রিম্-উল্-অখ্লাক্,' 'মুন্তখিব্-তারীখ্ বাস্গাফ', 'ঘরাএব্ উল্ অস্রার্,' 'জবাহির উল্ অখ্বার' নামে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমে ঘোরতর বিপ্লব ঘটে, সেই জন্ত ইনি হিরাট পরিত্যাগ করিয়া মৌলানা সাহেব উদ্দীন্ ও মির্জা ইব্রাহিম্ কানুনী নামে দুই মহাপণ্ডিতের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রা নগরে উপস্থিত হন, এইখানে সম্রাট্ বাবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই-খানে খোন্দমীর সম্রাটের নিকট সম্মানলাভ করিলেন। পরে যখন বাবর বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে আসেন, তৎকালে ইনিও তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। বাবরের মৃত্যু হইলে পর, ইনি হুমায়ুনের নামানুসারে 'কানুন্ হুমায়ুন্' রচনা করেন। এই গ্রন্থ আবুলফজলের অকবরনামায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি সম্রাট্ হুমায়ুনের সহিত গুজরাটে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সম্রাটের শিবিরে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার মৃতদেহ দিল্লীতে আনিয়া আমীর খস্রুর সমাধির পার্শ্বে গোর দেওয়া হয়।

খোতেন, পূর্ব্ব তুর্কীস্থানের মধ্যবর্ত্তী একটী জনপদ। ইয়র্ক-ন্দের দক্ষিণপূর্ব্বে খোতেন ও কারাকাস্ নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৭° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৫´ পূঃ।

মধ্য এসিয়ার মধ্যে এই জনপদটী অতি প্রাচীনকাল হইতে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্ট পূর্ব্বের ১৪০ অব্দে চীনের সহিত ইহার বেশ সদ্ভাব ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় প্রবল হইয়াছিল।

খোতেন নগরের চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরা, এখানে ১৮ হাজার বাড়ী, বিদেশীয় বণিকগণের জন্ত ১০ খানি সরাই আর প্রায় দেড়লক্ষ লোকের বসবাস আছে। নানা-দেশীয় লোক এখানে বাণিজ্য করিতে আইসে।

খোদ (পারসী) স্বয়ং।

খোদকস্তা (পারসী) ভূস্বামী আপনার অধিকারে যে জমা রাখেন, তাহাকে খোদকস্তা বা খোদকাস্ত বলে।

খোদা (ক্ষোদ শব্দজ) ১ মুদ্রাদিতে অঙ্কপাত। ২ কাষ্ঠ প্রভৃতিতে যন্ত্র নির্ম্মাণ। (পারসী) ৩ ঈশ্বর।

খোদাবন্দ (পারসী) মহাশয়, প্রভু।

খোন (দেশজ) বর্ষা।

খোনকার (পারসী) মুসলমানসমাজে যে ব্যক্তি ত্বক্ ছেদ করে।

খোন্দকার (খবন্দ্‌কার) মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী পারসী শিক্ষক। অপর নাম "মুন্সীর" অর্থাৎ ধর্ম্মমার্গপ্রদর্শক ও "আখুন্দ" অর্থাৎ শিক্ষক। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান বালকদিগের শিক্ষা ও কল্মা পাঠ ইহাদের ভিন্ন সিদ্ধ হইত না। এখন কেবলমাত্র গোড়া মুসলমানেরা ইহাদিগকে পুত্রের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তদ্ভিন্ন সকলেই মুন্সীর কাছে পাঠ করে। খোন্দকারেরা দীক্ষাগুরুর কার্য্যও করে, শিষ্য রাখে ও ভূত ঝাড়াইয়া থাকে। আবার জল পড়িয়া রোগীকে খাওয়াইয়া রোগশান্তি করিতে পারে। মুসলমান স্ত্রীলোকগণের বিশ্বাস যে ইহারা ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে রোগ শান্তি করিতে পারে। এই জন্য পীড়া হইলেই খোন্দকার ডাকাইয়া পরামর্শ লইয়া থাকে। জ্বর বা ওলাউঠা উপস্থিত হইলে ইহারা প্রায়ই জলপড়া না হয় এক খণ্ড কাগজে দুএক ছত্র কোরাণের মন্ত্র লিখিয়া দেয় ও তাহাই রোগীকে খাওয়ান বা পরান হইয়া থাকে। পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান জাতির স্থির বিশ্বাস যে ইহাদের প্রদত্ত জলপড়া বাত ও স্নায়বীয় বেদনায় অব্যর্থ মহৌষধ।

খোপ (ক্ষুপ শব্দজ) ১ ক্ষুদ্র ঘর। ২ পায়রার ঘর।

খোপচাল (দেশজ) ছোট ছোট চাল।

খোপা (ক্ষুপ শব্দজ) ধম্মিল্ল, বাঁধাচুল।

খোমান, চিতোরের একজন রাণা। ইনি বাপ্পার পুত্র অপরাজিতের পৌত্র ও রাণা কালভোজের * পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর নবম শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইনি চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার রাজত্বকালে ৮১২-৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানগণ বার বার চিতোর নগর আক্রমণ করেন। খোরাসানের অধিপতি মামুদ † এই শত্রুদলের অধিনায়ক ছিলেন।

খোমান্ চতুর্ব্বিংশতিবার অসম সাহসে শত্রুবিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণের পরামর্শক্রমে নিজ কনিষ্ঠ পুত্র জগরাজকে রাজ্যভার দিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তাঁহার মতিগতি ফিরিল। তিনি পরামর্শদাতা ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিয়া পুনরায় রাজাসন অধিকার করিলেন। এবার কিন্তু বেশীদিন আর তাঁহাকে রাজমুকুট শিরে ধরিতে হইল না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার অপর পুত্র মঙ্গল তাঁহাকে শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। খোমান স্বজাতীয়ের মধ্যে এত গৌরব ও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন যে, অদ্যাবধি উদয়পুরে কোন ব্যক্তির পদস্খলন বা হাঁচি হইলে অমনি পার্শ্বস্থ ব্যক্তি "খোমান তোমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

খোয়্ (পারসী) স্বভাব।

খোয়া (ক্ষয় শব্দজ) ১ অপহৃত, হারাণ। ২ ইষ্টকাদির খণ্ড।

খোয়ানিয়া (দেশজ) যে ক্ষয় করে।

খোয়াড় (দেশজ) ১ দুর্দশা। ২ যে গৃহে পশু প্রভৃতি আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

খোর (ত্রি) খোর-অচ্। খঞ্জ। (হেম°)

খোরক (পুং) খোর স্বার্থে কন্। অশ্বদিগের রোগবিশেষ।

[ঘোটক দেখ।]

খোরা (দেশজ) পাত্রবিশেষ।

খোরাক (পারসী) খাদ্য, আহারীয়।

খোরাকী (পারসীজ) আহারের জন্য প্রদত্ত অর্থ, যাহা দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করা হয়।

খোরাসান, একটী বিস্তৃত জনপদ। আমরা যাহাকে আফগানস্থান ও বলুচিস্থান বলিয়া জানি, আফগান, বলুচ ও ব্রাহুই জাতি তাহাকেই খোরাসান বলে। কিন্তু খোরাসান দেশ আরও বড়, ঠিক কত বড়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে কাহারও মতে, খোরাসনের উত্তরসীমা আরল ও কাস্পীয় হ্রদের মধ্যস্থ মরুভূমি, দক্ষিণে লবণ মরুভূমি দ্বারা পারস্যের অপরাংশ হইতে পৃথক্ হইয়াছে, পূর্ব্বে আফগানস্থানের সীমান্ত অসভ্যজাতির নিবাস ও উর্ব্বরাভূমি, পশ্চিমে রুষাধিকৃত অষ্ট্রাবাদরাজ্য। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০০ মাইল, প্রস্থে প্রায় ৪০০ মাইল মোট পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ বর্গ মাইল। ইহার সীমা লইয়া বড়ই গোলযোগ, কত শতবার খোরাসানের উপর বৈদেশিক আক্রমণ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার নানাস্থানের কতবার নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

* ইহার অপর নাম কর্ণ। ইনি যোগীবর হারীতের তপস্যার স্থলে প্রসিদ্ধ একলিঙ্গদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

† খলিফা-হারুণ-অল্ রসিদ নিজপুত্র অলমামুনকে খোরাসান, সিন্ধু ও ভারতীয় যবন রাজ্য সকল বিভাগ করিয়া দেন। এই মামুনই মহারাজ খোমানের সমকালবর্ত্তী। সুতরাং স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে লিপিকারগণ ভ্রমবশতঃই মামুনের পরিবর্ত্তে মামুদ (মুহম্মদ) লিখিয়া থাকিবেন।

এখনও সীমান্তবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচয় দেয়। মোগলসম্রাট্ বাবর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "ভারতবাসী সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীরস্থ সমুদয় জনপদকে খোরাসান্ বলিয়া জানে।" ইহার মধ্যে প্রায় ১২।১৩ লক্ষ লোকের বাস। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ পূর্ব্বে পারস্য ও আফগানস্থানের অধিকারভুক্ত ছিল, এখন ইহার অধিকাংশ রুষাধিকৃত। এখানকার প্রজারাও পারস্য অপেক্ষা রুষের অধীনে সন্তুষ্ট। এখানে আরব, বলুচ, বেয়ৎ, চুলই, কলাই, খুরশাহী, লেক, লেয়ের, মরদী, মুজদরণী, মেখী, তিমুরি প্রভৃতি জাতির বাস।

এখানে অনেক নদী-নালা আছে, তন্মধ্যে আত্রেক নদীই প্রধান, ইহার জলে এই ভূভাগ উর্ব্বরা ও শস্যশালী হইয়াছে। স্থানে স্থানে কুঞ্জবন, উপবন, সুললিত দ্রাক্ষাবন ও চারণক্ষেত্র শোভা পাইতেছে, দেখিলেই পর্য্যটকের মন বিমোহিত হয়। যখন পারস্যরাজ্যে আন্তর্বিদ্রোহে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সেই সময় তুর্কীরা অক্সস্ নদীপার হইয়া খোরাসান অধিকার করেন।

এইখানে মহাবীর রোস্তম্ ভুজবলে আফ্রাসিয়াব্‌কে পরাস্ত করিয়া দেশরক্ষা করেন। জঙ্গিস্‌খাঁ ও তৈমুরের আক্রমণে খোরাসানের দারুণ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। সুফাবিয়াগণের রাজত্বকালে উজ্‌বকেরা প্রতিবর্ষে এখানকার শস্যক্ষেত্র ও নগরাদি লুটপাট করিতে আসিত, তাহাদের ভয়ে প্রজাগণ একদিনও সুখে নিদ্রা যাইতে পারিত না।

খোরাসানের কতকাংশ পারস্যরাজের অধিকারভুক্ত, তাহারই মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মসেদ নগর। নগর মধ্যে একটী অতি সুন্দর নেত্রপ্রীতিকর সমাধিমন্দির আছে, সেই মন্দিরে ইমাম্‌-রজা ও হারুণ অল্ রসীদের অস্থি সংরক্ষিত। পারস্যের অন্তর্গত খোরাসানের অধিবাসীগণ অতিশয় বলিষ্ঠ ও দুর্দ্ধর্ষ। শত শতবার বিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করিয়া প্রজাবৃন্দ বংশপরম্পরায় যুদ্ধপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্যই নাদিরশাহ একদিন বলিয়াছিলেন—"ইহাই পারস্যের তরবারি।"

খোরদক্, এক প্রকার আনদ্ধ যন্ত্র। ইহার দুইটী মুখ, ইহার দ্বার বাহিরে থাকে। বামটী অপেক্ষা দক্ষিণের মুখটী অপ্রশস্ত। রোশনচৌকী বাদ্যে তাল দিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

[যন্ত্র দেখ।]

খোল (ত্রি) খোল-অচ্। খঞ্জ। (শব্দমা°)

খোল (দেশজ) একপ্রকার-আনদ্ধ যন্ত্র। । ইহার খোলটী মৃত্তিকায় নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রচলন বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই বেশী। মহাত্মা চৈতন্যের সময়েই বোধ হয়, ইহার প্রথম আবিষ্কার। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই বাদ্যযন্ত্রের সহকারে নাচিয়া গাইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন। আজকাল ব্রাহ্মসমাজেও ইহা প্রচলিত হইয়াছে।

খোলক, (পুং) খোল-অচ্ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পাক করিবার পাত্রবিশেষ, চলিতভাষায় খোলা বলে। ২ মস্তকের অবয়ব-বিশেষ, শিরস্ত্র, চলিত কথায় খোপড়া বলে। ৩ বল্মীক, উয়ের ঢিপি। ৪ পূগকোষ। (মেদিনী) সুপারীর ছোকড়া।

খোলপেটুয়া, বঙ্গের খুলনাজেলার মধ্যে প্রবাহিত একটী নদী; আশাশুনির নিকট কপোতাক্ষ হইতে এই নদী বাহির হইয়াছে। প্রথমে কিছুদূর পশ্চিমমুখে গিয়া বুদাতাগাঙে মিশিয়াছে, তৎপরে দক্ষিণমুখে গিয়া সুন্দরবনের মধ্যে আবার কপোতাক্ষ নদীতে পতিত হইয়াছে।

খোলস (দেশজ) সাপের গায়ের আবরণ, কঞ্চুক।

খোলা (দেশজ) ১ মৃৎপাত্রবিশেষ। ২ অকপটতা। ৩ পরিষ্কার, অনাবৃত স্থান।

খোলাখালি, বঙ্গের ২৪ পরগণার মধ্যবর্ত্তী একটী খাড়ি।

খোলাপুর, বেরারের অমরাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২০° ৫৫′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৩৩′ ৩০″ পূঃ, অমরাবতী নগরী হইতে ৯ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

এক সময়ে এই স্থান রেশমের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইলিচপুরের সুবাদার বিথলভাগদেব লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান। কিন্তু তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য না হওয়ায় তিনি সসৈন্যে এই নগর আক্রমণ করেন। পূর্ব্বে এখানে বর্ষে বর্ষে রাজপুত ও মুসলমানে যুদ্ধ হইত; সেই উৎপাতে এই নগরের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এখানে প্রায় সাড়ে ছয়হাজার লোকের বাস।

খোলসা (আরবী) সরলতা, অকপটতা।

খোলাহাঁড়ী (দেশজ) পাকপাত্রবিশেষ, যে পাত্রে খৈ, মুড়ি প্রভৃতি ভাজিয়া লওয়া হয়।

খোলি (স্ত্রী) খোল-ইন্। তূণ, তূণীর। (শব্দমালা)

খোল্‌তা (হিন্দী) খোলা, মুক্ত, অবাধ।

খোল্‌বি, মধ্য-ভারতের অন্তর্গত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। আগর নগরের ১৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে, চম্বা ও ধমনারের ১৫।১৬ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরপূর্ব্বে লাল পাথরের একটী পাহাড় দৃষ্ট হয়। সমতল ক্ষেত্র হইতে পাহাড়টী ১২৫ হইতে ২০০ হাত উচ্চ, মধ্যে মধ্যে প্রায় ২০ হাত উচ্চের কতকগুলি শিখর আছে। বৌদ্ধগণ অজন্তা ও কালির মত ঐ খোল্‌বি গ্রামে পর্ব্বত কাটিয়া অনেক স্তূপ, চৈত্য ও গুহামন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় চাষীরা ও ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, পাণ্ডুতনয় ভীম, অর্জ্জুন

প্রভৃতি ঐ সকল গিরিগুহা কাটিয়াছিলেন। অধিবাসীরা এখনও দুই একটী গুহাবাটীকে অর্জ্জুনগৃহ, ভীমগৃহ বলিয়া থাকেন। এই খোন্দবি পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে ১১টী বড় বড় গুহামন্দির আছে; তন্মধ্যে ১টীতে দুইটী ঘর। বাহিরের ঘরটী ২২৭ ফিট ও ভিতরের ঘরটী ১১৬ ফিট আয়তন, ইহাই অর্জ্জুনগৃহ। অপর একটী গৃহের নাম ভীমগৃহ; সেটী দৈর্ঘ্যে ৪২ ফিট ও প্রস্থে ২২ ফিট। আর একটী মন্দিরে বুদ্ধদেবের দুইটী দাঁড়ান ও দুইটী বসান মূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত ঐ পাহাড়ের পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে অনেকগুলি বৌদ্ধস্তূপাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। খোন্দবির ঐ সকল বৌদ্ধ-ধ্বংসাবশেষ অল্পসংখ্যক হইলেও ইহার গঠনকৌশল দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক একটী স্তূপ কেবল পর্ব্বতের উপরই গঠিত। অন্যান্য স্থানের মত ইহার অন্তর্ভাগ কোন গুহার সংলগ্ন নহে। এই স্থানের স্তূপভিত্তির নিম্নগৃহ খুঁড়িয়া বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র স্তূপটী মন্দিরের মত ও ইহার মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ডাক্তার কানিংহাম সাহেবের মতে খোন্দবির এই সকল স্তূপগুলি ৭০০ হইতে ৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খোল্মুখ (পুং) যে আকাশে উল্মুখইব রক্তবর্ণত্বাৎ। মঙ্গলগ্রহ। (ত্রিকাণ্ড॰)

খোশা (কোষ শব্দজ) ত্বক্, ছাল।

খোষাহ্ব (পুং) জীবশাক, চলিত কথায় খোষণা।

"খোষাহ্বঃ শাকবীরশ্চ জীবশাকঃ প্রবালকঃ। (দ্রব্যাভিধান)

খোস (দেশজ) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, পাঁচড়া।

খোসড়া (দেশজ) খসড়া, যাহা ভ্রম-সংশোধন করিয়া ঠিক করা হয় নাই।

খোসলা (দেশজ) মোটামাদুর, গরীব লোকেরা ইহা পাতিয়া শয়ন করে ও গায়ে দেয়।

খোসা (কোষ শব্দজ) ১ ত্বক্, ছাল। ২ শস্যহীন ব্যক্তি।

খোসান (দেশজ) ধানের খোসা হইতে চাল বাহির করা।

খ্যাঁকশিয়াল, (Vulpes Bengalensis) প্রায় শৃগালাকার জন্তুবিশেষ। ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই এই জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় খিঙ্খির, হিন্দী 'লোমরিয়া', 'লম্ড়ি', মধ্যপ্রদেশে 'লোক্‌রি', মরাঠী 'কোক্‌রি', বেহারী 'খেকর' বা 'খেকীর', কর্ণাটী 'কোঁক' বা 'চন্দ্যামারী', তৈলঙ্গে 'গুন্টা নক্কা' বা 'পোতিনারা' বলে।

লোকালয়ের সন্নিহিত জঙ্গলে কিংবা উদ্যানের এক প্রান্তে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহারা বাস করে। ইহারা অত্যন্ত চতুর। এমনি কৌশলে জীবজন্তু ধরিয়া খায় যে, তাহা শুনিলেও আশ্চর্য্য বোধ হয়। রাত্রিকালে বাহির হইয়া কুক্কুট, পেরু প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীর ঘর শুনিয়া আক্রমণ করে, যখন একটী পক্ষী ধরিয়া লইয়া যায়, তখন অন্য পক্ষীরা কোনক্রমে টের পায় না। সচরাচর পক্ষীর বাসা হইতে শাবক ও ডিম খাইয়া থাকে। যখন এ সব কিছু না পায়, ইন্দুর, টিকটিকি, সর্প, গঙ্গাফড়িং, উইচিংড়ী, শম্বুক, ঝিণুক, কাঁকড়া প্রভৃতি ধরিয়া খায়। ফলের মধ্যে তরমুজ, ফুটী, বেল ও আম্রাদি খাইতে ভালবাসে। অন্ধকার রাত্রিতে বিল বা জলাভূমির ধারে যখন কাঁকড়া ও শম্বুকাদি ধরিয়া খাইতে যায়, তখন ইহারা নিজের দন্ত পেষণ দ্বারা অগ্নি বা আলো বাহির করে, ঐ আলোতে ইহারা সমস্ত দেখিতে পায়, এজন্য খ্যাঁকশিয়ালকে লোকে 'উল্কামুখী' বলে।

ইহারা মধু খাইতে বড় ভালবাসে। মৌমাছির চাক দেখিতে পাইলেই খাইবার জন্য তাহা ধরিতে যায়। মৌমাছির হুলের যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে, তথাপি মধুর আশা ছাড়ে না। ইহারা কষ্ট সহ্য করিয়াও ৫।৬ বার ঐরূপ তাড়া দিয়া ও মৌমাছির কামড়ে জ্বালাতন হইয়া ডিমশুদ্ধ মৌ-চাক খাইয়া ফেলে।

ইহাদের শরীর ২১।২২ ইঞ্চি ও লাঙ্গুল প্রায় ১২।১৩ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। লেজ অতিশয় কোমল লোমাবৃত, শেষভাগে কালদাগ আছে। সমস্ত গায়ের লোম ঈষৎ পাটলবর্ণ, কেবল গলার কাছে ঈষৎ শাদা। মুখ সরু, কাণ তিন কোণা, দাঁত অতিশয় ধারাল ও চক্ষুঃ সতেজ। যখন শিকার অন্বেষণে যায়, লেজ মাটিতে লুটাইতে থাকে। দৌড়াইবার কালে লেজ সোজা করে ও যখন কুকুরেরা ইহাদিগকে আক্রমণ করে, তখন লেজ একেবারে খাড়া করিয়া পলায়ন করে। ইহাদের মাংস খাইতে ভাল নয়, তথাপি কোন কোন দেশের লোক ভক্ষণ করিয়া থাকে।

থাকিবার জন্য মাটির মধ্যে ৪ হাত নিম্নে ইহারা যে গর্ত্ত কাটে, তাহার চার পাঁচটী প্রবেশদ্বার থাকে। আর বাসস্থান হইতে বরাবর কতকগুলি পথ কাটিয়া মুখ বন্ধ রাখে। ঐ সকল পথের বড়টীতে ও ঠিক মাঝখানে ইহারা শাবক প্রসব করে। জলা জমির মধ্যে বা পুষ্করিণীর পাড়েও বাসা করিয়া থাকে। এরূপ কৌশলের সহিত গর্ত্তের মুখ কাটে যে, বর্ষাকালেও ইহার মধ্যে এক ফোঁটা জল প্রবেশ করিতে পারে না। কোথাও কোথাও ইহারা পুরাতন বৃক্ষাদির কোটরের মধ্যেও বাসা করিয়া থাকে।

ফাল্গুন হইতে বৈশাখমাসের মধ্যে খ্যাঁকশিয়ালী এককালে

৩টী ছানা প্রসব করে। সূর্য্য উঠিলে খাঁকশিয়ালী আর রৌদ্রে বাহির হয় না। শাবকেরাও পূর্ণবয়স্ক না হইলে বাহিরে যায় না। বাচ্ছা খ্যাঁকশিয়াল অত্যন্ত পোষমানে ও কুকুরাদি পালিত জন্তুর ন্যায় নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে লাফাইয়া খেলা করে। কিন্তু ইহারা বেশীদিন ঐরূপ অবস্থায় থাকে না, একটু বড় হইলেই প্রায় পাগল হইয়া পড়ে।

মেরুর নিকটবর্ত্তী বরফাবৃত দ্বীপ ও দেশসমূহে যে সকল খ্যাঁকশিয়াল (Canis legopus) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সচরাচর শাদা লোমযুক্ত। তাহারা আপনাদিগকে দুরন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বতের গুহার মধ্যে আশ্রয় লয় বা বালুকাময় জমির মধ্যে গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে বাস করে।

ইহারা সচরাচর লেমিঙ্ (উত্তরদেশবাসী ইন্দুরের মত জন্তু), বেজী ও খরগোস্ প্রভৃতি জন্তু ও সকলপ্রকার জলচর পক্ষী ও তাহাদের ডিম খাইয়া থাকে। এমন কি সমুদ্রের ধারে মৃত মৎস্য ও শম্বুকাদি তুলিয়া খাইতে ঘৃণা বোধ করে না।

রাজপুতানা, সিন্ধু ও কচ্ছ প্রভৃতির বালুকাময় প্রদেশে একপ্রকার খ্যাঁকশিয়াল (Vulpes leucopus) আছে। ইহাদিগকে দেখিতে পিঙ্গলবর্ণ। মুখ ও শরীরের দুই পার্শ্ব শাদা। ঘাড় ও পাছা পাঁশুটে রঙ্গের। স্থলবিশেষে শাদা ও কাল হইয়া থাকে। পা ছোট ছোট। ইহারা সাধারণতঃ ২০ ইঞ্চি লম্বা হয়। এক একটীর পা হইতে শরীরের অর্দ্ধেক কাল ও উপরের ভাগ শাদা ও ঐ দুই বর্ণের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কটা রংএর ব্যবধান আছে। অম্বালায় এই জাতীয়েরা নদীর বালুময় বেলাভূমিতে বাস করে। হান্সীর নিকটস্থ বালুকাময় পর্ব্বতে এই জাতীয় খ্যাঁকশিয়ালেরা অত্যন্ত মাংসাসী। তাহারা একপ্রকার ইন্দুর খাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহাদের গায়ে যখন লোম থাকে, তখন বড়ই সুন্দর দেখায়।

হিমালয়ে নেপাল হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত নানা স্থানে একপ্রকার পাহাড়ী খ্যাঁকশিয়াল (Vulpes montanus) দেখা যায়। কাশ্মীরবাসীরা ইহাকে "লো" ও নেপালীরা "ওয়ামো" বলিয়া থাকে।

ইহাদের মুখ হইতে সমগ্র দেহটী ৩০ ইঞ্চি লম্বা ও লেজ ১৯ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ইহাদের গায়ের বর্ণ পাণ্ডু। ঘাড় শাদা, পিঠের মাঝখান কাল, পশ্চাতের পা ও লেজ ধূসরবর্ণের, কাণ দুটী মখমলের ন্যায় কাল ও লোমযুক্ত। ইহাদের গায়ে অধিক পরিমাণে লোম জন্মাইয়া থাকে। সচরাচর ২ ইঞ্চি লম্বা ও পশমের ন্যায় কোমল হয়। যখন ইহাদের লোম থাকে, তখন দেখিতে অতি সুন্দর। ইহারা উচ্চিংড়ে আদি অথবা তিত্তির, পেরু প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী মারিয়া খায়।

পঞ্জাব প্রদেশের খ্যাঁকশিয়াল (Vulpes pusillus) দেখিতে ঠিক পাহাড়ী খ্যাঁকশিয়ালের মত, কিন্তু আকারে ঢের ছোট। সিকিমের খ্যাঁকশিয়ালকে (Vulpes fuliginosus) তথাকার অধিবাসীরা "থেকী" বলিয়া থাকে। ভোটরাজ্যের রাজধানী লাসানগরে একপ্রকার পিঙ্গলবর্ণ আভাযুক্ত খ্যাঁকশিয়াল (V. flavescens) দেখা যায়। ইহাদের গাত্রে সুন্দর, বড় বড় লোম প্রচুর পরিমাণে আছে। কাণগুলি কাল এবং খুঁটীবিশিষ্ট, দেখিতে বড়ই সুন্দর।

খ্যাত (ত্রি) খ্যা-ক্ত। ১ কথিত। ২ বিশ্রুত। (অমর) ৩ খ্যাতিযুক্ত। পর্য্যায়—প্রতীত, প্রথিত, বিত্ত, বিজ্ঞাত, বিশ্রুত। "অমিতম্পচমীশানং সর্ব্বভোগিনমুত্তমম্।
আবয়োঃ পিতরং বিদ্ধি খ্যাতং দশরথং ভুবি।" (ভট্টি ৬।৯৭)

খ্যাতগর্হণ (ত্রি) খ্যাতা প্রসিদ্ধা গর্হণা নিন্দা, যস্য বহুব্রী। অবগীত, যাহার নিন্দা সকলেই জানে।

খ্যাতব্য (ত্রি) বক্তব্য, যাহা বলিবার উপযুক্ত, যাহা বলা হইবে।

খ্যাতগর্হিত (ত্রি) খ্যাতং গর্হিতং গর্হণং যস্য বহুব্রী। অবগীত। (জটাধর)

খ্যাতি (স্ত্রী) খ্যা-ক্তিন্। ১ প্রশংসা। ২ প্রসিদ্ধি। ৩ কথন। ৪ প্রকাশ। ৫ জ্ঞান। "খ্যাতিঞ্চ সত্ত্বপুরুষান্যতয়াধিগম্য, বাঞ্ছন্তি তামপি সমাধিভৃতো নিরোদ্ধুং।" (মাঘ ৪।৫৫) ৬ মহত্তত্ত্ব।
"মনো মহান্ মতি র্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।"
(সাংখ্যভাষ্য)

খ্যাতিকর (ত্রি) যে খ্যাতি করে।

খ্যাতিঘ্ন (ত্রি) যে খ্যাতিনাশ করে।

খ্যাতিমৎ (ত্রি) খ্যাতি-মতুপ্। খ্যাতিযুক্ত।

খ্যাতাপন্ন (ত্রি) খ্যাত্যা আপন্নোযুক্তঃ ৩তৎ। যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

খ্যান, ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবি জাতিবিশেষ। উত্তর বঙ্গে ইহাদিগকে খ্যাম্ ও আসাম অঞ্চলে কোলিতা বলে। ইহারা কায়স্থের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোচবিহার রাজসরকারে দৈবজ্ঞের কর্ম্ম করিতেন। ইহাদের দেখিতে অতি সুশ্রী, মুখ চৌড়া অথচ যোয়াল, সুগোল, নাক বাঁশীর মত, চক্ষু পটোল চেরা দেহ ধার্ম্মিক হিন্দুর মত উজ্জ্বল।

ইহাদের মধ্যে অলম্বীশ, অলম্যান, অগ্নিবাৎস, কংসারি, কাশ্যপ, কৌচমধি, মধুকুল্য, মুগ্রীশ প্রভৃতি গোত্র আছে।

সগোত্রে এবং পিণ্ড বাধিলে ইহাদের বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ চলিত আছে। প্রায় ৫ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে বালিবার বিবাহ হয়। বিবাহের কার্য্য-কলাপাদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা বরকে উপহার পাঠাইয়া থাকে। বর ঐ উপহার গ্রহণ করিলে বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ নিষিদ্ধ।

ইহারা গোঁড়া হিন্দু। অধিকাংশ লোকেই শাক্ত, বৈষ্ণবও অল্প দেখা যায়। পূজা, বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গল-কার্য্যে ইহারা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে। সামাজিক মর্য্যাদায় ইহারা অন্য নীচ জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যেরা ইহাদের হাতের জল ও মিষ্টান্ন খাইতে পারে।

খ্যাপক (ত্রি) খ্যা-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ জ্ঞাপক। ২ প্রকাশক।

খ্যাপন (ক্লী) খ্যা-ণিচ্-ল্যুট্। প্রকাশন।

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসা ধারণেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি।" (মনু)

খ্রীষ্টান (খৃষ্টান্—ইং Christian) যীশুখৃষ্টভক্ত ও তন্মতাবলম্বী সম্প্রদায়।

খৃষ্টভক্তগণ বলিয়া থাকেন—"সেই অসীম অনন্ত শক্তিমান্ বিশ্বব্যাপী জগদীশ্বর পরম প্রীতিতে পবিত্রাত্মাসমূহ (Intelligences) আর এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। পবিত্রাত্মাগণ ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, প্রেমসম্ভোগ এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার স্বরূপতা লাভ করিতে অধিকারী হইয়াছিল। ঈশ্বর তাহাদিগকে কামাবসায়িতা (Free Will) দান করিলেন। সুতরাং তাহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে লাগিল। স্বইচ্ছাবশে ক্রমে তাহাদের মন কলুষিত হইল। তাহা হইতেই পাপের উৎপত্তি, ক্রমে পাপের বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে দারুণ মনস্তাপ। সয়তান ও তাহার দূতগণই সেই অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহারা যত পাপের ভার সরল প্রকৃতি মানবের উপর আরোপ করিতে চাহিল। তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাই অভাগা মানবজাতি এত সন্তপ্ত, এত পীড়িত ও এত পাপগ্রস্ত। মানবের পাপমোচন, জগতে ন্যায় ও সুখরাজ্যস্থাপন এবং মানবজাতিকে আবার পবিত্রতা ও পূর্ব্বগৌরব প্রদান করিবার জন্য ভগবান্ প্রিয়পুত্র যীশুখৃষ্টকে ধরাতলে প্রেরণ করেন। যিনি সেই যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মোপদেশ প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, যিনি তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকেন এবং যিনি তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই খৃষ্টান্ বলা যায়।" (Rev. Charles Buck's Theological Dictionary, p. 65, 69.)

৩০৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পণ্ডিত ল্যাক্টেন্সিয়াস্ লিখিয়াছেন—"যাহারা স্থলপথে চুরি ও জলপথে ডাকাতি করে, তাহারা খৃষ্টান নয়। স্ত্রীঘাতী, পতি বা পুত্রঘাতিনী, ভ্রূণহত্যাকারী, কন্যাগমনকারী, যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অপরকে কামনা করে অথবা ভিন্নপুরুষে দেহবিক্রয় করে, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও খৃষ্টান বলি না, যে কোনরূপ পাপকার্য্য করে, যে মনেও অপরের অনিষ্ট করিতে অভিলাষী, সেও কখন খৃষ্টান নয়।"

খৃষ্টধর্ম্মবেত্তা অরিগেন বলেন, "যাহার ধনস্পৃহা নাই, নিজের অধিকৃত সম্পত্তি অন্যে অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেও যে কুণ্ঠিত হয় না। সরলতা, পবিত্রতা ও উদারতা যাহাদের অলঙ্কার, তাহারাই প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী।" (J. Eadie's Biblical Cyclopædia.)

যীশুখৃষ্টের ভক্তগণ কোন্ সময়ে কাহা দ্বারা "খৃষ্টান্" নাম পাইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। কাহারও মতে অন্তিয়োক নগরে এই নামের প্রথম উৎপত্তি হয়। তথায় অপরাপর সম্প্রদায়গণ য়িহুদী হইতে পৃথক্ করিবার জন্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়কে বিদ্রূপভাবে "খৃষ্টান্" বলিয়া ডাকিত, তখন হইতে এই নাম চলিয়া আসিতেছে।

প্রধানতঃ খৃষ্টান্-সম্প্রদায়কে এই কএকটী মত মানিয়া চলিতে হয়—

১ম—বাইবেল বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের বাক্য, সুতরাং ইহার সমস্তই প্রামাণ্য ও গ্রাহ্য।

২য়—বাইবেল সর্ব্বোতোভাবে আলোচ্য।

৩য়—ঈশ্বরের একত্ব এবং ঈশ্বর, যীশু ও দিব্যাত্মা (Holy Ghost) এই ত্রিত্ব (Trinity) স্বীকার।

৪র্থ—আদি মানবের পতনই মানবজাতির পাপের কারণ।

৫ম—মানবের ত্রাণের জন্য খৃষ্টের আত্মোৎসর্গ, তিনি ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র ও অবতার, তাঁহার কার্য্য-কলাপাদি বিশ্বাস্য বলিয়া স্বীকার্য্য।

৬ষ্ঠ—ভক্তি ও একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা পাপীর মুক্তি।

৭ম—পাপীর পরিত্রাণ ও পবিত্রতা সম্পাদন দিব্যাত্মার কার্য্য।

৮ম—আত্মা অবিনশ্বর, খৃষ্টদেহের পুনরুত্থান, মহাত্মা যীশুর শেষবিচারে দুষ্টের অনন্ত শাস্তি এবং শিষ্টের অনন্ত স্বর্গীয় সুখলাভ।

৯ম—খৃষ্টীয় যাজকমণ্ডলীর ধর্ম্মমত ঐশ্বরিক বলিয়া স্বীকার; খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কর্ম্মকাণ্ড চিরদিন প্রতিপাল্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্য; খৃষ্টের ক্রুশারোপে মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে সন্ধিভোজ (Lords' Supper) সত্য বলিয়া বিশ্বাস।

যীশুখৃষ্টের পূর্ব্বে জেরুজিলম্, অন্তিয়োক প্রভৃতি স্থানে য়িহুদীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাঁহাদের যাজকেরা অর্থলোভী ও বড়ই অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। কুসংস্কার ও অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য খ্রীষ্ট নানাস্থানে স্বীয় মত প্রচার করিয়া বেড়ান। তিনি যে সকল মত প্রচার করেন, তাহার অনেক য়িহুদীজাতির প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে আছে। ইহাতে বোধ হয়, তৎপ্রবর্ত্তিত খৃষ্টান্ ধর্ম্ম য়িহুদীধর্ম্মেরই সংস্কার এবং প্রাচীন য়িহুদী ধর্ম্ম হইতেই খৃষ্টান্‌ধর্ম্মের উৎপত্তি।

যীশু আপনার ১২ জন প্রধান শিষ্যকে সাধারণের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই বার জনের ধন, মান বা শিক্ষা কিছুই ছিল না। তথাপি তাঁহাদের কথা শুনিয়া শত শত ব্যক্তি খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে জেরুজিলম্ নগরে প্রথম খৃষ্টান্-সমিতি হয়। এই সময়ে য়িহুদীরা খৃষ্টানের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল। অনেক কষ্টে অনেক দুঃখ সহ্য করিয়া খৃষ্টের প্রধান শিষ্যগণ জেরুজিলম্ অন্তিয়োক, ইফেসাস্, স্মির্ণা, এথেন্স, কোরিন্থ, রোম ও আলেকজেন্দ্রিয়ানগরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম জেরুজিলম্‌নগরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির স্থাপিত হয়, সেই জন্য খৃষ্টানেরা জেরুজিলম্‌কে খৃষ্টীয় সমাজের জননী ও মহাপুণ্যভূমি বলিয়া জ্ঞান করেন।

[যীশুখৃষ্ট ও বাইবেল শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

খৃষ্টের প্রধান শিষ্যগণ যে সকল সমাজ স্থাপন করেন, পরবর্ত্তীকালে তাহাই খৃষ্টীয় মতাবলম্বীগণের মহাপুণ্যভূমি ও ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিল। এই সময়ে পাশ্চমে রোমনগরী ও পূর্ব্বে অন্তিয়োক প্রধান খৃষ্টীয়সমাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম মত এক বটে, কিন্তু উত্তরকালে নানাজাতির নানা মত ও বিশ্বাস ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়া এক খৃষ্টান্ ধর্ম্ম নানা আকার ধারণ করিল, তাহাতে সময়ে সময়ে কএকটী সমাজ হয়। রোমান্ ক্যাথলিক, সিরীয়ক, যাকুবী, নেষ্টোরী, আর্ম্মাণী, গ্রীক, প্রোটেষ্টাণ্ট, জেস্যুট প্রভৃতি।

রোমক-সমাজ।

বিপক্ষবাদীগণের অত্যাচারে আদি খৃষ্টানেরা "ক্যাথলিক" অর্থাৎ সার্ব্বজনিক বা সাধারণ মতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেন, তখন হইতে এই নাম হইয়াছে। এখন ক্যাথলিক বলিলে রোমান্ ক্যাথলিক (Roman Catholic) নামক খৃষ্টান-সমাজ বুঝায়। ক্যাথলিকেরা রোমরাজ্যের অধিপতি পোপকে যাবতীয় খৃষ্টানের ধর্ম্মপিতা মানিয়া অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, মানবগণ মেষপাল, পাছে তাঁহাদের একতাবন্ধন ছেদন হয়, তাই যীশুখৃষ্ট আপন প্রধান শিষ্য সেণ্টপিটরকে মেষপালকরূপে নিযুক্ত করেন। রোমনগরে সেণ্টপিটর থাকিতেন। এখানে থাকিয়া তিনি সাম্য ও মুক্তিমার্গ প্রকাশ করেন। খৃষ্টের আদেশ ছিল, সেণ্টপিটরের পর তাঁহার উত্তরাধিকারীও "মেষপালক" হইবেন। রোমের পোপ সেণ্টপিটরের স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী, সুতরাং যখন যে পোপ হইবেন, তিনিই তখন "মেষপালক"।

রোমান্ ক্যাথলিকদিগকে ধর্ম্মকার্য্যে ৭টী শপথ প্রতিপালন করিতে হয়;—খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ, ক্রুশারোপের পূর্ব্বরাত্রে খৃষ্টের সশিষ্যভোজ-পর্ব্ব, নিগ্রহস্বীকার (Penance), মৃত্যুকালে তৈলমর্দ্দন (Extreme unction), ধর্ম্মাধিকার (Orders) ও পাণিগ্রহণ।

এই সমাজের ধর্ম্মাধিকারে অনেকগুলি পদ আছে;—প্রথম পোপ (Pope) অর্থাৎ সকলের ধর্ম্মপিতা, তৎপরে কার্ডিনাল (Cardinal) অর্থাৎ খৃষ্টীয় সমাজের রাজা প্রভৃতি মহাজন (যাঁহারা পোপের নির্ব্বাচনে অধিকারী), তৎপরে পেট্রিয়ার্ক (Patriarch) অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মগুরু, তাঁহার অধীনে আর্চ্চ বিশপ (Arch-bishop) অর্থাৎ ধর্ম্মাচার্য্য, তাঁহার অধীনে বিশপ (Bishop) অর্থাৎ মহাপুরোহিত, তৎপরে পুরোহিত (Priest), ও সামান্য যাজক (Deacon)

রোমান্ ক্যাথলিকেরা সাকার উপাসক, ঈশ্বর, যীশু ও পবিত্রাত্মা (Holy Ghost) তাঁহাদের উপাস্য, এ ছাড়া তাঁহারা মেরি প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদিগকেও বিশেষ ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে রোমাধিপতি পোপের প্রবল প্রতাপে সমস্ত য়ুরোপ ক্যাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। উক্ত মহাদেশে প্রবল পরাক্রান্ত রাজাধিরাজ হইতে কুটিরবাসী দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই পোপের পদানত হইয়াছিল। পোপ অথবা তন্নিযুক্ত ধর্ম্মাধিকারি (Orders)-গণের বিনা আদেশে কেহ কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিত না। সে সময়ে অনেকেই ভাবিয়াছিল, পোপই বুঝি দেবতা, ঈশ্বরের অংশ! তাঁহার ভয়ে কেহ একটী কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না। সে সময়ে পোপ খৃষ্টীয় ধর্ম্মাগারে বসিয়া যে সকল অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তৎকালে যে কোন খৃষ্টান্ পোপের নিয়ম-ভঙ্গ করিতেন, যথাকালে তাঁহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাঁহাকে নরকে যাইতে হইবে, এই বিশ্বাস সকলেরই ছিল। অধিক কি, শিশুর নামকরণে ও যে কোন বিধর্ম্মী-সংসর্গ করিত, কিম্বা যে কোন বিধর্ম্মী পোপের আদেশ পালন না করিত, তাহার আর নিস্তার ছিল না। এরূপ কত শত ব্যক্তি অসময়ে কালের

[illegible] করিয়াছে, অন্য সহস্র লোক অন্যায়রূপে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে! আবালবৃদ্ধবনিতা সহস্র ব্যক্তি অশেষ মনোকষ্ট পাইয়াছে! যুরোপের এমন দেশ নাই যে পোপের সেই ধর্ম্মদণ্ডবিধি (Inquisition) হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। সর্ব্বজীবে প্রেম যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, সেই ধর্ম্মের সর্ব্বময় কর্ত্তার এই কাজ! খৃষ্টীয় ইতিহাসে বিষম কলঙ্ক! সে কলঙ্ক কখন কি দূর হইবে?

ক্যাথলিক হইতে যেশুইট (Jesuit) সম্প্রদায়ের জন্ম। "যেশুইট" অর্থাৎ যীশুর সমাজ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনদেশবাসী ইগ্নেশিয়স লয়োলা (Ignatius Loyola) নামে একব্যক্তি এই সমাজ স্থাপন করেন। তখনও স্পেন প্রভৃতি দেশ পোপের ধর্ম্মনীতির অধীন ছিল। পোপের আদেশ না লইয়া কোন নূতন ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করিতে কাহারও অধিকার ছিল না। সুতরাং লয়োলা পোপকে জানাইলেন, "ঈশ্বরাদেশে তিনি এই সমাজ স্থাপনে অগ্রসর, এখন তাঁহার অনুমতি সাপেক্ষ।" পোপ ও তাঁহার সদস্যগণ লয়োলার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। লয়োলা দেখিলেন, পোপকে হাতে রাখা চাই, নহিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। আবার এই বলিয়া আবেদন করিলেন, "এই সমাজ পোপের সম্পূর্ণ অধীন। এই সমাজের লোক বিশুদ্ধ চরিত্র, ধর্ম্মানুরক্ত, পোপের আজ্ঞাধীন ও অতি দীন দরিদ্র হইতে চায়। ইহার সন্তান যখন যাহা লাভ করিবে, তাহাতেই ধর্ম্মপিতার অধিকার। যে জাতি এই সমাজ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, তাহারা পোপের প্রজা ও পোপকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া স্বীকার করিবে।" এতটা প্রলোভন—মহামতি পোপ কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না। আবেদন গ্রাহ্য হইল। তখন যেশুটেরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বতন খৃষ্টীয় যাজক ও যতিগণের নিয়ম ছিল, তাঁহারা সাংসারিক কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবেন না, নির্জ্জনে নিভৃত স্থানে বসিয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তা করিবেন ও অজ্ঞানান্ধকে জ্ঞানালোক প্রদান করিবেন। কিন্তু যেশুটসমাজ এ সকল বাঁধাবাঁধির ভিতর রহিলেন না। নিয়ম হইল, অপর খৃষ্টীয় যাজক, যতি ও প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, এই সমাজের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব থাকিবে না। এই সমাজের লোক দেশ, কাল, অবস্থা ও প্রয়োজনভেদে কখন যুক্ত অসিহস্তে, কখন দীনদরিদ্রবেশে, কখন রাজপ্রাসাদে, কখন বা কৃষকের শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া স্বপ্রবর্ত্তন, উদ্দীপন অথবা সংশোধন দ্বারা স্ব স্ব কার্য্য উদ্ধার করিবেন। যেরূপে হউক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করাই এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। যেশুটেরা পোপের নিকট সনন্দ পাইলেন। সেই সনন্দ বলে তাঁহারা পোপের ধর্ম্মনীতির অধীন যুরোপের সকল ক্যাথলিক রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে, পল্লীতে ও জঙ্গলে নানাস্থানে যেশুটের পাঠবিধিতে বক্তৃতার স্রোত বহিতে লাগিল। সভ্য অসভ্য উচ্চ নীচ শত শত ব্যক্তি যেশুটের মত গ্রহণ করিল। যেশুটেরা কত রাজার ও রাজপরিবারের দীক্ষাগুরু ও ধর্ম্মগুরু হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কেবল ধর্ম্মপ্রচার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। পোপের সনন্দ বলে ভারত ও আমেরিকায় গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। যুরোপের নানাস্থানে তাঁহাদের বাণিজ্যালয় স্থাপিত হইল। বাণিজ্যের লোভে তাঁহারা দেশবিদেশে গিয়া উপনিবেশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বণিকের বেশে যেশুটেরা দক্ষিণ আমেরিকায় অন্তবর্ত্তী শস্যশালী পারাগুয়া-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। তাঁহারা এখানকার আদিম অধিবাসীদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অসভ্যেরা তাঁহাদের নিকট সভ্য হইল। যাহাতে সেখানকার আদিম অধিবাসীরা অপর কোন যুরোপীয়জাতির সহিত মিশিতে না পারে, তাহারও রীতিমত বন্দোবস্ত হইল। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার প্রয়োজন, তাই যেশুটগণ অধিবাসীদিগকে গোলাগুলি ও অস্ত্র চালনা শিখাইলেন। এখন আর যেশুটেরা দীনহীন ধর্ম্মপ্রচারক নয়, এখন পরাক্রান্ত বণিক ও অধিপতি। একসময়ে পোপের নিকট যাঁহারা "দীনদরিদ্র" থাকিবে বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন, সেই শপথ বেশ রক্ষা হইল!

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোমান্ ক্যাথলিকেরা ভারতবর্ষে ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অধিকাংশই পর্ত্তুগীজ। কিন্তু তৎকালে পর্ত্তুগীজসৈন্য ও দেশীয় রাজগণের দারুণ উৎপীড়নে পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান্ যতিগণ কিছুই করিতে পারেন নাই। সে সময় ভারতবাসীরা খৃষ্টান্ যতিগণের প্রতি যেরূপ ঘোর অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে ধার্ম্মিকের হৃদয় বিগলিত হয়! খৃষ্টান্ যতিগণের সঙ্গে শত শত অপর ব্যক্তিরও রক্তপাত হইয়াছিল। তৎকালে কেবল পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত গোয়া প্রভৃতি স্থানে নির্ব্বিবাদে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল।

পর্ত্তুগালরাজ এমানুয়েল (১৪৯৫-১৫২১ খৃঃ অঃ) ও তৎপুত্র ৩য় জন (১৫২১-৫৭ খৃঃ) ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই যত্নে দুয়ার্তি নুনেজ (Duarte Nunes a Dominican) নামে এক ব্যক্তি (১৫১৪-১৭ খৃঃ অঃ) সর্ব্বপ্রথম বিশপ (Bishop)

আপনাদেরা অসম্ভব ও ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। তাঁহারা বাহিরে সন্ন্যাসী, কিন্তু এদিকে গুপ্তভাবে মদ, মাংস ও রমণীর সেবা করিতেন।"

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে যেশুট-সন্ন্যাসী রবার্টের মৃত্যু হইলে যেশুটেরা কিছুকাল তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রলোভনে মদুরা, ত্রিশিরাপল্লী, তঞ্জোর, তেলিঙ্গা, সালেম প্রভৃতিস্থানের অনেক নীচজাতি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়।

এদিকে গোয়ানগরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্য (Arch-bishop) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানেরা একদিকে ভারতে রাজ্য বিস্তার ও অপরদিকে অসিবলে খৃষ্টধর্ম প্রচারে অগ্রসর হইলেন। পোপ য়ুরোপে যে দারুণ দণ্ডবিধি (Inquisition) প্রচার করেন, পর্ত্তুগীজাধিকৃত ভারতমধ্যেও সেই নিয়ম চলিল। পর্ত্তুগীজের অত্যাচার ভারতময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এই দোষেই ভারত হইতে পর্ত্তুগীজের পরাক্রম চিরদিনের মত খর্ব্ব হইল। [পর্ত্তুগীজ দেখ।]

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের প্রধান প্রধান খৃষ্টানেরা যেশুটদিগের ধর্মপ্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে আরম্ভ করিল, "যেশুটদিগকে প্রকৃত ধর্মপ্রচারক বলা যাইতে পারে না, তাহারা য়িহুদীর নিকট য়িহুদীর মনোমত কথা কয়, মুসলমানের নিকট মুহম্মদের দোহাই দেয়, হিন্দুর নিকট আবার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হয়। এরূপ প্রতারক ও স্বার্থপর সমাজের দ্বারা খৃষ্টীয় সমাজের প্রকৃত হিতসাধন হইতে পারে না।"

যেশুটেরা আপনাদিগের ধর্মনীতির নিগূঢ়রহস্য অপরিচিত কিম্বা স্বদলস্থ কোন ব্যক্তির নিকট কখন প্রকাশ করিতেন না। প্রোটেষ্টাণ্টদিগের অভ্যুদয়ে পোপের অসাধারণ ক্ষমতার হ্রাস হয়, য়ুরোপীয় প্রধান প্রধান খৃষ্টীয় পণ্ডিত পোপের অধীনতা অস্বীকার করেন। সেই বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্যই যেশুটেরা নিঃস্বার্থ হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের ধর্মনীতির সহিত পোপ এবং যেশুট সমাজের স্বার্থ জড়িত ছিল। যেশুটের মধ্যে অসাধারণ পণ্ডিত ও অনেক মহাপুরুষ থাকিলেও কেবল স্বার্থের জন্য তাঁহাদের অধঃপতন হইল। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে যেশুটেরা দূরীভূত হন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অপর রাজ্য হইতে তাড়িত হইলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৪শ) ক্লেমেণ্ট নামক পোপ সাধারণের প্রতিবাদে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া যেশুট সমাজ একবারে উঠাইয়া দিলেন। যেশুটেরা আবার রোমান্ ক্যাথলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

জাতিভেদ অস্বীকার ও সার্ব্বজনিক ভ্রাতৃভাব-স্থাপন খৃষ্টান ধর্মের প্রধান অঙ্গ। আদি খৃষ্টানগণ এইরূপ আচরণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন, এই জন্যই সমগ্র য়ুরোপ সমাদরে তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমক সমাজের প্রাদুর্ভাবকালে এই নিয়ম রক্ষিত হয় নাই, তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের অনেক লোককে খৃষ্টান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদপ্রথা উঠাইতে পারেন নাই। এমন কি উপাসনার সময়ে গির্জাতেও উচ্চজাতি অগ্রে বসিতেন ও নীচজাতি পশ্চাতে থাকিত, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উপাসনার সময়ও বসিবার আসন পাইত না। দাক্ষিণাত্যে যে সকল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু দীক্ষিত হন, তাহারা নীচজাতির উপর কর্তৃত্ব ও যাজকতা করিলেন, কিন্তু নীচজাতি উচ্চশ্রেণীর কখন কোন কার্য্য করিতে পারিত না। বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যে যাহারা খৃষ্টান্ হইয়াছেন, তাঁহার নাম মাত্র খৃষ্টান্। হিন্দুজাতির প্রধান অঙ্গ বর্ণভেদপ্রথা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও দাক্ষিণাত্যে সেই সকল দেশী খৃষ্টানের বংশধরেরা অনেকে প্রায় পূর্ব্বভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন প্রবল স্রোত বহিয়াছে, আর বুঝি থাকে না। এই ভারতবর্ষে দেশী ও বিদেশী লইয়া এখন প্রায় চৌদ্দলক্ষ ক্যাথলিক খৃষ্টানের বাস। ইংরাজ রাজত্বে য়ুরোপের প্রায় সকল দেশের ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকগণ ভারতে অবস্থান করিতেছেন। অধিকাংশ ক্যাথলিক্ গির্জা ও খৃষ্টীয় যাজক গোয়ার ধর্ম্মাচার্য্যের অধীন।

সিরীয়ক-সমাজ।

সিরীয়ক খৃষ্টান সমাজ অতি প্রাচীন, অন্তিয়োক ও জেরুজিলমের প্রধান ধর্মগুরু (Patriarch) অধীন। পূর্ব্বকালে এই সমাজ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই সমাজের অধীনে ১১৯ জন বিশপ (Bishop) এবং প্রায় দশলক্ষাধিক খৃষ্টান্ ছিলেন। এখন এই সমাজ মেরোনাইট, যাকুবী, আসল সিরীয়ক ও মেল্‌কাইট্ (গ্রীক), এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যীশুখৃষ্টের অবতার সম্বন্ধে এই সমাজে এক গোলযোগ উপস্থিত হয়। ৪৪ খৃষ্টাব্দে ইউটিকেস্ (Eutyches) নামে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের একজন পাদ্রী প্রচার করেন যে, যীশুখৃষ্টের অবতার হইবার পূর্ব্বে তাঁহার আত্মা ঈশ্বরে মিলিত ছিল, অবতার হইবার পরেও আত্মার সেই পূর্ব্বভাব যায় নাই। খৃষ্টের দৈব ও মানব এই দুই প্রকৃতি থাকিলেও মানবপ্রকৃতি দৈবপ্রকৃতিতে

মিশিয়া গিয়াছিল। এই মতভেদ লইয়া সিরীয়কসমাজে বিষম তর্কবিতর্ক চলিল। কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রধান ধর্ম্ম-গুরু (Patriarch) ফ্লবিয়ান্ এক মহাসমিতি আহ্বান করিলেন। এই মহাসমিতিতে উক্ত মত অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে ইউকেসাসের মহাসভায় ইজিপ্টের খৃষ্টীয় উদাসীনগণের প্রবল আন্দোলনে ইউটিকেসের মত আবার সাদরে গৃহীত হইল। ফ্লবিয়ান্ ও তাঁহার সহচরগণ পদচ্যুত হইলেন। তখন সিরীয়কসমাজে উপরোক্ত মত খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বলিয়া প্রচারিত হইল। যাহা হউক, এই মত অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কালসিডনের মহাসভায় ৬৩০ জন বিশপের বিচারে স্থির হইল, পূর্ব্বমত নিতান্ত অসঙ্গত ও খৃষ্টীয়ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য; যীশুখৃষ্টের দৈব ও মানবপ্রকৃতি একত্র নিবদ্ধ, বস্তুগত্যা কোন প্রভেদ নাই। ইউটিকেসের মত লইয়া এই সময়ে কএকটী সম্প্রদায় হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহার মত প্রায় শতাধিক-বর্ষ চলিয়াছিল। উক্ত মতাবলম্বীগণের মধ্যে পরবর্ত্তীকালে কেহ কেহ আবার মনফাইসাইট্ (Monophysites) অর্থাৎ খৃষ্টে একপ্রকৃতিবাদী নামে বিখ্যাত হন। সেই এক-প্রকৃতিবাদ এখনও যাকুবী (Jacobite) সমাজে প্রচলিত।

ইউকাইটিকী মতবৈষম্য হইতেই সিরীয়ক সমাজের পূর্ব্ব-গৌরব খর্ব্ব হইবার সূত্রপাত হয়। শেষে ইস্লামধর্ম্মের অভ্যুদয়ে নিতান্ত অবনতি ঘটিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, এই সমাজের উপর অনেক বিপদ্ গিয়াছে। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে মেরোনাইট্গণ মুসলমানের অত্যাচারে লেবেনন পাহাড়ে বাস করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করেন। এই মেরোনাইট-গণই আদি সিরীয়ক খৃষ্টানবংশসম্ভূত। কাহারও মতে, ৬৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হেরাক্লিয়সের সময়ে সিরীয়কসমাজে মনথেলাইট (Monothelite) অর্থাৎ খৃষ্টে একেচ্ছাবাদী নামে যে এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয় এবং ৬৮০ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ মহাসমিতিতে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া যে সম্প্রদায়ের মত উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই মেরোনাইটগণ তাঁহাদেরই সন্তান। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মেরোণ-আশ্রমে মেরো নামে একজন ধর্ম্মগুরু থাকিতেন, তাঁহাকেই এই সম্প্রদায় আপনাদের প্রধান বলিয়া স্বীকার করায় 'মেরোনাইট' (Meronite) নামে প্রসিদ্ধ হইল। মুসলমানের আধিপত্যকালে সিরীয়ক সমাজের মধ্যে কেবল এই মেরোনাইটগণ ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে জেরুজিলমে রোমকসমাজ স্থাপিত হইলে, ইহারা একেচ্ছাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রোমকসমাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে, মেরোনাইট যাজকদিগের অধ্যাপনার জন্য রোমে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সম্প্রদায় রোমকসমাজের অধীনতা স্বীকার করিলেও, ইঁহারা জাতীয় ক্রিয়াকলাপ ও আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ অধিকারী। সিরীয়ভাষায় ইহাদের উপাসনাদি হইয়া থাকে। ইঁহাদের যাজকযাজকতা করিবার পূর্ব্বে যদি বিবাহিত হন, তবে পত্নীকে লইয়া ঘর করিতে পারেন, কিন্তু যাজক হইবার পরে আর বিবাহ করিবার অধিকার নাই। এই সমাজকে প্রতি দশমবর্ষে পোপের নিকট ধর্ম্মরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিজ্ঞাপন করিতে হয়। এখন মেরোনাইটের সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ হইবে।

যাকুবী বা যাকোবাইট (Jacobite) সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব্বে আদি সিরীয়ক সমাজের মত লইয়া চলিতেন। যাকুববর্দ্দাই (Jacobus Baradaeus) নামে একজন সিরীয়ক যতি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাঁহার নাম হইতে সম্প্রদায়ের নাম যাকুবী হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব নাম মনোফাইসাইট (Monophysite). অর্থাৎ এক প্রকৃতি-বাদী। ইহাদের মতে খৃষ্টের কেবল একই প্রকৃতি আছে, মানবপ্রকৃতিই ক্রমে দৈবভাব ধারণ করিয়াছিল। নেষ্টোরিয়াসের মত-বিরুদ্ধে প্রথমে এই মত উত্থিত হয়। কাল্‌সিডনের সভায় ইউটিকেসের মত উঠিয়া গেলে, সেই সভা হইতেই 'মনোফাইসাইট্' নাম প্রচলিত হয়। এই সভায় স্থির হয় যে খৃষ্টে একাধারে দুইটা প্রকৃতি, উহার পরিবর্ত্তন বা বিভাগ বুঝিবার কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু সাধারণ সিরীয়ক খৃষ্টান্‌গণের তাহা মনোমত হইল না, তর্কবিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, পরস্পর বিরুদ্ধবাদীতে হাতাহাতি, লাঠালাঠী, শেষ রক্তারক্তি আরম্ভ হইল। (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-শতাব্দীতে) মনোফাইসাইট্ সম্প্রদায় আদি সিরীয়ক সমাজ হইতে পৃথক্ হইল। তৎপরে সম্রাট্ যাষ্টিন্ ও যাষ্টিনিয়ান্ এই সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া রোমকসমাজে মিলিত হইলে, ইহাদের মধ্যে বড় গোলযোগ বাধিল। ইহারা পরস্পর একতা হারাইলেন। এই সম্প্রদায় হইতে কতকগুলি নূতন দল হইল। এক দলের নাম হইল 'একেফলই' (Akepholoi)। ৫১৯ খৃষ্টাব্দে এক বিষম তর্ক বাধিল, "খৃষ্টের শরীর ভ্রষ্ট কি না?" অন্তিয়োকের সেবেরাস্ নামক পদচ্যুত বিশপের শিষ্য-গণ (Seberians) প্রচার করিলেন "খৃষ্টের শরীর ভ্রষ্ট।" গজনাস্ নামক বিশপের শিষ্যগণ (Gajanites) বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "খৃষ্টের শরীর কখনই ভ্রষ্ট নয়।" এইরূপে প্রথমদল 'ফর্ত্তোলেট্রিষ্ট' (Phthartolatrist) অর্থাৎ

আর্টোপাসক এবং দ্বিতীয় দল 'অফ্‌থর্তোদোসিটী' (Aphthartodocetæ) অর্থাৎ পূতদেহপূজক বা শিক্ষক নামে পরিচিত হইলেন। দ্বিতীয় দল আবার তর্ক ধরিলেন, "খৃষ্টের দেহ সৃষ্ট কি না?" 'অকৃতিস্তেতোই' (Aktistetoi) অর্থাৎ অসৃষ্টবাদীগণ বলিলেন, "সৃষ্ট নহে।" 'কিষ্টোলট্রিষ্ট' (Kistolatrist) অর্থাৎ সৃষ্টিবাদী প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন, "হাঁ সৃষ্ট।"

ইহাদের মধ্যে "অগ্নিটোই" (Agnoetoi) নামে আর একদল হইলেন, তাঁহারা প্রচার করিলেন, 'খৃষ্ট মানব নয়, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্'। ৫৬০ খৃষ্টাব্দে একপ্রকৃতিবাদীগণের মধ্যে আস্কুনগেশ (Askunages) নামে এক ব্যক্তি ও তৎপরে ফিলোপোনাস্ (Philoponus) নামে এক পণ্ডিত ঘোষণা করিলেন, 'ঈশ্বর, যীশু ও দিব্যাত্মা, এই তিনজনই এক একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর।' কিন্তু এই মত একপ্রকৃতিবাদীগণ খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। ইজিপ্ট, সিরীয় ও মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে এই মতাবলম্বীগণ বহুদিন প্রবল ছিলেন, তাঁহারা আলেকজেন্দ্রিয়া ও আন্তিয়োকের ধর্ম্মগুরুর ধর্ম্মানুশাসন মানিতেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যাকুববর্দ্দাইয়ের অভ্যুদয়ে তাঁহারা স্বাধীন সমাজ স্থাপন করিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর্ম্মানী সমাজভুক্ত হইয়াছেন।

আদি সিরীয়ক খৃষ্টানেরা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বাইবেল সিরীয়ক ভাষায় লিখিত, তাহা দ্বারাই উপাসনাদি হয়। আর আর ধর্ম্মকাণ্ড গ্রীকসমাজের মত। তাঁহাদের পুরোহিতেরা যজন করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু পরে অথবা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। ইহাদের বিশপেরা আদৌ বিবাহ করিতে পারেন না। ইহারা সিদ্ধপুরুষগণের চিত্র রাখেন ও তাঁহাদের স্তবস্তুতি করেন। ইহাদের রমণীরা বড় ধর্ম্মশীলা। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই উপবাসাদি করিয়া থাকেন। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প, পাঁচহাজারের অধিক হইবে না।

নেষ্টোরিয়ান্ (Nestorians)।—সিরীয়কসমাজে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে নেষ্টোরিয়া নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাক্‌পটুতা ও সদুপদেশ শ্রবণে দেশীয় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি ৪২৮ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্তিনোপলের ধর্ম্মগুরু (Patriarch) হইয়াছিলেন। উক্ত উচ্চাসন লাভের অল্পকাল পরেই খৃষ্টের দৈব ও মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক উঠিল। আনাষ্টেসিয়া নামে একজন পুরোহিত নেষ্টোরিয়ার সঙ্গে কনষ্টান্তিনোপলে গিয়াছিলেন। একদিন তিনি উপদেশ দিবার সময়ে কহিলেন, 'কুমারী মেরি ঈশ্বরের বা দৈবপুরুষের মাতা হইতে পারেন না, তিনি মানবখৃষ্টের মাতা।' এই কথা শুনিয়া অনেকে মনে করিলেন, ইহা নেষ্টোরিয়ারই মত। নেষ্টোরিয়া তাহা সমর্থন করিয়া ঘোষণা করিলেন, খৃষ্টের দুই প্রকৃতির ভেদ আছে, তাঁহার দেহ মানবপ্রকৃতিতে গঠিত, কিন্তু তাঁহার উপদেশ দৈবপ্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। তৎকালে খৃষ্টান্ জগতে এই কথা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। আলেক্‌যেন্দ্রিয়ার ধর্ম্মাচার্য্য সেণ্টসাইরিল্ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। রোম হইতে বিশপ সিলেষ্টাইন্ নেষ্টোরিয়াকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি তিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই এই দুষ্ট মত পরিত্যাগ করুন।" কিন্তু নেষ্টোরিয়া কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। এফেসাসের মহাসভায় ৪৩১ খৃষ্টাব্দে নেষ্টোরিয়া পদচ্যুত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি আপন মত পরিত্যাগ করিলেন না। এবার কনষ্টান্তিনোপলের এক ধর্ম্মাশ্রমে চারি বর্ষকাল তাঁহাকে বন্দী করা হইল, তাহাতেও তিনি আপন বিশ্বাস কোন মতে ছাড়িলেন না। অতঃপর তিনি মিশরের মহামরুভূমে নির্ব্বাসিত হইলেন।

যে যে ব্যক্তি তাঁহার মত মানিয়াছিলেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই নেষ্টোরিয়ান্ (Nestorian) বলে। এখন নেষ্টোরিয়ানেরা একটী পৃথক্ সমাজ বলিয়া গণ্য। ইফেসাসের সভায় নেষ্টোরিয়ার পদচ্যুতির পরও তাঁহার মত অসিরীয়া, পারস্য প্রভৃতি নানাস্থানে প্রবল হইয়াছিল। অল্পদিন মধ্যে এই মত রোমের শাসনাধীন সকল স্থান হইতে উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু এদিকে পারস্য, আরব, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানাস্থানে নেষ্টোরিয়ান্ সমাজ স্থাপিত হইল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে নেষ্টোরিয়ান্ খৃষ্টানেরা চীনরাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিল, সিরীয়ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি দ্বারা জানা গিয়াছে। তুরস্কে কালিফ ও মধ্যএসিয়ার মোগলসম্রাট্‌গণ এই নেষ্টোরিয়ানদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ জঙ্গিস্‌খাঁর পত্নী এক নেষ্টোরিয়ান কন্যা। শুনা যায়, মধ্য-এসিয়ার অনেক মোগলরাজা এই নেষ্টোরিয়ান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কারোকোরমের অধিপতি ঔঙ খাঁ প্রধান। ইনি জঙ্গিস্‌খাঁর হস্তে পরাস্ত হইলে আপনাকে প্রেষ্টর জোআও (Prester John) অর্থাৎ জন (নামক) যাজক বলিয়া পরিচিত করেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে নেষ্টোরিয়ান্ সমাজে কিছু গোলযোগ ঘটে। এই সময় কতকগুলি লোক বাধ্য হইয়া পোপের অধীনতা স্বীকার করেন, এখন তাঁহারা কাল্‌দি খৃষ্টান্ নামে প্রসিদ্ধ। আর সকল প্রাচীন মত মানিয়া

থাকে। কুর্দ্দিস্থানের পার্ব্বতীয় রাজ্যে এখন নেষ্টোরিয়ান্‌দিগের প্রধান বসবাস, এখন তাঁহারা দরিদ্র ও মূর্খ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পুরোহিত ও নিম্নশ্রেণীর যাজকেরা বিবাহ করিতে পারেন। বিবাহাদিতে ধর্ম্মাচার্য্যের মত লইতে হয়। তাঁহারা মৃতের মুক্তি উদ্দেশে স্তব পাঠ করেন, খৃষ্টের ক্রুশ ভিন্ন অপর কোন মূর্ত্তির পূজা করেন না। বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ হইবে।

ভারতবর্ষেও বহুদিন হইতে নেষ্টোরিয়ান্ দেখা দিয়াছে, দক্ষিণাপথে মলবারে তাহারা সিরীয়ক খৃষ্টান্ নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিবাঙ্কুড়ে সিরীয়ক খৃষ্টানের সন্তানেরা এখন "নসুরনি মাপিল্লা" নামে অভিহিত। কোন্ সময়ে ভারতে সর্ব্বপ্রথম সিরীয়ক খৃষ্টানেরা আসিল, তৎসম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। কেহ বলেন, যীশুখৃষ্টের অন্যতম শিষ্য সেণ্টটমাস্ আরব, পারস্যাদি স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া ৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তাঁহা হইতেই এখানে সিরীয়ক খৃষ্টানের উৎপত্তি।

দাক্ষিণাত্যের "নসুরণি মাপিল্লা" ও নীচজাতীয় খৃষ্টান্ মধ্যে অনেকেই সেণ্টটমাসকেই ধর্ম্মপিতা ও স্বয়ং যীশুখৃষ্ট বলিয়া মনে করিত। অনেকের বিশ্বাস, ইনিই ৬৮ খৃষ্টাব্দে ২১এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজের পার্শ্ববর্ত্তী মাইলাপুর নামক স্থানে ব্রাহ্মণদিগের উত্তেজনায় হিন্দু অধিবাসী কর্ত্তৃক নিহত হন।

আবার কেহ বলেন, পারস্যবাসী মণির শিষ্য টমাস মণিকীয় (Thomas the Manichæan) খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে ভারতে আসিয়া অভিনব খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন, দাক্ষিণাত্যের টমাস্ খৃষ্টানেরা তাঁহারই শিষ্য।

আর একটী প্রবাদ আছে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে টমাস-কাণা নামে একজন আর্ম্মাণী বণিক্ মলবার উপকূলে বাণিজ্য করিতে আসেন। তিনি দুই সুন্দরী কেরল-রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত দেশীয় রাজগণের বেশ সদ্ভাব হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন যে, পূর্ব্বে মলবার উপকূলে যে সকল খৃষ্টান্ ছিলেন, তাহারা হিন্দুগণের অত্যাচারে একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক দেশীয় খৃষ্টান্ বনে, জঙ্গলে ও পাহাড়ের মধ্যে গুপ্তভাবে জীবনরক্ষা করিতেছে। এখানে খৃষ্টান্ ধর্ম্ম প্রচার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। দেশীয় রাজগণের নিকট তিনি এইরূপ অনুমতি লইলেন, যে তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রথামত কার্য্য করিবেন, তাহাতে দেশীয় লোকেরা তাঁহাদের কার্য্যে কোন বাধা দিতে পারিবেন না। রাজার অনুমতি লইয়া তিনি সিরিজদল হইতে খৃষ্টানদিগকে পুনরায় মলবারে আনিয়া স্থাপন করিলেন। এবং তাহাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Arch-bishop) হইলেন। তখন হইতে এখানকার খৃষ্টানেরা টমাসের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল।

উপরোক্ত তিনজন টমাস্‌কে লইয়াই গোল! শেষোক্ত টমাসেরও পূর্ব্বে যে ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩য় শতাব্দে হিপোলিটস্ (Hippolytus, Bishop of Portus) লিখিয়াছেন—খৃষ্টের বারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে সেণ্ট বার্থলামিউ (St. Bartholomew) ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। আর সেণ্ট-টমাস্ পারস্য ও মধ্য-এসিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া শেষে ভারতের 'কালমিনা' নগরে আসিয়া কাল-কবলে পতিত হন।

৫৪৭ খৃষ্টাব্দে কস্‌মোস্ ইণ্ডিকো প্লুষ্টেশ (Cosmos Indicopleustes) লিখিয়াছেন, 'মলবারের বিশপ পারস্য হইতে নিযুক্ত হন।' কিন্তু তিনি সেণ্টটমাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। যদি খৃষ্টশিষ্য সেণ্টটমাসের সহিত মলবারবাসী খৃষ্টান্‌দিগের কোন সংস্রব থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি লিখিতেন। ইহাতে বোধ হয় যে, খৃষ্টশিষ্য সেণ্টটমাস্ মলবার উপকূলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন নাই। তবে বোধ হয়, উত্তরভারতের কোনস্থানে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে।

মান্দ্রাজের পার্শ্বে সেণ্টটমাস্ নামে একটী পাহাড় আছে, এই পাহাড়ে প্রাচীন পহ্লবীভাষায় ক্রুশের উপর খোদিত একখানি লিপি বাহির হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস এই পাহাড়ের নিকটেই সেণ্টটমাস্ নিহত হন। এক্ষণে উক্ত খোদিত পহ্লবী লিপিদ্বারা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতেছে যে, পারস্যবাসী মণির (১) শিষ্য সেণ্টটমাস্‌ই

(১) কারবিকাস নামে একজন সামান্য লোকছিলেন। যখন তাঁহার বয়স সাতবৎসর, তখন বাবিলনের কোন বিধবা রমণী তাহাকে ক্রয় করিয়া লইয়া যান। এই বিধবার মৃত্যুর পর ক্রীতদাস কারবিকাস তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া পড়েন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তিনি পূর্ব্ব নাম বদলাইয়া মণি নামে পরিচয় দেন ও পারস্যরাজ্যে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রতিপালিকার সাহায্যে মণির বিশেষ শিক্ষা লাভ হইয়াছিল। পারস্যে থাকিয়া মণি বাইবেল (New Testament) ও অপরাপর খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের সংমিশ্রণে অগ্নি-উপাসক আদি পারসীকধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের কতকগুলি মতামত লইয়া এক অভিনব খৃষ্টসম্প্রদায় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি আপনাকে খৃষ্টের প্রেরিত শিষ্য বা দূত (Apostle) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, যীশুখৃষ্ট কহিয়াছে যে প্যারাক্লিটকে (Paraclete) পাঠাইবেন বলিয়া

দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার করেন। দাক্ষিণাত্য-বাসী. দেশী খৃষ্টানেরা ইহাকেই আপনাদের ধর্ম্মপিতা ও খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্বাবধি স্বয়ং যীশুখৃষ্ট বলিয়া মনে করিত। ইহারা পারস্য হইতে আগত নেষ্টোরিয়ান্ বিশপের আজ্ঞাধীন ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে পারস্যের খৃষ্টীয় সমাজ আপনাদিগকে টমাস খৃষ্টান্ নামে অভিহিত করেন, তদনু-সারে মলবারের অজ্ঞ খৃষ্টানেরা 'টমাস্ খৃষ্টান্' নাম গ্রহণ করিয়াছিল। এই খৃষ্টানদিগের সংখ্যা অধিক হইলেও দেশীয় লোকের উৎপীড়নে অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ৬৬০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মাচার্য্য যেসজেবস্ (Jesajabus) পারস্যের প্রধান খৃষ্টীয় যাজকের নিকট যে পত্র লেখেন, তৎপাঠে জানা যায়, মলবার উপকূলের দেশীয় খৃষ্টান্দিগকে ভালরূপ ধর্ম্মউপদেশ দিতে পারে এমন কোন লোক ছিল না। ৮ম শতাব্দে আর্ম্মাণী টমাস্ দেখিয়াছিলেন,—মলবারের খৃষ্টান্গণ বন্যপশুর ন্যায় বন-জঙ্গলে গিরিগহ্বরে বাস করিতেছে। ১৪. শতাব্দে জোর্দনাস্ (Friar Jordanus) দেখেন, তাহারা নামেমাত্র খৃষ্টান্, তাহা-দের মধ্যে দীক্ষা (Baptism) নাই। এখনও কানাড়া প্রদেশে অনেক অসভ্য হিন্দুর মধ্যে খৃষ্টান্ধর্ম্মের অনেক চিহ্ন বিদ্য-মান রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, ঐ সকল অসভ্যজাতি অনেকদিন খৃষ্টান্ ছিল, হয় হিন্দুর ভয়ে অথবা আপনাদিগের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে হিন্দুসমাজে মিশিবার কোন উপায়

সভা করিয়াছিলেন, আপনাকে সেই প্যারাক্লিট বলিয়া প্রচার করিলেন এবং তাঁহার দেহেও দিব্যাত্মা স্বাধীনভাবে রহিয়াছে, এ কথাও লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন।

তাঁহার ক্ষমতাদৃষ্টে পারস্যরাজ তাঁহাকে নিজ পুত্রের চিকিৎসায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু মণি রাজপুত্রকে আরোগ্য করিতে না পারায় পারস্যরাজ তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। এই কারাগার হইতে মণি কৌশল করিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু তিনি পুনরায় ধরা পড়েন। ২৭৭ খৃষ্টাব্দে জোন্দিশাপুরে পারস্যরাজের আদেশে জীবন্ত অবস্থায় গায়ের ছাল ছাড়াইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হয়।

আদ্দাশ্, টমাস্, হরমুজ্ প্রভৃতি তাহার কয়েকজন শিষ্য দেশবিদেশে তাহার প্রবর্ত্তিত মিশ্রিত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত খৃষ্টান্ সম্প্রদায়ের নাম মণিকীয় (Manichæan)।

এই সম্প্রদায়টী বর্ত্তমান খৃষ্টান্সমাজ হইতে অনেক বিভিন্ন। মণি প্রচার করেন, এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জগতের দুইটী মাত্র মূল কারণ আছে, একটী সৎ (সূক্ষ্মপ্রকৃতি Good or light) বা আলোক; দ্বিতীয় (জড় প্রকৃতি Evil or Darkness) তমঃ। মণিকীয়েরা তাহাই স্বীকার করিয়া থাকেন।

মণিকীয়দিগের মতে আত্মা সূক্ষ্ম-প্রকৃতি ও শরীর জড়-প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ শক্তিদ্বয় অনন্তব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের অংশমাত্র। একমাত্র ঈশ্বর হইতেই সৎশক্তির (Light) মূলকারণ নিরূপিত হয়। তামসিক শক্তির রাজ্য (Darkness) একমাত্র প্রেত ও সয়তান (Hyle or Demon) দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বর ও সয়তানে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, ঈশ্বর সয়তানকে স্বর্গরাজ্য-চ্যুত করেন। সয়তান তমোরাজ্য হইতে আদি মানবের (Adam and Eve) সৃষ্টি করিলেন। সয়তান কর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া মনুষ্যশরীরে পাপ ও আত্মায় পুণ্য আশ্রয় করিল। আত্মা ক্রমেই পাপের সংশ্রবে কলুষিত হইয়া উঠিল। কলুষিত মানবের জন্য ঈশ্বর পৃথিবী এবং পরে ঐ আত্মাকে দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তি দিবার জন্য এবং পাপ হইতে ঐ স্বর্গীয় পদার্থ নির্লিপ্ত রাখিবার উদ্দেশে যীশুখৃষ্ট ও দিব্যাত্মার সৃষ্টি করিলেন। যীশুখৃষ্ট পবিত্রাত্মাদিগের (Intelligences) মধ্যে একজন। ইনি সূর্য্যলোকে বাস করিতেন। পরে মানবের পাপমোচন ও আত্মার মুক্তি দিবার জন্য মনুষ্যশরীরে য়িহুদীদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। য়িহুদীরা ভমোন্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্রুশা-রোপ করিল। তিনি মরিলেন না, মানবের পাপ নিজ রক্তে ধৌত করিলেন। পৃথিবীর সকল কার্য্য শেষ করিয়া পুনরুত্থানপূর্ব্বক নিজরাজ্য সূর্য্যলোকে চলিয়া গেলেন এবং নিজ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দূতরূপে ও নিজ শিষ্যদিগের সান্ত্বনা করিতে যে প্যারাক্লিট্কে পাঠাইবেন বলিয়াছিলেন, মণিই সেই যীশুপ্রেরিত সান্ত্বনাকারী।

মণির মতে আত্মা চন্দ্রলোকে ও সূর্য্যলোকে পাপমোচন করিয়া পরে পরমপুরুষে লীন হয়। মণিকীয়েরা খৃষ্টদেহের পুনরুত্থান বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে যে আত্মা পাপমুক্ত নয়, তাহা স্বর্গে যাইতে পারে না, কোন পশুদেহে গঠিত হইয়া নিকৃষ্ট জীবরূপে জন্মগ্রহণ করে। বাইবেলের মুসাকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের প্রণোদিত নহে, একমাত্র সয়-তানই উহার প্রণয়নকর্ত্তা, এইজন্য কেহই বাইবেলের আদি-শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ মণিকীয়-দিগকে মাংস খাইতে নাই, বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া চিরদিন ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিতে হয়।

তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অনুধী এই দুইদল খৃষ্টান। ধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টানদিগকে মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ, মৎস্য, মদ্য ও অপরাপর মাদক দ্রব্য খাইতে নাই, রুটী, শাকসব্জি, কলাই ও ফলমূলাদি খাইয়া অতি কষ্টে থাকিতে হয়। কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপু দমনই ইহাদের উদ্দেশ্য। অনুধী দুর্ব্বল খৃষ্টানেরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া সকল প্রকারই সুখভোগ করিতে পারে। তাহাদের ধর্ম্মসমাজের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার জন্য একজন (যীশুখৃষ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ) সভাপতি ও অপর বারজন ব্যক্তি (খৃষ্টের দূতস্বরূপ) প্রধান ও ৭২ জন বিশপ আছেন। তাঁহাদের নিম্নে অন্যান্য যাজকমণ্ডলী। ইহারা খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের দীক্ষা ও শেষভোজপর্ব্ব (Eucharist) বিশ্বাস করেন। মণিকীয়েরা রবিবার, খৃষ্টের পুনরুত্থান (Easter) ও য়িহুদীদিগের পেন্টিকষ্ট (Pentecost) পর্ব্বাদিতে উপবাস করিয়া থাকেন।

না দেখিয়া আবার ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে। ভাস্কো-ডি-গামার আসিবার পূর্ব্বে মলবারে দেশী খৃষ্টানেরা এখানকার রাজার অধীনে সৈনিক-বিভাগে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম-নির্ব্বাহের জন্য নেষ্টোরিয়ান্ বিশপ, যাজক, পুরোহিত প্রভৃতি নিযুক্ত ছিলেন। পর্ত্তুগীজ-নৌসেনাপতি ভারতে যেখানে প্রথম অবতরণ করিলেন, সেইখানেই খৃষ্টান্দিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গে যে সকল ক্যাথলিক যাজক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ সকল খৃষ্টান্দিগকে ক্যাথলিক সমাজভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উত্তেজনায় ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতের মধ্যে পর্ত্তুগীজাধিকৃত স্থানে বিধর্ম্মীর বিচারালয় (Inquisition) স্থাপিত হইল। অনেক তর্কবিতর্ক বাদ-বিসম্বাদ এমন কি অনেকেই স্বমত রক্ষার্থ রক্তপাত করিলেন।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে কোচীনের নিকটবর্ত্তী উদয়ম্পুর নগরে গোয়ার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Arch-bishop) একটী মহাসভা আহ্বান করেন, এইখানে বিস্তর আলোচনার পর সিরীয়ক খৃষ্টানেরা রোমকসমাজভুক্ত হইল *। এইরূপে ভারত হইতে নেষ্টোরিয়ান্ সমাজ উঠিয়া গেল। সিরীয়ক খৃষ্টানেরা রোমকসমাজের অধীনতা স্বীকার করিলেও, তাহারা সিরীয়ক কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই। তাহারা এখনও সিরীয়ক-ভাষায় উপাসনা করিয়া থাকে।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে, অন্তিয়োকের ধর্ম্মাচার্য্য ভারতের অনাথা সিরীয়ক সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য মার গ্রেগরি নামে একজন বিশপকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। মার গ্রেগরি মলবারে উপস্থিত হইলে অনেক সিরীয়ক খৃষ্টান তাঁহার মত অবলম্বন করেন। এই সময়ে সিরীয়ক খৃষ্টানেরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদলের নাম 'পজ্হেইয়া কুত্তকার' অর্থাৎ প্রাচীন সমাজ। উদয়ম্পুরের মহাসভা হইতে 'পজ্-হেইয়া কুত্তকারের উৎপত্তি। এই সমাজের সিরীয়ক খৃষ্টানেরা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেন। মারগ্রেগরি হইতে "পুত্তেন কুত্তকার" অর্থাৎ নূতন সমাজের সৃষ্টি। নূতন-সমাজ যাকোবাইট্ ধর্ম্মমতাবলম্বী, এই দলস্থ সিরীয়ক খৃষ্টানেরা রোমের বিশপ ও নেষ্টোরিয়াস্কে অনেক দোষ দিয়া থাকে। তাহাদের মতে ক্রুশারোপের পূর্ব্বরাত্রে খৃষ্টের সশিষ্য ভোজ উপলক্ষ করিয়া খৃষ্টান্ সমাজে যে পর্ব্ব হয়, তাহাতে যে রুটী ও সুরা ব্যবহৃত হয়, তাহাই খৃষ্টের প্রকৃত শরীর রক্ত। এখন ভারতবর্ষে প্রায় দুইলক্ষ সিরীয়ক ক্যাথলিক ও প্রায় একলক্ষ যাকোবাইট খৃষ্টানের বসবাস। এখানকার সিরীয়ক খৃষ্টানের অধিকাংশই ধীবর ও নৌকাজীবী।

গ্রীক সমাজ।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রীকসমাজের কর্ম্মকাণ্ড ও মতামত স্বতন্ত্র। খৃষ্টানদিগের মধ্যে এই স্বতন্ত্রসমাজ হইবার কারণ, যে ইহারা রোমের একমাত্র পোপের বিরুদ্ধে ও তাঁহার কৃত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে নানা তর্কযুক্তি করিয়া আপনাদের সমাজ বিভিন্ন করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে গ্রীস, গ্রীসিয় দ্বীপপুঞ্জ, ওয়ালেসিয়া, মোলদাভিয়া, ইজিপ্ট, আবিসিনিয়া, নিউবিয়া, লিবিয়া, আরব, মিসোপটেমিয়া, সিরীয়া, সাইলিসিয়া, প্যালেষ্টিন, রুষসাম্রাজ্য, অষ্ট্রাকান, কাসান, জর্জিয়া প্রভৃতি স্থানবাসী অধিকাংশ ব্যক্তিই এই সমাজভুক্ত। এখন এই সমাজ ৩টী শাখায় বিভক্ত—১মটী কনষ্টানটিনোপলের ধর্ম্মগুরুর অধীন;—২য়টী গ্রীকরাজ্যের অধীন। ৩য়টী রুষের জারের অধীন।

পোপের ধর্ম্মপ্রণালীর মতামত লইয়া গোল বাঁধে। খৃষ্টীয় নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে (৮৬২ খৃঃ) পোপ নিকলাস্ জেরুজিলমের ধর্ম্মগুরু ফোটিয়াসকে (Photius), সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ফোটিয়াস্ সেইজন্য একটী সাধারণ ধর্ম্মসভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় রোমকসমাজের প্রবর্ত্তিত এই কএকটী মত লইয়া বিচারকার্য্য আরম্ভ হয়।

১ম, রোমকসমাজের মতে ঈশ্বর ও তৎপুত্র যীশু এই দুই হইতে দিব্যাত্মা অবতরণ করেন। কিন্তু গ্রীকসমাজ তাহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে, দিব্যাত্মা একমাত্র ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইয়া তৎপুত্র হইতে আসেন বা তৎপুত্র যীশুই ঐ দিব্যাত্মা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২য়, যাজকেরা বিবাহাদি সংসারধর্ম্ম করিতে পারিবেন না, কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

৩য়, পুরোহিতগণ দীক্ষার পর কোন ব্যক্তির ধর্ম্মসংস্কার (Administer confirmation) করিতে পারিবেন না।

ইত্যাদি কতকগুলি মতবিরোধে রোমক ও কনষ্টান্টি-নোপলের ধর্ম্মসমাজ পৃথক্ হইয়া যায়। পরে ৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ বেসিল একটী সভা করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যতা স্থাপন করিয়া দেন। রোম সর্ব্বসমাজের শীর্ষস্থানে ও কনষ্টান্টিনোপল তাহার অধীন থাকায় পোপকৃত কার্য্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। পোপের গর্ব্বে ও ঔদ্ধত্যে ক্রমেই

* এই সময়ে যাহাতে পারস্য হইতে কোনপ্রকারে নেষ্টোরিয়ান্ বিশপ না আসিতে পারে, তজ্জন্য পর্ত্তুগীজরাজপ্রতিনিধিগণ ভারতের সকল বন্দরে প্রহরী রাখিয়াছিলেন।

গ্রীকদিগের মন শ্রদ্ধাহীন হইতে লাগিল। শেষে ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপলের ধর্ম্মগুরু মাইকেল কেরুলেরিয়াস্ (Michael Cerularius) খৃষ্টের মৃত্যুর স্মরণার্থ শেষ ভোজপর্ব্বে (Eucharist) অমিশ্রিত রুটী (Unleavened bread) ব্যবহার, রবিবারের ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, শনিবার উপবাস এবং য়িহুদীদিগের সহিত একত্র বাস লইয়া পুনরায় বিবাদ আরম্ভ করেন। এই সময় পোপ ৯ম লিও, কেরুলেরিয়াস্‌কে ধর্ম্মচ্যুত করেন এবং গ্রীকধর্ম্মপ্রণালী সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করেন।

পরিশেষে তিনি নিজ দূতদ্বারা সাণ্টা সাফিয়ার ধর্ম্মগুরুকে পদচ্যুত করিলেন। তাহাতে গ্রীকগণ বিদ্বেষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহাতে চিরকালের মত রোমকসমাজ হইতে এই সমাজ স্বতন্ত্র হইল।

গ্রীকসমাজভুক্ত খৃষ্টানদিগকে এই কএকটী ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া চলিতে হয় ;—

১ম, কেহই পোপের প্রাধান্য স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের নিকট রোমকসমাজ যথার্থ ক্যাথলিক সমাজ বলিয়া গণ্য হইবে না।

২য়, তিন বৎসরের কম বয়স হইলে পুত্রাদির দীক্ষা দিবার নিয়ম নাই। এমন কি ১৮ বৎসরেও দীক্ষা হইতে পারে। তিনবার জর্ডন নদীর জল মাথায় ছিটাইয়া দিলেই দীক্ষা হয়।

৩য়, খৃষ্টের সশিষ্যভোজপর্ব্ব উপলক্ষে (Lord's Supper) রুটী ও মদ থাকা চাই এবং দীক্ষার পর এই পবিত্র ভোজসম্বন্ধীয় দ্রব্য পুত্রাদিকে দিতে হয়।

৪র্থ, রোমক-সমাজের মত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কোন নির্দ্ধারিত মুদ্রা ধরিয়া লওয়া হয় না।

৫ম, রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মতে দেহত্যাগের পর আত্মার পাপক্ষালন জন্য যে স্থান আছে, ইঁহারা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তথাচ মৃতের শেষ বিচারে কল্যাণ হইবে ভাবিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন।

৬ষ্ঠ, ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থ ভাবিয়া ইঁহারা পুণ্যাত্মা সাধু (Saint) ব্যক্তিদিগের উপাসনা করেন।

৭ম, ইঁহারা রোমক সমাজের ধর্ম্মসংস্কার (Confirmation) বিপদ্জনক রোগে পবিত্র তৈলমর্দ্দন (Extreme unction) এবং বিবাহপদ্ধতি (Matrimony) ত্যাগ করিয়াছে।

৮ম, ইঁহারা বলেন, চুপি চুপি পাপ স্বীকার করা ঈশ্বরের আদেশ নহে।

৯ম, খৃষ্টের মৃত্যুর পূর্ব্বভোজপর্ব্ব (Eucharist) ধর্ম্মকাণ্ড মধ্যে গণ্য নয়।

১০ম, রোগী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি উভয়েই ভোজের অংশের অধিকারী এবং যে পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার করে (Confessor) তাঁহাকে ঐ অংশ ত্যাগ করিয়া দিতে হইবে না। কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে, ধর্ম্মবিশ্বাসী সকল ব্যক্তিই ঐ ভোজের অংশ পাইবার উপযুক্ত।

১১শ, কেবল একমাত্র ঈশ্বর হইতেই দিব্যাত্মা আবির্ভূত হয়েন।

১২শ, ইঁহারা সকলেই অদৃষ্টবাদ বিশ্বাস করেন।

১৩শ, গির্জ্জায় তাম্র ও রূপার ফলকে মেরী ও তৎপুত্র যীশুর প্রতিমূর্ত্তি খুঁদিয়া রাখে।

১৪শ, ধর্ম্মাপদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে পুরোহিতেরা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিধবা বিবাহ করিলে যাজক হইতে পারিবেন না।

১৫শ, কতকগুলি পর্ব্বদিনে ইঁহারা উপবাস করেন।

১৬শ, খৃষ্টের মৃত্যুর পূর্ব্বভোজের (Lord's Supper) রুটি ও মদ, খৃষ্টের মাংস ও রক্তের রূপান্তর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।

১৭শ, গির্জ্জায় কোনরূপ বাদ্যযন্ত্রের আবশ্যক নাই। কেবল গানেই উপাসনা হয়।

১৮শ, য়িহুদিদিগের পেণ্টিকষ্ট পর্ব্বে (Pentecost) হাটু গাড়িয়া ভজনা ও অপর সকল সময়েই দাঁড়াইয়া উপাসনা করিতে হয়।

১৯শ, সকলেই ক্রুশ ধারণ করিবে।

২০শ, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারে।

তুর্কীরাজের অধীনে গ্রীসরাজ্য আসিলে পর এই ধর্ম্মসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই সময়ে কনস্তান্তিনোপলের ধর্ম্মাচার্য্যই সমগ্র গ্রীক ও রুষসমাজের দলপতি হইয়া পড়েন। পরে পিটার দি গ্রেট (Peter the great) এই প্রথা উঠাইয়া দেন। এক্ষণে জার (Czar) কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ধর্ম্ম-সমিতির দ্বারা রুষরাজ্যের ধর্ম্মসমাজের কার্য্য চলিতেছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গ্রীস স্বাধীন হইলে তথাকার সভাপতি ক্যাপো দিস্‌ত্রিয়াস্ (Capo d' Istrius) নূতন রাজ্যে সমাজও পৃথক্ করিয়া লন। এখন সমগ্র গ্রীস রাজ্যের ধর্ম্মকার্য্য ৯০টী মাত্র বিশপের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

ধর্ম্মবিষয়ে পোপের একাধিপত্য মানিয়া ও গ্রীকসমাজের কার্য্যকলাপাদি প্রতিপালন করিয়া যে সম্প্রদায় রোমক-সমাজের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে, তাহার নাম The United Greek Church.

আর্ম্মাণী-সমাজ।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দে আর্ম্মেণিয়া-রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে মেরুজনেশ নামে একব্যক্তি এখানে বিশপ ছিলেন। কিন্তু তখনও এখানকার লোকের খৃষ্টধর্ম্মের উপর তেমন বিশ্বাস ছিল না। ২৭৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্টগ্রেগরি আসিয়া এখানকার রাজা তিরিদতেশকে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই সময় হইতে আর্ম্মেণিয়ায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবল হইল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে আর্ম্মাণিভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হয়। যীশুখৃষ্টের দুই প্রকৃতি লইয়া গোল উঠিলে আর্ম্মাণিয়া কালসিডন্ মহাসভায় আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক প্রকৃতিবাদীর পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁহাদের সমাজ পৃথক্ হইল, গ্রেগরি হইতে এই সমাজের প্রথম নাম হইল গ্রেগরীয় (Gragorians)। কিছুকাল এই সমাজে জ্ঞানতত্ত্ব লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে এই সমাজে ক্লা (Klah) নামে একজন মহাজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক গ্রন্থসকল আর্ম্মাণিয়া অতি সমাদর করিয়া থাকেন। এই সমাজের লোকেরা বরাবরই রোমকসমাজকে ঘৃণা করেন। যখন ইসলামধর্ম্মের রণভেরী আর্ম্মেণিয়ায় প্রতিধ্বনিত হইল, আর্ম্মাণিসমাজ য়ুরোপীয় খৃষ্টান্‌রাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; সেই সময়ে পোপ কএকবার (১১৪৫, ১৩৪১, ১৪৪০ খৃঃ) আর্ম্মাণিদিগকে রোমের ধর্ম্মশাসনাধীন করিবার চেষ্টা করেন। আর্ম্মেণিয়ার কতকগুলি সম্ভ্রান্তব্যক্তিও সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের মনোভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইল না। তাহাতে পোপ (১২শ) বেনিডিক্ট আর্ম্মাণিসমাজের তীব্র সমালোচনা করিয়া ১১৭টী দোষ প্রকাশ করেন। এই সময়ে কতকগুলি আর্ম্মাণী রোমক-সমাজের সহিত মিলিত হন, এই জন্য তাঁহাদিগকে United Armenians বলে। এই মিলিত সমাজের লোক এখন পারস্য, রুষ, মার্সায়েল, ইটালী, পোলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে মুসলমানের প্রবল আক্রমণে বিস্তর লোক বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করে। কিন্তু তথাপি অধিকাংশ লোক এখনও পূর্ব্বমত ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

আর্ম্মাণিসমাজ খৃষ্টে একপ্রকৃতি আরোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে দিব্যাত্মা (Holy Ghost) কেবল ঈশ্বর হইতেই অবতরণ করেন। দীক্ষার সময় মাথায় তিনবার জল ছিটাইতে হইবে। খৃষ্টের সখিত্য ভোজ উল্লেখকপর্ব্বে বিশুদ্ধ সুরা ও পাউরুটী সকলকে বিতরণ করিবার পূর্ব্বে সুরায় পাউরুটী ডুবাইতে হয়। যাজক, পুরোহিত প্রভৃতি ধর্ম্মাধ্যাপকগণেরই মৃত্যুর পরে তৈল অবলেপনে অধিকার, আর কাহারও অধিকার নাই। খৃষ্টীয় মহাপুরুষগণও আর্ম্মাণি-খৃষ্টান্-সমাজের উপাস্য। ইহাদের অধিক ধর্ম্মোৎসব নাই, তবে গ্রীকসমাজ অপেক্ষা অনেক উপবাস করিয়া থাকে। ইহাদের পুরোহিতেরা একবার বিবাহ করিতে পারেন। রুষাধিকৃত আর্ম্মেণিয়ার এরিবান্ নগরের নিকট এস্‌মিয়াদ্‌জিন্ নামক আশ্রমে আর্ম্মাণিসমাজের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য অবস্থান করেন। সেই স্থান আর্ম্মাণি-সমাজের মহাতীর্থ, প্রত্যেক আর্ম্মাণি খৃষ্টানকে জীবনের মধ্যে একবার সেই তীর্থদর্শন করিতে হইবে।

প্রোটেষ্টাণ্ট-সম্প্রদায়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এই সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পোপ আপনাকে সমস্ত খৃষ্টান্ জগতের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। যেখানে খৃষ্টানের বাস ছিল না, সেই সমস্ত দেশ তাঁহার মতে জন-মানবশূন্য বনজঙ্গল বলিয়া গণ্য। তিনি খৃষ্টান সমাজের শীর্ষস্থানে বসিয়া বাইবেলের বিরুদ্ধে ও যীশুর মতবিরুদ্ধে অনেক অন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধার্ম্মিক খৃষ্টান মাত্রেই তাঁহার প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত পোপের বিরুদ্ধে তখন কথা কয়, এমন সাধ্য কার? পোপের অত্যাচার অনেকের নিতান্ত অসহ্য হইল, অনেকে আর মুখ চাপিয়া থাকিতে পারিলেন না

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা মার্টিনলুথর সমাজসংস্কারে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তিনি জর্ম্মণির অন্তর্গত উইটেম্বর্গ নগরে ধর্ম্মপুস্তকের প্রধান অধ্যাপক হইলেন। এই সময়ে তেজেল নামে একজন খৃষ্টান্ উদাসীন্ উইটেম্বর্গে উপস্থিত ছিলেন। ইনি সাধারণকে পোপের মুক্তিপত্র দিয়া ঠকাইতে ছিলেন। ধর্ম্মবীর লুথরের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি আপনার ৯৫ জন প্রধান শিষ্যকে তেজেলের গতিরোধার্থ নিযুক্ত করিলেন। তেজেল পৃষ্ঠ দেখাইলেন। পোপ লুথরের বিরুদ্ধে বৃষভাঙ্কিত দণ্ডনিয়োগপত্র পাঠাইলেন। কিন্তু লুথর পোপকে অগ্রাহ্য করিয়া ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর, উইটেম্বর্গের তোরণদ্বারে সর্ব্বসমক্ষে পোপের সেই পত্রখানি ভস্মসাৎ করিলেন।

এই সময়ে সুইজর্লণ্ডে কতকগুলি অনুচর পোপের মুক্তি-পত্র (Indulgences) বিতরণ করিতেছিল। হিন্দুজাতির মধ্যে যেমন কাহারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে অর্থ দিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট 'পাতি' (তৈলবট) লইতে হয়,

রোমকসমাজে উক্ত মুক্তিপত্রও সেইরূপ। তৎকালে অনেক খৃষ্টানের বিশ্বাস ছিল, ঐ মুক্তিপত্র * কিনিলে তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আর পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তখন সুইজর্লণ্ডে জুইংলি নামে একজন মহা পণ্ডিত ছিলেন, তিনি মুক্তিপত্রের ঘোরতর বিরোধী হইলেন। লুথরের ন্যায় তিনিও পোপের সমাজবন্ধন একেকালে লোপ করিবার চেষ্টায় রহিলেন। জুরিচ, বরণ, বেসিল প্রভৃতি স্থানের লোকেরা তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইল।

এদিকে লুথর জর্ম্মণির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা করিলেন, "ভ্রাতৃগণ রোমের বিপক্ষে উঠ, এই প্রকৃত সময়। আবার ঘরে ঘরে ক্রুশযুদ্ধের কথা মনে কর, তদ্দ্বারা রোমক-তুর্কে সকলই গ্রাস করিল, জগতের ধনে রোমের ভাণ্ডার পূর্ণ হইল।"

লুথর রোমকসমাজের সাতটী অঙ্গীকার অস্বীকার করিলেন, তাঁহার মতে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা, খৃষ্টের সশিষ্য ভোজ-পর্ব্ব এবং নিগ্রহস্বীকার এই তিনটীই খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে ৫ম চার্লস্ জর্ম্মণির সম্রাট্ ছিলেন। পোপের উপর তাঁহার একটু ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। রোমক-সমাজের কর্ত্তৃকপক্ষগণ লুথরের দোষ দেখাইয়া সম্রাট্‌কে উত্তেজিত করিলেন। সম্রাট্ সমাজসংস্কারের বিরুদ্ধ হইলেন। তিনি লুথরের পুস্তকাদি ধ্বংস করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান সচিববর্গ তাহাতে অসম্মত হইলেন। তাঁহাদের পরামর্শমত ওয়ারমস্‌নগরে একটী মহাসভা হইল। এই সভায় জর্ম্মণির সকল রাজন্যবর্গ ও ধর্ম্মাধ্যাপকগণ উপস্থিত হইলেন। সংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিল। লুথরও এই সভায় দেখা দিলেন। সভা হইতে বলা হইল, "লুথর রোমকসমাজের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, এই সুযোগে পরিবর্ত্তন করুন, ইহাতে লুথরের মঙ্গল হইবে।" লুথর নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিলেন, "সত্য কথা বলিব, প্রাণ যায় তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি ঈশ্বরের আদেশের অধীন। যে বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বলবান্, যতদিন তাহা ভ্রান্ত বলিয়া কেহ আমাকে না বুঝাইয়া দিবে, ততদিন আমি সত্য লঙ্ঘন করিব না।" তাঁহার এই কথা জর্ম্মণির সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। লুথরের বিপক্ষগণ তাঁহার প্রাণ-সংহারে কৃতসংকল্প হইলেন। সাক্‌সনির রাজা ফ্রেডরিকের সৎপরামর্শমত লুথর কিছুদিন আত্মগোপন করিলেন। এই সময়ে সাক্‌সনির সর্ব্বত্রই লুথরের মত সাদরে গৃহীত হইল। ইংলণ্ড † ও ডেন্‌মার্কের অধিপতি ও প্রজাবর্গ সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী হইলেন। ডেন্‌মার্কের রাজা লুথরের একজন শিষ্যকে আনাইয়া নিজরাজ্যে লুথরের মত প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৫২২ খৃষ্টাব্দে লুথর মেলঙ্ক্‌থনের (Melanothon) সহিত বাইবেলের শেষভাগ (New Testament) অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অনুবাদ দেখিয়া সাধারণে বিস্মিত হইল। তাঁহারা বুঝিল, পোপের নিয়মের সহিত যীশুখৃষ্টের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন, লুথর যে মত প্রচার করিতেছেন, তাহাই যথার্থ খৃষ্টের মত। এবার জর্ম্মণির শত শত ব্যক্তি প্রকাশ্যে রোমের ধর্ম্মানু-শাসন অগ্রাহ্য করিল। জর্ম্মণির কৃষকগণ ধর্ম্মের জন্য অস্ত্রধারণ করিল। জর্ম্মন্‌রাজ্যের সর্ব্বত্রই ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

১৫২৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ ফ্রান্সিসের ভগিনী মার্গারেট নূতন মতের পক্ষপাতী হইলেন। ফরাসীরাজ্যের নানাস্থানে বিস্তর লোক নূতন মত গ্রহণ করিল। ফরাসীরাজ প্রথমে সংস্কারের সপক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি ঘোর বিপক্ষ হইলেন। নূতন মতাবলম্বীগণের প্রতি দারুণ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক ব্যক্তি সুইজলণ্ডে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। এদিকে রোমকসমাজে পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এবার রোমাধিপতি সংস্কারক মতাবলম্বী-দিগকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে, স্পায়ার নগরে রাজনৈতিক মহাসভা হইল। এখানে জর্ম্মণ-সম্রাটের দূতগণ লুথরের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সংস্কারকদিগকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। সভার অধিকাংশ সভ্য সংস্কারের সপক্ষে মত দিলেন। জর্ম্মণ-সম্রাটের মনোমত হইল না। আবার সভা আহূত হইল। পূর্ব্বে জর্ম্মণির রাজন্যবর্গের উপর ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কাড়িয়া লওয়া হইল। স্থির হইল, খৃষ্টান্‌সমাজের পূর্ব্বতন রীতিনীতি ও পূজাপদ্ধতির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিতে পারিবেন না, আর কোনরূপ সংশোধন হইবে না। সম্রাটের এই দারুণ আদেশে জর্ম্মণির সমস্ত সম্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। লুথরের মতাবলম্বী সকলে একত্র হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে যাহারা

* এদেশে যেমন পাপের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে অর্থব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পোপের 'মুক্তিপত্র' কিনিতেও সেইরূপ কমবেশ মূল্য লাগিত।

† অনেকের মতে ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে ধর্মপ্রচারক উইক্লিফ (Wicliffe) হইতেই ইংলণ্ডে সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত।

রোমক সমাজ হইতে পৃথক্ হইলেন, তাঁহারাই "প্রোটেষ্টান্ট" (Protestant) অর্থাৎ "প্রতিবাদী" বলিয়া খ্যাত হইল।

এই সময়ে পোপভক্ত জর্ম্মণসম্রাট্ ইটালীতে ছিলেন, জর্ম্মণির রাজন্যবর্গ দূতদ্বারা তাঁহার নিকট অনেক দুঃখের কথা জানাইলেন। কিন্তু সম্রাট্ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এদিকে পোপ সম্রাট্‌কে এই বলিয়া উত্তেজিত করিলেন, "বাস্তবিক সম্রাট্‌ই এখন খৃষ্টীয় সমাজের রক্ষক, সুতরাং তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যাঁহারা উঠিয়াছে, তাঁহাদিগকে বিধর্ম্মী ভাবিয়া দমন করা সম্রাটের একান্ত কর্ত্তব্য।" সম্রাট্ জর্ম্মণিতে আসিলেন। অগ্‌স্‌বর্গে রাজনৈতিক সভা আহুত হইল। এই সভায় লুথরের সহচর মেলঙ্কথন্ ধীর ও গম্ভীরভাবে আপনাদের মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন। পরে রোমের ধর্ম্মাধ্যাপকগণ তাহার প্রতিবাদ করিতে যত্নবান্ হইলেন। উভয়পক্ষে বিবাদ বাধিল। সম্রাট্ মিটাইয়া দিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। পোপভক্তগণ সম্রাটের সাহায্য পাইলেন। ১৯এ নবেম্বর, সম্রাটের অধীনস্থ ধর্ম্মাধ্যাপকগণ যে আদেশ প্রচার করেন, তাহা সংস্কারকদিগের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইয়া পড়িল। সংস্কারকদল স্মাল্‌কল্‌ড নামক স্থানে সকলে মিলিত হইলেন। সকল প্রোটেষ্টান্টরাজ্য এক হইল। তাঁহারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ভূপতিদ্বয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

জর্ম্মণসম্রাট্ এই সকল শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন, এখন অস্ত্রবলে আর সুবিধা হইবে না। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে রাটিস্‌বরণের সভায় সম্রাট্ সংস্কারকদিগকে শান্তিপ্রদান করিলেন। সভায় স্থির হইল, শীঘ্রই একটী মহাসভা করিয়া সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার হইবে। এতদ্দিনে প্রোটেষ্টান্ট সমাজের ক্ষমতা দৃঢ় হইল।

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে, উক্ত সভার প্রতিজ্ঞা অনুসারে পোপ ইটালীর ট্রেন্টনগরে বিরাটসভা করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রোমকসমাজভুক্ত প্রধানেরা তাহা অনুমোদন করিলেন। কিন্তু প্রোটেষ্টান্টেরা কহিলেন, "পোপের অধিকারভুক্ত স্থানে তাঁহারা এই মহাসভা করিতে পারেন না।"

পোপ প্রোটেষ্টান্টদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "সমাজ সংস্কারে তাঁহার কিছুমাত্র অমত নাই। তিনি সকল সমাজের, বিশেষতঃ রোমকসমাজের সংস্কারেও একান্ত অভিলাষী।" সংস্কারকগণ তাহাতে একটু শান্ত হইলেন। পোপ সমাজসংস্কারের ভার চারিজন কার্ডিনালের উপর অর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে সকল সংস্কারবিধি প্রকাশ করেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহাতে পোপ ও কার্ডিনালগণের স্বার্থজড়িত।

এদিকে জর্ম্মণসম্রাট্ প্রোটেষ্টান্টদিগকে ট্রেন্টের সভায় উপস্থিত করিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এবার তিনি অসিবলে বিবাদের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রোটেষ্টান্টসমাজের নেতাগণও এই আসন্নবিপদ্ হইতে প্রোটেষ্টান্টদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন। এই সময়ে (১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে) মহাত্মা লুথর আইসেল্‌বেন্ নগরে শান্তিভাবে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

একদিকে লুথরের মৃত্যু সংবাদ, অন্যদিকে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। এবার জর্ম্মণসম্রাট্ ও পোপ একত্র মিলিত হইয়া বিপক্ষবাদীগণের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন। স্যাক্সনিরাজ (Elector of Saxony) ও হেসের সামন্তরাজ (Landgrave of Hesse) সসৈন্যে বাভেরিয়ায় উপস্থিত হইয়া সম্রাটের শিবির আক্রমণ করিলেন। নররক্তে রণক্ষেত্র প্লাবিত হইল। এদিকে স্যাক্সনির ডিউক মরিস্ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া খুল্লতাতের রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। কাজেই স্যাক্সনিরাজকে স্বরাজ্যাভিমুখে ফিরিতে হইল। পথিমধ্যে স্যাক্সনিরাজ মরিসের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। দুর্বৃত্ত মরিস্ স্যাক্সনির অধিপতি (Elector of Saxony) হইলেন। তাঁহার চাতুরীজালে পড়িয়া হেসের সামন্তরাজও পরে বন্দী হইলেন। এইরূপে শঠের ছলনায় প্রোটেষ্টান্টসমাজের দুইজন অধিনেতা নিগৃহীত হইলেন।

আবার অগ্‌স্‌বর্গে মহাসভা হইল, সম্রাট্ আদেশ করিলেন প্রোটেষ্টান্টদিগকে আগামী ট্রেন্ট মহাসভার উপর নির্ভর করিতে হইবে। সে সময়ে সভার চারিদিকে সম্রাটের সৈন্যগণ উপস্থিত ছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত প্রোটেষ্টান্ট অপমান ও অত্যাচারের ভয়ে সম্রাটের আদেশ গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু ইহার অনতিপরেই জর্ম্মণরাজ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কাজেই সম্রাটের আদেশ কার্য্যকর হইল না।

১৫৫১ খৃষ্টাব্দে আবার সভা বসিল, সম্রাট্ জোর করিয়া জর্ম্মণরাজগণকে ট্রেন্টের সভায় যোগ দিতে বাধ্য করিলেন। সেই সভায় মরিস্ এই কএকটী প্রস্তাব করিলেন—"ট্রেন্টের মহাসভায় পোপ স্বয়ং কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, পূর্ব্বে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহা প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মাধ্যাপকগণের সমক্ষে পুনরালোচিত হইবে।"

সভাভঙ্গের পর প্রোটেষ্টান্টেরা আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে

পলাইলেন। মেলক্‌থন্‌ প্রভৃতি প্রোটেষ্টাণ্টপণ্ডিতগণ স্ব স্ব ধর্ম্মনৈতিক মত ও বিশ্বাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে স্যাক্সানিয়ার মরিস্‌ শুনিলেন, জর্ম্মণসম্রাট্‌ জর্ম্মাণের রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ইহার প্রতিবিধানের জন্য গুপ্তভাবে রাজগণের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন। ফরাসীরাজও এই সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে মিলিত সৈন্যদল অকস্মাৎ ইন্‌স্‌ব্রুকনগরে প্রবলবেগে সম্রাট্‌কে আক্রমণ করিল। সম্রাট্‌ পূর্ব্বে বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না, সুতরাং অকস্মাৎ আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট্‌ প্রতিজ্ঞা করিলেন, রোমক ও প্রোটেষ্টাণ্টসমাজ তাঁহার প্রাসাদে সমভাবে গৃহীত হইবে।

ইহার পর ব্রাণ্ডেন্‌বর্গের সামন্তরাজকুমার আল্‌বার্ট রোমকসমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার অত্যাচারে জর্ম্মণরাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। শত শত রোমান্‌ ক্যাথলিক প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

কেবল যে এই সময় জর্ম্মণরাজ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল এমন নয়। হলণ্ড প্রদেশেও সেইরূপ প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর অভাবনীয় অত্যাচার হইতেছিল। তখন পোপভক্ত স্পেনরাজগণ হলণ্ডের অধিপতি। শুনা যায়, তাঁহাদের কঠোর নির্যাতনে লক্ষাধিক প্রোটেষ্টাণ্ট অকালে কালকবলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ওলন্দাজেরা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে হলণ্ডের অনেক স্থান আবার স্বাধীন হইয়া পড়িল।

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ২৫এ সেপ্টেম্বর জর্ম্মণসম্রাট্‌ রাজ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য অক্‌স্‌বর্গে আবার মহাসভা করিলেন। এই সভায় স্থির হইল প্রজা সাধারণের যাহার যাহাতে বিশ্বাস সে সেই সমাজভুক্ত হইতে পারিবে। প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সহিত রোমকসমাজের কোন সংস্রব থাকিবে না। আজ হইতে পোপের কর্ম্মচারীগণ প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর কোন কথা কহিতে পারিবে না। এতদিন পরে নির্ব্বিবাদে জর্ম্মণরাজ্যে লুথরের সংস্কার (Reformation) প্রচলিত হইল।

এই সময়ে ইংলণ্ডেও সংস্কারদিগের উপর দারুণ অত্যাচার চলিতেছিল। রোমকসমাজ কর্ত্তৃক সেই বিষম নির্যাতনের কথা শুনিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বহুকাল যে উইক্লিফ্‌ নিরাপদে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর চুয়াল্লিশ বর্ষ পরে সেই প্রথম সংস্কারকের গোরস্থান হইতে তাঁহার অস্থি কয়খানি তুলিয়া গোময়কুণ্ডে ডুবাইয়া দগ্ধ করা হইল।

৮ম হেন্‌রীর রাজত্বকালেও কএকজন প্রোটেষ্টাণ্ট পণ্ডিত হুতাশনে দগ্ধ হন। তৎপরে যখন মেরি ইংলণ্ডেশ্বরী হইলেন, তখনও প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর আরও ঘোর উৎপীড়ন হইতেছিল।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর আদেশে প্রায় শতাধিক প্রোটেষ্টাণ্ট অনলে ভস্মীভূত হন, এই সময় বালক ও অবলা রমণীগণও নিস্তার পান নাই। মিল্‌সাহেব তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"ঐ বর্ষের অত্যাচারের কথা আর কি লিখিব! কত শত অবলা রমণী অন্যায়রূপে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। একটী পূর্ণগর্ভা যুবতী জলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত হইলেন, অগ্নিমধ্যে তাঁহার গর্ভ বিদীর্ণ হইয়া এক নবকুমার বাহির হইল। নিকটস্থ একজন লোক অগ্নি হইতে সেই সদ্যোজাত শিশুটীকে তুলিয়া লইল, কিন্তু নির্দ্দয় ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সেই সদ্যোজাত শিশুকেও জলন্ত অনলে পোড়াইতে আদেশ দিলেন। এইরূপে গর্ভস্থ শিশু অবধি ধর্ম্মকুহকে ভস্মীভূত হইয়াছিল! অহো! এই কি মানবের অবস্থা প্রকৃতি।" এমন কি সেই সময় যে কেহ পোপের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিত, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে পোপভক্ত ইংলণ্ডেশ্বরী কাণ্টর্বরির প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যকে (Arohbishop Canterbury) সংস্কারের পক্ষপাতী ভাবিয়া নির্দ্দয়রূপে বিনাশ করেন। তিনি ইংলণ্ডের ন্যায় আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টদিগকেও শাস্তি দিবার জন্য ডাক্তার কোলকে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু ভগবান্‌ অদ্ভুত উপায়ে প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজ্ঞীর মোহরাঙ্কিত আদেশপত্র লইয়া ডাক্তারের যাত্রাকালে তথাকার নগরপাল তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। অন্যান্য কথার পর ডাক্তার নগরপালকে আপনার ছোট থালটী দেখাইয়া বলেন, "ইহার মধ্যে আদেশপত্র আছে, যাহাতে আয়র্লণ্ডে (প্রোটেষ্টাণ্ট নামক) বিধর্ম্মীগণ নিপাতিত হইবে।" এই কথা সেই সময়ে এক রমণীর কাণে গেল। সেই রমণীও প্রোটেষ্টাণ্ট, তাঁহার ভ্রাতাও আয়র্লণ্ডে ছিল। নগরপাল যথারীতি আলাপের পর যখন গমন করেন, ডাক্তারও তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ উপর হইতে বরাবর নীচে নামিয়া আসেন সে সময়ে থালটী কিন্তু উপরের ঘরেই পড়িয়া থাকে। তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া থালটী লইয়া যাত্রা করিলেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর ডব্‌লিন্‌ নগরে আসিয়া নামিলেন। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া দুর্গমধ্যে লইয়া গেলেন। এখানে রাজ্যের সকল প্রধান লোক উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা

করিয়া তাঁহার আসিবার কারণ সকলকেই জানাইলেন। এইবার রাজ্ঞীর অনুমতিপত্র সকলকে দেখাইতে হইবে। তিনি রাজ্ঞীর সহকারী প্রতিনিধির হস্তে থলিটী অর্পণ করিলেন। প্রতিনিধি তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষকে রাজ্ঞীর অনুমতিপত্র বাহির করিয়া পাঠ করিতে বলিলেন। থলি খোলা হইল, তাহাতে রাজ্ঞীর আদেশপত্র নাই, কতকগুলি তাস আর কতকগুলি কাটি পাওয়া গেল। বিষম সমস্যা! ডাক্তার মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল। সকলে অবাক্! আবার ডাক্তার অনুমতি লইতে ফিরিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডে অনুমতি লইবার পরই রাণীর মৃত্যু হইল। এইরূপে আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টরা অব্যাহতি পাইলেন।

প্রোটেষ্টাণ্ট বলিতে গেলে প্রধানতঃ লুথরের মতাবলম্বী বুঝায় বটে, কিন্তু সকল স্থানের প্রোটেষ্টাণ্ট লুথরের মত মানেন না।

জেনিভানগরে কালবিন্ নামে একজন বিখ্যাত খৃষ্টান্ অধ্যাপক পোপের বিরুদ্ধে যে মত প্রচার করেন, সুইজর্ণণ্ড ফ্রান্স, স্কটলণ্ড প্রভৃতি স্থানের অনেক প্রোটেষ্টাণ্ট সেই কালবিনের মত অবলম্বন করেন। তাহারা কালবিনিষ্ট নামেও খ্যাত। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই মতাবলম্বী লোকেরা ফ্রান্সে প্রবল হইয়াছিল। ফরাসীদেশের রোমন্ ক্যাথলিকেরা বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাদিগকে হিউগোনট্ (Huguenot) বলিয়া ডাকিতেন, তাহাতে ফ্রান্সের প্রোটেষ্টাণ্টেরা হিউগোনট্ নামে প্রসিদ্ধ হয়। স্কটলণ্ডের কালবিনিষ্ট খৃষ্টানেরাও রাণী মেরীর উৎপাতে যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ ইংরাজসৈন্য পাঠাইয়া স্কটলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্টদিগের পোপভক্ত খৃষ্টানদিগের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিলেন।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ডেন্‌মার্ক, সুইডেন, সুইজার্লণ্ড, জর্ম্মণি, এমন কি রোমরাজ্যেরও কোন কোন স্থানে সমাজসংস্কার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও ফ্রান্সের বিষম গোলযোগ চলিতেছিল। ফরাসীরাজগণের উৎপীড়নে কত শত ধর্ম্মাত্মা প্রোটেষ্টাণ্ট নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের ২৪এ আগষ্ট আসিল। সেইদিন খৃষ্টান্‌জগতে কি ভয়ানক দুর্দ্দিন! সমগ্র সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ করিয়াও যে খৃষ্টান্-হৃদয় বিচলিত হয় নাই, বোধ হয় এই একদিনের ইতিহাস পাঠ করিলে তাঁহার প্রত্যেক শিরা কম্পান্বিত হইবে। মানব কিরূপে পিশাচ হয়, ধর্ম্মান্ধতা কি ভয়ঙ্কর, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত মানবজগতে কিরূপ অনিষ্টকর! তাহা ঐ একদিনের ইতিহাসে অতি স্পষ্ট চিত্রিত। তখনকার সভ্যজগতের রাজধানী ফ্রান্সে এই একদিনে সহস্রহাজার প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান্ অতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিহত হয়। তখন ৯ম চার্লস্ ফ্রান্সের অধিপতি। তাঁহার ভগিনীর সহিত নেভারের রাজার বিবাহ হইবে। শত শত উচ্চপদস্থ প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান্ পারিস-নগরে উপস্থিত। ঘরে ঘরে আমোদের স্রোত বহিতেছে। কিন্তু একি হইল! মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রতিঘরে হাহাকার উঠিল! প্রোটেষ্টাণ্ট-অনুরাগিনী ফরাসীরাজভগিনী বিবাহের পূর্ব্বেই বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন। দুষ্ট রোমান্ ক্যাথলিকেরা ফরাসীরাজের আদেশে নৌসেনাপতি কোলিগ্নের ঘরে অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া অতি নীচ ভাবে সেই বীরপুরুষের প্রাণবধ করিলেন, তাঁহার পূতদেহ শতধা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বাতায়ন হইতে সর্ব্বসমক্ষে রাজপথে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার মুণ্ড রাজমাতা ও রাজার নিকট প্রেরিত হইল! এইবার হত্যাকারীরা প্রকৃত পিশাচরূপ ধারণ করিল। নররক্তে তাহাদের সর্ব্বশরীর রঞ্জিত হইল! ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ, মর্ম্মভেদী রোদন-নিনাদ উঠিল! উচ্চপদস্থ শত শত সামন্ত, শত শত সম্ভ্রান্তব্যক্তি হত্যাকারীগণের ভীষণ আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন! অনাথ প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে রক্ষা করে, এমন কোন লোক উপস্থিত নাই! পারিস্‌নগরীর প্রত্যেক রাজপথে প্রকৃতই রক্ত নদী বহিতে লাগিল! বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বর্ষীয়সী আজ কাহারও নিস্তার নাই! সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া কোন কোন ভুক্তভোগী খৃষ্টান্ লিখিয়াছেন, "যাহা দেখিলাম, নয়ন যেন সে নরকের দৃশ্য আর না দেখে। মানব যে এত নিষ্ঠুর এমন রক্তপিশাচ হইতে পারে, তাহা দুর্ব্বল মানবহৃদয় ধারণা করিতেও অক্ষম।—দেখিয়াছি, হত্যাকারীর তীব্র আঘাতে পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, পতি বিপক্ষের বন্ধনে আবদ্ধ! সেই পিতার ও পতির সমক্ষে অবলা সতীরমণীকে ধরিয়া দুবৃত্তেরা বলাৎকার করিতেছে! মাতার সমক্ষে তাঁহার একমাত্র হৃদয়ের ধন স্তন্যপায়ী শিশু পর্য্যন্ত কত শত বিনষ্ট হইতেছে! দুর্বৃত্তেরা কোন সুন্দরী রমণীর স্তনচ্ছেদ করিয়া ও তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পা ধরিয়া রাজপথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দুর্বৃত্তগণের পদাঘাতে কত কত গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হইয়াছে। কেহ আসন্ন-মৃত্যুকালে একবিন্দু জল চাহিতেছে; সেই সময় কোন নির্দ্দয় ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার মুখে প্রস্রাব করিতেছে! কাহার হাত গিয়াছে, কাহার দুইটী পা নাই, কাহারও নাক কাণ কাটা [illegible]

আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি। যাহা সভ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে শতধিক্! এই কি সভ্যজগতের চিত্র!" (১)

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই দারুণ সংবাদ পোপের নিকট পৌছিল। পোপের কি মহা আনন্দ! রোমনগরী উজ্জল আলোকমালায় ভূষিত হইল! ঘরে ঘরে নৃত্য গীত চলিতে লাগিল। মহামতি পোপ ঘোষণা করিলেন, "আজ মহোৎসবের দিন! আমাদের বিপক্ষবাদী বিধর্মী (প্রোটেষ্টাণ্ট)-গণ নিহত হইয়াছে! ইহা অপেক্ষা আর সুখের সংবাদ কি হইতে পারে! আমার অধীনে যে যেখানে আছ, এই উৎসবে আমোদ প্রমোদ করিতে ভুলিবে না।" পোপের মহাভিষেক উৎসব হইল। খৃষ্টান্ জগেত এই দিন "সেণ্টবার্থলমিউস্ ডে" (St. Bartholomew's day) নামে প্রসিদ্ধ। জর্ম্মণেরা ইহাকে (Bluthoziet) অর্থাৎ রুধির-বিবাহ' বলিয়া থাকেন।

পারিস্নগরীর মত ফ্রান্সের সর্ব্বত্রই অনেক দিন ধরিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদিগের উপর ঐরূপ অত্যাচার চলিয়াছিল। শেষে ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে আরও ভীষণ আকার ধারণ করিল! সে উৎপীড়নের কথা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। (২) এই সময়ে শত শত প্রোটেষ্টাণ্ট গুপ্তভাবে দেশ ছাড়িয়া ভিন্নরাজ্যে গিয়া তবে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। এখন ফরাসীরাজ্যে সর্ব্বত্রই প্রোটেষ্টাণ্টের বাস, আর সে অত্যাচার নাই।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমাররাজের সাহায্যে জিগেনবল্গ্ (Ziegenbalg) ও প্লুচু (Plutschau) নামে লুথরের মতাবলম্বী দুইজন খৃষ্টান্ ভারতে প্রোটেষ্টাণ্টমত প্রচার করিতে আসেন। উভয়েই মহাপণ্ডিত ছিলেন। জিগেন্-বল্গই তামিলভাষায় বাইবেল অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ভারতে যত ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে, তন্মধ্যে উহাই সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ। তাঁহার অন্যতম সহচর সুলজ (Schultze) ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানী ভাষায় বাইবেল প্রচার করেন। ইঁহাদের যত্নে মান্দ্রাজ, কডেলুর, তাঞ্জোর প্রভৃতি নানাস্থানে লুথরের মত প্রচারিত হইয়াছিল এবং অনেক নীচজাতি তাঁহাদের নিকট খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু তখনও বাঙ্গালায় খৃষ্টানধর্ম্ম আদৃত হয় নাই। এখান-কার নবাবদিগের ভয়ে প্রথমে কেহ ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারে নাই। বঙ্গরাজ্য ইংরাজ কোম্পানির হস্তগত হইলে পরে, তাঁহারাও প্রথমে কোন খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারককে এদেশে প্রবেশ করিতে দেন নাই। কোম্পানীর রাজত্বে নিয়ম ছিল, কোন য়ুরোপীয় কোম্পানীর অধিকারের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবেন না, তাহাতে দেশীয়গণের ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে এবং অধিবাসীরা সকলে অসন্তুষ্ট হইলে রাজ্যে বিস্তর অনিষ্ট হইতে পারে।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তক কেরিসাহেব এদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন, তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাগুণে অনেক বিপদ্ আপদ্ সহ্য করিয়া সুন্দরবনে থাকিয়া অসভ্য লোকদিগকে গুপ্তভাবে খৃষ্টান্ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কোম্পানীর রাজ্যে স্থান পান নাই। শেষে (তৎকালের) ওলন্দাজা-ধিকৃত শ্রীরামপুরে তিনি আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এই শ্রীরাম-পুরে মার্স্ম্যান্ ও ওয়ার্ড নামে বিখ্যাত পণ্ডিতদ্বয় আসিয়া ভারতের নানাভাষাবিদ্ কেরিসাহেবের সহিত মিলিত হন। এই শ্রীরামপুরে উক্ত বাপ্টিষ্ট প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উৎসাহ গুণে প্রথম বাঙ্গালা-মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এইখানে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ তারিখে ওয়ার্ডসাহেব নিজের হাতে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা অক্ষর সাজাইয়া ছিলেন, ঐ দিনেই সন্ধ্যাকালে কেরিসাহেব বাইবেলের বঙ্গানুবাদের প্রথম পৃষ্ঠার ছাপা ভ্রমসংশোধনের জন্য হাতে পাইয়াছিলেন।

ইঁহাদের উৎসাহেই ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে রামবসু রচিত "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" মুদ্রিত হয়, তাহা বঙ্গসাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া বিশেষ আদরণীয়। সত্য কথা বলিতে কি, উপরোক্ত তিনজন মিসনরী যে উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়া ছিলেন, তাহা সফল হউক বা না হউক, কিন্তু বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র তাঁহাদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। [মুদ্রাযন্ত্র দেখ।]

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের উপর সদয় হইলেন। এতদিন পরে মিসনরীরা বঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার করিবার অধিকার পাইলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মিডিলটন্ নামে একব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম বিসপ হইয়া আসিলেন। মিসনরীগণের অধ্যবসায় গুণে অল্পদিন মধ্যেই অনেক নীচশ্রেণীর বাঙ্গালীর খৃষ্টান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শেষে খৃষ্টান্ মহিলাগণ শিক্ষার ছলে অনেক সম্ভ্রান্তব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়া খৃষ্টীয় আলোক বিতরণ করিতে লাগিলেন, অনেক বাঙ্গালী আপনা-দের প্রকৃত জাতীয়তা হারাইলেন। ক্রমে উচ্চশিক্ষার স্রোত বহিল; বন্দ্যোর সাহেব লিখিয়াছেন, "এ উচ্চ শিক্ষালাভ

(১) Comber's History of the parisian Massacre of St. Bartholomew; Clark's Looking-glass for persecutions প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(২) Lewis de Enaroiles' Memoirs of the persecutions of the Protestants in France দ্রষ্টব্য।

করিয়া আর বড় একটী কেহ খৃষ্টান হইতে চায় না। খৃষ্টানী-ভাব অনেকের, কিন্তু ধর্ম্মে অধিকাংশই নাস্তিক।"

১৮৮১ সালের গণনায় ভারতে ৫১১২১০ জন প্রোটেষ্টান্টের বাস, তন্মধ্যে ইংলণ্ডসমাজের অধীন ৩৫৩১১৩, স্কটলণ্ডসমাজের অধীন ২০০৩৪, লুথরের মতাবলম্বী ২৯৫৭৭, এবং অপর প্রোটেষ্টান্ট ১০৭৮৮৬।

গ

গ, গকার, তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। (অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। শিক্ষা) ইহার আভ্যন্তর প্রযত্ন জিহ্বামূল স্পর্শ এবং বাহ্য প্রযত্ন সংবার নাদঘোষ। গকার অল্পপ্রাণ বর্ণের মধ্যে গণিত। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণ মণিবন্ধে ইহার ন্যাস করিতে হয়। বঙ্গাক্ষরে ইহার লিখনপ্রণালী তন্ত্রমতে এই প্রকার—গকারে সন্ধসমেত তিনটী রেখা থাকে, একটী অধোগত বক্ররেখা, এই রেখার উর্দ্ধস্থিত অগ্রভাগে যোগ করিয়া ডানদিকে আর একটী রেখা সরলভাবে টানিতে হয়, এই সরল রেখার দক্ষিণাগ্র হইতে অধোদিকে একটী সরলরেখা টানিয়া পরে সমান ভাবে উর্দ্ধদিকে প্রথম সরলরেখার উপর দিয়া উন্নত করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে গকারেও একটী মাত্রা দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু তন্ত্রে তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রথম রেখার অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী এবং তৃতীয়টীর অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ঈশ্বর। গকারকে দাড়িমী কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণা, চতুর্বাহু, রক্তবস্ত্রধারিণী ও রত্নালঙ্কারে পরিশোভিতা ব্রহ্মাণীর ন্যায় ধ্যান করিতে হয়। ইহার নাম গো, গৌরী, গৌরব, গঙ্গা, গণেশ, গোকুলেশ্বর, শার্ঙ্গী, পঞ্চাত্মক, গাথা গন্ধর্ব্ব, সর্ব্বগ, স্মৃতি, সর্ব্বসিদ্ধি, প্রভা, ধূম্রা, দ্বিজাখ্য, শিবদর্শন, বিশ্বাত্মা, গৌ, বালবন্ধ, ত্রিলোচন, গীত, সরস্বতী, বিদ্যা, ভোগিনী, নন্দন, ধরা, ভোগবতী, হৃদয়, জ্ঞান, জালন্ধর, লব। (বর্ণাভিধান)

তান্ত্রিকমতে হৃদয়ে যে দ্বাদশদল পদ্ম আছে, তাহার তৃতীয় দলে গকার অবস্থিত। কাব্যাদির প্রথমে গকার থাকিলে রচয়িতার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অপর কোন ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে বিপরীত ফল হয়। "কঃ খো গোঘশ্চ লক্ষ্মীং" 'সংযুক্তং চেহ ন তাৎ সুখভরণপটুর্বর্ণবিন্যাসযোগঃ।' (বৃত্তরত্নাকরটীকা।)

গ (ক্লী) গৈ-ক। ১ গীত। (পুং) ২ গণেশ। ৩ গন্ধর্ব্ব। ৪ একটী গুরুবর্ণ।

"গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেকক্ঃ।" (ছন্দোমঞ্জরী)

৫ কর্ম্মোপপদে গমধাতুর উত্তর (গাপোষ্টক্। পা ৩।২।৮) সূত্রানুসারে টক্ প্রত্যয় হইয়া যে গ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার অর্থ গমনকর্ত্তা, গন্তা, ইহা তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। যথা—সামগঃ, হৃদগা, কণ্ঠগং।

"হৃদগাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোহদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ।" (মনু ২।৬২)

গইরা (গম্ভীর শব্দজ) গভীর।

গকার (পুং) গ-স্বরূপে কারঃ। গ স্বরূপবর্ণ।

গগন (ক্লী) গচ্ছন্ত্যস্মিন্ গম-যুচ্, গশ্চান্তাদেশঃ। (গমের্গশ্চ। উণ্ ২।৭৭) ১ আকাশ। ইহার পর্য্যায়—বহি, ধ্ব, আপ, পৃথিবী, ভূ, স্বয়ম্ভূ, অধ্বা, সগর, সমুদ্র, অধ্বর। (নিঘণ্টু) [অপর পর্য্যায় আকাশ শব্দে দ্রষ্টব্য।] ইহার গুণ শব্দ, ব্যাপকত্ব, ছিদ্রত্ব, অনাশ্রয়, অনালম্ব, আশ্রয়ান্তরশূন্য, অব্যক্ত, অধিকারিতা।

"প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্জ্যদৃষ্টীরেকং।"
(মেঘদূত ৪৮ পূর্ব্ব)

গগন শব্দের নকার ণত্বও হইয়া থাকে। অনেকের মতে মূঢ় ব্যক্তিই ণকার স্বীকার করেন, বাস্তবিক ণকার হইবে না। কিন্তু আচার্যামঞ্জরীর "খগগণো গগণো পরিয়াজতে।" এই শ্লোকে ণত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

২ শূন্য। ৩ লগ্নাপেক্ষায় দশম রাশি।

গগ(ণ)নগতি (ত্রি) গগনে গতির্যস্য বহুব্রী। ১ আকাশগামী, যাহারা আকাশে গমন করে। (পুং) ২ দেবতা। ৩ সূর্য্যাদিগ্রহ। (স্ত্রী) গগনে গতিঃ ৭তৎ। ৪ আকাশ গমন।

গগ(ণ)নচর (ত্রি) গগনে চরতি চর-টচ্। ১ আকাশগামী, যে আকাশপথে গমন করিতে পারে।

"বুভুক্ষিতো গগনচরেশ্বরস্তদা।" (ভারত ১।২৮ অঃ)

গগ(ণ)নধ্বজ (পুং) গগনে গগনস্থ বা ধ্বজইব। ১ মেঘ। (তারাবলী) ২ সূর্য্য। (হেমচন্দ্র)

গগ(ণ)নপ্রিয় (পুং) দৈত্যবিশেষ। "প্রহ্লাদোঽশ্বশিরঃ কুম্ভঃ সংহ্লাদো গগনপ্রিয়ঃ।" (হরিবংশ ৪২ অঃ)

গগনফুল (ক্লী) অলীক পদার্থ, যাহার সত্তা নাই, আকাশকুসুম।

"আনিব তুলিয়ে গগনফুল, একৈক ফুলের লক্ষৈক মূল।"
(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

গগ(ণ)ন-বিহারিন্ (ত্রি) গগনে বিহর্ত্তুং শীলং যস্য বি-হৃ-ণিনি। ১ যে আকাশপথে বিচরণ করে। (পুং) ২ খেচর।

গগ(ণ)নমণ্ডল (ক্লী) গগনস্য মণ্ডলং ৬তৎ। আকাশমণ্ডল, নভোমণ্ডল।

গগ(ণ)নসদ্ (ত্রি) গগনে সীদতি গচ্ছতি গগন-সদ-ক্বিপ্।

১ আকাশগামী। (পুং) ২ সূর্য্যাদিগ্রহ। "বালত্বং বৃদ্ধতা বা যদি গগনসদাঃ জন্মকালে নরাণাং।" (জাতকালঙ্কার।) ৩ দেবতা। বিস্মেরান্ গগনসদঃ করোত্যমুষ্মিন্।" (মাঘ)

গগ(ণ)নসিন্ধু (স্ত্রী) গগনস্থ সিন্ধুঃ ৬তৎ। মন্দাকিনী। "গগনসিন্ধুফেনপটলজালান্তরস্থ।" (কাদম্বরী।)

গগ(ণ)নাঙ্গনা (স্ত্রী) গগনাগতা অঙ্গনা। দিব্যাঙ্গনা, অপ্সরা।

গগনাদিলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। গগন (অভ্র), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ, কুটজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, সাচিক্ষার, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, বচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে লইয়া যত পরিমাণ হইবে, তাহার অর্দ্ধ চিতাচূর্ণ মিশাইবে, ইহাকে গগনাদিলৌহ বলে। দুই তোলা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে সোমরোগ ও মূত্রাতিসার ভাল হয়।

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

গগনাদিবটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী— গগন (অভ্র), রসসিন্দূর, তাম্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক ও পারদ মিশাইয়া যষ্টিমধুর কাথে পেষণ করিবে। বাসক, দ্রাক্ষা ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একদিন মর্দ্দন করিবে। অর্দ্ধতোলাপরিমিত বটী প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে গগনাদিবটী বলে। ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে কঠিন বাত, পিত্তরোগ, ক্ষয়, ভ্রম, মদ, কফ, শোষ, দাহ ও তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়। (রসেন্দ্রসা°)

গগনাধ্বগ (পুং) গগনাধ্বনা গচ্ছতি গম-ড। সূর্য্য। (হেম°)

গগনাম্বু (ক্লী) গগনস্থাম্বু ৬তৎ। দিব্যোদক, মেঘনিঃসৃত জল, চলিত কথায় বৃষ্টির জল বলে। ইহার গুণ ত্রিদোষঘ্ন, বলকর রসায়ন, রক্ষোঘ্ন, শীতল, আহ্লাদকর, জ্বর, দাহ ও বিষনাশক। বৃষ্টির জলের স্বাভাবিক এই সকল গুণ থাকিলেও অপবিত্র স্থানে বা অপবিত্র পাত্রে পতিত হয় বলিয়া সেই জল পান ও সেই জলে স্নান অতিশয় অহিতকর ও অব্যবহার্য্য। পাত্রের দোষ গুণ অনুসারে জলেরও দোষ বা গুণ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৫ অঃ)

গগনেচর (পুং) গগনে চরতি চর-ট (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬) অলুক্ সমাস°। ১ দেবতা। ২ সূর্য্যাদিগ্রহ। ৩ রাশিচক্র। (ত্রি) ৪ গগনচারী, যাহারা গগনপথে গমন করে। "ভুক্ষিতং কথিতে মাত্রা কারণে গগনেচরঃ।" (ভারত ১।২৭।১৫) স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

গগনোল্মুক (পুং) গগনে উল্মুক ইব। মঙ্গলগ্রহ। (হারাবলী)

গগরী (গর্গরী শব্দজ) বড় ঘড়া, বৃহৎ কলসী।

গম্ (স্ত্রী) বাক্য। (নিঘণ্টু)।

গগ্ঘ (পুং) হাস।

গঙ্গক, প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেন্দ্রের গুরু ও একজন কবি।

গঙ্গকা (স্ত্রী) গঙ্গা স্বার্থে কন্-টাপ্ আকারস্য হ্রস্বত্বং (অভাষিত পুংস্কাচ্চ। পা ৭।৩।৪৮) গঙ্গা।

গঙ্গহরি, তত্ত্বদীপিকা নামে আনন্দলহরীর টীকাকার।

গঙ্গা (স্ত্রী) গম্যতে ব্রহ্মপদমনয়া গম্-গন্ (গমাদ্যোঃ। উণ্ ১।১২২) নিঘণ্টু মতে গচ্ছতীতি গম-গন্-টাপ্। ১ স্বনামপ্রসিদ্ধ নদী ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহার পর্য্যায়—বিষ্ণুপদী, জহ্নুতনয়া সুরনিম্নগা, ভাগীরথী, ত্রিপথগা, ত্রিস্রোতাঃ, ভীষ্মসূ, অর্ঘ্যতীর্থ, তীর্থরাজ, ত্রিদশদীর্ঘিকা, কুমারসূ, সরিদ্বরা, সিদ্ধাপগা, স্বর্গাপগা, স্বরাপগা, খাপগা, ঋষিকল্য, হৈমবতী, স্ববাপী, হরশেখরা, সুরাপগা, ধর্ম্মদ্রবী, সুধা, জহ্নুকন্যা, গান্দিনী, রুদ্রশেখরা, নন্দিনী, অলকনন্দা, সিতসিন্ধু, অধ্বগা, উগ্রশেখরা, সিদ্ধসিন্ধু, স্বর্গসরিদ্বরা, মন্দাকিনী, জাহ্নবী, পুণ্যা, সমুদ্রসুভগা, স্বর্নদী, সুরদীর্ঘিকা, সুরনদী, স্বর্ধুনী, জ্যেষ্ঠা, জহ্নুসুতা, ভীষ্মজননী, শুভ্রা, শৈলেন্দ্রজা, ভবায়না। বৈদ্যকরাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার জলের গুণ শীতল, স্বাদু, স্বচ্ছ, অত্যন্ত রুচিকর, পথ্য, পবিত্র, পাপনাশক, তৃষ্ণা ও মোহনাশক, দীপন এবং প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী। (রাজনি°)

গঙ্গা অতি প্রাচীন পুণ্যসলিলা নদী, হিন্দুগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে পৃথিবীর সকলতীর্থ হইতে গঙ্গা প্রধান, গঙ্গায় মৃত্যু হইলে মনুষ্য হইতে নিকৃষ্টজাতি কীট পর্য্যন্তও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ঋগ্বেদে (১০।৭৫।৫), কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে, শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গা নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি প্রায় সকল প্রাচীন গ্রন্থেই গঙ্গার বিষয় অল্পবিস্তর লিখিত আছে। বাল্মীকিরামায়ণের মতে গঙ্গা হিমালয়ের কন্যা, সুমেরুতনয়া মনোরমা বা মেনার গর্ভে ইহার উৎপত্তি হয়। দেবগণ কোন কার্য্যবশতঃ হিমালয়ের নিকট হইতে ইহাকে ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন (১)। তদবধি ইনি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দুরন্ত সগরতনয়গণ মহামুনি কপিলের শাপে ভস্মীভূত হইলে সগরবংশীয় রাজগণ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক-দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের চেষ্টার কোন ফল হইল না। অনেক দিন পরে সগরবংশীয় ভগীরথ মন্ত্রীদিগের উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্রথমে ব্রহ্মার তপস্যা করেন। তাঁহার

(১) কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতে দেবগণ শিবের সহিত বিবাহ দিতে গঙ্গাকে লইয়া যান। পাষাণী মেনকা গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া শাপ দেন, তাহাতে গঙ্গা জলময়ী হইয়াছেন।

কঠোর তপস্তায় হাজার বৎসরের পর পিতামহ সন্তুষ্ট হন। কমলযোনি সমস্ত দেবগণের সহিত ভগীরথের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ভগীরথ পিতামহকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। ভগীরথের অভিপ্রায় গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুক্ত হইতে পারেন, ব্রহ্মা তাহার কোন একটা উপায় করিয়া দেন। ব্রহ্মা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু ভগীরথের তপস্তার অবসান হইল না। গঙ্গা স্বর্গ হইতে ধরাতলে পতিত হইলে পৃথিবী তাহার বেগ ধারণ করিতে পারিবে না, সুতরাং গঙ্গাধারণ করিবার জন্ত আবার মহাদেবের তপস্তা করিতে হইল। * আশুতোষের আরাধনায় মহারাজকে অধিক কষ্ট করিতে হইল না। একবৎসরের মধ্যেই ভগীরথের তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া ভূতপতি বর দিতে উপস্থিত হইলেন, এবং ভগীরথ আপনার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি গঙ্গাধারণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। গঙ্গা মনে মনে ভাবিলেন, ভাল হইয়াছে, এইবার ভোলানাথ আমার হাতে জব্দ হইবেন, আমি এত জোরে পড়িব যে, ভোলানাথের সহিত পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে চলিয়া যাইব। মহাদেব গঙ্গার আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইলেন। যথাসময়ে গঙ্গা স্বর্গ হইতে শিবের মাথার উপরে পতিত হইল। শিবের অসাধারণ কৌশলে স্রোতস্বতীকে তাঁহার মাথার জটামধ্যেই থাকিতে হইল, কোনপ্রকারেই বাহির হইতে পারিল না। ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার তপস্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া ভূতপতি গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলে বিন্দু-সরোবরে পতিত হইল। বিন্দুসর হইতে গঙ্গার সাতটী স্রোত বাহির হয়। হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামক তিনটী পূর্ব্বদিকে, বঙ্কু, সীতা ও সিন্ধুনামক অপর তিনটী পশ্চিম-দিকে, গ্রাম, পর্ব্বত, বন, উপবন প্রভৃতি ভাসাইয়া চলিয়া গেল, এবং অপরটী ভগীরথ-প্রদর্শিত পথে গমন করিল। ইহারই ভাগীরথী নাম হইয়াছে। ভাগীরথী যাইয়া সাগরে পতিত হইলে ভস্মীভূত সগরতনয়েরা পবিত্র হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ভগীরথের অভীষ্টসিদ্ধি হইল।

(রামায়ণ আদিকা° ৪২, ৪৩, ৪৪ সর্গ)

গঙ্গার একটী নাম বিষ্ণুপদী। এই নাম হইতে হউক অথবা অপর কোন কারণেই হউক অনেকের বিশ্বাস যে, গঙ্গা বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান্ বিষ্ণুর পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলে ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল অবস্থান করে, সেই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে মেঘ অবস্থিত, পৌরাণিকগণ ইহাকেই বিষ্ণুর তৃতীয় পদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। (১) গঙ্গার আর একটী নাম জাহ্নবী, রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণে ইহার কারণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। মহারাজ ভগীরথ রথে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। স্রোতস্বতী গঙ্গাও গ্রাম, নগর, বন, উপবন প্রভৃতি ভাসাইয়া প্রবলবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহামুনি জহ্নু আপনার আশ্রমে বসিয়া একটী যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন, গঙ্গার জলে তাঁহার যজ্ঞ-বাট ভাসিয়া গেল, যজ্ঞে বিঘ্ন হইল, মুনি কিন্তু নড়িলেন না। জহ্নু চটিয়া উঠিয়া গঙ্গাকে জব্দ করিতে চিন্তা করিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে যোগবলে গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। গঙ্গার অভাবে কি গতি হইবে ভাবিয়া সকলেই চিন্তাকুল হইয়া উঠিল, পরে মুনিকে অনেক অনুনয়-বিনয় করায় জহ্নু কর্ণরন্ধ্র দ্বারা গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহাতেই গঙ্গার নাম জাহ্নবী বা জহ্নুসুতা হইয়াছে। (রামায়ণ ১৪৩ সঃ) দেবীভাগবতে একস্থানে লিখিত আছে—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনেই নারায়ণের পত্নী, তিনজনেই বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট অবস্থান করিতেন। একদিন গঙ্গা সোৎসুকে বার বার নারায়ণের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, নারায়ণও তাহা দেখিয়া একটু হাসিয়াছিলেন, কিন্তু সরস্বতী তাহাতে বড়ই চটিয়া গেলেন। রাণী নারায়ণকে উত্তম-মধ্যম দুই এক কথা শুনাইয়া দিলেন। নারায়ণ আর কিছু না বলিয়া বাহিরে আসিলেন। এদিকে সরস্বতী ও গঙ্গার মহাকলহ চলিতে লাগিল। পদ্মা মধ্যস্থ হইয়া মিটাইতে গেলেন, তাহাতে বিপরীত হইল। সরস্বতী পদ্মাকেই প্রথমে শাপ দিলেন, "তুমি নদীরূপ ধারণ করিয়া পাপীর আবাস মর্ত্তালোকে গমন কর।" গঙ্গাও আর স্থির থাকিতে পারি-লেন না, তিনিও বলিলেন, "পদ্মে! ও যেমন বিনাদোষে তোমাকে শাপ দিয়াছে, উহাকেও সেইরূপে নদীরূপে মর্ত্তা-লোকে গিয়া পাপরাশি গ্রহণ করিতে হইবে।" সরস্বতীও

* দেবীভাগবতের মতে, গঙ্গাকে ধারণ করিবার জন্ত ভগীরথ মহাদেবের আরাধনা করেন।

(১) "ধ্রুবে চ সর্ব্বজ্যোতিংষি জ্যোতিঃষ্বম্ভোমুচো দ্বিজ।
যে মেঘাস্ততো বৃষ্টি বৃষ্টেস্ত্যাপোহথ পোষণম্।......
এতস্মাৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্।
ততঃ প্রবর্ত্ততে ব্রহ্মন্ সর্ব্বপাপহরা সরিৎ।
গঙ্গা দেবাঙ্গনাঙ্গানামনুলেপনপিঞ্জরা।" (বিষ্ণুপু° ২৮ অঃ।)

ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে বলিলেন, "তোকেও ঐরূপ ফলভোগ করিতে হইবে।" এই সময় নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনিও কহিলেন, "যাও! দৈবচুর্বিপাকে তোমরা ভারতে নদী হও। দেখ, লক্ষ্মি! তোমার পূর্ণ অংশ বৈকুণ্ঠে থাকিবে, অর্দ্ধাংশ ধর্ম্মধ্বজ রাজার গৃহে অযোনিসম্ভবা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাই পরে তুলসী নামে বিখ্যাত হইবে। অপর অংশে পদ্মাবতী নদী নামে অবতীর্ণ হও। গঙ্গে তুমিও বিশ্বপাবনী সরিৎরূপে অবতীর্ণ হও, ভগীরথ অনেক আরাধনা করিয়া তোমায় লইয়া যাইবে। সেখানে আমার অংশ সমুদ্র এবং আমার অংশের অংশ হইতে উদ্ভূত শান্তনুরাজ তোমার পতি হইবেন।" (দেবীভা° ৯স্ক°) [ভীষ্ম দেখ।]

মহাভারতীয় দানধর্ম্মের মতে গঙ্গার গর্ভ হইতে ১৫০ হাত পর্য্যন্তকে গঙ্গাতীর বলে। প্রাণ কণ্ঠাগত অর্থাৎ অর্থাভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইলেও এই স্থানে বসিয়া কাহার দান গ্রহণ করিবে না। (১) গঙ্গার তীর হইতে ২ ক্রোশ পর্য্যন্তকে ক্ষেত্র বলে। গঙ্গাক্ষেত্রে বসিয়া দান, জপ বা হোম করিলে অসীম ফল হয়। (২) কোন পুরাণের মতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে গঙ্গাজল যতদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত হয়, তাহাকে গর্ভ ও তাহার পরভাগকে তীর বলে। (৩) গঙ্গার উদ্দেশ্যে গমন করিলে পারদার্য্য, পরদ্রব্যাহরণ, পরদ্রোহ প্রভৃতি পাপ বিনষ্ট হয়। গঙ্গার দর্শন করিলে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, আয়ু, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রভৃতি লাভ হয়। গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, গুরুহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। শত শত অকার্য্য করিয়া যদি গঙ্গায় অবগাহন করে, তাহা হইলেও গঙ্গার জলে সমস্ত পাপরাশি ধৌত হয়। সিংহ দেখিতে পাইলে মৃগগণ যে প্রকার ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করে, সেই প্রকার গঙ্গাস্নাননিরত ব্যক্তিকে দেখিয়া যমকিঙ্করেরাও পলায়ন করিয়া থাকে; তাহার আর যমভয় থাকে না। গঙ্গাতে অজ্ঞানে স্নান করিলে সকল পাপ নষ্ট হয়, জ্ঞানপূর্ব্বক স্নানে মুক্তি হইয়া থাকে। শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী, পুষ্যাযুক্ত অষ্টমী ও আর্দ্রা-নক্ষত্রযুক্ত চতুর্দ্দশী তিথিতে গঙ্গাস্নান প্রশস্ত। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের পূর্ণিমা, মাঘ মাসের অমাবস্যা, কৃষ্ণ-পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে গঙ্গাস্নান করিলে বিস্তর ফল হয়। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ ও ব্যতীপাতে গঙ্গাস্নান করিলে সহস্র গুণ ফল হয়। (ব্রহ্মপুরাণ।) গঙ্গামৃত্তিকা মাথায় ধারণ করিলে সূর্য্য হইতেও অধিক তেজশালী হইতে পারে। (অগ্নিপুরাণ।) গঙ্গায় কোনরূপ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার সহস্র গুণ ফল হইয়া থাকে। অন্ন, গো, স্বর্ণ, রথ, অশ্ব ও হস্তীদান করিলে যে ফল হয়, গঙ্গাজল দানে তাহার শতগুণ ফল হইয়া থাকে। গণ্ডূষমাত্র গঙ্গাজল পান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়, স্বচ্ছন্দরূপে পান করিলে মুক্তি হইয়া থাকে। যে মনুষ্য সপ্তরাত্র অথবা তিনরাত্রি মাত্র গঙ্গাতীরে বাস করে, তাহাকে আর নরকযাতনা অনুভব করিতে হয় না। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দান করিয়া যে সুখ লাভ হয় না, কেবল গঙ্গাতীরে বাস করিলেই সর্ব্বজন প্রার্থনায় মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। (ব্রহ্মপুরাণ।) ষাইট হাজার বিঘ্ন সর্ব্বদাই গঙ্গাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অভক্ত অথচ পাপকর্ম্মরত ব্যক্তি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে তাহার চিত্তকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তোলে, তাহাকে গঙ্গাস্নান করিতে দেয় না। (ভবিষ্য।) মাতৃবিক্রয়, পিতৃবিক্রয় হইতেও গঙ্গার দান গ্রহণ করা নিন্দনীয়, গঙ্গাজলস্থ হইয়া কখনও দান গ্রহণ করিবে না। (মাৎস্য।) যাহার গঙ্গা হইতে অপর তীর্থে অধিক ভক্তি, যে গঙ্গাকে তত ভক্তি করে না, তাহাকে দারুণ নরকযাতনা অনুভব করিতে হয়। (ভবিষ্য।) জ্ঞানপূর্ব্বক গঙ্গায় গর্ভে মৃত্যু হইলে মুক্তি ও অজ্ঞানে মৃত্যুতে স্বর্গলাভ হয়। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, কৃমি, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি যে কোন জন্তুর গঙ্গায় মৃত্যু হয় এবং যে সকল বৃক্ষগণ কূল ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় পতিত হয়, তাহাদেরও পরম গতি হইয়া থাকে। (ভবিষ্য।) যাহার অর্দ্ধ শরীর মৃত্যুসময়ে গঙ্গাজলে নিমগ্ন থাকে, তাহারও পুন-র্ব্বার জন্ম হয় না, ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। (স্কান্দ।) মানুষের যে কয়খানি অস্থি গঙ্গাজলে থাকে, তত হাজার বৎসর তাহার ব্রহ্মলোক বাস হয়। এই কারণে এদেশীয় লোকেরা মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। (কৌর্ম্ম।)

যাহার কেশ, রোম ও নখাদিও গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার সদ্গতি হইয়া থাকে। কাশীখণ্ডে গঙ্গামাহাত্ম্য অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। তাহার মতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে যত যত তীর্থ আছে, সকল তীর্থ হইতেই গঙ্গাতীর্থ প্রধান, এমন কোন পদার্থই নাই, যাহার সহিত গঙ্গার উপমা বা উপমেয় ভাব হইতে পারে। সমস্ত যাগযজ্ঞ করিয়া যে ফল হয়, এক গঙ্গার দর্শনেই তাহার শতগুণ ফল হয়। এমন কোন পাপ নাই, যাহা গঙ্গাজল স্পর্শমাত্রে বিনষ্ট না হয়।

(১) "অত্র ন প্রতিগৃহ্নীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
সার্দ্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে।"

(২) "তীরাদ্ গব্যূতিমাত্রন্তু পরিতঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।" (স্কান্দ)

(৩) "ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলম্।
তাবদ্ গর্ভং বিজানীয়াৎ তদূর্দ্ধং তীরমুচ্যতে।" (প্রায়শ্চিত্ত)

এমন কোন অভীষ্ট আই যাহা গঙ্গাস্নানে পূর্ণ না হয়। শৌচ, আচমন, সেক, নির্মাল্য, মলঘর্ষণ, গাত্রমর্দন, ক্রীড়া, দানগ্রহণ, অভক্তি, অন্যতীর্থের ভক্তি বা প্রশংসা, বিষ্ঠা মূত্র-পরিত্যাগ ও সন্তরণ এই ১৩টী কার্য্য গঙ্গায় করিতে নিষিদ্ধ।

কোন পুরাণের মতে বৈশাখমাসের তৃতীয়া তিথিতে ব্রহ্ম-লোক হইতে হিমালয়ে গঙ্গার অবতরণ হয়। ব্রহ্মপুরাণের মতে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দশমীতিথিতে মঙ্গলবারে গঙ্গা হিমালয় হইতে ভূমিতে পতিত হন। [তীর্থ ও স্নান প্রভৃতি শব্দে বিশেষ দ্রষ্টব্য।]

পৌরাণিকমতে বিষ্ণু, গঙ্গা ও গ্রাম্যদেবতা প্রভৃতির একটী স্থিতিকাল নিরূপিত হইয়াছে, আস্তিক হিন্দুগণের বিশ্বাস সেই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেই বিষ্ণু, গঙ্গা প্রভৃতি ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে চলিয়া যাইবেন, লোকের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। দেবীভাগবতের মতে, কলির পাঁচহাজার বৎসর অতীত হইলে গঙ্গা, সরস্বতী ও পদ্মাবতীর শাপমোচন হইবে, ইহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষ্ণুলোকে চলিয়া যাইবেন। ইহা ছাড়া বিষ্ণুর আরও একটী অনুমতি আছে যে, ইহারা বিষ্ণুলোকে যাইবার সময় কাশী ও বৃন্দাবন ভিন্ন অপর সকল তীর্থও লইয়া যাইবেন। (১)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে সরস্বতীর শাপে গঙ্গার বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসা নিশ্চয় হইলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া বৈকুণ্ঠপতিকে শাপমোচনের কাল নির্ণয় করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তাঁহাকে অতিশয় কাতরা দেখিয়া বলিলেন,

"অদ্য প্রভৃতি দেবেশি! কলেঃ পঞ্চসহস্রকম্।

"বর্ষং স্থিতিস্তে ভারত্যাঃ শাপেন ভারতে ভুবি।"

দেবেশি! আজ হইতে কলির পাঁচহাজার বৎসর পর্য্যন্ত সরস্বতীর শাপে মর্ত্ত্যলোকে ভারতবর্ষে তোমার অবস্থিতি হইবে, তাহার পরেই আবার আমার নিকট আসিতে পারিবে।" এই প্রকারে অপর অপর পুরাণেও গঙ্গার স্থিতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। ইহাতে আপাততঃ বোধ হয় যে, বর্ত্তমান কলির পাঁচহাজার বৎসর পর্য্যন্তই গঙ্গার স্থিতি, তাহার পরে আর গঙ্গা থাকিবে না। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে—

"পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ।"

অন্তিম কলি অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্ব কলিতে পৃথিবীতে গঙ্গা থাকিবে না। আধুনিক ধর্ম্মমীমাংসক হিন্দু পণ্ডিতগণ বরাহপুরাণের বচনের সহিত অপর পুরাণের বচনের এক-বাক্যতা করিয়া অন্তিম কলিতে গঙ্গা চলিয়া যাইবে, বর্ত্তমান কলিতে নহে, এইরূপ মীমাংসা করেন। দার্শনিকেরাও বলেন যে, প্রলয়ের পূর্ব্বে ভয়ানক একটী সূর্য্য উঠিবে, তাহার তেজে পৃথিবীর সমস্ত জল শুকাইয়া যাইবে, পৃথিবীতে নদ নদী কিছুই থাকিবে না।

বঙ্গের অতি প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত নানা পুরাণ ও উপপুরাণাদির মত সঙ্কলন করিয়া গঙ্গার বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—দিলীপনন্দন ভগীরথ মায়ের মুখে পূর্ব্বপুরুষগণের দুর্গতি শুনিয়া গঙ্গাকে ভূতলে আনিতে চেষ্টা করেন। ভগীরথ সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রের আরাধনা করেন। ষাইট হাজার বৎসর পরে ইন্দ্র তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ভগীরথকে বর দিতে উপস্থিত হইলে ভগীরথ আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। সহস্রলোচন তাঁহাকে মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। ভগীরথ ইন্দ্রের উপদেশে কৈলাস-পর্ব্বতে যাইয়া মহাদেবের উপাসনা করেন। দশহাজার বৎসর পরে শিব সন্তুষ্ট হইয়া ভগীরথকে বলিলেন, "বৎস ভগীরথ! আমা দ্বারা এ কার্য্য হইবে না, আমার বরে তুমি গঙ্গাকে আনিতে পারিবে, গোলকপতি বিষ্ণুর উপাসনা কর।" ভগীরথ শিবের আদেশে গোলকে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, এখানে ভগীরথকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না, চল্লিশ বৎসর তপস্যার পরেই বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন। বিষ্ণু বর দিতে উপস্থিত হইলে ভগীরথ আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। বিষ্ণু বলিলেন, "বৎস! গঙ্গা ব্রহ্মলোকে, আমি তাঁহার মহিমা জানি না।" ভগীরথ এইবার নিরাশ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাহাতে বিষ্ণুর হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ভগীরথকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মলোকে যাইবার পূর্ব্বেই মায়া করিয়া ব্রহ্মলোকের সমস্ত জল হরণ করিলেন। ব্রহ্মলোকের নদ নদী এমন কি জলের কলসীটী পর্য্যন্ত জলশূন্য হইল। বিষ্ণু ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে পাদ্য দিতে জল আনিতে গেলেন, কিন্তু কোথাও জল পাইলেন না। কমলযোনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শেষে কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গা আছে মনে পড়িল; ব্রহ্মা সেই গঙ্গাজলে বিষ্ণুকে পূজা করিলেন। বিষ্ণু ভগীরথের হাতে একটী শঙ্খ দিয়া বলিলেন, "তুমি আগে আগে শঙ্খ বাজাইয়া চলিয়া যাও, গঙ্গা তোমার অনুগমন করিবেন।" [illegible] ভগীরথের [illegible] যাইতে [illegible] হইবে, দেখিয়া

(১) "কলেঃ পঞ্চসহস্রে চ বর্ষং স্থিত্বা চ ভারতে।
[illegible] বিহায় [illegible] পদম্।" ৯।৮।১০
"যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি কাশীং বৃন্দাবনং বিনা।
যাস্যন্তি সার্দ্ধং তাভিশ্চ বৈকুণ্ঠমাজ্ঞয়া হরেঃ।" দেবীভাগবত ৯।৮।১১

ব্রহ্মা ভগীরথকে একখানি রথ দিলেন। দিলীপকুমার সেই ব্রহ্মপ্রদত্ত রথে চড়িয়া শঙ্খ বাজাইয়া চলিতে লাগিলেন, গঙ্গাও প্রবলবেগে তাঁহার অনুগমন করিলেন। অপর বর্ণনা পূর্ব্বে যে রামায়ণের মতটী দেখান হইয়াছে, প্রায় তাহারই সমান। কৃত্তিবাসের মতে সুমেরু হইতে গঙ্গার চারিটী ধারা বাহির হয়, বঙ্কু, ভদ্রা, শ্বেতা, ও অলকানন্দা। ইহাদের মধ্যে বঙ্কু পূর্ব্বসাগরে, শ্বেতা পশ্চিমসাগরে ও ভদ্রা উত্তরসাগরে মিলিত হয়। অলকানন্দা ভারতের দিকে আগমন করেন। গঙ্গা কৈলাসপর্ব্বতে আসিলে তাহার একটী ধারা পাতালে চলিয়া যায়, তাহার নাম ভোগবতী। পরে হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া সরস্বতী ও যমুনার সহিত মিলিত হন, ইহাকে ত্রিবেণী বলে, এই স্থানেই প্রয়াগতীর্থ। ইহার পরে কাশীর নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন, সেই স্থানে কাশীনাথ পাঁচক্রোশ জুড়িয়া একটী গণ্ডিরেখা দেন, গঙ্গা তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া ছিলেন। ইহার পরে জহ্নুমুনির আশ্রম, মুনির পেট হইতে মুক্ত হইয়া গঙ্গা সেই স্থানে উত্তরবাহিনী হন। জাহ্নবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশসকল অতিক্রম করিয়া গৌড়ের নিকটে উপস্থিত হন। তথা হইতে পদ্ম নামে একজন মুনি গঙ্গাকে পূর্ব্বমুখে লইয়া যান। সেই নদীর নাম হইল পদ্মা বা পদ্মাবতী। গঙ্গার শাপে ইহার তীরে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয় না। ইহার পরে ভৈরব ও অজয়নদের সহিত মিশিয়া ইন্দ্রেশ্বর, মেড়তলা, নদীয়া, সপ্তগ্রাম, আকনা ও মাহেশ অতিক্রম করিয়া খড়দহের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার কিছু দূর পরেই গঙ্গা শতমুখী হন। (কৃত্তিবাসী রামায়ণ—আদিকাণ্ড)

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর মতে গঙ্গা গৌড়ের নিকট পৌঁছিলে শঙ্খাসুর ভগীরথের রূপ ধরিয়া গঙ্গা ও ভগীরথকে ভুলাইয়া পূর্ব্বদিকে লইয়া যান, কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে ভগীরথ জানিতে পারিয়া আবার গঙ্গাকে ফিরাইয়া আনিয়া গৌড় হইতে দক্ষিণে লইয়া যান। গঙ্গা পূর্ব্বমুখে পদ্মাকে রাখিয়া আসেন।

এখনকার ভৌগোলিকদিগের মতে গঙ্গা-নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত। হিমালয়ের যে স্থানে সাহেবদিগের শিমলা নগর আছে, তাহার দক্ষিণপূর্ব্বে ইহার উৎপত্তিস্থান, উহা গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত। অক্ষা° ৩৪° ৫৩´ ৪´´ উঃ এ দ্রাঘি° ৭৯° ৬´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। বরফে আবৃত সেই স্থানকে গঙ্গোত্তরী কহে। গঙ্গোত্তরী সমুদ্রতল হইতে ৯২০০ হস্ত উচ্চ। সেই চিরতুষারমণ্ডিত বৃহৎ খাতের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর খণ্ড ও মৃত্তিকার অংশ সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। উহার বিস্তার অর্দ্ধক্রোশ হইবে। এই খাত পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া আসিয়া একটী গহ্বরে পড়িয়াছে, সেই গহ্বর হইতে ধরা ভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন। ইহাকেহ গোমুখী বা গঙ্গোত্তরী কহে।

এই স্থান হইতে ৭৭৮ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। তুষারময়ী গঙ্গোত্তরীর নিকট গঙ্গার বিস্তার ১৮ হাতের অধিক নহে। তথায় জল এক হাতেরও কম। ক্রমশঃ নিম্নে আসিতে আসিতে অন্যান্য নদী মিলিত হওয়ায় তাহার আয়তন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম হইতে জাহ্নবী ও তাহার পর অলকনন্দা। এই সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ নামক তীর্থ। তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে হরিদ্বার। হরিদ্বার হইতে দেরাচন, শাহরামপুর, মজফরনগর ও বুলন্দসহর হইয়া ফরকাবাদে রামগঙ্গা নামক নদী আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার উৎপত্তিস্থান হইতে ৩৩৪ ক্রোশ দূরে আলাহাবাদে প্রয়াগতীর্থ। এই স্থানে যমুনা আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। এই ৩৩৪ ক্রোশপথ গঙ্গা সঙ্কীর্ণভাবে আসিয়া প্রয়াগতীর্থে বিশাল বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে। প্রয়াগ হইতে বারাণসী হইয়া বেহারে আসিলে প্রথমতঃ শোণ নদী ও পরে গণ্ডকী ও কোশী (কৌশিকী) নদী ইহাতে পতিত হইয়াছে। তাহার পর রাজমহল হইয়া প্রাচীন গৌড়-নগরের ভগ্নাবশেষ বিধৌত করিয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে। রাজমহলের ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে ইহার একটী শাখা বাহির হইয়া মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, নদীয়া, কাল্না, হুগলি, চন্দন-নগর ও কলিকাতা হইয়া পশ্চিমদক্ষিণমুখে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। এই শাখাই গঙ্গা বা ভাগীরথী নামে উক্ত হইয়া থাকে। মূল নদী সঙ্গমস্থান হইতে পদ্মা নাম ধারণ করিয়া পাবনা ও গোয়ালন্দ হইয়া গিয়াছে। গোয়া-লন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের যমুনা নামক শাখা আসিয়া ইহাতে পতিত হইয়াছে। তাহার পর মূল ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া মেঘনা নামে অভিহিত হইয়া নোয়াখালির নিকট সাগরে মিলিত হইয়াছে। ইংরাজেরা মূলনদীকে (Ganges) গেঞ্জেস্ ও কলিকাতার নিকট দিয়া যে শাখা গিয়াছে, তাহাকে হুগলি নদী বলিয়া থাকেন। মোহানা হইতে ৪৩০ ক্রোশ দূরে যমুনা, ৩০৩ ক্রোশদূরে ঘগরা (ঘর্ঘরা), ২৪১ ক্রোশদূরে গোমতী, ২০২৷৷০ ক্রোশ দূরে শোণ, ২২৫ ক্রোশ দূরে গণ্ডকী ১৮৮৷৷০ ক্রোশ দূরে রামগঙ্গা ১৬২ ক্রোশদূরে কোশী (কৌশিকী) ১২০ ক্রোশদূরে মহানদী, ৭০ ক্রোশদূরে কর্ম্মনাশা, ১১৫ ক্রোশ দূরে জোয়াই বা যমুনা, ৪০ ক্রোশদূরে জলঙ্গী, ২০ ক্রোশ

দূরে তিলং নামক নদী মূল গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডকী কৌশকী ও মহানদী গঙ্গার বামভাগে এবং কালী, যমুনা ও শোণ নদী দক্ষিণভাগে পড়িয়াছে।

ইংরাজেরা যাহাকে হুগলী নদী বলেন, আমাদের উহাই প্রকৃত গঙ্গা। যে স্থানে গঙ্গা ও পদ্মা বিভিন্ন মুখে গমন করিয়াছে, উহা হইতে গঙ্গার বদ্বীপ আরম্ভ হইয়াছে। এই বদ্বীপে গঙ্গা ভিন্ন ভিন্ন মুখে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। তন্মধ্যে গঙ্গা পশ্চিমপ্রান্তে ও মেঘনা পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। ইহার ক্ষেত্রফল ১৮০৮০ বর্গমাইল। গঙ্গামুখে সাগরতীর্থ হইতে পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ১৩৫ ক্রোশ হইবে। এই স্থলের মধ্যে ৯টী প্রধান শাখা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। যথা— গঙ্গা, মেঘনা বা ব্রহ্মপুত্র, হরিণহাটা, পুস্কর, মুর্জাটা বা কাগা, বড়পুল, মলিঞ্চু, রায়মঙ্গল বা যমুনা, হুগলি। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি সমুদ্র শাখা ভূখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। সেগুলি নদীমুখ নহে বলিয়া অপেক্ষাকৃত গভীর।

গঙ্গার প্রকৃত দৈর্ঘ্য সাগরতীর্থ হইতে ধরিলে ৭৫৪॥০ ক্রোশ, মেঘনার মুখ হইতে ৮৪০ ক্রোশ। গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ গঙ্গার বিস্তার কোথাও একপোয়া, কোথাও অর্দ্ধ ও কোথাও বা এক ক্রোশের কিছু অধিক। সমুদায় গঙ্গা যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহার ক্ষেত্রফল ৩৯১১০০ বর্গমাইল। বর্ষাকালে নদীর জল অনেক বাড়িয়া থাকে। সমুদ্রের নিকটস্থ প্রদেশে জোয়ার ও ভাটা হইয়া থাকে। সময় সময় স্থানে স্থানে কিরূপ জল বাড়িয়া থাকে, তাহার পরিমাণ করা হইয়াছে।

	বর্ষাকালে		গ্রীষ্মকালে	
	ফিট	ইঃ	ফিঃ	ইঃ
আলাহাবাদে	৪৫	৬	২৯	
বারাণসী	৪৫	০	৩৪	
কহলগাঁ	২৯	৬	২৮	৩
জলঙ্গী	২০	০	২৫	৬
কুমারখালি	২২	৬	২২	
অগ্রদ্বীপ	২০	৯	২৩	
কলিকাতায় (ভাটার সময়)	৭		৬	৭
ঢাকা	১৪			

হারদ্বারে গঙ্গার পরিসর অতি অল্প, তথায় ৭০০০, বারাণসীতে ১৯১০৮, রাজমহলে সহজে ২০৭৮০০ ও বন্যার সময় ১৮০০০০০ ঘনফিট জল প্রতি সেকেণ্ডে বাহির হইতেছে। পরীক্ষা হইয়াছে যে আলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত ১৫৫ ক্রোশ পথ, প্রতি ক্রোশে ৮ ফুট করিয়া নিম্ন হইয়াছে। বারাণসী হইতে কহলগাঁ পর্য্যন্ত প্রতি ক্রোশে ১০, ইঞ্চি, কহলগাঁ হইতে হুগলি নদীর আরম্ভ পর্য্যন্ত প্রতি ক্রোশে ৮ ইঞ্চি, তথা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রতি ক্রোশে ৮ ইঞ্চি ও কলিকাতা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গড়ে ২ হইতে ৪ ইঞ্চি নিম্ন হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য নদীর ন্যায় গঙ্গা যত উৎপত্তিস্থান হইতে দূরে গিয়াছে, ততই তাহার বেগের হ্রাস হইয়াছে। প্রথমতঃ উহার বেগে প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকা বহন করিয়া লইয়া যায়। বেগের মন্দতায় ও মাধ্যাকর্ষণের প্রাবল্যে সেই সকল প্রস্তর ও মৃত্তিকা তলদেশে পতিত হয়। এই কারণে নদী যত সমুদ্রের নিকট হয়, ততই উহার গভীরতা হ্রাস হইয়া থাকে। মধ্যে চড়া পড়িয়া যায়। বর্ষাকালে তাহার উপর আবার পলি পড়ে। এইরূপে চড়ার ক্রমশঃ এত উচ্চ হইয়া উঠে যে নদীর জল উহার উপর উঠে না। নদী পার্শ্ব দিয়া আপনার পথ করিয়া লয়। নদী এইরূপে একদিক্ ভাঙ্গিয়া অপর দিকে পড়িয়া থাকে। নদীমুখে সাগরবক্ষে এইরূপে প্রকাণ্ড ভূখণ্ড নির্ম্মিত হয়। তাহাকে বদ্বীপ কহে। ভূতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, যে স্থানে গঙ্গা পদ্মা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে গঙ্গার বদ্বীপের আরম্ভ। সেই স্থান হইতে এখন যেখানে সমুদ্র আছে, সমস্ত প্রদেশ পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্র এখন মনুষ্যের বাসোপযোগী ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গঙ্গার প্রসাদেই এই সমস্ত জনপদের সৃষ্টি। হিমালয় অঞ্চলের মাটি লইয়া ইহাদের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার মাটির নিম্নভাগের মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়া তাহাতে ২৫০ হস্ত নীচে জীবকঙ্কাল, কাষ্ঠ, কয়লা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

প্রায় ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে গাজিপুরে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। গঙ্গা তথায় প্রতিবৎসর ৬৩৬৮০০০০ টন পরিমাণ মৃত্তিকা আনিয়া ফেলিয়া দেয়। ২৭ মণ ১৪ সেরে এক টন হয়। ইহাতেই বুঝা যায় কত মৃত্তিকা প্রতিবৎসর গঙ্গাবক্ষে প্রবাহিত হয়। তবে বর্ষাকালেই এই কার্য্য অধিক হয়। গঙ্গার উৎপত্তিকাল হইতেই এই কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে কত স্থানে যে কত নূতন ভূমি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে?

গঙ্গা যে পথ দিয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বস্থ প্রদেশগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। পলিবিশিষ্ট গঙ্গার জল দুকূলে প্রবাহিত হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া দেয়। অথচ অন্যান্য নদীর ন্যায়

প্রবল বন্যায় গ্রাম নগর ভাসাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করেনা। রেল হইবার পূর্ব্বে গঙ্গা দেশের বাণিজ্যের দ্রব্যাদি সমুদয় বহন করিত। রেল হইয়াও তাহা কিছু একেবারে বন্ধ হয় নাই। উত্তরপশ্চিমের পণ্যদ্রব্য এই গঙ্গা পথেই সমুদ্রে যাইত। এখনও চাউল, তিসি, সরিষা প্রভৃতি দ্রব্যাদি গঙ্গা বক্ষে আসিয়া রেলে রপ্তানি হয়।

ইংরাজদিগের আমলে গঙ্গা হইতে অনেকগুলি খাল বাহির করা হইয়াছে, উঁহাদিগকে গঙ্গার খাল (Ganges canal) কহে। গঙ্গার খাল প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর (Upper) ও নিম্ন (Lower)। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে দোয়াব (অন্তর্বেদী) কহে। এই দোয়াবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশে উত্তর খাল। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে এই দোয়াবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে প্রজালোকেরও বিশেষ ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ দুর্ভিক্ষ না হয়, যাহাতে লোকে কৃষিকার্য্যের জন্য প্রচুর জল পাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে খালের কথা উঠে। শেষে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারের নিকট হইতে খাল কাটা আরম্ভ হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রেল এই কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। হরিদ্বারের উত্তর গণেশঘাটে গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া এই খাল শাহরাণপুর, মজফরনগর দিয়া গমন করিয়া ফতেগড়ের নিকট একটী শাখা বাহির করিয়া তাহার পর পশ্চিমাভিমুখী হইয়া মিরাটে গিয়াছে। বেগমাবাদের নিকট দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বুলন্দসহর ও আলিগড় হইয়া আকবরাবাদে আসিয়া দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটী এতাবা ও অপরটী কাণপুরে গিয়াছে। এই খালের দৈর্ঘ্য ২২২।০ ক্রোশ। ইহাতে ২ কোটী ৮৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। এই খাল সম্পূর্ণ হইলে ইঞ্জিনিয়ার কটলি সাহেবের সম্মানার্থ তোপ হইয়াছিল।

নিম্ন বা দক্ষিণ গঙ্গার খালও উপরোক্ত খালটীর বিস্তার মাত্র। আলিগড় জেলার প্রান্তে অক্ষা° ২৭° ৪৭´ উঃ ও দ্রাঘিঃ ৭৮° ১৮´ পূঃ রাজঘাট ষ্টেসন হইতে দুইক্রোশ অন্তরে এই খাল বাহির হইয়াছে। এই খাল নাদরাই নামক স্থানে কালীনদী ও ইটার পশ্চিম ঈশান নামক স্থান দিয়া গোপালপুর, কানপুর, শাখা ও কেমা নামক স্থানে এতাবা শাখায় মিলিত হইয়াছে। তাহার পর শেখোয়াবাদ পার হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের সহিত সমান্তরালভাবে গিয়া কানপুর জেলার দক্ষিণে শিকন্দ্রা ও ভাগিরীপুর হইয়া যমুনার সহিত মিশিয়াছে।

কোথাও পোলও গঙ্গার মধ্যে কয়েকটী খাল আছে। কলিকাতা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে একটী খাল গিয়াছে। এই সকল খাল হইতে বিশেষ উপকার হইয়াছে। যে যে স্থানে পূর্ব্বে জলাভাবে শস্য জন্মিত না, খালের জলে তাহাতে বেশ কৃষিকার্য্যের সুবিধা হইয়াছে। বৃষ্টি না হইলেও খালের জলে কৃষিকার্য্য চলিতে থাকে।

গঙ্গার মাহাত্ম্য এক প্রকার ক্রমশই বাড়িয়াছে। এক গঙ্গা হইতে কত লোকের যে জীবনোপায় হইতেছে, তাহার সীমা নাই। জগতের কোন নদীর তীরে এত তীর্থ নাই।

যেখানে আসিয়া গঙ্গা সাগরে মিলিত হন, তাহারই নাম গঙ্গাসাগরসঙ্গম। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই সঙ্গম হিন্দুজাতির অতি পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ভারত ৩৮৫ অঃ, হরিবংশ ১৬৮ অঃ) কিন্তু পূর্ব্বকালে এই সাগর-সঙ্গম কোথায় ছিল, তাহা লইয়াই গোল। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, একসময়ে সাগরের স্রোত রাজ-মহল অবধি প্রবাহিত হইত, এরূপস্থলে স্বীকার করিতে হয়, এখনকার প্রায় দেড়শত ক্রোশ উত্তরে সাগরসঙ্গম ছিল, ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলা তখন নদী গর্ভে অবস্থিত ছিল। মহাভারতে তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"কৌশিকীতীর্থে (অর্থাৎ গঙ্গা ও কোশিনদীর সঙ্গমে) রাজা যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইয়া অনুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারই পর পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গা-সাগরসঙ্গম। সাগরের তীরে কলিঙ্গদেশ।" (বনপর্ব্ব ১১৩ অঃ)

রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় তৎকালে বঙ্গ দেশের পশ্চিমাংশে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এবং ইহার মধ্যে বড় বড় দ্বীপ ছিল। (রঘু ৪।৩৫—৩৬)

সপ্তম শতাব্দে হিউএন্‌সিয়াং কামরূপের প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণে সমতট নামক স্থানে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনানু-সারে এই স্থান বর্ত্তমান ঢাকাজেলার উত্তরাংশ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বর্ণনায় এই সমতট সাগরের তীরে অবস্থিত।

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়—যে ললিতা-দিত্য যখন গৌড়ে আগমন করেন, তখন গৌড়ের পরই পূর্ব্ব সমুদ্র প্রবাহিত ছিল। (রাজতরঙ্গিণী ৫ম তরঙ্গ।)

উপরোক্ত প্রমাণ ও অনুমান দ্বারা বোধ হয় সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের অধিকাংশ সমুদ্রশায়ী ছিল, সাগরসঙ্গমও অনেকটা উত্তরে ছিল।

বঙ্গবাসীরা এখন যাহাকে গঙ্গা বলিয়া থাকেন, তাহারই প্রকৃত নাম ভাগীরথী। ভৌগোলিকের মতে ইহা মূল গঙ্গা নয়, কিন্তু একটী শাখামাত্র। গৌড়নগরের দক্ষিণে গঙ্গা

হইতে এই শাখার উৎপত্তি। বর্ত্তমান মানচিত্রে দেখা যায়, গৌড়ের দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্বমুখে গিয়া যে নদী পদ্মা নাম ধারণ করিয়া শেষে কীর্ত্তিনাশা নামে সাগরে মিলিত হইয়াছে, তাহাকেই প্রকৃত গঙ্গানদী বলিয়া বোধ হয়, এইজন্যই কৃত্তিবাস প্রভৃতি বঙ্গীয় কবিগণ গঙ্গাকে পদ্মার সহিত মিশাইয়া আবার গৌড়নগরের নিকট হইতে দক্ষিণদিকে গঙ্গাকে টানিয়া আনিয়াছেন। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয়, পূর্ব্বকালে এই গৌড়নগরের দক্ষিণে সাগরসঙ্গম ছিল, পরে গঙ্গার স্রোত ও সমুদ্র সরিয়া পড়ায় মূল গঙ্গা হইতে অনেক শাখা বাহির হইয়া কতক দক্ষিণ ও পূর্ব্বমুখী হয়। সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় ইহার মধ্যে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া গেল, তাহাতেই বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় বদ্বীপের উৎপত্তি। যেরূপ ভূভাগ হইল, তাহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই অংশে গঙ্গার গতি প্রত্যহই অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইতেছে। ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে যেখান দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত, এখন সেখানে আদৌ জল নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক যেখানে সাগরসঙ্গম ছিল, এখন সেখানে ভূভাগ।

২৪ পরগণার মধ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এখন যে কালীঘাটে ক্ষুদ্রাকার আদিগঙ্গা প্রবাহিত, এক সময় সেই স্থান দিয়া প্রভূতসলিলা বিস্তীর্ণা ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। এখনকার কালীঘাটের দক্ষিণে আর কিছুদূর গমন করিলে গঙ্গার গর্ত্ত ভিন্ন আর কোন নিদর্শন নাই। কিন্তু দুই শত বর্ষ পূর্ব্বের সেই সকল স্থান দিয়া স্রোতস্বতী গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। সাগরের সহিত এই গঙ্গার যোগ ছিল, বড় বড় নৌকা তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিত। তাহা বঙ্গীয় কবি কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলের নিম্নলিখিত কএকটী কবিতা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়—

"গাঠের গাবর যত, বাহিতে বড়ই রত,
ছাড়াইল দুর্জ্জয় নগর॥
গোজনা বাহিয়া চলে, কর্ণধার কুতূহলে,
ধামাই বেতাই কৈল পাছে।
সারি গায় জুড়ি জুড়ি, কাকদ্বীপ গজঘড়ি,
ছাড়াইল বণিকের রাজে।
টীয়াখোল পাছুআন, গঙ্গাধারায় করি স্নান,
উপনীত হইল ছত্রভোগ॥
অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান, নাহি যার উপমান,
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাজে বাদ্য দুন্দুভি, বাহিয়া [illegible],
জয়জয় করিল পশ্চাৎ॥
সঘনে বামাবাখানি ভাবি রায় গুণমণি,
বড় ক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসতে উপনীত, হইয়া সাধু হরষিত,
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে॥
বাহিল হাসুড়ি করি, চালাইল সপ্ততরি,
খলটী করিল পাছু আন।
দুই দুর্গাক্রমে * *, বাহিয়া হরিষে ডিঙ্গা,
বাজে কাড়া বরণ বিশাল॥
সাধুঘাটা পাছে করি, সূর্য্যপুর বাহে তরি,
চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি, বিশালাক্ষী দেবী পূজি,
বাহে তরি সাধু গুণরাশি॥
মালঞ্চ রহিল দূর, বাহিয়া কল্যাণপুর.
কল্যাণমাধব প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম, কি কাজ করিয়া নাম,
বড়দহঘাটে উত্তরিল॥" (রায়মঙ্গল। ৪৯॥)

কালীঘাটের কিছুদূরে গিয়া আদিগঙ্গা অদৃশ্য হইলেও এখনও উক্ত স্থানবাসীগণ আপনাদিগকে গঙ্গাতীরবাসী বলিয়া পরিচয় দেন এবং গঙ্গাগর্ত্ত কাটাইয়া এখন যে সকল সরোবর হইয়াছে, তাহার জলও গঙ্গাতুল্য পবিত্র ভাবিয়া পূজাদি সকল কার্য্যে ব্যবহার করেন। এখন আদিগঙ্গা অর্থাৎ বঙ্গদেশের প্রকৃত গঙ্গা সাগরে মিলিত নাই। এ আদিগঙ্গার এইরূপ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—"প্রবাহমধ্যে বিচ্ছেদেতু অন্তঃসলিলবাহিত্বান্ন দোষঃ। অন্যথা ইদানীং গঙ্গায়াঃ সাগরগামিত্বানুপপত্তেঃ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এখন যেখানে গঙ্গার প্রবাহ নাই সেখানে গঙ্গা অন্তঃসলিলা এইরূপ স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না। না হইলে বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গার সাগর-গমন অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

৩ হিমালয়ের কন্যা। ৪ নদী। "সপ্তগাদং" সি° কৌ°। ৬ শরীরস্থ ইড়া নাড়ী। "ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।" (হঠযোগপ্রদীপিকা ৩।১১০)

গঙ্গাকা (স্ত্রী) গঙ্গা এব গঙ্গা-স্বার্থে কন্-টাপ্ আকারস্য বিকল্পেন হ্রস্বত্বম্ (অভাষিতপুংস্কাচ্চ। পা ৭।৩।৪৮) গঙ্গা।

গঙ্গাক্ষেত্র (ক্লী) গঙ্গায়াঃ ক্ষেত্রং ৬তৎ। গঙ্গার তীর হইতে উভয়পার্শ্বে দুইক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান।

"তীরাদ্ গব্যূতিমাত্রন্তু পরিতঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।" (কর্মপু°)

গঙ্গাগোবিন্দসিংহ, পাইকপাড়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সুপ্রসিদ্ধ ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের দেওয়ান। তাঁহার, পিতার নাম গোরাচাঁদ।

গঙ্গাগোবিন্দ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে মান্যগণ্য কুলীন রাজা লক্ষ্মীধরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন (১)। তিনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধাগোবিন্দসিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বঙ্গের নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজাখাঁর অধীনে কানুনগোর কার্য্য করিতেন। মহম্মদ রেজাখাঁ পদচ্যুত হইলে, গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম্ম যায়। তিনি কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যলাভের আশায় অবস্থান করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি গবর্ণর হেষ্টিংসের সুনয়নে পড়িলেন। অতি অল্পদিন মধ্যেই কার্য্যদক্ষতা ও চতুরতাগুণে হেষ্টিংসের সকল কার্য্যের দেওয়ান হইলেন। কেহ কেহ বলেন, কান্তবাবুর যত্নেই গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংসের দেওয়ান হইয়াছিলেন।

দেওয়ান হইবার পর রাজস্ববিভাগের সমুদায় কর্ম্মের ভার তাঁহার উপর পড়িল। দেশীয় সকল ব্যক্তির নিকটই তিনি উৎকোচ লইতেন এবং তাঁহার হস্তে বড়লাট হেষ্টিংসও যথেষ্ট উৎকোচ পাইতেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে উৎকোচ লওয়া অপরাধে তাঁহার কর্ম্ম যায়। হেষ্টিংস ও বারওয়ালের শত চেষ্টাতেও সেবার আর বহাল থাকিতে পারিলেন না।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল, মন্‌সন সাহেবের মৃত্যুর পর হেষ্টিংসের একাধিপত্য বাড়িল। তিনি আবার ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই নবেম্বর গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। এবার আর গঙ্গাগোবিন্দকে পায় কে? দেশের শত শত জমিদার, শত শত তালুকদার ও জমিদারের নায়েব গোমস্তা নজর লইয়া করযোড়ে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিতেন। তথন এমন দশশালা বন্দোবস্ত ছিল না। কেবল পাঁচ বৎসরের মেয়াদী বন্দোবস্ত ছিল। সুতরাং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে গঙ্গাগোবিন্দ যাহার সহিত ইচ্ছা তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। এই উচ্চ ক্ষমতা হাতে পাইয়া তিনি যেরূপ অত্যাচার, স্বদেশীয় ও স্বজাতির যেরূপ অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সময় তিনি কত শত ব্রহ্মত্র ও দেবত্র জমি অন্যায়পূর্ব্বক বাজেআপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপের সময়েই দিনাজপুরের রাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন; তাঁহার নাবালক পুত্রের রক্ষাভার গবর্ণমেণ্টের হাতে আসে। গঙ্গাগোবিন্দের যত্নে দেবীসিংহ সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া গমন করেন। এই সময় দেবী-সিংহ দিনাজপুররাজের কতক জমিদারী অন্যায় করিয়া লইয়া গঙ্গাগোবিন্দকে প্রদান করেন। এইরূপে অল্পদিন মধ্যেই গঙ্গাগোবিন্দ বঙ্গদেশ মধ্যে মান্যগণ্য একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। এমন কি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অবধি গঙ্গাগোবিন্দকে ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার মধ্যম পুত্র তাহাতে বাধা দেন। এই সময় স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গা-গোবিন্দকে লিখিয়াছিলেন—

"দরবার অসাধ্য পুত্র অবাধ্য
কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ।"

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটী রাজস্বসমিতি (Committee of Revenue.) স্থাপিত হয়, এই সময় হইতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আগমনকাল পর্য্যন্ত রাজস্ববিভাগে গঙ্গাগোবিন্দই এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। উৎকোচপ্রিয় হেষ্টিংস্ গঙ্গাগোবিন্দের মত না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। এই সময় গঙ্গাগোবিন্দ নানাপ্রকার অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে বার তের লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, সেরূপ মহাশ্রাদ্ধ বঙ্গদেশে আর কখনও হয় নাই। এই শ্রাদ্ধে বঙ্গদেশের সকল রাজা রাজড়া ও প্রধান জমিদারগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই শ্রাদ্ধে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র তাঁহার বাটীতে আহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। [কান্দী দেখ।]

হেষ্টিংস্ কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। গঙ্গা-গোবিন্দও কর্ম্মচ্যুত হইলেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী এড্‌মণ্ড্ বার্ক যথন বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় হেষ্টিংসের বিপক্ষে বক্তৃতা করেন, সেই সময় তাঁহার মুখে গঙ্গাগোবিন্দের বিস্তর নিন্দাবাদ প্রকাশ পায়। গঙ্গাগোবিন্দ প্রথমে অনেক জমিদারের সর্ব্বনাশ করিলেও উত্তরকালে অনেক সংকীর্ত্তি করিয়াও গিয়াছেন।

গঙ্গাচিল্লী (স্ত্রী) গঙ্গাহিতা চিল্লী। পক্ষিবিশেষ, গাংচিল। পর্য্যায়—দেবটী, বিধবা, কলকুমী। (হারাবলী)

(১) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলাচার্য্যকারিকায় গঙ্গাগোবিন্দের পূর্ব্বপুরুষগণের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—১ম অনাদিবর সিংহ, ২ পূর্ণ্যধর, ৩ বিশ্বরূপ, ৪ বরাহ, ৫ ভৈরব, ভোমল, ৭ এমন, ৮ কায়স্থগুরু লক্ষীবর, ৯ করাতিয়া ব্যাসসিংহ, ১০ বনমালী (কান্দীনিবাসী), ১১ কেশবসিংহ, ১২ রাজা বিনায়ক, ১৩ রাজা লক্ষ্মীধর, ১৪ রুদ্রসিংহ, ১৫ গণপতি, ১৬ মণ্ডন জীবধর, ১৭ লোহাগড়, ১৮ রামচন্দ্র, ১৯ উদয়, ২০ গৌরীবর, ২১ বিষ্ণুদাস, ২২ হরেকৃষ্ণ, ২৩ গৌরাঙ্গ, ২৪ রাধাকান্ত ও গঙ্গাগোবিন্দ, ২৫ প্রাণকৃষ্ণ, ২৬ কৃষ্ণচন্দ্র (প্রসিদ্ধ লালাবাবু।) গঙ্গাগোবিন্দের উপরিতন ১২শ পুরুষে রাজা লক্ষ্মীধর, ইনি উত্তররাঢ়ীয়কায়স্থসমাজের একজন সভাপতি ছিলেন। রাজা লক্ষ্মীধরের অতিবৃদ্ধপিতামহ লক্ষীবর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে সমধিক সম্মানিত এবং "কায়স্থগুরু" নাম প্রাপ্ত হন।

গঙ্গাজ (পুং) গঙ্গায়া জায়তে জন-ড। ১ ভীষ্ম।
"গঙ্গাজ! লক্ষেণবর্মাদিকেতুর্নগাহ্বয়ো নাম নর্গাবিশ্বঃ।" (ভারত ৪।৩১ অঃ) [ভীষ্ম দেখ।] ২ কার্ত্তিকেয়। [কার্ত্তিক দেখ।]

গঙ্গাজল (ক্লী) গঙ্গায়া জলং ৬তৎ। গঙ্গার জল।

গঙ্গাটেয় (পুং) গঙ্গাতটে যাতি যা ক পুষোদরাদিবৎ তকার, লোপে সাধুঃ। মৎস্তবিশেষ, চলিত কথায় চিংড়ী বলে। পর্য্যায়—গঙ্গানীল। (ত্রিকাণ্ড) "গঙ্গানীল" স্থলে 'গঙ্গাবিল' পাঠও দৃষ্ট হয়।

গঙ্গাতীর (ক্লী) গঙ্গায়া তীরং ৬তৎ। গঙ্গার গর্ভ হইতে ১৫০ হাত পর্য্যন্তকে গঙ্গাতীর বলে।
"সার্দ্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে।" (দানধর্ম্ম)

গঙ্গাদত্ত (পুং) গঙ্গয়াদত্তঃ ৩তৎ। ১ ভীষ্ম।
"মৎপ্রসূতং বিজানীহি গঙ্গাদত্তমিমং সুতম্।" (ভারত ১।৯৮অঃ)
২ স্তভাষিত-বলী ধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। ৩ চাতুর্বর্ণ্য বিচার নাম গ্রন্থপ্রণেতা।

গঙ্গাদিত্য (পুং) কাশীস্থ বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে স্থিত আদিত্য-বিশেষ। ইহাকে দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়।
"গঙ্গাদিত্যোঽস্তি তত্রাগ্রে বিশ্বেশাদ্দক্ষিণে স্থিতঃ।"
(কাশীখণ্ড ৫১ অঃ।)

গঙ্গাদাস, ১ ছন্দোগোবিন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ২ উক্ত ছন্দোগোবিন্দ নামক গ্রন্থপ্রণেতার শিষ্য, গোপালদাসের পুত্র, অচ্যুতচরিতকাব্য ও ছন্দোমঞ্জরী নামক গ্রন্থকার। ৩ বেদান্তদীপিকা প্রণেতা। ৪ বাক্যপদী নামক ব্যাকরণ-রচয়িতা। ৫ গোবিন্দের পুত্র, অপর নাম জ্ঞানানন্দ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় তিলকখণ্ডপ্রশস্তি রচনা করেন।

গঙ্গাদ্বার (ক্লী) গঙ্গায়া ভূম্যবতরণদ্বারং ৬তৎ। ইহার অপর নাম মায়াপুরী, ইহা হরিদ্বার নামেই বিখ্যাত। এই স্থানে গঙ্গা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। কাহারও মতে এই স্থানে দক্ষযজ্ঞ হয়। ঋষিগণ সর্ব্বদা এই স্থানে বাস করিতেন।
[হরিদ্বার দেখ]

গঙ্গাধর (পুং) গঙ্গাং ধরতি ধৃ-অচ্ উপপদস°। ১ শিব। সূর্য্যবংশীয় ভগীরথের প্রার্থনায় শিব মাথায় গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার গঙ্গাধর নাম হইয়াছে।

গঙ্গাধর, ১ একজন প্রাচীন কোষকার। মদসিংহ ও রমানাথ কর্তৃক "গঙ্গাধরকোষ" উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ একজন প্রাচীন মাধ্যন্দিনীয় শাখাধ্যায়ী স্মার্ত্ত পণ্ডিত, রামাদিত্যের পুত্র। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

কাত্যায়নসূত্রটীকা, কাত্যায়নগৃহ্যসূত্রভাষ্য, আধানপদ্ধতি, পাকযজ্ঞপদ্ধতি, প্রয়োগপদ্ধতি, স্মার্ত্তপদার্থসংগ্রহপদ্ধতি, সংস্কার-পদ্ধতি।

৩ কাঠকাহ্নিক নামে গৃহ্যসংগ্রহকার।

৪ ইন্দুপ্রকাশ নামে শব্দেন্দুশেখরের টীকাকার।

৫ একজন উণাদিবৃত্তিকার।

৬ আচারতিলক নামক স্মৃতিসংগ্রহকার।

৭ চন্দ্রমানতন্ত্র নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

৮ কায়স্থোৎপত্তি ও চাতুর্বর্ণ্যবিবরণ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৯ তর্কদীপিকার একজন টীকাকার।

১০ তিথিনির্ণয় ও সর্ব্বলিঙ্গসন্ন্যাসনির্ণয়প্রণেতা এবং দায়-ভাগের একজন টীকাকার।

১১ দেবতার্চ্চনবিধিরচয়িতা।

১২ ন্যায়কুতূহল ও ন্যায়চন্দ্রিকা প্রণেতা।

১৩ নির্ণয়মঞ্জরী নামক গ্রন্থকার।

১৪ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ-পরিভাষা, বৃত্তদর্পণ নামে ছন্দোগ্রন্থ ও শব্দপাঠ রচনা করেন।

১৫ প্রতিষ্ঠাচিন্তামণি ও প্রতিষ্ঠানির্ণয় নামক গ্রন্থকার।

১৬ বদরিকামাহাত্ম্যসংগ্রহরচয়িতা।

১৭ যোগরত্নাবলীপ্রণেতা।

১৮ ভাগবতীর একজন টীকাকার।

১৯ রসপদ্মাকর নামে অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা।

২০ বসুমতীচিত্রাসন নামে সংস্কৃত কাব্যকার।

২১ বিধিরত্ন নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

২২ বিশ্বেশ্বরস্তুতিপারিজাত নামে গ্রন্থকার।

২৩ বেদান্তশ্রুতিসারসংগ্রহ নামে দর্শনশাস্ত্ররচয়িতা।

২৪ চিত্রপ্রশ্নরচিত ব্যাকরণদীপের 'ব্যাকরণপ্রভা' নামে টীকাকার।

২৫ 'শাকুনীপ্রশ্ন' নামে একখানি শকুনশাস্ত্রপ্রণেতা।

২৬ ষোড়শকর্ম্মপদ্ধতি ও সংস্কারভাস্কর নামে সংগ্রহকার।

২৭ সঙ্গীতরত্নাকরের 'সঙ্গীতসেতু' নামে টীকাকার।

২৮ একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত, ইনি সামগ্রীবাদ নামে ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২৯ সূর্য্যশতকের এক টীকাকার।

৩০ স্মার্ত্তপদার্থসংগ্রহ ও স্মৃতিচিন্তামণিরচয়িতা।

৩১ ডাহলরাজ কর্ণের সভাস্থ একজন কবি, বিহ্লণ ইঁহাকে কবিত্বে পরাজয় করেন। (বিক্রমাঙ্কচরিত ১৮।৯৬)

৩২ অপর নাম দুর্লভধর। জমুনরোনগরবাসী দিবাকরের পৌত্র, গোবর্দ্ধনের পুত্র ও বিষ্ণুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

গ্রহলাঘববিবৃতি, তাজিকরত্ন, পঞ্চপক্ষীপ্রকাশ, পাটীলীলাবতী-বিবেক, পয়াশরপদ্ধতি, বর্ষফলতন্ত্র ও অঙ্কামৃতসাগরী নামে লীলাবতীর টীকা।

৩৩ ভৈরবদৈবজ্ঞের পুত্র, ইনি প্রশ্নভৈরব ও মুহূর্তভৈরব নামে জ্যোতিঃশাস্ত্র রচনা করেন।

৩৪ রামচন্দ্রের পুত্র ও যাজ্ঞিকনারায়ণের ভ্রাতা। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে গুপ্ততীর্থে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—প্রকৃতি-বিকৃতিযাগকালবিবেক, প্রবাসকৃত্য, সর্ব্বতোমুখপদ্ধতি।

৩৫ শিবপ্রসাদের পুত্র, সেতুসংগ্রহ নামে মুগ্ধবোধের টীকাকার।

৩৬ একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। বীরেশ্বর মহাড়-করের পৌত্র, সদাশিবের পুত্র এবং অদ্বৈতানন্দ যতির শিষ্য। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

আরামাদিপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি, গঙ্গাস্তোত্র, তর্কচন্দ্রিকা, তীর্থ-কাশিকা, তৈত্তিরীয়সারার্থচন্দ্রিকা, ধ্যানবল্লরী, নামকৌমুদী, নারায়ণতত্ত্ববাদ, প্রপঞ্চসারবিবেক, ভাবসারবিবেক, মণিকর্ণিকা-স্তোত্র, মন্ত্রবল্লরী, মন্ত্রমহোদধিটীকা, রামস্তুতি, বিষ্ণুসহস্রনাম, শারীরকসূত্রসারার্থচন্দ্রিকা।

গঙ্গাধর কবিরাজ, বঙ্গের একজন অসাধারণ পণ্ডিত। ১২০৫ বঙ্গাব্দে (১৭২০ শকাব্দ) ২৫এ আষাঢ় কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যশোর জেলার মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায়। গঙ্গাধর ৫ম বৎসর বয়সকালে জন্মভূমিস্থ গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তীর নিকট বিদ্যারম্ভ করিয়া ১০ম বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন। সেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছাত্রের মেধা ও স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভবানীপ্রসাদকে বলেন, "গঙ্গাধর বিখ্যাত কবিরাজ এবং পণ্ডিত হইবে।" গোপীকান্তের সুলক্ষণ পরীক্ষার যে বিশেষ-শক্তি ছিল বলা বাহুল্য। তৎপরে গঙ্গাধর তাঁহার পিতৃব্যের নন্দকুমার সেনের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়-দংশ পাঠ করেন এবং অবশিষ্ট মাণিক্যচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট সমাধা করেন। তৎপরে ঐ যশোরের বাক্‌ইখালি গ্রামনিবাসী রামরত্নচূড়ামণির নিকট অভিধান, অলঙ্কার, কাব্য ইত্যাদি পাঠ করেন। পরে প্রায় ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে রাজশাহীর (বৈদ্য) বেলঘরিয়া গ্রামনিবাসী রাম-কান্ত সেনের নিকট আয়ুর্ব্বেদীয় চরকাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থার নিয়ম ছিল, প্রত্যহ ১০ পাতা পুথি পাঠ লইতেন এবং তাহা অভ্যাস করিয়া মনে দৃঢ়াঙ্কিত করণার্থ এবং লিপিকার্য্যে পটুতা সম্পাদনার্থ প্রত্যহ সেই ১০ পাতা লিপিবদ্ধ করিতেন। এই লিখন পঠনের মধ্যে রামকান্ত-অধ্যাপকের অন্যান্য ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্যাদির পাঠ দিতেন। এই সময়ে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টীকা করিয়াছিলেন।

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদের পাঠ সমাপ্তি করিয়া নাটোর নগরে গমন করেন, তথায় তাঁহার পিতা কবিরাজ ভবানী-প্রসাদ রায়, নাটোর মহারাজের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। সেই সময়ে নাটোর রাজধানীতে একজন লব্ধনামা প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আসিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাধরের বাল্যাবস্থায় লিখিত টীকার কিয়দংশ পাঠ করিয়া ভবানীপ্রসাদকে বলেন, "ইহা অতি প্রাচীন টীকা কোথায় পাইলেন? এ টীকা প্রচার নাই।" ইহা শুনিয়া ভবানীপ্রসাদ একটু হাসিলেন। তাহাতে অধ্যাপক মহা বিরক্ত হইলেন দেখিয়া হাস্যের প্রকৃত কারণ প্রকাশ করিলেন। উহা তাঁহার সন্তানের প্রণীত শুনিয়া অধ্যাপক অবাক্ হইলেন এবং গঙ্গাধরকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। গঙ্গাধর নাটোরে পিতার নিকট অল্প দিন থাকিয়াই কলিকাতা গমন করেন। তখন কলিকাতা ইংরাজী-বিদ্যার নবানুরাগে অন্ধ, এবং পাশ্চাত্য ডাক্তারীর বিশেষ পক্ষপাতী, সুতরাং তথায় তাঁহার বিদ্যাবর্দ্ধন ও ব্যবসায় বিস্তারের বিশেষ সুবিধা বুঝিলেন না। মুর্শিদাবাদ প্রাচীন রাজধানী, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও প্রাচীনদের বহু অধ্যাপকের বাস, সংস্কৃতের চর্চ্চা এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসায় সমাদর প্রচুর আছে শুনিয়া সেখানে সৈদাবাদে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর।

গঙ্গাধর সেই অল্প বয়সে প্রধান প্রধান চিকিৎসক ও অধ্যা-পকের সহিত বাদানুবাদ দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন করায় এবং বহুবিধ উৎকট রোগগ্রস্তকে আরোগ্য করায় নানা স্থানে বহু-দেশে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির পরিচয় হইতে লাগিল।

ইনি বাল্যকালে পাঠ্যাবস্থায় মুগ্ধবোধের যে টীকা প্রণ-য়ন করেন, যে টীকা দেখিয়া একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নাটোরে অমিত প্রশংসা করেন, সেই টীকার শ্লোক-সংখ্যা ১০ সহস্র। তৎপরে বোপদেব গোস্বামী তাঁহার মুগ্ধবোধের যে অংশ শেষ করিয়া যান নাই, সেই অংশ সমাধা করিয়া (পূর্ব্বোক্ত টীকা ব্যতীত) সমগ্র মুগ্ধবোধের পুনরায় টীকা করেন। ব্যাকরণের এই দুইখানি টীকাই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধির প্রথম, অদ্বিতীয় ও অদ্ভুত কীর্ত্তি। প্রথম টীকার শ্লোক-সংখ্যা ১০ সহস্র এবং দ্বিতীয়ের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক।

ঐ সময়ে তিনি দুইখানি মহাকাব্য লেখেন, একখানির নাম "লোকালোকপুরুষীয়," অপরখানির নাম "দুর্গবধকাব্য।" তাঁহার ব্যাকরণাদি পাঠ শেষ হইলে আয়ুর্ব্বেদ পাঠকালেও যে পুরাণাদি বহু গ্রন্থানুশীলন করিতেন, উল্লিখিত দুইখানি কাব্যরচনাই তাহার প্রমাণ।

বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ব্যক্তি যে দিকে বুদ্ধিচালনা করে, তাহাতেই পারদর্শিতা এবং উন্নতিপ্রদর্শনে সমর্থ হইতে পারে। গঙ্গাধর চিত্রবিদ্যারও সেবা করিয়া যথাযথ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠনেও তাঁহার সুপটুতা ছিল। তাঁহার পিতা দুর্গোৎসব করিতেন, কোন বৎসর প্রতিমানির্ম্মাতার মৃত্যু হইলে সে বৎসরের প্রতিমা গঙ্গাধর নিজেই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

চরকসংহিতার চক্রদত্তকৃত একখানি টীকা আছে। চক্রদত্ত কেবল চিকিৎসাস্থানের কথা লইয়া যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দর্শনঘটিত স্থানসমূহের কোন কথাই লেখেন নাই। কিন্তু গঙ্গাধর বিশদরূপে সমস্ত চরকের ব্যাখ্যা এবং পূর্ব্ব টীকাকারের যে যে স্থানে দোষ লক্ষিত হইয়াছে, তৎসমুদায় সংশোধন করিয়া ষাইট্‌ হাজার শ্লোকে চরকসংহিতার "জল্পকল্পতরু" নামে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

তিনি উপরোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত তৈত্তিরীয় প্রভৃতি তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, শারীরকসূত্রব্যাখ্যান, ঈশ্বরগীতা ও ভগবদ্গীতাব্যাখ্যান; সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য, গোভিলগৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, অগ্নিপুরাণোক্ত আয়ুর্ব্বেদের ভাষ্য, অগ্নিপুরাণোক্ত অলঙ্কার অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যপ্রভা নামে অলঙ্কারশাস্ত্র, কৌমার ব্যাকরণের ব্যাখ্যা, পাণিনির কাত্যায়নবার্ত্তিকের উদ্ধার নামে বৃত্তি, শাণ্ডিল্যসূত্রব্যাখ্যা, মনুসংহিতার প্রমাদভঞ্জনী নামে টীকা, পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতার চূর্ণক, ত্রিকাণ্ডশব্দশাসন ও ত্রিসূত্রব্যাকরণ নামে পদ্যে দুইখানি ব্যাকরণ, কুসুমাঞ্জলির টীকা, শিখণ্ডীপ্রাদুর্ভাব নামে আখ্যায়িকা, হর্ষোদয় নামে চিত্রকাব্য, চৈতন্যাষ্টক, গোবর্দ্ধনবর্ণন, রাধাকৃষ্ণবর্ণন ও ভাগবতবিচার প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গঙ্গাধর শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্যাসদেব প্রণীত মহাপুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এই জন্য নিজ মত রক্ষার্থ শাস্ত্রীয় ও যুক্তিমূলক প্রমাণ দিয়া একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থখানির জন্যই বৈদ্যকুলতিলক গঙ্গাধর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিষনয়নে পড়েন। এই জন্যই বিষ্ণুদ্বেষী বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার নিন্দা করিতেন। তিনি বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কথাবার্ত্তায় মহাদেবের প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াস পাইতেন। তাই অনেকের বিশ্বাস তিনি শৈব ছিলেন। বাস্তবিক তিনি বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন না, তৎকৃত গোবর্দ্ধনবর্ণন ও রাধাকৃষ্ণবর্ণনই তাহার প্রমাণ। তাঁহার অন্তিমকালে পরিচয় হইল যে তিনি মহাশক্তির উপাসক।

সময়ে সময়ে তিনি সামাজিক বিষয়েরও অনেক অনুশীলন করিতেন। তিনি "বহুবিবাহরাহিত্য" "বিধবাবিবাহ প্রতিষেধ" ইত্যাদি সম্বন্ধে কএকখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি অম্বষ্ঠ জাতিকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। বৈদ্যজাতীয় অনেক ব্যক্তি তাঁহার মতানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন।

১২৯২ সালে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) ১৯এ জ্যৈষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে নিজের নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া ও জ্যোতিষশাস্ত্রে গণনায় স্থির বুঝিয়া, বলিয়াছিলেন, "আগামী কল্য আমি কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া থাকিব। কারণ কল্য ৩৩ দণ্ড পরে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।"

মরণের পূর্ব্বে "আমার চরক" কেবল এই কথাটি বলিতে না বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হয়, চরক সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের শেষ অভিলাষ আর ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, চরকের টীকাই তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি, এই জন্য সমস্ত বৈদ্যসমাজ তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।

গঙ্গাধরকাথ (পুং) ঔষধবিশেষ। কাঁচড়াশাক, দাড়িম, জাম, পানীফল, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা ও শুঁঠ কাথ প্রস্তুত করিবার প্রণালীতে ইহাদের কাথ করিয়া সেবন করিলে জলের ন্যায় ভেদ হইলে তাহাও প্রশমিত হয়।

গঙ্গাধরচূর্ণ (ক্লী) গঙ্গাধরাখ্যং চূর্ণং মধ্যলো°। জীর্ণাতিসাররোগনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী— ধাইফুল, আমলকী, পয়োধর (কেশুর), আকনাদি, শোনাক, যষ্টিমধু, শ্রী (বিষ), জম্বু ও আম্রবীজ, শুঁঠ, বিষ, বালা, লোধ, কুটজ ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে ভাগ করিয়া চূর্ণ করিয়া মিশাইবে। ইহাকে গঙ্গাধরচূর্ণ বলে। চাউল ধোয়া জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে জীর্ণাতিসার রোগের প্রতীকার হয়। (বৈদ্যক)

গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী, বঙ্গদেশীয় একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইনি শ্রাদ্ধতত্ত্বভাবার্থদীপিকা রচনা করেন।

গঙ্গাধরদেব, উড়িষ্যার একজন রাজা। [উৎকল দেখ]

গঙ্গাধরনাথ, রসসারসংগ্রহ নামে বৈদ্যক গ্রন্থকার।

গঙ্গাধর ভট্ট, ১ বিভক্তিকৌমুদী নামে অষ্টাধ্যায়ীর টীকাকার। ২ ভাট্টচিন্তামণি নামে মীমাংসাসূত্রের টীকাকার।

ও হালরচিত সপ্তশতীর সপ্তশতত্ত্বাবলেশপ্রকাশিকা নামে টীকাকার।

গঙ্গাধর যতি, একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক। রামচন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য, সর্ব্বজ্ঞ সরস্বতীর প্রশিষ্য এবং যোগবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য-প্রকাশরচয়িতা আনন্দবোধেন্দ্র সরস্বতীর গুরু। ইনি গঙ্গাধর ভিক্ষু, গঙ্গাধর সরস্বতী অথবা গঙ্গাধরেন্দ্রযতি নামেও আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

চন্দ্রিকোত্তর নামে বেদান্তসিদ্ধান্তচন্দ্রিকার টীকা, প্রণব-কল্পপ্রকাশ, বেদান্তসিদ্ধান্তমঞ্জরী ও প্রকাশ নামে তাহার টীকা, স্বারাজ্যসিদ্ধি ও মোক্ষ নামে তাহার টীকা, সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ ও তাহার টীকা, স্বারাজ্যসিদ্ধি ও কৈবল্যকল্পদ্রুম নামে তাহার টীকা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

গঙ্গাধর বাজপেয়িন্, অবৈদিকদর্শনসংগ্রহ ও রসিকরঞ্জিনী নামে অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা।

গঙ্গাধর শর্ম্মা, মুগ্ধবোধের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

গঙ্গাধরশাস্ত্রী, কৃষ্ণরাজচম্পূপ্রণেতা। ইহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বরদার রাজ্যপরিচালক (Regent) ও গাইকোবাড়ের ভ্রাতা ফতেসিংহ ইহাকে নিজের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। চতুরবুদ্ধি ও দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া রেসিডেণ্ট লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ওয়াকার ইহাকে বরদার প্রধানমন্ত্রী পদ প্রদান করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পেশবা বাজীরাও পুণার গাই-কোবাড়ের এজেণ্টে গোলযোগ হওয়ায় ইনি স্থিত হিসাব নিকাশ দিবার জন্ত পুণা যাত্রা করিলেন। গাইকোবাড় পেশবার চরিত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় সন্দিগ্ধ হইয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে মধ্যস্থ করেন। গঙ্গাধর পুণায় পৌঁছিলে পেশবা তাঁহাকে সমাদরে আহ্বান করিলেন ও কিছুদিন তাঁহাকে পুণায় থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে পেশবা পুরন্দরপুরে তীর্থযাত্রা করিলে গঙ্গাধরকেও সঙ্গে লইয়া যান। তথায় ১৪ই জুলাই সায়ংকালে ত্রিম্বকজী পেশবার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাঁহাকে বিঠোবার মন্দিরে লইয়া গেলেন। আরাধনান্তে গঙ্গাধর পেশবার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর যখন তিনি বাসায় প্রত্যাগত হইতেছেন, এমন সময়ে পথে ত্রিম্বকজী কর্ত্তৃক রক্ষিত গুপ্তহত্যাকারীর হস্তে নিহত হন।

গঙ্গাধরসরস্বতী [গঙ্গাধর যতি দেখ]

গঙ্গাধরসূনু, রাঘবাভ্যুদয় নামক সংস্কৃত কাব্যপ্রণেতা।

গঙ্গাধরেন্দ্র [গঙ্গাধর যতি দেখ]

গঙ্গাপত্রী (স্ত্রী) গঙ্গাবৎ পবিত্রং পত্রমস্যাঃ বহুব্রী। ততঃ ঙীপ্। বৃক্ষবিশেষ, ইহার পত্র অতিশয় সুগন্ধি। চলিত কথায় গন্ধপত্রা বা পচাপাতা বলে। ইহার পর্য্যায়—পত্রী, সুগন্ধা, গন্ধপত্রিকা। ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, বাতনাশক ও ব্রণের ক্ষতশোধনকারী। (রাজনি°)

গঙ্গাপালঙ্ক (পুং) বনপালঙ্কশাক, বনপালঙ। (বৈদ্যক)

গঙ্গাপুত্র (পুং) গঙ্গায়াঃ পুত্রঃ ৬তৎ। ১ ভীষ্ম। ২ কার্ত্তিক। ৩ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। চলিত কথায় মুরদাফরাস বলে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে লেট জাতীয় পুরুষের ঔরসে ও তীবর জাতীয় কন্তায় গর্ভে এই জাতির প্রথমে উৎপত্তি হয়।

"লেটাৎ তীবরকন্তায়াং গঙ্গাপুত্র ইতি স্মৃতঃ।" (ব্রহ্মখণ্ড)

ইহারা সর্ব্বদা গঙ্গাতীরে থাকিয়া মৃতের সৎকারে সাহায্য করে বলিয়া উহাদের নাম গঙ্গাপুত্র হইয়াছে।

৪ কাশী প্রভৃতি স্থানে গঙ্গাতীরে কোন ক্রিয়া করিতে হইলে যে ব্রাহ্মণ তাহা সম্পন্ন করায় তাহাকেও গঙ্গাপুত্র কহে। ইহারা তীর্থযাত্রীদিগকে দেখাইয়া দেয় যে তীর্থাদির কোন্ স্থানে কি কি ক্রিয়া করিতে হয়। সেখানে তীর্থযাত্রিগণ গঙ্গাপুত্রকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করেন না। গঙ্গাস্নানের সময় গঙ্গাপুত্র অগ্রে যাত্রীদিগের হস্তে কুশ ও গঙ্গাজল দিয়া মন্ত্র বলিতে থাকেন। তাহার পর সকলে গঙ্গাস্নান করেন। স্নানের পর সকল যাত্রীর কপালে চন্দ-নের ফোটা দেন। যাত্রীরা তখন তাহাকে অর্থাদি দিয়া বিদায় করেন। কাশীতে গঙ্গার ঘাটে গঙ্গাপুত্রগণের স্ব স্ব স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই স্থানে যে যাত্রী আসিবে তাহাকে সেই গঙ্গাপুত্র অধিকার করিবে। অনেক ব্রাহ্মণও গঙ্গাপুত্রদের কাজ করিয়া থাকেন। গঙ্গাপুত্রগণ অন্ত অন্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর। ধর্ম্মকার্য্য উদ্দেশে ইহারা যাত্রী-দিগের অনেক অর্থ শোষণ করিয়া লয়। পাণ্ডাদিগের সহিত ইহাদের আদান প্রদান চলে।

৫ পাটনীদিগের উপাধি।

গঙ্গাপুর, ১ রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুররাজ্যের একটী নগর। ইহার জনসংখ্যা ৫৮৮০। ২ সারণ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ইহার জনসংখ্যা ২৬৬৬।

(গঙ্গাপুর) ৩ ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী করদ-রাজ্য। অক্ষা° ২১° ৪৭′ ৫″ ও ২২° ৩২′ ২০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ১০′ ১৫′ ও ৮৫° ৩৪′ ৩৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে লোহারডাঙ্গা ও যশপুর করদরাজ্য, দক্ষিণে বোনাই, সম্বলপুর ও বামড়া, পূর্ব্বে সিংহভূম ও পশ্চিমে মধ্যভারতের অন্তর্গত রায়গড় প্রদেশ। ইহার ক্ষেত্রফল ২৪৮৫ বর্গমাইল। ইহাতে ৬০১টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা লক্ষাধিক হইবে। গাঙ্গপুর

রাজ্য একটী সমতল অধিত্যকা, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৬৮ হস্ত উচ্চ। মধ্যে পাহাড় ও উচ্চ গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের উচ্চ উচ্চ ভূমি হইতে গাঙ্গপুরের ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণে মহাবীরপর্ব্বতশ্রেণী। এই পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ভুঁইয়া প্রভৃতি জাতিগণ বিশেষ ভক্তি করে। পর্ব্বতের নিম্নভাগে একটী সর বা কুণ্ড আছে। উহাতে লোকে পূজা দিয়া আসে। গাঙ্গপুরের পাহাড়ের মধ্যে মউ নামক পাহাড় ১২৯০ হাত, নদিয়াবীর ৯৭০ হাত, বিলপাহাড়ী ৮৮৮ হাত ও সাতপাহাড়ী ৯৯৪ হাত উচ্চ। গাঙ্গপুরে কএকটী নদীও আছে। ইব নামক নদী বশপুর হইতে বাহির হইয়া সম্বলপুরে গিয়া মহানদীতে মিশিয়াছে। লোহারডাগা হইতে শঙ্খনদী ও সিংহভূম হইতে দক্ষিণে কোয়েল নদী আসিয়া গাঙ্গপুরে পূর্ব্বভাগে মিশিয়া ব্রাহ্মণী নামধারণ করিয়া কটকজেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যে স্থানে কোয়েল ও শাখা মিশিয়াছে, তাহা অতি রমণীয় স্থান। প্রবাদ আছে, এই স্থানে মহর্ষি পরাশরের সহিত মৎস্যগন্ধার মিলন হয়। বর্ষাকালে এই সকল নদী দিয়া নৌকাদি গমনাগমন করে। ইব নদীর বালুকা মধ্যে সময় সময় হীরকখণ্ড ও স্বর্ণকণা পাওয়া যায়। ঝোড়াগণ্ড জাতি বালুকাধৌত করিয়া স্বর্ণ বাহির করিয়া থাকে। গাঙ্গপুরের দক্ষিণ হিঙ্গির প্রদেশে পাথুরে কয়লার স্তর দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা খনন করা হয় নাই। রাঁচি হইতে সম্বলপুরে যাইবার পথে স্থানে স্থানে চুণাপাথর দেখিতে পাওয়া যায়।

হিঙ্গির বিভাগে শালবন আছে। এই বন হইতে শালকাষ্ঠ কাটিয়া মহানদী দিয়া অনায়াসে আনা যাইতে পারে। জঙ্গলের মধ্যে লাক্ষা, তসর, রেশম, রজন, খয়ের প্রভৃতি পাওয়া গিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার গাছগাছড়া ও ঔষধ পাওয়া যায়। বনভূমি ব্যতীত অনেকস্থান পতিত রহিয়াছে, তাহাতে কেহ শস্য উৎপাদন করে না। বন মধ্যে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, বনকুকুর, বাইসন ও মহিষ প্রভৃতি অনেক দেখা যায়। বর্ষাকালে নদীতে সর্পের কিছু আধিক্য হয়। হাঁটিয়া নদী পার হইবার সময় মাঝে এই সকল সর্প লোকের পা জড়াইয়া ধরে, পরে তাহাকে ডুবাইয়া দিয়া রক্তের স্রোত ভক্ষণ করে।

গাঙ্গপুরের ভূমি উর্ব্বরা। ইব নদীর উপত্যকা বিশেষ শস্যশালী। এখানে চাউল, ইক্ষু, সরিষা, তিসি ও তামাক জন্মিয়া থাকে। তামাক অল্প জন্মে, কিন্তু যাহা হয়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। ইক্ষু প্রচুর, অথচ উৎকৃষ্ট। অনেক পুরের লোকে এই গুড় আদর করিয়া লইয়া যায়। দেশে দ্রব্যাদি সুলভ। কৃষকদিগের অবস্থাও ভাল। এখানকার রাজা ও জমিদারগণ প্রজাদিগকে প্রথম তিনবৎসর বিনা খাজনায় বাস করিতে দেন। তাহার পর বাৎসরিক ১।৹ টাকা করিয়া খাজনা দিতে হয়। অনেক জমি চাকরাণ বিলি আছে। জমির দখলের জন্য সৈনিকবৃত্তি করিতে হইত, কিছু কিছু খাজনাও দিতে হইত। এখন খাজনাও দিতে হয়, চাকরিও করিতে হয়। রাজা যখন কোথাও গমন করেন, গ্রামের মণ্ডলগণ নায়করূপে ও সাধারণ প্রজা পাইকরূপে তাঁহার সহিত গমন করে। এই সময়ে কতক লোক বন্দুক ও কতক টাঙ্গি ও তীর ধনুক লইয়া চলে। দ্রব্যাদি মহার্ঘ হওয়াতে পূর্ব্বে যে হারে খাজনা লওয়া হইত, এখন অন্যান্যভাবে প্রজাকে পূর্ব্বহারের প্রায় দ্বিগুণ দিতে হয়। কিন্তু লোকে তাহাকে খাজনা বৃদ্ধি বলিয়া মনে করে না। খাজনার হিসাব স্বতন্ত্র থাকে। অন্যান্যভাবে যাহা দিতে হয়, তাহাকে 'মাজন' বলিয়া থাকে। পাইকগণ নায়ককে খাজনা দেয়।

আর একপ্রকার প্রজা আছে, তাহাদিগকে গাঁওতিয়া কহে। ইহাদিগকে রাজসরকারে কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। তিন হইতে পাঁচবৎসরের জন্য ইহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। ইহারা গ্রামকে গ্রাম লইয়া প্রজা বিলি করে। কতক জমি 'বগরা' বা লাখেরাজ করিয়া নিজেরা রাখে। রাইয়তদিগের নিকট হইতে খাজানার টাকা আদায় হইয়া বরং লাভ হইয়া থাকে। মিয়াদ ফুরাইলে নূতন পাট্টা লইবার সময় গাঁওতিয়াকে সেলামী স্বরূপ কিছু টাকা দিতে হয়। গাঁওতিয়াগণের সহিত সাধারণ প্রজার অপর কোন সম্বন্ধ নাই। তবে গাঁওতিয়াগণের যে বগরা বা লাখেরাজ জমি থাকে, তাহার আবাদের জন্য প্রজাকে সাহায্য করিতে হয়। যে জমিতে ফসল হয়, গাঁওতিয়াদিগকে তাহার জন্য বিঘা প্রতি তিন আনা খাজনা দিতে হয়। এই বিঘার পরিমাণ জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপ করিয়া হয় না। বীজ বোনা হইলে তাহা দেখিয়া একটা আন্দাজ করিয়া লওয়া হয়। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ উপলক্ষে রাজবাটীতে 'মাজন' দিতে হয়। গাঁওতিয়াগণ প্রায়ই ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, তেলি বা আগরিয়াজাতীয় লোক।

গাঙ্গপুরের স্থানে স্থানে গ্রাম্যদেবতা আছেন। তাঁহাদের পূজার জন্য পুরোহিত আছেন। উঁহারা কালো, বৈগা, জাকর অথবা পাহন নামে অভিহিত। তাহারা প্রায়ই অনার্য্য জাতীয় লোক। সম্মানে গাঁওতিয়া বা

নায়ক হইতে ভিন্ন। সীমা লইয়া বিবাদ হইলে তাহারা মিটাইয়া দেয়। নিকটস্থ বন ও পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে তাহারাই পরিতুষ্ট করে। কাহাকেও ভাইনে খাইলে, অথবা কাহাকেও কেহ যাদু করিলে তাহার বিচারের ভার উক্ত পুরোহিতের প্রতি অর্পিত হয়। কথিত আছে, ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে সুবাদি নামক স্থানের কালীমন্দিরে তিন বৎসরান্তর নরবলি হইত।

রাজার খাসে যে যে গ্রাম আছে সেখানে নায়কগণ পাইকের সাহায্যে পুলিসের কার্য্য করে। গাঁওতিয়াগ্রামে গাঁওতিয়ারা গোরাইত বা চৌকিদারের সাহায্যে পুলিসের কার্য্য করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে গাঙ্গপুর মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দেবগাঁর সন্ধিপত্রানুসারে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোন্‌স্লা এই রাজটী ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আবার তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। মধুজী ভোন্‌স্লা বা আপাসাহেবের সহিত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহাতে কিছুদিনের জন্ত এই রাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হস্তে আসে। শেষে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে ইহা একেবারে ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে অর্পণ করা হয়। মুসলমান, মহারাষ্ট্র অথবা ইংরাজ যাহারি হস্তেই থাকুক গাঙ্গপুরে একজন অধীনস্থ রাজা অনেক কাল হইতে আছেন। কথিত আছে, উড়িষ্যার কেশরীবংশের কোন ব্যক্তি আসিয়া এখানে রাজত্ব করিতেন। ক্রমে তাঁহার বংশ লোপ পাইলে শিখরভূমি বা পঞ্চকোটের ক্ষত্রিয়-রাজবংশের একটী শিশু সন্তান চুরি করিয়া আনিয়া গাঙ্গপুরের রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দুইজন ডাইনীকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা রঘুনাথশিখর ইংরাজ আদালতে অভিযুক্ত হইয়া পদচ্যুত হন। রাঁচিতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হয়। রাণী রাজকার্য্য পরিচালন করেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্য গাঙ্গপুরের দুইজন জায়গীরদারের প্রতি অর্পিত হয়। ইব নদীর তীরে সুবাদি নামক স্থানে রাজভবন। কএকটী চালা ঘর লইয়া রাজবাটী। তন্মধ্যে একটী চালায় বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়।

অধিবাসীগণের মধ্যে ভুঁইয়াগণই প্রধান। ইহাদের সংখ্যা প্রায় পনর হাজার হইবে। দেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া ইহারা গ্রাম্যদেবতাগণের পূজা করিবার অধিকারী। তিজিরার ভগবান্ মাঝি ইহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। রাজা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এই বংশের লোক রাজাকে তিলক দান করিয়া থাকে।

গণ্ড ও ঝোড়া জাতিও এখানে অনেক। ঝোড়ি শব্দে ক্ষুদ্র নদী বুঝায়। ঝোড়াগণ এই সকল নদীতে স্বর্ণ ও হীরক আহরণ করে। গণ্ডদিগের মধ্যে ভংলং এর গয়হোতিয়ারাই প্রধান। এখানকার ওরাওনেরা ছোটনাগপুর হইতে আসিয়াছে। তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। কন্ধজাতির সংখ্যা অল্প।

গাঙ্গপুরে আগরিয়া বা আগুরিদিগের সংখ্যা প্রায় চারি-হাজার। ইহারাই সম্পত্তিশালী, কৃষি ইহাদের জীবিকা। আগুরিদিগের স্ত্রীলোকেরা পরমা সুন্দরী। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ঐ রমণীরা যাদুবিদ্যা ও বশীকরণ মন্ত্র জানে, তাহাতে সকলকে ইহারা মুগ্ধ করিতে পারে।

গঙ্গাপ্রাপ্তি (স্ত্রী) গঙ্গায়াঃ প্রাপ্তিঃ ৬তৎ। ১ গঙ্গালাভ বা গঙ্গায় গমন। চলিত কথায় গঙ্গাপ্রাপ্তি বলিলে মৃত্যুও বুঝাইয়া থাকে।

গঙ্গাভট্ট, একজন বিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত। ইহার রচিত আধান-পদ্ধতি, আপস্তম্বপ্রয়োগসার, ধর্ম্মপ্রদীপ ও সমন্বয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

গঙ্গাভাস্কর, শকুনাবলী নামে গ্রন্থপ্রণেতা।

গঙ্গাম্ভস্ (ক্লী) গঙ্গায়া অম্ভঃ জলং ৬তৎ। গঙ্গাজল।

"যত্নকার্য্যশতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাবগাহনম্।
সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তূলরাশি মিবানলঃ।" (বরাহ)

গঙ্গাযাত্রা (স্ত্রী) গঙ্গামুদ্দিশ্য যাত্রা। গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণত্যাগার্থ গঙ্গাতীরে গমন। স্থানবিশেষে মুমূর্ষুর সদগতির জন্ত পঞ্চবটী প্রভৃতি পবিত্র স্থানে গমনকেও গঙ্গাযাত্রা বলিয়া থাকে।

গঙ্গাযাত্রিন্ (ত্রি) গঙ্গাযাত্রা অস্ত্যর্থে ইনি। যাহারা গঙ্গা-তীরে যাইবার জন্ত যাত্রা করিয়াছে।

গঙ্গারাম, ১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্। ইনি তাবকল যুদ্ধজয়োৎসব ও রত্নস্তোত্রনামে জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ ন্যায়কুতূহল নামে ন্যায়গ্রন্থরচয়িতা।

৩ ভক্তিরসাব্ধিকণিকা নামে গ্রন্থপ্রণেতা।

৪ গোবর্দ্ধনসপ্তশতীর একজন টীকাকার।

গঙ্গারাম জড়িন্, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। নারায়ণের পুত্র ও নীলকণ্ঠের শিষ্য। ইনি তর্কামৃতচষক ও তাহার টীকা, দীনকরীখণ্ডন, মৌক্তিকসত্তরঙ্গিণীব্যাখ্যা, রসবীমাংসা ও তাহার টীকা প্রণয়ন করেন।

গঙ্গারামদাস, একজন বিখ্যাত কবিরাজ, ভবানীদাস কবি-রাজের শিষ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় শরীরবিনিশ্চয়াধিকার নামে একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।

গঙ্গালাভ (পুং) গঙ্গায়া লাভঃ প্রাপ্তিঃ ৬তৎ। গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গা পাওয়া, গঙ্গার গর্ভে জ্ঞানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ।

গঙ্গাযাত্রিক (ত্রি) ১ যে রোগীকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার উপযুক্ত। ২ যোগাদি উপলক্ষে যাহারা গঙ্গাস্নানার্থ গমন করে। (পুং) ৩ গঙ্গাদেবীর উৎসব।

গঙ্গালহরী (স্ত্রী) গঙ্গায়া লহরী ৬তৎ। ১ গঙ্গার তরঙ্গ। ২ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রণীত গঙ্গাস্তব।

গঙ্গাবংশ, দক্ষিণাপথের এক প্রবল প্রাচীন রাজবংশ। এই বংশ সময়ে সময়ে কলিঙ্গ, মহিসুর, উৎকল, শিবসমুদ্র, উমত্তুর প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন। কেরলের উত্তরাংশে ইহারাই কোঙ্গু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [কোঙ্গু ও চের দেখ।]

কদম্বরাজ মৃগেশবর্ম্মার সময়ের খোদিত শিলাফলক পাঠে জানা যায় যে, তিনি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গঙ্গাবংশীয় রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আবার দেবগিরি হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনপাঠে বোধ হয় যে, উপরোক্ত কদম্বরাজের পূর্ব্বেও রাজা কৃষ্ণবর্ম্মা গাঙ্গেয়রাজ মাধব (২য়)কে নিজ ভগিনী সম্প্রদান করেন।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে পূর্ব্বচালুক্যরাজ্যে অরাজকতা হওয়ায় গঙ্গাবংশীয় রাজগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে এই বংশের আধিপত্য বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে গঙ্গাবংশীয় জয়বর্ম্মদেব ও তৎপুত্র অনন্তবর্ম্মদেবই (৯৮৫ খৃঃ অঃ) প্রধান। কলিঙ্গের গঙ্গাবংশীয় রাজগণ অতি প্রাচীন, চালুক্যরাজগণের অভ্যুদয়ে ইঁহাদের প্রতাপ কতকটা খর্ব্ব হয়।

কেশরীবংশের অবসানে ১১৩২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাবংশীয় চোরগঙ্গা উৎকলে রাজত্ব করিতে থাকেন, ইনিই উৎকলের প্রথম গঙ্গাবংশীয় রাজা। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে এই বংশের অবসান হয়।

গঙ্গাবলী, উত্তর কানাড়ার গঙ্গাবলীনদীর মোহানাস্থিত একটী বন্দর। অক্ষা° ১৪° ৩৬′ উঃ, দ্রাঘি ৭৪° ২১′ পূঃ। এখানে বাহাদুরী কাঠের আড়ং আছে। গঙ্গাদেবীর মন্দিরের জন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ ও হিন্দুর একটী তীর্থ বলিয়া গণ্য।

গঙ্গাবাই, একজন বিখ্যাত মহারাষ্ট্রমহিলা, পেশবা নারায়ণরাওর পত্নী। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩০এ আগষ্ট কতকগুলি সৈন্য বেতন পায় নাই বলিয়া, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় নারায়ণরাওকে খুন করে। লোকের বিশ্বাস রঘুনাথরাও বা রাঘবার উত্তেজনাতেই এই কাণ্ড ঘটে। কেহ বলেন, রঘুনাথের পত্নী আনন্দবাইয়ের কৌশলেই এই নিষ্ঠুর কার্য্য সাধিত হয়। [নারায়ণরাও দেখ।] নারায়ণরাওর মৃত্যুর পর রঘুনাথরাও পেশবার হইয়া বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। রঘুনাথের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তি নানা অছিলায় যুদ্ধস্থল হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। সখারাম বাপু, ত্রিম্বকরাও মামা, নানা-ফড়নবিস্, মোরোবা ফড়নবিস্, বজাবা পুরন্দর, আনন্দরাও জিবাজী, হরিপন্থফড়কে প্রভৃতিকে লইয়া পুণায় একটী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, তন্মধ্যে নানা-ফড়নবিস্ ও হরিপন্থফড়কে প্রধান। ইঁহারা রঘুনাথের বিপক্ষ। অল্পদিন মধ্যেই প্রকাশ হইল যে, নারায়ণরাওর মৃত্যুর পূর্ব্বে তদীয় পত্নী গঙ্গাবাই গর্ভবতী হইয়াছেন। পাছে কেহ তাঁহার অনিষ্ট করে, সেইজন্ত মন্ত্রীগণ পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে পুরন্দরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৩০এ জানুয়ারি, নানা-ফড়নবিস্ ও হরিপন্থফড়কে গঙ্গাবাইকে পুরন্দরে লইয়া গেলেন। সদাশিবরায়ের বিধবা প্রভাবতী সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। তাঁহাকে গঙ্গাবাইয়ের সঙ্গে পাঠান হইল। পুরন্দরের দুর্গ ১১৩২ হস্ত উচ্চ একটী পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। পুরন্দরের দুর্গে লইয়া যাওয়ায় নানা কারণ আছে। পুণায় চারিদিকে শত্রুপক্ষীয় লোক। সেজন্ত বিধবা গঙ্গাবাইয়ের উপর অনিষ্টপাতের আশঙ্কা ছিল। গঙ্গাবাইয়ের নিকটে কএকটী সদ্যপ্রসূতা পুত্রবতী রমণীকে রাখিয়া দেওয়া হয়। গঙ্গাবাইয়ের যদি পুত্রসন্তান হয়, আর গঙ্গাবাইয়ের স্তনে যদি যথেষ্ট দুগ্ধ না জন্মে, তাহা হইলে ইহাদের স্তন্যদুগ্ধে বালকের জীবনরক্ষা হইবে। আর যদি গঙ্গাবাইয়ের গর্ভে কন্যাসন্তান জন্মে, তাহা হইলে গোপনে অন্যের পুত্রসন্তান গঙ্গাবাইয়ের কন্যার সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হইবে। গঙ্গাবাইয়ের গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিলে সেই প্রকৃত পেশবা হইবে। তাহা হইলে রঘুনাথরাওর ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে। মন্ত্রিগণ এই পুত্রের আশায় নির্ভর করিয়া গঙ্গাবাইয়ের নামে পেশবার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

রঘুনাথরাও কর্ণাটে ছিলেন। তথায় তিনি এই সকল সংবাদ পাইয়া পুণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একটী যুদ্ধে তাঁহার জয় হয়। কিন্তু তিনি পুণা অভিমুখে না আসিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রেল, শুনিলেন যে গঙ্গাবাইয়ের পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। রঘুনাথ মালবে গমন করিলেন। গঙ্গাবাইয়ের পুত্র ৪০ দিনের হইলে সেই শিশুই মাধবরাও নারায়ণ বা মধুরাও নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়া পেশবার পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি পরে সওাই-মাধবরাও নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

মাধবরাও অল্পবয়সে রাঘুর্জিদিগের অত্যাচারে বিশেষ উৎপীড়িত হন। রাঘুজির দলে অশ্বারোহী সেনা ছিল। উহারা বণিকবেশে গমন করিয়া হায়দ্রাবাদ ও বোম্বায়ে লুণ্ঠন

করিত। জেজুরির দাদাজী তাহাদের অধিনায়ক। দাদাজী এক ব্রাহ্মণকন্যার ধর্ম্মনষ্ট করেন। সেই ব্রাহ্মণকন্যা পুরন্দরে গঙ্গাবাইয়ের নিকট আপন অবস্থা জানাইয়া বলেন যে, তাঁহার অপমানে সমস্ত ব্রাহ্মণের অপমান হইয়াছে। এমন কি গঙ্গাবাইয়েরও সম্মানের ক্ষতি হইয়াছে। যখন তাহার ধর্ম্ম গিয়াছে, তখন আর কি লইয়া জীবনধারণ করিবে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণী সবলে আপন জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। রমণীর অনতিবিলম্বেই মৃত্যু হইল। গঙ্গাবাই দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দাদাজী যাবৎ জীবিত থাকিতে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই শান্ত হইলেন না। মন্ত্রিগণ দাদাজীকে নিহত করাই স্থির করিলেন। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দাদাজী নিজমুখেই স্বীকার করেন যে, তিনি ১১০০টা ডাকাতী করিয়াছেন। যাহা হউক দাদাজী অনতিবিলম্বে নিহত হইলেন।

এদিকে মন্ত্রিবর্গের মধ্যে মতবৈষম্য উপস্থিত হইল। গঙ্গাবাই নানাফড়নবিসকে কিছু অধিক ভালবাসিতেন। নানার পরামর্শ মত গঙ্গাবাই চলিতেন। কিন্তু মন্ত্রিবর্গের মধ্যে পরস্পর মিল হইল না। গঙ্গাবাইও তাহাতে উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার বিপক্ষেরা বলে, (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে) ফড়নবিসের সহিত অবৈধ প্রণয়ে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়। এই কথা পাছে প্রকাশ হয়, সেইজন্য বিষপ্রয়োগে গঙ্গাবাই আত্মহত্যা করেন।

গঙ্গাবতার (পুং) গঙ্গায়া অবতারঃ ব্রহ্মলোকাদ্ ভূম্যো পতনমত্র বহুব্রী। ১ তীর্থবিশেষ, গঙ্গাদ্বার। গঙ্গায়া অবতারঃ ৬তৎ। ২ ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ।

"ভগীরথ ইব দৃষ্ট গঙ্গাবতারঃ।" (কাদম্বরী।)

গঙ্গাসাগর (পুং) গঙ্গয়া সঙ্গতঃ সাগরঃ মধ্যলো°। যে স্থানে গঙ্গা সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। পৌষ-সংক্রান্তি দিনে ঐ স্থানে অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানে দান-ধ্যান করিলে অনন্ত ফল হয়। ইহার নিকটে একটী কপিলাশ্রম আছে। (মৎস্য ২২।১১, বৃহন্নীলতন্ত্র ২০।) [গঙ্গা ও সাগরসঙ্গম দেখ।]

গঙ্গাসুত (পুং) গঙ্গায়াঃ সুতঃ ৬তৎ। ১ ভীষ্ম। ২ কার্ত্তিকেয়।

গঙ্গাস্নান (ক্লী) গঙ্গায়াং স্নানং ৭তৎ। গঙ্গায় অবগাহন।

গঙ্গাস্নায়িন্ (ত্রি) গঙ্গায়াং স্নাতি স্না-ণিনি। যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করে।

গঙ্গাহ্রদ (পুং) গঙ্গায়া হ্রদ ইব। ১ ভারতপ্রসিদ্ধ বহ্নিপুরের মধ্যবর্ত্তী একটী কূপ। এই কূপে সর্ব্বদাই তিন কোটি তীর্থ অবস্থান করে। ইহাতে স্নান করিলে চরমে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। (ভারত ৩।৮৩ অঃ।)

২ কোটিতীর্থের অন্তর্গত একটী তীর্থ। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই তীর্থে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। (ভারত ৩।৮৩ অঃ)

গঙ্গায়া হ্রদঃ ৬তৎ। ৩ গঙ্গার হ্রদ।

গঙ্গিকা (স্ত্রী) গঙ্গা-স্বার্থে কন্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। গঙ্গা।

গঙ্গিরু, উ° প° প্রদেশে মুজফরনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ১৮′ ৬″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৫′ ৩০″ পূঃ। এই নগরটী অতি প্রাচীন, অনেক ইষ্টকনির্ম্মিত বাটীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। নগরের পূর্ব্ব দিয়া একটী খাল গিয়াছে। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার।

গঙ্গুক (পুং) কঙ্গুক পৃষোদরাদিবৎ নিপাতনে সাধুঃ। কঙ্গু, ধান্যবিশেষ, চলিত কথায় কাউন বলে। (সুশ্রুতসূত্র ২০ অঃ)

গঙ্গেশ, ১ গঙ্গেশোপাধ্যায় নামে বিখ্যাত। অপর নাম গঙ্গেশ্বর। একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক, তত্ত্বচিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থরচয়িতা।

নবদ্বীপের কোন কোন নৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন, "বঙ্গদেশে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে গঙ্গেশ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে গঙ্গেশের পিতা তাঁহার লেখাপড়া শিক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে গঙ্গেশের কিছুই হইল না। পিতা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গঙ্গেশকে তাঁহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। গঙ্গেশের মাতুল একজন ভাল পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অনেক ছাত্র ছিল। মাতুল ও তাঁহার ছাত্রগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও গঙ্গেশকে একখানি ব্যাকরণ পড়াইতে পারিলেন না, তাহাতে সকলেই তাঁহার লেখাপড়ার আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করেন। গঙ্গেশ মাতুলালয়ে সহাধ্যায়িগণের তামাক সাজিয়া অতি দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিযোগে একজন ছাত্র আসিয়া গঙ্গেশকে অনেক ডাকাডাকি করিয়া তুলিয়া তামাক সাজিতে হুকুম করিল। গঙ্গেশ ভয়ে ভয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তামাক সাজিল, কিন্তু আগুন পাইল না। মাতুলালয়ের সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেই ঘোরা রজনীতে সেই প্রান্তরের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল। ছাত্র অনেক ধমক্ দিয়া সেই প্রান্তর হইতে গঙ্গেশকে আগুন আনিতে পাঠাইল। গঙ্গেশ ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আগুন আনিতে আসিল। কিন্তু সেখানে যাহা

দেখিল, তাহাতে তাঁহার আত্মপুরুষ উড়িয়া গেল। একটা বৃক্ষের উপর বসিয়া এক যোগী তখন শবসাধনা করিতেছে। গঙ্গেশ যোগীর পদে বিলুণ্ঠিত হইলেন। যোগী গঙ্গেশের মুখে তাঁহার আসিবার কারণ ও দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলেন। তিনি গঙ্গেশকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে মূর্খ গঙ্গেশ অল্পদিন মধ্যে অনেক শিখিয়া ফেলিলেন।

এদিকে সকলে জানিল যে গঙ্গেশ আর ইহজগতে নাই, তাঁহাকে ভূতে খাইয়াছে। মাতুল মহাশয়ও নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে গঙ্গেশ অকস্মাৎ মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত! তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু গঙ্গেশ কাহারও কাছে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। মাতুল তাঁহাকে গোরু বলিয়া গালি দিলেন। গঙ্গেশ তদুত্তরে কহিলেন—

"কিং গবি গোত্বং কিমগবি গোত্বং
যদি গবি গোত্বং ময়ি নহি তত্তম্।
অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টং
ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বম্।"

গোত্ব যদি গোতে হয়, তবে আমি তাহা নই। আর যদি গো ভিন্ন গোত্ব সম্ভব, তবে একথা এখন সকলেই খাটিতে পারে।

উত্তর শুনিয়া মাতুল অবাক্! সেইদিন হইতেই গঙ্গেশ 'চূড়ামণি' বলিয়া প্রসিদ্ধ!

উপরোক্ত জনশ্রুতি কিছুমাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয় না। গঙ্গেশ বঙ্গদেশবাসী নহেন, যখন বঙ্গের নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল ছিল না, বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তাঁহার গুরু পক্ষধর-মিশ্র যখন আবির্ভূত হন নাই, তাহারও অনেক পূর্ব্বে গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রাদুর্ভূত হন। তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন কিনা তাহাও নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহাকেই নব্যন্যায়ের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি তত্ত্বচিন্তামণি, উহা 'ন্যায়তত্ত্বচিন্তামণি', 'চিন্তামণি' বা 'মণি' নামেও উক্ত হইয়া থাকে। এই মহা ন্যায়গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ-খণ্ড। ইনি প্রত্যক্ষখণ্ডে শিবাদিত্যমিশ্র ও টীকাকার বাচস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তত্ত্বচিন্তামণির যেরূপ বিস্তৃত ও বহুসংখ্যক টীকা আছে, কোন ন্যায় গ্রন্থের এরূপ টীকা নাই। প্রথমে পক্ষধর মিশ্র, তৎপরে তাঁহার শিষ্য রুচিদত্ত চিন্তামণির টীকা রচনা করেন। তদ্ভিন্ন বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, মথুরানাথ, গোকুলনাথ, জয়ানন্দ, শশধর, শিতিকণ্ঠ, হরিদাস, প্রগল্ভ, বিশ্বনাথ, বিষ্ণুপতি, মধুদেব, প্রকাশধর, চন্দ্রনারায়ণ, মহেশ্বর, হনুমান্ প্রকৃতি প্রধান প্রধান নৈয়ায়িক রচিত অনেক টীকা পাওয়া যায়। এই সকল টীকার আবার শত শত টীকা-টিপ্পনী আছে। [ন্যায় দেখ।]

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্রের নাম বর্দ্ধমান উপাধ্যায়, তিনিও একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন।

[বর্দ্ধমান উপাধ্যায় দেখ।]

২ রাধার্য্যাশতক নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গঙ্গেশদীক্ষিত, তর্কভাষার একজন টীকাকার।

গঙ্গেশমিশ্র, চতুর্ব্বর্গচন্দ্রামণি নামে একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ।

গঙ্গেশমিশ্র উপাধ্যায়, সুমনোরমা নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা।

গঙ্গেশ্বর বা গঙ্গেশ্বর দত্ত, [গঙ্গেশ দেখ।]

গঙ্গেশ্বরসূনু, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান।

গঙ্গৈকণ্ডাপুর, মান্দ্রাজ প্রদেশের ত্রিচীনপল্লী জেলার একটী নগর ও পুণ্যস্থান। জাইমকোণ্ডসোলাপুরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে তঞ্জোর হইতে আর্কটে যাইবার বড় রাস্তায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১১° ১২´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৩০´ পূঃ। এখানে গঙ্গাদেবীর সুবৃহৎ ও প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তাহা হইতে এই স্থানের নাম গঙ্গৈকণ্ডাপুর হইয়াছে। আবার কাহারও মতে, এই স্থানের প্রকৃত নাম গঙ্গাইকোণ্ড-সোলপুর অর্থাৎ গঙ্গাই নামা চোলরাজের রাজধানী। বাস্তবিক পূর্ব্ব-কালে চোলরাজগণের সময়ে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, গঙ্গামন্দিরও সেই সময় নির্ম্মিত হয়। এমন সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির দাক্ষিণাত্যেও বিরল। পূর্ব্বে ৫৮০×৩১২ ফিট্ পাথরের প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল। সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীরের প্রতি কোণে এক একটী কামান ছিল, এখন আর তাহা নাই। মন্দিরের সমুচ্চ বিমান অতিদূর হইতে দর্শকের মন আকৃষ্ট করে। মন্দিরের সম্মুখে ছয়টী ভগ্ন গোপুর পড়িয়া আছে। ইহার শিল্পনৈপুণ্য অতি চমৎকার, এখানে নানা স্থানে প্রাচীন রাজগণের সময়কার শিলালিপি খোদিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই।

এই নগরের পার্শ্বে ৮ ক্রোশ বাঁধের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। বাঁধের উত্তরভাগে প্রায় ৩০ ক্রোশ বিস্তৃত ও জঙ্গলাবৃত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। কোন পুরাবিদ্ লিখিয়াছেন, "যেমন প্রাচীন বাবিলন নগরের চারিদিকে প্রাচীন ভগ্ন শ্রেণি স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে, এখানকার

মন্দির ও নগরের চারিপার্শ্বে বনজঙ্গলের মধ্যে সেইরূপ ভগ্নস্তূপাদির বড় বড় ঢিপি পড়িয়া আছে।"

গঙ্গো, উ° প° প্রদেশের সহারণপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ৪৬´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৮´´। সহারণপুর হইতে ১১॥° ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় তের হাজার। নগরটী নূতন ও পুরাতন দুইভাগে বিভক্ত। প্রবাদ আছে, গঙ্গারাও নামে একজন রাজা পুরাতন অংশ এবং শেখ আবদুল নূতন অংশ পত্তন করেন।

গঙ্গোত্তম-নরোত্তম, রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদসরসী নামে এক টীকাকার।

গঙ্গোত্তরী, উ° প° প্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী পুণ্যস্থান। অক্ষা° ৩০° ৫৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৯´ পূঃ।

এখানে পাহাড়ের উপরে গঙ্গার দক্ষিণকূলে গঙ্গাদেবীর মন্দির আছে। শত শত তীর্থযাত্রী এই মন্দিরে ভাগীরথীর মূর্ত্তিদর্শনে আসিয়া থাকে। হিন্দুগণের বিশ্বাস, এইখান হইতেই গঙ্গা গোমুখী হইয়া ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়াছেন। এই স্থান হিন্দুগণের মহাপুণ্যপ্রদ। এখানকার দেবীমন্দির সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৮৭৮ হাত উচ্চে অবস্থিত।

[গোমুখী দেখ।]

গঙ্গোজ্ঝ (স্ত্রী) গঙ্গয়া উজ্ঝ্যতে উজ্ঝ কর্ম্মণি ঘঞ্। গঙ্গা-প্রবাহশূন্য জলাদি।

গঙ্গোদ্ভেদ (পুং) গঙ্গায়া উদ্ভেদ প্রথম প্রকাশো যত্র বহুব্রী। তীর্থবিশেষ। এই স্থানে পিতৃদেবতার তর্পণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়, এবং চরমে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

"গঙ্গোদ্ভেদং সমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
বাজপেয়মবাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবেৎ সদা॥" (ভারত ৩।৮১ অঃ)

গঙ্গোল (পুং) মণিবিশেষ, গোমেদক। (হারাবলী)

গচ (দেশজ) স্থূল, মোটা, পুরু।

গচ্ছ (পুং) গম-ভাবে কিপ্ তুকচ গন্তং গমনং ছ্যতি ছো-ক। ১ বৃক্ষ, গাছ। ২ লীলাবতীর শ্রেঢী ব্যবহারান্তর্গত গণিত-বিশেষ। [গণিত দেখ] ৩ জৈনধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে এক একটী শাখার নাম। [জৈন দেখ।]

গচ্ছিত (দেশজ) নিক্ষিপ্ত, ন্যস্ত, গচ্ছান।

গচ্ছান (দেশজ) নিক্ষিপ্ত, ন্যস্ত, গচ্ছিত।

গজ (পুং স্ত্রী) গজতি মাদ্যন মত্তো ভবতি গজ অচ্। ১ হস্তী, হাতী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

হস্তী বন্য জন্তু হইলেও মনুষ্যের বিশেষ উপকারী ও আদরণীয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থানেই হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় অতি প্রাচীন কালেও হস্তীর সমধিক আদর ছিল এবং মানুষের অনেক প্রয়োজনে আসিত। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে হস্তীর উল্লেখ আছে, ইহা ছাড়া প্রাচীন প্রায় সকল গ্রন্থেই হস্তীর বিষয়ে অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ঋষিগণ মনুষ্যাদির ন্যায় হস্তীর জাতিভেদ, লক্ষণ, রোগ ও চিকিৎসা প্রভৃতির বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ এই তিন জাতীয় হস্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। যে হস্তীর দন্তের বর্ণ মধুর ন্যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুবিভক্ত, দেহটী স্থূলও নহে, কৃশও নহে, কিন্তু অতিশয় বলশালী, অবয়বের গঠন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, মেরুদণ্ডটী দেখিতে ধনুকের ন্যায় এবং জঘনভাগটী শূকরের সদৃশ, তাহাকে ভদ্রজাতীয় হস্তী বলে।

যে হস্তীর বক্ষস্থল ও কক্ষাবলি শিথিল, উদর দীর্ঘ, গল-দেশ বৃহৎ, চর্ম্ম পুরু, পেট ও পুচ্ছমূল স্থূল, চক্ষু দুইটী সিংহের ন্যায়, তাহাকে মন্দ্র হস্তী বলে। যাহার অধর, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ খর্ব্বাকৃতি, গলদেশ, দন্ত, শুঁড়, কাণ ও পা চারিখানি অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু চক্ষু দুইটী স্থূল, তাহাকে মৃগ বলে। যে সকল হস্তীতে মিশ্র লক্ষণ অর্থাৎ উভয় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কর-জাতীয় বলিতে হইবে। এই তিন প্রকার হস্তীর মধ্যে মৃগজাতীয় হস্তীর উচ্চতা ৫ হাত, দৈর্ঘ্য ৭ হাত এবং দেহের পরিমাণ ৮ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মন্দ্র হস্তীর উচ্চতা ৪ হাত, দৈর্ঘ্য ৬ হাত ও শরীর-পরিমাণ ৭ হাত। ভদ্র হস্তীর উচ্চতা ৩ হাত, দৈর্ঘ্য ৫ হাত ও শরীর-পরিমাণ ৬ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কর-জাতীয় হস্তীর পরিমাণের ঠিক নাই। সময়ে সময়ে হাতীর শরীর হইতে এক প্রকার জল (ঘর্ম্ম) বাহির হয়, তাহাকে মদজল বলে। ভদ্রহস্তীর মদজল হরিদ্বর্ণ, মন্দ্রহস্তীর হরিদ্রা সদৃশ, মৃগহস্তীর মদজল কৃষ্ণবর্ণ এবং সঙ্কীর্ণজাতীয় হস্তীর মদ মিশ্র। যে সকল হস্তীর ওষ্ঠ, তালু ও বদন ঈষৎ রক্তবর্ণ, চক্ষু দুইটী দেখিতে চড়াই পাখীর চক্ষুর মত, দাঁতের অগ্রভাগ স্নিগ্ধ অথচ উন্নত, মুখ পৃথু ও আয়ত, মেরুদণ্ড ধনুকের ন্যায় উন্নত, প্রশস্ত ও অতিশয় নিমগ্ন এবং কুম্ভদেশ কূর্ম্মসদৃশ ও এক একটী রোমরেখাযুক্ত, যাহার কর্ণ, হনু, ললাট ও গুহ্যদেশ অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ, যাহার নখ ১৮টী বা ২০টী, দেখিতে কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় ক্রমোন্নত, যাহার শুঁড়টী তিনটী রেখাযুক্ত এবং গোল, যাহার লোমাবলি সুন্দর এবং যাহার মদ সুগন্ধ ও শ্বাসবায়ু হইতে পদ্মগন্ধ পাওয়া যায়, বরাহমিহিরের মতে সেই সকল হস্তীই উৎকৃষ্ট এবং রাজগণের ব্যবহারযোগ্য। যে সকল হাতীর অঙ্গুলিগুলি

অতিশয় দীর্ঘ, পুষ্করচিহ্ন রক্তবর্ণ, [illegible] ধ্বনি সজল জলদপটলের ন্যায় অতি গভীর এবং গ্রীবাদেশ বৃত্তাকার ও আয়ত, মহীপালগণ সেই সকল হাতীই ব্যবহার করিবেন। মদহীন, কুব্জ, অতিশয় ক্ষুদ্র ও যে সকল হাতীর দন্ত মেষশৃঙ্গের ন্যায় বক্র, নখ সংখ্যায় অল্প বা অধিক; যাহার কোন একটী অঙ্গ বেশী বা কম, যাহার কোশকগ (মুক) দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার শরীর পুষ্কর-চিহ্নহীন, কপিশ, নীল, মিশ্র বা কৃষ্ণবর্ণ, দাঁত ছোট ও সংকুল, সেই সকল হাতী প্রশস্ত নহে। রাজা এই সকল হাতী পররাষ্ট্রে প্রেরণ করিবেন। (বৃহৎসংহিতা ৬৭ অঃ।)

বৈদ্যক মতে, গজারোহণ করিলে বায়ুপ্রকোপ বৃদ্ধি, অঙ্গের স্থৈর্য্য এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। (রাজবল্লভ।) কালিকা-পুরাণের মতে কামোন্মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে নাই, করিলে ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়। (কালিকা-পুরাণ ৮৯ অঃ।) জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, শতভিষা, স্বাতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, পূর্ব্বাষাঢ়া এই সকল নক্ষত্রে, রবি, শুক্র, বৃহস্পতি ও বুধবারে হস্তীতে গমন প্রশস্ত। মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর-লগ্নে, শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে এবং যদি সেই শুক্র-গ্রহ যুক্ত বা শুভগ্রহ দৃষ্ট লগ্নে চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে গজগমনে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। শুভদিনে হস্তা, মূলা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, শতভিষা, অনুরাধা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, রবি, মঙ্গল ও শনি ভিন্ন বারে হস্তিক্রয়, হস্তিদর্শন ও হস্তিদান শুভকর। ইহা ছাড়া অপর সময়ে এবং শনিবারে ক্রয়াদি করিলে অমঙ্গল হয়। পরাশরসংহিতায় হস্তীর চারি জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও মিশ্র। ইহাদের লক্ষণ বরাহমিহির যেরূপ করিয়াছেন, পরাশরসংহিতায়ও প্রায় সেইরূপ একটু আধটু ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল স্থানের হাতী একরূপ হইত না। বনভেদে হাতীরও ভেদ হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে প্রাচ্য, কারুষ, দশার্ণ, মার্গশেরক, কালিঙ্গক, অপরান্তিক, সৌরাষ্ট্র ও পঞ্চনদ এই আটটী বনই হস্তীর আকর বলিয়া পরিগণিত হইত। বাসস্থান অনুসারে ইহাদের আকার-ব্যবহারেও ভেদ হইত। হিমালয়, গঙ্গা, [illegible] ও লৌহিত্যের মধ্যে একটী বিশাল অরণ্য ছিল, তাহার নাম প্রাচ্যবন। এই বনের হাতীগুলি [illegible]বর্ণ, স্থিরস্বভাব, ইহাদের পার্শ্বদেশ ও নখগুলি দেখিতে অতিশয় স্নিগ্ধ, পৃষ্ঠদণ্ড ও পুচ্ছমূল আয়ত এবং শুঁড় অপেক্ষাকৃত স্থূল, ইহারা দ্রুত বেগে চলিতে পারে না, কিন্তু দেখিতে চঞ্চল প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়।

[illegible], এবং ও [illegible] এই তিন [illegible] নাম কারুষ বা কারূষ। এই বনের হাতী শ্যামবর্ণ, অতিশয় বেগশালী, ইহাদের পাগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর, ইহারা তত বড়ও নহে, নিতান্ত ছোটও নহে। মহাগিরি, দশার্ণ, বিন্ধ্যাটবী ও ইরাবতীর মধ্যে দশার্ণবন, এই বনে শ্যামবর্ণ ও পদ্মবর্ণ হাতী পাওয়া যাইত, ইহাদের অঙ্গুলি ও পুষ্কর অতিশয় দীর্ঘ, জঘন গোলাকার, শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ বিন্দুতে রঞ্জিত, চক্ষু মধুর ন্যায় রক্তবর্ণ, মুখ শির ও গ্রীবাদেশ স্থূল। ইহারা অতিশয় বলশালী। এই সকল হাতীর দন্তগুলিও অতিশয় বড়, ইহাদের ঘর্ম্ম বা মদ হইতে আম্রকলের গন্ধ পাওয়া যায়।

পারিপাত্র, বৈদিশ ও ব্রহ্মাবর্ত্ত বনের মধ্যে মার্গশেরক নামে একটী বন ছিল। এই বনে বলশালী অভিমানী বড় বড় হাতী বাস করিত। ইহাদের চক্ষুর রঙ্ মধুর ন্যায়, চামড়াও কিছু নরম, শুঁড়টী সুন্দর, পারদোষ স্নিগ্ধ ও শরীরের গঠন অতিশয় মনোহারী, লাঙ্গুলমূল তত বড় নহে।

বিপুল, সহ্যাদ্রি, দক্ষিণারণ্য ও উৎকলের মধ্যবর্ত্তী কালিঙ্গক বন। এইখানে শ্বেতহস্তী পাওয়া যাইত। ইহারা শীঘ্রগামী, স্থিরপদ ও বলশালী। ইহাদের চক্ষু দুইটী চড়াই পাখীর চক্ষুর ন্যায়, শরীরের রোম মৃদু ও অরুণ বর্ণ, পুচ্ছমূল অপেক্ষাকৃত ছোট। এই স্থানে আবার কখন কখন ঈষৎ পদ্মবর্ণ হাতী দেখা যাইত, তাহাদের পৃষ্ঠদণ্ড ধনুক সদৃশ, তালু জিহ্বা ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, জঘনদেশ বরাহের সদৃশ, নখগুলি নীচবৃত্ত, দাঁতের রঙ্ মধুর ন্যায়, গলা পীতবর্ণ ও খাট এবং শুঁড় একটী বৃহৎ সর্পের ন্যায়। ইহাদিগকে অতি সহজেই ধরিতে পারা যায়।

অপরান্তিকবন নর্ম্মদা, উদধিদেব ও দেশাক্ত (?) পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী। এই বনের হস্তীরা মানী, ধীর ও শ্যামবর্ণ, ইহাদের জঘন ও গলদেশ সুন্দর, দন্ত স্থূল ও আয়ত, মুখখানিও দেখিতে মন্দ নহে। চামড়া নরম, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ ও ক্রোড় রক্তবর্ণ ও দীর্ঘাকার, পৃষ্ঠের দণ্ডটী ধনুকের ন্যায়, ইহাদের মদ হইতে পদ্মগন্ধ বাহির হয়। এই বনের হাতী অপর বনে যাইতে ভালবাসে না।

দ্বারকা, অর্ব্বুদাবর্ত্ত ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী সৌরাষ্ট্রবন, এই বনে যে সকল হাতী পাওয়া যায়, তাহারা অতিশয় অল্পায়ু, দুর্দ্দান্ত ও বেগশালী। ইহাদের চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ, শরীর গঠন সুন্দর; কর্ণ, নখ ও শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং প্রাণান্তেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহে না।

হিমালয়, সিন্ধু ও কুরুজাঙ্গলের মধ্যে পঞ্চনদবন। এই বনের হস্তীর দন্ত [illegible]বর্ণ, [illegible] ও [illegible]। ইহাদের শরীর হইতে এক প্রকার [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বিদ্ থাকে, ইহারা অনায়াসেই শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সকল স্থানেই যাইতে ভালবাসে। এইরূপ হস্তী সকলেই যে নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় তাহা নহে। অবস্থা ও লক্ষণ দেখিয়া ভাল বা মন্দ নিরূপণ করিতে হয়। (১)

পরাশরসংহিতায় হস্তীর নখ হইতে শুঁড় পর্য্যন্ত প্রত্যেক অবয়বেই শুভাশুভ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। এই কারণ পরাশর নিজেই বলিয়াছেন যে, কোথায়ও সর্ব্বলক্ষণযুক্ত হাতী দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব প্রধান যে কয়টী লক্ষণ তাহা দ্বারাই শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।" অনাবশ্যক মনে করিয়া সেই সকল সূক্ষ্মলক্ষণের কথা উল্লেখ করা হইল না, প্রধান প্রধান লক্ষণ কয়টীই লিখিত হইল।

হস্তীর শুঁড়টী লাঙ্গুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র, অথবা লাঙ্গুলের সমান অতিশয় দীর্ঘ, ক্রমায়ত ক্ষুদ্র, অতিশয় স্থূল, রূক্ষ, ব্রণযুক্ত বা ক্ষুদ্র অঙ্গুলিযুক্ত হওয়া ভাল নহে। ইহার বিপরীত হইলে ভাল। শুঁড় পুচ্ছের সমান, ছোট বা অতিশয় বৃহৎ হইলে দুঃখপ্রদ, ক্ষুদ্র হইলে রোগকর ও অতিশয় স্থূল হইলে অর্থনাশক।

হস্তীর বক্ষের দুইটী রোমহীন, অতিশয় স্থূল, অসমান ও শিথিল হইলে প্রভুর অমঙ্গল এবং রোমযুক্ত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে স্বামীর সমৃদ্ধি হয়।

হস্তীর মুখের দুইপাশে যে দুইটী বৃহৎ দাঁত বাহির হয়, তাহাকেই এস্থলে গজদন্ত বলা যাইতে পারে। গজদন্ত দুইটী পরস্পর অসমান, সঙ্কীর্ণ, উন্নত, ভস্মের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, বক্র, হ্রস্ব, ধূসর, রূক্ষ, মৃদু, অধোগামী, মূল ও মধ্যে সরু, প্রান্তভাগ স্থূল, দীর্ঘ বা অতিশয় আয়ত হইলে দোষজনক। ইহাতে বাহক ও প্রভুর নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। হস্তীদন্ত সমান, স্নিগ্ধ, অসঙ্কীর্ণ পূর্ণ, ব্রণশূন্য, মুকুল সদৃশ, দৃঢ়, মৃণাল বা কুমুদের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইলে ভাল।

হস্তীর তালু, শ্বেতবর্ণ বা কষায়বর্ণ হইলে ভাল, ইহা ধন ও আয়ুর্বর্দ্ধক। হস্তীর ওষ্ঠসন্ধি দুইটী পরিমাণে ছোট হইলে সুখভোগ হয়। কিন্তু ১২ অঙ্গুল প্রমাণ হইলে সর্ব্ববিষয়ে সুখ হয়।

ওষ্ঠ লোমশূন্য শঙ্খলীযুক্ত, ঈষৎ তাম্রবর্ণ হইলে সুখভোগ হয় এবং দীর্ঘরোমযুক্ত, সম্পূর্ণ পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ, ১৬ অঙ্গুল অন্তর, ও ১২ অঙ্গুল আয়ত হইলে স্বামীর আয়ুর্বৃদ্ধিকর।

হস্তীকুম্ভদ্বয় বিষম, রোমহীন, দেহজাগা বিবর্ণ, সমান, কণ্ঠ ও পৃষ্ঠ হইতে অধিক, অসংপূর্ণ, বাঁকা, হ্রস্ব, পরিণামশূন্য এবং ক্ষুদ্র হইলে ভাল নহে। কুম্ভ দুইটী পরস্পর সমান, দীর্ঘরোমযুক্ত, বিশাল শিখরবিশিষ্ট, কর্ণমূল হইতে অর্দ্ধহস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সংহত ও স্থূল হইলে নানাবিধ সুখ হইয়া থাকে।

কর্ণ লোমশূন্য, ক্ষুদ্রচর্ম্ম ও ছিদ্রযুক্ত, শিরা সবলিত, সংকীর্ণ, বিষম, রূক্ষ, কঠিন, বক্র বা বর্ত্তুল হইলে হস্তীর আয়ু নাশ করে। নাড়ী শূন্য, বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, দুন্দুভির ন্যায় শব্দবিশিষ্ট, কপোলের আস্ফালনে দারুণ শব্দযুক্ত, চামরতুল্য, ময়ূর ও তালবৃন্তের সদৃশ হওয়া ভাল।

হাতীর কণ্ঠদেশ অবক্র, অহীন ও দীর্ঘ হইলে ভাল।

পৃষ্ঠদণ্ড অতিশয় উন্নত, পা নিম্ন বা খাট হইলে ভাল নহে। ১৬ অঙ্গুলি আয়ত ও অশ্বকলকাকৃতি হওয়া ভাল। হস্তীর গাত্র পরস্পর সমানভাবে উন্নত বা মাংসযুক্ত, বিষম, হ্রস্ব, দীর্ঘ বা কেশযুক্ত হইলে অমঙ্গল হয়। ইহার বিপরীত ভাল।

হাতীর নখগুলি ক্ষুদ্র, কৃষ্ণবর্ণ, খণ্ডাকৃতি, রূক্ষ হইলে অমঙ্গল হয়। স্নিগ্ধ অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত হইলে ভাল।

হস্তিচরণ হীন, রূক্ষ এবং তলভাগে অতিশয় মনোহর হইলে দুঃখকর হইয়া থাকে। কিন্তু দৈর্ঘ্যে একহস্ত ও কূর্ম্মাকার হইলে শুভজনক, ইহা ছাড়া আরও কত সূক্ষ্ম লক্ষণ মুনি ঋষিরা নির্ণয় করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হইলে পরাশরসংহিতা দ্রষ্টব্য।

মনুষ্যেরা যেরূপ পিতামহ ব্রহ্মাকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেয়, মহাকায় হাতীরাও সেই প্রকারে ঐরাবত প্রভৃতিকে আপনাদের পিতামহ বা পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ আটটী। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক। ইহারা সকলে দিগ্‌গজ নামে বিখ্যাত। এই সকল দিগ্‌গজের বংশধর মহাকায় গজ পৃথিবীর বিশাল অরণ্যে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ইহাদের বংশমর্য্যাদাও নাকি দেখিতে পাওয়া যায়, আকারগত পার্থক্যও আছে। অষ্টদিগ্‌গজের বংশজাত বলিয়া হস্তীরাও আটভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে ঐরাবত বংশীয় হস্তীরাই শ্রেষ্ঠ। যে হস্তী শুভ্রবর্ণ লোমশূন্য, অল্পভোজী, বলবান্, অত্যন্ত বৃহৎ, যুদ্ধকালে ক্রোধনস্বভাব, অন্য সময়ে নম্র, শীঘ্রজলপায়ী, লোম ও পুচ্ছে দৃঢ়তাযুক্ত, যাহাদের শুণ্ড শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘ, লিঙ্গ ক্ষুদ্র অথচ পুষ্ট এবং যাহাদের শরীর হইতে প্রচুর ও উগ্র মদ জল নিঃসৃত হয়,

(১) "[illegible] জায়তে প্রধানানামথোত্তমাঃ।"
"[illegible] লক্ষণানি [illegible]।" (পরাশর)

সেই হস্তীই ঐরাবতের বংশসম্ভূত। এইরূপ হস্তীর মস্তকে বিশুদ্ধবর্ণযুক্ত ও সুগোল মুক্তা হয়। ইহারা রাজগণের অল্পপুণ্যে পৃথিবী স্পর্শ করে না, যুদ্ধকালে ইহাদিগের দন্ত ভগ্ন হইলেও পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যে কুঞ্জরের সর্ব্বাঙ্গ কোমল, পুচ্ছদেশ দণ্ডাকৃতি নহে, গণ্ডদেশ খর, সর্ব্বদাই মদস্রাবী ও ক্রুদ্ধ, যেবপ্রিয়, সর্ব্বভক্ষ, বলবান্ এবং দন্ত ও রসনা অতিশয় তীক্ষ, সেই হস্তীই পুণ্ডরীক দিগ্গজের বংশসম্ভূত। ইহাদের রেতঃ পদ্মের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, ইহাদিগের মদজল ও বমন অধিক হয় না। ইহারা জলপানে বেশী ইচ্ছা করে না এবং অত্যন্ত শ্রমেও ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। এই হস্তী যে রাজার গৃহে থাকে, তিনি সমস্ত পৃথিবীর শাসনে উপযুক্ত হন।

যে হস্তীর সমস্ত দেহ অত্যন্ত কর্কশ ও খর্ব্ব, যাহারা কখন কখন উন্মত্ত হয়, সর্ব্বদাই মদস্রাব করে, আহার করিলে বলবান্ ও বীর্য্যবান্ হয়, যাহারা জলপান করিতে বেশী ইচ্ছা করে না, যাহাদিগের গণ্ডস্থল অত্যন্ত লোমশ, দন্তদ্বয় বিরূপ, পুচ্ছ ও কর্ণ হ্রস্ব, তাহারাই বামন দিগ্গজের বংশ।

যাহার দেহ দীর্ঘ, শুঁড়টা স্থূল নহে, কিন্তু দীর্ঘ, দাঁত দুইটা কুৎসিত, শরীর সর্ব্বদাই মলযুক্ত, গণ্ডদেশ স্থূল, যাহারা বিবাদপ্রিয়, তাহারাই কুমুদ দিগ্গজের বংশজাত। ইহারা অপর হস্তীদিগকে দেখিতে পাইলেই মারিয়া ফেলে। মনুষ্যগণ প্রায়ই ইহাদের নিকটে ঘেসিতে পারে না।

যে কুঞ্জর স্নিগ্ধ দেহ, জলপানে অত্যন্ত অভিলাষী ও বৃহৎ; যাহার দাঁত ও শুঁড় ছোট, দন্তদ্বয় স্থূল এবং শ্রমদুঃখ সহিতে পারে, তাহারাই অঞ্জন নামক দিগ্গজের বংশোৎপন্ন।

যে হাতী সর্ব্বদাই জল ও রেতঃ পরিত্যাগ করে, যাহারা অনূপদেশে উৎপন্ন, যাহাদিগের পুচ্ছদেশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বেগ অতি প্রচণ্ড, সেই হাতীই পুষ্পদন্ত নামক দিক্কুঞ্জরের বংশসম্ভূত।

যে সকল হস্তী বহুলোমযুক্ত, বৃহৎ, অধিক পথ ভ্রমণ করিলেও শ্রান্ত হয় না, যাহারা আহার ও পান করিতে অতিশয়, পটু, মরুভূমিতে বিচরণ করিতে ভালবাসে, যাহাদিগের দেহ বৃহৎ ও কর্কশ, দাঁত দুইটী দীর্ঘ, কোমল ও তাম্রবর্ণ, কিন্তু অকর্ম্মণ্য, আহার অধিক, মূত্র বা পুরীষ অল্প, কর্ণদেশ বিস্তীর্ণ, রোমগুলি ও গণ্ডদেশ ক্ষীণ; তাহারাই সার্ব্বভৌম নামক দিগ্গজের বংশ। এই সকল হাতীতে বিশুদ্ধ মুক্তা পাওয়া যায়।

যাহাদিগের শুঁড় লম্বা, দেহ অবনত, বেগ প্রচুর, যাহারা ক্রোধী, সর্ব্বদা জলক্রীড়াভিলাষী ও হস্তিনীপ্রিয়, যাহাদের পুচ্ছ ও দন্ত ক্ষীণ, গণ্ডদেশ বৃহৎ, কাণদুইটী প্রায়ই খাড়া থাকে, গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অধিক রোম দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা সুপ্রতীক দিগ্গজের বংশসম্ভূত। এই সকল হাতীর মাথায় বড় বড় মুক্তা পাওয়া যায়।

প্রাচীন আর্য্যগণের মতে, মনুষ্যের ন্যায় হাতীরাও আবার চারিভাগে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহাদের এক-জাতি হইতে উৎপন্ন হস্তীকে শুদ্ধ বলে। শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট হস্তীর যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এই বিশুদ্ধ হস্তীতে তাহার সমস্তই থাকিবে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ জাতীয় হস্তী হইতে যে হস্তী উৎপন্ন অথচ ব্রাহ্মণজাতীয় হস্তীর লক্ষণযুক্ত ও বলবীর্য্যবান্, তাহাকে জারজ বলে। দুইটী বিজাতীয় হস্তী হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাকে শূদ্র বলে। ব্রাহ্মণজাতীয় ও জারজ হইতে যে হস্তী জন্মিয়াছে, তাহাকে উদ্দান্ত বলে। এই প্রকার পরস্পরের সংযোগে অনেকপ্রকার হস্তীজাতির উৎপত্তি হয়। যিনি এই হস্তীজাতির ভেদ সম্যক্রূপে অবগত আছেন, পরাশর বলেন, তিনি রাজার অমাত্যপদ পাইবার উপযুক্ত।

যে হস্তী বিশালদেহ, পবিত্র ও অল্পভোজী, সেই হস্তী ব্রাহ্মণজাতীয়। যাহারা বলিষ্ঠ, বিশালদেহ ও ক্রুদ্ধ, তাহারা ক্ষত্রিয়জাতীয়। অপর দুইজাতি মিশ্রলক্ষণ।

গজপরীক্ষা।—অপরাপর পণ্য দ্রব্য বা ব্যবহার্য্য দ্রব্য যেরূপ পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ হাতীও পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা উচিত। সর্ব্বপ্রথমে হস্তীর বল পরীক্ষা করিবে; রূপে গুণে উৎকৃষ্ট হইলেও যদি বলহীন হয়, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিবে না। যে হাতী ১৮০০০ পল পরিমাণ সোণা অথবা তামা লইয়া বেগে ১০ যোজন বা ৪০ ক্রোশ রাস্তা চলিলেও ক্লান্ত হইয়া পড়ে না, সে হাতীই উত্তম বলশালী। যে হাতী ১৪০০০ হাজার পল পরিমিত সোণা বা তামা লইয়া ৭ যোজন বা ২৮ ক্রোশ পথ চলিয়াও শ্রম বোধ করে না, সেই হাতীকে মধ্যবল বলা যাইতে পারে। যে হাতী ঐরূপ ১০০০০ হাজার পল তাম্র লইয়া পাঁচযোজন বা ২০ ক্রোশ পথ যাইতে পারে, তাহাকে হীনবল বলে। ২½ হাত মোটা একটা স্তম্ভের চারিহাত মাটির মধ্যে প্রোথিত করিবে, যে হাতী ঐ স্তম্ভটীকে ভাঙ্গিয়া বা উঠাইয়া ফেলিতে পারে, সেই হাতীই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বের ন্যায় স্থূল স্তম্ভের ৩½ হাত হইতে মাটির মধ্যে প্রোথিত করিবে এবং উপরেও ৭ হাত স্তম্ভ থাকিবে, যে বলবান্ হস্তী সেই থামটীকে ভাঙ্গিতে পারে বা অনায়াসে উঠাইয়া দূরে ফেলিতে পারে, তাহাকেই মধ্যবল বলে। পূর্ব্বে যে স্থূলতার কথা বলা হইয়াছে, তাহার

অর্দ্ধপরিমিত পুলগুলাবশিষ্ট থামের ৩ হাত মাটিতে প্রোথিত করিবে ও উপরে ৬ হাত রাখিবে। যে হস্তী এই থামটীকে ভাঙ্গিতে পারে বা উঠাইয়া ফেলিতে পারে, তাহাকে হীনবল বলে। এই প্রকার বলপরীক্ষা দ্বারা হস্তী যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে কিরূপ উপযুক্ত ও বলশালী হইবে, তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে। শুভদিনে শুভলগ্নে হাতীকে গৈরিক রঙে রঞ্জিত করিয়া কর্ণে চামর শঙ্খ প্রভৃতি মনোহর কর্ণভূষণ পরাইয়া দিবে। হস্তিপক হস্তী চালাইতে আরম্ভ করিবে এবং উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র লোক কোলাহল করিতে থাকিবে। যে হস্তী হস্তিপকের অঙ্কুশাঘাতে উৎসাহিত হইয়া মুখ উন্নত করিবে এবং হেলিয়া দুলিয়া পা ফেলিয়া চলিতে থাকিবে, যাহার বেগ দ্রুত আস্ফোটে দন্তে কড়মড়ি শব্দ হইবে, অঙ্কুশাঘাতে যে কিছুমাত্রও বেদনা অনুভব করে না, যে হাতী কখনও রণস্থল হইতে পলায়ন বা ভয়ে প্রত্যাগমন করে না, যাহার কণ্ঠনাদে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠে, এবং মদজলস্রাবে যাহার কপোল পূর্ণ হয়, সেই হাতীই বলশালী জানিবে। যে হাতী গজমালাযুক্ত পদাতি ও অশ্বসমূহের কোলাহল শুনিতে পাইলে রোষে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ণ পল্লব নিশ্চল ও বিস্তারিত করিয়া অতি দ্রুতবেগে বিপক্ষ দলের প্রতি গমন করে, ঋষিরা তাহাকেও প্রভূত বলশালী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। যে সকল কুঞ্জরগণের সিংহাক্রান্ত বন্যজন্তু দেখিলেও ভীতির সঞ্চার হয় না, যাহারা কৃত্রিম হস্তীদিগকে অনায়াসেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তাহারাই উত্তম। যাহারা বড় বড় পক্ষী শ্রেণীর শব্দে বা দাবানলে ভীত না হইয়া নিঃশব্দে অবলীলাক্রমে বনে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহারা মধ্যম এবং যাহারা ভয়ে আরোহীকে পৃষ্ঠে লইতে চাহে না, মাথা হেঁট করিয়া থাকে, সেই হাতীগুলি একেবারে নিকৃষ্ট। প্রাচীন ঋষিরা উৎকৃষ্ট হস্তীকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—১ রম্য, ২ ভীম, ৩ ধ্বজ, ৪ অধীর, ৫ বীর, ৬ শূর, ৭ অষ্টমঙ্গল, ৮ সুনন্দ, ৯ সর্ব্বতোভদ্র, ১০ স্থির, ১১ গম্ভীরবেদী, ১২ বরারোহ।

যে হস্তীর শরীর গঠন অতিশয় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, দাঁতগুলি মনোহর, শরীর বৃহৎ ও তেজস্বিতাপূর্ণ এবং দেখিতে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট, তাহাকে রম্যক বলে, ইহারা সম্পত্তির বৃদ্ধি করে।

যে হস্তী অঙ্কুশাদির দারুণ প্রহারেও বেদনা অনুভব করে না এবং শুভ লক্ষণযুক্ত, তাহাকে ভীম বলে, ইহারা রাজার সর্ব্বার্থসিদ্ধি করে।

যে হস্তীর শুঁড় হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত একটী রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শুভহস্তীকে ধ্বজ বলে, ইহা সাম্রাজ্য ও দীর্ঘজীবনদায়ক।

যাহার কুম্ভ দুইটী পরস্পর সমান, দেখিতে বর্ত্তুলাকৃতি, আবর্ত্তবিশিষ্ট ও আবর্ত্তস্থানে উন্নত, সেই কুঞ্জরকে অধীর বলে। এই হস্তী রাজাদিগের অমঙ্গল।

যে কুঞ্জরের পৃষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত আবর্ত্ত থাকে, দেহ পুষ্ট ও বলশালী, তাহাকে বীর বলে। ইহাতে রাজাদিগের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সিদ্ধ হয়।

যে হস্তীর পরিমাণ বৃহৎ, দেহ পুষ্ট, দন্ত ও গণ্ডদেশ মনোহর, আহার করিলেই পরিশ্রম বোধ হয় ও যাহার বল অতিশয়, সেই হস্তীকে শূর বলে। ইহাতে রাজলক্ষ্মীর বৃদ্ধি হয়।

যাহার দন্তযুগল নখ ও পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ, যাহার শরীরে শ্বেতবর্ণ রেখা থাকে, যাহার কুম্ভ, চক্ষু ও পুংচিহ্ন রক্তবর্ণ, সেই হস্তীকে অষ্টমঙ্গল বলে। এই অষ্টমঙ্গল হস্তী যাহার ঘরে থাকে, তিনি সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলের অধীশ্বর হইতে পারেন। এ হস্তী যথায় বাস করে, তথায় অরিষ্ট বা অনীতি থাকে না এবং তথা হইতে শতযোজন পর্য্যন্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। কলিকালের রাজগণের পুণ্যের অংশটা বড়ই কম, কাজেই এযুগে আর অষ্টমঙ্গল হস্তী দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে হস্তীর মাংস ভেদ করিলে, কি রক্তস্রাব হইলে অথবা মাংস কাটিয়া লইলেও জানিতে পারেনা অর্থাৎ গ্রাহ্য করে না, তাহাকেই গম্ভীরবেদী হস্তী কহে।

যে

দন্তদ্বয়, শুণ্ড, কুম্ভদ্বয় এবং দেহ ও গণ্ড মধ্যেই বা গণ্ডদ্বয়ে আবর্ত্ত থাকিলে সেই হস্তী শুভলক্ষণাক্রান্ত হয়। যে সকল হস্তীর গণ্ডদেশ নিরন্তর মদস্রাবে পরিপ্লুত হইয়া থাকে, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ প্রহারেও যাহাদিগকে নিবারণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, যাহারা অপর হস্তী দেখিলেও রাগে ফুলিয়া উঠে যে দি যাহাদের শব্দ সজলজলদপটলের ন্যায় গম্ভীর, সেই সকল হস্তীরাই রাজাদিগের সুখকর হইয়া থাকে।

হ।

দুষ্ট হস্তী বিংশতিভাগে বিভক্ত—১ দীন, ২ আকা[illegible], ৩ নির্ম, ৪ বিরূপ, ৫ বিকর্ণ, ৬ খর, ৭ বিমদ, ৮ ধ বলিমাক, ৯ কাক, ১০ ধূম্র, ১১ জটিল, ১২ অজিনী, ১৩ মধ্যেরাবর্ত্তী, ১৪ খিন্নী, ১৫ হস্তাবর্ত্ত, ১৬ মহোদর, ১৭ রাষ্ট্রঘ্ন, অন্ধমুখী, ১৯ জ্বালী, ২০ নিঃসত্ত্ব।

স্বভাব,

যাহার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ ও প্রজাশূন্য এবং কর্ত্তব্য যুক্ত, মুখ ও অত্যন্ত ক্ষীণ, সেই হস্তীকে দীন বলে। এবং গৃহে থাকিলে রাজাকে দরিদ্র হইতে হয়। ত হয়,

যাহার শুঁড় খর্ব্ব, পুচ্ছ বৃহৎ ও নিশ্বাসবেগ অল্প, তাহাকে ক্ষীণ বলে। ইহা গৃহে থাকিলে ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়।

যাহার কুম্ভ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ বা পার্শ্বদ্বয় পরস্পর অসমান, সেই হস্তীকে বিষম কহে। ইহা সর্পের ন্যায় ক্ষয়কারক।

যাহার স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ক্ষীণ ও পশ্চাৎভাগ স্থূল, তাহাকে বিরূপ হস্তী কহে। ইহা ঘরে থাকিলে রাজার রাজ্যচ্যুতি ও বলহানি হয়।

অনেক তোষেও যাহার মদক্ষরণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যে হস্তী যুদ্ধসময়ে বলপ্রকাশ করে না, তাহাকে বিকল কহে, এইরূপ হস্তীকে পরিত্যাগ করা উচিত।

যাহার শরীরে খরতা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় এবং দাঁত ও শুঁড়টী অপেক্ষাকৃত ছোট; তাহাকে খর বলে। ইহা গৃহে স্থান পাইলে কুলক্ষয় হয়।

যে হাতীর মদস্রাব এককালেই হয় না, হইলেও অকালে হয় এবং যে হস্তী দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত ও অবশ, তাহাকে বিমদ বলে। ইহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

যে হস্তীর পরিমাণ লঘু, অঙ্গসকল ক্ষীণ, শুঁড়, শিরা ও উদর অপেক্ষাকৃত ছোট, যে ব্যগ্রভাবে অবিশ্রান্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যাহার চক্ষু হইতে অনবরতই মল নির্গত হয়, যাহার কোমর ও পুচ্ছের অগ্রভাগে আবর্ত্ত বা মণ্ডল থাকে, যাহার লিঙ্গ নিশ্চেষ্ট অথচ সর্ব্বদা বহির্গত থাকে, তাহাকে ধ্যাপক হস্তী বলে। ইহা হস্তীর মধ্যে অতিশয় নিকৃষ্ট। যিনি আপনার শ্রীবৃদ্ধি ও শরীরের আরোগ্য অভিলাষ করেন, সেই নরপতি এই ধ্যাপক হস্তীকে দর্শনও করিবেন না।

যে হস্তীর শঙ্খদেশ অর্থাৎ ললাটস্থ অস্থিফলকদ্বয় ভগ্ন, যাহার স্কন্ধদেশ অতিশয় উচ্চ, সেই হস্তীকে কাক বলে। ইহা প্রভুর মৃত্যুকারক।

যে হাতীর দাঁত দুইটী বিষম ললাটাস্থিগত শুণ্ডবিরোধী, অথবা ভিন্ন বা বিদীর্ণ এবং শূন্যান্তর, সেই গজাধমকে ধূম্র বলে। ইহার বল কাকের সমান।

যে হস্তীর মস্তকের কেশ কর্কশ, রুক্ষ ও জটার ন্যায় আকারধারী, তাহাকে জটিল হস্তী বলে। ইহাতে ধনক্ষয় হয়।

যাহার ত্বক বা গাত্রচর্ম্ম লঘু বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে অজিনী বলে। ইহা দ্বারা রাজার ভূমিক্ষয় ও ধনক্ষয় হয়। যিনি শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী, তিনি এই জাতীয় হস্তীকে স্পর্শ বা দর্শন করিবেন না।

যে হস্তীর দেহে একটী, দুইটী বা অনেকগুলি মণ্ডল থাকে এবং সেই মণ্ডলগুলি যদি বিরূপ বা উন্নত হয়, তবে সেই হস্তীকে মণ্ডলী কহে। ইহা কুলনাশক।

সেই মণ্ডলগুলি যে হস্তীর শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বিত্রী বলে। ইহা গৃহে থাকিলে ধননাশ হয়।

যে হস্তীর হৃদয়ে, উদরে, ত্রিকদেশে, পুচ্ছমূলে, অন্তদেশে, লিঙ্গে বা পদে আবর্ত্তগুলি নষ্ট হইয়া যায়; তাহাকে হতাবর্ত্ত বলে। ইহা রাজাদিগের লক্ষ্মীশ্রী বিনাশ করে এবং নরপতিকে রোগী, প্রবাসী বা উপদ্রুত করিয়া তোলে।

যে হস্তীর গমনকালে অণ্ডদ্বয় মুহুর্মুহু পরস্পর সংঘর্ষণ হইতে থাকে, তাহাকে মহাভয় বলে। এই হস্তী সকল লক্ষণযুক্ত ও গুণশালী হইলেও ইহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। মহাভয় হস্তী গৃহে থাকিলে রাজ্য, ধন, কুল, সৈন্য, মিত্র, পত্নী ও প্রজা দৃষ্টিমাত্রেই নষ্ট হয়। ইহা যে দেশে থাকে, তথাকার লোকও দিন দিন বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সেই স্থানে বন্ধভয়, ব্যাধিভয় ও অগ্নিভয় উপস্থিত হয়।

যে হস্তী অত্যন্ত তাড়িত হইয়াও গমন করিতে চাহে না, যাহার পৃষ্ঠ হইতে উদর পর্য্যন্ত গোলাকার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, চলিবার সময় অগ্রপদের স্থানে পশ্চাৎপদ পতিত হয়, তাহাকে রাষ্ট্রহা বলে। যে রাজা আপনার শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষ করেন, তিনি এইরূপ হস্তীকে রাজ্য হইতেও তাড়াইয়া দিবেন। এই হস্তী যে রাজ্যে বা যে প্রদেশে বাস করে, অল্প দিন মধ্যেই তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যাহার পদ কয়খানি পরস্পর অসমান, দাঁত দুইটী বিষম, পঞ্জর সকলের মধ্যে একটী, দুইটী বা সমস্তগুলিই ভগ্ন, যাহার দন্তদ্বয় নড়িয়া থাকে বা বহে না এবং যাহার কুম্ভ দুইটী শ্বেতবর্ণ, সেই হস্তীর নাম মুষলী। ইহা রাজ্যে থাকিলে রাজ্য, দুর্গ, সৈন্য ও অমাত্যগণের বিনাশ হয়। এইরূপ দুষ্ট হস্তী একান্তই পরিত্যাগ করা উচিত।

যে হাতীর কপালের চামড়া অতিশয় কর্কশ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে জালী বলে। ইহা স্বামীর কুল ও ধনক্ষয় করে।

যে হস্তীর শরীর পুষ্ট ও বিশাল, দন্ত দুইটী সুন্দর, যে হাতী রণসাজে সজ্জিত, উৎসাহিত ও বাহক কর্ত্তৃক চালিত হইয়াও যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না, তাহাকে নিঃসত্ত্ব বলে। হাতীর যত প্রকার দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই দোষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

রাজগণ দুষ্ট হাতী কখনই অবলোকন করিবেন না। ইহাদিগকে পর রাজ্যে প্রেরিত রাখিবেন বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিবেন অথবা শত্রু রাজাদিগকে বা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবেন। যদি কোন সময়ে দুষ্ট হাতী রাজার দৃষ্টি-

গোচর হয়, তবে ব্রাহ্মণকে শত গো দান করিবেন অথচ নগরীকে, আপনাকে বা পুত্রকে নীরাজিত করিবেন। দেব-সূক্ত মন্ত্রদ্বারা দশহাজার হোম বা তৎপ্রতীকারের নিমিত্ত অগ্নিতে তিলহোম করিবেন। ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে যে চারি প্রকার হস্তী আছে, তাহারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিজাতির পক্ষে বাহনকার্য্যে যথাক্রমে শুভপ্রদ।

মনুষ্যের আয়ুঃ নির্ণয় করিবার যেরূপ নানাবিধ লক্ষণ আছে, হাতীর আয়ুঃ নির্ণয় করিবার জন্যও প্রাচীন আর্য্য-চিকিৎসকগণ কতকগুলি লক্ষণ স্থির করিয়াছেন। সেই লক্ষণগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত, বাহ্য ও আভ্যন্তর। আভ্যন্তর লক্ষণ যোগিগণ একমাত্র যোগবলেই অবলোকন করিয়া থাকেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাহ্য-লক্ষণ দ্বাদশটী। যথা—হস্তগত, বদনাশ্রিত, বিষাণস্থ, শিরস্থ, নয়নগত, কর্ণাশ্রিত, কণ্ঠস্থ, গাত্রস্থিত, চরণস্থিত, অপরাজ-স্থিত, কান্তিস্থ ও সত্ত্বস্থিত। এই সকল লক্ষণ আবার ক্ষেত্র নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ভদ্রজাতীয় হস্তীর পূর্ণ-আয়ুঃ ১২০ বৎসর, মন্দ্রজাতীয়ের ৪০ বৎসর এবং মিশ্রজাতী-য়ের অনিয়ত। পূর্ব্বে যে দ্বাদশ লক্ষণের উল্লেখ করা হইল, সেই দ্বাদশটী লক্ষণ থাকিলেই হাতীর পূর্ণায়ুঃ হইয়া থাকে এবং হীন হইলে আয়ুরও ন্যূনতা হয়। হস্তগত লক্ষণের অভাব হইলে ১০ বৎসর আয়ুঃ কমিয়া যায়, এই প্রকার যে কোন দুইটী লক্ষণ হ্রাস হইলে ২০ বৎসর, তিনটী হীন হইলে ৩০ বৎসর এবং চারিটী হীন হইলে ৪০ বৎসর আয়ুঃ কমিয়া যায়। এই প্রকার এক একটী লক্ষণের অভাবে ১০ বৎসর করিয়া আয়ুর ক্ষয় হইয়া থাকে। এই লক্ষণগুলি হাতীর দুষ্ট লক্ষণের দোষও দূর করিয়া থাকে। পদ লক্ষণ থাকিলে দন্তদোষ বিনষ্ট হয়। এই প্রকার দন্তলক্ষণ বাহিত্থদোষ, বাহিত্থলক্ষণ নেত্রদোষ, নেত্রলক্ষণ তালুদোষ ও তালুলক্ষণ শুক্রদোষ নষ্ট করে। এই প্রকার অপরাপর স্থানের লক্ষণেও অপরাপর দোষ নিবারণ করিয়া থাকে।

স্থানভেদে, দেশভেদে এবং আহার ও বাতপিত্তভেদে হস্তীশরীরের বিভিন্ন বর্ণ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে সিন্দূর, শঙ্খ, বৈদূর্য্য, বিদ্যুৎ, সুবর্ণ বা ইন্দ্রনীল বর্ণের হাতীই ভাল। অতিশয় শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ বা শুক এবং ময়ূরসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইরূপ হাতী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচ্য বনে ইহার দুই একটী হাতী কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শৃগাল, অঙ্গার, ভস্ম, অস্থি, পঙ্ক, মঞ্জিষ্ঠা বা আম্রপুষ্প তুল্য বর্ণের হাতী রাজা সঙ্গে ইহাতে নানা রকমের উৎপাত হইবার সম্ভাবনা।

মনুষ্যের যে সকল ব্যাধি আছে, হস্তীদিগেরও সেই সকল ব্যাধি হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসাও মনুষ্যের ন্যায় করা কর্ত্তব্য। গরুড়পুরাণের মতে মনুষ্যকে যে মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইতে হয়, হাতীকে তাহার চতুর্গুণ মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইবে। বনে হস্তী বা হস্তিনী পীড়িত হইলে সংস্কারবশে আপনারাই ঔষধ অন্বেষণ করিয়া লইয়া সেবন করে। হাতীর পেটে প্রায়ই কৃমি হইয়া থাকে। হস্তীরা জানে ক্রিমির ঔষধ কর্দ্দম। কৃমি হইলে তাহারা কাদার গোলা পাকাইয়া খাইয়া ফেলে। গৃহপালিত হস্তীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও প্রাচীন চিকিৎসকগণ নিরূপণ করিয়াছেন। মনুষ্যের পীড়া হইলে যেরূপ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে হয়, হস্তীর পীড়া হইলেও সেইরূপ করিবার বিধান আছে। (অগ্নিপু° ৩০১ অঃ)

প্রাচীন আর্য্যগণ হস্তীর যে সকল লক্ষণ, শান্তি ও ঔষধাদি নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই স্থানে উল্লেখ করা হইল, বিশেষ জানিতে হইলে, পরাশর, বৃহস্পতি-সংহিতা, যুক্তিকল্পতরু, পালকাপ্য, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনকালে ভারতে যে সকল স্থানে হস্তীর বসবাস ছিল, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এসিয়া ও আফ্রিকা এই উভয় স্থানকেই হস্তীর আকর বলা যাইতে পারে। দুই স্থানেই হস্তীর আকার ও গঠনগত বিলক্ষণ ভেদ আছে। দেখিলেই আকারগত ভেদ অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের আভ্যন্তরিক গঠন-প্রণালীরও তারতম্য আছে।
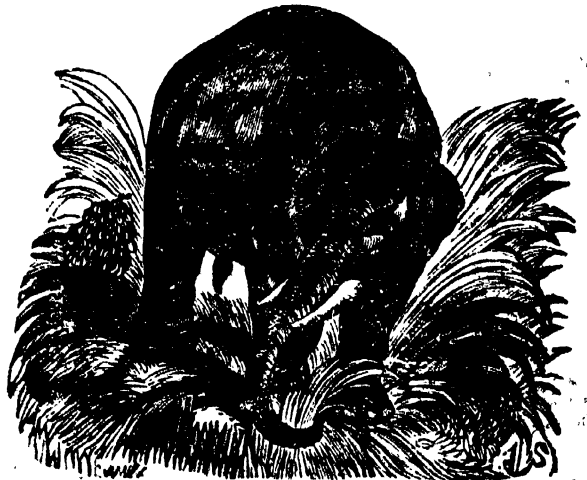
এসিয়ার হাতী।

এসিয়ার মধ্যে সিংহল, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, মলয় উপদ্বীপ ও পূর্ব্বদ্বীপের পার্ব্বত্য ও জঙ্গলময় ভূভাগেই হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে যাচ

হাজার ফিট ঊর্দ্ধে ও দাক্ষিণাত্যে ৩৫ হাজার ফিট ঊর্দ্ধ পর্ব্বতপৃষ্ঠে হস্তীর দল বিচরণ করিয়া থাকে।* দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগ, পূর্ব্ব-হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী বনজঙ্গল, নেপাল, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম, ভারতের এই সকল স্থানেই হস্তী পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের হাতীর মধ্যে আবার আকার গঠনের তারতম্য আছে। ১৮ বৎসর কিম্বা ২৪ বৎসরে হস্তী যত পরিমাণ উচ্চ হয়, তাহার পরে আর তাহা অপেক্ষা বেশী বাড়ে না। হাতীর সম্মুখের পা দড়ি দিয়া দুইবার মাপিলে যতটী হইবে, ততটাই হাতীর খাড়াই হইয়া থাকে। সিংহলের হাতী সচরাচর ৯ ফিট উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোনটা ৯ ফিট ছাড়াইয়াও যায়। জাপানে একবার একটা ধরা পড়ে, তাহার উচ্চতা ১২ ফিট ১ ইঞ্চি। ভারত এবং সিংহল অপেক্ষা অপরাপর উপদ্বীপে হস্তীর সংখ্যা অনেক বেশী। সেই সকল স্থানে মনুষ্য-বাস বিরল বলিয়া ইহাদের বিচরণপক্ষে কোন রকম ব্যাঘাত হয় না। হস্তিদল সেই সকলস্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে বলিয়া ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রুষজার 'পিটর দি গ্রেটে'র সময় পারস্যের শাহ সেন্টপিটার্স-বর্গে যে হস্তিকঙ্কালটী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার উচ্চতা ১২ হাত। ইহা অপেক্ষা উচ্চ হস্তী হইতে পারে কি না এ পর্য্যন্ত তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। হস্তী জন্মকালে প্রায় ১॥০ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। একজন সাহেব একটী ভারতীয় হস্তীশাবককে ৭ বৎসরকাল পুষিয়াছিলেন। তিনি সাত বৎসরে তাহার এইরূপ উচ্চতা নিরূপণ করিয়াছিলেন—

১ বৎসরে ৩ ফিট ১০ ইঞ্চি, ২য় বৎসরে ৪ ফিট ৬ ইঞ্চি, ৩য় বৎসরে ৫ ফিট, ৪র্থ বৎসরে ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি, ৫ম বৎসরে ৫ ফিট ১০ ইঞ্চি, ৬ষ্ঠ বৎসরে ৬ ফিট ১॥০ ইঞ্চি, ৭ম বৎসরে ৬ ফিট ৪ ইঞ্চি।

অনেকেরই বিশ্বাস, ৭ ফিট উচ্চ হস্তী কার্য্যের যোগ্য, কিন্তু ৯ ফিট বা ১০ ফিট উচ্চ হস্তী যুদ্ধের নিমিত্ত শিক্ষিত হইয়া থাকে। টিপুসুলতানের সময়, কাপ্তেন সিডনি যে সকল হাতীর পরিচালনা করেন, তাহারা প্রায়ই ৯॥০ ফিট উচ্চ ছিল। হাতীর দৈর্ঘ্য লাঙ্গুল হইতে মুখ পর্য্যন্ত ১৫ ফিট ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

হাতীর পিঠে একটী কুঁজ হয়, বাল্যকালে কুঁজটী বড় থাকে। হাতী যত বড় হইতে থাকে, কুঁজটীও তত কমিয়া আইসে। অনেকেই ঐ কুঁজ দেখিয়া হাতীর বৃদ্ধত্ব বা নবীনত্ব বুঝিয়া লইতে পারে। সিংহলের হস্তী অপেক্ষা বাঙ্গালার হস্তী অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, কার্য্যনিপুণ ও যুদ্ধোৎসাহী। চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা অঞ্চলের হাতীই অল্পকাল আমাদের ইংরেজরাজের যুদ্ধের আনুকূল্য করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের দক্ষিণ অংশ, ব্রহ্ম এবং পেগুরাজ্যের হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে যখন ত্রিপুরা চট্টগ্রামের অন্তর্গত ছিল, তখন ঠিকাদারদের হাতে ইংরাজের সামরিক বিভাগে হাতী যোগাইবার ভার দেওয়া হয়, তাহাদের উপর কঠোর আদেশ ছিল যে, ত্রিপুরার উত্তর অঞ্চলের কোন হাতী যেন সামরিক বিভাগ ভিন্ন অন্য কোথাও পাঠান না হয়। ইহাতে জানা যায় যে, উক্ত প্রদেশের জলবায়ু হস্তীর বলবিধান পক্ষে বড়ই উপযোগী এবং তথাকার হস্তী বৃহৎ, উৎকৃষ্ট ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মলবার ও কুর্গরাজ্যের মধ্যে যাহারা হস্তী দেখিতেন, ত্রিপুরা বা চট্টগ্রামের হস্তী দেখিতে তাহাদের পক্ষে বড় সুবিধা হইত না, মলবারের হস্তী সিংহলের হস্তী অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। বোধ হয়, তাহারা তৎকালে সিংহলের হস্তীই উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করিতেন। এই কারণে অনেকের ধারণা আছে যে, সিংহলের হস্তী বাঙ্গালার হাতী হইতে উৎকৃষ্ট।

সিংহলের জঙ্গলে অপরাহ্ণ চারিটার সময় মাতঙ্গগণ দলে দলে বাহির হয়। তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে বিচরণ করিয়া রাত্রি ৭॥০, ৮টার সময় গহনবনে চলিয়া যায়। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে, ততক্ষণ আক্রমণের ভয়ে চকিত হইয়া থাকে, একবার বনমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে আর তাহাদের কোন ভয় থাকে না।

হস্তিনীরা ১৬ বৎসর বয়সে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয়। হস্তীর পরমায়ু ১২০ বৎসর। বেকারসাহেব বলেন, হস্তী ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। সিংহলে তিন শত হাতীর মধ্যে একটী হাতীর দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ছোট ছোট হস্তীরই দাঁত থাকে। হস্তীরা দল বাঁধিয়া বেড়ায়, সচরাচর ঐ দলে ৮টা করিয়া হাতী থাকে, কখন কখন এক এক দলে ৫০ হইতে ৮০টি পর্য্যন্ত হাতীও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দলেই হস্তী অপেক্ষা হস্তিনীর সংখ্যা অধিক। অনেক সময়ে দলে কেবল একটীও হস্তী থাকে, আবার কখন কখন কেবল হাতীর দলও দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তিনী অপেক্ষা হস্তী বৃহৎ, ভয়ানক ও নির্দ্দয়।

ব্রহ্ম ও শ্যামরাজ্যে শ্বেত হস্তী পাওয়া যায়, ইহার বর্ণ ঠিক শাদা আলোয়ানের মত। শ্যামবাসীদের বিশ্বাস যে, শ্বেতহস্তী পালন করিলে রাজার শ্রীবৃদ্ধি ও রাজ্যের উন্নতি হয়। এই কারণে সেইরাজ্যে শ্বেতহস্তীর পূজা হইয়া

থাকে। ব্রহ্মরাজ্যেও শ্বেতহস্তীর পূজা হয়। ব্রহ্ম ও শ্যামরাজের অন্যতম উপাধি শ্বেতহস্তিরাজ। এই দেশবাসীরা ভক্তিপূর্ব্বক শ্বেতহস্তীর গলায় মাল্য, চন্দন দিয়া নানাবিধ উপচারে তাহার পূজা করিয়া থাকে। সে দেশে শ্বেতহস্তীর বাস্তবিকই রাজভোগ। শ্বেতহস্তীকে সুবর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। রাজা কখনও ইহার উপরে আরোহণ করেন না। শ্বেতহস্তী অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ একটী শ্বেতহস্তী পাইয়াছিলেন। এই হস্তীটী ১০ ফিট উচ্চ, ইহার মস্তকটী বড়ই সুন্দর! পূর্ব্ব ও মধ্য আফ্রিকার ইনারিয়া নামক স্থানেও শ্বেত হস্তীর যথেষ্ট সম্মান ও পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভারতের কান্যকুব্জেও শ্বেত হস্তীর সমাদর ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র মুহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার শ্বেতহস্তীটী মুহম্মদ ঘোরীর হস্তগত হয়।

পেগু অঞ্চলে যে হাতী পাওয়া যায়, আফ্রিকার হাতী তাহা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আফ্রিকার হস্তীও বিলক্ষণ বলশালী ও প্রিয়দর্শন। সেখানে এক একটা ১৪ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। সেনানী মেজর ডেন্‌হাম মধ্য আফ্রিকার হাতীর উচ্চতা ১২ ফিট ১৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন।

এসিয়ার হস্তী আফ্রিকার হস্তী হইতে অনেক উৎকৃষ্ট। আফ্রিকাদেশীয় হস্তীর কর্ণদ্বয় এসিয়াদেশীয় হস্তীর কর্ণ
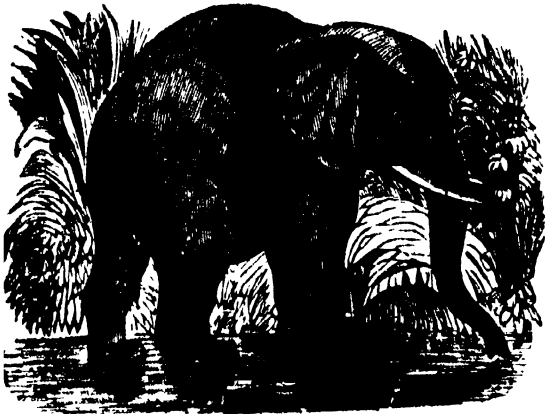
আফ্রিকার হাতী।

হইতে অনেক বড়। ইহাদের পিছনের পায়ে তিনটী করিয়া নখ থাকে। আফ্রিকার সিনিগাল হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। এসিয়ায় যত হস্তী পাওয়া যায়, আফ্রিকায় তত পাওয়া যায় না। আফ্রিকাবাসী অনেকেই হস্তীমাংস খাইতে ভালবাসে। মেজর ডেনহাম বলেন, হস্তীর মাংস অনেকটা কর্কশ হইলেও আফ্রিকাঅঞ্চলে যে গোমাংস পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অনেক সুস্বাদু ও সারাংশযুক্ত। প্রাচীন রোমকেরা হস্তীর শুণ্ডটিকে বড়ই সুখাদ্য মনে করিতেন। কেহ কেহ বলেন, রোমরাজ্যে হাতীর পা কয়খানিও খাইয়া থাকে। পূর্ব্বে আফ্রিকাদেশীয় হাতী মানুষের বশে আসিত না, আজকাল অনেকটা পোষ মানে। সেখানকার হাতীর দাঁতে অনেক কারুকার্য্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রতিবৎসর বিলাতে অনেক পরিমাণে হস্তিদন্তের রপ্তানি হয়। সেফিল্ড সহরে প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকার গজদন্ত রপ্তানি হয়, তথাকার প্রায় ৫০০ শত লোক ইহার কারবার করিয়া থাকে। ভারতের বোম্বাই সহরেও অনেক আমদানী হয়। [গজদন্ত দেখ।]

হস্তিনীর স্তন এবং গর্ভ মানবীর মত; জিহ্বা তোতাপাখীর জিহ্বার ন্যায় গোল। হস্তীর ন্যায় হস্তিনীরও জাতিবিভাগ আছে। হস্তীর যে সকল শুভ লক্ষণ ও দুষ্ট লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে; হস্তিনীরও সেইপ্রকার জানিবে। অপরাপর পশু অপেক্ষা হস্তিনীর স্নেহ ও কারুণ্য অনেক বেশী, হস্তিনীর সন্তানবাৎসল্যও যথেষ্ট। একটী সন্তান হত, মৃত বা নষ্ট হইলে হস্তিনীর শোকের সীমা থাকে না। শোকে তাপে অস্থির হইয়া তৃণজল পরিত্যাগ করে। কিন্তু দুই চার দিনের জন্য হস্তিনীকে স্থানান্তর করিলে পুনরায় আর আপন শাবক চিনিতে পারে না, সন্তান তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিলেও ফিরিয়া চাহে না, এইটুকুই অনির্ব্বচনীয় পশুলীলা। হস্তিনীরা পূর্ণাবয়বে ৭ হাত উচ্চ হয়। হস্তী অপেক্ষা হস্তিনীর বুদ্ধিকৌশলও বেশী।

হস্তিনীরা প্রায়ই আঠার মাস পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, হস্তিনী কুড়ি মাসের পরেও কএক দিন পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করে। ইহাদের ঋতুকালে ১২ দিন রজস্রাব হয়, ইহার পরে হস্তিসঙ্গমে ইহারা গর্ভধারণ করে। সঙ্গমলিপ্সাকালে হস্তিনী ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে এবং সর্ব্বদাই বারিকণা বা ধূলিকণা আপন অঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই সময়ে ইহাদের কাণ ও লেজ খাড়া হইয়া উঠে এবং মুহূর্ত্তের জন্যও হস্তিসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। তখন হস্তিনী হস্তীর অঙ্গে নিজ অঙ্গ ঘর্ষণ করে, মাথাটা সর্ব্বদাই দন্তের নীচে নোয়াইয়া রাখে, প্রস্রাব এবং মলের গন্ধ লইতেও ভালবাসে। হস্তী বন্যপশু হইলেও নিয়ম প্রতিপালন করিতে জানে। স্বেচ্ছাচারী পশুপ্রবৃত্তি মানবের ন্যায় ইহারা যখন তখন সঙ্গমের অভিলাষ করে না, ঋতুকালেই সঙ্গম করিয়া থাকে। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে যখন হস্তিনীর সঙ্গমে প্রবৃত্তি হয় না, তখন কোন দুর্ব্বৃত্ত হস্তী বলপূর্ব্বক হস্তিনীকে আক্রমণ করিলে, হস্তিনী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে-

থাকে। সেই অবকাশে অপরাপর হস্তিনীরা আসিয়া এক এক এবং হস্তীর হাত হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া যায়। কোনরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিতে দেয় না এবং সেই দুষ্ট হস্তীকে অনেক তর্জন গর্জনও করিয়া থাকে।

হস্তীর রেতঃ তিন মাস কাল হস্তিনীর গর্ভে পড়িয়া থাকে, সেই সময়ে কোনরূপে তাহা হস্তিনীর গর্ভে সঞ্চালিত হইলে ঠিক পারার ন্যায় হইয়া থাকে, পঞ্চম মাসে উহা জমাট হয়। সপ্তম মাসে শক্ত ও নবম মাসে পুষ্ট হয়। একাদশ মাসে জীবদেহের আভাস, দ্বাদশ মাসে শিরা, অস্থি, নখ ও মুখ হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ মাসে স্ত্রী বা পুং চিহ্নের আবির্ভাব হয়। পঞ্চদশ মাসে গর্ভস্থ জীব এদিক ওদিক করিয়া নড়ে। ষোড়শ মাসে সকল অঙ্গ পূর্ণ হয়। সপ্তদশ মাসে অকাল প্রসবের সম্ভাবনা, অষ্টাদশ মাসে হস্তিশিশু জন্মগ্রহণ করে। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে প্রথম মাসেই রেতঃ জমাট ও কঠিন হইয়া থাকে, দ্বিতীয় মাসে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ ও জিহ্বা গঠিত হয়। তৃতীয় মাসে হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গে আবির্ভাব, চতুর্থ মাসে দেহপ্রাপ্তি ও পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবের হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তমে জ্ঞানোদয় হয়। অষ্টম মাসে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা নবম, দশম ও একাদশ মাসে গর্ভস্থ জীব পূর্ণাবয়ব হইয়া দ্বাদশ মাসে প্রসূত হয়।

যদি হস্তীর রেতোভাগ অধিক হয় তবে পুংশাবক, হস্তিনীর রেতোভাগ অধিক হইলে স্ত্রীশাবক এবং উভয়ের সমান হইলে ক্লীব হয়। সচরাচর পুংশিশু গর্ভের ডানদিকে, স্ত্রীশিশু বামদিকে ও ক্লীব মধ্যভাগে অবস্থিতি করে। হস্তিনী প্রায়ই একটী শিশু প্রসব করে। কখন কখন যমজও প্রসব করিয়া থাকে।

হস্তিনীর দুধের গুণ—মধুর, বৃষ্য, গুরু, কষায়, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকারী, শীতল, দৃষ্টিবর্দ্ধক ও বলবৃদ্ধিকর।

ইহার দধির গুণ—কষায়, লঘু, উষ্ণ পাক, শূলনাশক, রুচিকর, দীপ্তিপ্রদ, কফরোগনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বলপ্রদ।

নবনীতের গুণ—কষায়, শীতল, লঘু, তিক্ত, বিষ্টম্ভী, পিত্ত, কফ ও কৃমিনাশক।

ঘৃতের গুণ—কষায়, বিষ্টম্ভী, তিক্ত, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং কফ, পিত্ত, বিষ ও কৃমিনাশক।

হস্তীরা আপনাদের স্পর্শশক্তিশালী শুঁড়টী দিয়াই প্রায় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহারা তাহাদ্বারা শুঁড় দিয়াই চুষিয়া থাকে, কিন্তু হস্তিশিশু শুঁড় দিয়া স্তন্যপান করে না। অবশ্যক্তের প্রায় দিয়া স্তন্যপান করে। ইহারা জলপানের সময় শুঁড় দিয়া জল চুষিয়া লয়, ইহাতে যত-

যেই তত নিক্ষেপ হয়। হস্তিনী দুগ্ধ দিবার সময় নড়ে না। হস্তিনী অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চ হইলে হস্তিশাবকের দুগ্ধপান করিতে কষ্ট হয়। সেই অবস্থায় হস্তিনীকে কখন অবনত হইয়া দুগ্ধ দিতে হয়। গৃহপালিত হস্তিনী যেখানে আবদ্ধ থাকে, হস্তিরক্ষক তাহার নীচে দশ ইঞ্চি উচ্চ একটী মাটির মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দেয়, হস্তিশিশু তাহার উপরে দাঁড়াইয়া অনায়াসে স্তন্যপান করিতে পারে। হস্তিশিশু পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত স্তনদুগ্ধ পান করিয়া থাকে। ইহার পরে তৃণ ও পল্লব আহার করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় হস্তিশিশুকে বাল, দশমবৎসরে পুট, বিংশতিবৎসরে বিক্কা, এবং ত্রিশবৎসরে কালভ নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কখন কখন হস্তিশিশুর জন্মগ্রহণের পর হস্তিনীরা তাহাকে তুলিয়া তিন চারিদিন হয় পৃষ্ঠের উপর, না হয় দন্তের উপর রাখিয়া দেয়। তিনবৎসর বয়সে হস্তিশাবকের দাঁত বাহির হয়। হস্তিনী গর্ভাবস্থায় পীড়িত হইলে অথবা হস্তিনীর গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, হস্তীরা তাহাকে ঔষধ সেবন করিতে দেয়। এই সময়ে হস্তিযূথ হস্তিনীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যদি কখনও হস্তিশাবক ধৃত হয়, তাহা হইলে হস্তীরা কোন ঝোপের ভিতরে লুক্কায়িত থাকে, পরে সন্ধান করিয়া হস্তিশিশুকে উদ্ধার করে এবং শিকারীকে মারিয়া ফেলে। কখন কখন হস্তিনী একাকিনীই শাবকের উদ্ধার করিয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ বৎসর বয়সে হস্তী পূর্ণাবয়ব হয়, ৩০ বৎসরে হস্তিনীরও সকল অবয়ব পূর্ণ হইয়া থাকে। একটী গোলা দুই খণ্ড করিলে যেমন দেখায়, পূর্ণবয়সে হস্তীর মস্তকটীও ঠিক সেইরূপ। কাণ দুইটী ছোট কুলার মত, গণ্ড, বক্ষ, লিঙ্গ ও লাঙ্গুল ভূতলস্পর্শী হইয়া থাকে। সম্মুখের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটী করিয়া ও পিছনের প্রত্যেক পায়ে ৪টী করিয়া মোট ১৮টী নখ থাকে।

মনুষ্যের অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে এই মহাকায় বলশালী মাতঙ্গরাজকেও ধরা দিতে হয়, দিন দিন মানুষের অধীন হইয়া তাহাকে আদেশ প্রতিপালন করিয়া সামান্য পশুর ন্যায় আবদ্ধ থাকিতে হয়। প্রাচীনকাল হইতেই হস্তী ধরিবার নিয়ম ছিল, আর্য্যগণ বা প্রাচীন প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ইহার বিশেষ কোন উপায় লিপিবদ্ধ করেন নাই, অথবা তাঁহারা লিখিয়া গেলেও তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। আইন্-অকবরীতে হাতী ধরিবার চারিটী প্রণালীর উল্লেখ আছে—খেদা, চোরখেদা, গাড় ও বারু।

১ম খেদা—শিকারীরা বনক, দুন্দুভি ও ঢক্কা প্রভৃতি

বনমধ্যে প্রবেশ করে। গ্রীষ্মকালই হাতী ধরিবার উপযুক্ত সময়। যে স্থানে হস্তিদল স্বাধীনভাবে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, শিকারীরা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া ঢোল এবং ভেঁপু বাজাইতে থাকে। ইহার শব্দে হস্তিপাল ভীত ও বিচলিত হইয়া চারিদিকে দৌড়াইতে থাকে, কিছুকাল পরে ক্লান্ত হইয়া শান্তিসুখের আশায় বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন পাকা শিকারীরা বৃক্ষের ছাল বা পাটের দড়ি হাতীর গলায় বা পায়ে বাঁধিয়া দেয়। পরে পালিত ও শিক্ষিত হস্তী দ্বারা প্রলোভিত হইয়া বন্যহস্তী মনুষ্যের বশীভূত হয়। একটী হাতীর যত দাম শিকারীরা তাহার সিকি পারিশ্রমিক পায়।

চোরখেদা—যেখানে বন্যহস্তীর প্রধান আড্ডা, শিকারীরা একটী পোষা হস্তিনী লইয়া তথায় উপস্থিত হয়, মাহুত সেই পোষা হস্তিনীর পিঠে নীরবে মড়ার ন্যায় পড়িয়া থাকে, হস্তিরা হস্তিনীকে দেখিয়া আপনাআপনি লড়াই করিতে থাকে। ইত্যবসরে মাহুত হস্তীর পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দেয়। ভারতদেশে এই প্রথায় হাতী ধরা হইয়া থাকে।

গাদ—যেখানে হাতীর পাল সচরাচর বেড়াইয়া থাকে, সেই স্থানে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিতে হয়, এই গর্ত্তটী ঘাসে পরিপূর্ণ থাকে। শিকারীরা কিছুদূরে ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া থাকে। হাতীর পাল ঐ স্থানে আসিলে শিকারীরা শব্দ করিতে থাকে। সেই ভীষণ শব্দে হাতীগুলি চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে, ক্রমে এক একটা সেই গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, কিন্তু কোনক্রমে উঠিতে পারে না, অনেকদিন ঐ ভাবে পড়িয়া থাকে, জল বা কোন রকম খাদ্য দেওয়া হয় না, কাজেই তাহাকে মানুষের বশীভূত হইতে হয়।

বার—যে স্থানে হস্তীর দল বিশ্রাম করে, সেইখানে শিকারীরা একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখে। সেই গর্ত্তের একদিকে একটা পথ থাকে, পথের মুখেই একটা দরজা বসাইতে হয়। দরজাটী দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। দরজার নিকটে হস্তীর খাদ্যও অনেক পরিমাণে রাখিতে হয়। হাতীরা সেই সকল খাদ্য খাইতে আরম্ভ করে, ক্রমে খাদ্যের লোভে বেসামাল হইয়া দরজার ভিতরে প্রবেশ করে, শিকারীরা তখন দড়ি কাটিয়া দেয়, অমনিই দরজা বন্ধ হইয়া যায়। হস্তিযূথ তখন বিকট চীৎকার করিতে থাকে এবং দরজা ভাঙ্গিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। শিকারীরাও তখন বাদ্য করিতে থাকে ও আগুন জ্বালায়। হস্তীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুকাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেই সময়ে হস্তিনী আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, শিক্ষিত হস্তিনীর মোহন ফাঁদে পড়িয়া হস্তীরা আপন অবস্থা ভুলিয়া যায়। সেই সুযোগে শিকারীরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে।

মোগলসম্রাট্ অকবরের এই চারিপ্রথায় হাতী ধরা হইত। অকবরের সময়ে আর একটী নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হয়। সেইটী এই—বন্য হস্তিগণের তিনদিকে হস্তিচালকগণ ঘেরিয়া রহিত, একদিক্ খোলা থাকিত; এই দিকে বহুসংখ্যক হস্তিনী রাখিয়া দেওয়া হইত। চারিদিক্ হইতে বন্যহস্তী আসিয়া হস্তিনীদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। হস্তিনীরা তখন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইত, তাহাদের প্রেমে পড়িয়া হস্তীরাও তথায় যাইয়া উপস্থিত হইত, পরে তাহাদিগকে ধরা হইত। এখনও হাতী ধরিবার নানা কৌশল প্রচলিত আছে। ভারতের নানাস্থানেই হাতী ধরা হইয়া থাকে। ১৮৬৮ সালে মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট হস্তিনী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। একার্য্যে নেপাল গবর্মেণ্টের অনেক আয় হয়। সিংহলে এখনও হাতী ধরা হইয়া থাকে, আসামেও হয়। সিংহলের হস্তীরা বড়ই দুর্দ্ধর্ষ। তাহারা সময়ে সময়ে কর্ষিত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য সিংহল-গবর্মেণ্ট হাতী মারিবার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন।

সিংহলে হাতী ধরিবার কৌশল।—হাতীর পাল বিশাল ময়দানের মধ্যবর্ত্তী হইলে ১০।১৫ ক্রোশ স্থান মণ্ডলাকারে ব্যাপিয়া তাহার চারিদিকে আলো জ্বালিতে হয়। এই আলোক দূরস্থ হওয়া উচিত নহে। ইহার মধ্যে সহস্র সহস্র লোক রাখিতে হয়। ২॥০ হাত উচ্চ খোঁটার উপরে ঐ আলো থাকিবে, খোঁটাগুলি পরস্পর ১২ হাতের অধিক দূর হইবে না। ক্রমে সেই খোঁটা অগ্রে অগ্রে সরাইয়া আনিতে হয়। সেই খোঁটার উপরে কিঞ্চিৎ কর্দ্দম দিয়া তাহার উপরে পত্রাদি দগ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। আলোকের উপরে নারিকেল পাতার আচ্ছাদন থাকে। বৃষ্টি পড়িলে আলো সহজে নিবে না। আলো যত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে, হাতীরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন হস্তিগণ মণ্ডলাকার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই মণ্ডলের একদিকে মোটা মোটা কাঠের বেড়া দিয়া একটা অপ্রশস্ত স্থান প্রস্তুত করিতে হয়। সেই পথে একটী হাতী অতি কষ্টে বাহির হইতে পারে, ঐ প্রকার সেই মণ্ডলাকার স্থানে চারিদিকে মোটা কাঠের বেড়া দিয়া লতা পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। হাতীরা উত্তেজিত

ধর বলিয়া মনে করে, ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে না। তাহারা যে জঙ্গলে আবদ্ধ হয়, তাহারই সংলগ্ন তাহার প্রায় অর্দ্ধাকার আর একটী ক্ষুদ্রায়তন মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার দৈর্ঘ্য ৬০ হাত এবং বিস্তারে ১৩ হাতের অধিক হয় না। তাহার মধ্যে প্রায় ৩ হাত গভীর একটী খাতা কাটা থাকে। হাতীরা অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া বৃহৎমণ্ডল হইতে সেই পথ দিয়া একে একে সেই ক্ষুদ্রমণ্ডপে প্রবেশ করে, তখন আর তাহাদের নড়িবার শক্তি থাকে না, এই মণ্ডপের দ্বার রুদ্ধ থাকে। যাহারা আলো দেয়, তাহারা তখন পলায়ন করে। হস্তীরা যখন ভয়ে নিশ্চল ও নিস্পন্দ হয়, তখন মণ্ডপের পাশে যাইয়া সঙ্কীর্ণ পথের দ্বারটী খুলিয়া দেওয়া হয়, হাতীগুলি ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। কোনটা পলাইবার চেষ্টা করিলে, শিকারীরা বরষা দ্বারা তাহার মুখে আঘাত করে, সুতরাং পলাইতে পারে না। এই সময়েই শিকারীরা হস্তীর পায়ে বন্ধন করে। বেড়ার পাশে দুইটী পোষা হাতী বাঁধা থাকে, শিকারীরা ঐ অবরুদ্ধ হস্তীর গলায় রজ্জু দিয়া গৃহপালিত হস্তীদ্বয়ের দেহে বাঁধিয়া দেয়, এবং তৎপরে বেড়ার দ্বার খুলিয়া ফেলে। অবরুদ্ধ হস্তী তখন গৃহপালিত হস্তীর সহিত গিয়া মিশে; কিন্তু পলাইতে পারে না; ক্রমে শিকারীরা গৃহপালিত হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া হস্তিত্রয়কে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে। বন্যহস্তী বদ্ধ হইলে পর শিকারীরা তাহাকে নিকটবর্ত্তী দুইটী স্থূল বৃক্ষের মধ্যে আনিয়া দৃঢ় করিয়া বন্ধন করে। হস্তীর ভোজনার্থে নারিকেলপত্র, কদলীবৃক্ষ ও জল সম্মুখে স্থাপন করে। গৃহপালিত হস্তীরা বন্যহস্তীর নিকট হইতে দূরে যাইলে বন্যহস্তী উন্মত্ত হইয়া উঠে, অত্যন্ত চীৎকার করিয়া সাধ্যানুসারে স্বাধীনতা পাইবার চেষ্টা করে, কিছুতেই আহার করিতে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু দুই তিন মাসের পর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পান ও ভোজন করিয়া থাকে। শিকারীরা গৃহপালিত হস্তীদ্বারা ক্রমে তাহাদিগকে বশীভূত করে। বর্ত্তমান সময়ে দাক্ষিণাত্যের কোইম্বাতুরে এবং বাঙ্গালার ঢাকা অঞ্চলে হাতী ধরিবার প্রধান আড্ডা, মহিশূর-রাজ্যেও হস্তী ধরিবার বন্দোবস্ত আছে।

ইহা ছাড়া বোর্ণিওদ্বীপের উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে বন্যহস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। কিনাবটানগান নদীর তীরে হস্তিদল বিচরণ করিয়া থাকে। এই সকল হস্তীও কর্ষিত কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শস্য নষ্ট করে। মশাল জ্বালাইয়া ইহাদের সম্মুখে ধরিলে ইহারা মশালের তীব্র আলো সহ্য করিতে না পারিয়া বন মধ্যে পলায়ন করে। সেখানে হস্তী ধরিবার কৌশল আছে। শিকারীগণ গভীর রজনীতে একটী ছোট অথচ তীব্র বর্শা লইয়া হামাগুড়ি দিয়া হস্তিযূথের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অতি কৌশলে সেই বর্শাটী একটী বৃহৎ হস্তীর পেটের মধ্যে বসাইয়া দেয়। হস্তী সেই দারুণ আঘাত পাইয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকার শুনিয়া অপর হাতীগুলি বনে চলিয়া যায়। পরদিন প্রাতে শিকারী রক্তচিহ্ন দেখিয়া আহত হস্তীর অনুসরণ করে। কতদূরে যাইয়া দেখিতে পায়, আহত হস্তী বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, শিকারী তখন আবার একবার বর্শার আঘাত করে এবং হস্তীও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ক্রমে বশীভূত হয়।

ভারত মহাসাগরের সুমাত্রাদ্বীপেও হস্তী পাওয়া যায়। ইহাদের পঞ্জর অস্থি ২০ খানি, ভারতীয় হস্তীর দাঁতের মাড়ি অপেক্ষা ইহাদের মাড়ি চওড়া, বুদ্ধিও ভারতীয় হস্তী অপেক্ষা অনেক বেশী।

হস্তীর স্বর তিন প্রকার, ইহা শুনিয়া অনেক অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। হস্তী শুঁড় উত্তোলন করিয়া তূরীর ন্যায় শব্দ করিলে বুঝা যায় যে হস্তীর মনে বড়ই আহ্লাদ হইয়াছে। কেবল মুখে যে অস্ফুট শব্দ হয়, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, হস্তীর কোন অভাব হইয়াছে। হস্তী কোন কারণবশতঃ ক্রোধিত হইলে কণ্ঠদেশে ভীষণ শব্দ হইতে থাকে, ইহাই ক্রোধজ্ঞাপক।

পূর্ব্বকালে এক একটী হস্তীর মূল্য ১ শত হইতে ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। আইন অকবরীর মতে পাঁচ শত অশ্বের মূল্য আর একটী হস্তীর মূল্য সমান। আজকাল তত দর নাই, তবুও উৎকৃষ্ট হস্তীর মূল্য ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে হস্তী ভারতের নৃপতিগণের যুদ্ধের সহায়তা করিত, এখন কেবল সখ ও সমৃদ্ধির পরিচয় মাত্র। মনুষ্যের মত শিক্ষিত হস্তী গানের সুরতাল স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে এবং তালে তালে নাচিতে পারে। শিক্ষিত হস্তী ধনুকে বাণ যুড়িয়া ছুড়িতে পারে, কোন কোনটা নাকি বন্দুক ও ছুড়িতে শিখিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে হস্তীর উপর চড়িয়া যুদ্ধ করিবার রীতি নাই, তবে দুর্গাদি আক্রমণ করিতে হইলে হাতীর উপরে কামান রাখিয়া গোলা ছুড়িতে হয়। এখন যুদ্ধকালে হস্তী ভারবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। হস্তী ২২॥০ মণ হইতে ৩০ মণ ওজনের মাল বহিতে পারে। ভার লইয়া ঘণ্টায় ১॥০ ক্রোশ বা দিনে ৮। ১০ ক্রোশ চলিতে পারে, আবশ্যক হইলে ইহা অপেক্ষা আরও দূরে যাইতে পারে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে হাতীতে আরোহণ করিয়া ঘণ্টায় ২॥০ ক্রোশ পথও যাইতে পারা যায়।

হস্তীর আহার সমস্ত গৃহপালিত পশু অপেক্ষা বেশী, সচরাচর এক মণ চাউল ও ৩॥০ মণ জল খাইতে পারে। মোগলসম্রাট্ অকবর হস্তীকে ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—১ মস্ত, ২ শেরগির, ৩ সাদা, ৪ মাঝলা, ৫ কড়া, ৬ কাণড়ুরকিয়া, ৭ মোকাল। এই ৭ শ্রেণী প্রত্যেক আবার তিনভাগে বিভক্ত—বড় আড়া, মাঝারি আড়া ও ছোট আড়া। মোকালের ১০টি ভাগ আছে।

মস্ত বড় আড়া ২ মণ ৪ সের আহার করিতে পারে। এই প্রকার মাঝারি আড়া ২ মণ ১৩ সের ও ছোট আড়া ২ মণ ১৪ সের আহার করিতে পারে।

শেরগির বড় আড়া ২ মণ ৯ সের, মাঝারি আড়া ২ মণ ৪ সের, ছোট আড়া ১ মণ ৩০ সের; সাদা বড় আড়া ১ মণ ৩৪ সের, মাঝারি আড়া ১ মণ ২৩ সের, ছোট আড়া ১ মণ ১৪ সের; মাঝলা বড় আড়া ১ মণ ২২ সের, মাঝারি আড়া ১ মণ ১০ সের, ছোট আড়া ১ মণ ১৮ সের; কড়া বড় আড়া ১ মণ ১৫ সের, মাঝারি আড়া ১ মণ ৯ সের, ছোট আড়া ১ মণ ৪ সের; কাণড়ুরকিয়া বড় আড়া ১ মণ, মাঝারি আড়া ২৪ সের, ছোট আড়া ২২ সের; মোকাল বড় আড়া ২৬ সের, মাঝারি আড়া ২৪ সের; তৃতীয় শ্রেণী ২২ সের, চতুর্থ শ্রেণী ২০ সের ৫ম শ্রেণী ১৮ সের, ৬ষ্ঠ শ্রেণী ১৬ সের, ৭ম শ্রেণী ১৪ সের, ৮ম শ্রেণী ১২ সের, ৯ম শ্রেণী ১০ সের ও ১০ম শ্রেণী ৮ সের আহার পাইবার উপযুক্ত। ইহাদের ক্রমানুসারে হস্তিনীরও আহারের ব্যবস্থা ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হস্তিনী ১ মণ ২২ সের ও সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হস্তিনী ৬ সের মাত্র আহার পাইত। হস্তী উপর আরোহণ করিয়া বহুদূর ভ্রমণ করিতে হইলে অনেক ব্যক্তি হস্তীকে ময়দার রুটি খাওয়াইয়া থাকে।

হস্তীরা আহারের জন্য বড় বড় বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহার পরে ধীরে ধীরে পাতা ডাল বাদ দিয়া কেবল ছাল খায়। কৎবেল খাইতে হস্তী বড়ই মজবুদ। একটী আস্ত কৎবেল গিলিয়া ফেলে, মলত্যাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় বেলটী তেমনি আস্ত আছে, কিন্তু মধ্যে শাঁস নাই। সকাল সন্ধ্যায় হস্তীকে স্নান করাইতে হয়। ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে হাতীর কপালে, কাণে ও পায়ে মাখন মাখাইতে হয়, নতুবা রৌদ্রতাপে ঐ সকল স্থান সহজেই ফাটিয়া যায়। হস্তী পালক ও চালকের সম্পূর্ণ বশীভূত। চালকের কটাক্ষে ও ইঙ্গিতে হস্তী অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে। পশু হইলেও হস্তীর দয়া আছে এবং উপকার পাইলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে জানে।

বন্যহস্তীকে অনেক সময়ে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জানোয়ারের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, আবার সময়ে সময়ে হস্তীর সহিতও যুদ্ধ হইয়া থাকে। সবক্করণকালেই এইরূপ যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। গৃহপালিত হস্তীরও হস্তী, মানুষ, অশ্ব প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ হইয়া থাকে। সম্রাট্ অকবরের সময় অনেক হস্তীই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত, হস্তীকে যুদ্ধ শিখাইবার জন্য বেতনভোগী লোকও নিযুক্ত ছিল। এখন হস্তিযুদ্ধ প্রায়ই দেখা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে বরদায় প্রতি-বৎসরেই প্রায় হস্তিযুদ্ধ হইত। যে সকল হস্তীরা যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে একরকম মাদকদ্রব্য সেবন করান হয়, ইহাতে হস্তী উত্তেজিত হইয়া উঠে, ইহাকে মস্ত বলে। ইহার পরে তিনমাস কাল মাখন ও চিনি খাওয়াইতে হয়। এইরূপ উত্তেজিত দুইটা হাতীকে যুদ্ধের জন্য আনান হয়, এবং বাজি রাখিয়া উভয়পক্ষই উপস্থিত থাকে। হস্তিযুদ্ধের রঙ্গভূমির দৈর্ঘ্য ৬ শত হাত, এবং বিস্তার ৪ শত হাত। হস্তী দুইটাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। যুদ্ধের একটী সঙ্কেত আছে, সেই সঙ্কেতটী হইবামাত্র, দর্শকবৃন্দ আপন আপন স্থানে সরিয়া দাঁড়ায়। তখন হস্তিদ্বয়ের শিকল শিথিল করিয়া দেওয়া হয়, হস্তিদ্বয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া রঙ্গের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়, পরস্পর সম্মুখে আসিয়া মাথায় মাথায় ঘর্ষণ করিতে থাকে, ইহার পরে শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি করিয়া যুদ্ধ করে। কেহ কাহারও মাথা হইতে মাথা উঠায় না। এইরূপ অনেক সময় যুদ্ধ হইলে পর যে হাতীর পরাজয় হয়, তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লইয়া যাওয়া হয়। জয়ী মাতঙ্গরাজ তখন রঙ্গস্থলে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতে থাকে, তখন মাহুত নামিয়া পড়ে, অপরাপর লোক আসিয়া কৌশলে হাতীটাকে বাঁধিয়া ফেলে, এবং ক্রীড়কগণ যথাযোগ্য পুরস্কার পাইয়া থাকে। হস্তীর সহিত মানুষেরও যুদ্ধ হয়।

হাতী শিকারের প্রধান সহায়। প্রাচীনকালে হাতী চড়িয়া রাজারাজড়াগণ শিকার করিতেন। এখন ইংরাজরাজপুরুষেরা প্রায়ই হাতীতে চড়িয়া শিকার করিতে যাইয়া থাকেন। অশিক্ষিত হস্তী লইয়া শিকারে গেলে বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষিত হস্তী পাহাড়ে উঠিতে পারে, আবশ্যক হইলে পর্ব্বতের খাদেও নামিতে পারে।

ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর নিম্নস্তর হইতে প্রস্তরীভূত হস্তী কঙ্কাল পাইয়াছেন, তদ্দ্বারা জানা যায়, বহু পূর্ব্বকালে বিস্তর হস্তী বিদ্যমান ছিল। সাগরেও একপ্রকার জলচর হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে জলহস্তী বলে।

[ক্রমশঃ [illegible]]

গজকচ্ছপ, [গজকচ্ছপীয় যুদ্ধ দেখ ।]

গজকচ্ছপীয়যুদ্ধ (ক্লী) গজকচ্ছপীয়ং গজকচ্ছপসম্বন্ধি যুদ্ধং কর্ম্মধা° । মহাভারতবর্ণিত গজ ও কচ্ছপের যুদ্ধ । উপাখ্যানটী এইরূপ।—বিভাবসু নামে এক মহর্ষি ছিলেন, ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুপ্রতীক। সুপ্রতীক বিভাবসুর সহিত একান্নে থাকিতে ভালবাসিতেন না, এই কারণে তিনি সময় পাইলেই বিভাবসুর নিকটে পৈতৃক-ধন বিভাগ করিবার কথা উঠাইতেন। বিভাবসুর স্বভাবটা কিছু চটা, হঠাৎ চটিয়া উঠিতেন, কাজেই তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল। একদিন বিভাবসু সুপ্রতীককে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সুপ্রতীক ! আমি তোমার ব্যবহারে নিতান্তই অসন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অন্যায়রূপে পিতৃধন ভাগ করিয়া লইতে চাহিয়াছ, অতএব তুমি গজযোনি প্রাপ্ত হইবে।" নির্দ্দোষ সুপ্রতীক শুনিয়া অবাক্ হইলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে বলিলেন, "আমার দোষ নাই, তথাপি দারুণ শাপ দিয়াছ, অতএব তুমিও কাছিম হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" সেকালের ব্রাহ্মণ, কথা কখনও মিথ্যা হইবার নয়, কাজেই এক ভাই হাতী আর একজন কাছিম হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। বিভাবসুকে কচ্ছপ হইয়া গভীর জলে যাইতে হইল। সুপ্রতীক হাতী হইয়াও কিছুদিন সেই বাড়ীতেই বাস করিতে পারিলেন, এবং সেই অবসরে পৈতৃক ধনের অনেক অংশ সংগ্রহ করিয়া শুঁড়ের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ইঁহাদের জন্মান্তর হইল; কিন্তু বিদ্বেষভাব কিছুই কমিল না। উভয় উভয়কে জব্দ করিবার চেষ্টায় থাকিলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে, গজের কলেবর ৬ যোজন উন্নত ও ১২ যোজন আয়ত, এবং কাছিমটী ৩ যোজন উন্নত, পরিধি ১০ যোজন। কাছিমটা একটা বৃহৎ সরোবরে বাস করিত, দৈবক্রমে একদিন ছোট ভাই সরোবরে জল খাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বড় ভাই কাছিম সময় পাইয়া তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। হাতীও বলবান্; কাছিমও বড় কম নহে। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, সকলেই দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু যুদ্ধটা নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। একদিন পক্ষিরাজ গরুড় ক্ষুধায় বড়ই কাতর হইয়া পিতার নিকটে খাবার চাহিলে পিতা কশ্যপ যুধ্যমান গজকচ্ছপ দুইটাকে খাইতে অনুমতি করেন। গরুড় পিতার আদেশে উভয়কে পায়ের নখে করিয়া লইয়া উড়িয়া চলিল। গরুড় মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কোথায় বসিয়া গজকচ্ছপকে উদরসাৎ করি, শেষে একটা বটগাছে বসিয়া খাইতে লাগিল; তাহাতে গরুড়কে আরও বিপদগ্রস্ত হইতে হইল। বটগাছ ভাঙ্গিল, পক্ষিরাজ দেখিল গাছটী ভাঙ্গিয়া পড়িলে, তপস্যানিরত বালখিল্য মুনিগণের প্রাণ উড়িয়া যাইবে। কাজেই তাহাকে চঞ্চুপুটে সেই ভগ্ন বটশাখা লইয়া উড়িতে হইল। অনেক দূরে যাইয়া জনমানবশূন্য তুষারময় পর্ব্বতে বসিয়া গজকচ্ছপকে উদরসাৎ করিল। গজকচ্ছপের যুদ্ধ যেরূপ ভয়ঙ্কর, বোধ হয় আর সেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হয় নাই। এইজন্যই এ দেশীয় লোকেরা ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া "বাপ ! কি ভয়ানক, যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধ" বলিয়া উপমা দিয়া থাকে। (ভারত ১।২৯-৩০ অঃ)

গজকচ্ছপের যুদ্ধের কথা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে কচ্ছপও এখনকার হাতীর মত এক একটী বড় ছিল, ভূতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বড় বেশী দিনের কথা নয়, হিমালয়-সন্নিহিত শিবালিক পাহাড় হইতে প্রস্তরীভূত এক প্রকার কচ্ছপের কঙ্কাল বাহির হইয়াছে। সেইখানি এখনকার বড় বড় হাতীর কঙ্কাল অপেক্ষা কোন অংশে ছোট নহে।

(Proc. Geological Survey of India.)

গজকটা (দেশজ) একপ্রকার লতানিয়া গাছ। (Wibera Scandens.)

গজকণা (স্ত্রী) গজপিপ্পলী, গজপিপুল।

গজকন্দ (পুং) গজো গজদন্তইব কন্দোহস্য বহুব্রী। হস্তিকন্দবৃক্ষ। (রাজনি° ।) হাতিকাঁদা।

গজকর্ণ (পুং) গজস্য কর্ণইব কর্ণোযস্য বহুব্রী। যক্ষবিশেষ। (ভারত ২।১০ অঃ।)

গজকর্ণা (স্ত্রী) মূলবিশেষ। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, বাত ও কফনাশক, স্বাদু এবং শীতজ্বরবিনাশক। ইহার কন্দের গুণ—পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, প্লীহা ও গুল্মরোগনাশক; গ্রহণী, অর্শ ও বিকারঘ্ন। অপর গুণ—বনশূরণ কন্দের সমান। (ভাবপ্রকাশ) বাচস্পত্যে 'গজকর্ণা' স্থলে গজকর্ণী পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

গজকাঠি (দেশজ) দুইহাত পরিমিত মাপের কাঠি।

গজকুসুম (পুং) নাগকেশর। (চক্রদত্ত)

গজকুসুমা (স্ত্রী) নাগকেশর।

গজকূর্ম্মাশিন্ (পুং) গজকূর্ম্মৌ অশ্নাতি অশ-ণিনি। গরুড়। (শব্দরত্না°।) পক্ষিরাজ গরুড় যুধ্যমান গজকচ্ছপকে ভক্ষণ করে, তাই তাহার এই নাম হইয়াছে। [গজকচ্ছপ দেখ।]

গজকৃষ্ণা (স্ত্রী) গজইব কৃষ্ণা। গজপিপ্পলী। (ভাবপ্রকাশ।) গজপিপুল।

গজকেশরী, কেশরীবংশীয় উড়িষ্যার একজন পরাক্রান্ত রাজা, বটকেশরীর পুত্র। ইনি ১২ বর্ষরাজ্য করেন। [উৎকল দেখ।]

গজগীর (পারসী) ১ চাতাল, মেজ। ২ চূণকামকারী।

গজঘণ্টা (স্ত্রী) গজস্য ঘণ্টা ৬তৎ। ১ হাতীর গলায় যে ঘণ্টা দেওয়া হয়। ২ রঙ্গপুরজেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্য-প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ৪১´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ২০´ পূঃ। এখান হইতে যথেষ্ট চূণ ও পাট রপ্তানী হইয়া থাকে।

গজচক্ষুস্ (ত্রি) গজস্যেব চক্ষুর্যস্য গজস্য চক্ষুরিব চক্ষুর্যস্য ইতি বা বহুব্রী। যাহার চক্ষু হাতীর চক্ষু সদৃশ, বিকৃতচক্ষু, টেরা।

গজচির্ভিট (পুং) গজপ্রিয়শ্চির্ভিটঃ। গোড়ুম্বা। (ত্রিকাণ্ড)

গজচির্ভিটা (স্ত্রী) গজপ্রিয়া চির্ভিটা মধ্যলো°। ইন্দ্রবারুণী। (রত্নমালা।) গোরক্ষলাড়ু, রাখালশশা।

গজচির্ভিটী (স্ত্রী) গজপ্রিয়া চির্ভিটী। ইন্দ্রবারুণী। শব্দ-কল্পদ্রুমের মতে গজচির্ভিটা।

গজচোখ (গজচক্ষুঃ শব্দজ) গজচক্ষুঃ।

গজচ্ছায়া (স্ত্রী) গজস্য হস্তিনঃ ছায়া প্রতিবিম্বঃ ৬তৎ। ১ হস্তীর ছায়া। ২ যোগবিশেষ। কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে চন্দ্র মঘানক্ষত্রে এবং রবি হস্তানক্ষত্রে থাকিলে গজচ্ছায়াযোগ হয়। এই তিন দিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে বিস্তর ফল হয়।

"কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মঘাবিন্দুঃ করে রবিঃ।
যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পুণ্যৈরবাপ্যতে।" (কৃত্যচিন্তা°)

৩ সূর্য্যগ্রহণকাল। এই সময়ে শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত।

"সৈংহিকেয়ো যদা ভানুং গ্রসতে পর্ব্বসন্ধিষু।
গজচ্ছায়াতু সা প্রোক্তা তত্র শ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ।" (বরাহ)

৪ অমাবস্যার দিন যে সময়ে ছায়া পূর্ব্বমুখী হয় (মানুষের দ্বিগুণ হয়) সেই কালকে গজচ্ছায়া বলে। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এই সময়ে শ্রাদ্ধ করিবার বিধান করিয়াছেন।

"অমাবাস্যাং গতে সোমে ছায়া যা প্রাঙ্মুখী ভবেৎ।
গজচ্ছায়েতি সা প্রোক্তা তত্র শ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ।" (মলমাসতত্ত্ব)

গজঢক্কা (স্ত্রী) গজোপরিস্থিতা ঢক্কা। হাতীর উপরিস্থ বড় ঢাক। পর্য্যায়—মদারাত। (হারাবলী)

গজতা (স্ত্রী) গজানাং সমূহঃ গজ-তল্। (গজসহায়াভ্যাঞ্চেতি বক্তব্যম্। পা ৪।২।৪৩ বার্ত্তিক।) হস্তিসমূহ।

গজতুরঙ্গবিলসিত (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ, অপর নাম ঋষভগজ-বিলসিত।

গজদঘ্ন (পুং) গজেন পরিমাণমস্য গজ-দঘ্নচ্। হস্তিপরিমাণ।

গজদন্ত (পুং) গজস্য দন্তাবিব দন্তাবস্য বহুব্রী। ১ গণেশ। (শব্দরত্নাবলী।) (ত্রি) ২ হস্তীর দন্তের ন্যায় দন্তবিশিষ্ট। (পুং) ৩ নাগদন্ত, জিনিষপত্র রাখিবার জন্য ভিত্তিতে দুইটী দাণ্ডা দেওয়া হয়, তাহাকে গজদন্ত বা নাগদন্ত বলে।

[নাগদন্ত দেখ।]

৪ দাঁতের উপর যে দাঁত হয়। গজস্য দন্তঃ ৬তৎ। ৫ হাতীর দাঁত। গজদন্ত পৃথিবীর উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ পদার্থ, ইহা দ্বারা নানা রকমের ব্যবহার্য্য মনোহর অথচ বহুকালস্থায়ী জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হস্তীদিগের উপর মাড়ীতে দুইপার্শে যে দুইটী তীক্ষ্ণ (ইন্‌সাইসার) দন্ত থাকে, তাহাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সকল কার্য্যের উপযোগী গজদন্ত হয়। নীচের মাড়ীর দাঁত তেমন বাড়ে না, হস্তিনীর দন্তও তত বড় হয় না। গাছের ছাল ছাড়াইতে, কি গাছ কাটিয়া ফেলিতে বড়হস্তীর দন্ত মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া যায়। সেইজন্য অতিশয় বৃহৎ হইতে পারে না। একবার ভাঙ্গিয়া যাইলে পুনরায় গজাইয়া থাকে, গজদন্ত দীর্ঘে ৩ হাত পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। এরূপ একজোড়া দন্ত ওজনে প্রায় ৩ মণ হয়, সচরাচর এত বড় গজদন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, ত্রিশসের, একমণ এইরূপ ওজনের গজদন্তই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। গজদন্ত আড়াআড়ি ভাঙ্গিলে ইহার ভিতরে গোলাকার রেখাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে যে গজদন্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে এদেশের খরচ চলে না। প্রতিবৎসর আফ্রিকা হইতে এদেশে গজদন্ত আমদানী হইয়া থাকে। যে সকল গজদন্ত ভারতবর্ষের বলিয়া পরিচিত, তাহার অধিকাংশই আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে পাওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে আসা-মের নাগাজাতিরা পার্ব্বত্য গ্রামসমূহ হইতে গজদন্ত আনিয়া বনের বাহিরে রাখিয়া দিত, আর আপনারা বনের ভিতর লুকাইয়া থাকিত। হিন্দু বণিকগণ সেইখানে গিয়া নাগারা যে সকল দ্রব্য ভালবাসে, বিনিময়ে তাহা রাখিয়া গজদন্তগুলি লইয়া আসিত। বণিকেরা চলিয়া গেলে বন হইতে বাহির হইয়া নাগারা সেই সমুদায় জিনিষ লইয়া ঘরে যাইত। হিন্দু-দিগের সহিত নাগাদিগের এইরূপ ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। হিন্দুর গ্রামে যাইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নাগাধর্ম্মনিষিদ্ধ। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। নাগরা অতি অল্পই গজদন্ত আনিয়া থাকে, সিংফো ও খাম্‌তিরাই এই দ্রব্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় করে, প্রতি বৎসরে আসাম হইতে বঙ্গদেশে একশত মণের অধিক গজদন্ত প্রেরিত হয়।

আফ্রিকা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় পাঁচ হাজার মণ হস্তি-দন্ত আনীত হয়। জাঞ্জিবার, মোজাম্বিক ও আদন হইতেই ইহার অধিকাংশ আসিয়া থাকে। এই সকল গজদন্ত প্রথমে বোম্বাই নগরে আসিয়া জমা হয়। তাহার পরে প্রায় ইহার অর্দ্ধভাগ বিলাতে প্রেরিত হয়। অবশিষ্ট এই দেশের বাজারে নিহিত থাকে। আফ্রিকা হইতে বোম্বাই নগরে যে

গজদন্ত আনীত হয়, তাহা ওজনদরে বিক্রয় হয়। বোম্বাইয়ের সের ২৮ তোলায়। একটী গজদন্ত এইরূপ সেরের প্রায় ৩ মণ ওজন হইয়া থাকে। তাহার মূল্য ২৫০৲ টাকা। অপর অপর দেশে পাঠাইবার পূর্ব্বে গজদন্তগুলিকে কাটিয়া বোম্বাইয়ের লোকে নানাভাগে বিভক্ত করে। গজদন্তের অগ্রভাগটী নিরেট, কাটিয়া পৃথক করিলে, ইহার নাম হয় "আকাশাণ"। ইহা বিলাতে প্রেরিত হয়। ইহা হইতে বিলিয়ার্ড খেলিবার ভাঁটা প্রস্তুত হয়। গজদন্তের মধ্যভাগ ফাঁপা, ইহাকে "চুক্রিবার" বলে। চুড়ি করিবার নিমিত্ত ইহার অধিকাংশ এদেশে বিক্রীত হয়। দন্তের মূলভাগ বিদেশে প্রেরিত হয়। ফাঁপাভাগের আবার একপ্রকার নিকৃষ্ট জাতি আছে, তাহাকে "চীনাইবার" বলে, তাহা চীনদেশে প্রেরিত হয়।

গজদন্তের ব্যবসা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা হইতে বোম্বাই নগরে অন্যূন ২৫০০০ যোড়া হস্তিদন্ত আমদানী হইত। এখন ১২০০০এর অধিক আসেনা। হস্তিদন্তের অধিকাংশই প্রথমে আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে আনীত হয়। সেখান হইতে সমুদ্রকূলে আইসে, তাহার পর জাহাজে বোম্বাই হইয়া নানাদেশে প্রেরিত হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে গজদন্তের কারুকার্য্য প্রচলিত আছে। বৃহৎসংহিতার মতে, ইহার মত খাট কি পালঙ্ক প্রস্তুত করিবার উপযোগী আর অপর বস্তু নাই। বরাহমিহির লিখিয়াছেন, খাটের পায়াগুলি গজদন্তে নির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যক। অপরাপর অংশ কাঠবারা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে গজদন্ত বসাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির রমণীগণই গজদন্তের চুড়ি পরিয়া থাকে। বিবাহের সময়ে কন্যার মাতুল, কন্যাকে গজদন্তের চুড়ি কিনিয়া দেন। শাঁখার ন্যায় গজদন্তের চুড়িও নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে এবং ইহার উপরে অভ্র, রাঙ্গতা প্রভৃতি চাকচিক্যময় বস্তুও দেওয়া হয়। বড়ঘরের মেয়েরা বিবাহের পর একবৎসর পর্য্যন্ত এই চুড়ি পরিয়া থাকে, গরীব দুঃখীরা গজদন্তের চুড়ি চিরকাল হাতে রাখে। রাজপুতানার রেলে, যেখানে যোধপুর যাইবার শাখা বাহির হইয়াছে, তাহার নিকট পালীগ্রামে প্রচুর পরিমাণে গজদন্তের চুড়ি প্রস্তুত হয়। গজদন্তের চুড়ি নানাপ্রকার, সচরাচর যাহা হয়, তাহা দেখিতে অনেকটা শাঁখার ন্যায়।

বোম্বাইয়ে হস্তি-দন্ত নানাভাবে কর্ত্তিত হইয়া দেশবিদেশে প্রেরিত হয়। সূত্রধরেরাই করাত দিয়া হস্তীদন্ত কাটিয়া থাকে। তাহারা মজুরি পায় না। কাটিতে কাটিতে যে গুঁড়া বাহির হয়, তাহাই তাহাদের প্রাপ্য। এই দন্তচূর্ণ তাহারা গোপদিগকে বিক্রয় করে। গোপদিগের বিশ্বাস গো-মহিষদিগকে ইহা খাইতে দিলে দুধ অধিক হয়। মনুষ্যের পক্ষেও গজদন্তচূর্ণ বলকারক ঔষধের মধ্যে পরিগণিত।

ইহার পর হস্তিদন্ত তিনটি আড়তে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর সেখান হইতে অপরাপর স্থানে প্রেরিত হয়। সেই তিন আড়তের নাম পালি, সুরাট ও অমৃতসর। জৈনীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মাড়বারীরাই গজদন্তের প্রধান ব্যবসায়ী। ইহারা জৈনধর্ম্মাবলম্বী, গজদন্ত ছুঁইলে ইহাদের মহাপাতক হয়, তাই নিজে স্পর্শ করেন না, স্পর্শ করা, বাক্স ঢাকা, ওজন করা প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা মুসলমান ভৃত্য দ্বারাই করাইয়া লন। চুড়ির পর এদেশে চিরুণি করিবার নিমিত্তই গজদন্ত অধিক ব্যবহৃত হয়। চিরুণির প্রধান আড্ডা দিল্লী ও অমৃতসর। চিরুণি করিয়া যাহা কিছু গজদন্ত বাদ পড়ে, তাহা আবার অপরলোকে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। তাহারা সেই গজদন্তের পাত বাক্স প্রভৃতি কাঠের দ্রব্যে বসাইয়া দেয়। মুলতান, ডেরা-ইস্মাইল খাঁ, হুশিয়ারপুর, শিয়ালকোট, সুরাট, বরদা, বিশাখপত্তন প্রভৃতি স্থানে এইরূপ হস্তিদন্তসবলিত অতি সুন্দর কাঠের দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজপ্রদেশে বিশাখপত্তনের তুল্য এরূপ কার্য্য আর কোথাও হয় না।

কেবল গজদন্ত হইতে যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা মুর্শিদাবাদেই অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে। এরূপ সুন্দর কৌশল আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের কারিকরেরা দুর্গাপ্রতিমা, কালীপ্রতিমা, হস্তী, শকট, ময়ূরপঙ্খি, নৌকা প্রভৃতি নানাদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কলিকাতাপ্রদর্শনীতে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান হইতেও হস্তিদন্ত আসিয়াছিল। গয়া, ডুমরাওন, দারভাঙ্গা, কটক, উড়িষ্যা-গড়জাত, রঙ্গপুর, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে গজদন্তের দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। গজদন্তকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিরিয়া চামর প্রস্তুত হয়। আবার তাহাকে বুনিয়া মাদুর ও শীতলপাটি করিতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে শ্রীহট্টে এইরূপ পাটি অনেক প্রস্তুত হইত। কলিকাতাপ্রদর্শনীতে দারভাঙ্গার মহারাজ এইরূপ একখানি পাটি পাঠাইয়াছিলেন; তাহার মূল্য ১০২০৲ টাকা। কাশীর মহারাজ শিল্পকারদ্বারা গজদন্তের একখানি কৌচ ও রাজাসনের একটী খাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

মহারাজের ঘরে আরও অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে। কোচখানি শুভ্রপালিশ হস্তীদন্ত হইতে নির্ম্মিত।

ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজ হস্তিদন্তের দ্রব্য বড়ই ভালবাসিতেন। এ অঞ্চলে বন্যহস্তীও অনেক আছে এবং তাহা হইতে গজদন্তও লাভ হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুড়ে এখনও হস্তিদন্তের নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মবাসীরাও গজদন্তে দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ পারদর্শী। তাহারা হস্তিদন্তের নিরেট অংশ কতকটা পুরাপুরি কাটিয়া লয়। প্রথম তাহার উপরিভাগে লতাপাতা কাটিয়া অলঙ্কৃত করে। তাহার পর সেই লতাপাতার মধ্য দিয়া ভিতরের গজদন্ত কুরিয়া কুরিয়া বাহির করে। বাহিরের লতাপাতার অলঙ্কার ক্রমে জালবৎ ছিদ্রময় হইয়া পড়ে। সেই ছিদ্রসমূহ দিয়া ভিতরে অস্ত্র চালিত হয়। কুরিয়া কুরিয়া অস্ত্র যখন যাইয়া দন্তের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়, তখন সেই মধ্যবর্ত্তী স্থান কাটিয়া ইহার একটী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বাহির করে। বাহির হইতেই সমুদয় মূর্ত্তিটী প্রস্তুত হয়। গজদন্তকে পত্রাকারে চিরিয়া তাহার উপর নানারূপ চিত্র আঁকিতে পারা যায়। দিল্লীই এ কার্য্যের প্রধান স্থান। মুসলমান বাদশাহগণের প্রতিমূর্ত্তি, নুরজহান্ প্রভৃতি বেগমগণের প্রতিমূর্ত্তি গজদন্তে চিত্রিত হইয়া বিক্রীত হয়। কতিপয় মুসলমান চিত্রকরেরা এই কর্ম্ম করিয়া থাকে।

য়ুরোপে যখন হস্তিদন্ত যাইতে আরম্ভ হইল, তখন সেখানকার অধিবাসীরাও ইহা হইতে নানারূপ কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতে লাগিল। প্রাচীন গ্রীসদেশে গজদন্ত হইতে মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত, সে মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। গজদন্তকে পাত করিয়া পুস্তকও হইত, তাহাও এখন বর্ত্তমান আছে। ফরাসীদেশে পারিস নগরের পুস্তকাগারে এইরূপ একখানি পুস্তক আছে, ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই পুস্তকখানি প্রস্তুত ও লিখিত হইয়াছে। ইহার পত্রগুলি দৈর্ঘ্যে ১৫ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৬ ইঞ্চ। ইহা দেখিয়া সকলে অনুমান করেন যে, গোলাকার হস্তিদন্তকে সমতল ও প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত, বাড়াইবার বা কমাইবার নিমিত্ত সেকালের লোক কোনও রূপ উপায় জানিত, এখনকার লোক আর সে উপায় জানে না। থিওফিলাস নামক একজন প্রাচীন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, হস্তিদন্তকে ক্ষার, লবণ, গন্ধকদ্রাবক ও সিরকায় ভিজাইয়া রাখিলে, উহা মোমের ন্যায় কোমল হয়, তখন ইহাকে ইচ্ছামত বাড়াইতে ও কমাইতে পারা যায়। ইহাকে আবার শুধু সিরকায় ভিজাইলে পুনরায় কঠিন হয়। য়ুরোপবাসীরা গজদন্তে চতুরঙ্গের বল, নরমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার অবনতি হইয়াছে।

গজদন্তফলা (স্ত্রী) গজদন্ত ইব কলমস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্। ভজরীলতা। (রাজনি°।) চিচিঙ্গে।

গজদন্তময় (ত্রি) গজদন্ত-ময়ট্ বিকারার্থে। গজদন্তনির্ম্মিত, যাহা গজদন্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

গজদান (ক্লী) গজস্য দানং মদঃ ৬তৎ। ১ হস্তীর মদ। প্রাচীন আর্য্যপ্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে হাতীর শুঁড়, কপোল, মেঢ্র ও নেত্র হইতে মদ নিঃসৃত হয়।

"সসৈন্যপরিভোগেন গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ।" (রঘু ৪।৪৫)

২ হস্তীর উৎসর্গ।

গজনবীপুর বা গজনীপুর, বঙ্গপ্রদেশের মান্দারাণ সরকারের অন্তর্গত একটী মহল।

গজনাসা (স্ত্রী) গজস্য নাসা ৬তৎ। হাতীর শুঁড়।

"ধর্ম্মজ্ঞ গজনাসোরু! সদ্ভিরাচরিতঃ পুরা।" (রামায়ণ ২।৩০।৩০)

গজনি, আফগানস্থানের একটী নগর। অক্ষা° ৩৩° ৩৪′ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ১৮′ পূঃ। কাবুল হইতে ৪২॥০ ক্রোশ দূরে, গজনিনামা নদীর বামকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫১৫০ হাত উচ্চে অবস্থিত।

নগরটী চতুরস্র; মধ্যস্থলে একটী সুদৃঢ় দুর্গ, সার্দ্ধক্রোশ প্রাচীরবেষ্টিত। এখানে কাদার গাথনি প্রায় সাড়ে তিন হাজার গৃহ আছে। অধিবাসীর মধ্যে আফগান জাতির সংখ্যাই প্রায় দশহাজার, চাজারাজাতি ও অল্পসংখ্যক দোকানদার হিন্দুজাতিও বাস করে। এখানে কার্ত্তিক মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বরফ পড়ে।

এই নগর অতি প্রাচীন। এক সময়ে এ অঞ্চলে বিস্তর লোকের বসবাস ও সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহ ছিল, গজনির পশ্চিমাংশে দর্ণাক উপত্যকা হইতে সিস্তানের নগর গ্রামাদির ধ্বংসাবশেষই তাহার নিদর্শন।

জশলমীরের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে যাদবগণ গজনি হইতে সমরকন্দ পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। কর্ণেল টডসাহেব বিলাতে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীতে একখানি হিন্দু-মানচিত্র প্রদান করেন, তাহাতে এই স্থান "গজনি-বন" অর্থাৎ হাতীর বন নামে নির্দ্দিষ্ট আছে। অনেকের মতে হিন্দুরাজগণই এই নগর পত্তন করেন। আবার কাহারও মতে এইখানেই সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত যবনরাজ বাস করিতেন। টলেমি 'ওজলা' (Ozola) ও ক্রিসোকোকাস্ সবল (Subal or Zabal) নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৯৭৬ খৃষ্টাব্দে আবুতকিন্ বোখারা হইতে আসিয়া এখানে রাজধানী করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী সবক্তগীন, ইনিই

তারণ্ডিদ্বিজেতা সুলতান্ মামুদের পিতা। মামুদের শাসন-কালে গজনিরাজ্য পূর্ব্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে তাইগ্রীস নদী, উত্তরে অক্সস্ ও দক্ষিণে ভারতমহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১৫১ খৃষ্টাব্দে আলা উদ্দীন্ ঘোরী গজনি নগর আক্রমণ করেন, এই সময় সহস্র সহস্র অধিবাসী তাঁহার নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিহত হয়। তৎপরে আরবেরা এখানে রাজ্যশাসন করিতেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দে তাতারগণের দারুণ দৌরাত্ম্যে গজনিনগর ছারখার হইয়া পড়ে।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২২এ জুলাই ও তৎপরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধীন ভারতসেনা গজনি আক্রমণ করিয়াছিল। আবার ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বৃটীশসেনা পরিচালিত হইয়াছিল।

আফগানস্থান ও ভারতে যাতায়াত করিবার এখানে ৪টী প্রধান পথ আছে। নগরের চারিপার্শ্বস্থ জমি অতিশয় উর্ব্বরা। সেখানে দ্রাক্ষা, তামাক, কাপাস প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মে।

নগরের দুই পার্শ্বে সুলতান্ মামুদের দুইটী মিনার আছে। মিনার দুইটী ইষ্টকনির্ম্মিত, তাহাতে অতি সুন্দর কারুকার্য্য আছে। একটী প্রায় ৯৪ হাত উচ্চ হইবে।

গজপতি (পুং) গজস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ শ্রেষ্ঠ গজ। ২ অত্যুচ্চ হস্তী। "গজপতি দ্বয়সী রপি হৈমনঃ।" (মাঘ)

৩ উৎকল ও কলিঙ্গের প্রাচীন রাজগণের সম্মানসূচক উপাধি। অন্ধ্র ও খেন্দোদেশের বৌদ্ধরাজগণ ও সময়ে সময়ে এই উপাধি ধারণ করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে কেবল উত্তর-সরকারের একজন রাজা "রাজা গজপতিরাও" উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

গজপতিনগর, ১ মান্দ্রাজ প্রদেশের বিশাখপত্তম জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩৪ বর্গমাইল। ২২৮ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোকসংখ্যা প্রায় সপাদলক্ষ।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত প্রধান নগর, অক্ষা° ১৮° ১৬′ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ২৫′ পূঃ। তালুকের সকল পার্ব্বতীয় দ্রব্যজাত এইখানে আনিয়া বিক্রয় করা হয়। এখানে ফৌজদারী ছোট আদালত, রেজিষ্টরী আফিস, ডাকঘর ও ঔষধালয় আছে।

গজপতিবীরনারায়ণ দেব, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। পদ্মনাভের পুত্র, কবিরত্ন পুরুষোত্তমমিশ্রের শিষ্য। ইনি অলঙ্কারচন্দ্রিকা ও সঙ্গীতনারায়ণ রচনা করেন।

গজপাদপ (পুং) গজপ্রিয়ঃ পাদপঃ। কাকীবৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ।) খেজিয়াশিমুল।

গজপিপ্পলী (স্ত্রী) গজপূর্ব্বা, গজপ্রিয়া বা পিপ্পলী। পিপ্পলী-বিশেষ। [illegible]। পর্য্যায়—করিপিপ্পলী, ইভকণা, কপিবল্লী, কপিবল্লিকা, শ্রেয়সী, বশির, বল্লী, কোলবল্লী, ইভোষণা, চব্যফল, চব্যজা, ছিদ্রবিদেহা, দীর্ঘগ্রন্থি, তৈজসী, বর্ত্তুল, স্থূলবৈদেহী। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, শ্লেষ্ম ও বাতনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বেদনা ও মলনাশক। (রাজনি°।) রাজবল্লভের মতে ভেদক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারী। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার ফলের নাম গজপিপ্পলী। ইহার গুণ—কটু, বাত ও কফনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারী, অতীসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও কৃমিনাশক।

গজপুট (পুং) গজাহ্বয়ঃ পুটঃ শাকপার্থিববৎসমাসঃ। গর্ত্ত-বিশেষ, ইহা ঔষধপাক ও লৌহমারণ প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী। কোন বৈদ্যক ১ হাত গভীর ১ হাত বিস্তার ও এক হাত দৈর্ঘ্য গর্ত্তকে গজপুট বলেন।

"হস্তপ্রমাণো গর্ত্তো যঃ পুটঃ স তু গজাহ্বয়ঃ।" (বৈদ্যক)

ভাবপ্রকাশে ক্লীবলিঙ্গে গজপুটশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশের মতে ১।০ হাত (৩০ আঙ্গুল) গভীর, ১।০ হাত পার্শ্ব ও ১।০ হাত দৈর্ঘ্য গর্ত্তকে গজপুট বলে। এইরূপ গজপুট প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে পাঁচ শত ঘুটে দিবে। পরে একটী মাটির মুষায় ঔষধ রাখিয়া তাহার মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিবে, এবং ঐ ঘুটের উপরে রাখিবে। পরে মুষার উপরে আর পাঁচ শত ঘুটে সাজাইয়া উপরে আগুন দিতে হয়। গজপুটে এই প্রণালীতে পাক করিতে হয়। সকলপ্রকার পুট হইতে গজপুটশ্রেষ্ঠ। (ভাবপ্র° পূর্ব্ব° ২ ভা°)

গজপুর (ক্লী) গজস্য হস্তিনাম নৃপস্য পুরং ৬তৎ। যুধিষ্ঠিরের রাজধানী, হস্তিনাপুর।

"স নির্যযৌ গজপুরাদ্দশকৈঃ পরিবারিতঃ।"

(ভারত অনু° ১৬৭ অঃ)

গজপুষ্পী (স্ত্রী) গজস্যেব ইব গন্ধযুক্তপুষ্পমস্যাঃ বহুব্রী, ততো ঙীপ্। নাগপুষ্পা লতা। (শব্দার্থচিন্তামণি।)

"ততো গিরিতটে জাতাং মারুত সুহৃস্যসদাম্।
লক্ষ্মণো গজপুষ্পীং তাং তস্য কণ্ঠে সমক্ষতাম্॥" (রামা° ৪।১৩।৪৩)

গজপ্রিয়া (স্ত্রী) গজস্য প্রিয়া ৬তৎ। শল্লকীবৃক্ষ। (হেম°)

গজবন্ধনী (স্ত্রী) গজা বধ্যন্তেঽত্র বন্ধ ল্যুট্ ঙীপ্ চ। হাতী বাঁধিবার স্থান, হাতীশালা। পর্য্যায়—বারী, বারি, আরন্ধি।

গজবন্ধিনী (স্ত্রী) গজস্য বন্ধোঽস্ত্যত্র গজবন্ধ-ইনি-ঙীপ্। হাতী বাঁধিবার স্থান, হাতীশালা। (জটাধর)

গজভক্ষক (পুং) গজো ভক্ষকোঽস্য বহুব্রী। অশ্বত্থবৃক্ষ।

গজভক্ষা (স্ত্রী) ভক্ষ্যতেঽসৌ ভক্ষ ণিচ্ কর্ম্মণি অপ্ ততঃ টাপ্। শল্লকীবৃক্ষ। (শব্দরত্নাবলী)

গজভক্ষ্যা (স্ত্রী) গজেন ভক্ষ্যা ৩তৎ। শল্লকীবৃক্ষ। (অমর)

[illegible] (স্ত্রী) গজস্য [illegible] ৬তৎ। হস্তীর অলঙ্কার, হস্তিভূষণ।

গজমণ্ডলী (স্ত্রী) গজানাং মণ্ডলী বেষ্টনাকারপরিধিঃ ৬তৎ। ১ হস্তীর বেষ্টনকারপরিধি। ইহার উত্তর স্বার্থে কন্ হইলে ঈকার হ্রস্ব হইয়া গজমণ্ডলিকা শব্দ হয়।

"চন্দ্রাকৃতীনি গজমণ্ডলিকাভিরুচ্চৈঃ।" (মাঘ)

২ হস্তিসমূহ।

গজমাচল (পুং স্ত্রী) গজস্য মাচং শাঠ্যং লুনাতি লূ-বাহুলকাৎ ডঃ। সিংহ। (হারাবলী) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া গজমাচলী হয়।

গজমাত্র (ত্রি) গজেন পরিমাণমস্য গজ-মাত্রচ্। গজপরিমিত।

গজমুক্তা (স্ত্রী) গজে গজকুম্ভে জাতা মুক্তা হস্তিকুম্ভজাত এক-প্রকার মুক্তা, এই মুক্তা সকল মুক্তার মধ্যে উৎকৃষ্ট। প্রাচীন আর্য্যগণ—গজ, মেঘ, বরাহ, শঙ্খ, মৎস্য, সর্প, শুক্তি ও বেণু এই আটটী মুক্তার উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"করীন্দ্রজীমূতবরাহশঙ্খমৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাস্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি॥"

(কুমারটীকা—মল্লিনাথ)

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা হস্তিকুম্ভকে মুক্তার আকর বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা কখনও হস্তিকুম্ভে মুক্তা দেখিতে পান নাই।

গজমুখ (পুং) গজস্য মুখং মুখমস্য বহুব্রী। ১ গণেশ।

[গজানন দেখ।]

"প্রমথাধিপো গজমুখঃ।" (বৃহৎসং ৫৮ অঃ।) (ক্লী) গজস্য মুখং ৬তৎ। ২ হস্তীর মুখ।

গজমোটন (পুং স্ত্রী) গজং মোটয়তি পীড়য়তি গজ মুট্-ণিচ্-ল্যু। সিংহ। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া গজমোটনী শব্দ হয়।

গজমৌক্তিক (ক্লী) মুক্তা এব মুক্তা স্বার্থে কন্ ঠঞ্। গজমুক্তা।

"গজমৌক্তিকাবালযুজেন বক্ষসা।" (কিরাত ১২।৪১)

গজর (দেশজ) ১ গর্জ্জন। ২ বাজে বকা।

গজরা (দেশজ) গর্জ্জন।

গজল (পারসী) একজাতীয় সঙ্গীত, ইহা প্রায়ই পারসী ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে নায়ক নায়িকার বিরহ বর্ণিত থাকে।

গজলণ্ড (ক্লী) গজস্য লণ্ডং ৬তৎ। হাতীর নাদ। (চক্রদত্ত)

গজবদন (পুং) গজস্য বদনং যস্য বহুব্রী। ১ গণেশ। (ক্লী) গজস্য বদনং ৬তৎ। ২ হাতীর মুখ।

গজবৎ (ত্রি) গজোঽস্ত্যস্য গজ-মতুপ্ মস্য বঃ। গজবিশিষ্ট, যাহাতে হাতী আছে।

গজবল্লভা (স্ত্রী) গজস্য বল্লভা ৬তৎ। ১ গিরিকদলী, চলিত কথায় পাহাড়ে কলা ও স্থানবিশেষে বয়া-কলা বলে। (২ গজপীপ্পলী। (রাজনি°))

গজবীথী (স্ত্রী) ১ রোহিণী, আর্দ্রা ও মৃগশিরা এই তিনটী নক্ষত্রকে গজবীথী বলে। [নক্ষত্র দেখ।] গজস্য বীথী ৬তৎ। ২ হস্তিপংক্তি।

গজবোক্ত, অপর নাম গজাবাড়ী। মানভূমস্থ একটী গিরিদুর্গ।

গজব্রজ (ত্রি) হস্তীবৎ ভ্রমণশীল।

গজশিক্ষা (স্ত্রী) গজানাং শিক্ষা ৬তৎ। হাতীচালনা অভ্যাস।

"তথৈব গজশিক্ষায়াং নীতিশাস্ত্রেষু পারগঃ।" (ভারত ১।১০৯ অঃ)

গজশিরস্ (পুং) গজস্য শিরঃ-ইব শিরোযস্য বহুব্রী। ১ দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অং) বহুব্রী। ২ গণেশ।

গজশাসন, যোগিনীতন্ত্রোক্ত কামরূপের বায়ুকোণস্থ পবিত্রস্থান।

"ঈশানে চৈব কৈদারো বায়ব্যাং গজশাসনঃ।"

(যোগিনীতন্ত্র ১১ প°)

গজসার, একজন জৈনগ্রন্থকার, ধবলচন্দ্রের শিষ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় চতুর্বিংশতিদণ্ডকস্তোত্র রচনা করেন।

গজসাহ্বয় (পুং) গজেন হস্তিনামক নৃপেণ সহ আহ্বয়ো-যস্য বহুব্রী। হস্তিনাপুর।

"নির্যযুঃ গজসাহ্বয়াৎ।" (ভারত ৩।১ অঃ)

গজস্কন্ধ (পুং) গজস্য স্কন্ধ ইব স্কন্ধোঽস্য বহুব্রী। দৈত্যবিশেষ।

গজা (দেশজ) মিষ্টান্নবিশেষ।

গজাখ্য (পুং) গজং গজকর্ণং আখ্যাতি পত্রেণ আখ্যা-ক। ১ চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে। (রাজনি°) গজেন তুল্যা আখ্যা যস্য বহুব্রী। ২ হস্তিনাপুর।

গজাগ্রণী (পুং) গজস্য অগ্রণীঃ শ্রেষ্ঠঃ ৬তৎ। ঐরাবত।

গজাজীব (পুং) গজৈস্তৎপালনাদিভি রাজীব্যতে জীব-অপ্, হস্তিপালক। (হেম°)

গজাণ্ড (ক্লী) গজস্যাণ্ডমিব অণ্ডমস্য বহুব্রী। পিণ্ডমূল। (রাজনি°)

গজাদন (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ।

গজাদনী (স্ত্রী) অশ্বত্থক।

গজাদিনামন্ (স্ত্রী) গজ ইতি শব্দ আদৌ যস্য তাদৃশং নাম যস্যাঃ বহুব্রী। গজপিপ্পলী। "কালমৃতালিপ্ত পুনর্নবার গজাদিনামাকরহাটকুষ্ঠৈঃ॥" (সুশ্রুত, চিকিৎসিত° ১৮ অঃ)

গজাধ্যক্ষ (পুং) গজস্য অধ্যক্ষঃ ৬তৎ। যাহার উপরে হাতীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়, হাতীর কর্ত্তা।

গজানন (পুং) গজস্যাননমাননং যস্য বহুব্রী। ১ গণেশ। পার্ব্বতীনন্দন গণেশের গজানন হইবার কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণেশখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—

দক্ষকন্যা সতী পতিনিন্দায় প্রাণত্যাগ করিয়া হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিলে, মহাদেব তাঁহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর উভয়ের সম্ভোগ হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], পার্ব্বতীর মনে বড়ই [illegible] [illegible]

একদিন মহাদেবের নিকটে বসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মহাদেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। পার্ব্বতী বিষ্ণুর আরাধনা করিলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রবর দিলেন। কিছুদিন পরে পার্ব্বতীর একটী পুত্র হইল। দম্পতী আমোদে মাতিয়া দান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল প্রভৃতি সকল স্থানেই আমোদ প্রমোদ হইতে লাগিল। সকলেই নবজাত শিশুকে দেখিতে কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পরে শনিও আসিয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। শনি স্ত্রীর অভিশাপে যাহার দিকে তাকাইতেন, তাহাই ভস্ম হইয়া যাইত। শনি ঠাকুর সেই ভয়ে পার্ব্বতীনন্দনকে দেখিতে যাইলেন না। পরিশেষে শিবের কথায় তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে যাইতে হইল; গ্রহরাজ পার্ব্বতীর নিকটে যাইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পার্ব্বতীর তাহা ভাল লাগিল না। তিনি বালককে দেখিতে অনুরোধ করেন। শনি সব কথা খুলিয়া বলিলেন, তথাপি পার্ব্বতী গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অগত্যা শনিকে বালক দেখিতে হইল। শনির দৃষ্টিমাত্রই বালকের মাথাটী উড়িয়া গেল। পার্ব্বতী কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুর নিকটে এই সংবাদ পাঠান হইল। বিষ্ণু আসিবার সময় রাস্তায় দেখিলেন, একটা হাতী পরমসুখে শুইয়া আছে। তিনি সেই হাতীটার মাথা লইয়া আসিয়া সেই ছিন্নমস্তক বালকের শরীরে লাগাইয়া দিলেন। হাতীমুখো বলিয়া যদি কেহ আদর করিয়া পূজা না করে, এই আশঙ্কায় সকল দেবতা মিলিয়া বিধান করিলেন যে, এই গজাননের পূজা না করিলে, আমাদের পূজা সিদ্ধ হইবে না, সেই হইতে সকল দেবদেবীর পূজার অগ্রে গণেশের পূজা করিবার নিয়ম হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে ইহার উপাখ্যানটী অন্য প্রকার লিখিত আছে—

সিন্দুর নামক একটা দৈত্য পার্ব্বতীর গর্ভে অষ্টম মাসের সময় প্রবেশ করিয়া, গণেশের মাথাটী কাটিয়া ফেলে। তাহাতে বালকের জীবনের কোন অনিষ্ট হইল না। এসবের পরে নারদ আসিয়া বালককেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক এই কথা নারদকে বুঝাইয়া বলিলেন, নারদ তাঁহাকে সমস্তক হইতে অনুরোধ করেন। বালক আপনার তেজেই গজাসুরের মাথাটী কাটিয়া আপনার স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিলেন, সেই হইতেই তাঁহার গজানন নাম হইল। ভাদ্রমাসীয় চতুর্থী তিথিতে গজাননের জন্ম হয়। (স্কন্দপুরাণ গণেশখণ্ড ৩৮ অধ্যায়।) [গণেশ দেখ।]

গজানীক, বাগীশ্বরী দেবীতন্ত্র বৈবস্বতবংশীয় একজন রাজা, মেঘনাদের পুত্র ও বাহুবাদের পিতা। (মহাভারত, শান্তিপর্ব)

গজারি (পুং) গজস্য অরিঃ শত্রুঃ ৬তৎ, ১ সিংহ। ২ বৃক্ষবিশেষ। ঢাকা অঞ্চলে গরাণ বৃক্ষকে গজারি বা গজী এবং তাহার চারাকে গোছি বলে। ইহার পত্র বিশাল, বড় ফুল। ইহার কাণ্ড খুঁটির জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহা এক জাতীয় শালবৃক্ষ, মধুপুর জঙ্গলে ও আসাম অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

গজারোহ (পুং) গজমারোহতি আ-রুহ-অণ্। হস্তিপাল, মাহুত।

গজাশন (পুং) গজৈরশ্যতে ভক্ষ্যতে অশ কর্ম্মণি ল্যুট্, যদ্বা অশ্নাতীতি অশনঃ গজোঽশনোঽশনকো যস্য বহুব্রী। গজভক্ষ্য, অশ্বত্থবৃক্ষ। (রত্নমালা।)

গজাশনা (স্ত্রী) গজাশন-টাপ্। ১ ভঙ্গা, ভাঙ্। ২ শল্লকীবৃক্ষ, হিন্দীতে শালুই বলে। ৩ পদ্মমূল।

গজাসুর (পুং) গজাকারোঽসুরঃ। গজাকৃতি একটী অসুর। ইহার উপাখ্যান—পূর্ব্বকালে মহেশ নামে একজন অতিশয় সচ্চরিত্র বিত্তবান্, ন্যায়বান্ নরপতি ছিলেন। সর্ব্বদাই ইনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা করিতে ভালবাসিতেন। একদিন মহেশ নরপতি আপনার বন্ধুবান্ধবের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। এমন সময় নারদকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ আদর বা অভ্যর্থনা করিলেন না। নারদ চটিয়া গেলেন এবং শাপ দিলেন যে, "নরাধম তুই গজযোনি প্রাপ্ত হইবি।" নারদের বাক্য মিথ্যা হইল না। কিছুদিন পরেই তিনি গজযোনি প্রাপ্ত হইয়া, গজাসুর নামে বিখ্যাত হইলেন, এই অসুর হইতে দেবগণ সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। শিব ইহার চর্ম্ম নিজে পরিধান করিয়াছেন। (স্কন্দপু° গণে° ১০ অঃ।)

গজাসুরদ্বেষিন্ (পুং) গজাসুরং দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ণিনি। মহাদেব। [কৃত্তিবাসঃ দেখ।]

গজাস্য (পুং) গজস্য আস্যং মুখমেব আস্যমস্য বহুব্রী। ১ গণেশ। (ক্লী) গজস্য আস্যং ৬তৎ। ২ হাতীর মুখ।

গজাহ্ব (ক্লী) গজসহিতা আহ্বাযস্য বহুব্রী। ১ হস্তিনাপুর। (পুং) [বহু] ২ একটী প্রদেশ, হস্তিনাপুর যে প্রদেশের অন্তর্গত। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগের মধ্যস্থানে এই দেশের উল্লেখ আছে। "গজাহ্বয়মুণ্ডতি মধ্যমিদং।" (বৃহৎস° ১৪ অঃ।)

গজাহ্বয় (ক্লী) গজেন সহিত আহ্বয়ো যস্য বহুব্রী। হস্তিনাপুর।

"যুধিষ্ঠিরস্তাহ্বয়তে গজসাহ্বয়ং।" (ভারত ৩.৬ অঃ।)

গজাহ্বা (স্ত্রী) গজোপপদা আহ্বাযস্তাঃ বহুব্রী। ১ গজপিপ্পলী। ২ হস্তিনাপুরী।

গজেক্ষণ (পুং) ১ গজচক্ষু। ২ দানবিশেষ।

গজেন্দ্র (পুং) গজইন্দ্র ইব উপমিতস°, যদ্বা গজস্য ইন্দ্রঃ ৬তৎ। ১ গজশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট হাতী। ২ গজযূথাধিপতি। "নেত্রপ্রিয়ং বিকসতো বিদধুর্গজেন্দ্রাঃ।" (মাঘ)

৩ অগস্ত্যমুনির শাপে গজযোনি প্রাপ্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা। ভাগবতে ইহার এইরূপ উপাখ্যান আছে।—পূর্ব্বকালে দ্রবিড়-দেশে পাণ্ড্যবংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত বিষ্ণুভক্ত নরপতি ছিলেন। একদিন নরপতি একাগ্রচিত্তে হরির আরাধনা করিতে ছিলেন, সেই সময়ে অগস্ত্য মুনি আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন না, তিনি আপন মনে আরাধনায় থাকিলেন। মুনির রাগ হইল, রাজাকে ডাকিয়া বলিলেন, "নরাধম! তুমি ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছ, ইহার ফলে কুঞ্জরযোনি প্রাপ্ত হইবে।" মুনির বাক্য মিথ্যা হইল না, কিছু দিন পরেই রাজা হাতী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। মৃত্যুকালেও তাঁহার হরিভক্তির হ্রাস হয় নাই, সেই কারণে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা সকলই মনে রহিল, কিছুই বিস্মৃত হইলেন না। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন হাতী হইয়া বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন; দৈবাৎ এক দিন চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতে বরুণোদ্যান নামে একটী মনোহর উপবন আছে। রাজা সেই উপবনে যাইয়া স্নান করিতে সরোবরে অবগাহন করিলে, একটা কুম্ভীর তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার সহচর অপর মাতঙ্গরাজেরা তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল, তিনি কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন-ক্রমেই সেই মহাবল কুম্ভীর পরাজিত হইল না। ইন্দ্রদ্যুম্ন বেগতিক দেখিয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। রাজা সেই দিনেই শাপ হইতে মুক্ত হন। বিষ্ণু রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আর একটী বর দিলেন যে, "তুমি যে স্তবে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, অপর যে কোন ব্যক্তি সেই স্তব পাঠ করিবে, তাহার ঐহিক কীর্ত্তি, দুঃস্বপ্ন দূর ও দুঃখবিনাশ হইবে এবং চরমে স্বর্গলাভ হইবে।" যে প্রাতে উঠিয়া সেই গজকৃত বিষ্ণুস্তব পাঠ করে তাঁহার বুদ্ধি কখনও কলুষিত হয় না। ভাগবতে ৮ম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে সেই স্তব লিখিত আছে।

গজেন্দ্রগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কলাড্‌গি জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। কলাড্‌গি নগর হইতে ২৫।০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ও বাদামী হইতে ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ৪৪′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ০′ ৪৫″ পূঃ।

মহাবীর শিবাজি এই স্থানে গজেন্দ্রগড় নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইতে এই নগরের নামও গজেন্দ্রগড় হইয়াছে। এখন এই নগর মুধোলের ঘোরপড়ে নামক মহারাষ্ট্রবংশীয়দিগের জমিদারীভুক্ত।

এখানে বিরূপাক্ষদেবের প্রাচীন মন্দির আছে। নগরের বাহিরে দুর্গা, রামলিঙ্গ, রামসীতা, পাণ্ডুরঙ্গ প্রভৃতি দেবতার মন্দির অবস্থিত।

গড়ের নিকট পাহাড়ের দিকে একটী শিবতীর্থ আছে; এখানে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে। পাহাড়ের উপর কতকগুলি তীর্থ ও শিবালয় আছে, তন্মধ্যে বীরভদ্রের মন্দির ও পাতালগঙ্গাতীর্থই প্রধান। পাতালগঙ্গার পার্শ্বে বসবন্ন বা নন্দীমূর্ত্তি আছে। অনেক বন্ধ্যারমণী পুত্র কামনা করিয়া সেই নন্দীর পূজা দিতে আসেন।

গজেষ্টা (স্ত্রী) গজানামিষ্টা ৬তৎ। ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভুঁই কুমড়া।

গজোদর (পুং) গজস্য উদরমিবদর যস্য বহুব্রী। দৈত্যবিশেষ।

গজোপকুল্যা (স্ত্রী) গজপ্রিয়া উপকুল্যা পিপ্পলী মধ্যপদলো°। গজপিপ্পলী। (বৈদ্যকরত্নাবলী)

গজোষণা (স্ত্রী) গজোপপদা উষণা। গজপিপ্পলী। (রাজনি°।)

গঞ্জ (পুং) গাঞ্জ ঘঞ্। ১ অবজ্ঞা। ২ ভাণ্ডাগার। ৩ খনি। (হেম°।) ৪ গোষ্ঠগৃহ, গোয়ালঘর। (পুং ক্লী) ৫ ভাণ্ডাগার। (মেদিনী।)

গঞ্জজগদল, বাঙ্গলায় বার্বকাবাদ সরকারের অধীন একটী মহল। (আইন্-ই-অক্‌বরী।)

গঞ্জভৈরব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। সচরাচর 'গঞ্জি-ভৈরো' নামে খ্যাত। এখানে হেমাড়পন্থীদিগের একটী বৃহৎ শিবমন্দির আছে, মন্দিরের নিকট অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

গঞ্জন (ত্রি) গজি-ণিচ্ ল্যু। ১ তিরস্কার, নিন্দা করা। "নেত্রেখঞ্জনগঞ্জনে সরসিজ প্রত্যর্থিপাণিদ্বয়ম্।" (সাহিত্যদ°)

(ক্লী) গঞ্জ ভাবে ল্যুট্। ২ তিরস্কার।

গঞ্জনা (গঞ্জন শব্দজ) গ্লানিসূচকবাক্য, ভর্ৎসনা।

গঞ্জবর (পুং) কোষাধ্যক্ষ।

গঞ্জা (স্ত্রী) গঞ্জ-টাপ্। ১ পামরের গৃহ। ২ হট্টস্থান, হাট বসিবার স্থান। ৩ মদ্যভাণ্ড। ৪ মদিরাগৃহ, শুঁড়ীর দোকান। ৫ বিজয়া, গাঁজা।

গঞ্জা [গাঁজা দেখ।]

গঞ্জাম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরপূর্ব্বদিকের একটী জেলা।

ক্ষা° ১৮°-১৫´ হইতে ২০° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩°, ৩৯´ হইতে ° ১৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। "গঞ্জ-ই-আম্" অর্থাৎ থিবীর গঞ্জ এই অর্থে ইহার নাম গঞ্জাম্ হইয়াছে। ইহার ত্তরে উড়িষ্যার অন্তর্গত নয়াগড়, দশপল্লা ও বোদ মক করদরাজ্য, পূর্ব্বে পুরীজেলা ও বঙ্গোপসাগর, শ্চমে মধ্যভারতের অন্তর্গত কালাহণ্ডি, পাটনা নামক রদরাজ্য ও মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিশাখপত্তন জলা। ইহার ভূপরিমাণ ৮৩১১ বর্গমাইল। ইহার অধি-ংশই পর্ব্বতময়। লোকসংখ্যা প্রায় আঠারলক্ষ হইবে। াতে ১৮টী বড় ও ৩৫টী ছোট জমিদারী এবং ৩টী গবর্মেণ্টের লুক আছে। প্রদেশটী পাহাড়ে ও উপত্যকায় পরিপূর্ণ। ধ্য মধ্যে সমতল ভূমিও দেখা যায়। ইহার আকৃতি চকটা ডমরুর মত, মধ্যস্থল সঙ্কীর্ণ। উত্তর ও দক্ষিণদিকে স্তৃত। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে সারি সারি সুন্দর ক শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। পর্ব্বতগুলি ঘন জঙ্গলে রপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া আছে। সমুদ্র-ল সঙ্কীর্ণ জলরাশি। সমুদ্র হইতে মধ্যে বালুকার বধান। ইহার পশ্চিমদিকে পূর্ব্বঘাট নামক পর্ব্বতশ্রেণীর ল নামক অংশ। ইহাদের মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে। াদ নামক প্রদেশের প্রান্তভাগে পর্ব্বত প্রায় ১৩৩২ হাত চ। দারিঙ্গবাড়ীর নিকট প্রায় ইহার দ্বিগুণ উচ্চ। ন্দা কিমেদি ও পার্লাকিমেদী নামে পাহাড়শ্রেণী ভেই ২০০০ হাত উচ্চ। ইহাদের মধ্যে মহেন্দ্রগিরি মক শৃঙ্গ ৩২৮২ হাত, সিংহরাজ ২৩১৭ হাত ও দেবডঙ্গা ২২ হাত উচ্চ। গিরিপথ অনেকগুলি, কিন্তু শুদ্ধ কলিঙ্গ-ট নামক পথে শকটাদি গমনের সুবিধা আছে। অন্যান্য থ পশ্বাদি যাইতে পারে। গঞ্জামে কএকটী নদী আছে। ষিকুল্যা নদী উত্তরদিকের পর্ব্বত হইতে ৫০ ক্রোশ সিয়া গঞ্জামের নিকট সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। বর্ষা-ল ব্যতীত অন্য সময় ইহাতে নৌকাদি চলে না। ংশধারা নদী জয়পুরের পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ৭২ ক্রোশ আসিয়া গঞ্জামের দক্ষিণ কলিঙ্গপত্তনের নিকট সমুদ্রে ড়য়াছে। সমুদ্র হইতে ৩৫ ক্রোশপথ পর্য্যন্ত পোতাদি া। লাঙ্গুলিয়া নামক নদী কালাহাণ্ডি হইতে বাহির য়া ৫৭ ক্রোশ পথ আসিয়া মাফুজবন্দর নামক স্থানে সমুদ্রে পয়াছে। নদী ও সমুদ্র নিকট বলিয়া এখানে ধীবরের ্যা কিছু অধিক। গোপপুরের উপকূলে ও চিল্কা হ্রদ তে ঋষিকুল্যা নদীর মুখ পর্য্যন্ত নানাস্থলে সামান্য মুক্তার ক পাওয়া যায়। লৌহস্তর, চুম্বকপ্রস্তর, গ্রেফাইট,

অভ্র ও হাসাসের খনি অনেক স্থলে পাওয়া গিয়া থাকে। জঙ্গলের মধ্যে শাল, চন্দন, আবলুস প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়। মধু, মোম, হরিদ্রা, লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য বন্যজাতিগণ বন হইতে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। পাহাড়ে বড় বড় অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

গঞ্জামে ধান্য যথেষ্ট জন্মে। কিন্তু দুইবার ফসল প্রায় হয় না। কেবল সমুদ্রতীরে ইচ্ছাপুরে জন্মিয়া থাকে। গঞ্জামের ইক্ষু অতি উৎকৃষ্ট, তবে চাষে বিশেষ যত্ন করিতে হয়। কৃষকগণ প্রায়ই ঋণগ্রস্ত। জমিসম্বন্ধে তিনপ্রকার বন্দোবস্ত প্রচলিত। ১ম, রায়তবারী বন্দোবস্ত—গবর্মেণ্ট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজা জমি লইয়া থাকে। ২য়, কোল্ডজুতা বন্দোবস্তে সমস্ত গ্রামের লোক মিলিত হইয়া গবর্মেণ্টের নিকট হইতে জমি লইয়া চাষ করে। ৩য়, মুস্তাজারী প্রথা—ইহাতে জমিদারগণ প্রজাদিগকে জমি বিলি করিয়া দেন। কখনও বা অনা-বৃষ্টি, কখনও বা বন্যায় অত্র শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। ১৭৮৯-৯২, ১৭৯৯-১৮০১, ১৮৩৬-৩৯ ও ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে অজন্মা হেতু দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে গঞ্জামের প্রায় ৬০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। সাহায্যার্থ গবর্মেণ্টের ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া-ছিল। সমভূমি ও পার্ব্বত্য ভূমিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাস্তা আছে। ১৩ ক্রোশ দীর্ঘ একটী খালকাটা হইয়াছে। চিল্কা-হ্রদ হইতে ঋষিকুল্যা নদী পর্য্যন্ত একটী ৪॥০ ক্রোশ দীর্ঘ খাল আছে, উহাতে জুয়ার-ভাটা খেলিয়া থাকে।

গঞ্জাম্ পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশেরই অংশ ছিল। [কলিঙ্গ দেখ।] উড়িষ্যার গজপতি বা গঙ্গাবংশীয় রাজগণের সময়ে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে, যখন বাঙ্গালা হইতে মুসল-মানেরা উড়িষ্যা জয় করেন, তখন তাঁহারা গঞ্জামের বড় অধিক জয় করিতে পারেন নাই। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে কুতুব-সাহীবংশীয় নবাব সেরমহম্মদ খাঁ চিকাকোল সরকারের ফৌজদার হইয়া আসেন। গঞ্জাম্ প্রদেশটী চিকাকোল সরকারের অধীন ছিল। ঋষিকুল্যা নদীর দক্ষিণ হইতে কাশী-বুগা পর্য্যন্ত ইচ্ছাপুর জেলা নামে অভিহিত হইত। চিকাকোল সরকার এইরূপে ফৌজদার ও নায়েবের অধীন ছিল।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম সলাবৎজঙ্গ নিজের ফরাসীসৈন্য-গণের প্রাপ্য বেতন ইত্যাদির পূরণ করিয়া দিবার জন্য ফরাসীদিগকে উত্তর-সরকার-প্রদেশ অর্পণ করেন। সেই সময়ে মুসো বুসি হায়দরাবাদে ফরাসীদিগের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজে উত্তর-সরকার দখল করিতে যান। তিনি গঞ্জামের প্রতিনিধিকে এবং বিঃ জমন প্রভৃতি

দখল করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্ষে (১৭৫৮ খৃঃ অঃ) পুঁদিচারীর গবর্ণর মুসো লালী তাঁহাকে মান্দ্রাজ অবরোধের জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডকে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠান। ফোর্ডসাহেব মসলিপত্তন জয় করাতে ফরাসীরা দেখিল যে, উত্তর-সরকার রক্ষা করা বৃথা। তাঁহারা গঞ্জাম্ ও নিকটস্থ কুঠিগুলি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে মোগল-সম্রাট্ একখানি ফরমাণ দ্বারা উত্তর-সরকার ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম আলি ১২ই নবেম্বর ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে এই ফরমাণ মঞ্জুর করিয়া ইংরাজদিগকে গঞ্জাম্ জেলা ছাড়িয়া দেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা গঞ্জাম্ অধিকার করিয়া এডওয়ার্ড কটস্‌ফোর্ড সাহেবকে এখানকার রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। তিনি এখানে একটী দুর্গ ও একটী কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেসিডেন্টদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। তাহার পর পুঁড়িনদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত লইয়া গঞ্জাম্ জেলা নামে অভিহিত হয়। রেসিডেন্টদিগের সময়ে জমিদারগণ সহজে কর দিতেন না। তাহাদিগকে বিশেষ পীড়াপিড়ি করিতে হইত। তখন এখানে নিরন্ত লুণ্ঠন ও গৃহদাহাদি হইত। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গঞ্জামে একপ্রকার জর হয়, তাহা তিন বৎসর থাকে; তাহাতে প্রায় ২০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারিগণ আসিয়া ইচ্ছাপুর হইতে গঞ্জাম্ পর্য্যন্ত লুঠতরাজ করে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ইংরাজ গবর্মেন্ট একজন ইংরাজসেনানায়ককে পাঠাইয়া দেন; শেষে সৈন্যাদি পাঠাইতেও হইয়াছিল। রসেল সাহেব স্পেসাল কমিসনর হইয়া আসিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দেশে শান্তি স্থাপন করেন। এখানকার কন্দজাতি নরবলি দিত, গবমেণ্ট তাহা জানিতে পারিয়া তন্নিবারণে বিশেষ উদ্যোগী হন। কন্দদিগকে অনেক বুঝাইয়া তবে এই প্রথা রহিত করা হয়। কন্দেরা প্রথমতঃ উত্তেজিত হইয়াছিল, শেষে শান্ত হয়। সেই অবধি দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে। পার্ব্বত্যপ্রদেশ ব্যতীত বার্হামপুর, চিকাকোল ও গুম্‌সর নামক তিনটী তালুক একজন কালেক্টর ম্যাজিষ্টরের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে। তিনিই প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহার পর একজন রাজস্বসংগ্রাহক, ও তাঁহার অধীনে ৩ জন সাহেব কর্ম্মচারী। জেলার প্রধান জজ ও ৪ জন মুন্সেফ, একজন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও কতকগুলি ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারী। এজেন্সিবিভাগের জন্য একজন জজ ও ৪ জন মুন্সেফ আছেন। বার্হামপুর ও রসেলকণ্ডা পাহাড়ে দুইটী জেল আছে। জেলায় প্রায় ১০০টী বিদ্যালয় হইয়াছে।

২ উক্ত গঞ্জাম্ জেলার প্রধান তালুক।

৩ গঞ্জাম্ জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৯° ২২´ ২৭´´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৮৫° ৭´ পূঃ, ঋষিকুল্যা নদীর মোহানায় ঢালু ভূমির উপর অবস্থিত। এখানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহা প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। এখানে একটী দুর্গ, একজন দুর্গস্বামী ও তাঁহার সভা ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বার্হামপুর প্রধান নগর হইয়াছে। সেই অবধি গঞ্জামনগরের গৌরবের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। এইখানে গবর্মেণ্টের লবণের কারখানা ও একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত জাহাজী কারখানা আছে, শেষোক্ত স্থানে দেশীয় সমুদ্রপোতগুলি মেরামত হইয়া থাকে। এখান হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানি হয়।

৪ গঞ্জাম্ জেলার একটী নদী।

৫ মহিসূরের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গপত্তনের উপনগর। অক্ষা° ১২° ২৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪১´ পূঃ। টিপুসুলতান এই নগরটী স্থাপন করিয়া অনেক প্রজাকে এখানে আনিয়ন করেন। এখানে বস্ত্র-ব্যবসা চলিয়া আসিতেছে। মাঘ অথবা ফাল্গুনমাসে এখানে 'কড়িঘাটা যাত্রা' নামে একটী উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায় ২০,০০০ লোক সমবেত হয়।

গঞ্জাকিনী (স্ত্রী) গাঁজা হইতে যাহা উৎপন্ন হয় (?)।

গঞ্জিকা (স্ত্রী) গঞ্জা-স্বার্থে কন্। ১ মদিরাগৃহ, মদের ঘর। (শব্দরত্না°।) ২ গাঁজা। [গাঁজা দেখ।]

গঞ্জিফা (পারসীক) এক গোছা তাস।

গঠন (দেশজ) নির্ম্মাণ, রচনা, গড়া।

গঠিত (দেশজ) প্রস্তুত, নির্ম্মিত, রচিত।

গড় (পুং) গড় সেকে অচ্। ১ মৎস্যবিশেষ, চলিত কথায় গড়ুই বলে। পর্য্যায়—গরমী। ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, কষায়, বাতপিত্তনাশক, কফঘ্ন, রুচিকর, লঘু, দীপন ও বলবীর্য্যকারী। (ভাবপ্রকাশ।) ইহার লেজা ও মুড়া বাদ দিয়া কাসমর্দ্দ (কাসন্দি) মাখাইয়া হিঙ্ মিশান তৈলে ভাজিয়া লইলে তাহার গুণ বাতনাশক, বলকর, বীর্য্যবৃদ্ধিকারী, পথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রবৃদ্ধিকর, অল্পকফবৃদ্ধিকারক এবং ভেদক। (বৈদ্যক)

২ অন্তরায়। (মেদিনী।) ৩ পরিখা। ৪ ব্যবধান। (শব্দরত্নাবলী।) ৫ দেশবিশেষ, শাখর। (রাজনি°)

গড়ু (দেশজ) ১ নমস্কার। ২ ঢেঁকির মুষলের পতনস্থান, যাহাতে ধান প্রভৃতি দেওয়া হয় এবং মুষলের আঘাতে চাউল প্রস্তুত হয়। ৩ দুর্গ। ৪ পরিখাবেষ্টিত স্থান।

"রাজার আদেশে দিল দেশের অধিকার।
কলিঙ্গ গড়ের মাঝে হইল গোয়ালার॥" (ধর্ম্মমঙ্গল।)

গড়, গুজরাটের রেবাকান্থার অন্তর্গত শঙ্খেরা মেহবাসের একটী রাজ্য। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে ছোট উদয়পুর, দক্ষিণে নর্ম্মদা, তাহার পর খান্দেশ, পশ্চিমে পলাসিনী ও বীরপুর। রাজ্যমধ্যে ১০৩টী গ্রাম আছে। ছোট উদয়পুরে ইহার কর দিতে হয়। অধিবাসী ভীলজাতীয়। শঙ্খেরা ও মেহবাস ইহার প্রধান গ্রাম। চোহান রাজপুতবংশীয় একজন সামন্ত এই রাজ্যের অধিকারী।

গড়ই (গড় শব্দজ) গড়, গড়ুইমাছ।

গড়ক (পুং) গড়সংজ্ঞায়াং কন্। গড়ুইমাছ। (অমর।)

গড়কাঠ (দেশজ) ধান পরিষ্কার জন্য ঢেঁকির নীচে ফেলা একখানি বড় কাঠ।

গড়খাই (গড়খাত শব্দজ) দুর্গের চতুর্দ্দিকে যে খাল কাটা হয়।

গড়খানা (গড়খান শব্দজ) রাজা বা ভূম্যধিকারী প্রধান প্রধান জমিদারগণের বাড়ীর চারিদিকের পরিখা, গড়খাই।

গড়গড় (দেশজ) ১ এক প্রকার ঘাস। (Coix barbata) ২ গাড়ী চলিবার শব্দ।

গড়গড়িয়া (দেশজ) অলঙ্কার ভেদ।

গড়গাঁ, আসামের শিবসাগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর ও গড়। শিবসাগর নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে ও দিখু নদীর তীরে অবস্থিত। এক সময়ে এইখানে অহম্ রাজাদিগের রাজধানী ছিল, রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। সেই রাজবাটী এক সময়ে এক ক্রোশ বিস্তৃত ইষ্টকের প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল। এখনও তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। গড়টীরও ভগ্নাবস্থা। দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ এখনও দাঁড়াইয়া আছে।

গড়চাঁদ, বঙ্গদেশের অন্তর্গত ত্রিহুত জেলার একটী পরগণা। ছোট গণ্ডক, বাঘমতী ও লখন্দাই নদী এই পরগণা দিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি পাকা রাস্তা আছে। এই পরগণার আদালত মজঃফরপুরে। ইহার অন্তর্গত সরিফ-উদ্দীনপুর, ধনৌর ও অকবরপুর, উফ্‌কংপা এই কএকটী গ্রামই প্রধান। অকবরপুর গ্রামে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির আছে, সেখানে প্রতি বর্ষে আশ্বিন মাসে এক মেলা হয়।

গড়দেশজ (ক্লী) গড়দেশে শাম্বরদেশে জায়তে জন-ড। শাম্বরদেশজাত লবণ। (রাজনি°)।

গড়ন (দেশজ) গঠন, নির্ম্মাণ।

গড়মণ্ডল, মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডবানার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত বিভাগ। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ভূভাগ স্বাধীন হিন্দুরাজগণের অধিকারে ছিল। সেই সময় গড়া ও মণ্ডল নামক স্থানে হিন্দুরাজগণের রাজধানী ছিল। এখন ঐ দুই স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও হিন্দুরাজগণের সময়ে খোদিত প্রাচীন শিলালিপি দ্বারা পূর্ব্বসমৃদ্ধির বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে ভট্ট, সোহাগপুর, ছত্রিশগড় সম্বলপুর, গাজপুর, বণপুর প্রভৃতি জেলাগুলিও এই গড়মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল। এখন আর সে পূর্ব্বসমৃদ্ধি নাই, গড়া ও মণ্ডলনামক দুইটী নগরমাত্র পূর্ব্ব-নামের পরিচায়ক। পূর্ব্বকালে গড়মণ্ডলে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল—

রাজার নাম।			রাজ্যকাল।
যাদবরায়	...	...	৩৮২ খৃঃ অঃ (?)।
মাধবসিংহ	...	...	৩৮৭ " "
জগন্নাথ	...	...	৪২০ " "
রঘুনাথ	...	...	৪৪৫ " "
রুদ্রদেব	...	...	৫০৯ " "
বিহারীসিংহ	...	...	৫৩৭ " "
নরসিংহদেব	...	...	৫৬৮ " "
সূর্য্যভানু	...	...	৬০১ " "
বাসুদেব	...	...	৬৩০ " "
গোপালসাহী	...	...	৬৪৮ " "
ভূপালসাহী	...	...	৬৬৯ " "
গোপীনাথ	...	...	৬৭৯ " "
রামচন্দ্র	...	...	৭২৬ " "
সুরতানসিংহ	...	...	৭২৯ " "
হরিহরদেব	...	...	৭৫৮ " "
কৃষ্ণদেব	...	...	৭৭৫ " "
জগৎসিংহ	...	...	৭৮৯ " "
মহাসিংহ	...	...	৭৯৮ " "
দুর্জনমল্ল	...	...	৮২১ " "
যশকর্ণ	...	...	৮৪০ " "
প্রতাপাদিত্য	...	...	৮৭৬ " "
যশশ্চন্দ্র	...	...	৯০০ " "
মনোহরসিংহ	...	...	৯১৪ " "
গোবিন্দসিংহ	...	...	৯৪৩ " "
রামচন্দ্র	...	...	৯৬৬ " "
কর্ণনাথ [illegible]	...	...	৯৮৯ " "
কমলন[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] " "
নরহরি[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] " "
বীরসি[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] " "
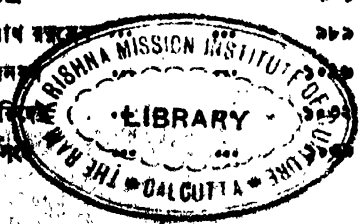
রাজার নাম।			রাজ্যকাল।
ত্রিভুবনরায়	...	...	১০৬৫ খৃঃ অঃ।
পৃথ্বীরায়	...	...	১০৯৩ " "
ভারতীচন্দ্র	...	...	১১১৪ " "
মদনসিংহ	...	...	১১১৬ " "
উগ্রসেন	...	...	১১৫৬ " "
রামসাহী	...	...	১১৯২ " "
তারাচাঁদ	...	...	১২১৬ " "
উদয়সিংহ	...	...	১২৫০ " "
ভানুমিত্র	...	...	১২৬৫ " "
ভবানীদাস	...	...	১২৮১ " "
শিবসিংহ	...	...	১২৯৩ " "
হরিনারায়ণ	...	...	১৩১৯ " "
শবলসিংহ	...	...	১৩২৫ " "
রাজসিংহ	...	...	১৩৫৪ " "
দাদিরায়	...	...	১৩৮৫ " "
গোরক্ষদাস	...	...	১৪২২ " "
অর্জ্জুনসিংহ	...	...	১৪৪৮ " "
সংগ্রামসাহী	...	...	১৪৮০ " "
দলপতি	...	...	১৫৩০ " "
বীরনারায়ণ	...	...	১৫৪৮ " "
চন্দ্রসাহী	...	...	১৫৬৩ " "
মধুকরসাহী	...	...	১৫৭৫ " "
প্রেমনারায়ণ	...	...	১৫৯৯ " "
হৃদয়েশ্বর	...	...	১৬১০ " "
ছত্রসাহী	...	...	১৬৮১ " "
কেশরীসাহী	...	...	১৬৮৮ " "
নরেন্দ্রসাহী	...	...	১৬৯১ " "
মহারাজসাহী	...	...	১৭৩১ " "
শিবরাজসাহী	...	...	১৭৪২ " "
দুর্জ্জনসাহী	...	...	১৭৪৯ " "
নিজামসাহী	...	...	১৭৫১ " "
নরহরসাহী	...	...	১৭৭৭ " "
সুমেরসাহী	...	...	১৭৮১ " "

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা সুমেরসাহী নিহত হইলে, এই রাজবংশের লোপ হয়। কানিংহাম প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ গড়মণ্ডলের উক্ত রাজগণকে গোণ্ডরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গড়মণ্ডলরাজ হৃদয়েশ্বরের খোদিত শিলাফলক পাঠে জানা যায়—তাঁহারা হিন্দু এবং আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন।

সুমেরসাহীর মৃত্যুর পর, গড়মণ্ডলের অধিকাংশ নাগপুরের মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বৃটিশ গবর্মেণ্টের অধীন হইয়াছে।

গড়মান্দারণ, বর্দ্ধমান জেলার জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, ইহার অপর নাম বিঠুরগড়। মুসলমানদিগের আমলে এখানে মৃত্তিকানির্ম্মিত একটী বৃহৎ গড় ছিল। এখানে ইস্‌মাইল্ গাজী ঘণি লস্কর নামক একজন মুসলমান সাধুর গোরস্থান আছে। স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীগণ ঐ সাধুকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

গড়মুক্তেশ্বর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মিরাট জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৮° ৪৭′ ১০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮′ ৩০″ পূঃ। গঙ্গার দক্ষিণকূলে, বুড়ীগঙ্গাসঙ্গমের ২ ক্রোশ নিম্নে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

লোকের বিশ্বাস, এই নগরটী এক সময় প্রাচীন হস্তিনাপুরের একটী মহল্লা বলিয়া গণ্য ছিল। মুক্তেশ্বর মহাদেবের একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তাহা হইতে এই নগরের নাম হইয়াছে। এ ছাড়া আরও কএকটী পুরাতন মন্দির এবং ৮০টী সতীস্তম্ভ আছে। প্রতি বর্ষে কার্ত্তিক মাসে এক মহামেলা হয়, সেই সময় নানাস্থান হইতে লক্ষাধিক যাত্রী আসিয়া থাকে।

গড়য়স্তু (পুং) গড়-ণিচ্ বহু। (ভৃভুবহি বসিভাসিসাধি গড়িমণ্ডিজিনন্দিভ্যশ্চ। উণ্ ৩।১২৮) হ্রস্বশ্চ। মেঘ। (উজ্জ্বল°।)

গড়লবণ (ক্লী) গড়দেশজং লবণং। শাম্বরদেশোৎপন্ন শুভ্র লবণ, সম্বরলুণ। ইহার পর্য্যায়—শুভ্র, পৃথ্বীজ, গড়দেশজ, গড়োত্থ, মহারস্ত, সাম্বর (শাম্বর), সম্বরোদ্ভব।

ইহার গুণ—উষ্ণ, লবণ, ঈষদম্ল, মলনাশক, দীপন, কফ, বাত ও অর্শনাশক এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক। (রাজনি°।) ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ লঘু, বাতনাশক, অতিশয় উষ্ণ, ভেদকারক, পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, অভিষ্যন্দি, কটুপাক।

গড়বা, বঙ্গদেশের লোহারডাগা জেলার অন্তর্গত দোক্কো নদীর তীরে অবস্থিত একটী নগর। অক্ষা° ২০° ৯′ ৪৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ৫১′ ১০″ পূঃ। পালামৌ ও সরগুজা প্রভৃতি বিভাগের উৎপন্ন দ্রব্য এইখানে আসিয়া জমে এবং এখান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। গ্রীষ্মকালে দোক্কো নদীর বালির উপর বাজার বসে। এখানে বাতি, গালা, রজন, খএর, রেশমের গুটী, চামড়া, তিল, তিসি, ঘৃত, তুলা ও লৌহ সংগৃহীত হইয়া বাহিরে চালান হয়। আমদানীর মধ্যে চাউল, পিত্তল-কাঁসার বাসন, বিলাতী কাপড়, কম্বল, রেশমী কাপড়, লবণ, তামাক ও মসলা প্রধান।

গড়বাল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৯° ২৬′ হইতে ৩১° ৫′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৭′ ১৫″ হইতে ৮০° ৮′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে তিব্বত (চীনের অধিকার), পূর্ব্বে কুমাওন জেলা, দক্ষিণে বিজনোর ও পশ্চিমে তেহরী ও দেরাদুন জেলা। ইহার ভূপরিমাণ ৫৫০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। পৌরিনগর ইহার সদর। প্রধান নগর শ্রীনগর। গড়বাল জেলা পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। এই সকল পর্ব্বতাদি হিমালয়পর্ব্বতের অংশমাত্র। ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ও গভীর খাত আছে। উপত্যকাদির মধ্যে শ্রীনগর উপত্যকাই সমধিক প্রশস্ত। রোহিলখণ্ডের দিকে ইহার ভূমি অনেকটা সমতল। উত্তরভাগে হিমালয়ের কোলে কএকটা চূড়া আছে। তন্মধ্যে ত্রিশূল নামক শৃঙ্গ ১৫৫৫৮ হাত উচ্চ, নন্দাদেবী ১৭১০৩ হাত, দুনাগিরি ১৫৪৫৪ হাত, কমেত ১৬৯৪২ হাত, বদরীনাথ ১৫২৬৬ হাত ও কেদারনাথ ১৫২৩৯ হাত উচ্চ। হিমালয়ের দক্ষিণে কতকগুলি পর্ব্বতশ্রেণী গড়বালের উত্তরপূর্ব্বে ও উত্তরপশ্চিমে সমান্তরালভাবে গিয়াছে। নায়ার নামক নদীর দক্ষিণে পাহাড়গুলি অধিক উচ্চ নহে, উহা হইতে ভূমি ক্রমশঃ সমতল হইয়া আসিয়াছে। এই প্রদেশে অলকানন্দা নদীর উৎপত্তি। অলকানন্দাতে যেখানে অপর নদী আসিয়া পড়িয়াছে, সেই স্থান এখানকার এক একটী তীর্থ বলিয়া গণ্য। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছে। এইজন্য দেবপ্রয়াগ একটী মহাতীর্থ। রামগঙ্গা নামক নদী লোভা নামক স্থান হইতে বাহির হইয়া কুমাওন ও রোহিলখণ্ড দিয়া ফরকাবাদ জেলায় গিয়াছে। অতিরিক্ত স্রোতের জন্য এখানকার কোন নদীতে নৌকাদি চলে না। তবে কাঠ ভাসাইয়া লইয়া যাইবার বেশ সুবিধা আছে। দেশের অধিকাংশই বন; তাহাতে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ। তবে শস্যক্ষেত্র বিস্তার হওয়াতে বনভূমি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে।

গড়বালে হিন্দু অধিবাসীই অধিক। হিন্দুরসংখ্যা ৩৪৩১৮৩ জন। মুসলমান অধিক নাই। এতদ্ব্যতীত জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতির বাস। পৌরীনামক স্থানের নিকট চাপরায় একটী খৃষ্টানদিগের আড্ডা আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেণিয়া, গোঁসাই ও ডোম অধিক। অন্যান্যজাতির মধ্যে গড়বালের দক্ষিণভাগে ধুনামক জাতির বাস। ইহারা লোকের বাড়ী চাকর থাকে। উত্তর ও মধ্যভাগে খশ নামক জাতির বাস। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত প্রভৃতি শ্রেণী আছে। কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। যেসকল প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ স্থানান্তর হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কনকপাল নামক এক রাজা বহুকাল পূর্ব্বে চাঁদপুরে আসিয়া বাস করেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সাথে আসিয়াছিলেন। চাঁদপুরের দুর্গের ভগ্নাংশ এখনও দেখা গিয়া থাকে। তুষারাবৃত হিমালয় প্রদেশে ভুটিয়াদিগের বাস। ভুটিয়ারা হিন্দু ও চীনের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের সংখ্যা অল্প। তিব্বতের বাণিজ্য ইহাদেরই হস্তে। ইহারা হুনিয়া নামক তিব্বতীয় ভাষা ও হিন্দী কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। উহাদের উচ্চারণ কিছু স্বতন্ত্র। ইহারা দৃঢ়কায়, অপরিষ্কার ও স্ত্রীপুরুষ উভয়েই মদ্যপায়ী।

গড়বালে সাধারণতঃ বহুবিবাহ প্রচলিত। লোকেরা স্ত্রীলোককে দিয়া চাকরের কর্ম্ম করাইয়া লয় এবং যে যত স্ত্রীলোককে আহার দিতে পারে, তত স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। বিবাহ হইতেও যেমন, বিবাহবিচ্ছেদও তেমনি। স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাও অনেক শুনিতে পাওয়া যায়।

গড়বালে কৃষিকার্য্য অতি অল্প ভূমিতেই হয়। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক ভূমি কৃষিযোগ্য হইয়াছে। অনেক যত্নে এখানে ফসল উৎপাদন করিতে হয়। পর্ব্বতের মধ্যে যেখানে এক বা দেড়হাত ভূমি পায়, সেখানেও শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। গম, চাউল ও মড়ুয়া নামক একপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, ইহাতেই অধিবাসীদিগের অভাব পূরণ করে এবং গ্রামের জন্য কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া তিব্বত ও বিজনোরে প্রেরিত হয়। মড়ুয়া কিছু অধিক জন্মিয়া থাকে। তুলার চাষ অল্প। এখানে তুলা প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয় পড়ে। এজন্য অধিবাসীগণ স্থানান্তর হইতে তুলা ক্রয় করিয়া থাকে। ইদানীং কৃষককুলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। তাহারা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গোরু রাখিতে পারে। তাহার জন্য সারও অধিক পায়। পাহাড়ের ধারে যথেষ্ট চারণভূমি আছে। উপত্যকা ও পাহাড়ের নিম্নস্থ ভাবর জমিতে পশ্বাদি চরিবার বেশ জায়গা আছে। কিন্তু গবর্মেণ্টের বন্য বিভাগের কর্ম্মচারী পশু প্রতি কর আদায় করিয়া থাকেন। কুমাওন প্রদেশে ভাল চারণভূমি নাই বলিয়া সেখানকার পশুগুলিকে এখানে চরাইতে আনা হয়।

কৃষকেরা নিজেই জমির অধিকারী। অন্যান্য স্থানের কৃষকের মত তাহারা ঋণগ্রস্ত নহে। খাজনা প্রায়ই টাকায় দেওয়া হয়। তবে কেহ কেহ শস্যের সিকি বা তৃতীয়াংশ দিয়া খাজনা শোধ করিয়া থাকে। প্রথম ধান্য, পরে গম ও

তাহার পর মড়ুয়া হয়। পরে আবার যতদিন না ধান্ত রোপিত হয়, ততদিন জমি পড়িয়া থাকে। চা এখানে প্রচুর হয়। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে মজুরের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

অলকানন্দা নদীতে মধ্যে মধ্যে বন্যা হইয়া থাকে। একবার শ্রীনগর পর্য্যন্ত প্লাবিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের বন্যায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭০ সালে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন দেশের শস্য বাহিরে রপ্তানি হইতে দেওয়া হয় নাই আর বাহিরের তীর্থযাত্রীদিগকেও আসিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে শস্য প্রচুর জন্মিয়াছিল। এই কারণে অধিবাসীবৃন্দ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনুভব করিতে পারে নাই। এই দুর্ভিক্ষের পর হইতে অধিবাসীরা চাষের দিকে অধিক মনোযোগী হইয়াছে। তথাপি ১৮৭৭।৭৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয়। গম টাকায় /৮ সের ও মড়ুয়া ।০ সের মূল্য হইলেই বুঝিতে হইবে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত।

উৎপন্ন—শস্য, চিনি, বস্ত্র ও তামাক ভুটিয়াগণ তিব্বতে রপ্তানি করে ও তথা হইতে লবণ, সোহাগা, পশম, স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া আসে। চমার, মেষ ও ছাগল দ্বারা বহনকার্য্য সম্পন্ন হয়। অন্যান্য জন্তু এই পাহাড়ের পথে চলিতে পারে না। পূর্ব্বে গড়বাল হইতে পক্ষীর ছাল ও মৃগনাভি দক্ষিণে চালান হইত। তাহাতে অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটিত। এজন্ত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে এই ব্যবসায় কিছু কমিয়াছে।

গড়বালে অল্পপরিমাণে তাম্র, লৌহ, সীসা, রৌপ্য ও স্বর্ণ পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীদিগের আগমনে দেবমন্দিরগুলিতে অনেক অর্থাগম হয়। চায় চাষ বিশেষ লাভকর নহে। তবে খরচ কমাইয়া কিছু কিছু লাভ হইতেছে। দেশের মধ্যে ৪টী প্রধান রাস্তা আছে। তন্মধ্যে একটী শ্রীনগর হইতে নীতি পর্য্যন্ত, তাহার দৈর্ঘ্য ৬২ ক্রোশ। এই পথে তিব্বতের বাণিজ্য হয়। শ্রীনগর হইতে কোটদ্বার পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ২৭ ক্রোশ। এই পথে দেশের অন্যান্য সমতল স্থানের সহিত বাণিজ্য চলে। কৈনূর হইতে রামনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে পার্ব্বতীয় দ্রব্যাদি চালান হয়। পৌরী হইতে আলমোরা পর্য্যন্ত আর একটী রাস্তা গিয়াছে।

গড়বালে প্রায় ছয়মাস কাল বৃষ্টি হয়। বৎসরে ছয়মাস কাল বেশ শুষ্ক ও গরম থাকে। নীতি ও মানা গিরিপথে বর্ষাসময়ে বৃষ্টি হয় না বটে, কিন্তু তথাপি স্থানগুলি প্রায় শীতল থাকে। উপত্যকা ভূমিতে গ্রীষ্মকালে বড় গরম হয়, কিন্তু শীতকালে প্রাতে ও রাত্রিকালে অত্যন্ত শীত হয়। জ্বর, উদরাময় ও গলাউঠা কিছু অধিক দেখা যায়। পূর্ব্বে বসন্তরোগ অত্যন্ত হইত, গবমেণ্ট গোবীজের টীকা দেওয়া আরম্ভ করিয়া অবধি এখন আর তত হয় না। শ্রীনগর, কর্ণপ্রয়াগ, চিমোলী, যোষীমঠ, গণই ও বিখিরাকাগাঁই নামক স্থানে এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

একজন প্রধান সহকারী কমিসনর পৌরীতে থাকেন। ইহার উপর সমস্ত প্রদেশের ভার অর্পিত। রাজস্ব ও বিচার উভয় বিভাগই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন। তাঁহার অধীনে একজন অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ও একজন তহসীলদার আছেন। পৌরীতে একজন জজ আছেন, তাঁহাকে ফৌজদারী ও দেওয়ানি উভয়বিধ মোকদ্দমাই করিতে হয়। দেশে অপরাধের সংখ্যা বড় কম।

পুলিসের বন্দোবস্ত ভাল নাই। তাহার প্রয়োজনও নাই। আলমোরায় যে জেল আছে, তাহাতে যাহারা দীর্ঘকাল কারাবাস করিবে, তাহারাই কেবল থাকে। অন্যদিনের জন্য কারাবাসীরা পৌরীতে থাকে।

এই জেলা ১১টী পরগণা ও ৮৬টী পট্টীতে বিভক্ত।

গড়বালের কতক অংশ দেশীয় রাজার অধীন। এই রাজ্যের অপর নাম তেহরী। এই অংশ অক্ষা° ৩০°২´ হইতে ৩১° ২০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৫৪´ হইতে ৭৯° ১৯´ পূঃ মধ্যে হিমালয়ের দক্ষিণপশ্চিম ঢালু ভাগে অবস্থিত। ইহারও মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী ও উপত্যকা আছে। সেখানকার সমস্ত জল গঙ্গায় গিয়া পড়িতেছে। গড়বালের ক্ষত্রিয় রাজা চন্দ্রবংশোদ্ভব। এই বংশ বহুকাল হইতে গড়বালে রাজত্ব করিতেছেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভোগধুর্ত্ত রাজার নাম পাওয়া যায়। তাহার পর ৯০০ বৎসরের রাজগণের নাম পাওয়া যায় না। তাহার পর ক্রমানুসারে যে সকল রাজা হইয়াছেন, তাহাদের রাজত্বকালের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়। যথা—

নাম।	রাজত্বকাল। বর্ষ	নাম।	রাজত্বকাল। বর্ষ
১ আদিপাল	৫০	৯ রামদেব	৫১
২ বিজয়পাল	৬০	১০ রণজিৎদেব	৫৩
৩ লোকপাল	৫৫	১১ ইন্দ্রসেন	৩৫
৪ ধর্ম্মপাল	৬৫	১২ চন্দ্রসেন	৩৯
৫ কর্ম্মপাল	৭০	১৩ মঙ্গলসেন	৩২
৬ নারায়ণদেব	৭২	১৪ চূড়ামণি	২০
৭ [illegible]দেব	[illegible]	১৫ চিন্তামণি	৩৩
৮ [illegible]	[illegible]	১৬ পূর্ণমণি	২৭

নাম।	রাজত্বকাল। বর্ষ	নাম।	রাজত্বকাল। বর্ষ
১৭ বীরকেবাণ	৭৯	৪০ গোপালচাঁদ	৪১
১৮ বীর	৮১	৪১ রামনারায়ণ	৫৯
১৯ সূর্য্যবাণ	৭৯	৪২ গোবিন্দনারায়ণ	৩৫
২০ খড়্গসিংহ	৬০	৪৩ লক্ষ্মণনারায়ণ	৩৭
২১ সুরতাসিংহ	৭২	৪৪ জগৎনারায়ণ	৩২
২২ মহাসিংহ	৭৫	৪৫ মহাতাব নারায়ণ	২৫
২৩ অনুপসিংহ	৫৯	৪৬ সেতাবনারায়ণ	৩৭
২৪ প্রতাপসিংহ	২৯	৪৭ আনন্দনারায়ণ	৪২
২৫ হরিসিংহ	৩৯	৪৮ হরিনারায়ণ	৪৫
২৬ জগন্নাথ	৫৫	৪৯ মহানারায়ণ	৩৩
২৭ বিজয়নাথ	৬৫	৫০ রণজিৎনারায়ণ	৩১
২৮ গোকুলনাথ	৫৪	৫১ রামক	৩৩
২৯ রামনাথ	৭৫	৫২ কৃষ্ণক	৪৯
৩০ গোপীনাথ	৮২	৫৩ যজ্ঞক	৪২
৩১ লক্ষ্মীনাথ	৬৯	৫৪ চক্র	৩২
৩২ প্রেমনাথ	৭১	৫৫ ফতেশাহ	৩৯
৩৩ সদানন্দ	৬৫	৫৬ দুর্লভ	৫০
৩৪ পরমানন্দ	৬২	৫৭ প্রতীত	৩৫
৩৫ মহানন্দ	৬৩	৫৮ ললিত	৪০
৩৬ সুখানন্দ	৬১	১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার	
৩৭ শুভচাঁদ	৫৯	মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র	
৩৮ তারাচাঁদ	৪৪	৫৯ জয়কীর্ত্তিশাহ	২॥০
৩৯ মহাচাঁদ	৫২	৬০ প্রদ্যুম্নশাহ *।	

আর একটী তালিকায় এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

নাম	রাজত্বকাল।	মৃত্যুবর্ষ।	সম্বৎ।
১ কনকপাল	১১	৫১	৭৫৬
২ শ্যামপাল	২৬	৬০	৭৮২
৩ পদ্মপাল	৩১	৪৫	৮১৩
৪ অবিজ্ঞাতপাল	২৫	৩১	৮৩৮
৫ সিগলপাল	২০	২৪	৮৫৮
৬ রত্নপাল	৪৯	৬৮	৯০৭
৭ শালিপাল	৮	১৭	৯১৫
৮ বিধিপাল	২০	২০	৯৩৫
৯ মদনপাল	১৭	২২	৯৫২
১০ ভক্তিপাল	২৫	৩১	৯৭৭
১১ জয়চান্দপাল	২৯	৩৬	১০০৬
১২ পৃথ্বীপাল	২৪	৪০	১০৩০
১৩ মদনপাল	২২	৩০	১০৫২
১৪ অগস্তিপাল	২০	৩৬	১০৭২
১৫ সুরতিপাল	২২	৩৬	১০৯৪
১৬ অমৃৎসিংহপাল	১৯	৬০	১১১৩
১৭ অনন্তপাল	১৬	২৪	১১২৯
১৮ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯ বিভোগপাল	১৮	২২	১১৫৯
২০ সুভজনপাল	১৪	২০	১১৭৩
২১ বিক্রমপাল	১৫	২৪	১১৮৮
২২ বিচিত্রপাল	১০	৫৩	১১৯৮
২৩ হংসপাল	১১	২০	১২০৯
২৪ শোণপাল	৭	১৯	১২১৬
২৫ কাদিলপাল	৫	২১	১২২১
২৬ কামদেবপাল	১৫	২৪	১২৩৬
২৭ সলক্ষণদেব	১৮	৩০	১২৫৪
২৮ লক্ষ্মণদেব	২৩	৩২	১২৭৭
২৯ অনন্তপাল	২১	২৯	১২৯৮
৩০ পূর্ব্বদেব	১৯	৩৩	১৩১৭
৩১ অভয়দেব	৭	২১	১৩২৪
৩২ জয়রামদেব	২৩	২৪	১৩৪৭
৩৩ আসলদেব	৯	২১	১৩৫৬
৩৪ জগৎপাল	১২	১১	১৩৬৮
৩৫ জিতপাল	১৯	২৪	১৩৮৭
৩৬ আনন্দপাল	২৮	৪১	১৪১৫
৩৭ অজয়পাল	৩১	৫৯	১৪৪৬
৩৮ কল্যাণশাহ	৯	৪০	১৪৫৫
৩৯ সুন্দরপাল	১৫	৩৫	১৪৭০
৪০ হংসদেবপাল	১৩	২৪	১৪৮৩
৪১ বিজয়পাল	১১	২১	১৪৯৪
৪২ সহজপাল	৩৬	৪৫	১৫৩০
৪৩ বলভদ্রশাহ	২৫	৪১	১৫৫৫
৪৪ মানশাহ	২০	২৯	১৫৭৫
৪৫ শ্যামশাহ	৯	৩৯	১৫৮৪
৪৬ মহীপতশাহ	২৫	৬৫	১৬০৯
৪৭ পৃথ্বীশাহ	৬২	৭০	১৬৭১
৪৮ মেদিনীশাহ	৪৬	৬২	১৭১৭
৪৯ ফতেশাহ	৪৮	৫১	১৭৬৫
৫০ উপেন্দ্রশাহ	১	২২	১৭৬৬
৫১ প্রদীপশাহ	৬৩	৭০	১৮২৯
৫২ ললিপৎশাহ	৮	৬০	১৮৩৭
৫৩ জয়কীর্ত্তিশাহ	৬	২৩	১৮৪৩
৫৪ প্রদ্যুম্নশাহ	১৮	২৯	১৮৬১

এইরূপ সময় সময় রাজগণের আরও তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে। সকলগুলি সমান নহে, তাহাদের মধ্যে অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তবে কনকপাল হইতেই এই বংশের উৎপত্তি, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। কনকপাল গুজরাট হইতে আসেন। প্রদ্যুম্নশাহের রাজ্যকাল ১৭৮৫ হইতে ১৮০৫। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে নেপালের গুর্খাগণ দেশ লুটপাট করিয়া রাজাকে তাড়াইয়া দেয়। ১২ বৎসর কাল গুর্খাগণ গড়ওয়ালে [illegible] করিয়া অত্যাচারে দেশটীকে উৎসন্ন করে। প্রত্যেক [illegible] আপন আপন অংশমত ভাগ করিয়া

* ইনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে [illegible]

লইয়া প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করেন। অধিবাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া বনে পলায়ন করিতে থাকে। গুর্খাগণ ক্রমশঃ গোরক্ষপুর ও ত্রিহুত লুঠপাঠ আরম্ভ করে। ইংরাজেরা প্রথমতঃ শান্তভাবে তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা বিফল হইল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরাজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সুদর্শন শাহকে স্বাধীন গড়বাল-সিংহাসনে বসাইলেন। আর বাকি অংশ ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সুদর্শনশাহ ইংরাজগবর্মেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সুদর্শনের মৃত্যু হয়। তাঁহার রাণীর গর্ভে সন্তানাদি হয় নাই। তবে তাঁহার কৃতোপকারের জন্ত গবর্মেণ্ট রাজার জারজপুত্র ভবানীসিংহকে রাজপদাভিষিক্ত করিয়া দিলেন। গবর্মেণ্ট এই ভবানীসিংহকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপশাহের জন্ম হয়। প্রতাপশাহ ইংরাজ-গবর্মেণ্টকে কর দেন না।

গড়বাল হিন্দুদিগের মহাতীর্থ স্থান। গঙ্গার উৎপত্তি বলিয়াই এস্থানের এত মাহাত্ম্য, তদ্ব্যতীত এখানে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। যেখানে যে যে মূর্ত্তি আছে, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

শিবমূর্ত্তি।

শ্রীনগর ... কমলেশ্বর, কপিলমুনি, গোরক্ষনাথ
কোটেশ্বর ... ... কোটেশ্বর
ইদালসান ... ... ভিল্লকেদার
দইল মণ্ডালসান ... ... বীণেশ্বর
পাতাল, মন্দসান ... ... একেশ্বর
পরন্তর নাগপুর ... ... মলেশ্বর
জিলাসু নাগপুর ... ... জীলেশ্বর
গুপ্তকাশী ... ... বিশ্বনাথ
গড় নাগপুর ... ... মদমহেশ
চৌপাটা নাগপুর ... ... তুঙ্গনাথ
কালাপাহাড় নাগপুর ... ... রুদ্রনাথ
যোঠলা ... ... গোপেশ্বর
ক্ষেত্রপাল পোখড়ি ... ... নাগরাজ
উরগাম ঐ ... ... কল্পেশ্বর ও বৃদ্ধকেদার
সহইকোল ... ... সর্ব্বেশ্বর
পাণ্ডুকেশ্বর ... ... পাণ্ডুকেশ্বর
বদরীনাথ ... ... মহাদেব
জনুরগড় ... ... ভৈরব
কুমারি ও চাঁদপুর ... ... শিলেশ্বর
কৌবে, শিতারধা ... ... কৌবেশ্বর
[illegible] ঐ ... ... [illegible]
ইচোলি, পিণ্ডারপুর ... ... বেতালেশ্বর
লাটুগারের, লোভা ... ... ধনকার
কেদারনাথ ... ... কেদারনাথ

দেবীমূর্ত্তি।

দিউয়ারী, নাদলসান ... মহিষমর্দ্দিনী বা দেউরারি-দেবী
শ্রীনগর ... ... জয়দেবী
ভাটগাঁও ও বরবরসান ... কালিকা
নয়ার নগর, কপোলসান ... জয়দেবী
ধনী, চলনসান ... ... কল্যাণী-
ফেণ্ড, নাগপুর ... ... নবদুর্গা
দিরান, নাগপুর ... ... চামুণ্ডা
উক্ষীমঠ ঐ ... ... উষা
উরগাম্ নাগপুর ... ... গৌরী
মৈখণ্ড ... ... মহিষমর্দ্দিনী
তরশালী ঐ ... ... চণ্ডিকা
নৈতি, চাঁদপুর ... ... অপর্ণা
কর্ণপ্রয়াগ ... ... উমা
কুর, দশলি ... ... নন্দা
হিন্দোলি ঐ ... ... নন্দা
নৌলী ... ... লাটদেবী
তপোবন ... ... গৌরী
যোষীমঠ ... ... নবদুর্গা

বিষ্ণুমূর্ত্তি।

শিবানন্দী, ধানপুর ... লক্ষ্মীনারায়ণ
লুগাই ঐ ... ... নরসিংহ
দইল, সিল্সান ... ... লক্ষ্মণজী
বিত্তাকোটী, কন্দবলসান ... মুরলীমনোহর
বমিঘাই নাগপুর ... ... অগস্ত্যমুনি
চন্দ্রপুরী ... ... মুরলীমনোহর
শিলানাগপুর ... ... ঐ
হাটনাগপুর ... ... নারায়ণ
ক্ষেত্রপাল পোখড়ি ... ... নরসিংহ
বিষ্ণুপ্রয়াগ ... ... বিষ্ণু
উরগাম্ ... ... ধ্যানবদরী
পাণ্ডুকেশ্বর ... ... যোগবদরী
বদরীনাথ, পইনখণ্ড ... বদরীনাথ
জলামকোটী ঐ ... ... মুরলীমোহন
যোষীমঠ ঐ ... নরসিংহ, বাসুদেব, গরুড়, ভগবতী, ভবিষ্যবদরী।
ত্রিযুগী ... নারায়ণ, ত্রিযুগীনারায়ণ, ত্রিযুগী বক, রাম।
হাড়িদেরা ... ... আদিবদরী, বদরীনাথ।
চাইনাগপুর ... ... সীতা।

এই সকল মন্দির ব্যতীত আরও অনেক পবিত্র স্থান আছে, তাহার সংখ্যা নাই। উপরোক্ত পবিত্র দেবমূর্ত্তি মাহাত্ম্য অধিকাংশই স্কন্দপুরাণে হিমাদ্রিখণ্ডে বর্ণিত আছে।

গড়বেতা, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানকার সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ও কংসেশ্বর শিবের মন্দির অতি প্রাচীন। পূর্ব্বে এখানে বৃহৎ গড় ছিল। যেখানে যেখানে গড়ের বৃহৎ দ্বার ছিল, এখন সেই সকল স্থান লাল-দরজা, হনুমান দরজা, পেশা দরজা, রাউতা দরজা ইত্যাদি নামে খ্যাত। এখানকার রায়কোটে রাজা তেজচন্দ্রের রাজভবন ছিল। তাহার চারিদিকে বড় বড় কামান সজ্জিত থাকিত। ইংরাজেরা সেই সকল কামান লইয়া আসিয়াছেন।

গড়বেতার সাতপুখুরও প্রসিদ্ধ, এই সাতটী বড় বড় পুখুরের মধ্যে এক একটী পাথরের দেবালয় আছে।

এখানে মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের কাছারী আছে। পূর্ব্বে এখানেই মহকুমার প্রধান আড্ডা ছিল, এখন ঘাটালে উঠিয়া গিয়াছে।

গড়সুন্দর (দেশজ) একজাতীয় বৃক্ষ। (Mimosa Arabica)

গড়া, (দেশজ) গঠন, নির্ম্মাণ।

গড়া, ১ মধ্যভারতের জব্বলপুর জেলার একটী প্রাচীন নগর। সাগর হইতে ৭৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে। অক্ষা° ২৩.১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°৫৬´৩০´´ পূঃ। পূর্ব্বকালে গড়া গড়মণ্ডলের রাজধানী ছিল। রাজা মদনসিংহ ১১০০ খৃষ্টাব্দে নিকটস্থ পর্ব্বতের উপর মদনমহল নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতেও অতি সুন্দর। তাহার নিম্নভাগে গঙ্গাসাগর ও বালসাগর নামক দুইটী সরোবর। গড়াতে একটী ভাল বিদ্যালয় আছে। এখানে বাণিজ্য যৎসামান্য হয়। পূর্ব্বে এখানে একটী টাকশাল ছিল, তাহাতে বালাশাহী নামক মুদ্রা প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে এই মুদ্রা সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে প্রচলিত ছিল।

২ মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার বিভাগের অন্তর্গত একটী সামান্য রাজ্য। [বড়া দেখ।]

গড়ান (দেশজ) ১ নির্ম্মাণ। ২ ঘুরাইয়া ফেলিয়া দেওয়া।

গড়ানিয়া (দেশজ) ঢালু, যাহা উচ্চ হইতে নিম্ন হইয়া আসিয়াছে।

গড়ি (পুং) গড়-ইন্। ১ বৎসতর। (রাজনি°।) বাছুর। অলস গো-প্রভৃতি পশু, চলিত কথায় গড়িয়া বলে।

"শুনানামেব দোরাস্থ্যাচ্ছুরি ধুর্য্যো নিযুজ্যতে।
অসংজাতকিণস্কন্ধঃ সুখং স্বপিতি গৌর্গড়িঃ।" (কাব্যপ্রকাশ)

৩ বসন্তের পর শরীরে যে দাগ হয়।

গড়িমসী (দেশজ) বিলম্ব।

গড়িয়া (দেশজ) অলস।

গড়িয়ান (দেশজ) ঢালু।

গড় (পুং) ১ গলগণ্ড, ঘাড় ও মস্তকের মধ্যে মাংসবৃদ্ধিকারক রোগবিশেষ। (ভরত।) ২ কুব্জ। (মেদিনী।) ৩ খল্যান্ত্র। (শব্দরত্নাবলী।) ৪ কিঞ্চুলক, কেঁচো। ৫ বিষমগ্রন্থি। ৬ নিরর্থক, অজাগলস্তনের ন্যায় যাহার কোন প্রয়োজন নাই। "কাব্যান্তর্গতভূতা বা সাতু নেহ প্রপঞ্চ্যতে।"(সাহিত্যদ° ৭০৭)

এই শব্দটী আহিতাদির অন্তর্গত বলিয়া কণ্ঠশব্দের সহিত সমাস হইলে বিকল্পে পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা গড়ু কণ্ঠঃ কণ্ঠগড়ুঃ। (সপ্তম্যাঃ পূর্ব্বনিপাতে গড়াদিভ্যঃ পর বচনং। ২।২।৩৫বার্ত্তিক।)

গড়ুক (পুং) গড়ুর্গলগণ্ডইব কায়তি মধ্যে কৈ-ক। ১ভৃঙ্গার, গাড়ু। "ঘণ্টা গড়ুককুম্ভাদিময়ানোপস্করভাজনৈঃ।" (কাশীখণ্ড ৩ অঃ)

২ ঋষিবিশেষ। অপত্যার্থে ইহার উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় হয়।

গড়ুর (ত্রি) গড়ুঃ কুব্জরোগোঽস্ত্যস্য গড়ু-শিখাদিত্বাৎ নঃ তস্য চ রত্বং। কুব্জ। (শব্দরত্নাবলী।)

গড়ুল (ত্রি) গড়ুঃ কুব্জরোগঽস্ত্যস্য গড় শিখাদিত্বাৎ নঃ। (সিধ্মাদিভ্যশ্চেতি। পা ৫।২।৯৭) কুব্জ। (অমর)

গড়ুশিরস্ (ত্রি) শিরসি গড়ুর্যস্য বহুব্রী, সপ্তম্যন্তস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। যাহার মাথায় গড় আছে।

গড়ের (পুং স্ত্রী) গড়-এরক্। (পতিকঠিকুঠিগড়িগুড়ি-দশিভ্য এরক্। উণ্ ১।৫৯।) মেঘ, গাড়োল। (ত্রিকাণ্ড।) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া গড়েরী শব্দ হয়।

গড়োত্থ (ক্লী) গড়াৎ গড়াখ্যদেশাৎ উত্তিষ্ঠতি উদ-স্থা-ক। শাম্বরদেশোৎপন্ন লবণবিশেষ। (রাজনি°)

গড়োল (পুং) গড়্-ওলচ্। (কপিগড়িগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১।৬৭।) ১ গুড়। (উণাদিকোষ।) ২ গ্রাম। (হেম°) ৩ গুড়ুক, গুলী। (উজ্জ্বলদত্ত।)

গড়পড়ি (দেশজ) মেঘের ডাক।

গড়বড়ি (দেশজ) ১ গোলমাল। ২ তাড়াতাড়ি। ৩ কলহ, বিবাদ।

গড্ডর (পুং) গড়-বাহুলকাৎ ডলঃ তস্য ডকারস্য পক্ষে ন ইত্বং। মেষ।

গড্ডরিকা (স্ত্রী) গড্ডরং মেষমনুধাবতি। গড্ডর-ঠন্। ১ মেষপংক্তি, যাহা অবিচ্ছিন্ন গতিতে মেষের অনুগমন করে। ২ ধারাবাহী, অবিচ্ছিন্ন গতি, যে প্রবাহের মূল জানিতে পারা যায় না।

গড্ডল (পুং) গড়-বাহুলকাৎ ড-ল। মেষ।

গড্ডলিকা (স্ত্রী) গড্ডলং অনুসরতি গড্ডল-ঠন্। ১ মেষ-পংক্তি। ২। ধারাবাহী। [গড্ডরিকা দেখ।]

গড্ডলিকাপ্রবাহ (পুং) গড্ডলিকায়াঃ প্রবাহ ইব ৬তৎ। গড্ডলিকার ন্যায় কোন ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকলের

দেখাদেখি প্রচলিত মতের অনুসরণ করিয়া চলা।

গড্ডালিকা (স্ত্রী) মেষপংক্তি, ভেড়ার দল।

গড্ডুক (পুং) গডুক পৃষোদরাদিত্বাৎ ডস্য দ্বিত্বং। ১ ভৃঙ্গার, গাড়ু। (শব্দরত্ন°)

গড্ডূক (পুং) গড়ুক পৃষোদরাদিবৎ ডস্য দ্বিত্বং উকারস্য দীর্ঘত্বঞ্চ। ভৃঙ্গার, গাড়ু।

গণ (পুং) গণ কর্ম্মণি অচ্ কর্ত্তরি অচ্ বা। ১ সমূহ।
"গণানাং ত্বাং গণপতিম্" (বাজসনেয়সং ২৩।১৯।)
'গণপতিং গণানাং সমূহানাং পালকম্' (মহীধর)
২ প্রমথ, শিবের সেবক।
"ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ।" (মেঘদূত ৩৫)
৩ সেনার সংখ্যাবিশেষ। সাতাশখানি রথ, সাতাশটী গজ, একাশীটী ঘোড়া ও একশ পঁয়ত্রিশটী পদাতি, সর্ব্বসমেত দু'শ সত্তরটীকে গণ বলা যাইতে পারে। ৪ চোর নামক গন্ধদ্রব্য (মেদিনী।) গণঃ প্রমথাদি গণঃ সত্ত্বাদিগুণগুপোবা ব-শুত্বেন অস্ত্যস্ত যদ্বা গণো দৈত্যবিশেষোনাশুত্বেনাস্ত্যস্ত গণ-অচ্। ৫ গণেশ। "গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তকঃ"। (মহানির্ব্বাণ)
৬ বিবাহে বর ও কন্যার সদ্ভাব বা অসদ্ভাব জানিবার উপায়বিশেষ। জ্যোতিষিকগণ ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—দেবগণ, নরগণ ও রাক্ষসগণ। পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ভরণী, আর্দ্রা ও রোহিণী এই কয়টী নক্ষত্রে জন্মিলে নরগণ হয়। জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, মূলা, ধনিষ্ঠা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, চিত্রা, মঘা ও বিশাখা এই কয় নক্ষত্রে জন্মিলে রাক্ষসগণ। অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্ব্বসু, অনুরাধা, মৃগশিরা ও শ্রবণা এই কয় নক্ষত্রে জন্মিলে দেবগণ। বর ও কন্যা এক গণ হইলে ভাল, একজন দেবগণ অপরে নরগণ হইলে মধ্যম, দেবগণ ও রাক্ষসগণ হইলে অধম সৌহৃদ্য হইয়া থাকে, কিন্তু নরগণ ও রাক্ষসগণ হইলে যাহার নরগণ তাহার মৃত্যু হয়। (জ্যোতিষ।) ৭ ধ্রুবাদি সংজ্ঞক নক্ষত্রসমূহ। "উগ্রঃ পূর্ব্বমঘান্তকা ধ্রুবগণ" (জ্যোতিষ)
৮ বাণিজ্যকারী বণিকসমূহ, যাহারা একত্র বাণিজ্য করে। "গণদ্রব্যং হরেদ্ যস্ত সংবিদং যশ্চ লঙ্ঘয়েৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
৯ ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ ভ্বাদি, অদাদি, জুহোত্যাদি, দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, রুধাদি, তনাদি, ক্র্যাদি ও চুরাদি এই দশটীকে গণ বলে। ১০। গণপাঠগ্রন্থ। ১১ পাণিনিরচিত স্বরাদি স্বরূপপ্রতিপাদক পাঠগ্রন্থ। ১২ দৈত্যবিশেষ। স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে ইহার উপাখ্যানটী এইরূপ লিখিত আছে—
অভিজিৎ নামক একজন ব্রাহ্মণ আপনার পত্নী গুণবতীর সহিত সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। গুণবতী তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সমুদ্র-জল পান করেন, সেই জলের সহিত ব্রহ্মার বীর্য্য তাহার উদরে প্রবেশ করে এবং সেই অমোঘবীর্য্যে ব্রাহ্মণপত্নী গুণবতীর গর্ভসঞ্চার হয়। যথাসময়ে গুণবতী একটী পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রই গণ নামে প্রসিদ্ধ দৈত্য। গণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন। শিব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন। সেই বরে গণদৈত্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের উপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করে। কালক্রমে গণদৈত্য ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইল। একদিন মহামুনি কপিলকে অপমানিত করিয়া তাঁহার বহুমূল্য চিন্তামণিটী কাড়িয়া লইল। কপিল মনোদুঃখে গণেশের আরাধনা করেন, গণেশ সন্তুষ্ট হইয়া গণদৈত্যকে বিনাশ করিতে অঙ্গীকার করেন। কিছুদিন পরে পার্ব্বতীনন্দন সেই দৈত্যের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে নিধন করেন। (স্কন্দপুরাণ গণেশখণ্ড ৬৭ অঃ। ১৩ স্বপক্ষ)
"সগণায় সপরিবারায় সায়ুধায় সশক্তিকায় ইন্দ্রায় নমঃ॥"
(বিধানপারিজাত°)
১৪ বাক্য। (নিঘণ্টু) ১৫ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক একাক্ষর প্রভৃতির সংজ্ঞাবিশেষ। ইহা আবার দশভাগে বিভক্ত—ম-গণ, ন-গণ, ভ-গণ, য-গণ, জ-গণ, র-গণ, স-গণ, ত-গণ, গ-গণ ও উ-গণ। (ছন্দোমঞ্জরী)
১৬ একজন সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্ররচয়িতা, দুর্লভের পুত্র। ইনি অশ্বায়ুর্ব্বেদ বা সিদ্ধযোগসংগ্রহ নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গণক (ত্রি) গণয়তি সংখ্যাং করোতি গণ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ সংখ্যাকারক, যে সংখ্যার নিরূপণ করে। (পুং) গণয়তি গ্রহস্থিতিশুভাশুভফলাদিকানি নিরূপয়তি গণ-ণিচ্-ণ্বুল।
২ মাতৃকাদেবীভক্ত-মুনিবিশেষ। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩৩।১১০।)
৩ জ্যোতির্বিদ্। ইহার পর্য্যায়—সাম্বৎসর, জ্যোতিষিক। দৈবজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ্, মৌহূর্ত্তিক, মৌহূর্ত্ত, জ্ঞানী, কার্ত্তান্তিক।
অনেকেরই বিশ্বাস যে যাহারা গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয় গণনা করে, যাহারা জ্যোতিশাস্ত্রের অধ্যয়ন বা ব্যবসায় করে, তাহারা একরূপ পতিত, অপাঙ্‌ক্তেয় ও অস্পৃশ্য এবং শাস্ত্রেও অনেক স্থানে গণকের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়।
"বরং চাণ্ডালসংস্পর্শঃ কুর্য্যাৎ তু সাধকোত্তমঃ।
তথাপ্যস্পৃশ্য গণকং সর্ব্বদা তু পরিত্যজেৎ॥
(শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ১৩ উল্লাস)
চাণ্ডাল স্পর্শ বরং ভাল, সাধক দায়ে ঠেকিলে অগত্যা তাহা করিতে পারে, কিন্তু গণক সর্ব্বদাই অস্পৃশ্য, সাধক কখনও তাহাকে স্পর্শ করিবে না, তাহার সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার সুমন্তও বলিয়াছেন, "সাংবৎসরিকোঽপাঙ্-ক্তেয়ঃ" সাংবৎসরিক বা দৈবজ্ঞ অপাঙ্‌ক্তেয়, অর্থাৎ তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করিবে না।

মহাভারতে লিখিত আছে—

"কুশীলবো দেবলকো নক্ষত্রৈর্বশ্চ জীবতি।
এতানিহ বিজানীয়াদ্ ব্রাহ্মণান্ পংক্তিদূষকান্॥"

কুশীলব, বেতনে-গ্রহণে দেবপূজক এবং যাহারা নক্ষত্র-গ্রহ প্রভৃতি গণনা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, এই সকল ব্রাহ্মণকে পংক্তিদূষক অর্থাৎ অপাংক্তেয় জানিবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার কশ্যপ বলেন—

"...ভ্রূণহন্তৄংশ্চ ব্রাহ্মান্ নক্ষত্রসূচকান্।
বর্জয়েদ্ ব্রাহ্মণানেতান্ সর্ব্বকর্ম্মসু যত্নতঃ॥"

...ভ্রূণহন্তা, কুটিলাঙ্গ ও নক্ষত্রসূচক (গণক) এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে সকল কার্য্যেই পরিত্যাগ করিবে। অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রেও গণকের অনেক নিন্দার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংগ্রহকারগণের মতে যাহারা জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন বা জ্যোতিষের ব্যবসায় করে, তাহারা সকলেই পতিত বা নিন্দনীয় নহে। তাঁহারা বলেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের অঙ্গ, বেদে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, এইরূপ বিধান আছে। যদি অধ্যয়ন করিলেই পতিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান মিথ্যা হয়। (১)

ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে জ্যোতিষিকের ভূয়সী প্রশংসাও দেখিতে পাওয়া যায়।

"ত্রিস্কন্ধপারগম এব পূজ্যঃ শ্রাদ্ধে সদা ভূসুরবৃন্দ-মধ্যে।
নক্ষত্রসূচী খলু পাপরূপো হেয়ঃ সদা সর্ব্বসুধর্ম্মকৃত্যে॥" (বসিষ্ঠ)

যাঁহারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের স্কন্ধত্রয় ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রাদ্ধে সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে পূজনীয়, কিন্তু যাঁহারা নক্ষত্রসূচী অর্থাৎ জ্যোতিঃ-শাস্ত্রানভিজ্ঞ অথচ নক্ষত্রাদি গণনা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা পতিত, সকল ধর্ম্মকার্য্যেই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। বরাহমিহির বলেন—

"গ্রন্থতশ্চার্থতশ্চৈব কৃৎস্নং জানাতি যো দ্বিজঃ।
অগ্রভুক্ স ভবেচ্ছ্রাদ্ধে পূজিতঃ পংক্তিপাবনঃ।
না সাম্বৎসরিকে দেশে বস্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥" (বরাহ)

যে ব্রাহ্মণ জ্যোতিষের সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থগ্রহণ করিতে পারেন, তিনি শ্রাদ্ধে অগ্রভুক্, পূজিত ও পংক্তিপাবন। যে দেশে জ্যোতিষিক নাই, যিনি মঙ্গলকামনা করেন, তিনি সেই দেশে বাস করিবেন না। ইহা ব্যতীত সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থে জ্যোতিষিকের প্রশংসা আছে এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ যে অতিশয় পূজনীয়, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন কথা হইতেছে যে, শাস্ত্রে উভয়ই পাওয়া গেল, কতকগুলি শাস্ত্রের মতে গণক পতিত ও নিন্দনীয় এবং কতকগুলির মতে তাহার বিপরীত, গণক পূজনীয় এবং অনিন্দিত। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার মীমাংসা না করা হয়, তবে শাস্ত্রে বিরোধ ঘটে। এই কারণে সংগ্রহকারগণ বলেন যে, শাস্ত্রে দুইপ্রকার গণকের বিষয় লিখিত আছে, যাহারা বাস্তবিক জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, অথবা অধ্যয়ন করিলেও কিছুই ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাহারাই নক্ষত্রসূচী। (১) ইহারা বাড়ী বাড়ী যাইয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করিলেও নক্ষত্রের গণনা করিয়া গৃহস্থের শুভাশুভ ফল বলিয়া থাকে, এই কারণে শাস্ত্রকারেরা ইহাদিগকে নক্ষত্রসূচী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা বাস্তবিক জ্যোতিষী নহে। ইহারাই পতিত, অপাংক্তেয় ও নিন্দনীয়। পূর্ব্বে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাও অপর বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া এইরূপেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং "ত্রিস্কন্ধপারগম" ইত্যাদি বসিষ্ঠ-বচন দ্বারা স্পষ্টই নক্ষত্রসূচীর নিন্দার উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত অপর অপর শাস্ত্রেও নক্ষত্রসূচীর নিন্দাই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা নিন্দনীয় বা অপাঙ্‌ক্তেয় নহেন।

বৃহৎসংহিতার মতে—যিনি সদ্বংশজাত, প্রিয়দর্শন, বিনীতবেশ, সত্যবাদী, যাহার পক্ষপাত অসূয়া বা অঙ্গের কোনরূপ বিকলতা নাই, যাহার শরীরসন্ধি সুবিভক্ত ও উপচিত, যিনি কর চরণ নখ নয়ন চিবুক দন্ত কর্ণ ললাট ও মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চারুতাসম্পন্ন, যিনি স্থূলশরীর, গম্ভীর অথচ মিষ্টভাষী, যিনি দেশ ও কালের তত্ত্ব জানেন, যিনি শাস্ত্রীয় তর্কে সভায় যাইয়া কখনও

(১) "সিদ্ধান্তসংহিতা হোরা রূপস্কন্ধত্রয়াত্মকম্।
বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুর্জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষম্।
বিনৈতদখিলং শ্রৌতং স্মার্ত্তকর্ম্ম ন সিধ্যতি।
অতএব দ্বিজৈরেতদধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ॥" (মুহূ° চি° পীযূষধারা)

(১) "অবিদিত্বৈব যঃ শাস্ত্রং দৈবজ্ঞত্বং প্রপদ্যতে।
স পংক্তিদূষকঃ পাপো জ্ঞেয়ো নক্ষত্রসূচকঃ॥" (বরাহসংহিতা)
"তিথ্যুৎপত্তিং ন জানন্তি গ্রহাণাং নৈব সাধনং।
পরবাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ॥ (বরাহসংহিতা)

ভীত হন না, নিপুণ, অভ্যাসনী, গ্রহগণিত জানিবার জন্য কৌতূহলী, দেবপূজা, ব্রত ও উপবাস করিতে যাহার ইচ্ছা আছে, তিনিই জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার উপযুক্ত। গ্রহগণিত অর্থাৎ পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পাঁচখানি সিদ্ধান্তশাস্ত্রে যে যুগ, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, যাম, মুহূর্ত, নাড়ী, বিনাড়ী, প্রাণ, ত্রুটী, প্রভৃতি কাল ও ক্ষেত্র নির্ণীত হইয়াছে, তাহার সম্যক্‌বেত্তা, সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্র এই চারি প্রকার মাস, অধিমাস, ও অবম প্রভৃতির কারণাভিজ্ঞ, ষষ্টি সংবৎসর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিন ও হোরা প্রভৃতির অধিপতি-নির্ণয়ে এবং সৌরাদি পরিমাণে অভিজ্ঞ, গ্রহগণের শীঘ্র মন্দ যাম্য উত্তর ও নীচ উচ্চ প্রভৃতির কারণনির্ণয়ে পটু, ইহা ব্যতীত যিনি অপরাপর জ্যোতির্মণ্ডলের দুরূহ বিষয়গুলির সুন্দর মীমাংসা করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকেই গণক বলিয়া থাকেন।

(বৃহৎসংহিতা ২ অঃ।)

৪ জাতিবিশেষ। ইঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার-ব্যবহারবিশিষ্ট। দেশবিশেষে ইঁহাদিগকে গ্রহবিপ্র, বা আচার্য্য বলিয়া থাকে। যামলে ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"শরদ্বীপে চ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপে চ সিদ্ধতিঃ।
ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী চ দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে।
দ্রাবিড়ে মৈথিলে চৈব গ্রহবিপ্রেতি সংজ্ঞকঃ।
ধর্ম্মাক্ষে ধর্ম্মবক্তা চ পাঞ্চালে শাস্ত্রিসংজ্ঞকঃ।
সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিতঃ।
তীরহোত্রে চ তিথিবিন্নাটকে ঋক্ষসূচকঃ।
কুত্রালে জ্যোতিষী বিপ্রো ব্রহ্মালে বিধিকারকঃ।
বত্রাটে যোগবেত্তা চ নিপালে দেবপূজকঃ।
রাঢ়দেশে উপাধ্যায়ো গয়ায়াং তন্ত্রধারকঃ।
কলিঙ্গে জ্ঞাননামাচ আচার্য্যো গৌড়দেশকে।"

শরদ্বীপে বেদাগ্নি, শাকদ্বীপে সিদ্ধ, ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী, দ্বারকায় দৈবজ্ঞ, দ্রাবিড় ও মিথিলায় গ্রহবিপ্র, ধর্ম্মাক্ষে ধর্ম্মবক্তা, পাঞ্চালে শাস্ত্রী, সরস্বতীনদীতীরে শুভমুখ, গান্ধারে চিত্রপণ্ডিত, তীরহোত্রে (ত্রিহুতে) তিথিবিৎ, নাটদেশে ঋক্ষসূচক, কুত্রালে জ্যোতিষীবিপ্র, ব্রহ্মে বিধিকারক, বত্রাটে যোগবেত্তা, নেপালে দেবপূজক, রাঢ়দেশে উপাধ্যায়, গয়ায় তন্ত্রধারক, কলিঙ্গদেশে জ্ঞান এবং গৌড়দেশে আচার্য্য বলে।

গ্রহদোষ-শান্তির জন্য যাহা কিছু দান করা হয়, তাহা ইঁহারাই পাইয়া থাকেন। এদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে, গ্রহবিপ্রকে দান করিলেই গ্রহ সন্তুষ্ট হন, গৃহস্থের কোন অমঙ্গল হয় না। শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থ ধরিয়া বলিতে হইলে যাহারা জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গ্রহদিগের গতিনির্ণয় ও কোষ্ঠী গণনা করিয়া শুভাশুভ-ফল নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেই গণক বলা যাইতে পারে। কিন্তু দেশে চলিত কথায় 'গণক' শব্দটী সেইরূপ তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হয় না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি আর কোন জাতি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহায় ব্যবসায় করিলে তাহাকে গণক বলে না; জ্যোতিষিক, জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রভৃতি অপর কোন নামে তাহার উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বকথিত জাতির মধ্যে কেহ কেহ গ্রহগণনা দূরে থাকুক, তিথি বা সকল নক্ষত্রের নাম না জানিলেও তাঁহাদিগকে গণক বলা হইয়া থাকে। অপরাপর ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহাদের কন্যা আদান-প্রদান চলে না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ও ধনী তাঁহাদের আচার-ব্যবহার উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের ন্যায়। তাঁহাদের সহিত উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণের কোন ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল আদান-প্রদান-প্রথা প্রচলিত নাই। অপর কতকগুলি বর্ণবিপ্র বা গণকব্রাহ্মণ আছে, তাহারা অশিক্ষিত গ্রহদান লইয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। নূতন বৎসর পড়িলে ইহারা বাড়ী বাড়ী যাইয়া নূতন পঞ্জিকার ফল শুনাইয়া থাকে; গৃহস্থেরা ইহাদিগকে তাহার দক্ষিণা বা পারিশ্রমিক স্বরূপ চাউল, ডাল, বস্ত্র ও ফল প্রভৃতি দেয়। পূর্ব্বে যে উচ্চশ্রেণী গণকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। উচ্চশ্রেণীয়াও ইহাদিগকে আপনাদের এক জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। ইহাদের আচার-ব্যবহার ঠিক চণ্ডালের মত, ইহারা চণ্ডালস্পৃষ্ট জল খাইয়া থাকে। গলদেশে দোদুল্যমান যজ্ঞোপবীতটী দেখিতে না পাইলে ইহাদিগকে ঠিক চণ্ডাল বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের জল শুদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ইহাদিগকে চণ্ডালের সমান মনে করেন। পূর্ব্ববঙ্গ, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের অনেকের বাস। যাহারা চণ্ডালের পুরোহিত তাহাদের সহিত ইহাদের আচার-ব্যবহার ও আদান-প্রদান চলিত আছে, আবার কোন কোনস্থানে ইহাদের মধ্যে কতক লোকই চণ্ডালগণের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহারা উচ্চশ্রেণী গণকদিগকে আপনার সজাতীয় মনে করে, কিন্তু অপরাপরেরা ইহাদিগের সহিত উচ্চশ্রেণীর গণকের যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করে না।

মনু যে সকল সঙ্করজাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের

মধ্যে ইহাদের নাম পাওয়া যায় না। রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালায় লিখিত আছে—

"দেবলাৎ গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ
তস্য বৃত্তিং দদৌ বিপ্র ! তিথিবারবিবেচনাম্ ॥"

দেবলের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে গণকজাতি উৎপন্ন, তিথিবার প্রভৃতির বিবেচনা (গণনা) করাই ইহাদের বৃত্তি। এই প্রমাণ অনুসারে বোধ হয়, বৈশ্যার গর্ভে দেবলের ঔরসে যে সঙ্করজাতি উৎপন্ন তাঁহারই সম্প্রতি আচার্য্য বা গণক বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু পরশুরামোক্ত জাতিমালার মতে—

"অম্বষ্ঠাদ্ গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ।
নক্ষত্রতিথিযোগাদিগ্রহনির্ণয়কারকঃ।"

অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে গণক বলে। নক্ষত্র, তিথি, যোগ ও গ্রহ প্রভৃতির নির্ণয় করাই ইহাদের বৃত্তি।

স্থানে স্থানে গণকদিগকে বর্ণবিপ্র বলা হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জাতিমালা দুইখানির মতে পতিত ব্রাহ্মণকেই বর্ণবিপ্র বলা হইয়াছে, সঙ্কর গণকজাতিকে বর্ণবিপ্র নামে উল্লেখ করা হয় নাই।

"ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা দ্বিজবর্ণত্বমাগতঃ।" (রুদ্রযাম° জাতিমা°)
"ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা বর্ণানাং ব্রাহ্মণোহভবৎ।"

(পরশু° জাতি°)

কোন কারণে পতিত ব্রাহ্মণকেই বর্ণদ্বিজ বা বর্ণবিপ্র বলা হইয়া থাকে।

পরশুরামোক্ত জাতিমালায় ইহাদের পতিত হইবার কারণও নির্দ্দিষ্ট আছে।

"চত্বারিংশৎ জাতিভেদা অমী পুত্রা বিলোমজা।
এতেষাং বিংশতেশ্চৈব পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়োদ্বিজঃ ॥"
শ্রোত্রিয়ঃ পতিতো ভূত্বা বর্ণানাং ব্রাহ্মণোহভবেৎ ॥"

(পরশুরামোক্ত জাতিমালা)

পূর্ব্বে যে চল্লিশটী সঙ্করজাতির কথা বলা হইয়াছে, ইহারা সকলেই বিলোমজ। ইহাদের বিংশতিটীর পৌরোহিত্য কার্য্য করিলে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পতিত হয়, এবং সেই পতিত ব্রাহ্মণকেই বর্ণব্রাহ্মণ বলে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে বর্ণব্রাহ্মণ ও গণক একজাতীয় নহে। যাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতির পুরোহিত, তাহারা বর্ণবিপ্র এবং যাহারা পূর্ব্বোক্ত সঙ্করজাতি, তাহারা গণক। কালক্রমে আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন হইয়া কোন কোন স্থানে উভয় জাতিই মিশিয়া গিয়াছে।

আবার গ্রহযামলে লিখিত আছে—

"গ্রহাণামর্চ্চনাহেতুঃ শাকদ্বীপসমুদ্ভবঃ।
ব্রহ্মবক্ত্রাদ্ভবেৎ জন্ম দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণো ধ্রুবম্।"

গ্রহগণের পূজার জন্য যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে শাকদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

বঙ্গে এখনকার অনেক শাস্ত্রবিৎ দৈবজ্ঞ আপনাদিগকে ঐরূপ গ্রহযামলোক্ত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। শাম্বপুরাণেও শাম্বকর্ত্তৃক শাকদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ আনিবার কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। [কোণার্ক ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ শব্দ দেখ।] কিন্তু ঐ পুরাণে ৪৩ অধ্যায়ে—

"ন ব্রাহ্মণ পরিবাদী ন তিথিনক্ষত্রদেশিকঃ স্যাৎ।"

ইত্যাদি বচন দ্বারা তিথিনক্ষত্রনিরূপণাদি দৈবজ্ঞের কার্য্য করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বোধ হয়, উক্ত পুরাণোক্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াও কোন কোন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণ হইতে হীন এবং গণকজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে "যে দেব-ব্রাহ্মণের ধন হরণ করে, সে ধূমান্ধকার নরকভোগ করিয়া শতজন্ম নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া শবর, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, পরে যবনসেবি ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে গণনোপজীব দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।" (শব্দকল্পদ্রুম)

বসেৎ স্বলোমমানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ।
ততো ভবেৎ স গণকো বৈদ্যশ্চ সপ্তজন্মসু ॥" (প্রকৃতিখণ্ড)

বাস্তবিক গণকজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারি গোলযোগ। জাতিমালা প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে সঙ্করজাতির কথা লিখিত আছে, তাহার কোথায়ও ইহা ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার সঙ্করগণকজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে ফরিদপুর অঞ্চলে পূর্ব্বোক্ত সঙ্করজাতিই গণক নামে পরিচিত। রাঢ় প্রভৃতি অঞ্চলের শাস্ত্রবিদ্ গণকেরা বলেন, তাঁহাদের সহিত ঐ জাতির কোনরূপ সংস্রব নাই। যাহা হউক প্রত্যেক গ্রন্থের মত ভেদ থাকায় ভিন্ন ভিন্ন গণকজাতি থাকিতে পারে। কিন্তু বাচস্পত্য কাহারও মত গ্রহণ না করিয়া চণ্ডালের ঔরসজাত একটী গণকজাতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে "চর্ম্মকারস্য দ্বৌপুত্রৌ গণকো বাদ্যপূরকঃ" এই কথাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু ঐ অসংপূর্ণ বচনটী কোন্ গ্রন্থের তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। নূতন সংস্করণের শব্দকল্পদ্রুমেও ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতেও কোন গ্রন্থের নাম নাই। আমরা বিশেষ প্রমাণ না পাওয়ায় ঐ মতকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। [গ্রহাচার্য্য দেখ।]

৫ কেতুবিশেষ, ইহারা আটটী, দেখিতে ঠিক তারাপুঞ্জের

ন্তায়, জ্যোতিষিকগণ ইহাদিগকে প্রজাপতিজাত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "তারাপুঞ্জনিকাশা গণকা নাম প্রজাপতেরষ্টৌ"।
(বৃহৎসংহিতা ১১।২৫)

গণকর্ম্মন্ (ক্লী) গণযজ্ঞ। [গণযজ্ঞ দেখ।]

গণকর্ণিকা (স্ত্রী) গণস্য গণেশস্য কর্ণ ইব পত্রমস্যাঃ বহুব্রী টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। ইন্দ্রবারুণী। (রাজনি°)

গণকার (পুং) গণং ধাত্বাদিপাঠং করোতি গণ-কৃ-অণ্ উপপদস°। ১ ধাতুসংগ্রহকর্ত্তা, যে গণপাঠ প্রণয়ন করে। ২ ভীমসেন। (শব্দরত্নাবলী।) গণং গণনাং করোতি গণ-কৃ-অণ্। ৩ যে গণনা করে, গণক।

গণকারি (পুং) গণং ধাত্বাদিপাঠং করোতি গণ-কৃ-বাহুলকাৎ ইঞ্। ১ ধাতুসংগ্রহকর্ত্তা, গণকার। এই শব্দটী পাণিনির কুর্ব্বাদিগণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে ণ্য প্রত্যয় হয়।

গণকী (স্ত্রী) গণক-ঙীষ্। গণকপত্নী। (জটাধর)

গণকুণ্ড, হিমালয়স্থ একটী পবিত্র কুণ্ড। (হিমাদ্রিখ° ৮।৪৮)

গণকুট (পুং) গণরূপং কূটং। বর এবং কন্তার দেবমনুষ্য বা রাক্ষসগণরূপ কূট। [বিবাহ দেখ।]

গণগতি (স্ত্রী) গণনাগতি।

গণচক্রক (ক্লী) গণানাং ধার্ম্মিকানাং চক্রমত্র।বহুব্রী কপ্। ধার্ম্মিকগণের মিলিত হইয়া একত্র ভোজন। (ত্রিকাণ্ড)

গণচ্ছন্দস্ (ক্লী) পাদপরিমিত ছন্দ।

গণজীববিজয়, সন্দেহসমুচ্চয় নামে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

গণতা (স্ত্রী) গণস্য ভাবঃ গণ-তল্ টাপ্। ১ সমূহের ভাব, সমূহত্ব। ২ সমূহ। ৩ (দেশজ) পক্ষপাত, আপনাদের বা পক্ষীয় লোকের পোষকতা করা, অন্তের যথার্থ অধিকার বিবেচনা না করিয়া স্বপক্ষীয় লোকের পক্ষে টানা।

গণতিথ (ত্রি) গণানাং পূরকং গণ-তিথুগ্। গণপূরক।

গণৎকার (গণকার শব্দজ) গণক।

গণদীক্ষিন্ (পুং) গণান্ দীক্ষয়তি দীক্ষ-ণিনি। ১ বহুযাজক। "বেণাভিশস্তবার্দ্ধুষি;গণিকা গণদীক্ষিণাম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
'গণদীক্ষিণো বহুযাজকাঃ।' (মিতাক্ষরা)
(ত্রি) গণস্য গণেশস্য শিবস্য বা দীক্ষা বিদ্যতেঽস্মিন্ অস্ত্য বা গণদীক্ষা-ইনি। ২ যিনি গণেশমন্ত্রে বা শিবমন্ত্রে দীক্ষিত।

গণদেবতা (স্ত্রী) গণভূতা দেবতা। দ্বাদশ আদিত্য, ১০ বিশ্বদেব, ৮বসু, ৩৬ তুষিত, ৬৪ আভাস্বর, ৪৯ বায়ু, ২২০ মহারাজিক, ১২ সাধ্য ও ১১ রুদ্র ইহাদিগকে গণ-দেবতা বলে। (জটাধর)

গণদ্রব্য (ক্লী) গণনায় দ্রব্যং ৬তৎ। ১ সাধারণ দ্রব্য, যাহার স্বামী অনেক। ২ দ্রব্যসমূহ।

গণদ্বীপ (পুং ক্লীং) গণানাং সপ্তানাং রাজ্যানাং দ্বীপঃ। দ্বীপবিশেষ, এই দ্বীপে সাতটী রাজ্য ছিল বলিয়া ইহাকে গণদ্বীপ বলে।

গণধর (পুং) ১ আচার্য্য। ২ অর্হৎ মহাবীরের অধীন সাধুভেদ।

গণন (ক্লী) গণ্যতে গণ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ সংখ্যা করা, গণা, ঠিক্ দেওয়া।
"যেনৈব লিখিতং কুর্য্যাৎ তেনৈব গণনং ভবেৎ।" (বিশ্বসার)
২ গ্রাহ্য করা। ৩ অবধারণ।
"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।" (হিতোপ°)

গণনা (স্ত্রী) গণ-যুচ্ টাপ্। সংখ্যা করা।
"যদি ত্রিলোকী গণনা পরাস্যাঃ
তস্যাঃ সমাপ্তি র্যদিনায়ুষঃ স্যাৎ।" (নৈষধ ৩।৪০)

গণনাগতি (স্ত্রী) কোন নির্দ্দিষ্ট উচ্চসংখ্যা।

গণনাথ (পুং) গণানাং প্রমথাদীনাং নাথঃ ৬তৎ। ১ প্রমথাধিপতি শিব। ২ গণেশ। (শব্দরত্নাবলী।) (ত্রি) ৩ যিনি অনেকের উপর আধিপত্য করেন, বহুলোকের স্বামী।

গণনায়ক (পুং) গণানাং নায়কঃ। ৬তৎ। ১ গণেশ।
"লেখকা ভারতস্যাস্য ভবত্বং গণনায়কঃ।" (ভারত ১।১।৭৭)
২ গণদেবতার অধিপতি।
"যত্র হ দেবপতয়ঃ স্বৈঃ স্বৈর্গণনায়কৈর্বিহিতমহার্হণাঃ।" (ভাগবত ৫।১৭।১৩।) গণানাং প্রমথানাং নায়কঃ ৬তৎ। ৩ শিব।

গণনায়িকা (স্ত্রী) গণানাং নায়কঃ শিবঃ তস্য শক্তিঃ গণনায়ক টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। দুর্গা। (ত্রিকাণ্ড)

গণনাপতি (পুং) ১ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্। ২ গণেশ।

গণনা-মহামাত্র (পুং) আয়-ব্যয়ের মন্ত্রী।

গণনীয় (ত্রি) গণ-অনীয়র্। গণনার্হ, যাহা গণনা করার যোগ্য।

গণপতি (পুং) গণানাং পতিঃ ৬তৎ। ১ গণেশ।
"অত্তুং বাঞ্ছতি শাম্ভবো গণপতেরাখুং ক্ষুধার্ত্তঃ ফণী।"
(পঞ্চতন্ত্র ১।১৭০)
২ শিব। ৩ বহুস্বামী, অনেক লোকের অধিপতি। ৪ আথর্ব্বোপনিষদ্‌বিশেষ।
"ত্রিপুরাতপনদেবীভাবনাভস্মজাবালগণপতিমহাবাক্যগোপালতপনকৃষ্ণহয়গ্রীবেতি।" (মুক্তিকোপনিষদ্)
৫ মৃচ্ছকটিক নাটকের একজন টীকাকার।
৬ গোপালের পুত্র, রত্নপ্রদীপ নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।
৭ বীরেশ্বরের পুত্র, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।
৮ রাম উপাধ্যায়ের পুত্র, চৌরপঞ্চাশিকা-টীকাকার।
৯ একটী বিশিষ্ট রাজোপাধি, দক্ষিণাপথে যবনদের

রাজগণ এই উপাধি ধারণ করিতেন। চোলরাজগণের অধঃপতনে গণপতি রাজগণের অভ্যুদয় হয়। কাহারও মতে ত্রিভুবনমল্লই এই বংশের প্রথম রাজা, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এখনও গণপতি রাজগণের আবির্ভাবকাল স্থির হয় নাই। [বরঙ্গল দেখ।]

গণপতিকল্প (পুং) বিঘ্নশান্তির জন্য গণপতির উদ্দেশে পূজা প্রভৃতি প্রক্রিয়াবিশেষ। বিনায়ক নামে এক প্রকার অপদেবতা বা ভূত আছে; সে সময়ে সময়ে সুন্দর নর-নারীদিগকে আশ্রয় করে বা যাহার প্রতি ইহার দৃষ্টি হয়, তাহাকে দেখিয়াই লোকে ভূতে পাইয়াছে বলিয়া স্থির করে। বিনায়কের আশ্রয় বা দৃষ্টি হইলে প্রায়ই দুঃস্বপ্ন হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতে পায় যেন সে অগাধ জলের তলে প্রবেশ করিয়া হাবুডুবু করিতেছে, কখনও সে কাটা-মুণ্ড দেখিতে পায়। ইহাই বিনায়ক-দৃষ্টির প্রধান লক্ষণ। ইহা ব্যতীত স্বপ্নে কাষায়-বস্ত্র-আচ্ছাদিত হিংস্র জন্তুর উপরে অধিরোহণও হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতি, গর্দ্দভ বা উষ্ট্রের সহিত একত্র বাস করিতে ভালবাসে। যখন একাকী কোথাও যাইতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন আর কতকগুলি লোক তাহার অনুগমন করিতেছে, ইহাতে সেই ব্যক্তি ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠে। মনের স্ফূর্ত্তি একেবারেই বিলুপ্ত হয়। যে কোন কাজ করিতে আরম্ভ করে, তাহারই বিপরীত ফল হয়। রাজকুমারের প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হইলে তিনি রাজত্ব হইতে বঞ্চিত থাকেন। কুমারীর প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হইলে সেই কুমারী স্বামিসুখে বঞ্চিত থাকিয়া ঘোর যাতনায় কালযাপন করে। গর্ভিণীর প্রতি বিনায়কের আবির্ভাব হইলে সন্তান নষ্ট হয়। বিদ্যার্থীর প্রতি ইহার দৃষ্টি হইলে সে ব্যক্তি আচার্য্য বা শ্রোত্রিয় হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টিতে বণিকের বাণিজ্যে লোক্সান ও কৃষকের কৃষি নষ্ট হয়। ইহার শান্তির জন্য যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বিধান করিয়াছেন। যাহার প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হয়, শুভদিনে শ্বেতসর্ষপ শিলায় পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত তাহার শরীরে মাখাইয়া দিবে এবং মাথায় সর্ব্বৌষধি ও সর্ব্বগন্ধ লেপন করিবে। পরে ঐ ব্যক্তিকে ভদ্রাসনে বসাইবে। অশ্বশালা, হাতীশালা, বল্মীক, সঙ্গমস্থান ও হ্রদের মৃত্তিকা, রোচনাগন্ধ ও গুগ্‌গুল্‌ জলে নিক্ষেপ করিবে। হ্রদ হইতে একবর্ণ চারিটী কলসী করিয়া জল আনিতে হয় এবং ভদ্রাসনখানিও রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মের উপরে স্থাপন করিতে হয়। পরে ঐ জল দিয়া সেই ব্যক্তিকে স্নান করাইতে হয়।

তাহার মন্ত্র—

"সহস্রাক্ষং শতধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতম্।
তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে॥
ভগন্তে বরুণো রাজা ভগং সূর্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ॥
যত্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্দ্ধনি।
ললাটে কর্ণয়োরক্ষোরাপস্তদ্‌ঘ্নন্তু সর্ব্বদা॥"

এই প্রকারে স্নান করাইয়া তাহার মাথায় উড়ুম্বরের স্রুব দিয়া সর্ষপতৈল দিবে, বামহস্তে কুশাগ্রগ্রহণ করিয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। মিত, সংমিত, শাল-কটঙ্কট, কুষ্মাণ্ড ও রাজপুত্র এই কয়টী নামের সহিত স্বাহা যোগ করিয়া চতুষ্পথে কুলার উপরে কুশ বিছাইয়া তাহার উপরে বলি দিতে হয়। কৃতাকৃত তণ্ডুল, পলান্ন, পক্ক ও অপক্ক মৎস্য এবং মাংস, নানাবর্ণ সুগন্ধ পুষ্প, তিনপ্রকার মদ, মূলক, পুরী, কচুরী প্রভৃতি মিষ্টান্ন, এরণ্ডের মালা, দধিযুক্ত অন্ন, পায়স, পিষ্টক ও মোয়া এই সকল দ্রব্য বিনায়কের পূজোপহার বা বলি। এই সকল পূজোপহার একত্র করিয়া মস্তকটী মাটিতে রাখিয়া বিনায়কজননীর আরাধনা করিবে, দূর্ব্বা ও সরিষার ফুল দিয়া ইহার অর্ঘ্য দিতে হয়। হাত যোড় করিয়া এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে।

"রূপং দেহি যশোং দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥"

ইহার পরে শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া শাদা চন্দন ও শাদা ফুলের মালায় শোভিত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং গুরুকে একটী যোড়া কাপড় দিবে। এই প্রকারে বিনায়কের পূজা শেষ হইলে নবগ্রহ, লক্ষ্মী ও আদিত্যপূজা আর মহাগণপতির তিলক করিবে। ইহাতে সকল দোষের শান্তি হয়। বিনায়কও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। (যাজ্ঞবল্ক্য)

গণপতিদেব, দক্ষিণাপথের বরঙ্গলের একজন রাজা প্রতাপ-রুদ্রের পুত্র। শিলালিপিপাঠে জানা যায়, ইনি (১২২৮ খৃষ্টাব্দে) চোলদিগকে পরাস্ত করিয়া কলিঙ্গদেশ অধিকার করেন।

গণপতিনাগ, সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক আর্য্যাবর্ত্তবাসী একজন রাজা, ইনি সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন।

গণপতিরাবল, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার, রাবল হরিশঙ্করের পুত্র ও রামদাসের পৌত্র। ইনি পর্ব্বনির্ণয়, মুহূর্ত্ত-গণপতি, শান্তিগণপতি, শ্রৌতাধানপদ্ধতি ও সম্বন্ধগণপতি নামে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

গণপতিব্যাস, ১ একজন প্রাচীন কবি, ইনি ১২১২ খৃষ্টাব্দের

পূর্ব্বে "ধারাধ্বংস" নামে একখানি ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন।

২ যোগসারসমুচ্চয় নামে বৈদ্যক গ্রন্থরচয়িতা।

গণপর্ব্বত (পুং) গণানাং প্রমথাদীনাং আবাসরূপঃ পর্ব্বতঃ। কৈলাসপর্ব্বত, এই পর্ব্বতে গণদেবতারা বাস করেন বলিয়া ইহাকে গণপর্ব্বত বলে।

গণপাঠ (পুং) গণানাং স্বরাদিগণানাং পাঠোঽত্র বহুব্রী। পাণিনি-প্রণীত একখানি গ্রন্থ, ইহাতে স্বরাদিগণের বিষয় লিখিত আছে।

গণপাদ (পুং) গণস্যৈব পাদোঽস্য বহুব্রী। যাহার পা-দুখানি প্রমথের ন্যায়। এই শব্দটী যুক্তারোহ্যাদি গণান্তর্গত, ইহার আদিস্বর উদাত্ত। (যুক্তারোহ্যাদয়শ্চ। পা ৬।২।৮১।)

গণপীঠক (ক্লী) গণস্য শিবস্য পীঠ আসনমিব কায়তি কৈ-কঃ। বক্ষঃস্থল। (শব্দচন্দ্রিকা।)

গণপুঙ্গব (পুং) গণঃ পুঙ্গবইব উপমিতসঃ। ১ গণশ্রেষ্ঠ। ২ দেশবিশেষ। [বহু।] ৩ তদ্দেশবাসী। ৪ সেই দেশের রাজা।

"কৌলিঙ্গান্ গণপুঙ্গবানথশিবীনায়োধ্যকান্ পার্থিবান্।"

(বৃহৎসংহিতা ৪।২৪)

গণপূজ্য (পুং) গণো গণেশো প্রমথো বা পূজ্যোঽত্র বহুব্রী। ১ দেশবিশেষ। [বহু] ২ তদ্দেশবাসী। ৩ সেই দেশের রাজা।

"গণিপূজ্যস্খলিতব্রতশবরপুলিন্দার্থপরিহীনাঃ।" (বৃহৎস° ১৬।৩৩)

গণপূর্ব্ব (পুং) গণানাং গ্রাম্যাদিস্থলীকানাং পূর্ব্বঃ প্রধানাং ৬তৎ। গ্রামণী, গ্রামের অধিনায়ক।

"অপরিজ্ঞাতপূর্ব্বাশ্চ গণপূর্ব্বাশ্চ ভারত।" (ভারত ১।২৩ অঃ)

'গণপূর্ব্বাঃ গ্রামণ্যঃ।' (নীলকণ্ঠ)

গণপ্রমুখ (পুং) জাতির বা শ্রেণীর মধ্যে প্রধান।

গণভর্ত্তৃ (গণানাং প্রমথাদীনাং ভর্ত্তা ৬তৎ। ১ মহাদেব।

"শৃঙ্গাণামুষা ভজতে গণভর্ত্তুরক্ষা" (কিরাতার্জ্জুনীয় ৪।৪২)

২ গণেশ। (ত্রি) ৩ বহুজনস্বামী, অনেকের অধিপতি।

গণভোজন (ক্লী) সাধারণ ভোজ।

গণমুখ (পুং) গণানাং মুখঃ ৬তৎ। গ্রামণী। "রবিজে নসিতে বিজিতে গণমুখ্যাঃ শস্ত্রজীবিনঃ ক্ষত্রম্" (বৃহৎসং ১৭।২৪)

গণযজ্ঞ (পুং) গণস্য ভ্রাতৃণাং সখীনাং বা সমূহস্য করণীয়ো যজ্ঞঃ। ভ্রাতৃবর্গ অথবা বন্ধুবর্গের অনুষ্ঠেয় মরুৎস্তোমনামক যজ্ঞ।

"বৈশ্যস্তোমদাক্ষায়ণাদয়ো মরুৎস্তোমে গণযজ্ঞো ভ্রাতৃণাং সখীনাং বা।" (কাত্যায়নশ্রৌত° ২২।১১।১২)

গণযাগ (পুং) গণোদ্দেশেন শাস্ত্রার্থং যাগঃ। ১ গণপতিকল্প। গণেশের উদ্দেশে করণীয় পূজাদি।

"বিজয়স্নানগ্রহযজ্ঞগণযাগাদিকিলিকেত্যাদি।" (বৃহৎস° ২ অঃ)

গণরত্ন (ক্লী) গণাঃ স্বরাদি গণাঃ রত্নানীব যত্র বহুব্রী। একখানি গ্রন্থ, পাণিনি গণপাঠে যে সকল গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই পদ্যাকারে ইহাতে লিখিত আছে। ব্যাকরণাধ্যায়ীর পক্ষে উহা বিশেষ উপকারী।

গণরাজ্য (ক্লী) দক্ষিণ অঞ্চলের একটী প্রদেশ।

"গণরাজ্যকৃষ্ণবেল্লূরপিশিকশূর্পাদ্রিকুসুমনগরাঃ।" (বৃহৎসং ১৪।১৪)

গণরাত্র (ক্লী) গণানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ সমাহারদ্বিগু, অচ্। রাত্রিসমূহ।

গণরূপ (পুং) গণা বহূনি রূপাণি যস্য বহুব্রী। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। (রাজনি°।)

গণরূপিন্ (পুং) গণা বহূনি রূপাণি সন্ত্যস্য গণরূপ-ইনি। শ্বেতার্কবৃক্ষ। (রত্নমালা)

গণবৎ (ত্রি) গণোঽস্ত্যস্য গণ-মতুপ্ মস্য বঃ। গণযুক্ত।

"গণবতী যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ।" (তৈত্তিরীয় স° ২।৩।৩।৫)

গণবতী (স্ত্রী) গণবৎ-ঙীপ্। দিবোদাসের মাতা। (ত্রিকাণ্ড°)

গণশস্ (অব্য) গণ-বীপ্সায়াং কারকার্থে শস্। বহুশঃ, দলে-দলে।

"স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণেশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বদেবা মরুতঃ" (শত° ব্রা° ১৩।৪।২।২৪)

গণশ্রি (পুং) গণং শ্রয়তি-গণ-শ্রি-ক্বিপ্, নিপাতনে হ্রস্বভাবঃ। দেবতাবিশেষ, যাঁহারা কোন একটী গণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, মরুৎ প্রভৃতি সাতটী গণদেবতা।

"রোদসী আবদতা গণশ্রিয়ো নৃষাচঃ শূরাঃ শবসাহি মন্যবঃ।"

(ঋক্ ১।৬৪।৯)

'গণশ্রিয়ো গণেশঃ শ্রয়মাণাঃ সপ্তগণরূপেণাবস্থিতাঃ' (সায়ণ।)

গণহাস (পুং) গণান্ হাসয়তি গণ-হস-ণিচ্ অণ্। ১ চোরনামক গন্ধদ্রব্য, হিন্দীভাষায় "কো-অরা" এবং নেপাল চলিত কথায় "ভটাউর" বলে। (ত্রি) ২ যে অনেক লোককে হাসাইতে পারে।

গণহাসক (পুং) গণান্ হাসয়তি গণ-হস-ণিচ্ ণ্বুল্, যদ্বা গণহাস-স্বার্থে কন্। ১ চোর নামক গন্ধদ্রব্য। (অমর।) (ত্রি) ২ যে বহু লোককে হাসাইয়া থাকে।

গণা (গণনা শব্দজ) ১ সংখ্যা করা, গণনা। ২ গ্রহদিগের স্থিতি বা গতি অনুসারে শুভাশুভ নির্ণয় করা। ৩ কোন ভবিষ্য বা অতীত ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, দৈবজ্ঞ বা জ্যোতির্বিদ যে উপায়ে তাহার বিষয় নির্ণয় করেন, তাহাকেও গণনা বলিয়া থাকে।

গণাক্রান্ত (ত্রি) গণেন আক্রান্তঃ। ১ কোন দলে বা পক্ষে স্থিত। ২ যে ব্যক্তিকে বহুলোকে আক্রমণ করিয়াছে।

গণাগ্রণী (পুং) গণানাং অগ্রণীঃ ৬তৎ। ১ গণেশ। (ত্রিকাণ্ড°) ২ যিনি অনেকের মধ্যে অগ্রগণ্য, সম্মানিত।

গণাচল (পুং) গণভূয়িষ্ঠোঽচলঃ। কৈলাসপর্ব্বত। এই পর্ব্বতে গণদেবতারা বাস করেন বলিয়া ইহাকে গণাচল বলে।

গণাচার্য্য (পুং) লোকগুরু, সাধারণের শিক্ষক।

গণাধিপ (পুং) গণানামধিপঃ ৬তৎ। ১ গণেশ। (অমর।) ২ শিব। (হলায়ুধ।) ৩ জৈনশাস্ত্রে জৈনশ্রেষ্ঠদিগকে গণাধিপ বলে, ইহারা এগারটী।

('গণা নবাস্তর্বিসংঘা একাদশ গণাধিপাঃ।' (হেম°)

গণান্ন (ক্লী) গণানামন্নং ৬তৎ। ১ বহুস্বামিক অন্ন, যাহাতে অনেকের স্বত্ব আছে। এই অন্ন খাইতে নাই। মনুর মতে—গণান্ন খাইলে উত্তম লোক লাভ করিতে পারে না, ইহা বেশ্যার অন্নের সমান। "গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি।" (মনু ৪। ২১৯) গণেভ্য উৎসৃষ্টমন্নং। ২ বহু লোকের খাওয়ার জন্য যে অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

গণাভ্যন্তর (পুং) গণঃ গণার্থোৎসৃষ্টমঠধনাদিঃ তেন অভ্যন্তরউপজীবী, ৩তৎ। যে ব্যক্তি মঠাদিতে গণ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধনাদি দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

"যক্ষ্মী চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এবচ ॥" (মনু ৩।১৫৪)

'গণাভ্যন্তরো গণার্থোৎসৃষ্টমঠধনাদ্যুপজীবী।' কুল্লূক। ভাষ্যকার মেধাতিথি 'গণাভ্যন্তর' শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাঁহার মতে যাহারা মিলিত হইয়া একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে গণ বলে, চলিত ভাষায় ইহাকেই, 'কোম্পানী' বলা হইয়া থাকে। এই গণের অন্তর্গত চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণকে গণাভ্যন্তর বলে।

'গণঃ সঙ্ঘঃ সহৈকয়া ক্রিয়য়া জীবন্তি যেতে গণশব্দবাচ্যাঃ তদন্তর্গতচাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণঃ গণাভ্যন্তরঃ' (মেধাতিথি)

গণি (স্ত্রী) গণ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) গণন, গণনা।

গণিআরী (গণিকারী শব্দজ) [গণিয়ারী দেখ।]

গণিকা (স্ত্রী) গণোলম্পট গণ উপপতিত্বেনাস্তি অস্যাঃ গণ-ঠন্ টাপ্। ১ বেশ্যা। মেধাতিথির মতে যে কামিনীগণ কেবল সম্ভোগলিপ্সায় বহুপুরুষে অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে পুংশ্চলী বলে এবং যাহারা সাজপোষাক করিয়া হাবভাবে যুবক মাতাইয়া বেশ্যাবেশে বাস করে, বাস্তবিক তাহাদের হৃদয়ে সম্ভোগলিপ্সা বা প্রেম কখনও স্থান পায় না, অর্থ দিতে পারিলে সকলের প্রতিই অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই বেশ্যাদিগকে গণিকা বলে।

"অন্যা গণিকা অন্যা পুংশ্চলী। গণিকা বেশ্যাবেশেন জীবতি, পুংশ্চলীন্দ্রিয়চপলা পুংশ্চলী যস্য কস্য চিন্মৈথুনসম্বন্ধেন ঘটতে" (মনু ৪।২১১ মেধাতিথি।) মনুর মতে ইহাদিগের অন্ন খাইলে কোনরূপ সদ্গতি হইতে পারে না। [বেশ্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] ২ যূথিকা, যুঁই।

গণিকারিকা (স্ত্রী) গণিং গণনং করোতি গণি-কৃ অণ্-ঙীষ্, গণিকারী স্বার্থে-কন্-টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বত্বঞ্চ। যদ্বা গণিং করোতি কৃ-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বঞ্চ। ১ নদী সমীপে উৎপন্ন বৃক্ষবিশেষ। চলিত বাঙ্গালায় বড় গণেরী বা আজ্ঞালু এবং হিন্দীভাষায় গণিয়ার বা অগেথ্ বলে। (Premna spinosa) ইহার পর্য্যায়—শ্রীপর্ণ, অগ্নিমন্থ, গণিকা, জয়া, তেজোমন্থ, জ্যোতিষ্ক, পাবক, অরণি, বহ্নিমন্থ, মথন, গিরিকর্ণিকা, অগ্নিমথন, তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা, অরণীকেতু, শ্রীপর্ণী, কর্ণিকা, নাদেয়ী, বিজয়া, অনন্তা, নদীজা। ইহা হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে দুইপ্রকার। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত; কফ, বায়ু, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, মলবন্ধ ও শ্রমনাশক। (রাজনি°)

গণিকারী (স্ত্রী) গণিকারিকা, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বসন্তকালে ইহার ফুল ফুটিয়া থাকে, ইহার সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হয়, চলিত কথায় ইহাকে গণিয়ারী বলে। ইহার পর্য্যায়—কাঞ্চনিকা, কাঞ্চনপুষ্পী, বসন্তদূতী, গন্ধকুসুমা, অলিমোদা, বাসন্তী, মদনমাদনী। ইহার গুণ—সুরভি, ত্রিদোষনাশক, দাহ, কামক্রীড়াজনক ও চাপল্যবৃদ্ধিকারী। (রাজনি°)

গণিত (ক্লী) গণ-ভাবে-ক্ত। ১ গণন, গণনা।

"পারে পরার্দ্ধং গণিতং যদি স্যাৎ।" (নৈষধ ৩।৪০)

২ গ্রহদিগের গতি-স্থিতি প্রভৃতির গণনা। গণয়ত্যনেন গণ করণে ক্ত। ৩ অঙ্কশাস্ত্র। গণিত দুই ভাগে বিভক্ত, ব্যক্ত গণিত বা পাটীগণিত ও অব্যক্ত গণিত বা বীজগণিত। [যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি শব্দে বিশেষ দ্রষ্টব্য।]

"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তসংজ্ঞং
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ।" (গোলাধ্যায়)

(ত্রি) গণ কর্ম্মণি ক্ত। ৪ যাহার গণনা করা হইয়াছে।

গণিতেন গণনয়া আগতং গণিত-অচ্। ৫ ক্ষেত্রাদির ফল, কালি।

"ক্ষেত্রস্য পক্ষকৃতিতুল্যচতুর্ভুজস্য
কর্ণৌ ততশ্চ গণিতঃ গণক! প্রচক্ষ।" (লীলাবতী)

গণিতাধ্যায় (পুং) গণিতং গ্রহস্থিত্যাদিগণনমধীয়তেঽত্র অধি-ই-আধারে ঘঞ্। ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত সিদ্ধান্তশিরোমণির একটী বিস্তৃত অধ্যায়। ইহাতে গ্রহদিগের মধ্যগতি ও

স্ফুটাদির বিষয় অতি সুন্দরভাবে লিখিত আছে। লীলাবতী ও বীজগণিত পড়া থাকিলে অনায়াসেই ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করা যাইতে পারে। [গ্রহ, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।]

গণিতিন্ (ত্রি) গণিতমনেন গণিত-ইনি (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৮৮।) যে গণনা করে।

গণিপিটক (ক্লী) জৈনদিগের দ্বাদশটী অঙ্গ। ১ আচারাঙ্গ, ২ সূত্রকৃত, ৩ স্থানাঙ্গ, ৪ সমবায়যুক্, ৫ ভগবতী, ৬ জ্ঞাতা ধর্ম্মকথা, ৭ উপাসকাস্তকৃৎ, ৮ অনুত্তরোপাতিকা, ৯ দশাহঃ, ১০ প্রশ্নব্যাকরণ, ১১ বিপাকশ্রুত, ১২ দৃষ্টিবাদ এই দ্বাদশটী অঙ্গকে গণিপিটক বলে। (১)

গণিয়ারী (গণিকারী শব্দজ) গণিকারী।

গণীভূত (ত্রি) গণ-চ্বি-ভূ-ক্ত। কোন গণ বা পক্ষে স্থিত, গণাক্রান্ত।

গণেয় (ত্রি) গণ-এয়। সংখ্যেয়, গণনীয়।

"পারে পরার্দ্ধ্যং গণিতং যদি স্যাদ্
গণেয়নিঃশেষগুণোঽপি স স্যাৎ।" (নৈষধ ৩।৪০)

গণেরু (পুং) গণ-বাহুলকাৎ এরুঃ। ১ কর্ণিকার বৃক্ষ। (মেদিনী) কর্ণিয়ার। (স্ত্রী) ২ বেশ্যা। ৩ হস্তিনী। (মেদিনী)

গণেরুকা (স্ত্রী) গণেরুষু বেশ্যাসু কায়তি কৈ-কঃ। দূতী, কুট্টনী। (ত্রিকাণ্ড)

গণেশ (পুং) গণানামীশঃ ৬তৎ। পার্ব্বতীনন্দন, শনির দৃষ্টিতে ইঁহার মস্তকটী ছিন্ন হইলে, বিষ্ণু হস্তীর মস্তক সংযোজিত করিয়া দেন, তাহাতে ইনি গজানন হইয়াছেন। [গজানন দেখ।] মহাবল ক্ষত্রিয়াস্তকারী পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়া শিব ও পার্ব্বতীকে নমস্কার করিতে কৈলাসে উপস্থিত হন। সেই সময়ে শিব ও পার্ব্বতী স্বচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহাদের নিদ্রার বিঘ্ন না হয়, এই জন্য গজানন দ্বারে প্রহরী ছিলেন। পরশুরাম দ্বারে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি শিব ও পার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। কিন্তু গণেশ তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন তাঁহারা নিদ্রিত, আপনি কিছুকাল এই স্থানেই থাকুন, পরে যাইয়া দেখা করিবেন।" পরশুরাম তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। কিছুকাল উভয়ই উভয়কে মিষ্ট বাক্যে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। পরশুরামের ক্রোধ হইল, তিনি গণেশকে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করায় গণেশ আপনার হাত দুইটী বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং একে একে সমস্ত ত্রিভুবনে তাঁহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন, পরিশেষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে পরশুরাম নিতান্ত লজ্জিত হইয়া গণেশকে লক্ষ্য করিয়া পরশু নিক্ষেপ করিলেন, অমোঘ পরশু গণেশকে বিনাশ করিতে পারিল না, কিন্তু গণেশের একটী দাঁত সমূলে উৎপাটিত করিল, সেই হইতেই গণেশ একদন্ত হইলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—গণেশখণ্ড)

গণেশ একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব যোগবলে বিপুলায়তন মহাভারত মনে মনে রচনা করিলেন, কিন্তু লেখকের অভাবে জনসমাজে তাহার প্রচার করিতে না পারিয়া নিতান্তই চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইলেন। একদিন হিরণ্যগর্ভ তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাঁহাকে আপনার মনোদুঃখ জানাইলেন। তাহাতে হিরণ্যগর্ভ গণেশকে লেখক করিতে পরামর্শ দিলেন। ব্যাসদেব গণেশকে লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। গণেশ লিখিতে অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথা থাকে, যদি ব্যাসদেবের বলিতে কাল বিলম্ব হয়, অর্থাৎ তাঁহার দোষে গণেশের লেখনার বিশ্রান্তি হয়, তবে আর তিনি লিখিবেন না। গণেশ লিখিতে আরম্ভ করেন, ব্যাস বলিতে লাগিলেন। যখন ব্যাস দেখিতেন যে, আর বলিতে পারেন না, তখনই দুই একটী কূটশ্লোক রচনা করিয়া বলিতেন। গণেশ অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না, কাজেই সেই কূট শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কিছুকাল লেখনীবদ্ধ থাকিত, এই অবসরে ব্যাস মনে মনে অনেক রচনা করিয়া ফেলিতেন। (ভারত ১।১ অঃ।)

গণেশকে স্মরণ করিয়া বা গণেশের মূর্ত্তি দেখিয়া যে কোন কার্য্যের আরম্ভ করা হয়, তাহাই নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধি হয়, এই কারণে গণেশকে সিদ্ধিদাতা বলে।

আস্তিক হিন্দু লেখকগণ সর্ব্বপ্রথমে গণেশের নাম লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে গণেশ একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও সিদ্ধিদাতা, প্রথমে তাঁহার নাম লিখিলে আর বিঘ্ন হয় না।

স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে, বক্রতুণ্ড কপিল, চিন্তামণি ও বিনায়ক প্রভৃতি রূপে গণেশের অবতারের কথা লিখিত আছে।

গণপতিতত্ত্ব নামক গ্রন্থের মতে গণেশই পরব্রহ্ম, শ্রুতি, স্মৃতি পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর বা পরমাত্মা বলিয়া গণেশকেই উল্লেখ করিয়াছেন। গণপতিতত্ত্বে প্রমাণস্বরূপ এই শ্রুতি উদ্ধৃত আছে—"এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ ভূতপতিঃ এষ ভূত

(১) "আচারাঙ্গ সূত্রকৃতং স্থানাঙ্গং সমবায়যুক্।
পঞ্চমং ভগবত্যঙ্গং জ্ঞাতাধর্ম্মকথাপিচ।
উপাসকান্তকৃদনুত্তরোপাতিকা দশাহঃ।
প্রশ্নব্যাকরণঞ্চৈব বিপাকশ্রুতমেবচ।
ইত্যেকাদশ সোপাঙ্গান্যঙ্গানি দ্বাদশ পুনঃ।
দৃষ্টিবাদো দ্বাদশাঙ্গী স্যাদগণিপিটকাহ্বয়ঃ।" (হেমচন্দ্র)

নয়ঃ...প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গণেশঃ।" অর্থাৎ গণেশই সকলের ঈশ্বর, ইনি সকল ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান পদার্থ জানিতে পারেন, মূর্ত্তিভেদে এই গণপতিই সমস্তকে প্রতিপালন করেন, আবার সমস্ত জন্তু-পদার্থ ইহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মার অধিপতিও গণেশ, ইঁহার আরাধনায় মুক্তি হইয়া থাকে। গণপতিতত্ত্বে এই মতের পরিপোষক অনেক যুক্তি ও প্রমাণ আছে। এদেশে যেরূপ শক্তির উপাসককে শাক্ত ও বিষ্ণুর উপাসককে বৈষ্ণব বলে, সেই প্রকার যাহারা গণপতির উপাসক, তাহাদিগকে গাণপত্য বলে। হিন্দুগণ সিদ্ধিদাতা গণেশকে ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে পূজা করিয়া থাকেন। গণেশ অনেক প্রকার। তন্ত্রে পঞ্চাশটী গণেশের উল্লেখ আছে। যথা—১ বিঘ্নেশ, ২ বিঘ্নরাজ, ৩ বিনায়ক, ৪ শিবোত্তম, ৫ বিঘ্নকৃৎ, ৬ বিঘ্নহর্ত্তা, ৭ গণ, ৮ একদন্ত, ৯ অদন্তক, ১০ গজবক্ত্র, ১১ নিরঞ্জন, ১২ কপর্দ্দী, ১৩ দীর্ঘজিহ্বক, ১৪ শঙ্কুকর্ণ, ১৫ বৃষভধ্বজ, ১৬ গণনায়ক, ১৭ গজেন্দ্র, ১৮ সূর্পকর্ণ, ১৯ ত্রিলোচন, ২০ লম্বোদর, ২১ মহানন্দা, ২২ মূর্ত্তিমূর্ত্তি, ২৩ সদাশিব, ২৪ আমোদ, ২৫ দুর্মুখ, ২৬ সুমুখ, ২৭ প্রমোদক, ২৮ একপাদ, ২৯ দ্বিজিহ্ব, ৩০ শূরবীর, ৩১ ষন্মুখ, ৩২ বরদ, ৩৩ বামদেব, ৩৪ বক্রতুণ্ড, ৩৫ দ্বিরণ্ডক, ৩৬ সেনানী, ৩৭ গ্রামণী, ৩৮ মত্ত, ৩৯ বিমত্ত, ৪০ মত্তবাহক, ৪১ জটী, ৪২ মণ্ডী, ৪৩ খড়্গী, ৪৪ বরেণ্য, ৪৫ বৃষকেতন, ৪৬ ভক্ষপ্রিয়, ৪৭ গণেশ, ৪৮ মেঘনাদ, ৪৯ ব্যাপী, ৫০ গণেশ্বর (১)। (শারদাতিলকে রাঘবটীকা) ইহার মধ্যে অনেকগুলি নামই আভিধানিকেরা এক গণেশের পর্য্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে গণেশ একটী—এইগুলি তাঁহার নামান্তর। এই পঞ্চাশটী গণেশের আবার পঞ্চাশটী শক্তি আছে, তাঁহাদের নাম—১ হ্রী, ২ শ্রী, ৩ পুষ্টি, ৪ শান্তি, ৫ স্বস্তি, ৬ সরস্বতী, ৭ স্বাহা, ৮ মেধা ৯ কান্তি, ১০ কামিনী, ১১ মোহিনী, ১২ নটী, ১৩ পার্ব্বতী, ১৪ জ্বালিনী ১৫ নন্দা, ১৬ সুযশা ১৭ কামরূপিণী, ১৮ উমা, ১৯ তেজোবতী ২০ সত্যা, ২১ বিঘ্নেশানী, ২২ সুরূপিণী, ২৩ কামদা, ২৪ মদজিহ্বা, ২৫ ভূতি, ২৬ ভৌতিক, ২৭ সিতা ২৮ রমা, ২৯ মহিষী, ৩০ শৃঙ্গিণী, ৩১ বিকর্ণপা, ৩২ ভ্রূকুটি, ৩৩ দীর্ঘঘোণা, ৩৪ ধনুর্দ্ধরা, ৩৫ যামিনী ৩৬ রাত্রি, ৩৭ কামান্ধা, ৩৮ শশিপ্রভা, ৩৯ লোলাক্ষী, ৪০ চঞ্চলা, ৪১ দীপ্তি, ৪২ সুভগা ৪৩ দুর্ভগা, ৪৪ শিবা, ৪৫ ভর্গা, ৪৬ ভগিনী, ৪৭ ভজনা, ৪৮ কালরাত্রি, ৪৯ কালিকা, ৫০ লজ্জা।

(শারদাতিলকটীকায় রাঘবভট্ট।)

গণেশের শরীরটী স্থূল অথচ খর্ব্ব, হস্তিমুখ, উদর লম্বিত, ইহার কপাল হইতে মদজল বাহির হইতেছে, তাহার সৌরভে আকুল হইয়া মধুপকুল গণ্ডস্থলের নিকটে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিয়া থাকে। বৃহৎ দন্তের আঘাতে অরিকুল নিধন করায় তাহাদের রক্তে সিন্দূরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। গণেশ বাস্তবিকই বড় সুন্দর, ইহার আরাধনা করিলে বিঘ্ন বিনাশ হয় ও সিদ্ধি হইয়া থাকে। (তন্ত্র)

গণেশের ধ্যান। যথা—"খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল-গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরং বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু।"

প্রায় সকলেই এই ধ্যান করিয়া গণেশের পূজা করিয়া থাকেন। তন্ত্রসারে গণেশের আর একটী ধ্যান লিখিত আছে, তান্ত্রিকগণ সেই ধ্যান করিয়া গণেশপূজা করেন। গণেশের তান্ত্রিক ধ্যান যথা—

"সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং,
দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরকরবিলসদ্ বীজপূরাভিরামম্।
বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং,
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্।" (তন্ত্রসার)

এই ধ্যান অনুসারে জানা যায় যে গণেশের চারিখানি হাত ও তিনটী নেত্র, ইনি ইন্দুরবাহন, ইন্দুরে চড়িয়া

ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অনেক স্ত্রীলোকের বিশ্বাস যে, গণেশের আরাধনা করিলে গৃহে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য থাকে না। অনেক গৃহস্থ কৃষকমহিলা বিজয়ার দিনে দুর্গাপ্রতিমার পার্শ্বস্থিত গণেশমূর্ত্তির পায়ে ইন্দুর মাটি দিয়া ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

গণেশের বীজ গৌ। গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে

---

(১) "বিঘ্নেশো বিঘ্নরাজশ্চ বিনায়কশিবোত্তমো—
ব্যাপী গণেশ্বরঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চাশদ্ গণপাইমে।
(শারদাতিলকটীকায় রাঘবভট্ট)

স্বাহা, ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিতে হয়। গণেশের পৌরাণিকমন্ত্র, "ওঁ নমো গণেশায়।"

ইঁহার গায়ত্রী—

"একদংষ্ট্রায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নো বিঘ্ন প্রচোদয়াৎ।" (প্রাণতোষিণী)

গণেশের নমস্কারমন্ত্র—

"দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নান্ হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ॥"

পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলে বক্রতুণ্ড ও ঢুণ্ঢিরাজ এই দুই গণেশ অতি প্রসিদ্ধ, সেই অঞ্চলে এই দুই গণেশের উপাসনাই অধিক প্রচলিত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে—,'ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গণেশ্বরায় ব্রহ্মরূপায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদেশায় বিঘ্নেশায় নমো নমঃ।" এই মন্ত্রে গণেশের পূজা করিতে হয়। তুলসীপত্র দ্বারা গণেশের পূজা করা নিষিদ্ধ। গণেশের এই মন্ত্রটী পঞ্চাশ লক্ষ জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। গণেশের পূজা শেষ হইলে স্তব পাঠ করিতে হয়। গণেশের স্তব, যথা—

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

"ঈশ! ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
নিরূপিতুমশক্তোঽহং অনুরূপমনূহকম্
প্রবরং সর্ব্বদেবানাং সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরুম্।
ব্রহ্মস্বরূপং সর্ব্বেশং জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্॥
অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্।
বায়ুতুল্যাতিনির্লিপ্তং চাক্ষতং সর্ব্বসাক্ষিণম্॥
সংসারার্ণবপারেচ মায়াপোতে সুদলভম্।
কর্ণধারস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকম্॥
বরং বরেণ্যং বরদং বরদানামপীশ্বরম্।
সিদ্ধং সিদ্ধিস্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধিসাধনম্॥
ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যেয়ঞ্চ ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধার্ম্মিকম্।
ধর্ম্মস্বরূপং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রদম্॥
বীজং সংসারবৃক্ষাণামঙ্কুরঞ্চ তদাশ্রয়ম্।
স্ত্রীপুংনপুংসকানাঞ্চ রূপমেতদতীন্দ্রিয়ম্॥
সর্ব্বাদ্যমগ্রপূজ্যঞ্চ প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্।
ত্বাং স্তোতুমক্ষমোঽনন্তঃ সহস্রবদনেন চ॥
নক্ষমঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ নক্ষমশ্চতুরাননঃ।
সরস্বতী ন শক্তাচ ন শক্তোঽহং তব স্তুতৌ॥
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা সুরেশং সুরসংসদি।
সুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্দ্ধং বিররাম রমাপতি॥
ইদং বিষ্ণুকৃতং স্তোত্রং গণেশস্য চ যঃ পঠেৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ॥
তদ্বিঘ্ননিঘ্নং কুরুতে বিঘ্নেশঃ সততং মুনে।
বর্দ্ধয়েৎ সর্ব্বকল্যাণং কল্যাণজনকঃ সদা॥
যাত্রাকালে পঠিত্বাতু যো যাতি ভক্তিপূর্ব্বকম্।
তস্য সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি র্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥
তেন দৃষ্টঞ্চ দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নমুপজায়তে।
কদাপি ন ভবেৎ তস্য গ্রহপীড়া চ দারুণা॥
ভবেদ্ বিনাশঃ শত্রুণাং বন্ধুনাঞ্চ বিবর্দ্ধনম্।
শশ্বদ্ বিঘ্নবিনাশশ্চ শশ্বৎ সম্পদ্বিবর্দ্ধনম্॥
স্থিরা ভবেদ্ গৃহে লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যমিহ প্রাপ্য অন্তে বিষ্ণুপদং লভেৎ॥
ফলঞ্চাপি চ তীর্থানাং যজ্ঞানাং যদ্ভবেৎ ধ্রুবম্।
মহতাং সর্ব্বদানানাং শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণেশখণ্ডে বিষ্ণুকৃতং গণেশস্তোত্রং।

গণেশের কবচ—

শনৈশ্চর উবাচ।

সর্ব্বদুঃখবিনাশায় দুঃখপ্রশমনায় চ।
কবচং বিঘ্ননিঘ্নস্য বদ বেদবিদাংবরঃ॥
বভূবৈষাং বিবাদশ্চ শক্ত্যাচ মায়য়া সহ।
উদ্বিগ্ন শমনার্থঞ্চ কবচং ধারয়ামাহম্॥

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

বিনায়কস্য কবচং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
সুগোপ্যঞ্চ পুরাণেষু দুর্লভঞ্চাগমেষু চ॥
উক্তং কৌথুমশাখায়াং সামবেদে মনোহরম্।
কবচং বিঘ্ননাথস্য সর্ব্ববিঘ্নহরং পরম্॥
রাজ্যং দেয়ং শিরোদেয়ং প্রাণাদেয়াশ্চ সূর্য্যজ।
এবং ভূতঞ্চ কবচং নদেয়ং প্রাণসঙ্কটে॥
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ স্বেচ্ছয়াস্য চ মায়য়া।
নিত্যোঽয়মেকদন্তশ্চ কবচং চাস্য বৎসক॥
পূজাস্য নিত্যা স্তোত্রঞ্চ কল্পে কল্পেঽস্তি সন্ততম্।
অস্যাস্য জন্মনঃ পূর্ব্বং মুনয়শ্চ সিষেবিরে॥
যথা মদবতারেষু জন্মবিগ্রহধারণম্।
তথা গণেশ্বরস্যাপি জন্ম শৈলসুতোদরে॥
যদ্ ধৃত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে জীবন্মুক্তাশ্চ ভারতে।
নিঃশঙ্কাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে শত্রুপক্ষবিমর্দ্দকাঃ॥
কবচং বিভ্রতাং মৃত্যুর্ন যাতি সন্নিধিং ভিয়া।
নায়ু র্ব্যয়োনাশুভঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডেন পরাজয়ঃ॥
দশলক্ষ জপেনৈব সিদ্ধঞ্চ কবচং ভবেৎ।
যো ভবেৎ সিদ্ধকবচো মৃত্যুং জেতুং স চ ক্ষমঃ॥

অনিরুদ্ধকবচো বাগ্মী চিরজীবী মহীতলে।
সর্ব্বত্র বিজয়ী পূজ্যো ভবেদ্‌গ্রহণমাত্রতঃ॥
মালাশতমিদং পুণ্যং কবচঞ্চেদমেবচ।
বিভ্রতাং সর্ব্বপাপানি প্রণশ্যন্তি সুনিশ্চিতম্॥
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
ডাকিন্যো যোগিনশ্চৈব বেতালাদয় এবচ॥
বালগ্রহা গ্রহাশ্চৈব ক্ষেত্রপালাদয়স্তথা।
তেষাঞ্চ শব্দমাত্রেণ পলায়ন্তে চ ভীরবঃ॥
আধয়ো-ব্যাধয়ো মোহাঃ শোকাশ্চৈব ভয়াবহাঃ।
ন যান্তি সন্নিধিং তেষাং গরুড়স্য যথোরগাঃ॥
ঋজবে গুরুভক্তায় স্বশিষ্যায় প্রকাশয়েৎ।
খলায় পরশিষ্যায় দত্ত্বামৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ॥
সংসারমোহনস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ বৃহতী দেবোলম্বোদরঃ স্বয়ম্॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বেষাং কবচানাঞ্চ সারভূতমিদং মুনে।
ওঁ গৌং শ্রীগণেশায় স্বাহা মে পাতু মস্তকম্॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরোমন্ত্রো ললাটং মে সদাবতু।
ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ গমিতি চ সন্ততং পাতু লোচনম্।
তালুকং পাতু বিঘ্নেশঃ সন্ততং ধরণীতলে॥
ওঁ গৌং গং শূর্পকর্ণায় স্বাহা পাত্বধরং মম।
দন্তানি তালুকাং জিহ্বা পাতু মে ষোড়শাক্ষরম্॥
ওঁ লং শ্রীঁ লম্বোদরায়েতি স্বাহা গণ্ডং সদাবতু।
ওঁ ক্লীঁ হ্রীঁ বিঘ্ননাশায় স্বাহা কর্ণং সদাবতু॥
ওঁ শ্রীঁ গং গজাননায়েতি স্বাহা স্কন্ধং সদাবতু।
ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বিনায়কায়েতি স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু॥
ওঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ইতি কঙ্কালং পাতু বক্ষঃস্থলঞ্চগম্।
করৌ পাদৌ সদা পাতু সর্ব্বাঙ্গং বিঘ্ননিঘ্নকৃৎ॥
প্রাচ্যাং লম্বোদরঃ পাতু আগ্নেয্যাং বিঘ্ননায়কঃ॥
দক্ষিণে পাতু বিঘ্নেশো নৈর্ঋত্যাস্তু গজাননঃ।
পশ্চিমে পার্ব্বতীপুত্রো বায়ব্যাং শঙ্করাত্মজঃ॥
কৃষ্ণস্যাংশশ্চোত্তরে চ পরিপূর্ণতমস্য চ।
ঐশান্যামেকদন্তশ্চ হেরম্বঃ পাতু চোর্দ্ধতঃ॥
গণাধিপ ইত্যধঃ পাতু সর্ব্বপূজ্যস্তু সর্ব্বতঃ।
স্বপ্নে জাগরণে চৈব পাতু মাং যোগিনাং গুরুঃ॥
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
সংসারমোহনং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্॥
শ্রীকৃষ্ণেণ পুরা দত্তং গোলোকে রাসমণ্ডলে।
বৃন্দাবনে বিনীতায় মহ্যং দিনকরাত্মজ॥
পরং বরং সর্ব্ব পূজ্যং সর্ব্ব সঙ্কটতারণম্।
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েত্তু যঃ॥
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্নসংশয়ঃ।
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানিচ।
গ্রহেন্দ্র! কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
ইদং কবচ মজ্ঞাত্বা যোভজেচ্ছঙ্করাত্মজম্।
শত লক্ষ প্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ।"

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সংসারমোহনং নাম কবচং সমাপ্তং।

২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্, ইনি আপপ্রশ্ন, জাতক-কল্পলতা, তিথিচিন্তামণিপঞ্চাঙ্গসাধন, তিথিচিন্তামণিসারণী, পাটীটীকা, ভাবাধ্যায়, রত্নাবলীপদ্ধতি, স্ত্রীজাতক প্রভৃতি সংস্কৃত জ্যোতিষ রচনা করেন।

৩ হিরণ্যকেশিকারিকারচয়িতা।

৪ পিষ্টপশুসরণী ও মহিষোৎসর্গবিধি নামক ধর্ম্মশাস্ত্র-সংগ্রহকার।

৫ ভাগবততাৎপর্যতোষিণী-রচয়িতা।

৬ রসতরঙ্গিণীর রসোদধি নামে টীকাকার।

৭ স্মৃতিচন্দ্রোদয়-প্রণেতা।

৮ কৃষ্ণভট্টের পুত্র, ঋগ্বেদপাঠানুক্রমণদীপিকা-রচয়িতা।

৯ গোপালের পুত্র, ইনি ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে জাতকালঙ্কার নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

১০ ঢুণ্ডিরাজের পুত্র, ইনি গণিতমঞ্জরী, তাজিকচন্দ্রিকা-বিনোদ, তাজিকভূষণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১১ বল্লালের পুত্র, শিবতোষিণী নামে লিঙ্গপুরাণের টীকাকার।

১২ রামদেবের পুত্র, নলোদয়টীকা-রচয়িতা।

গণেশকুণ্ড (ক্লী) ১ নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী একটী কুণ্ড। স্কন্দ-পুরাণে গণেশখণ্ডে এই কুণ্ডটীর উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—একদিন পার্ব্বতী ও শিব পর্য্যঙ্কাসনে নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময়ে সিন্দুর নামক একটা দুষ্ট দৈত্য আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। পার্ব্বতী ও শিবকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া সিন্দুর পার্ব্বতীর উদরে প্রবেশ করিল এবং পার্ব্বতীর গর্ভস্থ সন্তানের মুণ্ড কাটিয়া লইয়া বাহির হইল। ঐ গর্ভে গণেশের জন্ম হয়। সিন্দুর গণেশের মুণ্ডটী নর্ম্মদার তীরে যে স্থানে রাখিয়াছিল, সেই স্থানে একটী কুণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম গণেশকুণ্ড। এই কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী শিলাখণ্ড রক্তবর্ণ, কেহ কেহ সেই শিলাখণ্ডকে গণেশশিলা বলিয়া থাকেন। রাজগীরের মধ্যবর্ত্তী একটী পবিত্র উষ্ণপ্রস্রবণ।

গণেশকুসুম (স্ত্রী) গণেশবদ্‌ রক্তং কুসুমং। ১ রক্তকুসুম। (শব্দার্থচিন্তামণি।) ২ রক্তকরবীর। (রাজনি°)

গণেশখণ্ড (স্ত্রী) স্কন্দপুরাণের একটী অংশ, ইহাতে গণেশের আবির্ভাব প্রভৃতি বর্ণিত আছে। ২ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এক খণ্ড, ইহাতেও গণেশের বিষয় বর্ণিত আছে।

গণেশখিন্দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলার অন্তর্গত একটী খ্যাত গণ্ডগ্রাম। বোম্বাই যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে চতরসিংহী দেবীর মন্দির আছে। ভীমবর্দ্ধা পাহাড় অশ্বখুরাকারে ঘুরিয়া আসিয়া এইখানে প্রায় মিলিত হইয়াছে। এইখানে পাহাড়ের উপর একটী গুহামন্দির আছে। তাহার দৈর্ঘ্য ২০ ফিট, বিস্তার ১৫ ফিট ও উচ্চতা ১০ ফিট হইবে। এখন একজন বাবাজী এই গুহামন্দিরে বাস করিতেছেন। একটী শিবলিঙ্গ, বিথোবা ও লক্ষ্মীরমূর্ত্তি আছে। তাহার ২০ হস্ত পশ্চিমে পাহাড়ের উপরদিকে দুইটী গুহা আছে। তাহার কিয়দ্দূরে জল রাখিবার একটী ভূমি আছে। প্রতি শুক্রবারে এখানে হাট বসে। আশ্বিন মাসে নবরাত্রির সময় মন্দিরে কিছু ধূমধাম হয়। জাটদিগের রাজা গুহার দ্বারদেশে একটী দেওয়াল গাঁথাইয়া দিয়াছেন। জাটরাজের প্রতিষ্ঠিত একটী কূপও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে।

গণেশখিন্দে বোম্বাইয়ের লাটসাহেবের একটী বাটী আছে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তিনি এই বাটীতে অবস্থিতি করেন। নিকটে অন্যান্য সাহেবদিগের থাকিবারও স্বতন্ত্র বাটী আছে।

গণেশগুহা, ১ (গণেশ লেনা) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে পুণানগরের নিকটস্থ কতকগুলি গুহা, যেখানে হাটকেশ্বর ও সলিমান পাহাড় মিলিয়াছে, তথা হইতে একটী ছোট পাহাড় বাহির হইয়া পুণানগরের উত্তরদিকে গিয়াছে। এই ছোট পাহাড়ে সারি সারি অনেকগুলি গুহা খোদিত, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর গুহাটীর নাম গণেশলেনা। ইহার মধ্যে গণপতির মন্দির। নগরের উত্তরভাগ হইতে কুড়কি, তৎপরে ইক্ষু, তেঁতুল ও আম বাগান দিয়া এই মন্দিরে যাইতে হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৬ষ্ঠ পেশবা রঘুনাথরাওর পুত্র অমৃতরাও এই সকল আম্র-বৃক্ষ রোপণ করেন। তাহার পর মন্দিরে উঠিবার পথে পাহাড়ের গায়ে গণপতির ভক্তগণের নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী। সোপান ও অসম পাহাড়ের ভূমি পার হইয়া মন্দিরে যাইতে হয়। একাদিক্রমে ইহার মধ্যে ২৪টী গুহামন্দির আছে। তাহাতে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও নানাবিধ শিলালিপি খোদিত।

২ উড়িষ্যার অন্তর্গত উদয়গিরি পাহাড়ের একটী গুহা-মন্দির। পাহাড়ের উপরদিকে এই গুহা অবস্থিত। ইহার অভ্যন্তরে গণেশদেবের মূর্ত্তি এবং অপর অপর বহুবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই গুহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

গণেশচতুর্থী, দক্ষিণাপথবাসীর করণীয় একটী প্রধান ব্রত। বোম্বাই ও পুণাঅঞ্চলে এই উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের মতে, ভাদ্রপদী চতুর্থীতে গণেশের জন্ম, তদুপলক্ষে এই ব্রতের উৎপত্তি *। এইজন্ত বোম্বাই প্রদেশের অনেকের বাটীতে স্বতন্ত্র দালান নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ব্রতে পূজার আড়ম্বর যথেষ্ট। ব্রতের কএক দিন পূর্ব্বে দালান চূণকাম করিয়া পরিষ্কার করা হয়। যাহার যেমন সাধ্য, সে সেইরূপ আলোকমালায় গৃহ সজ্জিত করে। গণেশচতুর্থীর দিন প্রাতে বাটীর কর্ত্তা ও বালকগণ বেহারা, পাল্কী ও বাদ্যকর সঙ্গে লইয়া বাজারে যান। তথায় গণপতির একটী মাটির মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া পাল্কিতে বসাইয়া বাদ্য করিতে করিতে গৃহে আনেন। বড়লোকের মধ্যে অনেকের বাটীতেই মূর্ত্তি গড়া হয়। কোথাও বা একটী থালের উপরে চাউলের গুঁড়ি দিয়া গণেশমূর্ত্তি অঙ্কিত করে। ভিন্ন ভিন্ন বাটীর ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম। মূর্ত্তি প্রায়ই চতুর্ভুজ। বাজারে যে মূর্ত্তি বিক্রয় হয়, তাহা একশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা নির্ম্মাণ করে। দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণই তাহাদের ব্যবসায়। বাজার হইতে গণেশমূর্ত্তি বাটীতে পৌছিলে গৃহিণী প্রদীপ লইয়া আরতি করিয়া দালানে আনিয়া সিংহাসনে স্থাপন করেন। পরে পুরোহিত আসিয়া যথাবিহিত পূজাদি করেন। গণেশের বাহন ইন্দুরটীও নিকটে থাকে। পুরোহিতের পূজার পর গৃহস্বামী বাটীর সকলের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গণপতিদেবের মহিমা গান করেন। এইরূপ গান প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় হয়। প্রাতে সকলে চাউলের গুঁড়ির প্রস্তুত আনন্দলাড়ু আহার করে। রাত্রিতে উহার কতকঅংশ ইন্দুরদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। প্রবাদ আছে যে, একদিন গণপতি মূষিকে চড়িয়া যাইতে যাইতে পড়িয়া যান। আকাশে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। গণপতি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে অভিসম্পাত করেন যে, কেহ আর চন্দ্রদেবকে দেখিবে না। চন্দ্রদেব অপরাধ স্বীকার করিয়া শাপমোচনের জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গণপতি তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। এইজন্ত বলিলেন যে, বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিনও

* ভবিষ্যোত্তরপুরাণের মতে ফাল্গুনমাসের চতুর্থীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

লোকে তাঁহার মুখ দেখিবে না। এইজন্য গণপতির জন্ম-দিবসে নষ্টচন্দ্র হয়। সেইদিন কেহ চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। চতুর্থীব্রতের পর কেহ বা একদিন কেহ বা দুইদিন কেহ বা ২১ দিন পর্য্যন্ত গণপতির প্রতিমার পূজা করে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পূজা হইয়া থাকে। বিসর্জ্জনের দিন আবার বেহারা পাল্কি লইয়া আসে। বাদ্য হইতে থাকে। পুরোহিত আসিয়া গণেশের পূজা করিয়া গৃহস্থের মঙ্গল ও বালকের জন্য বিদ্যা প্রার্থনা করেন। তাহার পর বিসর্জ্জন হয়। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে গৃহিণী আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আরতি করিয়া যাত্রার জন্য হস্তে দধি দিয়া দেবমূর্ত্তিকে পাল্কিতে তুলিয়া দেন। পাল্কি নানাপুষ্পে সুশোভিত হইয়া নিকটস্থ নদী বা হ্রদের কূলে আনীত হয়। জলের নিকটে পাল্কি রাখিয়া দেবমূর্ত্তি বাহির করিয়া একবার প্রদীপ লইয়া আরতি করা হয়। তাহার পর সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবমূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন করে। আবার এক বৎসর পরে তাঁহার দেখা হইবে কি না! এই ভাবিয়া সকলে দুঃখে শোকে কাতর হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসে।

ভাদ্রপদের পঞ্চমী অর্থাৎ গণেশপূজার পরদিন স্ত্রীলোকেরা 'সপ্তভাত' বা সাতভাইয়ের সম্মানার্থ ব্রত পালন করে। সে দিন চাষের বা মানবহস্তপ্রস্তুত কোন দ্রব্য তাহারা ভক্ষণ করে না। কেবল ফলমূল আহার করিয়া দিন যাপন করে। ভাদ্রপদীয় অষ্টমী ও নবমী দিনে অর্থাৎ গণেশের জন্মের তৃতীয় ও চতুর্থদিনে গণেশ-জননী গৌরীর ব্রত হয়। সেইদিন বাটীর মধ্যে চন্দনের আলিপনা ও গৃহদ্বারে 'তেড়দা' নামক ছোটগাছের পাতা ঝুলাইয়া দেয়। তেড়দা গাছগুলি কাপড়ে জড়াইয়া নবপত্রিকা প্রস্তুত হয়। তাহাই গৌরী। কোন বালিকা তাহাকে কোলে করিয়া লয়, তাহার হাতে একটী পাত্র, একটী প্রজ্ব-লিত দীপ, কএকটী শঙ্খ, একটী সিন্দুরের কৌটা, কএকটী "বাদলিখণ্ড" থাকে। একজন বালক ঘণ্টা বাজাইতে বাজা-ইতে সঙ্গে সঙ্গে যায়। গৃহস্থরমণী সেই বালিকাকে গৃহের ভিতর লইয়া বসিতে দেয়, প্রদীপ জ্বালিয়া বালিকার ও গৌরীর মুখের নিকট লইয়া আরতি করে। এক একখণ্ড কলা তাহাদিগকে খাইতে দেয় ও বলে—"লক্ষ্মী লক্ষ্মী তুমি এসেছ কি?" বালিকা বলে, "আমি এসেছি।" "তুমি কি আনিয়াছ?" "ঘোড়া, হাতি, সৈন্য ও রাশি রাশি ধন, তাহাতে তোমার বাড়ী ও এই নগর পরিপূর্ণ হইবে।" এইরূপে একে একে সকল ঘরে গিয়া শেষে গৌরীকে মধ্যস্থ দালানে আনিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার পর নানাবিধ ফল, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন ভোগ হয়, আবার অধিক রাত্রিতে নানাবিধ অলঙ্কার দিয়া সজ্জিত করে। পরদিবস মৎস্য ও মাংসের ভোগ হয়। দিবসে কোলি ও কুণবীজাতির রমণীগণ আসিয়া দেবীর সম্মুখে নৃত্যগীত করে। তিনদিন অন্নভোগের পর দেবীর গহনাদি খুলিয়া লইয়া তাঁহার কাপড়ে কিছু খাদ্য ও ৪টী পয়সা বাঁধিয়া দিয়া জনৈক দাস বা দাসীর হস্তে দেওয়া হয়। দাস তাহা লইয়া বাটীর বাহির হয়। গৃহিণী জলের ধারা দিতে দিতে যান। শেষে দাস দেবীকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া বস্ত্রখানি ও একটু জল লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে।

গণেশজননী (স্ত্রী) গণেশস্য জননী ৬তৎ। দুর্গা।

"গণেশজননী দুর্গা রাধালক্ষ্মীঃ সরস্বতী।" (তন্ত্রসার)

গণেশমাতৃ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গণেশদত্ত, ক্রমদীপিকা তন্ত্রের একজন টীকাকার।

গণেশদত্তশর্ম্মা, ইনি "মৈথিল গণেশদত্ত" নামে খ্যাত, মালতী-মাধবের "প্রকরণোদ্ধার" নামক টীকাকার।

গণেশদাস, দ্রব্যাদর্শ নামে বৈদ্যক-গ্রন্থকার।

গণেশদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত দার্শনিক। ভাবা বিশ্বনাথ-দীক্ষিতের পুত্র, ভাবা রামকৃষ্ণের পৌত্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর শিষ্য। ইনি সাংখ্যসূত্রের টীকা, প্রবোধচন্দ্রোদয়ের চিচ্চন্দ্রিকা নামে টীকা, তর্কভাষার তত্ত্বপ্রবোধিনী নামে টীকা, তত্ত্বসমাস-যাথার্থ্যদীপন, যোগানুশাসনসূত্রবৃত্তি প্রভৃতি সংস্কৃত টীকা রচনা করেন।

গণেশদেব, একজন সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, ইনি রাজা খড়্গবাহুর আদেশে সঙ্গীতকল্পতরুর সুবোধিনী নামে এক-খানি টীকা প্রণয়ন করেন।

গণেশদৈবজ্ঞ, নন্দিগ্রামবাসী একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্, অপর নাম গণেশ্বর আচার্য্য, কেশবার্কের পুত্র ও নৃসিংহ দৈবজ্ঞের খুল্লতাত। ইনি বিস্তর জ্যোতিঃগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে গ্রহলাঘব (সিদ্ধান্তরহস্য), চাবুকযন্ত্র, তর্জ্জনীযন্ত্র, প্রতোদযন্ত্র, লঘুপযন্ত্র, বৃহৎ ও লঘুতিথিচিন্তামণি, মঙ্গলনির্ণয় (ধর্ম্মশাস্ত্র), শ্রাদ্ধাদিনির্ণয়, সিদ্ধান্তশিরোমণিবিবৃতি, ছন্দোর্ণবটীকা, পাতসারণী, বুদ্ধিবিলাসিনী নামে লীলাবতী-ব্যাখ্যা এবং কেশবের মুহূর্ত্ততত্ত্ব ও বিবাহবৃন্দাবনের টীকা পাওয়া যায়।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে গ্রহলাঘবই প্রধান। গণেশের গ্রহলাঘব ১৪৪২ শকে (১৫২০ খৃঃ অঃ), পাতসারণী ১৪৪৪ শক (১৫২২ খৃঃ অঃ) এবং লীলাবতীব্যাখ্যা ১৫৪৬ খৃঃ অঃ রচিত হয়।

গণেশ শুভাশুভ ফল-নির্ণয়কে অকিঞ্চিৎকর বলেন, তাঁহার মতে, যাহার প্রতিবিধান হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা জানিয়াই বা ফল কি।

গণেশপণ্ডিত, হরিবিনোদ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গণেশপাঠক, নির্ণয়কৌস্তুভ নামে ন্যায় ও প্রয়োগকৌস্তুভ নামে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

গণেশপুরাণ, একখানি উপপুরাণ, ইহাতে গণেশের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

গণেশভট্ট, ১ উদ্বাহবিবেক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণেতা। ২ শাকুনদীপকরচয়িতা।

গণেশভারতী, শিবতাণ্ডব-স্তোত্রটীকা প্রণেতা।

গণেশভিষক্ (জ), একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, ইনি চিকিৎসামৃত, যোগচিন্তামণি, রুগ্‌বিনিশ্চয়ার্থপ্রকাশিকা প্রভৃতি বৈদ্যক-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গণেশরায়, দিনাজপুর অঞ্চলের একজন রাজা। কাহারও মতে বঙ্গাধিপ রাজা বংশ ও গণেশ একব্যক্তি, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। [বিশ্বকোষে কুলীন শব্দ দেখ।]

গণেশভূষণ (ক্লী) গণেশং ভূষয়তি গণেশ ভূষি-ল্যুট্। সিন্দূর।

গণেশমিশ্র, প্রায়শ্চিত্তপারিজাত নামে ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

গণেশমহামহোপাধ্যায়, হরিভক্তিদীপিকা রচয়িতা।

গণেশশৈশব (দেশজ) শিব।

"গণেশ-শৈশব বিভূতিবৈভব ভবেশ ভৈরব দিগম্বর।"
(অন্নদামঙ্গল)

গণেশান, (পুং) গণানামীশানঃ ৬তৎ। ১ গণেশ।

"ততঃ সস্মার হেরম্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
স্মৃতমাত্রো গণেশানো ভক্তচিন্তিত পূরকঃ॥" (ভারত ১।১৩ অঃ)

২ শিব।

গণেশ্বর (পুং) গণানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। ১ গণেশ। ২ শিব। ৩ গণাত্মক ঈশ্বরঃ। ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ৮ বসু ও ২ অশ্বিনীকুমার এই তেত্রিশটী দেবতাকে গণেশ্বর বলে।

"এতে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্ব্বভূতে গণেশ্বরাঃ॥"
(ভারত অনু ১৫০ অঃ)

গণেশ্বর, বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার মধ্যে চালুনি গাঁ ও পাইক্রপা নামক দুইটী গণ্ডগ্রাম আছে।

গণেশ্বরী, একটী নদী। আসামের অন্তর্গত গারো পর্ব্বতের কৈলাস নামক শৃঙ্গ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণবাহিনী হইয়া ময়মনসিংহ জেলায় মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তথায় যে স্থানে দুইকূলে পাহাড়ের মধ্য দিয়া ইহা প্রবাহিত হইয়াছে, তথাকার শোভা চমৎকার।

গণোৎসাহ (পুং স্ত্রী) গণে গণ-ভাবে সন্তুয় করণে উৎসাহো যস্ত বহুব্রী। গণ্ডক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্‌ হইয়া 'গণোৎসাহী' হয়।

গণ গণিয়া (দেশজ) অতিশয় প্রখর।

গণতি (গণয়তি শব্দজ) গণা, গণনা করা।

গণ্ড (পুং) গড়ি বদনৈকদেশে গড়ি অচ্। যদ্বা গম্-ড (ঞমন্তাদ্ ডঃ। উণ্ ১।১১৩।) ১ কপোল, গাল। ২ হস্তিকপোল। ইহার পর্য্যায়—কট, করট, কটক, হস্তিগণ্ডক।

"প্রমাণাভ্যধিকস্তাপি গণ্ডশ্যামমদচ্যুতেঃ।
পদং মূর্দ্ধি সমাধাতু কেশরী মত্তদন্তিনঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র)

(পুং স্ত্রী) ৩ গণ্ডক, গণ্ডার। ৪ বীথ্যঙ্গ। ৫ পিটক। ৬ চিহ্ন। ৭ বীর। ৮ অশ্বভূষণ, ঘোড়ার সাজোয়ার্। ৯ বুদ্বুদ। (মেদিনী)। ১০ স্ফোটক, ফোড়া। ১১ গ্রন্থি। (অমরটীকা° রমানাথ।) ১২ বিষ্কুম্ভাদি যোগের মধ্যে ১০ম যোগ।

"গণ্ডোবৃদ্ধির্ধ্রুবশ্চৈব ব্যাঘাতো হর্ষণস্তথা।" (জ্যোতিষ°)

কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে এই যোগে জন্মিলে স্বার্থপর, পরের অনিষ্টকারী, অতিশয় ধূর্ত্ত, কুরূপ ও আত্মীয়বর্গের যন্ত্রণার কারণ হয়, ইহার গণ্ডদুটী অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং কথাও কিছু বড় বড় হইয়া থাকে।

১৩ অশ্বিনী প্রভৃতি কএকটী নক্ষত্রের দুষ্ট অংশ। কোন নক্ষত্রের কোন অংশকে গণ্ড বলে এবং তাহার ফলই বা কি? এ বিষয়ে জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতভেদ লক্ষিত হয়।

অশ্বিনী, মঘা ও মূলানক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ড এবং রেবতী, অশ্লেষা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ পাঁচদণ্ডকে গণ্ড বলে। ইহার মধ্যে মূলা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের গণ্ডকে দিবাগণ্ড, মঘা ও অশ্লেষার গণ্ডকে রাত্রিগণ্ড এবং রেবতী ও অশ্বিনীর গণ্ডকে সন্ধ্যাগণ্ড বলে। গণ্ডযোগে জাতবালকের প্রায়ই মৃত্যু হয়। বাঁচিয়া থাকিলে পিতা বা মাতার মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু দিবাগণ্ডে বালিকার এবং রাত্রিগণ্ডে বালকের জন্ম হইলে কোনরূপ বিঘ্ন হয় না। মূলার প্রথমপাদে অর্থাৎ গণ্ডের মধ্যে বালক অথবা বালিকার জন্ম হইলে পিতার বিনাশ হয়, এই প্রকার মূলার দ্বিতীয়পাদে জননীর ভয়ানক রোগ, তৃতীয়পাদে ধনহানি ও চতুর্থপাদে সম্পত্তি লাভ হয়। অশ্লেষা নক্ষত্রে ইহার বিপরীত জানিবে। গণ্ডযোগে বালক অথবা বালিকার জন্ম হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত। যদি স্নেহবশতঃ পরিত্যাগ করা না হয়, তবে ৬ মাসের মধ্যে পিতা তাহার মুখ দেখিবেন না, দেখিলে বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে কুঙ্কুম, চন্দন, কুড়, গোরোচনা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া চারিটী জলপূর্ণ কলসী দ্বারা বালককে স্নান করা-

হইবে। সহস্রাক্ষ মন্ত্রে স্নান করাইতে হয়। বালক দিবাগণ্ড জাত হইলে তাহার পিতার সহিত তাহাকে স্নান করাইতে হয়, রাত্রিগণ্ড জাত হইলে জননী এবং সন্ধ্যাগণ্ড জাত হইলে পিতামাতা উভয়ের সহিত বালককে স্নান করাইবে। ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র, সুবর্ণ ও ধেনু গ্রহবিপ্রকে দান করিবে এবং গ্রহগণের পূজা করিবে। এইরূপ করিলে গণ্ডদোষ শান্তি হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও পীযূষধারা গ্রন্থে লিখিত আছে (১) যে, নারদের মতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের শেষ চারিদণ্ড ও মূলা-নক্ষত্রের প্রথম চারিদণ্ড এই আটদণ্ডকে গণ্ড বলে। অশ্লেষার শেষ চারিদণ্ড ও মঘার প্রথম চারিদণ্ডকেও গণ্ড বলা যায়। বসিষ্ঠের মতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ একদণ্ড ও মূলার প্রথম দুই দণ্ড এই তিন দণ্ডকে গণ্ড নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠার শেষ অৰ্দ্ধদণ্ড ও মূলানক্ষত্রের প্রথম অৰ্দ্ধ দণ্ডকে গণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন জ্যোতির্বিদের মতে মূলার প্রথম আটদণ্ড ও জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচদণ্ড এই ১৩ দণ্ড গণ্ড বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পীযূষধারার মতে নারদের মতই গ্রাহ্য। ইহাতে বালক বা বালিকা জন্মিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে অথবা ৮ বৎসর পর্য্যন্ত পিতা বালকের মুখ দেখিবে না। [কোষ্ঠী দেখ।]

১৪ জাতিবিশেষ। [গোণ্ড দেখ।]

গণ্ডক (পুং) গণ্ড-স্বার্থে কন্। ১ খড়্গী, গণ্ডার। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ সংখ্যাপ্রভেদ, চারি কড়া। ৩ জ্যোতি-বিদ্যাবিশেষ। ৪ অবচ্ছেদ। ৫ অন্তরায়। ৬ ভূষণ, অলঙ্কার।

"ব্যাঘ্রনখপঙ্‌ক্তিমণ্ডিতা গণ্ডকাভরণা চ।" (কাদম্বরী)

৭ দেশভেদ, গণ্ডকীনদী প্রবাহিত জনপদ।

"ততঃ স গণ্ডকান্ শূরো বিদেহান্ ভরতর্ষভ।" ভারত ৩।২৯।৪।

৮ ছন্দোভেদ। ৯ গ্রন্থি। "গোরোচনালিখিতভূর্জপত্র গর্ভান্ মন্ত্রগণ্ডকান্" (কাদম্বরী।)

১০ স্ফোটক রোগবিশেষ।

"অনেকবেত্রাঘাতনির্ম্মিত রহগাত্রগণ্ডকম্।" (কাদম্বরী।)

১১ নদীবিশেষ। [গণ্ডকী দেখ।]

গণ্ডকারী (স্ত্রী) গণ্ডঃ তথাস্থিগ্রন্থিং করোতি সংযোজয়তি, গণ্ড-কৃ-অণ্ ঙীপ্। ১ খদিরবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা।) ২ বরাহ-ক্রান্তা। (রত্নমালা।) ৩ গড়ুক মৎস্য, গড়ুই মাছ।

গণ্ডকালী (স্ত্রী) গণ্ড-কৃ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।১।৬) রক্ত লত্বং। যথা গণ্ডেষু গ্রন্থিষু কালী যস্যাঃ বহুত্রী। খদিরীবৃক্ষ।

"গণ্ডকালী নমস্কারী সমঙ্গা খদিরী কচিৎ।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

গণ্ডকী (স্ত্রী) গণ্ডক ঙীষ্। ১ গণ্ডকজাতীয় স্ত্রী।

২ (বড়।) নদীবিশেষ, সচরাচর 'বড় গণ্ডক' নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম নারায়ণী, শালগ্রামী ও হিরণ্যবাহ। হিমালয়ে নেপালরাজ্যের মধ্যে অক্ষা° ৩০° ৫৬´ ৪´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৬´ ৪০´´ পূঃ মধ্যে সপ্তগণ্ডকী শৈল হইতে উদ্ভূত হইয়া দক্ষিণপশ্চিমদিকে গিয়া গোরক্ষপুরে ও চম্পা-রণ জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া মজঃফরপুর জেলার পশ্চিম ও সারণ জেলার পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া পাটনার অপরপারে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। গণ্ডকী পূর্ব্বে ধবলাগিরি ও পশ্চিমে গোঁসাইথানের পার্ব্বতীয় তুষাররাশি হইতে স্রোতস্বিনীরূপে পরিণত হইয়া চম্পারণের উত্তর-পশ্চিম ত্রিবেণীঘাট হইতে নদীরূপে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হই-য়াছে। এই স্থানে পূর্ব্বদিকের তটে একটী বালুপাথরের পাহাড় আছে। উহা বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। ইহার অপর-দিকে বাজবোটবালের বন। এই বন একেবারে গণ্ডকনদীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। এই স্থান হইতে হিমালয়ের তুষাররাশি দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিবেণীঘাট হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ পথ দুইপার্শ্বে বনাকীর্ণ। নদী পার্ব্বতীয় ভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে, সেইজন্য জলও পরিষ্কার। বন্যার পলিতে পার্শ্বস্থ ভূমি দূরস্থ ভূমি অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। কূলের ভূমির যে স্থান নিম্ন, সেইস্থান দিয়া বন্যার জল প্রবেশ করিয়া নিকটস্থ প্রদেশ প্লাবিত করে। বন্যা হইতে দেশ রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ঐ প্রদেশের জমির জল গড়াইয়া নদীতে পড়ে না, অপর দিকে যায়। পাহাড় হইতে নদীর যেখানে উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানে অত্যন্ত স্রোত, মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণজল, নৌকাদি তাহাতে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা। তবে উহাতে নেপা-লের কাষ্ঠ আসিয়া থাকে। বরফ গলিয়া ইহার জল বাহির হয় বলিয়া ইহাতে বারমাস জল থাকে। বর্ষার পর স্থানে স্থানে বালির চড়া পড়ে। কোন্ সময় কোথায় চড়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। বর্ষার সময় ইহা কোথাও দেড় ক্রোশ কোথাও বা এক ক্রোশ প্রশস্ত হয়। কিন্তু শীতকালে কোথাও অর্দ্ধপোয়ার অধিক থাকে না। চম্পা-রণে ধেকাহা বা সত্তরঘাট, সংগ্রামপুর, গোবিন্দগঞ্জ, বরি-

(১) "অভুক্তমূলং ঘটিকা চতুষ্টয়ং জ্যেষ্ঠান্ত্যমূলাদিভবং হি নারদঃ।
বসিষ্ঠ এক দ্বিঘটীমিতং জগৌ বৃহস্পতিস্ত্বেক ঘটীপ্রমাণকম্।
অথোচুরণ্যে প্রথমাষ্টঘট্যোমূলস্য শাক্রান্তিমপঞ্চনাড্যঃ।
জাতং শিশুং তত্র পরিত্যজেদ্বা মুখং পিতাহস্যাষ্টসমা ন পশ্যেৎ।"

মীরপুর, রতবাল, বগহা, নারায়ণপুর, ও শনিচরি, সারণে সলিমপুর, সত্তর, সারঙ্গপুর, সোহাঁসি, রেবা, বারবা, সজ্জা ও শোনপুরে ইহার ঘাট আছে।

গণ্ডক নদী অতি প্রাচীন কাল হইতে পুণ্যসলিলা বলিয়া বিখ্যাত। (স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ড ৮।৪, পাতাল খণ্ড ১১।৩১, ভবিষ্যেব্রহ্মখ° ৩৮।১-১০।) মহাভারতের সভাপর্ব্বের ২০ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন কুরুদেশ হইতে গমন করিয়া কুরুজাঙ্গল পার হইয়া পদ্মসরোবরে আসিলেন। তথা হইতে কালকূট পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, চক্রাবর্ত্ত ও একটী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী পার হইয়া চলিলেন। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও গণ্ডকীনদীর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। মিগাস্থিনিস ইহাকে কণ্ডকেতিস্ (Candochates) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমী ইহার কোন নাম উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু প্রকারান্তরে ইহার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে এই নদী সেলামপুর হইতে উঠিয়া শৈলপুর বা শৈলগ্রাম হইয়া আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদীতে শালগ্রামশিলা পাওয়া যাইত বলিয়া ইহার নাম শালগ্রামী বা নারায়ণী। কথিত আছে, নারায়ণ শনির ভয়ে ভীত হইয়া মায়াপ্রভাবে শৈলময় পর্ব্বত হইয়াছিলেন। শনি তাহা বুঝিতে পারিয়া কীটরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একদিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত গর্ত্ত করিয়া ফেলে। এক বৎসর কাল এইরূপে উত্যক্ত হইয়া নারায়ণের ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। এক গণ্ডে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ ঘর্ম্ম বাহির হইল। সেই কৃষ্ণবর্ণ ঘর্ম্ম হইতে কৃষ্ণা ও শ্বেতবর্ণ ঘর্ম্ম হইতে শ্বেত গণ্ডকী প্রবাহিত হইল। একটী পূর্ব্বে ও অপরটী পশ্চিমে চলিল। এক বৎসরের পর বিষ্ণু নিজরূপ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু শালগ্রামশিলাকে নারায়ণরূপে পূজা করিতে বলিয়া দিলেন। [শালগ্রাম দেখ।] সেই অবধি উহা পূজিত। গণ্ডকের জলে নারায়ণের অংশ আছে বলিয়া উহা হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র। ৩ পূর্ব্বোক্ত গণ্ডকী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

গণ্ডকীদেবী দশহাজার বৎসর পর্য্যন্ত বহুকষ্টে বায়ু ও বৃক্ষগলিতপত্র খাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করেন। বিষ্ণু গণ্ডকীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। গণ্ডকী সেই চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুকে দেখিয়া ভক্তিসহকারে নানাবিধ স্তব করেন। তাহাতে বিষ্ণু আরও প্রীত হইলেন এবং গণ্ডকীকে বর লইতে বলিলেন। গণ্ডকী বলিল, "জগদীশ্বর! যদি এ দাসীর প্রতি আপনার করুণা হইয়া থাকে, তবে দাসীর অভিপ্রায় যে, আপনি আমার গর্ভগত হইয়া আমার পুত্র হউন।" বিষ্ণু বলিলেন, "গণ্ডকি! আমি শালগ্রামশিলারূপে তোমার গর্ভে বাস করিব, তুমি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইবে। তোমার দর্শন, স্পর্শন, তোমাতে অবগাহন বা স্নান এবং তোমার জলপান করিলে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই তিন প্রকার পাপ বিনষ্ট হয়।" বিষ্ণু এই প্রকার বর দিয়া চলিয়া গেলেন। সেই হইতেই গণ্ডকী নদী সকল নদীর প্রধানা হইল। এদেশে যে সকল শালগ্রাম শিলা ভক্তিসহকারে বিষ্ণু ভাবিয়া পুজিত হইয়া থাকে, সেই সকল শিলাই গণ্ডকী নদী হইতে উৎপন্ন। বিষ্ণুর বরেই তাহা সকলের আদরণীয় হইয়াছে। (বরাহপুরাণ) [শালগ্রাম দেখ।]

গণ্ডকী (ছোট) একটী প্রসিদ্ধ নদী। বড়গণ্ডকের মত ইহাও নেপালরাজ্যের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া গোরক্ষপুর জেলা হইয়া আসিয়াছে। ইহা বড় গণ্ডক হইতে ৪ ক্রোশ দূরে থাকিয়া সমান্তরালভাবে আসিয়া সারণজেলার মধ্যে সুনারিয়া নামক স্থানে (অক্ষা° ২৫°৪১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫°১৪´ ৩০´´ পূঃ) ঘর্ঘরা নদীতে পতিত হইয়াছে। যে স্থানে ইহার উৎপত্তি সেই স্থানকে সোমেশ্বর পর্ব্বত বলে। উহা চম্পারণের দুন নামক পর্ব্বতের অংশ। হরহা নামক গিরিশঙ্কট ইহার অতি নিকট। এজন্য ছোটগণ্ডকের প্রথমাংশ হরহা নামে অভিহিত। তৎপরের অংশ ক্রমশঃ শিখরেনা, বুড়িগণ্ডক ও ছোটগণ্ডক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। রামনগর, বেতিয়া ও সগৌলিনগর ইহার তীরে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে ইহাতে জল থাকে না। তখন ইহার বিস্তার ৪০ হস্তমাত্র। কিন্তু বর্ষাকালে ইহাতে প্রচুর জল আসিয়া পড়ে। উড়িয়া, ধোরাম, জমুয়া, পাণ্ডাই, হরবোরা, বালইয়া, রামরেখা ও মাসাই নামক উপনদী ইহাতে মিলিত হইয়াছে। কাহারও মতে এই ছোট গণ্ডকের অপর নাম হিরণ্বতী।

গণ্ডকী, পূর্ব্বোক্ত গণ্ডকী নদী-নিঃসৃত একটী পয়োপ্রণালী। গণ্ডকনদীর একটী শাখা হইতে বাহির হইয়া সারণ জেলার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে শীতলপুরের নিকট মহী নামে শোনপুরের নিকট গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। গোপালগঞ্জ, চৌকি হসন, রামপুর, খোবাম, গুরখা ও শীতলপুর ইহার তটে অবস্থিত। গঙ্গায় বন্যা হইলে সেই জল গুরখা পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। দিঘবারা পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান জলে প্লাবিত হয়। গ্রীষ্মকাল হইলে সামান্যই জল থাকে; কৃষকেরা তখন ইহার মধ্যে বাঁধ বাধিয়া দিয়া জল ধরিয়া কৃষিকার্য্য

করে। গণ্ডকের ধারে বাঁধ দেওয়াতে ইহার জল কমিয়া গিয়াছে! বাঁধ দেওয়ার পূর্ব্বে গণ্ডকনদী পর্য্যন্ত ইহাতে বড় বড় নৌকা গতিবিধি করিত। এখন বর্ষাকালে হাজার মণী নৌকা গুরথা পুল পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। এই গণ্ডকীর দৈর্ঘ্য ৪৫ ক্রোশ। ইহার মধ্যে নদীগর্ভ ৫২ হস্ত নামিয়া আসিয়াছে। ধনাই নামক নদী ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

গণ্ডকীপুত্র (পুং) গণ্ডক্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। শালগ্রামশিলা।

গণ্ডকুসুম (ক্লী) গণ্ডস্য হস্তিকপোলস্য কুসুমমিব ৬তৎ। হস্তিমদ। (হারাবলী)

গণ্ডকূপ (পুং) গণ্ডে গণ্ডবদুচ্চে পর্ব্বতভূগৌ কূপঃ, ৭তৎ। পর্ব্বতের উচ্চস্থান।

'উদ্দেশো গণ্ডকূপস্তু পর্ব্বতস্যাভিধীয়তে।' (হারাবলী)

গণ্ডগড়, পঞ্জাবের অন্তর্গত রাবলপিণ্ডি ও হাজারা জেলার মধ্যে একটী গিরিশ্রেণী, অক্ষা° ৩৩°৫৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২°৪৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পাহাড়গুলি হাজারা হইতে আরম্ভ করিয়া রাবলপিণ্ডি পর্য্যন্ত গিয়া গণ্ডগড় পর্ব্বতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। চচ নামক উপত্যকার দিকে এই পর্ব্বত ক্রমশঃ ঢালু হইয়া আসিয়াছে। অপর সকল দিক উচ্চ ও দুরারোহ। এই সকল দিক্ হইতে কএকটী উপনদী নির্গত হইয়া হরো নামক নদীতে মিলিত হইয়াছে।

গণ্ডগাত্র (ক্লী) গণ্ডইব উচ্চাবচং গাত্রমস্য বহুব্রী। ফলবিশেষ। (শব্দচিন্তামণি।) আতা। হিন্দীভাষায় সারিফা বলে। ইহার গুণ শীতল, বৃষ্য, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর, তৃষ্ণা-নাশক ও বমন-ক্লেশনিবারক। (আত্রেয়সংহিতা)

গণ্ডগোল (দেশজ) ১ বিবাদ। ২ অতিশয় কোলাহল।

গণ্ডগ্রাম (পুং) গণ্ডঃ ভূষণস্বরূপঃ প্রশস্তঃ গ্রামঃ। প্রশস্ত গ্রাম, যে গ্রামে বহুলোক বাস করে, তাহাকে গণ্ডগ্রাম বলে।

গণ্ডদূর্ব্বা (স্ত্রী) গণ্ডা গ্রন্থিযুক্তা দূর্ব্বা কর্ম্মধা°। দূর্ব্বাবিশেষ, চলিতভাষায় গাঁটিয়াদূর্ব্বা ও হিন্দীতে দুবিপাৎ বলে।

ইহার পর্য্যায়—গণ্ডালী, অতিতীব্রা, মৎস্যাক্ষী, বারুণী, মীনপর্ণী, সূচীনেত্রা, শ্যামগ্রন্থি, গ্রন্থিলা, গ্রন্থিপর্ণী, সূচী-পত্রা, শ্যামকাণ্ডা, জলস্থা, শকুলাক্ষী, কলায়া, চিত্রা। ইহার গুণ—মধুর, বাত, পিত্ত, জ্বর, ভ্রান্তি ও তৃষ্ণাশ্রমনাশক এবং শীতল। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, লোহদ্রাবক, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, কষায়, মধুর, কটুপাক, বাতবৃদ্ধিকর; দাহ, তৃষ্ণা, দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কুষ্ঠ ও পিত্তজ্বর নাশক। (ভাবপ্রকাশ)

গণ্ডদেব, দক্ষিণাপথের গঙ্গাবংশীয় একজন প্রাচীন রাজা। শিলালিপিপাঠে জানা যায়, ইনি কাঞ্চিপুরের পল্লবরাজ ও চোলরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কাকতীরাজ গণ্ডদেবকে কর দিতেন। পাণ্ড্যরাজ ইহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন।

গণ্ডদেশ (পুং) গণ্ডস্থল, কপোল।

গণ্ডপাদ (ত্রি) গণ্ডস্য পাদ ইব পাদোহস্য বহুব্রী। যাহার পা দুখানি গণ্ডের সদৃশ। এই শব্দটী হস্ত্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া পাদশব্দের অকার লোপ হইল না।

গণ্ডফলক (ক্লী) গণ্ডঃ ফলকমিব উপমিতস°। ১ বিস্তীর্ণ গণ্ড-স্থল। (ত্রি) গণ্ডঃ ফলকমিব যস্য বহুব্রী। ২ যাহার গণ্ড-স্থল অতিশয় বিস্তীর্ণ। "ধৃতমুগ্ধগণ্ডফলকৈর্বিবভুর্বিকসদ্ভি-রাস্যকমলৈঃ প্রমদাঃ।" (মাঘ ৯। ৪৭)

গণ্ডপোলিকা (স্ত্রী) কীটবিশেষ, চলিত কথায় গণ্ডহুয়া বলে।

গণ্ডপ্রপালী (স্ত্রী) কীটবিশেষ। (বৈদ্যক)

গণ্ডভিত্তি (স্ত্রী) গণ্ডং ভিত্তিরিব উপমি°। প্রশস্ত গণ্ডস্থল। "অনুগতমলিবৃন্দৈর্গণ্ডভিত্তীঃ বিহায়।" (রঘু ১২।১০২)

গণ্ডমাক, আফগানস্থানের নিকট জলালাবাদ হইতে কাবুলে যে রাস্তা গিয়াছে তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত একটী গ্রাম। জলালাবাদ হইতে ১৭॥০ ক্রোশ; পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে সম-ধিক উচ্চ। জলালাবাদ হইতে এস্থান অধিক শীতল। অধিবাসীরা গুটিপোকার চাষ করে। ১৮৩৯ ও ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহার নিকটে ইংরাজদিগের সহিত আফগানবাসী-দিগের যুদ্ধ হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা যখন কাবুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন অবশিষ্ট ২০ জন সেনানায়ক ও ৪৫ জন গোরা এইখানে কাটা পড়ে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে আফগানস্থানের আমীর সের আলির পুত্র যাকুবর্খার সহিত একটী সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে ইংরাজ অধিকার আফগানপ্রান্তে বিস্তৃত হয় ও কাবুলে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখিবার বন্দোবস্ত হয়।

গণ্ডমালা (স্ত্রী) গণ্ডানাং গ্রীবাজাত স্ফোটবিশেষাণাং মালা সমূহোহস্যাং বহুব্রী। গলরোগবিশেষ, গলগণ্ড। [গলগণ্ড দেখ।]

গণ্ডমালিকা (স্ত্রী) গণ্ডানাং গ্রন্থীনাং মালা যত্র বহুব্রী, কপ্ অত ইত্বং। লজ্জালুলতা। (রত্নমালা)

গণ্ডমালিন্ (ত্রি) গণ্ডমালা অস্ত্যস্য গণ্ডমালা ইনি। যাহার গণ্ডমালা রোগ আছে, গলগণ্ডরোগযুক্ত।

গণ্ডমূর্খ (ত্রি) গণ্ডঃ অতিশয়িতঃ মূর্খঃ। অতিশয় মূঢ়, ঘোর নির্ব্বোধ।

গণ্ডয়ন্ত (পুং) গড়ি ঝচ্। মেঘ। (উজ্জ্বলদত্ত) [গড়য়ন্ত দেখ।]

গণ্ডলিখ্যা (স্ত্রী) চর্ম্মকরা। (বৈদ্যক)

গণ্ডলী (স্ত্রী) গণ্ডইব ক্ষুদ্রশৈলং তত্র লীয়তে লী-ক্বিপ্‌। মহাদেব। "গণ্ডলী মেরুধামা চ দেবাধিপতিরেবচ।"
(ভারত, অনু ১৭ অঃ।) 'সুলোপ আর্য' নীলকণ্ঠ।

গণ্ডলেখা (স্ত্রী) লিখ্যতেঽস্য লেখাস্থলীগণ্ডঃ লেখাইব। প্রশস্ত গণ্ডস্থল।

গণ্ডবানা, [গোণ্ডবন দেখ।]

গণ্ডবিন্দু, (পুং) কুবেরের সেনাপতি। বিশ্রবামুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ কুবের পিতার আজ্ঞায় লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছিলেন। দুর্বৃত্ত রাবণ তাঁহাকে তাড়াইয়া লঙ্কা নগরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। কুবের তাঁহার ভয়ে দেশ ছাড়িয়া কৈলাসপর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, রাবণের চক্ষে তাহাও অসহ্য হইয়া উঠিল, রাবণ কুবেরপুরী আক্রমণ করেন। তখন কুবের আপনার সেনাপতি গণ্ডবিন্দুর উৎসাহে ও পরামর্শে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। সেই যুদ্ধে সেনাপতি গণ্ডবিন্দু অনেক ভুজবিক্রম ও যুদ্ধ-কৌশল প্রকাশ করেন। তাহার কৌশলে রাবণের অনেক সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হয়। পরিশেষে মারীচের মায়াযুদ্ধে গণ্ডবিন্দুকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। (রামরসায়ণ উত্তর ৫ অঃ)

গণ্ডশিলা (স্ত্রী) গণ্ডঃ ভূমে রুচ্ছ্রনপ্রদেশঃ তদ্বৎ শিলা। স্থূলপাষাণ। "দৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাদ্ গণ্ডশিলা সমঃ।"
(ভাগবত ৩।১৩।৩১)

গণ্ডশৈল (পুং) গণ্ডইব শৈলঃ যদ্বা শৈলস্য গণ্ডইব রাজদণ্ডাদিত্বাৎ গণ্ডশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। ১ ভূকম্পাদি দ্বারা পর্ব্বত হইতে পতিত স্থূলপাষাণ। (অমর)
"অস্মিন্ ভজন্তি কনকোপলগণ্ডশৈলাঃ।" (মাঘ)
২ ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ৩ ললাট। (হেম°)

গণ্ডসাহ্বয়া (স্ত্রী) গণ্ডেন সহিত আহ্বয়ো যস্যাঃ বহুব্রী। গণ্ডকী নদী। "গঙ্গাচ শতকুম্ভাচ সরযুর্গণ্ডসাহ্বয়া।"
(ভারত ৩।২২২ অঃ)

গণ্ডস্থল (ক্লী) গণ্ডঃস্থলমিব উপমিতসং। গণ্ডদেশ, সমস্ত গাল। "অভিনবমদলেখাশ্যামগণ্ডস্থলানাম্" (ভর্ত্তৃহরি)

গণ্ডস্থলী (স্ত্রী) গণ্ডঃস্থলীব উপমিতসং। গণ্ডদেশ, কপোলস্থল। "সুরতজনিতখেদ স্বার্দ্র গণ্ডস্থলীনাম্।" (ভর্ত্তৃহরি)

গণ্ডা (দেশজ) অঙ্কশাস্ত্রের পারিভাষিক সংজ্ঞাবিশেষ, চারি কড়া।

গণ্ডা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অযোধ্যাপ্রদেশের একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ৭´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২° পূঃ মধ্যে ফয়জাবাদ হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা গণ্ডা জেলার প্রধান নগর। এই জেলায় আহীরজাতি কৃষি-কার্য্য করে। এই প্রদেশ পূর্ব্বে উত্তরকোশল রাজ্যের অন্তর্গত গৌড় বলিয়া খ্যাত ছিল। [শ্রাবস্তী দেখ।] [শ্রাবস্তীনগরের ধ্বংসাবশেষ এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

গণ্ডাকিয়া (দেশজ) চারি কড়ায় একগণ্ডা, আটকড়ায় দুই গণ্ডা ইত্যাদি প্রকারে গণনা করিবার প্রণালীকে গণ্ডাকিয়া বলে। এ দেশীয় পাঠশালায় এই নিয়মে ছোট বালকবালিকাদিগকে গুরুমহাশয় গণ্ডাকিয়া পড়াইয়া থাকেন।

গণ্ডাঙ্গ (পুং স্ত্রী) গণ্ড ইব উচ্চ্রনমঙ্গং যস্য বহুব্রী। গণ্ডক। (শব্দচন্দ্রিকা) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ হইয়া গণ্ডাঙ্গী শব্দ হয়।

গণ্ডান্ত (ক্লী) তিথি, নক্ষত্র ও লগ্নের সন্ধিকাল।
"নক্ষত্রতিথিলগ্নানাং গণ্ডান্তং ত্রিবিধং স্মৃতং।
নবপঞ্চ-চতুর্থানাং দ্ব্যোকার্দ্ধঘটিকামিতং॥" (জ্যোতিষ°)

গণ্ডার (গণ্ডক শব্দজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তুবিশেষ, গণ্ডক।
[গাণ্ডার দেখ।]

গণ্ডারি (পুং) গণ্ডস্য গণ্ডরোগস্যারিরিব তস্য নাশকত্বাৎ। কোবিদার বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ) [কোবিদার দেখ]

গণ্ডারী (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (বৈদ্যক)

গণ্ডালী (স্ত্রী) গণ্ডেন গ্রন্থিনা অলতে ভূষ্যতে অল্-অচ্‌, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। যদ্বা গণ্ডং অলতি গণ্ড-অল কর্ম্মণ্যণ্‌। উপপদসং ততঃ ঙীপ্‌। ১ শ্বেতদূর্ব্বা। ২ সর্পাক্ষী বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ।) ৩ মৎস্যাক্ষী।

গণ্ডাব, বলুচিস্থানের কাছি নামক বিভাগের প্রধান নগর। বাঘ নামক স্থান হইতে ২০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে মূলা নামক গিরিসঙ্কট যাইবার পথে অক্ষা° ২৮°৩২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬০°৩২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটী উচ্চ ভূমির উপর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত গড় দ্বারা সুরক্ষিত। এই স্থানে খিলাতের খাঁর একটী বাটী আছে। শীতকালে খাঁ তথায় অবস্থিতি করেন।

গণ্ডি (পুং) গড়ি--ইন্। বৃক্ষের মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত ভাগকে গণ্ডি বলে। চলিত কথায় গাছের গুঁড়ি।

গণ্ডি (দেশজ) বৃত্তাকারে অঙ্কিত রেখা।

গণ্ডিক (ত্রি) গণ্ডঃ বুদ্‌বুদ্‌ ইব আকারেণাস্ত্যস্য গণ্ড ঠন্। ১ বুদ্‌বুদের তুল্য ক্ষুদ্র পাষাণাদি।
"গন্ধমাদনপার্শ্বেতু পরে স্বপরগণ্ডিকাঃ" (ভারত ৬।৬ অঃ)
'অপরে অন্য গন্ধমাদনস্যৈবাবয়বভূতাঃ বুদ্‌বুদোপমাঃ ক্ষুদ্রশৈলাঃ'। নীলকণ্ঠ।

গণ্ডিকা (স্ত্রী) গণ্ড-অল্পার্থে-ঙীপ্-স্বার্থে কন্ ঈকারস্য হ্রস্বশ্চ। ক্ষুদ্রগণ্ড পাষাণ।
"তথা মাল্যবতঃ শৃঙ্গে পূর্ব্বাপূর্ব্বানুগণ্ডিকাঃ। (ভারত ৬।৭ অঃ)

গণ্ডিকোট বা গণ্ডিকোটা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত

কদাপা জেলার মধ্যে যেরমলয় নামক পর্ব্বতের একটী দুর্গ। ইহা অক্ষা° ১৪° ৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ২০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটী সুদৃঢ় দুর্গ। এখানে বিজয়নগর রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী দেবমন্দির আছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক ফেরিস্তা বলেন যে, ইহা ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। গোলকণ্ডার রাজা ইহা একবার অধিকার করিয়াছিলেন। অরঙ্গজিবের সময় তাঁহার সেনাপতি মীরজুম্লা কয়েক বৎসর দখল করিয়াছিলেন। তাহার পর হায়দ্রাবাদের বালাঘাটের ৫টী সরকারের মধ্যে একটীর রাজধানী হইয়াছিল। শেষে কদাপার পাঠান নবাব এই স্থান অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। প্রসিদ্ধ হায়দার-আলির পিতা ফতে নায়কের বীরত্ব এইখানে প্রকাশ পায়। হায়দার আলি অধিকার করিয়া আরও সুদৃঢ় করেন। কিন্তু ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে টিপুর সহিত যুদ্ধের সময় ইংরাজ সেনাপতি কাপ্তেন লিটল্ জয় করিয়া লন; ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিজাম ইহা ইংরাজদিগকে দান করেন। এই দুর্গ বালুপাথরের পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। ইহার মধ্য দিয়া পেনার নামক নদী প্রবাহিত হইয়া কদাপা অঞ্চলে গিয়াছে।

গণ্ডী (স্ত্রী) খড়ির রেখা টানিয়া সীমা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া। (দিব্যাবদান)

গণ্ডীর (পুং) গড়ি বাহুলকাৎ ঈরন্। ১ সমষ্টিলা। (জটাধর।) শশা। ২ অনুপদেশজাত শাক। (ভরত।) পুঁয়িয়া। ৩ বীর।

গণ্ডীরী (স্ত্রী) গণ্ডীর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। সেহুণ্ড বৃক্ষ। (রাজনি°) চলিত কথায় সিজ বলে।

গণ্ডু(ণ্ডূ) (পুং স্ত্রী) গণ্ড্যতে গড়ি-উন্। স্ত্রীলিঙ্গে উঙ্ হয়। ১ উপধান, বালিশ। (জটাধর) (পুং) ২ গ্রন্থি। (শব্দার্থ-চিন্তামণি) (ত্রি) ৩ গ্রন্থিযুক্ত।

গণ্ডুপদ (পুং) গণ্ডুঃ গ্রন্থিযুতানি পদানি যস্য বহুব্রী। ১ কিঞ্চুলক, কেঁচো।

গণ্ডুপদভব (ক্লী) গণ্ডুপদইব ভবতি উৎপদ্যতে ভূ-অচ্। সীসক। (হেম°)

গণ্ডূপদী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রো গণ্ডূপদঃ গণ্ডূপদ অল্পার্থে ঙীপ্। ১ ক্ষুদ্র কিঞ্চুলক, ছোট কেঁচো। ২ কিঞ্চুলকজাতীয় স্ত্রী। (অমর)

গণ্ডূষ (পুং) গড়ি-উষন্। (গণ্ডেশ্চ। উণ্ ৪।৭৮) ১ মুখপূরণ।

"ভীমস্তু বিজয়স্তাথ কাকলো হোত্রকস্ততঃ।
তস্ত বাহ্নু সুতো গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য যোঽপিবৎ॥"
(ভাগবত ৯।১৫।৩)

২ মুখের মধ্যেস্থিত জল।

"গণ্ডূষমুজ্জিতবতা পয়সঃ সরোষং।" (মাঘ)

৩ হাতীর শুঁড়ের অগ্রভাগ। ৪ প্রসৃতি পরিমিত, এক কোষ। (মেদিনী)

"গণ্ডূষ জলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে।" (উদ্ভট)

গণ্ডূষবিধি (পুং) গণ্ডূষস্য বিধিবিধানং ৬তৎ। ভাব-প্রকাশোক্ত মুখগণ্ডূষ করিবার নিয়ম। ভাবপ্রকাশের মতে দন্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখনের পরে শীতল জল দিয়া বার বার গণ্ডূষ ধারণ করিবে। ইহাতে কফ, তৃষ্ণা, মুখমল বিনষ্ট হয়, এবং মুখের অভ্যন্তরও বিশোধিত হয়। ঈষৎ উষ্ণজলে গণ্ডূষ ধারণ করিলে কফ, অরুচি, মুখ-মল ও দন্তের জড়তা নিবারিত হয়। বিষ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, রাজযক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে গণ্ডূষ ধারণ অহিতকর। যাহার চক্ষু দূষিত বা মল কুপিত হইয়াছে কিম্বা যে ব্যক্তি অতিশয় দুর্ব্বল বা রুক্ষ তাহার পক্ষে উষ্ণজলে গণ্ডূষ ধারণ প্রশস্ত নহে।

গণ্ডূষা (স্ত্রী) গণ্ডূষ-টাপ্। গণ্ডূষ। (অমর)

গণ্ডোপধান (ক্লী) উপবীয়তে অত্র উপধা অধিকরণে ল্যুট্। গণ্ডস্য উপধানং ৬তৎ। উপধানবিশেষ, যাহাতে গণ্ডস্থল বিন্যস্ত করিয়া রাখা যায়, গালবালিশ।

"মৃদুগণ্ডোপধানানি শয়নানি সুখানি চ।" (সুশ্রুত, চি° ৫ অঃ)

গণ্ডোল (পুং) গড়ি-ওলচ্। (কপিগড়িগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১।৬৭) ১ গুড়। ২ গ্রাস। (হেম°)

গণ্ডোলপাদ (ত্রি) গণ্ডোলইব পাদোযস্য বহুব্রী। গণ্ডোলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার পাদবিশিষ্ট। এই শব্দটী হস্ত্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া অন্ত্যলোপ হইল না। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

গণ্য (ত্রি) গণং লব্ধা গণ-যৎ (ধনগণং লব্ধা। পা ৪।৪।৮৪) যথা গণ্যতে হসৌ ঋণ কর্ম্মণি যৎ। ১ যিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ। ২ গণনীয়, যাহা গণনা করিবার যোগ্য। গণে ভবঃ গণ-যৎ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ৩ গণ হইতে যাহার উৎপত্তি হয়।

গৎ (ত্রি) গচ্ছতি গম্-ক্বিপ্ মকারস্য লোপঃ (গমঃ কৌ। পা ৬।৪।৪০) তুগ্যাগমশ্চ। ১ যে গমন করে। এই শব্দটী প্রায়ই অন্য শব্দের যোগে ব্যবহৃত হয়। যথা অধ্বগৎ।

গত (ত্রি) গম-কর্ত্তরি-ক্ত (গত্যর্থাকর্ম্মকশ্লিষশীঙ্স্থাসবসজনরুহজীর্য্যতিভ্যশ্চ। পা ৩।৪।৭২।) ১ যিনি গমন করিয়াছেন। ২ অতীত। "আয়ুষোঽর্দ্ধং গতং তস্য।" [(সু° সি°) ৩ প্রাপ্ত। "স্রনোদ তস্যা স্থলপদ্মিনীগতঃ বিতর্কমাবিষ্কৃতফেনসন্ততি।" (কিরাত ৪।৫) ৪ সমাপ্ত। ৫ পতিত। গম-কর্ম্মণি-ক্ত। ৬ জ্ঞাত। ৭ লব্ধ।

৮ যে স্থানে বা যে গ্রামে গমন করা হইয়াছে। গম ভাবে ক্ত। ৯ গমন। "গতং তিরশ্চীন মনূরু সারথেঃ" (মাঘ ১।২)

গতকলুষ (ত্রি) গতং কলুষং পাপং যস্য বহুব্রী। নিষ্পাপ, যাহার পাপ নষ্ট হইয়াছে।

গতকল্মষ (ত্রি) গতং কল্মষং পাপং যস্য বহুব্রী। নিষ্পাপ, যাহার পাপ নাই।

গতকল্য (ক্লী) গতঞ্চ তৎ কল্যঞ্চেতি কর্ম্মধা°। বর্ত্তমান দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বদিন, গতকাল।

গতকার্য্য (ত্রি) গতং অতীতং প্রমাদাদ্নষ্টং কার্য্যং কর্ত্তব্যং যস্য বহুব্রী। ১ যাহার কর্ত্তব্য কার্য্য নষ্ট হইয়াছে। (ক্লী) গতঞ্চ তৎকার্য্যঞ্চেতি কর্ম্মধা°। ২ অতীত কর্ম্ম।

গতকাল (গতকল্যশব্দজ) বর্ত্তমান দিনের অব্যহিত পূর্ব্বদিন, গতকল্য।

গতকীর্ত্তি (ত্রি) গতা অতীতা নষ্টা বা কীর্ত্তির্যস্য বহুব্রী। যাহার কীর্ত্তি অতীত হইয়াছে।

গতক্লম (ত্রি) গতঃ ক্লমঃ শ্রমোযস্য বহুব্রী। যাহার শ্রম দূর হইয়াছে, বিশ্রান্ত।

গতত্রপ (ত্রি) গতা ত্রপা লজ্জা যস্য বহুব্রী। নির্লজ্জ, যাহার লজ্জা নাই।

গতনাসিক (ত্রি) গত নাসিকাযস্য বহুব্রী। নাসিকাশূন্য, যাহার নাক নাই, চলিত কথায় খাঁদা বলে।

গতনিধন (ক্লী) পাশচ্ছেদ।

গতপশু (গত পরশ্বঃ শব্দজ) বর্ত্তমানদিনের পূর্ব্বদিনের পূর্ব্বদিন, গত কালের অব্যবহিত পূর্ব্বদিন।

গতপাপ (ত্রি) গতং বিনষ্টং পাপং যস্য বহুব্রী। যাহার পাপ নষ্ট হইয়াছে, নিষ্পাপ।

গতপুণ্য (ত্রি) গতং বিনষ্টং পুণ্যং যস্য বহুব্রী। যাহার পুণ্য নষ্ট হইয়াছে।

গতপ্রত্যাগত (ত্রি) পূর্ব্বং গতঃ পশ্চাৎ প্রত্যাগতঃ কর্ম্মধা°। ১ যে গমন করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়াছে। (ক্লী) [দ্বি] গতঞ্চ প্রত্যাগতঞ্চ দ্বন্দ্ব°। গমন ও প্রত্যাগমন।

গতপ্রভ (ত্রি) গতা দূরীভূতা প্রভাযস্য বহুব্রী। যাহার প্রভা নাই, নিষ্প্রভ।

গতপ্রাণ (ত্রি) গতাঃ প্রাণাযস্য বহুব্রী। যাহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে, মৃত।

গতবুদ্ধি (ত্রি) গতা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। বুদ্ধিশূন্য, নির্ব্বোধ।

গতভর্ত্তৃকা (স্ত্রী) গতো নষ্টঃ প্রোষিতো বা ভর্ত্তা যস্যাঃ বহুব্রী, কপ্। ১ বিধবা। যাহার স্বামী দূরদেশে গমন করিয়াছে। "কিমু মুহু র্মুহু র্গতভর্ত্তৃকাঃ।" (মাঘ)

গতরস (ত্রি) গতঃ নষ্টং রসোযস্য বহুব্রী। যাহার রস নষ্ট হইয়াছে, বিরস।

"যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুসিতঞ্চ যৎ।" (গীতা)

গতব্যথ (ত্রি) গতা নষ্টা ব্যথা পীড়া যস্য বহুব্রী। ব্যথাশূন্য, যাহার ব্যথা নাই।

গতমর্য্যাদ (ত্রি) গতমর্য্যাদা যস্য বহুব্রী। অপমানিত, যাহার মর্য্যাদা লুপ্ত হইয়াছে।

গতর্ (গাত্র শব্দজ) শরীর, গাত্র।

গতরাত্রি (স্ত্রী) গতা চাসৌ রাত্রিশ্চেতি। অতীত রাত্রি।

গতলজ্জ (ত্রি) গতা লজ্জা যস্য বহুব্রী। নির্লজ্জ, যাহার লজ্জা নাই।

গতরায়তী (যাবনিক) প্রজার কোন জমি জমা হইতে খারিজ হইলে তাহাকে গতরায়তী বলে।

গতশোচন (ক্লী) গতস্য শোচনং ৬তৎ। গতানুশোচনা, অতীত বিষয়ের অনুশোচনা।

গতশোচনা (স্ত্রী) গতস্য শোচনা ৬তৎ। গতানুশোচন।

গতশ্রী (ত্রি) গতা শ্রীঃ শোভা যস্য বহুব্রী। যাহার শোভা নাই, নিষ্প্রভ। "গতশ্রীঃ প্রতিষ্ঠাকামঃ।" (তৈত্তিরীয়সং° ২।১।৩।৪)

গতসঙ্গ (ত্রি) গতঃ নষ্টঃ সঙ্গ আসক্তির্যস্য বহুব্রী। ১ যে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে, নিঃসঙ্গ, ফলকামনাশূন্য। গতঃ প্রাপ্তঃ সঙ্গ আসক্তি র্যেন বহুব্রী। ২ যে সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, ফলকামনাযুক্ত।

গতসন্নক (পুং) গতং সন্নমবসাদহেতুর্মদোহস্য বহুব্রী, কপ্। মদ শূন্য হস্তী। (শব্দচিন্তামণি)

গতস্পৃহ (ত্রি) গতা নষ্টা স্পৃহা যস্য বহুব্রী। যাহার স্পৃহা নাই, নিস্পৃহ। "গতস্পৃহো হস্ত্যাগমনপ্রয়োজনং।" (মাঘ)

গতস্ময় (ত্রি) গতঃ স্ময়োগর্ব্বো বিস্ময়ো বা যস্য বহুব্রী। ১ গর্ব্বশূন্য। ২ বিস্ময়শূন্য।

গতাক্ষ (ত্রি) গতমক্ষিযস্য বহুব্রী সমাসান্ত টচ্। নেত্রহীন, অন্ধ।

গতাগত (ক্লী) গতং গমনং আগতং আগমনং দ্বয়োঃ সমাহারঃ, সমাহারদ্বন্দ্ব°। গমনাগমন।

"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।" (গীতা)

গতং ঊর্দ্ধগমনং আগতমধোগমনং যত্র বহুব্রী। ২ পক্ষির গতিবিশেষ। (জটাধর।) (পুং) গতং বিনষ্টং আগতং পুনঃ সংসারগমনং যস্মাৎ বহুব্রী। ৩ মহাদেব।

"নীতির্হ্যনীতিঃ শুদ্ধাত্মা শুদ্ধো মান্যো গতাগতঃ।"

(ভারত ১৩।১৭।৭৯)

গতাগতি (স্ত্রী) গতোত্তরমাগতিঃ। গমনাগমন।

"জাবালিরপি জানীতে লোকস্যাস্য গতাগতিম্।"
(রামা° ২।১১০ অঃ)

গতাগতিক (ত্রি) গতাগতেন নির্বৃত্তং গতাগত-ঠন্। গমনাগমনে যাহা নিষ্পাদিত হইয়াছে।

গতাজু (গতায়ু শব্দজ) যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে।

গতাধ্বন্ (ত্রি) গতঃ অধ্বা যেন বহুব্রী। ১ তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞাততত্ত্ব।
"সাঙ্খ্যজ্ঞানে চ যোগেচ মহীপালবিভৌ তথা।
ত্রিবিধে মোক্ষধর্ম্মেঽস্মিন্ গতাধ্বা ছিন্নসংশয়ঃ॥"
(ভারত ১২।২ অঃ)

গতাধ্বা (স্ত্রী) গতাধ্বন্-ডাপ্। (ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাং। পা ৪।১।১৩) চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যা তিথি।
"সংমিশ্রা যা চতুর্দ্দশ্যা অমাবাস্যা ভবেৎ কচিৎ।
খর্বিকাং তাং বিদুঃ কেচিৎ গতাধ্বামিতি চাপরে।" (কাত্যায়ন)

গতানুগত (ত্রি) গতস্য অনুগতঃ ৬তৎ। ১ যিনি অগ্রগামী কোন ব্যক্তির অনুগমন করেন। (ক্লী) গতস্য অনুগতং অনুগমনং ৬তৎ। ২ গমনের অনুগমন।

গতানুগতিক (ত্রি) গতানুগতিং অস্ত্যস্য গতানুগত-ঠন্। গমনানুগমন বিশিষ্ট।
"একস্য কর্ম্ম সংবীক্ষ্য করোত্যন্যোঽপি গর্হিতং।
গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র)

গতান্ত (ত্রি) গতঃ উপস্থিতঃ অন্তঃ অন্তকালোযস্য বহুব্রী। ১ যাহার অন্তকাল উপস্থিত, মুমূর্ষু।
"মম বৃদ্ধস্য কৈকেয়ি! গতান্তস্য তপস্বিনঃ।" (রামা° ৩।১২।৩০)
গতঃ প্রাপ্তঃ অন্তে যেন বহুব্রী। ২ যে চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গতায়াত (ক্লী) গতঞ্চ আয়াতঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ, সমাহারদ্বন্দ্ব। গমনাগমন।

গতায়ুস্ (ত্রি) গতং গতপ্রায়ং আয়ুর্জীবনকালোযস্য বহুব্রী। যাহার আয়ুঃ শেষ, চরমকাল প্রায় উপস্থিত।

বৈদ্য রোগীকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রোগীর আয়ুর বিষয়ে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই বিষয়টী বৈদ্যশাস্ত্রের মধ্যে বড়ই কঠিন। মহাত্মা সুশ্রুত আয়ু প্রায় শেষ হইলে রোগীর যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহার কতকগুলি নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—মানুষের মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে শরীর ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, এই দুইটীই প্রধান লক্ষণ। যে ব্যক্তি বাস্তবিক কোন শব্দ না হইলেও নানা প্রকার শব্দ শুনিতে পায়, সমুদ্র, পুর বা মেঘের শব্দ শুনিয়া অন্য প্রকার মনে করে, অথবা সেই শব্দ শুনিতেই পায় না, যে ব্যক্তি নিবিড় অরণ্যের ঘোরতর শব্দকে গ্রাম্যশব্দ ও গ্রামের জনরবকে বন্য জন্তুর শব্দ বলিয়া অনুমান করে, যে ব্যক্তি বন্ধুবান্ধবের কথা শুনিতে ভালবাসে না, শুনিলেও আপনার অনিষ্টকর ভাবিয়া কুপিত হয় এবং শত্রুর কথা বা উপদেশ যাহার অতিশয় প্রীতিকর, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবে। যে ব্যক্তি উষ্ণকে শীতল ও শীতলকে উষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করে, শীতে শরীর রোমাঞ্চ হইলেও যাহার গাত্রদাহের শান্তি হয় না, শরীর অতিশয় উষ্ণ হইলেও যে ব্যক্তি শীতে কম্পিত হয়, প্রহার বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যাহার বেদনা অনুভব হয় না, যাহার শরীরে অকস্মাৎ বর্ণান্তর বা রেখার ন্যায় চিহ্ন জন্মে, চন্দন মাখাইলে যাহার শরীরে নীলমক্ষিকা আশ্রয় করে, অকস্মাৎ যাহার শরীর হইতে সুরভি গন্ধ নিঃসৃত হয়, তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী জানিবে। যে ব্যক্তি একপ্রকার রস আস্বাদন করিয়া অন্য রস বিবেচনা করে, এবং সকল রসই যাহার দোষবৃদ্ধিকর অথবা মিথ্যা আহারে যাহার দোষ বৃদ্ধি বা অগ্নিমান্দ্য হয়, যে ব্যক্তি কোন রস বা সুগন্ধ কি দুর্গন্ধ জানিতে পারে না, অথবা যাহার ঘ্রাণশক্তি একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি কাল অবস্থা বা দিক্ বিষয়ে যাহার বিপরীত জ্ঞান, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আকাশমণ্ডলে প্রজ্বলিত নক্ষত্র, বা চন্দ্রকিরণ ও রাত্রিকালে জলন্ত সূর্য্য দেখিতে পায়, মেঘশূন্য আকাশে ইন্দ্রধনু বা বিদ্যুৎ এবং নির্ম্মল আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, যে ব্যক্তি আকাশমণ্ডল অট্টালিকা বা বিমান-যানে পরিপূর্ণ এবং ভূমণ্ডল ধূম, নীহার বা বস্ত্র দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ করে, যাহার নিকট সমস্ত লোক প্রজ্বলিত বা জল-প্লাবিত বলিয়া বোধ হয়, যে ব্যক্তি অরুন্ধতী, ধ্রুব, আকাশ, গঙ্গা এবং উষ্ণজলে, জ্যোৎস্নায় বা আদর্শে আপনার ছায়া দেখিতে পায় না। অথবা অঙ্গহীন, বিকৃত বা কুকুর, কাক, গৃধ্র, প্রেত, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচের ছায়ার ন্যায় দেখিতে পায় এবং যে ব্যক্তি নির্ধূম অগ্নিকে ময়ূরের কণ্ঠ সদৃশ অবলোকন করে, সে ব্যক্তি সুস্থ শরীরে থাকিলেও পীড়িত হয় এবং পীড়িত থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়। (সুশ্রুত সূত্র° ৩০ অঃ)

শ্যাব, লোহিত, নীল বা পীতবর্ণ ছায়া যাহার অনুগমন করে, তাহার মৃত্যু আসন্ন। হঠাৎ যাহার লজ্জা ও শ্রী বিনষ্ট হয়, অথবা তেজ, বল, স্মৃতি বা প্রভা যাহার হঠাৎ জন্মে, তাহার নিশ্চয়ই আসন্ন কাল উপস্থিত। যাহার নীচের ওষ্ঠ পতিত ও উপরিভাগের ওষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত অথবা দুইটী ওষ্ঠই জামফলের ন্যায় নীলবর্ণ হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ

হইয়াছে। যাহার দন্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ, শ্যামবর্ণ বা পতিত হয়, অথবা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিবে। যাহার জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক, অবলিপ্ত, কর্কশ বা স্ফীত, যাহার নাসিকা বক্র, স্ফুটিত, শুষ্ক, অবনত বা উন্নত, চক্ষু দুইটীর একটী ছোট ও একটী বড়, অথবা চক্ষু দুইটী ক্ষুদ্র, নিশ্চল, রক্তবর্ণ ও অধোদৃষ্টিবিশিষ্ট, এবং যাহার চক্ষু হইতে অনবরত জল পড়ে, সে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। যাহার কেশ সীঁতে কাটার ন্যায় দুই পাশে বিক্ষিপ্ত, ভ্রূদুইটী ক্ষুদ্র বা বিস্তৃত এবং চক্ষুর পক্ষ্ম ছিন্ন, সে রোগী শীঘ্র প্রাণত্যাগ করে। যে ব্যক্তি মুখস্থিত অন্ন গ্রাস করিতে পারে না, মস্তক সরলভাবে ধারণ করিতে পারে না, একাগ্রদৃষ্টি এবং অচেতন, সে রোগীর শীঘ্র মৃত্যু হয়। রোগী সবলই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া বসাইলে যে মূর্চ্ছিত হয়, তাহার আর বাঁচিবার আশা নাই। যে রোগী চিৎ হইয়া শুইয়া পাদুখানি কুঞ্চিত করে, অথবা সর্ব্বদাই প্রসারণ করিতে অভিলাষ করে, যাহার হস্ত, পদ অতিশয় শীতল এবং ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্ন শ্বাস বা কাকের ন্যায় মুখ বিকৃত হইয়া শ্বাস বাহির হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিবে, তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না; অথবা যে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকে ও কোন কথা বলিতে উদ্যত হইলে মোহ প্রাপ্ত হয়, যে রোগী নীচের ওষ্ঠ লেহন করে, ঘন ঘন উদ্গার তোলে ও প্রেতের সহিত কথা বলে, সে রোগীর মৃত্যু হয়। শরীর কোনরূপে বিষদূষিত না হইলেও যাহার রোমকূপ হইতে রক্ত নির্গত হয়, সে রোগী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। বাতষ্ঠীলা রোগে যাহার অষ্ঠীলা ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া হৃদয়ে উঠে, এবং সেই কারণে ঘোর যন্ত্রণা ও অন্নে অরুচি জন্মে, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, অন্য কোন উপদ্রব ব্যতীত পুরুষের পাদ স্ফীত বা নারীর গুহ্যদেশ অথবা মুখ স্ফীত হইলে মৃত্যু হয়। অতীসার, জ্বর, হিক্কা, বমী এবং অণ্ড ও মেঢ্রদেশ স্ফীত, শ্বাসরোগী বা কাশরোগীর এই সকল উপদ্রব ঘটিলে তাহার আশা পরিত্যাগ করিবে। অতিশয় ঘর্ম্ম, দাহ, হিক্কা ও শ্বাস এই কয়টী উপদ্রব জন্মিলে বলবান্ রোগীরও প্রাণ বিয়োগ হয়। যে রোগীর চক্ষুজলে মুখ পরিপূর্ণ হয়, পা দুখানিতে অবিরতই ঘর্ম্ম হইতে থাকে, চক্ষু আকুলিত হয়, যাহার শরীর হঠাৎ অতিশয় লঘু বা অতিশয় ভারযুক্ত বলিয়া বোধ হয় অথবা যাহার বমনে পঙ্ক, মৎস্য, বসা, তৈল বা ঘৃতের ন্যায় গন্ধ হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। যাহার মাথার উকুন কপালে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, যাহার মঙ্গল কামনায় প্রদত্ত বলি কাকে প্রভৃতিতে গ্রহণ করে না এবং যাহার রতিশক্তি একেবারেই বিনষ্ট হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। যে রোগীর জ্বর, অতীসার ও ফুলা এই তিনটীই প্রবল হইয়া উঠে এবং মাংসে ও বলে ক্ষীণতা জন্মে, তাহাকে কেহই চিকিৎসা করিতে পারেনা। শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইলে রুচিকর, মিষ্ট ও হিতকর অন্ন পান দ্বারা যাহার ক্ষুধা বা তৃষ্ণার শান্তি হয় না, তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিবে। গ্রহণী, শিরঃশূল, কুষ্ঠশূল, অতিশয় পিপাসা ও বলহানি এককালে যাহার এই কয়টী উপদ্রব ঘটে, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। (সুশ্রুত সূত্র° ৩১ অঃ)

শরীরের যে অঙ্গ স্বভাবতঃ যে প্রকার হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হইলে মৃত্যুর লক্ষণ বলা যায়। শরীরের শুক্লবর্ণের কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুক্লতা, রক্ত প্রভৃতি বর্ণের অন্য প্রকার বর্ণ হওয়া, স্থিরের অস্থিরতা, স্থূলের কৃশতা, কৃশের স্থূলতা, দীর্ঘের খর্ব্বতা, খর্ব্বের দীর্ঘতা; অথবা কোন অঙ্গ হঠাৎ শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রূক্ষ, বিবর্ণ বা অবসন্ন হওয়া যাহার শরীরে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, অল্পদিন মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। শরীরের কোন স্থান স্বস্থান হইতে স্খলিত, উৎক্ষিপ্ত, অবক্ষিপ্ত, পতিত, নির্গত, অন্তর্গত, গুরু বা লঘু হওয়াও স্বভাবের বিপরীত। শরীরের অকস্মাৎ প্রবালের ন্যায় চাকা চাকা দাগ জন্মান, ললাটের শিরাসকল দৃষ্ট হওয়া, নাকের ডাঁটিতে পিড়ক উৎপত্তি, প্রভাতকালে ললাট হইতে ঘর্ম্ম বাহির হওয়া, নেত্ররোগ না থাকিলেও অশ্রুধারা পতন, মস্তকে গোময়চূর্ণের ন্যায় ধূলিদর্শন অথবা মস্তকে কপোত, কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষীর পতন, ভোজন না করিলেও মলমূত্রের বৃদ্ধি অথবা ভোজন করিলেও মলমূত্রের অভাব, স্তনমূল, বক্ষঃস্থল বা হৃদয়ে অতিশয় বেদনা, কোন অঙ্গের মধ্যস্থল স্ফীত ও উভয়পার্শ্ব কৃশ অথবা মধ্যস্থল কৃশ ও উভয়পার্শ্ব স্ফীত, অর্দ্ধাঙ্গে শোথ, সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক এবং স্বর নষ্ট, হীন, বিকৃত, বিকল অথবা দগ্ধ, মুখ বা নখ প্রভৃতি স্থানে বিবর্ণ পুষ্পের ন্যায় চিহ্ন, কফ পুরীষ বা রেতঃ জলে দিলে মগ্ন হওয়া, দৃষ্টিমণ্ডলে ভিন্নপ্রকার বিকৃতরূপ দর্শন, কেশ বা অঙ্গ তৈল মাখায় ন্যায় দেখান, অতীসার রোগে অরুচি ও দুর্ব্বলতা, কাশরোগে তৃষ্ণায় অভিভূত হওয়া, ক্ষীণতা, বমন, অরুচি, ফেণার সহিত পূয রক্ত বমন, জ্বর ও বেদনায় অভিভূত হওয়া, হস্ত, পদ ও মুখ স্ফীত, ক্ষীণ, রুচিহীন, শান্তি, স্কন্ধ ও হস্তপদের মাংসের শিথিলতা, জ্বর ও কাশে অভিভূত হওয়া;

এই সকল লক্ষণের মধ্যে কোন প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাইলে আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে আহার করিয়া অপরাহ্নে বমন করে এবং যাহার পাকাশয়ে অন্নরস না জন্মিয়াও অতীসারের ন্যায় মল নিঃসৃত হয়, যে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়া ছাগলের ন্যায় শব্দ করে, কোষ শিথিল, উপস্থ সঙ্কুচিত, এবং গ্রীবাভঙ্গ হইয়া পড়ে, যে ব্যক্তি নীচের ওষ্ঠ দংশন করিতে থাকে, বা উপরের ওষ্ঠ লেহন করে অথবা যে ব্যক্তি কেশ বা কর্ণদ্বয় ছিঁড়িয়া ফেলে, যে ব্যক্তি দেবতা, দ্বিজ, গুরু, সুহৃদ্ এবং বৈদ্যের দ্বেষ করে, যাহার পাপগ্রহ সকল অধিকতর মন্দ বা মন্দস্থানে গমন করিয়া জন্মনক্ষত্রকে পীড়িত করে অথবা উল্কা বা বজ্র দ্বারা অভিহত হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বলা যায়। স্ত্রী-পুত্র, গৃহ, শয়ন, আসন, যান, বাহন ও মণি-বস্ত্র প্রভৃতি গৃহের উপকরণ দ্রব্যের দুর্লক্ষণের প্রাদুর্ভাব হইলেও আয়ুঃশেষ জানিবে। বল ও মাংসহীন রোগীর চিকিৎসা করিলেও যদি রোগ বৃদ্ধি হয়, তবে সেইটী তাহার আয়ুঃশেষের লক্ষণ। যাহার উৎকট পীড়া এককালে হঠাৎ নিবৃত্তি হইয়া যায় অথবা যাহার শরীরে আহারের ফল দেখা যায় না, তাহার মৃত্যু শীঘ্রই হয়।

(সুশ্রুত সূত্র° ৩২ অঃ)

গতার্ত্তবা (স্ত্রী) গতং নিবৃত্তং আর্ত্তবং রজো যস্যাঃ বহুব্রী, টাপ্। ১ বৃদ্ধা স্ত্রী, যাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের উপরে। বৈদ্যকশাস্ত্র মতে দ্বাদশবর্ষ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত রমণীগণের ঋতু বা রজোদর্শন হয়। তাহার পরেই রমণীকে গতার্ত্তবা বলা যায়।

"দ্বাদশাদ্ বৎসরাদূর্দ্ধমাপঞ্চাশৎ সমং স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

২ বন্ধ্যা স্ত্রী। (রাজনি°)

গতার্থ (ত্রি) গতো বিদিতঃ অর্থোযস্য বহুব্রী। ১ যাহার অর্থ জ্ঞাত হইয়াছে, চরিতার্থ।

"তদপি স্বলক্ষণ কথনেনৈব গতার্থম্।" (সাহিত্যদ°)

গতঃ সমাপ্তঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য বহুব্রী। ২ যাহার প্রয়োজন নিবৃত্তি হইয়াছে, আর যে বিষয়ের প্রয়োজন নাই।

গতাসু (ত্রি) গতা অসবো যস্য বহুব্রী। ১ মৃত। ২ শব।

"গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।" (গীতা)

৩ গতায়ুঃ, যাহার আয়ুঃ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

গতি (স্ত্রী) গম-ভাবে ক্তিন্। ১ গমন।

"মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" (রঘু ১।৪)

২ পরিণাম। "মদনমুপদধে স এব শান্তাং গুরুধিগমা হি গতিঃ প্রয়োজনানাম্। (কিরাত° ১০।৪০) 'গতিঃ পরিণতিঃ' মল্লিনাথ।

৩ জ্ঞান। "নতে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।" (ভাগবত ৭।৫।৩১)

'স্বস্মিন্নেব অর্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তে স্বার্থাঃ তত্ত্ববিদঃ—তেষাং গতিং জ্ঞানং স্বরূপং বিষ্ণুং'। (শ্রীধর।) গম্যতে-হনয়া গম করণে ক্তিন্। ৪ প্রমাণ।

"কুপেতি চেদস্ত মৃগঃ ক্ষতঃ ক্ষণা-
দনেন পূর্ব্বং ন ময়েতি কা গতিঃ।" (কিরাত° ১৪।১৫)

'কা গতিঃ কিং প্রমাণম্' মল্লিনাথ।

গম্যতে হস্যাং গম অধিকরণে ক্তিন্। ৫ মার্গ, পথ।

"শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ততে পুনঃ॥" (গীতা ৮।২৬)

৬ স্থান। "গতিং প্রতাপস্য জগৎ প্রমাথিনঃ।" (কিরাত°) 'গতিং স্থানং' মল্লিনাথ। গম্যতে গম কর্ম্মণি-ক্তিন্। ৭ স্বরূপ। "চরতস্তপস্তব বনেষু সদা ন বয়ং নিরূপয়িতুমস্য গতিম্।" (কিরাত ৬।৩৬) 'গতিং স্বরূপং' মল্লিনাথ। ৮ বিষয়।

"তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে।" (কুমার° ৫।৬৪) 'মনোরথানাং কামানাং অগাতরবিষয়ঃ' (মল্লিনাথ।) গম-ভাবে ক্তিন্। ৯ যাত্রা। গম্যতে হনয়া গম-করণে-ক্তিন্। ১০ অভ্যুপায়, উপায়।

"যজ্ঞ ইজ্যো মহেজ্যশ্চ ক্রতুঃ সত্রং সতাং গতিঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।৬১)

১১ নাড়ীব্রণ। ১২ সরণী। ১৩ কর্ম্মফল।

"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।" (গীতা ৯।১৮)

'গতিঃ কর্ম্মফল' (শঙ্করভাষ্য) ১৪ দশা, অবস্থা।

"অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।" (গীতা ৬।৩৭)

১৫ পাণিনিকৃত একটী সংজ্ঞাবিশেষ। পাণিনির ১।৪।৬০ হইতে ৭৯ সূত্র পর্য্যন্ত গতি সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে। (গতিশ্চ। পা ১।৪।৬০) ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিলে প্রাদি উপসর্গের গতি সংজ্ঞা হয়। (ঊর্য্যাদিচ্বিডাচশ্চ। ১।৪।৬১) ক্রিয়ার যোগে থাকিলে চি বা ডাচ প্রত্যয়ান্ত ঊর্য্যাদি শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা ঊরীকৃত্য, পটপটাকৃত্য। (অনুকরণং চানিতিপরম্।" ১।৪।৬২) ইতিশব্দ পরে না থাকিলে অনুকরণ শব্দের গতিসংজ্ঞা হয়। যথা খাৎকৃত্য। (আদরানাদরয়োঃ সদসতী। ১।৪।৬৩) আদরার্থে সৎশব্দের ও

অনাদরার্থে অসৎশব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা সৎকৃত্য, অলংকৃত্য। (ভূষণেঽলং। পা ১।৪।৬৪) অলঙ্কার বুঝাইলে অলং শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা—অলংকৃত্য। (অন্তরপরিগ্রহে। পা ১।৪।৬৫) পরিগ্রহ না বুঝাইলে অন্তর শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা অন্তর্হত্য। (কণে মনসী শ্রদ্ধাপ্রতীঘাতে। পা ১।৪।৬৬) শ্রদ্ধার প্রতীঘাত বুঝাইলে কণে ও মনস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, কণেহত্য, মনোহত্য। (পুরোঽব্যয়ম্। পা ১।৪।৬৭।) অব্যয় পুরস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, পুরস্কৃত্য। (অস্তং চ। পা ১।৪।৬৮) অস্তং এই অব্যয় শব্দটীর গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, অস্তংগত্য, (অচ্ছগত্যর্থবদেষু। পা ১।৪।৬৯) গত্যর্থ ও বদ ধাতুর যোগে অব্যয় অচ্ছশব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা অচ্ছগত্য, অচ্ছোদ্য। (অদোঽনুপদেশে। পা ১।৪।৭০) পরের প্রতি উপদেশ না বুঝাইলে অদস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, অদঃ কৃত্য। (তিরোঽন্তর্দ্ধৌ। (পা ১।৪।৭১) ব্যবধানার্থে তিরস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, তিরোভূয়। (বিভাষা কৃঞি। পা ১।৪।৭২) কৃঞ্ ধাতুর যোগে তিরস্‌শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, তিরস্কৃত্য, তিরঃকৃত্বা। (উপাজেঽন্বাজে। ১।৪।৭৩) কৃঞ্ ধাতুর যোগে উপাজে ও অন্বাজে শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, উপাজেকৃত্য, অন্বাজেকৃত্য। সাক্ষাৎ প্রভৃতীনি চ। পা ১।৪।৭৪) কৃঞ্ যোগে সাক্ষাৎ প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, সাক্ষাৎকৃত্য। (অনত্যাধান উরসিমনসী। পা ১।৪।৭৫) অত্যাধান না বুঝাইলে কৃঞ্ ধাতুর যোগে উরসি ও মনসি শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা উরসিকৃত্য, উরসিকৃত্বা, মনসিকৃত্য, মনসিকৃত্বা। (মধ্যে পদে নিবচনেচ। পা ১।৪।৭৬) অত্যাধান না বুঝাইলে কৃঞ্ ধাতুর যোগের মধ্যে, পদে ও নিবচনে একয়টী শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা মধ্যেকৃত্য, মধ্যেকৃত্বা। (নিত্যং হস্তে পাণাবুপযমনে। পা ১।৪।৭৭) কৃঞ্ ধাতুর যোগে বিবাহ বুঝাইলে হস্তে ও পাণৌ এই দুইটী শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা হস্তেকৃত্য, পাণৌকৃত্য। (প্রাধ্বং বন্ধনে। পা ১।৪।৭৮) বন্ধন বুঝাইলে কৃঞ্ যোগে প্রাধ্বং শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা প্রাধ্বং কৃত্য।

(জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে। পা ১।৪।৭৯) কৃঞ্ ধাতুর যোগে সাদৃশ্যার্থে জীবিকা, ও উপনিষদ্‌শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা জীবিকাকৃত্য, উপনিষৎকৃত্য।

যে সকল শব্দের গতি সংজ্ঞা আছে, তাহাদের সহিত অপর সমস্যমান পদের নিত্য সমাস হয়। (কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা ২।২।১৮) গতি সংজ্ঞক শব্দ পরে থাকিলে গতিসংজ্ঞক অনুদাত্ত হয়। (গতির্গতৌ। পা ৮।১।৭০) উদাত্তযুক্ত কোন তিঙন্ত পদ পরে থাকিলে গতিসংজ্ঞক শব্দ অনুদাত্ত হয়। যথা যৎ প্রপচতি। নিঘণ্টুতে গতিবোধক ১২২টী ধাতুর উল্লেখ আছে।

১৬ মুক্তি।

গতিক (স্ত্রী) ১ গতি। ২ অবস্থা। ৩ আশ্রয়।

গতিক্রিয়া (স্ত্রী) গমন ক্রিয়া, যাওয়া।

গতিতালিন্ (পুং) গতেস্তালোঽস্ত্যস্য গতি তাল-ইনি। কার্ত্তিকেয়ের একজন সৈন্য।

"বৈতালী গতিতালীচ তথা কথকবাচকৌ।"

(ভারত শল্য ৪৬ অঃ)

গতিলা (স্ত্রী) গম্-ইলচ্ (মিথিলাদয়শ্চ। উণ্ ১।৫৮) নিপাতনে সাধুঃ ততঃ টাপ্। ১ বেত্রলতা। (উজ্জ্বলদত্ত) ২ নদী বিশেষ। ৩ পরম্পরা। (উণাদিকোষ)

গতিবিধি (পুং) গতিবিধিঃ ৬তৎ। ১ গতিবিধান। ২ সামান্যরূপে জ্ঞান।

গতিশক্তি (স্ত্রী) গতেঃ শক্তিঃ ৬তৎ। গমনাগমনের ক্ষমতা, চলিতে পারা।

গতিশক্তিরহিত (ত্রি) গতিশক্ত্যা রহিতঃ ৩তৎ। যাহার গতিশক্তি লোপ হইয়াছে। গমনাগমনে অক্ষম।

গতিসত্তম (পুং) গতির্বোধঃ স চাসৌ সত্তমশ্চেতি কর্ম্মধা°। পরমেশ্বর। "আদিত্যো জ্যোতিরাত্মা চ সহিষ্ণুর্গতিসত্তমঃ।"

(বিষ্ণুস°)

গতীক (ত্রি) গমনযোগ্য।

গত্বন্ (ত্রি) গম-কনিপ্ মলোপে তুক্। গমনকর্ত্তা, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া গত্বরী শব্দ হয়।

গত্বর (ত্রি) গচ্ছতি গম-করপ্ (ইণ্‌নশজিসর্ত্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৬৩) গমনশীল। "বীভৎসাবিষয়া জুগুপ্‌সিততমঃ কায়ো বয়ো গত্বরং" (শান্তিশতক ১২০।) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গত্বা (অব্য) গম-ক্ত্বা। গমন করিয়া, যাইয়া।

"সদ্যঃ পুরী পরিসরেচ শিরীষমৃদ্বী
গত্বা জবাৎ ত্রিচতুরাণি পদানি সীতা।" (উত্তরচরিত)

গত্বায় (অব্য) [বৈ] গম-ক্ত্বা ততো যক্ (ক্ত্বো যক্চ। পা ৭।১।৪৭) গমন করিয়া, যাইয়া।

"দিবং সুপর্ণো গত্বায় সোমং বজ্রিণ আভরৎ।" (ঋক্ ৮।১০০।৮)

'গত্বায় গত্বা' সায়ণ।

গত্বী (অব্য) [বৈ] গম্ ক্ত্বা আকারস্য ঈকারঃ। (স্নাত্ব্যাদয়শ্চ। পা ৭।১।৪৯) গমন করিয়া, যাইয়া।

"সা নোতুষী যদ্ যবসেব গন্ধী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ।" (ঋক্ ৯।৪১।৫) 'গন্ধী গন্ধা' সায়ণ।

গদ (পুং) গদ-অচ্। ১ রোগ।

"অসাধ্যং কুরুতে কোপং প্রাপ্তে কালে গদোযথা।" (মাঘ ২সঃ)

গদ অভ্রধ্বনৌ ভাবে অচ্। ২ মেঘধ্বনি। (ক্লী) ৩ বিষ। ৪ কুষ্ঠ, কুড়। (রাজনি°)

(পুং) ৫ বসুদেবের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা, রোহিণীর গর্ভজাত। (ভাগবত ১।১৪ ১৮) ৬ অসুরবিশেষ। (বায়ুপু° গয়া° ৫অঃ)

গদগ (গড্যা), ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। অক্ষা° ১৫° ৯৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৪৩´ পূঃ। ইহার উত্তরসীমা রোণ মহকুমা, পশ্চিমে নবালগণ্ড, দক্ষিণে জামখণ্ডি মহকুমার শ্রীহট্টি ও কুন্দগুল বিভাগ ও পূর্ব্বে নিজাম রাজ্য। ইহাতে গবর্মেণ্টের খাসদখলে ১১৪ খানি ও বৌতে ১৪ খানি গ্রাম আছে। ভূমির পরিমাণ ৬৯৯ বর্গমাইল। দেয় রাজস্ব ২৫৭৯০০৲ টাকা।

গদগ নগরের ১ মাইল পূর্ব্বে বেত্তিগেরি গ্রাম, এইজন্য সচরাচর লোকে নগরটীকে গদগ-বেত্তিগেরি বলিয়া থাকে। এই স্থানে রাজস্ব আদায়ের জন্য একটী কাছারি ও পুলিশের ফাঁড়ি আছে। স্থানীয় মোকদ্দমাদি নিষ্পন্ন করিবার জন্য একটা সবজজ আদালত, পোষ্টাপিস ও মিউনিসপ্যালটী আছে। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলার ব্যবসা হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর এখানকার কল হইতে ৫০০০০০৲ টাকা মূল্যের তুলা রপ্তানি হইয়া থাকে। রেলওয়ে কোম্পানীর হটুগী-গদগ গাঁও মর্ম্ম ও বেলারি দুই শাখা পূর্ব্বে ও দক্ষিণে থাকায় ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এইখানে গবর্মেণ্ট বাহাদুরের জিন কাপড়ের একটী কুঠি আছে। এতদ্ভিন্ন "সাদী" নামে স্থানীয় একপ্রকার সূক্ষ্ম ও (পাকা) রাঙ্গলা সুন্দর সুন্দর কাপড় প্রস্তুত হয়। প্রতি শনিবারে কাপড় ও চাউল বিক্রয়ের জন্য হাট বসে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে দরিদ্রদিগের শুশ্রূষার জন্য একটী হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত একটী চতুষ্কোণ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহার কতক সংস্কার হইয়া সৈনিকাবাস হইয়াছে। ইহার চারিদিকের পরিখা উচ্চে ১৮ ফিট এবং তাহার চারিধারে গড়খাই কাটা, তাহার বাহির পার্শ্বে ক্রমনিম্ন ঢালু জমি দ্বারা রক্ষিত। দুর্গের চারিদিকের বেড় সর্ব্বসমেত ১৫৩৪ গজ; ইহাতে ২১টি বুরুজ দেখা যায়।

এই নগরের মধ্যে অনেকানেক সুন্দর ও শিল্পকার্য্যপরিপূর্ণ মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তন্মধ্যে ত্রিকূটেশ্বর, সরস্বতী, নারায়ণ, সোমেশ্বর ও রামেশ্বরের মন্দিরই প্রধান।

একটী দেবসভার মধ্যে ত্রিকূটেশ্বর ও সরস্বতীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। মন্দির কয়টি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন, ইহার থামগুলি এরূপ সুন্দররূপে শিল্প-খোদিত যে ভারতের অপর কোন শিল্পকার্য্যের সহিত সহজে তুলনা করা যায় না। মন্দিরের সম্মুখে একটা মণ্ডপ আছে, তাহার পরই দেবীমন্দির, বহুকাল হইতেই ইহার চূড়া খসিয়া গিয়াছে। সরস্বতী দেবীর মন্দিরের উত্তরদিকে অবস্থিত ও দরদালানের পশ্চিমদিকে শালুঙ্কার উপরিস্থিত তিনটী শিবমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাই ত্রিকূটেশ্বর। সোমেশ্বরদেবের মন্দিরে এখন গদগের বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার দক্ষিণে রামেশ্বরদেবের মন্দির। বাজারের নিকট বীরনারায়ণ দেবের মন্দির। মন্দিরটী ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর হইবে, কারুকার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি নাই, কেবলমাত্র ইহার গোপুরটী সুন্দররূপে খোদিত ও উচ্চতায় ১০৯ ফিট হইবে।

বেত্তিগেরি গ্রামের মধ্যে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত স্থানে ১৫ খানি বীরমূর্ত্তি খোদিত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটী ১৩ ফিট উচ্চ হইবেক। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রস্তরে পুরাতন কণাড়ি অক্ষরে খোদিত লিপি আছে। ইহা ছাড়া গ্রামের প্রবেশদ্বারে একখানি বড় শিল্পলিপি বিদ্যমান আছে।

গদগের মামলাৎদার আপিসে কতকগুলি তাম্রশাসন ও মন্দিরাদিতে প্রায় ২০ খানি শিলালাপ পাওয়া গিয়াছে।

১ম, শিল্পলিপি খানি কণাড়ী ভাষায় ও কণাড়ী অক্ষরে লিখিত, ইহাতে চালুক্যরাজ ২য় সত্যাশ্রয়ের প্রধান সামন্ত রাজা শোভন কর্ত্তৃক ৯২৪ সম্বতে ত্রিকূটেশ্বরদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রশস্তি বর্ণিত। মন্দিরাদিতে খোদিত প্রশস্তি ও অনেকানেক তাম্রশাসন সুন্দররূপ বুঝিতে পারা যায় না। তাহাতে চালুক্যরাজ ৩য় জয়সিংহ (১০১৮-১০৪২), আহবমল্ল ২য় (১০৪২-১০৬৮) এবং ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৫-১১২৬ সং) ও অপর একখানি বিক্রমপত্নী বাচলদেবী প্রদত্ত শাসন আছে, লেখা কিছু অস্পষ্ট। কলচুরি বংশীয় বিজ্জলপুত্র সংক্রমদেব (১১৭৫-১১৮০ সং)-প্রদত্তও একখানি শাসন পাওয়া যায়।

১১১৫ সম্বতে হয়শাল বীরবল্লাল প্রদত্ত ত্রিকূটেশ্বরের প্রশস্তি, ১১২১ সম্বতে বীর বল্লালের রাজমন্ত্রী রায়দেব-প্রদত্ত প্রশস্তি; ১১৩৫ সম্বতে দেবগিরি যাদববংশীয়

২য় সিংহাণা প্রদত্ত প্রশস্তি, ১৪৬১ সম্বতে বিজয়নগর-রাজ অচ্যুতরায় প্রদত্ত এবং বীরনারায়ণের মন্দিরে চারখানি (৯৫৯, ১০২০, ১০২২, ১৪৬১ সম্বতের) প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বীরনারায়ণ মন্দিরের দক্ষিণস্থিত নরসিংহদেবের মন্দিরে ১০১৬ ও ১৪৬১ খৃষ্টাব্দের দুইখানি খোদিত শিলালিপি পাওয়া যায়।

এই গদগের পুরাতন সংস্কৃত নাম "ক্রতুক", তাহা ১১৩৫ সম্বতে রাজা ২য় সিংহানার প্রশস্তির পারম্ভেই লিখিত হইয়াছে।

গদগের ত্রিকুটেশ্বর ও বীরনারায়ণের মন্দির ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর হইবে। উক্ত শিলালিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কালে এই গদগ নগর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে (৯৭৩-১১৯০) চালুক্য, (১১৬১-১১৮৩) কলচুরি, (১০৪৭-১৩১০) হয়শাল বল্লাল, (১১৭০-১৩১০) দেবগিরি-যাদব ও (১৩৩৬-১৫৮৭ খৃঃ) বিজয়নগর প্রভৃতি রাজবংশের অধীনে ছিল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ধম্বল দুর্গ অবরোধের পর কর্ণেল ওয়েলেস্‌লি গদগ যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনে ধুন্ধিয়ারা সকলেই নগর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। পরে তিনি পেশোবার সৈন্যাধ্যক্ষের উপর ধম্বল ও গদগ দুর্গের ভার দিয়া চলিয়া আসেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে জেনারেল মনরো পুনরায় গদগ আক্রমণ করেন এবং একদিন গুলিবর্ষণের পর ধুন্ধিয়ার হাত হইতে পুনর্ব্বার গদগ ইংরাজ-অধিকারে আইসে।

গদ্‌গদ (ক্লী) গদ্‌গদ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। গদ্‌গদ ভাষণ, গদ্‌গদস্বরে কথা বলা। "বক্‌ত্রেষু কণ্ঠৌষ্ঠতালুনা মন্যুতমস্মিংস্তৈর্গদগদবাক্যতা রসাজ্ঞানং মুখরোগাশ্চ ভবন্তি।"

(সুশ্রুত° নি° ২ অঃ)

গদমুরারি (পুং) জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তামা, হিঙ্গুল ও সীসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা দুই রতি। ইহা সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর বিনাশ হয়। (রসেন্দ্রসার°)

গদমুরারিইচ্ছাভেদী, ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, তামা, হরিতাল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোহাগা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং ইহাদের সমষ্টির পরিমাণের সমান জয়পাল দিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে দুইপ্রহর খল করিবে। ইহা সেবনে ভেদ হয় এবং সন্নিপাতাদি সকল রোগ নষ্ট হয়। বিরেচনের পরে মৎস্য, মাংস ও ঘৃতসংযুক্ত দ্রব্য পথ্য। (রসেন্দ্রসার°)

গদয়িত্নু (পুং) গদয়তি পীড়য়তি গদ-ইত্নুচ্ (উণ্ ৩।২৯।) ১ কাম। (ত্রি) ২ কামুক। ৩ বাবদূক। (পুং) ৪ শব্দ। (উজ্জ্বল)

গদরিয়া, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী মেষপালক জাতিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে অনেক শ্রেণী ভেদ আছে, একশ্রেণী অন্য শ্রেণীর সহিত বিবাহে দানগ্রহণ করে না। ইহাদের বিধবারা দেবরকে বিবাহ করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ মৃত কনিষ্ঠের বিধবাকে বিবাহ করিতে পারে না। আগ্রা ও ফরুখাবাদ অঞ্চলে এই জাতির বাস অধিক।

গদসিংহ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী নামে একখানি সংস্কৃত অভিধান, তত্ত্বচন্দ্রিকা নামে কিরাতার্জ্জুনীয় টীকা ও উল্লাবিবেক রচনা করেন। অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরীতে রুদ্র, গদাধর, ধরণী ও রত্নকোষ এবং তত্ত্বচন্দ্রিকায় প্রকাশবর্ষের টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে। রঘুনন্দন গদসিংহের কোষ উল্লেখ করিয়াছেন।

গদা (স্ত্রী) গদ-অচ্-টাপ্। ১ স্বনামখ্যাত লৌহময় অস্ত্রবিশেষ। যন্ত্রযুদ্ধের মধ্যে গদা যুদ্ধই অতিশয় কঠিন ও যোদ্ধ্বর্গের বলসাপেক্ষ। অগ্নিপুরাণে আহত, গোমূত্র, প্রভৃত, কমলাসন, উর্দ্ধগাত্র, নামিত, বামদক্ষিণ, আবৃত্ত, পরাবৃত্ত, পাদোদ্ধৃত, অবপ্লুত, হংসমার্গ ও বিমার্গ এই কয় প্রকার গদাযুদ্ধের উল্লেখ আছে। মহাভারতে মণ্ডল, গতপ্রত্যাগত, অস্ত্রযন্ত্র, স্থান, পরিমোক্ষ, প্রহারবর্জ্জন, পরিধাবন, অভিদ্রবণ, আক্ষেপ, অবস্থান, সবিগ্রহ, পরিবর্ত্ত, সংবর্ত্ত, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত এই কয়প্রকার গদা যুদ্ধের কৌশলের কথা আছে। গদাযুদ্ধনিপুণ মহাবল ভীম ও দুর্য্যোধন এই সকল যুদ্ধকৌশল প্রকাশে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালবাসীদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া ভয়ঙ্কর গদা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ভারত, শল্য ৫৭ অঃ।) টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে যুদ্ধকালে শত্রুর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া যুদ্ধকরার নাম মণ্ডল। যে কৌশলে শত্রুর নিকটে উপস্থিত হইয়া সহসা দূরে সরিয়া পড়া যায়, তাহাকে গতপ্রত্যাগত বলে। শত্রুর কঠিন মর্ম্মদেশের আক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধদিকে উঠান বা ভূতলে নিক্ষেপ করাকে অস্ত্রযন্ত্র বলা হইয়া থাকে। আঘাতের উপযুক্ত মর্ম্মদেশ অর্থাৎ কর্ম্মস্থানে আঘাত করাকে স্থান বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অতিশয় বেগে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসাকে পরিধাবন, বেগে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকে অভিদ্রবণ, শত্রুর যত্নেই তাহারই নিপাতের কারণ সম্পাদন করাকে আক্ষেপ, যুদ্ধে কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ না করাকে অবস্থান, শত্রু উপস্থিত হইলে পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধ করাকে সবিগ্রহ, শত্রুর চারিদিকে বিচরণ করাকে পরিবর্ত্তন, শত্রুকে এদিক্ ওদিক্ সরিতে না দেওয়াকে সংবর্ত্ত, শত্রুর প্রহার হইতে আপনাকে

রক্ষা করিবার জন্ত অবনত হইয়া সরিয়া যাওয়াকে অবপ্লুত, বিপক্ষের আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত পিছনে সরিয়া যাওয়াকে উপপ্লুত, শত্রুর নিকটে আসিয়া গদা প্রহারকে উপস্থুত এবং ফিরিয়া হস্তদ্বারা শত্রুকে তাড়না করাকে অপস্থুত বলে। (ভারত শল্যপ° ৫৭ অধ্যায়ের নীলকণ্ঠ টীকা দেখ।)

দেবগণের মধ্যে বিষ্ণুই গদাযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, গদ নামে একটা ভয়ঙ্কর অসুর ছিল। তাহার শরীরের অস্থি বজ্র হইতে কঠিন। গদাসুর অতিশয় দুর্বৃত্ত হইয়া দেবগণের উপরে ভয়ানক অত্যাচার করিত। পরিশেষে ব্রহ্মা তাহার অস্থি চাহিয়া লন। সেই অস্থিতে বিষ্ণুর গদা নির্ম্মিত হয়। (বায়ুপুরাণ) ২ বুদ্ধিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব।

"মনস্তত্ত্বাত্মকং চক্রং বুদ্ধিতত্ত্বাত্মিকাং গদাম্।" (বিষ্ণুস°)
৩ পটোলা বৃক্ষ। ৪ যোগবিশেষ।

লঘুজাতকের মতে সকল গ্রহ অনন্তর কেন্দ্রস্থিত হইলে গদা নামক যোগ হইয়া থাকে।

গদাক্ষেত্র, বিরজাক্ষেত্রের অপর নাম। [বিরজা ও যাজপুর দেখ।]

গদাখ্য (ক্লী) গদা ইত্যাখ্যা যস্য বহুব্রী। কুড়, কুষ্ঠ। (রত্নমালা°)

গদাগদ (পুং) [দ্বি°] গদমাগচ্ছতি গদ-আ-গম-ড গদাগং রোগগণং দায়তঃ শোধয়তঃ গদাগা। দা-ক ১ অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

গদাগ্রজ (পুং) গদস্য অগ্রজঃ ৬তৎ। ১ বলরাম। ২ কৃষ্ণ।
"তথ্যামৃতধ্যানজবজ্জগাদাগ্রে গদাগ্রজং।" (মাঘ ২ সর্গ)

গদাগ্রণী (পুং) গদস্য অগ্রণীঃ ৬তৎ। ক্ষয়রোগ। সকল রোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ক্ষয়রোগের নাম গদাগ্রণী হইয়াছে।

গদাধর (পুং) গদাং ধরতি গদা ধৃ-অচ্। ১ বিষ্ণু, গদাসুরের অস্থিনির্ম্মিত গদাধারণ করিয়া ইঁহার নাম গদাধর হইয়াছে। [গদা দেখ। বিষ্ণুর গদা প্রাপ্তির কথা বায়ুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হেতিরক্ষ নামে একটা ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মার আরাধনা করে। তাহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিরিঞ্চি তাহাকে বর দিতে উপস্থিত হন। হেতি বলিল, 'প্রভো! অধমের প্রতি কৃপা হইয়া থাকিলে এই বিধান করুন, আমি যেন ত্রিলোকে অজেয় হইতে পারি; দেবাস্ত্র, অসুরাস্ত্র বা মনুষ্যাস্ত্রে যেন আমার জীবনের অনিষ্ট না হয়।' ব্রহ্মা তাহাই স্বীকার করিলেন। ব্রহ্মার বর পাইয়া দুর্বৃত্ত হেতি মাতিয়া উঠিল। কএকদিন পরেই ইন্দ্রকে তাড়াইয়া স্বর্গের রাজত্ব অবধি অধিকার করিল, ক্রমে ক্রমে সকল দেবতাকেই পদচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। হেতির অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে মিলিয়া বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং হেতির ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথা জানাইলেন। দেবগণের কাতরায় বিষ্ণুর দয়া হইল, তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন যে, তোমরা যদি আমাকে একটী মহাস্ত্র দিতে পার, তবে হেতির বিনাশ করিতে পারি। ইহার পূর্ব্বে গদাসুরের বজ্রকঠিন অস্থিতে একটী গদা নির্ম্মিত হয়, দেবগণ সময় বুঝিয়া সেই গদাটী বিষ্ণুকে দিলেন। বিষ্ণু গদার দৃঢ় আঘাতে হেতিকে বিনাশ করিলেন। গদাটী তাঁহার প্রিয় হইল, তিনি গদাটী আর ফিরাইয়া দিলেন না, স্বহস্তে ধারণ করিলেন। তদবধি তাঁহার গদাধর নাম হইল। (গয়ামাহাত্ম্য ৫ অঃ)

২ গয়াতীর্থস্থিত দেবমূর্ত্তিবিশেষ।
"ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ায়াঞ্চ গদাধরঃ।" (মাহেশ্বরতন্ত্র)

(ত্রি) ৩ যে গদা ধারণ করে।

গদাধর, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম।

১ ক্রিয়াকল্পক্রম প্রণেতা।

২ গ্রহযাগামৃতকোমাদিসিদ্ধি নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

৩ একজন প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থকার, ভাবমিশ্র ও বৈদ্যবাচস্পতি ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার, রাজগুরু বলিয়া আখ্যাত। ইনি গদাধরপদ্ধতি, সম্প্রদায়প্রদীপ ও নবকণ্ডিকাসূত্রভাষ্য প্রণয়ন করেন।

৫ বৃহস্তারতমাস্তোত্ররচয়িতা।

৬ ভগবত্তত্ত্বদীপিকা নামে ভক্তিশাস্ত্রপ্রণেতা।

৭ রসিকজীবন নামে সংস্কৃত অলঙ্কার-রচয়িতা।

৮ বিবাহসিদ্ধান্তরহস্য নামে জ্যোতিগ্রন্থপ্রণেতা।

৯ একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক, রাঘবেন্দ্রের পুত্র, ধীরসিংহের পৌত্র এবং দর্পনারায়ণের প্রপৌত্র। ইনি তন্ত্রপ্রদীপ নামে সারদাতিলকের একখানি টীকা রচনা করেন।

১০ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন প্রাচীন কবি।

গদাধরচক্রবর্ত্তী, কাব্যপ্রকাশের একজন টীকাকার।

গদাধরতর্কাচার্য্য, রামতর্কালঙ্কারের পুত্র, দেবীমাহাত্ম্যটীকারচয়িতা। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা নামক কুলগ্রন্থে একজন নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়, তিনিও রামতর্কালঙ্কারের পুত্র বলিয়া উক্ত। এরূপ স্থলে উভয়ে একব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন।

গদাধরদাস, একজন হিন্দী কবি, ব্রজবাসী প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি কৃষ্ণদাস-পয়হারীর শিষ্য ও বল্লভাচার্য্যের প্রশিষ্য। শিবসিংহ ইঁহার সাহিত্যসম্বন্ধীয় হিন্দী কবিতার সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

গদাধরদীক্ষিত, একজন প্রাচীন বৈদিক সূত্রভাষ্যকার, ইঁহার পিতার নাম বামন, ইঁহার রচিত আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রভাষ্য ও পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্য পাওয়া যায়। দেবভদ্র ও যাজ্ঞিকদেব ইঁহার ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গদাধরনদী, ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা নদী। ভুটানের গিরিমালা হইতে নির্গত হইয়া জলপাইগুড়ি ও গোয়ালপাড়াকে পশ্চিম ও পূর্ব্বধারে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার গতি বড়ই পরিবর্ত্তনশীল, তাই স্থানে স্থানে নামভেদ ঘটিয়াছে। কাহারও মতে, এই নদী উত্তরাংশে সঙ্কোশ, গোয়ালপাড়ায় গঙ্গাধর এবং ইহার নিম্নাংশেও প্রাচীন গর্ভ এখনও গদাধর নামে খ্যাত। রামনাই নামে ইহার একটী শাখা আছে।

গদাধরনাথ, সদুক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন প্রাচীন কবি।

গদাধরপণ্ডিত, চৈতন্যদেবের একজন প্রধান অন্তরঙ্গ। গৌরাঙ্গ ইঁহার রাধাভাব দেখিয়াছিলেন। চৈতন্যভক্তগণ ইঁহাকেও বিশেষ ভক্তি করেন।

গদাধরভট্ট, বর্ত্তমান শতাব্দীর বান্দাপ্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইঁহার প্রপিতামহ মোহনভট্ট, পিতামহ পদ্মাকর ও পিতা মিহীলাল, তাঁহারা সকলেই কবি ছিলেন, কিন্তু গদাধর কবিতা লিখিয়া পিতৃগণ হইতে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। ইনি রাজা ভবানীসিংহ দতিয়ার সভায় থাকিতেন এবং অলঙ্কার-চন্দ্রোদয় রচনা করেন। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন।

গদাধরভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত অধ্যাপক ও বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম জীবাচার্য্য। পাবনা জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড়া নামক গ্রামে তাঁহার আদিবাস। বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কবাগীশের টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গদাধরের শিক্ষা সমাপ্ত না হইতেই হরিরামের মৃত্যু হয়। টোলের অধ্যাপনা করাইতে পারে হরিরামের এরূপ পুত্র ছিল না। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যান যে, ছাত্রবর্গের মধ্যে গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। হরিরাম জানিতেন যে, যদিও গদাধরের পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, তথাপি এই ছাত্র স্বীয় বুদ্ধিবলে সকল বাধা অতিক্রম করিবে। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ছাত্রগণ সহাধ্যায়ীর নিকট পাঠ স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া অন্য টোলে পড়িতে গেল। তেজস্বী গদাধর তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া হরিরামের টোল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানের পথের পার্শ্বে একটী স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটী ফুলের বাগান করিলেন। ফুলবাগানের উদ্দেশ্য এই, পণ্ডিতগণ সম্ভবতঃ পূজার জন্য তথায় পুষ্পচয়ন করিতে আসিবেন। সেই সুযোগে তিনি তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া নিজ পাণ্ডিত্য প্রচার করিবেন। এদিকে তিনি নিজ বাসস্থান লক্ষ্মীচাপড়া হইতে ছাত্র আনিতে পাঠাইলেন। যতদিন না ছাত্র আসে, ততদিন বাগানে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া পড়াইতে লাগিলেন ও আপন ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক ও ছাত্র মধ্যে অনেকেই পুষ্প চয়ন করিতে আসিতেন। তাঁহারা গদাধরের অধ্যাপনা-প্রণালী ও ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ছাত্রগণ গোপনে আসিয়া তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইতে লাগিলেন, কেহ বা তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা বিশদ বলিয়া তুলিয়া লইতে লাগিলেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার সেই সময় নবদ্বীপের একজন প্রধান নৈয়ায়িক, তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসাও সুদূর বিস্তৃত। গদাধর বৌদ্ধাধিকারদীধিতির টীকা রচনা করেন। তাহাতে লিপিকর ভ্রমক্রমে "শিব্যস্তে" পাঠের পরিবর্ত্তে "শিচ্যস্তে" লিখিয়া বসেন। সেই পত্র কোন মতে জগদীশের টোলের কোন ছাত্রের হস্তে পতিত হয়। ছাত্রেরা উপহাস করিয়া সেই পত্র একটী কুকুরের গলায় বাঁধিয়া দেয়। গদাধর এই সংবাদ পাইয়া কুকুরের গলা হইতে তাহা খুলিয়া লইয়া নিজ বুদ্ধিবলে "শিচ্যস্তে" পাঠই বজায় রাখিয়া নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সেই টীকা জগদীশের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার ঐ টীকা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "গদাধরের টীকা পড়িয়া আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, যে কোন পাঠ প্রকৃত।" জগদীশের এই কথায় গদাধরের খ্যাতি নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইল। তৎপরেই ছাত্রগণ অবাধে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নার্থ আসিতে লাগিল। গদাধরের বংশধরেরা এক্ষণেও নবদ্বীপে রহিয়াছেন। গদাধর হইতে সাতপুরুষ হইয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, দুইশত বর্ষের পূর্ব্বে গদাধর জীবিত ছিলেন। কথায় বলে—

"হরের গদা, গদার জয়।
জয়ার বিশু, লোকে কয়॥"

অর্থাৎ হরিরামের ছাত্র গদাধর ভট্টাচার্য্য, গদাধরের ছাত্র জয়রাম ও জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ।

গদাধর ভট্টাচার্য্য অনেক টীকা প্রণয়ন করেন। সাধারণতঃ সেই সমস্ত "গাদাধরী টীকা" ও "গদাধরী পত্রিকা" বলিয়া কথিত।

গদাধর ব্রহ্মনির্ণয় নামে একখানি বেদান্ত, কুসুমাঞ্জলি-

ব্যাখ্যা, মুক্তাবলীটীকা এবং তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি ও তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের গাদাধরী নামে সুবৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গাদাধরী নব্যন্যায়ের অপূর্ব্বগ্রন্থ এবং গদাধরের অক্ষয়কীর্ত্তি। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা বড়ই দুর্ঘট, তবে যত অংশ পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

অতএবচতুষ্টয়ীরহস্য ও টীকা, অনুকরণবিচার, অনুপসংহারী, অনুপসংহারীগ্রন্থরহস্য, অনুপসংহারীবাদ, অনুমাননিরূপণ, অনুমিতিটিপ্পন, অনুমিতিত্ববাদ, অনুমিতিমানসবাদার্থ, অনুমিতিরহস্য, অনুমিতিবিচার, অনুমিতিসংগ্রহ, অন্যথাখ্যাতিবাদ, অন্বয়বাদ, অন্বয়ব্যতিরেকি, অপূর্ব্ববাদ, অর্থাপত্তিবাদ, অবচ্ছেদকতানিরুক্তি, অবচ্ছেদকত্ববাদ, অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তিরহস্য, অবয়বনিরূপণ, অবয়বগ্রন্থরহস্য, অষ্টাদশবাদ, অসাধারণবাদ অসিদ্ধগ্রন্থরহস্য, আকাশবাদ, আখ্যাতবাদ বা আখ্যাতবিচার, আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিটীকা, আলোকটিপ্পনী, উৎপত্তিবাদ, উদাহরণলক্ষণটীকা, উপনয়নলক্ষণটীকা, উপসর্গবিচার, উপাধিবাদ, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, কারকবাদ, কেবলব্যতিরেকিরহস্য, কেবলান্বয়ি, কেবলান্বয়িকেবলব্যতিরেকিরহস্য, কেবলান্বয়িগ্রন্থবিবরণ, চতুর্দ্দশলক্ষণী, চিত্ররূপবাদ, তদাদিসর্ব্বনামবিচার, তর্করহস্য, তর্কবাদ, তাৎপর্য্যজ্ঞানকারণতাবিচাররহস্য, তাদাত্ম্যবাদ, দ্বিত্বাদিভাবপ্রত্যয়বিচার, দ্বিতীয়প্রগল্ভলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়স্বলক্ষণটীকা, দ্বিত্বাদি ব্যুৎপত্তিবাদ, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকপ্রত্যাসত্তি, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকবাদ, নানার্থবাদটীকা, নানার্থসন্দিগ্ধার্থবিচার, নঞ্বাদটীকা, নব্যধর্ম্মিতাবচ্ছেদকবাদার্থ, নব্যমতরহস্য নব্যমতবাদার্থ, নির্দ্ধারণবিচার, পক্ষতা, পক্ষতারহস্য, পক্ষতাবাদ, পক্ষতাবাদার্থ, পক্ষতাসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, পঞ্চলক্ষণী, পঞ্চবাদটীকা, পরামর্শরহস্য পরামর্শবাদ পরামর্শবাদার্থ, পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, পূর্ব্বপক্ষরহস্য, পূর্ব্বপক্ষব্যাপ্তি, পূর্ব্বসিদ্ধান্ত, প্রতিজ্ঞালক্ষণটীকা, প্রথম প্রগল্ভলক্ষণটীকা, প্রথমস্বলক্ষণবিবরণ, প্রবৃত্ত্যঙ্গ, প্রাগভাববাদ, প্রামাণ্যবাদটীকা, প্রামাণ্যবাদসংগ্রহ, প্রামাণ্যবাদার্থ, বাধগ্রন্থরহস্য, বাধতা, বাধতাবাদ, বাধবুদ্ধিবাদ, বাধবুদ্ধিবাদার্থ, বাধরহস্য, বাধবাদ, বুদ্ধিবাদ, ভূয়োদর্শনবাদ, মঙ্গলবাদ, মুক্তিবাদ, মুক্তিবাদার্থ, মোক্ষবাদ, রত্নকোষবাদার্থরহস্য, লক্ষণবাদ, লঘুবাদার্থ, লিঙ্গকারণতাবাদ, লিঙ্গোপধৈলিঙ্গকবাদার্থ, বায়ুপ্রত্যক্ষবাদ, বিধিবাদ, বিধিবাদার্থ বা বিধিস্বরূপবাদার্থ, বিরুদ্ধগ্রন্থরহস্য, বিরুদ্ধসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, বিরোধ, বিরোধবাদ, বিরোধিগ্রন্থ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানবাদার্থ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবাদ, বিশেষজ্ঞানবাদার্থ, বিশেষনিরুক্তিটীকা, বিশেষব্যাপ্তি বিশেষব্যাপ্তিরহস্য, বিষয়তাবাদ বা বিষয়তাবিচার, বিষয়তাবাদার্থ, বৃত্তিবাদ, ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নবাদ, ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়টীকা, ব্যাপ্তিনিরূপণ, ব্যাপ্তিপঞ্চকটীকা, ব্যাপ্তিবাদ, ব্যাপ্ত্যনুগমটীকা, ব্যাপ্ত্যনুগমরহস্য ব্যাপ্ত্যনুগমবাদার্থ, ব্যুৎপত্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদার্থ, শক্তিবাদ বা শক্তিবিচার, শব্দপরিচ্ছেদ, শব্দালোকরহস্য, সব্যপক্ষতাবাদ, সব্যবাদ, সব্যবাদার্থ, সঙ্গতিবাদ, সজাত্যনুমিতিবাদ, সৎপ্রতিপক্ষ, সৎপ্রতিপক্ষগ্রন্থরহস্য, সৎপ্রতিপক্ষপত্র, সৎপ্রতিপক্ষপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সৎপ্রতিপক্ষবাদগ্রন্থ, সৎপ্রতিপক্ষবাদ, সর্ব্বনামশক্তিবাদ, সব্যভিচারগ্রন্থ, সব্যভিচারগ্রন্থরহস্য, সব্যভিচারবাদ, সহচারবাদ, সহচারিগ্রন্থরহস্য, সাদৃশ্যবাদ, সাধারণগ্রন্থ, সাধারণরহস্য, সাধারণাসাধারণানুপসংহারিবিরোধগ্রন্থ, সামগ্রীবাদ, সামগ্রীবাদার্থ, সামান্যনিরুক্তি, সামান্যনিরুক্তিগ্রন্থরহস্য, সামান্যলক্ষণরহস্য, সামান্যবাদটীকা, সামান্যাভাবরহস্য, সামান্যাভাবরহস্য, সামান্যাভাবসাধন, সিংহব্যাঘ্রলক্ষণী, সিংহব্যাঘ্রী, সিদ্ধান্তলক্ষণ, সিদ্ধান্তলক্ষণক্রোড়, সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্য, সিদ্ধান্তব্যাপ্তি, হেতুলক্ষণটীকা, হেত্বাভাস, হেত্বাভাসনিরূপণ, হেত্বাভাসসামান্যলক্ষণ।

কৃষ্ণভট্টআর্ডে, কৃষ্ণমিত্র, গোস্বামী, নীলকণ্ঠ, রঘুনাথ, শঙ্কর, হরনারায়ণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গাদাধরী'র কোন কোন অংশের ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন।

গদান্তক (পুং) গদাসুরনিহন্তা বিষ্ণু।

গদাপাণি (পুং) গদা পাণৌ যস্য বহুব্রী। ১ বিষ্ণু। ২ মাতৃকাদেবীভক্ত গণকমুনিগোত্রীয় রাজা চাপপাণির পুত্র।

(সহ্যাদ্রিখণ্ড ১।৩৭।১১৮)

গদাভৃৎ (পুং) গদাং বিভর্ত্তি গদা-ভৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। বিষ্ণু।
"তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা।" (ভাগ° ১।১৩।১০)
(ত্রি) ২ যে গদা ধারণ করে।

গদামুদ্রা (স্ত্রী) বিষ্ণুপূজার অঙ্গমুদ্রাবিশেষ। হাত দুইখানি পরস্পর মুখামুখী করিয়া অঙ্গুলী আবদ্ধ করিবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও মধ্যমা দুইটী সংলগ্ন করিয়া প্রসারিত করিবে, ইহাকে গদামুদ্রা বলে। (১) (তন্ত্রসার)

গদাম্বর (পুং) গদোহভ্রধ্বনিযুক্তমম্বরং যস্মাৎ বহুব্রী। মেঘ।

গদারাতি (পুং) গদস্য অরাতিঃ ৬তৎ। ঔষধ। (রাজনি°)

(১) "অন্যোন্যাভিমুখৌ হস্তৌ কৃত্বা তু গ্রথিতাঙ্গুলী।
অঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমে ভূয়ঃ সংলগ্নে সুপ্রসারিতে।
গদামুদ্রেয়মুদিতা।" (তন্ত্রসার)

গদালোল (স্ত্রী) গয়াতীর্থস্থ একটী তীর্থ। বিষ্ণু হেতিকে মারিয়া যে স্থানে গদাটী ধুইয়াছিলেন, সেই স্থান গদালোল। (গয়ামাহাত্ম্য)

গদাবসান (স্ত্রী) গদায়া জরাসন্ধত্যাক্তগদাগতেরবসানমত্র বহুব্রী। মথুরার নিকটবর্ত্তী একটী স্থান। শ্রীকৃষ্ণ কংসবধ করিলে কংস-শ্বশুর জরাসন্ধ জামাতৃহন্তা যদুনন্দনকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে একটী গদাকে নবনবতিবার ঘুরাইয়া গিরিব্রজ হইতে মথুরায় নিক্ষেপ করেন। গিরিব্রজ হইতে মথুরা ১০০ যোজন, গদা মথুরা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না। ৯৯ যোজন আসিয়াই ভূতলশায়ী হইল। যে স্থানে গদা পতিত হয়, মথুরার নিকটবর্ত্তী সেইস্থানকে গদাবসান বলে। (ভারত ২। ১৮ অঃ)

গদাসন (স্ত্রী) আসনবিশেষ। বাহু দুইটী ঊর্দ্ধ করিয়া গদার ন্যায় উপবেশনকে গদাসন বলে, এই আসনে সিদ্ধি হইয়া থাকে। গদাসনমথোবক্ষ্যে গদাকৃতি বসেদ্ ভুবি। ঊর্দ্ধবাহুর্ভবেৎ যেন তন্ত্র সাধনহেতুনা।" (তন্ত্রসার)

গদাহ্ব (স্ত্রী) গদএব আহ্বা যস্য বহুব্রী। কুষ্ঠ, কুড়।

গদাহ্বয় (স্ত্রী) গদ ইত্যাহ্বয়ো যস্য বহুব্রী। কুষ্ঠ, কুড়।

গদিত (ত্রি) গদ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ কথিত, উক্ত। (স্ত্রী) গদ ভাবে-ক্ত। ২ কথন।

গদিতোজ্জ্বলা (স্ত্রী) ছন্দবিশেষ। "ননভরৈঃ সহিতা গদিতোজ্জ্বলা।" (বৃত্তরত্না°) যে সমবৃত্তের প্রতি চরণের ৭ম, ১০ম ও ১২শ অক্ষর গুরু; অপর সকল অক্ষরই লঘু, তাহার নাম গদিতোজ্জ্বলা। ইহার প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকে। কোন ব্যাখ্যাকার উক্ত বৃত্তের উজ্জ্বলা নাম বলিয়া থাকেন।

গদিন্ (পুং) গদা হস্তাস্ত গদা-ইনি। ১ বিষ্ণু।
"কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ।" (গীতা)
(ত্রি) ২ যাহার গদা আছে, গদাধারী।
"পিনাকিনং বজ্রিণং দীপ্তশূলং
পরশ্বধিনং গদিনং স্বায়তাসিম্।" (ভারত, দ্রোণ ২০১ অঃ)
গদো রোগোঽস্ত্যাস্ত গদ-ইনি। ৩-রোগযুক্ত, রোগী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গদী (হিন্দী) ১ আসন। ২ মোটা কাপড়ের ভিতর তুলা-পোরা ও টোপ্ তোলা শয্যাবিশেষ। ৩ মহাজনের কর্ম্মস্থান।

গদখালী বঙ্গের যশোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কলিকাতা হইতে যশোর যাইবার পথে কবদক (কপোতাক্ষ) নদীর ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ৬´ পূঃ। বোম্বাজাতির উৎপত্তির জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

গদ্গদ (পুং) গদগদ-কণ্ঠাৎ ভাবে অচ্। ১ অব্যক্ত অস্পষ্ট শব্দ। (ত্রি) ২ অস্পষ্ট শব্দযুক্ত। নিদানপ্রণেতা মাধবকরের মতে কফ ও বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী আবৃত করিলে শব্দ স্পষ্ট হইয়া বাহির হইতে পারে না, এই কারণেই গদ্গদস্বর হইয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণের মতে স্বরভঙ্গকে গদ্গদ স্বর বলে, ইহা সাত্ত্বিক ভাবের অন্তর্গত; মদ, অতিশয় আহ্লাদ বা পীড়াই ইহার প্রতি কারণ।
"বিললাপ স বাষ্পা গদ্গদং সহজামপ্যহায় ধীরতাম্।" (রঘু)

গদ্গদক (ত্রি) গদ্গদে চাটু-বাক্যে কুশলঃ গদ্গদ-কন্। (আকর্ষাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।২।৬৪) চাটুবাক্যনিপুণ।

গদ্গদধ্বনি (পুং) গদ্গদঃ কফাদিনা অব্যক্তধ্বানঃ। ১ অব্যক্ত ধ্বনি। (ত্রি) গদ্গদোধ্বনির্যস্য বহুব্রী। ২ যাহার কথা স্পষ্ট হয় না, অব্যক্ত ধ্বনিযুক্ত।

গদ্গদস্বর (পুং) গদ্গদঃ কফাদিনা অব্যক্তঃ স্বরো ধ্বনিঃ। অব্যক্ত ধ্বনি।
"সগদ্গদস্বরং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং প্রায়েণ ভাষতে।" (সাহিত্যদ°)

গদ্দি (দেশজ) ১ পরিহাস, কৌতুক।
২ হিমালয় ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী জাতিবিশেষ। গড়মুক্তেশ্বর, সম্বলা ও রামপুর অঞ্চলে অনেকের বাস। অনেকেই ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আচার-ব্যবহার অনেকটা ঘোষীর ন্যায়। [ঘোষী দেখ।]

গদ্য (ত্রি) গদ-যৎ (গদমদচর-যমশ্চানুপসর্গে। পা ৩।১।১০০) ১ কথনীয়, যাহা বলা হইবে।
"সত্যঃ কথং বিয়োগশ্চ গদ্যমেতৎ ত্বয়া মম।" (ভট্টি ৬। ৪৭)
(স্ত্রী) ২ প্রব্যকাব্য বিশেষ, যাহা ছন্দোবন্ধে রচিত নহে। সাহিত্যদর্পণের মতে ছন্দোবন্ধহীন কাব্যকে গদ্য বলে। ইহা চারিভাগে বিভক্ত—মুক্তক, বৃত্তগন্ধি, উৎকলিকা-প্রায় ও চূর্ণক।

সমাসরহিত গদ্যভাগকে মুক্তক বলে। যথা, গুরুর্বচসি, পৃথুরুরসি, অর্জ্জুন যশসি ইত্যাদি। যে গদ্যভাগের কতক অংশে কোন একটী বৃত্তলক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহাকে বৃত্তগন্ধি বলে। যথা—"সমরকণ্ডূননিবিড়ভুজদণ্ডকুণ্ডলীকৃতকোদণ্ড-শিঞ্জিনী টঙ্কারোজ্জাগরিতবৈরিনগরঃ" এই গদ্য ভাগের "কুণ্ডলীকৃতকোদণ্ড" এই অংশটুকু অনুষ্টুবৃত্তের লক্ষণা-ক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে বৃত্তগন্ধি বলা যাইতে পারে।

দীর্ঘসমাসযুক্ত গদ্যকে উৎকলিকা প্রায় বলে। যথা "অণিসবিসৃমরশিলিমুখসবাবমরবিহলিতসমরপরিগতপবরপ্রল-বল" ইত্যাদি।

অল্পসমাসযুক্ত এবং প্রসাদগুণভূষিত গদ্যকে চূর্ণক বলে। যথা, "গুণরত্নসাগর জগদেকনাগর কামিনীমদন জনরঞ্জন" ইত্যাদি।

ছন্দোমঞ্জরীর মতে গদ্য তিনপ্রকার—বৃত্তক, উৎকলিকা-প্রায় ও বৃত্তগন্ধি। কঠোর অক্ষরশূন্য অল্পসমাসযুক্ত গদ্যকে বৃত্তক বলে, ইহা বৈদর্ভী রীতিতে রচিত হয়। কঠোরাক্ষর ও বহুতর সমাসযুক্তকে উৎকলিকাপ্রায় এবং বৃত্তের একদেশযুক্তকে বৃত্তগন্ধি গদ্য বলে।

কাব্যাদর্শের মতে পাদলক্ষণরহিত পদসমূহকে গদ্য বলে। গদ্যকাব্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, কথা ও আখ্যায়িকা। (কাব্যাদর্শ ১ পরিচ্ছেদ।) [কাব্য দেখ।]

গদ্যাণ (পুং) পরিমাণবিশেষ। ভাবপ্রকাশের মতে দুই যবে এক গুঞ্জা, ৮ গুঞ্জায় এক মাষ এবং ৬ মাষ বা ৪৮ গুঞ্জায় এক গদ্যাণ হয়। কোন কোন বৈদ্যকের মতে, ৭ গুঞ্জায় এক মাষ, ৬ মাষে বা ৪২ গুঞ্জায় এক গদ্যাণ হয়।

গদ্যাণক (পুং) গদ্যাণ এব স্বার্থে কন্। ১ গদ্যাণ। ২ লীলাবতী উক্ত পরিমাণ বিশেষ। লীলাবতীর মতে ২ যবে এক গুঞ্জা, ৩ গুঞ্জায় এক বল্ল, ৮ বল্লে এক ধরণ ও ২ ধরণে এক গদ্যাণক হয়।

কোন কোন পুস্তকে 'গদ্যাণক' স্থলে গদ্যানক বা গদ্যা-লক এইরূপ পাঠও লক্ষিত হয়। কোন বৈদ্যকের মতে ৬৪ গুঞ্জা বা রতিতে এক গদ্যাণক হয়।

গদ্রা, ১ বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবারপ্রান্তের অন্তর্গত একটী নগর। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সহজানন্দ-প্রতিষ্ঠিত স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের এখানে একটী প্রধান আড্ডা আছে। এইখানে সহজানন্দ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ফৌজদারী আদালত, বালক ও বালিকাবিদ্যালয় এবং ঔষধালয় আছে।

২ সিন্ধুপ্রদেশের থর ও পার্কর জেলার অন্তর্গত উমার-কোট তালুকের একটী নগর। এখানে প্রায় দুই সহস্র লোকের বাস।

গধালি, কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবারপ্রান্তের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। উজ্‌লবার রেল ষ্টেসন্ হইতে ৩॥০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত, এখানে তিনজন করদ সামন্তের অধীন তিনখানি গ্রাম আছে। আয় প্রায় ৯০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ১৬৯৯৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ৩০০৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধি দুভার, উঃ পঃ প্রদেশের মজফরনগর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে দুই সহস্রাধিক লোকের বাস, তন্মধ্যে বলুচি মুসলমানই অধিক। এখানে কএকটী ইষ্টকালয়, তিনটী মসজিদ্ ও প্রাত্যহিক বাজার আছে। এখানে চিনি ও লবণের ব্যবসাই অধিক। গ্রামের চারিদিকে সুন্দর উপবন।

গধিয়া, দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। গিরিজঙ্গলের ধারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে দুইখানি গ্রাম দুইজন সামন্তের অধীন। আয় প্রায় ২৫০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ২৭৪৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ২০৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধুল, কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবারপ্রান্তের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ধোলা রেলপথের ২॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। দুইজন সামন্তরাজের অধীন। আয় প্রায় ৩০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ১৬৮৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ২৮৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধ্‌কা, কাঠিয়াবাড়ের হলার প্রান্তের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। একজন করদ সামন্তের অধীনে এখানে ছয়খানি গ্রাম আছে। রাজকোট হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। আয় ১০০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বৃটিশ গবর্মেণ্টকে ৪৬০৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ২০০৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধ্য (ত্রি) [বৈ] গ্রহ-যৎ পৃষোদরাদি-বৎ নিপাতনে সাধুঃ। প্রাপ্য, যাহা পাইবার যোগ্য। "স্যাং বাজী হবতে বাজিনেয়ো মহো বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ।" (ঋক্ ৬।২৬।২)

'গধ্যস্য প্রাপ্যস্য' (সায়ণ)।

গনতঙ্গ, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর বিভাগে স্থিত কুনাবার ও চীনসাম্রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী গিরিসঙ্কট। অক্ষা° ৩১° ৩৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৪৭´ পূঃ। ঐ সঙ্কটের উপর ঋষি গনতঙ্গ পর্ব্বত। ইহা উচ্চে ২১২২৯ ফিট হইবে। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থানসমূহ চিরদিনই বরফাবৃত থাকে। বরফাবৃত বলিয়া এই স্থানের পার্ব্বতীয় দৃশ্য ভয়াবহ ও পর্ব্বতটী দুরারোহ। এস্থানে কোন বৃক্ষাদি জন্মে না। গিরিসঙ্কট হইতে পর্ব্বত-শিখরের উচ্চতা ১৮২৯৫ ফিট।

গন্নুটিয়া, জেলা বীরভূমের অন্তর্গত পুকুর পরগণার একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৫২´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫২´৪৫´´ পূঃ। এই গণ্ডগ্রামখানি মোর (ময়ূরাক্ষী) নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত, এই স্থানে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে রেশমের চাষ হইত। গ্রামের সমস্ত অধিবাসীরা গুটী ভাঙ্গিয়া রেশম তৈয়ার করিয়া ইংরাজের কুঠিতে বিক্রয় করে। ইহাই তত্রত্য বাসন্দাদিগের একমাত্র জীবনোপায়।

খৃষ্টীয় ১৭৮৬ অব্দে ফ্রাস্‌হার্ট সাহেব সর্ব্বপ্রথমে এইখানে

রেসমব্যবসায় জন্য একটী কুঠি নির্ম্মাণ করেন এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট হইয়া এই বীরভূমিজাত রেশম পাট করিয়া রপ্তানি করিতেন। গনুটিয়ায় আর সে পরিমাণে গুটির চাষ হয় না। ফ্রাসহার্ড সাহেবের ঐ কুঠি এক্ষণে কলিকাতার একজন ইংরাজ বণিক্ ক্রয় করিয়াছেন। তিনিই এখনকার স্বয়জাত গুটি রেশম কলিকাতায় আমদানী করিয়া থাকেন।

গনিমর্দ্দী, বোম্বাই প্রদেশের সম্পগাঁও উপবিভাগের ১০ মাইল দক্ষিণে হিরেনন্দীহল্লী গ্রামের নিকটস্থ একটী পর্ব্বতশ্রেণী। ইহা সমতলক্ষেত্র হইতে ৬০০ ফিট উচ্চ। পর্ব্বতটী সমস্তই কালপাথরের।

গন্তব্য (ত্রি) গম-তব্য। গমনীয়, গমন করিবার যোগ্য।
"গন্তব্যমস্তি কিয়দিত্যসকৃদ্ব্রুবাণা
রামাশ্রুণঃ কৃতবতী প্রথমাবতারম্।" (উত্তরচরিত)

গন্তি (দেশজ) গণনা।

গন্তু (ত্রি) গম-কর্ত্তরি তুন্ (সিতনিগমিমসিসচ্যবিধাঞ্ ক্রুশিভ্যস্তুন্। উণ্ ১। ৭০) ১ পথিক। (উজ্জ্বলদত্ত) ২ গমনকর্ত্তা, যে গমন করে। (পুং) গম-ভাবে তুন্। ২ গমন।
"মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ।" (ঋক্ ১।৮৯।৯)
'গন্তোঃ' কৃৎস্নস্যায়ুষো গমনাৎ পূর্ব্বং সায়ণ। সায়ণাচার্য্য 'গন্তোঃ' এই পদের সাধনপ্রণালীতে লিখিয়াছেন "গন্তোঃ 'ভাবলক্ষণে স্তেণ্' (পা ৩। ৪। ১৬) ইতি গমেস্তোসুন্ প্রত্যয়ঃ।" ইহাতে বোধ হয় যে সায়ণাচার্য্যের মতে গম ধাতুর উত্তর পাণিনির ৩।৪।১৬ সূত্র অনুসারে তোসুন্ প্রত্যয় হইয়া গন্তোঃ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পাণিনির ৩।৪।১৬ সূত্রে গমধাতুর পাঠ নাই, ভাষ্যকার, বৃত্তিকার বা বার্ত্তিককার ঐ সূত্র অনুসারে গন্তোঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ কোন উল্লেখ করেন নাই। এস্থলে সায়ণের মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ গমধাতুর উত্তর বাহুল্যে তোসুন্ প্রত্যয় হইয়া গন্তোস্ সিদ্ধ হয় এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে গন্তোস্ শব্দ এবং ঐ শব্দটী অব্যয়। ৩ সন্মার্গ, উৎকৃষ্ট পথ। "যুযোত ন অনপত্যানি গন্তোঃ" (ঋক্ ৩।৫৪।১৮) 'গন্তোঃ সন্মার্গাৎ।' সায়ণ। এ স্থলে সায়ণাচর্য্যের মতেও গম ধাতুর উত্তর তুন্ প্রত্যয়ে গন্তু পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'গন্তোঃ গম্ল গতৌ তুন্ প্রত্যয়ঃ।' সায়ণ।

গন্তৃ (ত্রি) গম-শীলার্থে-তৃণ্। ১ গমনশীল। ২ প্রাপ্তিশীল। শীলার্থে তৃণ্ করিয়া যে গন্তৃ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার কর্ম্মে ষষ্ঠী হয় না। "তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।" (গীতা ২।৫২) গম-কর্ত্তরি-তৃচ্। ৩ গমনকর্ত্তা, যে গমন করে। ইহার কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া গন্ত্রী শব্দ সিদ্ধ হয়।

গন্ত্রী (স্ত্রী) গম্যতেঽনয়া গম-ষ্ট্রন্ (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ততো ঙীপ্। ১ বৃষবহনীয় শকট, গোরুর গাড়ী। ২ গমনকারিণী স্ত্রী।
"গন্ত্রী বসুমতীনাশমুদধির্দৈবতানি চ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১০)

গন্ত্রীরথ (পুং) গন্ত্রীরথইব যদ্বা গন্ত্রীণাং গচ্ছন্তীনাং স্ত্রীণাং গমনায় রথঃ ৬তৎ। শকট। (অমর)

গন্দিকা (স্ত্রী) নগরীবিশেষ। এই শব্দটী সিন্ধ্বাদি গণান্তর্গত।

গন্ধ (পুং) গন্ধ পচাদিত্বাদচ্। ১ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ। প্রাচীন আর্য্য দার্শনিকগণের মতে কেবল পৃথিবীতেই গন্ধ আছে আর কোন পদার্থে গন্ধ নাই। জল প্রভৃতি অন্য যে কোন পদার্থে আপাততঃ গন্ধের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক জলাদির গন্ধ নহে, উহাদের সহিত মিশ্রিত পার্থিবাংশের গন্ধ আছে আর কোন পদার্থে গন্ধ নাই। জল প্রভৃতি অন্য যে কোন পদার্থে আপাততঃ গন্ধের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক জলাদির গন্ধ নহে, উহাদের সহিত মিশ্রিত পার্থিবাংশের গন্ধ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জলের গন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন, উট্ বহুদূর হইতে জলের গন্ধ পায়, ইহাই তাহাদের প্রধান প্রমাণ, উট্ যদি জলের গন্ধ না পাইত, তবে বহুদূর হইতে জলের অনুসরণ করিয়া জলের নিকটে উপস্থিত হইতে পারিত না। আধুনিক মত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা বিশুদ্ধ পরিস্কৃত জলের কোন গন্ধ পাই না, কিন্তু নিকটে জলাশয় থাকিলে বায়ুর শীতল স্পর্শেই তাহার অনুমান করিয়া থাকি। বায়ু যে প্রকারে বহুদূরস্থিত পদার্থের গন্ধ লইয়া আমাদের নাসিকায় নিকটে উপস্থিত হইলে আমরা দূরস্থিত পদার্থের গন্ধ পাইয়া থাকি, সেই প্রকার বায়ু জলের শীতলস্পর্শ (শীতল স্পর্শযুক্ত জলীয় সূক্ষ্মাংশও) বহন করিয়া থাকে, তাহাতে আমরা দূরস্থিত জলাশয়ের অনুমান করিতে পারি। আমাদের ন্যায় উটও দূরস্থিত জলের স্পর্শ অনুভব করিয়াই জলের অনুসরণ করিয়া থাকে। এইরূপ স্বীকার করিলেই চলিতে পারে। ইহা না করিয়া কোন উটের অনুরোধে মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য জলের গন্ধ স্বীকার করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারপ্রণেতা শঙ্করমিশ্রের মতে গন্ধ নিত্য ও অনিত্য এই দুইভাগে বিভক্ত। নিত্য পৃথিবী বা পরমাণুতে যে গন্ধ আছে, তাহাই নিত্য, কখনও

তাহার বিনাশ হইবে না। ইহা ব্যতীত ঘাণুক প্রভৃতি-জন্য পৃথিবীর গন্ধ অনিত্য, পাক প্রভৃতি কারণে বিনষ্ট হইয়া থাকে।(১)

মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথের মতে সকল গন্ধই অনিত্য। তিনি নিত্য গন্ধ স্বীকার করেন না।

দার্শনিকের মতে এই গন্ধ আবার দুই প্রকার, সুরভি ও অসুরভি। মহাভারতের মতে গন্ধ দশভাগে বিভক্ত।(২) ১ ইষ্ট, ২ অনিষ্ট, ৩ মধুর, ৪ অম্ল, ৫ কটু, ৬ নির্হারী, ৭ সংহত, ৮ স্নিগ্ধ, ৯ রূক্ষ ও ১০ বিশদ। ইহাদের মধ্যে কুস্তুরী প্রভৃতির গন্ধ ইষ্ট, বিষ্ঠাদির গন্ধ অনিষ্ট, মধুযুক্ত পুষ্পাদির গন্ধ মধুর, মরিচ প্রভৃতির গন্ধ কটু, হিঙ্গুর গন্ধ নির্হারী, মিশ্রিত গন্ধ চিত্র, সদ্য তপ্ত ঘৃতের গন্ধ স্নিগ্ধ, সর্ষপ তৈলের গন্ধ রূক্ষ, শালীতণ্ডুলের গন্ধ বিশদ ও তিন্তিড়ী প্রভৃতির গন্ধ অম্ল নামে বিখ্যাত।

কালিকাপুরাণের মতে সুরভি গন্ধ পাঁচভাগে বিভক্ত—চূর্ণীকৃত, ঘৃষ্ট, দাহাকর্ষিত, সম্মর্দ্দজ রস ও প্রাণীর অঙ্গসম্ভব রস। গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ, গন্ধপত্র বা পুষ্পের চূর্ণ এই সকল প্রকার গন্ধকে চূর্ণীকৃত গন্ধ বলে। চন্দন, সরল ও নমেরুর ঘর্ষণ জন্য গন্ধ এবং অগুরু প্রভৃতি ঘর্ষণ দ্বারা যাহার পঙ্ক নির্গত করিয়া দেবতাকে অর্পণ করা যায়, ইহাদিগকে ঘৃষ্ট গন্ধ বলে। দেবদারু, অগুরু, পদ্ম, গন্ধসার ও চন্দন-প্রিয়া চোয়াইয়া যে সুগন্ধি রস নির্গত হয়, তাহার নাম দাহাকর্ষিত গন্ধ। সুগন্ধ করবীর, বিল্ব, গন্ধিনী এবং তিলক প্রভৃতি নিষ্পীড়ন করিয়া যে রস গৃহীত হয়, তাহার নাম সম্মর্দ্দজগন্ধ। মৃগনাভি বা তাহার কোষ হইতে যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রাণ্যঙ্গজগন্ধ। ইহা স্বর্গবাসীদের অত্যন্ত আমোদপ্রদ। কর্পূর ও গন্ধসারাদি চূর্ণ এবং ঘৃষ্ট এই উভয়ের অন্তর্গত।

(কালিকাপুরাণ ৬৯ অধ্যায়।)

তন্ত্রসারের মতে মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা দেবতাদিগকে গন্ধ দিতে হয়। [গন্ধযুক্তি দেখ।]

২ লেশ। ৩ সম্বন্ধ। ৪ গন্ধক। ৫ গর্ব্ব। ৬ শোভাঞ্জন। (শব্দরত্নাবলী)

(১) "এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তং।" (বৈশেষিক সূ°) 'রূপাদীনামেব চতুর্ণাং নিত্যেষ্বণাদেষু বর্ত্তমানাং নিত্যত্বমুক্তম্।' (উপস্কার)

(২) "ইষ্টশ্চানিষ্টগন্ধশ্চ মধুরোঽম্লঃ কটুস্তথা।
নির্হারী সংহতঃ স্নিগ্ধো রূক্ষো বিশদ এব চ।
এবং দশবিধো জ্ঞেয়ঃ পার্থিবো গন্ধ ইত্যুত।" (ভারত ১২।৫০ অঃ)

(ক্লী) ৭ কৃষ্ণাগুরু। (ত্রি) গন্ধোঽস্ত্যস্য গন্ধ-অচ্। ৮ গন্ধযুক্ত, যাহার গন্ধ আছে। ৯ প্রতিবেশী।

বহুব্রীহি সমাস হইলে উৎ, পুতি, সু, ও সুরভিশব্দের পরবর্ত্তী গন্ধ শব্দের অকারের স্থানে ইকার হয়। যথা উদ্গন্ধিঃ, পুতিগন্ধিঃ, সুগন্ধি, সুরভিগন্ধিঃ।

গন্ধক (পুং) গন্ধোঽস্ত্যস্য গন্ধ-অচ্ ততঃ স্বার্থে কন্। ১ শিগ্রু বৃক্ষ। (শব্দরত্নাবলী) সজনা। ২ স্বনামখ্যাত উপধাতু-বিশেষ। পর্য্যায়—গন্ধাখ্য, সৌগন্ধিক, গন্ধিক, সুগন্ধিক, গন্ধপাষাণ, পামাঘ্ন, গন্ধমোদন, পূতিগন্ধ, অতিগন্ধ, বর, সুগন্ধ, দিব্যগন্ধ, রসগন্ধক, কুষ্ঠারি, ক্রুরগন্ধ, কীটঘ্ন, শর-ভূমিজ, গন্ধী। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তীব্র, অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধিকর। (রাজনি°) কৃমি, প্লীহা ও নেত্র-রোগনাশক। (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশে গন্ধকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।—কোন একদিন দেবী ভগবতী শ্বেতদ্বীপে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি আর্ত্তবরক্তে প্লাবিত হয়। পর্ব্বতনন্দিনী আস্তে ব্যস্তে সেই কাপড় পরিয়াই ক্ষীরসমুদ্রে স্নান করেন। ইহাতে রজঃ নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে গন্ধকের উৎপত্তি হয়। গন্ধক বর্ণভেদে চারিপ্রকার। রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। স্বর্ণসংস্কারবিষয়ে রক্তবর্ণ, রসায়নক্রিয়াতে পীতবর্ণ ও ব্রণ-আলেপন বিষয়ে শ্বেতবর্ণ গন্ধক প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক স্বর্ণসংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যে প্রশস্ত, কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ম ভা°।) অশুদ্ধগন্ধক কুষ্ঠ, পিত্তরোগ ও ভ্রান্তিজনক এবং বীর্য্য, বল ও রূপনাশক, সুতরাং গন্ধক শোধন না করিয়া প্রয়োগ করিতে নাই।

গন্ধকশোধনপ্রণালী—একটী লৌহনির্ম্মিত পাত্রে ঘৃত চাপাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। ঘৃত উত্তপ্ত হইলে তাহার সমান পরিমাণ গন্ধকচূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। গন্ধক গলিয়া গেলে সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া দুগ্ধ মধ্যে ফেলিবে। এইরূপ করিলেই গন্ধক শোধিত হইবে। শোধিত গন্ধকের গুণ—কটু, তিক্ত, কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, বড়্গুণবিশিষ্ট, পিত্ত-বৃদ্ধিকর, কটুপাক, রসায়ন এবং কণ্ডু, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ২ ভা°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে গন্ধকের শোধন প্রণালী—একটী ভাঁড়ের মধ্যে দুধ ও ঘৃত রাখিয়া কাপড় দিয়া ভাঁড়ের মুখ বাঁধিয়া দিবে এবং তাহার উপরে গন্ধক রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া সন্ধিস্থানে লেপ দিবে। পরে মাটির মধ্যে পুতিয়া উপরে লঘু পট প্রদান করিলে গন্ধক গলিয়া দুগ্ধে

পতিত হইবে। এই বিশুদ্ধ গন্ধক ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবে। বিশুদ্ধ গন্ধকের গুণ—রসায়ন, সুমধুর, পাকে কটু ও উষ্ণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বীসর্পরোগনাশক। অগ্নিবৃদ্ধিকর, পাচন, আমশোধক ও নিবারক, কৃমিনাশক, বিষঘ্ন, পুত্রোৎপাদক, ইন্দ্রিয়ের বলকারক ও বীর্য্যপ্রদ। ইহা স্বর্ণ হইতেও অতিশয় বীর্য্যকর। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে গন্ধকশোধনের আর একটী উপায়ও লিখিত আছে,—গন্ধকচূর্ণ ভৃঙ্গরাজ রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপ তিনবার করিয়া কুলকাঠের আগুনে গলাইয়া বস্ত্রাবৃত পাত্রপূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ দুইবার করিয়া ধৌত ও শুষ্ক করিলে গন্ধক শুদ্ধ হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

পাশ্চাত্যমতে গন্ধক শুদ্ধ হরিদ্রাবর্ণ, কখন হরিদ্রাবর্ণের সঙ্গে অন্যান্য রঙ্গের আভা থাকে। ইহা দহনশীল, কঠিন, ভঙ্গপ্রবণ, স্বাদবিহীন, ২২৬° ডিগ্রি উত্তাপে গলিয়া যায়। ৫৬০° ডিগ্রি উত্তাপে দগ্ধ হয়। পুড়িবার সময় ইহা হইতে এক প্রকার গন্ধ ও নীলবর্ণ শিখা বাহির হয়। অধিক উত্তাপে শিখা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। গন্ধক খনিজ, কিন্তু ধাতু নহে। খনিতে ইহা কখন স্বতন্ত্র, কখন বা সীসা, দস্তা, লোহা, বিষ, পারদ, লৌহ ও তাম্রের সহিত মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। সরিষার বীজের মধ্যেও গন্ধকের অংশ আছে। ডিম্বের শ্বেত অংশে ও মনুষ্যদেহের রক্তের মধ্যে গন্ধক দেখা গিয়া থাকে। খনিজ গন্ধকই সচরাচর ব্যবহার হয়। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত থাকিলে চোলাই করিয়া গন্ধক বাহির করিয়া লইতে হয়। দ্রবগন্ধক ছাঁচে ফেলিয়া গন্ধকের বাতি প্রস্তুত হয়। আগ্নেয়পর্ব্বতের পার্শ্বদেশেই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। য়ুরোপের স্পেন, সিসিলি, সুইজর্লণ্ড, আমেরিকায় ইউনাইটেডষ্টেট্স্ বা যুক্তরাজ্য, এসিয়ায়, পারস্য, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, বলুচীস্থান, আফগানস্থান, উত্তরব্রহ্ম, ভারতের মরিপাহাড়, দেরা-ইস্মাইল খাঁ, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। এক্ষণে দক্ষিণ ভারতে মসলিপত্তন, সালেম, কদাপা, ত্রিবাঙ্কুড়, ত্রিচিনপল্লী, উত্তর আরকট প্রভৃতি স্থান হইতে অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। ভারতের নানাস্থানে উষ্ণপ্রস্রবণে অনেক গন্ধক দেখা যায়। এরূপ উষ্ণপ্রস্রবণ যবদ্বীপ, সিলিবিশ প্রভৃতি নানাস্থানে আছে।

গন্ধক হইতে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে এদেশে গন্ধকের দেশালাই হইত। এখনকার অনেক দেশালাইয়ে গন্ধক দেওয়া হয়।

পাশ্চাত্যমতে গন্ধক হইতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। গন্ধকের ভাপ্‌রা লইলে রক্ত পরিষ্কার হয়। ফুস্‌ফুসের পীড়া, বুকে সর্দ্দিবসা, যক্ষ্মা, উদরাময়, ওলাউঠা, ক্রিমি-রোগ, খোসপাঁচড়া, বসন্ত, বাত, বহুমূত্র, আমাশয় প্রভৃতি রোগে গন্ধকের প্রয়োগ বিশেষ উপকারজনক। কি হোমিও-প্যাথি, কি এলোপ্যাথী উভয়বিধ চিকিৎসাপ্রণালীতেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গন্ধককজ্জলী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—কণ্টকারী, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জের রস একটী পাত্রে রাখিয়া তাহাতে গন্ধক নিক্ষেপ করিবে এবং অল্প আগুণে জ্বাল দিবে। গন্ধক গলিয়া গেলে গন্ধকের সমান পরিমাণ পারা তাহাতে দিবে। যখন দেখিবে যে পারা ও গন্ধক মিশিয়াছে, তখন নামাইয়া মাড়িতে থাকিবে। এইরূপে মাড়িতে থাকিলে যখন উহা ঠিক কজ্জলবর্ণ হইবে, তখন ঔষধ প্রস্তুত হইল জানিবে। ইহার মাত্রা এক রতি। জীরা একমাষা, লবণ এক মাষা ও পাণের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে ত্রিদোষজনিত জ্বর নাশ হয়। ঔষধ খাইয়া পরে উষ্ণজল পান করিবে। বমনে চিনি, আমে গুড়, ক্ষয়ে ছাগদুগ্ধ, রক্তাতীসারে কুরচীমূলের ছালের রস ও রক্তবমনে যজ্ঞডুমুরের রস অনুপানে সেবন করিলে ভাল হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

গন্ধকচূর্ণ (ক্লী) গন্ধকপ্রধানং চূর্ণং মধ্যপদলো°। গন্ধপ্রধান চূর্ণ, বারুদ।

গন্ধকদ্রাবক (ক্লী) ঔষধবিশেষ। [গন্ধদ্রাবক দেখ।]

গন্ধকন্দ (পুং) গন্ধপ্রধানঃ কন্দোঽস্য বহুব্রী। কশেরুবৃক্ষ, কেশুর। (বৈদ্যক)

গন্ধকস্তূরিকা (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধকস্তূরী (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধকারিকা (স্ত্রী) গন্ধং গন্ধপ্রধানং বেশাদিকং করোতি গন্ধ কৃ-ণ্বুল্-টাপ্-অতইত্বং। সৈরিন্ধ্রী, পরগৃহস্থিতা শিল্প-নিপুণা স্বাধীনা রমণী। (হলা°)

গন্ধকালিকা (স্ত্রী) গন্ধকালী-কন্-টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বত্বঞ্চ। ব্যাসদেবের মাতা।

গন্ধকালী (স্ত্রী) গন্ধঃ প্রশস্তগন্ধস্তস্মৈ অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল্-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ব্যাসদেবের মাতা, ইহার অপর নাম সত্যবতী।

"অস্য ত্বং জননীং ভীষ্ম! গন্ধকালীং যশস্বিনীম্।"

(হরিব° ২০।৫০) [সত্যবতী দেখ।]

২ কুম্ভীর-মূর্ত্তিধারিণী শাপভ্রষ্টা একটী অপ্সরা। হনুমানের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করে। (রামায়ণ)

গন্ধকাষ্ঠ (ক্লী) গন্ধযুক্তং কাষ্ঠমস্য বহুব্রী। ১ অগুরুচন্দন। (ত্রিকাণ্ড°) ২ শম্বর চন্দন। (রাজনি°)

গন্ধকুটী (স্ত্রী) গন্ধস্য কুটীব আধারঃ। ১ মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (অমর)

গন্ধকুসুমা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং কুসুমং যস্যাঃ বহুব্রী। গণিকারী, গাণিয়ারী। (রাজনি°)

গন্ধকুটী (স্ত্রী) বৌদ্ধবিহারস্থ আরামস্থান।

"যাবৎ ভগবতা গন্ধকুট্যাং সাত্তিসংস্কারং পাদোন্ন্যস্তঃ।"

দিব্যাবদানে পূর্ণাবদান।

গন্ধকেলিকা (স্ত্রী) গন্ধং কেলতি সঞ্চারয়তি কেল-ণ্বুল্-টাপ্ অতইত্বং। কস্তূরী। (রাজনি°।) মৃগনাভি।

গন্ধকোকিলা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা কোকিলাইব। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফনাশক, তিক্ত ও সুগন্ধি। (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধখেড় (ক্লী) গন্ধস্য খেলা যত্র বহুব্রী। লকারস্য ডকারঃ। ভূতৃণ, গন্ধবেণ। (রত্নমালা) ইহার পর্য্যায়—ভূতৃণ, রৌহিষ, গোময়প্রিয়, গন্ধতৃণ, সুগন্ধভূততৃণ, সুরস, সুরভি, সুগন্ধি, মুখবাস। ইহার গুণ—ঈষৎ তিক্ত, রসায়ন, স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, কফ, পিত্ত ও শ্রমনাশক এবং সুগন্ধি। (রাজনি°)

গন্ধগকুল (গন্ধগোকুল শব্দজ) খট্টাশ।

গন্ধগোকুল (দেশজ) খট্টাশ। [খট্টাশ দেখ।]

গন্ধচেলিকা (স্ত্রী) গন্ধং চেলতি গচ্ছতি চেল-ণ্বুল্-টাপ্ অতইত্বং। কস্তূরী, মৃগনাভি।

গন্ধজটিলা (স্ত্রী) গন্ধেন জটিলা ৩তৎ। বচা, বচ।

গন্ধজল (ক্লী) গন্ধাঢ্যদ্রব্যবাসিতং জলং মধ্যপদলো°। সুগন্ধি কুসুমাদি বাসিত জল, গোলাপজল প্রভৃতি।

"সিক্তাং গন্ধজলৈ রুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ।"

(ভাগবত ১।১১।১৫)

গন্ধজাত (ক্লী) গন্ধো ব্যঞ্জনাদৌ জাতো যাস্মং বহুব্রী। ১ তেজপত্র, তেজপাত। গন্ধানাং জাতং সমূহঃ ৬তৎ। ২ গন্ধসমূহ।

গন্ধজ্ঞা (স্ত্রী) গন্ধং জানাতি জ্ঞা কর্ত্তরি ক-টাপ্। নাসিকা। (হেম)

গন্ধতণ্ডুল (ক্লী) গন্ধং প্রধানং তণ্ডুলমস্য বহুব্রী। শালিবিশেষ, বাসমতী।

গন্ধতন্মাত্র (ক্লী) গন্ধস্য তন্মাত্রং ৬তৎ। সাঙ্খ্যমতসিদ্ধ স্থূল পৃথিবীর কারণ সূক্ষ্ম দ্রব্য; ইহা আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া আমাদের ভোগ্য নহে। যোগীরা ও দেবগণই ইহা ভোগ করিয়া থাকেন। স্থূল পৃথিবীর গন্ধ আমরা যাহা অনুভব করিয়া থাকি, তাহা শান্ত, ঘোর বা মূঢ় অর্থাৎ সুখকর, দুঃখকর বা মোহজনক। কিন্তু গন্ধতন্মাত্রে যে গন্ধ আছে, তাহা শান্ত, ঘোর বা মূঢ় নহে। বৈদান্তিকগণ এই তন্মাত্রকেই অপঞ্চীকৃতভূত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা তন্মাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে পরমাণু (পৃথিবীর অতিশয় সূক্ষ্মাংশ, যাহাকে আর ভাগ করিতে পারা যায় না) তাহাই চরম অবয়ব—তাহার আর অবয়ব নাই। সাঙ্খ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ঐ মতটী খণ্ডন করিয়াছেন। [তন্মাত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

গন্ধতূর্য্য (ক্লী) গন্ধে হিংসাস্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহন্যমানং তূর্য্যং। রণবাদ্যবিশেষ। ইহার পর্য্যায়—রণতূর্য্য, মহাধ্বন।

গন্ধতৃণ (ক্লী) গন্ধপ্রধানং তৃণং মধ্যপদলো°। গন্ধযুক্ত তৃণবিশেষ, বেণা। ইহার পর্য্যায়—সুগন্ধি, ভূতৃণ, সুরস, সুরভি, সুগন্ধি, মুখবাস। ইহার গুণ—ঈষত্তিক্ত, সুগন্ধি, রসায়ন, স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, কফ, পিত্ত ও শ্রান্তিনাশক। (রাজনি°)

গন্ধতৈল (ক্লী) গন্ধযুক্তস্য চন্দনস্য অগ্নিযোগেন জনিতং তৈলং মধ্যপদলো°। যন্ত্রপাকে উৎপন্ন গন্ধযুক্ত তৈলবিশেষ, চলিত কথায় চন্দনী আতর বলে।

"প্রদীপৈঃ কাঞ্চনৈস্তত্র গন্ধতৈলাবসেচিতৈঃ।" (ভারত ৯।৯৮অঃ)

২ সুশ্রুতোক্ত ঔষধ ও তৈলবিশেষ। ইহা পাক করিবার প্রণালী—কৃষ্ণতিল রাত্রিকালে জলে আলোড়িত করিবে এবং দিনে রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয়া গো-দুগ্ধের ভাবনা দিবে। তিন রাত্র বা সাত রাত্র এইরূপ করিয়া পরে মধুমিশ্রিত জলে ভাবনা দিবে। অনন্তর গো-দুগ্ধের ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। কাকোল্যাদিগণ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, কুড়, ধুনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শতপুষ্প, এই সকলের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত তিল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। গুড়ত্বক্, এলাচ, তেজপাত, নাগকেশর, কর্পূর, কঙ্কোল, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ ইহাদের যোগে দুগ্ধ পাক করিবে, সেই দুগ্ধযোগে এই সকল চূর্ণ পাক করিয়া তৈল বাহির করিবে এবং সেই তৈল চতুর্গুণ দুগ্ধযোগে পাক করিবে। ইহার পর এলাচ, শালপর্ণী, তেজপাত, জীরক, তগরপাদুকা, লোধ, প্রপৌণ্ডরীক, শৈলজ, সৈরেয়ক, শুষ্ক ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, মধুলিকা, ও শৃঙ্গাটক একত্র পেষণ করিয়া উষ্ণ তৈলের সহিত অল্প অগ্নিতে একত্র পাক করিবে। ভগ্ন রোগের চিকিৎসায় সকল প্রকার কার্য্যেই এই তৈল প্রয়োগ করিবে। আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, তালুশোষ, অর্দ্দিত, সামক, বায়ুরোগ, মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণশূল, হনুগ্রহ, বধিরতা, তিমিররোগ;

ও শুক্রক্ষয় জন্য ক্ষীণতা এই সকল রোগে পানে মর্দ্দনে নস্তে বস্তিকার্য্যে ও ভোজনে এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মুখখানি পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও নিশ্বাস সুগন্ধযুক্ত হয়। ইহার নাম গন্ধতৈল; সকল প্রকার বায়ু জন্য বিকারের শান্তিকর। (সুশ্রুত, চি° ৪ অঃ)

গন্ধত্বচ্ (ক্লী) গন্ধ প্রধানা ত্বক্ যস্য বহুব্রী। এলবালুক। (রাজনি°)

গন্ধদলা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং দলং যস্যাঃ বহুব্রী। অজমোদা, বন-যমানী। (রাজনি°)

গন্ধদারু (ক্লী) গন্ধ প্রধানং দারু। চন্দন। (হেম°)

গন্ধদ্রব্য (ক্লী) গন্ধ প্রধানং দ্রব্যং। ১ নাগকেশর। (ত্রিকাণ্ড°) ২ তৈলপাক হইয়া আসিলে যে সকল দ্রব্য দিয়া ঔষধকে সুগন্ধি করিতে হয়, বৈদ্যকশাস্ত্রে তাহাকে গন্ধ বলে। এলাচ, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরা, কক্কোল, জটা-মাংসী, শঠী, শ্রীবাসচ্ছদ, চোরক, কর্পূর, শৈলজ, উশীর, কস্তুরী, নখী, রোহিষতৃণ, মুথা এবং লবঙ্গাদি ইহাদিগকে গন্ধদ্রব্য বলে। (বৈদ্যক)

গন্ধদ্রাবক (ক্লী) গন্ধযুক্তং দ্রাবকং। প্লীহাদি রোগনাশক ঔষধবিশেষ। একপ্রকার আরক। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী বঙ্গ বা গন্ধক এবং সোরা যন্ত্রযোগে পৃথক্‌ভাবে পোড়াইয়া তাহাদের ধূম সীসার পাত্রে অম্বুবাষ্পের সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই গন্ধদ্রাবক বলে। ইহার গুণ অগ্নি-বীর্য্য, অতিশয় উগ, প্লীহাদি পীড়ানাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, সকল প্রকার উদররোগবিনাশক। রক্তস্রাব, অতিশয় ঘর্ম্ম, বিসূচী, তরুণজ্বর ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। পরিমিত দ্রাবক চৌদ্দগুণ জলের সহিত মিশাইয়া ১ বিন্দু পান করিবে। ইহা অতিশয় দাহকর। জল ব্যতীত পান করিবে না। (আত্রেয়সংহিতা)

গন্ধদ্রাবককে ইংরাজীভাষায় Sulphuric Acid বা Oil of Vetriol বলে। উহা কথন কথন আগ্নেয় পর্ব্বতের নিকটে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। পাশ্চত্য ঔষধাদিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা গন্ধক ও সোরা হইতে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। প্রস্তুতের প্রণালী আত্রেয়-সংহিতায় লিখিত প্রণালীর অনেকটা অনুরূপ।

গন্ধদ্বিপ (পুং) গন্ধপ্রধানো মদগন্ধযুক্তো দ্বিপঃ। মদগন্ধ যুক্ত হস্তী, উৎকৃষ্ট হস্তী।

"গন্ধদ্বিপস্যেব মতঙ্গজৌঘঃ।" (কিরাত ১৭।১৭)

গন্ধধারিন্ (ত্রি) গন্ধং গন্ধযুক্তং দ্রব্যং ধারয়তি ধারি-ণিনি। ১ যে গন্ধদ্রব্য ধারণ করে। (পুং) ২ মহাদেব।

"অজশ্চ বহুরূপশ্চ গন্ধধারী কপর্দ্যপি।" (ভারত অনু° ১৭ অঃ)

গন্ধধূমজ (পুং) গন্ধস্য গন্ধাঢ্যস্য ধূমাৎ জায়তে গন্ধধূম-জন-ড। স্বাহুনামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধধূলি (স্ত্রী) গন্ধযুক্তো ধূলিশ্চূর্ণো যস্যাঃ বহুব্রী। কস্তুরী।

গন্ধন (ক্লী) গন্ধ-ল্যুট্। ১ উৎসাহ। ২ প্রকাশ। ৩ হিংসা। ৪ সূচন। (মেদিনী) ৫ তৃণভেদ, গন্ধতৃণ। (শব্দার্থচিন্তা°)

"বাগতিগন্ধনয়োঃ।" (কলাপ, ধাতুপাঠ)

গন্ধনকুল (পুং) গন্ধঃ গন্ধ প্রধানো নকুল ইব। ছুছুন্দরী, ছুঁছো। (হারাবলী)

গন্ধনাকুলী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা নাকুলী। ১ রাস্নাবিশেষ, স্থান-বিশেষে ইঁহাকে গন্ধরাস্না বলে। (Opioxyton Serpentiuum) ইহার পর্য্যায় মহাসুগন্ধা, সুবহা, সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক্, বিষমর্দ্দনিকা, অহিমর্দ্দনী, মহাহিগন্ধা, অহিলতা। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ত্রিদোষনাশক ও বিষঘ্ন। (ভাবপ্রকাশ)

২ চবিকা, চই। ৩ কন্দবিশেষ, নাই।

গন্ধনামন্ (পুং) গন্ধেতি পদযুক্তং নাম যস্য বহুব্রী। রক্ত তুলসী, লালতুলসী।

গন্ধনাম্নী (স্ত্রী) গন্ধনামন্ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ।

গন্ধনালিকা (স্ত্রী) গন্ধস্য গন্ধজ্ঞানস্য নালিকা ইব। নাসিকা।

গন্ধনালী (স্ত্রী) গন্ধস্য নালীব। নাসিকা। (ত্রিকাণ্ড°)

গন্ধনিলয়া (স্ত্রী) গন্ধস্য নিলয়ো বাসোযত্র বহুব্রী। নবমল্লিকা।

গন্ধনিশা (স্ত্রী) গন্ধেন নিশা হরিদ্রাইব। গন্ধপত্রা, শঠীবিশেষ।

গন্ধপ (ত্রি) গন্ধং পিবতি গন্ধ-পা-ক। দেবতাবিশেষ।

"আভাসুরা গন্ধপা দৃষ্টিপাশ্চ
বাচা বিরুদ্ধাশ্চ মনো বিরুদ্ধাঃ।" (ভারত° অনু ১৮ অঃ)

গন্ধপত্র (ক্লী) গন্ধযুক্তং পত্রং। ১ পচা পাতা। ইহার গুণ বাতনাশক, শীতল ও অগ্নিবৃদ্ধিকর।

"গন্ধাঢ্যা সৌরভেয়ীচ গন্ধপত্রং নপুংসকম্।
গন্ধপত্রং বাতহরং শীতলং বহ্নিবর্দ্ধনন্॥" (বৈদ্যক)

(পুং) গন্ধযুক্তং পত্রং যস্য বহুব্রী। ২ শ্বেততুলসী। (রত্নমালা) ২ মরুবক বৃক্ষ। ৩ বর্বর। ৪ নাগরঙ্গ। ৫ বিল্ব। (রাজনি°)

গন্ধপত্রা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ টাপ্। শঠীবিশেষ, মালবদেশে চলিত কথায় পলাশ বলে। ইহার পর্য্যায়—স্থূলা, তিক্তকন্দিকা, বনজা, শঠিকা, বধ্যা, তবক্ষীরী, একপত্রিকা, গন্ধপীতা, পলাশাস্তা, গন্ধাঢ্যা, গন্ধপত্রিকা, দীর্ঘপত্রা, গন্ধনিশা, বেধমুখ্যা, সুপাকিনী।

ইহার গুণ—কটু, স্বাদু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফ, বাত, কাস, ছর্দ্দি ও জ্বরনাশক, এবং পিত্তকোপবৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

গন্ধপত্রিকা (স্ত্রী) গন্ধপত্রা সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অতইত্বঞ্চ। ১ গন্ধপত্রা। ২ অজমোদা। (রাজনি°)

গন্ধপত্রী (স্ত্রী) গন্ধপত্র-ঙীষ্। ১ অম্বষ্ঠা, দক্ষিণাপথে অম্বাড়া নামে প্রসিদ্ধ। ২ অশ্বগন্ধা। ৩ অজমোদা, বনযোয়ান।

গন্ধপর্ণ (ক্লী) গন্ধযুক্তং পর্ণমস্য বহুব্রী। গন্ধপত্র।

গন্ধপলাশিকা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পলাশমস্যা বহুব্রী, কপ্ টাপ্, অতইত্বং। হরিদ্রা। (হারাবলী) কোন কোন বৈদ্যকের মতে গন্ধপলাশিকা শব্দে গন্ধপত্রাও বুঝায়।

গন্ধপলাশী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পলাশং যস্যাঃ বহুব্রী। শঠী। (ভাবপ্রকাশ) কোন বৈদ্যকের মতে গন্ধপত্রাও বুঝায়।

শব্দার্থচিন্তামণির মতে ইহার গুণ—কষায়, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু, মলনাশক, কাস, ব্রণ, শ্বাস, শূল ও হিক্কানাশক।

গন্ধপাষাণ (পুং) গন্ধযুক্তঃ পাষাণঃইব। উপধাতুবিশেষ, গন্ধক।
"গন্ধপাষাণচূর্ণেন যবক্ষারেণ লেপিতম্।
সিধ্মনাশং ব্রজত্যাশু কটুতৈলযুতেন চ॥" (চক্রপাণি° কুষ্ঠরো°)

গন্ধপিশাচিকা (স্ত্রী) গন্ধেন পিশাচান্ কিরতি দূরীকরোতি যদ্বা গন্ধেন পিশাচান্ কৃণাতি হন্তি পিশাচ-কৃ-ড, পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ, বাহুলকাৎ টাপ্। ধূপ। (হেম°) ধূপ-গন্ধ পাইলে পিশাচেরা দুঃখিত হইয়া পলায়ন করে বলিয়া উহাকে গন্ধ-পিশাচিকা বলে।

গন্ধপীতা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পীতং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। ১ শঠীবিশেষ। ২ গন্ধপত্রা। (রাজনি°)

গন্ধপুষ্প (পুং) গন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। ১ বেতস বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ অঙ্কোট বৃক্ষ, ধলা আকড়া। (জটাধর) ৩ বহুবার বৃক্ষ, চাল্‌তে গাছ। ৪ অশোক বৃক্ষ। (রাজনিঃ) (ক্লী) গন্ধযুক্তং পুষ্পম্। ৫ গন্ধযুক্ত পুষ্প।
(দ্বি) (ক্লী) গন্ধশ্চ পুষ্পঞ্চ ইতরেতরদ্ব°। ৬ গন্ধ ও পুষ্প।
"অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং কেবলেন জলেন বা।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

গন্ধপুষ্পক (পুং) গন্ধপুষ্প সংজ্ঞার্থে কন্। বেতস বৃক্ষ।

গন্ধপুষ্পা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ নীলী-বৃক্ষ। ২ কেতকীবৃক্ষ। ৩ গণিকারীবৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধপ্রিয় (ত্রি) গন্ধঃ প্রিয়ো যস্যাঃ বহুব্রী। যাহার গন্ধ অতিশয় প্রিয়।

গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা প্রিয়ঙ্গুকা, প্রিয়ঙ্গুবিশেষ। [প্রিয়ঙ্গু দেখ।]

গন্ধফণিজ্ঝক (পুং) গন্ধপ্রধানঃ ফণিজ্ঝকঃ। রক্ত তুলসী বৃক্ষ। (রত্নমালা)

গন্ধফল (পুং) গন্ধযুক্তং ফলং যস্য বহুব্রী। ১ কপিত্থবৃক্ষ, কৎবেল। ২ বিল্ববৃক্ষ। ৩ তেজঃফলবৃক্ষ, চলিত কথায় তেজ বল। (রাজনি°)

গন্ধফলা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। ১ প্রিয়ঙ্গু-বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ মেথিকা। ৩ বিদারী, ভুঁইকুমড়া। ৪ শল্লকীবৃক্ষ। (রাজনিঃ)

গন্ধফলী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী, ততো গৌরাদি-ত্বাৎ ঙীষ্। ১ চম্পককলিকা, কাঁটালে চাঁপা। ২ প্রিয়ঙ্গু।

গন্ধবণিক্ (জ্) (পুং) গন্ধস্য আমোদযুক্তদ্রব্যস্য বণিক্ ৬তৎ। চলিত কথায় "গন্ধবেনে," বা "গন্ধবেণিয়া," কোথাও কোথাও ইহাদিকে "পুটুলি" বলিয়া থাকে।

এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক লোকে অনেক প্রকার বলিয়া থাকে। ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্য জাতির অন্তর্গত ও চাঁদসওদাগরের বংশসম্ভূত বলিয়া মনে করে। কেহ কেহবা পদ্মপুরাণোক্ত শাহরাজকেই তাহাদিগের বংশের আদিপুরুষ বলিয়া জানে। এইরূপ আপনাদিগকে বৈশ্য জাতিভুক্ত করিলেও তাহারা কোনকালে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে নাই বা বিবাহাদি শুভকার্য্যে ঐ জাতির মত কুশণ্ডিকা নাই; আগরওয়ালা বেণিয়ার মত ১৩ দিন মৃতাশৌচের পরিবর্ত্তে শূদ্রের ন্যায় ১ মাস অশৌচগ্রহণ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পরশুরামপদ্ধতি ও রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালার মতে—

"অম্বষ্ঠাৎ রাজপুত্র্যাঞ্চ জায়তে গান্ধিকো বণিক্।
গন্ধচন্দনধূপাদিক্রয়বিক্রয়কারকঃ॥"

অম্বষ্ঠের ঔরসে রাজপুতমহিলার গর্ভে গন্ধবণিকের জন্ম, গন্ধ, চন্দন ও ধূপাদির ক্রয় ও বিক্রয় ইহাদের উপজীবিকা।

প্রবাদ আছে, কংসরাজসভায় কুব্জাদাসী রাজসদনে ফুল-চন্দন প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য যোগাইত। যখন কৃষ্ণ মথুরার কংসপুরে যাইতেছেন, পথে এই কুব্জার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই কুব্জাদাসীকে সুন্দরী করিয়া নিজের পাটরাণী করেন। ঐ কুব্জাগর্ভপ্রসূত কুমারই সর্ব্বপ্রথমে গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করেন এবং তিনিই গন্ধবণিকের আদি পিতা। অপর একটী প্রচলিত প্রবাদ এই, যে দেবাদিদেব শিবের দুর্গার সহিত বিবাহের সময় গন্ধদ্রব্য প্রয়োজন হওয়ায় তিনি প্রথমে নিজ কপালদেশ হইতে "দেশ" গন্ধবণিক্, বগল হইতে "শঙ্খ", নাভি হইতে "আঁউত" ও পাদদেশ হইতে "ছত্রিশ" এই চারিজনকে সৃষ্টি করিলেন।

গন্ধবণিক্ জাতির মধ্যে আঁউতাশ্রম, ছত্রিশাশ্রম, দেশা-শ্রম ও শঙ্খাশ্রম এই চারিটী নামধেয় শ্রেণী বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ,

কৃষ্ণাত্রেয়, মৌদ্গল্য, নৃসিংহ, রাজঋষি, সাবর্ণ ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্র আছে। দেশাশ্রমী গন্ধবণিকের মধ্যে সাহা, সাধু, লাহা, ও খাঁ এবং আউত্তাশ্রমীদিগের মধ্যে দত্ত, দে, ধর, ধার, কর, নাগ প্রভৃতি পদবী প্রচলিত দেখা যায়। ঢাকা জেলায় উপরিলিখিত শেষোক্ত তিনটী আশ্রমের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানপ্রথা ও ভোজনাদি প্রচলিত আছে।

গন্ধবণিকেরা বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। বর ও কন্যা পক্ষের সাংসারিক অবস্থানুসারে কন্যাপণ দিতে হয়। বিক্রমপুরের গন্ধবণিকেরা বংশমর্যাদায় ঊন, তাহারা নিম্নশ্রেণীর ঘরে কন্যার বিবাহে বেশী পণ লইয়া থাকে এবং পুত্রাদির বিবাহে অল্প পণ দিয়া থাকে। ঢাকা সহরে গন্ধবণিক্‌দিগের ছয়টী দল আছে, তাহাদের মধ্যে বংশমর্য্যাদায় মান্য গণ্য এক এক ব্যক্তি দলপতি আছেন। ছয় দলের মধ্যে একটী দলের বিবাহ রীতি কিছু নূতন ধরণের। বর বিবাহ করিতে আসিয়া একটা চাঁপা গাছে চড়িয়া বসে, তাহার পর কন্যাকে একখানি চৌকি বা পিঁড়িতে বসাইয়া সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ করান হয়। যেখানে চাঁপা গাছ পাওয়া যায় না, সেইখানে চাঁপা গাছের ডাল কাটিয়া বা চাঁপা কাঠের নির্ম্মিত তক্তায় বরকে বসিতে দেওয়া হয়। অন্যান্য দলেরা শূদ্রের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকে। ইহারা প্রকাশ্যভাবে উপরিউক্ত দলের সহিত সামাজিকতা রাখে না, কিন্তু গোপনে পরস্পরের মধ্যে যাওয়া আসা চলিত হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সময়ে বরকন্যা উভয়কেই লালপাড় গরদ চেলী পরিতে হয়। কন্যাকে বিবাহের দশদিন পর পর্য্যন্ত ঐ চেলী পরিয়া থাকিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে দুই বা বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। তবে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানাদি না হইলে, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে বাধা নাই। বিবাহবন্ধনচ্ছেদ বা বিধবার বিবাহ একবারে নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোক অসতী (পরপুরুষগামী) জানিতে পারিলে তাহাকে জাতি ও হিন্দুসমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার স্বামী তাহার মূর্ত্তি গড়িয়া দাহকার্য্য সম্পন্ন করে এবং তজ্জন্য একটী মিথ্যা শ্রাদ্ধও সম্পন্ন হয়।

ইহাদের ক্রিয়াকলাপাদি সমস্তই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মত। কায়স্থজাতির যাহা নিষিদ্ধ, তাহা ইহারাও মানিয়া চলে। ইহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব, কতকগুলি শাক্ত ও অল্প শৈব দেখা যায়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ইহারা একটী পাত্রে সিন্দুর মাখাইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ি, বাটখারা ও হিসাবের খাতা রাখিয়া ষোড়শোপচারে নিজ নিজ ইষ্টদেবীর পূজা করিয়া থাকে। গন্ধেশ্বরী ইহাদেরই ইষ্টদেবী। ব্রাহ্মণেরা আসিয়া গন্ধেশ্বরী মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন।

ইহারা নানাবিধ মসলা চন্দনাদি দ্রব্য ও নানাবিধ গাছ গাছড়া ও ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে ইহারা বিলাতজাত নানাপ্রকার দ্রব্যেরও ব্যবসা করিতেছে এবং অধীত বিদ্যা না থাকিলেও ইহারা কতক কবিরাজী ঔষধের ব্যবস্থা দিতে পারে। জাত ব্যবসা করিয়া ইহারা এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে যে সহজেই লবণ ও কোনরূপ খনিজ পদার্থের বিভিন্নতা ধরিতে পারে। অল্প স্বল্প রোগ হইলে ইহারা ঔষধ দিয়া থাকে। হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহাদিগকে "পন্‌সারী" বলে। একখানি পন্‌সারীর (বেনের) দোকানে প্রায় ৩৬০ রকম ঔষধ পাওয়া যায়। ইহারা নিজ হইতেই নানাবিধ পাচনাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

এই গন্ধবণিক্‌দিগকে বর্ত্তমান সময়ে অনেকে নবশাকের অন্তর্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, 'পরাশরপদ্ধাততে'ও নবশাক বলিয়া ইহাদের কোন উল্লেখ নাই।

গন্ধবন্ধা (স্ত্রী) গন্ধস্য বন্ধো গ্রহণং যয়া বহুব্রী, টাপ্। নাসিকা। (শব্দরত্না°)

গন্ধবন্ধু (পুং) গন্ধং বধ্নাতি বন্ধ-উণ্ যদ্বা গন্ধস্য বন্ধুরিব। আম্রবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) গন্ধবশিষ্ট। (গীতগো°)

গন্ধবহল (পুং) গন্ধো বহলো বহুলোহস্য বহুব্রী। তিতার্জক।

গন্ধবহুল (পুং) গন্ধো বহুলো যস্য বহুব্রী। গন্ধশালি।

গন্ধবহুলা (স্ত্রী) গন্ধো বহুলো যস্যাঃ বহুব্রী তত° টাপ্। গোরক্ষীবৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধভদ্রা (স্ত্রী) গন্ধো ভদ্রং রোগনাশকো যস্যাঃ বহুব্রী। গন্ধোলা, গন্ধভাদলী। (শব্দরত্না°)

গন্ধভাদালী (গন্ধভদ্রা শব্দজ) গন্ধোলী।

গন্ধভাণ্ড (পুং) গন্ধস্য ভাণ্ড ইব। গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ, গাঁধিভাঁট। (শব্দরত্নাবলী) ইহার পর্য্যায় নন্দিবৃক্ষ, তাম্রপাকী, ফলপাকী, পীতক, গন্ধমুণ্ড ও ক্ষিপ্রপাকী। (বৈদ্যকরত্নমালা)

গন্ধমাংসী (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা মাংসী। জটামাংসীবিশেষ। ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ, কেশর জটার সদৃশ। পর্য্যায়—কেশী, ভূতজটা, পিশাচী, পূতনা, ভূতকেশী, লোমশা, জটালা, লঘুমাংসী। ইহার গুণ—তিক্ত, শীতল, কফ, কণ্ঠরোগ, রক্তপিত্ত, বিষ ও জ্বরনাশক এবং কান্তিপ্রদ। (রাজনি°)

[জটামাংসী দেখ।]

গন্ধমাতৃ (স্ত্রী) গন্ধস্য মাতা জননী ৬তৎ। পৃথিবী। (হেম)

গন্ধমাদ (পুং) ১ রামের সৈন্য একটী বানর। (ভাগব° ৯।১০।১৯) রামরাবণের যুদ্ধে ইহার যুদ্ধকৌশলের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ১ শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে জাত অক্রূরের ভ্রাতা। (ভাগবত ৯।১৪।৯০)

গন্ধমাদন (পুং ক্লী) গন্ধেন মাদয়তি মদ-ণিচ্-ল্যু। ১ পর্ব্বত-বিশেষ। গন্ধমাদন শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই পুংলিঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

"তথৈবাপরেণ পূর্ব্বেণ চ মাল্যবদ্গন্ধমাদনৌ নীলনিষধায়তৌ।" (ভাগবত ৫।১৬।১০২) কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গেও প্রয়োগ আছে—"যস্য চোপবনং বাহ্যং গন্ধবদ্গন্ধমাদনং" (কুমার) বাস্তবিক এই পাঠটী আধুনিক, প্রাচীন পুস্তকে "সুগন্ধির্গন্ধমাদনঃ" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

গোলাধ্যায়ের মতে, গন্ধমাদনপর্ব্বত রোমকপত্তনের উত্তরে, কেতুমাল ও ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত। এই পর্ব্বতটী নীল ও নিষধ পর্য্যন্ত আয়ত। বিষ্ণুপুরাণের মতে ইহা সুমেরুপর্ব্বতের দক্ষিণদিকে তাহার বিষ্কম্ভরূপে অবস্থিত। ইহাতে জম্বু নামক একটী কেতুবৃক্ষ আছে। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে চৈত্ররথ, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরে নন্দন নামক চারিটী মনোহর উপবন আছে। দেবগণ এই সকল উপবনে মনের সুখে বিচরণ করিয়া থাকেন। গন্ধমাদন কিম্পুরুষ, সিদ্ধ ও চারণগণের আবাসস্থান। বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী, কিন্নর ও কিন্নরীগণ সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে। শাল, তমাল, পাটল, বকুল প্রভৃতি বিটপি-শ্রেণী মালার ন্যায় ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। সানুদেশে বিমল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ কলহংস ও সারসগণ বিচরণ করিয়া থাকে। (ভারত বন ১৫৮ অঃ)

বিষ্ণুপুরাণের মতে এই পর্ব্বতে মহাভদ্র নামে একটী বৃহৎ দেবভোগ্য সরোবর আছে। (১) কিন্তু সিদ্ধান্তশিরোমণির "সম্যাংস্তথৈতেম্বরুণঞ্চ মানসং মহাহ্রদং শ্বেতজলং যথাক্রমং" এই বচন অনুসারে জানা যায় যে, গন্ধমাদনে মানস-সরোবর আছে, কেহ কেহ কল্পভেদে একটী সরোবরেরই দুইটী নাম হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করিয়া বিরোধ ভঞ্জন করেন। মানসসরোবর হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের মধ্যে। [মানস দেখ।]

২ গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থিত একটী বন। ৩ গন্ধমাদন পর্ব্বত-নিবাসী একটী বানর, রামরাবণযুদ্ধে রামের সহায়তা করে।

"গন্ধমাদনবাসী চ প্রথিতো গন্ধমাদনঃ।" (ভারত বন ২৭ অঃ।)

৪ উড়িষ্যার কেউঞ্ঝর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্াহাড়। অক্ষা° ২১° ৩৮´ ১২´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ৩২´ ৫৬´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত একটী গিরিশৃঙ্গ, ইহার উচ্চতা ৩৪২৯ ফিট্।

গন্ধমাদনী (স্ত্রী) গন্ধেন মাদ্যতেহনয়া গন্ধমাদি-ণিনি। ১ মদিরা। ২ বন্ধ্যাক্ষ। ৩ চোড়া নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধমাদিনী (স্ত্রী) গন্ধেন মাদয়তি গন্ধ-মদ-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। ১ লাক্ষা। ২ মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধমাদ্রিকা (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধমাদ্রী (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধমার্জার (পুং) গন্ধপ্রধানো মার্জারঃ। খট্টাশ, খটাস।

গন্ধমালতী (স্ত্রী) গন্ধেন মালতীব। লতাবিশেষ। ইহার গুণ গন্ধকোকিলার তুল্য।

"গন্ধকোকিলয়া তুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী।" (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধমালিনী (স্ত্রী) গন্ধমালা অস্ত্যস্যাঃ গন্ধমালা ইনি ঙীপ্। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধমাল্য (ক্লী) [দ্বি] গন্ধশ্চ মাল্যঞ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব। গন্ধ ও মাল্য।

"অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতঃ।" (ছান্দোগ্য উপ° ৮।২।৬)

গন্ধমুখা (স্ত্রী) গন্ধো মুখে যস্যাঃ বহুব্রী। ১ ছুছুন্দরী, ছুঁচা। (শব্দার্থচিন্তা°) ১ (ত্রি) ২ যাহার মুখে গন্ধ আছে।

গন্ধমুণ্ড (পুং) গন্ধং অপরগন্ধঃ মুণ্ডয়তি নিবারয়তি গন্ধ-মুড়ি-ণিচ্-অণ্। লতাবিশেষ, গন্ধভাদুলিয়া। ইহার পর্য্যায় নন্দীবৃক্ষ, তাম্রপাকী, ফলপাকী, পীতক, গর্দ্দভাণ্ড, ক্ষিপ্র-পাকী। (বৈদ্যক)

গন্ধমূল (পুং) গন্ধপ্রধানং মূলং যস্য বহুব্রী। কুলঞ্জনবৃক্ষ।

গন্ধমূলক (পুং) গন্ধমূলএব গন্ধমূল স্বার্থে কন্। ১ শঠী। (শব্দরত্না°) ২ কচ্ছুর, খোস। (রাজনি°)

গন্ধমূলা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানং মূলং যস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ টাপ্। ১ শল্লকী। ২ শঠী। (রাজনি°)

গন্ধমূলিকা (স্ত্রী) গন্ধমূলা কন্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। ১ মাকন্দী। ২ শঠী। (রাজনি°)

গন্ধমূলী (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানং, মূলং যস্যাঃ বহুব্রী। ততো জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শঠী। (অমর ২।৪।১৪৫।) ২ শল্লকী (রাজনি.)

গন্ধমূষিক (পুং) গন্ধপ্রধানো মূষিকঃ। ছুছুন্দরী।

গন্ধমূষা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা মূষা। ছুছুন্দরী। (হেম°)

গন্ধমৃগ (পুং) গন্ধপ্রধানো মৃগঃ। ১ কস্তূরী মৃগ। যে মৃগ হইতে কস্তূরী পাওয়া যায়। ২ খট্টাশ, খটাস।

---

(১) "অরুণোদং মহাভদ্রং সসিতোদং সমানসম্।
সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বদা।" (বিষ্ণুপুরাণ)

গন্ধমৈথুন (পুং) গন্ধেন যোনিগন্ধগ্রহণেন মৈথুনং মৈথুনারম্ভো যস্ত.বহুব্রী। বৃষ। (জটাধর)

গন্ধমোজবাহ (পুং) শ্বফল্কের পুত্রের নাম। (বিষ্ণুপু°)

গন্ধমোদন (পুং) গন্ধেন মোদয়তি আহ্লাদয়তি গন্ধ-মুদ-ণিচ্-ল্যুট্। গন্ধক। (রাজনি°)

গন্ধমোদিনী (স্ত্রী) গন্ধেন মোদয়তি মুদ-ণিচ্-ণিনি ঙীপ্। ১ চম্পককলিকা, কাঁটালেচাঁপা। ২ চম্পকপুষ্পকলিকা।

গন্ধমোহিনী (স্ত্রী) গন্ধেন মোহয়তি মুহ-ণিচ্-ণিনি। চম্পক-কলিকা। (রাজনি°)

গন্ধযুক্তি (স্ত্রী) গন্ধানাং গন্ধদ্রব্যাণাং যুক্তিঃ যোগঃ ৬তৎ। গন্ধদ্রব্যের যোগবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় ইহার প্রস্তুত-প্রণালী। ও গুণাদি এইরূপ লিখিত আছে—

যাহার কেশ শুক্ল হইয়াছে, কাপড় ও অলঙ্কারাদি কিছুই তাহাকে ভাল দেখায় না, কেশের শোভায় মনুষ্যকে সর্ব্বদাই শোভিত দেখায়। বলিতে গেলে কেশই মানুষের প্রকৃত মনোহর ও শোভাকর অলঙ্কার। কিন্তু মনুষ্যের এই অনুপম অলঙ্কারটী বড় বেশী দিন স্থায়ী নহে, অল্পদিন মধ্যেই নানা কারণে শুক্ল হইয়া একেবারে শোভাহীন করিয়া ফেলে, এই কারণে অঞ্জন ও ভূষণাদির ন্যায় যাহাতে কেশের বর্ণ রক্ষা হয়, তাহাও করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নির্ম্মল লৌহপাত্রে কোদো ধানের চাউল পাক করিয়া লৌহচূর্ণের সহিত পেষণ করিবে। ভালরূপে পেষিয়া অল্প পরিমাণে শুক্ল কেশের উপরে প্রলেপ দিবে এবং ভিজা পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, দুই প্রহর পরে প্রলেপ পরিত্যাগ করিয়া মস্তকে আমলকের প্রলেপ দিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ভিজা পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, দুই প্রহর পরে প্রলেপ ফেলিয়া মাথাটী ভাল করিয়া প্রক্ষালন করিবে। এইরূপ করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার পরে শিরঃস্নান সুগন্ধ তৈলাদি বিবিধ মনোহর গন্ধ ও ধূপদ্বারা মস্তকের দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে হয়।

শিরঃস্নানপ্রস্তুত করিবার প্রণালী—দারুচিনি, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, নখী, পিড়িঙ্শাকের রস, তগর ও বালা ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া কেশরপত্রের সহিত মিশাইলে অতি উৎকৃষ্ট শিরঃস্নান প্রস্তুত হয়। ইহা রাজগণের ব্যবহারযোগ্য।

চম্পকগন্ধিতৈল—মঞ্জিষ্ঠা, ব্যাঘ্রনখ, নখী, দারুচিনি, কুড়, বোলনামক গন্ধদ্রব্য ও চূর্ণ, তৈলের সহিত মিশাইয়া রৌদ্রে তপ্ত করিবে। ইহাকে চম্পকগন্ধিতৈল বলে।

গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিয়ম—শিলারস বা সিহ্লা, বালা ও তগর এই সকল দ্রব্য সমানভাগে মিশ্রিত করিলে, যে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে কামোদ্দীপকগন্ধ বলে। ইহার সহিত ব্যাম, বকুল ও হিঙ্গুর ধূপ মিশাইলে কটুক নামক গন্ধদ্রব্য হয়। কটুকের সহিত কুড় মিশাইলে পদ্ম; পদ্মগন্ধের সহিত চন্দন যোগ করিলে চম্পক; চম্পকগন্ধের সহিত ধনে, জাতিফল ও দারুচিনি যোগ করিলে অতিমুক্ত নামক গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

সুগন্ধধূপ প্রস্তুত করিবার প্রণালী—শতপুষ্প, কুন্দুরু চারিভাগের এক ভাগ, নখী ও শিলারস অর্দ্ধেক এবং চন্দন ও প্রিয়ঙ্গুর সিকি ভাগকে গুড় ও নখের সহিত মিশাইলে এক প্রকার সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত হয়। ইহা ব্যতীত গুগ্‌গুলু, বালা, লাক্ষা, মুথা, নখী ও শর্করা সমভাগে মিশ্রিত করিলে এক প্রকার ধূপ প্রস্তুত হয়। জটামাংসী, বালা, শিলারস, নখী ও চন্দন দ্বারা পিণ্ড করিলেও ধূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হরীতকী, শঙ্খ, ঘনদ্রব ও বালা সমভাগে মিশ্রিত হইলে এক প্রকার ধূপ হয়, ইহার সহিত গুড় ও উৎপল মিশ্রিত করিলে দ্বিতীয় প্রকার ধূপ হয়; দ্বিতীয় প্রকার ধূপের সহিত শৈলজ ও মুথা মিশাইলে আর একপ্রকার ধূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে ক্রমে অন্ত্যদ্রবের সিকি পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে অতিশয় মনোহর ধূপ হইয়া থাকে। শর্করা, শৈলেয় ও মুস্তার চারিভাগ, শ্রীবাসক ও সর্জ্জ দুইভাগ, নখী ও গুগ্‌গুলু দুইভাগ, কর্পূরচূর্ণের সহিত যোগ করিয়া মধু দিয়া পিণ্ড প্রস্তুত করিলে কোপচ্ছদ নামক ধূপ হয়।

দারুচিনি ও উশীরপত্রের সহিত ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ ছোট এলাচি মিশাইয়া চূর্ণ করিবে, ইহার সহিত অল্পপরিমাণ মৃগনাভি ও কর্পূর মিশাইলে পটবাসক নামক অতি উৎকৃষ্ট গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ঘন (অভ্র), বালা, শৈলেয় ও কর্পূর; উশীর, নাগপুষ্প, ব্যাঘ্রনখ ও পিড়িঙ্শাক; অগুরু, দমনক, নখ ও তগর; ধনে, কর্পূর, চোর ও চন্দন এই চার-চারিটী পদার্থে এক একটী গণ হয়, ইহাদের সমভাগে এক একপ্রকার গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত হইবে, ইহার প্রত্যেক গণেরই নাম গন্ধার্ণব। এই গন্ধদ্রব্য ১৭৪৭২০ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। সমস্ত গন্ধদ্রব্যেই নখী, তগর ও শিলারস মিশাইতে হয়। জাতি, কর্পূর ও মৃগনাভি দ্বারা সুগন্ধি এবং গুড় ও নখীদ্বারা ধূপিত করিতে হয়, ইহারই নাম সর্ব্বতোভদ্র। এই মিশ্রিত পদার্থে জাতীফল, মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা সুগন্ধি করিয়া আম্রমধুদ্বারা সিক্ত এবং ইচ্ছানুসারে চারিভাগ করিলে বহু প্রকার পারিজাততুল্য সদগন্ধ উৎপন্ন হইবে। সর্জ্জরস

ও শ্রীবাসক মিশাইলে যত পরিমাণ দ্রব্য হয়, তাহাতে সেই পরিমাণ বালা ও দারুচিনি যোগ করিবে। শ্রীবাস ও সর্জ্জরস দিবে না, পরে সেই সকল দ্রব্য দ্বারা স্নান-জল প্রস্তুত করিবে।

লোধ্র, উশীর, তগরপাদুকা, অগুরু, মুথা, প্রিয়ঙ্গু, বন ও পথ্যা এই সকল দ্রব্যকে নবকোষ্ঠ কচ্ছপুট হইতে তিন তিনটী দ্রব্য সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিয়া চন্দন ও শিলারস দুইভাগ, অর্দ্ধপরিমাণ শুক্তি, সিকি পরিমাণ শতপুষ্পা, কটু হিঙ্গুল ও গুড় দিয়া ধূপিত করিলে চৌরাশি প্রকার কেশরগন্ধ প্রস্তুত হয়। হরীতকীচূর্ণসংযুক্ত গোমূত্রে দন্তকাষ্ঠ ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া গন্ধজলে নিক্ষেপ করিবে। এলাচী, দারুচিনি, তেজপাতা, মধু, মরিচ, নাগপুষ্প ও কুড় এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার জলে কিছুকাল রাখিয়া দিলে গন্ধজল প্রস্তুত হয়। পরে জাতিফল, তেজপাতা, এলাচি ও কর্পূর যথাক্রমে চারি, দুই, এক ও তিনভাগ দ্বারা অবচূর্ণিত করিয়া সূর্য্যকিরণে শুকাইবে। গন্ধযুক্ত দন্তকাষ্ঠ সেবন করিলে মুখের প্রসন্নতা, কান্তি ও সৌগন্ধ বৃদ্ধি হয় এবং বাক্যও অতিশয় শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৭৭ অঃ)

গন্ধযুক্তি (স্ত্রী) নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্যের একত্র মিশ্রণ।

গন্ধরস (পুং) গন্ধযুক্তো রসো যস্য বহুব্রী। উপধাতুবিশেষ, বোল, চলিত কথায় ফুলসত্ব বলে। ইহার পর্য্যায়—বোল, প্রাণ, পিণ্ড, গোপ, রস, গোস, পিণ্ডগোস, শশ, গোসশশ, গান্ধার, মসীবর্দ্ধন, বোলজ, গোপক। [দ্বি] গন্ধশ্চ রসশ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব°। ২ গন্ধ ও রস।

"ন্যায়োপেতং ব্রাহ্মণেভ্যো যদন্নং
শ্রদ্ধাপূতং গন্ধরসোপপন্নম্।" (ভারত ৫।২৭।১১)

গন্ধরসাঙ্গক (পুং) গন্ধরসোঽঙ্গে যস্য বহুব্রী ততঃ স্বার্থে কন্। শ্রীবেষ্ট নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধরাজ (পুং) গন্ধানাং গন্ধসারাণাং রাজা ষতৎ ততঃ টচ (রাজাহসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) ১ মুদ্গর বৃক্ষ। ২ কণগুগ্‌গুলু। ৩ স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ, ইহার পুষ্প অতিশয় সুগন্ধি, গন্ধে দশদিক্ আমোদিত হয়। শ্বেতবর্ণ ১২টী দল ও ৬টী কেশরবিশিষ্ট। বসন্তকালে ও বর্ষাকালে প্রস্ফুটিত হয়। ইহার ফল নাই, ডাল রোপণ করিলে বাঁচিয়া থাকে। ৪ শ্রেষ্ঠগন্ধ। (ক্লী) গন্ধেন রাজতে রাজ-অচ্। ৫ চন্দন। ৬ জবাদি নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধরাজী (স্ত্রী) গন্ধরাজ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নখী নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধরাজ (পুং) গন্ধেন রাজতে রাজ-ক্বিপ। ধূপক, ধুনা।

গন্ধরুহা (স্ত্রী) বনমল্লিকা, কাঠমল্লিকা ফুলগাছ। ইহার পর্য্যায় মদয়ন্তী, মোদয়ন্তি, সরদ্রবা। (রাজনি°)

গন্ধর্ব্ব (পুং) গাঃ স্তুতিরূপা গীতিরূপা বা বাচঃ রশ্মীন্ বা ধারয়তি ধৃ-ব। গোশব্দস্য চ গমাদেশঃ। ১ ঘোটক।

"রথং সংযোজয়ামাস গন্ধর্ব্বৈর্হেমমালিভিঃ।" (ভারত ৩।১৬১।২৩।) ২ মৃগবিশেষ, কস্তুরীমৃগ। ৩ অন্তরাভবসত্ব। (৩।৩।১৩২) অমরের টীকাকার রায়মুকুটের মতে প্রাণীর মৃত্যু হইলে যতদিন পর্য্যন্ত অপর শরীর প্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত একটী সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করিয়া যাতনা অনুভব করে, এই অবস্থায় তাহাদিগকে অন্তরাভবসত্ব বলে।

টীকাকার রমানাথের মতে অন্তরাভবসত্বের অর্থ গুপ্ত প্রাণী, তিনি উদাহরণস্বরূপ বিরাটপর্ব্বের "গন্ধর্ব্বাঃ পতয়ো মম" এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ গ্রহবিশেষ, ইহারা সময় পাইলে মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া নানা রকমের অশান্তির উৎপাদন করে। আর্য্যচিকিৎসক সুশ্রুত বলেন, যে, কবিরাজ ক্ষত ও আতুর রোগীকে নিশাচরদিগের হাত হইতে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করিবেন। রোগী ক্ষত হউক আর যাই হউক কোনরূপে অশুচি হইলে অথবা তাঁহাদিগের মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে গ্রহগণ হিংসাভিলাষ পূরণ করিতে অথবা পূজা পাইবার আশায় রোগীকে আশ্রয় করিয়া নানা রকমের অশান্তি জন্মাইতে থাকে, যথানিয়মে তাহাদের পূজা কিম্বা উপযুক্ত ঔষধ সময় মত দিতে না পারিলে রোগীকে মারিয়াও ফেলে।

এইরূপ গ্রহ অসংখ্য, কিন্তু প্রধানতঃ ইহাদিগকে আটভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা—দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিতৃ, রক্ষ, ভুজঙ্গ ও পিশাচ। ইহাদিগের আবেশ হইলে রোগী ভূত, ভবিষ্যৎ জানিতে পারে, তখন রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যে কোন অতীত বা ভবিষ্যৎ গোপনীয় ঘটনা ঠিক বলিয়া দিতে পারে, তখন তাহার সহিষ্ণুতা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, যে সকল কার্য্য মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য কখনও মনুষ্য দ্বারা সম্পন্ন হইবার সম্ভব নাই, রোগী অনায়াসেই সেই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়াপন্ন ও আত্মীয়স্বজনকে ভয়বিহ্বল ও শোককাতর করিয়া তোলে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকমতে যাহাই বলুন, প্রাচীনেরা কিন্তু এই অবস্থাকেই ভূতে পাওয়া বা গ্রহাবেশ বলিয়া থাকিতেন এবং গ্রহপূজাদি করিয়া রোগীকে প্রকৃতিস্থ করিতেও পারিতেন। [দেব প্রভৃতি অপর অপর গ্রহগণের কথা তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গন্ধর্ব্ব গ্রহের আবেশ হইলে রোগীর মন সর্ব্বদাই হৃষ্ট থাকে, নদীতীরে বা নির্জ্জন বনে বেড়াইতে এবং শুদ্ধাচারে থাকিতে অভিলাষ জন্মে। এই অবস্থায় রোগী গন্ধ, মাল্য ও গীতে অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করে, সর্ব্বদাই হাস্য করিতে

থাকে, নাচিতে ভালবাসে এবং তাহার কথা অতিশয় মনোহর ও মৃদু হয়।

দর্পণে ছায়া বা প্রতিবিম্ব, প্রাণীদেহে শীতোষ্ণ ও সূর্য্য-কিরণ এবং দেহে জীব যেরূপ অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করে, গন্ধর্ব্বগ্রহও সেইপ্রকার অলক্ষিত হইয়া মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। অষ্টমী তিথিতে ইহাদের প্রথম আবির্ভাব হয়।

ইহার শান্তির জন্য নিয়মিত জপ ও হোম প্রভৃতি দৈব-ক্রিয়া করিতে হয়। রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য, মধু, ঘৃত, সকল প্রকার খাদ্য, বস্ত্র, মদ্য, মাংস, রুধির ও দুগ্ধ প্রভৃতি প্রদান করিবে।

এই সমস্ত ক্রিয়ায় নিবৃত্তি না হইলে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ছাগল, ভালুক, শল্লক ও উলুক ইহাদের চামড়া ও রোম, হিঙ্গু এবং ছাগমূত্র মিশাইয়া ধূম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বলবান্ গ্রহেরও শান্তি হয়।

গোসাপ, নকুল, বিড়াল ও ভালুকের পিত্ত একত্র করিয়া গজপিপ্পলীর মূল, ত্রিকটু, আমলকী ও সরিষা দিয়া ভাবিত করিবে। ইহার নস্য, অভ্যঙ্গ বা সেবনে গ্রহের শান্তি হয়।

নাটাকরঞ্জার ফল, ত্রিকটু, সোণা, বেলমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এক সঙ্গে লইয়া ইহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, পিত্তসহযোগে ইহার অঞ্জন সেবন করিলে গ্রহের শান্তি হয়।

এই সকল ঔষধ বা অন্য কোন চিকিৎসা দেবগ্রহস্থলে অযুক্তরূপে প্রয়োগ করিবে না। পিশাচ ভিন্ন অপর গ্রহের স্থলে কোনরূপ প্রতিকূল আচরণ করিতে নাই, করিলে গ্রহ ক্রুদ্ধ হইয়া বৈদ্য ও রোগী উভয়কেই বিনাশ করে।

(সুশ্রুত° উত্তর° ৬০ অঃ)

এই গন্ধর্ব্বগ্রহের কথা বৈদিক উপন্যাসেও শুনিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে যে, কএক জন মুনিকুমার অধ্যয়ন করিতে মদ্রদেশে গিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশ্রামের জন্য কপিগোত্রসম্ভব পতঞ্জলের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নন্দিনীকে গন্ধর্ব্বগ্রহগ্রস্তা দেখিতে পাইলেন (১)। শতপথব্রাহ্মণেও (১৪।৬।৩।১) এই প্রস্তাবটী ঠিক্ এই-ভাবেই লিখিত আছে। ৫ এরণ্ড।

(১) "মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম তে পতঞ্জলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম, তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা।" (বৃহদারণ্যক ৭ ব্রাহ্মণ)

'কে যে পর্য্যটন্তঃ পতঞ্জলস্য নামতঃ কাপ্যস্য কপিগোত্রস্য গৃহানৈম গতবন্তঃ তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা, গন্ধর্ব্বেণ অমানুষেণ কেনচিৎ সত্ত্বেন আবিষ্টা।' (ভাষ্য)

"গন্ধর্ব্বতৈলসিদ্ধাং হরীতকীং গোমূত্রেণ পিবেৎ।"

'গন্ধর্ব্বতৈলং এরণ্ডতৈলং' (ভাবপ্রকাশ)

৬ দেবযোনিবিশেষ, স্বর্গগায়ক, ইহারা দেবগণের সভায় গান, বাদ্য ও নাট্যাভিনয় করিয়া থাকে, ইহারা অতিশয় রূপবান্, স্বর্গলোকে ইহাদের মত আর কোন জাতি সুন্দর নাই, ইহাদের আবাস গুহ্যলোক ও বিদ্যাধর লোকের ঠিক মধ্যস্থলে। শব্দার্থচিন্তামণির মতে গন্ধর্ব্ব দুই ভাগে বিভক্ত—দিব্য ও মর্ত্ত্য (২)। যে সকল মনুষ্য এই কল্পের মধ্যে পুণ্যবলে গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্বসমাজ-ভুক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে মর্ত্ত্য ও যাহারা এই কল্পের আদিতে গন্ধর্ব্ব, তাহাদিগকে দিব্য গন্ধর্ব্ব বলে। ঋগ্বেদেও দিব্যগন্ধর্ব্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বিশ্বাবসু রসি তন্নো গৃণাতু দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ।" (ঋক্ ১০।১৩৯।৫)

বহ্নিপুরাণের মতে দিব্য গন্ধর্ব্ব আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত—১ অভ্রাজ, ২ অঙ্ঘারি ৩ রম্ভারি, ৪ সূর্য্যবর্চ্চা, ৫ কৃধু, ৬ হস্ত, ৭ সুহস্ত, ৮ মূর্দ্ধন্বান্, ৯ মহামনাঃ, ১০ বিশ্বাবসু, ১১ কৃশানু। জটাধর আটটী প্রধান গন্ধর্ব্বের নাম উল্লেখ করিয়া গন্ধর্ব্ববংশের পরিচয় দিয়াছেন। যথা—হাহা, হুহু, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবসু, গোমায়ু, তুম্বুরু ও নন্দি। ইহারাই গন্ধর্ব্বগণের গণ্যমান্য এবং ইহাদের নামেই এক একটী বংশ প্রতিষ্ঠিত। অথর্ব্ববেদে ৬৩৩৩ জন গন্ধর্ব্বের উল্লেখ আছে।

মনুষ্যের ন্যায় গন্ধর্ব্ব দুইশ্রেণীতে বিভক্ত—মৌনেয় ও প্রাধেয়। মুনি ও প্রধা নামে কশ্যপের দুইটী পত্নী ছিল। দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে ষোলটী গন্ধর্ব্ব উৎপন্ন হয়; ১ ভীমসেন, ২ উগ্রসেন, ৩ সুপর্ণ, ৪ বরুণ, ৫ গোপতি, ৬ ধৃতরাষ্ট্র, ৭ সূর্য্য-বর্চ্চা, ৮ অর্কপর্ণ, ৯ পর্য্যন্য, ১০ কলি, ১১ প্রযুত, ১২ ভীম, ১৩ চিত্ররথ, ১৪ সর্ব্ববিদ্বনী, ১৫ শালিশিরা, ১৪ নারদ। ইহাদিগকে মৌনেয় বলে। প্রধার গর্ভে ১০টী গন্ধর্ব্ব উৎপন্ন হয়। ১ সিদ্ধ, ২ পূর্ণ, ৩ বর্হী, ৪ পূর্ণায়ু, ৫ ব্রহ্মচারী, ৬ রতি-গুণ, ৭ সুপর্ণ, ৮ বিশ্বাবসু, ৯ ভানু, ১০ চন্দ্র।

(ভারত ১।৬৫ অঃ)

বহ্নিপুরাণের মতে—

"ধয়ন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্ব্বাস্তত্ত তৎক্ষণাৎ। ৪৪।
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তে দ্বিজ।" ১।৫অঃ।

ব্রহ্মা হইতে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হইল, ইহারা

(২) "অস্মিন্‌কল্পে মনুষ্যাঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ।
গন্ধর্ব্বত্বং সমাপন্না মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্বা উচ্যতে।
পূর্ব্বকল্পকৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদাবস্যচেৎ ভবেৎ।
গন্ধর্ব্বত্বং তাদৃশোহথ দিব্যগন্ধর্ব্ব উচ্যতে।" (শব্দার্থচি°)

গো (বাক্য বা গীত) ধমন অর্থাৎ উচ্চারণ বা গান করিতে করিতে জন্মিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত।

হরিবংশের মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্ব্ব জন্মগ্রহণ করে। (হরিবংশ ৩ অধ্যায়) কোন কোন পুরাণের মতে ব্রহ্মার কান্তি হইতে এই জাতির উৎপত্তি হয়। ইহারা রূপ দান করেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, গন্ধর্ব্বেরা পাতালে গিয়া নাগদিগকে পরাস্ত করে ও তাহাদের ধনরত্নাদি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়। নাগগণ বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহাতে বিষ্ণুও স্বীকার করেন যে তিনি পুরুকুৎসরূপে তাহাদের সাহায্য করিবেন। নাগেরা ভগিনী নর্ম্মদাকে বিষ্ণুর নিকট পাঠাইল। নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে সঙ্গে করিয়া পাতালে আসিল। এবার পুরুকুৎস কর্ত্তৃক পাতালস্থ গন্ধর্ব্বেরা সকলেই বিনষ্ট হইল।

(ত্রি) ৭ গায়ক, যে গান করিতে পারে। (মেদিনী) গাঃ রশ্মীন ধারয়তি ধৃ-ব, গোশব্দস্থ গমাদেশঃ। ৮ রশ্মিধারক, যে রশ্মি ধারণ করে, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি।

"গন্ধর্ব্বোঽস্থ রসনাম গৃভ্ণাৎ।" (ঋক্ ১।১৬৩।২)

"গন্ধর্ব্বঃ সোমঃ"। সায়ণ

'উর্দ্ধো গন্ধর্ব্বো অধিনাকে অস্থাৎ'। (ঋক্ ৯।৮৫।১২)

'গন্ধর্ব্বো রশ্মীনাং ধারকঃ' সায়ণ।

(পুং) ৯ দ্বীপবিশেষ।

"নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্তথ বারুণঃ।" (বায়ুপুং)

১০ দিন, দিবস।

"তস্তাহানীহ গন্ধর্ব্বাঃ গন্ধর্ব্বোরাত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।" (ভাগবত ৪।২৯।২১)

"নটনর্ত্তকগন্ধর্ব্বাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।
গায়ন্তি চোত্তমশ্লোকচরিতান্তদ্ভুতানি চ।" (ভাগ° ১।১১।২০)

১১ শরীরাধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ, ইহারা অবিবাহিতা কামিনীর স্বামিসম্ভোগের পূর্ব্বে ঈষদ্ বিকসিতযৌবন উপভোগ করেন। ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে, রমণীদিগকে প্রথম চন্দ্র, তৎপরে গন্ধর্ব্ব ও তৎপরে অগ্নি উপভোগ করেন। ইহাদের উপভোগ শেষ হইলে মনুষ্যপতি তাহাদিগকে পাইয়া থাকেন। (১) ১২ প্রাণবায়ু। "পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্ত্তি তাং গন্ধর্ব্বোঽবদদগর্ভে অন্তঃ।" (ঋক্ ১০।১৭৭।২) 'গাং শব্দান্ ধারয়তীতি গন্ধর্ব্বঃ প্রাণবায়ু' (সায়ণ)।

১৩ মহাভারতবর্ণিত ভারতের উত্তরবাসী জাতিবিশেষ। জাতিবাচক গন্ধর্ব্ব শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

"নৈব দেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।" (রামায়ণ ৩।৮৩ অঃ)

গন্ধর্ব্বখণ্ড (ক্লী) গন্ধর্ব্বনামকং খণ্ডং মধ্যপদলো°। ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটী প্রদেশ।

গন্ধর্ব্বগড়, বোম্বাই প্রদেশের বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। এই উপ-বিভাগে বেলগাম্ হইতে প্রায় ২১ মাইল পশ্চিমে সহ্যাদ্রিপর্ব্বতের পার্শ্বশাখার সমতল ক্ষেত্র হইতে ৪০০ ফিট উচ্চে গন্ধর্ব্বগড় গিরিদুর্গ। এই দুর্গ ১০০০ ফিট চতুরস্র ভূমির উপর নির্ম্মিত, ইহার অধিকাংশ স্থল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র চারিধারের প্রাচীর ভগ্নাবশেষ-দুর্গের পরিচয় দিতেছে। এই দুর্গটী ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে সাবন্তবাড়ীর রাজা ফোন্দ সামন্তের দ্বিতীয় পুত্র নাগসামন্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৭৭৮ খৃঃ কোল্হাপুররাজ গন্ধর্ব্বগড় অধিকার করেন। পরে, ১৭৯৩ খৃঃ সিন্ধিয়ারাজের সাহায্যে গন্ধর্ব্বগড় পুনরায় সাবন্তবাড়ীর দখলে আইসে। মধ্যে ১৭৮৭ খৃঃ নেসগী সর্দ্দার নিজ প্রভু কোল্হাপুররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গন্ধর্ব্বগড় ও অন্যান্য স্থান কাড়িয়া লন। কিন্তু অনতিকাল পরেই রাজা পুনরায় আসিয়া সর্দ্দারকে তাড়াইয়া গন্ধর্ব্বগড় দখল করেন।

গন্ধর্ব্বগৃহীত (ত্রি) গন্ধর্ব্বেণ গৃহীতঃ ৩তৎ। যাহাকে গন্ধর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছে। [গন্ধর্ব্ব দেখ]।

গন্ধর্ব্বগ্রহ (পুং) শরীরপ্রবেশকারী উপদেববিশেষ। [গন্ধর্ব্ব দেখ]

গন্ধর্ব্বতীর্থ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত শল্য ৮ অঃ)

গন্ধর্ব্বনগর (ক্লীং) গন্ধর্ব্বাণাং নগরং ৬তৎ। ১ গগনমণ্ডলে উদিত অনিষ্টসূচক পুরবিশেষ। [খপুর দেখ] ২ মানসসরোবরের নিকটবর্ত্তী হাটকের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত একটী নগর, গন্ধর্ব্বেরা ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া ইহাকে গন্ধর্ব্বনগর বলে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, মহাপরাক্রমশালী অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্বরক্ষিত গন্ধর্ব্বনগর জয় করিয়া তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডুক নামে অশ্বরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। (ভারত ২।২৭ অধ্যায়)

গন্ধর্ব্বতৈল (ক্লী) ঔষধ তৈলবিশেষ, ইহার অপর নাম এরণ্ড তৈল। ভাবপ্রকাশের মতে এই তৈল দিয়া হরীতকী সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রের সহিত ভক্ষণ করিলে, গোদ ও বিবৃদ্ধরোগ ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধর্ব্বরাজ, রাগরত্নাকর নামে সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থপ্রণেতা।

গন্ধর্ব্বলোক (পুং) গন্ধর্ব্বাণাং লোক আবাসস্থানং ৬তৎ। গুহ্যক লোকের উপরে ও বিদ্যাধরলোকের নীচে অবস্থিত একটী স্থান। এই স্থানে দেবগায়ক গন্ধর্ব্বগণ বাস করেন।

(১) "সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদে উত্তরঃ তৃতীয়োঽগ্নিষ্টে-পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ।" (ঋক্ ১০।৮৫।৪০)

কাশীখণ্ডের মতে যাহারা গীতশাস্ত্রাভিজ্ঞ, গান করিয়া রাজা রাজড়ার মনস্তুষ্টি করিতে পারে এবং ধনলোভে মোহিত হইয়া ধনশালী মানবগণকে গীতি দ্বারা স্তুতি করে, রাজা প্রসন্ন হইয়া বস্ত্র প্রভৃতি দান করিলে যে তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাকে, গানেই যাহাদের অতিশয় প্রীতি, এবং নাট্যশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিতা আছে, তাহারা গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করে। (কাশীখণ্ড)

গন্ধর্ব বধূ (স্ত্রী) গন্ধর্ব্বস্য বধূরিব। ১ শঠী। ২ চীড়া নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধর্ব বিদ্যা (স্ত্রী) গন্ধর্ব্বাণাং বিদ্যা ৬তৎ। সঙ্গীতবিদ্যা।

গন্ধর্ব বিবাহ (পুং) গন্ধর্ব্বমতানুসারী বিবাহঃ মধ্যপদলো°। আটপ্রকার বিবাহের অন্তর্গত একপ্রকার বিবাহ, কেবল কন্যা ও বরের অভিপ্রায় অনুসারে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া যে বিবাহ হইয়া থাকে। [গান্ধর্ব্ব দেখ।]

গন্ধর্ব বেদ (পুং) গন্ধর্ব্বাণাং বেদঃ ৬তৎ। সঙ্গীতের মূলগ্রন্থ সামবেদের উপবেদবিশেষ। শৌনকোক্ত চরণব্যূহের মতে আয়ুর্বেদ গন্ধর্ব্ববেদের উপবেদ, যজুর্বেদের ধনুর্বেদ, সামবেদের গন্ধর্ব্ববেদ ও অথর্ব্বের উপবেদ শস্ত্রশাস্ত্র।

গন্ধর্ব্বহস্ত (পুং) গন্ধর্ব্বস্য মৃগবিশেষস্য হস্তঃ পাদইব পত্রমস্য বহুব্রী। এরণ্ডবৃক্ষ।

গন্ধর্ব্বহস্তক (পুং) গন্ধর্ব্বস্য স্বার্থে কন। এরণ্ড বৃক্ষ। সুশ্রুতের মতে ইহা হইতে লবণ উৎপন্ন হয়।

গন্ধর্ব্বী (স্ত্রী) গন্ধর্ব্ব-জাতিত্বাৎ ঙীপ্। ১ গন্ধর্ব্বজাতীয় স্ত্রী। গন্ধর্ব্বাণাং পত্নী গন্ধর্ব্ব-ঙীষ্। গন্ধর্ব্বের পত্নী, গন্ধর্ব্বের বিবাহিত স্ত্রী। ৩ সুরভীর কন্যা। ৪ অশ্বজাতীয় জননী।

গন্ধলতা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা লতা। প্রিয়ঙ্গু। (শব্দার্থচিন্তামণি)

গন্ধলোলুপা (স্ত্রী) গন্ধেন লোলুপা ৩তৎ। মধুমক্ষিকা।

গন্ধবৎ (ত্রি) গন্ধো বিদ্যতেঽস্য গন্ধমতুপমস্য বঃ। গন্ধযুক্ত।

"গন্ধবদ্রুধিচন্দনোক্ষিতা।" (রঘু)

গন্ধবতী (স্ত্রী) গন্ধবৎ-ঙীপ্। ১ পৃথিবী। ২ মৎস্যগন্ধা, ব্যাসের মাতা; ইহার অপর নাম সত্যবতী। মহাভারতে লিখিত আছে যে, জালিককন্যা মৎস্যগন্ধা পিতার আদেশে নৌকা বাহিয়া যাত্রিদিগকে নদী পার করিয়া দিত। একদিন পরাশর মুনি পার হইবার কালে তাহাকে দেখিয়া মাতিয়া উঠিলেন এবং মৎস্যগন্ধার গায়ের দুর্গন্ধে তাহার ধারে যাইতে না পারিয়া তপোবলে তাহাকে সুগন্ধযুক্তা করিয়া লইলেন। সেইদিন হইতেই তাঁহার নাম গন্ধবতী হইল। (ভারত ১৬৩ অঃ) ৩ সুরা। (মেদিনী) ৪ নবমল্লিকা। (রত্নমালা) ৪ মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর) ৫ বায়ুপুরী। ইহা বরুণপুরীর উত্তরভাগে অবস্থিত।

"ইমাং গন্ধবতীং রম্যাং পুরীং বায়োর্বিলোকয়।
বারুণ্যা উত্তরে ভাগে মহাভাগ্যানিধে দ্বিজ।" (কাশী° ১৩ অঃ)

৬ গঙ্গা।

"গঙ্গা গন্ধবতী গৌরী গন্ধর্ব্বনগরপ্রিয়া।" (কাশী ২৯।৪৯)

৭ পুরীজেলার অন্তর্গত পুণ্যক্ষেত্র ভুবনেশ্বরের নিকট প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীর অনেক স্থানে প্রায় জল থাকে না, সকল সময়েই লোক হাঁটিয়া পার হয়। পূর্ব্বে ইহা আরও খানিকটা বিস্তৃত ছিল, অদ্যাপি এই নদীর গর্ভে হিন্দুরাজনির্ম্মিত পুরাতন আঠারনালার ভগ্নাবশেষ কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র হইলেও এই নদী হিন্দুদিগের নিকট অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। একাম্রপুরাণে লিখিত আছে—

"পুরাসৌ ভগবান্ রুদ্রো ক্ষেত্রজ্ঞো ভূতভাবনঃ।
ভূতানাঞ্চ হিতার্থায় চক্রে গন্ধবতীং নদীম্।......
স্বর্ণকূটগিরেঃ পৃষ্ঠে সরিদেষা সনাতনী।
প্রচ্ছন্নরূপিণী গঙ্গা শিবোপাসনতৎপরা॥
দক্ষিণাবর্ত্তমালভ্য ক্ষেত্ররাজাৎ পরেতরাৎ।
নাম্না গন্ধবতী খ্যাতা যাতি গঙ্গা সরিদ্বরা॥" ১৭ অঃ।

স্বয়ং ভগবান্ রুদ্র ভূতগণের মঙ্গলবিধানের জন্য সর্ব্বপাপহারিণী কীর্ত্তিপ্রদায়িনী প্রচ্ছন্নরূপিণী গন্ধবতী নাম্নী গঙ্গাকে স্বর্ণকুটে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

কপিলসংহিতার মতে রুদ্রের জটাকলাপ মধ্যে ভ্রমমাণা গঙ্গাকে ভগীরথ আনয়ন করেন, সেই ভ্রমমাণা ত্রিকোটিকুলতারিণী গঙ্গা হইতে হিমালয় আদিগঙ্গাকে নিঃসারিত করেন, মুনিগণ সেই আদিগঙ্গাকেই গন্ধবতী বলিয়া থাকেন। সেই গন্ধবতী স্বর্ণকুটাচলে প্রবাহিত হইতেছেন।

"জটাকলাপে রুদ্রস্য ভ্রমমাণা মহাতপাঃ।
নীতা ভগীরথনৈব গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী॥ ৪৮॥
তাং ক্ষেত্রমধ্যে হিমবান্ সসর্জ্জ শিবতত্ত্বয়ে।......
আদ্যাং গঙ্গাং বিদুস্তাঞ্চ ত্রিকোটিকুলতারিণীম্।
পুণ্যাং গন্ধবতী নাম্না মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।" ৫০।

কপিলসংহিতা ১৭ অঃ।

শিবপুরাণের মতে দক্ষিণসমুদ্রের নিকট বিন্ধ্যপাদ হইতে এই গন্ধবতী নদী নিঃসৃত।

"শ্রীমদুৎকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিণার্ণবসন্নিধৌ।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবাদিত্যা নদ্যাস্তে পূর্ব্বগামিনী॥
সরিদ্বরোদ্ভবা হ্যেকা নাম্না গন্ধবতী শ্রুতা॥" উত্তরখণ্ড ২৬ অঃ।

গন্ধবধূ (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা বধূরিব। ১ শঠী। ২ চীড়ানামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধবন্ধু (পুং) গন্ধস্য বন্ধুরিব। আম্রবৃক্ষ।

গন্ধবল্কল (ক্লী) গন্ধো বল্কলেঽস্য বহুব্রী। ত্বক্, দারুচিনি।

গন্ধবল্লরী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা বল্লরী। লতাবিশেষ, সহদেবী। গন্ধবল্লরী স্থলে গন্ধবল্লী পাঠও দৃষ্ট হয়। (রাজনি°)

গন্ধবহ (পুং) গন্ধং গন্ধযুক্তং পার্থিবাংশং বহতি বহ-অচ্। ১ বায়ু। "দিগ্ দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন।" (কুমার)

(ত্রি) গন্ধযুক্ত নায়কবিশেষ।

"নবা লতা গন্ধবহেন চুম্বিতা।" (নৈষধচ°)

(ত্রি) ৩ গন্ধধারী, যাহার গন্ধ আছে।

"আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।" (মনু° ১।৭৬)

গন্ধবহল (পুং) গন্ধং বহতি বহ-বাহুলকাৎ অলচ্ যদ্বা গন্ধো বহলো যস্য বহুব্রী। ১ সিতার্জকবৃক্ষ। ২ শ্বেত তুলসী।

গন্ধবহা (স্ত্রী) গন্ধঃ গুণবিশেষং বহতি গৃহ্লাতি বহ অচ্-টাপ্। ১ নাসিকা। ২ ভুবনেশ্বরের নিকট প্রবাহিত গন্ধবতী নদীর নামান্তর [[গন্ধবতী দেখ।]

গন্ধবহুল (ক্লী) গন্ধো বহুলো যস্য বহুব্রী। ১ কক্কোল, কাকলা। (পুং) গন্ধশালি, কলমা।

গন্ধবহুলা (স্ত্রী) গন্ধো বহুলো যস্যাঃ বহুব্রী। গোরক্ষী, মালব দেশেই ইহা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

গন্ধবাকুচী (স্ত্রী) লতাকস্তূরী।

গন্ধবারি ক্লী) গন্ধদ্রব্যবাসিতং বারিঃ। সুগন্ধি দ্রব্যবাসিত জল, গোলাপ-জল প্রভৃতি।

গন্ধবাহ (পুং) গন্ধং বহতি গন্ধ-বহ-অণ্-উপপদস°। ১ বায়ু। "প্রসরদসমবাণ প্রাণবদ্ গন্ধবাহঃ।" (গীতগোবিন্দ) ২ কস্তূরী মৃগ। (হেম।)

গন্ধবাহী (স্ত্রী) গন্ধবাহ ঙীষ্। নাসিকা।

গন্ধবিহ্বল (পুং) গন্ধেন বিহ্বলয়তি বিহ্বল-ণিচ্ অচ্। গোধূম। (শব্দচন্দ্রিকা)

গন্ধবীজা [স্ত্রী) গন্ধো বীজে যস্যাঃ বহুব্রী, ততো টাপ্। মেথিকা, মেথী। (রাজনি°)

গন্ধবৃক্ষক (পুং) গন্ধপ্রধানো বৃক্ষঃ সংজ্ঞায়াং কন্। সাল-বৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধবোধিকা (স্ত্রী) কস্তূরী, মৃগনাভি। (শব্দচন্দ্রিকা)

গন্ধবেষ্ট (পুং) গন্ধং বেষ্টয়তি স্বগন্ধেন পরগন্ধমাবৃণোতি গন্ধ-বেষ্ট-ণিচ-অণ্। ধূমক, ধুনা।

গন্ধব্যাকুল (পুং ক্লী) গন্ধেন ব্যাকুলয়তি বি-আ কুল-ণিচ্-অচ্। কক্কোল। (শব্দচ°)

গন্ধশঠী (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা শঠী শাকপার্থিববৎ মধ্যলো°। শঠী। (শব্দচন্দ্রিকা)

গন্ধশাক (ক্লী) গন্ধপ্রধানং শাকপার্থিববৎ মধ্যলো°। গৌর সুবর্ণশাক। এই শাক চিত্রকূট অঞ্চলে অধিক পাওয়া যায়।

গন্ধশালি (পুং) গন্ধ প্রধানঃ শালিঃ। ধান্যবিশেষ, সুগন্ধিশালি ধান্য, চলিত কথায় বাসমতী বলে। ইহার পর্য্যায়—কলমাষ, গন্ধাল্য, উত্তমোত্তম, সুগন্ধি, গন্ধবহুল, সুরভি, গন্ধতণ্ডুল, সুগন্ধিশালি। ইহার গুণ—মধুর, বলকারী, পিত্ত ও শ্রম-নাশক, স্নায়ুবিদাহনিবারক, গর্ভের স্থিরতাসম্পাদক, অল্প বাতনিবারক এবং অল্প পরিমাণে কফ ও বলবৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

গন্ধশুণ্ডিনী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তঃ শুণ্ডোঽস্ত্যস্যাঃ গন্ধশুণ্ড-ইনি-ঙীপ্। ছুছুন্দরী। (রাজনি°)

গন্ধশেখর (পুং) গন্ধঃ শেখরে শিরোদেশেঽস্ত্যস্য বহুব্রী। কস্তূরী। (হারাবলী)

গন্ধসার (পুং) গন্ধং গন্ধযুক্তঃ সারঃ স্থিরাংশো যস্য বহুব্রী। ১ চন্দনবৃক্ষ। (অমর) ২ মুদ্গর বৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধসারণ (পুং) গন্ধং সারয়তি সৃ-ণিচ্-ল্যু। ১ বৃহদ্রথী নামক গন্ধদ্রব্য। (রত্নমালা) ২ মুদ্গর বৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধসোম (ক্লী) গন্ধার্থং সোমশ্চন্দ্রো যস্য বহুব্রী। কুমুদ।

গন্ধহস্তিন্ (পুং) গন্ধযুক্তো মদগন্ধযুক্তো মত্তোহস্তী। মত্ত হস্তী, মাতঙ্গাল হাতী। "গন্ধহস্তীব দুর্দ্ধর্ষঃ।" (রামায়ণ ৫।৭৩।২৬)

২ বৌদ্ধস্তূপবিশেষ, বুদ্ধগয়া হইতে আধ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে লীলাঞ্জন নদীর পূর্ব্বতটে বর্ত্তমান বাকুরর নামক স্থানে অবস্থিত।

গন্ধহারিকা (স্ত্রী) গন্ধং হরতীতি হৃ ণ্বুল্ ক ততষ্টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। শিল্পনিপুণা, যে কামিনী পরের গৃহে যাইয়া কর্ম্ম করে।

গন্ধা (স্ত্রী) গন্ধয়তি গন্ধঃ বিতরতি গন্ধ-ণিচ্-অচ্-টাপ্। ১ চম্পককলিকা। (শব্দরত্নাবলী) ২ শঠী। (রাজনি°) ৩ শালপর্ণী। (অমরটী° ভরত) ৪ গন্ধযুক্তা স্ত্রী।

গন্ধাখু (পুং) গন্ধযুক্ত আখুঃ। ছুছুন্দরী। (হারাবলী)

গন্ধাজীব (পুং) গন্ধেন গন্ধদ্রব্যেণ আজীবতি আ-জীব-অচ্। গন্ধবণিক্। (জটাধর)

গন্ধাঢ্য (ক্লী) গন্ধেন আঢ্যং। ১ জবাদি নামক গন্ধদ্রব্য। ২ চন্দন। (ত্রি) ৩ গন্ধযুক্ত। (পুং) ৪ নারঙ্গক বৃক্ষ।

গন্ধাঢ্যা (স্ত্রী) গন্ধেন আঢ্যা ৩তৎ। ১ গন্ধপত্রা। ২ স্বর্ণ-যূথী, হলদে যুঁই ফুল। ৩ তরুণীপুষ্প, সেঁউতী। ৪ আরাম-শীতলা। (রাজনি°) ৫ গন্ধালী, গন্ধভাদলী। ৬ মুগনামক গন্ধদ্রব্য। ৭ শতপত্রী, গোলাপ ফুল। ৭ গন্ধপত্র, পচাপাতা।

গন্ধাধিক (ক্লী) গন্ধোঽধিকো যস্য বহুব্রী। তৃণকুঙ্কুম। (রাজনি°)।

গন্ধাধিবাস (পুং) গন্ধেন গন্ধদ্রব্যেণ অধিবাসঃ ৩তৎ। আভ্যু-

ধার্ম্মিক প্রভৃতি কর্ম্মে চন্দন ও পুষ্প-মাল্য প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে যে অধিবাস করা হয়, তাহার নাম গন্ধাধিবাস।

গন্ধাম্লা (স্ত্রী) গন্ধোযুক্তোঽম্লো রসো যস্যাঃ বহুব্রী। বনবীজপূরক। (রাজনি°)

গন্ধার (পুং) [বহু] ১ দেশবিশেষ। [গান্ধার দেখ।]

"কাশ্মীরাঃ সিন্ধুসৌবীরা গন্ধারাদর্শকাস্তথা।" (ভারত ভীষ্ম ৯ অঃ)

২ গন্ধারদেশীয় রাজা।

গন্ধারি (পুং) [বহু] গন্ধং ঋচ্ছতি ঋ-ইন্ ৬তৎ। গন্ধারদেশ।

"সর্ব্বাহ মস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা।" (ঋক্ ১।১২৬।৭)

গন্ধারী (স্ত্রী) গন্ধং লেশরূপং গর্ভং ঋচ্ছতি গন্ধ-ঋ-অণ্ উপপদস° ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। গর্ভধারিণী স্ত্রী, গর্ভবতী।

"যথা গন্ধারীণাং গর্ভধারিণীনাং স্ত্রীণাং।" (মাধব ঋক্ ১।১২৬।৭)

গন্ধালা (স্ত্রী) গন্ধায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল্-অচ্ ততঃ টাপ্ চ। বৃক্ষবিশেষ। (শব্দচন্দ্রিকা) চলিত কথায় জিয়তী বলে।

গন্ধালী (স্ত্রী) গন্ধস্য আলী শ্রেণী যস্যাং বহুব্রী। যদ্বা গন্ধং অলতি পর্য্যাপ্নোতি গন্ধ-অল্-অণ্ ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লতাবিশেষ, গন্ধভাদালী, গাঁদাল। ইহার পর্য্যায়—প্রসারণী, ভদ্রপর্ণী, কটম্ভরা, গন্ধাঢ্যা, সরণা, রাজবালা, ভদ্রবলা, সারণী। ইহার গুণ—উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, তিক্ত, গুরু, বৃষ, বলবৃদ্ধিকর, বাত, রক্ত ও কফনাশক। (ভাবপ্রকাশ) [প্রসারণী দেখ।]

গন্ধালীগর্ভ (পুং) গন্ধালী গন্ধশ্রেণী গর্ভে যস্য বহুব্রী। ছোটএলাচি। (রাজনি°)

গন্ধাশ্মন্ (পুং) গন্ধযুক্তোঽশ্মা শাকপার্থি°। গন্ধক।

গন্ধাষ্টক (ক্লী) গন্ধানাং গন্ধদ্রব্যাণাং অষ্টকং ৬তৎ। আট-প্রকার গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিলে তাহাকে গন্ধাষ্টক বলে। তন্ত্রে দেবতাভেদে ভিন্ন প্রকার গন্ধাষ্টক নিরূপিত আছে।

শক্তির গন্ধাষ্টক—১ চন্দন, ২ অগুরু, ৩ কর্পূর, ৪ চোর নামক গন্ধদ্রব্য ৫ কুঙ্কুম, ৬ গোরোচনা, ৭ জটামাংসী ও ৮ কপিযুতা।

বিষ্ণুর গন্ধাষ্টক—১ চন্দন, ২ অগুরু, ৩ বালা, ৪ কুড়, ৫ কুঙ্কুম, ৬ বীরণমূল, ৭ জটামাংসী ও ৮ মুরা।

শিবের গন্ধাষ্টক—১ চন্দন, ২ অগুরু, ৩ কর্পূর, ৪ তমাল, ৫ জল, ৬ কুঙ্কুম, ৭ রক্তচন্দন ও ৪ কুড়।

গণেশের গন্ধাষ্টক—১ স্বরূপ, ২ চন্দন, ৩ চোর, ৪ রোচনা, ৫ অগুরু, ৬ মৃগমদ, ৭ কস্তুরী ও ৮ কর্পূর। (শারদাতি°)

মেরুতন্ত্রের মতে—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, গোরোচনা, কুঙ্কুম, মৃগমদ ও বালা এই আটটী গাণপত্য গন্ধাষ্টক। মাংসাদির যুষ প্রস্তুত করিয়া সুগন্ধির জন্য আটটী গন্ধদ্রব্য তাহাতে দিতে হয়, ইহাকেও গন্ধাষ্টক বলে। লক্ষ্মানাথের মতে জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, নাগকেশর, মরিচ ও মৃগনাভি ইহাদিগকে গন্ধাষ্টক বলে।

গন্ধাহ্বা (স্ত্রী) গন্ধেন আহ্বয়তি আ-হ্বে-ক-টাপ্। রক্ততুলসী।

"মালতী কটুতুম্বী গন্ধাহ্বা মূলকং তথা।" (সুশ্রুত চি° ৯)

গন্ধি (ক্লী) গন্ধ-ইন্ (সর্ব্ব-ধাতুভ্যইন্। উণ্ ৪।১১৭) তৃণ-কুঙ্কুম। (রাজনি°)

গন্ধিক (পুং) গন্ধো হস্যাস্য গন্ধ-ঠন্। ১ গন্ধক। গন্ধো গন্ধদ্রব্যং পণ্যত্বেনাস্ত্যস্য গন্ধ-ঠন্। ২ গন্ধবণিক্।

গন্ধিন্ (ত্রি) প্রশস্তো গন্ধোঽস্ত্যস্য গন্ধ-ইনি। প্রশস্ত গন্ধযুক্ত।

"যত্রৈব গন্ধিনো রসং নো রূপি ন চ শব্দবৎ।
মন্যস্তে মুনয়ো বুদ্ধ্যা তৎ প্রধানং প্রচক্ষতে ॥"

(ভারত আশ্ব° ৫২ অঃ)

গন্ধিনী (স্ত্রী) গান্ধন্-ঙীপ্। মুরানামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধিপর্ণ (পুং) গন্ধি গন্ধযুক্তং পর্ণং যস্য বহুব্রী। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছেতেন। গন্ধিপত্রাদি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গন্ধেন্দ্রিয় (ক্লী) গন্ধগ্রাহকং ইন্দ্রিয়ং শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধের অনুভব হয়। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মধ্যে একটু মতভেদ লক্ষিত হয়। ন্যায়দর্শনের মতে পৃথিবীর অংশ হইতে গন্ধেন্দ্রিয় বা নাসিকা উৎপন্ন হয়, ইহা দ্বারা আমরা গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকি। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জলের মতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর অংশ হইতে উৎপন্ন নহে, উহা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। আবার প্রলয় সময়ে তাহাতে লীন হয়। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ববাদ অতিসুন্দররূপে নিরাকরণ করিয়া আহঙ্কারিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন।

গন্ধেভ (পুং) গন্ধযুক্তঃ মদগন্ধযুক্ত ইভঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। গন্ধগজ, মত্তহস্তী।

"সিন্ধুরানিব গন্ধেভো গন্ধেনৈব ব্যদারয়ৎ।" (রাজতর° ১।৩০০)

গন্ধো(ন্ধৌ)তু (পুং) গন্ধপ্রধান ওতুঃ বা বৃদ্ধিঃ। খট্টাশ, খটাশ। (ত্রিকাণ্ডঃ)

গন্ধোৎকটা (স্ত্রী) গন্ধেন উৎকটা উগ্রা তৎ। দমনক বৃক্ষ।

গন্ধোত্তমা (স্ত্রী) গন্ধেন উত্তমা উৎকৃষ্টা ৩তৎ। মদিরা।

গন্ধোদ (ক্লী) গন্ধবাসিতমুদকং শাকপার্থিববৎসমাসঃ উদকস্য উদাদেশশ্চ। গন্ধদ্রব্যবাসিতজল, গন্ধজল।

"আসক্তিমার্গং গন্ধোদৈঃ" (ভাগবত ৯।১১।১৮)

গন্ধোদক (ক্লী) গন্ধবাসিতমুদকং শাকপার্থিববৎসমাসঃ বিকল্পপক্ষে উদকস্য ন উদাদেশঃ। গন্ধদ্রব্যবাসিত জল, গন্ধজল।

গন্ধোপজীবিন্ (পুং) গন্ধং গন্ধদ্রব্যং উপজীবতি উপ-জীব-ণিনি। গন্ধবণিক্।

"দন্তকারাঃ সূপকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ।" (রামা° ২।৭৩।১)

গন্ধোলি (স্ত্রী) গন্ধয়তি গন্ধ বাহুলকাৎ ওলচ্ ততো জাতৌ ঙীষ নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। ১ (শব্দরত্নাবলী) ২ ভদ্রমুস্তা। (মেদিনী)

গন্ধোলী (স্ত্রী) গন্ধয়তি অর্দয়তি গন্ধ-অর্দনে ওলচ্ জাতৌ-ঙীষ্। বরটা, বোল্‌তা। (অমর ২।৫।২৭)

গন্নাবেগম, নবাব আলী কুলীখাঁর কন্যা। আলীকুলি পঞ্চহাজারী মনসবদার ছিলেন। তাঁহার হস্তে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলী থাকায় লোকে তাহাকে ছঙ্গা বা বড়ঙ্গুলি বলিয়া ডাকিত। প্রথমে নবাব সফ্‌দরজঙ্গের পুত্র সুজাউদ্দৌলার সহিত গন্নাবেগমের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়, কিন্তু পরে কোন কারণবশতঃ পিতার অভিমতে ইনি উজীর ইমাদ্-উল্-মুলুক-গাজিউদ্দীন্ খাঁকে বিবাহ করেন। ইনি মুসলমান সমাজের মধ্যে সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিদুষী রমণী। ইঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কবিত্ব-শক্তির বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী ভাষায় ইঁহার কৃত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা * অদ্যাপি পশ্চিমাঞ্চলে গীত ও সকলের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে। ধৌলপুরের নিকট নূরাবাদ গ্রামে সম্রাট্ আলমগীর নির্ম্মিত উদ্যানে ইঁহাকে ১১৮৯ হিজিরাতে কবরিত করা হয়। ইঁহার কবিতাগুলি শোজসোদা ও মিন্নৎ প্রভৃতি কবি-কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল।

গপ্প (দেশজ) গল্প, উপন্যাস।

গপ্পিয়া (দেশজ) যে সর্ব্বদা গল্প করিতে ভালবাসে।

গপ্পী (দেশজ) যে সর্ব্বদা গল্প করে।

গভ (স্ত্রী) ভগ পৃষোদরাদিবৎ বর্ণবিপর্য্যয়ে সাধুঃ। ভগ, যোনি।

"আহন্তি গভে পসো নিগলগলিতি ধারকঃ।" বাজসনেয়স° ৩ ২২৩।

'গভে বর্ণবিপর্য্যয় আর্ষঃ ভগযানৌ' (মহীধর)

গভস্তি (পুং) গম্যতে জ্ঞায়তে গম-ড গঃ বিষয়ঃ তং বভস্তি ভস্-ক্তিচ্। ১ কিরণ। ২ সূর্য্য। ৩ শিব।

"গভস্তি র্ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণোগতিঃ।"

(ভারত ১৩।১৭।১২৩)

ভস করণে-ক্তিচ্। ৪ স্বাহা। (বহ) ৫ অঙ্গুলী। [দ্বিব°]

(স্ত্রী) গচ্ছতি প্রাপ্নোতি গম-ড গোহস্মিঃ তং বভস্ত্যনয়া। ৬ বাহুযুগল। (নিঘণ্টু) "পৃথূ করস্না বহুলা গভস্তী" (ঋক্ ৬।১৯।৩) 'গভস্তী বাহূ।' (সায়ণ।) ৭ হস্ত। "পাণী বৈ গভস্তী পাণিভ্যাং হ্যেনং পাবয়ন্তি" (শতপথব্রা° ৪।১।১।৯)

গভস্তিনেমি (পুং) গভস্তয় এব চক্রং তস্য নেমিরিব। পরমেশ্বর। 'গভস্তিনেমিঃ সত্ত্বস্থঃ।' (বিষ্ণুস°)

গভস্তিপাণি (পুং) গভস্তিঃ পাণিরিবাস্য রসাকর্ষণকর্ম্মণি। সূর্য্য। (হেম°)

গভস্তিমৎ (পুং) গভস্তয়ো ভূয়াসন্ত্যস্য গভস্তি-মতুপ্। ১ সূর্য্য। "বিভাবসুঃ সারথিনেব বায়ুনা

ঘনব্যপায়েন গভস্তিমানিব।" (রঘু° ৩।৩৭)

(স্ত্রী) গভস্তয়ো নিত্যং সন্ত্যত্র গভস্তি নিত্যযোগে মতুপ্। ২ পাতালবিশেষ, সপ্তপাতালের অন্তর্গত একটী, ইহার অপর নাম তলাতল। (শব্দরত্নাবলী) [পাতাল দেখ] ৩ দ্বীপবিশেষ। (ত্রি) ৪ কিরণযুক্ত।

গভস্তিহস্ত (পুং) গভস্তয়ো হস্তাইব রসাকর্ষণায় যস্য বহুব্রী। সূর্য্য। "গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।" (শাম্বপু°)

গভস্তীশ (পুং) কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। [কাশী দেখ।]

"গভস্তীশো মহালিঙ্গমেতদ্দিব্যমহঃপ্রদম্।" (কাশীখণ্ড)

গভি (ত্রি) গচ্ছতি নীরমত্র গম-আধারে ইন্ ভস্চান্তাদেশঃ। গভীর।

গভিষজ্ (ত্রি) [বৈ] গভৌ সজ্জতে সন্জ-ক্বিপ্। গভীরস্থায়ী, যাহা গভীর স্থানে অবস্থিত।

"তেষাং হি ধাম গভিষক্‌সমুদ্রিয়ম্।" (অথর্ব্ববেদ ৭।৭।১)

গভীকা (স্ত্রী) গভীরে কায়তি কৈ-ক পৃষোদরাদিবৎ লোপে সাধু। ১ বৃক্ষবিশেষ, গাম্ভার। গভীকায়াঃ ফলং গভীকা অণ্ তস্য লোপঃ। (হরীতক্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।৩।১৬৭) ২ গভীকার ফল।

গভীর (ত্রি) গচ্ছতি জলমত্র গম-ঈরন্ ভস্চান্তাদেশঃ। (গভীরগম্ভীরৌ। উণ্ ৪।৩৫।) ১ নিম্নস্থান। ২ অতলস্পর্শ। ৩ মন্দ্রধ্বনি। ৪ গহন। ৫ দুষ্প্রবেশ। ৬ দুর্ব্বোধ। ৭ প্রচণ্ড।

"কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা।" (ভাগবত ১।৫।১৮)

গভীরক (ত্রি) গভীরএব স্বার্থে কন্। [গভীর দেখ।]

গভীরচেতস্ (ত্রি) গভীরং দুষ্প্রবেশং চেতঃ চিত্তবৃত্তির্যস্য বহুব্রী। যাহার মানসিক ভাব অতিশয় গভীর।

গভীরবেপস্ (ত্রি) [বৈ] বেপৃ-অসুন্ বেপঃ গভীরং দুর্ব্বোধং সাধারণৈরলক্ষ্যং বেপঃ কম্পনং যস্য বহুব্রী। যাহার কম্পন সাধারণে জানিতে পারে না।

"বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্ গভীরবেপাঃ অসুরঃ সুনীথঃ।" (ঋক্ ১।৩৫।৭) 'গভীরবেপা গম্ভীরকম্পনঃ।' (সায়ণ।)

গভীরা (স্ত্রী) ১ বাক্য। (নিঘণ্টু) [দ্বিব°] ২ দ্যাবা পৃথিবী, রোদসী। (নিঘণ্টু)

---

* এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৫৫ পৃষ্ঠায় ইঁহার কবিতা মুদ্রিত আছে।

গভীরাত্মন্ (পুং) গভীরঃ দুর্লক্ষ্য আত্মা স্বরূপং যস্য বহুব্রী। পরমেশ্বর। "চতুরস্রো গভীরাত্মা" (বিষ্ণুসহস্রনাম)

'আত্মা স্বরূপং চিত্তং বা গভীরং পরিচ্ছেত্তুমশক্যমস্য গভীরাত্মা।' (ভাষ্য)

গভীরিকা (স্ত্রী) গভীরা সংজ্ঞার্থে কন্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। ১ বৃহৎ ঢক্কা, বড় ঢাক। (শব্দরত্নাবলী) ২ মন্দ্রধ্বনিযুক্তা স্ত্রী।

গভোলিক (পুং) মসূর। (হারাবলী)

গম (পুং) গম-অপ্। ১ জিগীষু ব্যক্তির যাত্রা, পরাজয় করিবার ইচ্ছায় গমন। ২ পথ। (অমর) ৩ দ্যূতক্রীড়াবিশেষ, অক্ষবিবর্ত্ত। ৪ গমন। ৫ অপর্য্যালোচিত পথ, যাহার কখনও পর্য্যালোচনা করা হয় নাই। (মেদিনী) ৬ গম্যতে গম কর্ম্মণি অচ্। ৭ গম্যমান। (পুং) ৮ উপভোগ, মৈথুন।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।" (মনু ১১।৫৪)

গমক (ত্রি) গময়তি গম-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ গময়িতা, যে গমন করে। ২ বোধক।

"যৎ প্রৌঢ়ত্বমুদারতা চ বচসাং যচ্চার্থতো গৌরবং
তচ্চেদস্তি ততস্তদেব গমকং পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধয়োঃ।" (মালতীমাধব)

৩ স্বরভেদ, একটী স্বরের শ্রুতিপ্রচয় প্রকাশের নাম গমক। ইহা সাত প্রকার, যথা—কম্পিত, স্ফুরিত, লীন, ভিন্ন, স্থবির, আহত ও আন্দোলিত। গায়ক পৌষ ও মাঘ মাসে বা এক প্রহর রাত থাকিতে জলে নামিয়া এই সকল গমক সাধনা করিবেন। (সঙ্গীতদামোদর)

মতান্তরে গমক ২৩ প্রকার, যথা—অপূর্ব্বাহত, অঙ্কিত, অয়োঘর্ষণ, অস্ত্রাহত, আন্দোলিত, আহত, আঘর্ষিত, উত্রাহত, কম্পিত, করোরি, কর্ষোমস্থান, ঘর্ষিত, জম্বত, ঢালা, তুরিত, নিষ্পত, পুরোহত, প্রত্যাহত, বায়মি, মুদ্রিত, শাস্ত, সুবালা ও সোমস্থান। (সঙ্গীতশা°)

গমকারিত্ব (ক্লী) গম্যতে গম ভাবে অপ্ গমং করোতি কৃ-ণিচ্ তস্য ভাবঃ গমকারিন্-ত্ব। রসভ। (ত্রিকাণ্ড°)

গমথ (পুং) গম অধিকরণে অথ। (শীঙ্শপিগমিবঞ্চিজীবি প্রাণিভ্যোহথঃ। উন্ ৩। ১১৩।) ১ পথ। গম কর্ত্তরি অথ। ২ পথিক। (উজ্জ্বলদত্ত)

গমন (ক্লী) গম ভাবে ল্যুট্। ১ ক্রিয়াবিশেষ।

"প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

[ক্রিয়া দেখ।] ২ জিগীষু ব্যক্তির যাত্রা, পারস্য ভাষায় কুচ বলে। ইহার পর্য্যায় যাত্রা, ব্রজ্যা, অভিনির্যাণ, প্রস্থান, গম, প্রয়াণ, প্রস্থিতি, যান ও প্রাণন। ৩ যাত্রা।

"নচ মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকং প্রতি।" (রামায়ণ ৩।১৩।১২)

৪ উপভোগ।

"অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষস্য চ ভক্ষণাৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

গম-করণে ল্যুট্। ৫ যাহা যায়। গমন করা যায়, রথ, শকট প্রভৃতি।

গমনাগমন (ক্লী) গমনঞ্চাগমনঞ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্বা°। গতায়াত, যাওয়া আসা।

গমনার্হ (ত্রি) গমনস্য অর্হো যোগ্যঃ ৬তৎ। যাইবার উপযুক্ত।

গমনীয় (ত্রি) গম-অনীয়র্। গম্য, যাইবার উপযুক্ত।

গময়িতৃ (পুং) গম-ণিচ্-তৃচ্। [গমক দেখ।]

গময়িতব্য (ত্রি) গম-ণিচ্-তব্য। গমন করাইবার উপযুক্ত।

গমাগম (পুং) [দ্বি] গমশ্চ আগমশ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব°। ১ চরাচর, সংসার। ২ গমনাগমন।

গমিত (ত্রি) গম-ণিচ্-ক্ত। ১ প্রাপিত। ২ জ্ঞাপিত। ৩ অতিবাহিত।

গমিন্ (ত্রি) গমিষ্যতি গম-ইনি (গমেরিনিঃ। উণ্ ৪।৬।) (ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ। পা ৩।৩।৩।) গমনকর্ত্তা, যে গমন করিবে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গমিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন গন্তা গন্তৃ-ইষ্ঠন্। গন্তৃতম, যিনি অতিশয় গমন করিতে পারেন।

"কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্ত্তিং গমিষ্ঠাহু র্বিপাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ।" ঋক্ ১।১১৮।৩) 'গমিষ্ঠা গন্তৃতমৌ' (সায়ণ।)

গম্বাত, সিন্ধুপ্রদেশের খয়েরপুর ক্ষুদ্ররাজ্যের একটি নগর। এই স্থানের তাঁতিরা তুলা হইতে একপ্রকার দেশী কাপড়ের থান প্রস্তুত করিয়া থাকে।

গম্বাল, পঞ্জাবের বন্নু জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটী নদী। আফগানস্থানের মঙ্গলজাতির পার্ব্বত্য আবাসের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া দাবাড় অধিত্যকার মধ্য দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া অক্ষা° ৩২° ৩৭´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭১° ৬´ ১৫´´ পূর্ব্বে লক্ষীনগরের দক্ষিণে কুরমনদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে মরবৎ তহসীল পর্য্যন্ত ইহার নাম টোকীনদী। এই তহসীলের নিকট কতকগুলি প্রস্রবণ আছে। এই নদীর উত্তরতীরবর্ত্তী ভূমি বালুকাময়, তজ্জন্য তথায় চাষবাস করিবার বিশেষ সুবিধা নাই। ইহার জল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। নদীটী সচরাচর হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় ইহার গভীরতা ৪½ ফিটের অধিক হয় না, ইহা হইতে কতকগুলি কাটা খাল হওয়ায় স্থানীয় কৃষিকার্য্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

গম্ভন্ (ত্রি) গম-বাহুলকাৎ অন্ ভুগাগমশ্চ। গভীর।

"অপাং গম্ভন্ সীদমাত্মা সূর্য্যোহভিতাপসীন্বাগ্নি বৈশ্বানরঃ।" (বাজসনেয়° ১৩৷৩০) 'গম্ভন্ গম্ভনি গম্ভীরে স্থানে' মহীধর।

গম্ভর (ক্লী) গম-বিচ্, গমং নিম্নগতিং বিভর্ত্তি-ভৃ অচ্ ভতং। জল। (নিঘণ্টু) "বৃহন্তেব গম্ভরেষু প্রতিষ্ঠাং" (ঋক্ ১০।১০৬।৯) 'গম্ভরেষু গহনেষু জলেষু' (সায়ণ।)

গম্ভার পঞ্জাব প্রদেশের একটী পার্ব্বতীয় জলস্রোত। অক্ষা° ৩০° ৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৮´ পূঃ, হিমালয়শ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া উত্তরপশ্চিমদিকে গিয়া সুবাথুর সৈনিক নিবাস অতিক্রম করিয়া শতদ্রু নদীতে মিশিয়াছে। ইহার গভীরতা অল্প বলিয়া নৌকা যাতায়াতের সুবিধা নাই, কিন্তু বর্ষাকালে অতিরিক্ত বন্যা হইয়া থাকে। সুবাথু হইতে সিমলা শৈলে যাইবার পথে এই নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত আছে।

গম্ভারিক (স্ত্রী) গম বিচ্, গমং নিম্নগতিং বিভর্ত্তি ভৃ খুল্ টাপ্ অতইত্বং। গম্ভারীবৃক্ষ।

গম্ভারী (স্ত্রী) গমঃ গতিভেদং বিভর্ত্তি-অণ্ উপপদস°গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় গামীর, গম্ভার বা যুগনিচক্র বলে। (Gmelina arborea) ইহার পর্য্যায়—সর্ব্বতোভদ্রা, কাশ্মরী, মধুপর্ণিকা, শ্রীপর্ণী, ভদ্রপর্ণী, কাশ্মর্য্যা, কাশ্মরী, ভদ্রা, গোপভদ্রিকা, কুমুদা, সদাভদ্রা, কটুফলা, কৃষ্ণবৃন্তিকা, কৃষ্ণবৃন্তা, হীরা, সর্ব্বতোভদ্রিকা, স্নিগ্ধপর্ণী, সুভদ্রা, কম্ভারী, গোপভদ্রা, বিদারিণী, ক্ষারিণী, মহাভদ্রা, মধুপর্ণী স্বরভদ্রা, কৃষ্ণা, অশ্বেতা, রোহিণী, গৃষ্টি, স্থূলত্বচা, মধুমতী, সুফলা, মধাকুমুদা, সুদৃঢ়ত্বচা। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, গুরু, উষ্ণ, ভ্রম, শোথ, ত্রিদোষ, বিষদাহ, জ্বর, তৃষ্ণা ও রক্তদোষনাশক। (রাজনি°) ইহার ফলের গুণ তিক্ত, গুরু, গ্রাহী, মধুর, কেশহিতকর, রসায়ন, মেধ্য, শীতল, দাহ ও পিত্তনাশক। ইহার মূলের গুণ অতিশয় উষ্ণ, মানসিক ব্যাধির অহিতকর। (রাজবল্লভ) ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ কষায়, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, গুরু, দীপন, পাচন, ভ্রম ও শোষ, তৃষ্ণা, আমশূল, অর্শ, বিষদাহ ও জ্বরনাশক। ইহার ফলের গুণ—বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু, কেশহিতকর, রসায়ন, বাত, পিত্ত, তৃষ্ণা, ক্ষয়, মূত্র ও আনাহরোগনাশক, পাকে স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, কষায় ও অম্লরস। (ভাবপ্রকাশ)

গম্ভিষ্ঠ (ত্রি) গম্ভন্ ইষ্ঠন্। গম্ভীরতম।

"গম্ভিষ্ঠং যত্রৈব এতৎ পততি।" (শত°ব্রা° ৭৷৫৷১৷১৮)

গম্ভীর (ত্রি) গচ্ছতি জলমত্র গম ঈরন্ নিপাতনাৎ ভুগাগমঃ। (গভীরগম্ভীরৌ। উণ্ ৪।৩৫) ১ নিম্নস্থান, গভীর।

"ধৃতগম্ভীরখনীখনীলিম।" (নৈষধ)। ২ মন্দ্র শব্দ। মেঘের ডাক। "স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকস্যন্দনমাস্থিতৌ।" (রঘু ১ স।)

(পুং ৩ জম্বীর। ৪ পদ্ম। ৫ ঋক্‌মন্ত্রবিশেষ।

"দ্বয়ে সত্রে চ নাস্তৌ চ ত্রিষু গম্ভীরতা শুভা।" (স্মৃতি)

গম্ভীরনাথ, একটী গুহামন্দির। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলার অন্তর্গত খণ্ডালবিভাগে বেরান্ বা নাথপথার পাহাড়ে ইহা অবস্থিত। খণ্ডালনগর হইতে চলিয়া যাইতে প্রায় ছয় ঘণ্টা লাগে। যানাদি লইয়া সে পথে যাইবার সুবিধা নাই। গুহামন্দিরের সম্মুখভাগে ঢালু ভাবে একটী আটচালা আছে। কদলীপত্রে উহা আচ্ছাদিত। আটচালা পার হইয়া গম্ভীরনাথের গুহামন্দির। পাহাড় কাটিয়া এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে।

গম্ভীররায়, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি নুরপুরের ইতিহাস হিন্দিকবিতায় রচনা করেন। ১৬২৮ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নুমেরুর রাজা জগৎসিংহের সহিত দিল্লির বাদশাহ শাহজানের যুদ্ধ হয়। কবিতায় সেই সকল যুদ্ধ-বৃত্তান্ত অলস্ত ভাষায় বর্ণিত আছে।

গম্ভীরবেদিন্ (পুং) গম্ভীরং গহনং বহুলাকাৎ পরং বেত্তি গম্ভীর-বিদ্-ণিনি। ১ একপ্রকার হাতী।

"চিরকালেন যো বেত্তি শিক্ষাং পরিচিতামপি।
গম্ভীরবেদী বিজ্ঞেয়ঃ স গজো গজবেদিভিঃ॥"

(রাজপুত্রীয় হস্তিশিক্ষা)

যে হাতী পরিচয়, শিক্ষা বা উপদেশ বহুকাল পরে বুঝিতে পারে, তাহাকে গম্ভীরবেদী বলে। ইহার পর্য্যায়—অঙ্কুশদুর্দ্ধর, চালক, ব্যালক, অবমতাঙ্কুশ।

"স প্রতাপং মহেন্দ্রস্য মূর্দ্ধি তীক্ষ্ণং ন্যবেশয়ৎ।
অঙ্কুশং দ্বিরদস্যেব যন্তা গম্ভীরবেদিনঃ॥" (রঘু ৪।৩৯)

২ মোটা বুদ্ধি।

গম্ভীরবেদিতৃ (পুং) গম্ভীর-বিদ্-তৃচ্। অজহস্তী।

"ত্বগ্‌ভেদাৎ শোণিতস্রাবাৎ মাংসস্য ক্রথনাদপি।
আত্মানং যো ন জানাতি স স্যাদ্ গম্ভীরবেদিতা।"

(রঘুটী° মল্লিনাথ)

যে হাতীর চর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্ত বাহির করিলে অথবা মাংস ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে জানিতে পারে না, তাহাকে গম্ভীরবেদিতা বলে।

গম্য (ত্রি) গম্-যৎ। ১ গমনীয়। ২ প্রাপ্য।

"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্।" (গীতা ১৩৷১৭)

গম অর্হার্থে যৎ। ৩ গমনযোগ্য।

"গম্যান্যপি চ তীর্থানি কীর্ত্তিতান্যগমানি চ।" (ভারত ৮৷৩৷৮৫)

গম্যমান (ত্রি) গম-কর্ম্মণি শানচ্। ১ জ্ঞায়মান। ২ বর্ত্তমান গমনের কর্ম্ম, যে গ্রামে যাওয়া হইতেছে।

গম্যা (স্ত্রী) গম-যৎ-টাপ্। সম্ভোগার্হা স্ত্রী, যাহার সম্ভোগ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। "অতিকামাং স্ত্রিয়ং যশ্চ গম্যাং রহসি যাচিতঃ।" (ভারত ১।৮৩।৩৫)

গম্যাদি (স্ত্রী) নিপাতনে সিদ্ধ ইনি প্রত্যয়ান্ত কএকটী শব্দ। গমী, আগমী, ভাবী, প্রস্থায়ী, প্রতিরোধী প্রতিবোধী, প্রতিযোধী, প্রতিযায়ী ও প্রতিবেধী ইহাদিগকে গম্যাদি বলে। ইহাদের যোগে দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয়।

গয় (পুং) ১ রামায়ণ-প্রসিদ্ধ একটী বানর।

(ভারত ৩।২৮২ অঃ)

২ হবির্ধান রাজার পুত্র। (ভাগবত ৪।২৪।৭) ৩ প্রিয়-ব্রতবংশীয় একজন রাজা। ইনি অতিশয় উদারচিত্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। (ভাগবত ৫।১৫।৬।১৪)

৪ একজন রাজর্ষি, ইঁহার পিতার নাম অমূর্ত্তরয়। ইনি শত বর্ষ পর্য্যন্ত কেবল আহুতির অবশেষ ভক্ষণ করিয়া অগ্নির উপাসনা করেন। অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে উপস্থিত হইলে গয়রাজ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, হুতাশন যদি এ অধমের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে বেদে অধিকার প্রদান করুন, আমার বেদ অধ্যয়ন করিতে বড়ই অভিলাষ হইয়াছে এবং আমি যেন ধর্ম্মানুসারে বিপুল ধনের অধীশ্বর, শত্রুকুলের নিহন্তা, ধনরত্ন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে যত্নবান্ এবং সুখী হইতে পারি। অগ্নি তাহাই হইবে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। গয়রাজ অগ্নির বরে সমস্ত বিপক্ষদল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া সমগ্র পৃথিবীর উপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। গয়রাজের দিন দিন ধর্ম্মনিষ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তিনি একটী বৃহদ্‌যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ আর কোন রাজাই করিতে পারেন নাই। ইঁহার যজ্ঞের সুবর্ণময় বেদিটী দৈর্ঘ্যে ৩০ যোজন ও প্রস্থে ২৬ যোজন নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইঁহার যজ্ঞফলে একটী বটবৃক্ষ চিরজীবী হয়, তাহা অক্ষয়বট নামে প্রসিদ্ধ। যজ্ঞের অবসানে ব্রহ্ম নামক একটী সরোবর নির্ম্মিত হয়। (ভারত দ্রোণ° ৬৬ অঃ।) ৫ ধন। ৬ অপত্য। ৭ গৃহ। (নিঘণ্টু)

"ইন্দ্রো বসুভিঃ পরিপাতু নো গয়ম্।" (ঋক্ ১০।৬৬।৩) 'গয়ং গৃহনামৈতৎ' (সায়ণ।)

৮ অন্তরীক্ষ। "গয়মস্মাকং শর্ম্ম" (ঋক্ ৫।৪৩।৭) 'গয়ং গৃহমন্তরীক্ষং বা' (সায়ণ।)

৯ গৃহগত প্রাণী। "যানো গয়মাবিবেশ" (ঋক্ ৬।৭৪।২) 'গয়ং গৃহগতপ্রাণিজাতম্।' (সায়ণ।)

১০ স্বস্থান। "দিবো গয়মারেঅবস্ত আগাৎ" (ঋক্ ১০।৯১।৫) 'গয়ং স্বস্থানং' (সায়ণ।)

[বহু] ১১ প্রাণ। 'সা হৈষা গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রেতদ্ যদ্ গয়াংস্তত্র তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম।' (শত° ব্রা° ১৪।৮।১৫।৭)

[বহু] গয়া অন্যত্র গয়া অচ্। ১২ গয়াপ্রদেশ। "গয়স্য যজমানস্য গয়েষ্বেব মহাক্রতুম্।
আহুতা সরিতাং শ্রেষ্ঠে গয়যজ্ঞে সরস্বতী।" (ভারত শল্য ৩৯)

১৩ অসুরবিশেষ, গয়াসুর। [গয়া দেখ।]

গয়দাস, একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার।

গয়রসপুর, মধ্যভারতে ভিল্‌সার নিকট একটী স্থান। এখানে অতি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জৈনদিগের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া অনেকের অনুমান।

গয়শাত (পুং) একজন প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য।

গয়শিরস্ (স্ত্রী) গয়স্য শিরঃ। ৬-তৎ। ১ গয়ার নিকটস্থ পর্ব্বতবিশেষ। ২ গয়াসুরের মস্তক। (ভারত, বন) [গয়া দেখ।]

গয়সাধন (ত্রি) গয়স্য সাধনম্। ৬ তৎ। গৃহের সাধন, গৃহের ধনাদি বৃদ্ধিকারক।

"সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্।" (ঋক্ ৯।১০৪।২) 'গয়সাধনং গৃহস্য সাধনম্।' (সায়ণ।)

গয়স্ফান (ত্রি) স্ফায়ী বৃদ্ধৌ অন্তর্ভূতণ্যর্থাৎ ল্যুট্, যলোপ, গয়স্য ধনস্য স্ফানো বর্দ্ধকঃ। ধনবর্দ্ধনকারক।

"গয়স্ফানো অমীবহা" (ঋক্ ১।৯১।১২) 'গয় ইতি ধননাম। গয়স্য বর্দ্ধয়িতা।' (সায়ণ)

গয়া, বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীন একটী বিস্তৃত জেলা, ইহার উত্তরসীমা পাটনা জেলা, পূর্ব্বে মুঙ্গের, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে লোহারডাগা ও হাজারিবাগ, পশ্চিমে শোণনদী সাহাবাদ হইতে এই জেলাকে পৃথক্ করিয়াছে। অক্ষা° ২৪° ১৭´ হইতে ২৫° ১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪ °৪´ হইতে ৮৬° ৫´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৪৭১২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২১ লক্ষের অধিক।

ইহার প্রধান নগর গয়া, কিন্তু রাজকীয় আদালতাদি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সাহেবগঞ্জ নামক স্থানে আছে।

গয়া জেলার দক্ষিণাংশে গিরিমালা, উহা বিন্ধ্যগিরির অংশ বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন। দক্ষিণ ভাগ হইতে জমি ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া গঙ্গাতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জেলার নানাস্থানেই ছোট ছোট পাহাড় আছে, তন্মধ্যে মাহের পাহাড় সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সমুদ্র হইতে প্রায় ১৬২০ ফিট্ উচ্চ হইবে। এই পাহাড় গয়াপুরী হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এ ছাড়া বরাবার ও রাজগৃহ নামে একটী বিখ্যাত পাহাড় আছে। [বরাবর ও রাজগৃহ দেখ।]

এই জেলায় শোণ ও ফল্গুনদীই প্রধান, এ ছাড়া কুশী, দোজা ধারহার, তিলিয়া, ধনর্জি, শোব ও শকরি নদী আছে। এই জেলার মধ্য দিয়া দুইটী বৃহৎ কাটাখাল গিয়াছে, একটী শোণ হইতে পুনপুন্ নদী পর্য্যন্ত ৪ ক্রোশ বিস্তৃত, অপরটী শোণখালের ২ ক্রোশ দূরে উত্তরভাগে প্রবাহিত হইয়া প্রায় ৪০ ক্রোশ গিয়া বাঁকিপুর ও দানাপুরের মধ্যে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। উক্ত নদী ও খালের জলে একপ্রকার কৃষিকার্য্য চলে। জেলার পূর্ব্বাংশেই চাষবাস অধিক, উত্তর ও পশ্চিমাংশ তেমন উর্ব্বরা নহে। এখানকার পাহাড়ে ও জঙ্গলে গুটি, মৌচাক, নানাপ্রকার গঁদ ও উৎকৃষ্ট মউয়া সংগৃহীত হয়। পাহাড়ের বন জঙ্গলে নানাপ্রকার বাঘ, ভালুক, হায়না, হরিণ, শূকর প্রভৃতি বন্যজন্তু এবং বন্যকুক্কুট, পাতিহাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী দেখা যায়।

গয়া জেলা অতি পূর্ব্বকাল হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের পুণ্যভূমি ও মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার মুরহর-নদীতীরস্থ টিকারি নগরে টিকারিরাজের দুর্গ আছে। জাহানাবাদ ও দাউদনগরে এক সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কাপড়ের কুঠী ছিল। শোণনদীতীরবর্ত্তী অরবাল নামক স্থান এক সময়ে কাগজ ও চিনির ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, এখন গয়া জেলার মধ্যে এই স্থানেই কেবল নীলের কারবার চলে। দেও নামক স্থানে এখানকার প্রাচীন রাজগণের রাজভবন আছে। নবাদা, বজীরগঞ্জ, বেলা, হসুয়া ও বারিসালীগঞ্জে নানাপ্রকার ব্যবসা হয়।

এখানে ধান্য বেশ জন্মে। যব, গম, কোদো, ছোলা, মটর, খেসারি, কলাই, শণ, পাট, তুলা, সর্ষপ, অহিফেন, নীল, ইক্ষু, পাণ, আলু প্রভৃতিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

এখানে বন্যা হয় না, তবে মধ্যে মধ্যে অতিবৃষ্টিতে শস্যের হানি করে। পূর্ব্বে স্থানে স্থানে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে জলাভাব ঘটিত। এখন খাল কাটিয়া দেওয়াতে সে অভাব দূর হইয়াছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এখানে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহার উপর ঐ বর্ষে ওলাউঠায় বিস্তর লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। এক সময়ে গয়া জেলায় দেশীয় বস্ত্র ও কাগজের ব্যবসা প্রবল ছিল, কিন্তু এখন প্রায় তাহা লোপ হইয়া আসিয়াছে। এখানকার প্রধান রপ্তানী—সকল প্রকার শস্য, সর্ষপ, নীল, আফিম, সোরা, চিনি, কম্বল ও পিত্তলের বাসন। আমদানীর মধ্যে লবণ, থানবস্ত্র, তুলা, তক্তা, তামাক, লাক্ষা, লৌহ, গরম মসলা ও নানাবিধ ফল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার সকল প্রকার রাজকীয় কাগজপত্র নষ্ট হওয়ায় ইতিহাস ও পূর্ব্বেকার শাসন-বিবরণী জানিবার কোন উপায় নাই। বিদ্রোহের সময় এই জেলা হইতে ২১৩১২৫০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত, এখন ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে।

এখন সমস্ত গয়া জেলার মধ্যে ১২টী ফৌজদারী ও ৫টী দেওয়ানী আদালত আছে। এখানে ১৪টী থানা ও ২৪টি ফাঁড়ি আছে। গ্রাম্য চৌকিদার ছাড়া এখানে দিগ্‌বার নামে একপ্রকার প্রহরী আছে।

পূর্ব্বে গয়াতীর্থযাত্রীর প্রতি পথে ঘাটে দস্যুদিগের অত্যাচার ছিল, সেই দস্যু দমন করিবার জন্য গ্রামের জমিদারেরা দিগ্‌বার নিযুক্ত করেন। দিগ্‌বারী প্রথা হইবার পর হইতে পথে ঘাটে যাত্রীদের প্রতি পূর্ব্ববৎ আর অত্যাচার হয় না।

গয়াজেলার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানকার তাপমানযন্ত্রে সচরাচর ৭৯.৯৮° ডিগ্রি উষ্ণতা উঠে, অধিক গ্রীষ্মের সময় ১১১.৫° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। গড়পড়তা জলপাত ১১.৩৭ ইঞ্চি হয়। রোগের মধ্যে ওলাউঠা, কুষ্ঠ, বসন্ত, শিরঃপীড়া, স্নায়ুশূল ও পাদশোথ হয়। এখানকার লোকেরা টীকা দিতে চায় না বলিয়া বসন্ত কিছু প্রবল।

পূর্ব্বকালে গয়াজেলা মগধরাজের অধীন ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে এখানকার বুদ্ধগয়া সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। [বুদ্ধগয়া শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে পালবংশীয় বৌদ্ধরাজ ও পরে কনোজের হিন্দুরাজগণের অধিকারে ছিল। তৎপরে মুসলমান অধিকারভুক্ত হয়। দিল্লীর মোগল বাদশাহগণের গৌরবরবি অস্তমিত হইবার উপক্রম হইলে মহারাষ্ট্রেরা গয়াপুর লুট করিতে আসিয়া সময়ে সময়ে এই স্থান আক্রমণ করে, কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই। [বেহার দেখ।]

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বেহারপ্রদেশ ইংরাজের হস্তগত হইলে রাজা সেতাব রায়ের উপর এই জেলার বন্দোবস্তের ভার অর্পিত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম এখানে বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হন।

গয়া, উপরোক্ত গয়াজেলার প্রধান নগর, অক্ষা° ২৪°৪৮´৪৪´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ৩´ ১৬´´ পূঃ, ফল্গুনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ইহারই পার্শ্বে সাহেবগঞ্জ, সাহেবগঞ্জে গবর্মেণ্টসংক্রান্ত বিচারালয়াদি, সাহেব ও মুসলমানদিগের বাসভবন আছে। নিজ গয়াপুরীতে সাহেব বা মুসলমানের বাস করিবার অধিকার নাই। এই পুরীই হিন্দুজাতির প্রধান পুণ্যধাম "গয়া" নামে বিখ্যাত, এইখানেই গদাধরের পাদপদ্ম বিরাজিত ও গয়ার পাণ্ডা গয়ালীগণের বাস।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল ও বিচক্ষণ হণ্টর সাহেবের মতে (১)—এই গয়াক্ষেত্র প্রথমে হিন্দুতীর্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই, প্রথমে ইহা প্রধান বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, বৌদ্ধদিগের অধঃপতন হইলে হিন্দুগণ বৌদ্ধকীর্ত্তির উপরে আপনাদিগের বর্ত্তমান গয়াধাম স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহাদের উক্ত মতটী সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। কারণ বৌদ্ধপ্রাধান্যের এমন কি বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই গয়া হিন্দুজাতির একটী প্রধান প্রাচীনতীর্থ এবং পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ড দিবার একমাত্র পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে লিখিত আছে ;—

"শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতৄন্ প্রতি॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন যঃ পাতি সর্ব্বতঃ॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিৎ গয়াং ব্রজেৎ॥"

অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭।১১-১৩।

শুনা যায়, গয়াপ্রদেশে গয় নামে কোন ধীমান্ ও যশস্বী যজমান পিতৃলোকের প্রতি উদ্দেশ করিয়া এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, 'সন্তান পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে ও সর্ব্বতোভাবে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই পুত্র নামে অভিহিত।' লোকে এইজন্যই নানাবিদ্যায় পারদর্শী গুণবান্ বহুপুত্র কামনা করে, (তাঁহাদের ইচ্ছা) তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজন পুত্রও গয়ায় গমন করিবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে।" যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।২৬০।

গয়াতে শ্রাদ্ধকালে যাহা প্রদত্ত হয়, তাহাই অনন্তফলজনক।

এইরূপ মহাভারত (বনপর্ব্ব ৮৪, ৮৭, ৯৫ অঃ, অনুশাসন ২৫ অঃ) হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থেও গয়াতীর্থের উল্লেখ আছে।

গয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থসমূহেও মতভেদ লক্ষিত হয়। মহাভারতের মতে—

অমূর্ত্তরয়ার পুত্র রাজর্ষি গয় এইখানে প্রচুরান্ন ও ভূরিদক্ষিণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; ঐ যজ্ঞে শত-সহস্র অন্নাচল ও ঘৃতকুল্যা প্রস্তুত হয়, শত শত দধির নদী এবং শত-সহস্র উত্তমোত্তম ব্যঞ্জন-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজর্ষি গয় যাচকদিগকে প্রতিদিনই এইরূপ সমারোহে অন্নদান করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিও বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিত। দক্ষিণা প্রদানকালে বেদধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়াছিল, অন্য কোন শব্দ কর্ণগোচর হয় নাই। রাজর্ষি গয় যেরূপ সমারোহে যজ্ঞ করেন, সেরূপ কেহ কখন করে নাই এবং করিবে এমন বোধও হয় না। দেবগণ গয়রাজ প্রদত্ত হবিঃ দ্বারা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, যে তাঁহারা আর কাহারও দ্রব্যগ্রহণে ইচ্ছা করিতেন না। রাজর্ষি গয় ব্রহ্মসরোবরের নিকট এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। [বনপর্ব্ব ৯৫ অঃ] বোধ হয় রাজর্ষি গয় যজ্ঞ করেন বলিয়া এই স্থান গয়া ও মহাপুণ্য স্থান বলিয়া পূর্ব্বকালে বিখ্যাত হয়। [মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব ৬৬ অঃ দেখ।] (২) পাণ্ডবেরাও এইখানে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন।

হরিবংশের মতে—মনুর যজ্ঞে মিত্র ও বরুণের অংশে ইলা নামে যে কন্যা জন্মে, সেই কন্যাই পুরুষরূপে মনুর পুত্র সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন, এই সুদ্যুম্নের তিনটী পুত্রের মধ্যে গয় নামে একটী পুত্র হয়, তিনি গয়াপুরীতে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন (৩)। (হরিবংশ ১০ম অধ্যায় দেখ।)

বায়ুপুরাণীয়—গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

মহাবলশালী গয়নামে একটী বিষ্ণুভক্ত অসুর ছিল। সে ১২৫ যোজন উচ্চ ও ৬০ যোজন স্থূল, ইহার আকৃতিটা ভয়ঙ্কর হইলেও চরিত্র মন্দ ছিল না। গয়াসুর অতিশয় ধার্ম্মিক ও নম্র স্বভাব ছিল, অকারণে কাহারও কোন অনিষ্টের দিকে যাইত না। অসুর কিছুদিন পরে কোলাহল পর্ব্বতে যাইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে আরম্ভ করে, তাহার কঠোর তপস্যা দেখিয়া দেবতাদের প্রাণ চমকিয়া উঠিল, তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, গয় যদি এইরূপ ভাবে আর কিছুদিন তপস্যা করে, তাহা হইলে সকল দেবতাকেই স্বীয় স্বীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, অতএব পিতামহ এই বেলাই ইহার যা হয়, একটা বিধান করুন।

(১) Sir W. W. Hunter's Imperial Gazetteer of India, (2nd Ed.) Vol. V. p. 47; Sir Alex. Cunninggham's Archæological Survey Reports, Vols I. III.; Raja R, Mitra's Buddha Gaya.

(২) এইজন্য বোধ হয়, মহাভারতে এই স্থান গয়রাজ-অভিসংস্কৃত মহীধর তীর্থ বলিয়া অভিহিত। যথা—

"ততো মহীধরং জগ্মুর্ধর্ম্মজ্ঞেনাভিসংস্কৃতম্।
রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্যুতে।
নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যা চৈব মহানদী।" বনপর্ব্ব ৯৫।৯-১০।

(৩) "প্রদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্চ ভারত।
দিক্‌পূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ গয়স্য তু গয়াপুরী।" হরিবংশ ১০ অঃ।

বিরিঞ্চি দেবগণকে লইয়া বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটী সভা হইয়া স্থির হইল যে, এই বেলাই সকলে মিলিয়া বর দিয়া গয়কে তপস্যা হইতে বিরত করা উচিত। এই পরামর্শ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই কোলাহল পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া গয়াসুরকে বর লইতে বলিলেন। পরোপকারী গয়াসুর রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কিছুই না চাহিয়া বলিল যে, "যদি আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বিধান করুন যে, আমার শরীর যেন ব্রাহ্মণ, তীর্থশিলা, দেবতা, মন্ত্র, যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, ধর্ম্মী, জ্ঞাতি প্রভৃতি সকল পবিত্র পদার্থ হইতেও পবিত্র হয়।" দেবগণ অসুরের চালাকী বুঝিতে পারিলেন না। অসুর যাহা চাহিলেন, তাহাই স্বীকার করিয়া যথা স্থানে চলিয়া গেলেন। গয়াসুরের শরীর পবিত্র হইল। গয়াসুর তাহার পরে নগরভ্রমণে বাহির হইল, তাহার পবিত্র শরীর দেখিয়া সকল জীবজন্তুই চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে লাগিল। নগরটী জনশূন্য হইয়া পড়িল। তাহার পরে গয়াসুর যে গ্রামে বা নগরে যাইতে লাগিল, তথাকার প্রাণিগণই চতুর্ভুজ হইতে লাগিল। তখন দেবগণ অসুরের চালাকী বুঝিতে পারিলেন এবং চিন্তা করিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। যমেরই চিন্তা বেশী, গয়াসুরের শরীর পবিত্র হওয়ার পরে একটী পশুপক্ষীও যমের বাড়ী যাইত না। যম ও অপর দেবগণ মিলিত হইয়া পিতামহের নিকটে যাইয়া বলিলেন, "প্রভো! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, গয়াসুরের পবিত্র শরীর দেখিয়া সকলেই পবিত্র হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছে, যমপুরী একপ্রকার প্রাণীশূন্য, আপনি যাহা হয় একটা উপায় করুন।" ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে গয়াসুরের শরীর যজ্ঞের জন্য চাহিয়া লন, কতকগুলি ব্রাহ্মণ কল্পনা করিয়া তাহাদের দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমস্ত দেবগণই সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গয়াসুরের শরীরের উপরেই যজ্ঞ করা হয়। ব্রহ্মার আদেশে যম ধর্ম্মশিলাটী আনিয়া গয়াসুরের উপরে চাপা দেন এবং গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার জন্য সকল দেবগণই তাহার উপরে উঠিয়া দাঁড়ান। কিন্তু তাহাতে গয়াসুর নিশ্চল হইল না, পরে গদাধর বিষ্ণু আসিয়া দাঁড়াইলে গয়াসুর নিশ্চল হয়। গয়াসুর দেবগণের উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিল যে, "আপনারা অধমকে একটীবার বলিলেই আমি নিশ্চল হইতাম। আপনারা আমাকে বঞ্চিত করিয়া এরূপ বিরাট আয়োজন করিলেন কেন?" দেবগণ তাহার বিনয়বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বর লইতে বলিলে অসুর কহিল, "যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য বা পৃথিবী থাকিবে, তত কাল পর্য্যন্ত সমস্ত দেবগণ এই শিলায় অবস্থিতি করিবেন, এবং আমার নামে এই স্থানে একটী পুণ্যক্ষেত্র হইবে, ইহার পাঁচক্রোশ গয়াক্ষেত্র এবং একক্রোশ গয়াশিরঃ, ইহা সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে এইরূপ বরপ্রদান করুন।" দেবগণ তাহাই স্বীকার করিলেন। গয়াসুর নিশ্চল হইল *।

(গয়ামাহাত্ম্য)

বর্ত্তমানকালে অনেকেই শেষোক্ত বিবরণটী জানেন এবং গয়ার পাণ্ডারা এইরূপেই গয়াতীর্থের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কিন্তু শেষোক্ত গয়াসুরের উপাখ্যানটী অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতে গয়াক্ষেত্রের মধ্যস্থ অনেক তীর্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু গয়াসুর অথবা গয়াসুরের মস্তকে গদাধর ও অন্যান্য দেবগণের পদস্থাপন বিষয়ের কোন কথা মহাভারতে নাই। ইহাতে অনুমিত হয়, বিষ্ণুপাদপদ্মের নিমিত্ত এখন যেমন গয়া ভারতপ্রসিদ্ধ হইয়াছে, অতি পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না।

"মহাভারতে গয়ায় গয়শির, অক্ষয়বট, মহানদী, ধর্ম্মারণ্য ব্রহ্মসর, ধেনুকতীর্থ, গৃধ্রবট, উদ্যন্তপর্ব্বত, যোনিদ্বার, ফল্গুতীর্থ, ধর্ম্মপ্রস্থ, মতঙ্গাশ্রম ও ধর্ম্মতীর্থ কেবল এই কয়টীর উল্লেখ আছে, এ ছাড়া বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যে ও অগ্নিপুরাণে যে সকল স্থান বা তীর্থ এবং যে সকল দেবপদে পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা মহাভারতে নাই। এতদ্দ্বারাও স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মহাভারতে গয়ায় আসিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদির ব্যবস্থা থাকিলেও তৎকালে গয়ামাহাত্ম্যবর্ণিত ও এখনকার মত ৪৫টী বেদী ও বহুতর তীর্থ ছিল না। এখন যেমন গয়া একটী প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, মহাভারতের সময় এরূপ ছিল না। ভারতে গয়াতীর্থের যথেষ্ট বিবরণ লেখা থাকিলেও এই তীর্থপ্রসঙ্গে আদৌ বিষ্ণুর কথাই নাই, ইহাও বিস্ময়কর বটে! বরং এখানে 'ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বাস করিতেছেন এবং পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন।' এরূপ কথা মহাভারতে বিবৃত দেখা যায়।

* দেবগণ গয়াশিরে পদার্পণ করায় গয়াক্ষেত্রে দেবগণের পদচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং গয়ামাহাত্ম্যে ঐ সকল দেবপদচিহ্নে পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে।

+ "উবাস স স্বয়ং তত্র ধর্ম্মরাজঃ সনাতনঃ।"

"যত্র সন্নিহিতো নিত্যং মহাদেবঃ পিনাকধৃক্।

মহাভারত বনপর্ব্ব ২৫।১২১-১২২।

গয়া অতি প্রাচীন হিন্দুতীর্থ হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এখানেও বৌদ্ধাধিকার প্রবল হইয়াছিল। স্বয়ং শাক্যসিংহ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত গয়াশীর্ষ পর্ব্বত হইয়া নৈরঞ্জনানদীতীরে উপস্থিত হন *। এবং তাহারই অদূরে বোধিতরুমূলে বুদ্ধপদ লাভ করেন। যেখানে তিনি যোগবলে বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন সেই স্থান বোধিগয়া বা বুদ্ধগয়া নামে প্রসিদ্ধ।

[বুদ্ধগয়া শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

এইখানে বুদ্ধদেব গয়াকাশ্যপ ও নদীকাশ্যপকে দীক্ষিত করেন। বুদ্ধদেব এখানে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধদিগের নিকট এই স্থান এমন কি সমস্ত গয়াক্ষেত্র অতীব পুণ্যপ্রদ মোক্ষধাম বলিয়া পরিগণিত হয়। বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক গয়ার ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে একশত ফিট উচ্চ একটী স্তূপ করিয়া দিলেন ও বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্রসমূহে বিস্তর বিহার, মঠ, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। দক্ষিণে, সিংহল ও উত্তরে চীন অবধি নানাস্থান হইতে বৌদ্ধতীর্থযাত্রীগণ ঐ সকল পুণ্যস্থান দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল, এখনও সেই প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির পরিচয় গয়ার নানাস্থানে পড়িয়া আছে। † [বুদ্ধগয়া প্রভৃতি শব্দ দেখ।] এই সময় প্রাচীন হিন্দুতীর্থের নিতান্ত দুরবস্থা হইল। বৌদ্ধগণ সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া বসিল। প্রাচীন পুণ্যভূমি গয়ানগরীর পূর্ব্ব-গৌরব বিলুপ্ত হইল। ৪০১ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ গয়া নগরী বিধ্বস্ত ও জনমানবহীন মরুপ্রায় দেখিয়া গিয়াছিলেন (১)। তখনও এই বিধ্বস্ত নগরীর দেড়ক্রোশ দক্ষিণে বৌদ্ধকীর্ত্তি জাজ্জ্বল্যমান। কিন্তু এখানে অনতিকাল পরেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইল। ধর্ম্মোন্মত্ত হিন্দুজাতি আবার আপনাদিগের পুণ্যধাম গয়াপুরীর বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলোপ করিয়া তীর্থোদ্ধারে যত্নবান্ হইলেন। এই সময় অশেষ শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত কত শত বৌদ্ধমঠ, বিহার, সঙ্ঘারাম ও প্রাচীন স্তূপ বিলুপ্ত, চূর্ণিত ও বিধ্বস্ত হইল। এইরূপে কত প্রাচীন হিন্দুতীর্থের পুনরুদ্ধার, আবার কত প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির উপর পুনরুবেদী ও তীর্থ হইল। এই সময়ে বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যের সৃষ্টি। গয়াসুররূপী বৌদ্ধধর্ম্মের উপর দেবরূপী হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন, তাহাই গয়াসুরের প্রকৃত রূপক উপাখ্যান। বোধ হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর পূর্ব্বেই এই ঘটনা হইয়াছিল। কারণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন গয়ানগরীতে আগমন করেন, তখন এখানে প্রায় হাজার ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। হিউএন্ সিয়াং লিখিয়াছেন—'ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ ঋষিবংশসম্ভূত। সর্ব্বত্রই লোকে তাঁহাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন*।' চীনপরিব্রাজকবর্ণিত ব্রাহ্মণগণকে এখনকার গয়ালীদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। বোধ করি, তাঁহারাই প্রাচীন গয়াতীর্থ উদ্ধার করিয়া থাকিবেন, এইজন্যই গয়ালীদিগের এত প্রাধান্য ও তাঁহারা মহাধনবান্ হইতে দীন-দরিদ্র সকলপ্রকার হিন্দুতীর্থযাত্রীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন।

চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, তিনি বোধিতরুর উত্তরে কোন কোন স্থানে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন ‡। বোধ হয়, সেই সকল পদচিহ্নই ব্রাহ্মণেরা গদাধরের পাদপদ্ম বলিয়া প্রচার করিয়া থাকিবেন। প্রচার করিবার আরও একটী কারণ ছিল;—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা জানিতেন যে, মহাভারতে গয়ার অন্তর্গত ধেনুকতীর্থে গোবৎসের পদচিহ্ন এবং উদ্যন্ত পর্ব্বতে সাবিত্রীর পদচিহ্ন বর্ণিত আছে। সুতরাং যখন তাঁহারা দেখিলেন, পূর্ব্বেও যখন ব্রাহ্মণগণ এই গয়াতে পাদপূজা করিতেন, তখন এখনই বা পাদপূজা কেন না হইবে? এইরূপে বৌদ্ধেরা যাহা যাহা বুদ্ধপদ বলিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, গয়ার ব্রাহ্মণেরাও সেই সকল গদাধর প্রভৃতি দেবপদচিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। গয়ামাহাত্ম্যেও লিখিত আছে—

সর্ব্বত্র মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃ পাদৈরেভিঃ সুলক্ষিতঃ।
প্রয়ান্তি পিতরঃ সর্ব্বে ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥" ৭।৭৭॥

কেবল তাহাই নয়, গয়ানগরের বহির্ভাগে পাঁচক্রোশের মধ্যে যে সমস্ত বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহাও হিন্দুতীর্থ বলিয়া গৃহীত হইল, তন্মধ্যে বর্ত্তমান বুদ্ধগয়াস্থ যে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে শাক্যসিংহ বুদ্ধপদ লাভ করেন, সেই মহাবোধিতরুই

* "ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো যথাভিপ্রেতং গয়ায়াং বিহৃত্য গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে জঙ্ঘাবিহারমনুচংক্রম্যমানো যেনোরুবিল্বাসেনাপতিগ্রামকস্তদনুসৃতস্তদনুপ্রাপ্তোঽভূত্তৎ। তত্রাদ্রাক্ষীন্নদীং নৈরঞ্জনাং চ্ছোদকাং সুপতীর্থ্যাং প্রাসাদিকৈশ্চক্রমগুল্মৈরলঙ্কৃতাং সমন্ততশ্চ গোচরগ্রামান্।" ললিতবিস্তর ১৩ অঃ।

† এখনও বিষ্ণুপদ-মন্দিরের নিকট বৌদ্ধস্তূপ ও তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিচায়ক "যে ধর্ম্মহেতুপ্রভবা" ইত্যাদি সূত্র এবং সূর্য্যমন্দিরে অশোকবল্ল কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ১৮১৩ বর্ষ পরে প্রদত্ত বৌদ্ধশিলালিপি দৃষ্ট হয়।

(১) Fo-kwo-ki Ch, XXXI.

* Beal's Records of the Western Countries Vol. II p. 113.

‡ Beal's Records &c. Vol II. p. 122.

প্রধান *। এখনও হিন্দুগণ গয়ার আড়াইক্রোশ দক্ষিণে বুদ্ধগয়াস্থ বোধিতরুমূলে পিণ্ডদান করিতে গিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান গয়াক্ষেত্রে ৪৫টী বেদী বা তীর্থ আছে। গয়ালীয়া বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা আরও অনেক তীর্থ ছিল, কালক্রমে সে সমস্ত লোপ হইয়াছে। গয়াতীর্থযাত্রীগণ ঐ সকল তীর্থের মধ্যে কেহ ১টী, কেহ বা ২টী, কেহ কেহ ৩৮টী এবং কেহ বা ৪৫টীই দর্শন ও তথায় পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। ঐ সকল তীর্থদর্শনাদি সম্বন্ধে নিয়ম আছে। ত্রিস্থলীসেতু ও গয়াযাত্রাপদ্ধতিতে লিখিত আছে—

যে দিন গয়াযাত্রা করিবে, তাহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দিনে একাহার, হবিষ্যভোজন ও স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিয়া শুচিভাবে থাকিবে, তৎপরদিন প্রাতঃস্নানাদি করিয়া দেশ-কালনিয়মানুসারে গয়াযাত্রার অঙ্গরূপে উপবাস করিয়া সংকল্প করিবে। তৎপর দিন অর্থাৎ গয়াযাত্রাদিনে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ও ইষ্টপূজাদি করিবার পর মস্তক মুণ্ডন করিয়া কুলাচারানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধান্তে নিজগ্রাম ৫ বার প্রদক্ষিণ করিয়া মৃত পিতৃপুরুষগণকে তাঁহার সহিত গয়ায় যাইতে অনুরোধ করিবেন। গয়ায় আসিলে তাঁহার পাণ্ডা যাত্রীকে তীর্থ সকল দর্শনাদি করাইবার জন্য সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দেন।

গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে (১ম দিবস) গয়ায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে সবস্ত্র ফল্গুতীর্থে পরে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিবে। পরে প্রেতপর্ব্বতে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া—

"কব্যবালোঽনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ।
আগচ্ছন্তু মহাভাগাঃ যুষ্মাভীরক্ষিতাস্ত্বথ।
মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতা সনাভয়ঃ।
তেষাং পিণ্ডপ্রদানায় আগতোঽস্মি গয়ামিমাম্।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীম্॥"

এই মন্ত্রদ্বারা পিতৃলোকের আবাহন ও পূজা করিয়া পিণ্ডদান করিবে।

শ্রাদ্ধার্থ জল লইয়া প্রেতপর্ব্বতে রাখিয়া পরে সুবর্ণরেখাঙ্কিত শিলায় যাইয়া পাদশৌচাদি করিয়া পূর্ব্বদর্শিত "কব্যবাল" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিবে। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শ্রাদ্ধস্থান শোধন করিবে। পরে প্রেতপর্ব্বতে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিয়া পিতৃগণ ও আপনার প্রেতত্ব মুক্তিকামনায় সংকল্প করিয়া প্রেতপর্ব্বতে তিলমিশ্রিত সক্তু ও তিলযুক্ত অঞ্জলি প্রমাণ দান করিবে। অনন্তর প্রেতপর্ব্বত হইতে নামিয়া গয়াগ্রামের উত্তরভাগে প্রায় আড়াইক্রোশ দূরে মহানদীর পশ্চিমভাগস্থ প্রেতশিলায় গমন করিবে। প্রায় ৪০০ ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া তবে প্রেতশিলায় উঠা যায়, এখানে পাদশৌচ সংকল্প করিয়া "কব্যবাল" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন এবং যথাশক্তি তাঁহাদের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানমাত্র করিবে। পরে প্রেতশিলার নিম্নে প্রভাসপর্ব্বতে সঙ্গত মহানদীর রামতীর্থে যাইবে। মহাভারতে এই রামতীর্থের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু মহানদীর উল্লেখ আছে, তন্মতে এই মহানদীতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে অক্ষয়লোক লাভ ও নিজ কুল উদ্ধার হয়। (বন ৮৪ অঃ) গয়ামাহাত্ম্যের মতে এখানে

"জন্মান্তরশতং সাগ্রং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। পরে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিয়া—

"রাম রাম মহাবাহো দেবানামভয়ঙ্কর।
ত্বাং নমাম্যত্র দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্।"

এই মন্ত্র দ্বারা রামকে প্রণাম করিবে। পরে যমরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া যমবলি ও কুক্কুরবলি দিবে (২)।

গয়ামাহাত্ম্যের মতে এই প্রথমদিনেই উত্তরমানসে গমন করিবে। তথায় মানস নামে একটী সরোবর আছে, ইহা গয়ার প্রথমতীর্থ ও মুণ্ডপৃষ্ঠ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানে—"উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সূর্য্যলোকাদিসংসিদ্ধিসিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে॥" গং মাঃ

এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্নান করিবে, পরে দেব প্রভৃতির তর্পণ করিয়া পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে মৌনী হইয়া দক্ষিণমানসে যাইবে। উত্তর মানস ও উদীচীনদীর মধ্যে কনখল নামে পিতৃমুক্তিদায়ক একটী তীর্থ আছে, গয়ামাহাত্ম্যে ও অগ্নিপুরাণের মতে এই তীর্থে স্নান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

বিষ্ণুপদ মন্দিরের কিছু দূরে একটী সরোবর ও একটী সূর্য্যমন্দির আছে, গয়ামাহাত্ম্যে ঐ সূর্য্যমূর্ত্তি মৌনার্ক নামে বর্ণিত। ঐ মন্দিরের নাটমণ্ডপ প্রায় দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফিট্ ও প্রস্থে

* বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যে এবং অগ্নিপুরাণেও এই মহাবোধিতরুর উল্লেখ আছে। যথাস্থানে গয়াযাত্রার বিবরণ মধ্যে বিবৃত হইবে।

(২) তারানাথ বাচস্পতিকৃত গয়াযাত্রাপদ্ধতিতে দ্বিতীয় দিবসেও এইরূপ করিবার বিধান আছে। কিন্তু বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যে এরূপ বিধান না থাকায় ৺তারানাথের মত গ্রহণ না করিয়া গয়ামাহাত্ম্যের নিয়মানুসারে লিখিত হইল।

২৫২ ফিট্ হইবে, ইহার পশ্চিমাংশে গর্ভগৃহ, উহা প্রায় ৮৪ বর্গ ফিট্, মন্দিরের প্রাচীর ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু স্তম্ভগুলি গ্রেণাইট্ পাথরের। অরুণচালিত সপ্তাশ্বরথে দ্বিহস্ত সূর্য্যমূর্ত্তি বিরাজমান। উক্ত সরোবরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত, তাহা দৈর্ঘ্যে ২৯২ ফিট্ ও প্রস্থে ১৫৩ ফিট্ হইবে। এই সরোবরের পশ্চিমে একটী নিমগাছ আছে, সে স্থানকেই লোকে কনখল বলে। তাহার দক্ষিণে দক্ষিণমানস, এখানেও তিনটী তীর্থ আছে, এখানে—"দিবাকরকরোমীহস্নানং দক্ষিণমানসে।
নমামি সূর্য্যতৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যায়ুরোগ্যাবৃদ্ধয়ে॥"

এই মন্ত্রদ্বারা স্নান ও পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে। দানান্তে ঐ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মৌনার্ককে নমস্কার করিবে।

তৎপরে (দ্বিতীয় দিবসে) ফল্গুতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ অতি প্রাচীন। মহাভারতেও লিখিত আছে, গয়াস্থ ফল্গুতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও মহাসিদ্ধি লাভ হয়। (বনপ° ৮৪ অঃ।) বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যের মতে, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিষ্ণু ফল্গুরূপী হইয়া দক্ষিণাগ্নিতে যে হোম করিয়াছিলেন, তাহার রজকণাতে ফল্গুতীর্থ হইয়াছিল। গঙ্গা বিষ্ণুর পদজাতা, কিন্তু স্বয়ং আদিগদাধর দ্রবীভূত হইয়া ফল্গুতীর্থ হয়, এইজন্য গঙ্গা হইতে ফল্গুতীর্থ শ্রেষ্ঠ। ত্রিভুবনে যত পবিত্র তীর্থ আছে, স্নানকালে সে সমস্ত ফল্গুতীর্থে সন্নিহিত হয়। (গয়ামা° ৭।১৪-১৭)

অগ্নিপুরাণের মতে গয়াশিরই ফল্গুতীর্থ। ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া গদাধর দর্শন করিলে যে সুকৃত লাভ হয়, আর কিছুতে তেমন হইতে পারে না। (অগ্নিপু° ১১৫।২৬) গয়ামাহাত্ম্যের অন্যত্র লিখিত আছে—নাগকুট, গৃধ্রকুট ও উত্তরমানস, এই সকলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে গয়াশির ও ফল্গুতীর্থবলে—মুণ্ডপৃষ্ঠপর্ব্বতের নিম্নস্থানেই ফল্গুতীর্থ আছে। এখানে—

"ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ।
পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় মুক্তিভুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে॥"

এই মন্ত্রে স্নান ও তর্পণ করিয়া প্রেতশিলা-সংলগ্ন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানান্তে স্বশাখানুসারে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে। পরে

"নমঃ শিবায় দেবায় ঈশান পুরুষায় চ।
অঘোর বামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে॥"

এই মন্ত্রে পিতামহকে এবং তৎপরে—

"ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে॥"

এই মন্ত্রে গদাধরকে প্রণাম ও পূজা করিবে। দ্বিতীয় দিবসে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। এই স্থানে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এখানে মতঙ্গবাপীতে স্নানান্তে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিবে। পরে এই মন্ত্রে মতঙ্গেশ্বরকে প্রণাম করিবে—

"প্রমাণং দেবতাঃ সন্তঃ লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ।
ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতাঃ॥"

ধর্ম্মারণ্যের পূর্ব্বে ব্রহ্মতীর্থ। মহাভারতে লিখিত আছে—ধর্ম্মারণ্যোপশোভিত ব্রহ্মসরতীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়, ব্রহ্মা এই সরোবরে এক যূপকাষ্ঠ নিখাত করিয়াছিলেন, ঐ যূপকে প্রদক্ষিণ করিলে অশ্বমেধের ফল হয়। গয়ামাহাত্ম্যমতে—ঐ ব্রহ্মকূপ ও ব্রহ্মযূপ মধ্যে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ উদ্ধার হয়। ইহারই নিকট (বুদ্ধগয়ায়) মহাবোধি নামক অশ্বত্থবৃক্ষ। গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে নমস্কার করিয়া মহাবোধিতরুকে (১) এই তিন মন্ত্র দ্বারা নমস্কার করিবে—

"চলদ্দলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতিহেতবে।
বোধিসত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ॥ ১॥
একাদশোঽসি রুদ্রাণাং বসূনাং পাবকস্তথা।
নারায়ণোঽসি দেবানাং বৃক্ষরাজোঽসি পিপ্পল॥ ২॥
অশ্বত্থ যস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ নারায়ণস্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালম্।
অতঃ শুভস্ত্বং সততং তরূণাং ধন্যোঽসি দুঃস্বপ্নবিনাসনোঽসি॥"৩

তৎপরে (বুদ্ধগয়ায়) বিষ্ণুকে (বুদ্ধকে) এই বলিয়া নমস্কার করিবে—

"অশ্বত্থরূপিণাং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বৃক্ষরূপধরং হরিম্॥"

তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মসরোবরে যাইবে। মহাভারতে লিখিত আছে, রাজর্ষি গয়ের যজ্ঞাবসানে ঐ ব্রহ্মসরোবর নির্ম্মিত হয়। (দ্রোণপ° ৬৬ অঃ।) এখানে—

"শ্রাদ্ধায় পিণ্ডদানায় তর্পণায়াত্মশুদ্ধয়ে।
স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে॥"

এই মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়া, পরে শ্রাদ্ধ করিবে।

---

(১) "ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধিতরুং নমেৎ।"

বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্য ৭।৩১।

অগ্নিপুরাণেও (১১৬।৩৭) লিখিত আছে—

"মহাবোধিতরুং নত্বা ধর্ম্মবান্ স্বর্গলোকভাক্।" মহাবোধিতরুকে নমস্কার করিলে ধর্ম ও স্বর্গলোক লাভ হয়। কিন্তু মহাভারতে এই মহাবোধিতরু অথবা ধর্ম্মেশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। বুদ্ধদেব ঐ অশ্বত্থবৃক্ষমূলে মহাবোধি লাভ করেন বলিয়া উহা মহাবোধিতরু নামে বৌদ্ধসমাজে বিখ্যাত হয়। সুতরাং অগ্নিপুরাণের অংশ ও গয়ামাহাত্ম্য যে বৌদ্ধপ্রাধান্যের পর লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মসরের নিকট গোপ্রচার তীর্থ। এক্ষণে একটী আম্র-বৃক্ষ আছে। গয়ামাহাত্ম্যের মতে ঐ আম্রবৃক্ষ ব্রহ্মপ্রকল্পিত। এই বৃক্ষমূলে—"আম্রং ব্রহ্মসরোদ্ভূতং সর্ব্বদেবময়ং তরুম্।
বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেচন করিবে। তৎপরে ব্রহ্মযূপকে প্রদক্ষিণ করিয়া—

"ওঁ নমো ব্রহ্মণেঽজায় জগজ্জন্মাদিকারিণে।
ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তারণায় নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবে। ইহার পর যথাক্রমে যমবলি ও কুক্কুরবলি দিবে। যমবলি দিবার মন্ত্র—

"যমরাজ ধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং হি সংস্থিতৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি পিতৃণাং মুক্তিসিদ্ধয়ে॥"

কুক্কুরবলি দিবার মন্ত্র এই—

"দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বদা॥"

পরে কাকবলি দিয়া স্নান করিবে। কাকবলি দিবার মন্ত্র—

"ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাযাম্যা বৈ নৈর্ঋতাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু ভূম্যাং পিণ্ডং ময়োজ্ঝিতম্॥"

চতুর্থ দিবসে—কল্গুতীর্থে স্নান করিয়া গয়াশীর্ষে বিষ্ণুপদে যাত্রা করিবে। বিষ্ণুপদের মন্দিরই গয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহার নাটমন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। গয়াগ্রাম মধ্যে এমন কারুকার্য্য ও গঠনপ্রণালী অন্য কোন মন্দিরে নাই। মহারাষ্ট্ররাজ্ঞী অহল্যাবাই এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মন্দিরটী ধূসরবর্ণ গ্রেণাইট্ পাথরে নির্ম্মিত। মণ্ডপটী ৫৮ ফিট্ চতুরস্র। প্রত্যেক কোণে আট থাক থাম আছে। মূলস্থান ৮ আটকোণা বুরুজের মত, বিস্তারে প্রায় ৩৮ ফিট্, ইহার মাথায় ৮০ ফিট্ উচ্চ চূড়া আছে। নাটমন্দিরের মধ্যে ও মূলমন্দিরের সম্মুখে নেপালরাজমন্ত্রী রণজিৎ পাঁড়ে প্রদত্ত একটী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে, তাহার নিনাদ, যাত্রীগণের জয়ধ্বনি ও ব্রাহ্মণগণের ঘন ঘন মন্ত্রপাঠ শ্রবণ করিলে মনে স্বতই ভক্তির সঞ্চার হয়। এখানে যেমন লোকের জনতা, গয়ার মধ্যে এত আর কোথাও নাই। এই মন্দির মধ্যেই হিন্দুর আরাধ্য গদাধরের পাদপদ্ম। পাদপদ্মের চারিদিক্ রৌপ্য-মণ্ডিত। এইখানেই যাত্রীগণ পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। নিক্ষেপমাত্র পিঙ্গলবর্ণের পাণ্ডিগণ খাইয়া ফেলে। গয়ামাহাত্ম্যের মতে এই খানেই সাক্ষাৎ গয়াসুরের মস্তক বিন্যস্ত আছে, ইহাই গয়াসুরের মুখ্যস্থান। এখানে শ্রাদ্ধে অক্ষয় পুণ্য হয়। আদিগদাধর পিতৃগণের মুক্তিহেতু ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে বিষ্ণুপদরূপে বাস করিতেছেন। এখানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানে স্বয়ং এবং সহস্রকুল বিষ্ণুলোকপ্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুপদ মন্দিরের নিকট গয়েশ্বরীদেবীর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। সাধারণের বিশ্বাস, ইনিই গয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বিষ্ণুপদমন্দিরের কার্য্য শেষ করিয়া যাত্রী নাটমন্দির পার হইয়া আর একটী স্থানে আসিবেন, এখানে একস্থানে ব্রহ্মপদ, রুদ্রপদ, দক্ষিণাগ্নিপদ, গার্হপত্যপদ, আহবনীয়পদ, সভ্যপদ, আবসথ্যপদ, অর্কপদ, কার্ত্তিকেয়পদ, ইন্দ্রপদ, অগস্ত্যপদ, কাশ্যপপদ, গজকর্ণপদ, প্রভৃতিপদ আছে (১)। এই কয়টী পদে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে। এখন অনেকেই উক্ত পদগুলির মধ্যে কেবল রুদ্রপদ ও বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিয়া থাকে। গয়া-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, "একতম পদে শ্রাদ্ধ করিলেও কর্ত্তার মঙ্গল হয়।"

পদশিলার উত্তরস্থ পথে বনকেশ, কেদারেশ্বর, নরসিংহ, বামন প্রভৃতি দেবতা আছেন। গয়ামাহাত্ম্যে তাঁহাদের পূজা করিবার বিধান আছে।

পঞ্চম দিবসে—গদালোলতীর্থে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড-দান করিবে। তাহার পর সর্ব্বশেষে অক্ষয়বট° সমীপে যাইবে। মহাভারতে লিখিত আছে—রাজর্ষি গয়ের যজ্ঞ-কালে একটী বটবৃক্ষ চিরজীবি হয়, তাহাই অক্ষয়বট। (দ্রোণপর্ব্ব ৬৬ অঃ)। গয়ামাহাত্ম্যমতে এখানে পিতৃ-উদ্দেশে যাহা দত্ত হয়, তাহাতেই অক্ষয় ফল হইয়া থাকে।

গয়ামাহাত্ম্যে যেরূপ তীর্থযাত্রার কথা লিখিত আছে; তাহাই লিখিত হইল। এ ছাড়া গয়ার মধ্যে গায়ত্রীতীর্থ, সমুদিততীর্থ, সরস্বতীতীর্থ বিশালানদী, লেলিহানতীর্থ, ভরতাশ্রম, বৈতরণী নদী, ঘৃতকুল্যা ও মধুকুল্যা, কোটিতীর্থ, রুক্মিণীতীর্থ, পাণ্ডুশিলা, মধুস্রবানদী, কর্দ্দমালতীর্থ, আকাশ-গঙ্গা, স্বর্গদ্বার, যোনিদ্বার, ব্রহ্মযোনি, ধৌতপাদ, মাহেশ্বরী-তীর্থ, দেবদারুবন, দেবীরূপাশিলা, ধর্ম্মশিলা বা ধর্ম্মপ্রস্থ ও মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রির উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত আধুনিক গয়াযাত্রা-পদ্ধতিতে রামশিলা রামগয়া, জীব্যালোল, রামশির, তামশির, সাতশির, ভীমগয়া প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এখন যাহারা গয়াস্থ ৪৫টী বেদী পর্য্যটন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ১৩ দিনে ঐ সকল তীর্থ ও স্থান দর্শন করিয়া থাকেন।

(১) গয়ামাহাত্ম্যে উক্ত পদ কয়টী উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে, উক্ত পদ কয়টী ব্যতীত দধীচিপদ, চন্দ্রপদ, মাতঙ্গপদ, কর্ণপদ, ক্রৌঞ্চপদ, ইত্যাদি ১৮টী পদে পিণ্ড দিবার বিধান আছে।

ইতরেতর, অনুভূতাবয়ব যে সমূহ তাহাকে সমাহার কহে। এই চারি প্রকারের মধ্যে সমুচ্চয় ও অন্বাচয় এই দুইটীতে সামর্থ্য না থাকায় সমাস হইবে না। পরস্পর অপেক্ষা হেতু—একক্রিয়া সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে ইতরেতর এবং সংহতি বা একত্রঅবস্থান বুঝাইলে সমাহারদ্বন্দ্ব হয়। ইতরেতর দ্বন্দ্বসমাসে যদি দুই পদে বা বহু পদে সমাস হয়, তাহা হইলে শেষপদে দ্বিবচন হইয়া থাকে। যথা "দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ,=দ্যাবাভূমী; ধবশ্চ খদিরশ্চ পলাশশ্চ=ধবখদিরপলাশাঃ" এই দুই স্থলে দুই পদে দ্বিবচন এবং তিনটী পদে বহুবচন হইল। ইতরেতরদ্বন্দ্বে এইরূপ সকল স্থলে বুঝিতে হইবে।

সমাহার দ্বন্দ্বে ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন হয়। হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গবাচক, পটহ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যবাচক, পঞ্চম মধ্যম প্রভৃতি স্বরবাচক, পদাদি প্রভৃতি সেনাবাচক, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অস্ত্রবাচক শব্দের সমাহারদ্বন্দ্ব হয়। দেশ ও নদীবাচক শব্দের সমাহার হয়, কিন্তু সমলিঙ্গ ও গ্রাম্যবাচকের হয় না। বিরুদ্ধার্থ অদ্রব্যবাচক পদার্থের বিকল্পে সমাহার হয় এবং পশু, পক্ষী, ক্ষুদ্রজন্তু, ফল, শস্য, তৃণ ও বৃক্ষবাচক শব্দেরও বিকল্পে সমাহার হইয়া থাকে। শূদ্রবাচক শব্দের নিত্য সমাহার হয়। কিন্তু অস্পৃশ্য শূদ্রের হয় না। 'কর্ম্মকারকুম্ভকারং, শৌণ্ডিকচাণ্ডালৌ' এই স্থলে কর্ম্মকার ও কুম্ভকার শূদ্রবাচক হওয়ায় সমাহার হইল, কিন্তু শৌণ্ডিক ও চাণ্ডাল ইহারা অস্পৃশ্য শূদ্র হওয়ায় সমাহার না হইয়া ইতরেতর হইল। বহুবচন বুঝাইলে নিত্যবিরোধী দ্বন্দ্বের সমাহার হয়।

একশেষদ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব সমাসে একটী পদ অবশিষ্ট থাকে, অপর পদের লোপ হয়, এইজন্য উহার নাম একশেষ হইয়াছে। 'মাতাচ পিতাচ পিতরৌ' এই স্থলে মাতৃশব্দের লোপ হইয়া পিতৃশব্দ অবশিষ্ট থাকিল, এইজন্য একশেষদ্বন্দ্ব হইল। এই একশেষ দ্বন্দ্বে কোন্ শব্দ অবশিষ্ট থাকিবে এবং কোন্ শব্দের লোপ হইবে, তাহার বিশেষ বিধান ব্যাকরণে লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীবাচক পদের সহিত উক্তি হইলে পুং-বাচক পদেরই অবশেষ হয়। শ্বশ্রূ ও দুহিতৃ শব্দের সহিত ভ্রাতৃ ও পুত্রশব্দের সমাস হইলে ভ্রাতৃ ও পুত্র শব্দের অবশেষ থাকে। পুং ও স্ত্রীলিঙ্গের সহিত যদি ক্লীবলিঙ্গের সমাস হয়, তাহা হইলে ক্লীবলিঙ্গেরই অবশেষ থাকে। ত্যদ্ প্রভৃতি সর্ব্বনাম শব্দের স[illegible]স হইলে যে শব্দশেষে থাকিবে তাহারই অবশেষ থাকিবে[illegible] ইত্যাদি এই বিশেষবিধি, বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল না।

বহুব্রীহি—যে কয়েক পদে সমাস হয়, সেই সকল পদের অর্থ না বুঝাইয়া তদর্থবিশিষ্ট অন্যপদার্থ বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাস হয়। সুতরাং সমাসান্ত পদ বিশেষণ পদ হইয়া থাকে। অনেকমন্যপদার্থে। (পা ২।২।২৩) প্রথমাভিন্ন অন্যপদার্থ বোধক অনেকগুলি পদের বিভক্তির সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। যথা,—আরূঢ়বানরো-বৃক্ষঃ আরূঢ়ঃ বানরঃ যং স আরূঢ়বানরোবৃক্ষঃ। এই স্থলে আরূঢ় বানর এই দুই পদে সমাস হইয়াছে, কিন্তু এইস্থলে আরূঢ় ও বানর এই দুই শব্দের অর্থ না বুঝাইয়া আরূঢ় বানরবিশিষ্ট বৃক্ষ এইরূপ অর্থ বুঝাইল; সুতরাং এই পদটী বিশেষণ হইল। জিতশত্রু, যিনি শত্রু জয় করিয়াছেন। এইরূপ বহুব্রীহি সমাস স্থলে তদর্থবিশিষ্ট অন্যপদার্থের বোধ হইবে। এই বহুব্রীহি সমাসেও সমাসের পরে কপ্, অচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। তাহারও বিশেষ বিধি ব্যাকরণে অভিহিত হইয়াছে।

কর্ম্মধারয়—বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের সমাসকে কর্ম্মধারয় সমাস কহে। কর্ম্মধারয় সমাসে উত্তর পদের প্রাধান্য হয়, শেষ যে পদ থাকে, সেই পদই প্রধান হইয়া থাকে। স্থিরা বুদ্ধিঃ স্থিরবুদ্ধি; এইস্থলে স্থির বিশেষণ বুদ্ধি বিশেষ্য—এই বিশেষ্য বিশেষণ উভয় পদে সমাস হইয়া স্থিরবুদ্ধি এই পদ হইল। এখানে বুদ্ধি এই পদেরই প্রাধান্য হইল। পুরুষব্যাঘ্র, বাহুলতা প্রভৃতি স্থলে উপমিত কর্ম্মধারয় ও রূপককর্ম্মধারয় জানিতে হইবে। পুরুষব্যাঘ্রের ন্যায়, ব্যাঘ্র শব্দ এখানে শ্রেষ্ঠার্থবাচক। "উপমেয়ং ব্যাঘ্রাদিভিঃ শ্রেষ্ঠার্থে।" ব্যাঘ্রাদি শব্দ শ্রেষ্ঠাদি বোধক হইলে উপমিতি কর্ম্মধারয় সমাস হয়। বাহু লতার ন্যায়, এই স্থলে রূপকরূপে সমাস হওয়ায় রূপক কর্ম্মধারয় হইল। এই কর্ম্মধারয় সমাসের পর সমাসান্ত প্রত্যয় হইয়া থাকে, তাহারও বিশেষ বিবরণ ব্যাকরণে বর্ণিত হইয়াছে। যথায় রূপক বা উপমা বুঝায়, তথায় সমলিঙ্গ বা অসমলিঙ্গই হউক দুই বিশেষ্য পদে কর্ম্মধারয় সমাস হয় এবং তুল্যাদি শব্দের লোপ হয়। এইরূপ সমাসকে রূপককর্ম্মধারয় ও উপমিতিকর্ম্মধারয় কহে। দেহপিঞ্জর, এইস্থলে দেহরূপ পিঞ্জর, এই সমাসবাক্যে রূপ শব্দের লোপ হওয়ায় দেহপিঞ্জর শব্দ হইল। এইস্থলে রূপক কর্ম্মধারয়। যেখানে উপমান বাচক চন্দ্রাদি শব্দ পূর্ব্বে ও উপমেয় মুখাদি শব্দ পরে থাকে এবং সদৃশাদি শব্দের লোপ হয়, তথায় উপমিতি-কর্ম্মধারয় হয়। চন্দ্র সদৃশ মুখ=চন্দ্রমুখ, এই স্থলে সদৃশ শব্দের লোপ হইল। ইহা ভিন্ন যে স্থলে সমাসবাক্যে মধ্যপদের লোপ হয় তথায় মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধারয় সমাস হয়। ছায়াতরু, ছায়াপ্রধানতরু, এইস্থলে মধ্যস্থিত প্রধান পদের লোপ হইয়া মধ্যপদলোপি কর্ম্মধারয় সমাস হইল। বিশেষণ ও বিশেষণে যে সমাস হয়, তাহাকেও কর্ম্মধারয় সমাস কহে। যথা পীনোন্নত, পীন ও উন্নত; এইস্থলে এই দুইটী পদই বিশেষণ।

• তৎপুরুষ—পূর্ব্ব শব্দ অর্থানুসারে দ্বিতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত হইলে এবং পর শব্দে প্রথমা বিভক্তি থাকিলে তৎপুরুষ সমাস হয়, এই তৎপুরুষ সমাস দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী ভেদে ৬প্রকার। যথা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন নঞের সহিতও তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস কহে। এই দ্বিতীয়াদি তৎ পুরুষের বিশেষ বিধান ব্যাকরণে লিখিত হইয়াছে।

উপপদ সমাসও তৎপুরুষসমাসের অন্তর্গত। 'কৃতা-তদর্থোপপদং' কৃদন্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে তদর্থ উপপদের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে। সুবন্ত পদের পরবর্ত্তী যে সকল ধাতুর উত্তর অণ্‌ অচ্‌ প্রভৃতি কৃৎ-প্রত্যয় বিহিত হয়, তথায় উপপদ সমাস হয়। কুম্ভকার, এই স্থলে কুম্ভং করোতি কুম্ভ-কৃ-অণ্‌; অণ কৃদন্ত প্রত্যয়। এই স্থলে কৃদন্ত প্রত্যয় পরে কুম্ভ এই উপপদের সহিত সমাস হওয়ায় উপপদ সমাস হইল।

দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ সমাস স্থলে কারকানুসারে যেরূপ বিভক্তি হইবে, তথায় সেই তৎপুরুষ সমাস হইবে। যথা বৃক্ষাৎপতিত, এই স্থলে পতন অর্থে অপাদান হওয়ায় বৃক্ষাৎ পঞ্চমী হইয়াছে, সুতরাং এইস্থলে পঞ্চমী তৎপুরুষ হইল। এই-রূপ কারকযোগে যেরূপ বিভক্তির প্রাপ্তি হইবে, তদনুসারেই সেই তৎপুরুষ সমাস হইবে।

দ্বিগু—দ্বিগু সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকে, সমাহার অভিধার্থে দ্বিগু সমাস হয়। সমাহার দ্বিগু হইলে সমস্ত পদ ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত হয়। পঞ্চানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ, এইস্থলে 'পঞ্চরাত্রং' এই পদ হইল, পঞ্চরাত্রির সমাহার অর্থ বুঝাইয়াছে, এই জন্য এখানে সংখ্যা শব্দপূর্ব্বক দ্বিগু সমাস হইল। "সংখ্যা পূর্ব্বোদ্বিগুঃ" (পা ২।১।৫২) যেস্থলে এইরূপ হইবে, তথায় দ্বিগুসমাস হইবে।

অব্যয়ীভাব—অব্যয় পদের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব কহে, এই সমাসে পূর্ব্বপদ অব্যয় এবং পরপদ অন-ব্যয়, অব্যয় পদের সহিত অনব্যয় পদের যে সমাস, তাহাই অব্যয়ী-ভাব। এই সমাস হইলে সমস্ত পদ অব্যয়সদৃশ হয়, এই সমাসে অব্যয় পদ দ্বারা বিভক্তি, সমীপ, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, অর্থাভাব, অত্যয়, অসম্প্রতি, শব্দ, প্রাদুর্ভাব, পশ্চাৎ, যথা, বীপ্সা, পর্য্যন্ত, অনতি-ক্রম, অভাব, যৌগপদ্য, সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থ বুঝাইবে, অর্থাৎ এই সকল অর্থ বুঝাইলে এই সমাস হয়। বিভক্তির উদাহরণ—'অধ্যাত্মং আত্মানমধিকৃত্য' এই স্থলে পূর্ব্বপদ অধি অব্যয় এবং পরপদ আত্মন্‌ অনব্যয়, এই অব্যয়পদের কারকার্থে অনব্যয় পদের সমাস হইয়া এই পদ অব্যয়সদৃশ হইয়াছে। উপকূলং, কূলস্য সমীপং, এই স্থলে উপ শব্দের অর্থ সমীপ, উপ অব্যয়, এই অব্যয় সমীপার্থে কূল শব্দের সহিত সমাস হইয়াছে। কূলের সমীপ উপকূল। বীপ্সা—প্রতিদিন—'দিনং দিনং প্রতিদিনং' এই স্থলে বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব হইয়াছে। পর্য্যন্ত—আসমুদ্র—সমুদ্রাদাসমুদ্রপর্য্যন্তং, এই স্থলে আশব্দের অর্থ পর্য্যন্ত। যোগ্যতা—অনুরূপ, রূপস্য যোগ্যং, অনুরূপং, এই স্থলে অনু শব্দের অর্থ যোগ্যতা, পশ্চাৎ অনুপদং পদস্য পশ্চাৎ, এই স্থলে অনুশব্দের অর্থ পশ্চাৎ। অনতিক্রম যথাবিধি বিধিমনতিক্রম্য, এই স্থলে যথা শব্দের অর্থ অনতিক্রম। অভাব—নির্বিঘ্নং, বিঘ্নস্য অভাবঃ, এই স্থলে নিঃশব্দের অর্থ অভাব। ইত্যাদি রূপ অব্যয়ের অর্থ বুঝাইলে অনব্যয় পদের সহিত এই সমাস হয়।

"অব্যয়ং সমীপসমৃদ্ধিবৃদ্ধ্যর্থাভাবাত্যয়াসম্প্রতিশব্দপ্রাদুর্ভাব-পশ্চাদ্‌ যথানুপূর্ব্ব্য যৌগপদ্যসাদৃশ্যসম্পত্তিসাকল্যান্তবচনেষু।" (পা ২।১।৬) অকারান্ত অব্যয়ীভাবের সুপের লুক্‌ হয় না, এবং পঞ্চমী ভিন্ন অন্য বিভক্তিতে অমাগম হয়। দিশোমধ্যং অপদিশং এখানে বিভক্তি স্থানে অমাগম হইয়াছে। অপশব্দ ও দিশ্‌ শব্দের সহিত সমাস হইয়া 'অপদিশং' এই পদ হইয়াছে।

অকারান্ত অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর তৃতীয়া ও সপ্তমী স্থলে বিকল্পে অমাগম হয়। অপদিশ্‌ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে "অপদিশং, অপদিশেন' এবং সপ্তমীর একবচনে 'অপদিশং অপদিশে' এইরূপ পদ হইবে। অব্যয়ীভাব সমাস করিলে ঐ শব্দ নপুংসক লিঙ্গ হয়, এবং নপুংসকে প্রাতিপদিকের হ্রস্ব হয়। অব্যয়ীভাব সমাসে সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হয়, কিন্তু কাল অর্থ বুঝাইলে হয় না। সচক্র, চক্রের সহিত বর্ত্তমান, এই স্থলে অব্যয়ীভাব সমাসে সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হইয়া সচক্র এই পদ হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণের সহিত বর্ত্তমান, এই স্থলে সপূর্ব্বাহ্ণ না হইয়া সহপূর্ব্বাহ্ণ এই পদ হইবে, কারণ এখানে কাল অর্থ বুঝাইয়াছে, এই জন্য সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হইল না।

অসাদৃশ্যার্থেই যথা শব্দের সমাস হয়। যথা হরিস্তথা হরঃ, এই স্থলে যথা শব্দের সহিত হরি শব্দের সমাস হয় নাই, কারণ এখানে যথা শব্দের অর্থ সাদৃশ্য অর্থাৎ উপমানত্ব অর্থ হইয়াছে। অবধারণার্থ যাবৎ শব্দের যোগে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। দ্যূত-ব্যবহারে পরাজয় বুঝাইলে অক্ষ, শলাকা ও সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত এই সমাস হয়।

অপ, পরি, বহি, অঞ্চ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির সহিত বিকল্পে সমাস হয়। মর্য্যাদা ও অভিবিধি বুঝাইলে পঞ্চম্যন্তের সহিত আঙ্‌শব্দের বিকল্পে সমাস হয়। আভিমুখ্যদ্যোতক অভি ও প্রতি শব্দের চিহ্নবাচক শব্দের সহিত এই সমাস হয়। যে পদার্থের সামীপ্য বুঝাইবে, তাহার সহিত অনু শব্দের এই সমাস

হয়। অনু শব্দ দ্বারা যাহার দৈর্ঘ্য বুঝাইবে, তাহার সহিত অনু-শব্দের এই সমাস হইবে। 'অনুগঙ্গং বারাণসী' অর্থাৎ গঙ্গা সদৃশ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন বারাণসী। তিষ্ঠদ্গু ইত্যাদি শব্দ নিপাতন-প্রযুক্ত এই সমাস হয়। তিষ্ঠদ্গু শব্দের অর্থ দোহনকাল, গোরু সকল যে কালে স্থির থাকে, তিষ্ঠন্তি গাবো যস্মিন্ কালে স তিষ্ঠদ্গু।

পর এবং মধ্য শব্দ ষষ্ঠ্যন্তের সহিত বিকল্পে সমাস হয়। বংশবাচক শব্দের সহিত সংখ্যাবাচকের বিকল্পে সমাস হয়। বিদ্যা ও জন্ম দ্বারা বংশ দুই প্রকার. 'দ্বৌ মুনী বংশ্যৌ' এই বাক্যে দ্বিমুনি, এই থানে অব্যয়ীভাব সমাস হইল। নদীবাচক শব্দের সহিত সংখ্যাবাচক শব্দেরও এই সমাস হয়। ইত্যাদি রূপ অর্থ সকল বুঝাইলে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া থাকে।

এই ছয় প্রকার সমাসের পর সমাসোত্তর বিভক্তির লোপ হইয়া টচ্ অন্ প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় হয়, উহাদিগকে সমাসান্ত প্রত্যয় কহে। এই জন্য ব্যাকরণে উহা সমাসান্ত প্রকরণ নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা ইন্দ্রসখ, ইন্দ্রের সখা, এই স্থলে ইন্দ্র ও সখি শব্দের সমাস হইয়া ইন্দ্রসখি এইরূপ পদ হইল, পরে সমাসোত্তর টচ্ সমাসান্ত হইয়া সখি এই শব্দের ইকারের লোপ হইয়া ইন্দ্রসখ এই পদ হইল। এইরূপ সমাসান্ত বিধি সকল জানিতে হইবে।

সমাস হইলে সমাসের পর পূর্ব্ব পদের বিভক্তির লোপ হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে বিশেষ বিধানানুসারে বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে অলুক্ সমাস কহে। যথা মাতুঃস্বসা, এই স্থলে মাতৃ-শব্দের সহিত স্বসৃ শব্দের যোগে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে, মাতৃ শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে মাতুঃ এই পদ হইয়াছে, সমাসের পর এই বিভক্তির লোপ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিশেষ বিধানানুসারে অলুক্-সমাস হইল অর্থাৎ বিভক্তির লোপ হইল না। যে কোন স্থলে ইচ্ছা করিলেই যে অলুক্ সমাস হইবে, তাহা নহে, ব্যাকরণে যে যে স্থলে অলুক্-সমাসের বিধান আছে, কেবল সেই সেই স্থলেই এই সমাস হইবে। ব্যাকরণের অলুক্ সমাস প্রকরণে ইহার বিশেষ বিধান অভিহিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, খেচর, সরসিজ, অন্তেবাসী প্রভৃতি পদ অলুক্-সমাসান্ত হইয়াছে।

নিত্যসমাস—কুশব্দ ও প্রাদি শব্দের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে নিত্যসমাস কহে। "কু প্রাদয়ো নিত্যং" কু অর্থাৎ কুৎসিত, প্র, পরা, অপ প্রভৃতি উপসর্গ, অলং, অন্তর, পুরস্, তিরস্, প্রাদুস্, আবিস্ প্রভৃতি অব্যয় শব্দ এবং চ্বি, ক্তাচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকেই নিত্যসমাস কহে। কুরাজ, কুৎসিতো রাজা, এই স্থলে কুশব্দ এবং রাজন্ শব্দের সহিত সমাস হইয়া কুরাজ এই শব্দ হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে কুশব্দের সহিত নিত্যসমাস হইল। নিত্যসমাস স্থলেই এইরূপ বিধি জানিতে হইবে। প্রণাম, ঝনৎকার, অলঙ্কার, অন্তর্হিত প্রভৃতি নিত্যসমাস।

অর্থ শব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদের নিত্যসমাস হয়। নিত্য-সমাস বাক্য উল্লেখ না করিয়া ইদং শব্দের উল্লেখ করিতে হয়। ভোজনায় ইদং ভোজনার্থং, ইহাও নিত্যসমাস।

প্রাচীনগণ উক্ত ৬ প্রকার সমাস স্বীকার করেন না, তাঁহারা ৪ প্রকার সমাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব; কিন্তু ৪ প্রকার সমাসে সকল স্থলে সমাসসিদ্ধ না হওয়ায় এই চারি প্রকার সমাসের অতিরিক্ত যে সমস্ত সমাস তাহাদিগকে 'সহ সুপা' এই সূত্র দ্বারা সমাস বিধান করিয়াছেন। ইহাদের মতে পূর্ব্বপদার্থপ্রধানের নাম অব্যয়ীভাব অর্থাৎ দুইটী পদে সমাস হয়, এই দুই পদের মধ্যে পূর্ব্ব যে পদার্থ তাহারই প্রাধান্য হইবে, পর পদ অপ্রধান থাকিবে। যে সমাস উত্তরপদ প্রধান তাহাকে তৎপুরুষ, যে সমাসে অন্যপদ প্রধান তাহাকে বহুব্রীহি, এবং যে সমাসে উভয়পদ প্রধান তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস কহে।

উক্ত সমাস-স্থলে উহা যথার্থ রূপে হইলেও কোন কোন স্থলে ইহার ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য সিদ্ধান্তকৌমুদী ও তৎপরবর্ত্তী ব্যাকরণসমূহে ৬টী প্রধান সমাস স্বীকৃত হইয়াছে।

সমাস বাক্যবিন্যাস কালে পদকে বিশ্লেষণ করিতে হয়, ইহাদ্বারা অর্থ পরিস্ফুট হয়, এই জন্য ইহাকে বিগ্রহ বা ব্যাস-বাক্য কহে। কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সনাদি প্রত্যয়ান্ত ধাতুরূপ ভেদে বৃত্তি পাঁচ প্রকার। প্রত্যয়ান্ত ভাব দ্বারাই হউক আর পরপদার্থান্তর্ভাব দ্বারাই হউক, পদের যে বিশিষ্ট অর্থ তাহার নাম পরার্থ। যদ্দ্বারা সেই পরার্থ বর্ণিত করা যায় তাহাকে বৃত্তি কহে; এই বৃত্ত্যর্থজ্ঞাপক বাক্যের নাম বিগ্রহ। এই বিগ্রহ দুই প্রকার, লৌকিক ও অলৌকিক। রাজ্ঞঃ পুরুষঃ এই স্থলে এইটী লৌকিক বিগ্রহ, এবং রাজ্ঞঃ, রাজন্ শব্দের ষষ্ঠীর একবচন ঙস্ বিভক্তি, পুরুষঃ প্রথমার একবচন সুপ্ বিভক্তি, ইহা অলৌকিক বিগ্রহ। সকল সমাসস্থলেই এইরূপ লৌকিক ও অলৌকিক এই দুই প্রকার বিগ্রহ হইয়া থাকে।

সমাসস্থলে সুপের সহিত সুপের, তিঙের সহিত সুপের, নামের সহিত সুপের, ধাতুর সহিত সুপের, তিঙের সহিত তিঙের এবং সুপের সহিত তিঙের সমাস হইয়া থাকে। ইহাদের যথাক্রমে উদাহরণ; যথা—রাজপুরুষ, পর্য্যভূষয়ং, কুম্ভকার, অজস্র, পিবতখাদতা, কৃন্তবিচক্ষণা। রাজপুরুষ স্থলে রাজ্ঞঃ পুরুষঃ, সুপের সহিত সুপের সমাস হইয়াছে, কারণ রাজ্ঞঃ ষষ্ঠীর একবচন, পুরুষঃ প্রথমার একবচন, এই দুই সুপের সহিত সমাস হইয়াছে। এইরূপ সকল পদেই জানিতে হইবে। (সিদ্ধান্তকৌ॰)

পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে সমাসের বিশেষ বিবরণ ও বিচার বিশেষ রূপে অভিহিত হইয়াছে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকার এই সকল সমাসের নামের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ ও বিচারপ্রণালী অতিশয় পাণ্ডিত্যসহকারে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় তৎসমুদায় আলোচনা দুর্ব্বোধ্য হইবে, বিবেচনায় তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

সমাসক্ত (ত্রি) সম্-আ-সন্জ্-ক্ত। ১ সংযুক্ত, সংলগ্ন। ২ অভিনিবিষ্ট। ৩ অত্যাসক্ত। ৪ লব্ধ। ৫ রাশীকৃত।

সমাসক্তি (স্ত্রী) সম্-আ-সন্জ্-ক্তিন্। সম্যক্ প্রকারে আসক্তি।

সমাসাঙ্গ (পুং) সম্-আ-সন্জ্-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে আসঙ্গ। মেলন, সংযোগ।

সমাসঞ্জন (ক্লী) সম্-আ-সন্জ-ল্যুট্। মেলন, সংযোগ।

সমাসত্তি (স্ত্রী) সম্-আ-সদ ক্তিন্। সন্নিকর্ষ, নিকট। (পা ৩।৪।৫০)

সমাসন (ক্লী) সমান আসন, একাসন।

সমাসন্ন (ত্রি) সম্-আ-সদ-ক্ত। নিকটস্থ।

"অথ বেলাসমাসন্নশৈলরন্ধ্রানুনাদিনা।" (রঘু ১০।৩৫)

সমাসপুর, প্রাচীন ভোজরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। (ভবিষ্যব্রখ° ৩।৩৮-৪৪)

সমাসভাবনা (স্ত্রী) বীজগণিতোক্ত অঙ্কপ্রক্রিয়াভেদ। বিভিন্ন গুণফলের যোগফল নিরাকরণ। সিদ্ধান্তশিরোমণি মতে দুইটী বৃত্তাংশের শরসমষ্টি (sine of the sum of two arcs) অবধারণ প্রণালীবিশেষ।

সমাসবৎ (পুং) সমাস: সংক্ষেপঃ অস্ত্যস্যেতি মতুপ্ মস্য ব। ১ তুন্নবৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ সমাসবিশিষ্ট, সমাসযুক্ত। সংক্ষিপ্ত।

সমাসাদিত (ত্রি) সম্-আ সদ্ ণিচ্-ক্ত। ১ প্রাপ্ত, লব্ধ। ২ আহৃত। ৩ সমানীত। ৪ উদ্ধৃত। ৫ আক্রান্ত।

সমাসাদ্য (ত্রি) সম্ আ-সদ-ণ্যৎ। প্রাপ্য। সমাসাদনযোগ্য।

সমাসান্ত (পুং) সমাস হইবার পর প্রত্যয় বিশেষ। ব্যাকরণে সমাসান্ত একটী প্রকরণ আছে, সমাস হইবার পর এই প্রত্যয় হয়। যেমন মহারাজ, মহান্ রাজা, এই দুইপদে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া মহারাজন্ এই শব্দ হইল, 'রাজাহসখিভ্যষ্টচ্' এই সূত্রানুসারে টচ্ সমাসান্ত, ন'র লোপ; এইরূপে মহারাজ পদ হইয়াছে। সমাসের পর টচ্ প্রত্যয়, ইহা সমাসান্ত প্রত্যয়। এইরূপ সমাস-বিধানের পর যে প্রত্যয় তাহাকেই সমাসান্ত কহে। ব্যাকরণে ইহার বিশেষ বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

সমাসার্থা (স্ত্রী) সমাসেন সংক্ষেপেণ অর্থো যস্যাঃ। সমস্যা। শ্লোকের এক, দুই বা তিন পাদ দ্বারা পূরণ।

সমাসার্দ্ধ (ত্রি) অর্দ্ধমাসবিশিষ্ট। পক্ষব্যাপী। স্ত্রিয়াং টাপ্।

সমাসেচন (ক্লী) সম্যক্‌রূপে অভিষেক।

সমাসোক্ত (পুং) সমাসেন উক্তঃ। সমাস দ্বারা উক্ত, সংক্ষেপরূপে কথিত।

সমাসোক্তি (স্ত্রী) অর্থালঙ্কারভেদ। লক্ষণ—

"সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।
ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ।" (সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

সমান কার্য্য, সমানলিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা যে স্থলে প্রস্তুত অর্থাৎ প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ে অন্যের ব্যবহার সমারোপ হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"ব্যাধূয় যদ্বসনমম্বুজলোচনায়া
বক্ষোজয়োঃ কনককুম্ভবিলাসভাজোঃ।
আলিঙ্গসি প্রসভমঙ্গমশেষমস্যা ধন্যস্ত্বমেব মলয়াচলগন্ধবাহঃ॥"
অত্র গন্ধবাহে হঠকামুকব্যবহারসমারোপঃ।"(সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

বায়ু তুমি কোন অম্বুজলোচনা কামিনীর কনককুম্ভবিলাসভাজী স্তনদ্বয়ের বসন অপনয়ন করিয়া ঝটিতি ইহার সমস্ত অঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছ, অতএব হে মলয়াচল গন্ধবাহ! একমাত্র তুমিই ধন্য। এই স্থলে মলয়াচল গন্ধবাহকে হঠকামুকত্ব-ব্যবহারের সমারোপ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল। এই স্থলে নায়িকার স্তনবসনাক্ষেপপূর্ব্বক আলিঙ্গনই কার্য্য। প্রকৃত বায়ুর অপ্রকৃত নায়কের সমারোপ হইয়াছে। যে স্থলে এইরূপ কার্য্য, লিঙ্গ ও বিশেষণাদি দ্বারা ব্যবহারসমারোপ হইবে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

"ব্যবহারোঽত্র বা তত্ত্বং নৌপম্যে যৎ প্রতীয়তে।
তন্নৌপম্যং সমাসোক্তিরেকদেশোপমা স্ফুটা॥"(সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

যে স্থলে ঔপম্যগর্ভ (অন্তর্ভুত উপমা) বিশেষণসাম্য হয়, সেইস্থলে অপ্রস্তুতের ব্যবহারস্বরূপ বা সধর্ম্ম হইয়া থাকে, সুতরাং সেইস্থলে ব্যবহারসমারোপ হইলেও সমাসোক্তি হইবে না।

এই সমাসোক্তি চারিপ্রকার। যে স্থলে বিশেষণসাম্য হয়, সেই স্থলে শ্লিষ্ট বিশেষণ দ্বারা উত্থাপিত ও সাধারণ বিশেষণ দ্বারা উত্থাপিত দুই প্রকার এবং কার্য্য ও লিঙ্গসাম্যেও দুই প্রকার। এই সকল স্থলেই ব্যবহারের সমারোপই এই অলঙ্কারের একমাত্র কারণ জানিতে হইবে। কোন স্থলে লৌকিক বস্তুতে লৌকিক বস্তুর ব্যবহারসমারোপ বা শাস্ত্রীয় বস্তুর সহিত শাস্ত্রীয় বস্তুর ব্যবহারসমারোপ, অথবা শাস্ত্রীয় বস্তুতে লৌকিক বস্তু এবং লৌকিক বস্তুতে শাস্ত্রীয় বস্তুর এই চারি প্রকার ব্যবহারসমারোপ হয়। পূর্ব্বে যে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ঐস্থলে লৌকিক বস্তুতে লৌকিক হঠকামুকের ব্যবহারের সমারোপ হইয়াছে। এইরূপ সকল স্থলেই জানিতে হইবে।

"বিশেষণসাম্যে শ্লিষ্টবিশেষণোত্থাপিতা সাধারণবিশেষণো-

খ্যাপিতা চেতি দ্বিধা। কার্য্যলিঙ্গয়োস্তদ্ব্যস্তেঽপি চ দ্বিবিধেতি চতুঃপ্রকারা সমাসোক্তিঃ। সর্ব্বত্রৈবাত্র ব্যবহারসমারোপঃ কারণং। স চ ক্বচল্লৌকিকে বস্তুনি লৌকিকবস্তুব্যবহার-সমারোপঃ। লৌকিকে বা শাস্ত্রীয়বস্তুব্যবহারসমারোপঃ, শাস্ত্রীয়ে বা লৌকিকবস্তুব্যবহারসমারোপঃ ইতি চতুর্দ্ধা।" (সাহিত্যদ° ১০।৭০ বৃত্তি)

সমাহত (ত্রি) সম্-আ-হন-ক্ত। আহত, তাড়িত।

সমাহর (ত্রি) সম্যক্‌রূপে আহরণশীল।

সমাহরণ (ক্লী) সং-আ-হৃ-ল্যুট্। সমাহার।

সমাহর্ত্তৃ (ত্রি) সম্-আ-হৃ-তৃণ্। ১ সমাহরণকারী, মিলনকারী। ২ সংক্ষেপকারী।

সমাহার (পুং) সম্-আ-হৃ-ঘঞ্। ১ সমুচ্চয়। ২ মিলন। ৩ সংগ্রহ। ৪ সংক্ষেপ। ৫ সমূহ। ৬ বহু বস্তুর একত্র করণ। ৭ সমাসবিশেষ, দ্বন্দ্ব ও দ্বিগু সমাসবিশেষ, সমাহারদ্বন্দ্ব ও সমাহারদ্বিগু। [সমাস দেখ।]

সমাহারবর্ণ (পুং) সংক্ষেপ বর্ণ।

সমাহার্য্য (ত্রি) সম্-আ-হৃ-ণ্যৎ। ১ সমাহারযোগ্য। সমাহারের উপযুক্ত। ২ সংক্ষেপযোগ্য। ৩ মিলনার্হ।

সমাহিত (ত্রি) সম্-আ-ধা-ক্ত। সমাধিস্থ, সমাধিস্থিত; যাহারা চিত্ত সমাধান করিয়াছেন। ২ কৃতসিদ্ধান্ত, মীমাংসিত। ৩ অঙ্গীকৃত। ৪ অভ্রান্তচিত্ত। ৫ অবহিত, একাগ্রচিত্ত। ৬ নিষ্পাদিত। ৭ আচিত। ৮ স্থাপিত। ৯ নির্ব্বিবাদীকৃত। ১০ প্রতিজ্ঞাত। ১১ সমাধিক্ষেত্রে নিহিত। ১২ অবিচলিত, দৃঢ়। ১৩ নিষ্পন্ন। (ধরণি) (পুং) ১৪ শুচি।

সমাহিতিকা (স্ত্রী) মালবিকাগ্নি মিত্রবর্ণিতপুরনারীভেদ।

সমাহুত (ত্রি) সম্-আ-হু-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে আহবনীকৃত। ২ সংগৃহীত। ৩ একত্রীকৃত। ৪ সংক্ষেপরূপে প্রতিপাদিত।

সমাহৃতি (স্ত্রী) সম্-আ-হৃ-ক্তিন্। সংগ্রহ, সংক্ষেপ।
"এককর্তৃকাণামনেককর্তৃকাণাং বা একাভিপ্রায়াণাং বাক্যানাং সমাহরণং সমাহৃতিঃ" (ভরত) এক কর্তৃক বা অনেক কর্তৃক একাভিপ্রায় বাক্যের একীকরণকে সমাহৃতি কহে।

সমাহেয় (ত্রি) মাহেয় নামক জাতিসংযুক্ত। (মার্কপু° ৫৭।৫১)

সমাহ্বয় (পুং) সমাহূয়তেঽত্রেতি সম্-আ-হ্বে পুংসীতি ঘ। বাহুলকাৎ নাত্বং। ১ দ্যূত। ২ আহ্বান, যুদ্ধে আহ্বান। ৩ পশুপক্ষিদ্যূত, প্রাণিদ্যূত, মেষ কুক্কুটাদিদ্বারা যুদ্ধ করান। ৪ সঙ্গর, যুদ্ধ।

"দ্যূতসমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবারয়েৎ।
রাজ্যান্তঃকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং॥
প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ॥
অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥
দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥"
(মনু ৯।২২১-২৪)

রাজা রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিবারণ করিবেন। এই দুইটী দোষ রাজাদিগের রাজ্যনাশক হইয়া থাকে। দ্যূত এবং সমাহ্বয় এই দুইটী প্রকাশ্য চৌর্য্য মাত্র। এই জন্য ইহা নিবারণে বিশেষ যত্নপর হওয়া আবশ্যক। অক্ষ শলাকাদি অপ্রাণিদ্বারা পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করাকে দ্যূত এবং মেষকুক্কুটাদি প্রাণীদ্বারা পণপূর্ব্বক যে ক্রীড়া করা হয়, তাহাকে সমাহ্বয় কহে। অতএব যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিজে করে বা অপর দ্বারা করায়, রাজা উহাদিগের সকলেরই অপরাধানুসারে হস্তচ্ছেদাদি প্রাণবধ পর্য্যন্ত দণ্ডবিধান করিবেন। দ্যূত ও সমাহ্বয়-কর্ত্তা, নটবৃত্তিজীবী, ক্রূরচেষ্ট চৌরাদি, ও কিতব প্রভৃতিকে রাজা পুরমধ্যে বাস করিতে দিবেন না। কারণ এই সকল প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্য মধ্যে বাস করিলে নানাপ্রকার বঞ্চনাদি অধর্ম্মদ্বারা ভদ্র প্রজাগণ পীড়িত হইয়া থাকেন। এইজন্য ইহাদিগকে দূরে নির্ব্বাসন করা বিধেয়।

সমাহ্বা (স্ত্রী) সম্যক্ আহ্বা যস্যাঃ। গোজিহ্বা, চলিত গজিয়া শাক। (শব্দচ°)

সমাহ্বাতৃ (ত্রি) সম্-আ-হ্বে-তৃচ্। ১ সমাহ্বানকারী। ২ দ্যূতের জন্য আহ্বানকারী।

সমাহ্বান (ক্লী) সম্-আ-হ্বে-ল্যুট্। ১ সম্যক্‌প্রকারে আহ্বান। ২ দ্যূতের জন্য আহ্বান।

সমিক (ক্লী) শেল, অস্ত্রবিশেষ, চলিত বর্শা, খোচ্।

সমিৎ (স্ত্রী) সমীয়তেঽত্রেতি সম্-ইণ্-ক্বিপ্। যুদ্ধ। (অমর)

সমিত (ত্রি) সমাক্‌প্রাপ্ত।

সমিতা (স্ত্রী) সম্যক্ প্রকারেণ ইতা প্রাপ্তা। গোধূম-চূর্ণ, চলিত ময়দা। ইহার লক্ষণ—
"গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতা শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতা সমিতা স্মৃতা॥"
শ্বেত গোধূম উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কুট্টিত করিবে, পরে তাহা শুষ্ক করিয়া জলের প্রোক্ষণ দিয়া যন্ত্রে পেষণপূর্ব্বক ছাকিয়া লইবে। এইরূপে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে সমিতা কহে। গুণ—গোধূমের ন্যায়। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। অনেক স্থানে ইহাই প্রধান খাদ্য।

সমিতি (স্ত্রী) সংযন্ত্যস্যামিতি সং-ইণ্-ক্তিন্। ১ সভা। ২ যুদ্ধ। ৩ সঙ্গ। ৪ সাম্য। (হেম) ৫ সন্নিপাত।

"প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে।
স্বধর্ম্মে চানুতিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা॥"(ভাগ° ১১।১৫।৮)
'সমিতিঃ সন্নিপাতঃ' (স্বামী)

সমিতিক, একটী প্রাচীন জাতি। বাইবেল গ্রন্থে ইহারা সেমের বংশধর বলিয়া Semites নামে কথিত। কাহারও মতে সমিতিকাস্ নামক ফিনিকরাজ হইতে এই জাতির নামকরণ হইয়াছে। এক সময়ে পারস্ত হইতে সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় এই জাতির বাস ছিল। কালে উহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সমিতিঙ্গম (পুং) সভাসমিতিতে গমনকারী।

সমিতিঞ্জয় (ত্রি) সমিতিং জয়তি জি-খশ্ মুমাগমঃ। ১ যুদ্ধজেতা। ২ সভাজয়কারী। (পুং) ৩ যম। ৪ বিষ্ণু। ৫ ভারতবর্ণিত যোদ্ধৃভেদ। (সভাপর্ব্ব)

সমিৎকলাপ (পুং) সমিধ্ কাষ্ঠের তাড়া বা বোঝা।

সমিত্ব (ক্লী) সমিধের ধর্ম্মবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।১।৩।৮)

সমিৎপাণি (ত্রি) সমিৎপাণৌ যস্য। সমিদ্ধস্ত, যাহার হস্তে সমিধ্ আছে।

সমিথ (পুং) সমেতীতি সম্ ইণ্ (সমীণঃ। উণ্ ২।১১) ইতি থক্। ১ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ২ যুদ্ধ। (ঋক্ ৪।২০।৮) যুদ্ধার্থে এই শব্দ কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গেও প্রয়োগ আছে।
"স ইন্দ্রহানি সমিথানি মজ্জনা।" (ঋক্ ১।৫৫।৫)
৩ আহুতি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

সমিথুন (ত্রি) মিথুনেন সহ বর্ত্তমানঃ। মিথুনের সহিত বর্ত্তমান, মিথুনযুক্ত।

সমিদ্ধ (ত্রি) সম্ ইন্ধ-ক্ত। প্রদীপ্ত, প্রজ্বলিত। হোম করিবার সময় প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিতে হয়। অসমিদ্ধ অগ্নিতে হোম করিলে পীড়িত ও দরিদ্র হয়।
"যোঽনর্চ্চিষি জুহোত্যগ্নৌ ব্যঙ্গারিণি চ মানবঃ।
মন্দাগ্নিরাময়াবী চ দরিদ্রশ্চ স জায়তে।
তস্মাৎ সমিদ্ধে হোতব্যং নাসমিদ্ধে কদাচন॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

সমিন্ধন (ক্লী) সম্ ইন্ধ-ল্যুট্। ১ অগ্নিপ্রজ্বলনার্থ কাষ্ঠাদি। ২ উদ্দীপন।

সমিদ্ধবৎ (ত্রি) সমিদ্ধ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সমিদ্ধবিশিষ্ট। সমিদ্ধ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।১।১১)

সমিদ্ধাগ্নি (ত্রি) সমিদ্ধঃ অগ্নির্যস্য। প্রদীপ্ত অগ্নিবিশিষ্ট।(ঋক্৫।৩৭।২)

সমিদ্ধার (ত্রি) সমিধ্ আহরণে নিযুক্ত। সমিধ্সংগ্রহকারী।

সমিদ্ধার্থক (পুং) মুদ্রারাক্ষসবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

সমিদ্ভার (পুং) সমিধাং ভারঃ। সমিধের ভার।

সমিদ্বৎ (ত্রি) সমিধ্-মতুপ্, মস্য ব। সমিধ্বিশিষ্ট, সমিধ্যুক্ত।

সমিধ্ (স্ত্রী) সমীধ্যতে হনয়েতি ইন্ধ-ক্বিপ্। অগ্নিসন্দীপনার্থ তৃণকাষ্ঠাদি,অগ্নি জ্বালিবার জন্য তৃণ বা কাষ্ঠ। পর্য্যায় ইন্ধন, এধ, ইধ্ম, সমিন্ধন। (শব্দরত্না°) অর্ক, পলাশ, যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতির সাগ্রপত্রকে সমিধ্ কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সমিধ্ দ্বারা হোম করিতে হয়। হোমীয় সমিদের লক্ষণ ও শুভাশুভের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে,
"প্রাদেশমাত্রাঃ সশিখাঃ সবল্কাশ্চ পলাসিনী।
সমিধঃ কল্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বদা॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

অগ্রভাগ, বল্কল ও পত্রের সহিত যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতির শাখাকে প্রাদেশ পরিমাণে সমিধ্ কল্পনা করিবে। সমিধ্গ্রহণকালে যদি উহার অগ্র ভঙ্গ, ত্বক্ ছিন্ন এবং পত্রচ্যুত হয় তাহা হইলে তাহা সমিধ্ পদবাচ্য হইবে না। 'সমিধেজুহুয়াৎ' সমিধ দ্বারা হোম করিবে। এই বিধানানুসারে লক্ষণাক্রান্ত সমিধ্ বাছিয়া লইবে, পরে তাহা দ্বারা হোম করিতে হয়।

এই সমিধ্ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল হইবে, এবং ইহার ত্বক্ যেন মুক্ত কীটযুক্ত ও পাটিত না হয়, ইহা প্রাদেশ পরিমাণ হইবে। নিবীর্য্য অর্থাৎ শুষ্ক হইয়া যাইলে তাহাকে সমিধ্ কার্য্যে ব্যবহার করিবে না।

বিশীর্ণ, বিদল, হ্রস্ব, বক্র, স্থূল ও দ্বিধাকৃত, কৃমিদষ্ট ও দীর্ঘ এই সকল গুণযুক্ত সমিধ্ নিষিদ্ধ, ইহা দ্বারা হোম করিবে না। নিন্দিত সমিধ্ দ্বারা হোম করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে। সমিধ্ বিশীর্ণ হইলে আয়ুঃক্ষয়, বিদল হইলে পুত্রনাশ, হ্রস্ব হইলে পত্নীনাশ, বক্র হইলে বন্ধুনাশ, কৃমিদষ্ট হইলে রোগ, দ্বিধা হইলে বিদ্বেষ, দীর্ঘ হইলে পশুনাশ এবং স্থূল হইলে অর্থনাশ হইয়া থাকে।

অতএব গুণযুক্ত সমিধ্ দ্বারা হোম করিতে হইবে। উক্ত দোষাক্রান্ত সমিধ্ হোমকার্য্যে কদাচ ব্যবহার করিবে না। নবগ্রহ হোমস্থলে নবগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন সমিধ্ অভিহিত হইয়াছে। রবিগ্রহ হোমে অর্ক সমিধ্, চন্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির, বুধের অপামার্গ, বৃহস্পতির পিপ্পল, শুক্রের উডুম্বর, শনির শমী, রাহুর দূর্ব্বা এবং কেতুগ্রহের জন্য কুশ এই ৯ প্রকার সমিধ্; এই ৯ প্রকার সমিধ্ দ্বারা নবগ্রহের হোম করিতে হয়।

উপনয়নাদি সংস্কারকার্য্যে যজ্ঞডুম্বুর সমিধ্ দ্বারাই হোম করিবে। তান্ত্রিক হোমস্থলে প্রায়ই বিল্বপত্রদ্বারা হোম হইয়া থাকে।

সমিধ (পুং) সমিধ্যতে ইতি সং-ইন্ধ-ক। অগ্নি। (ত্রিকা°)

সমির (পুং) সমীর, বায়ু। (হেম)

সমিশ্র (ত্রি) একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান।
"গুণানামসমিশ্রানাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ।" (ভাগ° ১১।২৫।১)

সমিষ্ (স্ত্রী) ১ প্রক্ষেপণশীল অস্ত্রযুক্ত। ২ ইন্দ্র। (বালখিল্য ২।২)

সমিষ্টযজুস্ (ক্লী) যজ্ঞ সম্পাদনার্থক মন্ত্র। (শুক্লযজুঃ ১৯।২৯)

সমিষ্টি (স্ত্রী) যজ্ঞসম্পাদন।

সমীক (ক্লী) সম্-অণীকাদয়শ্চেতি ঈক। যুদ্ধ, সংগ্রাম। (অমর)

সমীকরণ (ক্লী) সম কৃ-চ্বি-ল্যুট্। গণিত মতে অজ্ঞাত সংখ্যাজ্ঞানার্থ প্রক্রিয়া বিশেষ। কোন ব্যক্ত রাশি অবলম্বন করিয়া তত্তুল্য কোন অব্যক্ত রাশির পরিমাণ নির্ণয় করণ। (Equation) ২ এক জাতীয় করণ, তুল্যকরণ, সদৃশীকরণ। ৩ গোষ্ঠীপতিদিগের যত্নে ও আগ্রহে সময় হইতে সময়ান্তরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমপর্য্যায়ের কুলীনদিগের যে একত্র সমাবেশ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা সমীকরণ পদবাচ্য।

সমীকার (পুং) সম কৃ-চ্বি-ঘঞ্। সমানীকার, অসমানের সমান করণ, তুল্যকরণ। একীকার।

সমীকৃত (ত্রি) একীকৃত, সমানীকৃত।

সমীকৃতি (স্ত্রী) সমান করণ।

সমীক্রিয়া (স্ত্রী) বীজগণিতোক্ত অঙ্ক প্রক্রিয়াবিশেষ। কোন ব্যক্তি রাশিদ্বারা তত্তুল্য অব্যক্ত রাশির অবধারণ (Equation)।

সমীক্ষ (ক্লী) সম্যগীক্ষ্যতেঽনেনেতি সম্-ঈক্ষ-ঘঞ্। ১ সাংখ্য শাস্ত্র, এই শাস্ত্র দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্যক্ ঈক্ষণ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে দর্শন হয়, এই জন্য ইহার নাম সমীক্ষ।

"ফলভাজি সমীক্ষোক্তে বুদ্ধের্ভোগত্বায়নি।" (মাঘ ২ স°)

২ সম্যক্ দর্শন। ভাবে ঘঞ্। ৩ দৃষ্টি, দর্শন। ৪ যত্ন। ৫ অন্বেষণ। ৬ বিবেচনা। ৭ সম্যক্‌জ্ঞান।

সমীক্ষণ (ক্লী) সম্-ঈক্ষ-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রকারে দর্শন, উত্তমরূপে দর্শন, প্রেক্ষণ। ২ অন্বেষণ, অনুসন্ধান। ৩ আলোচনা। (ত্রি) ৪ প্রকাশক।

"ত্বমর্ক দৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণো
বৃতো গুরুর্নঃ স্বগতিং বুভুৎসতাং।" (ভাগবত ৮।২৪।২০)

সমীক্ষা (স্ত্রী) সম্-ঈক্ষ-গুরোশ্চেত্যঃ, টাপ্। তত্ত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, প্রকৃতি। ২ বুদ্ধ। ৩ নিভালন। (মেদিনী) ৪ মীমাংসাশাস্ত্র। ৫ যত্ন। (শব্দরত্না°) ৬ আত্মবিদ্যা। (স্বামী) ৭ সম্যক্ দর্শন। (ভাগবত ১১।২৮।৩৪)

সমীক্ষিত (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-ক্ত। ১ আলোচিত। ২ অন্বেষিত। ৩ সম্যক্‌প্রকারে দৃষ্ট, উত্তমরূপে দৃষ্ট।

সমীক্ষিতব্য (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-তব্য। সম্যক্ প্রকারে ঈক্ষণযোগ্য, সমীক্ষণের উপযুক্ত।

সমীক্ষ্য (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-যৎ। সমীক্ষণযোগ্য। সমীক্ষণার্হ।

সমীক্ষ্যকারিন্ (ত্রি) সমীক্ষ্য-কৃ-ণিনি। যিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যকারী।

সমীক্ষ্যবাদিন্ (ত্রি) সমীক্ষ্য-বদ-ণিনি। যিনি পূর্ব্বাপর সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বাক্য বলেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক যিনি বাক্য প্রয়োগ করেন।

সমীচ (পুং) সংযস্তি নদ্যো যস্মিন্নিতি সং-ইণ (সমীণঃ। উণ্ ৪।২২) ইতি চট্ দীর্ঘশ্চ। সমুদ্র। (উজ্জ্বল)

সমীচক (পুং) মৈথুন।

সমীচী (স্ত্রী) সংযাতীতি সং ইণ্-চট্ দীর্ঘ ঙীপ্। ১ মৃগী। ২ বন্দনা, স্তুতি। (ত্রিকা°)

সমীচীন (ক্লী) সমাগেব সম্যক্ (বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং। পা ৫।৪।৮) ইতি খ। ১ যথার্থ। পর্য্যায় সত্য, সম্যক্, ঋত, তথ্য, যথাতথ, যথাস্থিত, সদ্ভূত। (হেম) (ত্রি) ২ ন্যায্য।

"সমীচীনং বচো ব্রহ্মন্ সর্ব্বজ্ঞস্য তবানঘ।" (ভাগব° ২।৪।৫)

সমীচীনতা (স্ত্রী) সমীচীনস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। সমীচীনত্ব, সমীচীনের ভাব বা ধর্ম্ম।

সমীদ (পুং) গোধূমচূর্ণ, সমিতা, চলিত ময়দা।

সমীন (ত্রি) সমামধীষ্টো ভৃতো ভূতো ভাবী বা সমা (সময়াঃ খঃ। পা ৫।১।৮৫) ইতি খ। বৎসরসম্বন্ধী, বাৎসরিক। ২ মীনের সহিত বর্ত্তমান, মৎস্যবিশিষ্ট।

সমীনিকা (স্ত্রী) প্রতিবর্ষপ্রসূতা গাভী, যে গাভী প্রতিবর্ষে প্রসব করে, বছর-বিয়ানী গোরু।

সমীপ (ত্রি) সঙ্গতা আপো যত্র (ঋক্ পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি অ, (দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ। পা ৬।৩।৯৭) ইতি ঈৎ। নিকট, অন্তিক, সন্নিহিত। (অমর) এই শব্দ কেবল ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

সমীপকাল (পুং) সমীপঃ কালঃ। নিকট সময়, সমীপদেশ

সমীপগ (ত্রি) সমীপং গচ্ছতি গম-ড। সমীপগামী, যিনি নিকটে গমন করিয়াছেন।

সমীপগমন (ক্লী) সমীপ-গম-ল্যুট্। নিকট গমন।

সমীপজ (ত্রি) সমীপ-জন-ড। সমীপজাত, নিকটে জাত।

সমীপতা (স্ত্রী) সমীপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সমীপত্ব, সমীপের ভাব বা ধর্ম্ম, সামীপ্য, নৈকট্য।

সমীপনয়ন (ক্লী) সমীপ-নী-ল্যুট্। নিকটে আনয়ন, নিকটে লইয়া আসা।

সমীপবর্ত্তিন্ (ত্রি) সমীপং বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। নিকটগামী, সমীপগামী।

সমীপস্থ (ত্রি) সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। সমীপস্থিত, নিকটস্থিত।

সমীয় (ত্রি) সম (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। সমসম্বন্ধী, তুল্যকারণক।

সমীর (পুং) সম্যগীর্ত্তে গচ্ছতীতি সং-ঈর গতৌ ক। বায়ু। (অমর) ২ শমীবৃক্ষ। (রাজনি°)

সমীরণ (পুং) সমীরয়তীতি সম্-ঈর-ল্যু। ১ বায়ু। ২ মরুবক বৃক্ষ, চলিত গন্ধতুলসী। (অমর) ৩ পথিক। (মেদিনী) (ক্লী) সং ঈর-ল্যুট্। ৪ প্রেরণ। (ত্রি) ৫ প্রেরক। (হরিবংশ ১০২।২০)

সমীরিত (ত্রি) সম-ঈর্ প্রেরণে-ক্ত। ১ সম্যক্‌রূপে প্রেরিত। ২ উচ্চারিত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ প্রেরণ।

সমীমন্তী (স্ত্রী) বিষ্টুতিভেদ। (লাট্যা° ৬।২।২২)

সমীহন (ক্লী) সম্-ঈহ ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে ঈহন, সম্যক্ প্রকারে চেষ্টা। (পুং) ২ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

সমীহা (স্ত্রী) সম্-ঈহ-অচ্-টাপ্। ১ সম্যক্ ইচ্ছা। ২ উদ্যোগ, চেষ্টা। ৩ সন্ধান।

সমীহিত (ত্রি) সম্-ঈহ-ক্ত। ১ সম্যক্ চেষ্টিত। ২ অভীষ্ট ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ চেষ্টা, ৪ ইচ্ছা।

সমুক্ষণ (ক্লী) সম্যক্ প্রকারে সিঞ্চন। সম্মুক্ষণ। (মালতীমাধব)

সমুখ (ত্রি) মুখেন সহ বর্ত্তমানঃ। বাগ্মী, বাবদূক, যাহারা উত্তমরূপে বলিতে পারেন। (হেম)

সমুচিত (ত্রি) সম্যগুচিত, উপযুক্ত, যোগ্য, সমঞ্জস।

"তদেতৎ কষ্টতরং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ।" (তন্ত্রসার)

সমুচ্চয় (পুং) সম্-উৎ-চি-অচ্। ১ সমাহার, মিলন। ২ সমূহ, রাশি।

'রাশৌ দ্বয়োর্বহূনাঞ্চ সমাহারঃ সমুচ্চয়ঃ।' (শব্দরত্না°)

দুই বা বহুর রাশিতে মিলনকে সমুচ্চয় কহে। অনেক পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয়। ৩ অর্থালঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

সমুচ্চয়োঽয়মেকস্মিন্ সতি কার্য্যস্য সাধকে।

খলে কপোতিকা ন্যায়াত্তৎকরঃ স্যাৎ পরোঽপি চেৎ।

গুণৌ ক্রিয়ে বা যুগপৎ স্যাতাং যদ্বা গুণক্রিয়ে॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৭৩৯)

কার্য্যের সাধক একটী হইলে খলে কপোতিকন্যায়ে যদি অপরেও তৎকর অর্থাৎ সেই কার্য্যের সাধক হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইবে। বৃদ্ধ, যুবা, শিশু কপোত সকল যেমন এককালে খলে (জালে) পতিত হয়, তেমনি সকল পদার্থ এককালে পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট হইলে তাহাকে কপোতিক ন্যায় কহে। এই অলঙ্কারে কার্য্যের সাধক একটী এবং তাহাতে এককালে অনেক গুলি কার্য্যের সাধক হইবে। গুণ ও ক্রিয়াতে যদি যুগপৎ গুণ ক্রিয়ায় আপতন হয়, তাহা হইলেও এই অলঙ্কার হয়।

"শশী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা কামিনী

সরো বিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ।

প্রভুর্ধনপরায়ণঃ সততদুর্গতঃ সজ্জনো

নৃপাঙ্গনগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৭৩৯)

দিবস কালীন ধূসর চন্দ্র, বিনষ্টযৌবনা স্ত্রী, পদ্মরহিত সরোবর, সুন্দর পুরুষের অনক্ষর বদন অর্থাৎ মূর্খ সুন্দর পুরুষ, ধনপরায়ণ অর্থাৎ ধনলোভে সদসদ্বিবেকরহিত প্রভু, সতত দুর্দ্দশাগ্রস্ত সজ্জন এবং রাজাঙ্গনগত খল এই সাতটী আমার অন্তঃকরণে শল্য স্বরূপ। এই স্থলে দুঃখদায়ক হেতু এই ৭টী অন্তঃকরণের শল্যতুল্য। রাত্রিকালে চন্দ্র শোভন এবং দিবসে অশোভন, স্ত্রীদিগের যৌবন শোভন, বিনষ্টযৌবন অশোভন, বিদ্বান্ সুন্দর পুরুষ শোভন, অবিদ্বান্ অশোভন ইত্যাদি রূপ সাধকের এক কালীন বর্ণন হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল। এই স্থলে খলে কপোতবৎ সকল কারণের সাহিত্যরূপে অবতারণ হইয়াছে। সুতরাং এই অলঙ্কার হইল। যেখানে কারণ সকল মিলিত হইয়া কার্য্য বিশেষ উৎপাদন করে, সেই খানেই সমুচ্চয় হয়। এই স্থলেও কারণ সকল মিলিত হইয়া আমার হৃদয়ে শল্য স্বরূপ এই কার্য্য জন্মাইয়াছে। সুতরাং এই অলঙ্কার হইল।

সমুচ্চরৎ (ত্রি) সম্-উৎ-চর-শতৃ। ১ উৎপতনশীল। ২ উচ্চারক।

সমুচ্চারণ (ক্লী) সম্যক্ রূপে উচ্চারণ।

সমুচ্চিত (ত্রি) সম-উৎ-চি-ক্ত। ১ রাশীকৃত। ২ সংগৃহীত। সমুচ্চয়যুক্ত।

সমুচ্চিচীর্ষা (স্ত্রী) একত্র উৎসর্গেচ্ছা বা অর্পণেচ্ছা।

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

সমুচ্চিত (ত্রি) সম্-উৎ চি-ক্ত। একত্র, মিলিত।

সমুচ্ছলিত (ত্রি) সম-উৎ-শল-ক্ত। ১ সমন্তাৎ বিস্তীর্ণ, চারিদিকে ছড়ান। ২ সম্যক্‌রূপে উথলিয়া পড়া।

সমুচ্ছিত্তি (স্ত্রী) ধ্বংস, বিনাশ। (দিব্যাবদান)

সমুচ্ছেদ (পুং) সম্-উৎ-ছিদ-ঘঞ্। বিনাশ, ধ্বংস, উন্মূলন।

সমুচ্ছেদন (ক্লী) সম্-উৎ-ছিদ-ল্যুট্। সমুচ্ছেদ শব্দার্থ।

সমুচ্ছ্রয় (পুং) সম্-উৎ-শ্রি-অচ্। ১ বিরোধ। ২ উৎসেধ। উচ্চতা, অত্যুন্নতি, বৃদ্ধি।

সমুচ্ছ্রায় (পুং) সম্-উৎ-শ্রি-ঘঞ্। সমুচ্ছ্রয় শব্দার্থ।

সমুচ্ছ্রিত (ত্রি) সম্-উৎ-শ্রি ক্ত। উচ্চ, উন্নত, বর্দ্ধিত।

সমুচ্ছ্রিতি (স্ত্রী) সম্-উৎ-শ্রি-ক্তিন্। সমুচ্ছ্রয়।

সমুচ্ছ্বসিত (ত্রি) সম্-উৎ-শ্বস-ক্ত। পুনরুজ্জীবিত, উচ্ছ্বাসযুক্ত।

সমুচ্ছ্বাস (পুং) সম্-উৎ-শ্বস-ঘঞ্। ১ নিশ্বাস প্রশ্বাস। ২ স্ফীতি ও স্ফূর্ত্তি।

সমুজ্জিহীর্ষু (ত্রি) সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুঃ, সম্-উৎ-হৃ-সন্, সন্নন্তাৎ উ। সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিতে অভিলাষী। (ভাগবত ১০।৭৫।৩৯)

সমুজ্জ্বল (ত্রি) সম্-উৎ-জ্বল-অচ্। সম্যক্ উজ্জ্বল, অতিশয় উজ্জ্বল।

সমুজ্ঝিত (ত্রি) সম্ উজ্ঝ-ক্ত। ত্যক্ত।

সমুঝা (হিন্দী) বোধগম্যকরণ।

সমুৎক (ত্রি) সম্যক্ উৎক। সম্যক্ অভিলাষী।

সমুৎকচ (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে উৎকচ।

সমুৎকণ্ঠ (ত্রি) সম্যক্‌রূপে উৎকণ্ঠান্বিত। ব্যগ্র, ব্যস্ত।

সমুৎকর্ষ (ত্রি) সম্-উৎ-কৃষ-ঘঞ্। সম্যক্ উৎকর্ষ।

সমুৎক্রম (পুং) সম্-উৎ-ক্রম্-অপ্। সম্যক্ উৎক্রম, ঊর্দ্ধগমন।

সমুৎকীর্ণ (ত্রি) সম্-উৎ-কৄ-ক্ত। ১ স্ফোদিত, বিদ্ধ। ২ বিদীর্ণ, ভগ্ন।

"মনৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" (রঘু ১স°)

সমুৎক্রোশ (পুং) সমুৎক্রোশতীতি সম্-উৎ-ক্রুশ-অচ্। ১ কুরর পক্ষী। (শব্দরত্না°) ভাবে-ঘঞ্। উচ্চশব্দ। উচ্চৈঃশব্দ।

সমুৎক্ষেপ (পুং) সম্যক্‌রূপে তুলিয়া ফেলা।

সমুৎক্ষেপণ (ক্লী) সমুৎক্ষেপ দেখ।

সমুত্তর (ক্লী) সম্যগুত্তরং। সম্যক্ উত্তর।

সমুত্তান (ত্রি) উত্তান, সম্যক্ উত্তান।

সমুত্তার (পুং) সম্-উৎ-তৄ-ঘঞ্। সম্যক্ পার, সম্যক্‌রূপে উত্তরণ।

সমুত্থ (ত্রি) সমুত্তিষ্ঠতীতি সম্-উৎ-স্থা-ক। সমুদ্ভব, উৎপন্ন, জাত।

"দশকাম সমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৭।৪৫)

২ উদিত, উত্থিত, উঠা।

সমুত্থান (ক্লী) সম্-উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ আরম্ভ, সমুদযোগ। ২ উত্থান, উঠা। ৩ উদয়, উৎপত্তি। ৪ উত্তোলন। ৫ ব্যাধি-নির্ণয়। ৬ রোগশান্তি, রোগমুক্তি।

সমুত্থাপ্য (ত্রি) সম-উৎ-স্থা-ণিচ্-যৎ। সমুৎথাপনের যোগ্য, সমুত্থান করাইবার উপযুক্ত।

সমুত্থিত (ত্রি) সম্-উৎ-স্থা-ক্ত। সম্যক্‌রূপে উত্থিত।

"সমুত্থিতস্তু শ্রবণাদ্যপাদে।" (তিথিতত্ত্ব)

সমুত্থেয় (ত্রি) সম্-উৎ-স্থা-য। সমুত্থানের উপযুক্ত, সমুত্থানার্হ।

সমুৎপতন (ক্লী) সম্-উৎ-পত-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে উৎপতন, উড্ডয়ন।

সমুৎপত্তি (স্ত্রী) সম্-উৎ-পদ্-ক্তিন্। সম্যক্ বিকাশ, সম্যক্‌রূপ উৎপত্তি।

সমুৎপন্ন (ত্রি) সম্-উৎ-পদ-ক্ত। সমুদ্ভূত। সম্যক্ উৎপন্ন, জাত। ১ উদ্গত, ঘটিত, প্রবৃত্ত।

সমুৎপাত (ত্রি) সম্-উৎ-পত-ঘঞ্। উৎপাত, উপদ্রব।

সমুৎপাদ (পুং) সম্যক্ উৎপত্তি।

সমুৎপাদ্য (ত্রি) সম্ উৎ-পদ-ণ্যৎ। সমুৎপাদনযোগ্য, উৎপাদনে উপযুক্ত।

সমুৎপাটন (ক্লী) সম্-উৎ-পাটি-ল্যুট্। সম্যক্ উৎপাটন, উন্মূলন।

সমুৎপাটিত (ত্রি) উন্মূলিত, যাহা উৎপাটন হইয়াছে।

সমুৎপিঞ্জ (ত্রি) সম্-উৎ-পিঞ্জি-হিংসায়াং অচ্। অত্যন্ত ব্যাকুল। অতিশয় কাতর।

'উৎপিঞ্জলসমুৎপিঞ্জ পিঞ্জলা ভৃশমাকুলে।' (হেম)

(পুং) ২ ব্যাকুল সৈন্য, যে সকল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সমুৎপীড়ন (ক্লী) সম্ উৎ-পীড় ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে উৎপীড়ন, অতিশয় পীড়ন।

সমুৎফাল (পুং) তরঙ্গায়িত ভাবে গমন। অশ্বের আস্ফালনসহ গমন। গা দোলাইয়া যাওয়া।

সমুৎসর্গ (পুং) সম্ উৎ-সৃজ্-ঘঞ্। উৎসর্গ, ত্যাগ।

"মূত্রোচ্চারসমুৎসর্গং দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।" (মনু ৪।৫০)

সমুৎসব (পুং) সম্-উৎ-সূ-অচ্। সম্যক্ উৎসব, অতিশয় উৎসব।

সমুৎসাহ (পুং) সম্-উৎ-সহ ঘঞ্। অতিশয় উৎসাহ।

সমুৎসাহতা (স্ত্রী) সমুৎসাহস্য ভাবঃ সমুৎসাহ-তল্-টাপ্। সমুৎসাহিত্ব, উৎসাহের ভাব বা ধর্ম্ম, অতিশয় উৎসাহের সহিত কার্য্য।

সমুৎসুক (ত্রি) সম্যগুৎসুকঃ। সম্যক্ উৎকণ্ঠিত। অভীষ্ট লাভের জন্য আগ্রহযুক্ত।

সমুৎসুকত্ব (ক্লী) সমুৎসুকস্য ভাবঃ ত্ব। সমুৎসুকের ভাব বা ধর্ম্ম, সমুৎসুকের সহিত কার্য্য।

সমুৎসৃষ্ট (ত্রি) সম্ উৎ-সৃজ-ক্ত। সম্যক্‌রূপে উৎসৃষ্ট, ত্যক্ত।

সমুৎসেধ (পুং) সম্-উৎ-সিধ্-ঘঞ্। উচ্চতা, উচ্ছ্রায়, সম্যক্ উৎসেধ।

সমুদ্ভূত (ত্রি) সম্-উৎ-ভূ-ক্ত। সমুৎপন্ন, জাত।

সমুদক্ত (ত্রি) সমুদচ্যতে, স্মেতি সম্-উৎ-অন্চ-ক্ত। উদ্ধৃত, কূপাদি হইতে উদ্ধৃত জলাদি। (অমর)

সমুদন্ত (ত্রি) ১ সীমান্ত উচ্চতাবিশিষ্ট। ২ সম্যক্ উদন্ত।

সমুদয় (পুং) সম্-উৎ-ইন-অচ্। ১ সমূহ, সমগ্র, সকল। ২ উত্থান, উদয়, উন্নতি। ৩ যুদ্ধ। ৪ দিবস। (শব্দর°) (ক্লী) ৫ জ্যোতিষ মতে লগ্নকে সমুদয় কহে।

"সামর্থ্যং তনু কলত্রে সমুদয়ে বিত্তং কুটুম্বং ততঃ" জ্যোতিসার)

৫ যন্নাড়ীচক্রের অন্তর্গত চতুর্থনাড়ী। এই নাড়ী জন্মনক্ষত্র হইতে অধিক অষ্টাদশ নক্ষত্ররূপ, যাহার যে নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র হইবে, সেই নক্ষত্র হইতে অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সমুদয়নাড়ী কহে।

"জন্মর্ক্ষং কর্ম্ম ততোদশমং সাংঘাতিকং ষোড়শভং।
সমুদয়মষ্টাদশভং বিনাশসংজ্ঞং ত্রয়োবিংশং॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[বিশেষ বিবরণ যন্নাড়ীচক্র শব্দ দেখ]

সমুদাগম (পুং) সম্-উৎ-আ-গম-ঘঞ্। সম্যক্‌জ্ঞান। (ত্রিকা°)

সমুদাচার (পুং) সম্-উৎ আ-চর-ঘঞ্। ১ আশয়, অভিপ্রায়। ২ শিষ্টাচার, সম্যগ্ আচার। ৩ নমস্কার, অভিবাদন। (দিব্যা°)

সমুদাচারবৎ (ত্রি) সমুদাচার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সমুদাচার-বিশিষ্ট, শিষ্টাচারযুক্ত ২ আশয়যুক্ত।

সমুদানয় (পুং) ১ সমিতি। ২ শেষ করিয়া আনা। সম্পাদন।

সমুদায় (পুং) সম্-উৎ-অয়-ঘঞ্। সমূহ, সমগ্র, সকল। ২ যুদ্ধ। ৩ পৃষ্ঠস্থায়ি বল। পশ্চাদ্‌ভাগে স্থিত সৈন্য। (অজয়) ৪ সমুচ্ছ্রয়, উদয়, উন্নতি। (মেদিনী)

সমুদাহার (পুং) কথোপকথন, বাক্যালাপ।

সমুদিত (ত্রি) সম্-বদ-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে কথিত। ২ উত্থিত। ৩ উন্নত। ৪ উৎপন্ন, জাত।

সমুদীরণ (ক্লী) সম্-উৎ-ঈর-ল্যুট্। সম্যক্ উদীরণ, সম্যক্ কথন।

সমুদীরিত (ত্রি) সম্-উৎ-ঈর-ক্ত। ১ সম্যক্ কথিত। উচ্চারিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ উদীরণ, উচ্চারণ।

সমুদীর্ণ (ত্রি) সম্যক্ উদীর্ণ। সম্যক্ কথন। (ভারত ভীষ্মপ°)

সমুদ্গ (পুং) সমুদ্গচ্ছতীতি সম্-উৎ-গম অন্যেষ্বপীতি ড। ১ সম্পুটক, চলিত কৌটা, ঠোঙ্গা ও থলী প্রভৃতি (ত্রি) মুদ্গেন সহ বর্ত্তমানঃ। মুদ্গের সহিত বর্ত্তমান, মুদ্গযুক্ত, মুদ্গবিশিষ্ট।

সমুদ্গক (পুং) সমুদ্গ এব স্বার্থে কন্। সমুদ্গচ্ছতীতি অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে ইতি ডে সমুদ্গঃ ততঃ স্বার্থে ক। সম্পুটক। (অমর) ২ ছন্দোবিশেষ।

সমুদ্গত (ত্রি) সম্-উৎ গম-ক্ত। উদিত, উৎপন্ন।

সমুদ্গীত (ত্রি) সম্-উৎ-গৈ-ক্ত। উচ্চৈর্গীত, উচ্চৈঃস্বরে গীত।

সমুদ্গার (পুং) সম্যক্ উদ্গার, অতিশয় বমন।

সমুদ্গীর্ণ (ত্রি) সম্-উৎ-গৄ-ক্ত। ১ বমিত, যাহারা বমন করিয়াছে। ২ কথিত। ৩ উত্তোলিত।

সমুদ্বাতিন্ (ত্রি) সম্যক্‌উদ্বাতযুক্ত।

সমুদ্বর্ষ (ক্লী) যুদ্ধ। পরস্পরে বিবাদ।

সমুদ্দিধীর্ষু (ত্রি) সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুঃ, সম্-উৎ-ধৃ-সন্, সনন্তাৎ উ। সম্যক্ রূপে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক।

সমুদ্দেশ (পুং) সম্-উৎ-দিশ্-ঘঞ্। সম্যক্ উদ্দেশ, অনুসন্ধান।

সমুদ্দিষ্ট (ত্রি) সম্-উৎ-দিশ-ক্ত। সম্যক্ উদ্দিষ্ট।

সমুদ্ধত (ত্রি) সম্ উৎ-হন-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে উদ্ধত, অবিনীত, অতি উদ্ধত। (অমর) ২ সমুদ্গীর্ণ। (হেম)

সমুদ্ধরণ (ক্লী) সম্-উৎ-হৃ ল্যুট্। ১ বান্তান্ন, যে অন্ন বমন করা হইয়াছে। ২ উন্নয়, উত্তোলন। ৩ উন্মূলন। কূপাদি হইতে জলাদির উত্তোলন বা বৃক্ষাদির উন্মূলন। ৪ উদ্ধার, মোচন।

সমুদ্ধর্ত্তৃ (ত্রি) সম্-উৎ-হৃ-তৃণ্। উদ্ধারকর্ত্তা, যিনি উদ্ধার করেন। ২ উন্মূলয়িতা, উন্মূলনকারী। ৩ ঋণশোধনকারী।

সমুদ্ধর্ষ (পুং) সম্যক্ ধর্ষণ।

সমুদ্ধস্ত (ত্রি) হস্তদ্বারা মুছিয়া ফেলা।

সমুদ্ধার (পুং) সম্-উৎ-হৃ-ঘঞ্। সমুদ্ধরণ শব্দার্থ।

সমুদ্ধৃত (ত্রি) সম্-উৎ-হৃ-ক্ত। সমুৎকীর্ণ। ২ মোচিত, উদ্ধার করা। ৩ অপনীত। ৪ উত্তোলিত। ৫ বান্ত। ৬ উন্মূলিত। ৭ অসদ্‌ব্যবহারপ্রাপ্ত। ৮ অংশ করিয়া গৃহীত, অংশীকৃত। ৯ গৃহীত। ১০ অধিকৃত। ১১ সম্যক্ প্রকারে উদ্ধৃত, উত্থাপিত।

সমুদ্ধুষর (ত্রি) ধূসরবর্ণময়।

সমুদ্বোধ (পুং) সম্-উদ্-বুধ-ঘঞ্। উদ্বোধ, জ্ঞান।

সমুদ্ভব (পুং) সম্-উৎ-ভূ-অপ্। ১ উৎপত্তি, জন্ম। ২ অগ্নির নামভেদ। কার্য্য বিশেষে হোম করিবার কালে অগ্নির নাম সমুদ্ভব স্থির করিয়া হোম করিতে হয়। (স্মৃতি)

সমুদ্ভূতি (স্ত্রী) সম্-উৎ-ভূ-ক্তিন্। সমুদ্‌ভব, উদ্ভব, উৎপত্তি। "সুখদুঃখসমুদ্‌ভূতিনানারসনিরন্তরম্।" (সাহিত্যদ° ৩।২৭৭)

সমুদ্ভাসিত (ত্রি) সম্-উৎ-ভাস-ক্ত। ১ প্রদীপ্ত। ২ শোভিত। ৩ উজ্জ্বলীকৃত।

সমুদ্ভূত (ত্রি) সম্-উৎ-ভূ-ক্ত। উৎপন্ন, জাত।

সমুদ্ভেদ (পুং) ১ উদ্ভেদন। ২ বিকাশ। ৩ সম্যক্ উপপত্তি। ৪ প্রস্রবণ, জলাদির উদ্গমন।

সমুদ্যত (ত্রি) সম-উৎ-যম-ক্ত। সম্যক্ উদ্যত, সম্যক্ উদ্যুক্ত।

সমুদ্যম (পুং) সম্যক্ উদ্যমঃ উদ্-যম্-অপ্। সম্যক্ উদ্যম। সম্যক্ চেষ্টা। ২ আরম্ভ।

সমুদ্যমিন্ (ত্রি) সম্-উদ্-যম্-ইন্। সমুদ্যমবিশিষ্ট, উদ্যমযুক্ত, চেষ্টাযুক্ত। ২ আরম্ভকারী।

সমুদ্যোগ (পুং) সম্-উদ-যুজ্-ঘঞ্। সম্যক্ উদ্যোগ।

সমুদ্র (পুং) জলসমূহস্থান, অম্বুধি, সাগর। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—চন্দ্রো-দয়াৎ আপঃ সম্যক্ উন্দন্তি ক্লিন্দন্তি অত্র,চন্দ্রোদয়াৎ সমুন্দন্তি বা সমুদ্রঃ, উন্দধী ক্লেদে নাম্নীতি রক্, হস্বুঙ্ নলোপ ইতি নলোপঃ।

অপাং চৈব সমুদ্রেন সমুদ্র ইতি স্মৃতঃ। (বায়ুপুরাণং)

মুদ্রা মর্য্যাদা তয়া সহ বর্ত্ততে ইতি বা সম্যগুদ্গতো রোহয়িরত্ন ইতি মুদং রাতি দদাতীতি বে, মুদ্রাণি রত্নাদীনি তৈঃ সহ বর্ত্ততে ইতি বা' (ভরত) চন্দ্রোদয়ে জল সকল যেখানে উচ্ছ্বসিত হয়, তাহাকে সমুদ্র কহে। অথবা মুদ্রা শব্দের অর্থ মর্য্যাদা, মর্য্যাদার সহিত বর্ত্তমান, সমুদ্র মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন করে না, এই জন্যও

উহার নাম সমুদ্র। বা যাহাতে র অর্থাৎ অগ্নি সমুদ্‌গত হয়, তাহাকে সমুদ্র, অথবা মুদ শব্দের অর্থ আনন্দ, আনন্দ দান করে যে তাহার তাহার নাম মুদ্র রত্ন প্রভৃতি। রত্ন প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান, সমুদ্রে রত্নাদি আছে এই জন্যও উহা সমুদ্র পদবাচ্য। পর্য্যায়—অব্ধি, অকূপার, পারাবার, সরিৎপতি, উদন্বং, উদধি, সিন্ধু, সরস্বৎ, সাগর, অর্ণব, রত্নাকর, জলনিধি, যাদঃপতি, অপাংপতি, (অমর) মহাকচ্ছ, নদীকান্ত, তরীয়, দ্বীপবৎ, জলেন্দ্র, মন্থির, ক্ষৌণীপ্রচীব, মকরালয়, (জটাধর) সরিতাংপতি, নীরধি, অম্বুধি, পাথোধি, যাদসাম্পতি, নদীন, ইন্দুজনক, তিমিকোষ, নিধি, কীলালধি, ধরণীপ্লব, ক্ষারাব্ধি, ধরণিপ্লব, বাঙ্ক, কচঙ্গল, পেরু, মিত্রদ্রু বাহিনীপতি, গঙ্গাধর, দারদ, তিমি প্রাণভাস্বৎ, উর্ম্মিমালী, মহাশয়, অম্ভোধি, তারিষ, কূলঙ্কষ, তারিষ। (শব্দরত্না°) বারিরাশি, শৈলশিবির, পরাকব, তরন্ত, মহীপ্রাচীর (ত্রিকা°) পয়োধি, সবিন্নাথ, অম্ভোরাশি, ধুনীনাথ, নিত্য, কন্ধি, অপাংনাথ। জলগুণ—লবণ, রক্তাময়প্রদ, উষ্ণ, বৈবর্ণদোষজনক, বিশেষতঃ দাহপীড়াকারক ও পিত্তবর্দ্ধক। (রাজনি°) রাজবল্লভে লিখিত আছে যে সমুদ্র জল সকল প্রকার দোষজনক এবং ক্ষার।

"সামুদ্রমুদকং ক্ষারং সর্ব্বদোষপ্রকোপণং।" (রাজবল্লভ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে সমুদ্র ভগবানের মেঢ়দেশ হইতে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিরজার গর্ভে ৭ পুত্র হয়। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা এক স্থানে আসীন আছেন, এমন সময় পুত্রগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রহার করিল, ঐ পুত্র ক্রন্দন করিতে থাকায় বিরজা যাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর বিরজা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া সমীপে আর তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি প্রিয়-বিরহে অতি কাতর হইয়া বিলাপ করিলেন। অনন্তর পুত্রের জন্য প্রিয় অন্তর্হিত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার প্রতি কোপ পরবশ হইয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি লবণ সমুদ্র হইবে, তোমার জল যেন কেহ পান করিতে না পারে। অন্যান্য পুত্রদিগকেও তিনি ঐরূপ শাপ দেন। তাহাতে তাঁহার এই সপ্তপুত্র হইতে সপ্তসমুদ্র হয়। (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখ° ৩ অ°)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, চন্দ্রের উদয় হইলে সমুদ্র উদিত, অর্থাৎ স্ফীত এবং চন্দ্রের অস্তে সমুদ্র ক্ষীণ হইয়া থাকেন। জলরাশির সমুদ্রেক হয়, এই জন্য ইহার নাম সমুদ্র হইয়াছে।

"অপাং চৈব সমুদ্রেকাৎ সমুদ্র ইতি সংজ্ঞিতঃ।
উদয়তীন্দৌ পূর্ব্বে তু সমুদ্রঃ পূর্য্যতে সদা॥
প্রক্ষীয়মাণে বহুলে ক্ষীয়তে হ্রস্তমিতেন বৈ।
আপূর্য্যমানোহ্যুদধিরাত্মনৈবাভিপূর্য্যতে॥ ইত্যাদি।
(মৎস্যপু° ১০০ অ°)

চন্দ্র যেমন উদিত হন, তৎক্ষণাৎই সমুদ্র জল অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতেই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে জোয়ার হয়, এবং চন্দ্র যখন অস্তমিত হন, তখন সমুদ্রের জল নামিয়া যায় সুতরাং নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে ভাটা হয়। অতএব সমুদ্রের জোয়ার ভাটার কারণ একমাত্র চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্ত। দেবতা ও অসুর একত্র মিলিত হইয়া এক যোগে সমুদ্র মন্থন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে ৬ অধ্যায় হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। অমৃতলাভের জন্য সমুদ্র মথিত হয়, দেবতা ও অসুর মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করিলে প্রথমে হলাহল বিষোৎপত্তি হয়। এই বিষের জ্বালায় সকলে অতিশয় উৎপীড়িত হন, তখন তাহারা আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মহাদেবের স্তব করেন। মহাদেব দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া এই বিষপান করেন। তখন আবার সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হয়। এইবার সুরভি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি এবং ধন্বন্তরি অমৃতভাণ্ড লইয়া আবির্ভূত হন। অসুরগণ অমৃতভাণ্ড অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরদিগকে বঞ্চনা করেন এবং সেই ভাণ্ড অপহরণ করিয়া দেবতাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম হয়। নারদ আসিয়া এই যুদ্ধ নিবারণ করেন। দেবগণ যে সকল দৈত্যাদিগকে হনন করিয়াছিলেন, শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

(ভাগবত ৮ স্ক°)

কলিকালে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলিকালে সমুদ্রযাত্রা করিলে পাতিত্য হইবে এই বিষয়ে বাদিদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥...
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুঃ মনীষিণঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সমুদ্রযাত্রাস্বীকার, অর্থাৎ সমুদ্রগমন, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজদিগের অসবর্ণ-বিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, অতিথির জন্য মধুপর্ক দানকালে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসভক্ষণ, বানপ্রস্থাশ্রম, দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য এবং নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান এই সকল কলিকালে বর্জ্জনীয়। কলিকালে এই সকলের অনুষ্ঠান করিলে পাতিত্য হয়। ইহাতে কেহ কেহ

বলেন যে, কলিকালে সমুদ্রযাত্রা দোষাবহ নহে। আবার কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মার্থ সমুদ্রযাত্রা করিতে নাই, মতান্তরে তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে সমুদ্রযাত্রা করিলে পাপ নাই। বাণিজ্য ও বিদ্যা শিক্ষার্থে সমুদ্রযাত্রা করা যাইতে পারে। কিন্তু তীর্থযাত্রা ব্যতীত সমুদ্রযাত্রা করিলে সংস্কারার্হ হইতে হয়। পূর্ব্বে যে হিন্দু (আর্য্য) সমাজে সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রার অত্যন্ত প্রভাব ছিল, পরবর্ত্তি-কালের এই নিষেধাজ্ঞাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। যবদ্বীপের বোরোবুদর মন্দিরে ও সারনাথের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আর্য্যজাতির প্রাচীন অর্ণবপোতের চিত্র প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে।

[উপনিবেশ, আর্য্য ও বৈশ্য শব্দ দেখ।]

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, সমুদ্র বর্ণন করিতে হইলে দ্বীপ, অদ্রি, রত্ন, ঊর্ম্মি, পোত, জলজন্তুসমূহ, লক্ষ্মীর উৎপত্তি, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রবর্দ্ধন এবং ঔর্ব্বাঙ্গপূরণ প্রভৃতি বর্ণন করিতে হয়।

"অব্ধৌ দ্বীপাদ্রিরত্নোর্ম্মি পোতযাদো জলপ্লবাঃ।
বিষ্ণুকুন্যাগমশ্চন্দ্রাদ্বৃদ্ধিরৌর্ব্বাঙ্গপূরণং॥"

(কবিকল্পলতা ১।৩ কুসুম)

২ প্রাচীন জাতিবিশেষ। (আশ্ব° স্থ°)

সমুদ্রকফ (পুং) সমুদ্রস্য কফ ইব। সমুদ্রফেন, সমুদ্রের ফেনা। (ত্রিকা°)

সমুদ্রকর, একজন প্রাচীন নীতিনিবন্ধকার। রঘুনন্দন ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সমুদ্রকল্লোল (পুং) সমুদ্রস্য কল্লোলঃ। সমুদ্রের কল্লোল, সমুদ্রগর্জন।

সমুদ্রকাঞ্চী (ত্রি) সমুদ্রাঃ কাঞ্চীব মেখলেব যস্যাঃ। সমুদ্র-মেখলা পৃথিবী।

সমুদ্রকান্তা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য কান্তা। নদী, সরিৎ। নদীদিগের গন্তব্যস্থান সমুদ্র। যেখান হইতে যে নদী উৎপত্তি হউক না কেন, সমুদ্রে মিশিতে পারিলেই যেন ইহাদের কার্য্য শেষ হয়। এই জন্য নদীমাত্রকেই সমুদ্রকান্তা কহে।

সমুদ্রগ (ত্রি) সমুদ্রং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ সমুদ্রগামিমাত্র, যে সমুদ্রে গমন করে। স্ত্রিয়াং টাপ্। সমুদ্রগা—নদী। (হেম) ৩ গঙ্গা।

সমুদ্রগুপ্ত (পুং) গুপ্ত রাজবংশীয় একজন প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্। ইনি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। [গুপ্তরাজবংশ দেখ।]

সমুদ্রগৃহ (ক্লী) সমুদ্র ইব জলযুক্তং গৃহং। জলযন্ত্রগৃহ, চলিত ফোয়ারার ঘর।

সমুদ্রচুলুক (পুং) সমুদ্রশ্চুলুক ইব অনায়াসেন পেয়ত্বাৎ যস্য। অগস্ত্যমুনি। (ত্রিকা°)

সমুদ্রজ (ত্রি) সমুদ্রে জায়তে জন ড। ১ সমুদ্র জাত, যাহা সমুদ্রে জন্মে। প্রবাল মুক্তাদি রত্ন।

সমুদ্রজ্যেষ্ঠ (ত্রি) সমুদ্রপ্রধান।

"সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য" (ঋক্ ৭।৪৯।১)

'সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সমুদ্রোঽর্ণবো জ্যেষ্ঠঃ প্রশস্যতমো যাসামপাং তাঃ'

(সায়ণ)

নদীদিগের মধ্যে সমুদ্রই প্রশস্ততম এইজন্য উহাকে সমুদ্র-জ্যেষ্ঠ কহে।

সমুদ্রততা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই সকল অক্ষরের মধ্যে ২,৩,৪,১১ ১২, ১৪, ১৭, ও ১৯ অক্ষর গুরু, এতদ্ভিন্ন অক্ষর সকল লঘু, ৮ ও ১২ অক্ষরে যতি। ইহার লক্ষণ—

"গজাব্ধিতুরগৈর্জ্জসৌজসলভাগশ্চেৎসমুদ্রততা" (ছন্দোম°)

সমুদ্রতীর (ক্লী) সমুদ্রস্য তীরং। সমুদ্রের তীর। উপকূল।

সমুদ্রতীরীয় (ত্রি) সমুদ্রতীরবাসী।

সমুদ্রদত্ত (পুং) একজন গ্রন্থকার। (সুভাষিতাবলী ২।৭৫)

সমুদ্রদয়িতা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য দয়িতা। নদী। সমুদ্রকান্তা। (হেম)

সমুদ্রনবনীত (ক্লী) সমুদ্রস্য ক্ষীরোদস্য নবনীতমিব। ১ অমৃত। ২ চন্দ্র। (মেদিনী)

সমুদ্রনিষ্কুট (পুং) ১ সমুদ্রোপকূলস্থ উপবনভেদ। ২ বনভেদ।

(ভারত সভাপর্ব্ব)

সমুদ্রনেমি (স্ত্রী) পৃথিবী।

সমুদ্রপত্নী (স্ত্রী) সমুদ্রস্য পত্নী। নদী, সরিৎ।

সমুদ্রপর্য্যন্ত (ত্রি) সাগরাবধি, সাগরপর্য্যন্ত, সমুদ্র হইয়াছে যাহার শেষ।

সমুদ্রফল (ক্লী) সমুদ্রফলমিব। অব্ধিফল, ঔষধবিশেষ।

"সমুদ্রনাম প্রথমং পশ্চাৎফলমুদাহরেৎ।
সমুদ্রফলমিত্যাদিনাম বাচ্যং ভিষগ্বরৈঃ॥" (রাজনি°)

গুণ—কটু, উষ্ণকর, বাতদোষনাশক, ভূতানিবোধকারী, কফ ও ভ্রমবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) ইহার পত্রের প্রলেপ দিলে চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার মূল—বাতনাশক এবং স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে হিতকর। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, বাতঘ্ন, মাকড়-সার বিষনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, কফরোগ ও ভ্রান্তিনাশক। (ভাবপ্র°) ২ স্বনামখ্যাত বৃক্ষফল। কপিথফল, দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রাকন্তা, হিন্দী—কইথফল বা সমুদ্রকা পং, বম্বে—সমুন্দরশোক, তৈলঙ্গ —সমুন্দরপাল।

সমুদ্রফেন (পুং) সমুদ্রস্য ফেনঃ। স্বনামখ্যাতদ্রব্য, সমুদ্রের ফেনা। পর্য্যায়—ফেন, অব্ধিকফ, অর্ণবজমল, হিণ্ডীর, সমুদ্রকফ, জলহাস, ফেনক, বাব্ধিফেন, পয়োধিজ, সুফেন, অব্ধিহিণ্ডীর,

সামুদ্র। ইহার গুণ—শীতল, নেত্ররোগ, কফ, কণ্ঠাময়, অরুচি ও কর্ণরোগনাশক। (রাজনি°)

বৈদ্যকনিঘণ্টুমতে—রুচিকর, লেখন, তুবর, লঘু, চক্ষুর হিতকর, বিষদোষনাশক, কর্ণশূলহর, কফ, কণ্ঠরোগ ও পিত্ত-কর্ণদোষ নাশক। (বৈদ্যকনি°)

সমুদ্রমথন (পুং) ১ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ) (ক্লী) ২ সমুদ্রালোড়ন।

সমুদ্রমণ্ডূকী (স্ত্রী) জলশুক্তি, ঝিনুক। (সুশ্রুত)

সমুদ্রমালিন্ (ত্রি) পৃথিবী। (গো° রামা° ১।৪১।১৫)

সমুদ্রমালিনী (স্ত্রী) পৃথিবী, পৃথিবীর চারিদিকে সমুদ্র মালাকারে রহিয়াছে এইজন্য উহাকে সমুদ্রমালিনী কহে।

সমুদ্রমেখলা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ মেখলেব যস্যাঃ। পৃথিবী। (ত্রিকা°)

সমুদ্রযাত্রা (স্ত্রী) সমুদ্রে যাত্রা গমনং। সমুদ্রগমন, সমুদ্র-ভ্রমণ। [সমুদ্র শব্দ দেখ]

সমুদ্রযান (ক্লী) সমুদ্রস্য যানং। অর্ণবপোত, জাহাজ, যে সকল যান সমুদ্রে গমন করে। ২ সমুদ্রগমন, সমুদ্রযাত্রা।

"সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥" (মনু ৩।১৫৮)

সমুদ্রযায়িন্ (ত্রি) সমুদ্রে গচ্ছতীতি গম-ণিনি। সমুদ্রগামী, যাহারা সমুদ্রগমন করিয়াছেন, মনু ইহাদিগকে অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ ইহাদিগের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহারা দ্বিজাধম।

"আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥
এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্॥"
(মনু ৩।১৫৮)

সমুদ্ররসনা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ রসনেব যস্যাঃ। পৃথিবী। কোন কোন স্থলে সমুদ্রমেখলা এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রলবণ (ক্লী) সমুদ্রজাতং লবণং। জলজাতলবণ, সমুদ্রের জল হইতে যে লবণ জন্মে.চলিত করকচ। পর্য্যায় সামুদ্রক, সামুদ্র, শিব, বশিব, সারোত্থ, অক্ষীব, লবণাব্ধিজ। গুণ—লঘু, হৃদ্য, পাচিত, অম্ল ও পিত্তবর্দ্ধক, বিদাহী, কফ ও বাতনাশক, দীপন, রুচি-কারক। (রাজনি°) [লবণ শব্দ দেখ]

সমুদ্রবর্ম্মন্ (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫২।৩৬৫)

সমুদ্রবসনা (স্ত্রী) সমুদ্রা এবং বসনং যস্যাঃ। পৃথিবী।

সমুদ্রবহ্নি (পুং) সমুদ্রস্য বহ্নিঃ। বাড়বানল। (হলায়ুধ)

সমুদ্রবাসস্ (ত্রি) সমুদ্রজল আচ্ছাদন যাহার, অগ্নি।
(ঋক ৮।৯১।৪)

সমুদ্রবাসিন্ (ত্রি) সমুদ্রে সমুদ্রতীরে বসতীতি বস-ণিনি। সমুদ্রতীরে বাসকারী; সমুদ্রে বাসকারী।

সমুদ্রবিজয় (পুং) ১ বৃত্তার্হৎপিতা। (হেম) ইনি জৈনতীর্থঙ্কর বসুদেবের পুত্র ও কৃষ্ণের ভ্রাতা। [জৈন শব্দ দেখ]।

সমুদ্রব্যচস্ (ত্রি) সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপ্তিযুক্ত, সমুদ্র যেরূপ চারিদিক্ ব্যাপিয়া আছে, তদ্রূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। "অবীবৃধন সমুদ্রব্যচসং গিরঃ" (শুক্লযজুঃ ১২।৫৬) 'সমুদ্রব্যচসং সমুদ্রবদ্ ব্যচো ব্যাপ্তির্যস্য তং সমুদ্রবদ্ব্যাপকং' (মহীধর)

সমুদ্রশূর (পুং) বণিগ্‌ভেদ। (কথাসরিৎস° ৫৪।৯৭)

সমুদ্রসার (পুং) শুক্তি। মুক্তা। (ভারত সভাপর্ব্ব)

সমুদ্রসুভগা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য সুভগা। গঙ্গা। (রাজনি°)

সমুদ্রসূরি, রঘুবংশটীকাপ্রণেতা।

সমুদ্রসেন (পুং) ১ বঙ্গরাজভেদ, চন্দ্রসেনের পিতা। (ভারত আদিপর্ব্ব) ২ বণিগ্‌ভেদ। (কথাসরিৎস° ২৯।১১৯) ৩ কাঙ্‌ড়া জেলার কুলুবিভাগের একজন সামন্তরাজ। ইনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বরুণসেনের পুত্র সঞ্জয়সেন, তৎপুত্র বীরষেণ, তৎপুত্র সমুদ্র-সেন। ইনি মহাসামন্ত ও মহারাজ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

সমুদ্রস্থলী (স্ত্রী) সমুদ্রতীরস্থ তীর্থক্ষেত্রভেদ। (পা ৪।২।১২৮)

সমুদ্রা (স্ত্রী) সমাগুদ্গতো রোহগ্নির্যস্যাঃ। ১ শমী। (রাজনি°) ২ সটী।

সমুদ্রান্ত (ক্লী) সমুদ্রস্য অন্ত উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি অচ্। ১ জাতীফল। সমুদ্রস্য অন্তঃ। ২ সমুদ্রতীর। সমুদ্রঃ অন্তো যস্য। (ত্রি) ৩ সমুদ্রান্তবিশিষ্ট।

সমুদ্রান্তা (স্ত্রী) সমুদ্রান্ত-অচ্-টাপ্। ১ দুরালভা। (অমর) ২ কার্পাসী। ৩ পৃক্কা। (মেদিনী) ৪ যবাস। (রাজনি°)

সমুদ্রাভিসারিণী (স্ত্রী) সমুদ্রদেবের অনুচারিণী দেববালা।

সমুদ্রাম্বরা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ অম্বরমিব যস্যাঃ। পৃথিবী। (ত্রিকা°)

সমুদ্রায়ণ (ত্রি) ১ সমুদ্রে গমনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। নদী।

সমুদ্রারু (পুং) সমুদ্রং ঋচ্ছতীতি ঋ-উন্। ১ কুম্ভীর। ২ সেতু-বন্ধ। ৩ তিমিঙ্গিল মৎস্য। (মেদিনী)

সমুদ্রার্থ (ত্রি) সমুদ্রই যাহাদের একমাত্র গন্তব্য। "সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ" (ঋক্ ৭।৪৯।২) 'সমুদ্রার্থাঃ সমুদ্র এবার্থো গন্তব্যো যাসাং তাঃ সমুদ্রার্থাঃ' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং টাপ্। সমুদ্রার্থা—নদী। নদীদিগের একমাত্র গন্তব্য স্থান সমুদ্র, এই জন্য উহারা সমুদ্রার্থা পদবাচ্য।

সমুদ্রাবরণ (ত্রি) ১ সাগরসমাচ্ছাদিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। পৃথিবী।
(ভাগ° ১২.৩।৫)

সমুদ্রিয় (ত্রি) সমুদ্রে ভবঃ ইতি সমুদ্র (সমুদ্রাভ্রাদ্ঘঃ। পা ৪।৪।১১৮) ইতি ঘ। ১ সমুদ্রভব। ১ সমুদ্রসম্বন্ধীয়। "বৃষাগ্নিং বৃষণং ভরন্নপাং গর্ভং সমুদ্রিয়ং" (শুক্লযজুঃ ১১।৪৬)

সমুদ্রীয় (ত্রি) সমুদ্র-ঈয়। সমুদ্রসম্বন্ধী।

সমুদ্রেক (পুং) সম্-উৎ-রিচ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রকারে উদ্রেক।

সমুদ্রেষ্ঠ (ত্রি) সমুদ্রে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক, অলুক্; ষত্ব সমুদ্রস্থ, সমুদ্রস্থিত। (তৈত্তিরীয় সং ৩।৫।৬।৩)

সমুদ্রোন্মাদন (পুং) স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

সমুদ্বহ (ত্রি) সম্ উৎ-বহ-ক। ১ শ্রেষ্ঠ। ২ বহনকারী, উদ্বহনকর্ত্তা।

সমুদ্বাহ (পুং) সম্-উৎ-বহ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রকারে বহন। ২ বিবাহ।

সমুদ্বেগ (পুং) সম্-উৎ-বিজ্-ঘঞ্। সম্যক্ উদ্বেগ, অতিশয় উদ্বেগ।

সমুন্দন (ক্লী) সম্-উন্দ-ল্যুট্। ১ আর্দ্রীভাব। আর্দ্রতা, ভিজা। পর্য্যায়—তেম, স্তেম। (অমর)

সমুন্ন (ত্রি) সম্-উন্দ-ক্ত। আর্দ্র, জলসিক্ত, (অমর)

সমুন্নত (ত্রি) সম্-উৎ-নম-ক্ত। সম্যক্ উন্নত, অতিশয় উন্নত। উন্নতিবিশিষ্ট। ২ বৃদ্ধিযুক্ত। উচ্চ, মহৎ। ৩ স্তম্ভভেদ। (ধবণি)

সমুন্নতি (স্ত্রী) সম-উৎ-নম-ক্তিন্। সম্যক উন্নতি, বৃদ্ধি। ২ মহত্ব। ৩ উচ্চতা, উচ্চপদ।

সমুন্নদ (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৬।৩২।১৫)

সমুন্নদ্ধ (ত্রি) সম্-উৎ-নহ-ক্ত। ১ পণ্ডিতম্মন্য, যিনি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করেন। ২ গর্ব্বিত। ৩ প্রভু। ৪ সমুদ্ভূত, উৎপন্ন। ৫ উর্দ্ধবদ্ধ। (হেম)

সমুন্নমন (ক্লী) উর্দ্ধে উত্তোলন বা আকুঞ্চন।

সমুন্নয় (পুং) সম্-উৎ-নী-অপ্। সমুন্নয়ন।

সমুন্নয়ন (ক্লী) সম্-উৎ-নী-ল্যুট্। উৎক্ষেপণ, উর্দ্ধে নয়ন। ২ উদ্ভাবন। ৩ লাভ, প্রাপ্তি।

সমুন্নস (ত্রি) উন্নস, উর্দ্ধনাসিকাবিশিষ্ট।

সমুন্নাদ (পুং) অনুক্রমিক চিৎকার। সমূহ শব্দ।

সমুন্নাহ (পুং) সম্-উৎ-নহ-ঘঞ্। উচ্ছ্রায়, উচ্চতা।
"মেরুর্দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ" (ভাগবত ৫।১৬।৭)
'সমুন্নাহঃ উচ্ছ্রায়ঃ' (স্বামী)

সমুন্নেয় (ত্রি) ১ অভিব্যক্তিযোগ্য। ২ যাহা সম্যক্ আয়ত্তে আনয়ন করা যায়।

সমুন্মুখ (ত্রি) উন্মুখ।

সমুন্মিশ্র (ত্রি) উন্মিশ্র, মিশ্র।

সমুন্মূলন (ক্লী) সম্যক্‌রূপে উন্মূলন, নাশ।

সমুপক্রম (পুং) সম্-উপ-ক্রম-অপ্। সম্যক্ উপক্রম, আরম্ভ।

সমুপগন্তব্য (ত্রি) গমনকর্ত্তব্য।

সমুপচার (পুং) সম্-উপ-চর-ঘঞ্। সম্যক্ উপচার, পূজা।

সমুপচিত (ত্রি) সম্-উপ-চি-ক্ত। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বহুলীকৃত, বর্দ্ধিত। ২ গৃহীত, সম্যক্ উপচিত।

সমুপচ্ছাদ (পুং) সম্-উপ-ছদ-ঘঞ্। সম্যক্ আচ্ছাদন।

সমুপজোষম্ (অব্য°) সম্-উপ-জুষ-অম্। আনন্দ, হর্ষ। ২ ভাগ্যক্রমে, সৌভাগ্যবশতঃ। এই শব্দ তালব্য শকারও হয়।

সমুপধান (ক্লী) ১ উৎপাদন, জনন। ২ স্থাপন, রক্ষাকরণ।

সমুপভোগ (পুং) সম্-উপ-ভুজ-ঘঞ্। সম্যক্ উপভোগ।

সমুপবেশ (পুং) ১ অভ্যর্থনা। ২ বসান।

সমুপবেশন (ক্লী) সম্-উপ-বিশ-ল্যুট্। উপবেশন, সম্যক্ প্রকারে বসা। ২ অভ্যর্থনা।

সমুপস্তম্ভ (পুং) সংক্ষেপকরণ।

সমুপস্থা (স্ত্রী) সম্-উপ-স্থা-অঙ্। ১ নৈকট্য, সমীপ্য। ২ ঘটনা।

সমুপহব (পুং) হোমাদির দ্বারা দেবাদিকে আমন্ত্রণ।
(শতপথব্রা° ৪।৬।৯।২৫)

সমুপহ্বর (পুং) লুকাচুরির ন্যায় ক্রীড়াবিশেষ। ২ গুপ্তস্থান। ৩ লুকাইবার স্থান।

সমুপানয়ন (ক্লী) সম্-উপ-আ-নী-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে উপানয়ন।

সমুপাভিচ্ছাদ (পুং) সমুপচ্ছাদ। (পা ৬।৪।২৭ বার্ত্তিক)

সমুপার্জ্জন (ক্লী) সম্-উপ-অর্জ্জ-ল্যুট্। সম্যক্ উপার্জ্জন। (মনু ৭।১৫২)

সমুপালম্ভ (পুং) সম্-উপ-আ-লম্ভ-ঘঞ্। সম্যক্ উপালম্ভ, তিরস্কার। ২ সরোষবাক্য।

সমুপেক্ষক (ত্রি) সমুপেক্ষাকারী, যিনি উপেক্ষা করেন, যে ব্রাহ্মণ দীনদিগকে উপেক্ষা করেন, তাহার তপস্যা বিনষ্ট হয়।
"ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়োযথা॥" (ভাগ ৪।১৪।৪১)

সমুপেত (ত্রি) সম্-উপ-ইণ-ক্ত। সমাগত।

সমুপেয়িবস্ (ত্রি) সম্-উপ-ইণ-কসু। গমনকর্ত্তা, গমনবিশিষ্ট। ২ উপস্থিত। ৩ প্রাপ্ত।

সমুপেপ্সু (ত্রি) সমুপ্রাপ্তুমিচ্ছুঃ সম্-উপ-আপ-সন্-উ। সম্যক্‌প্রকারে পাইতে ইচ্ছুক বা লাভ করিতে ইচ্ছুক।

সমুপোঢ় (ত্রি) সম্-উপ-বহ-ক্ত। ১ সমাসন্ন। ২ সঙ্গত। ৩ সঞ্জাত। ৪ সমুদিত। ৫ দান্ত, দমিত, চাপিয়া রাখা।

সমুপোষক (ত্রি) সম্যক্‌রূপে উপবাসকারী।

সমুল্লসৎ (ত্রি) সম্-উৎ-লস-শতৃ। সম্যক্ উল্লাসযুক্ত, হর্ষবিশিষ্ট। ২ দীপ্তিবিশিষ্ট।

সমুল্লসিত (ত্রি) সম্-উৎ-লস-ক্ত। উল্লাসযুক্ত, আনন্দিত। ২ শোভিত। ৩ ক্রীড়াশীল।

সমুল্লাস (পুং) সম্-উৎ-লস-ঘঞ্। সম্যক্ উল্লাস, হর্ষ, আনন্দ।

সমুল্লাসিন্ (ত্রি) সম্-উৎ-লস-ণিনি। হর্ষবিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত।

সমুল্লিখৎ (ত্রি) সম্-উৎ-লিখ-শতৃ। পাদাদি দ্বারা ভূমি খননকর্তা।

তুষারসংঘাতশিলাঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ
সমুল্লিখৎ দর্পকলঃ ককুদ্মান্।" (কুমার ১।৫৬)

সমুল্লেখ (পুং) সম্-উৎ-লিখ-ঘঞ্। সমুল্লেখন।

সমুল্লেখন (ক্লী) সম্-উৎ লিখ-ল্যুট্। ১ সম্যক্‌রূপে উল্লেখ, কথন। ২ খনন, আচড়ান। ৩ কুন্দন। ৪ চাঁচা।

সমুল্বণ (ত্রি) ১ সম্যক্ উল্বণ। ২ পুষ্টদেহ।

সমুষ্ণ (ত্রি) ১ সম্যক্ উষ্ণ। ২ দীপ্তিশীল।

সমুষ্ফল (ত্রি) সম্যক্ উপ্তফল। 'সমুষ্ফলা সম্যক্ উপ্তফলা'।
(অথর্ব্ব ৬।১৩৯।৩ সায়ণ)

সমুহ্যপুরীষ (ত্রি) অগ্নি। (শতপথব্রা° ৬।৭।২।৮)

সমূঢ় (ত্রি) সম্-বহ-ক্ত। ১ পুঞ্জিত, রাশীকৃত। পুঞ্জীকৃত। ২ ধৃত। ৩ সঞ্চিত। ৪ ভুক্ত। ৫ বিবাহিত। ৬ পরিষ্কৃত। ৭ শোধিত। ৮ সদ্যোজাত। ৯ দমিত। ১০ অনুপদ্রুত। ১১ সঙ্গত। ১ মূঢ়ের সহিত বর্ত্তমান।

সমূর (পুং) মৃগভেদ। (হেম)

সমূরু (পুং) মৃগবিশেষ, চমূরুমৃগ। (অমর)

সমূল (ত্রি) মূলেন সহ বর্ত্তমানং। মূলের সহিত বর্ত্তমান, মূলযুক্ত, মূলবিশিষ্ট। ২ হেতুর সহিত, কারণবিশিষ্ট।

সমূলক (ত্রি) সমূল-স্বার্থে কন্। সমূল, মূলের সহিত, সহেতুক।

সমূলকাষ (অব্য°) সমূলং কষাত (নিমূলসমূলয়োঃ কষঃ। পা ৩।৪।৩৪) ইতি ণমুল্। মূলের সহিত হননকারী, এইরূপ হনন করিতে হইবে যাহাতে আর মূল না থাকে। "অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি" (সর্ব্বদর্শনস°) এই শব্দের পর কষ ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়।

সমূলঘাতি (অব্য°) সমূলং হন্তি সমূল-হন (সমূলাকৃতজীবেষু হন্ কঞ্ গ্রহঃ। পা ৪।৩।৩৬) ণমুল্। মূলের সহিত হননকারী।

"সমূলঘাতং ন্যবধীদরীংশ্চ।" (ভট্টি ১ স°)

এই শব্দের পরও হন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। সমূলঘাত° হন্তি, ইত্যাদি।

সমূহ (পুং) সমুহ্যতে ইতি সম্-উহ ঘঞ্। ১ অনেক। পর্য্যায়— নিবহ, ব্যূহ, সন্দোহ, বিসর, ব্রজ, স্তোম, ওঘ, নিকট, ব্রতি, বার সংঘাত, সঞ্চয়, সমুদায়, সমুদয়, সমবায়, চয়, গণ, সংহতি, বৃন্দ, নিকুরম্ব, কদম্বক, পূগ, সন্নয়, স্কন্ধ, নিচয়, জাল, অগ্র, পটল, কাণ্ড, মণ্ডল, চক্র, বিস্তর, উৎকার, সমুচ্চয়, আকর, প্রকর, সংঘ, প্রচয়, জাতি। (শব্দরত্না°)। উহ-ভাবে ঘঞ্। ২ সম্যক্ তর্ক।

সমূহক (পুং) সমূহ-স্বার্থে কন্। সমূহ শব্দার্থ।

সমূহন (ত্রি) ১ সমাহরণকারী, উৎসারণকারী, বিনষ্টকারী।

"কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবাপাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥" (মনু ৪।১০২)

২ উৎসারণ। ৩ সমূহ তর্ক।

সমূহনী (স্ত্রী) সমূহ্যতেঽনয়েতি সম্-উহ-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সম্মার্জ্জনী, ঝ্যাটা। (হেম)

সমূহ্য (পুং) সমূহ্যতে ইতি সম্-উহ ণ্যৎ। ১ যজ্ঞাগ্নি। পর্য্যায়— পাবচার্য্য, উপচার্য্য, (অমর) (ত্রি) ২ সম্যক্ উহযোগ্য, তর্কণীয়, তর্ক করিবার উপযুক্ত।

সমৃজীক (ত্রি) সত্ত্বশুদ্ধিবিশিষ্ট। মৃজীকা শব্দের অর্থ সত্ত্বশুদ্ধি, তদুদ্দেশে তাহার সহিত ক্রিয়মাণ কার্য্যকে সমৃজীক কহে। "মৃজীকা সত্ত্বশুদ্ধিস্তদুদ্দেশেন ক্রিয়মাণং সমৃজীকং"
(হরিবংশ ৭৩।২৬ নীলকণ্ঠ)

সমৃত (ত্রি) সম্-ঋ-ক্ত। সম্প্রাপ্ত।

"অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষু" (ঋক ১০।১৯৩।১১)

'সমৃতেষু পরসেনাং সংপ্রাপ্তেষু। (সায়ণ)

সমৃতি (স্ত্রী) সম্-ঋ ক্তিন্। সম্প্রাপ্তি। (ঋক ৫।৭।২)

সমৃদ্ধ (ত্রি) সম্ ঋধু-বৃদ্ধৌ-ক্ত। সমৃদ্ধিযুক্ত, বৃদ্ধিযুক্ত। পর্য্যায় — আধিকর্দ্ধি, অধিসম্পত্তিশালী। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ উৎপন্ন, জাত। ৪ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭ ১৭)

সমৃদ্ধি (স্ত্রী) সম-ঋধ-ক্তিন। সম্যক্‌বৃদ্ধি, অতিশয় সম্পত্তি, পর্য্যায়—এধা, বিধা। (জটাধর) সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, উন্নতি, বৃদ্ধি, শ্রেয়ঃ, মঙ্গল। ২ কৃতকার্য্যতা। ৩ প্রভাব, আধিপত্য।

সমৃদ্ধিন্ (ত্রি) বর্দ্ধনশীল। ধনবৃদ্ধিকারী।

সমৃদ্ধিমৎ (ত্রি) সমৃদ্ধি অস্ত্যর্থে মতুপ। সমৃদ্ধিবিশিষ্ট।

সমৃধ্ (ত্রি) সম্ ঋধ-ক্বিপ্। সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধিবিশিষ্ট। "সমৃধো বিশ্পতে কৃণু জুষস্ব" (ঋক ৬।২।১০) 'সমৃধঃ সমৃদ্ধান্' (সায়ণ)

সমৃধ (ত্রি) সম্ ঋধ-ক। সমৃদ্ধ। (ঋক ৭।১০৩,৫)

সমেড়া (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত ৯ প°)

সমেত (ত্রি) সম্-আ ইণ-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রাপ্ত। ২ সংযুক্ত, সম্মিলিত। ৩ সমেতাদ্রি নামক পর্ব্বত। (শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য ১।৩৬৮)

সমেতম্ (অব্য°) যুক্তভাবে।

সমেদ্ধৃ (ত্রি) সম্ ইধ্-তৃচ্। প্রবোধক। "নিপাতি সমেদ্ধারং" (ঋক ৭।১।১৫) 'সমেদ্ধারঃ প্রবোধকং' (সায়ণ)

সমেধ (ত্রি) যজ্ঞযোগ্যহবির্ভাগযুক্ত। (ঐতরেয়ব্রা° ২।৮) (পুং) মেরুর অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৪৩)

সমেধন (ক্লী) সম্-এধ-ল্যুট্। সম্যক্ বর্দ্ধন, অতিশয় বর্দ্ধন।

"অগ্নেঃ সমেধনার্থায় গন্ধং মাল্যঞ্চ পুষ্কলং।" (রামা° ২।৪।৩৩)

সমেধিত (ত্রি) সম্-এধ-ক্ত। সম্যক্ বর্দ্ধিত।

সমেশ্বরী (সোমেশ্বরা), আসামপ্রদেশের গারোহিল্ (পার্ব্বত্য) বিভাগে প্রবাহিতা একটী নদী। তদ্দেশবাসীর নিকট উহা সমসাঙ্গ নামে পরিচিত। তুরা শৈলমালার তুরা নামক গণ্ডগ্রামের নিকট হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা ক্রমশঃ উক্ত পর্ব্বতের উত্তর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বাহিয়া গিয়াছে। তদনন্তর দক্ষিণাভিমুখী হইয়া পর্ব্বতাক্ষ সুন্দর-দৃশ্য প্রপাতনিচয়ে সমলঙ্কৃত করিয়া বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার সমতল প্রান্তর দিয়া অবশেষে সুসঙ্গ পরগণার কংস নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

গারো-পার্ব্বত্য প্রদেশের ইহা একটী প্রধান নদী। উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে এই নদীবক্ষে প্রায় ২০ মাইল পথ পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়। সিজু নামক স্থানের উত্তরে দানাদার পাথরের পাহাড় থাকায় নদীর স্রোতোগতি কতকাংশে রুদ্ধ হইয়াছে; এই কারণে ঐ স্থলে কএকটী খর-প্রবাহা প্রপাত দৃষ্ট হয়। ঐ প্রপাতসমূহের অবস্থান হেতু নিম্নদেশ হইতে নৌকা সমূহ আর উপরে উঠিতে পারে না। তাহার উত্তরে দেশবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া যাতায়াত করে। সমেশ্বরী উপত্যকার যে স্থলে এই নদী বেলে পাথর স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তথায় প্রভূত পরিমাণে কয়লার খাত আছে।

নদীর উভয়কূলে স্থানে স্থানে চূণাপাথরের স্তরও দেখা যায়। ঐ সকল স্তরের মধ্যে অনেক গুহা আছে। কোন কোন গুহা এরূপ কৌতুকাবহ যে পরিদর্শকগণ উহা দেখিয়া বিস্মিত হন।

উৎপত্তি স্থানের সন্নিকটে এই নদীর উভয়কূলের দৃশ্য পরম রমণীয়। কোথাও উচ্চ চূড় গিরিশৃঙ্গ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান, কোথাও গভীর পর্ব্বত কন্দর, প্রকৃতির নির্জ্জন বক্ষে সেই বিশাল পর্ব্বতপৃষ্ঠ যেন স্থানটীকে গাম্ভীর্য্য পূর্ণ করিয়াছে, আবার কোন স্থানে বসুন্ধরা শস্য শ্যামলা হইয়া পূর্ণশক্তিতে বিরাজিত, ঐ স্থান যেন উদ্ভিজ্জাদিতে পূর্ণ ও ফলমূলপরিশোভিত। জন-সমাগমে ঐ নির্জ্জন পর্ব্বতপৃষ্ঠও অপূর্ব্ব শোভাময়। নদীর এই ক্ষীণ জলে মহাকায় মহশীর (মহাশোল) মৎস্য প্রচুর জন্মিতে দেখা যায়। গারো জাতি মহা আগ্রহের সহিত ঐ মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে।

সমোকস (ত্রি) সম্ সমানং ওকঃ বাসস্থানং যস্য। সমান নিবাস; সমানবাসযুক্ত।

"বায়ুনা ভবথঃ সমোকসা" (ঋক্ ৮।৯।১২)

'সমোকসা সমাননিবাসৌ' (সায়ণ)

সমোদ, রাজপুতনার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। সমোদ জমিদারীর মধ্যে ইহা একটী বাণিজ্য প্রধান স্থান। নগরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী। জয়পুররাজের অধীন প্রধান সামন্তগণের মধ্যে এখানকার ঠাকুরেরা এক জন। রাঠোর রাজদরবারে সমোদ-পতিগণের যথেষ্ট সম্মান ছিল এবং তাঁহারা যথার্থ রাজপুতবীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বর্ত্তমানে যে শৈলপাদমূলে সমোদ নগর অবস্থিত, সেই শৈলশৃঙ্গে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সমোদপতি আপন দেশ ও বল রক্ষা করিয়াছিলেন।

সমোদক (ক্লী) সমং উদকং যত্র। অর্দ্ধজলযুক্ত ঘোল, মথিতার্দ্ধাম্বুদধি। পর্য্যায়—উদশ্বিৎ। (ত্রি) ২ সমানউদকবিশিষ্ট সমানজলযুক্ত।

সমোহ (পুং) সংগ্রাম, যুদ্ধ। "সমোহে বা য আশত (ঋক্ ১।৮।৬ 'সমোহে সংগ্রামে' (সায়ণ)

(ত্রি) ২ মোহের সহিত বর্ত্তমান, মোহযুক্ত, মোহবিশিষ্ট।

সম্প (পুং) পতন। (ভূরি-প্রয়োগ)

সম্পক্ব (ত্রি) সম্-পচ-ক্ত। পক্ব, সম্যক্রূপে পক্ব। যাহা উত্তমরূপে পাক করা হইয়াছে।

"তিলতণ্ডুলসম্পক্বঃ কৃশরঃ সোঽভিধীয়তে।"

(মনু ৫।৭ টীকায় কুল্লুক)

(দেশজ) সম্পর্ক শব্দার্থ।

সম্পত্তি (স্ত্রী) সম্-পদ-ক্তিন্। বিভবোৎকর্ষ। পর্য্যায়—শ্রী, লক্ষ্মী, সম্পদ, ঋদ্ধি, ভূতি। (মেদিনী) ধন, ঐশ্বর্য্য। ২ শোভা। ৩ গুণোৎকর্ষ। ৪ গৌরব।

সম্পত্তিক (ত্রি) সম্পত্তিবিশিষ্ট।

সম্পদ্ (স্ত্রী) সম্-পদ-ক্বিপ্। ১ সম্পত্তি। ২ গুণোৎকর্ষ।

"গুণসম্পদা সমধিগম্যপরং

মহিমানমত্র মহিতে জগতাম্।" (কিরাত ৫।২৪)

৩ হারভেদ। (মেদিনী)

সম্পৎপ্রদ (ত্রি) সম্পৎ প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। সম্পত্তি প্রদানকারী, যিনি সম্পৎ প্রদান করেন।

সম্পৎপ্রদাভৈরবী (স্ত্রী) ভৈরবী বিশেষ। এই ভৈরবীর উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলে সকল সম্পদ্ লাভ হয়। এই জন্য ইহার নাম সম্পৎপ্রদা ভৈরবী হইয়াছে। তন্ত্রসারে ইহার মন্ত্র ও পূজাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল।

"যথৈবং ত্রিপুরা বালা তথা ত্রিপুরভৈরবী।

সম্পৎপ্রদা নাম তস্যাঃ শৃণু নির্ম্মলমানসে॥

শিবচন্দ্রৌ বহ্নিসংস্থে বাগ্ভবং তদনন্তরং।

কামরাজং তথা দেবি শিবচন্দ্রান্বিতং ততঃ।" (তন্ত্রসার)

এই ভৈরবীর পূজা করিতে হইলে ত্রিপুরা-ভৈরবীর ন্যায় পূজা করিবে। কেবল মন্ত্র মাত্র প্রভেদ। মন্ত্র যথা—হসরৈং, হসকলরীং, হসরৌঃ। এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত পূজাপ্রণালী ক্রমে এবং

ত্রিপুরা-ভৈরবীর যে পীঠ পূজাদি অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে পূজা করিবে। ইহার ধ্যান—

"আতাম্রার্ক সহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলাজটাং।
কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাং॥
স্রবদ্রুধিরপঙ্কাঢ্যমুণ্ডমালাবিরাজিতাং।
নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাং॥
মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীং।
রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিনীং॥
পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাং।
বরদানপ্রদাং নিত্যাং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥" (তন্ত্রসার)

এই ধ্যানে দেবীর পূজা করিবে। ত্রিপুরাভৈরবীর পূজার সহিত কেবল মাত্র অঙ্গ-ন্যাসে একটু প্রভেদ আছে। এই ভৈরবী মন্ত্রের পুরশ্চরণ তিনলক্ষ জপ, জপের দশাংশ হোম, তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, এক লক্ষ জপেও এই মন্ত্র পুরশ্চরণ হইতে পারে। বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে দ্রষ্টব্য। (তন্ত্রসার)

সম্পদ (ক্লী) সম্যক্ পদং যত্র। সমপদযুগ। যুক্তপদে দাঁড়ান। (শব্দমালা)

সম্পদিন্ (পুং) বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের পৌত্রভেদ।

সম্পদ্বর (পুং) সম্ পদ-বরচ্। রাজা, নরপতি।

সম্পদ্বসু (পুং) সূর্য্যরশ্মিভেদ। (বিষ্ণুপু°) সংযদ্বসু পাঠান্তর।

সম্পদ্বিপদ (ক্লী) সম্পদাং বিপদাং সমাহারঃ (দ্বন্দ্বাচ্চুদষহান্তাৎ সমাহারে পা ৫।৪।১০৬) ইতি সমাহারে টচ্, ক্লীবত্বং। সম্পদ্ ও বিপদের সমাহার, সম্পদ্ ও বিপদের একত্র সম্মিলন।

সম্পন্ন (ত্রি) সম্-পদ-ক্ত। ১ সাধিত। "লৌকিকং বচনং সার্থং সম্পন্নং তৎপ্রসাদতঃ। (পঞ্চদশী ৮।৮১) সমগ্র, সম্পূর্ণ, নিষ্পন্ন, সম্পাদিত। ২ সহিত, যুক্ত, বিশিষ্ট। ৩ সম্পত্তিযুক্ত, ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট।

সম্পন্নক্রম (পুং) বৌদ্ধ-সমাধিভেদ। (তারনাথ)

সম্পন্নতা (স্ত্রী) সম্পন্নস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্পন্নের ভাব বা বা ধর্ম্ম, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য। সম্পূর্ণতা।

সম্পর (ত্রি) পরবর্ত্তী কাল। (পা ৪।২।৮০)

সম্পরায় (পুং) সম্যক্ পরে কালে ঈয়তে ইতি ইণ-ঘঞ্। ১ আপৎ। ২ যুদ্ধ। ৩ উত্তরকাল। আয়তি। (অমর) ৪ সন্তান।

সম্পরায়ক (ক্লী) যুদ্ধ। (ভরত) সম্পরায়-স্বার্থে কন্। সম্পরায় শব্দার্থ।

সম্পরায়িক (ক্লী) যুদ্ধ। (অমরটীকা স্বামী)

সম্পরিগ্রহ (পুং) সম্-পরি-গ্রহ-অচ্। ১ সম্যক্রূপে পরিগ্রহ, স্বীকার। ২ বিবাহ।

সম্পরিপালন (ক্লী) সম্-পরি-পালি-ল্যুট্। সম্যক্রূপে পরিপালন।

সম্পরিপ্রেপ্সু (ত্রি) পরিদর্শনেচ্ছুক।

সম্পরিমার্গন (ক্লী) অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। (রামা° ৫।২৪।৬১)

সম্পরিশোষণ (ক্লী) সম্যক্ শোষণ, ক্ষয় বা লোপ।

সম্পরীয় (ত্রি) সম্পর সম্বন্ধীয় (পা° ৪।২।৯০)

সম্পর্ক (পুং) সম্-পৃচ-ঘঞ্। ১ মলক। ২ সংসর্গ, সম্বন্ধ। ৩ সংযোগ, মিলন। ৪ মৈথুন, রতি, স্ত্রী সংসর্গ। (মেদিনী)

সম্পর্কিন্ (ত্রি) সম্-পৃচ সম্পর্কে (সম্পৃচেতি। পা ৩।২।১৪২) ইতি ঘিনুণ, বা সম্পর্ক অস্ত্যর্থে-ইন্। সম্পর্কবিশিষ্ট, সম্পর্কযুক্ত।

সম্পর্কীয় (ত্রি) সম্পর্ক-ঈয়। ১ সম্পর্কযুক্ত। ২ সম্পর্ক সম্বন্ধীয়। সংক্রান্ত।

সম্পর্য্যাসন (ক্লী) সম্যক্ পরিবর্ত্তন। (বৃহৎ সংহিতা ৪৬।২)

সম্পবন (ক্লী) পূতকরণ। (গৃহ্য° ২।৬)

সম্পা (স্ত্রী) সম্পততীতি সম্-পত-উ, টাপ্। ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ।

সম্পাক (পুং) সম্যক্ পাকো যস্য। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (অমর) (ত্রি) ২ ধৃষ্ট, অবিনীত। ৩ লম্পট। ৪ অল্প। ৫ তর্ক, তর্ককারী।

সম্পাচন (ক্লী) সম্যক্ পক। (সুশ্রুত)

সম্পাট (পুং) তর্কু, চলিত টেকো। (শব্দমালা)

সম্পাঠ্য (ত্রি) সম্-পঠ-ণ্যৎ। সম্যক্রূপে পাঠনের যোগ্য, পড়াইবার উপযুক্ত। (মনু ৯।২৩৮)

সম্পাত (পুং) সম্-পত-ঘঞ্। ১ সম্যক্রূপে পতন, পতন, উড্ডয়ন, ওড়া। ২ গমন। ৩ প্রবেশ। ৪ সমূহ। ৫ পক্ষীদিগের গতিবিশেষ। (জটাধর)

সম্পাতবৎ (ত্রি) প্রস্তুত। সম্যক্নিষ্পন্ন করিয়া আনা।

সম্পাতি (পুং) ১ অরুণপুত্র, পক্ষিবিশেষ। জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অরুণের দুই পুত্র সম্পাতি ও জটায়ুঃ।

অরুণের পত্নীর নাম শ্যেনী। এই শ্যেনীর গর্ভে মহাবলবান্ দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, এবং কনিষ্ঠ জটায়ুঃ। এই পক্ষীদ্বয় চিরজীবী। সূর্য্যের কিরণে ইহার পক্ষদগ্ধ হয়। রামায়ণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রাসুর বধ হইলে সম্পাতি ও জটায়ুঃ ইন্দ্রবিজয়ের জন্য সুরপুরে গমন করেন। তথায় ইহারা যুদ্ধ করিতে করিতে সূর্য্যের সম্মুখীন হন। তখন জটায়ু সূর্য্যের প্রখর কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া অতি সন্তপ্ত হন। তখন সম্পাতি জটায়ুকে বিহ্বল দেখিয়া পক্ষদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করেন, ইহাতে সম্পাতি দগ্ধপক্ষ হইয়া বিন্ধ্য মধ্যে নিপতিত হন।

বানরগণ সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত সম্পাতির নিকট অবগত হয়। রামায়ণে

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে ৫৬ সর্গ হইতে ৬২ সর্গ পর্য্যন্ত এতদ্ বিবরণ বর্ণিত আছে। [জটায়ুস্ শব্দ দেখ]

সম্পাতিক (পুং) সম্পাতি স্বার্থে কন্। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (শব্দমালা) সম্পাতি, অরুণের জ্যেষ্ঠপুত্র।

সম্পাতিন্ (ত্রি) সম্-পত-ণিনি। সম্যক্ পতনশীল।

সম্পাদ (পুং) সম্-পদ-ঘঞ্। সম্যক্ নিষ্পাদন।

সম্পাদক (ত্রি) সম্পাদয়তি সম্-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। নিষ্পাদক, নিষ্পন্নকর্ত্তা, যিনি কার্য্য-সম্পাদন করেন, কার্য্যনির্ব্বাহক।

সম্পাদন (ক্লী) সম্-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। নিষ্পাদন, কার্য্যনির্ব্বাহ। ২ উপার্জ্জন।

সম্পাদনীয় (ত্রি) সম্-পাদি-অনীয়র্। সম্পাদনের যোগ্য, সম্পাদনের উপযুক্ত।

সম্পাদয়িতৃ (ত্রি) সম্-পাদি-তৃচ্। সম্পাদনকারী, সম্পাদক, কার্য্য-নির্ব্বাহক।

সম্পাদিত (ত্রি) সম্-পাদি-ক্ত। নিষ্পাদিত, নির্ব্বাহিত, সমাপিত।

সম্পাদিন্ (ত্রি) ১ সম্পাদনকারী। ২ শোভাবিশিষ্ট। শোভাসম্পন্ন। "কর্ণবেষ্টাভ্যাং সম্পাদিমুখং = কর্ণালঙ্কারাভ্যাং অবশ্যং শোভতে।" পা° ৫।১।৯৯ বার্ত্তিক।

সম্পাদ্য (ত্রি) সম্-পাদি-যৎ। সম্পাদন করিবার যোগ্য, সম্পাদনার্হ। ২ যে প্রতিজ্ঞায় কোন ক্রিয়াসাধন উদ্দেশ্য থাকে। জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্যসাধক প্রতিজ্ঞাগুলি Problem নামে কথিত।

সম্পার (পুং) রাজভেদ। সমরের পুত্র ও পারের ভ্রাতা। (বিষ্ণুপু° ৪।১৯।১২)

সম্পারণ (ত্রি) সম্যক্‌পূরক, সম্যক্‌পূরণকারী। "ইন্দ্রসম্পারণং বসু" (ঋক্ ৩।৫৪।৪) 'সম্পারণং অস্মাদিচ্ছায়া সম্যক্‌পূরণং, পৃ-পালনপূরণয়োণ্যন্তস্ত করণে ল্যুট্।' (সায়ণ) সম্যক্ পালক, সম্যক্‌পালনকারী।

সম্পারিন্ (ত্রি) পারনয়নহেতু। গমাময়নযজ্ঞের সম্যক্ পারনয়নশীল। (ঐতরেয়ব্রা° ৪।১০)

সম্পাবন (ক্লী) সম্যক্‌পবিত্র। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৫।১৩।১৬)

সম্পাবৈয়শ্ব (ক্লী) সামভেদ।

সম্পিণ্ডিত (ত্রি) সম্যক্ পিণ্ডীকৃত, একত্র, মিলিত, যুক্ত।

সম্পিধান (ক্লী) সম্-অপি-ধা-ল্যুট্। সম্যক্‌পিধান, আচ্ছাদন।

সম্পিব (ত্রি) সম্যক্‌পাতা।

"সমুদ্র ইব সংপিবঃ।" (অথর্ব্ব° ৬।১৩৫।২)

'সমুদ্র ইব যথা সমুদ্রঃ নদীমুখাৎ সর্ব্বং জলং আদায় সম্পিব সম্যক্ পাতাভবতি। স্বাত্মসাৎ করোতি ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

সম্পীড় (পুং) সম্-পীড়-অচ্। সম্পীড়ন, সম্যক্ পীড়া, অতিশয় পীড়া।

সম্পীড়ন (ক্লী) সম্-পীড়-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে বাধন, অতিশয় নিপীড়ন, ক্লেশ দেওয়া। ২ প্রেরণ।

সম্পীতি (স্ত্রী) সম্-পা-পানে-ক্তিন্। সম্যক্‌পান, অতিশয় পান।

সম্পুট (পুং) সম্-পুট-ক। ১ কুরুবকবৃক্ষ, রক্তঝাটি। (অজয়) ২ কৌটা, ঠোঙ্গা, খুঙি, ও পেটরা প্রভৃতি, পেটিকা, পেড়া। (হেম) ৩ একজাতীয় উভয়মধ্যবর্ত্তী, একজাতি পদার্থের মধ্যে ভিন্ন পদার্থের সম্যক্ ব্যাপ্তি। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে সকাম ব্যক্তি মন্ত্র সম্পুট করিয়া জপ এবং নিষ্কামী সম্পুট ব্যতীত জপ করিবে।

"সকামঃ সম্পুটো জপ্যো নিষ্কামঃ সম্পুটং বিনা।" (তন্ত্রসার)

চণ্ডীপাঠ স্থলে সম্পুট করিয়া পাঠ করিলে বিশেষ ফল হয়, চণ্ডীপাঠ করিবার কালে এক একটী শ্লোক পড়িতে হইবে, আর যে মন্ত্র দ্বারা সম্পুট হইবে, তাহা অগ্রে এবং পশ্চাতে পাঠ করিতে হয়।

৩ রতিবন্ধবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

সম্প্রসার্য্যোভয়োঃ পাদৌ শয্যাগতকপোলকঃ।

ভগলিঙ্গস্য সংযোগাৎ রমতে সম্পুটো হি সঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

সম্পুটক (পুং) সম্পুটাতে ইতি সংপুট-কন্। আধারবিশেষ। পর্য্যায়—সমুদ্গক, সমুদ্গ, সম্পুট। (হেম)

সম্পুষ্টি (স্ত্রী) সম্-পুষ-ক্তিন্। সম্যক্ পুষ্টি, পোষণ।

সম্পূজন (ক্লী) সম্-পূজি-ল্যুট্। সম্যক্ পূজা, অতিশয় পূজন

সম্পূজা (স্ত্রী) সম-পূজ-অঙ্-টাপ্। সম্যক্ পূজা।

সম্পূজিত (ত্রি) সম্-পূজ-ক্ত। বিশেষরূপে পূজিত, অতি সম্মানিত। (পুং) ২ বুদ্ধ। (ললিতবি°)

সম্পূজ্য (ত্রি) সম্-পূজ-যৎ। সম্যক্ পূজনীয়, অতিশয় পূজার যোগ্য। ২ সম্মানার্হ।

সম্পূর্ণ (ত্রি) সম্-পৃ-ক্ত। সমগ্র, পরিপূর্ণ, সাঙ্গ। যজ্ঞ, পূজা ও হোম প্রভৃতিতে যদি অজ্ঞান, মোহ প্রভৃতি কারণে অসম্পূর্ণতা হয়, তাহা হইলে শেষে ভগবান্ বিষ্ণুর নাম করিলে সম্পূর্ণ হয়।

"অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।

স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতঃ॥"(পূজাপদ্ধতি)

(পুং) রাগের জাতিবিশেষ। ইহা সপ্তস্বরমিশ্রিত, সম্পূর্ণস্বর—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি।

"ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্ভিশ্চ ষাড়বঃ।

সম্পূর্ণঃ সপ্তভিঃ প্রোক্তো রাগজাতিস্ত্রিধামতা॥"

(সঙ্গীতদামোদর)

সম্পূর্ণকালীন (ত্রি) সম্পূর্ণকালভব। (মনু ৫।৮৩)

সম্পূর্ণতা (স্ত্রী) সম্পূর্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্পূর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম। সমাপ্তি।

সম্পূর্ণমূর্চ্ছা (স্ত্রী) ১ পূর্ণরূপ মূর্চ্ছা। ২ মৃত্যু। রণক্ষেত্রে নিহত সৈন্যবৃন্দের মূর্চ্ছা ও সম্পূর্ণমূর্চ্ছা হয়। মূর্চ্ছার অপনোদনে জ্ঞান হয়, সম্পূর্ণমূর্চ্ছায় তাহা হয় না।

সম্পূর্ণব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ। (ভবিষ্যপুরাণ)

সম্পূর্ণা (স্ত্রী) সম্পূর্ণ-টাপ্। একাদশী বিশেষ। একাদশী যদি সূর্য্যোদয়কালে পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তদ্বয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্পূর্ণা কহে। ইহার অন্যথা হইলে তাহাকে বিদ্ধা কহে।

"আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
সৈকাদশী হি সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

সম্পূর্ত্তি (স্ত্রী) সম্-পৄ-ক্তিন্। সম্যক্ পূরণ।

সম্পৃচ্ (ত্রি) সম্পৃক্ত। "সম্পৃচৌ স্থঃ" (শুক্লযজু ৯।৪) 'সম্পৃচৌ স্থঃ সম্পৃক্তৌ ভবথঃ। পৃচী সম্পর্কে কিপ্।' (মহীধর)

সম্পৃক্ত (ত্রি) সম্-পৃচ-ক্ত। মিশ্রিত, মিলিত। পর্য্যায়—করম্ব, কবর, মিশ্র, খচিত। (হেম)

সম্পৃণ (ত্রি) পূর্ণতাযুক্ত। যাহা পূর্ণ করা হইয়াছে।

সম্পেষ (পুং) সম্-পিষ-ঘঞ্। সম্পেষণ, সম্যক্ পেষণ, সম্যক্ প্রকারে চূর্ণ।

সম্প্রকাশক (ত্রি) সম্প্রকাশয়তীতি সম্-প্র-কাশি-ণ্বুল্। সম্যক্ রূপ প্রকাশকারী।

সম্প্রকাশন (ক্লী) সম্-প্র-কাশি-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রকাশ। ২ সম্যক্ বিকাশ।

সম্প্রকাশ্য (ত্রি) সম্-প্র-কাশি-যৎ। সম্যক্ প্রকাশের যোগ্য, সম্যক্ প্রকাশের উপযুক্ত।

সম্প্রক্ষাল (পুং) সম্-প্র-ক্ষালি-অচ্। সম্যক্ প্রক্ষালন।

সম্প্রক্ষালন (ক্লী) সম্-প্র-ক্ষালি-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে প্রক্ষালন, সম্যক্ ধৌতকরণ।

সম্প্রণাদ (পুং) সং-প্র-নদ-ঘঞ্, ততো ণত্বং। অতিশয় নাদ, অতিশয় শব্দ।

সম্প্রণেতৃ (ত্রি) সম্-প্র-ণী-তৃচ্। সম্যক্ রূপে প্রণয়নকারী, প্রস্তুতকারী, নির্ম্মাতা।

সম্প্রতর্দ্দন (পুং) বিষ্ণু। (ভারতবর্ণিত বিষ্ণুর সহস্রনাম) সম্প্রমর্দ্দন পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতাপন (ক্লী) সম্-প্র-তাপি-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে তাপন, পীড়ন। (পুং) নরকভেদ। এই নরকে জীব সকল অতিশয় পীড়িত হয়, এই জন্য ইহার নাম সম্প্রতাপন হইয়াছে।

"সঞ্জীবনং মহাবীচীং তপনং সম্প্রতাপনং।" (মনু ৪।৮৯)

লুব্ধ শাস্ত্রমার্গপরিত্যাগী রাজার নিকট যে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করেন, তাহার এই নরক হইয়া থাকে। (মনু ৪ অ০)

সম্প্রতি (অব্য০) সম্চ প্রতিচ দ্বয়োঃ সমাহারঃ। এক্ষণ, এই সময়। পর্য্যায়—এতর্হি, ইদানীং, অধুনা, সাম্প্রত। (অমর) (পুং) ২ অতীত কল্পীয় উপসর্পিণী শাখার ২৪শ অর্হদ্ভেদ। (হেম) ৩ সম্রাট্ অশোকের পৌত্র ও কুণালের পুত্রভেদ।

সম্প্রতিপত্তি (স্ত্রী) সম্-প্রতি-পদ-ক্তিন্। উত্তরবিশেষ, স্বীকার, গ্রহণ, বাদীর অভিযোগ শুনিয়া যদি প্রতিবাদী তাহা স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে সম্প্রতিপত্তি কহে।

"মিথ্যা সম্প্রতিপত্তিশ্চ প্রত্যবস্কন্দনং তথা।
প্রাঙ্ ন্যায়শ্চোত্তরাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারঃ শাস্ত্রবেদিভিঃ॥
শ্রুত্বাভিযোগং প্রত্যর্থী যদি তং প্রতিপদ্যতে।
সা তু সম্প্রতিপত্তিঃ স্যাচ্চারবিস্তিরুদাহৃতাঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ সম্যক্‌জ্ঞান। ৩ সঙ্গ, সমভিব্যাহারী হওয়া। ৪ অভিমতি। ৫ সাহচর্য্য, সহায়তা। ৬ চুক্তি। ৭ আপোষ। ৮ আক্রমণ। ৯ কার্য্যকরণ। ১০ সম্পাদন।

সম্প্রতিপত্তিমৎ (ত্রি) সম্প্রতিপত্তি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সম্প্রতিপত্তিবিশিষ্ট।

সম্প্রতিপাদন (ক্লী) সম্যক্ প্রতিপাদন।

সম্প্রতিপূজা (স্ত্রী) সম্যক্ পূজা, সম্মানদান।

সম্প্রতিরোধক (ত্রি) সম্যক্ প্রকারেণ প্রতিরুণদ্ধীতি সং-প্রতি-রুধ-ণ্বুল্। প্রতিবন্ধক।

সম্প্রতিবিদ্ (ত্রি) বর্ত্তমান বিষয়াভিজ্ঞ। (কৌশিতকী উপ০ ১।৪)

সম্প্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) সম্-প্রতি-স্থা অঙ্। স্থিতি।

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা॥" (গীতা ১৫।৩)

সম্প্রতিসঞ্চর (পুং) প্রলয়বিশেষ, প্রতিসঞ্চর, ব্রাহ্মপ্রলয়, এই প্রলয়ে ব্রহ্মারও বিনাশ হয়। [প্রতিসঞ্চর শব্দ দেখ]

সম্প্রতীক্ষ্য (ত্রি) সম্-প্রতি-ঈক্ষ-যৎ। সম্যক্‌রূপে প্রতীক্ষণীয়, প্রতীক্ষার্হ, প্রতীক্ষা করিবার উপযুক্ত।

স্ত্রী স্বামীর বাক্য পালন করিবে, ইহাই পরম ধর্ম্ম, কিন্তু স্বামী মহাপাতকী হইলে স্ত্রী শুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে।

সম্প্রতীতি (স্ত্রী) সম্-প্রতি-ইন্-ক্তিন্। ১ সম্যক্ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। সম্যক্‌জ্ঞান, প্রত্যয়।

সম্প্রতোলী (স্ত্রী) প্রতোলী, রাস্তা, রথ্যা। [প্রতোলী দেখ]

সম্প্রত্যয় (পুং) সম্-প্রতি-ই-ঘঞ্। সম্যক্ প্রত্যয়, জ্ঞান, বোধ, অবগম।

সম্প্রদাতৃ (ত্রি) সম্-প্র-দা-তৃচ্। সম্প্রদানকর্ত্তা, যিনি সম্প্রদান করেন, যিনি দান করেন।

সম্প্রদান (ক্লী) সম্-প্র-দা-লুট্। সম্যক্ প্রকারে দান। ব্যাকরণ মতে ষট্‌কারকের অন্তর্গত কারক বিশেষ। এই কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যিনি দান করেন, তিনি কর্ত্তা আর যাহাকে দান করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কহে।

'সম্প্রদানন্ত প্রকৃষ্টং দানং যো লভতে সঃ,

তথাচোক্তং—

"সম্প্রদানং তদেব স্যাৎ পূজানুগ্রহকাময়া।

দীয়মানেন সংযোগাৎ স্বামিত্বং লভতে যদি॥"

(মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস)

পূজা ও অনুগ্রহকামনা করিয়া যাহা দান করা যায়, এবং তাহাতে যদি তাহার স্বামিত্ব লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্প্রদান কহে।

ব্যাকরণমতে সম্প্রদানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে 'কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানং" (সিদ্ধান্তকৌ• ১।৪।৩৪)

দা ধাতুর কর্ম্ম দ্বারা যাহাকে অভিলাষ করা যায়, অর্থাৎ যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। 'বিপ্রায় গাং দদাতি' ব্রাহ্মণকে গোরু দান করিতেছে, এই স্থলে দা-ধাতুর কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণকে অভিলাষ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে দান করিবার অভিলাষ হইয়াছে, এইজন্য বিপ্র সম্প্রদান পদ হইল, সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়, এই নিয়মে 'বিপ্রায়' চতুর্থী বিভক্তি হইল। সম্প্রদান স্থলে স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপাদান অর্থাৎ পরস্বত্বের গ্রহণ হইবে। নিজের তাহাতে আর কোন স্বত্ব থাকিবে না, যাহাকে দান করা হইবে, তাহার তাহাতে সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মিবে। রজককে বস্ত্র দিতেছে, এস্থলে রজক সম্প্রদান হইবে না, কারণ তাহাতে তাহার স্বামিত্ব জন্মে নাই। ইহাই সম্প্রদানের সাধারণ লক্ষণ।

রুচ্যর্থ-ধাতুর যোগে প্রীয়মান যে অর্থ তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। অন্য কর্ত্তৃক অভিলাষের নাম রুচ। যে স্থলে রুচিমান অর্থ না বুঝাইবে, তথায় সম্প্রদান হইবে না। শ্লাঘ, হ্নু, স্থা ও শপ-ধাতুর প্রয়োগে 'বুঝাইবার ইচ্ছা' বুঝাইলে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "গোপীস্মরাৎ কৃষ্ণায় শ্লাঘতে, হ্নুতে তিষ্ঠতে শপতে বা" এইস্থলে ঐ সকল ধাতুর প্রয়োগ এবং বুঝাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, এইজন্য কৃষ্ণায় সম্প্রদান হইল। ধারি ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণের সম্প্রদান হয়। স্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিতের সম্প্রদান সংজ্ঞা এবং ক্রুধ, দ্রুহ, ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার্থ ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি কোপ বুঝাইবে, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। যাহার প্রতি কোপ করা হয়, তাহারই উত্তর চতুর্থী হইয়া থাকে।

রাধ ও ঈক্ষ ধাতুর কারকের যাহার নিমিত্ত বিবিধ প্রশ্ন করা যায়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। যথা কৃষ্ণায় রাধ্যতি এই স্থলে কৃষ্ণায় সম্প্রদান হইল। প্রতি ও আঙ্ পূর্ব্বক শ্রু-ধাতুর যোগে প্রবর্ত্তনারূপ ব্যাপারের কর্ত্তায় সম্প্রদান হয়। যথা 'বিপ্রায় গাং প্রতিশৃণোতি বা' অর্থাৎ বিপ্র কর্ত্তৃক আমাকে দেও এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞা করিতেছে। অনু ও প্রতি পূর্ব্বক গৃ-ধাতুর কারক পূর্ব্ব-ব্যাপারের কর্ত্তৃভূত হইলে সম্প্রদান হয়। পরিক্রয়ণ অর্থ বুঝাইলে তাহাতে সাধকতম কারকের বিকল্পে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। 'নিয়তকাল ভৃত্যাদির স্বীকরণকে পরিক্রয়ণ কহে। যথা 'শতেন শতায় বা পরিক্রীতঃ' এই স্থলে বিকল্পে সম্প্রদান অর্থাৎ একবার শতায় ও আর একবার শতেন এই-রূপ হইল। (সিদ্ধান্তকৌ• কারক)

সিদ্ধান্তকৌমুদী ও অন্যান্য সকল ব্যাকরণেই ইহার বিশেষবিধান ও বিচার বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। কেবল যাহার মাত্র সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়, তাহাই উল্লিখিত হইল। সম্প্রদান ভিন্নও নমঃ স্বস্তি প্রভৃতি শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই স্থলে সম্প্রদান হয় না।

কন্যাসম্প্রদান স্থলে পিতা স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিবেন। যদি তিনি বিশেষ অসমর্থ হন, তাহা হইলে পিতামহ, ভ্রাতা, সপিণ্ডজ্ঞাতি, সকুল্যজ্ঞাতি, মাতামহ-মাতা বা মাতুল, কন্যাদান করিবেন, এই সকলের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে তৎসজাতি কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতাবানুমতঃ পিতুঃ।

মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা॥

মাতাত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।

তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ সজাতয়ঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

[বিবাহ শব্দ দেখ]

সম্প্রদানীয় (ত্রি) সম্-প্র-দা-অনীয়র্। সম্প্রদানের যোগ্য, সম্প্রদানের উপযুক্ত।

সম্প্রদায় (পুং) সম্-প্র-দা-ঘঞ্ (আতো যুক্ চিন্‌কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ১ গুরুপরম্পরাগতসদুপদেশ, গুরুপরম্পরা হইতে যে সকল সদুপদেশ প্রচলিত আছে, শিষ্টপরম্পরার নির্দোপদেশ, পর্য্যায় -আম্নায়। (অমর)

২ গুরুপরম্পরাগত সদুপদিষ্ট ব্যক্তিসমূহ। যথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শাক্তসম্প্রদায়। ইহারা গুরুপরম্পরা হইতে বিষ্ণু বা শক্তি বিষয় উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। ৩ দল, সজাতীয়।

"সম্প্রদায়বিহানা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধ্বরুদ্রসনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥" (পদ্মপু°)

সম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্র তাহা নিষ্ফল। অতএব কলিতে চারিটী সম্প্রদায় যথা শ্রী, মাধ্ব, রুদ্র ও সনক; এই চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ইহারা ক্ষিতিপাবন। তন্ত্রে সৌব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও বিষয় লিখিত আছে।

সম্প্রদায়িন্ (ত্রি) সম্প্রদায় অস্ত্যর্থে ইনি। সম্প্রদায়বিশিষ্ট, সম্প্রদায়যুক্ত।

সম্প্রধারণ (ক্লী) সম্-প্র-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। সম্প্রধারণা, উচিতানুচিত নিশ্চয়।

সম্প্রধারণা (স্ত্রী) সম্-প্র-ধৃ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। উচিতানুচিত নিশ্চয়, উচিত ও অনুচিত বিবেচনা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়, অবধারণ। পর্য্যায়—সমর্থন। (অমর)

সম্প্রধার্য্য (ত্রি) সম্প্রধারণযোগ্য।

সম্প্রপাদ (ক্লী) সম্ প্র-পদ গতৌ-ক্ত। ভ্রমণ, পর্য্যটন।

"স্বপ্যাদ্‌ভূমৌ শুচীরাত্রৌ দিবা সম্প্রপদৈর্নয়েৎ।
স্থানাসনবিহারৈর্বা যোগাভ্যাসেন বা তথা॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।৫১)

সম্প্রপুষ্পিত (ত্রি) প্রচুর পুষ্পযুক্ত, সম্যক্ প্রস্ফুটিত পুষ্পবিশিষ্ট। (রামায়ণ ৪।৫৭।৫)

সম্প্রভব (পুং) সম্-প্র-ভূ-অপ্। সম্যক্ উৎপত্তিবিশিষ্ট।

"অনিয়তদিক্‌সম্প্রভবো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মদণ্ডাখ্যঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ১১।১৫)

সম্প্রমর্দ্দন (পুং) বিষ্ণু। (ভারতবর্ণিত বিষ্ণুর সহস্রনাম) সম্প্রতর্দ্দন পাঠান্তর।

সম্প্রমাদ (পুং) সম্-প্র-মদ ঘঞ্। সম্যক্ প্রমাদ, মোহ, ভ্রান্তি। (ভাগবত ৫।৫।১২)

সম্প্রমুক্তি (স্ত্রী) সম্-প্র-মুচ্-ক্তিন্ সম্যক্ মুক্তি, মোচন।

সম্প্রমেহ (পুং) প্রমেহ রোগ, প্রমেহ।

সম্প্রমোদ (পুং) সম্যক্ আমোদ। (ভারত ১২ প°)

সম্প্রমোষ (পুং) সম্-প্র-মুষ-ঘঞ্। চৌর্য্য।

"অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ" (পাতঞ্জলদ° ১।১১)
'অসম্প্রমোষঃ অস্তেয়ঃ' (ভাষ্য)

সম্প্রমোহ (পুং) সম্যক্ মোহ, মানসিক বিকৃতি।

সম্প্রয়াণ (ক্লী) সম্-প্র-যা-ল্যুট্। সম্যক্ প্রয়াণ, সম্যক্ গমন স্বর্গারোহণ, সম্যক্ প্রস্থান, মহাপ্রস্থান।

"যচ্ছৃণ্বতেতৎ ভগবৎপ্রিয়াণাং
পাণ্ডোঃ সুতানামিতি সম্প্রয়াণং।" (ভাগবত ১।১৫।৫১)

সম্প্রয়াস (পুং) সম্-প্র যস্-ঘঞ্। সম্যক্ প্রয়াস, অতিশয় প্রয়াস, অতিশয় যত্ন।

"ন রাতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধির্মদঃ কলির্ব্যসনং সম্প্রয়াসঃ।"
(ভাগবত ৬।১১।২১)

সম্প্রয়োক্তব্য (ত্রি) সম্-প্র-যুজ তব্য। সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগের যোগ্য।

সম্প্রয়োগ (পুং) সম্-প্র-যুজ ঘঞ্। ১ নিধুবন, রতি, রমণ। ২ ধনাদি বিনিয়োগ, প্রয়োগ, খাটান। ৩ সম্বন্ধ, সম্পর্ক। ৪ সাপেক্ষতা। ৫ ইন্দ্রজাল। ৬ বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য, মারণ উচ্চাটন, প্রভৃতি আভিচারিক ক্রিয়াকে সম্প্রয়োগ কহে। (ত্রি) ৬ অর্থিত, প্রার্থিত। (অজয়)

সম্প্রয়োগিন্ (পুং) সম্প্রয়োগঃ অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ কলাকেলি। কামুক, লম্পট। (ত্রি) প্রয়োগকর্ত্তা। ৩ ঐন্দ্রজালিক।

সম্প্রয়োজ্য (ত্রি) সম্-প্র-যুজ-ণ্যৎ। সম্যক্‌রূপে প্রয়োগের যোগ্য, প্রয়োগার্হ।

সম্প্রলাপ (পুং) সম্ প্র-লপ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রলাপ, অতিশয় প্রলাপ। (সাহিত্যদ° ২১৪)

সম্প্রবর্ত্তক (ত্রি) সম্প্রবর্ত্তয়তীতি সম্-প্র-বৃত্তি ণ্বুল্। সম্যক্ প্রবর্ত্তনকারী, প্রচলনকারী।

সম্প্রবর্ত্তন (ক্লী) সম্-প্র-বৃত-ল্যুট্। সম্যক্ প্রবর্ত্তন, প্রচলন।

সম্প্রবাহ (পুং) সম্-প্র-বহ-ঘঞ্। প্রবাহ, ধারা।

"তথা যতোঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ" (ভাগবত ৮।৩।২৩)

সম্প্রবৃত্তি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ আসক্তি। ২ অনুগমনেচ্ছা। ৩ বিকাশ, আবির্ভাব। ৪ উপস্থিত। ৫ সংঘটন।

সম্প্রবৃদ্ধি (স্ত্রী) সম্যক্ প্রবৃদ্ধি, অতিশয় বৃদ্ধি।

"ফলকুসুমসম্প্রবৃদ্ধিং বনস্পতীনাং বিলোক্য বিজ্ঞেয়ং।
সুলভত্বং দ্রব্যাণাং নিষ্পত্তিশ্চাপি শস্যানাং॥"
(বৃহৎসংহিতা ২৯।১)

বনস্পতিগণের ফল ও কুসুমের যদি অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শস্য সুলভ হইয়া থাকে।

সম্প্রবেশ (পুং) সম্-প্র-বিশ্-ঘঞ্। সম্যক্ প্রবেশ।

সম্প্রশ্ন (পুং) সম্যক্ প্রশ্ন।

"ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।" (ভাগ° ১।২।১)
'সম্যক্ প্রশ্নৈঃ সম্যক্ সংহৃষ্টঃ' (স্বামী)

সম্প্রশ্রয় (পুং) প্রশ্রয়, বিনয়, নম্রতা।

"সম্প্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষদ্
ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননাহ।" (ভাগবত ৩।২৩।৯)
'সম্প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ প্রণয়ঃ প্রেম তাভ্যাং বিহ্বলা' (স্বামী)

সম্প্রষ্টব্য (ত্রি) সম্-প্রচ্ছ-তব্য। সম্যক্‌রূপে জিজ্ঞাসার যোগ্য।

সম্প্রসর্পণ (ক্লী) সম্যক্ প্রসর্পণ। অভিমুখে বা সম্মুখে গমন।

সম্প্রসাদ (পুং) সম্-প্র-সদ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রসাদ, চিত্তের প্রসন্নতা। যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তের নির্ম্মলতাসাধক যত্নবিশেষ, যাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। ২ সুষুপ্তি। ৩ প্রসন্নতা। ৪ বিশ্বাস।

সম্প্রসাধ্য (ত্রি) ১ প্রসাধনার্হ। ২ সুশৃঙ্খলা বা সুব্যবস্থাস্থাপন।

সম্প্রসারণ (ক্লী) সম্-প্র-সৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রসারণ, বিস্তারণ, ছড়ান, বিছান। ২ ব্যাকরণ মতে সংজ্ঞাবিশেষ। ইকার, উকার, ঋকার ও ৯কার স্থানে য, ব, র, ও ল হওয়াকে সম্প্রসারণ কহে। ব্যাকরণে ইহার বিশেষ বিধান লিখিত আছে।

সম্প্রসূতি (স্ত্রী) প্রসবকারিণী। যে স্ত্রীলোক দুই তিন বা ততোধিক সন্তান প্রসব করে। (বৃহৎস° ৪৬।৫২)

সম্প্রস্থিত (ত্রি) সম্-প্র-স্থা-ক্ত। সম্যক্ প্রস্থিত, চলিত, গত। যিনি প্রস্থান করিয়াছেন বা চলিয়া গিয়াছেন। ২ প্রস্থানোদ্যত।

সম্প্রহর্ষ (পুং) সম্-প্র-হৃষ্-ঘঞ্। সম্যক্ হর্ষ, অতিশয় হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ।

সম্প্রহর্ষিন্ (ত্রি) সম্-প্র-হৃষ্-ণিনি। হর্ষ-বিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত, আহ্লাদবিশিষ্ট।

সম্প্রহার (পুং) সম্যক্ প্রহারেণ প্রহ্রীয়তেঽত্রেতি সম্-প্র-হৃ ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। (অমর) ২ গমন। ৩ হনন। (ধরণি)

সম্প্রহারি (পুং) সম্-প্র-হৃ (বাহুলকাদ্ ক্রোঽপি। উণ্ ৪।১২৪ ইতি উজ্জ্বলোক্ত্যা) ইঞ্। পথিক-সংহতি। (উজ্জ্বল)

সম্প্রহারিন্ (ত্রি) যুদ্ধকারী। অস্ত্রপ্রহারকারী। (রামা° ৬।৭৩।২১)

সম্প্রহাস (পুং) সম্যক্ হাস্য। উপহাস, বিদ্রূপ। (রামা° ৩।২৪।২০)

সম্প্রাপ্ত (ত্রি) সম্-প্র-আপ-ক্ত। সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত, লব্ধ, যাহা পাওয়া গিয়াছে।

"সম্প্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণ্যে পুণ্যপ্রদে সদা।
কর্ত্তব্যো নিয়মং কশ্চিদ্ ব্রতরূপী নরোত্তমৈঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ আগত, উপস্থিত। ৩ কথিত।

সম্প্রাপ্তব্য (ত্রি) সম্-প্র-আপ-তব্য। সম্যক্‌রূপে লাভের উপযুক্ত। পাইবার যোগ্য।

সম্প্রাপ্তি (স্ত্রী) সম্-প্র-আপ-ক্তিন্। ১ সম্যক্ প্রাপণ, সম্যক্ প্রাপ্তি।

"আত্মনেপদসম্প্রাপ্তৌ পরস্মৈ কুত্রচিদ্ভবেৎ।" (সংক্ষিপ্তসারব্যা°)

ধাতুর আত্মনেপদ বিষয়ে সম্প্রাপ্তি থাকিলেও কোন কোন স্থলে পরস্মৈপদ হয়। প্রাপ্তি, লাভ। ২ সমাগত। ৩ উপস্থিতি। ৪ রোগের সন্নিকৃষ্ট কারণ। (মাধবনি°) ৫ রূপবিশিষ্ট হইয়া রোগের উৎপত্তি। রোগের পঞ্চনিদানের মধ্যে সম্প্রাপ্তি একটী। বৈদ্যকে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা।
উৎপত্তির্বাময়স্যাসৌ সম্প্রাপ্তির্জাতিরাগতিঃ॥" (ভাবপ্র°)

যথাকারণে দূষিত দোষ উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিলে তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। জাতি ও আগতি ইহার কাল বিশেষ দ্বারা সম্প্রাপ্তির ভেদ জানিতে হইবে। সংখ্যা যথা—জ্বর ৮ প্রকার, অতীসার ৬ প্রকার, ইত্যাদি। বিকল্প—পরস্পরমিলিত বাতাদিদোষের অংশাংশ,অর্থাৎ বাতাদি দোষের মধ্যে কাহার ভাগ অধিক এবং কাহারও মধ্য বা হীন ইত্যাদি রূপে কল্পনা করাকে বিকল্প কহে। প্রাধান্য স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য প্রভেদ দ্বারা রোগের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য জানিতে হইবে, অর্থাৎ কুপিত দোষ কর্ত্তৃক জ্বর উপস্থিত হইয়া শ্বাসাদি উপদ্রব জন্মিলে ঐ জ্বরেরই প্রাধান্য এবং শ্বাসাদির অপ্রাধান্য, এবং শ্বাসাদি কোন রোগ স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত হইলে শ্বাসাদির প্রাধান্য এবং তদধীন জ্বরের অপ্রাধান্য জানিতে হইবে। হেতু, পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রভৃতির সম্পূর্ণ লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির বল এবং অসম্পূর্ণ লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির অবল নির্দ্ধারণ করিবে।

কাল যথা—রাত্রি, দিবা, ঋতু ও আহারের কালভেদে ব্যাধির কাল অবগত হইবে। অর্থাৎ রাত্রি, দিবা, ঋতু ও আহারের যে সময়ে যে দোষ প্রকুপিত ও প্রশমিত হওয়া নির্দ্ধারিত আছে, সেই সময়ে সেই দোষজাত রোগও পরিবর্দ্ধিত ও প্রশমিত হয়। রোগের ইত্যাদি লক্ষণকে সম্প্রাপ্তি কহে।

সম্প্রাপ্তিই রোগজ্ঞানের হেতু। সুতরাং একমাত্র সম্প্রাপ্তি দ্বারাই রোগ-জ্ঞান হইয়া থাকে। অনিয়মিত আহার ও বিহার দ্বারা বাতাদি দোষ কুপিত রসকে এবং ঐ কুপিত দোষ আমাশয়ে গমন করিয়া রসকে দূষিত ও জঠরাগ্নিকে বহিষ্করণাদি দ্বারা জ্বর উৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশ করে এবং ব্যাধির সংখ্যা, দোষ, দোষের অংশাংশ কল্পনা, রোগের প্রাধান্য, বল ও কাল এই সমস্তই সম্প্রাপ্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। চিকিৎসক এই সম্প্রাপ্তির বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইয়া চিকিৎসা করিবেন। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটী দ্বারাই রোগের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়া থাকে। মাধবনিদানের পঞ্চনিদানে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, দোষসমূহ যে রূপে কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ববিশেষে অবস্থান বা বিচরণ পূর্ব্বক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল ও কালানুসারে এই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত) [নিদান শব্দ দেখ।]

সম্প্রাপ্তিদ্বাদশী (স্ত্রী) দ্বাদশীব্রতবিশেষ। (ভবিষ্যপু°)

সম্প্রার্থনা (স্ত্রী) সম্যক্‌রূপ প্রার্থনা, যাচ্ঞা।

সম্প্রার্থ্য (ত্রি) সম্-প্র-অর্থি-যৎ। সম্যক্‌রূপে প্রার্থনীয়।

সম্প্রিয় (ত্রি) সম্যক্ প্রিয়, অতিপ্রিয়।

সম্প্রীণন (ক্লী) সম্-প্রী-ল্যুট্। সম্যক্ প্রীণন, প্রীতি, প্রণয়।

"এতাবদৃষ্টপিতরৌ যুবয়োস্ম পিত্রোঃ
সম্প্রীণনাভ্যুদয়ঃ পোষণপালনানি।" (ভাগবত ১০।৮২।৩৮)

সম্প্রীতি (স্ত্রী) সম্-প্রী-ক্তিন্। সম্যক্ প্রণয়। ২ সন্তোষ, হর্ষ।

সম্প্রীতিমৎ (ত্রি) সম্প্রীতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সম্প্রীতিবিশিষ্ট, প্রণয়যুক্ত।

সম্প্রেক্ষক (ত্রি) সম্-প্র-ঈক্ষ-ণ্বুল্। সম্যক্‌রূপে দর্শনকারী। সম্যক্‌দ্রষ্টা।

সম্প্রেপ্সু (ত্রি) সম্প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ, সং-প্র-আপ্-সন্, উ। সম্যক্‌রূপে পাইবার জন্য ইচ্ছুক, সম্যক্‌লাভ করিতে অভিলাষী।

সম্প্রেরণ (ক্লী) সম-প্র-ঈর-ল্যুট্। সম্যক্ প্রেরণ।

সম্প্রেষ (পুং) সম্প্রৈষ। (হেম)

সম্প্রেষণ (ক্লী) সম্-প্র-ইষ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে প্রেষণ, প্রেরণ। (মনু ৭।১৫৩)

সম্প্রৈষ (পুং) সম্-প্র-ইষ-ঘঞ্। ১ নিয়োগবিধি। (হেম)

সম্প্রোক্ষণ (ক্লী) সম্-প্র-উক্ষ-ল্যুট। সম্যক্‌প্রোক্ষণ, জলসেক। পূজাদিতে পশুবধ স্থানে পশুকে প্রথমে বিশুদ্ধ জল দ্বারা সম্প্রোক্ষণ করিতে হয়।

সম্প্লব (পুং) সম্-প্ল-অপ্। ১ প্রলয়।

"ছিত্বাঽচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে
তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গসম্প্লবং।" (ভাগবত ১২।৪।৩৪)

২ সংশ্লেষ, সঙ্ক্ষোভ, চাঞ্চল্য। (ভাগবত ১।৩।১৫)

৩ ইতস্ততঃ পতন, চারিদিকে বর্ষণ।

"বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সম্প্লবে।" (মনু ৪।১০৩)

'সম্প্লবে ইতস্ততঃ পাতে' (কুল্লূক)

৪ বন্যা।

সম্ফাল (পুং) সম্যক্ ফালো গমনং যস্য। ১ মেষ। (হেম)

সম্ফুল্ল (ত্রি) সম-ফল-ক্ত (উৎফুল্লসম্ফুল্লয়োরিতি বক্তব্যং। পা ৮।২।৫৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা নিপাতিতঃ। বিকসিত, প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত। (অমর)

সম্ফেট (পুং) নাট্যোক্তিতে আস্ফালন, রোষপূর্ব্বক কথন। নাটকে ক্রুদ্ধ হইয়া যে আস্ফালন করা হয়, তাহাকে সম্ফেট কহে।

"দোষপ্রখ্যাঽপবাদঃ স্যাৎ সম্ফেটো রোষভাষণং।"
(সাহিত্যদ° ৩৭৯)

উদাহরণ যথা—শৃণু রে—

"ক্লৃপ্তা কেশেষু ভার্য্যা তব তব চ পশোস্তস্য রাজস্তয়োর্ব্বা
প্রত্যক্ষং ভূপতীনাং মম ভুবনপতেরাজ্ঞয়া দ্যূতদাসী।
তস্মিন্ বৈরানুবন্ধে বদ কিমপকৃতং তৈর্হতা যে নরেন্দ্রা
বাহ্বোর্বীর্য্যাতিভারদ্রবিণগুরুমদং মামজিত্বৈব দর্পঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩৭৯)

২ দ্বন্দ্বযুক্ত।

সম্ব, সর্পণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সম্বতি। লুঙ্ অসম্বীৎ। সন্ সিসম্বিষতি।

সম্ব, সম্বন্ধ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সম্বয়তি। লুঙ্ অসসম্বৎ।

সম্ব (ক্লী) সম্বতি সর্পতীতি সম্ব-অচ্। ১ জল। (জটাধর) ২ বারদ্বয় কর্ষণ, দুইবার চসা। ৩ প্রতিলোম-কর্ষণ, উল্টা দিকে চসা।

সম্বদ্ধ (ত্রি) সম্-বন্ধ-ক্ত। সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। ২ সংযুক্ত, মিলিত।

সম্বন্ধ (পুং) সম্বধ্যতে ইতি সম্-বন্ধ-ঘঞ্। ১ সমৃদ্ধি। ২ ন্যায়। (অজয়) ৩ সখ্য, বন্ধুত্ব।

"সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুর্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োর্বনান্তে।"
(রঘু ২।৫৮)

৪ সংসর্গ, এক-পদার্থে অপর-পদার্থ সংসর্গ। এই সংসর্গ প্রতিযোগী, অনুযোগী, আধার, আধেয়, বিষয় ও বিষয়িভাবরূপ। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ও প্রথমাব্যুৎপত্তিবাদ প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিচার লিখিত আছে।

৫ সম্পর্ক, ইহা ত্রিবিধ, বিদ্যাজ, যোনিজ ও প্রীতিজ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি দ্বারা বিদ্যাজ সম্বন্ধ, উৎপত্তিহেতুক যোনিজ এবং পরস্পরের প্রণয় হইতে প্রীতিজ সম্বন্ধ হয়। এই তিন প্রকার ব্যতীত আর কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

"সম্বন্ধো যেষু যেষাং যঃ সর্ব্বজাতিষু সর্ব্বতঃ।
তং তাং ব্রবীমি বেদোক্তং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা॥
পিতা তাতস্তু জনকো জন্মদাতরি বর্ত্ততে।
অম্বা মাতা চ জননী গর্ভধাত্র্যাং প্রসূরিতি॥" ইত্যাদি।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখ° ১০ অ°)

সকল জাতির মধ্যে যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে সম্বন্ধ-জাতি-নির্ণয় নামক ১০ অধ্যায়ে বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এইস্থলে লিপিবদ্ধ হইল না। যাহার সহিত যে সম্বন্ধ থাকুক না কেন, পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার হইবেই হইবে। ৬ যোগ্যতা। ৭ সমীচীনতা। ৮ উপ-

যুক্তা। ৯ ব্যাকরণমতে জন্যজনকাদি। ১০ ষট্‌কারকের অন্তর্গত কারকবিশেষ। সম্বন্ধকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। (ত্রি) ১১ শত্রু। ১২ হিত। ১৩ উপযুক্ত, সমীচীন। ১৪ মিলিত।

সম্বন্ধক (পুং) সম্বন্ধ-স্বার্থে কন্। সম্বন্ধ শব্দার্থ।

সম্বন্ধন (ক্লী) সম্-বন্ধ-ল্যুট্। সম্যক্ বন্ধন।

সম্বন্ধয়িতৃ (ত্রি) সম্বন্ধকারক।

সম্বন্ধিতা (স্ত্রী) সম্বন্ধিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্বন্ধিত্ব, সম্বন্ধবিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম।

সম্বন্ধিন্ (ত্রি) সম্বন্ধোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ সম্বন্ধবিশিষ্ট, পর্য্যায়—গুণবৎ, সংযুজ্। (ত্রিকা০) (পুং) ২ মাতৃপক্ষীয়। ৩ শ্বশুরাদি। ৪ জামাতা। ৫ শ্যালকাদি।

"বিপ্রোষ্যাতৃপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ।" (মনু ২।১৩২)

'জ্ঞাতয়ঃ পিতৃপক্ষাঃ পিতৃব্যাদয়ঃ, সম্বন্ধিনঃ মাতৃপক্ষাঃ শ্বশুরাদয়শ্চ তেষাং জ্যেষ্ঠানাং বা স্ত্রিয়ঃ' (কুল্লূক) 'জামাতৃশ্যালকাদয়ঃ' (মনু ৪।১৭৯ কুল্লূক)

চলিত কথায় সম্বন্ধী বলিলে শ্যালককেই বুঝায়। ৬ বৈবাহিক। ৭ মিত্র। (রঘু ২।৫৮ মল্লিনাথ) ৮ সম্বন্ধযুক্ত, যাহার সহিত কোন না কোনরূপ সম্বন্ধ আছে। কুটুম্ব। ৯ বিদ্বান্, সদ্‌গুণবিশিষ্ট, সুদৃশ্য।

সম্বন্ধু (ত্রি) ১ শোভনবন্ধু, স্বাভাবিক বন্ধু, আপনা হইতেই বন্ধু।

"দিবঃ সম্বন্ধুর্জ্জুষা পৃথিব্যাঃ" (ঋক্ ৩।১।৩)

'সম্বন্ধুঃ শোভনবন্ধুঃ স্বত এব বন্ধুরিতি যাবৎ' (সায়ণ)

২ জ্ঞাতি। (নিঘণ্টু ৪।২১)

সম্বল (ক্লী) শম্বল শব্দার্থ। ১ কুল। ২ পাথেয়, পথখরচ। ৩ মৎসর। (মেদিনী)

সম্বহুল (ত্রি) সম্যক্‌বহুল, বহুল, প্রচুর।

সম্বাকৃত (ত্রি) সম্বং কৃতং ডাচ্। বারদ্বয়কৃষ্ট ক্ষেত্র, যে ভূমি দুইবার চসা হইয়াছে। (অমর) এই শব্দ তালব্য শকারাদিও হয়।

সম্বাদী, সঙ্গীতমতে স্বরভেদ। বাদীর সহগামী স্বর।

সম্বাধ (পুং) সম্যক্ বাধা যত্র। ১ সঙ্কট, ভয়। ২ বাধা। ৩ ভিড়, সঙ্ঘর্ষ। ৪ ভগ, যোনিমার্গ। ৫ নরকের পথ। (ত্রি) ৫ অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ। ৬ জনতাপূর্ণ।

সম্বাধন (ক্লী) সম্যক্ বাধনং যত্র। ১ মদনের দ্বার। ২ শূলাগ্র। ৩ দ্বারপাল। (মেদিনী) ৪ বাধা দেওয়া।

সম্বুদ্ধ (ত্রি) সং-বুধ-ক্ত। সম্যক্ বোধযুক্ত, সমাক্‌জ্ঞাত, সম্যক্ বোধাশ্রয়। ২ চৈতন্যবিশিষ্ট। ৩ জাগরিত।

(পুং) বুদ্ধাবতার। (ত্রিকা°) ভগবান্ বুদ্ধদেবের সম্যক্‌বোধ জন্মিয়াছিল, এইজন্য তাঁহার নাম সম্বুদ্ধ হইয়াছে।

সম্বুদ্ধি (স্ত্রী) সম্-বুধ-ক্তিন্। ১ সম্বোধন, আহ্বান, অভিমুখী করণ। ২ আমন্ত্রণ। ৩ দর্শন। ৪ বিশেষণ।

সম্বুবোধয়িষু (ত্রি) সম্যক্ বোধলাভ করিতে ইচ্ছুক। (ভারত ১২ পঃ)

সম্বৃংহণ (ক্লী) বলসম্বিধান। (চরক ৮।৪)

সম্বোধ (পুং) সম্-বুধ-ঘঞ্। ১ বোধন, বোধ।

"জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।

দয়া সর্ব্বসুখেষ্বত্তমার্জ্জবং সমচিত্ততা॥" (ভাবত ৩।৩১২।৮৫)

২ ক্ষেপ। ৩ নাশ। (অজয়)

সম্বোধন (ক্লী) সম্-বুধ-ল্যুট্। আহ্বান, অভিমুখী-করণ। অন্যত্র কার্য্যাসক্তব্যক্তির কার্য্যান্তরে নিয়োজনের জন্য যে অভিমুখীকরণ তাহাকে সম্বোধন কহে। পর্য্যায়—আমন্ত্রণ, সম্বুদ্ধি। ব্যাকরণমতে সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। নাটকে সম্বোধনোক্তি ও প্রত্যুক্তি আকাশ-ভাষিত দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

"সম্বোধনোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্য্যাদাকাশভাসিতৈঃ।

(সাহিত্যদ° ৬।৫৩৩)

সম্বোধয়িতৃ (ত্রি) ১ সম্বোধনকারী। ২ যিনি সম্যক্ বোধ করান, জ্ঞানদাতা। (মৈত্র্যুপনিষৎ ৬।৪)

সম্বোধি (স্ত্রী) সম্যক্ জ্ঞান। প্রজ্ঞা।

সম্বোধ্য (ত্রি) সম্-বুধ-ণ্যৎ। সম্বোধনের যোগ্য, সম্যক্‌জ্ঞানের উপযুক্ত।

সম্ভক্ত (ত্রি) সম্-ভজ্-তৃচ্। সম্যক্ বিভাগকারী। পরস্পরে বিজ্ঞাপনশীল।

সম্ভক্তি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ বিভাজন। ২ সম্যক্ ভক্তি।

সম্ভক্ষ (পুং) সম্-ভক্ষ-অচ্। সম্যক্‌ভক্ষণ।

সম্ভয় (পুং) সম্-ভী-ঘঞ্। সম্যক্‌ভয়, অতিশয় ভয়। (কাম° নীতি ৭।৫৮)

সম্ভর (ত্রি) ১ সম্যক্ ভার। ২ আহরণ। সংগ্রহ।

সম্ভরণ (পুং) ১ ইষ্টকাভেদ। ২ সম্যক্ পূর্ণকরণ। ৩ পূর্ণতাপ্রাপণ।

সম্ভরণীয় (ত্রি) সম্ভরণযোগ্য। যে ইষ্টি পূর্ণতায় আনীত হইয়াছে।

সম্ভল (পুং) ১ সম্ভাষক। ২ কন্যার্থী পুরুষ।

"আনো অগ্নে সুমতিং সম্ভলো" (অথর্ব্ব ২।৩৬।১)

'সম্ভলঃ সম্ভাষিকঃ সমদাতা বা কন্যার্থী পুরুষঃ।' (সায়ণ)

সম্ভলী (স্ত্রী) কুট্টনী, চলিত কুটনী। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

'শং কল্যাণং ভলতে নিরূপয়তি শম্ভলী ভল ও নিরূপণে

পচাদিত্বাদন্, নদাদিত্বাদীপ্, শম্ভলী, তালব্যাদিঃ, সম্যক্‌ভলতে রিত্যন্তে' (ভরত) এই শব্দ তালব্য শকারাদিও হয়।

সম্ভব (পুং) সম্-ভূ-অপ্। ১ হেতু, কারণ। ২ উৎপত্তি, জন্ম। ৩ সম্ভাবনা, উপযোগ্যতা। ৪ সঙ্কেত। ৫ উপায়। ৬ যুক্তি, আপোষ। ৭ ক্ষতি, ধ্বংস। ৮ সমীচীনতা, উপযুক্ততা। ৯ শক্তি, ক্ষমতা। ১০ মেলক, আধেয়-ধারণ, আধারের অনতিরিক্তত্ব। (মেদিনী) ১১ বর্ত্তমান কল্পীয় অর্হদ্বিশেষ। (হেম)

সম্ভবন (ক্লী) উদ্ভাবন। জন্ম। (ত্রি) উৎপন্ন হইবার যোগ্য।

সম্ভবপর্ব্বন্ (ক্লী) মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৬৫ অধ্যায়।

সম্ভবিন্ (ত্রি) সম্ভবনীয়। সম্ভবশীল।

সম্ভবিষ্ণু (ত্রি) সম্-ভূ-ইষ্ণুচ্ সহচরেত্যাদি ইষ্ণুচ্। সম্ভবনশীল। সম্ভবশীল। ২ উৎপাদনশীল।

"ত্বং বৈ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং
প্রজাপতীনামসি সম্ভবিষ্ণুঃ॥" (ভাগবত ৮।১৭।২৮)
'সম্ভববিষ্ণুঃ উৎপাদনশীলঃ' (স্বামী)

সম্ভব্য (ত্রি) সম্-ভূ-যৎ। সম্ভবনীয়, সম্ভব বা উৎপত্তির যোগ্য। সম্ভাবনাযোগ্য, সম্ভাবনীয়। (পুং) ২ কপিত্থ, কতবেল। (শব্দচন্দ্রিকা)

সম্ভার (পুং) সম্-ভূ-ঘঞ্। ১ সংগ্রহ, সম্ভৃতি। ২ সমূহ, রাশি। ৩ পরিপূর্ণতা। ৪ পুষ্টিসাধন। ৫ পোষণ। ৬ সম্বরাহ। ৭ উপকরণ। যজ্ঞোপকরণ। (ভাগবত ১।১২।৩৫)

সম্ভারিন্ (ত্রি) সম্ভারবিশিষ্ট। ভারযুক্ত।

সম্ভার্য্য (ত্রি) সম্ভরণীয়। ভরণের উপযুক্ত। (পুং) অহীনভেদ। (আশ° শ্রৌ° ১০।৩৫)

সম্ভাব (পুং) অবস্থা, দশা, সম্যক্ ভাব। (রামা° ৫।৫১।১০)

সম্ভাবন (ক্লী) সম্ভাবয়ত্যনেনেতি সম্-ভূ-ণিচ্-ল্যুট্। সম্ভাবনা। ১ অনুগ্রহ, সুখ্যাতি। যশ। ২ পূজা, সৎকার। ৩ চিন্তা। ৪ যোগ্যতা। ৫ স্বীকার। ৬ সম্পাদন। ৭ উৎকট-কোটিক সংশয়, যদি এ প্রকার হয় এইরূপ তর্ক। কাব্যালঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

"সম্ভাবনং যদীদং স্যাদিত্যূহোঽন্যস্য সিদ্ধয়ে।
যদি শেষো ভবেদ্বক্তা কথিতাঃ স্যুর্গুণাস্তব॥" (চন্দ্রালোক)

অপর বস্তু সিদ্ধির জন্য ইহা যদি এই প্রকার এইরূপ তর্ক হয়, তাহা হইলে সম্ভাবন অলঙ্কার হয়। ৮ ব্যাকরণ মতে ক্রিয়াতে যোগ্যতার অধ্যবসায়কে সম্ভাবন কহে।

"সম্ভাবনং ক্রিয়াসুযোগ্যতাধ্যবসায়ঃ" (মুগ্ধবোধব্যা°)

(ত্রি) ৯ সম্ভাবক, সম্ভাবনাকারী।

"পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোঽধমঃ।
ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ॥"
(ভাগবত ৪।১৭।২৬)

সম্ভাবনা (স্ত্রী) সম্-ভূ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। শব্দার্থ, উৎকট-কোটিকসংশয়। যদি এ প্রকার হয় এইরূপ ধূমদর্শনের পর যে বহ্ন্যাদির ব্যবহার, ধূমদর্শন হইলে পরে যে বহ্নির জ্ঞান তাহা সম্ভাবনা মাত্র।

"ধূমদর্শনাদনন্তরং বহ্ন্যাদিব্যবহারস্তু সম্ভাবনামাত্রাৎ"।
(কুসুমাঞ্জলিটীকায় হরিদাস)

সম্ভাবনীয় (ত্রি) সম্-ভূ-ণিচ্-অনীয়র্। সম্ভাবনযোগ্য, সম্ভাবনের উপযুক্ত।

সম্ভাবয়িতব্য (ত্রি) সম্-ভূ-ণিচ্-তব্য। সম্ভাবনীয়, সম্ভাবনার্হ, সম্ভাবনার যোগ্য।

সম্ভাবিত (ত্রি) সম্-ভূ-ণিচ্-ক্ত। সম্ভাবনাবিশিষ্ট। সম্ভাবনযোগ্য। ২ সৎকৃত, পূজিত, অনুগৃহীত। ২ বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ। বহুমত।

"অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥" (গীতা ২।৩৪)

৫ সম্ভাবনার বিষয়। ৬ সন্দেহের বিষয়। ৭ তর্কিত।

সম্ভাবিতব্য (ত্রি) সম্মাননীয়। (ভাগ° ৫।৫।২৬)

সম্ভাবিন্ (ত্রি) সম্ভাবনাযোগ্য। সেইরূপ হইবার উপযুক্ত।

সম্ভাব্য (ত্রি) সম্-ভূ-ণিচ্-যৎ। ১ শ্লাঘ্য, প্রশংসনীয়। ২ সম্ভাবনার যোগ্য, প্রতর্ক্য।

"সম্পন্নং গোষু সম্ভাব্যং সম্ভাব্যং ব্রাহ্মণে তপঃ।
সম্ভাব্যং চাপলং স্ত্রীষু সম্ভাব্যং জ্ঞাতিতো ভয়ং॥"
(ভারত আদিপ°)

সম্ভাষ (পুং) সম্-ভাষ্-ঘঞ্। সম্ভাষণ, কথন, আলাপন।

সম্ভাষণ (ক্লী) সম্-ভাষ-ল্যুট্। সম্যক্ ভাষণ, কথন, আলাপন। সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পাতিত্য হইত। কিন্তু কলিযুগে কেবল কর্ম্ম দ্বারাই পাতিত্য হয়।

"কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন তু।
দ্বাপরে ত্বর্থমাদায় কলৌ পতিতকর্ম্মণা॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সম্ভাষা (স্ত্রী) সম্-ভাষ-অঙ্-টাপ্। সম্ভাষণ।

সম্ভাষণীয় (ত্রি) সম্-ভাষ-অনীয়র্। সম্ভাষণযোগ্য, কথনের উপযুক্ত।

সম্ভাষিন্ (ত্রি) সম্ভাষণকারী।

সম্ভাষ্য (ত্রি) ১ সম্-ভাষ-যৎ। সম্ভাষণীয়।

সম্ভিন্ন (ত্রি) সম্-ভিদ-ক্ত। ১ সম্যক্ ভেদবিশিষ্ট। ২ মিলিত।

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাসোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদম্॥" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

২ ভগ্ন। ৩ বিদলিত। ৪ সংকোচিত, চালিত। ৫ প্রস্ফুটিত।

সম্ভু (ত্রি) সম্ভবতীতি সম্-ভূ (বিপ্রসম্ভ্যোড্বসংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৮০) ইতি ডু। যিনি সম্ভব হন অর্থাৎ উৎপন্ন হন, তাহাকে সম্ভু কহে। জনিতা।

সম্ভুজ্ (ত্রি) সন্ততব্যাপক, বা সম্যক্ ভোগের জন্য সাধু। "যস্য সম্ভুজং সন্ততভুজং ব্যাপকং ভবতি, যদ্বা যস্য ধনং সম্ভুজং সম্যক্ ভোগায় সাধু' (সায়ণ)

সম্ভূত (ত্রি) সম্-ভূ-ক্ত। উৎপন্ন, উদ্ভূত, জাত।

সম্ভূতবিজয় (পুং) সম্ভূতো বিজয়ো যস্য। জৈনদিগের একজন শ্রুতকেবলি। (হেম) [জৈন দেখ।]

সম্ভূতি (স্ত্রী) সম্-ভূ-ক্তিন্। ১ উৎপত্তি, উদ্ভব। ২ যোগ। ৩ ক্ষমতা, শক্তি। ৪ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিশেষ, বিভূতি।

সম্ভূয়সন্ধান (ক্লী) সম্ভূয় মিলিত্বা যৎ সন্ধানং। পরস্পর মিলিত হইয়া যে সন্ধিকরণ।

সম্ভূয়সমুত্থান (ক্লী) সম্ভূয় মিলিত্বা সমুত্থানং কর্ম্মকরণং যত্র। মিলিত হইয়া একত্র বাণিজ্যকরণ, পরস্পর মিলিত হইয়া যে এক যোগে বাণিজ্য করা হয়, তাহাকে সম্ভূয়-সমুত্থান কহে। চলিত যৌথকারবার। ২ বিবাদ পদবিশেষ। যৌথকারবারে যদি পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকেও সম্ভূয়-সমুত্থান কহে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যে সকল বণিক্ একত্র মিলিত হইয়া লাভের জন্য ব্যবসা করে, তাহাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ অংশ প্রদান করিয়াছেন, বা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ প্রতিশ্রুতি আছে, তদনুসারে তাহারা লাভালাভ গ্রহণ করিবেন। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া দ্রব্যক্ষতি করে, অথবা যিনি নিজের অসাবধানতার জন্য ক্ষতি করেন, তিনি সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন। যদি কেহ ব্যবসায় বিপত্তি উপস্থিত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের এক ভাগ অধিক লাভ পাইবেন।

রাজা এই বণিকদিগের পণ-দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া সাধারণ লভ্যাংশ হইতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। রাজা যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবেন, কদাচ তাঁহারা সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না। যিনি শুল্ক বঞ্চনার্থ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে মিথ্যা কথা কহেন, যিনি শুল্ক-গ্রহণস্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া অপসৃত হন এবং যিনি বিবাদী দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করেন, রাজা তাহাদিগকে পণ্য দ্রব্যাপেক্ষা আটগুণ দণ্ড বিধান করিবেন।

সম্ভূয় বণিকের মধ্যে যদি কেহ বিদেশে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পুত্রাদি যিনি তাহার দায়াধিকারী হইবেন, তাহাকেই ঐ ধন দিতে হইবে। যদি ইহাতে কেহ বঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাকে ঐ ব্যবসাতে লাভরহিত করিয়া বাহির করিয়া দিবে। এই সকল মিলিত বণিকের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ, ও আয়ব্যয়-পরিদর্শন করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে তিনি অপরের দ্বারা উহা করাইতে পারিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২ অ°) মনুর অষ্টম অধ্যায়েও ইহার বিবরণ বর্ণিত আছে।

সম্ভৃত (ত্রি) সম্-ভৃ-ক্ত। সম্যক্ পুষ্ট। সম্যক্ ভৃত। ২ সন্ধিক, সঞ্চিত। ৩ দত্ত। ৪ লব্ধ। ৫ পরিপূর্ণ। ৬ সম্যক্ বর্দ্ধিত। ৭ প্রস্তুত। ৮ সঙ্কলিত। ৯ জনিত। ১০ সম্যক্ প্রকারে ধৃত। ১১ সরূপ অর্থাৎ সমান রূপ। (ঋক্ ৮।৩৪।১২)

সম্ভৃতক্রতু (ত্রি) সম্পাদিতকর্ম্মা, যিনি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

"হরিভিঃ সম্ভৃতক্রতমিন্দ্র" (ঋক্ ১।৫২।৮)

'সম্ভৃতক্রতো সম্পাদিতকর্ম্মন্ সম্পাদিতপ্রজ্ঞ বা' (সায়ণ)

সম্ভৃতশ্রী (ত্রি) সম্ভৃতা শ্রীর্যস্যাঃ। জলদ, মেঘ।

সম্ভৃতসম্ভার (পুং) সম্পাদিত যজ্ঞোপকরণ। যিনি যজ্ঞীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

"তেন সম্ভৃতসম্ভারো লব্ধকামো যুধিষ্ঠিরঃ।" (ভাগবত ১।১২।৩৫)

'সম্ভৃতসম্ভারঃ সম্পাদিতযজ্ঞোপকরণঃ' (স্বামী)

সম্ভৃতাঙ্গ (ত্রি) পুষ্টাঙ্গ, পুষ্ট-অবয়ববিশিষ্ট।

সম্ভৃতাশ্ব (ত্রি) পুষ্টাশ্ব, পুষ্ট অশ্বযুক্ত।

"সম্ভৃতৈঃ সম্ভৃতাশ্বঃ" (ঋক্ ৮।৩৪।১২) 'সম্ভৃতাশ্বঃ পুষ্টাশ্বঃ' (সায়ণ)

সম্ভৃতি (স্ত্রী) সম্-ভৃ-ক্তিন্। ১ সম্যক্ পোষণ। ২ সম্যক্ ভরণ। সম্যক্ ধারণ। ২ সম্ভার।

"অন্যেদ্যুর্গণকৈঃ সূনোর্লগ্নাহে নিশ্চিতে নৃপঃ।
চকারামরদত্তোঽত্র তদ্বিবাহায় সম্ভৃতিম্॥"

(কথাসরিৎসা° ১০৩।১১১)

সম্ভৃত্য (ত্রি) সম্-ভৃঞ্ (ভৃঞোঽসংজ্ঞায়াং। পা ৩।১।১১২) ক্যপ্-তুক্চ। সম্ভার্য্য।

সম্ভৃত্বন্ (ত্রি) সম্ভরণশীল। (অথর্ব্ব ৩।২৪।২)

সম্ভেদ (পুং) সম্-ভিদ্-ঘঞ্। সঙ্গম, নদীসঙ্গম।

"পরস্ত্রিয়ং যোঽভিবদেৎ তীর্থেঽরণ্যে বনেঽপি বা।
নদীনাং বাপি সম্ভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ॥" (মনু ৮।৩৫৬)

২ স্ফুটন। ৩ মেলন। ৪ সম্যক্‌ভেদ, ভেদন। সম্ভেদশব্দার্থ। ৫ একরূপতা। ৬ আসামের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখানে শুভবাসিনী দেবী বিদ্যমান। (বৃহন্নীল° ২২ অঃ)

সম্ভেদন (ক্লী) সম্-ভিদ্-ল্যুট্। সম্যক্ ভেদন। সম্ভেদশব্দার্থ।

সম্ভেদ্য (ত্রি) সং-ভিদ-ণ্যৎ। সম্ভেদযোগ্য, সম্ভেদের উপযুক্ত।

সম্ভোক্তৃ (ত্রি) সম্-ভুজ-তৃচ্। সম্যক্ ভোগকারী।

সম্ভোগ (পুং) সম্-ভুজ্-ঘঞ্। ভোগ।

"সম্ভোগো দৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ ক্বচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সম্ভোগ ইতি স্থিতিঃ॥" (মনু ৮।২০০)

২ সুরত, রতিক্রীড়া। উপভোগ, সুখাস্বাদন। ৩ হর্ষ, আনন্দ। ৪ কেলিনাগর। (জটাধর) ৫ শৃঙ্গারভেদ। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে শৃঙ্গার দুই প্রকার, করুণ বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার ও সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার। ইহার লক্ষণ—

"দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ।
যত্রানুরক্তাবন্যোন্যং সম্ভোগোঽয়মুদাহৃতঃ॥"
আদিশব্দাদন্যোন্যাধরপানচুম্বনাদয়ঃ—
সংখ্যাতুমশক্যতয়া চুম্বনপরিরম্ভাদিবহুভেদাৎ॥
অয়মেক এব ধীরৈঃ কথিতঃ সম্ভোগশৃঙ্গারঃ।
তত্র স্যাদৃতুষট্কং চন্দ্রাদিত্যৌ তথাস্তময়ঃ॥
জলকেলিবনবিহারপ্রভাতমধুপানযামিনীপ্রভৃতিঃ।
অনুলেপনভূষাদ্যা বাচ্যং শুচিমেধ্যমন্যচ্চ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ২২৫-২৭)

যে স্থলে বিলাসী ও বিলাসিনী পরস্পর দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে ভজনা করে, তথায় সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার হয়। এই শৃঙ্গার বর্ণন করিতে হইলে পরস্পরের চুম্বন, আলিঙ্গন, অধরপান, চন্দ্র ও সূর্য্যের অস্ত, ষট্ঋতুবর্ণন, জলকেলি, বনবিহার, প্রভাত, মধুপান, রাত্রিবর্ণন, অনুলেপন ও বেশভূষাদি বর্ণন করিতে হয়।

বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না, এইজন্য সম্ভোগ-শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভ বর্ণন করিতে হয়। প্রথম নায়ক ও নায়িকার দর্শনে পূর্ব্বরাগ জন্মে, এই অনুরাগ প্রবল হইলে পরস্পর মিলিত হইবার চেষ্টা করে। কোন সুযোগে ইহাদিগের মিলন হইলে পরে আবার ইহাদের বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদকালে পরস্পরের অনুরাগ অতি প্রবল হইয়া সম্ভোগশৃঙ্গার পূর্ণ হয়।

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥" (সাহিত্যদ°)

সম্ভোগকার (পুং) বুদ্ধভেদ।

সম্ভোগযক্ষিণী (স্ত্রী) যোগিনীভেদ।

সম্ভোগবৎ (ত্রি) সম্ভোগ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ভোগবিশিষ্ট, ভোগযুক্ত। সম্ভোগযুক্ত।

সম্ভোগবেশ্মন্ (ক্লী) সম্ভোগগৃহ, রতিগৃহ, কেলিগৃহ।

সম্ভোগিন্ (ত্রি) সম্ভোগোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ সম্ভোগবিশিষ্ট। (পুং) ২ কেলিনাগর।

সম্ভোগ্য (ত্রি) সম্-ভুজ-ণ্যৎ। ভোগ্য, সম্ভোগযোগ্য, সম্ভোগের উপযুক্ত।

সম্ভোজ (পুং) ভোজন, ভক্ষণ। সম্যক্ ভক্ষণ।

"সর্ব্বৈরুপায়ৈর্হন্তব্যঃ সম্ভোজশয়নাশনৈঃ।" (ভাগবত ৭।৫।৩৮)

সম্ভোজক (ত্রি) রন্ধনপূর্ব্বক ভোজনকারী।

সম্ভোজন (ক্লী) মিত্রতাসাদন বা গোষ্ঠভোজন।

"সম্ভোজনী সাভিহিতা পৈশাচী দক্ষিণা দ্বিজৈঃ।
ইহৈবাস্তে তু সা লোকে গৌরন্ধেবৈকবেশ্মনি॥" (মনু ৩।১৪১)

'সম্ভোজনী সম্ শব্দঃ সহার্থে বর্ত্ততে সহ ভুজ্যতে যয়া সা সম্ভোজনী, মৈত্রাহি সহভোজনং প্রবর্ত্ততে, গোষ্ঠীভোজনং বা সম্ভোজনমিষ্যতে' (মেধাতিথি)

যাহাদিগকে ভোজন করাইলে, মিত্রতাসাদন অর্থাৎ বন্ধুত্ব হয়, তাহারই নাম সম্ভোজন। শ্রাদ্ধে এইরূপ ভোজন নিন্দিত হইয়াছে। দ্বিজগণ শ্রাদ্ধকর্ম্মে কদাচ এই সম্ভোজন করাইবে না। দ্বিজগণ কর্ত্তৃক মিত্রতাসাদন যে সম্ভোজন অর্থাৎ গোষ্ঠীভোজন ঋষিরা উঁহাকে পিশাচধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে এইরূপ ভোজন করান, তাহার ইহলোকে মিত্রতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে পিতৃদিগের কোন উপকার সাধিত হয় না।

সম্ভোজনীয় (ত্রি) সম্-ভুজ-অনীয়র্। ভোজনার্থ, ভোজনের যোগ্য, ভোজনের উপযুক্ত।

"দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে।
সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥"
(ভাগবত ১০।২০।২৯)

সম্ভোজ্য (ত্রি) সম্-ভুজ-যৎ। ভোজনযোগ্য, ভোজনার্হ।
(মনু ৯।২৩৮)

সম্ভ্রম (পুং) সম্-ভ্রম-ঘঞ্। ১ ভয়াদি জনিত ত্বরা আনন্দ বা ভয়াদি জনিত ব্যস্ততা। পর্য্যায়—সম্বেগ, আবেগ, প্রবেগ, ত্বরা, ত্বরি। (অমর ও তট্টীকা) ২ ভয়। ৩ সম্মান, গৌরব, মান্যতা। ৪ আদর। ৫ ভ্রান্তি। ৬ ঘূর্ণন। ৭ সূত্র। (অজয়)

সম্ভ্রান্ত (ত্রি) সম্-ভ্রম্-ক্ত। ১ মান্য, গৌরবান্বিত, সম্ভ্রমশালী। ২ আদরণীয়, ত্বরাবিশিষ্ট।

সম্ভ্রান্ততন্ত্র, সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদিগের হস্তগত রাজ্যশাসন। (Aristocracy)

সম্ভ্রান্তসমাজ, ইংলণ্ড দেশের রাজকীয় সভাসংক্রান্ত সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদিগের সভা (House of Lords)

সম্ভ্রান্তি (স্ত্রী) সম্-ভ্রম্-ক্তিন্। সম্ভ্রম।

সম্মত (ত্রি) সম্-মন-ক্ত, ক্তিতি নস্য লোপঃ। অনুমত, অভিমত, অভিপ্রেত।

সম্মতি (স্ত্রী) সম্-মন-ক্তিন্। ১ অনুমতি, আদেশ, অনুজ্ঞা। ২ মত, অভিপ্রায়। ৩ সম্মান। ৪ ইচ্ছা, বাসনা। ৫ ঐকমত্য। ৬ আত্মবোধ, আত্মজ্ঞান। (অমর)

সম্মতিমন্ (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৫।১।১২৩)

সম্মতায় (ত্রি) সম্মত শাখাভেদ। (তারনাথ)

সম্মদ (পুং) সম্-মদ (প্রমদসম্মদৌ হর্ষে। পা ৩।৩।৬৮) ইতি অপ্। ১ হর্ষ, আমোদ, আহ্লাদ।

২ মৎস্যবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, এই মৎস্য অধিক জলে অবস্থান করে, পরিমাণে অতিবৃহৎ এবং অনেক সন্ততিযুক্ত। "তত্র চান্তর্জলে মৎস্যঃ সম্মদোনাম অতিবহুপ্রজঃ অতিপ্রমাণো মীনাধিপতিরাসীৎ" (বিষ্ণুপু° ৪।২।১৯) (ত্রি) ৩ সুখী, আনন্দিত। হর্ষযুক্ত।

সম্মদময় (ত্রি) সম্যক্ হর্ষ বা আনন্দবিশিষ্ট।

সম্মনস্ (ত্রি) ১ সমান মনস্ক। ২ পরস্পরানুরাগযুক্ত। (অথর্ব্ব ৬।৪২।১)

সম্মনিমন্ (ত্রি) পরস্পরে সমান অনুরাগবন্ত। একমনা।

সম্মন্তব্য (ত্রি) সম্-মন্-তব্য। সম্যক্ মননযোগ্য, সম্যক্ মননের উপযুক্ত।

সম্মন্ত্রণীয় (ত্রি) সম্-মন্ত্র-অনীয়র্। সম্যক্রূপে মন্ত্রণীয়, সম্যক্ মন্ত্রণার যোগ্য।

সম্ময়ন (ক্লী) যূপপ্রোথন বা যূপের চারিধারে খাত খনন।

সম্মর্দ্দ (পুং) সম্মৃদ্যতেঽত্রেতি সম্-মৃদ-ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। ২ জনতা, ভিড়, সঙ্ঘর্ষ। ৩ পরস্পর বিমর্দ্দ।

"যদ্‌গোপ্রতরকল্লোহভূৎ সম্মর্দ্দস্তত্র মজ্জতাং।" (রঘু ১৫।১০১)

সম্মর্দ্দন (পুং) ১ বাসুদেবের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৫১) ২ বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎসাগর ৪৮।৭৮) (ত্রি) ৩ সম্মর্দ্দকারী।

সমর্দ্দিন্ (ত্রি) সম্মর্দ্দয়তীতি সম্-মৃদ্ গ্রহাদিত্বাদিন্। (পা ৩।১।১৩৪) সম্মর্দ্দকারী।

সম্মর্শন (ক্লী) সম্যক্ ব্যাপন, ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়া।

সম্মর্শিন্ (ত্রি) বিচারকারী। (তৈত্তিরীয়পনিষৎ ১।১১।৪)

সম্মর্ষ (পুং) সম্যক্ মর্ষ, সহন। (ভাগবত ১১।১৯।৩৬)

সম্মা (স্ত্রী) তুল্য। 'সম্মাঃ ইত্যত্র দ্বিতীয়ো মকারশ্ছান্দসঃ। তস্মিন্ প্রতীতে সতি সম্মা তুল্যেত্যুক্তং ভবতি।' (ঐত°ব্রা°৩।১৩া°)

সম্মা (দেশজ) শম্মা, শর্ম্মন্ শব্দের অপভ্রংশ।

সম্মাতৃ (ত্রি) পতিব্রতাপুত্র। যাহার মাতা সৎ।

সম্মাতুর (ত্রি) সতীতনয়, পতিব্রতাপুত্র।

সম্মাদ (পুং) সম্-মদ-ঘঞ্। সম্যক্‌প্রকারে মত্ততা, উন্মাদ, অতিমোদ।

সম্মান (পুং) সং-মন-অচ্। ১ সমাদর, পূজা, গৌরব। (ক্লী) সম্-মা-ল্যুট্। ২ সম্যক্ পরিমাণ।

সম্মানন (ক্লী) সম্-মান-ল্যুট্। সম্মান, সম্ভ্রম।

সম্মাননা (স্ত্রী) সম্-মান-যুচ্-টাপ্। সম্মান।

সম্মাননীয় (ত্রি) সম্-মান-অনীয়র্। সম্মানের যোগ্য, সমাদরের উপযুক্ত।

সম্মানিত (ত্রি) সম্মানোঽস্য জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। সমাদৃত, সৎকৃত, পূজিত।

সম্মানিন্ (ত্রি) সম্মান অস্ত্যর্থে ইন্। সম্মানবিশিষ্ট, সম্মানযুক্ত।

সম্মান্য (ত্রি) সং-মান-যৎ। সম্মানার্হ, সম্মানের যোগ্য, সম্মানের উপযুক্ত।

সম্মার্গ (পুং) সাধুমার্গ, উৎকৃষ্ট পন্থা। যে পথে বিচরণ করিলে মোক্ষাদি শ্রেষ্ঠ পদে উন্নীত হওয়া যায়।

সম্মার্জ্জক (ত্রি) সম্মার্জয়তীতি সং-মৃজ্-ণ্বুল্। সম্যক্-মার্জ্জনকারী। পরিষ্কারক। পরিষ্কারকারী। ২ সম্মার্জ্জনী, চলিত ঝাঁটা।

সম্মার্জ্জন (ক্লী) সম্-মৃজ্-ল্যুট্। ১ সংশোধন।

"সম্মার্জ্জনঞ্চ সংশুদ্ধিঃ সংশোধনবিশোধনে।" (রত্নমালা)

২ পরিষ্কারণ।

সম্মার্জ্জনী (স্ত্রী) সম্মৃজ্যতেঽনয়েতি সম্-মৃজ ল্যুট্। ধূল্যাদি-মার্জ্জনসাধনী, যাহা দ্বারা ধূলি প্রভৃতি পরিষ্কার করা যায়, চলিত ঝাঁটা, কোস্তা, খেঙ্গরা। পর্য্যায়—শোধনী, উহনী, সমূহনী, বহুকারী, বর্দ্ধনী। (হেম) গৃহস্থদিগের পঞ্চসূনার মধ্যে ইহা একটী; কুণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভী ও সম্মার্জ্জনী এই পাঁচটী পঞ্চসূনা। গৃহস্থেরা প্রতিদিন সম্মার্জ্জনকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রাণিবধ করেন। এই পঞ্চসূনা জন্য পাপ দ্বারা মানব স্বর্গলাভে অধিকারী হয় না, এইজন্য শাস্ত্রে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের বিধান আছে। যাহারা বিধিপূর্ব্বক পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের পঞ্চসূনা জন্য পাপ নিরাকৃত হয়।

[পঞ্চসূনা দেখ]

সম্মিত (ত্রি) সম্-মা-ক্ত। সমান পরিমাণ, তুল্য পরিমাণ। ২ সদৃশ, তুল্য, সমান।

সম্মিতত্ব (ক্লী) সম্মিতস্য ভাবঃ ত্বল্-টাপ্। সম্মিতের ভাব বা ধর্ম্ম, সদৃশত্ব, তুল্যত্ব।

সম্মিতি (স্ত্রী) ১ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ২ সদৃশাভিলাষ।

সম্মিমর্দ্দিষু (ত্রি) সম্মর্দ্দয়িতুমিচ্ছুঃ সম্-মৃদ-সন্, উ। সম্মর্দ্দন করিতে অভিলাষী।

সম্মীমানয়িষু (ত্রি) মান খর্ব্ব করিতে অভিলাষী।

সম্মিলন (ক্লী) সম্-মিল-ল্যুট্। সম্যক্‌মিলন, সংযোগ, একত্র হওন।

সম্মিলিত (ত্রি) সম্-মিল-ক্ত। সম্যক্‌মিলিত, সংযুক্ত, একত্র।

সম্মিশ্র (ত্রি) সম্যক্‌প্রকারেণ মিশ্রয়তীতি মিশ্র মিশ্রণে অচ্। সংযুক্ত, মিশ্রিত।

সম্মীলন (ক্লী) সম্-মীল-ল্যুট্। সম্যক্‌মীলন, সম্যক্‌মুদ্রিতকরণ, বুজা, সঙ্কোচন।

"চেতঃ সম্মীলনং নিদ্রা" (সাহিত্যদ° ১৮৫)

সম্মীল্য (ত্রি) সম্-মীল-ণ্যৎ। ১ সম্মীলনযোগ্য। (ক্লী) ২ সামভেদ।

সম্মুখ (ত্রি) সম্যক্ মুখং যস্য। ১ অভিমুখাগত। পর্য্যায়—অগ্রপৃষ্ঠ। (ত্রিকা°) (ক্লী) ২ সমক্ষ, অভিমুখ, সুমুখ।

"দৃষ্ট্বা দর্শয়তি ব্রীড়াং সম্মুখং নৈব পশ্যতি।" (সাহিত্যদ° ৩।১৫৪)

সমং সুখমিতি নিপাতনাদন্তলোপে সম্মুখমিতি সিদ্ধং। ৩ সমস্ত মুখ, সকল মুখ। (কাশিকা ৫।২।৬)

সম্মুখিন্ (পুং) সম্মুখমস্ত্যস্তীতি ইনি। দর্পণ।

সম্মুখীন (ত্রি) সর্ব্বস্য মুখস্য দর্শনঃ সম্মুখ (যথামুখসম্মুখস্য দর্শনঃ খঃ। পা ৫।২।৬) ইতি খ। ১ অভিমুখ। ২ অভিমুখেস্থিত, সম্মুখবর্ত্তী।

সম্মূঢ় (ত্রি) সম্-মুহ-ক্ত। সম্যক্‌মোহযুক্ত, মুগ্ধ।

"মানুষ্যো কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণং।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ রাশীকৃত। ৩ ভগ্ন। ৪ শীঘ্রজাত। ৫ নির্ব্বোধ, অজ্ঞান।

সম্মূঢ়পিড়কা (স্ত্রী) শূকরোগভেদ। লক্ষণ—

"পাণিভ্যাং ভৃশসম্পৃষ্টে সম্মূঢ়পিড়কা ভবেৎ॥"

(মাধবনি° শূকরোগাধি°)

লিঙ্গে শূকরোগ হইলে হস্তদ্বারা যদি লিঙ্গ অতিশয় ঘর্ষণ করা হয়, এবং তাহাতে যদি লিঙ্গ পিচ্ছিত হইয়া অবনত হয়; তাহা হইলে তাহাকে সম্মূঢ়পীড়া কহে। বায়ু প্রকুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে। [শূকরোগ দেখ]

সম্মূত্রণ (ক্লী) সম্যক্ মূত্রণ, সম্যক্ মূত্রত্যাগ।

"শুষ্কসম্মূত্রণে শুষ্কমন্নং" (বৃহৎস° ৮৯।১)

সম্মূর্চ্ছ (পুং) সম্-মূর্চ্ছ-অচ্। ১ সম্যক্ মোহ। ২ ব্যাপ্তি।

সম্মূর্চ্ছজ (পুং) সম্যক্ প্রকারেণ মূর্চ্ছতি ব্যাপ্নোতীতি মূর্চ্ছ ব্যাপ্তৌ অচ্ তথাবিধঃ সন্ জায়তে ইতি জন-ড। তৃণাদি। (হেম)

সম্মূর্চ্ছন (ক্লী) সম্-মূর্চ্ছ ব্যাপ্তৌ মোহে চ ল্যুট্। ১ সর্ব্বতো ব্যাপ্তি, অতি ব্যাপ্তি। ২ মোহ, মূর্চ্ছা। ৩ বৃদ্ধি। ৪ বিস্তার। ৫ উচ্চতা, উচ্ছ্রায়।

সম্মূর্চ্ছনোদ্ভব (পুং) সম্মূর্চ্ছনামুদ্ভবতীতি উৎ-ভূ-অচ্। মৎস্যাদি। (হেম)

সম্মৃষ্ট (ত্রি) সম্-মৃজ-ক্ত। সংশোধিত, পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত, নির্ম্মলীকৃত। (অমর)

সম্মেঘ (পুং) ১ সম্যক্ মেঘ। ২ মেঘযুক্ত আকাশ।

(পঞ্চবিংশব্রা° ৫।৯।১০)

সম্মেত (পুং) পর্ব্বতভেদ। বাঙ্গালার পরেশনাথ পাহাড়।

সম্মেলন (ক্লী) সম্যক্ মিলন।

সম্মোদ (পুং) সম্-মুদ-ঘঞ্। আমোদ, আনন্দ, প্রীতি, হর্ষ। (শব্দরত্না°)

সম্মোদন (ক্লী) সম্-মুদ-ল্যুট্। ১ সম্মোদ, হর্ষ, আনন্দ।

সম্মোহ (পুং) সম্-মুহ-ঘঞ্। সম্যক্ মোহ। মুগ্ধকরণ।

সম্মোহক (ত্রি) সম্মোহয়তীতি সম্-মোহি-ণ্বুল্। মোহকারক, মোহজনক। (পুং) ২ সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। লক্ষণ—

"প্রবৃদ্ধমধ্যহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগস্তুএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ।
প্রলাপায়াসসম্মোহকম্পমূর্চ্ছারতিভ্রমাঃ॥
একপক্ষাভিঘাতশ্চ তত্রাপ্যেতে বিশেষতঃ।
এষ সম্মোহকো নাম সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ জ্বরাধি°)

যে স্থলে বায়ু অতি প্রবল, পিত্ত মধ্যবল এবং কফ অতি হীনবল হইয়া সন্নিপাতের লক্ষণযুক্ত জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে সম্মোহক সন্নিপাত কহে। এই রোগে বায়ু অতি প্রবল থাকে, এই জন্য বেদনা, কম্প, নিদ্রানাশ ও বিষ্টম্ভ প্রভৃতি বায়ুকোপজন্য লক্ষণ সকল অতিমাত্রায় প্রকাশ পায়। দাহ, পিপাসা, উষ্ণতা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি পিত্তজ লক্ষণ সমূহও ঐ সঙ্গে মধ্যমরূপে প্রকাশিত হয়। গুরুত্ব, অগ্নিমান্দ্য, উৎকাস, এবং মুখনাসিকাস্রাব প্রভৃতি কফজ লক্ষণ সকল কফের হীনতা প্রযুক্ত অল্পরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন প্রলাপ, আয়াস অর্থাৎ অকারণে শ্রমবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, ভ্রম, এবং বাম কি দক্ষিণ যে দিক্‌ই হউক একপক্ষ অবসন্ন হয়। এই সন্নিপাতজ্বর অতি ভয়ানক এবং কষ্ট সাধ্য। এই জ্বর হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষ সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করিবেন।

[সন্নিপাত ও জ্বর দেখ]

সম্মোহন (ক্লী) সম্-মুহ-ল্যুট্। ১ মুগ্ধকরণ। (ত্রি) ২ মোহজনক, মোহকারক। (পুং) ৩ কন্দর্পের পঞ্চবাণের অন্তর্গত বাণবিশেষ।

সম্মোহনতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

সম্যক্ (অব্য°) সমুদায়।

"সম্যক্ সংসাধনং কর্ম্মকর্ত্তব্যমধিকারিণা।
নিষ্কামেণ সদা পার্থ কাম্যং কামান্বিতেন চ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

সর্ব্বপ্রকারে, সমগ্ররূপে, উপযুক্তরূপে, উত্তমরূপে। (ত্রি) সম্যচ্। সম্যচ্ শব্দের প্রথমার একবচনে সম্যক্ হয়।
[সম্যচ্ দেখ।]

সম্যক্‌কর্ম্মান্ত (পুং) সম্যক্‌রূপে কর্ম্মের সর্ব্বশেষ। নিষ্পাদনাবস্থা।

সম্যক্‌চারিত্র (ক্লী) জৈনমতে বিশুদ্ধ তত্ত্ব অবগত হইয়া তদনুসারে চরিত্ররক্ষা, ইহা ধর্ম্মত্রয়ের অন্তর্গত।
[জৈনশব্দ ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

সম্যক্ত্ব (ক্লী) উপযুক্ততা।

সম্যক্‌জ্ঞান (ক্লী) জৈনমতে ধর্ম্মভেদ। [জৈন ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

সম্যক্‌দর্শন (ক্লী) জৈনমতে ধর্ম্মভেদ। [জৈন দেখ]

সম্যক্‌দর্শিন্ (ত্রি) ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শী।

সম্যক্‌দৃশ্ (ত্রি) সম্পূর্ণ দৃষ্টিযুক্ত।

সম্যক্‌দৃষ্টি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ দর্শন। ২ ভাল করিয়া দেখা।

সম্যক্‌প্রবৃত্তি (স্ত্রী) সম্যক্ ইচ্ছা।

সম্যক্‌সঙ্কল্প (পুং) সম্যক্‌রূপে সঙ্কল্প।
"সম্যক্‌সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং।" (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।৭)

সম্যক্‌সত্য (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সম্যক্‌সমাধি (পুং) বৌদ্ধদিগের সমাধিবিশেষ।

সম্যক্‌সম্বুদ্ধ (পুং) ১ বুদ্ধ। (ত্রি) ২ সম্যক্ সম্বুদ্ধ, সম্যক্ জ্ঞানবিশিষ্ট।

সম্যক্‌সম্বোধ (পুং) বুদ্ধভেদ। ২ সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত।

সম্যক্‌বোধ (পুং) সম্যক্ জ্ঞান।

সম্যগ্‌যোগ (পুং) সম্পূর্ণ যোগ, সমাধি।

সম্যগ্‌বাচ্ (স্ত্রী) সম্যক্ আলাপ।

সম্যচ্ (ত্রি) সম্-অঞ্চ ঋত্বিগাদিনা কিন্ (সমঃ সমি। পা ৬।৩।৯৩) ইতি সম্যাদেশঃ। ১ সত্যবচন। অর্থেন সহ সম্যক্ত সঙ্গচ্ছতে অঞ্চ-কিন্। ২ সঙ্গত। ৩ মনোজ্ঞ।

সম্রাজ্ (পুং) সম্যক্ রাজতে ইতি সম্-রাজ কিপ্। (মোরাজি-সম্ কৌ। পা ৮।৩।২৫) ইতি সমো মকারস্য মাদেশস্তেন নানুস্বারঃ। সার্ব্বভৌম নরপতি, রাজসূয়যজ্ঞকারী, যিনি সকল নরপতিকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাকে সম্রাট্ কহে। মণ্ডলেশ্বর, দ্বাদশ রাজমণ্ডলের অধিপতি, সর্ব্বভূমীশ্বর, রাজা, রাজাধিরাজ, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি। অমরসিংহ লিখিয়াছেন যে, যাহার আজ্ঞানুসারে রাজগণ পৃথিবী শাসন করেন, তাঁহাকে সম্রাট্ কহে। এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ঞী এই পদ হয়।

সম্রাজ্ঞী (স্ত্রী) সম্রাজন্-ঙীষ্। সম্রাট্‌পত্নী। রাজমহিষী। রাজ্যেশ্বরী।

সযতি (ত্রি) সমান যতিবিশিষ্ট।

সযত্ন (ত্রি) যত্নেন সহ বর্ত্তমানঃ। যত্নের সহিত বর্ত্তমান। যত্নযুক্ত, যত্নবিশিষ্ট।

সযত্ব (ক্লী) সঙ্গম, মিলন, সহবাস। (তৈ° সং ৬।৬।৪।৬)

সযন (ক্লী) ১ বন্ধন। (পুং) ৩ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ।

সযব (ত্রি) যবের সহিত বর্ত্তমান, যবযুক্ত, যববিশিষ্ট।

সযাবক (ত্রি) ১ যাবকযুক্ত। ২ সমান গতিবিশিষ্ট।

সযাবন্ (ত্রি) সমানং যাবতীতি চ প্রাপণে আতো মনিন্নিতি বনিপ্। সমানগতিবিশিষ্ট, তুল্যগতি। "দেবৈর্নো সযাবভিঃ" (ঋক্ ১।৭৪।১৫) 'সযাবভিঃ সমানগতিভিঃ' (সায়ণ) স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের অন্তস্থ ন স্থানে র করিয়া সযাবরী পদ হইবে।

সযুক্ত্ব (ক্লী) সযুক্ ভাবে ত্ব। সংযোগের ভাব বা ধর্ম্ম।

সযুগ্বন্ (ত্রি) সহায়যুক্ত।
"সযুগ্বোক্ষিহয়া সবিতা" (ঋক্ ১০।৩০।৪)
'সযুগ্বা সহায়যুক্তাঃ সহায়ভূতাঃ' (সায়ণ)

সযুজ্ (ত্রি) সমানযোগবিশিষ্ট, সমানযোগযুক্ত।
"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং" (ঋক্ ১।১৬৪।২০)
'সযুজা সমানযোগৌ' (সায়ণ)

সযূথ্য (ত্রি) সযূথে ভবঃ (সগর্ভসযূথসনুতাদ্যৎ। পা ৪।৪।১১৪) ইতি যৎ। সযূথভব।

সযোগ (ত্রি) যোগের সহিত বর্ত্তমান, যোগযুক্ত, সংযোগ।

সযোনি (পুং) যোনিভিঃ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ ইন্দ্র। (ত্রি) ২ যোনির সহিত বর্ত্তমান, সমানোৎপত্তিস্থানক, যাহার উৎপত্তিস্থান এক।
"সনা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীরেকং গর্ভং দধিরে" (ঋক্ ৩।১।৬)
'সমানং অন্তরীক্ষং যোনিস্থানং যাসাং তাঃ' (সায়ণ)

সযোনিতা (স্ত্রী) সযোনি ভাবে তল্-টাপ্। সযোনির ভাব বা ধর্ম্ম।

সর (ক্লী) সরতীতি সৃ-অচ্। ১ সরোবর। (শব্দরত্না°) ২ জল। (জটাধর) (পুং) ৩ দধ্যগ্র, দধির অগ্রভাগ।
'সরশ্চ দধ্যগ্রমগং দধিস্নেহশ্চ কট্টরং।' (রত্নমালা)
৪ গতি। ৫ বাণ। ৬ লবণ। (পুং স্ত্রী) ৭ নির্ঝর। (ভবতদ্বিরূপকোষ) (ত্রি) ৮ সারক। ৯ ভেদক। ১০ গমনকর্ত্তা। (পুং) ১১ মহাপিণ্ডীতরু। (রাজনি°)

সর, বাঙ্গালার পুরীজেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। পুরীনগরের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ও ভার্গবী নদীর সঞ্চিত জলে গঠিত। ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪ মাইল লম্বা এবং উত্তর দক্ষিণে ২ মাইল বিস্তৃত। অক্ষা° ১৯°৫১´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৫৫´ পূঃ। চিল্কার ন্যায় এই ক্ষুদ্র হ্রদের সহিত সমুদ্রের কোনরূপ সংযোগ নাই। হ্রদ ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে উচ্চ বালিয়াড়ি-

সমূহ বিদ্যমান থাকায় সমুদ্রের জল ইহাতে প্রবেশ করিতে পায় না। এই স্থান প্রায়ই জনশূন্য, জেলেরা এই স্থান হইতে মাছ তুলিয়া বিক্রয়ার্থ নগরে লয় না। যখন একান্তই বৃষ্টির অভাব হয়, তখন অদূরদেশবাসী কৃষকেরা এখান হইতে নালী দ্বারা জল লইয়া শস্যক্ষেত্রাদিতে সরবরাহ করিয়া থাকে।

সরঃকাক (পুং) সরসঃ কাকঃ। হংস। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সরঃকাকী—হংসী। (শব্দরত্না°)

সরক (ক্লী) সরমেব স্বার্থে কন্। ১ সরোবর। ২ আকাশ। (পুং ক্লী) সরতীতি সৃ-বুন্। ৩ শীধুপাত্র। ৪ শীধুপান। ৫ মদ্যপরিবেশন। "কিমন্তরাত্রিপর্য্যাপ্তমস্তি নঃ সরকং ন বা॥" (কথাসরিৎসাগর ৫৪।১২৯)

(ত্রি) ৬ গতিশীল।

সর্‌কশ্ (পারসী) ১ অবাধ্য। ২ অগ্রাহ্য।

সর্‌কার (পারসী) ১ বিচারালয়। ২ গভর্ণমেণ্ট। ৩ সম্পত্তি। ৪ প্রধানস্থান। ৫ প্রধানকর্ম্মচারী। ৬ উপাধিবিশেষ। যাহারা রাজসরকারে প্রধানকার্য্য করিত, তাহারা এই উপাধি পাইত, অদ্যাবধি এই উপাধি তাহাদের বংশগত হইয়া আসিতেছে।

সরকারী (পারসী) রাজকীয়, গবর্মেণ্ট সংক্রান্ত।

সরক্ত (ত্রি) রক্তের সহিত বর্ত্তমান, রক্তযুক্ত, রক্তবিশিষ্ট।

সরক্তগৌর (ত্রি) রক্তিমাক্ত গৌরবর্ণযুক্ত।

সর্‌খৎ (পারসী) লিখিত আদেশপত্র। কর্ম্মচারী নিয়োগকালে তাহার নিয়োগপত্রে তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়।

সর্‌গরম্ (পারসী) সাধারণে জাহির করা। জানান, ঘোষণা।

সরগুজা, বাঙ্গালার ছোট নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী সুবিস্তৃত সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২২°৩৭´৩০´´ হইতে ৮৪°৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৩২´৫´´ হইতে ৮৪°৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৬০৫৫ বর্গ মাইল। ইহার উত্তর সীমায় যুক্ত-প্রদেশের মীর্জ্জাপুর জেলা ও রেবারাজ্য, পূর্ব্বে লোহারডাগা জেলা, দক্ষিণে যশপুর ও উদয়পুর সামন্তরাজ্য ও মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার কতকাংশ এবং পশ্চিমে কোরিয়া সামন্ত রাজ্য।

এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান অধিত্যকা, উপত্যকা ও পার্ব্বত্য ক্রমোচ্চনিম্ন ভূমিতে পূর্ণ। ইহার পূর্ব্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০০ ফিট্ উচ্চ। পালামৌ ও যশপুরের সীমান্ত দেশভাগে প্রায় ৩৫০০ হইতে ৪০০০ ফিট উচ্চ শৈলমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার মেনপাট নামক অধিত্যকাভাগ দৈর্ঘ্যে ১৮ মাইল এবং বিস্তার ৬ হইতে ৮ মাইল। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৮১ ফিট উচ্চ। জমীরাপাট নামক অপর অধিত্যকাভূমিও দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ মাইল হইবে। উক্ত অধিত্যকাদ্বয় বনমালাবিভূষিত ও শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রশস্ত প্রান্তর পরিশোভিত। ঐ তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড গবাদি বিচরণের উপযোগী। এইস্থান হইতে রাজার প্রায় বার্ষিক ২৫০০্ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। শৈলশৃঙ্গ গুলির মধ্যে মৈলান ৪০২৪ ফিট্, জাম ৩৮২৭ ফিট্ এবং পার্ত্তাঘর্সা ৩৮০৪ ফিট্ উচ্চ।

এখানে কতকগুলি পর্ব্বতগাত্রবাহিনী নদী দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কন্হার, বেড়া ও মাহান উত্তরবাহিনী হইয়া শোণনদে নিপতিত হইয়াছে। শঙ্খ নামক নদী ব্রাহ্মণী নদীর অন্যতম শাখা। এই নদী গুলিতে বর্ষাকালেই জলাধিক্য হয়, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে আদৌ জল থাকে না। বর্ষার সময় বন্যার প্রবাহের খরতানিবন্ধন নদীবক্ষে নৌকাচালন অসম্ভব হয়; অন্যান্য সময়ে জলাভাববশতঃ নৌকা চলে না। রাজ্যের উত্তরে তপ্তপাণি নামক স্থানে কএকটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বিশ্রামপুরে কয়লার খাত দৃষ্ট হয়। প্রায় রাজ্যের সর্ব্বত্রই শালবন আছে।

এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। রাজবংশমালা আলোচনা করিলে সে ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহা সন্দেহজনক এবং তাহা হইতে প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই এখানকার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। ঐ সময়ে একদল মরাঠাসৈন্য গঙ্গাতীরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া প্রথমে এই রাজ্য অধিকার ও লুণ্ঠন করে এবং এখানকার সর্দ্দারকে বেরাররাজের শাসনাধীনে আনয়ন করে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে পালামৌ নামক স্থানে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ঐ বিদ্রোহে সরগুজার রাজা সহায়তা করায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল জোন্সকে তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। ইংরাজ-সৈন্যের আগমনে বিদ্রোহ প্রশমিত হয় এবং ছোটনাগপুরের রাজার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটী মৈত্র্যসূচক সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ সন্ধি অনুসারে অধিকদিন উভয় পক্ষে কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই, ইংরাজসৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই রাজা ও রাজপরিবারবর্গের মধ্যে এখানে পুনরায় অন্তর্বিপ্লব ঘটে। তদনুসারে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পলিটিকাল এজেণ্ট মেজর রফ্‌সেজ্ স্বয়ং সরগুজায় যাইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলাস্থাপনে ও বিপ্লব শান্তি করিতে প্রয়াস পান। অনেক বুঝাইলেও যখন রাজকুমার পলিটিকাল এজেণ্টের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না, তখন রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে পরিচালনের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইল। উদ্ধত যুবরাজ ও তাঁহার অনুচরেরা ঐ ইংরাজ-কর্ম্মচারীকে গোপনে নিহত করেন এবং বৃদ্ধ রাজা ও তাঁহার রাণীদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিবার প্রয়াস পান। মেজর রফ্‌সেজ

রাজার দেহরক্ষার জন্ত যে ইংরাজ সিপাহী সরগুজায় রাখিয়া যান, তাহারা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করে। ১৮১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে ঘোর শাসনবিশৃঙ্খলা চলিয়াছিল। উক্ত বর্ষে মধুজী ভোন্‌স্‌লে (অপাসাহিব) ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত অনুসারে এই প্রদেশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। তদবধি এখানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এখানকার সর্দার ইংরাজ গবর্মেণ্ট হইতে মহারাজ উপাধি ও যথোপযুক্ত উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা রঘুনাথ শরণ সিংহ সাবালক হইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে ছোটনাগপুরের কমিসনর বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে ইহার শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছিল।

সরঘা (স্ত্রী) সরং মধুবিশেষং হন্তীতি হন-ড নিপাতনাৎ সাধুঃ। মধুমক্ষিকা, মৌমাছি। (অমর)

সরঙ্গ (পুং) সরতীতি সৃ-অঙ্গচ্। ১ চতুষ্পাৎ। ২ পক্ষী।

সরজ (ক্লী) সরাৎ জায়তে ইতি জন-ড। নবনীত, হৈয়ঙ্গবীন। (হারাবলী) ২ মলিন।

"সা তদ্ভর্ত্তুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা।
সরজং বিভ্রতী বাসো বেণীভূতান্ স্বমূর্দ্ধজান্॥"
(ভাগবত ৩।২৩।২৩)

সরজৎ (ত্রি) এককালীন রঞ্জনকারী বা উদকজনয়িতা।

"মহিমব্রতং ন সরজমধ্বনঃ" (ঋক্ ১০।১১৫।৩) 'সরজন্তং মার্গাৎ্সহযুগপদেব রঞ্জয়ন্তং, বা সরস্ত উদকস্ত জনয়িতারং'(সায়ণ)

সরজত (ত্রি) রজতের সহিত বর্ত্তমান, রজতযুক্ত, রজতবিশিষ্ট।

সরজস্ (স্ত্রী) রজসা সহ বর্ত্তমানা। ১ ঋতুমতী স্ত্রী। (ত্রিকা°) ২ পঙ্কজ। (কাশিকা ৫।৪।৭৭)

সরজাস্ক (ত্রি) রজোযুক্ত, ধূলিবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সরজস্কা—ঋতুমতী স্ত্রী।

সরঞ্জাম (পারসী) আসবাব। উপকরণ দ্রব্যাদি, সাজসজ্জা।

সরট্ (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সর্ত্তেরটিঃ। উণ্ ১।১৩০) ইতি অটিঃ। ১ বায়ু। ২ মেঘ। (উজ্জ্বল) ৩ মধুমক্ষিকা, মৌমাছি। ৪ কৃকলাস।

সরট (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ শকাদিত্বাদটন্। কৃকলাস, চলিত গিরগিট, কাঁকলাস। জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে, যদি সরট মস্তকে আরোহণ করে তাহা হইলে রাজ্যলাভ, কপালে ঐশ্বর্য্য, কর্ণদ্বয়ে ভূষণলাভ, নেত্রদ্বয়ে বন্ধুদর্শন, নাসিকাতে সুগন্ধ বস্তুলাভ, মুখে মিষ্টান্নভোজন, কণ্ঠে লক্ষ্মীলাভ, ভুজদ্বয়ে ঐশ্বর্য্য, বাহুমূলে ধনলাভ, স্তনমূলে সৌভাগ্য, হৃদয়ে সুখ, পৃষ্ঠে মহীলাভ, পার্শ্বদ্বয়ে বন্ধুদর্শন, কটিদ্বয়ে বস্ত্রলাভ, গুহ্যে মৃত্যু, জঙ্ঘাদ্বয়ে অর্থক্ষয়, গুহ্যদেশে রোগ, উরুদ্বয়ে বাহনলাভ, জানু জঙ্ঘাতে অর্থক্ষতি, বাম ও দক্ষিণ পাদে নিয়ত ভ্রমণ হইয়া থাকে। রাত্রিকালে যদি ইহা গায় পড়ে, তাহা হইলে মৃত্যু বা ব্যাধি প্রভৃতি নানারূপ অমঙ্গল হয়। ইহা যদি ঊর্দ্ধবক্তে, আরোহণ করে এবং অধোবক্তে, পতিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শুভ ফল হইয়া থাকে। পড়িবা মাত্রই যদি অঙ্গে আরোহণ করে, তাহা হইলেও শুভ ফল হয়।

কৃকলাস অঙ্গে পড়িলে তৎক্ষণাৎ স্নান করা বিধেয়। স্নানের পর পঞ্চগব্য ভক্ষণ এবং সূর্য্যাবলোকন করা আবশ্যক। ইহার দোষশান্তির জন্ত শিবস্বস্ত্যয়নেরও বিধান আছে।*

২ বাত, বায়ু। (উণ্ ৪।১০৫ উজ্জ্বল)

সরটক (পুং) কৃকলাস।

সরটি (পুং) সরতীতি সৃ-অটিন্। ১ বায়ু। ২ মেঘ।

সরটু (পুং) সৃ-অটু। কৃকলাস।

সরণ (ক্লী) সরতীতি সৃ-গতৌ, (জুচঙ্ক্রম্যদন্দ্রম্য সৃগৃধীতি

---

* বক্ষ্যাঃ প্রপাতে চ ফলং সরটস্থ প্ররোহণে।
শীর্ষে রাজশ্রিয়োঽবাপ্তির্ভালে চৈশ্বর্য্যমেব চ॥
কর্ণয়োর্ভূষণাবাপ্তির্নেত্রয়োর্বন্ধুদর্শনং।
নাসিকায়াঞ্চ সৌগন্ধং বক্তে, মিষ্টান্নভোজনং॥
কণ্ঠে চৈব শ্রিয়োঽবাপ্তির্ভুজয়ো র্বিভবো ভবেৎ।
ধনলাভো বাহুমূলে করয়োর্ধনবৃদ্ধয়ঃ।
স্তনমূলে চ সৌভাগ্যং হৃদি সৌখ্যবিবর্দ্ধনং॥
পৃষ্ঠে নিত্যং মহীলাভঃ পার্শ্বয়োর্বন্ধুদর্শনং।
কটিদ্বয়ে বস্ত্রলাভো গুহ্যে মৃত্যুসমাগমঃ॥
জঙ্ঘে চার্থক্ষয়ো নিত্যং গুদে রোগভয়ং ভবেৎ।
উর্ব্বোশ্চ বাহনাবাপ্তির্জান্বোর্জঙ্ঘার্থসংক্ষয়ঃ॥
বামদক্ষিণয়োঃ পাদো ভ্রমণং নিয়তং ভবেৎ।
বক্ষ্যাঃ প্ররোহণে চৈব পতনে সরটস্থ চ॥
ব্যত্যাসাচ্চ ফলং চৈব ভবদেয়ং প্রজায়তে।
বক্ষ্যাঃ প্ররোহণং রাত্রৌ সরটস্থ প্রপাতনং॥
নিধনার্থায় ভবতি ব্যাধিপীড়াবিপর্য্যয়ৌ॥
পতনানন্তরং চৈব রোহণং যদি জায়তে।
পতনে ফলমুৎকৃষ্টং রোহণেঽন্যৎ ফলং ভবেৎ।
আরোহণঞ্চোর্দ্ধবক্তে, অধোবক্তে, চ পাতনং॥
ভবেদিষ্টফলং তস্ত তৎফলং জায়তে ধ্রুবং।
স্পৃষ্টমাত্রেণ বঃ সন্তঃ সচেলং জলমাবিশেৎ॥
পঞ্চগব্যপ্রাশনঞ্চ কুর্য্যাদর্কাবলোকনং॥
বক্ষীরূপং সুবর্ণস্ত রক্তবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাদ্যৈস্তদগ্রপূর্ণকুম্ভকে॥
পঞ্চগব্যং পঞ্চরত্নং পঞ্চামৃতং সপল্লবং।
পঞ্চবৃক্ষকষায়ঞ্চ নিঃক্ষিপ্য স্নাহয়েত্ততঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পা ৩।২।১৫০) ইতি যুচ্। ১ লৌহমল। (হেম) সৃ-ল্যুট্। ২ গমন। ৩ গমনশীল। ৪ মাধবী মণ্ড। (বৈদ্যকনি°)

সরণা (স্ত্রী) সৃ-যুচ্-টাপ্। ১ প্রসারণী, চলিত গন্ধভাদুলী। ২ ত্রিবৃতা, তেউড়ী। (শব্দমালা) (ত্রি) ৩ গমনকর্ত্তা।

সরণি (স্ত্রী) সরত্যনয়েতি সৃ গতৌ (অর্ত্তিসৃধৃধমীতি। উণ্ ২।১০৩) ইতি অণি। ১ পঙ্‌ক্তি। ২ পন্থা, পথ, (মেদিনী) "সবলাং সরণিং ত্যক্ত্বা জীবিতস্পৃশয়া সমং।" (রাজতর° ৩।৪০১) ৩ প্রসারণী। (ভরত)

সরণী (স্ত্রী) সরণি বা ঙীষ্। ১ পঙ্‌ক্তি। ২ পন্থা। ৩ প্রসারণী। ৪ গন্ধভাদুলিয়া। (রাজনি°)

সরণ্ড (পুং) সরতীতি সৃ (অণ্ডন্ কৃসৃভৃবৃঞঃ। উণ্ ১।১২৮) ইতি অণ্ডন্। ১ ধূর্ত্ত। ২ সবট। ৩ ভূষণভেদ। (মেদিনী) ৪ কামুক। ৫ পক্ষী। (শব্দরত্না°)

সরণ্য (ত্রি) সরণ-যাঞ্। গম্য, গন্তব্য।

সরণ্যু (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সৃযুবচিভ্যোঽন্যুজাগ্যুজক্নুচঃ। উণ্ ৩।৮১) ইতি অন্যুচ্। ১ মেঘ। ২ বায়ু। ৩ জল। (শব্দরত্না°) ৪ বসন্ত। ৫ অগ্নি। (উজ্জ্বল)

সরৎ (স্ত্রী) সৃ-শতৃ। ১ সূত্র। (ত্রি) ২ গন্তা, গমনশীল।

সরত্নি (পুং স্ত্রী) রত্নি পরিমাণ, কনুই অবধি বদ্ধমুষ্টি, হস্তাগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ, চলিত কনুই হাত।

সরথ (ত্রি) রথের সহিত বর্ত্তমান, রথযুক্ত, রথবিশিষ্ট।

সরথিন্ (ত্রি) সমানরথযুক্ত, একরথারূঢ়। তুল্যরথবিশিষ্ট।

"প্রথমা বা সরথিনা সুবর্ণা" (শুক্লযজুঃ ২৯।৭)

'সরথিনা সরথিনৌ সমানো রথো যয়োস্তৌ একরথারূঢৌ' (বেদদীপ) ২ রথীর সহিত বর্ত্তমান।

সরদণ্ডা (স্ত্রী) নদীভেদ।

সরদার (পারসী) প্রধান,শ্রেষ্ঠ-কর্ম্মচারী, নেতা। সর্দ্দার, মেট।

সরদারী (পারসী) সরদারের কার্য্য। নেতৃত্ব।

সরদা (পারসী) ঠাণ্ডা। কাসী।

সরদ্বৎ (ত্রি) ১ গৌতম মুনি। ২ গৌতম মুনির পুত্র।

সরন্ধ্র (ত্রি) রন্ধ্রের সহিত বর্ত্তমান, রন্ধ্রযুক্ত, ছিদ্রবিশিষ্ট।

সরপত্রিকা (স্ত্রী) সরপত্রং জলস্থপত্রমস্ত্যস্যা ইতি ঠন্-টাপ্ অত ইত্বং। ১ পদ্ম। ২ পদ্মপাত্র।

সরপোশ্ (পারসী) ঢাকন, যাহা দ্বারা ঢাকা যায়, আচ্ছাদন-দ্রব্যবিশেষ। পানপাত্রের আবরক।

সরফরাজ্ (পারসী) সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতাভিমানী। যে অসমর্থতা সত্ত্বেও কঠিন কর্ম্মসাধনে অগ্রসর।

সরফরাজ খাঁ, বাঙ্গালার একজন মুসলমান নবাব। তিনি নবাব সুজাউদ্দৌলা বা সুজা উদ্দীন্ খাঁর পুত্র। তাঁহার জননী নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর কন্যা ছিলেন। কুলীখাঁ স্বীয় জামাতাকে নায়েব দেওয়ান ও পরে নায়েব নাজিম পদ হইতে উন্নীত করিয়া উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন।

শ্বশুরের অনুগ্রহে পদোন্নতি ঘটিল বটে, কিন্তু কামাসক্তি হেতু তাঁহার চরিত্র উত্তরোত্তর কলুষিত হইতে লাগিল। সরফরাজজননী জিন্নৎ উন্নিসা বেগম ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন। তিনি স্বামীর এই ব্যভিচারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সংসর্গ ত্যাগপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন।

মুর্শিদের মৃত্যুর পর সুজা বাঙ্গালার নবাবীপদ গ্রহণ করিবার জন্য সদলবলে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পুত্র সরফরাজ তখন রাজধানীতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপনাকে মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী জানিয়া নিশ্চিন্তমনে রাজ্যভোগসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। সুজা পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযান অকর্ত্তব্য জানিয়াও রাজ্যলালসা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মন্ত্রিবর্গের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে সরফরাজ পিতার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাঁহার গতিরোধ করিবার পরামর্শ করেন; কিন্তু ধর্ম্মশীলা মাতা ও মাতামহীর সুযুক্তিতে নিবৃত্ত হইয়া পিতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক আনয়ন করেন।

সুজা নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং স্বীয় পুত্র সরফরাজ খাঁকে বাদশাহী দেওয়ানের পদে স্থায়ী রাখিলেন। নবাব সুজা উদ্দীন্ ১৭৩৯ খৃঃ ১৩ মার্চ্চ লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র আলাউদ্দৌলা নবাব সরফরাজখাঁ নামে নির্ব্বিবাদে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজোচিত গুণগ্রামের যথেষ্ট অভাব না থাকিলেও তিনি রাজ্যশাসন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, ধর্ম্ম কর্ম্মের লৌকিক আচার লইয়াই তিনি অধিক সময় ব্যস্ত থাকিতেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাকে অধিক কাল এ সুখভোগ করিতে হয় নাই। এক বৎসর দুই মাস মাত্র রাজত্বের পর এই দুর্ব্বল নবাব কূটবুদ্ধি রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের চক্রান্তে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত হন। আলীবর্দ্দী খাঁ ও হাজি আহম্মদ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে প্রধান।

নবাবের বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহীদিগের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ দর্শাইয়াছেন। আলীবর্দ্দী খাঁর অগ্রজ হাজি আহম্মদ নবাব দরবারে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত করায় রাজকার্য্য হইতে বিতাড়িত হন, তিনি তাঁহার এই অবমাননা অতিরঞ্জিত করিয়া বিহারে ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন এবং ভ্রাতাকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী সনন্দ দিবার জন্য দিল্লীদরবারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন

সরফরাজ নিজ উকীল দ্বারা সংবাদ পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে আলীবর্দ্দীর বলক্ষয় জন্য বিহারে প্রেরিত সৈন্যসমূহ প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন, ঐ সঙ্গে বিহারের পূর্ব্ব হিসাবও চাহিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু আলীবর্দ্দীর আকর্ষণে কেহই নবাবের আদেশ মান্য করিল না। ইহা দেখিয়া সরফরাজ্ মনে করিলেন, একবারে এতদূর অগ্রসর হওয়া ভাল হয় নাই। হাজির মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁহার দৌহিত্রী এবং রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লাখাঁর দুহিতার সহিত নিজ পুত্রের পরিণয় সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। এই কন্যার সহিত পূর্ব্বেই মীর্জ্জা মহম্মদের (সিরাজের) সম্বন্ধ বন্ধন হইয়াছিল। সরফরাজ বলপূর্ব্বক বিবাহ দিলে বংশে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে এই সকল কথা হাজি আলীবর্দ্দীকে লিখিয়া জানাইলেন। এই সংবাদ শ্রবণে আলীবর্দ্দী নবাবের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযান করিলেন। বাঙ্গালায় আসিয়া আলীবর্দ্দী নানা অছিলায় সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। শেষে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইল। সরফরাজ খাঁ সদলে গিরিয়ায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভাগীরথীতীরে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি নিহত হইলেন। গ্রন্থান্তরে প্রকাশ আলাউদ্দৌলা উজীর মহম্মদ জঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্রীর অলৌকিক রূপের কথা শুনিয়া এক বার তাহার মুখাবলোকনের বাসনা করেন। অনেক মিনতির পর নবাব অবশেষে বলপূর্ব্বক তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সেই ললামভূতা সুন্দরীকে কিছুক্ষণ নয়নপথের পথিক করিয়া চলিয়া যান। সম্ভ্রান্তবংশীয়া পতিব্রতা ললনার এ অপমান সহ্য হইল না, তিনি বিষপ্রয়োগে স্বীয় অপবিত্র দেহ ত্যাগ করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই আতাউদ্দৌলা ও উজীর নবাবের প্রাণনাশ করেন।

অন্য একখানি ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, নবাব সরফরাজ খাঁ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মহাতাব্ রায়ের বালিকাপত্নীর অনিন্দিত সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করেন। জগৎশেঠ নবাব কর্তৃক বলপ্রকাশের ভয়ে নিশাযোগে কুলবধূকে নবাবভবনে প্রেরণ ও পুনরানয়ন করেন। ইহা ভিন্ন সরফরাজ খাঁ মুর্শিদ কুলীখাঁর গচ্ছিত সাতকোটী টাকার দাবী করিয়া ফতেচাঁদকে যথেষ্ট তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করেন। জগৎশেঠ নানারূপে অবমানিত হইয়া এই সময়ে হাজির সহিত যোগদান করিয়া আলীবর্দ্দীকে উত্তেজিত করেন।

সর্‌ফরাজী (পারসী) সরফরাজের কার্য্য।

সর্‌বৎ (পারসী) সুমিষ্ট পানীয়। ফল বা দ্রব্যবিশেষের রসের সহিত শর্করাযোগে জল মিশাইলে সরবৎ হয়।

সর্‌বরা (পারসী) সরবরাহ। যোগান দেওয়া।

সর্‌বরাকার্ (পারসী) যিনি সরবরাহ করেন।

সরভ (পুং) শরভ শব্দার্থ। [শরভ দেখ।]

সরভস (ত্রি) রভসের সহিত বর্ত্তমান, বেগযুক্ত, বেগবিশিষ্ট।

সর্‌পুরিয়া (দেশজ) খাদ্য দ্রব্য বিশেষ। ইহা দুগ্ধের সর, ছানা, ক্ষীর, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগরের সর্ পুরিয়া বিখ্যাত ও অতি উপাদেয় খাদ্য।

সর্‌ভাজা (দেশজ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। দুগ্ধের সর পুরু করিয়া তুলিয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিতে হয়। ইহা অতি সুস্বাদু।

সরমা (স্ত্রী) রমযা শোভয়া সহ বর্ত্তমানা। রাক্ষসীভেদ। বিভীষণের স্ত্রী। সীতার লঙ্কা-বাসকালে রাবণ ইহাকে সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। সীতার সহিত ইহার অতিশয় প্রণয় হয়। সীতা এক মাত্র সরমার যত্নে নানা দুঃখক্লিষ্টা হইয়াও সুখে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং ইহা দ্বারাই লঙ্কাপুরীর ও শ্রীরামচন্দ্রের সকল সংবাদ অবগত হইতেন। লঙ্কাকাণ্ডে ইহার পরিচয় বিবৃত আছে।

২ কুক্কুরী। ৩ ঋগ্বেদোক্ত দেবশুনী। (মেদিনী) ৪ কশ্যপপত্নী বিশেষ। ভ্রমরাদিগণ ইহার অপত্য।

"গোলাঙ্গুলশ্চকোরশ্চ চৈত্যাপত্যং তথৈব চ।
অপত্যং সরমায়াশ্চ গণো বৈ ভ্রমরাদয়ঃ॥" (অগ্নিপু°)

সরমাত্মজ (পুং) ১ সরমার আত্মজ, সরমার পুত্র, তরণীসেন। (রামা°) ২ কুক্কুরবৎস। (বৃহৎস° ৯১।২)

সরযু (পুং) সরতীতি সৃ গতৌ (সর্ত্তেরয়ুঃ। উণ্ ৩।২২) ইতি অয়ু। ১ বায়ু। ২ নদীবিশেষ।

সরযু (স্ত্রী) সরযু-উঙ্। স্বনামখ্যাত নদীবিশেষ। এই নদীর জল স্বাদু, বল ও পুষ্টিপ্রদায়ক।

"সরযূসলিলং স্বাদুবলপুষ্টিপ্রদায়কং।" (রাজনি°)

কালিকাপুরাণে এই নদীর উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—স্বর্ণময় মানসপর্ব্বতে যখন অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠের বিবাহ হয়, তখন তাঁহাদের বিবাহ-ভূত জল ও শান্তিজল প্রথমে মানসপর্ব্বতকন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা ঐ স্থান হইতে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের গুহা, সানু ও সরোবরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পতিত হইয়া ৭টী নদীরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল। যে জল হংসাবতার-সমীপবর্ত্তী গুহাতে পতিত হয়, তাহা হইতে সরযূ নাম্নী পুণ্যতমা নদীর উৎপত্তি হইল। এই নদী দক্ষিণ সমুদ্রগামিনী এবং চিরকালস্থায়িনী। এই নদীতে স্নানাদি করিলে গঙ্গাস্নানাদির ন্যায় ফল হয়। সুতরাং এই নদী গঙ্গার ন্যায় পুণ্যতোয়া। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিদান বলিয়া অভিহিত। (কালিকাপু° ২৩ অ°)

রামায়ণে অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিত সরযূ নদীর উল্লেখ

আছে। লক্ষ্মণ এই সরযূগর্ভে আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিয়া অনন্তদেবরূপে স্বর্গ-ধামে গমন করেন। রামচন্দ্রও লক্ষ্মণের মহাপ্রস্থানবার্ত্তা অবগত হইয়া উক্ত নদীগর্ভেই স্বীয় দেহ রক্ষা করেন। এই নদী বহু প্রাচীন। বৈদিক যুগে এই পুণ্যসলিলা নদী-তটে আর্য্য ঋষিগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের ৪।৩০।১৮ মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, সরযূতীরবর্ত্তী দেশে অর্ণ ও চিত্ররথ নামক রাজদ্বয়ের রাজধানী ছিল। আর্য্যঋষিগণ ঐ রাজদ্বয়ের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৫।৫৩।৯ ও ১০।৬৪।৯ মন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, ঋষিগণ পুণ্যসলিলা এই নদীতীরে বসিয়া যজ্ঞাদি সমাপন করিতেন। মহাভারত, হরিবংশ ও রামায়ণ গ্রন্থে সরযূর বহুবার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণীযুগে অযোধ্যাপ্রবাহিত সরযূর চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ ও শ্রীরামচন্দ্র এই নদীতীরস্থ অযোধ্যানগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সমগ্র নদীটী ঘর্ঘরা নামে পরিচিত এবং ইহা হিমবৎপাদ বিনিঃসৃতা; অযোধ্যাপ্রদেশেই ইহার কতকাংশ সরযূ নামে আখ্যাত হইয়াছে। [ঘর্ঘরা দেখ।]

সরল (পুং) সরতীতি সৃ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮) ইতি কলচ্, বাহুলকাৎ গুণঃ। বৃক্ষবিশেষ। সরল গাছ, দেবদারু বিশেষ। (Pinus longifolia) হিন্দী—চির্-কা-পেড়, সরল, ধূপসরল; বম্বে—সুরুচে-ঝাড়; তৈলঙ্গ—সরল, দেবদারু, গরিক, দেবদারি চেট্টু; তামিল—সরল, দেবদারী, দ্রাবিড়—চির্। পর্য্যায়—পীতদ্রু, পূতিকাষ্ঠ,ধূপবৃক্ষক,পীতদারু, ভদ্রদারু, মনোজ্ঞ, পীত-স্নিগ্ধদারুসংজ্ঞ,স্নিগ্ধ, মরিচপত্রক, পীতবৃক্ষ, সুরভিদারু। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কফবাত,ত্বগ্‌দোষ, কণ্ডূতি ও ব্রণনাশক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে ইহা মধুর, তিক্ত, পাকে কটু, লঘু, স্নিগ্ধোষ্ণ; কর্ণ, কণ্ঠ ও অক্ষিরোগহারক এবং কফ, বায়ু, স্বেদ, যূক, কামলা ও অক্ষিব্রণনাশক। (ভাবপ্রকাশ) ২ বুদ্ধ। ৩ অগ্নি। (ধরণি) (ত্রি) ৪ উদার। ৫ অবক্র, সোজা। (মেদিনী)

সরলত্ব (ক্লী) সরলস্য ভাবঃ ত্ব। সরলের ভাব বা ধর্ম্ম, সারল্য, ঔদার্য্য, অবক্রত্ব।

সরলতৃণ (ক্লী) সুগন্ধতৃণ। (বৈদ্যকনি°)

সরলদ্রব (পুং) সরলস্য দ্রবঃ। সরলবৃক্ষরস, চলিত তারপিন। পর্য্যায়—পায়স, শ্রীবাস, বৃকধূপ, শ্রীবেষ্ট, তৈলপর্ণী, শ্রীপিষ্ট, শ্রীবেশ, বাস, যবাস, ঘৃতাহ্বয়, দধ্যাহ্বয়, অবক্র, ক্ষীরশ্রী, বায়স। (শব্দরত্না°) ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, শ্লেষ্ম ও পিত্তনাশক, যোনিদোষ, অজীর্ণ, ব্রণ ও আধ্মাননাশক। (রাজনি°)

সরলনির্য্যাস (পুং) সরলস্য নির্য্যাস। সরলদ্রব।

সরলা (স্ত্রী) সরল-টাপ্। ১ ত্রিপুটা। (অমর) ২ নদীবিশেষ। (ভূরিপ্রয়োগ) ৩ ত্রিবৃতা, তেউড়ী। ৩ শ্বেত-তেউড়ী। ৫ কপিলদ্রাক্ষা। ৬ কৃষ্ণতুলসী। (বৈদ্যকনি° ৭ সরলপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রী।

সরলাঙ্গ (পুং) সরলঃ পীতদ্রুরঙ্গমস্য। শ্রীবেষ্ট, তাপি॰। (রাজনি°) সরল আটা।

সরব (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। ২ পিতৃভেদ। ৩ ঋষিভেদ।

সরব্য (ক্লী) সরং রাগং ব্যয়তীতি ব্যে-ড। লক্ষ্য, শরব্য। (অমরটীকা) তালব্যশকারেও এই শব্দের অধিক প্রয়োগ।

সরশ্মি (ত্রি) সমানদীপ্তি, তুল্যদীপ্তিবিশিষ্ট।

"সরশ্মিঃ সূর্য্যো সচা" (ঋক্ ১।১৩৫।৩)

'সরশ্মিঃ সমানদীপ্তিঃ' (সায়ণ)

২ রশ্মির সহিত বর্ত্তমান, রশ্মিযুক্ত।

সরষট্ট (ক্লী) বৌদ্ধমতে সংখ্যাভেদ। (পুং) ২ জনপদভেদ।

সরস্ (ক্লী) সরসীতি সৃ (সর্ব্বধাতুভ্যোহসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। ১ সরোবর। পুষ্করিণী, ইহার জলগুণ—লঘু, তৃষ্ণানাশক, বলকর, স্বাদু ও কষায়।

'সারসং লঘুতৃষ্ণাঘ্নং বল্যং স্বাদুকষায়বৎ।' (রাজবল্লভ)

২ নীর। (রুদ্র) ৩ বাচ্, বাক্য।

সরস (ত্রি) রসেন সহ বর্ত্তমানং। ১ রসযুক্ত।

"কবিতা কোমলবনিতা আয়াতা সুখদায়িকা।

বলাদানীয়মানা সা সরসা বিরসা ভবেৎ ॥" (উদ্ভট)

২ সুস্বাদ। ৩ মধুর। ৪ নূতন। (ক্লী) ৫ সরোবর। ৬ কাষ্ঠাগুরু। (বৈদ্যকনি°)

সরসতা (স্ত্রী) সরসস্য ভাব তল-টাপ্। সরসত্ব, সরসের ভাব বা ধর্ম্ম, রসযুক্ততা, রসবিশিষ্টতা।

সরসম্প্রত (ক্লী) ত্রিকণ্টবৃক্ষ, তেকাটাসিজ।

'ত্রিকণ্টঃ পত্রগুপ্তশ্চ পেষণঃ সরসম্প্রতং।' (শব্দচ°)

সরসবাণী (স্ত্রী) ১ মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী।

[মণ্ডনমিশ্র ও শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

২ সুমিষ্ট বাক্য, মধুর বাক্য।

সরসা (স্ত্রী) রসেন সহ বর্ত্তমানা। ১ শ্বেতত্রিবৃতা, শ্বেত-তেউড়ী। ২ রসযুক্তা।

সরসরী (পারসী) সহজসাধ্য, সোজাসোজি।

সরসিজ (ক্লী) সরসি জায়তে ইতি জন-ড, সপ্তম্যা অলুক্ সমাসঃ। ১ পদ্ম। (ত্রি) ২ সরোবরজাত, যাহা সরোবরে জন্মে।

"অথবাৎ গুরবো জ্ঞেয়া মৎস্যাঃ সরসিজাঃ স্মৃতাঃ।"(সুশ্রুত ১।৩৪)

সরসী (স্ত্রী) সৃ-অসুন্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ সরোবর। (অমর) ২ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ২১টী করিয়া

অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ৫, ৭, ১১, ১৪, ১৭, ১৯ ও ২১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"নজমজজাজরৌ যদি তদা গদিতা সরসী কবীশ্বরৈঃ।" উদাহরণ—

"চিকুরকলাপশৈবলকৃতপ্রমদাসু লসত্রসোর্ম্মিষু

স্ফুটবদনাম্বুজাসু বিলসদ্ভুজবালমৃণালবল্লিষু।

কুচযুগচক্রবাকমিথুনানুগতা সুকলা কুতূহলী

ব্যবচয়দচ্যুতো ব্রজমৃগীনয়না সরসীসু বিভ্রমম্॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

এই ছন্দের প্রযোগ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে এই ছন্দের নাম সিংহক ও সলিলনিধি।

সরসীক (পুং) সরস্যাং কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক। সারস পক্ষী। (শব্দরত্না°)

সরসীরুহ (ক্লী) সরস্যাং রোহতীতি রুহ-ক। পদ্ম।

সরস্য (ত্রি) সরসি ভবঃ যৎ। সরোবরভব, সরোবরজাত। (শুক্লযজু° ২৬।৩৭)

সরস্বৎ (পুং) সরস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ সমুদ্র, সাগর। ২ সরোবর। ৩ নদ। ৪ মহিষ। (ত্রি) ৫ রসযুক্ত।

সরস্বতী (স্ত্রী) সরো নীরং তদ্‌স্ত্যস্যা ইতি সরস-মতুপ্-মস্য বঃ। তসৌ মত্বর্থ ইতি ভত্বান্ন পদকার্য্যং। ১ নদী-ভেদ, সরস্বতী নদী। সপ্তপুণ্যতোয়া নদীর মধ্যে ইহা একটী। এই নদী পুণ্যসলিলা, যে কোন পূজাদি করিতে হইলে অগ্রে এই নদীর আহ্বান করিতে হয়।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

(পূজাপদ্ধতি জলশুদ্ধির মন্ত্র)

পূজাকালে পূজার্থ জলে উক্ত পূতসলিলা ৭টী নদী অবস্থিতা আছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ জলদ্বারা পূজা করিতে হয়। মনুতে লিখিত আছে যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটী দেবনদী। এই দেবনদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে খ্যাত, এবং এই দেশের যে প্রচলিত আচার তাহাই সদাচার।

"তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।

বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥" (মনু ২।১৮)

এই নদীর পর্য্যায়—প্লক্ষসমুদ্ভবা, বাক্‌প্রদা, ব্রহ্মসুতা, ভারতী, বেদাগর্ভা, পয়োষ্ণীজাতা, বাণী, বিশালা, কুটিলা। দেশ ভেদে এই নদীর ৭টী নাম হইয়াছে—পুষ্করে পিতামহের যজ্ঞে এই নদী আহূতা হইয়া সুপ্রভা নামে, এইরূপ নৈমিষারণ্যে সত্রযাজী ঋষিগণ কর্ত্তৃক আহূতা হইয়া কাঞ্চনাক্ষী, গয়দেশে গয়রাজ যজ্ঞে আহূতা হইয়া বিশালা, উত্তরকোশলাতে ঔদ্দালক মুনিযজ্ঞে মনোরমা, কুরুক্ষেত্রে কুরুরাজযজ্ঞে ওঘবতী, গঙ্গাদ্বারে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞে সুরেণু ও হিমালয় পর্ব্বতে ব্রহ্মার যজ্ঞে আহূতা হইয়া বিমলোদা, উক্ত ৭টী স্থানে সরস্বতী নদী ৭টী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন।

সরস্বতী একটী মহাপুণ্যতীর্থ। মহাভারতে এই নদীর মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে,—সমুদয় সরিতের মধ্যে সরস্বতী অতিপবিত্রা এবং সতত সর্ব্বলোকের শুভাবহা, মানবগণ সরস্বতী নদীকে প্রাপ্ত হইলে ইহলোকে বা পরলোকে কদাচ অত্যন্ত সুদুষ্কৃত বিষয়ের জন্যও শোকপ্রকাশ করে না। এই নদীতে স্নানাদি করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সরস্বতী-তীরে বাস করিলে যাদৃশী গুণোৎপত্তি হয়, তদ্রূপ আর কুত্রাপি হয় না। কতশত মানব সরস্বতীকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব সরস্বতী নদী পুণ্যনদী সকলের মধ্যে প্রধানা। (ভারত শল্যপ° ৫৪অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, এই নদী অতি পুণ্যতমা। যদি কেহ এই নদীতে স্নান করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তিনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুলোকে বাস করেন। চাতুর্ম্মাস্য, পূর্ণিমা, অক্ষয়া, অমাবস্যা প্রভৃতি শুভ তিথ্যাদিতে যিনি সরস্বতীতোয়ে অবগাহন করেন, তাঁহার সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ হয়। অগ্নিতে যেমন সকল বস্তু দগ্ধ হয়, তদ্রূপ এই সরস্বতী নদীতে সকল পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।

"তপস্বিনাং তপোরূপা তপস্যাকাররূপিণী।

কৃতপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী॥

জ্ঞানে সরস্বতীতোয়ে মৃতাঃ বৈ মানবৈর্ভুবি।

তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি॥

ভারতে কৃতপাপী চ স্নাত্বা তত্রাবলীলয়া।

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরং॥

চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যামক্ষয়ায়াং দিনক্ষয়ে।

ব্যতীপাতে চ গ্রহণেঽন্যস্মিন্ পুণ্যদিনেঽপি চ॥

আনুসঙ্গেন যঃ স্নাতি হেলয়া শ্রদ্ধয়াপি বা।

সারূপ্যং লভতে নূনং বৈকুণ্ঠে স হরেরপি॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬অ°)

হেলা বা শ্রদ্ধা যে কোন রূপেই হউক এই নদীতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সরস্বতী দেবী গঙ্গার শাপে নদীরূপে পরিণতা হন। এই নদীর উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভগবন্! সরস্বতী দেবী ভারতবর্ষে গঙ্গার শাপে কেন উৎপন্না হন, এই পুরাতন ইতিহাস জানিতে আমার অতিশয় কুতূহল জন্মিয়াছে। তদুত্তরে ভগবান্ নারদকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ, তোমার

নিকট এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই তিন জন হরিপ্রিয়া ছিলেন এবং ইঁহারা সর্ব্বদা হরিসন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন। হরিও এই তিনজনকে সর্ব্বদা সমানভাবে দেখিতেন। কাহারও প্রতি কোনরূপ ব্যবহারের তারতম্য করিতেন না। কিন্তু একদা সরস্বতী বিষ্ণুকে গঙ্গার প্রতি অধিক প্রেমযুক্ত দেখিয়া অতিশয় কুপিতা হন এবং বিষ্ণুর প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, সুভর্তৃগণ কামিনীগণের প্রতি সকল স্থানেই সমান ব্যবহার করেন, কিন্তু খলস্বভাব ব্যক্তিগণ ইহার বিপরীত আচরণ করেন, অতএব আপনার গঙ্গার প্রতি অধিক প্রীতি-প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। লক্ষ্মী ইহা ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু আমি কখনই ক্ষমা করিব না। সরস্বতী এইরূপে বিষ্ণুকে তিরস্কার করিলে গঙ্গা তাঁহাকে কহিলেন, স্বামীর সমীপেই তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, দেখি তোমার কান্ত কি করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি সরস্বতীকে শাপপ্রদান করেন যে, তুমি অদ্য হইতে সরিৎরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবে। গঙ্গা সরস্বতীকে এইরূপে শাপ দিলে সরস্বতীও গঙ্গাকে সরিৎরূপে পরিণতা হইতে অভিশাপ করেন। অতঃপর দুইজনে পরস্পরের অভিশাপে সরিৎরূপে পরিণতা হইলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬অ°)

সরস্বতী নদীর এত মাহাত্ম্য কেন? তাহার কারণ আমরা বেদ হইতে পাই।

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে আর্য্যগণ যেমন ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে আর্য্যাবর্ত্তভূমে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ঐ সময়ে তাঁহারা প্রধানতঃ এক একটী নির্ম্মলসলিলা খরপ্রবাহা পুণ্যপ্রদা নদীতটে আপনাদের বাসভবন মনোনীত করিয়া লন। ঋগ্বেদসংহিতা আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, মধ্য-এসিয়া হইতে এই নদী প্রবাহিত হইয়া ভারতীয় আর্য্য উপনিবেশের মধ্য দিয়া প্রবহমানা ছিল। এই নদীতটে আর্য্যগণ স্বভাবজাত প্রভূত শস্য লাভ করিতেন। ঋক্ ২।৪১।১৬-১৮ মন্ত্রে সরস্বতী অন্নবতী, উদকবতী, ও দ্যুতিমতীরূপে বর্ণিতা, অন্ন তাঁহাকে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তিনি অসমৃদ্ধকে সমৃদ্ধি দান করেন। এই কারণে প্রাচীন বৈদিক সমাজে সরস্বতী "অম্বিতমে, নদীতমে দেবীতমে" বলিয়া পূজিতা হইয়াছিলেন। এই নদী নিরন্তরই বর্দ্ধমানকলেবরা ("সরস্বতী সিন্ধুভি পিন্বমানা" ঋক্ ৬।৫২।৬) থাকিতেন। সরস্বতী আর্য্যজাতির জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ ছিলেন বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি লইয়া নিয়তই তাঁহার স্তুতিগান করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডলের বহু মন্ত্রে সরস্বতী নদীর উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে, আর্য্য-সমাজ বহুদিন এই নদীতটে বাস করিয়াছিলেন। (বাজসনেয়সংহিতা ১৯।৯৩, অথর্ব্ববেদ ৪।৪।৬ ইত্যাদি, তৈত্তিরীয়-সংহিতা ১।৮।১৮।৩; শতপথব্রাহ্মণ ১।৬।২।৪)। আর্য্য উপনিবেশ যতই উত্তরপশ্চিম ভারত হইতে সরিয়া আসিতে লাগিল ততই সরস্বতীর সীমা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাই ভগবান্ মনু লিখিলেন,—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যো যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" (মনু ২।১৭)

ঋগ্বেদের ৩।২৩।৪ মন্ত্রের "দৃষদ্বত্যা মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে" উক্তি হইতে মনে হয়, আর্য্য ঋষিগণ এই সকল স্থানকেই আর্য্যোপনিবেশের উপযুক্ত উত্তমস্থান বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। সায়ণাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"উত্তমানি স্থানানি দর্শয়তি। দৃষদ্বত্যাং দৃষদ্বতী নাম কাচিন্নদী তস্যাং। মানুষে মনুষ্যসঞ্চারবিষয়ে তীরে। আপয়ায়াং আপয়া নাম কাচিন্নদী তস্যাং সরস্বত্যাং নদ্যাং। এতেষু স্থানেষু ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা দিদীহি দীপ্যস্ব। মহর্ষয়ঃ সরস্বতীতীরে খলু যজ্ঞাদি কর্ম্মাণ্যকার্ষুঃ। তথা চ ব্রাহ্মণং ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। (ঐতরেয়ব্রা° ২।১৯)।" অথক্ ৬।৩০।১ মন্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যগণ সরস্বতী তীরে ভূমিকর্ষণ করিয়া যব উৎপাদন করিতেন।

"যবং সরস্বত্যামধিমণাবচর্কৃষুঃ।" (৬।৩০।১) 'যবং দীর্ঘশূকং ইমং ধান্যবিশেষং সরস্বত্যাং অধি সরস্বত্যাখ্যায়া নদ্যাঃ সমীপে মণৌ মনুষ্যজাতৌ দেবাঃ অচর্কৃষুঃ কৃতবন্তঃ। তদানীং কর্ষণেন ভূমৌ তদ্ ধান্যং উৎপাদয়িতুং শতক্রতুঃ ইন্দ্রঃ সীরপতিঃ হলাধিষ্ঠাতা স্বামী আসীৎ।' (সায়ণ)

অতঃপর যখন আর্য্যগণ আরও পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণের পূজনীয় পবিত্রতম সরস্বতীসলিলের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্তত্যাগ করিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সুজলা সুফলা অন্তর্বেদী মধ্যে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। তখনও তাঁহারা সরস্বতীর মাহাত্ম্য দেখিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে তিনটী নদী প্রধানতঃ সরস্বতী নামে প্রবাহিত। তন্মধ্যে বেদোক্ত পুণ্যতোয়া সরস্বতী পঞ্জাবে অক্ষা ৩০° ২৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ১ পূর্ব্বে সিরমুর রাজ্যের ক্ষুদ্র শৈলমালা হইতে বাহির হইয়া অম্বালায় আধবদরী নামক প্রান্তর দিয়া থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র ভেদ করিয়া কর্ণাল জেলা ও পাতিয়ালা রাজ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। অবশেষে সির্সা জেলায় (অক্ষা° ২৯° ৫´´ উঃ

ও দ্রাঘি° ৭৬° ৫´ পূঃ) কাগার (দৃষদ্বতী) নদীতে আসিয়া বিলীন হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই মিলিত নদী বিশাল জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া রাজপুতনার বহু স্থান জলসিক্ত করিয়াছিল এবং সিন্ধুর সঙ্গে সংযোগ ছিল। এদিকে প্রয়াগের নিকট গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে মিলিত হইয়া ত্রিবেণীর সৃষ্টি করিয়াছিল। যে সকল স্থান হইতে সরস্বতী তিরোহিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক গ্রন্থে বিনশন নামে খ্যাত। সাধারণের বিশ্বাস প্রয়াগে সরস্বতী অন্তঃসলিলা বহিতেছে।

বৈদিক কাল হইতে সরস্বতী হিন্দুর নিকট অতি পুণ্যতোয়া বলিয়া পূজিতা হইয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী জনপদই ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে প্রথিত ছিল। এই স্থান হইতেই ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সুপ্রাচীন নদী জন্দ অবস্থায় 'হরকুইতি' ও চীনদিগের নিকট 'চৌকুত' নামে পরিচিত ছিল। যে যে প্রাচীন স্থান দিয়া সরস্বতী গিয়াছে, সেই সেই স্থানেই পাপনাশক বহুতীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাভারত ও নানা প্রাচীন পুরাণে ঐ সকল প্রাচীন তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

২ আর একটী সরস্বতী রাজপুতানার আবু পাহাড় হইতে বাহির হইয়া পালনপুর ও রাধনপুর রাজ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে এই সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

৩ বাঙ্গালার হুগলী জেলায় একটী সরস্বতী নদী প্রবাহিত আছে। পূর্ব্বে ইহাই গঙ্গার মূল স্রোত বলিয়া পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম অবধি এই নদী দিয়া বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিত। এখন সম্পূর্ণ মজিয়া গিয়া একটী খাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। প্রয়াগের ন্যায় নৈহাটীর নিকটও এক ত্রিবেণী আছে। [ত্রিবেণী দেখ।]

দ্বিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়াছিল। যমুনা ও সরস্বতীর স্রোত বিলীন হইলেও আজও ত্রিবেণী মহাতীর্থ বলিয়া বঙ্গবাসীর নিকট প্রসিদ্ধ।

সরস্বতী (স্ত্রী) ১ জলবতী, নদী। ২ বাণী। ৩ স্ত্রীরত্ন। ৪ গো, গাভী। ৫ মনুপত্নী। (মেদিনী) জ্যোতিষ্মতী। ৭ ব্রাহ্মী। ৮ সোমলতা। (শব্দচ°) ৯ বুদ্ধশক্তিবিশেষ। (ত্রিকা°) ১০ দুর্গা।

"সরাঃ স্মরণশীলত্বাৎ সেরাখ্যাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।
অতিপ্রাপণদানে যা তেন দেবী সরস্বতী॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

১০ বাগ্‌দেবতা। পর্য্যায়—ব্রাহ্মী, ভারতী, ভাষা, গির্, বাচ্, বাণী, ইরা, সারদা, গিরা, গিরাংদেবী, গীর্দ্দেবী, ঈশ্বরী, বাচা, বচসামীশ, বাগ্‌দেবী, বর্ণমাতৃকা, গো, শ্রী, বাক্যেশ্বরী, অন্ত্যসন্ধ্যেশ্বরী, সায়ংসন্ধ্যাদেবতা। (কবিকল্পলতা)

এই দেবীর উৎপত্তিবিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—পরমাত্মার মুখ হইতে একটী দেবীর আবির্ভাব হয়। এই দেবী শুক্লবর্ণা, বীণাধারিণী, ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় শোভাযুক্তা। এই দেবী শ্রুতি ও শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, এবং পণ্ডিতদিগের জননী। বাগধিষ্ঠাতৃদেবী কবিদিগের ইষ্টদেবতা, ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা বলিয়া সরস্বতী নামে আখ্যাতা।

"আবির্ব্বভূব কন্যৈকা ধর্ম্মস্য বামপার্শ্বতঃ।
মুক্তি র্মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয়া কমলালয়া॥
আবির্বভূব তৎপশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ।
একা দেবী শুক্লবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী॥
কোটিপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যা শরৎপঙ্কজলোচনা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নাভরণভূষিতা॥
সস্মিতা সুদতী বামা সুন্দরীণাঞ্চ সুন্দরী।
শ্রেষ্ঠা শ্রুতীনাং শাস্ত্রাণাং বিদুষাং জননী পরা॥
বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কবীনামিষ্টদেবতা।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ শান্তরূপা সরস্বতী॥" (ব্রহ্মখ° ৩ অ°)

ঐ পুরাণের গণেশখণ্ডে লিখিত আছে যে, সৃষ্টিকালে প্রধানা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে পঞ্চধা বিভক্তা হন। ঐ পঞ্চশক্তি—রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী। এই পঞ্চধা বিভক্ত শক্তির মধ্যে যে দেবী বাগধিষ্ঠাত্রী, এবং শাস্ত্রজ্ঞানদায়িনী ও কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা তাঁহার নাম সরস্বতী।

"সা চ শক্তি সৃষ্টিকালে পঞ্চধা চেশ্বরেচ্ছয়া।
রাধা পদ্মা চ সাবিত্রী দুর্গা দেবী সরস্বতী॥
বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদা সদা।
কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা যা চ সা চ দেবী সরস্বতী॥
পঞ্চধাদৌ স্বয়ং দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
ততঃ সৃষ্টিক্রমেণৈব বহুধা কলয়া চ সা॥" (গণেশখ° ৪০অ°)

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই দেবীর পূজা করেন, তদবধি এই দেবীর পূজা প্রচলিত হয়। এই দেবীর আরাধনা করিলে মূর্খও পণ্ডিত হইয়া থাকে। যখন এই দেবী কৃষ্ণযোষিতের মুখ হইতে আবির্ভূতা হন, তখন ইনি প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, হে সাধ্বি! তুমি মদংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে ভজনা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন কর। মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে ও বিদ্যারম্ভকালে সকলে তোমাকে পূজা করিবে। তুমি প্রসন্ন না হইলে কেহই বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে সরস্বতী চতুর্ভুজ নারায়ণকে ভজনা করেন এবং তদবধি মাঘের শুক্লাপঞ্চমীতে বিদ্যারম্ভকালে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে।

"আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা।
যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥

আবির্ভূতা যদা দেবী বক্ত্রতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ।
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী॥
স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমাতরং।
তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামসুখাবহং॥
ভজ নারায়ণং সাধ্বী মদংশং তং চতুর্ভুজং।
যুবানং সুন্দরং সর্ব্বগুণযুক্তঞ্চ মৎসমং॥...
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে চ সুন্দরি।
মানবা দানবা দেবা মুনীন্দ্রাশ্চ মুমুক্ষবঃ॥
সন্তশ্চ যোগিনঃ সিদ্ধাঃ নাগগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবধি॥" (প্রকৃতিখ° ৪ অ°)

শ্রীকৃষ্ণের বরে মাঘীয় শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে দেব, দানব ও মানব প্রভৃতি সকলেই এই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

দেবী-ভাগবতে লিখিত আছে যে, অনন্তশক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী এই তিনটি শক্তি প্রদান করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে অনন্তশক্তি পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি এই দিব্যরূপা চারুহাসিনী রজোগুণযুক্তা, শ্বেতাম্বরধারিণী, শ্বেতসরোজবাসিনী মহাসরস্বতী নাম্নী শক্তিকে ক্রীড়াসহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর। এই অনুত্তমা ললনা তোমার প্রিয়সহচরী হইবেন। ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্ব্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে; কদাচ অবমাননা করিবে না। তুমি ইহার সহিত সত্যলোকে গমন কর, এবং তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্বিধ জীব-নিবহের সৃষ্টি কর।

"গৃহাণ মাং বিধে! শক্তিং সুরূপাং চারুহাসিনীং।
মহাসরস্বতীং নাম্না রজোগুণযুতাং বরাং॥
শ্বেতাম্বরধরাং দিব্যাং দিব্যাভরণভূষিতাং।
বরাসনসমারূঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীং॥" (দেবীভাগ° ৩৬অ°)

দেবীভাগবত মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী।

কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে সরস্বতী ব্রহ্মার মানসকন্যা। কোন সময়ে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে দেখিয়া কামমোহিত হন। পরে অতি কষ্টে কাম বেগ দমন করিয়া কামদেবকে অভিশাপ প্রদান করেন, ব্রহ্মার এই শাপে পরে মহাদেবের নয়নানলে কামদেব ভস্মীভূত হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে সরস্বতীর উপাখ্যানাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল না।

বিদ্যাকামনায় প্রতি হিন্দুগৃহেই এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীই এই পূজার নির্দ্দিষ্ট দিন। ইহা ভিন্ন বালকের যে দিন প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়, সেই দিনেও ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। ইঁহার পূজাদির বিষয় স্মৃতিতে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় লিখিত হইল। বেদে যেমন শ্রীসূক্ত দ্বারা লক্ষ্মীর পূজাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ সরস্বতীর সূক্তও দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীপূজা করিতে হইলেও সরস্বতীপূজা করিতে হয়, এবং সরস্বতীপূজার দিনও প্রথমে লক্ষ্মীপূজা করিয়া সরস্বতীপূজা কর্ত্তব্য। কৃত্যতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে যে, মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া শালগ্রাম বা জলে প্রথমে লক্ষ্মীর পূজা করিবে। সঙ্কল্প বাক্যের নিয়মানুসারে 'অদ্যেত্যাদি লক্ষ্মীপ্রীতিকামঃ লক্ষ্মীপূজনমহং করিষ্যে' এই রূপে সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ্মীপূজার বিধান ও নিয়মানুসারে লক্ষ্মীপূজা করিয়া পরে সরস্বতীপূজার স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবে—

'বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্যেত্যাদি বিদ্যাপ্রাপ্তিকামঃ বা সরস্বতীপ্রীতিকামঃ সরস্বতীপূজনমহং করিষ্যে' এইরূপ সঙ্কল্পের পর পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ঘটস্থাপন ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি এবং গণেশপূজা, শিবাদি পঞ্চ দেবতা প্রভৃতির পূজা করিয়া মূলপূজা করিবে। ধ্যান—

"ওঁ তরুণ সকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিসন্না সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসপূজা, অর্ঘ্যস্থাপন ও পীঠপূজাদি করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা হইলে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তৎপরে আবাহন ও যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে হয়। 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে নৈবেদ্যান্ত উপচার সকল নিবেদন করিয়া উক্ত মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। মন্ত্র—

"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা॥"

উক্ত মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে উক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেত্তথা ভব বরপ্রদা॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥
লক্ষ্মী র্মেধা ধরা পুষ্টি র্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি॥"

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে। পরে আচার

প্রযুক্ত পুস্তক, লেখনী ও মস্যাধারপূজা করিতে হয়,—পুস্তকায় নমঃ, লেখন্যৈ নমঃ, মস্যাধারায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে অন্য দেবতা সকলের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা শেষ করিবে। লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা ও ধৃতি সরস্বতী দেবীর এই ৮টী অঙ্গ, সুতরাং এই সকল অঙ্গের পূজা করাও বিধেয়। পূজার শেষে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া পূজা শেষ করিতে হয়। (কৃত্যতত্ত্ব) সরস্বতীপূজায় বন্ধুজীব ও দ্রোণপুষ্প প্রদান করিতে নাই।

"বন্ধুজীবঞ্চ দ্রোণঞ্চ সরস্বত্যৈ ন দাপয়েৎ।" (কৃত্যতত্ত্ব)

এই পূজায় বাসকপুষ্প বিশেষ প্রশস্ত।

তন্ত্রসারেও এই দেবীর পূজা ও যন্ত্রাদির বিবরণ আছে—

'বদ বদ বাগ্‌বাদিনি বহ্নিবল্লভা' সরস্বতীর এই দশাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্রে ইহার উপাসনা করিলে সকল বিদ্যা সিদ্ধি হয়। তন্ত্রোক্ত পূজা প্রণালী অনুসারে ইহার পূজা করিতে হয়। মেধা, প্রজ্ঞা, প্রভা, বিদ্যা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি ও বিদ্যেশ্বরী এই সকল ইহার পীঠদেবতা, এই সকল পীঠদেবতার যথা বিধানে পূজা করিতে হয়। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ দশলক্ষ জপ।

এই দশাক্ষর ভিন্ন আরও অন্য মন্ত্র আছে, সেই সকল মন্ত্রেও পূজা পুরশ্চরণাদি করিবার বিধান আছে। ঐ সকল মন্ত্রের ধ্যান ও পীঠশক্তি ভিন্ন ভিন্ন। ধ্যান যথা—

"শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলাং
ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।
বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচনতাং বাগ্‌দেবতাং সস্মিতাং
বন্দে বাগ্‌বিভবপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীং॥"

এই ধ্যানে পূজা করিতে হয়। ইহা ভিন্ন আরও ধ্যান আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। তন্ত্রসারে উঁহার বিশেষ বিবরণ এবং যন্ত্র, স্তব, কবচ প্রভৃতিও উল্লিখিত হইয়াছে।

তন্ত্রসারে পারিজাতসরস্বতী নামে আর একটী সরস্বতী-প্রকরণ আছে, তাহাতে তাঁহার পৃথক্‌ মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতি লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রে তারাদেবী নীলসরস্বতী নামেও প্রসিদ্ধা।

[তারা ও নীলসরস্বতী দেখ।]

সরস্বতীকুটুম্ব (পুং) কবি।

সরস্বতীতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ। এই তন্ত্রে সরস্বতীদেবীর মন্ত্রযন্ত্রাদির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে।

সরস্বতীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ, সরস্বতীনদীরূপতীর্থ।

[সরস্বতী দেখ]

সরস্বতীবলবাণী (স্ত্রী) বালকথিত ভাষা। ভাষাভেদ।

সরস্বতীবৎ (ত্রি) সরস্বতী অস্ত্যর্থে মতুপ্‌, মস্য বঃ। স্তুতিবিশিষ্ট।

"আহ সরস্বতীবতোরিন্দ্রাগ্ন্যো" (ঋক্‌ ৮।৩৮।১০)

'সরস্বতীবতো স্তুতিমতোঃ' (সায়ণ)

সরস্বতীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ, সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীপঞ্চমী ব্রত।

সরস্বতীসূক্ত (ক্লী) বৈদিক সূক্তভেদ।

সরহস্য (ত্রি) রহস্যের সহিত বর্ত্তমান, মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রের সহিত।

সরাই (পারসী) পান্থনিবাস।

সরাইকলা, বাঙ্গালা সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের পলিটিকাল বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ভূপরিমাণ ৪৫৭ বর্গমাইল। অক্ষা° ২২° ৩৩´ হইতে ২২° ৫৪´ ৩০´´ উঃ।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান গ্রাম। এখানে সরাইকলার রাজা বাস করেন। অক্ষা° ২২° ৪১´ ৫২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৮´ ২৮´´ পূঃ।

সরাই গেট, যুক্ত প্রদেশের জৌনপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। খুৎহন নগর হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫৮´ ১৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৩´ ২১´´ পূঃ। এখানে আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলপথের একটী ষ্টেশন থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে একটা বৃহৎ সরাই আছে। সপ্তাহে দুইবার হাট বসে।

সরাই মীর, যুক্তপ্রদেশের আজমগড় জেলার একটী নগর।

সরাইয়া খীল্‌ (সরাই-অখীল্‌) যুক্তপ্রদেশের আলাহাবাদ জেলার ছৈল তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। প্রয়াগ নগর হইতে ২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২২´ ৫৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৩০´ ১২´´ পূঃ। এখানে ঠঠেরা বণিক্‌গণের বাস। উহাদের নির্ম্মিত পিত্তলের পাত্রাদি ও ধাতব অলঙ্কারাদি সাধারণের আদরের জিনিষ।

সরাইয়া ঘাট (সরাই আঘাট), যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলার মধ্যস্থিত একটী প্রাচীন নগর। এখন ইহার অধিকাংশই ধ্বংসমুখে নিপতিত। ইটা নগর হইতে ৪৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ও সঙ্কিশ হইতে অর্দ্ধক্রোশাধিক দূরে কালীনদীর উভয়কূলে এই নগর অবস্থিত।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে ফরুখাবাদ জেলা হইতে তিন জন আফগান সর্দ্দার আসিয়া এই নগর স্থাপনপূর্ব্বক এখানে সরাই আবদর রসুল ও একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নগরের পশ্চিমাংশে উপকণ্ঠে একটী বিস্তৃত ধ্বস্তস্তূপ দৃষ্টি-গোচর হয়। ঐ স্তূপটী ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০ ফিট্‌ উচ্চ এবং উহার ব্যাস প্রায় অর্দ্ধ মাইল। উহার উত্তরাংশে কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ দৃষ্ট হয়। ঐ গৃহগুলির ইষ্টকরাশি নিম্নস্থ স্তূপ-

গর্ত্ত হইতে বাহির করা হইয়াছে, ভূগর্ভখননকালে উহার মধ্য হইতে কতকগুলি বুদ্ধাদি দেবমূর্ত্তি এবং বিভিন্ন সময়ের স্বর্ণরৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে একটী গর্ত্তখননকালে প্রায় ২০ হাজার টাকা মূল্যের গৃহসাজসরঞ্জম ও মুদ্রাদি পাওয়া গিয়াছিল। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে এই স্তূপটী অগস্ত্য মুনির নামে উৎসর্গীকৃত। অগস্ত্য হইতে অগাত ও পরে আঘাট হইয়াছে। এই আঘাট প্রাচীন সাঙ্কাশ্য-নগরীর অংশভূত ছিল বলিয়াই মনে হয়।

সরাই সালেহ, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থান বাণিজ্য বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। করিপুরের বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় বহু দূরদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া এই নগরে আসিবার সুবিধা হইয়াছে। এখনও এখানে সেই পূর্ব্বকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির অবসান হয় নাই। হরিদ্রাই এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। স্থানীয় তন্তুবায়সমিতি উৎসাহে ও উদ্যমে বস্ত্রবয়ন করিয়া স্ব স্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। এখানে তামার ও পিত্তলের বাসনাদি নির্ম্মাণেরও বিস্তৃত কারবার দেখা যায়। এখানকার স্বর্ণকারেরা স্ব স্ব বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রত্যাশায় সময় সময় আফগানস্থান ও মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। কোন কোন স্বর্ণকার বংশপরম্পরায় ঐ সকল স্থানে বাস করিতেছে।

সরাই সিধু, পঞ্জাব প্রদেশের মূলতান জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১৭৫২ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। অক্ষা° ৩০° ৩৫´ ৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১´ পূঃ।

সরাগুড়, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মহিসুর রাজধানী হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কব্বনী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ০´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫´ পূঃ। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই নগরে হেগ্‌গ দেব্বনকোট তালুকের বিচার সদর স্থাপিত হইয়াছে। এখানে মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সরাজক (ত্রি) রাজ্ঞাসহ বর্ত্তমানঃ। রাজার সহিত বর্ত্তমান, রাজযুক্ত, রাজবিশিষ্ট।

সরাজন্ (ত্রি) রাজার সহিত বর্ত্তমান।

সরাট (পুং) জনপদভেদ।

সরাতি (ত্রি) দানের সহিত বর্ত্তমান, দানযুক্ত, দানবিশিষ্ট।

"বিশ্বে সাকং সরাতয়ঃ" (ঋক্ ৮।২৭।১৪)

'সরাতয়ঃ ধনাদিদানেন সহিতাঃ' (সায়ণ)

সরাত্রি (ত্রি) সমানা রাত্রিঃ (জ্যোতির্জনপদরাত্রীত্যাদি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য সাদেশঃ। সমানরাত্রি, তুল্যরাত্রি।

সরায়ন, অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। খেরী জেলার অক্ষা° ২৭°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩২´ পূঃ হইতে উদ্ভূত এবং ২৯ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বগতিতে চালিত হইয়া সীতাপুর জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর এই জেলার অক্ষা° ২৭° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৫´ পূঃ মধ্যে অখারি নাম্নী একটী স্রোতস্বিনী বামদিক্ হইতে আসিয়া ইহাতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। অখারিসঙ্গমের পর এই নদী ৩ মাইল উত্তরপশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পরে পুনরায় দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে এবং অক্ষা° ২৭° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৫´ পূর্ব্বে ইহা গোমতীতে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর গতি ৯৫ মাইল। মাঝে মাঝে নদীতে বন্যা হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের চাসবাসের বিশেষ ক্ষতি করে।

সরাব (পুং) সরাৎ সরণাৎ অবতীতি অব-রক্ষণে-অচ্। শরাব, মৃণ্ময়পাত্রবিশেষ, চলিত সরা।

সরাব্ (আরবী) মদ্য।

সরাসর্ (পারসী) ১ সম্পূর্ণরূপে। ২ পূর্ণ।

সরাসরী (পারসী) সংক্ষিপ্ত। ২ খাড়াখাড়া।

সরাহন, পঞ্জাব প্রদেশের বুসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। শতদ্রু নদীর বামকূল হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে হিমালয় পাদমূলে অবস্থিত। ইহার এক পার্শ্বেই তুষারধবলিত হিমবৎ শৃঙ্গ এবং অপর পার্শ্বদ্বয়ে বনমালা বিরাজিত। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৭২৪৬ ফিট উচ্চ। এখানে বুসহর রাজ্যের গ্রীষ্মাবাস আছে। এখানকার কালীমন্দির দেখিবার জিনিষ। ব্রাহ্মণ অধিবাসীরা নগরের উত্তর প্রান্তে বাস করিতে পারেন না।

সরি (পুং স্ত্রী) সরতীতি সৃ-ইন্। ১ নির্ঝর। (হেম)

সরিক্ (আরবী) অংশীদার।

সরিক (ত্রি) গমনকারী, গন্তা, সর।

সরিকা (স্ত্রী) ১ হিঙ্গুপত্রী। (শব্দচ°) ২ গমনকর্ত্রী।

সরিৎ (স্ত্রী) সরতীতি সৃ-গতৌ। (হৃসৃরুহিযুষিভ্য ইতিঃ। উণ্ ১।৯৭) ইতি ইতি। ১ নদী। ২ সূত্র। (শব্দমালা) ৩ দুর্গা।

"ক্রিয়াকারণরূপত্বাৎ সরণাচ্চ সরিন্মতা।

সঙ্গমাদ্‌গমনাদ্ গঙ্গা লোকে দেবী বিভাব্যতে॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

সরিৎপতি (পুং) সরিতাং পতিঃ। সমুদ্র। (অমর)

সরিত্বৎ (পুং) সরিতঃ সন্ত্যস্তেতি সরিৎ মতুপ্, মস্য বঃ। সমুদ্র।

সরিৎসুত (পুং) সরিতো গঙ্গায়াঃ সুতঃ। ভীষ্ম।

সরিতাম্পতি (পুং) সরিতাং পতিঃ অলুক্‌সমাসঃ। সরিৎপতি, সমুদ্র।

সরিদধিপতি (পুং) সরিতামধিপতিঃ। সমুদ্র।

সরিদ্ভর্ত্তৃ (পুং) সরিতাং ভর্ত্তা। সমুদ্র।

সরিদ্বরা (স্ত্রী) সরিৎসু বরা শ্রেষ্ঠা। ১ গঙ্গা। (হেম) ২ শ্রেষ্ঠা নদী।
"সাতমপ্রিসমং বিপ্রমহুচিন্ত্য সরিদ্বরা।
শতধা বিদ্রুতা যস্মাচ্ছতদ্রুরিতি বিশ্রুতা॥" (ভারত ১।১৭৮।৯)

সরিন্ (ত্রি) সরতীতি সর্ত্তেরৌণাদিক-ইনি। গন্তা, গমনশীল।
"ভব বাজে বাজে সরীভব" (ঋক্ ১।১৩৮।৩)
'সরীভব গমনশীলো ভব' (সায়ণ)

সরিন্নাথ (পুং) সরিতাং নাথঃ। সমুদ্র। (রাজনি°)

সরিন্মুখ (ক্লী) সরিতাং মুখং। নদীর মুখ, নদীর মোহানা।

সরিমন্ (পুং) সরতীতি সৃ-(হৃভৃধৃসৃস্তৃশৃভ্যইমনিচ্। উণ্ ৪।১৪৭) ইতি ইমনিচ্। ১ গমন। ২ বায়ু। (উজ্জ্বল)

সরির (ক্লী) ১ সরিৎ, সলিল। (ত্রি) ২ বহু।

সরিল (ক্লী) সলিলং রলয়োরৈক্যাৎ লস্য র। সলিল, জল।

সরিষপ (পুং) সৃ গতৌ অপঃ যুগাগমশ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। (উজ্জ্বল ৩।১৪১ উণাদি) সর্ষপ। (ত্রিকা°)

সরী (স্ত্রী) সরি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। নির্ঝর, ঝরণা।

সরীমন্—সৃ-ঈমনিচ্। ১ বায়ু। ২ গমন। এই প্রত্যয় কাহারও মতে হ্রস্ব ইকারান্ত হইয়া 'সরিমন্' এইরূপ হইবে। আবার কাহার মতে দীর্ঘ ঈকার হইয়া সরীমন্ এইরূপও হয়। এই পদ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। "দীর্ঘাদিরপ্যয়ং প্রত্যয় ইতি কেচিৎ" (উণাদি ৪।১৪৭ উজ্জ্বল)

সরীসৃপ্ (পুং) সরীসৃপ-কিপ্। সরীসৃপ শব্দার্থ।

সরীসৃপ (পুং) কুটিলং সর্পতীতি সৃপ্ যঙ্ লুক্, পচাদ্যচ্। ১ সর্প। কুটিলভাবে যাহারা গমন করে, যাহারা বুকে হাটিয়া যায়। সর্প, বৃশ্চিক, ভেক প্রভৃতি। জ্যোতিষমতে মীন, বৃশ্চিক ও কর্কট রাশির নাম সরীসৃপ। (ত্রি) ২ জঙ্গম।
"পতুং ন শেকু র্দ্বিরেফশ্চতুষ্পদঃ
সরীসৃপং যদত্র দৃশ্যতে।" (ভাগবত ৫।১৮।২৭)

সরু (পুং) সৃ-উন্। সরু, খড়্গমুষ্টি, খড়্গের বাট্। (ত্রি) ২ সূক্ষ্ম। (ভুরিপ্রয়োগ)

সরুজ্ (ত্রি) রোগযুক্ত।

সরুজ (ত্রি) রুজা পীড়া তয়া সহ বর্ত্তমানঃ। পীড়ার সহিত বর্ত্তমান, পীড়াযুক্ত, ব্যাধিবিশিষ্ট।

সরুজত্ব (ক্লী) সরুজস্য ভাবঃ ত্ব। সরুজের ভাব বা ধর্ম্ম, পীড়া।

সরুজসিদ্ধাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

সরুদ্ভব (ক্লী) সরোদ্ভব, সরোজ, পদ্ম।

সরুষ্ (ত্রি) ক্রোধযুক্ত, ক্রুদ্ধ।

সরূপ (ত্রি) সমানং রূপং যস্য (জ্যোতির্জনপদেতি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য স। ১ সদৃশ। ২ সমানরূপ।

সরূপকৃৎ (ত্রি) সরূপং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্চ্। সদৃশকারী, সরূপকারী।

সরূপঙ্করণ (ত্রি) স্বরূপকৃৎ।

সরূপতা (স্ত্রী) সরূপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সরূপের ভাব বা ধর্ম্ম, সরূপত্ব, তুল্যতা।

সরূপবৎসা (স্ত্রী) সবৎসা গো।

সরূপোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ, সমানোপমা।
[সমানোপমা দেখ।]

সরে (আরবী) ১ পথ, রাস্তা। ২ অনুজ্ঞা। ৩ উপদেশ। ৪ সরা।

সরেতস্ (ত্রি) রেতোযুক্ত।

সরেফ (ত্রি) রেফযুক্ত।

সরোগ (ত্রি) রোগেণ সহ বর্ত্তমানঃ। রোগের সহিত বর্ত্তমান, রোগযুক্ত, রোগবিশিষ্ট।

সরোজ (ক্লী) সরসি জায়তে ইতি জন-ড। ১ পদ্ম। (হেম) (ত্রি) ২ সরোবরজাত।

সরোজন্মন্ (ক্লী) সরসঃ জন্ম উৎপত্তির্যস্য। ১ পদ্ম। (হেম)

সরোজিন্ (পুং) সরোজং উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি ইনি। ব্রহ্মা। (শব্দরত্না°)

সরোজিনী (স্ত্রী) সরোজানি সন্ত্যস্যামিতি (সরোজপুষ্করাদিভ্যো-দেশে। পা ৫।২।১৩৫) ইতি ইনি। ১ কমলাকর। ২ পদ্ম। (মেদিনী) ৩ পদ্মসমূহ। (রত্নমালা)
"নিসর্গসৌরভোদ্ভ্রান্তভৃঙ্গসঙ্গীতশালিনী।
উদিতে বাসরাধীশে স্মেরাজনি সরোজিনী॥"(সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)
কমলিনী, পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। ৪ পদ্মবহুলপুষ্করিণী।

সরোৎসব (পুং) সরে সরোবরে উৎসবো যস্য। সারসপক্ষী।

সরোবিন্দু (পুং) গীতিভেদ।

সরোধ (ত্রি) রোধেন সহ বর্ত্তমানঃ। রুদ্ধ, রোধযুক্ত, রোধবিশিষ্ট।

সরোমন্নগর, অযোধ্যা প্রদেশে হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩৫ বর্গমাইল। পূর্ব্বকালে এই স্থান ঠঠেরাদিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের মধ্যভাগে গৌড় রাজপুতগণ ঠঠেরাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা এই স্থান অধিকার করিয়া লয়। ইহারই কিছু পরে সোমবংশীয়া পুনরায় গৌড়রাজপুতদিগকে তাড়াইয়া এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। মহম্মদীর অধীশ্বর রাজা ভবানীপ্রসাদ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পালি ও সারী পরগণা হইতে কএকটী গ্রাম বিভাগ করিয়া লইয়া এই প্রদেশ সরোমন্নগর নামধেয় একটী স্বতন্ত্র পরগণায় বিভক্ত করিয়া যান।

২ উক্ত জেলার উক্ত পরগণার একটী নগর। এখানে বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত আছে। শাহাবাদ হইতে এই স্থান

৬ মাইল দক্ষিণে এবং হার্দোই হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু। সপ্তাহে দুইবার হাট বসে।

সরোরুহ্ (ক্লী) সরসি রোহতীতি রুহ-ক্বিপ্। পদ্ম। (হেম)

সরোরুহ (ক্লী) সরসি রোহতীতি রুহ-ক। পদ্ম। (হেম)

সরোরুহবজ্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সরোরুহাসন (পুং) সরোরুহমাসনং যস্য। পদ্মাসন, ব্রহ্মা, প্রলয়কালে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থান করেন, এইজন্য ইহার নাম পদ্মাসন হইয়াছে।

সরোরুহিনী (স্ত্রী) সরোজিনী, পদ্মিনী।

সরোবর (ক্লী) সরঃসু বরঃ শ্রেষ্ঠঃ পদ্মাকরত্বাৎ। জলাশয় বিশেষ, পর্য্যায় পদ্মাকর, কাসার, তড়াগ, তটাক, সরস, সরসী, সরস, সর, সরক। (শব্দরত্না°) [পুষ্করিণী দেখ।]

সরোষ (ত্রি) রোষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। রোষের সহিত বর্ত্তমান, রুষ্ট, রোষযুক্ত, রোষবিশিষ্ট।

সর্ক (পুং) বায়ু। ২ মনঃ। ৩ প্রজাপতি। (সংক্ষিপ্তসা° উণাদি)

সর্কান্দি, ফতেপুর জেলার গাজীপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গাজিপুর নগর হইতে ৬ মাইল দূরে যমুনানদীতটে অবস্থিত, অক্ষা° ২৫° ৪৪´ ৩২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৮´ ৪´´ পূঃ। এখানকার সমগ্র অধিবাসীই প্রায় ব্রাহ্মণ।

সর্গ (পুং) সৃজ-ঘঞ্। ১ স্বভাব। ২ নির্ম্মোক। ৩ অধ্যায়। কাব্যে অধ্যায়কে সর্গ কহে। (সাহিত্যদ°) ৪ সংসার।

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ॥" (গীতা ৫।১৯)

৫ মোহ। ৬ উৎসাহ। (মেদিনী) ৭ অনুমতি। (হেম) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩০) ৯ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৪৮) ১০ বস্তুর প্রবণতা, মত, চুক্তি। ১১ পরিত্যাগ। ১২ সৃষ্টি। এই জগৎসৃষ্টির নাম সর্গ। এই সর্গের বিষয় সাংখ্যাদি-দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ আছে—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥" (সাংখ্যকা° ২১)

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই সর্গের কারণ, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতির যে ভোগ এবং পুরুষের যে মুক্তি এই উভয়ের জন্য পঙ্গু এবং অন্ধের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ বশতঃ সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভোগ এবং মুক্তি পুরুষার্থ অর্থাৎ ইহাই পুরুষের প্রয়োজন। পুরুষার্থ দুই প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত বা অনাগতাবস্থ পুরুষার্থ অদৃষ্টের নামান্তর। এই পুরুষার্থ অনাদি। এক সর্গ চলিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, আর সেই প্রলয়ের পূর্ব্বে কত কত সর্গ ও প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং ইহার নূতন করিয়া আরম্ভ নাই। সেই অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতিকে প্রত্যেক পুরুষের সহিত একটী বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই পুরুষার্থ অভিব্যক্তিপ্রবণ, তখনই সর্গ, ইহাই সর্গের আদি অর্থাৎ আরম্ভকাল।

প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত অবস্থায় থাকিয়া পুরুষের সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই ভোগ, এবং এই সুখ দুঃখই প্রকৃতির স্বরূপ। ভোক্তা না থাকিলে ভোগ নিরর্থক, অতএব ভোক্তার অপেক্ষা ভোগ্য বস্তুতে আছে। পুরুষ যখন বারংবার জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিয়া কাতর হইয়া পড়ে, তখন তাহার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রকৃতি পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন এইরূপ দৃঢ় সাক্ষাৎকার আবশ্যক। সাক্ষাৎকারও বুদ্ধির বৃত্তি। বুদ্ধি না থাকিলে ভোগও হয় না, এবং প্রকৃতি না থাকিলে বুদ্ধিও হয় না। এইরূপ পরস্পর অপেক্ষা জন্য প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ। অন্ধ পঙ্গুকে স্কন্ধে করিলে দর্শনশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং চলনশক্তিসম্পন্ন অন্ধ উভয়ে মিলিয়া একটী অবিকলেন্দ্রিয় মানুষের ন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে, সেইরূপ ক্রিয়াশক্তিহীন চেতন পুরুষ এবং ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হইয়া এক ক্রিয়াশীল চেতন ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কার্য্যই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অর্থাৎ মহত্তই প্রথম সর্গ। মহত্তত্ত্ব হইতেই পরে আর আর সৃষ্টি হইয়া থাকে।

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥
অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥
ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমো বিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজো বিশালো ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্তঃ॥"

(সাংখ্যকা° ৫২-৫৪)

প্রকৃতি হইতে দুই প্রকার সর্গ হয়, প্রত্যয় সর্গ ও তন্মাত্র সর্গ, এই দুই প্রকার সর্গের মধ্যে একটী জ্ঞানপ্রধান ও একটী জড়প্রধান। যে সকল বস্তু জড় বিষয়ের সহিত আত্মরূপী চৈতন্যের সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য সূত্র, তাহারাই জ্ঞানপ্রধান সর্গের অন্তর্গত। আর যাহারা কেবল জড়, মধ্যসূত্রের সম্পর্ক ব্যতীত জ্ঞানের আলোকে আসিতে পারে না, তাহারাই জড়প্রধান সর্গ। বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় এবং তৎসমুদায়ের ব্যাপার এই জ্ঞানপ্রধান সর্গের অন্তর্গত, এবং পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত জড়প্রধান সর্গের অন্তর্গত।

এই দ্বিবিধ সর্গ পরস্পর সাপেক্ষ। বুদ্ধির বৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম, অর্থাৎ অদৃষ্ট না থাকিলে তন্মাত্র সর্গ হইতে পারে না, অদৃষ্টই তন্মাত্র প্রভৃতির উৎপত্তির সহকারী কারণ। তন্মাত্র সর্গ না হইলেও

প্রত্যয় সর্গের অন্তর্ভূত ভোগ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় না। কেন না ভোগ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যের উপযোগী বস্তু শব্দাদি তন্মাত্র সর্গের অন্তর্গত এবং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকার উভয়বিধ সর্গ ব্যতীত উপপন্ন হয় না, কেন না শব্দাদি না থাকিলে শ্রবণ মননাদি এবং যোগজ ধর্ম্ম না থাকিলে বিবেকসাক্ষাৎকার হয় না। অতএব পরস্পরের অপেক্ষা বশতঃ দুই প্রকার সর্গ হইয়াথাকে।

এই সকল সর্গের মধ্যে দেবসর্গ অষ্টবিধ, তির্য্যক্ সর্গ পঞ্চবিধ এবং মনুষ্যসর্গ একবিধ। সুতরাং সংক্ষেপে সর্গ চতুর্দ্দশ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দৈবসর্গ—১ ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মলোকবাসী। ২ প্রাজাপত্য লোক ও প্রাজাপত্যলোকবাসী। ৩ ইন্দ্রলোক ও ইন্দ্রলোকবাসী। ৪ পিতৃলোক ও পিতৃলোকবাসী। গন্ধর্ব্বলোক ও গন্ধর্ব্বলোকবাসী। ৬ যক্ষলোক ও যক্ষবৃন্দ। ৭ রাক্ষসলোক ও রাক্ষসসমূহ। এবং ৮ পিশাচ লোক ও পিশাচগণ এই ৮ প্রকার দৈবসর্গ। তির্য্যক্ সর্গ—১ পশু যাহার লোম ও লাঙ্গুল আছে, ২ মৃগ, লোমযুক্ত লাঙ্গুল যাহার নাই অথচ চতুষ্পদ। ৩ পক্ষী। ৪ সরীসৃপ। ৫ স্থাবর। এই পাঁচ প্রকার তির্য্যক্ সর্গ। মানব সর্গ এক প্রকার।

সর্গের ইহাই সংক্ষেপ বিভাগ। নতুবা দেবতা পক্ষে ধ্রুব লোক সূর্য্যলোক ইত্যাদিকে ব্রহ্মলোক ইন্দ্রলোকের মধ্যে না ধরিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ধরিতে পারা যায়। তির্য্যক্ সর্গ পক্ষে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি নানারূপ ভেদ আছে, মানবের মধ্যেও আর্য্য ও অনার্য্য ইত্যাদি ভেদ আছে।

ব্রহ্মা হইতে তৃণ গুল্ম পর্য্যন্ত সমুদয় সর্গ নামে অভিহিত। এই সকল সর্গের মধ্যে উর্দ্ধ লোক সত্ত্বপ্রধান, পশু প্রভৃতি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলই তমোগুণ প্রধান, মধ্যলোক অর্থাৎ মনুষ্য রজঃপ্রধান। উর্দ্ধলোক অর্থাৎ স্বর্গবাসিগণ সত্ত্বপ্রধান বলিয়া সুখী, তির্য্যক্ সর্গ তমঃপ্রধান বলিয়া জ্ঞানমূঢ় এবং মনুষ্য রজঃ প্রধান বলিয়া দুঃখী।

যতদিন না লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি হয়, ততদিন চেতনপুরুষকে সেই শরীরে জরামরণ জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়; এই জন্য লিঙ্গশরীরের পক্ষে "দুঃখ" স্বাভাবিক। সর্গের ক্রম এইরূপ, অর্থাৎ

"প্রকৃতের্মহাংস্ততো ঽহঙ্কারস্তস্মাদানশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি ॥" (সাংখ্যকা° ২২)

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে ষোড়শ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত। ইহা ভিন্ন আর কোন সর্গ নাই। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই এই সকলের কোন না কোন বিদ্যমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে গুণ সকলের মহত্ত্বাদি রূপে যে পরিণাম, তাহা দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাই কাল, কিন্তু ঐ কাল স্বতঃ ও নির্ব্বিশেষ, এবং আদ্যন্ত শূন্য, ইহাই আত্মাতে নিমিত্তরূপে বর্ত্তমান। ভগবান্ পরম পুরুষ লীলাবশতঃ উহাকেই নিমিত্ত করিয়া আপনাকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করেন।

"গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ ॥ * *
সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ।
কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ॥
আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ।
দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ ॥" (ভাগব° ৩।১০অ°)

এই বিশ্বের সর্গ ৯ প্রকার, ১ম মহৎ। আত্মস্বরূপ ভগবানের প্রকাশ হইতে যে গুণ সকলের বৈষম্য হয়, তাহার নাম মহৎ। ২য় অহঙ্কার—যাহাতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, তাহাকে অহঙ্কার, ৩য় পঞ্চতন্মাত্ররূপ ভূতসূক্ষ্ম, এবং তাহা হইতে মহাভূতের উৎপত্তি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় স্বরূপ যে সর্গ, ইহা চতুর্থ। বৈকারিক সর্গ পঞ্চম, ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং মন, এবং পঞ্চবৃত্তি স্বরূপা অবিদ্যা সর্গ ষষ্ঠ, তাহাতেই জীবগণের অবুদ্ধি অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ হইয়া থাকে। এই ৬ প্রকার সর্গ প্রাকৃত সর্গ। সপ্তম স্থাবর সর্গ। স্থাবর ষড়্‌বিধ। বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্‌সার, বীরুধ্ ও বৃক্ষ। এই স্থাবর সর্গ উৎস্রোতঃ অর্থাৎ আহারার্থ উর্দ্ধে সঞ্চরণশীল এবং তাহারা ব্যবস্থিত পরিণামাদি ভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

তির্য্যক্ সর্গ, অষ্টম। ইহা অষ্টাবিংশতি প্রকার। এই তির্য্যক্ সর্গ ভবিষ্যৎজ্ঞানশূন্য এবং তমোবহুল। ইহারা কেবল আহারাদি মাত্রেই তৎপর এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে, তাহাদের হৃদয়ে কোন জ্ঞান থাকে না।

মানব সর্গ নবম। এই সর্গ রজোগুণবহুল। এই নিমিত্ত ইহারা কর্ম্মে তৎপর এবং দুঃখেও সুখবোধ করিয়া থাকে।

দৈবগণ বৈকৃত সর্গ। বৈকৃত সর্গ ৮ প্রকার। ১ দেব, ২ পিতৃ, ৩ অসুর, ৪ গন্ধর্ব্ব, অপ্‌সরস্, ৫ যক্ষ রাক্ষস, ৬ সিদ্ধ, চারণ বিদ্যাধর, ৭ ভূত, প্রেত, পিশাচ, ৮ কিন্নর, কিংপুরুষ। এই দশ প্রকার সর্গ।

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া উক্তরূপে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করেন। (ভাগবত ৩।১০ অ°)

একমাত্র কালই সর্গ ও প্রলয়কারী। কালের প্রথমভাগ অতীত হইলে জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছা অতীত হয়। অনন্তর পরমেশ্বর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ইচ্ছামাত্র বিক্ষোভিত

করিলে ঐ প্রকৃতিই সর্গকার্য্যের উপযোগিনী হইলেন। যেমন গন্ধ সন্নিহিত হইলেই মনের ক্ষোভ অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা নহে, নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃতির ক্ষোভ সম্বন্ধে পরমেশ্বরও ঠিক তদ্রূপ। সেই ব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই ক্ষোভক, আবার তিনিই সঙ্কোচবিকাশশালিনী প্রকৃতিরূপে ক্ষোভ্য: ঈশই সর্গের জন্য জীবাত্মগণকে ইচ্ছামাত্রে ক্ষোভিত করেন। সেই সাম্যাবস্থাপন্ন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে জীবাত্মগণ অধিষ্ঠিত হইলে গুণবৈষম্য হয়। তখন ঈশ্বরেচ্ছা-পরিচালিত প্রকৃতি তাহাকে আবরণ করেন। প্রধান সংবৃত মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহ-ঙ্কার উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার উৎপন্ন হইবামাত্র মহত্তত্ত্ব তাহাকে আবরণ করিলেন। মহতাবৃত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল। এই অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হইল। প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তৎপরে স্পর্শ, রূপ, রস এবং সর্ব্বশেষে গন্ধতন্মাত্র, এইরূপে তন্মাত্র সর্গ হইল। পরে এই অহঙ্কার সকল তন্মাত্রকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে আবরণ করিলে শব্দ-তন্মাত্র হইতে শব্দের উপাদান আকাশ উদ্ভূত হইল। তামস অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র সহ আকাশ আবৃত করিল। পরে এই আকাশের সহিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শের উপাদান গুণান্বিত বায়ু উৎপন্ন হইল। আকাশ বায়ুসহকৃত রূপতন্মাত্র হইতে প্রদীপ্ত তেজ উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। পরে আকাশ-বায়ু তেজসমন্বিত রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। অমিততেজা বিষ্ণু অনিলান্দোলিত নিরা-ধার জলরাশি ধারণ করিলেন। পরমেশ্বর তাহাতেই প্রথমে বীজাধান করেন। সেই বীজ সূর্য্যসন্নিভ সুবর্ণময় অণ্ডা-কারে পরিণত হইল। ঐ অণ্ড মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত এবং তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিকে সংবৃত। জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন। সুতরাং পরমেশ্বরের স্থাপিত বীজ এই সকল পদার্থের মধ্যবর্ত্তী। এইরূপে এই ব্রহ্মাণ্ড ও জল প্রভৃতি তৎসমস্ত বস্তু দ্বারাই যথাক্রমে আবৃত। স্বয়ং বিষ্ণু সেই অণ্ড মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ দেহ স্থাপন করিয়া দিব্য মানে এক বৎসর তথায় অবস্থিত করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিলেন। পরে তিনি ইচ্ছা মাত্রে সেই অণ্ড ভেদ করিয়া ক্ষণকাল তথায় রহিলেন। তখন অন্যান্য চতুর্ভূত সহকৃত গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। এই নিখিল পৃথিবী তন্মাত্র সাহায্যে নির্ম্মিত বলিয়া শব্দ, স্পর্শ এবং সমুদয় রূপ, রস ও গন্ধ সকলই ইহাতে বর্ত্তমান। এই ব্রহ্মাণ্ডের কললে সুমেরু, জরায়ু দ্বারা পর্ব্বতসমূহ, এবং গর্ভ সলিলে সপ্ত সমুদ্র উৎপন্ন হইল।

ব্রহ্মাণ্ডের তেজোরাশিতে মহর্লোক, ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ পবনে জনলোক, ঈশ্বরেচ্ছাবলে তপোলোক, এবং ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধগতি দ্বারা সত্যলোক উৎপন্ন হইল। সর্ব্বোপরি স্বয়ং অচ্যুত বিষ্ণু অবস্থিত, এই বিষ্ণুলোকই জ্ঞানগম্য চরম পদ বলিয়া অভিহিত হয়। পরমেশ্বর ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগৎ স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপী হইলেন। পরে এই বিষ্ণু বরাহরূপে দংষ্ট্রাদ্বারা পৃথি-বীকে ধারণ করিলেন। তৎপরে সপ্তফণাসমন্বিত অনন্তরূপী হইয়া ফণার উপরে এই পৃথিবী স্থাপন করিলেন। দীর্ঘকায় অনন্ত কূর্ম্ম পূর্ব্বে ৯টী কুণ্ডলী করিয়া অনায়াসে পৃথিবী ধারণ করিলেন। কিন্তু অনন্তফণোপরি অবস্থিত হইয়াও পৃথিবী স্থির হইল না, বিচলিত হইতে লাগিল। তখন বিষ্ণু-রূপী বরাহ পৃথিবীকে অচলা করিবার জন্য পর্ব্বতকুলকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন। তখন তিনি সুমেরু পর্ব্বতকে ভূতলে প্রোথিত করিলেন। সুমেরু পৃথিবী ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। এই সুমেরু যাহাতে বিচলিত না হয়, তাহার জন্য তাহার পার্শ্বে কতিপয় সীমাপর্ব্বত স্থাপন করিলেন। এইরূপে পৃথিবীকে স্থির করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে ব্রহ্মা অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধশরীরে নারী হইয়া সেই নারীর গর্ভে বিরাট্ পুরুষকে উৎপাদন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার নাম প্রজাপতি রাখিয়া তাঁহাকে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। অনন্তর এই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিলেন। এই মনু তখন তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতোষ করিলে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া সর্গের জন্য মনের সাহায্যে দক্ষকে উৎপাদন করিলেন। দক্ষ উৎপন্ন হইলে মনু বিধিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তখন ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি আরও দশজন মানস পুত্র উৎপন্ন হইল। পরে ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মনু এবং এই সকল মানস পুত্রকে প্রজাসর্গ কর, এই অনুমতি দিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

বিরাট্ পুরুষের আজ্ঞায় মনু, দক্ষ ও মরীচি প্রভৃতি মানস-পুত্রগণ প্রত্যেকে যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে প্রতিসর্গ কহে। ইহারা সকলেই বহুতর প্রজা সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে এই সকল প্রজা দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইল। (কালিকাপুরাণ ২৬-২৭ অ°)

এইরূপে সর্গ হয়, কিছুকাল সর্গের স্থিতি, তৎপরে আবার প্রলয় হয়। প্রত্যেক পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ ও প্রলয় বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। কারণ পুরাণের লক্ষণেও লিখিত আছে যে, সর্গ ও প্রতিসর্গ বর্ণন করিতে হইবে। সুতরাং সকল পুরাণেই সর্গক্রম বিবৃত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে ইহার কিছু কিছু মতভেদ আছে। তাহা তত্তৎ পুরাণে দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্তভাবে সর্গক্রম প্রদর্শিত হইল মাত্র। মনুর প্রথম

অধ্যায়ে ও সকল দর্শনশাস্ত্রেই সৃষ্টির প্রক্রম বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। তত্তদ্ দর্শনশব্দে তাহা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া সেই সকল মত এস্থলে লিখিত হইল না।

[তত্তদ্ দর্শন শব্দ দ্রষ্টব্য]

সর্গকর্ত্তৃ (পুং) সর্গস্য কর্ত্তা। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। (ত্রি) ২ সৃষ্টিকারিমাত্র।

সর্গকৃৎ (পুং) সর্গং সৃষ্টিং করোতি কৃ-ক্বিপ্-তুক্‌চ। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা।

সর্গতক্ত (ত্রি) গমনে প্রবৃত্ত। "প্রসবঃ সর্গতক্তঃ" (ঋক্ ৩।৩৩।৪) 'সর্গতক্তঃ সর্গে গমনে প্রবৃত্তঃ' (সায়ণ)

সর্গপ্রতক্ত (ত্রি) সর্গেণ প্রতক্তঃ। বিসর্জ্জন অর্থাৎ ত্যাগ দ্বারা প্রগমিত, গমনপ্রাপিত। "সর্গপ্রতক্তঃ সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ" (ঋক্ ১।৬৫।৫) 'সর্গপ্রতক্তঃ সর্গেণ বিসর্জ্জনেন প্রগমিতঃ' (সায়ণ)

সর্গবন্ধ (পুং) সর্গৈরধ্যায়ৈর্বন্ধো যস্য। মহাকাব্য। সাহিত্যদর্পণে আছে যে মহাকাব্যের অধ্যায় সর্গ দ্বারা নিবদ্ধ করিতে হয়।

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণং॥" (দণ্ডী)

[মহাকাব্য শব্দ দেখ।]

সর্জ্জ, অর্জ্জন। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট সর্জ্জতি। লোট্ সর্জ্জতু। লিট্ সসর্জ্জ। লুট্ সর্জ্জিতা। লুঙ্ অসর্জীৎ, অসর্জ্জিষ্টাং, অসর্জ্জিষুঃ।

সর্জ্জ (পুং) সৃজতি নির্য্যাসাদীনিতি সৃজ-অচ্। ১ শালবৃক্ষ। (অমর) ২ সর্জ্জরস। (ভরত) ৩ পীতসাল। (শব্দরত্না°) ৪ শল্লকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সর্জ্জক (পুং) সর্জ্জ এব স্বার্থে কন্। ১ পীতশাল। (অমর) ২ শাল। (জটাধর)

সর্জ্জগন্ধা (স্ত্রী) সর্জ্জস্যেব গন্ধো যস্যা। রাস্না।

সর্জ্জন (ক্লী) সৃজ-ল্যুট্। ১ সৈন্যপশ্চাদ্‌ভাগ। (শব্দরত্না°) ২ বিসর্জ্জন। ৩ সৃষ্টি, সর্গ।

"তস্মাদীশ্বরস্য জগৎসর্জ্জনং ন যুজ্যতে" (সর্ব্বদর্শন অক্ষপাদ)

সর্জ্জনামন্ (পুং) সর্জ্জ নাম যস্য। সর্জ্জতরু। (সুশ্রুত)

সর্জ্জনির্য্যাসক (পুং) সর্জ্জস্য নির্য্যাসঃ স্বার্থে কন্। রাল, ধুনা। (রাজনি°)

সর্জ্জমণি (পুং) সর্জ্জস্য মণিরিব। ধুনক, ধুনা।

সর্জ্জরস (পুং) সর্জ্জস্য রসঃ। শালবৃক্ষনির্য্যাস, ধুনা। পর্য্যায়—যক্ষধূপ, অরাল, সর্ব্বরস, বহুরূপ, রাল, বহ্নিবল্লভ, শালজ, শালনির্য্যাস, সর্জ্জ্য, ধুনক, শালসার, বিরূপ, শালবেষ্ট, অগ্নিবল্লভ, সর্জ্জমণি। (হেম)

সর্জ্জাপুর, মহিসুর রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১২° ৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯´ ৫´´ পূঃ। হায়দর আলী ও তৎপুত্র টিপুসুলতানের সময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল; তৎকালে এখানে বহু ধনাঢ্য মুসলমান বাস করিতেন। এক্ষণে তাঁহাদের সকলেই প্রায় দুঃস্থ, তঁহাদের সুবৃহৎ অট্টালিকাদিও ভগ্ন। এখানে এখনও কার্পাসবস্ত্র, কার্পেট, ও ফিতা প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে। পূর্ব্বে ন্যায় এখানে আর সুন্দর কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয় না।

সর্জ্জি (স্ত্রী) সর্জ্জ অর্জ্জনে ইন্। সর্জ্জিকাক্ষার। (রত্নমালা)

সর্জ্জিকা (স্ত্রী) সর্জ্জিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্। সর্জ্জিকাক্ষার, সাজিমাটী। (জটাধর) ২ নদীবিশেষ। (ভারত)

সর্জ্জিকাক্ষার (পুং) সর্জ্জিকা-এব ক্ষারঃ, যদ্বা সর্জ্জিকা যাঃ নস্যাক্ষারঃ। সাচিক্ষার, চলিত সাজিমাটি। পর্য্যায় কাপোত, সুখবর্চ্চক, সৌবর্চ্চল, রুচক, সৃজিক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, স্বর্জ্জিকা, স্বর্জ্জিকা, সুরবর্চ্চক, সর্জ্জিক্ষার, সর্জ্জিক, সর্জ্জী, সুখোর্জ্জিক, সুবর্চ্চিক, সুবর্চ্চী, সুখবর্চ্চস্। গুণ কটু, উষ্ণ, কফ, ও বাতোদরপীড়ানাশক। (রাজনি°)

সর্জ্জী (স্ত্রী) সর্জ্জি বাহুলকাৎ-ঙীষ্। সর্জ্জিকাক্ষার। (রাজনি°)

সর্জ্জীক্ষার (পুং) সর্জ্জিকাক্ষার।

সর্জ্জূ (স্ত্রী) সর্জ্জতীতি সর্জ্জ (কৃষিচমিতনিধনীতি। উণ্ ১।৮২) ইতি উ। ১ বিদ্যুৎ। (মেদিনী) ২ অভিসার। ৩ হার। (শব্দরত্না°)

সর্জ্জ্য (পুং) সর্জ্জ্যস্তেদমিতি যৎ। ১ সর্জ্জরস। (ত্রি) ২ অর্জ্জনীয়।

সর্দ্দার সহর (সর্দ্দার-শির), রাজপুতানার বিকানের রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। বিকানের নগর হইতে ৭৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

সর্দ্ধানা (সরধান), যুক্তপ্রদেশের মীরাট্ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। সরধান ও বরণাবর পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ২৫১ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া হিন্দনদী প্রবাহিত। গঙ্গানদী ও পূর্ব্ব-যমুনা খালের জল দিয়া এখানকার ক্ষেত্রাদির জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। মীরাট নগর হইতে ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে গঙ্গা-খালের নিকটবর্ত্তী নিম্নপ্রান্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৯´৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৯´২৬´´ পূঃ। এক সময়ে এই নগরে বেগম সমরুর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এখানে অসংখ্য সৌধমালা নির্ম্মিত ও নগরের শ্রীসম্পদও যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; এখন আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই। বেগম সমরুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার আদরের রাজধানী ধনজনবিরহিত এবং সৌভাগ্যসম্পদ্‌বিবর্জ্জিত হইয়াছে। বেগম সমরু এই নগরের উত্তরে লস্করগঞ্জ নামে একটী নগর স্থাপন করেন, এইস্থলে তাঁহার সেনাবাস ও একটী প্রাচীন দুর্গ বিদ্যমান আছে। উহারই দক্ষিণে বিস্তৃত সেনা-পরিক্রম-

স্থান (parade grounds), তাহারই দক্ষিণে সর্দ্ধানা নগর। স্থানীয় প্রবাদ, এই প্রদেশে মুসলমানের বিজয়বাহিনী সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বহুপূর্ব্বে রাজা সরকত এই নগর স্থাপন করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই নগর সরধান নামে বর্ণিত হইয়াছে। (মার্ক° পু° ৫৮।৪৪)

এই নগরের প্রাচীন ইতিহাস তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক নহে। ইহার আধুনিক ইতিহাসই ইহাকে ঐতিহাসিকের নিকট প্রথিত করিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এখানে ওয়ালটার রীণ্‌হার্ডট্ ও জর্জ্জ টমাস নামে দুইজন য়ুরোপীয়ের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা অদৃষ্টবশে পরিচালিত হইয়া ভারতে সৌভাগ্যান্বেষণে আগমন করেন এবং স্ব স্ব অধ্যবসায় ও ভাগ্যবশে এখানকার শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া য়ুরোপীয় সৈনিকের সৌভাগ্যপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ওয়ালটার রীন্‌হার্ডট্ লুক্সেম্বর্গবাসী এবং মাংসবিক্রয়ই তাঁহার উপজীবিকা বা বংশগতবৃত্তি। সাধারণের নিকট সমরু বা সমব্রে (Sombre) নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে ওয়াল্‌টার ফরাসী সেনাদলভুক্ত হইয়া সৈনিকের বেশে ভারতে আগমন করেন। কিছুকাল তথায় কার্য্য করিয়া ফরাসীর অধীনতা ত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজসেনাদলে আসিয়া প্রবেশ করেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই সার্জ্জিণ্টের (Sergeant) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইংরাজ সেনাদল হইতে পলাইয়া চন্দননগরে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে সেনাদলে মিলিত হন। নবাবীবিপ্লবে ফরাসীগণ চন্দননগর ইংরাজ কোম্পানীর করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলে রীন্‌হার্ডট্ ফরাসী সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া ১৭৫৭ খৃঃ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসোঁলার দলভুক্ত হইয়া সেই বিপ্লবের দিনে আপনার ভাগ্য ফিরাইবার জন্য সমগ্র ভারতপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। উক্ত বর্ষেই শাহ আলম্ বাদশাহ নবাবের হস্ত হইতে বাঙ্গালা পুনরুদ্ধার মানসে সদলবলে বাঙ্গালায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। মুসোঁলা এই সময়ে ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া স্বীয় সেনাদল সহ বাঙ্গালায় সম্রাটের সহিত মিলিত হইলেন। গয়ার নিকটে নবাবপক্ষীয় ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল কার্ণাকের সহিত বাদশাহী দলের যুদ্ধ বাধে। সম্রাট্ এই যুদ্ধে পরাজিত হন। রীন্‌হার্ডট্ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া কৌশলে মীর কাসেমের সেনাদলে প্রবেশ করেন। নবাব মীর কাসেম ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এই সেনানী সমরুকেই পাটনার কয়েদী ইংরাজদিগের নিধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। [পাটনা দেখ]

নবাবের আদেশে সমরু ইংরাজ বন্দীদিগের বধসাধন করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের শত্রুতা করিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। বাঙ্গালায় একেশ্বর প্রভুত্ব স্থাপনপ্রয়াসী প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরাজগণ তাঁহার এই অত্যাচরণের প্রতিশোধ লইবেই জানিয়া তিনি অযোধ্যাপ্রদেশে পলায়ন করিলেন এবং তথায় আসিয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়েকটী দেশীয় রাজসরকারে সেনাপতির কার্য্য করিতে থাকেন। শেষোক্ত বর্ষে তিনি সম্রাট্ ২য় শাহ আলমের মন্ত্রী ও সেনাপতি নজফখাঁর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট্-সেনাপতির অনুগ্রহে সর্দ্ধানা পরগণা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হইল। এই জায়গীর হইতে একটী সেনাদল পোষণ করিয়া আবশ্যকমত মোগল সম্রাট্‌কে সাহায্য করিবার ভারও তাঁহার উপর রহিল।

সমরু মোগলসম্রাটের অধীনে সামন্ত পদ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিক দিন রাজ্য-সুখভোগ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে; তদনন্তর তাঁহার বিধবা পত্নী বেগম সমরু স্বহস্তে সেই সেনাবাহিনীর পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। বীরত্বপ্রতিভায় প্রতিষ্ঠাপন্না এই রমণী আরবদেশীয় কোন মুসলমানের অবৈধ সন্তান, সমরু মুসলমান রাজসরকারে কর্ম্ম করিবার পর কোন সুযোগে এই রমণীর রূপে আকৃষ্ট হন, পরে সম্মিলন ঘটে। পরম্পরায় শাস্ত্রমত বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে রীন্‌হার্ডট-রমণী সর্দ্ধানা প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সশরীরে সেনাদল পরিচালন করিতেন। তাঁহার অধীনে ৫ বাটেলিয়ন সিপাহী সৈন্য, ৩০০ য়ুরোপীয় সেনানায়ক ও কামানচালক, ৫০টী কামান ও বহু অশ্বারোহী ছিল।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বেগম রোমান কাথলিক গীর্জ্জায় জোহানা নামধারণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে গোকুলগড়ের যুদ্ধে বেগমপরিচালিত সর্দ্ধানার সেনাদল বিশেষ দক্ষতাসহকারে দিল্লীশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সময় জর্জ্জ টমাস নামক বেগমের সেনাপতি ভীমবেগে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া সম্রাটের সম্মানরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বেগম তাঁহার অধীনস্থ অশ্বারোহী সেনাদলের নায়ক বিখ্যাত ফরাসী যোদ্ধা লেভাসোণ্টের পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার অপরাপর য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অধীনস্থ য়ুরোপীয় সেনানায়কগণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তাহারা রীন্‌হার্ডটের অবৈধতনয় জাফর আয়াব খাঁকে আপনাদের দলপতি করিয়া বেগমের বিদ্বেষাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহাদের অত্যাচারে বেগম নবপরিণীত পতিকে লইয়া প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁহারা অধিক পথ অতিক্রম করিতে না করিতে বিদ্রোহীদল

বেগমের পালকী আক্রমণ করে। বেগম শত্রুহস্তে পতিত হইয়া ঘৃণিতভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন না। তিনি স্বীয় বীরজীবন বীরভাবেই ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিবার জন্ত স্বীয় বক্ষে ছুরিকা বসাইলেন। পূর্ব্ব অঙ্গিকারমত লেভাসোল্ট্ স্বীয় কণ্ঠে বন্দুক লাগাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। বেগমের আঘাত তাদৃশ গুরুতর হয় নাই, তাঁহাকে অবিলম্বে পালকী করিয়া সর্দ্ধানায় আনয়ন করা হইল। সুচিকিৎসায় বেগম শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলেন। অপর একটী কিংবদন্তীতে প্রকাশ, বেগম তাঁহার বর্ত্তমান স্বামীর ব্যবহারে উত্তরোত্তর উত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় ও তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি দিবার মানসে আপনার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেন।

বেগমের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত যে কোন সূত্রেই সম্পাদিত হউক না কেন, তাঁহার হস্ত হইতে সর্দ্ধানার শাসনকর্তৃত্ব কিছুকালের নিমিত্ত তৎপুত্র জাফর আয়াব খাঁর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। এই সময়ে সমরুপুত্র জাফর মাতার প্রতি অতিশয় ঘৃণিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। বেগমের প্রতি এই কঠোর অত্যাচার তাঁহার বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য জর্জ টমাসের ভাল লাগিল না। তিনি সেই বিপ্লবের মধ্যে বেগমের সপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার বীরত্বপ্রতিভায় ও রাজনৈতিক কৌশলে বেগম পুনরায় রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন, এই সময় হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বেগম নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

দিল্লীর যুদ্ধের অবসানে, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর অন্তর্ব্বেদীপ্রদেশে ইংরাজের বিজয়কেতন উড্ডীন হইলে বেগম ইংরাজরাজের প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। এই সময়ে বেগম সমরুর রাজ্য বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। সর্দ্ধানা, বরাউত, বর্ণাবা, ধানকৌর প্রভৃতি কতকগুলি বাণিজ্যপ্রধান নগর তাঁহার অধিকারে ছিল। ঐ নগরগুলি মীরাট, দিল্লী, খুর্জ্জা, বাগপৎ প্রভৃতি রাজধানীর সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালীও হইয়াছিল। একমাত্র মীরাট জেলার সম্পত্তি হইতে তাঁহার বার্ষিক ৫৬৭২১০৲ টাকা আয় ছিল। সর্দ্ধানা, দিল্লী, মীরাট, খীরবা, জালালপুর প্রভৃতি স্থানে বেগম সমরুর বাসভবন নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উদ্যোগে সর্দ্ধানায় একটী গির্জ্জা (Cathedral) ও দরিদ্রাবাস (Poor-house) স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ দুইটী বাটিকার যাবতীয় ব্যয় এবং কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও আগ্রার কতকগুলি কাথলিক গির্জ্জায়, সেণ্ট জন্স রোমান কাথলিক কলেজ ও মীরাট কাথলিক চাপেলের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্ত তিনি বহু অর্থ দান করেন। সাধারণের দানার্থ তিনি কলিকাতার বিশপ্‌কে লক্ষাধিক সোনাৎ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্মপ্রচারক অনেক সমিতিতেও তিনি অর্থ দান করেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে সমরুপুত্র জাফর আয়াব খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। বেগম ঐ কন্যাকে স্বীয় অধীনস্থ ডাইস নামক এক সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ কন্যার গর্ভজাত একমাত্র তনয় ডেভিড্ অক্টর্লোনী ডাইস্ সম্প্রতি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্যারী রাজধানীতে দেহত্যাগ করেন। তখন সর্দ্ধানারাজ্য তাঁহার বিধবাপত্নী ভাইকাউণ্ট সেণ্ট ভিন্‌সেণ্টের কন্যা অনরেবল মেরী এনি ফরেষ্টারের অধিকারে আসে।

সর্দ্ধানা নগরের পূর্ব্বাংশে বেগমের প্রাসাদ। উহা দেখিবার জিনিস। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এখানকার রোমান কাথলিক কাথিড্রেল নির্ম্মিত হয়। এ ছাড়া আরও অনেক অট্টালিকা আছে। চারিটী জৈনমন্দির এখনও এখানকার জৈনসমাজের প্রভাবের পরিচয় দিতেছে। লস্করগঞ্জের প্রাচীন দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায় নিপতিত।

সর্প (পুং) সৃপ্যতে সৃপ-ঘঞ্। ১ নাগকেশর। (রত্নমালা) সৃপ-ভাবে ঘঞ্। ২ গমন। সর্পতি ইতস্ততো গচ্ছতীতি সৃপ-অচ্। ৩ শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ। এই জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল। পুরাণমতে রাজা সগর বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বেদে অনধিকার এবং বেশের অন্য প্রকার করাইয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। এই কারণে ইহারা শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

"শকা যবনকম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্লবাস্তথা।
কোলি-সর্পা মাহিষকা দার্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥
সর্ব্বেতে ক্ষত্রিয়া স্তাত! ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বশিষ্ঠবচনাদ্রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥" (হরিবংশ ১৪অ°)

৪ স্বনামখ্যাত সরীসৃপজাতি বিশেষ, চলিত সাপ, পর্য্যায়— পৃদাকু, ভুজগ, ভুজঙ্গ, অহি, ভুজঙ্গম, আশীবিষ, বিষধর, চক্রী, ব্যাল, সরীসৃপ, কুণ্ডলী, গূঢ়পাৎ, চক্ষুশ্রবস্, কাকোদর, ফণী, দর্ব্বীকর দীর্ঘপৃষ্ঠ, দন্দশূক, বিলেশয়, উরগ, পন্নগ, ভোগী, পবনাশন, বিলশয়, কুম্ভীনস, দ্বিরসন, ভেকভুজ্, শ্বসনোৎসুক, ফণাধর, ফণধর, ফণাবৎ, ফণাকর, ফণকর, সমকোল, ব্যাড়, দংষ্ট্রী বিষাস্য, গোকর্ণ, উরঙ্গম, গূঢ়পাদ, বিলবাসী, দর্ব্বীভৃৎ, হরি, প্রচলাকিন্, দ্বিজিহ্ব, জলরুণ্ড, কঞ্চুকী, চিকুর, ভুজ। (জটাধর) [ইহাদের উৎপত্তির বিবরণ নাগ শব্দে দেখ।]

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু গবেষণাদ্বারা এইরূপ সর্পতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—

সর্পজাতির দেহ দীর্ঘায়তন, নলাকার বা অর্দ্ধনলাকার;

কোন জাতি পুচ্ছাগ্র সূচীমুখ কোনটী বা অপেক্ষাকৃত স্থূল। ইহাদের দেহে পদাদি কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয় না, সমগ্র দেহযষ্টি আঁইসযুক্ত ত্বকে আবৃত। ঐ আঁইসযুক্ত ত্বকের নিম্নভাগ এরূপ ভাঁজকাটা যে তদ্দ্বারা সর্পগণ অনায়াসে মৃত্তিকার উপর বুকে হাটিয়া যাইতে পারে। দেহাভ্যন্তরের কশেরুকাস্থি ভিন্ন আর কোন অস্থি নাই, পঞ্জরাস্থি গুলি তাহাদের অঙ্গচালনার সঙ্গে সঙ্গেই চালিত হয়। মস্তকভাগে তালু ও হনুর অস্থি ইচ্ছাক্রমে সঙ্কুচিত হয়। উক্ত তালু ও হনুতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচ্যাকার বহু দন্ত বিরাজিত আছে। চক্ষুদ্বয় খোলা, উহার আবরক নাই। কর্ণরন্ধ্র নাই। জিহ্বা সূত্রাকার, সরু ও দ্বিখণ্ডিত। এই জন্য সর্পজাতি দ্বিজিহ্ব নামে বিদিত। ইহাদের চোয়ালদ্বয় স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা সম্মুখদিকে সম্বদ্ধ এবং আবশ্যক হইলে তাহা বিস্তৃত হয়। সে সর্পের শিরোভাগ কপিত্থাকার, সে অনায়াসে একটী পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যদেহ গলাধঃকরণ করিতে পারে অর্থাৎ নরদেহ বা মস্তক উদরস্থ করিবার কালে ঐ সর্প মস্তকের চিবুক ভাগ এতদূর প্রসারিত হইতে পারে যে, তাহাতে সর্পমস্তকের দশগুণ বর্দ্ধিত দেহও তাহার মুখবিবরে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে।

ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। এক সময়ে ১০টী হইতে ৮০টী পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। ঐ ডিম্বগুলি অর্দ্ধবৃত্তাকার (Ellipsoid) ও কোমল চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত। উষ্ণপ্রধান দেশে সর্পেরা তাহাদের ডিম্ব ফুটাইতে কোনরূপ যত্ন লয় না। তাহারা এক স্থানে ডিম্ব ত্যাগ করিয়া সরিয়া যায়। ঐ ডিম্বগুলি সূর্য্যোত্তাপে অথবা স্থানীয় জলবায়ুর কোমল উত্তাপে আপনিই ফুটিয়া পড়ে এবং তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প-শাবক (সলুই) বাহির হয়। এক মাত্র ময়াল সাপেরাই (Pythons) আপনাদের ডিম্ব ফোটাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করে। তাহারা ডিম্বপ্রসবান্তে আপনাদের দেহ ঐ ডিমের চারিদিকে কুণ্ডলী করিয়া ধীরে ধীরে তাপদান করে। যতদিন না ঐ ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হয়, ততদিন তাহারা ডিম্বরক্ষায় বিশেষ মনোযোগী থাকে। ডিম্বপ্রসবকারিণী সর্পিণী আপনাকে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত জানিতে পারিলে, শাবকরক্ষার জন্য অতি ভীষণ ভাবে আততায়ীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। সুমিষ্ট জলে বাসকারী নানা জাতীয় সর্প, লবণসমুদ্রজ সর্পজাতি এবং ভাইপরিডি (Viperidæ) ও ক্রোটালিডি (Crotalidæ) শ্রেণীর সর্প জাতির ডিম্বগুলি পূর্ণকাল পর্য্যন্ত ডিম্বাধারে থাকে। পরে যথাকালে গর্ভাশয়ে ডিম্বস্থ সলুই গুলি আবরণোন্মুক্ত হইয়া মাতৃজঠর হইতে প্রসূত হয়। এই জন্য এই সর্পদিগকে Ovo-viviparous সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি সর্প জাতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৫০০। কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার উহাদের সংখ্যা ১৮০০ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। য়ুরোপের ৭০° উত্তর অক্ষাংশ ও আমেরিকার কলম্বিয়া প্রদেশের ৫৪° উত্তর অক্ষাংশে এবং বিষুব রেখার দক্ষিণে ৪০° পর্য্যন্ত স্থানে সর্পজাতি বাস করিতে দেখা যায়। শীতপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ দেশে সর্পের জাতি ও তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; একমাত্র উষ্ণপ্রধান দেশেই সর্পের বহুলতা দৃষ্ট হয়। এখানে ইহারা স্বচ্ছন্দে নদী বা পুষ্করিণীর জলে ও জলা জমিতে নিমগ্ন থাকে, কখন বা সূর্য্যের উত্তাপে আপনাদের দেহ উত্তপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বায়ু সেবন করে। এই জন্য ইহারা 'বায়ুভক্ষ' নামেও কথিত।

উষ্ণপ্রধান দেশে কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীতে পূর্ণ থাকায় এখানে ইহাদের আহার্য্যের অভাব হয় না। কোন কোন সর্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু ধরিয়াও গলাধঃকরণ করে। ইন্দুর, ছুচা, ভেক, এমন কি ছাগলছানা পর্য্যন্তও সর্পের করালকবল হইতে পরিত্রাণ পায় না। উষ্ণপ্রধান দেশে অজগর, ময়াল (Boa constrictor, python) প্রভৃতি ভীষণ দেহ সর্প, বৃক্ষারোহণকারী সর্প, সমুদ্রসর্প, নানা জাতীয় বিষধর সর্প প্রভৃতি যে সকল বিশেষ বিশেষ সর্পজাতি দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর অপর কোন স্থলেও সেরূপ সর্প সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মাত্র বলা যায় যে প্রত্যেক দেশেই তথাকার মৃত্তিকায় বাসোপযোগী এক এক প্রকার সর্প আছে। জনশূন্য মরুভূমেও সর্পের বাস পরিলক্ষিত হয়। সর্প জাতির এইরূপ সর্ব্বস্থলে বাসব্যবস্থা অনুসরণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, স্থানভেদে ইহাদের জীবনের অবস্থা, দেহগঠন ও গতিবিধির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। একটী সর্প দেখিলেই তাহার আকার হইতে তাহার অন্তরঙ্গ গুণ অনুভব করা যায়। নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১ বিলেশয় সর্প—ইহারা গর্ত্ত খুড়িয়া ভূগর্ভে থাকে, কখনও ভূপৃষ্ঠে আসে না। ইহাদের দেহ নলাকার ও দৃঢ়, উপরিভাগ কঠিন মসৃণ আঁইসে আচ্ছাদিত, মস্তক গোলাকার ক্ষুদ্র ও ছুচাল এবং মুখবিবর অপ্রশস্ত। চক্ষু ক্ষুদ্র, দন্ত বিরল। ইহারা মৃত্তিকাগর্ভস্থ ক্রিমি কীটাদি ভক্ষণ করে। ইহাদের দন্তে বিষ নাই।

২ মৃদ্‌চারী সর্প—ইহারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে, জলে বা জঙ্গলে থাকিতে ভাল বাসে না, কখনও গুল্মলতাদিতে উঠে না। দেহ নলাকার, কোমল ও মসৃণ আঁইসযুক্ত ত্বকে আচ্ছাদিত। ইহাদের অধিকাংশই বিষহীন, তবে কোন কোন জাতির বিষ আছে। ইহারা প্রধানতঃ কীটপতঙ্গাদি ধরিয়া খায়।

৩ বৃক্ষারোহী সর্প—ইহারা প্রায়ই বৃক্ষাদির উপরে থাকে। যে গাছে থাকে গাত্রবর্ণ প্রায় সেই বৃক্ষের মত উজ্জ্বল হয়। ইহাদের গাত্র সরু ও চেপ্টা। এই জাতীয় অনেক সর্পকে বৃক্ষোপরিস্থ পক্ষিকুলায় উঠিয়া পক্ষিশাবক খাইতে দেখা গিয়াছে। লাউডগা নামক সর্পের বর্ণ ঠিক লাউ গাছের ন্যায় উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ। এই জাতীয় সর্পেরা সাধারণতঃই বিষাক্ত হয় ও ইহাদের চক্ষু বড় বড় হইয়া থাকে।

৪ মিষ্টজলবাসী সর্প—জলঢোড়া সাপ, ইহারা সাধারণতঃ পুষ্করিণীর জলে বাস করে, কখনও জলের উপরে সন্তরণ করে, কখনও বা জলগর্ভে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ইহারা মৎস্য ভেক ও জলজ জীবজন্তু খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের দেহ মধ্যমাকার ও গোলাকার, মস্তক চেপ্টা ও ক্ষুদ্র, চক্ষু ক্ষুদ্র, পুচ্ছ ছুচাল। মস্তকের উপরে নাসারন্ধ্র আছে, উহা দ্বারাই ইহাদের শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়।

৫ সমুদ্রসর্প—ইহাদের দেহ চেপটা ও পুচ্ছ হালের ন্যায়, পৃষ্ঠ বংশাস্থিসংযুক্ত; পুচ্ছাস্থি স্নায়ুবন্ধনী দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃভাবে রক্ষিত ও পরিচালিত। ইহারা সমুদ্রেই থাকে, কখনও স্থলে উঠিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না। মৎস্যাদিই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। ইহারা বিষাক্ত ও একেবারে সন্তান প্রসব করে।

সর্পমাত্রেই দিবাভাগে বিচরণ করে, দিবার আলোক যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহাদের স্ফূর্ত্তির বিকাশ হয়। কোন জাতি দারুণ প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে মধ্যদিবাভাগে শুইয়া গা শুকাইতেছে, কোন জাতি বা জঙ্গলের জলা জমির গুমো গরমে আনন্দে কালাতিপাত করিতেছে, কেহ বা বায়ুসেবনার্থ ভূপৃষ্ঠে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। এই সময়ে তাহাদের প্রকৃতি যতদূর চঞ্চল হয়, রাত্রিতে সেরূপ দেখা যায় না। রাত্রিকালে তাহাদের চক্ষুগোলক আকুঞ্চিত হয় এবং তাহা চক্ষুর উপরিস্থ অস্থির ঊর্দ্ধদিকে সরিয়া যায়।

শীতকালে ইহারা সাধারণতঃ একস্থানেই থাকে। শীতের কঠোর প্রভাব তাহাদের কোমল শীতলদেহে আদৌ সহ্য হয় না। ইহা ভিন্ন গ্রীষ্মেও তাহারা সাধারণতঃ একস্থানেই থাকিতে ভালবাসে। যতদিন ঐ আবাসের (গর্ত্তের) নিকট-বর্ত্তী স্থানে খাদ্যাদির অভাব না হয় এবং যতদিন তাহারা আপন গর্ত্তে নিরাপদে আশ্রয় লইতে পারে, ততদিন তাহাদের কিছুতেই বাসা পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সর্প মাত্রেই মাংসভোজী। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা যে কেবল সম্মুখনিপাতিত কীটপতঙ্গাদি উদরস্থ করে? শুদ্ধ তাহাই নহে, কোন কোন সর্প পক্ষিডিম্ব খাইতে ভাল বাসে এবং প্রায়ই তাহার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রায় সকল সর্পই আপনাদের অণ্ড বা সন্তান জীবন্ত গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। কখন বা ভেকাদি ধরিয়া ধীরে ধীরে গিলিয়া ফেলে। কোন কোন জাতীয় সর্প প্রথমে আপনার শীকার ধরিয়া পুচ্ছ দ্বারা জড়াইয়া ফেলে এবং ক্রমশঃ তাহার শরীরে স্বীয় দেহলতা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এরূপ পাক দিতে থাকে যে আক্রান্ত পশু তাহাতে পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বিষাক্ত সর্পেরা প্রথমেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু বা পক্ষীকে দংশন করে এবং ঐ আঘাতে তাহাদের প্রাণবায়ু অবিলম্বে বহির্গত হয় ও তাহারা সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে। কখন কখন শীকার আবৃত হইলেও তাহারা তৎক্ষণাৎই তাহাকে উদরস্থ করে না, ইচ্ছানুসারে ও সময় মত ঐ নিহত পশুদেহ গিলিয়া থাকে। জীবদেহ গিলিবার সময় তাহারা হনুদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রসারিত করে ও প্রথমে মস্তক ধরিয়া গিলিতে আরম্ভ করে। তাহাদের এই গলাধঃকরণকার্য্য এত ধীরে ধীরে হয় যে কবলিত পশুদেহ সর্প দেহাপেক্ষা দশগুণ অধিক হইলেও অনায়াসে সর্পোদরে স্থান পায়, কারণ তাহাদের গলার নলী ও উদরদেশ এতই স্থিতিস্থাপক যে গিলিত জীবদেহ বড় হইলেও স্থান পায় এবং সময় সময় উদরের চর্ম্ম এত প্রসারিত হয় যে গলাধঃকৃত জীবদেহের আকৃতি বাহির হইতে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হয়। গলাধঃকরণকালে ইহাদের মুখ হইতে প্রচুর লালা নির্গত হয়। উহার দ্বারাও বিষধর সর্পের বিষ সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গিলিত পশুর অস্থিমাংস কোমল হইয়া যায়।

সর্পজাতি সাধারণতঃ হিংস্র নহে, মনুষ্য বা অন্য কোন পশুকে সম্মুখে সমাগত দেখিলেই যে তাহারা আক্রমণ করে তাহা নহে। তাহারা বৃহদাকার জীবদেহ দেখিলেই সরিয়া যাইবার চেষ্টা পায় তবে কেউটিয়া প্রভৃতি দু একটী সর্প জাতি মনুষ্যের আগমন জানিতে পারিলেই তাহাকে আক্রমণের জন্য ফণা উত্তোলন করে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে কেউটিয়া সাপ মানুষের ছায়ার উপর দংশন করিয়াছে। কখন বা তাহারা মানুষের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদের আশ্রয়স্থলে গিয়াও তাহাদিগকে দংশন করিয়াছে। গোখুরা প্রভৃতি বিষধর সর্প কেউটিয়ার ন্যায় হিংস্র নহে; তাহারা কদাচিৎ আত্মরক্ষার্থেই দংশন করিয়া থাকে।

ভারতের মৃত্যুতালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতে প্রায় বিংশতি সহস্র লোক প্রতি বৎসর সর্পাঘাতে শমন সদনে প্রেরিত হইতেছে। ইহাদের বিষের তেজ এতই প্রখর যে মনুষ্য সর্পদষ্ট হইবার অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যুর লক্ষণসমূহ প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাদের মুখ দিয়া তখন লালা নির্গত হয়, হস্তপদাদি নীলবর্ণ হইয়া ক্রমশঃই হিমাঙ্গ হইতে থাকে। ইহা যে কেবল বিষের প্রভাবেই সংঘটিত হয়, তাহা সাধারণে স্বীকার করেন না। স্নায়বিক ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্পদংশনে

মৃত্যু অবধারিত জানিয়া এতই ভীত ও শীর্ণ হয় যে তৎক্ষণাৎ হৃদ্রোগ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় সাপের বিষ না থাকিলেও অনেক সময় মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

আজিও সর্পবিষ নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। লৌহ পোড়াইয়া লাল করিয়া ক্ষতস্থান দগ্ধ করা অথবা জলন্ত কয়লার সেই স্থান পোড়ান হয়, নাইটেট্ অব সিলভার বা কার্ব্বলিক বা মিনারল এসিড প্রভৃতি দ্বারা এই স্থান পোড়াইয়া দিলে, অথবা পার্ম্যাঙ্গানেট অব পটাশ পিচকারী দ্বারা ক্ষত স্থানে প্রবেশ করাইলেও বিষের প্রভাব খর্ব্ব হয়। অনেক সময় ক্ষত স্থান উষ্ণ বীর্য্য এমোনিয়া ক্ষার দ্বারা ধৌত করিলে ও ক্ষতের চারি পাশে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে মাদকাদি উত্তেজক ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে রোগীর হৃদয়ে বল সঞ্চার হয়, দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হইয়া তাহার শারীরিক অবসন্নতা দূর করে এবং রোগীর মানসিক বল প্রবল হইয়া সম্পূর্ণ হিমাঙ্গতা হইতে দেয় না। আমাদের দেশের বিষ-পাথর (Snake's stones) বিষ নাশে বিশেষ উপযোগী বলিয়া সাধারণের ধারণা; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ রূপ বিষ নাশ করিতে পারে না, কেবল মাত্র ক্ষতস্থানের বিষ কতকটা শুষিয়া লয় মাত্র, সামান্য সর্প দংশন স্থলে ইহাতে উপকার পাওয়া যায়।

যদি হস্ত পদাদিতে সর্প দংশন করে, তাহা হইলে তাহার উপরিস্থ শিরা বহুল স্থান সুদৃঢ় রূপে বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিষ রক্তে মিশ্রিত হইয়া যেন আর উপরে উঠিতে না পারে।

ক্ষত স্থানের উপরিদেশ উত্তম রূপে বাঁধিয়া তৎপরে তাহার যথাযথ চিকিৎসা করিয়া বিষনাশ করাই শ্রেয়ঃ।

অতঃপর শস্ত্রদ্বারা দষ্টস্থান কাটিয়া দিলে ক্ষতভাগ বিস্তৃত হইয়া তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় ও সেই সঙ্গে বিষ মিশ্রিত রক্ত বাহির হইয়া যায়। অন্যথা সর্পদষ্ট স্থানের চারিপার্শ্ব হইতে কতকটা মাংস কাটিয়া ফেলা উচিত। শুনা যায়, কৃষকেরা ধান্যাদি বপন রোপণ বা কর্ত্তনকালে সর্প কর্তৃক আহত হয়। ঐ সময়ে যদি অঙ্গুলির অগ্রভাগে সর্প কামড়ায়, তাহা হইলে তাহারা সেই অঙ্গুলী হস্তস্থিত কাস্তিয়া দ্বারা কাটিয়া ফেলে। অনেক সময়ে অপর কাহারও দ্বারা দষ্ট স্থান চুষাইয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয়। কাফি-গ্লাস দ্বারা রক্ত শোষণ করা যায় বটে, কিন্তু তাদৃশ উপকার হয় না। আমাদের দেশের বেদেরা গাছগাছড়ার শিকড় দ্বারা ও ওঝারা ঝাড়ফুঁক দ্বারা সাপের বিষ নামাইয়া দেয়। বিল্ববৃক্ষের শিকড় ও শ্বেত করবীর শিকড়ে সর্পবিষ নাশে শুনা যায়। যেখানে ঐ দুইটীর একটী শিকড় বিদ্যমান থাকে, সেখানে সর্প প্রবেশ করে না।

সর্পজাতি সরীসৃপ জগতের ophidia শ্রেণীভুক্ত। দেশভেদে ও স্থানীয় জলবায়ুর বিপর্য্যয়ে ইহাদের আকৃতি ও গঠনের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সর্পবিদ্‌গণ ইহাদের জাতি বা বংশগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তদনুসারে আমরাও এক এক জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন থাকে নিবদ্ধ করিলাম—

১ Hopoterodontes—(ক) Typhlopidæ, (খ) Stenostomatidæ. (বিলেশয় সর্প)

২ Ophidii Colubriformes—(ক) Tortricidæ, (খ) Xenopeltidæ, (গ) Uropeltidæ (ঘ) Calamariidæ (ঙ) Oligodontidæ, (চ) Colubridæ (ছ) Homalopsidæ, (জ) Psammophidæ, (ঝ) Rhaciodontidæ, (ঞ) Dendrophidæ, (ট) Dryophidæ, (ঠ) Dipsadidæ, (ড) Scytalidæ, (ঢ) Lycodontidæ, (ণ) Amblycephalidæ, (ত) Erycidæ, (থ) Boidæ, (দ) Pythonieæ, (ধ) Acrochordidae (ন) Xenodermidæ. এই কুড়িটী থাকে নানাজাতি সর্প আছে। ইহা ভূপৃষ্ঠচারী ও বিষহীন।

৩ Ophidii Colubriformes Venenosi—(ক) Elapidæ, (খ) Atractaspididæ, (গ) Causidæ, (ঘ) Dinophidæ, (ঙ) Hydrophidæ. কেউটিয়া, গোখুরা, সামুদ্রসর্প প্রভৃতি বিষধর এই পঞ্চ থাকের অন্তর্ভুক্ত।

৪ Ophidii Viperiformes—(ক) Viperidæ, (খ) Crotalidæ. ঝম ঝম শব্দকারী Rattle snake নামক বিষধর সর্প ও পিট্-ভাইপার প্রভৃতি সর্প শেষোক্ত থাকে সন্নিবিষ্ট।

উপরে যে কয়টী থাক নির্দ্দেশ করা গেল, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রায় ১৮০০ বিভিন্ন প্রকার সর্প আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নাম ও স্বতন্ত্র লক্ষণাদি লিখিতে বিরত হওয়া গেল। কোন জাতীয় সর্প গোলাকার, কোনটী চেপ্‌টা। কাহারও উপরের চোয়ালে দাঁত, আবার কাহারও নীচের চোয়ালে কেবল দাঁত আছে। কাহারও মাথায় একটী চক্র, কাহারও মাথার দুইটী মাত্র চক্র, কাহারও কাহারও আঁইস শ্রেণী বিভিন্ন ইত্যাদি রূপ নানা পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

উপরে যে সর্পের বিবরণ প্রদত্ত হইল, সাধারণের অবগতির জন্য তন্মধ্যস্থ কএক প্রকার সর্পের পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল :—

১ Coluber æsculapii—প্রাচীন রোমানগণ ইহারে পূজা করিতেন।

২ Passerita mycterizans—বেত আঁচড়া। (Indian whip snake).

৩ Boa-canina—ময়াল।

৪ Python reticulatus—অজগর।

৫ Crotalus durissus ঝম ঝম শব্দকারী সর্প।

৬ Naja Tripudians—Cobra—কেউটিয়া।

৭ Ophiophagus, Hamadryad—শঙ্খচূড়।

আমাদের দেশেও নাগপূজার বিধান আছে। নাগপঞ্চমীতে রমণীরা সর্প আঁকিয়া পূজা করে। মনসাদেবী সর্পের অধিপতি। বেহুলার উপাখ্যান হইতে বাঙ্গালায় সর্প পূজার প্রসার বৃদ্ধি হয়।

হরিবংশে সর্পসত্রের কথা আছে। তক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত নিহত হইলে রাজা জনমেজয় তক্ষক বিনাশের জন্য সর্প যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞের হোমাগ্নিতে বহু সর্প দগ্ধীভূত হইয়াছিল। [জনমেজয় দেখ।]

অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে নানাজাতীয় সর্পের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

বৈদ্যকে সর্পের নাম ও লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—প্রথমতঃ সর্প দ্বিবিধ দিব্য ও ভৌম। যে সকল সর্পের দৃষ্টি ও নিঃশ্বাসে বিষ তাহাদিগকে দিব্যসর্প এবং যাহাদের দংষ্ট্রায় বিষ তাহাদিগকে ভৌমসর্প কহে। একদা সুশ্রুত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধন্বন্তরিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে সর্পগণের শ্রেণী সংখ্যা ও দংশনের লক্ষণ, এবং বিষরোগের জ্ঞান আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ধন্বন্তরি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি অসংখ্য অগ্নিকল্প সর্প আছে। তাহাদের নিয়ত গর্জ্জন ও বিষবর্ষণ দ্বারা সন্তাপ জন্মে। তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে নিঃশ্বাস ও দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হয়। তাহাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারাই সুফল হয় না। এই সকল দিব্য সর্প। এই সকল সর্পের উদ্দেশে নমস্কার। ইহাদের বিষনাশের মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি কিছুই নাই।

যে সকল সর্প ভৌম, এবং যাহারা পৃথিবীস্থ মানবদিগকে দংশন করে তাহাদের নাম, সংখ্যা ও বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি শ্রবণ কর।

"যে তু দংষ্ট্রাবিষা ভৌমা যে দশন্তি চ মানুষান্।
তেষাং সংখ্যাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥
অশীতিশ্চৈব সর্পাণাং ভিদ্যন্তে পঞ্চধা তু সা।
দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজিমন্তস্তথৈব চ॥" (সুশ্রুত সূত্র° ৪অ°)

ভৌমসর্প সকলের বিষ দংষ্ট্রায়, ইহারা দংশন করিলে বিকার উপস্থিত হয়। যতক্ষণ দংশন না করে, ততক্ষণ ইহাদের বিষে কোন ভয় নাই। এই সকল সর্প অশীতি প্রকার। তাহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা দর্ব্বীকর, মণ্ডলী, রাজিমন্ত, নির্ব্বিষ ও বৈকরঞ্জ। তন্মধ্যে দর্ব্বীকর জাতীয় ২৬ প্রকার, মণ্ডলী ২২ প্রকার, রাজিমন্ত ১০ প্রকার, বৈকরঞ্জ ৩ প্রকার ও নির্ব্বিষ ১২ প্রকার। বৈকরঞ্জ জাতি হইতে সর্ব্বপ্রকার চিত্রা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা মণ্ডলী ও রাজিমন্ত উভয় গুণবিশিষ্ট। পদাদি-স্পৃষ্ট দুষ্ট ক্রুদ্ধ বা ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহারা অতি ক্রোধে দংশন করে। এই দংশন তিন প্রকার, সর্পিত, রদিত ও নির্ব্বিষ।

যে কোন দংশনে একটী, দুইটী অথবা অনেকগুলি দন্তের গভীর চিহ্ন সরক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে ও দংশনের স্থান বিকৃত হয়, অথবা সংক্ষিপ্তভাবে দন্তশ্রেণীর চিহ্নযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে, তাহাকে সর্পিত কহে। দংশন স্থানে রক্ত, নীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখা প্রকাশ হইলে তাহার নাম রদিত। এই দংশনে অল্প বিষ থাকে। আর যদি দংশনের স্থান ফুলিয়া না উঠে এবং অল্প দূষিত রক্ত বা অধিক দংশনের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাকে নির্ব্বিষ দংশন কহে।

ভীরুব্যক্তির অঙ্গে কোন প্রকার সর্প পতিত বা সংলগ্ন হইলে ভয়প্রযুক্ত তাহার বায়ু কুপিত হওয়াতে শরীর ফুলিয়া উঠে, তাহাকে সর্পাঙ্গাভিহত কহে। সর্প পীড়িত বা উদ্বিগ্ন হইয়া দংশন করিলে তাহাকে অল্পবিষযুক্ত কহে। অতিশয় বৃদ্ধ সর্প দংশন করিলে, অথবা দেবতা, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ বা সিদ্ধগণ নিসেবিত স্থানে দংশন করিলে বা দংশনকালে বিষঘ্ন ঔষধ শরীরে সংলগ্ন থাকিলে শরীরে বিষ সঞ্চরণ করিতে পারে না।

সর্প সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত। যে সকল সর্পের মস্তকে রথাঙ্গ, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক অথবা অঙ্কুশের চিহ্ন থাকে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর সর্প কহে। যাহারা ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্রগামী এবং বিবিধ প্রকার মণ্ডলাকারে আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী কহে। যে সকল সর্প চিক্‌-চিকে ও শরীরের ঊর্দ্ধাধোভাগে বিবিধ বর্ণের রেখা দ্বারা চিত্রিত, তাহাদের নাম রাজিমন্ত। এই সকল সর্প মুক্তা অথবা রৌপ্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, যে সকল সর্পের শরীর সুগন্ধ ও সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ জাতি কহে। যাহাদের বর্ণ স্নিগ্ধ অর্থাৎ চিকচিকে এবং যাহারা শীঘ্র কুপিত হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়জাতি। যাহাদের শরীরে চন্দ্র, সূর্য্য ছত্র বা পদ্মের ন্যায় আকৃতি থাকে, অথবা যাহাদের শরীরে কৃষ্ণ, লোহিত, ধূম্র বা পারাবতের বর্ণ ও দেহ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় তাহাদিগকে বৈশ্য, এবং যে সকল সর্পের বর্ণ মহিষ বা হস্তীর ন্যায়, অথবা অন্য প্রকার এবং যাহাদের ত্বক্‌ অতিশয় পরুষ, তাহারা শূদ্রজাতি।

যে সকল সর্প সঙ্করবর্ণ অর্থাৎ যাহারা অসবর্ণ জাতির সমাগমে জন্মে, তাহাদের বিষে দুই দোষ কুপিত হইয়া থাকে সেই সেই দোষের লক্ষণ দ্বারা সর্পের পিতা মাতার জাতি জানা যায়। রজনীর শেষভাগে চিত্রা জাতি, এবং অবশিষ্টভাগে মণ্ডলীজাতি ও দিবাভাগে দর্ব্বীকারজাতি বিচরণ করে।

দর্ব্বীকর তরুণবয়স্ক, মণ্ডলী বৃদ্ধ এবং রাজিমন্ত মধ্যবয়স্ক হইলে তাহাদের দংশনে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সর্প যদি নকুল দ্বারা আকুলিত, কিংবা জল বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিহিত, বা কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, মুক্তত্বক, (নূতন খোলস ছাড়া) বা ভীত হয়, তাহা হইলে তাহার বিষ অল্প হইয়া থাকে।

দর্ব্বীকর।—কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেত, কপোত, মহাকপোত, বলাহক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণা, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রকুটীমুখ, পুষ্পাভিকী, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশির, অলগর্দ্দ ও আশীবিষ এই ২৬ প্রকার দর্ব্বীকর অর্থাৎ ফণাবিশিষ্ট সর্প। এই দর্ব্বীকর সর্পের বিষে ত্বক্, চক্ষু, নখ, দন্ত, পুরীষ ও দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং শরীরের রুক্ষতা, মস্তকে ভারবোধ, সন্ধিস্থানে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, জৃম্ভণ, কম্প, বাক্যের জড়তা, কণ্ঠদেশে ঘড়ঘড় শব্দ, শরীরে জড়তা, শুষ্ক উদগার, কাস, শ্বাস, হিক্কা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, বেদনা, বমনেচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফেণানিঃসরণ, ইন্দ্রিয়কার্য্যের নিরোধ, এবং বায়ুজন্য অন্য প্রকার যাতনা জন্মে।

মণ্ডলী—আদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল চিত্রমণ্ডল, পৃষত, লোধ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, পনস, মহাপনস, বেণুপত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহির, পিঙ্গল, তন্তুক, পুষ্পপাণ্ডু, ষড়ঙ্গ, অগ্নিক, বভ্রু, কষায়, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক, ও এণীপদ এই ২২ প্রকার মণ্ডলীজাতীয় সর্প। এই মণ্ডলী সর্পের বিষে ত্বক্ ও চক্ষুঃ প্রভৃতির পীতবর্ণতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে শোণিত নিঃসরণ, মাংসের অবসাতন অর্থাৎ টানিলে খসিয়া পড়া, দষ্টস্থানে বেদনা ও পীতবর্ণ এবং কোপন স্বভাব এই সকল লক্ষণ ও পিত্তজন্য অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রাজিমন্ত—পুণ্ডরীক, রাজিচিত্র, অঙ্গুলরাজি, বিন্দুরাজি, কর্দ্দম, তৃণশোষক, সর্ষপ, শ্বেতহনু, দর্ভপুষ্প, চক্র, গোধূম, ও কিক্কিসাদ এই দশ প্রকার রাজিমন্তসর্প। এই রাজিমন্ত সর্পের বিষে ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির শুক্লতা, শীতজ্বর, রোমহর্ষ, শরীরের স্তব্ধতা, দংশনের স্থানে ফুলা, গাঢ় কফের স্রাব, বমন, নিরন্তর চক্ষুর কণ্ডু, কণ্ঠদেশে ফুলা ও ঘড়্ঘড়্ শব্দ, উচ্ছ্বাসের নিরোধ এবং তমোদৃষ্টি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নির্ব্বিষসর্প—গলগোলী, শূকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশকলী, জ্যোতীরথ, ক্ষীরিক, পুষ্পক, অহিপাতক, অন্ধাহি, গৌরাহি ও বৃক্ষেশয় এই দ্বাদশ প্রকার নির্ব্বিষ সর্প।

বৈকরঞ্জ সর্প তিন প্রকার। দর্ব্বীকর প্রভৃতির পরস্পর সমাগমে, মাকুলি, পোটগল ও স্নিগ্ধরাজি এই তিন প্রকার সর্পের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণসর্প ও গোনসের সমাগমে মাকুলি; রাজিল ও গোনসের সমাগমে পোটগল, এবং কৃষ্ণসর্প ও রাজিমন্তের সমাগমে স্নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের মধ্যে ম্যাকুলিজাতি মাতৃপ্রকৃতি এবং অপর দুই জাতি পিতৃপ্রকৃতি।

উক্ত তিন প্রকার বৈকরঞ্জ হইতে দিব্যেলক, রোধ্রপুষ্প, রাজিচিত্র, পোটগল, পুষ্পাভিকীর্ণ, দর্ভপুষ্প ও বেল্লিতক এই ৭ প্রকার সর্প উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে প্রধান তিন প্রকার রাজিমন্তের ন্যায় এবং অবশিষ্ট চারি প্রকার মণ্ডলীর ন্যায়। সমুদায়ে এই সর্প সকল ৮০ প্রকার।

সর্পমাত্রেরই চক্ষু, জিহ্বা, মুখ ও মস্তক বৃহৎ হইলে তাহাকে পুরুষ, ক্ষুদ্র হইলে স্ত্রী এবং মধ্যবিধ হইলে নপুংসক বলা যায়। নপুংসক সর্প অক্রোধ এবং মন্দবিষবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের বিষ বিলম্বে সঞ্চরণ করে।

এই সকল প্রকার সর্পই দংশন করিবামাত্র বিশেষরূপে চিকিৎসা করিতে হয়। না করিলে শীঘ্র প্রাণনাশের সম্ভাবনা। পুরুষ সর্পের দংশনে রোগীর ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়, স্ত্রীসর্পের দংশনে অধোদৃষ্টি হয় ও ললাটের শিরা সকল বাহির হয়, এবং নপুংসক সর্পের দংশনে তির্য্যক্‌ভাবে দৃষ্টি স্থির হইয়া থাকে। গর্ভিণী সর্পের দংশনে মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও উদরের আধ্মান, নবপ্রসূতা সর্পীর দংশনে শূলবেদনা, রক্তস্রাব ও উপজিহ্বিকা এই সকল উপসর্গ ঘটে। গ্রাসার্থী সর্পের দংশনে রোগীর অন্নে অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধ সর্পের দংশনে বিষের বেগ মন্দ ও বালসর্পের দংশনে তীব্র হইয়া থাকে। নির্ব্বিষ সর্পের দংশনে অবিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্ধ সর্প দংশন করিলে রোগী অন্ধ এবং অজগর সর্প গ্রাস করিলে শরীর ও প্রাণ বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বিষদ্বারা নহে; সদ্যপ্রাণনাশক সর্পদিগের দংশনে রোগী শস্ত্র বা বজ্রাহতের ন্যায় শিথিলাঙ্গ ও অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হয়।

সকল প্রকার সর্প বিষের বেগ সপ্ত প্রকার। রস, রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু। বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে প্রথমে রস ধাতু দূষিত করে, পরে রক্ত ধাতু দূষিত হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তধাতু দূষিত হওয়া পড়ে। এইরূপ এক এক ধাতু দূষিত করাকে বিষের এক একটী বেগ বলা যায়।

দর্ব্বীকর জাতীয় সর্প দংশন করিলে ইহার বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, এবং রোগীর দেহে যেন কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতে থাকে। দ্বিতীয়

বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরে শোথ ও গ্রন্থি জন্মে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত এবং তাহাতে দষ্ট স্থানে ক্লেদ, মস্তক ভার ও ঘর্ম্মোদ্গম এবং দৃষ্টি স্থির হইয়া পড়ে। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ দেশে প্রবেশপূর্ব্বক কফজনিত সকল উপদ্রব জন্মায় এবং তদ্দ্বারা তন্দ্রা, লালাস্রাব, ও সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। পঞ্চম বেগে বিষ অস্থি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ ও অগ্নি দূষিত করে, এবং পার্শ্বভেদ, দাহ ও হিক্কা জন্মায়। ষষ্ঠ বেগে বিষ মজ্জামধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে গ্রহণী, শরীরভার, হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা হয়। সপ্তমে বিষ শুক্র মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্যান বায়ুকে কুপিত করিয়া লোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্ম দ্বার হইতে কফস্রাব, কটি ও পৃষ্ঠ ভঙ্গ এবং সকল ইন্দ্রিয়কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। লালা ও স্বেদের অত্যন্ত নিঃসরণ হইতে থাকে, এবং শ্বাস রোধ হইয়া পড়ে।

মণ্ডলী জাতীয় সাপ কামড়াইলে বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত করিয়া ফেলে। তাহাতে রক্ত অতিশয় শীতল হয়, সর্ব্ব শরীরে দাহ জন্মে, ও শরীর পীতবর্ণ ধারণ করে। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হয়, তখন শরীর অতিশয় পীতবর্ণ এবং অতি দাহ জন্মে, দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত, এবং তজ্জন্য দৃষ্টি স্থির, তৃষ্ণা, দষ্ট স্থানে ক্লেদ ও ঘর্ম্ম এই সকল উপদ্রব দৃষ্ট হয়। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। পঞ্চম বেগে সর্ব্ব শরীরে দাহ হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বোক্ত দর্ব্বীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

রাজিমন্ত সাপে দংশন করিলে বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া পড়ে, তাহাতে শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ, এবং ঈষৎ শ্বেতবর্ণের আভা দৃষ্ট ও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ এবং দেহের জড়তা ও মস্তক ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত হইয়া দৃষ্টি স্থির ও দষ্টক্লিন্ন হয়, এবং ঘর্ম্ম হইতে থাকে। নাসিকা ও চক্ষুঃ হইতে রক্ত নিঃসারিত হয়। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে গ্রীবা সঞ্চালনশক্তিরহিত এবং মস্তকে ভারবোধ হয়। পঞ্চমবেগে বাক্যরহিত, কম্প ও জ্বর হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু ও ইহাদিগের এক একটী অতিক্রম করিয়া বিষের এক একটী বেগ উৎপন্ন হয়। বিষ বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কোন একটী ধাতু ভেদ করে, সেই সময়কে বেগান্তর কহে।

শিশুদিগকে সাপে দংশন করিলে বিষের প্রথম বেগে অঙ্গ স্ফীত হয়, এবং তাহাদের মন দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত দেখা যায়, দ্বিতীয় বেগে লালাস্রাব হয়, অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, হৃদয়ের পীড়া উপস্থিত হয় এবং কণ্ঠ ও গ্রীবা ভঙ্গ হইয়া পড়ে। চতুর্থ বেগে তাহারা পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে থাকে, নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, দন্ত দ্বারা দন্ত পেষণ এবং তৎপরে প্রাণত্যাগ করে। কাহারও কাহার মতে পশুদিগের সর্পাঘাত হইলে তাহাদের তিনটী বেগ হয়, এবং শেষ বেগেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। পক্ষিগণের সর্পাঘাত হইলে প্রথম বেগে তাহারা চিন্তিত হয়, ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ে বিহ্বলতা ও তৃতীয় বেগে প্রাণত্যাগ করে। কাহারও কাহার মতে পক্ষিদিগের বিষের একটী মাত্র বেগ হয়,এবং এই বেগেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। বিড়াল ও নকুলের শরীরে সর্পবিষ অধিক সঞ্চারিত হইতে পারে না। বিষধর সর্প দংশন করিলে অধিকাংশ স্থলেই প্রাণনাশ হয়। তবে সর্প দংশন করিবা মাত্রই যথোক্ত রূপে যদি চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। বিষের ক্রিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র হয়, যে চিকিৎসার সময় থাকে না। বিষদ্বারা রসাদি ধাতু দূষিত হইলে তখন আর কোন রূপেই প্রতীকার হয় না।

সর্পদংশনের চিকিৎসা।—হস্তে বা পদে সর্পদংশন করিবা মাত্রই প্রথমে দষ্ট স্থানের চারি অঙ্গুল উপরে বন্ধন করিবে। চর্ম্ম বা গাছের ভিতরের ছাল পাকাইয়া তদ্দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার কোমল রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করা আবশ্যক। বন্ধন দ্বারা বিষ নিবারিত হইলে আর দেহ মধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না। তৎপরে বন্ধনের সমুদয় নিম্নদেশ চিরিয়া দগ্ধ করিবে। এই সময় ঐ সকল স্থান চুষিয়া লওয়া, ছেদ করা ও দগ্ধ করা সর্ব্বত্রই প্রশস্ত। বস্তিযন্ত্রের মুখ প্রতিপূরিত করিয়া চুষিলে উপকার হয়। পিচকারী বা শিঙ্গার ন্যায় এক প্রকার যন্ত্রের নাম বস্তিযন্ত্র। এই যন্ত্র দষ্ট স্থানে বসাইয়া অধোভাগ হইতে আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধদিকে পূরণ করাকে প্রতিপূরণ কহে। শিঙ্গা বসাইবার ন্যায় বস্তিযন্ত্রের এক মুখ দষ্ট স্থানে বসাইয়া অপর মুখ হইতে মুখ দ্বারা আকর্ষণ করিলে দষ্ট স্থান হইতে রক্ত সমেত বিষ আকৃষ্ট হইয়া বস্তিযন্ত্র মধ্যে আসে।

মণ্ডলীসর্পের দংশনে তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থান দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহা পিত্তবহুল বিষ, উহা দষ্টস্থানের উষ্ণতাসাধন করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

মন্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকেরা মন্ত্র দ্বারাও বিষবন্ধন করিয়া রাখেন। যেমন রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করিলে বিষ আর উপরে উঠিতে পারে না, তদ্রূপ মন্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলেও বিষ আর উপরে যাইতে পারে না। সত্য ও তপোময় মন্ত্রসমূহ এবং দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণের বাক্য দ্বারা দুর্জ্জয় বিষ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। সত্য ব্রহ্ম

ও তপোময় মন্ত্র দ্বারা বিষ যেমন শীঘ্র দূর হয়, ঔষধ দ্বারা সেরূপ হয় না। মন্ত্রচিকিৎসাই সর্পবিষনিবারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যে সকল ব্যক্তি সিদ্ধমন্ত্র, তাহারা যথা বিধানে ইহার চিকিৎসা করিলে নিশ্চয়ই ইহা আরোগ্য হয়। এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী, মাংস ও মধু পরিত্যাগ করা বিধেয়। তাহারা জিতাহার, পবিত্র ও কুশশায়ী হইবে এবং গন্ধমাল্যাদি উপহার পরিত্যাগ করিবে। এই সময় নানাবিধ উপহার জপহোমাদি দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করা বিধেয়। মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক গৃহীত না হইলে বা স্বরবর্ণে হীন হইলে মন্ত্র দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় না। অতএব সেই স্থলে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক যখন দেখিবেন, সর্পবিষ শরীর মধ্যে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ হইয়াছে, হস্ত, পাদ বা ললাট প্রভৃতি যে স্থলে সর্প দংশন করিয়াছে,তাহার চারিদিকের শিরা বিদ্ধ করিবেন। ঐ সকল শিরা বিদ্ধ হইয়া রক্ত নিঃসারিত হইলে বিষ অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। অতএব রক্তমোক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহাই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। এই রূপে দষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া অগদের প্রলেপ দিবে এবং ঘৃষ্ট চন্দন ও বেনামূল-মিশ্রিত জল তাহাতে নিয়ত পরিষেচন করিবে। সর্পের জাতি অনুসারে অগদ পান করাইতে হয়। দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু প্রভৃতি অগদের অনুপান। এই সকল দ্রব্যের অভাবে উষ্ণবর্ণ বল্মীক মৃত্তিকাও অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৈল, কুলথ কলাই, মদ্য বা কাঁজী পান করিতে নাই। অন্য যে কোন বমনকারক দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পান করাইয়া পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে। বমন দ্বারা বিষ সহজে নির্গত হয়।

ফণাবিশিষ্ট সর্পের প্রথম বিষবেগে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বেগে ঘৃত ও মধু সহযোগে অগদ পান, তৃতীয় বেগে বিষ-নাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ, চতুর্থ বেগে বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেগে প্রথমে বমন ও বিরেচন প্রয়োগ এবং তীক্ষ্ণ শোধনী দ্রব্য ভোজন, অবশেষে সপ্তম বেগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন নস্য, অঞ্জন এবং কাকপদ আকারে মস্তক মুণ্ডন অথবা সেই স্থানে সরক্ত মাংস ছেদ এই সকল উপায় অবলম্বন করিবে।

মণ্ডলীর বিষেও প্রথম ও দ্বিতীয় বেগে পূর্ব্বের ন্যায় প্রক্রিয়া করা বিধেয়। তৎপরে বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। তৃতীয় বেগে তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীরশোধনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যবের মণ্ড পান করা বিধেয়। চতুর্থ ও পঞ্চম বেগে শীতলপ্রক্রিয়া কর্ত্তব্য। ষষ্ঠে কাকোল্যাদিগণ, মধুরগণ ও দুগ্ধ হিতকর, সপ্তমে বিষনাশক অগদের নস্য উপকারী।

রাজিমন্ত বিষের প্রথম বেগে পূর্ব্বের ন্যায় রক্তমোক্ষণ, এবং ঘৃত ও মধুযোগে অগদপান, দ্বিতীয় বেগে বমন করাইয়া অগদ পান, তৃতীয় বেগে বিষনাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ, চতুর্থে বমন ও ঘৃত মধুযোগে যবের মণ্ডপান, পঞ্চম বেগে শীতল প্রক্রিয়া, ষষ্ঠে অতিশয় তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং সপ্তমে নস্যপ্রয়োগ কর্ত্তব্য।

গর্ভিণী, বালক ও বৃদ্ধ ইহাদিগকে সর্প দংশন করিলে শিরা বিদ্ধ না করিয়া মৃদু প্রতীকার করা আবশ্যক। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দেশ, রোগীর প্রকৃতি, অভ্যাস, ঋতু, বিষের বেগ, রোগীর বলাবল প্রভৃতি বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে চিকিৎসা করিবেন।

মানবের ন্যায় ছাগ, গর্দ্দভ ও গো প্রভৃতিকেও সর্প দংশন করিলে তাহাদেরও উক্ত প্রণালী অনুসারে রক্ত মোক্ষণ করিতে হয় এবং উক্ত ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করাইতে হয়।

রোগীর যখন বিষ জন্য বিকার উপস্থিত হয়, তখন সেই সেই বিকারের চিকিৎসা করা আবশ্যক। বিষে শরীর বিবর্ণ, কঠিন, বা ফুলিয়া উঠিলে এবং বেদনাবিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে শীঘ্র রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। বিষার্ত্ত রোগী ক্ষুধার্ত্ত বা বিষ জন্য বায়ুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাকে দধি, তক্র, ঘৃত, মধু কিংবা মাংসরস প্রদান করিবে। রোগীর পিত্ত জন্য তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম ও অজ্ঞানতা ঘটিলে সংবাহন স্নান, ও শীতল প্রসেক সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং সেই সকল রোগীকে এবং মূর্চ্ছিত রোগীকে তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে বমন করাইবে। বিষের প্রকোপে পিত্ত জন্য মল ও বায়ুরুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠদাহ, বেদনা, আধ্মান ও মূত্ররোধ হইলে বিরেচন করাইবে। চক্ষু মধ্যে ফুলিয়া উঠিলে বিবর্ণ বা আবিল হইলে অথবা সমস্ত বস্তুকে বিবর্ণ দেখিলে নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। মস্তকের যাতনা, শরীরের গৌরব ও আলস্য, হনুস্তম্ভ, গলগ্রহ এবং মন্যাস্তম্ভ এই সকল উপদ্রব ঘটিলে শিরোবিরেচন নস্য প্রয়োগ করিবে। বিষবিকারে রোগী চক্ষু উন্মিলিত করিয়া থাকিলে এবং জ্ঞানশূন্য বা গ্রীবা ভঙ্গ হইলে তাহার গলমধ্যে নল দ্বারা বিরেচনচূর্ণ সঞ্চালিত করিবে এবং হস্ত, পদ ও ললাটের শিরা সকল তাড়িত করিবে। অর্থাৎ ঐ শিরা সকল বিদ্ধ করিয়া চুষিয়া রক্ত বাহির করিবে। তাহাতে যদি বিষের প্রকোপ-বশতঃ রক্তস্রাব না হয়, তাহা হইলে মস্তকদেশে কাকপদ আকারে ক্ষত করিয়া রক্তস্রাব করাইবে, অথবা সেই স্থানের সরক্ত মাংস ও চর্ম্ম তুলিয়া ফেলিবে এবং সেই স্থানে চর্ম্ম-বৃক্ষের কাথ বা চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। রোগী জ্ঞানশূন্য হইলে দুন্দুভি নামক বাদ্য বিশেষে অগদ লেপন করিয়া রোগীর পার্শ্বে বাদন করিতে থাকিবে। ইহাতে যদি রোগীর জ্ঞান হয়, তাহা

হইলে পুনর্ব্বার বমন বিরেচন ও নস্ত দ্বারা তাহার উর্দ্ধ ও অধোভাগ সংশোধন করিয়া দিবে।

বিষবিকারে যে প্রণালীতেই হউক না কেন, যাহাতে নিঃশেষ রূপে দেহ হইতে বিষ নিষ্কাশিত হয়, তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিষ অল্প মাত্রও যদি দেহে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহার বেগ জন্মে। ইহাতে শরীরের অবসন্নতা, বিবর্ণতা, জ্বর, কাস, শিরোরোগ, ফুলা, শোষ, প্রতিশ্যায়, তিমির-রোগ, দৃষ্টিহীনতা, অরুচি ও পীনস প্রভৃতি রোগ জন্মে, ইহাদের মধ্যে যে কোন রোগ উৎপন্ন হইলে সেই রোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। তৎপরে বিষদোষ বিমোচনের জন্ম দষ্ট স্থানের বন্ধন মোচন করিয়া উহা আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে।

দষ্ট স্থানে শুষ্ক বিষ থাকিলে পুনর্ব্বার তাহাতে বেগ জন্মে। মন্ত্র, ঔষধ ও চিকিৎসা দ্বারা বিষের তেজ নষ্ট হইলেও পরে যদি কোন দোষ কুপিত হয়, তাহা হইলে তৈল, মৎস্য, কুলত্থ ও অম্ল এই গুলি ভিন্ন অন্য প্রকার স্নেহ প্রভৃতি বায়ুশান্তিকর ঔষধ দ্বারা বায়ুর শান্তি করিতে হয়। পিত্তজ্বরনাশক কাথ ও স্নেহ বিরেচন দ্বারা পিত্তের শান্তি, এবং মধু সহকারে আরগ্বধাদির কাথ দ্বারা শ্লেষ্মনাশক অগদ ও তিক্ত রুক্ষ ভোজন দ্বারা কফের শান্তি করা কর্ত্তব্য।

দষ্টস্থানের উপরিভাগে গাঢ়তর বন্ধন করিলে এবং তীক্ষ্ণ লেপদ্বারা প্রলেপ দিলেও যদি বিষে শরীর স্ফীত হয়, ক্লিন্ন ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, তৎকালে শরীর বিদ্ধ করিলে যদি কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে, সর্ব্বদা জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে, ক্ষতস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্লিন্ন শীর্ণ দুর্গন্ধ মাংস অজস্র নিঃসৃত হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, দাহ ও জ্বর এই সকল উপদ্রব ঘটে, তাহা হইলে ইহার সকল শরীরে বিষ সঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সমস্ত শরীরে বিষ পরিব্যাপ্ত হইলে সেই রোগীর জীবনের আশা অতি কম। বিষ শরীরে সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেই উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিলে তবে বিষ-দোষ নিরাকৃত হয়। সর্পদংশনে বিষ যেরূপ সঞ্চালিত হয়, এত শীঘ্র আর কোন বিষই শরীরে সঞ্চালিত হয় না। মহাগদ, অজিতঅগদ, তার্ক্ষ্যঅগদ, ঋষভঅগদ, সঞ্জীবনীঅগদ, ও মুখ্য-অগদ প্রভৃতি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পবিষ নাশক অগদ কথিত হইয়াছে। সুশ্রুতে সর্পদংশনচিকিৎসা স্থলে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে ঐ সকল অগদের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইল না। (সুশ্রুত কল্পস্থা° সর্পদংশনচি°)

বিষধর সর্প দংশন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণ-বিয়োগ হয়। প্রতীকার করিবার কিছুমাত্র সময় থাকে না। হস্ত বা পদে যদি সর্প দংশন করে, এবং তৎক্ষণাৎ যদি ঐ দষ্টস্থানের উপরি বন্ধন করা যায়, এবং তৎপরে ঐ বিষ দষ্ট স্থান সকল চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে প্রতীকার হয়। যতক্ষণ বিষ থাকে, ততক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বাহির হয়, বিষ নিঃশেষরূপে বাহির হইয়া যাইলে যখন পরিষ্কার রক্ত বাহির হয়, তখন বিষ নিঃসৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে অনেক স্থলে চিকিৎসায় উপকার হইতে দেখা যায়। সর্পদংশনে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত, তবে উপযুক্ত সময়ে যথাবিধানে চিকিৎসা করিলে দুই চারি জনকে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

শাস্ত্রানুসারে সর্পের মন্ত্রচিকিৎসাই সর্ব্বপ্রধান। মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে যে কোন সর্পই দংশন করুক না কেন, তাহা অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে। কিন্তু অধুনা এইরূপ চিকিৎসক অতি বিরল।

এরূপ অনেক সাঁপুড়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যে অতি তীক্ষ্ণ-বিষধর সর্পও অনায়াসে ধরিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করে। তাহারা প্রথমে সর্প ধরিয়া তাহার বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে, সুতরাং ঐ বিষহীন সর্প দংশন করিলে কোনরূপ অপকার হয় না।

মন্ত্র, জলসার, ঝাঁপান প্রভৃতি বহু প্রকারে সর্পবিষ নিবারণের উপায় আছে, শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল মন্ত্র ও ঔষধাদির অনেক লোপ হইয়াছে, দুই এক জনের জানা থাকিলেও তাঁহারা কাহাকেও তাহা শিক্ষা দিতে চান না। তাঁহা-দের বিশ্বাস এই মন্ত্র ও ঔষধ সাধারণে প্রচার করিলে ফল-দায়ক হইবে না, এই জন্য তাহারা অতিগোপনে ইহা রক্ষা করেন। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতেও সর্প ও সর্পের দংশনচিকিৎসা এবং মন্ত্রাদিরও বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, শেষ, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি ৯টী নাগ শ্রেষ্ঠ। এই সকল নাগ হইতে অসংখ্য ভুজঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সকল ভুজঙ্গে এই ধরামণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ফণী, মণ্ডলী ও রাজিল এই তিন প্রকার সর্প যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত, ও কফাত্মক। ইহাদের মধ্যে মিশ্র সর্পেরা দর্ব্বীকর নামে খ্যাত। এই সকল সর্প আষাঢ়াদি মাসত্রয়ে গর্ভধারণ করে, তৎপরে চতুর্থ মাসে ২৪০টী ডিম্ব প্রসব করে, সর্পিণীগণ স্ত্রী ব্যতিরেকে পুংনপুংসকসুতসমূহকে গ্রাস করে। কৃষ্ণসর্পের ৭ দিনে চক্ষু প্রস্ফুটিত এবং একমাস পরে তাহারা বাহিরে বাহির হয়। ১২ দিনের পর ইহাদের বোধ জন্মে এবং সূর্য্যদর্শন করিলেই দন্তোদ্গম হয়। ইহাদের মধ্যে কাহারও ৩২ দিনে, কাহারও ২০ দিনে চারিটী দংষ্ট্রা অর্থাৎ বৃহদ্দন্ত হইয়া থাকে। ছয়মাসের পর ইহারা ত্বক্

উন্মোচন করে। সর্পদিগের ছত্র, লাঙ্গল, স্বস্তিক, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্ন আছে। একশত বিংশতি বৎসর ইহাদের পরমায়ু।

গোনস সাপ দীর্ঘাকার, মন্দগামী, নানা প্রকার ও মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে। রাজিলগণ স্নিগ্ধবাণাদি চিহ্নদ্বারা ঊর্দ্ধ ও বক্রভাবে চিত্রিত। ব্যন্তরগণ মিশ্রচিহ্নবিশিষ্ট এবং ভূ, বর্ষা, অগ্নি ও বায়ুভেদে চারি প্রকার। ইহাদের মধ্যে আবার ষড়্‌বিংশ প্রকার অবান্তর ভেদ আছে। গোনসগণ ১৮ প্রকার, রাজিলগণ ১৩ প্রকার, ও ব্যন্তরগণ একবিংশতি প্রকার। যে সকল সাপ অমুক্তকালে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে ব্যন্তর কহে।

এই সকল সাপ দংশন করিলে প্রাণনাশ হয়। কুলিকোদয়কাল, ইহা ভিন্ন কৃত্তিকা, ভরণী, স্বাতী, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, অশ্বিনী, বিশাখা, আর্দ্রা, মঘা, অশ্লেষা, চিত্রা, শ্রবণা, রোহিণী, হস্তা, শনি ও মঙ্গল এই সকল বার, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, রিক্তা নন্দা ও চতুর্দ্দশীতিথি, সন্ধ্যাকাল, দগ্ধযোগ ও দগ্ধরাশি এই সকল কালে যদি সর্প দংশন করে, তাহা হইলে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।

দেবালয়, শূন্যগৃহ, বল্মীক, উদ্যান, বৃক্ষকোটর, পথসন্ধি, শ্মশান, নদী, সিন্ধুসঙ্গম, দ্বীপ, চতুষ্পথ, সৌধ, গৃহ, অব্জি, পর্ব্বতাগ্র, বিল, জীর্ণকূপ, দেওয়াল, শ্লেষ্মাতক, বহুবারক, জম্বু, ডুম্বুর, বট ও জীর্ণ প্রাচীর এই সকল স্থানে সর্পগণ অবস্থান করিয়া মুখ, হৃদয়, কক্ষ, জত্রু, তালু, শঙ্খ, গল, মস্তক, চিবুক, নাভি, ও পাদ এই সকল অঙ্গে দংশন করিলে প্রায়ই মৃত্যু হয়। এইরূপ দংশন বিশেষ অশুভ।

সর্প দংশনের পর যে দূত সংবাদ দেয়, তাহা দ্বারাই সর্প দংশনের শুভাশুভ স্থির করিতে পারা যায়। দূত পুষ্পহস্ত, সুবাক্, সুধী, শুক্লবস্ত্র ও শুচি প্রভৃতি হইলে শুভ এবং অপ্রশস্ত, দ্বারস্থিত, শস্ত্রধারী, প্রমাদী, ভূতলনিঃক্ষিপ্তচক্ষু, গদ্গদভাষী, আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, পাদলেখন (পদ দ্বারা ভূমি খনন) ইত্যাদি গুণযুক্ত হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

সর্পদংশনের চিকিৎসাস্থলে লিখিত আছে যে প্রথমে 'ওঁ নমো ভগবতে নীলকণ্ঠায়', এই মন্ত্রে ভগবান্ নীলকণ্ঠকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে।

'ওঁ জল মহামতে হৃদয়ায় গরুড় বিরলশিরসে গরুড়শিখায়ৈ গরুড় বিষভঞ্জন প্রভেদন প্রভেদন বিত্রাশয় বিত্রাশয় বিমর্দ্দয় বিমর্দ্দয় কবচায় অপ্রতিহতশাসনং বং হুং ফট্, অস্ত্রায় উগ্ররূপধারক সর্ব্বভয়ঙ্কর ভীষয় সর্ব্বং দহ দহ ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা নেত্রায়।' ইত্যাদি।

এই সকল মন্ত্র যথাযথরূপে প্রয়োগ করিলে সর্প বিষ আশু নিবারিত হয়। এইরূপ মন্ত্রাদির বিস্তর উল্লেখ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। (অগ্নিপু° ৩০৩-৬ অ°)

গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অনেকে নানারূপ মন্ত্রাদির বিষয় অবগত আছেন।

সর্পভয় নিবারণের জন্য মনসা দেবীর পূজা হইয়া থাকে, মনসাপূজাকালে সেই সঙ্গে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ এই প্রধান অষ্ট নাগেরও পূজা দিতে হয়। নাগপঞ্চমী ও দশহরা তিথিতে মনসাপূজা হইয়া থাকে। [নাগপঞ্চমী ও মনসা শব্দ দেখ]

সর্পঋষি (পুং) ঋষিভেদ।

সর্পকঙ্কালিকা (স্ত্রী) সর্প কঙ্কালীএব স্বার্থে কন্। ১ বৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায় তীক্ষ্ণা, বিষদংষ্ট্রা, বিষাপহা। ২ গন্ধরাস্না।

সর্পকঙ্কালী (স্ত্রী) সর্পস্য কঙ্কালমিবাঙ্গং যস্যাঃ ঙীষ্। সর্প কঙ্কালিকা, বরাক্রান্তাবিশেষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

সর্পগতি (স্ত্রী) সর্পস্য গতিঃ। সর্পের গতি, বক্রগমন, কুটিল গমন। সর্পগণ কুটিলভাবে গমন করে, এইজন্য বক্রগতির নাম সর্পগতি। (ত্রি) ২ সর্পের ন্যায় গতিবিশিষ্ট।

সর্পগন্ধা (স্ত্রী) সর্পং গন্ধয়তে হিনস্তীতি গন্ধ হিংসনে অণ্ টাপ্। বৃক্ষবিশেষ। 'ছত্রাকী সর্পগন্ধা চ রসনা চ ফলত্রয়।' (জটাধর) ২ গন্ধরাস্না, রাস্না। ৩ নাকুলী নাম মহাকন্দশাক। (রাজনি°) ৪ নাগদমনী। (বৈদ্যকনি°)

সর্পগন্ধিনী (স্ত্রী) সর্পগন্ধা।

সর্পগ্রাম, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যব্র°খ° ৮।৫৯)

সর্পঘাতি (পুং) তন্নামক ফলবিষভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ১ অ°)

সর্পঘাতিন্ (ত্রি) সর্পং হন্তি হন-ণিনি। সর্পহন্তা, সর্পহননকারী।

সর্পঘাতিনী (স্ত্রী) সর্পঘাতিন্ ঙীষ্। সর্পকঙ্কালীভেদ।

সর্পছত্র (ক্লী) শাকবিশেষ, অহিছত্রক। গুণ—মলভেদক, রুক্ষ, মধুর, শীতল ও বিষ্টম্ভ। (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

সর্পতৃণ (পুং) সর্পস্তৃণমিব ছেদ্যো যস্য। নকুল। (হেম)

সর্পদংষ্ট্র (পুং) সর্পস্য দংষ্ট্রেব পুষ্পমস্য। দন্তীবৃক্ষ।

সর্পদংষ্ট্রা (স্ত্রী) সর্পস্য দংষ্ট্রেব। বৃশ্চিকালী, চলিত বিছাতি। (রত্নমালা) ২ সিংহপিপ্পলী। গুণ—সারক, উষ্ণ, কটু, কফ ও বাতনাশক। (বৈদ্যকনি°) ৩ সর্পের দাঁত।

সর্পদংষ্ট্রিকা (স্ত্রী) সর্পদংষ্ট্রা স্বার্থে কন্, টাপি অত-ইত্বং। ১ অজশৃঙ্গী, চলিত মেড়াশিঙে।

সর্পদণ্ডা (স্ত্রী) সর্পং দণ্ডয়তীতি দণ্ড-অণ্-টাপ্। সৈংহলী, সিংহপিপ্পলী। (রাজনি°)

সর্পদণ্ডী (স্ত্রী) সর্পং দণ্ডয়তীতি দণ্ড-অণ্-ঙীষ্। গোরক্ষী, গোরক্ষতণ্ডুলা, গোরক্ষ চাকুলা। (রাজনি°)

সর্পদন্তী (স্ত্রী) সর্পস্য দন্তইব পুষ্পমস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নাগদন্তী। (রাজনি°)

সর্পদমনী (স্ত্রী) সর্পস্য দমনমস্যাঃ ঙীষ্। ১ বন্ধ্যা-কর্কোটকী, ২ নাগদন্তী, চলিত হাতিশুঁড়া। (রাজনি°)

সর্পদষ্ট (ক্লী) ১ সর্পদংশন। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে সর্পদষ্ট তিন প্রকার, সর্পিত, রদিত ও নির্বিষ। (সুশ্রুত) [সর্প দেখ।] (ত্রি) ২ সর্পকর্তৃক দষ্ট, সর্পদংশনবিশিষ্ট।

সর্পদেবী (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (ভারত বনপ°)

সর্পদ্বিষ্ (পুং) সর্পং দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। সর্পদ্বেষকারী, সর্পশত্রু।

সর্পনাম (ক্লী) সাধু-বাক্য, সদুপদেশ। (শতপথব্রা° ৭।৪।১।২৫) স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্পনামা=সর্পঘাতিনী। (রত্নমালা)

সর্পনামা (স্ত্রী) সর্পস্য নাম যস্যাঃ। সর্পকঙ্কালীভেদ।

সর্পনির্ম্মোক (পুং) সর্পস্য নির্ম্মোকঃ। সর্পত্বচ্, সাপের খোলস। (চরক শারীরস্থা° ৮ অ°)

সর্পনেত্রা (স্ত্রী) ১ সুগন্ধরাস্না। ২ সর্পাক্ষী, চলিত পান-সিউলী, সর্পকঙ্কালীবিশেষ। (রাজনি°)

সর্পমালিক, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। উত্তর কণাড়া-জেলার হোনাবর তালুকের চন্দ্রাবর নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। এক্ষণে ঐ নগর ধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সর্পপতি (পুং) সর্পস্য পতিঃ। নাগাধিপতি বাসুকি।

সর্পপুষ্পা (স্ত্রী) সর্পস্য দন্তইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। নাগদন্তী।

সর্পপ্রিয় (পুং) সর্পস্য প্রিয়ঃ। চন্দনবৃক্ষ। এই বৃক্ষে সর্প-অবস্থিতি করে, এই জন্য ইহার নাম সর্পপ্রিয়। (বৈদ্যকনি°)

সর্পফণ (পুং) সর্পস্য ফণঃ। সাপের ফণা।

সর্পফণজ (পুং) সর্পস্য ফণাৎ জায়তে ইতি জন-ড। সর্পের ফণাজাত মণি, যে মণি সর্পের ফণায় জন্মে।

সর্পফেণ (ক্লী) অহিফেণ। (বৈদ্যকনি°)

সর্পবন্ধ (পুং) ১ সর্পবন্ধনী। সর্প যেরূপ পাকাইয়া বন্ধন করে তদ্রূপ বন্ধনী। ২ কুশলতাপূর্ণ বাক্যদ্বারা মধ্যস্থতা। চতুরতা পূর্ণ কুচক্র।

সর্পবল (ত্রি) ১ সর্পের শক্তি বা বীর্য্য। ২ বিষ। ৩ সর্পবলে যাহা লভ্য হয়, অমৃতাহরণ।

সর্পবলি (পুং) ১ সর্পযজ্ঞ। ২ দানক্রিয়াবিশেষ।

সর্পভুজ্ (পুং) সর্পং ভুঙ্ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। ১ ময়ূর। ২ রাজসর্প। (হলায়ুধ) ৩ গৃধ্র, হাড়গিলা। (ত্রি) ৪ সর্প-ভক্ষক, সর্পভোজনকারীমাত্র। ৫ নাকুলীকন্দ।

সর্পমালা (স্ত্রী) সর্পস্য মালেব। সর্পকঙ্কালীভেদ। (রাজনি°) সর্পনামা পাঠান্তর।

সর্পমালিন্ (ত্রি) ১ সর্পকে মালাকারী, শিব। ২ ঋষিভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

সর্পযাগ (পুং) সর্প নাশকো যাগঃ। সর্পনাশক যজ্ঞ। [সর্পসত্র দেখ]

সর্পরাজ (পুং) সর্পাণাং রাজা, সমাসে টচ্ সমাসান্তঃ। সর্প-দিগের রাজা বাসুকি। (ত্রি) ২ সর্পশ্রেষ্ঠ। (হরিবংশ ৩৮।১৫)

সর্পরাজ্ঞী (স্ত্রী) ঋষিকন্যাভেদ: ইনি ঋক্ ১০।১৮৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন।

সর্পলতা (স্ত্রী) সর্পইব লতা। নাগবল্লী। (রাজনি°)

সর্পবল্লী (স্ত্রী) সর্পইব বল্লী। লতাভেদ, নাগবল্লী।

সর্পবিদ্ (ত্রি) সর্পজ্ঞানবিশিষ্ট। ২ সর্পতত্ত্বজ্ঞ।

সর্পবিদ্যা (স্ত্রী) সর্পবিষয়ক বিদ্যা, বিষবিদ্যা।

সর্পবিষ (ক্লী) সর্পস্য বিষং। সর্পের বিষ। ঔষধ প্রস্তুত স্থলে সর্পবিষশোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

সর্পবেদ (পুং) সর্পবিদ্যা। (গোপথব্রা° ১।১০)

সর্পশিরস্ (পুং) হস্তবিন্যাসভেদ। হস্ত সর্পফণাকারে রাখা। বক দেখাইবার মত।

সর্পশীর্ষ (পুং) ১ সাপের মাথা। ২ ইষ্টকাভেদ।

সর্পসত্র (ক্লী) সর্পনাশকং সত্রং। সর্পনাশক যজ্ঞবিশেষ। পরীক্ষিৎকে সর্পদংশন করিলে রাজা জনমেজয় সর্পসমূহকে বিনাশ করিবার জন্য এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাভারতে এই যজ্ঞের বিষয় লিখিত আছে। একদা রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ বনগমন এবং তথায় একটী মৃগ বাণ বিদ্ধ করিয়া তাহার অনুগমন করেন। কিন্তু তিনি এই মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না, তিনি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে শ্রমকাতর হইয়া পড়িলেন। কিয়দ্দূরে শমীক মুনি মৌনী অবস্থায় ছিলেন, রাজা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সেই মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু মুনি মৌনী ছিলেন কথার কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থিত একটী মৃত সর্প তাঁহার গলদেশে বান্ধিয়া দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন।

শমীকপুত্র শৃঙ্গী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ প্রদান করেন যে, অদ্য হইতে ৭ দিনের মধ্যে তক্ষকদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ব্রহ্মশাপে যথাসময়ে তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করিল। রাজা পরীক্ষিৎ সেই দংশনে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা পরীক্ষিৎ স্বর্গারোহণ করিলে জনমেজয় অমাত্য, পুরো-হিত ও ঋত্বিক্‌দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তক্ষকের দংশনে আমার পিতার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, অতএব এই তক্ষক বন্ধুবান্ধব সকলের সহিত যাহাতে বিনষ্ট হয়, আপনারা তাহার সদ্যুক্তি বিধান নির্দ্দেশ করুন। ইহাতে ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, রাজন্! পুরাণে এক সর্পসত্রের বিধান আছে, পূর্ব্ব হইতে দেবগণ আপনার জন্য এই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি

ভিন্ন আর কেহই এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। আমরা ঐ যজ্ঞের সম্যক্ বিধান অবগত আছি। আপনি ঐ যজ্ঞ করিলে সর্পগণ সমূলে বিনষ্ট হইবে।

রাজা ঋত্বিক্দিগের নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করেন। এই সত্রে চ্যবন-বংশোৎপন্ন চণ্ডভার্গব হোতা, বৃদ্ধ কৌৎস উদ্গাথা, জৈমিনি ব্রহ্মা, শার্ঙ্গরব ও পিঙ্গল অধ্বর্য্যু হইলেন। পুত্র ও শিষ্য সহ ব্যাস, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি মুনিগণ সদস্য হইলেন। যথাবিধানে এই সত্র আরম্ভ হইল।

ঋত্বিক্গণ উক্ত সত্রে আহুতি প্রদান আরম্ভ করিলে ঘোর ও ভীষণ সর্পগণ আসিয়া তাহাতে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের বসা ও মেদ দ্বারা নদী উৎপন্ন হইল। নিরন্তর দহ্যমান সর্পগণের পূতিগন্ধ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তক্ষক ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে সর্পগণ অজস্র হুতাশনে নিপতিত হওয়ায় বাসুকি স্বীয় পরিবারবর্গকে অল্পাবশিষ্ট দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত, চিন্তিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি স্বীয়া ভগিনীকে কহিলেন, ভগিনি! এখন আমাদের বিনাশ কাল উপস্থিত। পূর্ব্বে পিতামহ আমাকে বলিয়াছিলেন যে সর্পসত্র আরম্ভ হইলে আস্তীক ঋষি তাহা নিবারণ করিবেন। এখন তুমি আস্তীককে এই যজ্ঞ নিবারণের জন্য প্রেরণ কর। পরে আস্তীক মাতৃকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বাসুকির নিকট গমন করিলে বাসুকি তাহাকে কহিলেন যে, আমি ঘূর্ণিত হইতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমার সমুদয় পরিবার যজ্ঞানলে ভস্মীভূত হইতেছে, তুমি সত্বর ইহার প্রতিবিধান কর। আস্তীক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন যে, আপনি ভীত হইবেন না, এখনই আমি ঐ ভয় নিবারণ করিব।

তখন আস্তীক বাসুকির মনোব্যথা দূর করিয়া সর্পগণের উদ্ধারের জন্য জনমেজয়ের যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তথায় গিয়া জনমেজয়কে এই যজ্ঞের জন্য অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বালককে অতি তেজস্বী ও জ্ঞানী দেখিয়া রাজা অতিশয় প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, আমি আপনার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, আপনি বর প্রার্থনা করুন। এই কথা বলিলে যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্গণ রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ কিঞ্চিৎকাল আপনি বর প্রদানে বিরত থাকুন, কারণ আমাদের অভিলষিত তক্ষক এখনও আসে নাই। রাজা তাঁহাদের কথায় কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। ঋত্বিক্গণ ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে আহুতি প্রদান করিলে তক্ষক ইন্দ্রের সহিত আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন ঋত্বিক্গণ রাজাকে বরপ্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। জনমেজয় আস্তীককে বরগ্রহণ করিতে বলিলে, আস্তীক কহিলেন রাজন্! আপনার যদি আমাকে বরপ্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনা যে আপনার এই সর্পসত্র বন্ধ হয় এবং সর্পগণ যেন আর ইহাতে পতিত না হয়। জনমেজয় আস্তীকের এই প্রার্থনা শুনিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, আপনি সুবর্ণাদি অন্য দ্রব্য প্রার্থনা করুন, এই যজ্ঞ নিবারিত হইবে না। রাজন্! আমার অন্য কোন দ্রব্যে অভিলাষ নাই। আপনার এই যজ্ঞ নিবারিত হয়, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। রাজা পুনঃ পুনঃ তাহাকে অন্য বর গ্রহণ করিতে বলিলে কিছুতেই তিনি অন্য বর গ্রহণ করিলেন না। পরে বেদবিশারদ সমস্ত সদস্যগণ মিলিত হইয়া ভূপতিকে কহিলেন, আপনি এই ব্রাহ্মণকুমারের অভিলষিত বর প্রদান করুন। তখন রাজা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল অবস্থানের পর সদস্যগণের সাতিশয় অনুরোধে কহিলেন, আস্তীক যাহা বলিতেছেন, তাহাই হউক। ঋত্বিক্গণ আপনারা সর্পসত্র সমাপন করুন। সর্পগণ নিরুদ্বেগ হউক। রাজা এই কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ সর্পসত্র নিবারিত হইল। তখন সর্পগণ ভয়শূন্য হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। আস্তীকও জনমেজয়কে ভূয়ো ভূয়ো আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আস্তীক সর্পগণকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, এই জন্য সর্প সকল একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, যে ব্যক্তি আস্তীক এই নাম স্মরণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না। সর্পগণ জননী কদ্রুর শাপে ও জনমেজয়ের যজ্ঞে এইরূপে বিনষ্ট হন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে বিস্তৃতভাবে এই বিবরণ লিখিত আছে।

(ভারত আদিপ° ৪০—৫৭ অ°)

সর্পসত্রিন্ (পুং) সর্পসত্রমস্যাস্তীতি ইনি। জনমেজয়রাজ।

সর্পসহা (স্ত্রী) সর্পং সহতে ইতি সহ-অচ্। সর্পকঙ্কালীভেদ। সর্পঘাতিনী।

সর্পসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১৫।১)

সর্পহন্ (পুং) সর্পং হন্তীতি হন-ক্বিপ্। নকুল, বেজী। (হেম)

সর্পহৃদয়নন্দন (পুং) চন্দনকাষ্ঠ।

সর্পাক্ষ (ক্লী) সর্পস্য অক্ষীব অক্ষং যস্য যচ্ সমাসান্ত। রুদ্রাক্ষ।

সর্পাক্ষী (স্ত্রী) সর্পস্য অক্ষীব পুষ্পং যস্যাঃ ঙীপ্। ১ গন্ধনাকুলী। (রাজনি°) ২ বৃক্ষবিশেষ, হিন্দী—সহচরী বা গণ্ডিনী। পর্য্যায়—গণ্ডালী, নাড়ীকলাপক। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কৃমিনাশক ও ব্রণরোপণ। (রাজনি°) ৩ শ্বেতাপরাজিতা, ৪ রক্তশঙ্খিনী। (বৈদ্যকনি°)

সর্পাখ্য (পুং) সর্পস্ত আখ্যা যস্ত। ১ মহিষকন্দভেদ। (রাজনি॰) ২ নাগকেশর। (রত্নমালা) (ত্রি) ৩ সর্পনামক, সর্পনামবিশিষ্ট।

সর্পাঙ্গী (স্ত্রী) সর্পস্তেব অঙ্গং যস্তাঃ ঙীষ্। ১ সর্পকঙ্কালী-ভেদ। (রত্নমালা) ২ সৈংহলী। (রাজনি°)

সর্পাদনী (স্ত্রী) সর্পস্ত তদ্বিষস্ত অদনং ভক্ষণং যস্তাঃ ঙীষ্। নাকুলী। (রাজনি°)

সর্পান্ত (পুং) সর্পং অন্তয়তি নাশয়তি অন্ত-অচ্। গরুড়।

সর্পারাতি (পুং) সর্পস্ত অরাতিঃ। গরুড়। (হেম)

সর্পারি (পুং) সর্পস্ত অরিঃ। ১ নকুল। (রাজনি॰) ২ গরুড়। (হরিবংশ ৬৮।৩৭)

সর্পাবাস (ক্লী) সর্পস্ত আবাসো যত্র। ১ চন্দন, চন্দনগাছে সর্পগণ অবস্থান করে, এই জন্ত ইহার নাম সর্পাবাস। (রাজনি°) (পুং) ২ সর্পস্থান, সর্পের আবাসভূমি। (হরিবংশ ৬৮।২৫)

সর্পাশন (পুং) সর্পমশ্নাতীতি অশ-ল্যু। ১ ময়ূর। ২ গরুড়।

সর্পাস্য (পুং) রাক্ষস। (রামায়ণ ৩।২৯।৩১)

সর্পি (পুং) ঋষিভেদ। (ঐতরেয় ব্রা° ৬।২৪)

সর্পিকা (স্ত্রী) গোকর্ণীলতা। (বৈদ্যকনি°)

সর্পিকা, একটী প্রাচীন নদী। (রামায়ণ ২।৪৪।১২) ইহা গোমতীর শাখারূপে প্রবাহিত ও বর্ত্তমানে সই নামে খ্যাত। [সই দেখ।]

সর্পিণী (স্ত্রী) সর্পতীতি সৃপ্-ণিনি, ঙীষ্। ১ সর্পভার্য্যা, সাপিনী। (শব্দরত্না°)। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুপভেদ। পর্য্যায় ভুজগী, ভোগী, কুণ্ডলী, পন্নগী, ফণী। গুণ—বিষঘ্ন ও কুচবর্দ্ধন। (রাজনি॰)

সর্পিত (ক্লী) সর্পদংশনবিশেষ। (সুশ্রুত)

সর্পিন্ (ত্রী) সর্পতি গচ্ছতীতি সৃপ-ণিনি। গমনকর্ত্তা,গমনকারী।

সর্পিরন্ন (ত্রি) ঘৃতৌদন, ঘৃতমিশ্রিত ওদন। "ইধ্মবৎ সর্পিরন্নঃ" (ঋক্ ১০।২৭।১৮) 'সর্পিরন্নঃ ঘৃতৌদনঃ' (সায়ণ)

সর্পিরব্ধি (পুং) ঘৃতসমুদ্র। (মার্কণ্ডেয়পু॰ ৫৪।৭)

সর্পিরাসুতি (ত্রি) সর্পি যে অগ্নিতে আসিঞ্চিত হয়। "সর্পিরাসুতি প্রত্নো হোতা" (ঋক্ ২।৭।৬) 'সর্পিরাসুতিঃ সর্পিরাহুয়ত আসিচ্যতে যস্মিন্ তাদৃশঃ' (সায়ণ)

সর্পিরিলা (স্ত্রী) রুদ্রাণী বিশেষ। (ভাগবত ৩।১২।১৩)

সর্পির্গর্ভ (ক্লী) নবনীতক। (বৈদ্যকনি॰)

সর্পির্গ্রীব (ত্রি) ঘৃতসিক্ত গ্রীবাবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৫।২।৮।৪)

সর্পির্মণ্ড (পুং) নবনীত খণ্ড। (সুশ্রুত)

সর্পির্মালিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

সর্পিমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। বায়ু দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে এবং ইহাতে সর্পির ন্যায় মেহ ক্ষরিত হইতে থাকে। (সুশ্রুত নি॰ ৬ অ°) [প্রমেহ দেখ।]

সর্পিমেহিন্ (ত্রি) সর্পিমেহঃ অস্ত্যস্তীতি ইনি। সর্পিমেহ রোগবিশিষ্ট, যাহার সর্পিমেহ রোগ আছে। (সুশ্রুত নি॰ ৬ অ°)

সর্পিষ্কুণ্ডিকা (স্ত্রী) সর্পিপাত্র। ঘৃতকুম্ভ বা কুণ্ড।

সর্পিষ্টম (ক্লী) ঘৃতবিশিষ্ট। (পা ৩।৪।৪২)

সর্পিষ্টর (ক্লী) সর্পিযুক্ত। (পা ৮।৩।১০১)

সর্পিষ্টা (স্ত্রী) ঘৃতযুক্তের ভাব।

সর্পিষ্ট্ব (ক্লী) ঘৃতযুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

সর্পিস্ (ক্লী) সর্পতীতি সৃপ গতৌ (অর্চ্চিশুচিহুসৃপিচ্ছাদীতি। উণ্ ২।১০৯) ইতি ইসি। ঘৃত, আজ্য, হবিস্। (অমর) ২ উদক। (নিঘণ্টু ১।১২)

সর্পিঃসমুদ্র (পুং) সপ্তসমুদ্রের অন্তর্গত সমুদ্রবিশেষ। (ত্রিকা°)

সর্পিস্সাৎ (অব্য°) সর্পিস্ দেয়ার্থে-চসাৎ। সর্পিতে দেয়, সর্পিতে যাহা অর্পণ করা হয়।

সর্পী (স্ত্রী) সর্প-জাতৌ ঙীষ্। সর্পিনী। (শব্দরত্না°)

সর্পীষ্ট (ক্লী) সর্পীণাং সর্পভার্য্যাণামিষ্টং। শ্রীখণ্ডচন্দন। (রত্নমালা)

সর্পেশ্বর (পুং) সর্পাণামীশ্বরঃ। সর্পাধিপতি বাসুকি, নাগরাজ। ২ তীর্থবিশেষ, সর্পেশ্বরতীর্থ।

সর্পেষ্ট (ক্লী) সর্পাণামিষ্টং। শ্রীখণ্ডচন্দন। (জটাধর)

সর্য্যা, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মুজঃফরপুর নগর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বয়া নামক নদীতটে অবস্থিত। হাপরা যাইবার একটী পাকা রাস্তা এই গ্রামের সম্মুখ দিয়া নদীবক্ষ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। একটী নীলকুঠী স্থাপিত হইবার পর হইতেই এখানে নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হওয়ায় স্থানটী বেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। এই গ্রামের অদূরে এক ব্রাহ্মণের বাস্তভিটায় একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত একটী ৩০ ফিট্ উচ্চ স্তম্ভ (monolith) বিরাজিত আছে। উহার শীর্ষদেশে একটী সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত। মৃত্তিকাভ্যন্তরে উহার ভিত্তি কতদূর বিস্তৃত আছে, অনেক দূর খনন করিয়াও উহার মূলদেশ পাওয়া যায় নাই। যে ব্রাহ্মণের ভিটায় ঐ স্তম্ভ আছে তাহার ও গ্রামবাসী সাধারণের বিশ্বাস ঐ স্তম্ভের নিম্নভাগে বহুধন রত্ন প্রোথিত আছে। ধনের আশায় ব্রাহ্মণ উহার পার্শ্বে একটী কূপ খনন করান, দুঃখের বিষয় তাহাতে কোন ফল হয় নাই। স্থানীয় লোকে ঐ স্তম্ভটীকে 'ভীমসেনের গদা' বলিয়া অভি-হিত করে।

সর্ব্ব, সর্ব্বণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সকর্ম সেট্। লট্ সর্ব্বতি। লোট্ সর্ব্বতু। লিট্ সসর্ব্ব। লুট্ সর্ব্বিতা, লুঙ্ অসর্ব্বীৎ। ণিচ্ সর্ব্বয়তি। সন্ সিসর্ব্বিষতি।

সর্ব্ব (পুং) সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বতীতি সর্ব্ব গতৌ পচাদ্যচ্ বা সৃ-গতৌ

(সর্ব্বনিঘৃষ্টেতি। উণ্ ১।১৫৩) ইতি বন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ শিব, মহাদেব। ইহা মহাদেবের ক্ষিতিমূর্ত্তি, শিবপূজাকালে এই সর্ব্বস্বরূপ ক্ষিতিমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা বিহিত হইয়াছে। ২ বিষ্ণু।

"অসতশ্চ সতশ্চৈব সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়াঃ।
সর্ব্বস্য সর্ব্বদা জ্ঞানাৎ সর্ব্বমেতং প্রচক্ষতে॥" (বিষ্ণুপু°)

যিনি অসৎ এবং সৎ সকল কার্য্যের মূল এবং অব্যয় এবং যাহার সকল বিষয়ে সর্ব্বদা জ্ঞান তাহাকে সর্ব্ব কহে।

সর্ব্ব (ত্রি) সৃ-বন্। সম্পূর্ণ, সকল, সমগ্র, সমুদায়। এই শব্দ সর্ব্বনাম। সুতরাং ব্যাকরণ মতে সাধারণ অকারান্ত শব্দের মতন রূপ না হইয়া সর্ব্বনাম শব্দের ন্যায় রূপ হইবে।

সর্ব্বংসহ (ত্রি) সর্ব্বং সহতে ইতি সহ-(পূঃসর্ব্বয়োর্দারিসহোঃ। পা ৩।২।৪১) ইতি খচ্, অরুর্দ্বিষদিতি মুম্। সকল সহিষ্ণু, সর্ব্বক্লেশাদিসহ, যিনি সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন।

"কামং সন্তু দৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোঽস্মি সর্ব্বংসহঃ।" (সাহিত্য দ° ২১২০)

(পুং) রাজা, ভূপতি। (কাশিকা) স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বংসহা=পৃথিবী। (অমর)

সর্ব্বংহর (ত্রি) ১ সকল হরণকারী। ২ যাহা সকল হরণ বা বহন করে। (শাঙ্খা° ব্রা° ২১৯)

সর্ব্বক (ত্রি) সর্ব্বশব্দস্য টেঃ পূর্ব্বমকঃ তস্মাৎ স্বার্থে কঃ। সকল, সমুদায়।

সর্ব্বকভার্য্য (ত্রি) সর্ব্বিকা ভার্য্যা যস্য। সর্ব্বিকার স্বামী। (পা ৬।৩।৩৫ বার্ত্তিক ৪)

সর্ব্বকর্ত্তৃ (পুং) সর্ব্বেষাং কর্ত্তা। ব্রহ্মা, তিনি এই সকল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য তিনি সর্ব্বকর্ত্তা। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বকর্ম্মন্ (ক্লী) সর্ব্বং কর্ম্ম। সকল প্রকার কর্ম্ম, সমুদায় কার্য্য।

সর্ব্বকর্ম্মীণ্ (ত্রি) সর্ব্বকর্ম্মণি ব্যাপ্নোতীতি সর্ব্বকর্ম্ম (তৎসর্ব্বাদেঃ পথ্যঙ্গ কর্ম্মপত্রপাত্রং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭) ইতি খ। সকল কর্ম্মকর্ত্তা, সকল প্রকার কর্ম্মকারী।

"সংগ্রামে সর্ব্বকর্ম্মীণৌ বাহুযন্তৌপজানুকৌ।" (ভট্টি ৫ স°)

সর্ব্বকাঞ্চন (ত্রি) সর্ব্বং কাঞ্চনং যস্য। সকল কাঞ্চনযুক্ত, সমুদায় কাঞ্চননির্ম্মিত।

"ততোঽপশ্যৎ সুবিস্তীর্ণে পর্য্যঙ্কে সর্ব্বকাঞ্চনে।" (মার্ক°পু° ২১।১৬)

সর্ব্বকাম (পুং) সর্ব্বঃ কামঃ। সকল কামনা, সকল প্রকার কামনা। (ত্রি) সর্ব্বঃ কামো যস্য। ২ সকল প্রকার কামনাবিশিষ্ট।

সর্ব্বকামদুঘ (ত্রি) সর্ব্বান্ কামান্ দোগ্ধি দুহ-ক। সকল কামনা দোহনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বকামদুঘা—সকল কামনা দোহনকারিণী=পৃথিবী।

কামং ববর্ষ পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বকামদুঘামহী।" (ভাগবত ১।১০।৩)

সর্ব্বকামদুহ্ (ত্রি) সর্ব্বান্ কামান্ দোগ্ধি দুহ-ক্বিপ্। সকল কামনা দোহনকারী।

সর্ব্বকামময় (ত্রি) সর্ব্বকাম-স্বরূপে ময়ট্। সকল কামনা স্বরূপ।

সর্ব্বকামিক (ত্রি) ১ যাহা সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দেয়। সর্ব্বকামনা পূর্ণকারী। (ভাগবত ৯।৪।১৯) ২ সকল বিষয়েই বাসনাকারী।

সর্ব্বকামিন্ (ত্রি) সর্ব্বকাম অস্ত্যর্থে ইনি। সকল প্রকার কামনাযুক্ত।

সর্ব্বকাম্য (ত্রি) সকল কামনার বিষয়ভূত। স্ত্রিয়াং টাপ্। [?] ইয়ত্তমা।

সর্ব্বকারক (ত্রি) সর্ব্বস্য কারকঃ। সকলের কারক। (পুং) ২ ব্যাকরণোক্ত কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি সকল প্রকার কারক।

সর্ব্বকারণ (ক্লী) সর্ব্বস্য কারণং। সকলের কারণ। সকলের হেতু।

সর্ব্বকারিন্ (ত্রি) সর্ব্বং করোতি-কৃ-ণিনি। সকল যিনি করেন, সর্ব্বজগৎস্রষ্টা, ব্রহ্মা। 'কারঃ কৃত্যং তদ্ যেষামস্তি তে কারিণস্তেষাং কার্য্যাপেক্ষিণাং সর্ব্বেষাম্।' (রামা° ৭।৫৯।২২ টীকা)

সর্ব্বকাল (পুং) ১ সকল সময়, সর্ব্বদা। ২ চিরন্তন।

সর্ব্বকৃচ্ছ্র (ত্রি) সকল প্রকার কষ্ট বা তদ্বিশিষ্ট। (ভারত ১২প°)

সর্ব্বকৃৎ (ত্রি) সর্ব্বং করোতি-কৃ-ক্বিপ্-তুকচ্। সকল-কারী সর্ব্বস্রষ্টা।

সর্ব্বকৃষ্ণ (ত্রি) সর্ব্বঃ কৃষ্ণো যস্য। সকল কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

সর্ব্বকেশ (পুং) সকল কেশ।

সর্ব্বকেশক (ত্রি) সর্ব্বগাত্রে উৎপন্ন কেশযুক্ত। (অথ° ৪।৩৭।১১)

সর্ব্বকেশিন্ (পুং) সর্ব্বকেশোঽস্যাস্তীতি সর্ব্বকেশ (সর্ব্বাদেশ্চেতি বক্তব্যং। পা ৫।২।১৩৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ইনি। নট, নৃত্যকারক। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বক্রতু (পুং) সসোম যাগনিচয়। সর্ব্বক্রতু ও সর্ব্বযজ্ঞ শব্দ সাধারণতঃ শ্রীভগবানের নাম স্বরূপেই উক্ত হইয়া থাকে।

সর্ব্বক্রতুময় (ত্রি) সর্ব্বক্রতু-ময়ট্। সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু।

সর্ব্বক্ষার (পুং) সর্ব্বেষাং ক্ষারঃ। ক্ষারভেদ। চলিত সাবান, পর্য্যায়—বহুক্ষার, সমূহক্ষারক, স্তোমক্ষার, মহাক্ষার, মলারি, ক্ষারভেদক। গুণ—অতিশয়ক্ষারত্ব, চক্ষুষ্যত্ব, বস্তিশোধন, উদাবর্ত্ত ও কৃমিনাশক, মল ও বস্ত্র বিশোধন। (রাজনি°)

সর্ব্বক্ষিৎ (ত্রি) সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন, ব্রহ্মন্।

সর্ব্বগ (ক্লী) সর্ব্বং গচ্ছতীতি গম (অন্যাত্যস্তাধ্বেতি পা ৩।২।৪৮)

ইতি ড। ১ জল। (মেদিনী) (পুং) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০৪) ৩ ব্রহ্মা। (মেদিনী) ৪ আত্মা। (শব্দমালা) ৫ ভীমের পুত্র। (ভারত ১।৯৫।৭৭) (ত্রি) ৬ সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বব্যাপী।

সর্ব্বগত (ত্রি) সর্ব্বং গতঃ দ্বিতীয়াতৎপু°। সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রস্থিত।

সর্ব্বগন্ধ (ক্লী) সর্ব্বে গন্ধা যত্রেতি। চতুর্জাতকাদি কক্কোল, লবঙ্গ, অগুরু, সিহ্লক।

"চতুর্জাতককক্কোললবঙ্গাগুরুসিহ্লকং।
সর্ব্বগন্ধমিদং চাগ্রং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতং॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

ভাবপ্রকাশমতে লবঙ্গের সহিত কর্পূর, কক্কোল, অগুরু ও কুঙ্কুম মিশ্রিত হইলে সর্ব্বগন্ধ বলা যায়।

"চতুর্জাতককর্পূরকক্কোলাগুরুকুঙ্কুমং।
লবঙ্গসহিতঞ্চৈব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

এই শব্দ পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। (ত্রি) ২ সর্ব্বগন্ধবিশিষ্ট। (ছান্দোগ্যউপ° ৩।১৪।২)

সর্ব্বগন্ধময় (ত্রি) সর্ব্বগন্ধস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বগন্ধস্বরূপ, সকল প্রকার গন্ধস্বরূপ।

সর্ব্বগন্ধিক (ত্রি) সকল প্রকার গন্ধবিশিষ্ট। (সুশ্রুত)

সর্ব্বগা (স্ত্রী) সর্ব্বং গচ্ছতীতি গম-ড-টাপ্। প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ সর্ব্বত্রগামিনী।

সর্ব্বগায়ত্র (ত্রি) সম্পূর্ণ গায়ত্রী মন্ত্রবিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ১১।৫।২।৯)

সর্ব্বগু (ত্রি) গবাদি পশুসমষ্টিবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ৫।৬।১১)

সর্ব্বগুণ (ত্রি) সকলগুণবিশিষ্ট, সকলপ্রকার গুণযুক্ত। (ক্লী) ২ সকলপ্রকার গুণ।

সর্ব্বগুণবিশুদ্ধিগর্ভ (পুং) বোধিসত্বভেদ।

সর্ব্বগুণসঞ্চয়গত (পুং) বৌদ্ধমতে, সমাধিভেদ। (প্রজ্ঞাপারমিতা)

সর্ব্বগুণিন্ (ত্রি) সর্ব্বগুণমস্ত্যস্তীতি গুণ-ণিনি। সকল প্রকার গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বগুণান্বিত।

সর্ব্বগুপ্ত, ১ একজন জৈনসূরি। (জৈনহরিবংশ ১২। ৭৫) ২ একজন কবি। ভট্টসর্ব্বগুপ্ত নামে পরিচিত। ৭৪৬ বিক্রম-সম্বতে রাজা দুর্গগণের রাজত্ব সময়ে উৎকীর্ণ ঝালরাপাটনের শিলালিপি ইঁহার বিরচিত।

সর্ব্বগুরু (পুং) সর্ব্বস্য গুরু। সকলের গুরু।

সর্ব্বগুহ্যময় (ত্রি) যাহা সর্ব্বতোভাবে গোপনীয় ভাবাপন্ন। যে ব্যাপারের আভ্যন্তরিক রহস্য উদ্ঘাটিত হয় না। যে সকল মন্ত্রাদির মৌলিক তাৎপর্য্যার্থ বোধগম্য হইবার নহে।

সর্ব্বগৃহ (ত্রি) সমগ্র গৃহস্থ। ভৃত্যাদিযুক্ত পরিবার।

সর্ব্বগ্রন্থি (পুং) সর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থিরিব যত্র। পিপ্পলীমূল। (রাজনি°)

সর্ব্বগ্রন্থিক (ক্লী) সর্ব্বগ্রন্থি-স্বার্থে কন্। পিপ্পলীমূল। (হেম)

সর্ব্বগ্রহ (পুং) সমুদয় গ্রহ, আদিত্যাদি সকল গ্রহ।

সর্ব্বগ্রহরূপিন্ (পুং) সর্ব্বগ্রহরূপ-অস্ত্যর্থে ইনি। সকল গ্রহস্বরূপ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, জনার্দ্দন।

সর্ব্বগ্রাস (ত্রি) সম্যক্ গ্রাস। (নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ)

সর্ব্বগ্রাসম্ (অব্য) রোম ও চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভক্ষণ।

সর্ব্বঙ্কষ (ত্রি) সর্ব্বং কষতি-কষ-(সর্ব্বকূলাভ্রকরীষেষু কষঃ। পা ৩।২।৪২) ইতি খচ্ ততো মুম্। খল, সর্ব্বাতিক্রামক, যিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া উঠেন, সর্ব্বপ্রধান পাপী।

সর্ব্বচক্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তিবিশেষ।

সর্ব্বচণ্ডাল (পুং) মারপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

সর্ব্বচন্দ্র, বাসবদত্তাটীকাপ্রণেতা।

সর্ব্বচরু (পুং) ঋষিভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।১)

সর্ব্বচর্ম্মীণ (ত্রি) সর্ব্বচর্ম্মণা কৃতঃ সর্ব্বচর্ম্মন্ (সর্ব্বচর্ম্মণঃ কৃতঃ খখঞৌ। পা ৫।২।৫) ইতি খ। সকল চর্ম্মনির্ম্মিত। (সিদ্ধান্তকৌ°)

সর্ব্বচ্ছন্দক (ত্রি) সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ণকারী। (নীলকণ্ঠ)

সর্ব্বজ (ত্রি) সর্ব্বস্মাৎ জায়তে জন-ড। সকল কারণ হইতে জাত। সকল দোষ হইতে জাত।

সর্ব্বজন (পুং) সকল জন, সকল লোক।

সর্ব্বজনতা (স্ত্রী) সর্ব্বজন ভাবে তল-টাপ্। সর্ব্বজন।

সর্ব্বজনপ্রিয় (ত্রি) সর্ব্বজনস্য প্রিয়ঃ। সকল লোকের প্রিয়। সকল লোকের হিতকর। স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বজনপ্রিয়া = ঋদ্ধি, বৃদ্ধি। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বজনীন (ত্রি) সর্ব্বজনায় হিতঃ সর্ব্বজন (সর্ব্বজনাৎ ঠঞ্ খশ্চ। পা ৫।১।৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা খঃ। ১ সর্ব্বজনসম্বন্ধী। ২ সকলের হিতকারী। সর্ব্বলোকহিতকর। ৩ বিখ্যাত।

সর্ব্বজনীয় (ত্রি) সকল লোকের হিতকর। (পাণিনি ৫।১।৯)

সর্ব্বজন্মন্ (ত্রি) সর্ব্বজনবিশিষ্ট, সকল জাতিত্ব যাহাতে বিদ্যমান। (অথর্ব্ব ১১।৪।২৩)

সর্ব্বজয় (পুং) সর্ব্বস্য জয়ঃ। সকলের জয়। সকল বিষয়ে জয়। সকল কার্য্যে জয়।

সর্ব্বজয়া (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং জয়ো যস্যাঃ। যোষিদ্ব্রতবিশেষ, অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসের সংক্রান্তিতে স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য একটী ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য। বৎসরান্তে ইহার প্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। এই ব্রতের ফলে স্ত্রীদিগের সকল প্রকার সৌভাগ্যলাভ হয়। স্কন্দ-পুরাণে এই ব্রতের বিধান লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মী একদিন

নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভগবন্! কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে নারীগণ সকল মনোরথ, অতুল সৌভাগ্য এবং পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করিতে পারে? ইহাতে ভগবান্ বলেন যে, সর্ব্বজয়া নামে এক ব্রত আছে, ইহা সকল ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরুষদিগের মধ্যে যেমন গয়াশ্রাদ্ধ, তদ্রূপ স্ত্রীদিগের মধ্যে এই ব্রত। তুমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবী মধ্যে এই ব্রতের প্রচার কর। লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, প্রভু! এই ব্রতের বিধান কিরূপ, কোন সময় ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমাকে নিবেদন করুন। ইহাতে নারায়ণ বলেন যে, এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাস পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী দ্রব্য দান করিয়া ত্যাগ করিতে হয়। যে দ্রব্য দান করিয়া ত্যাগ করিতে হয়, সেই দ্রব্য আর গ্রহণ করিতে নাই। অগ্রহায়ণ মাসে শাক, পৌষমাসে লবণ, মাঘে তৈল, ফাল্গুনে পুগ, চৈত্রে পুষ্প, বৈশাখে ভক্ত, জ্যৈষ্ঠে ধারাজল, আষাঢ়ে দধি, শ্রাবণে বস্ত্র, ভাদ্রে ব্যঞ্জন, আশ্বিনে ঘৃত এবং কার্ত্তিক মাসে শয্যা এই দ্বাদশ দ্রব্য যথাক্রমে পরিত্যাগ করিবে। প্রতিষ্ঠাকালে এই সকল দান করিয়া পুনরায় উহা গ্রহণ করিতে হয়। যিনি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার সকল মনোরথসিদ্ধি, পুত্র-পৌত্রাদি লাভ এবং স্বর্গলাভ হয়।

ব্রতবিধান—অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই ব্রতের বিধান অভিহিত হইল। ব্রতের সাধারণ নিয়মানুসারে ব্রতানুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। সামান্যোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

"অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ বিষ্ণুপদীসংক্রান্ত্যামারভ্য বর্ষপর্য্যন্তং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দ্বাদশমাসশাকাদিত্যাগফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক-পুত্রপৌত্রাদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্ত্যুত্তরস্বর্গকামা-গণেশাদিহরগৌরীপূজাত্মকসর্ব্বজয়াব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প, সূক্তপাঠ, পরে সামান্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে সামান্যার্ঘ্য, জল ও আসনশুদ্ধি গণেশাদি পূজা করিয়া গৌরী সহিত হরের পূজা করিবে। ধ্যান—

"শ্বেতবর্ণং বৃষারূঢ়ং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনং।
বিভূতিভূষিতাঙ্গঞ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্মধরং শুভং॥
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং জটিলং চন্দ্রচূড়কং।
ত্রিনেত্রং পার্ব্বতীযুক্তং প্রমথৈশ্চ সমন্বিতং।
প্রসন্নবদনং দেবং বরদং ভক্তবৎসলম্॥"

এই ধ্যান, মানসপূজা ও অর্ঘ্যস্থাপনাদি করিয়া 'ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ', এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া ওঁ 'গৌরীসহিত হরায় নমঃ' এই মন্ত্রে শক্তি অনুসারে উপচারাদি দিয়া পূজা করিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র—

"নমস্তে পার্ব্বতীনাথ নমস্তে শশিশেখর।
নমস্তে পার্ব্বতী দেব্যৈ চণ্ডিকায়ৈ নমো নমঃ॥"

এইরূপে পূজা শেষ করিয়া এই ব্রতের কথা শ্রবণ করিতে হয়।

অথ ব্রতকথা—

লক্ষ্মীরুবাচ।

"ভগবন্তং সুখাসীনং লক্ষ্মীঃ পৃচ্ছতি কেশবং।
কেন ব্রতেন দেবেশঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বমনোরথং॥
সৌভাগ্যমতুলঞ্চাপি পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনং।
নানাসুখসমাযুক্তং লভ্যতে বৈষ্ণবং পদং॥
তদ্ব্রতং ব্রূহি মে দেব ক্রিয়তে চ ময়া প্রভো॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

"অস্তি সর্ব্বজয়া নাম ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং।
তস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ স্ত্রীণাং সর্ব্বমনোরথং॥
লোকত্রয়হিতে যুক্তা সিধ্যতীহ নসংশয়ঃ।
কুরুষ্ব তদ্ব্রতং দেবি প্রচারয় মহীতলে॥"

লক্ষ্মীরুবাচ।

"প্রসন্না যদি দেবেশ! বিধানং ময়ি কথ্যতাং।
সুখেন যেন দেবেশ ক্রিয়তে ব্রতমুত্তমং॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

"সর্ব্বজয়াব্রতং বক্ষ্যে শৃণু পদ্মে সুশোভনং।
নৈব দৃষ্টং ব্রতং দেবি যথা সর্ব্বজয়াব্রতং॥
পুরুষাণাং গয়াশ্রাদ্ধং স্ত্রীণাং সর্ব্বজয়াব্রতং।
পিত্রুদ্ধারণকং নাম মনোরথপ্রদায়কং॥
মার্গশীর্ষে ত্যজেৎ শাকং পৌণ্ডরীকং ফলং লভেৎ।
পৌষে তু লবণং ত্যক্ত্বা গোসহস্রফলং স্মৃতং॥
মাঘে তৈলং পরিত্যজ্য শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি মানবী।
ফাল্গুনে চ ত্যজেৎ পুগং ভবেৎ পতিব্রতা সতী।
চৈত্রে পুষ্পং পরিত্যজ্য সা যাতি পরমাং গতিং।
ভক্তং ত্যক্ত্বাথ বৈশাখে যাতি চন্দ্রপুরীং শুভাং॥
জ্যৈষ্ঠে ধারাজলং ত্যক্ত্বা বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ।
আষাঢ়ে চ দধি ত্যক্ত্বা বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ॥
শ্রাবণে বসনং ত্যক্ত্বা প্রজাপতিপুরং ব্রজেৎ।
ভাদ্রে তু ব্যঞ্জনং ত্যক্ত্বা নারায়ণপুরং ব্রজেৎ॥
আশ্বিনে চ ঘৃতং ত্যক্ত্বা লাবণ্যমুত্তমং লভেৎ।
শয্যাঞ্চ কার্ত্তিকে ত্যক্ত্বা প্রযাতি পরমাং গতিং॥
মাসান্তে চোপভুঞ্জীত সর্ব্বংদত্ত্বা দ্বিজাতয়ে।
শয্যা দেয়া ব্রতে পূর্ণে দানানি বিবিধানি চ॥

গৌর্য্যা হরস্য সম্পূজ্য পাকং ভুঞ্জীত পারণং।
এবং যা কুরুতে নারী বর্ষং যাবৎ সমাপ্যতে॥
স্বর্গে বসতি সা নিত্যং পুত্রপৌত্র প্রতিষ্ঠিতা।
তৎকুরুষ প্রযত্নেন যেন সর্ব্বজয়া ভব॥
শচীব দেবরাজস্য রতীব মদনস্য চ।
তৎসদৃশী ভবেৎ ভদ্রে ব্রতস্যাস্য প্রসাদতঃ॥"

ইতি স্কন্দপুরাণোক্ত সর্ব্বজয়াব্রতকথা সমাপ্তা।

এই কথা শ্রবণ ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। দ্বাদশমাসে যে দ্বাদশটী দ্রব্যত্যাগের বিধান আছে, ঐ দ্বাদশটী দ্রব্যত্যাগ কালে যথাযথ বাক্য করিয়া ত্যাগ করিতে হয় এবং বাক্যস্থলে অমুক দ্রব্য ত্যাগ জন্য অমুক ফল প্রাপ্তি-কামা, এইরূপ বাক্য করিতে হয়। প্রথমে লক্ষ্মীদেবী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, এবং পরে তিনিই এই ব্রতের প্রচার করেন। (কৃত্যচন্দ্রিকা)

সর্ব্বজিৎ (পুং) সর্ব্বান্ জয়তীতি জি-ক্বিপ্-তুক্‌চ। ১ কাল-চক্রের একবিংশ বর্ষ। ২ বার্হস্পত্যে আস্ত-বৎসর। (বৃহৎসংহিতা ৮।৩৭) (ত্রি) ৩ সকল জয়কর্ত্তা।

সর্ব্বজিৎ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত কয়েকজন রাজা।
(সহ্যা° ৩০।১৭, ৩১।১৫, ৩১।১৯, ৩৩।২৪)

সর্ব্বজীব (পুং) সর্ব্ব জীবঃ। সমুদয় জীব।

সর্ব্বজীবময় (ত্রি) সর্ব্বজীবস্বরূপে ময়ট্। সকল জীবস্বরূপ।

সর্ব্বজীবিন্ (ত্রি) সর্ব্বজীব-ইনি। সর্ব্বজীবযুক্ত, সর্ব্ব জীব-বিশিষ্ট।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ (পুং) বিষমজ্বরে ঔষধবিশেষ। ইহা দুই প্রকার স্বল্প ও বৃহৎ। প্রস্তুত প্রণালী—চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপুলমূল, বেণার মূল, দেবদারু, চিরাতা, বালা, কট্‌কী, কণ্ট-কারী, সজিনা বীজ, যষ্টিমধু, ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক মাষা, লৌহ আড়াই তোলা, এই সকল একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হয়। দোষের বলাবল অনুসারে অনুপান স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর আশু প্রশমিত হয়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ দুই পল, পারদ দুই তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপুল-মূল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, চিতামূল, এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রত্তি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান আদার রস ও মধু। এই ঔষধ সেবন করিলে বিষম জ্বর আশু প্রশমিত হয়, বিষম জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, সকল প্রকার জ্বর রোগেই এই ঔষধ বিশেষ প্রশস্ত।

অন্যবিধ—প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণ-মাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, শুদ্ধ পুটিত হরিতাল, ইহাদের প্রত্যেকে দুই তোলা, কান্ত-লৌহ ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উচ্ছে পাতার রস, দশমূলের কাথ, ক্ষেত পাপড়ার কাথ, ত্রিফলার কাথ, গুলঞ্চ রস, পানের রস, কাকমাচীর রস, নিসিন্দাপত্র রস, পুনর্নবার রস ও আদার রস, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া এক রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার বিষম জ্বর ও অতি কষ্টসাধ্য জ্বর সপ্তাহ মধ্যে নিরাকৃত হয়। পথ্য শালি তণ্ডুলের অন্ন ও তক্র প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিয়া যতদিন শরীর বিশেষ বলবান্ না হয়, ততদিন মৈথুনাদি বিশেষ নিষিদ্ধ। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বররোগাধি°)

সর্ব্বজ্ঞ (পুং) সর্ব্বং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৯) ২ বুদ্ধ। (অমর) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬১) (ত্রি) ৪ সকল জ্ঞাতা, যিনি সকল জানেন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ সর্ব্বজ্ঞা দুর্গা। (দেবীপু° ৪৫ অ°)

সর্ব্বজ্ঞ, ১ কর্ণাট দেশের একজন রাজা। ইঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ-দেব। অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বরতনয় পদ্মনাভের পুরুষোত্তমাদি পাঁচ পুত্র। পঞ্চম মুকুন্দের পুত্র কুমার-দেব। এই কুমারদেবের ঔরসে বঙ্গের রাজমন্ত্রী ও বৈষ্ণব-প্রধান শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন।

[রূপ ও সনাতন দেখ।]

২ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বজ্ঞতা [ত্ব] (স্ত্রী) সর্ব্বজ্ঞস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম, সকল বিষয়ে জ্ঞাতৃত্ব।

সর্ব্বজ্ঞদেব (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। (তারনাথ)

সর্ব্বজ্ঞ[শ্রী]নারায়ণ (পুং) শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বধৃত একজন স্মৃতি-নিবন্ধকার।

সর্ব্বজ্ঞপুত্র (পুং) জনৈক জৈনসূরি, ইহার অপর নাম শ্রীসিদ্ধ-সেনদিবাকর। ইনি কান্যকুব্জপতি শ্রীমুকুণ্ডরাজের প্রতি-পালিত শ্রীস্কন্দিলাচার্য্যের শিষ্য শ্রীবৃদ্ধবাদসূরির শিষ্য।

সর্ব্বজ্ঞমিত্র (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত কএকজন রাজামাত্য। (রাজতর° ৪।২১০) ২ বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সর্ব্বজ্ঞম্মন্য (ত্রি) আত্মানং সর্ব্বজ্ঞং মন্যতে সর্ব্বজ্ঞ-মন-খশ্ ম। সর্ব্বজ্ঞমানী, যিনি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করেন।

সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বর ভট্টারক, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আয়ু-র্ব্বেদবিৎ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রসেশ্বরদর্শনে ইহার উল্লেখ আছে।

সর্ব্বজ্ঞবাসুদেব (পুং) শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত একজন কবি।

সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু (পুং) একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। (সর্ব্বদ°প° ১।৭)

সর্ব্বজ্ঞাতৃ (ত্রি) সর্ব্বস্য জ্ঞাতা। সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন।

সর্ব্বজ্ঞাত্মাগিরি (পুং) সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির নামান্তর।

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, সংক্ষেপশারীরকরচয়িতা। ইনি দেবেশ্বরের শিষ্য। মনুকুলাদিত্য নামক এক রাজার আশ্রমে থাকিয়া ইনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। [সর্ব্বজ্ঞাত্মগিরি দেখ।]

সর্ব্বজ্ঞান (ক্লী) সকল বিষয়ক জ্ঞান। সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান।

সর্ব্বজ্ঞানময় (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ। সকল জ্ঞানাধার বিষ্ণু। (মনু ২।৭)

সর্ব্বজ্যানি (স্ত্রী) সমগ্র সম্পত্তির নাশ বা বিলয়।

(অথর্ব্ব ১১।৩।৫৫)

সর্ব্বজ্যোতি[স্] (ক্লী) চারি সহস্রভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৬।১।১)

সর্ব্বতঃপাণিপাদ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ। বিষ্ণু, সর্ব্ব স্থলে যাহার হস্ত ও পদ।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (গীতা ১৩।১৪)

সর্ব্বতনু[নূ] (ত্রি) অঙ্গপ্রত্যাদিবিশিষ্ট সমগ্র দেহযষ্টি।

(অথর্ব্ব ৫।৬।১১)

সর্ব্বতপোময় (ত্রি) সর্ব্বতপঃ স্বরূপে ময়ট্। সকল তপস্যা স্বরূপ, সমস্ত তপোস্বরূপ।

সর্ব্বতন্ত্র (পুং) সর্ব্বং তন্ত্রমস্যেতি সর্ব্বং তন্ত্রমধীতে বেদো বা। ১ সকল তন্ত্রাধ্যেতা, বা সকল তন্ত্রজ্ঞাতা। (ক্লী) ২ সকল শাস্ত্র। ৩ সমুদায় তন্ত্রশাস্ত্র। ৪ সাধারণ তন্ত্র (Republic)। ৫ স্বতঃ সিদ্ধ, যে কথা প্রমাণসাপেক্ষ নহে, আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

সর্ব্বতশ্চক্ষুস্ (ত্রি) সর্ব্বতশ্চক্ষুর্যস্য। চারিদিকে চক্ষুবিশিষ্ট, যাহার চারিদিকে চক্ষু আছে। সর্ব্বতোঽক্ষি বিষ্ণু।

সর্ব্বতঃশুভা (স্ত্রী) সর্ব্বতঃ শুভং যস্যাঃ। প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ চারিদিকে শুভবিশিষ্ট।

সর্ব্বতঃশ্রুতিমৎ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্তং। সকল স্থলে শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট, ব্রহ্ম। (গীতা ১৩।১৫)

সর্ব্বতস্ (অব্য°) চতুর্দ্দিগভিব্যক্তি। পর্য্যায়—সমন্ততঃ, পরিতঃ, বিশ্বক্। (অমর) সকল দিকে, সকল বিষয়ে, সকল প্রকারে, সম্পূর্ণ রূপে। সর্ব্ব-তসিল্। ২ সর্ব্ব, সকল।

"অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।" (মনু ১।৫)

'প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ প্রথমার্থে তসিঃ, স্বকার্য্যাক্ষমমিত্যর্থঃ, (কুল্লুক) সর্ব্ব পঞ্চমী বা সপ্তমী স্থানে তসিল্। ৩ সকল বিষয়ে বা সকল বিষয় হইতে।

সর্ব্বতাপন (পুং) সর্ব্বান্ তাপয়তীতি তপ-ণিচ্-ল্যু। ১ কামদেব। (ত্রি) ২ সর্ব্বতাপক, যিনি সকলকে তাপ দেন।

সর্ব্বতিক্তা (স্ত্রী) সর্ব্বতোতিক্তা। কাকমাচী। (রাজনি°)

সর্ব্বতীর্থ (ক্লী) ১ সকল তীর্থ, সমুদায় তীর্থ। ২ প্রাচীন গ্রামভেদ। (রামায়ণ ২।৭১।৪)

সর্ব্বতীর্থময় (ত্রি) সর্ব্বতীর্থ স্বরূপে ময়ট্। সমুদায় তীর্থস্বরূপ। 'সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা।' গঙ্গা সকল তীর্থ স্বরূপ, অর্থাৎ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে গঙ্গায় স্নানদানাদি করিলে সকল তীর্থের স্নান দানাদির ফল হয়।

সর্ব্বতীর্থাত্মক (ত্রি) সর্ব্বতীর্থস্বরূপ।

সর্ব্বতেজস্ (পুং) ব্যুষ্টের পুত্র। (ভাগবত ৪।১৩।১৪)

সর্ব্বতেজোময় (ত্রি) সকল তেজঃস্বরূপ।

সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য। সকল স্থানে যাহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, ব্রহ্ম। (গীতা ১৩।১৪)

সর্ব্বতোগামিন্ (ত্রি) সর্ব্বতো গচ্ছতি গম-ণিনি। সকল স্থলে গমনশীল, যিনি সকল স্থানে গমন করিতে পারেন।

সর্ব্বতোভদ্র (পুং ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রমস্যাদিতি। ১ ঈশ্বরগৃহ বিশেষ। (অমর) ২ দ্বার ও অলিন্দাদি ভিন্ন আঢ্য গৃহ। এই গৃহ দেবতা, রাজা ও রাজাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শুভ। যুক্তিকল্পতরু, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে কোন বাস্তুপ্রকরণে সর্ব্বতোভদ্র গৃহের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। [বাস্তু দেখ] (ত্রি) ২ সর্ব্বতো মঙ্গলপ্রদ। (ভাগবত ১।১৭।১১) সকল স্থানে যাহার মঙ্গল হয়। (পুং) সর্ব্বতোভদ্রমস্য। ৩ নিম্ববৃক্ষ। (অমর) ৪ ব্যূহবিশেষ। ৫ বিষ্ণুরথ। (শব্দরত্না°) ৬ বংশ। (শব্দচন্দ্রিকা) ৭ চিত্রকাব্যবিশেষ। (মেদিনী)

মহাকাব্য মধ্যে সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি চিত্রকাব্যের সমাবেশ করিতে হয়। উদাহরণ। (মাঘ ১৯।২৭)

স	কা	র	না	না	র	কা	স
কা	য়	সা	দ	দ	সা	য়	কা
র	সা	হ	বা	বা	হ	সা	র
না	দ	বা	দ	দ	বা	দ	না

ইহার প্রথম ও শেষ সকারনা, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ কায়সাদ, তৃতীয় ও পঞ্চম রসাহবা, চতুর্থ ও পঞ্চম নাদবাদ হইয়াছে, এবং শেষ হইতে ধরিলেও সকার না, কায়সাদ, রসাহবা, নাদবাদ হয় যে দিক দিয়াই ধরা হউক না কেন ঐ সকল অক্ষর প্রতিদিকেই হইবে। কেবল এইরূপে অক্ষর সমাবেশ

করিলেই এই চিত্রকাব্য হইবে না, অর্থ ও ছন্দঃ প্রভৃতিরও সঙ্গতি থাকা আবশ্যক।

"তদিদং সর্ব্বতোভদ্রং ভ্রমণং যদি সর্ব্বতঃ।" (দণ্ডী)

যে চিত্রবন্ধে চারিদিকে অক্ষর সকলের ভ্রমণ হয়, তথায় সর্ব্বতোভদ্র চিত্রবন্ধ হইয়া থাকে। মল্লিনাথ মাঘের ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে ঐ চিত্রবন্ধের উদ্ধার এইরূপে করিতে হয়। প্রথমে চারিটী কোষ্ঠ করিবে, তৎপরে চতুরঙ্গ দ্বারা বদ্ধ চারিটী পাদ ঐ প্রত্যেক কোষ্ঠে লিখিয়া পঙ্ক্তি চতুষ্টয়ে অধঃক্রম দ্বারা প্রথম ও চারিপাদে চারিদিকেই ঐ সকল পাদস্থ অক্ষর হইবে, তাহা হইলে এই চিত্রবন্ধ হইবে।

'উদ্ধারস্তু চতুঃকোষ্ঠে চতুরঙ্গবন্ধে পঙ্ক্তিচতুষ্টয়ে পাদচতুষ্কং বিলিখ্যানন্তরং পঙ্ক্তিচতুষ্টয়ে হ্যধঃক্রমেণ পাদচতুষ্টয়লেখনে প্রথমাসু চতসৃষু প্রথমপাদঃ সর্ব্বতো বাচ্যতে এবং দ্বিতীয়াদিষু দ্বিতীয়ঃ ইত্যাদি।" (মাঘটীকা ১৯।২৭)

সর্ব্বতোভদ্রচক্র (ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রং নাম চক্রং। মনুষ্য-দিগের জীবিতকালে শুভাশুভজ্ঞানার্থ চক্রবিশেষ। এই চক্র দ্বারা যুদ্ধযাত্রা, গমন প্রভৃতি কার্য্যে শুভ বা অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চক্রং ত্রৈলোক্যদীপনং।
বিখ্যাতং সর্ব্বতোভদ্রং সদ্যঃ প্রত্যয়কারণম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই চক্রটী নিম্নোক্ত প্রণালী ক্রমে অঙ্কিত করিতে হয়। ঊর্দ্ধ দশটী রেখা এবং তির্য্যক্ দশটী রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে এই চক্রের মধ্যে অকারাদি ১৬টী স্বর, ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণের চারি চারিটী ঘরে প্রদক্ষিণ ক্রমে চারিবার আবর্ত্তিত করিয়া বসাইবে। প্রথম পঙ্ক্তির ঈশানকোণের ঘরে অ, অগ্নিকোণের ঘরে আ, নৈর্ঋত কোণে ই এবং বায়ুকোণে ঈ, এইরূপ দ্বিতীয় পঙ্ক্তির ঈশানে উ, অগ্নিকোণে ঊ, নৈর্ঋতে ঋ, ও বায়ুকোণে ৠ, হইবে। তৃতীয় পঙ্ক্তির ঈশানে ৯, অগ্নিতে ৯, নৈর্ঋতে এ, বায়ুকোণে ঐ, চতুর্থ পঙ্ক্তির ঈশানে ও, অগ্নিকোণে ঔ, নৈর্ঋতে অং এবং বায়ুকোণে অঃ এই ১৬টী অক্ষর বিন্যাস করিবে।

তৎপরে অভিজিৎ ধরিয়া কৃত্তিকা আদি অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র সাত সাতটী ক্রমে পূর্ব্ব আদি চারিটী ঘরে লিখিতে হইবে। কৃত্তিকা হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত এই ৭টী নক্ষত্র দক্ষিণদিগের প্রথম পঙ্ক্তির ৭টী ঘরে, মঘা হইতে বিশাখা পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র পশ্চিম-দিগের প্রথম পঙ্ক্তির ৭টী ঘরে, অনুরাধা হইতে শ্রবণা পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র উত্তরদিগের প্রথম পঙ্ক্তির ৭টী ঘরে, এবং ধনিষ্ঠা হইতে ভরণী পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র বিন্যাস করিবে। এইরূপে উক্ত ২৮টী নক্ষত্র লিখিয়া পূর্ব্বদিকের দ্বিতীয় পঙ্ক্তির পাঁচটী ঘরে অবকহড এই ৫টী অক্ষর, দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় পঙ্ক্তির ৫টী ঘরে মটপরত, পশ্চিমদিগের দ্বিতীয়-পঙ্ক্তির পাঁচটী ঘরে নয়-ভজখ, উত্তর দিকের দ্বিতীয় পঙ্ক্তির পাঁচটী ঘরে গশদচল এই ৫টী অক্ষর লিখিবে।

পরে প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্ব আদি দিকে তিন তিনটী করিয়া ১২টী রাশি লিখিবে। পূর্ব্বদিকের তৃতীয় পঙ্ক্তির তিনটী ঘরে বৃষ, মিথুন ও কর্কট, এইরূপ দক্ষিণদিকে সিংহ, কন্যা ও তুলা, পশ্চিমদিকে বৃশ্চিক, ধনু ও মকর এবং উত্তরদিকে কুম্ভ, মীন ও মেষ এই দ্বাদশটী রাশি লিখিবে।

চতুর্থ পঙ্ক্তির পূর্ব্বদিকের চারিটী ও মধ্যের একটী এই পাঁচটী ঘরে নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা এই তিথি এবং মঙ্গলাদি ৭টী বার লিখিতে হইবে। উক্তরূপে সর্ব্বতোভদ্র চক্র অঙ্কিত করিতে হয়। এই চক্র সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম। ঐ চক্র দেখিলেই কোথায় কোন গ্রহ, বার, রাশি, অক্ষর প্রভৃতি হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। [পর পৃষ্ঠা দেখ।

এই রূপে চক্র অঙ্কিত করিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণতঃ যে সকল গ্রহ ক্রূর এবং যাহারা শুভ, এই চক্রেও সেই সকল গ্রহদিগকে ক্রূর ও শুভ স্থির করিতে হইবে। এই চক্রে যে নক্ষত্রে গ্রহ অবস্থিতি করে, সেই অবধি করিয়া বামে, সম্মুখে ও দক্ষিণে তিনটী বেধ করিবে। ক্রূর গ্রহকর্ত্তৃক ভুক্ত, আক্রান্ত, ভুজ্যমান ও বেধযুক্ত এই চারিটী অবস্থাগত নক্ষত্র শুভ ও অশুভ সকল কার্য্যেই যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে কোন কার্য্যই করিবে না।

মঙ্গল, কেতু, রাহু, রবি ও শনি এই পাঁচটী ক্রূর গ্রহ বক্র-গামী হইলে মধ্যভাগে অর্থাৎ সম্মুখে দৃষ্টি হইবে। বাম, দক্ষিণ ও সম্মুখ বেধে যে সকল অক্ষর নক্ষত্র, তিথি ইত্যাদি লিখিত আছে, তাহার ফল তদনুযায়ী হইবে।

এই চক্রের বহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে ঘ ঙ ছ, দক্ষিণে ষ ণ চ, পশ্চিমে ধ ফ ঢ এবং উত্তরে ঞ ঝ থ লিখিতে হইবে। ক প ভ দ এই চারিটী অক্ষরের প্রত্যেক দ্বারা ক্রমে তিন তিনটী অক্ষর বিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের দ্বিতীয় পঙ্ক্তির মধ্য ঘরের ককারের সহিত ঘ ঙ ছ এই তিনটী অক্ষরের বেধ, দক্ষিণদিকের মধ্য ঘরের পকারের সহিত, ষ, ণ, চ, এই তিন অক্ষরের বেধ, পশ্চিম-দিকের দ্বিতীয় পঙ্ক্তির মধ্য ঘরের ভকারের সহিত ধ, ফ, ঢ, এই তিন অক্ষরের বেধ, এবং উত্তরদিকের দ্বিতীয় পঙ্ক্তির মধ্য ঘরের দকারের সহিত থ, ঝ, ঞ, এই তিন অক্ষরের বেধ হয়।

পূর্ব্বদিকের প্রথম পঙ্ক্তিস্থ আর্দ্রা নক্ষত্রের সহিত ঘ ঞ ছ, দক্ষিণদিগের হস্তানক্ষত্রের সহিত ষ, ণ, চ, পশ্চিমদিকের

সর্ব্বতোভদ্র চক্র।

পূর্ব্ব—ঘ ঙ ছ

উত্তর—ঞ ক অ (বাম পার্শ্বে) ; দক্ষিণ—ম ণ চ (দক্ষিণ পার্শ্বে)

অ	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	আ
২	উ	অ	ব	ক	হ	ড	ঊ	১০
১	জ	৯	বৃষ	মিথুন	কর্ক্কট	৯	ম	১১
২৭	চ	মেষ	ও	নন্দা, রবি,ম	ঔ	সিংহ	ট	১২
২৬	দ	মীন	শুক্র, রিক্তা	পূর্ণা, শনি	ভদ্রা, বুধ	কন্যা	প	১৩
২৫	শ	কুম্ভ	অঃ	জয়া, বৃহ	অং	তুলা	র	১৪
২৪	গ	এ	মকর	ধনু	বৃশ্চিক	এ	ত	১৫
২৩	ঋ	থ	জ	ভ	য	ন	ঋ	১৬
ঈ	২২	০	২১	২০	১৯	১৮	১৭	ই

পশ্চিম—ধ ফ ছ

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের সহিত ধ ফ ঢ়, উত্তরদিকের উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রেব সহিত থ, ঝ, ঞ এই অক্ষরের বেধ হইবে।

ব ব, শ স, থ য, জ য, এবং ঙ ঞ এই দুই দুইটী অক্ষর প্রত্যেকে পরস্পরের সমান শুভ ও অশুভ গ্রহের বেধে এই দুই দুইটী অক্ষরের কোন একটী অক্ষর বিদ্ধ হইলে অন্য দ্বিতীয় অক্ষর বেধযুক্ত হইবে বুঝিতে হইবে।

অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ৯ ৡ, এ ঐ, ও ঔ, অং, অঃ, এই প্রত্যেক দুই দুইটী স্বরবর্ণের একটি অক্ষরের বেধ হইলে সেই দুইটী অক্ষরেরই বেধ হইবে।

ঈশানকোণের ভরণী ও কৃত্তিকা, অগ্নিকোণের অশ্লেষা ও মঘা, নৈর্ঋতকোণের বিশাখা ও অনুরাধা, বায়ুকোণের শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা এই প্রত্যেক দুই দুইটী নক্ষত্রের শেষ ও প্রথম পাদে গ্রহ গমন করিলে অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ৯ ৡ, এ ঐ, ও ঔ, অং অঃ, প্রত্যেক চারিপঙ্‌ক্তির চারিকোণের চারি চারিটী অক্ষরের এবং পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথির বেধ হয়। ঈশান কোণস্থ ভরণীর অন্ত্যপাদে ও কৃত্তিকার আদ্য পাদে গ্রহ থাকিলে প্রথম পঙ্‌ক্তির ঈশানকোণস্থিত অ, অগ্নিকোণস্থ আ, নৈর্ঋতকোণস্থ ঈ, এই চারিটী অক্ষরের এবং মধ্যকোষ্ঠস্থ পূর্ণ তিথির বেধ হয়। ইত্যাদি রূপে গ্রহদিগের বেধ স্থির করিতে হয়। শনি, রবি, রাহু, কেতু ও মঙ্গল এই পাঁচটী ক্রূর গ্রহের বেধে যথাক্রমে উদ্বেগ, ভয়, হানি, রোগ ও মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক নক্ষত্র বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভ্রান্তি, অক্ষর বিদ্ধ হইলে ক্ষতি, স্বর বিদ্ধ হইলে পীড়া, তিথি বিদ্ধ হইলে ভয়, রাশি বিদ্ধ হইলে মহাবিঘ্ন এবং এই সমুদায়ই যদি বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণহানি হয়। একটী পাপগ্রহের বেধে যুদ্ধে ভয়, দুইটীতে অর্থক্ষতি, তিনটিতে যুদ্ধে ভঙ্গ এবং চারিটীতে মৃত্যু হইয়া থাকে।

যেমন ক্রূর গ্রহের বেধে অশুভফল হয়, তদ্রূপ শুভগ্রহের বেধে শুভফল হয়। কিন্তু বুধ শুভগ্রহ হইয়াও অশুভ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে অশুভফলপ্রদ হইয়া থাকে। সূর্য্যের বেধে মনস্তাপ, ক্ষীণচন্দ্রের বেধে অশুভ এবং পূর্ণচন্দ্রের বেধে শুভ, মঙ্গলের বেধে দ্রব্যক্ষতি, শনির বেধে ব্যাধি, রাহু ও কেতুর বেধে বিঘ্ন, শুক্রের বেধে রতিলাভ, বুধের বেধে বুদ্ধির প্রাখর্য্য, এবং বৃহস্পতির বেধে সর্ব্বত্র শুভফল হয়।

ক্রূরগ্রহ কর্ত্তৃক যে তিথি, রাশি অংশ ও নক্ষত্র বিদ্ধ হয়, সেই তিথি, রাশি ও নক্ষত্রাদিতে সকল প্রকার শুভকার্য্য যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। তিথি ও রাশি আদির বেধ সময়ে কোন কার্য্যের উদ্যোগ করিলে তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। বেধকালে বিবাহে বৈধব্য, যাত্রা করিলে প্রত্যাগমন হয় না এবং রোগ হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। পীড়ার সময় বক্রগামী ক্রূরগ্রহের বেধে পীড়িত ব্যক্তির রোগ বহু কালব্যাপী হয়।

এই চক্রে পূর্ব্বাদিক্রমে যে দিকে নক্ষত্রবেধ হয়, সেই দিকে গ্রামে, ও দুর্গে সৈন্যভঙ্গ, দুর্গাদির নামের প্রথম অক্ষর বিদ্ধ হইলে সেই দুর্গাদির ধ্বংস হয়। শতপদ চক্রানুসারে আদ্য অক্ষর দ্বারা নক্ষত্র ও রাশি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়।

পূর্ব্ব আদি দিকে রবি বৃষ আদি ত্রিরাশিস্থ হইলে সেই দিক্ অস্তগত হয় এবং অপর তিনটী দিক্ সর্ব্বদা উদিত থাকে অর্থাৎ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে বৃষ, মিথুন ও কর্কট এই তিন রাশিস্থিত হইলে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই তিন মাসে পূর্ব্বদিকে অস্তমিত এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর এই তিন দিকে উদিত থাকে। সূর্য্য দক্ষিণদিকে সিংহ, কন্যা ও তুলা এই তিন রাশিস্থিত হইলে ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণদিকে অস্তগত হইবেন এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব এই তিন দিক্ উদিত থাকিবেন। এইরূপে সূর্য্য পশ্চিমদিকে বৃশ্চিক, ধনুঃ ও মকর এই তিন রাশিগত হইলে অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসে পশ্চিম দিক্ অস্তগত হয় এবং উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এই তিন দিক্ উদিত এবং সূর্য্য উত্তরদিকে কুম্ভ, মীন ও মেষ এই তিন রাশিগত হইলে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসে উত্তরদিকে অস্তগত এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই তিনদিকে উদিত হয়।

যে দিকে সূর্য্য ত্রিমাসকাল ধরিয়া তিনরাশি ভোগ ক্রমে অবস্থান করেন, তখন সেই দিক্, এবং সেই দিক্ স্থিত নক্ষত্র, স্বর, অক্ষর, রাশি, তিথি এবং বার সমস্তই অস্তগত জানিতে হইবে। অস্তদিকে নক্ষত্র অবস্থিত থাকিলে রোগ, অক্ষর থাকিলে ক্ষতি, স্বর থাকিলে শোক, রাশি থাকলে বিঘ্ন ও তিথি থাকিলে ভয় ঘটিয়া থাকে। এবং যদি অস্তদিকে নক্ষত্র, অক্ষর, স্বর, রাশি ও তিথি এই পাঁচটাই অবস্থিত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। এই অস্তদিকে কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে না, অনুষ্ঠান করিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। উদিত অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

এই সর্ব্বতোভদ্রচক্রে উক্তরূপে কার্য্যের বিশেষতঃ যুদ্ধযাত্রায় শুভাশুভ ফল-নিরূপণ করিতে হয়।

নরপতি-জয়চর্য্যা স্বরোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল (ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রমস্ত সর্ব্বতোভদ্রং যৎ মণ্ডলং। মণ্ডলবিশেষ। দেবপ্রতিষ্ঠা, ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে পঞ্চবর্ণ গুড়ি দ্বারা যে মণ্ডল প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল কহে। ইহা এক প্রকার পূজাধার যন্ত্র। এই মণ্ডলের উপর ঘটাদি স্থাপন করিয়া তদুপরি দেবপূজা করিতে হয়। এই মণ্ডল অঙ্কন করিলে একখানি সুন্দর আসনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তন্ত্রসারে এই মণ্ডল অঙ্কনের প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করিতে না পারিলে স্বল্পসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল এবং তাহাও অঙ্কন করিতে না পারিলে তদভাবে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া পূজাদি করিবে।

সর্ব্বতোভদ্ররস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র ৪ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারা অর্দ্ধতোলা, কর্পূর, নাগকেশর, জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, ছোটএলাচি, গজপিপ্পলী, কুঁচ, তালিশপত্র, ধাঁইফুল, দারুচিনি, মুতা, হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিপ্পলী, আমলকী প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস, মধু ও চিনি। জ্বররোগাধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর, মন্দাগ্নি, আমদোষ, বিসূচিকা, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসং জ্বরচি°)

অন্যবিধ—প্লীহরোগাদিকারোক্ত রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, কান্তলৌহ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান রোগীর দোষের বলাবল দেখিয়া স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে প্লীহা, যকৃৎ, সকল প্রকার জ্বর প্রভৃতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

(রসেন্দ্রসারস° প্লীহাচি°)

সর্ব্বতোভদ্রলৌহ (পুং) অম্লপিত্ত-রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ, তাম্র, অভ্র, প্রত্যেক ১ পল, পারা ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, গুগ্‌গুল ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, ভেলারমুখী, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণ-পলাশের মূলের ছাল, তালমূলী, পুনর্নবা, মুতা, গুলঞ্চ, গোরক্ষ-চাকুলে, চাকুন্দে-বীজ, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়ক, ত্রিফলা, ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ মাষা, এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন

করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধমাষা হইতে আরম্ভ করিবে, রোগী দুর্ব্বল হইলে ইহার কম মাত্রাও আরম্ভ করিতে পারা যায়। এই ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অম্লপিত্তরোগা°)

সর্ব্বতোভদ্রা (স্ত্রী) সর্ব্বতো ভদ্রমঙ্গলমস্যাঃ। ১ গম্ভারী। ২ নটযোষিৎ। (মেদিনী)

সর্ব্বতোমুখ (ক্লী) সর্ব্বতো মুখমস্যেতি। ১ জল। (অমর) ২ আকাশ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ সমস্তত মুখবিশিষ্ট। (ভারত ১।২২১।১২) (পুং) ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৬৬) ৫ ব্রহ্মা। (কুমার ২।৩) ৬ আত্মা। (মেদিনী) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০০) ৮ ব্রাহ্মণ। (শব্দরত্না°) ৯ স্বর্গ। (শব্দমালা) ১০ অগ্নি। (তিথিতত্ত্ব)

সর্ব্বতোবৃত্ত (ত্রি) সর্ব্বতো বৃত্তং। চারিদিকে গোলাকার, চক্রাকার।

সর্ব্বত্র (অব্য°) সর্ব্বস্মিন্নিতি সর্ব্ব (সপ্তম্যাস্ত্রল্। পা ৫।৩।১০) ইতি ত্রল্। সকল দিকে, সকল স্থানে, সকল কালে, সকল বিষয়ে।

সর্ব্বত্রগ (পুং) সর্ব্বত্র গচ্ছতি গম-(ড-প্রকরণে সর্ব্বত্র পন্নয়োরুপসংখ্যানং। পা ৩।২।৪৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ড। ১ বায়ু। (ত্রি) ২ সর্ব্বত্রগামী।

সর্ব্বত্রগত (ত্রি) সর্ব্বত্রব্যাপ্ত, সম্পূর্ণ।

সর্ব্বত্রগামিন্ (পুং) সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি গম-ণিনি। ১ বায়ু। (শব্দচ°) (ত্রি) সর্ব্বদিকে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে গমনকর্ত্তা।

সর্ব্বত্রসত্ত্ব (ক্লী) সকল স্থলে সত্তাবিশিষ্ট, যিনি সকল স্থলে বিদ্যমান আছেন। (রামতাপনী উপ° ২৮৭)

সর্ব্বথা (অব্য°) সর্ব্বেণ প্রকারেণ সর্ব্ব (প্রকারবচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩) ইতি থাল্। সর্ব্বপ্রকার। সকল প্রকারে। ২ ভৃশ, অতিশয়। ৩ হেতু। ৪ স্বীকার। ৫ নিশ্চয়। ৬ প্রতিজ্ঞা। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বদ (ত্রি) সর্ব্বং দদাতীতি দা-ক। সর্ব্বদানকারী, যিনি সকল দান করেন।

সর্ব্বদণ্ডধর (পুং) শিব। (ভারত অনুশাসনপ°)

সর্ব্বদমন (পুং) সর্ব্বান্ দময়তীতি দম-ল্যু। ভরতরাজ, শকুন্তলার পুত্র। মহাভারতে ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, এই বালক ষড়্বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই আশ্রমস্থিত সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতিকে ধরিয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিত এবং উহাদের মধ্যে কাহারো পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিত এবং এই সকলকেই দমন করিয়া রাখিত। ঋষিগণ ইহার এই অলৌকিক সত্ত্ব অবলোকন করিয়া ইহার নাম সর্ব্বদমন রাখেন। (ভারত ১।৭৪ অ°) [শকুন্তলা ও ভরত দেখ।]

(ত্রি) ২ সর্ব্বদমনকর্ত্তা, যিনি সকলকে দমন করেন।

সর্ব্বদরাজ (পুং) রাজভেদ, শাক্যমুনি।

সর্ব্বদর্শন (ক্লী) ১ সকল বিষয়ে দৃষ্টি, দর্শন। (ত্রি) ২ সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিযুক্ত, যাহার সকল বিষয়ে দৃষ্টি আছে।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ (পুং) দর্শনশাস্ত্রের সংগ্রহগ্রন্থবিশেষ। মাধবাচার্য্য সকল দর্শনের সারসংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে চার্ব্বাক আদি করিয়া ১৮ খানি দর্শনের সারসংগ্রহ ও সাধারণ-মত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে সকল দর্শনের মোটামুটি মত জানিতে পারা যায়। অল্পদিন হইল, শঙ্করাচার্য্যরচিত 'সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তরত্ন' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকায়ত, আর্হত প্রভৃতি সকল দর্শনের সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [দর্শন শব্দ দেখ।]

সর্ব্বদর্শিন্ (পুং) সর্ব্বং পশ্যতীতি দৃশ-ণিনি। ১ বুদ্ধ। (শব্দরত্না°) ২ পরমেশ্বর। (ত্রি) ৩ সর্ব্বদ্রষ্টা, যিনি সকল অবলোকন করেন, যিনি সমুদয় দর্শন করেন।

সর্ব্বদা (অব্য°) সর্ব্ব (সর্ব্বৈকান্যকিংযত্তদঃ কালে দা। পা ৫।৩।১৫) ইতি দা। সদা, সকল সময়ে, সকল কালে।

সর্ব্বদাস (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

সর্ব্বদুঃখ (ক্লী) সকলপ্রকার দুঃখ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। ইহা ভিন্ন আর কোনরূপ দুঃখ নাই, যে কোন দুঃখই হউক না কেন, তাহা এই ত্রিবিধ দুঃখের অন্তর্গত।

সর্ব্বদুঃখক্ষয় (পুং) সর্ব্বেষাং দুঃখানাং ক্ষয়ো যত্র। মোক্ষ, সকলপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হইলে মোক্ষ হয়। (হেম) ২ সকল পীড়ানাশক।

সর্ব্বদুষ্টান্তকৃৎ (ত্রি) সকল প্রকার দুষ্টের দমন বা নাশকারী।

সর্ব্বদৃশ্ (ত্রি) সর্ব্বং পশ্যতি দৃশ্-ক্বিপ্। সর্ব্বদ্রষ্টা। সর্ব্বদর্শী। (ভাগবত ৮।২৪।৫০)

সর্ব্বদেবতাময় (ত্রি) সর্ব্বদেবতা স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বদেবতাস্বরূপ। (ভাগবত ৫।২৩।৮)

সর্ব্বদেবত্য (ত্রি) সর্ব্বদেবতাসম্বন্ধীয়। সর্ব্বদেবতার নিবাসভূত।

সর্ব্বদেবময় (পুং) সকল দেবতার স্বরূপ।

সর্ব্বদেবমুখ (পুং) সর্ব্বেষাং দেবানাং মুখং যত্র। অগ্নি, অগ্নি সকল দেবতার মুখস্বরূপ। কারণ অগ্নিতে দেবতা সকলের হোম করিলে তাহা দেবগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। (জটাধর)

সর্ব্বদেব সূরি, প্রমাণমঞ্জরী নামক বৈশেষিকগ্রন্থরচয়িতা।

সর্ব্বদেবাত্মক (ত্রি) সর্ব্ব দেবঃ আত্মাস্বরূপং যস্য। সর্ব্ব-দেবস্বরূপ।

সর্ব্বদেবাত্মন্ (ত্রি) সর্ব্বদেবাত্মক।

সর্ব্বদেশীয় (ত্রি) সর্ব্বদেশসম্বন্ধীয়।

সর্ব্বদেশ্য (ত্রি) সর্ব্বদেশভব। সকল বা প্রত্যেক দেশেই যাহা আছে। (ঋক্‌প্রাতি° ৯।২০)

সর্ব্বদৈবসত্ত্ব (ক্লী) সর্ব্বদা এব সত্ত্বং যস্য। সর্ব্বপ্রসত্ব, যিনি সর্ব্বত্রব্যাপ্ত, যাহার সত্তা সকল স্থলে বিদ্যমান আছে। (রামতাপনীয় উপনি° ২৪৭)

সর্ব্বদ্রষ্টৃ (ত্রি) সর্ব্বদর্শী, যিনি সকল বিষয় অবলোকন করেন, আত্মাই সর্ব্বদ্রষ্টা। (নৃসিংহতাপনী উপ°)

সর্ব্বদ্রুঞ্চ্ (ত্রি) সর্ব্বানঞ্চতি ইতি ক্বিপ্। সকলের পূজক, সকলের পূজাকারী।

সর্ব্বধানন্ (ত্রি) সর্ব্বং ধনমস্তীতি। ইনি। সকলপ্রকার ধনযুক্ত, সকলপ্রকার ধনবিশিষ্ট।

সর্ব্বধন্বন্ (পুং) কামদেব। (হেম)

সর্ব্বধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, সর্ব্বস্য ধরঃ। সকলের ধারক।

সর্ব্বধর, ১ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। রায়মুকুট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ একজন প্রাচীন আভিধানিক।

সর্ব্বধর্ম্ম (পুং) সকলপ্রকার ধর্ম্ম।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (গীতা ১৮।৬৬)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে হে অর্জ্জুন! তুমি সকল-প্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

সর্ব্বধর্ম্মপদপ্রভেদ (পুং) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মপ্রবেশমুদ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মময় (ত্রি) সর্ব্বধর্ম্ম-স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপ।

সর্ব্বধর্ম্মমুদ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মসঙ্গকা (স্ত্রী) সমাধিভেদ। (প্রজ্ঞাপা° ৮ অ°)

সর্ব্বধর্ম্মসমতা (স্ত্রী) সর্ব্বধর্ম্মস্য সমতা। ১ সকল ধর্ম্মের সমতা, সকল ধর্ম্মের তুল্যত্ব। ২ বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মোত্তরঘোষ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বধা (ত্রি) সকলের ধাতা বা দাতা।

"মদেষু সর্ব্বধা অসি" (ঋক্ ৯।১৮।১)

'সর্ব্বধা সর্ব্বস্য ধাতা দাতা বা' (সায়ণ)

সর্ব্বধাতম (ত্রি) সর্ব্বধাতৃতম, সর্ব্বভোগপ্রদ।

"শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুবং ভগস্য ধীমহি" (ঋক্ ৩।৮২।১)

'সর্ব্বধাতমং সর্ব্বধাতৃতমং সর্ব্বভোগপ্রদমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

সর্ব্বধামন্ (ক্লী) ১ বাসগৃহ। ২ জন্মভূমি, স্বদেশ।

সর্ব্বধারিন্ (পুং) সর্ব্বং ধরতীতি ধৃ-ণিনি। ১ কালচক্রের দ্বাবিংশ বর্ষ। (বৃহৎসং ৮।২৭) (ত্রি) ২ সর্ব্বধারক, যিনি সকল ধারণ করেন।

সর্ব্বধুরাবহ (পুং) সর্ব্বাচাসৌ ধূশ্চেতি সর্ব্বধুরা, ঋক্‌পূরিত্যঃ, বহতীতি বহ-তৃচ্, সর্ব্বধুরায়াঃ বহঃ। সকলভারবাহক, রথ-লাঙ্গলাদির ভারবাহক গবাদি। (অমর)

সর্ব্বধুরীণ (পুং) সর্ব্বধুরাং বহতীতি (খঃ সর্ব্বধুরাৎ। ৪।৪।৩৮) ইতি খ। সকল ভারবাহক, রথলাঙ্গলাদির ভার-বাহক গবাদি। (অমর)

সর্ব্বনাগ, ১ কোটার একজন সামন্তরাজ। বিন্দুনাগের পৌত্র ও পদ্মনাগের পুত্র। সেরগড়ের বৌদ্ধ শিলাফলক হইতে জানা যায় যে ৮৪৭ বিক্রম সংবতে ইহার পুত্র দেবদত্ত বিদ্যমান ছিলেন।

২ একজন সামন্ত। ইনি গুপ্তসম্রাট্ মহারাজাধিরাজ স্কন্দ-গুপ্তের অধীনে (গুপ্তস° ১৪৬)। অন্তর্ব্বেদীর বিষয়পতি ছিলেন।

সর্ব্বনাথ, উচ্ছকল্লের একজন অধীশ্বর। ইনি মহারাজ জয়-নাথের পুত্র। ১৯৩ কলচুরী সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

সর্ব্বনামন্ (ত্রি) সর্ব্বং নাম যস্য। সকল নামবিশিষ্ট, ব্রহ্মা, যাহার সকলই নাম। (ভাগ° ৬।৪।২৮)

২ সকলের নাম, সকলের সংজ্ঞা। ৩ ব্যাকরণমতে শব্দ বিশেষ। সর্ব্বনাম শব্দ ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ। ব্যাকরণে সর্ব্বপ্রভৃতি শব্দ সর্ব্বনাম শব্দে অভিহিত। বিশেষের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম শব্দ ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণে সর্ব্বনাম প্রকরণ বলিয়া একটী প্রকরণ আছে, এই প্রকরণে কোন কোন শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় এবং সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর কার্য্য প্রভৃতির বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

ইহাকে সাধারণ ভাষায় প্রতিসংজ্ঞাও বলা যায়। ইহা ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় প্রকার নাম বা শব্দ। এই শ্রেণীর শব্দ গুলি ব্যক্তি বিশেষকে বা ব্যক্তিসমূহকে স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে সমর্থ নহে; ইহা পূর্ব্বের বর্ণিত ব্যক্তি বা বস্তুর অভিজ্ঞাপক মাত্র।

সর্ব্বনাম শব্দ সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—সর্ব্বাদি, অন্যাদি, পূর্ব্বাদি, যদাদি ও ইদমাদি উহাদের মধ্যে সর্ব্বাদি পর্য্যায়ে সর্ব্ব, বিশ্ব, উভয়, এক ও একতর এই পাঁচটী শব্দ আছে। ঐরূপ অন্যাদিতে—অন্য, অন্যতর, ইতর, কতর, কতম ও একতম, পূর্ব্বাদিতে—পূর্ব্ব, পর, অপর, অবর, অধর, দক্ষিণ, উত্তর ও স্ব শব্দ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন যদাদি ও ইদমাদি বিভাগে যথাক্রমে যদ্, তদ্, এতদ্, ত্যদ্ ও কিম্ এই পাঁচটী এবং ইদম্, অদস্, যুষ্মদ্ ও

অস্মদ্ এই চারিটী শব্দ গণ্য হইয়া থাকে। আত্মা বা আত্মীয় অর্থে স্ব শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়।

সর্ব্বাদি, অন্যাদি ও পূর্ব্বাদি অকারান্ত সর্ব্বনাম শব্দসমূহের রূপ অকারান্ত শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে, কেবল ১মা ও ৬ষ্ঠীর বহু বচনে এবং ৪র্থী, ৫মী ও ৭মীর একবচনে রূপের বিভিন্নতা আছে। যদাদি শব্দের দ্ উঠিয়া যায় এবং কিম্ শব্দের ইম্ গিয়া পদটী অকারান্ত হয়, অর্থাৎ য, ত, এত, ত্য ও ক এই রূপ হয় ও পরে সর্ব্বাদির ন্যায় রূপ হইয়া থাকে। কেবল ক্লীবলিঙ্গের ১মার ও ২য়ার একবচনে যৎ, তৎ, এতৎ, ত্যৎ ও কিম্ হয়, আর তদ্, এতদ্, ও ত্যদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে ১মার একবচনে সঃ, এষঃ ও স্য এবং স্ত্রীলিঙ্গে সা, এষা ও স্যা এই বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিম্, অন্য, যদ্ ও তদ্ শব্দের ৭মী বিভক্তি স্থলে র্হি ও দা হয়। যেমন কর্হি, কদা, অন্যর্হি, অন্যদা ইত্যাদি।

ইদমাদি শব্দের রূপ পৃথক্ পৃথক্। বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে সম্যক্ প্রদর্শিত হইল না, তবে সংক্ষেপপরিচয়ার্থ এই মাত্র বলা যায় যে যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের সকল বিভক্তির দ্বিবচনে মূল শব্দ রূপান্তরিত হইয়া যুব ও আব আদেশ হয়। ২য়া, ৪র্থী ও ৬ষ্ঠীর দ্বিবচন ও বহুবচনে ঐ দুই শব্দ স্থানে বাম্, নৌ, বস্ ও নস্ বিকল্পে হয় অর্থাৎ যুষ্মদ্ শব্দের দ্বিবচনে বাম্ ও বহুবচনে বঃ, এবং অস্মদ্ শব্দের দ্বিবচনে নৌ ও বহুবচনে নঃ বিকল্পে আদেশ হইয়া থাকে। যুষ্মদ্ শব্দের ১মার ও ২য়ার একবচনে ত্বম্ ও ত্বাম্, ত্বা এবং অস্মদ্ শব্দের স্থলে যথাক্রমে অহম্ ও মাম্, মা হয়। এই দুইটী শব্দ তিন লিঙ্গেই সমান, কোন প্রভেদ নাই। চ, বা, এব এই তিন অব্যয় শব্দের যোগে যুষ্মদ্ শব্দের ত্বা, তে, বাম্, বঃ এই চারি পদের এবং অস্মদ্ শব্দের মা, মে, নৌ, নঃ এই চারি পদের প্রয়োগ হয় না। যথা,—'প্রভুঃ ত্বা মা চ আজ্ঞাপয়তি' না হইয়া 'প্রভুঃ ত্বাং মাং চ আজ্ঞাপয়তি' এইরূপ হইয়া থাকে।

সর্ব্ব শব্দের পুং ও ক্লীবলিঙ্গের প্রায় একই রূপ, তবে ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়া বিভক্তির তিন বচনেই অন্য প্রকার হইয়া থাকে। সর্ব্ব শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বা পদ হয় এবং রূপ প্রায় আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ লতা শব্দের অনুরূপ। বিশ্ব ও অন্য শব্দ ঠিক সর্ব্ব শব্দের তুল্য। অন্য শব্দের ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়ার একবচনে কেবল অন্যৎ পদ হয়। পূর্ব্ব শব্দের পুং ও ক্লীবলিঙ্গের রূপ প্রায় সর্ব্ব শব্দের মত। কেবল ৫মীর ও ৭মীর একবচনে বিকল্পে পূর্ব্বাৎ ও পূর্ব্বে আদেশ হয়, এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক সর্ব্ব শব্দের ন্যায়, কোন ভেদ নাই। পর, অপর, দক্ষিণ, উত্তর ও স্ব শব্দ পূর্ব্ব শব্দের মত।

ইদম্ শব্দের ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়ায় সর্ব্ব শব্দের ন্যায় পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপর সকল বিভক্তিতেই পুং ক্লীবলিঙ্গের রূপ সমান। স্ত্রীলিঙ্গে ইহার রূপ সম্যক্ স্বতন্ত্র। ইদম্ শব্দের পুংলিঙ্গে ১মার একবচনে অয়ম্, ক্লীবলিঙ্গে ইদম্ ও স্ত্রীলিঙ্গে ইয়ম্ হয়। উক্তির পশ্চাৎ উক্তি বুঝাইলে ইদম্ ও এতদ্ শব্দের ২য়া বিভক্তিতে ৩য়ার একবচনে এবং ৬ষ্ঠী ও ৭মীর দ্বিবচনে এন আদেশ হয়।

যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া কোন বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে উত্তমপুরুষ বলা যায়। আর যে প্রতি সংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া যাহার প্রতি বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাকেই প্রতিপন্ন করে, তাহাকে মধ্যমপুরুষ কহে। অপর যে প্রতিসংজ্ঞা গুলি পূর্ব্বের অভিপ্রেত কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তির নামের প্রতিনিধিরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা তৃতীয় বা প্রথম পুরুষ। আমি (অস্মদ্) উত্তম পুরুষ, তুমি (যুষ্মদ্) মধ্যম পুরুষ এবং ইদম্, অদস্ ও তদ্ প্রভৃতি শব্দ প্রথম পুরুষ বলিয়া ব্যবহৃত।

যদি বাক্যের উদ্দেশ্য উত্তম বা মধ্যম পুরুষ না হইয়া অন্য কোন প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত বস্তু বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে 'এ' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর যদি প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত না হইয়া উদ্দেশ্য বস্তু বা ব্যক্তি দূর বা কিয়দন্তর অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে "সে" ও "ও" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দেশীয় ভাষায় "আমি" শব্দ ইতর প্রয়োগে মুই, তুমি, সম্মানার্থে আপনি, তুমি তুচ্ছার্থে তুই, এবং সম্মানার্থে ইনি। সে সম্মানার্থে তিনি ইত্যাদি সর্ব্ব নামেরও ব্যবহার আছে। আপন বা আপনি শব্দ কখন কখন সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে অন্যার্থেও ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীসর্ব্বনাম প্রচলিত নাই। অল্প দিন হইল, একজন বিখ্যাত-চিকিৎসক তাঁহার হোমিওপাথী চিকিৎসা-গ্রন্থসমূহে স্ত্রীসর্ব্বনাম চালাইয়াছেন। তিনি স্ত্রীসর্ব্বনামে প্রথম পুরুষের একবচনে "সা" ও ষষ্ঠীর একবচনে 'তস্যা' ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোন বঙ্গীয় লেখক এ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবর্ত্তী হন নাই।

সর্ব্বনামস্থান (ক্লী) পাণিনির অষ্টাধ্যায়িবর্ণিত সংজ্ঞাভেদ। (পা ১।১।৪২, ১।৪।১৭)

সর্ব্বনাশ (পুং) সর্ব্বস্ব নাশঃ। ধ্বংস, সকলের নাশ। নীতিশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, যখন দেখা যায়, আশু সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি অর্দ্ধেক ত্যাগ করিবেন। অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়া যদি—আর অর্দ্ধেক রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে তাহা শ্রেষ্ঠ।

"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" (চাণক্যশ্লোক)

সর্ব্বনিক্ষেপা (স্ত্রী) সংখ্যাভেদ। (ললিতবি°)

সর্ব্বনিধন (পুং) একাহযাগভেদ। (সাংখ্য°শ্রৌ° ১৫।১০।১২)

সর্ব্বনিয়োজক (ত্রি) সর্ব্বস্য নিয়োজকঃ। সকলের নিয়োজনকারী, সকলকে যিনি নিয়োগ করেন। ২ বিষ্ণু।

সর্ব্বনিলয় (পুং) ১ সর্ব্বাধারসম্পন্ন। ২ বাসগৃহযুক্ত।

সর্ব্বনিবরণবিষ্কম্ভিন্ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (তারনাথ)

সর্ব্বন্দদ (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (অবদানকল্পলতা ১৫)

সর্ব্বংদম (পুং) সর্ব্বংদময়তীতি দম-অচ্, দ্বিতীয়ায়াঃ অলুক্। ভরতরাজ, শকুন্তলাপুত্র। (হেম)

সর্ব্বন্দমন (পুং) সর্ব্বদমন, ভরত।

সর্ব্বপতি (পুং) সর্ব্বস্য পতিঃ। সকলের পতি, বিষ্ণু।

সর্ব্বপত্রীণ (ত্রি) সর্ব্বপত্রান্ ব্যাপ্নোতি। সর্ব্বপত্র (তৎসর্ব্বাদে-পথ্যঙ্গ-কর্ম্ম-পত্রপাত্রং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭।) ইতি খ। সারথি।

সর্ব্বপথীন (ত্রি) সর্ব্বপথান্ ব্যাপ্নোতি সর্ব্বপথ-খ। (পা ৫।২।৭) রথ, যে রথ সকল পথ ব্যাপ্ত হয়।

সর্ব্বপদ্ (ত্রি) বহুপদবিশিষ্ট (যজ্ঞ)। (অথর্ব্ব ১০।১০।২৭)

সর্ব্বপদ (ক্লী) সকল রকমের পদ (মন্ত্রাদিতে)। (নৈঘণ্টু ৩।১২)

সর্ব্বপরিফুল্ল (ত্রি) ১ সর্ব্বতোভাবে স্ফীত। উৎফুল্ল।

সর্ব্বপরুস্ (ত্রি) সকল প্রকার গ্রন্থিবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ১১।৩।৩২)

সর্ব্বপশু (ত্রি) ১ মৃগবলি। (লাট্যা° শ্রৌ° ৫।৪।৩১) (পুং) ২ সকল প্রকার পশু।

সর্ব্বপা (স্ত্রী) সর্ব্বং পাতীতি পা-ক-টাপ্। ১ বলিরাজার স্ত্রী। (ত্রি) ২ সর্ব্বপানকর্ত্তা। ৩ সর্ব্বরক্ষণকর্ত্তা, যিনি সকল পান করেন বা যিনি সকল রক্ষা করেন।

সর্ব্বপাঞ্চাল (পুং) পাঞ্চালবাসী আচার্য্যভেদ।

সর্ব্বপাত্রীণ (ত্রি) সর্ব্বপাত্রং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বপাত্র-খ (পা ৫।২।৭)। ওদন।

সর্ব্বপাদ (পুং) একজন রাজামাত্য।

সর্ব্বপাল (ত্রি) সর্ব্বং পালয়তি পাল-অচ্। সকলের পালক, যিনি সকলকে পালন করেন।

সর্ব্বপালক (ত্রি) সকলের পালনকারী।

সর্ব্বপুণ্য (ক্লী) সকল পুণ্য, সমুদয় পুণ্য।

সর্ব্বপুণ্যসমুচ্চয় (পুং) সমাধিবিশেষ। (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক)

সর্ব্বপুর, দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজমহেন্দ্রী তালুকের অন্তর্গত একটী তীর্থক্ষেত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সর্ব্বপুরক্ষেত্র মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সর্ব্বপুরুষ (ত্রি) সকল পুরুষযুক্ত। (পুং) ২ সকল পুরুষ।

সর্ব্বপূত (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ পূতঃ। সকল বিষয়ে পবিত্র।

সর্ব্বপূরক (ত্রি) সর্ব্বান্ পূরয়তি পূর-ণ্বুল্। সকলের পূরণকারী।

সর্ব্বপূর্ণত্ব (ক্লী) সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণত্বং। সত্তার। (ত্রিকা°)

সর্ব্বপূর্ব্ব (ত্রি) সকলের পূর্ব্ব, সকলের প্রথম।

সর্ব্বপৃষ্ঠ (পুং) ১ যাগভেদ। (ত্রি) ২ সকলের পশ্চাৎ।

সর্ব্বপ্রদ (ত্রি) সর্ব্বং প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। সর্ব্বদ, সকল প্রদানকারী, যিনি সকল দান করেন।

সর্ব্বপ্রভু (পুং) সর্ব্বস্য প্রভুঃ। সকলের প্রভু, সকলের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। সকল বিষয়ে প্রভু।

সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত (ত্রি) ১ সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্তযুক্ত, যিনি সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। ২ (ক্লী) ১ আহবনীয় অগ্নিতে ত্যাগ।

সর্ব্বপ্রিয় (ত্রি) সর্ব্বেষাং জনানাং প্রিয়ঃ। সকলজনবল্লভ, সকলের প্রিয়। সর্ব্বস্য শিবস্য প্রিয়ঃ। ২ মহাদেবের প্রিয়। সর্ব্বং শিবঃ প্রিয়ো যস্য। ৩ শিবভক্ত।

সর্ব্বফলত্যাগচতুর্দ্দশীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। সকল ফলকামনা বর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

সর্ব্ববর্ম্মন্, ১ একজন হিন্দু নরপতি। মহাসামন্তমহারাজ সমুদ্রসেনের পূর্ব্বপুরুষ। [সমুদ্রসেন দেখ।]

২ অপর একজন রাজা। মগধের গুপ্তরাজবংশের অন্যতম শাখার ২য় জীবিতগুপ্তদেবের শিলালিপিতে ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বলিয়া উল্লিখিত।

৩ মৌখরীবংশীয় একজন মহারাজাধিরাজ। ইহার পিতার নাম ঈশানবর্ম্মন্ ও মাতার নাম লক্ষ্মীবতী।

সর্ব্ববল (ক্লী) সংখ্যাবিশেষ। (ললিতবি°)

৪ কাতন্ত্রসূত্র ও ধাতুপাঠ নামক ব্যাকরণগ্রন্থরচয়িতা। [শর্ব্ববর্ম্মন্ দেখ।]

সর্ব্ববাহ্য (ত্রি) সকল লোককর্ত্তৃক পরিত্যক্ত।

সর্ব্ববীজ (ক্লী) সর্ব্বস্য বীজং। সকলের বীজ, সকলের কারণ।

সর্ব্ববীজিন্ (ত্রি) সর্ব্ববীজ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল বীজবিশিষ্ট।

সর্ব্ববুদ্ধসন্দর্শন (ক্লী) বৌদ্ধজগৎভেদ। (সদ্ধর্ম্মপু°)

সর্ব্বভক্ষ (ত্রি) সর্ব্বান্ ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-অণ্। সর্ব্বভক্ষণকর্ত্তা, যিনি সকল দ্রব্য ভক্ষণ করেন।

"ইতি শ্রুত্বা পুলোমায়া ভৃগুঃ পরমমন্যুমান্।
স শাপাগ্নিমতিক্রুদ্ধঃ সর্ব্বভক্ষো ভবিষ্যতি॥"(ভারত ১।৬।১৪)

স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বভক্ষা—ছাগী। (হেম)

সর্ব্বভক্ষত্ব (ক্লী) সর্ব্ব ভক্ষস্য ভাবঃ ত্ব। সর্ব্ব ভক্ষের ভাব বা ধর্ম্ম, সকল প্রকার ভোজন।

সর্ব্বভক্ষিন্ (ত্রি) সর্ব্ব ভক্ষ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল প্রকার দ্রব্যভোজনকারী, সর্ব্বভক্ষক।

সর্ব্বভট্ট, পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বভবারণি (স্ত্রী) সকল লোকের জননী।
"কিং মাং মোহয়সে দেব স্বাং মায়াং সমুপশ্রিতঃ।
অনঘ ত্বং তথৈবেয়ং দেবী সর্ব্বভবারণিঃ॥" (মার্ক°পু° ১৭।৭)

সর্ব্বভাজ্ (ত্রি) সর্ব্বং ভজতে ভজ-ণ্বি। সকল প্রকার ভজনা-কারী, যিনি সকল প্রকার ভজনা করেন।

সর্ব্বভাব (পুং) সর্ব্ব ভাবঃ। সকল প্রকার ভাব। সর্ব্বান্তঃ করণ, সম্পূর্ণরূপ।
"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।" (গীতা ১৮।৬২)
'সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা' (স্বামী)
২ জ্যোতিষ মতে তন্বাদি দ্বাদশ প্রকার ভাব। এই সকল ভাব বিচার দ্বারা সকল প্রকার ফল নির্ণীত হয়।

সর্ব্বভাবন (ত্রি) সকল প্রকার ভাবনাযুক্ত।

সর্ব্বভুজ্ (ত্রি) সর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। সর্ব্বভক্ষ, সকল ভোজনকারী।

সর্ব্বভূত (ক্লী) সকল প্রকার ভূত, সকল প্রকার প্রাণী, সকল-জীব। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" (শ্রুতি) ২ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত।
"সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে।" (মনু ১।১৬)

সর্ব্বভূতময় (ত্রি) সর্ব্বভূতস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বভূতস্বরূপ, সর্ব্বজীবস্বরূপ।

সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীলিপি (পুং) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ললিতবি° ১৪৪।১৩)

সর্ব্বভূতাত্মক (ত্রি) সর্ব্বভূত আত্মা স্বরূপং যস্য। সর্ব্বভূত স্বরূপ, এই জগৎ সর্ব্বভূতাত্মক।

সর্ব্বভূতাত্মন্ (পুং) সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনামাত্মা। সকল প্রাণীর আত্মা।
"যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্ মহাত্মনি।
তদায়ং সর্ব্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ॥" (মনু ১।৫৪)
যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন মহাত্মা পরব্রহ্মে সকল ভূতের আত্মা সকল নির্বৃত হইয়া নিদ্রিত হয়।

সর্ব্বভূতাত্মভূত (ত্রি) সর্ব্বভূতানাং আত্মভূতং। সকল ভূতের আত্মভূত, সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ।
"তৎ সর্ব্বভূতাত্মভূতং প্রশান্তং সমদর্শনং।
ভগবত্তেজসা স্পৃষ্টং নাশকোদ্ধন্তুমুত্তমৈঃ॥" (ভাগ° ৭।১।৪২)

সর্ব্বভূতাধিপতি (পুং) সর্ব্বভূতানামধিপতিঃ। সর্ব্বপ্রাণীর অধিপতি, বিষ্ণু।

সর্ব্বভূতাধিবাস (পুং) ১ সর্ব্বভূতের নিবাসভূমি বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। (ভাগবত ৯।১৯।২৯)

সর্ব্বভূতান্তক (ত্রি) সকল ভূতের অন্তকারী, যম।

সর্ব্বভূতান্তরাত্মন্ (পুং) সর্ব্বজীবের আত্মাস্বরূপ। (ভারত° ১২প°)

সর্ব্বভূমি (স্ত্রী) সর্ব্বাভূমিঃ। সকলভূমি।

সর্ব্বভোগীন (ত্রি) সর্ব্বভোগায় হিতং সর্ব্বভোগ (আত্মন্ বিশ্বজনভোগোত্তরপদাৎ খঃ। পা ৫।১।৯) ইতি খ। সর্ব্ব ভোগের হিতকর।

সর্ব্বভোগ্য (ত্রি) সর্ব্বেষাং ভোগ্যঃ। সকলের ভোগ্য, সকলের ভোগের উপযুক্ত।

সর্ব্বমঙ্গল (ত্রি) সকল প্রকার মঙ্গল। (রামায়ণ ১।১৮।১৮)
"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥" (পুরাণ°)
(ত্রি) ২ সকল প্রকার মঙ্গলবিশিষ্ট।

সর্ব্বমঙ্গলা (স্ত্রী) সর্ব্বাণি মঙ্গলানি যস্যাঃ। দুর্গা। এই শব্দের নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে—
"মঙ্গলং মোক্ষবচনং চা শব্দো দাতৃবাচকঃ।
সর্ব্বান্ মোক্ষান্ যা দদাতি সা এব সর্ব্বমঙ্গলা॥
হর্ষে সম্পদি কল্যাণে মঙ্গলং পরিকীর্ত্তিতং।
তান্ দদাতি চ যা দেবী সা এব সর্ব্বমঙ্গলা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৫৪ অ°)
মোক্ষের নাম মঙ্গল, আ শব্দের অর্থ দাতা, যিনি সকল প্রকার মোক্ষরূপ মঙ্গল দান করেন, তাহাকে সর্ব্বমঙ্গলা কহে। অথবা হর্ষ, সম্পদ্ ও কল্যাণ এই তিনটী মঙ্গল বলিয়া অভিহিত; যিনি এইরূপ মঙ্গল দান করেন, তিনিও সর্ব্বমঙ্গলা নামে অভিহিতা হন। দেবীপুরাণে লিখিত আছে—
"সর্ব্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ।
দদাতি চেপ্সিতান্ লোকে তেন সা সর্ব্বমঙ্গলা॥"
(দেবীপু° ৪৫ অ°)
যিনি হৃদয়স্থিত সকল প্রকার শুভ দান করেন, তাহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা। ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার নামনিরুক্তি আছে। বর্দ্ধমানে সর্ব্বমঙ্গলাদেবী বিশেষ প্রসিদ্ধা।

সর্ব্বময় (ত্রি) সর্ব্বস্বরূপ ময়ট্। সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বস্বরূপ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯১।২৩)

সর্ব্বমলাপগত (পুং) সমাধিভেদ, এই সমাধি হইলে সকল চিত্তমল বিদূরিত হয়।

সর্ব্বমহৎ (ত্রি) অতি বৃহৎ। সর্ব্বোচ্চ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বমাগধক (ত্রি) যাহারা সমস্ত মগধদেশ অবলম্বন করিয়া থাকে।

সর্ব্বমাতৃ (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং মাতা। সকলের মাতা।

সর্ব্বমাত্রা (স্ত্রী) বিরাজ্ ছন্দোভেদ।

সর্ব্বমারমণ্ডলাবিধ্বংসনকারী (স্ত্রী) রশ্মি (ললিতবি°)

সর্ব্বমিত্র (ক্লী) সর্ব্বেষাং মিত্রং। সকলের মিত্র। সকলের বন্ধু।

সর্ব্বমূর্দ্ধন্য (পুং) শাক্তগ্রন্থকারভেদ।

সর্ব্বমূল্য (ক্লী) সমস্ত মূল্যং। কপর্দ্দক, কড়ি। (ত্রিকা°)

সর্ব্বমূষক (পুং) সর্ব্বান্ মুষ্ণাতীতি মুষ-ণ্বুল্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কাল, সর্ব্বনাশক সময়, কাল সকলকেই ধ্বংস করে। এইজন্য উহার নাম সর্ব্বমূষক।

সর্ব্বমৃত্যু (পুং) সকল প্রকারে মরণ।

সর্ব্বমেধ (পুং) ১ সোম। (শত° ব্রা° ১৩।৭।৪।১) ২ সর্ব্বযজ্ঞ।

"ত্বগস্থ স্পর্শবায়োশ্চ সর্ব্বমেধস্থ চৈবহি।" (ভাগবত ২।৬।৪)

'সর্ব্বস্থ মেধস্থ যজ্ঞস্থ' (স্বামী)

৩ উপনিষদ্‌ভেদ, সর্ব্বমেধোপনিষদ্।

সর্ব্বমেধ্যত্ব (ক্লী) সম্পূর্ণ পূতত্ব, পূর্ণ পবিত্রতা।

সর্ব্বম্ভরি (ত্রি) সর্ব্বং বিভর্ত্তি ভৃ-ইঞ্, মুম্। প্রাণ, প্রাণ সকলকে পোষণ করে। (ছান্দোগ্যউপ°)

সর্ব্বযজ্ঞ (পুং) সকল প্রকার যজ্ঞ।

সর্ব্বযত্নবৎ (ত্রি) সর্ব্বযত্ন-অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। সকল প্রকার যত্নবিশিষ্ট, সকল প্রকার যত্নযুক্ত।

সর্ব্বযন্ত্রিন্ (ত্রি) সর্ব্বযজ্ঞকুশলী। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৪।৩।৯)

সর্ব্বযোনি (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং যোনিঃ। ১ সকলের যোনি, সকলের কারণ। ২ সকল প্রকার যোনি।

সর্ব্বরক্ষণ (ক্লী) সর্ব্বস্থ রক্ষণং। সকলের রক্ষণ, সকলের রক্ষাকরণ। (ত্রি) ২ সকলের রক্ষক, সর্ব্বরক্ষাকর।

সর্ব্বরক্ষণকবচ (ক্লী) সর্ব্বরক্ষণং সর্ব্বরক্ষাকরং কবচং। সর্ব্বরক্ষাকর কবচবিশেষ। এই কবচ ধারণ করিলে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে এই কবচের বিষয় ও ইহার বিশেষ বিধান লিখিত হইয়াছে। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ গোরোচনা ও কুঙ্কুমদ্বারা লিখিয়া তৎপরে কবচ-সংস্কারের বিধানানুসারে সংস্কার করিয়া হস্তে বা কণ্ঠে ধারণ করিলে সকল বিপদ্ দূর হইয়া সকল প্রকার শুভ হইয়া থাকে। কবচের লেখ্য শ্লোকগুলি বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে লিখিত হইল না।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১২অ°)

সর্ব্বরত্ন (ক্লী) সকল প্রকার রত্ন।

সর্ব্বরত্নক (পুং) জৈনদিগের রত্নাধীশ্বর দেবতাভেদ।

সর্ব্বরত্নময় (ত্রি) সর্ব্বরত্ন স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বরত্নস্বরূপ, সকল প্রকার রত্নদ্বারা নির্ম্মিত।

সর্ব্বরথ (ক্লী) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রথ। "সর্ব্বরথা শতক্রতো নি যাহি" (ঋক্ ৩।৩৫।৫) 'সর্ব্বরথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তেন রথেন' (সায়ণ)

সর্ব্বরস (পুং) সর্ব্বো রসো যত্র। ১ সূরি, পণ্ডিত। (শব্দরত্নাবলী) ২ ধূনক। (অমর) ৩ বাদ্যভাণ্ড, বীণাভেদ, (মেদিনী) ৪ লবণরস। (হেম) ৫ মধুরাদি সকল রস। (ত্রি) ৬ সর্ব্বরসবিশিষ্ট। (ছান্দোগ্য° উপ° ৩।১৪।২) উপনিষদে ব্রহ্ম সর্ব্বরস বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

সর্ব্বরসোত্তম সর্ব্বরসেষু উত্তমঃ। লবণরস। (হেম)

সর্ব্বরাজ্ (পুং) সর্ব্বেষু রাজতে রাজ-ক্বিপ্। সকল বিষয়ে যিনি শোভিত হন। (শুক্লযজুঃ° ৫।২৫)

সর্ব্বরাজেন্দ্র (পুং) সর্ব্বরাজেষু ইন্দ্রঃ। সকল রাজশ্রেষ্ঠ, প্রধান নরপতি।

সর্ব্বরাত্র (পুং) সর্ব্বা রাত্রিঃ (অহঃ সর্ব্বৈকদেশসংখ্যাত পুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ। পা ৫।৪।৮৭) ইতি অচ্ সমাসান্তঃ ইকারলোপঃ। সমস্তরজনী।

সর্ব্বরী (স্ত্রী) শর্ব্বরী, রাত্রি। এই শব্দ তালব্য শাদি দেখিতে পাওয়া যায়। (ধরণি)

সর্ব্বরুতকৌশল্য (ক্লী) সমাধিভেদ।

সর্ব্বরুতসংগ্রহণীলিপি (স্ত্রী) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্দের 'সর্ব্বরুতসংগ্রহণীলিপি' পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বরূপ (ক্লী) ১ সকল প্রকার রূপ। (ত্রি) ২ সকল রূপ বিশিষ্ট। সকলই যাহার রূপ। ৩ ব্রহ্ম।

সর্ব্বরূপিন্ (ত্রি) সর্ব্বরূপ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল রূপবিশিষ্ট।

সর্ব্বরোগ (পুং) সর্ব্বঃ রোগঃ। সকল প্রকার রোগ, সকল প্রকার পীড়া। বৈদ্যকে লিখিতে আছে যে, কুপিত মলই সকল রোগের কারণ, মল শব্দে বায়ু, পিত্ত ও কফ বুঝায়। বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়াই রোগোৎপাদন করে।

"সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।" (বৈদ্যক)

মল শব্দে বিষ্ঠাকেও বুঝায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে সকল রোগই হইতে পারে।

সর্ব্বরোহিত (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে রক্তবর্ণমণ্ডিত।

(শতপথব্রা° ৩।৫।৪।২৩)

সর্ব্বর্ত্তু (পুং) সর্ব্বঃ ঋতুঃ। সকল ঋতু, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ষড়্ঋতু।

সর্ব্বর্ত্তুক (ত্রি) সকল ঋতুতে উৎপন্ন পুষ্প মাল্য ও ফলাদি দ্বারা শোভিত।

"তস্য মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েদ্ গৃহমাত্মনঃ।

গুপ্তং সর্ব্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতং॥" (মনু ৭।৭৬)

'সর্ব্বর্ত্তুকং সর্ব্বর্ত্তুমাল্যফলৈঃ শোভিতং' (মেধাতিথি)

সর্ব্বর্ত্তুপরিবর্ত্ত (পুং) সর্ব্বর্ত্তুনাং পরিবর্ত্তো যত্র। বৎসর, বৎসরে ৬টী ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়। (জটাধর)

সর্ব্বর্ত্তুফল (ক্লী) সর্ব্বর্ত্তুজাতং ফলং। সকল ঋতুজাত ফল।
"সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে।" (শিবরাত্রি ব্রতকথা)

সর্ব্বলক্ষণ (ক্লী) সর্ব্বং লক্ষণং। সকল প্রকার লক্ষণ, সকল প্রকার চিহ্ন।

সর্ব্বলঘু (ত্রি) যাহার সকলই লঘু।

সর্ব্বলবণ (ক্লী) ঔষর লবণ। (রাজনি°)

সর্ব্বলা (স্ত্রী) সর্ব্বং লাতীতি লা-ক, টাপ্। তোমর। (অমর)

সর্ব্বলিঙ্গিন্ (পুং) সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাণাং লিঙ্গং চিহ্নমস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ পাষণ্ড। (অমর) ভরত লিখিয়াছেন যে, বেদবিরুদ্ধাচার সর্ব্ববর্ণ-চিহ্নধারী বৌদ্ধ-ক্ষপণাদিকে সর্ব্ব-লিঙ্গী কহে। "যে বেদ-বিরুদ্ধাচারেষু সর্ব্ববর্ণচিহ্নধারিষু বৌদ্ধক্ষপণকাদিষু, সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাণাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিঙ্গমস্ত্যেষামিতি"। (ভরত) পামর, ধূর্ত্ত; ইহারা সকল প্রকার বর্ণাশ্রমীর কিছু কিছু লিঙ্গ ধারণ করে। (ত্রি) ২ সকল প্রকার চিহ্ন-ধারী।

সর্ব্বলোক (পুং) সর্ব্বঃ লোকঃ। সমস্ত লোক, নিখিল জগৎ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।

সর্ব্বলোকধাতুপদ্রবোদ্বেগপ্রত্যুত্তীর্ণ (পুং) বুদ্ধ।

সর্ব্বলোকপিতামহ (পুং) সর্ব্বলোকস্য পিতামহঃ। ব্রহ্মা। ব্রহ্মার আদেশে মনু এই জগৎ সৃষ্টি করেন, মনুর পিতা ব্রহ্মা, এই জন্য তিনি সকল লোকের পিতামহ নামে অভিহিত।
"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥" (মনু ১।৯)

সর্ব্বলোকভয়াস্তম্ভিতত্ববিধ্বংসনকর (পুং) বুদ্ধভেদ।

সর্ব্বলোকময় (ত্রি) সর্ব্বলোকস্বরূপে ময়ট্। সকল লোকস্বরূপ।

সর্ব্বলোকান্তরাত্মন্ (পুং) সর্ব্বলোকান্তরব্যাপী আত্মাবিশিষ্ট, বিষ্ণু। (ভারত ১৩ প°)

সর্ব্বলোকিন্ (ত্রি) সর্ব্বলোক অস্ত্যর্থে ইনি। সর্ব্বলোক-বিশিষ্ট, সকল লোকযুক্ত।

সর্ব্বলোকেশ (পুং) সর্ব্বলোকানামীশঃ। সকল লোকের অধি-পতি, শ্রীকৃষ্ণ।

সর্ব্বলোকেশ্বর (পুং) সর্ব্বলোকস্য ঈশ্বরঃ। ১ ব্রহ্মা। ২ কৃষ্ণ। ৩ সকল লোকের অধিপতি।

সর্ব্বলোহ (পুং) সর্ব্বো লোহো যস্য। ১ লৌহময় বাণ। ২ সকল ধাতু।

সর্ব্বলোহিত (ত্রি) সর্ব্বলোহিত। (রামা° ৪।৬।১৭)

সর্ব্বলৌহ (ক্লী) তাম্র। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্ববর্ণ (ক্লী) সকল প্রকার বর্ণ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল।

সর্ব্ববর্ণিকা (স্ত্রী) সর্ব্বং বর্ণয়তীতি বর্ণ-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। গাম্ভারীবৃক্ষ। (জটাধর)

সর্ব্ববর্ম্মন্ (পুং) কাতন্ত্রসূত্রপ্রণেতা বৈয়াকরণভেদ। [শর্ব্ব বর্ম্মন্ দেখ।]

সর্ব্ববল্লভা (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং বল্লভা। অসতী নারী, ইহারা সকলেরই প্রিয়া। (ধরণি) (ত্রি) সকলের প্রিয়।

সর্ব্ববাঙ্নিধন (পুং) একাহভেদ। (শাঙ্খ° শ্রৌ° ১৫।১০।৪)

সর্ব্ববাঙ্ময় (ত্রি) সকল বাক্যস্বরূপ, প্রণব, সকল বাক্যের বীজভূত।
"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবোনারায়ণোনান্য একোঽগ্নির্ব্বর্ণ এব চ ॥" (ভাগ° ৯।১৪।৪৮)
'সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ সর্ব্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণবঃ এক এব বেদঃ।'

সর্ব্ববাদিন্ (ত্রি) সর্ব্বাং বদতি বদ-ণিনি। ১ সকল বাদী, যিনি সকল বলেন। (পুং) ২ শিব। (ভারত অনুশা°)

সর্ব্ববিক্রয়িন্ (ত্রি) সর্ব্ববিক্রয় অস্ত্যর্থে-ইনি। সকল বস্তু-বিক্রয়কারী, নিষিদ্ধ বস্তুবিক্রয়কারী। লবণ, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য যাহারা বিক্রয় করেন, তাহাদিগকে সর্ব্ববিক্রয়ী কহে।
"নাযস্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী।" (মনু ২।১১৮)

সর্ব্ববিজ্ঞানিন্ (ত্রি) সর্ব্ববিজ্ঞান অস্ত্যর্থে ইনি। সকল বিজ্ঞানবিশিষ্ট, যিনি সকল বিজ্ঞান অবগত আছেন।

সর্ব্ববিৎ (পুং) সর্ব্বং বেত্তীতি বিদ্-ক্বিপ্। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম।
"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিচ্চ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥" (মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৯)
(ত্রি) ২ সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববিত্ত্ব (ক্লী) সর্ব্ববিদো ভাবঃ ত্ব। সর্ব্ববিদের ভাব বা ধর্ম্ম, সর্ব্বজ্ঞত্ব।

সর্ব্ববিদ্য (ত্রি) সর্ব্বা বস্যা যস্য। সকল বিদ্যাবিশিষ্ট, সকল বিষয়ে বিদ্বান্।

সর্ব্ববিদ্যা (স্ত্রী) সর্ব্বা বিদ্যা। সকল বিদ্যা, সকল প্রকার বিদ্যা।

সর্ব্ববিদ্যাময় (পুং) সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপে ময়ট্। সকল বিদ্যাস্বরূপ।

সর্ব্ববিদ্যালঙ্কার, সংক্ষিপ্তসারকারকটিপ্পনীপ্রণেতা। ইনি গঙ্গ-ঘটবংশীয় ছিলেন।

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য (পুং) পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্ববিশ্ব (ক্লী) সকল বিশ্ব, সমুদয় জগৎ।

সর্ব্ববীর (ত্রি) সকল পুত্রাদির সহিত যুক্ত।
"ক্ষয়াম সর্ব্ববীরয়া বিশা" (ঋক্ ১।১১১।২)
'সর্ব্ববীরয়া সর্ব্বৈঃ বীরৈঃ পুত্রাদিভিরুপেতয়া' (সায়ণ)

সর্ব্ববীরজিৎ (ত্রি) সকল বীরপুরুষ জয়কারী।

সর্ব্ববেত্তৃ (পুং) সর্ব্ব-বিদ্-তৃণ্। সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববেদ (পুং) সর্ব্বান্ বেদানধীতে ইতি (ক্রতুকথাদিসূত্রা-

ষ্যাঃ চক্‌। (পা ৪।২।৬০) ইতি ঢক্‌, সর্ব্বাদেঃ সাদেশ্চ লুক্‌-বক্তব্যঃ। ইতি লুক্‌। সর্ব্ববেদাধ্যেতা ব্রাহ্মণ। (ত্রি) ২ সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববেদত্রিরাত্র (পুং) অহীনযাগভেদ। (শাঙ্খ° শ্রৌ° ১৬।২২।২৯)

সর্ব্ববেদময় (ত্রি) সর্ব্বং বেদ স্বরূপে ময়ট্‌। সকল বেদ-স্বরূপ। প্রণব সকল বেদস্বরূপ। (ভাগবত ৭।১১।৭)

সর্ব্ববেদস্‌ (পুং) সর্ব্বং ধনং বেদয়তি নিবেদয়তি ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ ইনি বিদ-ণিচ্‌-অসুন্‌। সর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিন্নামক যজ্ঞকারী, যিনি সর্ব্বস্বদক্ষিণাযুক্ত বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্ববেদস্‌ কহে। (অমর) ভরত এই শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—"সর্ব্বস্বং দক্ষিণা যত্র স সর্ব্বস্বদক্ষিণো বিশ্বজিন্নাম যাগঃ স যেনেষ্টঃ সম্পাদিতঃ স সর্ব্ববেদা উচ্যতে" (ভরত)

সর্ব্ববেদস্‌ (পুং) কৃতসর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ যাগ। (মনু ১১।১)

সর্ব্ববেদসিন্‌ (ত্রি) সর্ব্বস্ব দক্ষিণাদানরূপ যজ্ঞকারী।

সর্ব্ববেদাত্মন্‌ (পুং) সর্ব্ববেদস্বরূপ।

সর্ব্ববেদিন্‌ (ত্রি) সর্ব্ববেদ-ইনি। সর্ব্ববেদবিশিষ্ট। সর্ব্বং বেত্তি-বিদ-ণিনি। যিনি সকল জানেন। (পুং) ৩ শিব। (ভারত অনুশাসনপ°) সর্ব্ববাদিন্‌ পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্ববেশিন্‌ (পুং) সর্ব্বেষাং বেশোঽস্ত্যস্তীতি ইনি। ১ নট। (হেম) (ত্রি) ২ সকল বেশধারী, যিনি সকল প্রকার বেশ ধারণ করেন।

সর্ব্ববৈনাশিক (ত্রি) বৈনাশিক। [বৈনাশিক দেখ।]

সর্ব্বব্যাপিন্‌ (ত্রি) সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি সর্ব্ব-বি-আপ-ণিনি। যিনি সকল স্থল ব্যাপিয়া আছেন।

সর্ব্বব্রত (ক্লী) ১ সকল ব্রত। ২ সকল ব্রতবিশিষ্ট, যে ব্রত অনুষ্ঠান করিলে সকল ব্রতের ফল হয়।

"অয়ং বৈ সর্ব্বযজ্ঞাখ্যং সর্ব্বব্রতমিতি স্মৃতং।" (ভাগ° ৮।১৬।৬০)

সর্ব্বশস্‌ (অব্য°) সর্ব্ব-শস্‌। সকলপ্রকারে, সাধারণরূপে।

সর্ব্বশাকুন (ক্লী) সকল প্রকার শাকুন-শাস্ত্র। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, বরাহ-মিহির শিষ্যগণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য সর্ব্বশাকুনসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। যত প্রকার শাকুন-ফল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহা ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। (বৃহৎসংহিতা ৮৬।৪)

সকলশান্তি (স্ত্রী) সকল প্রকার শান্তি।

সকলশান্তিকৃৎ (ত্রি) সকলশান্তিং করোতীতি কৃ-কিপ্‌, তুক্‌ চ। শকুন্তলাপুত্র ভরতরাজ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ সকল সমকারক, যিনি সকল প্রকার শান্তি করেন।

সর্ব্বশাস (ত্রি) সর্ব্বং শাস্তি শাস্‌-অচ্‌। সকলের শাসক, যিনি সকলকে শাসন করেন। "সর্ব্বশাসৈরভিশ্রুতিঃ" (ঋক্‌ ৫।৪৪।৪) 'সর্ব্বশাসৈঃ সর্ব্বশাসকৈঃ' (সায়ণ)

সর্ব্বশাস্ত্র (ক্লী) সকল প্রকার শাস্ত্র।

সর্ব্বশাস্ত্রময় (ত্রি) সর্ব্বশাস্ত্র স্বরূপে ময়ট্‌। সকল শাস্ত্রস্বরূপ।

সর্ব্বশুচি (পুং) অগ্নি, যিনি সকলকে শুচি অর্থাৎ পবিত্র করেন। ২ সকলই পবিত্র।

সর্ব্বশুক্লবাল (ত্রি) সকল শুভ্রকেশ, সকল শুভ্রবর্ণ কেশ-যুক্ত। (শুক্লযজু° ২৪।৩)

সর্ব্বশূন্য (ত্রি) আকাশ, যাহার সকলই শূন্য। সকল শূন্য।

"লগ্নস্য দশমে শূন্যে রবেরেকাদশে তথা।
চন্দ্রস্য চাষ্টমে শূন্যে সর্ব্বশূন্যং দরিদ্রতা॥" (জ্যোতিষস°)

যে ব্যক্তির লগ্নের দশম শূন্য, অর্থাৎ কোন গ্রহ না থাকে, এইরূপ রবির একাদশ এবং চন্দ্রের অষ্টম হইলে সর্ব্বশূন্য হয়। এই গুলি প্রধান দারিদ্র্য যোগ।

সর্ব্বশূন্যতা (স্ত্রী) সর্ব্বশূন্যস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। সকল শূন্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সকলই শূন্যময়।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ত্রি) সর্ব্বেষু শ্রেষ্ঠঃ। সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রধান।

সর্ব্বশ্বেত (ত্রি) সকল শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। সর্ব্বশ্বেতা = সর্ষপিকানামক প্রাণহর কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮অ°)

সর্ব্বসংসর্গলবণ (ক্লী) সর্ব্বসংসর্গেণ জাতং লবণং। ঔষর লবণ। (রাজনি°)

সর্ব্বসংস্থ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্‌ বিষয়ে সংস্থা স্থিতির্যস্য। সকল বিষয়ে স্থিতিযুক্ত, যিনি সকল বিষয়ে স্থিতি করেন।

সর্ব্বসংহার (পুং) সর্ব্বস্য সংহারঃ। সকলের সংহার, সকলের নাশ।

সর্ব্বসঙ্গত (পুং) সর্ব্বং সঙ্গতমস্যেতি। ষষ্টিকাধান্য। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ সঙ্গতিযুক্ত। সর্ব্বত্রোচিত।

সর্ব্বসত্ত্বপাপজহন (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বসত্ত্বপ্রিয়দর্শন (পুং) ১ বুদ্ধ। ২ বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বসত্ত্বৌজোহারী (স্ত্রী) রাক্ষসী, ইহারা সকল প্রাণীর বল হরণ করে, এইজন্য ইহাদের এই নাম হইয়াছে।

সর্ব্বসত্য (ত্রি) প্রকৃত, যথার্থ।

সর্ব্বসন্নহন (ক্লী) সমুদয় সৈন্য সমবেত ও সজ্জিত করা।

সর্ব্বসন্নহনার্থক (পুং) সর্ব্বেষাং সন্নহনস্য অর্থো যত্র। চতুরঙ্গসৈন্য সন্নাহ। পর্য্যায়—সর্ব্বাভিসার, সর্ব্বৌঘ, সমুদয় সৈন্য একত্র ও সজ্জিত করা। (অমর)

সর্ব্বসন্নাহ (পুং) সর্ব্বেষাং সন্নাহো যত্র। ১ সর্ব্বাত্মা। (হলায়ুধ) ২ সর্ব্বসন্নহন।

সর্ব্বসমতা (স্ত্রী) সকলের প্রতি সমান জ্ঞান বা ব্যবহার, সমুদায়ের ঐকামত্য।

"স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং।" (মনু ১২।১২৫)

সর্ব্বসমৃদ্ধ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ সমৃদ্ধঃ। সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ। সকল বিষয়ে সম্পন্ন।

সর্ব্বসম্পন্ন (ত্রি) সর্ব্বসমৃদ্ধ, সকল বিষয়ে সম্পন্ন।

সর্ব্বসম্পন্নশস্যা (স্ত্রী) বসুমতী, পৃথিবী।

সর্ব্বসম্ভব (পুং) সর্ব্ববিষয়ের প্রস্রবণ স্বরূপ। যাঁহা হইতে সকল বিষয় উৎপন্ন। (মার্কং পুং ৪৭।৮)

সর্ব্বসর (পুং) মুখরোগবিশেষ।

"স্ফোটৈঃ সতোদৈর্ব্বদনং সমন্তাদ্
যস্যাচিতং সর্ব্বসরঃ স বাতাৎ।" (ভাবপ্র০ মুখরোগাধি০)

বাত, পিত্ত ও কফভেদে ইহা তিন প্রকার। বাতজন্য সর্ব্বসররোগে মুখের জিহ্বাদি সপ্তাবয়ব ব্যাপিয়া সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়। পিত্তজন্য হইলে এই রোগে রক্ত বা পীতবর্ণ এবং দাহযুক্ত অল্প স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কফজ সর্ব্বসররোগে শরীরের সমান বর্ণবিশিষ্ট কণ্ডু ও সূক্ষ্ম বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—বাতজ সর্ব্বসররোগে বাতঘ্ন চূর্ণ ও সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ এবং বাতঘ্ন ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিয়া কবল ও নস্য প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। পিত্তজন্য সর্ব্বসররোগে বিবেচনাদি দ্বারা কায়শোধন করিয়া সকল প্রকার পিত্তনাশক ক্রিয়া এবং মধুর ও শীতল দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফজন্য সর্ব্বসররোগে কফঘ্ন প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, ধূম ও সংশোধন ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (ভাবপ্র০ মুখরোগা০)

[মুখরোগ শব্দ দেখ]

সর্ব্বশস্যা (ত্রি) সকল প্রকার শস্যযুক্ত। (হেম)
স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বশস্যা=ধান্যাদি শস্যবিশিষ্টা। বসুন্ধরা।

সর্ব্বসহ (পুং) সর্ব্বং সহতে ইতি সহ-অচ্। ১গুগ্গুলু। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ সকল সহিষ্ণু। সর্ব্বং সহ-স্ত্রিয়াং টাপ্। পুরাণবর্ণিত ঈপ্সিতপ্রদ গাভীভেদ। (ভারত ১৩ পং)

সর্ব্বসাক্ষিন্ (পুং) সকলের সাক্ষি-স্বরূপ। ব্রহ্ম।

সর্ব্বসাদ (ত্রি) সর্ব্বং সীদতি লীয়তেঽস্মিন্, সদ-অণ্। যাহাতে সকল লীন হয়।

সর্ব্বসাধন (ক্লী) সর্ব্বং সাধ্যতেঽনেন সাধ-ল্যুট্। স্বর্ণ, যাহা দ্বারা সকল কার্য্য সাধিত হয়। (বৈদ্যকনি০)

সর্ব্বসাধারণ (ত্রি) সকল এবং সাধারণ।

সর্ব্বসামান্য (ত্রি) সর্ব্বসাধারণ।

সর্ব্বসার (ক্লী) সকল বিষয়ের সার।

সর্ব্বসারঙ্গ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

সর্ব্বসারসংগ্রহণীলিপি (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বসারোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বসাহ (ত্রি) সর্ব্বং সহতে সহ-ণ্বি। সকল সহনকারী, যিনি সকল সহ্য করিতে পারেন, সর্ব্বংসহ।

সর্ব্বসিদ্ধা (স্ত্রী) শুক্লপক্ষের চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী রজনী।

সর্ব্বসিদ্ধার্থ (ত্রি) সর্ব্বসিদ্ধিঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য। সর্ব্বসিদ্ধকাম্যফল, যাহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে।

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।" (মনু ১।৮৩)

সর্ব্বসিদ্ধি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩১১ বর্গমাইল। পেলমঙ্কিল্লিনগর এখানকার বিচারসদর।

সর্ব্বসিদ্ধি (পুং) সর্ব্বেষাং সিদ্ধিরস্মাৎ। ১ শ্রীফল। (শব্দচ০) ২ সকল সাধন।

সর্ব্বসুখদুঃখনিরভিনন্দিন্ (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বসুরভি (পুং) সম্যক্ সুরভি।

সর্ব্বসূক্ষ্ম (পুং) কৃষ্ণ। (ভারত ১২ পং)

সর্ব্বসেন (পুং) সর্ব্বা সেনা যস্য, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদস্য সরত্বং। কৃৎস্নসেনাযুক্ত, সমগ্র সেনাবিশিষ্ট।

'নি সর্ব্বসেন ইষুধীন্" (ঋক্ ১।৩৩।৩)

'সর্ব্বসেনঃ কৃৎস্নসেনাযুক্তঃ' (সায়ণ)

সর্ব্বসেন, যশোধরচরিত ও হরিবিজয়কাব্য প্রণেতা। ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্দ্ধন ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সর্ব্বসৌবর্ণ (ত্রি) সুবর্ণময়। (পা ৬।২।৯৩)

সর্ব্বস্তোম (পুং) একাহভেদ। (কাত্যাং শ্রৌং ২৩।৮।১১) (ত্রি) সমগ্রস্তোমমন্ত্রবিশিষ্ট।

সর্ব্বস্থানগবাট (পুং) যক্ষবিশেষ। (কথাসরিৎসাং ৬৬।৫৬)

সর্ব্বস্ব (ক্লী) সর্ব্বং স্বং। সমুদয় ধন, সকল অর্থ। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, দীক্ষাগ্রহণের পর গুরুকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়, তাহাতে অসমর্থ হইলে তদর্দ্ধ, বা তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ প্রদান করিবে।

"গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে।
সর্ব্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া॥" (তন্ত্রসার)

সর্ব্বস্বরিত (ত্রি) স্বরিত পাঠের যুক্ত। (বাজসনেয় প্রাতিং ২।১)

সর্ব্বস্বর্ণময় (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণমণ্ডিত।

সর্ব্বস্বার (পুং) একাহভেদ।

সর্ব্বস্বিন্ (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই

জাতির বিষয় লিখিত আছে। গোপজাতীয় কন্যাতে নাপিতের ঔরসে এই সঙ্করজাতির উৎপত্তি। (ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ১০অ°)
(ত্রি) ২ সকল ধনবিশিষ্ট, সকল ধনযুক্ত।

সর্ব্বহত্যা (স্ত্রী) সকলের নাশ।

সর্ব্বহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, হরঃ, সর্ব্বস্য হরঃ। ১ সকল নাশকারী, সকল হরণকারী। ২ যম।

সর্ব্বহরণ (ক্লী) সর্ব্বস্য হরণং। সকল হরণ, সকল নাশ।

সর্ব্বহরি (পুং) হরিমন্ত্রময় সূক্ত। (ঋক্ ১০।৯৬।১-৩)

সর্ব্বহর্ষকর (ত্রি) সকল আনন্দদায়ক।

সর্ব্বহায়স (ত্রি) বহুবলযুক্ত। (অথর্ব্ব ৮।২।৭)

সর্ব্বহার (পুং) সর্ব্বস্য হারঃ হরণং। সকল হর।
"তানি নির্হরতো লোভাৎ সর্ব্বহারং হরেন্নৃপঃ।" (মনু ৮।৩৯৯)

সর্ব্বহারিন্ (ত্রি) সর্ব্বং হরতি হৃ-ণিনি। সকল হরণকারী, কাল সকল বস্তুকে হরণ করে।

সর্ব্বহিত (ক্লী) সর্ব্বস্মিন্ হিতং। ১ মরিচ। (রাজনি°)
(ত্রি) ২ সকল হিতকারক।

সর্ব্বহুৎ (ত্রি) সর্ব্বাত্মক পুরুষ যে যজ্ঞে হুত হন, তাহাকে সর্ব্বহুৎ কহে।

"সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং" (ঋক্ ১০।৯০।৮)

'সর্ব্বহুৎ সর্ব্বাত্মকঃ পুরুষো যস্মিন্ যজ্ঞে হূয়তে সোঽয়ং সর্ব্বহুৎ' (সায়ণ)

সর্ব্বহুত (ত্রি) যজ্ঞ। (অথর্ব্ব° ১৮।৪।১৩)

সর্ব্বহুতি (স্ত্রী) যজ্ঞ। যাহাতে নানা দ্রব্য আহুতি দেওয়া হয়।

সর্ব্বহৃদ্ (ত্রি) অবিকল হৃদয়বিশিষ্ট, বা সকল ঋত্বিক্‌দিগের হৃদয়। "সর্ব্বহৃদা দেবকামঃ সুনোতি" (ঋক্ ১০।১৬০।৩)
'সর্ব্বহৃদা সর্ব্বমবিকলং হৃদয়ং যস্য যদ্বা সর্ব্বেষামৃত্বিজাং হৃদয়েন, সামর্থ্যাৎ মন্ত্রার্থো লক্ষ্যতে, হৃদয়বতা মনসা' (সায়ণ)

সর্ব্বহোম (পুং) যজ্ঞে সকল দ্রব্যের হোম।
(কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১০।২৯)

সর্ব্বাকরপ্রভাকর (পুং) সমাধিভেদ। (ব্যুৎপত্তিবাদ)

সর্ব্বাকর-বরোপেত (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বাক্ষ (পুং) ১ রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বাক্ষিরোগ (পুং) সর্ব্ব নেত্রগতরোগ। সমস্ত নেত্র ব্যাপিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, এই জন্য ইহাকে সর্ব্বাক্ষিরোগ কহে। এই রোগ ষোড়শ প্রকার। বাতাভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, হতাধিমন্থ, অন্যতোবাত, জিহ্মনেত্র, পিত্তাভিষ্যন্দ, রক্তাভিষ্যন্দ, শুষ্কাক্ষিপাক, সশোফাক্ষিপাক, অক্ষিপাকাত্যয়, অম্লোষিত, সন্নিপাতাভিষ্যন্দ, বাতপিত্তাভিষ্যন্দ, বাতকফাভিষ্যন্দ ও পিত্ত-শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ এই ষোড়শ প্রকার সর্ব্বাক্ষিরোগ। ইহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [চক্ষুরোগ, নেত্ররোগ ও তত্তদ্ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সর্ব্বাখ্য (পুং) পারদ। (রসকৌ°)

সর্ব্বাগমোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বাগ্নেয় (ত্রি) সকল অগ্নিসম্বন্ধীয়। (শাঙ্খা° শ্রৌ° ১৪।৪।৬)

সর্ব্বাঙ্গ (ক্লী) সর্ব্বং অঙ্গং। ১ সকল অবয়ব। (পুং) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৫)

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ অঙ্গে সুন্দরঃ। যাহার সকল অঙ্গ সুন্দর, মনোরম।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস (পুং) কাসাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা (এই খই উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইবে), মুক্তা, প্রবাল, ও শঙ্খ প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ ৷৹ অৰ্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য নিম ছালের রসে মাড়িয়া গোলাকার করিয়া পশ্চাৎ তীব্র অগ্নিতে বদ্ধ মূষায় গজপুটে পাক করিবে। পাক শীতল হইলে তুলিয়া লইবে, তৎপরে লৌহ অৰ্দ্ধতোলা ও হিঙ্গুল ।৹ আনা পরিমাণ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, অনুপান পিপুলচূর্ণ ও মধু।

এই ঔষধ শুভদিনে মহাদেব প্রভৃতি পূজা করিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার কাসরোগ আশু প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ ক্ষয় ও রাজ-যক্ষ্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। বাতপিত্তজ্বর, ঘোর সন্নিপাতজ্বর, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, মেহ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° কাসাধি°)

অন্য—সমানাংশ পারদ ও গন্ধক হাতিশুঁড়ার রস ও ভুম্যামলকীর রসে ৭ দিন মাড়িয়া মূষা বদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে মৃদু সন্তাপে দিবারাত্র পাক করিবে। শীতল হইলে ইহা গ্রহণ করিবে। ইহা এক রতি পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে ক্ষুধাবোধ ও সমুদয় উদররোগনাশ হয়। ইহা বলকর ও হৃদ্য। রসচন্দ্রিকাকার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররসকে পীত-ভস্মনামে আখ্যা দিয়াছেন। (রসেন্দ্রসারস° জারণমরণাধি°)

অন্যবিধ—শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, তাম্র, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, রজত, স্বর্ণ, রঙ্গ, লৌহ, অভ্র, শুণ্ঠী, পঞ্চলবণ, গন্ধক, সমভাগ শুঁঠ, জয়ন্তী, ভাঙ্গ, জলপিপ্পলী, ধুস্তুর, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একবার ভাবনা দিয়া একমাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এরণ্ডমূলের রস ও শুণ্ঠীচূর্ণ, অনুপানে

সেবন করিলে কফবাতরোগ এবং শুঠ, পিপুল, সৌবর্চ্চল-লবণ, হিঙ্গু, করঞ্জবীজ ও উষ্ণজল অনুপানে সেবন করিলে সকল শূলরোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° শূলরোগাধি°)

অন্যবিধ—বাতব্যাধি-রোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হিঙ্গুল, গন্ধক, প্রত্যেকের দুইতোলা, সপ্তপর্ণ, আকন্দ, সীজ-দুগ্ধ, বাসক ও এরণ্ড-রসে ভাবনা দিয়া বিষমুষ্টি দুই তোলা মিশাইয়া বালুকা-যন্ত্রে দুই প্রহর পাক করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও বিষ একভাগ মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে বাতব্যাধি ও শূলরোগ প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ বাতব্যাধিরোগা°)

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-মহাগন্ধক,—প্রস্তুতপ্রণালী পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে দুই তোলায় কজ্জলী করিয়া জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, নিসিন্দাপত্র, এলাচবীজ, প্রত্যেকে দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া ঝিনুকে পুরিয়া পুটপাকে পাক করিতে হইবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহা যদি পুটপাক না করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কহে। বালকের পক্ষে ইহা মহৌষধ। এই ঔষধ দীপন এবং বল ও বর্ণ-প্রসাধন। এই ঔষধ জ্বর, গ্রহণী, প্রবাহিকা, সূতিকা, বক্তার্শ প্রভৃতি সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক। এই ঔষধ বালকের পিশাচ, দানব ইত্যাদি বিঘ্ননাশক। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণী-রোগাধি°)

সর্ব্বাঙ্গিন্ (ত্রি) সর্ব্বাঙ্গং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭) ইতি খ। সর্ব্বাবয়ব সম্বন্ধযুক্ত, সর্ব্বাবয়বব্যাপ্ত। (ভট্টি ৪।১০)

সর্ব্বাজীব (ত্রি) সমস্ত উপজীবিকাবিশিষ্ট।

সর্ব্বাণী (স্ত্রী) সর্ব্বস্য পত্নী সর্ব্ব-(ইন্দ্রবরুণভবসর্ব্বেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি ঙীষ্, আনুগাগমশ্চ। শর্ব্বাণী, দুর্গা। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, যিনি চরাচর বিশ্বস্থ সকলকে মোক্ষ প্রদান করেন, তাঁহাকে সর্ব্বাণী কহে।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫০ অ°)

সর্ব্বাতিথি (পুং) প্রত্যেক তিথি।

সর্ব্বাতিরথজিৎ (ত্রি) সর্ব্বাতিরথং জয়তি জি-ক্বিপ্, তুক্ চ। সকল অতিরথদিগকে যিনি জয় করেন। (ভাগবত ৯।২২।৩৩)

সর্ব্বাতিসারিন্ (ত্রি) সকল প্রকার অতিসারযুক্ত।

সর্ব্বাত্মক (পুং) সর্ব্ব আত্মা যস্য। সর্ব্বাত্মন্, সর্ব্বস্বরূপ।

সর্ব্বাত্মদৃশ্ (ত্রি) সর্ব্বাত্মন্-দৃশ-ক্বিপ্। সর্ব্বদ্রষ্টা, সকল অবলোকনকারী।

সর্ব্বাধার (পুং) সকলের আধার।

সর্ব্বাধিকার (পুং) সকলের অধিকার।

সর্ব্বাধিকারিন্ (ত্রি) সকল অধিকারবিশিষ্ট।

সর্ব্বাধিপত্য (ক্লী) সকলের আধিপত্য, সকলের উপর প্রভুত্ব।

সর্ব্বাধ্যক্ষ (পুং) সকলের অধ্যক্ষ।

সর্ব্বান, (শরবাণ) যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা বিভাগের উণাও জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। উণাও নগর হইতে ২৬ মাইল পূর্ব্বে ও পূর্ব্বা হইতে ৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৬´ পূঃ। এই গ্রামটী বহুপ্রাচীন। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তিস্বরূপ এখানে একটী শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। এই নগরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ এক সময়ে এই প্রদেশে মৃগয়া করিতে আইসেন। রজনী উপস্থিত হইলে তিনি সর্ব্বারা নামক স্থানে একটী দীর্ঘিকা তটে শিবির স্থাপন করেন। গভীর রাত্রে সেই স্থলে সর্ব্বান নামে এক বৈশ্য ঋষি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার অন্ধ পিতামাতাকে লইয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। পিপাসাতুর সর্ব্বান্ এখানে তাঁহার পিতামাতাকে স্বীয় স্কন্ধ হইতে ভূতলে রক্ষা করিয়া স্বয়ং জলপানার্থ পুষ্করিণীতে নামিলেন। জলের বুদ্‌বুদ্ শব্দে রাজা দশরথ মনে অনুমান করিলেন, বোধ হয় কোন বন্য জন্তু জলপানার্থ আসিয়াছে। তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণত্যাগ করিলেন। বাণাঘাতে সর্ব্বান্ দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে পিতামাতা পুত্রের সর্ব্বনাশ মনে করিয়া পুত্রঘাতীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন এবং উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গগামী হইলেন।

সর্ব্বানের নামানুসারে এই স্থান পরে সর্ব্বান্ নামেই খ্যাত হয় এবং এখানে একটী নগরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঋষির অভিশপ্ত স্থান বলিয়া কোন ক্ষত্রিয়সন্তানই এই নগরে বাস করেন না, কারণ যেকেহ কোন সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাহারই কোন না কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিয়াছে। এখনও সর্ব্বান্ নগরে সেই দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে। তাহারই তটে একটী বৃক্ষমূলে সর্ব্বানের প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বান এখানে পিপাসাশান্তি না হইতেই নিহত হন। স্থানীয় লোকে সেই পিপাসাতুর ঋষির প্রেতের শান্তিকামনায় ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির নাভিকুণ্ডে জল দিতে আসেন। আশ্চর্য্যের বিষয় নাভিকুণ্ডে যতই জল কেন দেওয়া হউক না, উহা অবিলম্বে শুষ্ক হইয়া যায়।

সর্ব্বানন্দ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে আনন্দ যস্য। ১ সকল বিষয়ে আনন্দযুক্ত, যাহার সকল বিষয়েই আনন্দ। (পুং) ২ সকল প্রকার আনন্দ।

সর্ব্বানন্দ, ১ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি। ২ ত্রিপুরাচ্চন-দীপিকা প্রণেতা। ৩ ব্রজ্যামালাকাব্যরচয়িতা।

সর্ব্বানন্দকবি, সদুপহাররত্নাকর প্রণেতা।

সর্ব্বানন্দনাথ, সর্ব্বোল্লাসতন্ত্ররচয়িতা।

সর্ব্বানন্দমিশ্র, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইঁহার বংশে সাংখ্যতত্ত্ববিলাসপ্রণেতা রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য আবির্ভূত হন।

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটীয়, অমরকোষটীকাপ্রণেতা। রায়মুকুট ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সর্ব্বানন্দীমেল, (দেশজ) রাঢ়ীয় শ্রেণী-কুলীনদিগের মেলভেদ। [মেল ও কুলীন শব্দ দেখ]

সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ (ত্রি) সর্ব্বং অনবদ্যং অনিন্দিতং অঙ্গং যস্য। সকল আনিন্দিত অঙ্গসম্পন্ন, সকল সুন্দর অঙ্গযুক্ত।

সর্ব্বানুকারিণী (স্ত্রী) সর্ব্বমনুকরোতীতি কৃ-ণিনি-ঙীষ্। শালপর্ণী।

সর্ব্বানুক্রম[ণিকা] (পুং) বেদের অনুক্রমণিকা।

সর্ব্বানুদাত্ত (ত্রি) সকল অনুদাত্ত স্বরবিশিষ্ট।

সর্ব্বানুভূ (ত্রি) সর্ব্ব-অনু-ভূ-ক্বিপ্। সকল বিষয়ের অনুভবকারী।

সর্ব্বানুভূতি (স্ত্রী) সর্ব্বেষামনুভূতির্যত্র। শ্বেতত্রিবৃতা। (অমর) (পুং) ২ চতুর্বিংশতিভূতার্হদ্‌গণের অন্তর্গত অর্হদ্‌বিশেষ। (হেম)

সর্ব্বান্তক (ত্রি) সর্ব্বং অন্তয়তি অন্ত-ণ্বুল্। সকলের অন্তকারী, যিনি সকলকে নাশ করেন, যম।

সর্ব্বান্তকৃৎ (ত্রি) সর্ব্বান্তং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। সকলের অন্তকারী, যম।

সর্ব্বান্তর (ত্রি) সকল অন্তরযুক্ত।

সর্ব্বান্তরস্থ (ত্রি) সকল অন্তর্ব্বর্ত্তী।

সর্ব্বান্তরাত্মন্ (পুং) সকলের অন্তরাত্মা।

সর্ব্বান্তর্যামিন্ (পুং) সকলের অন্তর্যামী।

সর্ব্বান্নভক্ষক (ত্রি) ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-ণ্বুল্, সর্ব্বেষামন্নং সর্ব্বান্নং তস্য ভক্ষকঃ। সকলান্নভোজী। পর্য্যায়—উদরপিশাচ, সর্ব্বান্নীন। (হেম) সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যিনি প্রায়শ্চিত্ত না করেন তাঁহার পাতিত্য জন্মে। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ]

সর্ব্বান্নভোজিন্ (ত্রি) সর্ব্বেষাং চতুর্ণাং বর্ণানামেবান্নং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ণিনি। সকলের অন্নভক্ষক, চতুর্ব্বর্ণের অন্নভোক্তা।

সর্ব্বান্নীন (ত্রি) সর্ব্বান্নানি ভক্ষয়তীতি সর্ব্বান্ন (অনুপদসর্ব্বান্নায়ানয়মিতি। পা ৫।২।৯) ইতি খ। সর্ব্বান্নভোজী, সকলের অন্নভক্ষক। (অমর)

সর্ব্বাপরত্ব (ক্লী) সর্ব্ব ও অপরের ভাব ও ধর্ম্ম।

সর্ব্বাপ্তি (স্ত্রী) সকল বিষয়ের প্রাপ্তি। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।১)

সর্ব্বাভাব (পুং) সকল প্রকার অভাব। (মনু ৯।১৮৯)

সর্ব্বাভিভূ (পুং) ১ বুদ্ধ। (ললিতবি°) (ত্রি) সর্ব্বং অভিভবতি ভূ-ক্বিপ্। ২ সকলের অভিভবকারী।

সর্ব্বাভিসন্ধক (ত্রি) সকল বিষয়ে অভিসন্ধানকারী।

সর্ব্বাভিসন্ধিন্ (পুং) সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে অভিসন্ধ্যাঽস্ত্যস্যেতি হান। বৈড়ালব্রতিক, ছদ্মতাপস, যাহারা ভিতরে বিষয়চিন্তা করিয়া বাহিরে তপস্বীর ভাণ করে। (ত্রিকা°) ২ সকলাভিসন্ধানবিশিষ্ট।

সর্ব্বাভিসার (পুং) সর্ব্বেষামভিসারো যত্র। চতুরঙ্গ সৈন্যসন্নাহ।

সর্ব্বায়স (ত্রি) সকল লৌহময়।

সর্ব্বার, রাজপুতনার কিষেণগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

সর্ব্বার্থ (পুং) ১ সকল অর্থ, সকল প্রয়োজন। (ত্রি) ২ সকল প্রয়োজনবিশিষ্ট।

সর্ব্বার্থচিন্তক (ত্রি) সর্ব্বার্থং চিন্তয়তি চিন্তি ণ্বুল্। যিনি সর্ব্বার্থ বিষয় চিন্তা করেন। রাজা প্রতিনগরে এক একজন সর্ব্বার্থচিন্তক ব্যক্তি নিয়োগ করিবেন।

"নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকং।" (মনু ৭।১২১)

সর্ব্বার্থনামন্ (ত্রি) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বার্থসাধক (ত্রি) সর্ব্বান্ অর্থান্ সাধয়তীতি সাধি-ণ্বুল্। সকল প্রয়োজনকারী, সর্ব্বার্থসাধনকারী।

সর্ব্বার্থসাধিকা (স্ত্রী) সর্ব্বার্থ সাধি-ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বং। দুর্গা। (চণ্ডী)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ (পুং) শাক্যমুনি, বুদ্ধ। (অমর) (ত্রি) ২ সকল প্রয়োজন সিদ্ধিযুক্ত।

সর্ব্বার্থসিদ্ধি (পুং) ১ জৈনমতে দেবগণভেদ। (স্ত্রী) ২ সকল অর্থসিদ্ধি।

সর্ব্বার্থানুসাধিনী (স্ত্রী) সর্ব্বানর্থান্ অনুসাধয়তীতি অনু-সাধি-ণিনি ঙীষ্। দুর্গা।

সর্ব্বাবসর (পুং) সর্ব্বেষামবসরো যত্র। অর্দ্ধরাত্র। (ত্রিকা°) এই সময় সকলের অবসর, এই জন্য এই সময়কে সর্ব্বাবসর কহে।

সর্ব্বাবসু (পুং) সূর্য্যরশ্মিভেদ।

সর্ব্বাবাস (পুং) শিব। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

সর্ব্বাশিন্ (ত্রি) সর্ব্বং অশ্নাতি অশ-ণিনি। সর্ব্বভক্ষক, সকল দ্রব্যভোজনকারী।

সর্ব্বাশ্চর্য্যময় (ত্রি) সকল আশ্চর্য্যস্বরূপ, অদ্ভুত। (ভাগ° ১।৮।১৬)

সর্ব্বাশ্য (ক্লী) সর্ব্ব ভক্ষ্য।

সর্ব্বাশ্রমিন্ (ত্রি) সকল আশ্রমবিশিষ্ট।

সর্ব্বাস্তিবাদ (পুং) বৌদ্ধমতভেদ।

সর্ব্বাস্ত্রমহাজ্বালা (স্ত্রী) জৈনদিগের ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ। (হেম)

সর্ব্বাস্ত্রা (স্ত্রী) সর্ব্বাণি অস্ত্রাণি যস্যাঃ। ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ। (হেম) ২ সকল অস্ত্রযুক্তা।

সর্ব্বাস্য (ক্লী) সকল মুখ।

সর্ব্বাহম্মানিন্ (ত্রি) সর্ব্বং অহম্মন্যতে মন-ণিনি। আমিই সকল এইরূপ যিনি বিবেচনা করেন।

সর্ব্বাহ্ন (পুং) সর্ব্বমহঃ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্, (অহ্নোহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।৮৮) ইতি অহ্নাদেশঃ। ণত্বঞ্চ। সমস্ত দিন, সকল দিবস।

সর্ব্বাহ্নিক (ত্রি) সকল দিনের কার্য্য। সকল দিন সম্বন্ধীয়।

সর্ব্বীয় (ত্রি) সর্ব্বস্মৈ হিতঃ সর্ব্ব (সর্ব্বাণ্যস্য বা বচনং। পা ৫।১।১০) ইতি ছ। সর্ব্বসম্বন্ধী।

সর্ব্বেপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নল্লুর জেলার গুদুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৪°১৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°´৪০´´ পূঃ। এখানে রোহিল্লাদিগের একটী প্রাচীন দুর্গ বিদ্যমান। শস্যক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহের জন্য এখানে একটী সুন্দর দীর্ঘিকা (Irrgation tank) আছে, পেন্নার নদীর আনিকট হইতে উহা জলপূর্ণ করিয়া রাখা হয়।

সর্ব্বেশ (পুং) সর্ব্বস্য ঈশঃ। সর্ব্বেশ্বর।

সর্ব্বেশ্বর (পুং) সর্ব্বেষামীশ্বরঃ। ১ শিব। ২ সার্ব্বভৌম। (ত্রি) ৩ নিখিলপ্রভু। (ভাগবত ৬।৯।৩৩)

সর্ব্বেশ্বর, কামসূত্রটীকাপ্রণেতা ভাস্করনৃসিংহের গুরু। ২ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বেশ্বরত্ব (ক্লী) সর্ব্বেশ্বরস্য ভাবঃ ত্ব। সর্ব্বেশ্বরের ভাব বা ধর্ম্ম।

সর্ব্বেশ্বর দেব, একজন হিন্দু নরপতি।

সর্ব্বোরু ত্রিবেদী, বিবাদসারার্ণব নামক একখানি ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতা। ইনি মিথিলাবাসী ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। সর উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে ইনি উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

সর্ব্বোল্লাসতন্ত্র, একখানি তন্ত্রগ্রন্থ। সর্ব্বানন্দনাথ বিরচিত।

সর্ব্বেষ্টদ (ত্রি) সর্ব্বেষ্টং দদাতি দা-ক। সকল অভিলষিত বস্তুদানকারী।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য (ক্লী) সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য।

সর্ব্বোচ্ছেদন (ক্লী) সমূলে উচ্ছেদ।

সর্ব্বোত্তম (ত্রি) সকলের মধ্যে উত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বোদাত্ত (ত্রি) সকল উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট।

সর্ব্বোদ্যুক্ত (ত্রি) সকল বিষয়ে উদ্যোগী।

সর্ব্বোপধ (ত্রি) সকল উপধাস্বরযুক্ত।

সর্ব্বোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বৌঘ (পুং) সর্ব্বেষামোঘো যত্র। চতুরঙ্গ সৈন্যসন্নাহ। (অমর) ২ গুরুবেগ। (মেদিনী)

সর্ব্বৌষধ (ক্লী) সর্ব্বৌষধি।

সর্ব্বৌষধি (পুং) সর্ব্ব ওষধয়ো যত্র। ঔষধিবর্গবিশেষ। কুষ্ঠ, জটামাংসী, হরিদ্রা, বচ, শৈলেয়, চন্দন, মুরা, রক্তচন্দন, কর্পূর ও মুস্ত এই সকল দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধিগণ কহে।

"কুষ্ঠমাংসী হরিদ্রাদির্বচা শৈলেয়চন্দনৈঃ।
মুরাচন্দনকর্পূরৈঃ মুস্তঃ সর্ব্বৌষধিঃ স্মৃতঃ॥" (রাজনি°)

অন্যবিধ—মুরা, জটামাংসী, বচ, কুষ্ঠ, শিলাজতু, রজনীদ্বয় (হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা), শটী, চম্পক ও মুস্ত এই সকল দ্রব্যের নাম সর্ব্বৌষধি।

"মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ং।
শটী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

গ্রহবৈগুণ্য, সংক্রান্তি ও অশুভ প্রভৃতি হইলে সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করিলে শুভ হয়। মহাস্নান স্থলেও সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি দ্বারা দেবতাকে স্নান করাইতে হয়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এই সর্ব্বৌষধিগণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

হরিদ্রা, চন্দন, দারুহরিদ্রা, মুস্তা, দেবতাড়ক, ধন্যাক, জীরক, মেথি, ধাত্রীফল, উশীরক, ত্রিসুগন্ধি, শটী, গন্ধমাত্রী, কর্পূর, বচ, নখী, মরুবক, কুষ্ঠ, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, সরল, পদ্মকাষ্ঠ, বালক, ভদ্রমুস্ত, গ্রন্থিক, জটামাংসী, পলাশ, শৈলজ, শমী, অর্কর্চ্চ, গরুক, দূর্ব্বা, মুরামাংসী, কুঙ্কুম, অপামার্গ, মধুরিকা, বিকাসা, খদির, কুশ, চাতুর্জ্জাতকসব, অষ্টবর্গ, যজ্ঞডুম্বুর, নাগেশ্বর, কস্তূরী, ত্রিফলা, পঙ্ককেশর, কঙ্কোল, ধাতকীপুষ্প, ত্রিকটু, রেণুক, যব, তিল, কুন্দুরু, নলুক, ভাগী, গোরোচনা, বক, শুণ্ঠীপুষ্প, নহুলী, শ্রীফল, বংশলোচন, ইন্দীবর, বহুমূত্রা, বকুল, মালতীদল, ইন্দ্রবীজ, কোকনদ, জয়ন্তী, গজপিপ্পলী, ও শ্বেতাপরাজিতা পুষ্প, এই সকল সর্ব্বৌষধিগণ।

(পাদ্মোত্তরখ° ১০৭ অ°)

সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দা (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। (ললিতবি°)

সর্ষপ (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সর্ত্তেরপঃ ষুক্ চ। উণ্ ৩।১৪১) ইতি অপঃ ষুগাগমশ্চ। শস্যবিশেষ, চলিত সরিষা। (Brassica campestris, Syn. Dinapis dichotoma) হিন্দী—সরীষা, সর্ষা, জিরিয়া। পর্য্যায়—তন্তুভ, কদম্বক, সরিষপ, তণ্ডুক, শর্ষপ, রাজক্ষবক। (রাজনি°) ইহার গুণ—কফবাতঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রক্তকারক, কটু, ক্রমি ও কুষ্ঠনাশক। সর্ষপ দ্বিবিধ কৃষ্ণ ও গৌর। চলিত—কালসরিষা। ইহা দুই প্রকার, ছোট ছোট দানাগুলি রাইসরিষা নামে খ্যাত। গৌরবর্ণ সরিষাগুলি শ্বেতী সরিষা বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়

সরিষা গাছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়, কখনও প্রায় দুই হাতের অধিক উচ্চ হয় না। ইহার শিকড়গুলি কাষ্ঠময়। পাতাগুলি

গাছের পরিমাণে একটু বড় বড় ও ইহার অগ্রভাগ ছুঁচাল হয়। ইহার শুঁটী গুলি লম্বা ও কোণাকার হয়। এই শুঁটীগুলিকে কড়াই শুঁটীর ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, মধ্যভাগে একসারে ১৫।২০টী বীজ থাকে। ঐ বীজগুলি সুপক্ক হইলেই গাছ সমেত শুঁটীগুলি শুকাইয়া আইসে। তখন কৃষকেরা ঐ গাছগুলিকে কাটিয়া আনে ও গৃহপ্রাঙ্গণের এক স্থানে রাখিয়া দেয়। ঐ স্থানে সূর্য্যোত্তাপে ইহা পূর্ণমাত্রায় শুকাইয়া আসলে ঝাড়িয়া সরিষা বাহির করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ এই শ্রেণীর তৈলকর বীজগুলিকে Brassica আখ্যা দিয়া উহাকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ এসিয়াখণ্ড জাত সর্ষপ, ও ২ য়ুরোপের নানাস্থানে যাহা উৎপন্ন হয়। এই দুই মহাদেশজাত সর্ষপের মধ্যে আরও শতাধিক প্রকার ভেদ আছে। ঐ সকলের মধ্যে কএকপ্রকার সাধারণতঃ বাজারে পণ্যদ্রব্যরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। অন্যান্য তৈলকর বীজের মধ্যে সরিষা ভারতীয় বাণিজ্যপণ্যের একটী প্রধান উপকরণ। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কএক প্রকার সরিষার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১ শ্বেতসরিষা—The white mustard (B. alba) য়ুরোপ ও পশ্চিম এসিয়াখণ্ডের দক্ষিণাংশে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। হরিদ্রাবর্ণের পুষ্প ব্যতীত এই গাছগুলিকে সরিষার গাছ বলিয়া চিনিবার আর অন্য উপায় নাই। ইহাদের শুঁটীতে অতি অল্পই সরিষা পাওয়া যায়। হিন্দী—সফেদ্‌-রাই, সফেদ্‌ রাইয়ান, গুজরাত—উজ্‌লো রাই, মরাঠী—পান্‌ধোরা-মোহরে; তামিল—বেল্লই-কোদুগু; তেলগু—তেল্ল-আবলু; মলয়ালম্‌—বেল্ল-কডুক; কর্ণাড়ী—বিলি-সাসবে; সংস্কৃত—সিদ্ধার্থ, শ্বেত-সর্ষপ; আরব—খর্দ্দনে আব্‌য়াজ; পারসী—সিপান্দনে সুপীদ্‌।

ইহার বীজগুলি একটু বড় বড় ও সাদা হয়। এই বীজ হইতে অতি সামান্য পরিমাণেই তৈল পাওয়া যায়। তৈল অপেক্ষা নিষ্কাশন ব্যয় অধিক পড়ে বলিয়া কেহই এই বীজ হইতে তৈল বাহির করে না। ইহার চূর্ণও সেরূপ ফলদায়ক নহে, তবে তেজী কালসরিষা মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিলে উহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। ইহাতে Sulphocyanate of acrinyl থাকায় ইহা শীতল জলে গুলিয়া গাত্রে প্রলেপ দিলে জ্বালা অনুভূত হয়।

বড়গাছের পাতাগুলি অনেকে "শাক-ভাজা" করিয়া খায়। খুব কচি চারাগুলি সালাড্‌ (চাটনি) করিয়া ভারত ও য়ুরোপবাসী অনেকেই খাইয়া থাকে। য়ুরোপীয়েরা ছাগলাদিকে পুষ্টকার করিবার জন্য ইহার খইল খাওয়ায়।

কালী-সরিষা—B. Campestris। ইহাই ভারতের প্রধান একটী পণ্যদ্রব্য। ইহার পত্রগুলি শুঁয়াযুক্ত। এই শ্রেণীতে B, glauca=হঁাড়া-সরিষা, শ্বেত-রাই বা রাজিকা গৃহীত হইয়াছে। কালী-সরিষা অপেক্ষা এই রাজিকা হইতেই অধিক পরিমাণে তৈল নির্গত হয়। এই কারণে য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ ইহা সমধিক সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট ইহা Rape-seed নামে পরিগৃহীত।

তেলীরা ঘানিগাছের নিষ্পেষণে ইহার তৈল বাহির করে। সরিষা হইতে সম্পূর্ণরূপে তৈল বাহির হয় না বলিয়া তেলীরা শেয়ালগুজা প্রভৃতি অপরাপর তৈলকর বীজও ইহার সহিত মিশ্রিত করে। প্রায় প্রতি মণ সরিষায় কমবেশ ১৩ সের তৈল ও ২৭ সের খইল পাওয়া যায়।

ইহার খাঁটী তৈল চর্ম্মরোগের বিশেষ উপকারী। উত্তমরূপে ইহা গাত্রে মর্দ্দন করিলে বলবৃদ্ধি ও মাংসপেশীসমূহ সুদৃঢ় হয়, গাত্রে কোনরূপ চুলকণা পাঁচড়া প্রভৃতি হয় না এবং চর্ম্ম শীতল থাকে। খাটী সরিষার অর্দ্ধছটাক তৈলে আধ আনা ওজনের কর্পূর মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে ঘাড়ের আকস্মিক বেদনা বা বাতব্যাধির উপশম হয়। সুকুমার বালকবালিকাদের সর্দ্দিঘটিত জ্বরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের কষ্ট হইলে পায়ের তলদেশে ও বক্ষে উত্তমরূপে কর্পূরমিশ্রিত সরিষার তৈল মালিস করিলে তৎক্ষণাৎ সর্দ্দির চাপ অপসারিত হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সরল হইয়া থাকে। কখন কখন অম্লশূলের বেদনায় এই কর্পূরমিশ্রিত তৈল মালিস করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র খাটী সরিষার তৈল মাখিয়া ডেঙ্গুজ্বরগ্রস্ত অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। খাঁটী সরিষার তৈল সামান্য লবণযোগে উত্তপ্ত করিয়া ছর্দ্দিসংযুক্ত জ্বরগ্রস্ত বালকবালিকাদের পদতলে, বক্ষে, কণ্ঠে, ও রগে মর্দ্দন করিলে দুই দিবসেই ছর্দ্দির শান্তি হয়।

এই শ্রেণীর শাহজাদা-রাই অপর একপ্রকার। ইহা খাস-রাই বা রাই-সরিষা (B. juncea) নামেও খ্যাত। ভারতে ইহার প্রচুর চাস হয়। যুক্তপ্রদেশ ও অযোধ্যার কৃষি-ক্ষেত্রের পাশে পাশে ইহা বোনা হইয়া থাকে। পশ্চিমে মিসর ও পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগেই এই শ্রেণীর সরিষা অল্পবিস্তর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। রুষসাম্রাজ্যের দক্ষিণে, কাষ্পীয় সাগরের উত্তর-পূর্ব্বস্থ ষ্টেপী প্রান্তরে, সরেপ্তা, সারাটু ও মধ্য আফ্রিকায় ইহা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শ্বেতী বা কাল সরিষার ন্যায় ইহার বর্ণ একটু কটা (Brown)। তৈলগুণ প্রায়ই সমান। ইহার পাতা মানুষে ও গবাদিতে খায়। কাল-রাই বা তীরা

B. nigra (The black or true mustard) মাকড়া রাই নামেও প্রসিদ্ধ। ভারত ও তিব্বতের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এবং মধ্য ও দক্ষিণ-য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এই জাতীয় গাছ জন্মে। থিওফ্রাস্টাস্, দাওস্‌কোরিডিস, প্লিনি প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সরিষার ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। য়ুরোপে খাদ্যদ্রব্য রূপে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে ইহার চাস হয় এবং ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইহার তৈল প্রথম পরীক্ষিত হইয়াছিল।

ইহার বীজ হইতে শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। ঐ তৈলে glycerides, stearic, oleic, erucic, ও brassic এসিড্ পাওয়া যায়। জল দ্বারা তৈল সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। ইহা শুকায় না, 0° ফারণহিটে জমাট বাঁধে, খাটী সরিষার তৈলে বিশেষ কোন গন্ধ পাওয়া যায় না, তবে যাহা আমরা নাসাগ্রে উপলব্ধি করি, তাহা কেবল অপর তৈলকর শস্যের মিশ্রণ হেতুই হইয়া থাকে। ইহাতে Myrosin থাকায় গাত্রে ফোস্কা উৎপাদনের কার্য্য করে এবং সরিষাচূর্ণের প্রলেপে বেদনাদি উপশম হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরিষা ভারতের একটী প্রধান বাণিজ্য পণ্য। বাঙ্গালা হইতে প্রতি বৎসর ১৭ লক্ষ, বোম্বাই হইতে প্রায় ১৩ লক্ষ, সিন্ধু প্রদেশ হইতে ৯ লক্ষ এবং মান্দ্রাজ হইতে ১ লক্ষমণ সরিষা ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, দেনমার্ক, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, ইতালি, মিসর, আদেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজ্যে রপ্তানী হইয়া থাকে।

তৈলগুণ—তিক্ত, কটু, বাতকফবিকারনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, অস্রদোষপ্রদ, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক, এবং তিলতৈলের ন্যায় চক্ষুর হিতকারক। ইহার শাকগুণ—অত্যুষ্ণ, রক্তপিত্তপ্রকোপণ, বিদাহী, কটুক, স্বাদু, শুক্রনাশক ও রুচিকর। (রাজনি°)
[রাজিকা শব্দ দেখ।]

২ স্থাবরবিষবিশেষ। (হেম) ৩ ষড়্‌লিখ্যাপরিমাণ।

"জালান্তরগতে ভানৌ যচ্চাণুর্দৃশ্যতে রজঃ।
তৈশ্চতুর্ভির্ভবেল্লিখ্যা লিখ্যাষড়্‌ভিশ্চ সর্ষপঃ॥" (শব্দচ°)

সূর্য্যকিরণ গবাক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে সূক্ষ্ম যে ধূলিকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চারিটীতে এক লিখ্যা এবং ৬ লিখ্যায় এক সর্ষপ পরিমাণ হয়।

সর্ষপক (পুং) তন্নামক কন্দবিষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ২ অ°)

সর্ষপতৈল (ক্লী) সর্ষপোদ্ভবং তৈলং। সর্ষপজাতস্নেহ, সরিষার তৈল।

সর্ষপনাল (ক্লী) সর্ষপদণ্ড। নালশাকবিশেষ।

সর্ষপা (স্ত্রী) শ্বেতসর্ষপ। (বৈদ্যকনি°)

সর্ষপারুণ (পুং) অসুরগণভেদ। (পারস্ক° গৃ° ১।১৬)

সর্ষপিক (পুং) প্রাণহারক কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

সর্ষপিকা (স্ত্রী) শুকরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"গৌরসর্ষপসংস্থানা শুকদুর্ভগ্নহেতুকা।
পিড়কা কফরক্তাভ্যাং জ্ঞেয়া সর্ষপিকা বুধৈঃ॥"
(সুশ্রুত নি° ১৪ অ°)

শূক প্রয়োগ বা দুষ্ট যোনিতে গমন দ্বারা শিশ্নে গৌর-সর্ষপের ন্যায় পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে সর্ষপিকা কহে। এই রোগ বাতশ্লেষ্মাত্মক। [শূকরোগ দেখ।]

২ তন্নামক কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°) ৩ মসূরিকারোগভেদ। [মসূরিকা শব্দ দেখ।]

সর্ষপী (স্ত্রী) সৃ-গতৌ-অপঃ যুগাগমশ্চ, ততো ঙীষ্। ১ খঞ্জনিকা। (ত্রিকা°) ২ পীড়কাবিশেষ। (সুশ্রুত ২।৬)

সর্ষীকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, বিরাট্‌ছন্দ।

সর্সাবা, যুক্ত প্রদেশের শাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। শাহারাণপুর হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে অম্বালা যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। পঞ্জাব প্রদেশে এখানকার অল্পবিস্তর বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

জেনারল কানিংহাম এই স্থানকে রাজা চাঁদের রাজধানী সর্ব্বা বা সরসারহা বলিয়া অনুমান করেন। গজনীপতি মাহ্মুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর লুণ্ঠন করেন। পলাতক রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গকে তিনি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের জঙ্গলে পরাজিত করিয়া বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

সল (ক্লী) সরতীতি সৃ-গতৌ-অচ্। রস্য ল, সল-গতৌ-অচ্ বা। জল। (ভরত)

সলক্ষণ (ত্রি) লক্ষণের সহিত বর্ত্তমান, লক্ষণযুক্ত।

সলক্ষ্মন্ (ত্রি) লক্ষ্ম অর্থাৎ চিহ্নের সহিত বর্ত্তমান, চিহ্নযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট।

সলজ্জ (ত্রি) লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানঃ। লজ্জাবিশিষ্ট।

"সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাঃ কুলযোষিতঃ।" (চাণক্য)

সলবণ (ত্রি) লবণযুক্ত, লবণবিশিষ্ট।

সললুক (পুং) সরণশীল, গমনশীল। "আ কীবতঃ সললূকং চকর্থ" (ঋক্ ৩।৩০।১৭) 'সললূকং সরণশীলং' (সায়ণ)

সলাবৎর্খা, একজন মুসলমান ওমরাহ। ইনি মোগলসম্রাট্ শাহজহান্ বাদশাহের অধীনে মীরবক্সীর কার্য্য করিতেন। কার্য্যসূত্রে গজসিংহের পুত্র অমরসিংহ রাঠোর নামক এক জন রাজপুত-সর্দ্দারের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। রাজপুতবীর ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে একদিন সন্ধ্যাকালে আগ্রা দুর্গে সম্রাট্ সমক্ষেই মীরবক্সীর প্রাণ হনন করেন। সম্রাটের অনুচরবর্গ তদ্দণ্ডেই তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে দুর্গদ্বারের নিকটে নিহত

করে। তদনুসারে ঐ দ্বারটী "অমরসিংহ-দরওয়াজা" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সলাবৎজঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের একজন মুসলমান অধিপতি। ইনি নিজাম উল্‌ মুলক আসফ্‌জার তৃতীয় পুত্র। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে নবাব মুজঃফরজঙ্গ গুপ্তহত্যাকারীর দ্বারা নিহত হন। এই সময়ে ফরাসীগণ উদ্যোগী হইয়া সলাবৎ জঙ্গকেই দাক্ষিণাত্যের সিংহাসন অর্পণ করেন। ফরাসীদিগের কৃত-উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ও তাঁহাদের প্রতি সৌজন্য দেখাইতে নবাব সলাবৎ জঙ্গ ফরাসী সেনাপতি মুসো বুসিকে স্বীয় দরবারের ওমরাহ মধ্যে পরিগণিত করেন এবং ফরাসী জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য তিনি উত্তরসরকার প্রদেশ বুসির হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার ব্যপদেশে ইংরাজ ও ফরাসীতে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। বুসির আগমনে প্রথমে ফরাসীদল প্রবল হইয়া উঠে এবং কিছু কালের জন্য সমগ্র দাক্ষিণাত্য রাজ্যের রাজকীয় শাসনকর্তৃত্ব বুসীর ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইতে থাকে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নবাবভ্রাতা নিজাম আলী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া রাজমন্ত্রী হায়দর জঙ্গকে নিহত করে। এই সময়ে রাজ্য মধ্যে একটী ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইতেছে দেখিয়া এবং আর্কট প্রদেশে মহম্মদ আলী খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজগণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতবল হইতেছেন জানিয়া বুসি আপনার স্বজাতিবর্গকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া ফরাসী অধিকারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নিজাম আলী এই সময়ে সিংহাসন নিষ্কণ্টক জানিয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে সলাবৎ জঙ্গকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন। এইরূপ বন্দী অবস্থায় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সলাবতের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সলামৎ আলী, আলাহাবাদ রাজধানীর এক জন মুনসিফ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগরেই তিনি ধৃত হইয়া রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সলামৎ আলীখাঁ (হকিম), একজন মুসলমান কবি। বারাণসী ধামে ইহার বাস ছিল। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি কাশীধামে বিদ্যমান থাকিয়া সঙ্গীতবিষয়ে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

সলাত্তা, পঞ্জাব প্রদেশের গুরগাঁও জেলার নূহ তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সোণার নামক স্থানের উত্তরে মেবাত শৈলমালার পাদমূলে বিস্তীর্ণ 'নূহ-মহল' নামক লবণময় মৃত্তিকাবিশিষ্ট ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে স্থাপিত। পূর্ব্বে এখানে যে লবণ প্রস্তুত হইত তাহা সাধারণে সলাত্তা-লবণ নামে পরিচিত, ঐ লবণকূপের জল শুকাইয়া ও মৃত্তিকা ধৌত করিয়া প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে যে লবণ হইত, তাহা ততদূর পরিষ্কার ছিল না; তাহাতে ম্যাগ্‌নেসিয়া, ক্লোরাইড ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকিত। বর্ত্তমানে ঐ স্থানে আর লবণ প্রস্তুত হয় না। উৎকৃষ্ট সম্বর হ্রদজাত লবণ আমদানী হওয়া অবধি অধিবাসীরা স্থান-জাত নিকৃষ্ট লবণ আর তৈয়ারী করে না।

সলায়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের নবানগর রাজ্যের একটী বন্দর। এই স্থান খম্ভালিয়া নগর হইতে ৯ মাইল উত্তরে স্থাপিত। উক্ত নগরের যাহা কিছু বাণিজ্য তাহাই এই বন্দর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই ও করাচীর পরই এই বন্দরের প্রাধান্য। এই বন্দরের প্রবেশের দুইটী পথ আছে। একটী পথ কুরুম্ভর দ্বীপ ও ভারতোপকূল এবং অপরটী কুরুম্ভর ও ধানিবেত নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী। বন্দরে রাত্রিকালে পোতাদি আসিবার সুবিধার্থ কুরুম্ভরদ্বীপের উত্তরপশ্চিমে ৩০ ফিট্‌ উচ্চ একটী লাইট হাউস আছে। মোগল শাসনাধিকারেও এই নগরের যথেষ্ট বাণিজ্য-সমৃদ্ধি ছিল। মীরাতই আহ্মদী নামক গ্রন্থে এই বন্দর ইস্‌লাম নগরের অধীন ছিল বলিয়া বর্ণিত। এখান হইতে এখনও প্রচুর ঘৃত ও তুলা বোম্বাই, করাচী ও গুজরাত প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

সলিঙ্গ (ত্রি) লিঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, লিঙ্গযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট।

সলিতা (দেশজ) বর্ত্তিকাভেদ। বস্ত্রখণ্ড বা তূলা বর্ত্তিকাকারে পাকাইয়া সলিতা প্রস্তুত করিতে হয়। সলিতা তৈলে ভিজাইয়া অগ্নিযোগে প্রজ্বলিত হয় ও দ্রব্যপ্রকাশরূপ কার্য্য করে।

সলিম, একজন মুসলমান কবি। আসল নাম মহম্মদ কুলী। মোগল সম্রাট্‌ শাহজহান বাদশাহের রাজত্বকালে তিনি স্বীয় জন্মভূমি পারস্য পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আগমন করেন ও উজীর-প্রবর ইসলামখাঁ কর্ত্তৃক রাজদরবারে নিযুক্ত হন। পারস্য-বাসকালে তিনি লহিজান প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া একখানি দিবান্‌ ও একখানি মস্‌নবি প্রণয়ন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি উহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কাশ্মীরবর্ণন নাম দেন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সলিমচিস্তি (শেখ), ফতেপুর সিক্রীনিবাসী একজন মুসলমান সাধু। ইনি সাধারণে শেখ-উল্‌-ইসলাম নামে পরিচিত ছিলেন। মোগল সম্রাট্‌ অকবর বাদশাহ এই ফকিরকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ইনি শেখ ফরিদ সখরগঞ্জের বংশধর বহাউদ্দীনের পুত্র। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী রাজধানীতে ইঁহার জন্ম হয়। বয়ঃকালে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি খাজা ইব্রাহিম চিস্তির

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সিক্রীর অদূরবর্ত্তী একটী গণ্ডশৈলে বাস করিয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলনে দিন যাপন করিতে থাকেন। প্রবাদ আছে, ইঁহারই ভজনাপ্রভাবে অকবরশাহ বহু সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারই নামানুসারে স্বীয় পুত্র জাহাঙ্গীরের নাম সলিম শাহ রাখেন।

সম্রাট্ এই ফকিরের প্রতি এতই ভক্তিমান ছিলেন যে, ইঁহার প্রীত্যর্থে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত শৈলোপরি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ মসজিদ আজিও ফতেপুর সিক্রীর মসজিদ্ নামে প্রখ্যাত রহিয়াছে। উক্ত মসজিদটী নির্ম্মিত হইবার কএক মাস পরে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ফকিরের পরলোক হয়। তদনন্তর সম্রাট্ মহা সমারোহে ঐ শৈলশৃঙ্গে ইঁহাকে সমাহিত করিতে আদেশ দেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে যতগুলি শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাধুর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন প্রধান। ইঁহার ধর্ম্মোপদেশ বাক্য ইসলামধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইনি জীবিত কালের মধ্যে চতুর্ব্বিংশতিবার মক্কাযাত্রা করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, ইনি পাণিফলের পালোর প্রস্তুত রুটী ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতেন না।

তাঁহার পুত্র কুতবউদ্দীন্ বাঙ্গালায় শের আফগান কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহারই অন্যতম পুত্র বদর উদ্দীন্ পিতার মৃত্যুর পর গদীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। এই বদরউদ্দীনের পুত্র ইসলাম খাঁকে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আমীর মর্য্যাদা প্রদান করিয়া ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান।

সলিমশাহ্, মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের পুত্র।

[জাহাঙ্গীর দেখ।]

সলিম শাহ্ শূর, দিল্লীর শূরবংশীয় একজন মুসলমান নরপতি। তিনি সম্রাট্ শের শাহের কনিষ্ঠ পুত্র, নাম জলালখাঁ। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিলখাঁ স্থানান্তরে গমন করায় তিনি তাঁহার অবর্ত্তমানে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর দুর্গে স্বয়ং পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যারোহণ কালে তিনি ইসলাম শাহনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে উচ্চারণের বৈপরীত্যে ইসলাম শাহ নাম সলিম শাহে পরিণত হয়। তিনি প্রায় নয় বৎসর রাজত্ব করেন। পরে ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র নগরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ সাসেরামে সমানীত ও তাঁহার পিতার সমাধি-পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

যে বৎসর সলিম শাহের মৃত্যু ঘটে, সেই বৎসর গুজরাতের রাজা মাহ্মুদ শাহ ও আহ্মদনগরের অধিপতি বুর্হান-নিজাম শাহেরও মৃত্যু হয়। এই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ রাজত্রয়ের মৃত্যুঘটনা অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক ফিরিস্তার পিতা মৌলানা আলী "রাজ-নামা" নামে একটী কবিতা রচনা করেন।

সলিমা সুলতানা বেগম, মোগল সম্রাট্ বাবর শাহের দৌহিত্রী। বাবরকন্যা গুলরুখ বেগমের কন্যা। বাবরের জামাতা মীর্জা নূরউদ্দীন্ মহম্মদ স্বীয় তনয়া সলিমাকে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে খান্ খানান্ বৈরাম খাঁর করে অর্পণ করেন। মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের আদেশে জালন্ধরে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর অকবর শাহ স্বয়ং তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই রমণীর গর্ভে সম্রাটের শাহজাদা খানুম নামে এক কন্যা ও সুলতান মোরাদ নামে এক রাজকুমারের জন্ম হয়। সলিমা পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং কবিতাদিও লিখিতে পারিতেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সলিমা বানো বেগম, দারাসিকোর পুত্র সুলেমানসিকোর কন্যা। বাদশাহ অরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র যুবরাজ মহম্মদ অকবরের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভজাত তনয় নিকোসিয়ার আগ্রায় সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রুকন্ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হন।

সলিমপুর, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষৌ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। লক্ষৌ নগর হইতে ২০ মাইল দূরে সুলতানপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। গোমতী নদীর সন্নিকটে একটী উচ্চভূমি-খণ্ডের উপর এই নগরটী স্থাপিত। এখানে নদীর উপর একটী সেতু আছে।

সলিমপুর, যুক্ত প্রদেশের মোরদাবাদ জেলার আমরোহা তহ-সীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৯° ৫´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪১´ পূঃ। এক সময়ে এই স্থান একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত ছিল। প্রাচীন ধ্বস্ত মন্দির ও সমাধিমন্দিরাদি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

সলিমপুর-মঝৌলী, যুক্ত প্রদেশের গোরখপুর জেলার দেওরিয়া তহসীলের অন্তর্গত দুইটী পাশাপাশি গ্রাম। লোকে মঝৌলী-সলিমপুর বলিয়াও ডাকে। গ্রামদ্বয় বাণিজ্যপ্রধান ও সুসমৃদ্ধ।

সলিল (ক্লী) সলতি গচ্ছতীতি সল-গতৌ (সলিকল্যনীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। জল। জলে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিতে নাই। যিনি জলে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করেন, তিনি দুর্গন্ধ পূয়পূরিত বিমূত্র নামক নরকে পতিত হন।

"মূত্রশ্লেষ্মপুরীষাণি যৈরুৎসৃষ্টানি বারিণি।
তে পাত্যন্তে চ বিমূত্রে দুর্গন্ধে পূয়পূরিতে॥"

(বামনপু° কর্ম্মবি° ১২ অ°) [জল শব্দ দেখ।]

সলিলকুন্তল (পুং) সলিলস্য কুন্তল ইব। শৈবাল। (ত্রিকা°)

সলিলক্রিয়া (স্ত্রী) সলিলস্য ক্রিয়া। সলিলকর্ম্ম। উদকক্রিয়া।

সলিলগ্রহ (পুং) অশ্বের গ্রহভেদ। (জয়দ°)

সলিলচর (ত্রি) সলিলে চরতীতি চর-অচ্। সলিলচারী, জলচর, যাহারা জলে বিচরণ করে।

সলিলজ (ক্লী) সলিলে জায়তে ইতি জন-ড। ১ পদ্ম। (রাজনি°) ২ জলজাত মাত্র, যাহা জলে জন্মে।

সলিলজন্মন্ (ক্লী) সলিলে জন্ম যস্য। ১ পদ্ম। ২ সলিলজাত।

সলিলদ (ত্রি) সলিলং দদাতি দা-ক। সলিলদায়ী, যিনি জল দেন। (পুং) ২ মেঘ।

সলিলধর (পুং) মুস্তা। (বৈদ্যকনি°)

সলিলনিধি (পুং) ১ জলনিধি, সমুদ্র। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকে. এই ছন্দের নাম কেহ কেহ সরসী, ও সিংহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছন্দোমঞ্জরীতে এই ছন্দ সরসী নামে আখ্যাত হইয়াছে। [সরসী দেখ]

সলিলপতি (পুং) সলিলস্য পতিঃ। জলপতি, সলিলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বরুণ। ২ জলপতি সমুদ্র।

সলিলপবনাশিন্ (ত্রি) জল ও বায়ুভোজী।

সলিলপ্রিয় (পুং) শূকর।

সলিলময় (ত্রি) সলিল স্বরূপে ময়ট্। জলময়, জলস্বরূপ।

সলিলমুচ্ (পুং) সলিলং মুঞ্চতি মুচ্-ক্বিপ্। সলিলমোচনকারী, মেঘ, বারিমুচ্।

সলিলযোনি (ত্রি) সলিলং যোনিরুৎপত্তিস্থানমস্য। ১ ব্রহ্মা, সলিলে ইহার উৎপত্তি হয়, এই জন্য ইঁহার নাম সলিলযোনি। ২ যে সকল বস্তুর উৎপত্তিস্থান জল।

সলিলরাজ (পুং) সলিলস্য রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। জলরাজ বরুণ। ২ সমুদ্র।

সলিলবৎ (ত্রি) সলিল অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সলিলবিশিষ্ট, জলবিশিষ্ট, জলযুক্ত।

সলিলস্থলচর (ত্রি) সলিলে স্থলে চ চরতীতি চর-অচ্। জল ও স্থলে বিচরণকারী, উভচর। যাহারা জল ও স্থল এই দুই জায়গায় বিচরণ করে। যেমন হংস, সর্প প্রভৃতি।

সলিলাকর (পুং) সলিলস্য আকরঃ। সমুদ্র।

সলিলাঞ্জলি (পুং) সলিলস্য অঞ্জলিঃ। জলাঞ্জলি।

সলিলাধিপ (পুং) সলিলস্য অধিপঃ। জলাধিপতি বরুণ। (হরিবংশ)

সলিলার্ণব (পুং) সমুদ্র। (রামায়ণ ৫।৩২।৫)

সলিলালয় (পুং) সমুদ্র। (রামা° ৫।৫৬।৫৫)

সলিলাশন (ত্রি) সলিলং অশনং ভক্ষণং যস্য। সলিলভোজী। (ভাগ° ৮।২৪।১০) অস্মদ্দেশীয় রমণীরা কোন কোন ব্রতে সামান্যমাত্র গঙ্গোদক পান করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকেন।

সলিলাশয় (পুং) সলিলানামাশয়ঃ। জলাশয়, পুষ্করিণী। [জলাশয় শব্দ দেখ]

সলিলাহার (ত্রি) সলিলং আহারো যস্য। সলিলভোজী, জলভক্ষক। (রামা° ৩।১০।৩)

সলিলেচর (ত্রি) সলিলে চরতি চর-অচ্, সপ্তম্যাঃ অলুক্। জলেচর, গ্রাহ, হাঙ্গর কুম্ভীরাদি জলজন্তু।

সলিলেন্দ্র (পুং) সলিলস্য ইন্দ্রঃ। জলপতি বরুণ।

সলিলেন্ধন (পুং) সলিলং ইন্ধনং যস্য। বাড়বানল। (ত্রিকা°)

সলিলেশ (পুং) সলিলস্য ঈশঃ। বরুণ।

সলিলেশয় (ত্রি) সলিলে শেতে শী-অচ্। সপ্তম্যাঃ অলুক্। জলশায়ী।

সলিলোদ্ভব (পুং) ১ পদ্ম। (রামা° ৫।১৩।২৮) ২ শঙ্খ, শম্বুকাদি। (ভারত ৯ প°)

সলিলোপজীবিন্ (ত্রি) সলিল যাহাদের প্রধান উপজীবিকা। মৎস্যাদি।

সলিলৌকস্ (ত্রি) সলিলং ওকঃ স্থানং যস্য। জলৌকাঃ, চলিত জোঁক। ২ সলিলবাসী।

সলিলৌদন (পুং) সলিল দ্বারা সিদ্ধ ওদন। অন্ন। সিদ্ধতণ্ডুল।

সলীল (ত্রি) লীলয়া সহ বর্ত্তমানঃ। লীলাবিশিষ্ট, লীলাযুক্ত।

সলীলগজগামিন (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবি°)

সলূন (পুং) ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। মানবদেহে parasite নামক যে শ্রেণীর ক্ষুদ্রতম কীট নিরন্তর পুষ্ট হয়, ইহারা সেই জাতীয় কীট।

"লেলিহাশ্চ সলূনাশ্চ সৌসুরঙ্গাঃ ককেরকাঃ।"

(শার্ঙ্গধরস° ১।৭।১০)

সলেক (পুং) আদিত্যভেদ। (তৈত্তিরীয়স° ১।৫।৩।৩)

সলোক (ত্রি) লোকেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১লোকের সহিত বর্ত্তমান, লোকযুক্ত, লোকবিশিষ্ট। ২ অধিবাসিবৃন্দ। ৩ নগর।

সলোকতা (স্ত্রী) সলোকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। একস্থাননিবাস। (ঐতরেয়ব্রা° ১৬)

সলোক্য (ত্রি) লোকসম্বন্ধীয়। (ভারত ১৩প°)

সলোন, অযোধ্যা-প্রদেশের রায়-বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। সলোন, প্রসাদপুর ও রোখা-জৈশ পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪৩৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী পরগণা, পূর্ব্বে ইহা রায়-বরেলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্ত্তমানে বিচার-কার্য্যের সুবিধার্থ উহাকে প্রতাপগড় জেলার সীমাধীন করা হইয়াছে।

ইহার দক্ষিণে গঙ্গানদী ও মধ্যদেশ দিয়া সই নদী প্রবাহিত। এখানকার সুবিস্তৃত জঙ্গলে অনেকগুলি ভগ্ন-দুর্গ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকের মুখে প্রকাশ, হিন্দু-রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে ঐ সকল স্থানে দুর্বৃত্ত দস্যুদলের বাস ছিল। নাইন্ তালুকদারগণও এক সময়ে ঐ জঙ্গলে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কাণপুরিয়া রাজপুত-বংশীয়েরাই এখানকার প্রধান ভূম্যধিকারী।

৩ রায়বরেলী জেলার একটী নগর ও সলোন তহসীলের বিচার-সদর। প্রতাপগড় হইতে রায়বরেলী যাইবার রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ১´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ২৯´ ৫০´´ পূঃ। এক সময়ে এই নগর সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন আর সেই পূর্ব্বশ্রী নাই। প্রাচীন ভর জাতির অভ্যুদয় কালে এই স্থান দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারেও এই নগরের যথেষ্ট উন্নতি ছিল, ঐ সময়ে মুসলমান-প্রভাবে এখানে কএকটী মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। এখনও ১০টী মসজিদ তাহার নিদর্শনস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। এই নগরের পার্শ্বদেশে সম্রাট্ অরঙ্গজেবপ্রদত্ত একটী নিষ্কর জায়গীর। ঐ জায়গীরের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী শাহ মহম্মদ মেহন্দী আতা। ইংরাজ গবর্মেণ্ট আজিও অধিকারীর পূর্ব্ব-স্বত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন।

সলোমন্ (ত্রি) লোমের সহিত বর্ত্তমান, লোমযুক্ত, লোমবিশিষ্ট।

সলোহিত (ত্রি) লোহিতবর্ণযুক্ত, সরক্ত।

সল্টরেঞ্জ (লবণ-পর্ব্বত), পঞ্জাবপ্রদেশের বন্নু, শাহপুর ও ঝিলাম্ জেলার বিস্তৃত একটী পর্ব্বতমালা। এই পর্ব্বতের অভ্যন্তর-স্তরে প্রচুর সৈন্ধব-লবণ (Rock salt) পাওয়া যায়; এই কারণে ইংরাজী ভূগোলে ইহা Salt-range নামে কথিত হইয়াছে। অক্ষা° ৩২° ৪১´ হইতে ৩২° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪২´ হইতে ৭৩° পূঃ পর্য্যন্ত এই পর্ব্বতমালা বিস্তৃত।

ঝিলাম নদীতীর হইতে তিনটী পর্ব্বত-শাখা এক মুখে মিশিয়া মধ্যভাগে যে মূল পর্ব্বতাংশ গঠিত করিয়াছে, তাহাই এই পর্ব্বতের মূল পৃষ্ঠ। এই অংশ চেল নামে অভিহিত। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ইহা ৩৭০১ ফিট্ উচ্চ। নদীপ্রবাহিত উপত্যকা প্রদেশ মধ্যে ব্যবধান থাকায় এই হিমালয়-গিরিমালা পাদমূল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উত্তরবাহিনী শাখাটী সুলতানপুরের সন্নিকটে নদীকূল হইতেই উচ্চচূড়ে সমুন্নত হইয়া ঝিলাম্ নদীর সহিত প্রায় ২৫ মাইল সমান্তরাল ভাবে গিয়াছে, তৎপরে কিছু বক্রী হইয়া ৪০ মাইল অতিক্রমণের পর মূল পর্ব্বতপৃষ্ঠে মিশিয়াছে। এই পর্ব্বতাংশ নীলিশৈল নামে খ্যাত। দ্বিতীয় শাখা রোটাস-পর্ব্বত নামে পরিচিত। উপরি বর্ণিত নীলিশৈল ও উক্ত ঝিলাম্ নদীর মধ্যভাগে পরস্পরে সমান্তরাল ভাবে এই শৈলখণ্ড অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উপরে ইতিহাসবিখ্যাত রোটাস্-দুর্গ ও টিল্লীর শৈলাবাস প্রতিষ্ঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উক্ত স্থানদ্বয় প্রায় ৩২৪২ ফিট উচ্চ।

তৃতীয় পব্বি-শৈল ঝিলাম্ নদীর দক্ষিণকূল হইতে উত্তরকূলে গিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়াই ঝিলাম্ নদী প্রবাহিত আছে। উত্তর-দিগবর্ত্তী পর্ব্বতখণ্ড ক্রমশঃ উত্তরমুখে আসিয়া উপরি উক্ত শাখা-দ্বয় ও মূল চেল শিখরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে ঐ মিলিত গিরিমালা দুইটী বিভিন্ন শাখায় সমান্তরাল ভাবে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া শাহপুর-জেলাস্থ উচ্চ-চূড় সকেশ্বর শৈলে যাইয়া সংযুক্ত হইয়াছে; এই পর্ব্বতপৃষ্ঠ সমুদ্রজল হইতে ৫০১০ ফিট্ উচ্চ।

উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে এবং তাহাদের মধ্যস্থিত কএকটী গিরিচূড়ার মধ্যভাগে একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ ভূমি অতিশয় উর্ব্বর ও নানাবিধ পার্থিব-সৌন্দর্য্য-প্রপূরিত। এই স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে "কল্লার-কাহার" নামে একটী সুবিস্তৃত হ্রদ আছে। উহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ-নিকেতন। এই হ্রদ হইতে যে কয়টী পার্ব্বত্যস্রোত অধিত্যকা-গাত্র বহিয়া সমতল প্রান্তর-পথে চলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী ভূগর্ভস্থ সৈন্ধব লবণাস্বাদযুক্ত জলরাশিপূর্ণ।

পিণ্ড-দাদন খাঁর উত্তরপূর্ব্বস্থ খেউরা গ্রামের "Mayo Mine" নামক খনি, শাহপুরের বর্দ্ধা নামক স্থানের খনি ও বন্নু জেলার কালাবাগ নামক স্থানের খনি হইতে প্রচুর লবণ উত্তোলিত হয়। মেও খনি হইতে লবণ আনয়নের সুবিধার্থ পিণ্ডদাদন খাঁর নিকট ঝিলাম্ নদীতে একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

কালাবাগে উলিটিক স্তরে এবং জালালপুর ও পিণ্ডদাদন খাঁর টার্সিয়ারী স্তরে কয়লা পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত স্থানের কয়লায় সিন্ধুনদগামী বাষ্পীয় পোতসমূহের বহ্নিসংস্থানক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপরি বর্ণিত খনিজদ্রব্য ব্যতীত এখানে আরও নানা প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

এই পর্ব্বতের উত্তরার্দ্ধ নদ্যাদির অববাহিকাবহুল। এই স্থানে নিম্ন প্রদেশে নদীজল সঞ্চিত হইয়া নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। হ্রদতীরবর্ত্তী স্থানগুলি নানাজাতীয় বৃক্ষমালায় ও ফলফুলে পরিশোভিত। উহার দক্ষিণাংশ পর্ব্বত-কন্দর ও চূণাপাথরের পাহাড়, এইজন্য এই অংশ লতাগুল্মহীন। এই গিরিমালাংশে অল্পস্রোতা কএকটী নদী বিরাজিত আছে। পশ্চিমভাগে শাহপুরের সকেশ্বর শৈল পর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তরপর্ব্বত-ভাগে শূন ও খববকি নামক উপত্যকাদ্বয় বিরাজিত। উহাদের তলদেশ পলিময় স্তর হইতে গঠিত। ইহারই ঠিক দক্ষিণের

পর্ব্বতশ্রেণী কন্দর ও গহ্বরপূর্ণ এবং এখানে ইতস্ততঃ চূণা-পাথরের স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সল্টওয়াটার লেক, কলিকাতার ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত একটী বিস্তৃত জলাভূমি। ইহা লবণ জলপূর্ণ। আমাদের দেশবাসীরা ইহাকে ধাপা বলিয়া থাকে। ইহার ভূপরিমাণ প্রায় ৩০ বর্গ মাইল। অক্ষা° ২২° ২৮´ হইতে ২২° ৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮ ২৫´ ৩০´´ হইতে ৮৮ ৩০´ ৩০´ পূঃ। এই হ্রদ হইতে কলিকাতা-বেলিয়াঘাটা খাল দিয়া বিদ্যাধরী হইয়া সুন্দরবনের মধ্য দিয়া অন্যত্র যাওয়া যায়।

সল্লকী (স্ত্রী) সৎকৃত্য লকাতে থাস্ততে গজৈরিতি সৎ-লক-ক্বুন্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। (Boswellia thurifera) মহারাষ্ট্রে সল্লকি, কালঙ্গ তদিকু, বম্বে শালই, চলিত কুন্দুরুকী। পর্য্যায়—গজভক্ষ্যা,সুবহা,সুরভী, রসা, মহেরণা কুন্দুরুকী, হ্লাদিনী, গজভক্ষা, সুরভি, সুরভীরসা, মহেরুণা, শল্লকী, সিল্লকী, শিল্লকী, হ্লাদিনী। (ভরত) গুণ—তিক্ত, মধুর, কষায়, গ্রাহক, এবং কুষ্ঠ, রক্ত, কফ, বাত, অর্শ ও ব্রণরোগনাশক। (রাজনি°)

সল্লক্ষণতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সল্লক্ষ্য (ক্লী) সাধুলক্ষ্য।

সল্লোক (পুং) উত্তম লোক, উত্তম স্থান।

সল্ব (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। [শব দেখ।]

সল্হ[ণ] (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ।

[শাল্হনি দেখ।]

সব (ক্লী) সূতে রসানিতি সূ-অচ্। ১ জল। (জটাধর) ২ পুষ্পরস। (পুং) সূয়তে সোমোঽত্রেতি সু-অপ্। ৩ যজ্ঞ। (অমর) ৫ সন্তান। (মেদিনী) ৬ সূর্য্য। ৭ চন্দ্র। (ত্রি) ৮ অজ্ঞ। "সবিতা ত্বা সবানাং সুবতাং" (শুক্ল যজু° ৯।৩৯) 'সবানাং অজ্ঞানাং' (মহীধর)

সবংশ্যা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ।

সবচন (ত্রি) সমান বচন। (পা ৬।৩।৮৫)

সবৎস (ত্রি) বৎসের সহিত বর্ত্তমান, বৎসযুক্ত।

সবথ (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ। (রাজতর° ৮।১১০৯)

সবন (ক্লী) সু-অভিষবে ল্যুট্। ১ যজ্ঞস্নান। পর্য্যায়—সুত্যা, অভিষব, সোমসন্ধান। (জটাধর) ২ সোমপান। (ভরত) ৩ অধ্বর, যজ্ঞ। ৪ সোম-নির্দ্দলন। (মেদিনী) ৫ প্রসব। (পুং) সু-যুচ্। ৬ চন্দ্র। (উণ্ ২।৭৪) (ত্রি) বনেন সহ বর্ত্তমানং। ৭ বনবিশিষ্ট, বনযুক্ত। ৮ ভৃগুর পুত্রভেদ। ৯ বশিষ্ঠের পুত্রভেদ। ১০ রোহিতমন্বন্তরের সপ্তর্ষিভেদ। ১১ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রভেদ। ১২ প্রিয়ব্রতের পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডপু° ৫৩।১৯) ১৩ অগ্নির নামান্তর।

সবনকর্ম্মন্ (ক্লী) যজ্ঞকর্ম্ম। (শকুন্তলা)

সবনদুর্গ, (সাবনদুর্গ), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মহিসুররাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। দুর্গের নাম হইতে এই পর্ব্বতটীও সবনদুর্গ নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহার অপর নাম মগদি শৈল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০২৪ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১২° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২১´ পূঃ। এই পর্ব্বতটী দানাদার প্রস্তরে গঠিত এবং প্রায় ৮ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। ইহার শিখরভাগ দুইটী চূড়ায় দুইভাগে বিভক্ত; উহার একটীর নাম করি (কৃষ্ণ) ও অপরটীর নাম বিলি (শ্বেত)। দুইটী শিখরেই পর্য্যাপ্ত জল পাওয়া যায়। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে রাজা সামন্তরায় এই শৈলশৃঙ্গে স্বনামে দুর্গ স্থাপন করেন। তদবধি ঐ শৈল সামন্ত-দুর্গ নামে সাধারণে সমাখ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গলুরবাসী ইম্মাড় কেম্পে গৌড় এই দুর্গ সংস্কারান্তে সুদৃঢ় করিয়া স্বয়ং সপরিবারে তথায় বাস করেন। ঐ সময় হইতে উহা সবনদুর্গ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইম্মাড় গৌড়ের বংশধরগণ দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে মহিসুরের জনৈক হিন্দু নরপতি এই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। কিছুদিন পরে মহিসুর-রাজের হস্ত হইতে উহা পুনরায় হায়দার আলীর করকবলিত হয়। মুসলমানগণ এই দুর্গ সেনাবল দ্বারা সুদৃঢ় করিলেও ইংরাজের সহিত যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। হায়দারপুত্র টিপুসুলতানের ইংরাজ-বিদ্বেষ সময়ে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্-পরিচালিত ইংরাজসেনাবাহিনী এই দুর্গের সম্মুখদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। সেনাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট সদলবলে আসিয়া দুর্গের ৩ মাইল দূরে ছাউনি করেন। তিনি এই স্থানে থাকিয়া অতি কষ্টে দুর্গধ্বংসের জন্য কামান সজ্জা করিলেন। ২০এ ডিসেম্বর হইতে অনবরত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। তিন দিনে দুর্গপ্রাচীরের এক অংশ খসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট লর্ড কর্ণওয়ালিসের উপর সমগ্র কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রণকুশল কর্ণওয়ালিসের দক্ষতায় ও বীরত্বকৌশলে একঘণ্টার মধ্যে এক পার্শ্বের প্রাচীন পরিখাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজসৈন্য দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্গজয় করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে একটী সৈন্যও বিনষ্ট হয় নাই।

সবনভাজ্ (ত্রি) যজ্ঞভাগবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৭।৫।৬।৪)

সবনমুখ (ক্লী) যজ্ঞারম্ভ।

সবনবিধ (ত্রি) যজ্ঞকার্য্য। যজ্ঞের বিষয়ীভূত।

সবনশস্ (অব্য°) সবন-চশস্। ১ ত্রিকালম্। (ভাগ° ১১।৬।১০) ২ মন্দ্রমধ্যম ও তারস্বরযুক্ত (গীতধ্বনি)। (ভাগ° ১০।৩৫।১৫)

সবনিক (ত্রি) সবনসম্বন্ধীয়।

সবনীয় (ত্রি) সোমযজ্ঞসম্বন্ধীয়।

সবনূর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ১৪° ৫৭´ ৪৫´´ হইতে ১৫°১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫°২১´৪৫´ হইতে ৭৫°২৫´ পূঃ-মধ্য। ভূপরিমাণ ৭০ বর্গমাইল। এই রাজ্যের মধ্যে একটী নগর ও ২৩ খানি গ্রাম আছে।

এখানকার রাজবংশ মুসলমান ও আফগানবংশীয়। মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেব আবদুল রউফ্ খাঁ নামক জনৈক পাঠান-সেনানীর যুদ্ধকৌশলে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাতহাজারী মন্সবদার পদে উন্নীত করেন। ঐ সঙ্গে সম্রাটের অনুগ্রহে অশ্বারোহী সেনাদলপালনার্থ ও স্বীয় মর্য্যাদারক্ষার্থ তিনি বঙ্কাপুর, তোড়গল ও আজীমনগর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তিকালে এখানকার নবাব টিপুসুলতানের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেও ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতক টিপু-সুলতান কুটুম্বের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। টিপুকর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হইলে নবাব পেশবার আশ্রয়ভিক্ষা করেন। পেশবা তাঁহার নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহাকে বার্ষিক ৪৮০০০৲ টাকা বৃত্তিদান করেন, পরে জেনারল ওয়েলেস্লির মধ্যস্থতায় পেশবা ঐ নগদ টাকার বৃত্তির অনুরূপ আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে বাধ্য হন। টিপুকর্ত্তৃক এই নগর অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে এখানে নবাবগণের যত্নে একটী টাকশাল স্থাপিত হয়। ঐ টাকশাল হইতে নবনূরী-হুন নামক স্বর্ণমুদ্রার প্রচার হইত। উহার মূল্য প্রায় ৪৲ টাকা এবং উহাতে নবাবের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই রাজ্যের শাসনভার ধারবাড়ের কালেক্টরের অধীনে থাকে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আবদুল দলীল খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার হস্তে রাজ্যভার প্রদত্ত হয়। নবাবকুমার কোল্হাপুরের রাজকুমার কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশের মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হন। দুঃখের বিষয় ঐ যুবক নবাব পরবৎসরেই লোকান্তর গমন করেন।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর, ধারবাড় হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৩´৫´´ পূঃ। নগরটী গোলাকার ও ক্ষুদ্র। চারিদিকে পরিখা ও প্রাচীর আছে, প্রাচীরগাত্রে ৮টী প্রবেশদ্বার; তন্মধ্যে তিনটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নগরটী পথ ঘাট ও ইন্দারা দ্বারা পরিশোভিত হয়। এখানে বৎসরে বৎসরে দেবোদ্দেশে মেলা বসিয়া থাকে।

সবয়স্ (পুং) সমানং বয়োযস্য। ১ বয়স্য। (অমর) (ত্রি) ২ সমান বয়স্ক, এক বয়সী। (স্ত্রী) সমানং বয়োযস্যাঃ (জ্যোতির্জনপদেতি। ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য সঃ। সমানবয়স্কা, পর্য্যায় আলি, বয়স্যা, সখী, সহচরী। (জটাধর)

সবয়স্ (ত্রি) সমান বয়োবিশিষ্ট। (ভাগবত ১০।১৩।৩৮)

সবর (পুং) ১ সলিল। ২ শিব। (ত্রিকা°)

সবর্ণ (ত্রি) সমানো বর্ণো যস্য (জ্যোতির্জনপদেতি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য স। ১ সদৃশ। (হেম) ২ সমান বর্ণ। তুল্য জাতি, তুল্য বর্ণ।

"পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সবর্ণা কন্যাই বিবাহ করিতে হয়, শাস্ত্রে এই রূপ বিধান আছে। কলীতর যুগে অসবর্ণ বিবাহ নিন্দিত ছিল না, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু কলিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলিতে একমাত্র সবর্ণ বিবাহই প্রশস্ত। [বিবাহ দেখ]

৩ একস্থানোৎপন্ন বর্ণ, ব্যাকরণ মতে ইহার সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। যথা অ আ, অর্থাৎ অকারের সহিত আকারের সবর্ণতা আছে।

সবর্ণা (স্ত্রী) সমানো বর্ণো যস্যাঃ। সূর্য্যপত্নী ছায়া। (শব্দরত্না°) ২ সমান বর্ণা স্ত্রী।

সবর্ণাভ (ত্রি) সবর্ণস্য আভা ইব আভা যস্য। সবর্ণ।

সবর্য্য (ত্রি) শ্রেষ্ঠ গুণ বা ধনবিশিষ্ট। বরীয়ান্।

সবল, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্যব্র° খ° ৪২।১৫১)

সবলপুর, বিশালরাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন পুরী।

(ভবিষ্যব্র° খ° ৩১।৯৯)

সবলসিংহ, বড়বানের একজন হিন্দু নরপতি। ইনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর জেলাস্থ রণপুর দুর্গ অধিকারার্থ সদলে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে দুর্গাধিকারী অহিমভাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও দুর্গাবরোধ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। দুর্গ শত্রুহস্তগত হইলে দুর্গবাসীরা বিশেষভাবে নিগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে বড়োদার অধিপতি দামাজী গাইকোবাড় ঢোলকায় রাজস্বসংগ্রহে আগমন করেন। অহিমভাই গোপনে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া স্বীয় দুঃখবার্ত্তা নিবেদন করেন এবং ঐ সঙ্গে তাঁহার সাহায্যভিক্ষা করিয়াছিলেন। তদনুসারে অহিমভাই সঙ্গে গাইকোবাড়ের সেনাদল তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলে সবলসিংহ দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া নাগেশের অভিমুখে পলাইয়া যান। গাইকোবাড় সৈন্য তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে সবলসিংহ পরাজিত ও বন্দী হন।

সববিধ (ত্রি) সবনবিধ। (শতপথব্রা° ১১।৭।২।১)

সবস্ (ক্লী) সবন। [সবন দেখ]
সবহা (স্ত্রী) ত্রিবৃতা। (ভরত)
সবাচস্ (ত্রি) উৎকৃষ্ট পাঠসম্বলিত। (অথর্ব্ব ৭।১২।২)
সবাতৃ (ত্রি) সমান বৎসর বিশিষ্ট, তুল্য বৎসর যুক্ত।
"সবাতরৌ ন তেজসা" (শুক্ল যজু° ২৮।৮)
'সবাতরৌ সমানো বাতা বৎসরো বয়ো ভৌ' (মহীধর)
সবাত্য (ত্রি) বাতসমূহের সহিত বর্ত্তমান, বাতমণ্ডলী মধ্যস্থ। "সান্তপনেভ্যঃ সবাত্যান্" (শুক্ল যজু° ২৪।২৩) 'সবাত্যান্ বাতসমূহো বাত্যা তয়া সহ বর্ত্তন্তে ইতি সবাত্যাঃ বাতমণ্ডলী-মধ্যস্থান্' (মহীধর)
সবার্ত্তিক (ত্রি) বার্ত্তিকেন সহ বর্ত্তমানঃ। বার্ত্তিকের সহিত বর্ত্তমান, যে সকল সূত্রের বার্ত্তিক আছে।
সবাসস্ (ত্রি) বাসযুক্ত। পরিচ্ছদবিশিষ্ট। (মনু ৫।৭৭)
সবাসিন্ (ত্রি) একবস্ত্রধারী বা একত্র বাসকারী। 'সবাসিনৌ সমানং একং বস্ত্রং বসানৌ সমানং একত্র বসন্তৌ বা। বস আচ্ছাদনে ইত্যস্মাদ্ বস নিবাসে ইত্যস্মাৎ বা সমানশব্দোপপদাদ্ "ব্রতে" ইতি ণিনি প্রত্যয়ঃ তত্রঃসূত্রে ব্রতশব্দেন শাস্ত্রীয়ো নিয়মঃ উক্তঃ। সমানস্যচ্ছন্দসি" ইত্যাদিনা সমানশব্দস্য সভাবঃ।'
(অথর্ব্ব ২।৩০।৬ সায়ণ)
সবিকল্প (ত্রি) ১ বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান। সন্দিগ্ধ, উভয় প্রকার মতানুযায়ী। (পুং) ২ সমাধি বিশেষ। সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সবীজ সমাধি, যে সমাধিতে কোন একটী আলম্বন থাকে, তাহাকে সবিকল্পসমাধি কহে। [বিশেষ বিববরণ সমাধি শব্দে দেখ] ৩ বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান। ৪ বেদান্ত মতে জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদজ্ঞান।
সবিকাশ (ত্রি) বিকাশেন সহ বর্ত্তমানঃ। বিকশিত, প্রফুল্ল, বিকাশযুক্ত। ২ অসঙ্কুচিত, প্রসারিত, বিস্তারিত।
সবিকার (ত্রি) বিকারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। বিকারযুক্ত, বিকার-বিশিষ্ট। যাহার চিত্তের বিকার হয়।
সবিগ্রহ (ত্রি) বিগ্রহের সহিত বর্ত্তমান, বিগ্রহযুক্ত, বিগ্রহ-বিশিষ্ট। শরীরবিশিষ্ট, তাৎপর্য্যসূচক, বোধক।
সবিচার (ত্রি) বিচারের সহিত বর্ত্তমান, বিচারযুক্ত, বিচার-বিশিষ্ট। (পুং) সমাধিবিশেষ। সবিকল্প সমাধি বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা ভেদে চারি প্রকার, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। [বিশেষ বিবরণ সমাধি শব্দ দেখ]
সবিজ্ঞান (ত্রি) বিজ্ঞানের সহিত বর্ত্তমান, বিজ্ঞানযুক্ত, বিজ্ঞান-বিশিষ্ট।
সবিড়ালম্ভ (ক্লী) পরিহাস বা কৌতুক নটনভেদ।
(ভরত নাট্যশা° ২০।৪৮)

সবিদ্ (ত্রি) সবিতৃরূপ ও বিদ্বান্।
সবিতর্ক (ত্রি) বিতর্কের সহিত বর্ত্তমান, বিতর্কযুক্ত, বিতর্ক বিশিষ্ট। (পুং) ২ সমাধি বিশেষ। [সমাধি শব্দ দেখ]
সবিতাচল, মেরুর উত্তরস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৩৬)
সবিতৃ (পুং) সূতে লোকাদীনিতি সূ-তৃচ্। ১ সূর্য্য। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ—
"ধীশব্দ বাচ্যো ব্রহ্মাণং প্রচোদয়তি সর্ব্বদা।
সৃষ্ট্যর্থং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সবিতা সতু কীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা সতু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ॥"
(অগ্নিপু° গায়ত্রীকল্প নামাধ্যায়)
বিষ্ণু ধী শব্দবাচ্য, বিষ্ণু সৃষ্টির জন্য সর্ব্বদা ব্রহ্মাকে প্রেরণ করেন, এইজন্য তিনি সবিতা নামে খ্যাত, অথবা জগৎ প্রসব করেন বলিয়া সবিতা নামে কীর্ত্তিত হন। ঋগ্বেদে সবিতাই আদি দেবতা বলিয়া পূজিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মূল গায়ত্রীতে সবি-তাই উপাসিত হইয়াছেন। [সূর্য্য দেখ।] ২ অর্কবৃক্ষ।
সবিতৃতনয় (পুং) সবিতুস্তনয়ঃ। সূর্য্যপুত্র। হিরণ্যপাণি।
সবিতৃদত্ত (পুং) পাণিনিবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।
(পা ৫।৩।৮৩ কাশিকা)
সবিতৃদৈবত (পুং) সবিতা দৈবতং যস্য। নক্ষত্রভেদ, হস্তা-নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য এই জন্য এই নক্ষত্রকে সবিতৃ-দৈবত কহে।
সবিতৃপুত্র (পুং) সবিতুঃ পুত্রঃ। সূর্য্যতনয়।
সবিতৃপ্রসূত (ত্রি) সবিতৃ হইতে জাত। (তৈত্তিরীয়স° ৫।১।৬।১)
সবিতৃল (ত্রি) সবিতৃ সম্বন্ধী।
সবিতৃসুত (পুং) সূর্য্যতনয়, শনি।
সবিত্র (ক্লী) সূয়তে হনেন সূ (অর্ত্তি-লূধূসূখনসহচর ইত্রঃ। পা ৩।২।১৮৪) ইতি করণে ইত্র। প্রসবকরণ, যাহা দ্বারা প্রসূত হয়।
সবিত্রিয় (ত্রি) সবিতুরয়ং, সবিতৃ-ঘ। সূর্য্যসম্বন্ধীয়।
সবিত্রী (স্ত্রী) সূতে যা সূ-তৃচ্, ঙীপ্। মাতা, জনয়িত্রী, প্রসব-কারিণী। ২ গাভী।
সবিদ্য (ত্রি) বিদ্যয়া সহ বর্ত্তমানঃ। বিদ্বান্। তন্ত্রে লিখিত আছে যে গুরু সবিদ্য বা অবিদ্য হইলেও পূজনীয়।
সবিদ্যুত (ক্লী) বিদ্যুৎ সহিত। (অথর্ব্ব ৬।১৫।১৬)
সবিধ (ত্রি) সমানা বিধাস্যেতি। ১ নিকট। (অমর) ২ সমান প্রকার। (ভাগবত ৩।৩।৮)
সবিনয় (ত্রি) বিনয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। বিনয়ের সহিত বর্ত্ত-মান, বিনীত, বিনয়যুক্ত।

সবিভাস (পুং) সূর্য্যের নামান্তর।

সবিশেষ (ত্রি) বিশেষের সহিত বর্ত্তমান, বিশেষ পদার্থযুক্ত।

সবিশেষক (ত্রি) বিশেষ-স্বার্থে কন্। বিশেষকেণ সহ বর্ত্তমানঃ। বিশেষ পদার্থের সহিত বর্ত্তমান।

"দ্রব্যং গুণা স্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।" (ভাষাপরি°)

২ তিনটী শ্লোকে যে স্থলে এক ক্রিয়ায় অন্বয় হয়, তাহাকে বিশেষক কহে। এইরূপ বিশেষকযুক্ত।

"দ্বাভ্যাং যুগ্মমিতি প্রোক্তং ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকং।" (সাহিত্যদ°)

সবিশেষণ (ত্রি) বিশেষণযুক্ত, বিশেষণবিশিষ্ট।

সবিস্ময় (ত্রি) বিস্ময়েন সহ বর্ত্তমানঃ। বিস্ময়াপন্ন, পর্য্যায় বীক্ষাপন্ন। (হারাবলী)

সবীমন্ (ক্লী) প্রসব। "সবিতা সবীমনি নিবেশয়ন্" (ঋক্ ৪।৫৩।৩) 'সবীমনি প্রসবে' (সায়ণ)

সবীর্য্য (ত্রি) বীর্য্যবিশিষ্ট, তেজোযুক্ত।

সবৃৎ (ত্রি) সহ বর্ত্ততে বৃত-ক্বিপ্। সহবর্ত্তনশীল, সহবর্ত্তী। (শুক্লযজু° ১৫।৯)

সবৃধ্ (ত্রি) পণ্ডিতের সহিত বর্ত্তমান। "বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ" (শুক্লযজু° ১৬।৩০) 'বর্দ্ধন্তে বিদ্যাবিনয়াদিগুণৈস্তে বৃধাঃ পণ্ডিতাঃ ক্বিপ্, তৈঃ সহ বর্ত্ততে ইতি সবৃৎ তস্মৈ নমঃ' (মহীধর)

সবৃষ্টিক (ত্রি) বৃষ্টির সহিত বর্ত্তমান। বৃষ্টিযুক্ত।

সবেগ (ত্রি) বেগযুক্ত, বেগবিশিষ্ট।

সবেণী (স্ত্রী) সমানবেণী।

সবেদস্ (ত্রি) সমান একবেদ অর্থাৎ হবির্লক্ষণধন দ্বারা যুক্ত। একপ্রকার হবির্যুক্ত।

"অগ্নী সোমা সবেদসা সহূতী" (ঋক্ ১।৯৩।৯)

'সবেদসা সমানেনৈকেন বেদসা হবির্লক্ষণেন ধনেন যুক্তৌ' (সায়ণ)

সবেশ (ত্রি) বেশেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ বেশান্বিত, বেশবিশিষ্ট, বেশযুক্ত। (ধরণি) ২ নিকট। (অমর)

সবেশীয় (ক্লী) সামভেদ।

সব্য (ত্রি) সূ প্রেরণে (মাচ্ছাসসিসূভ্যো যঃ। উণ্ ৪।১০৯) ইতি য। ১ বাম। (অমর) ২ দক্ষিণ। সব্যশব্দের বাম ও দক্ষিণ দুইটী অর্থ হইলেও সাধারণতঃ বাম অর্থে ব্যবহার হয়। ৩ প্রতিকূল। পশ্চাৎ দিকে। (পুং) সূতে বিশ্বমিতি সূ-য। ৪ বিষ্ণু। (শব্দমালা) ৫ যজ্ঞোপবীত। ৬ চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ সময়ে দশপ্রকার গ্রাসের একতম। (বৃহৎস° ৫।৪৩) ৭ ইন্দ্রাশ্রিতভেদ। 'সব্যায়ৈ তন্নামকায় পঙ্গৃ্ভমেতন্নামকময়চ্ছৎ।' (ঋক্ ১০।৪৯।৭ সায়ণ) ৮ অঙ্গিরার পুত্রভেদ। অঙ্গিরা ইন্দ্রকে পুত্র কামনা করিয়া দেবতার উপাসনা করেন। ইন্দ্র তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্র সব্য নামে পরিচিত। ইনি ঋগ্বেদের ১।৫১-৫৭ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সব্যচারিন্ (পুং) সব্যসাচী, অর্জ্জুন।

সব্যঞ্জন (ত্রি) ব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট। (ঋক্‌প্রাতি° ১৮।১৭)

সব্যতস্ (অব্য°) সব্য-তসিল্। সব্যভাগে, সব্যপার্শ্বে। "সব্যতঃ সাদি দস্যুরিন্দ্রঃ" (ঋক্ ২।১১।১৮) 'সব্যতঃ সব্যপার্শ্বে' (সায়ণ)

সব্যভিচার (ত্রি) ব্যভিচারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ব্যভিচারবিশিষ্ট। (পুং) ২ নৈয়ায়িক মতে হেত্বাভাসভেদ। [হেত্বাভাস দেখ।]

সব্যষ্ঠা (ত্রি) রথাধিষ্ঠিত যোদ্ধা। (অথর্ব্ব ৮।৮।২৩)

সব্যসাচীন্ (পুং) সব্যেন বামেন হস্তেনাপি সবতি সন্দধাতি বাণমিতি সচ সন্ধানে ণিনি। অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের দশটী নামের মধ্যে ইহা একটী নাম। অর্জ্জুন উভয় হস্ত দ্বারাই তুল্যরূপে জ্যাকর্ষণ করিতে পারিতেন, সুতরাং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তের ন্যায় জ্যাকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন বলিয়া তাহার নাম সব্যসাচী হয়।

সব্যাধি (ত্রি) ব্যাধিযুক্ত, পীড়িত, ব্যাধির সহিত বর্ত্তমান।

সব্যানত (ত্রি) বামে নত। যুদ্ধকালে যোদ্ধৃপুরুষ তীর লইয়া বামভাগে ঈষৎ বক্র থাকে।

সব্যাপ্রষ্টি (পুং) মৃগয়াকালে অশ্বের বামে বক্র হইয়া গমন।

সব্যাযুগ্য (পুং) দক্ষিণে ও বামে অশ্বদ্বয়যুক্ত। যুড়িঘোড়া।

সব্যাবৃৎ (ত্রি) দক্ষিণে ও বামে হেলিয়া দুলিয়া গমনকারী। (আশ্ব° শ্রৌ° ৫।১৭।৬)

সব্যাবৃত্ত (ত্রি) বামে বা দক্ষিণে আবর্ত্তিত (কুশমুষ্টি)। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৩।২৩)

সব্যাশূন্য (ত্রি) সব্য+অশূন্য। সর্ব্বসুখপূর্ণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১২।৪।৪)

সব্যাহৃতি (ত্রি) ব্যাহৃতির সহিত, ব্যাহৃতিযুক্ত, প্রণববিশিষ্ট, ওঙ্কারযুক্ত।

সব্যেতর (ত্রি) সব্যাদিতরঃ। সব্য হইতে ভিন্ন, বামেতর দক্ষিণ।

সব্যেতরতস্ (অব্য°) সব্যেতর-তসিল্। দক্ষিণদিকে, দাক্ষিণভাগে। (ভাগবত ৪।৮।৭৯)

সব্যেষ্ঠ (পুং) সব্যে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক (স্থাস্থিন্ স্থূণাং। পা ৮।৩।৯৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ষত্বং। হলদন্তাদিত্যলুক। সারথি। (হলায়ুধ)

সব্যেষ্ঠৃ (পুং) সব্যে তিষ্ঠতীতি স্থা (সব্যে স্থ শ্চন্দসি। উণ্

২।১০) ইতি ছন্দসি ষ, সচ ডিৎ। যদ্বা সপ্তম্যাঃ অলুক্। সারথি। (অমর)

সব্যোত্তান (ত্রি) দক্ষিণ বা বামপার্শ্বে কাত হইয়া শয়ন। সব্যোন্নত।

সব্যোন্নত (ত্রি) যোদ্ধৃপুরুষের দক্ষিণ বা বামাঙ্গ উন্নতকরণরূপ অর্দ্ধবিক্ষেপবিশেষ। সব্যানত ইহার বিপরীত।

সব্রণ (ত্রি) ব্রণের সহিত বর্ত্তমান, ব্রণযুক্ত, ব্রণবিশিষ্ট।

সব্রত (ত্রি) ১ সমানকর্ম্ম, তুল্যকর্ম্মবিশিষ্ট।

"বিশ্বা বিষ্ণুরূপাণি সব্রতা" (ঋক্ ৬।৭০।৩) 'সব্রতা সমানকর্ম্মাণি' (সায়ণ) ২ ব্রতবিশিষ্ট, ব্রতের সহিত বর্ত্তমান, নিয়মযুক্ত।

সব্রতিন্ (ত্রি) ব্রতীর সহিত বর্ত্তমান, ব্রতীযুক্ত, সমান-ব্রতবিশিষ্ট।

সশব্দ (ত্রি) শব্দেন সহ বর্ত্তমানঃ। শব্দের সহিত বর্ত্তমান, শব্দযুক্ত, শব্দবিশিষ্ট।

সশয়ন (ত্রি) শয়নযুক্ত, শয্যাবিশিষ্ট।

সশরীর (ত্রি) শরীরের সহিত বর্ত্তমান, শরীরধারী।

সশল্য (ত্রি) শল্যযুক্ত, শল্যবিশিষ্ট।

সশল্যা (স্ত্রী) শল্যেন সহ বর্ত্তমানা। ১ নাগদন্তী। (রত্নমালা) (ত্রি) শল্যযুক্ত ভূম্যাদি।

সশিরস্ক (ত্রি) শিরসা মস্তকেন সহ বর্ত্তমানঃ কপ্। শিরো-বিশিষ্ট, মস্তকযুক্ত।

সশীর্ষন্ (ত্রি) শীর্ষের সহিত, মস্তকযুক্ত।

সশুক্র (ত্রি) শুক্রযুক্ত, শুক্রবিশিষ্ট।

সশূক (পুং) শূকেন দয়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। ১ আস্তিক। (ত্রি) ২ শূকরোগবিশিষ্ট।

সশেষ (ত্রি) শেষের সহিত, শেষযুক্ত।

সশোক (ত্রি) শোকবিশিষ্ট, শোকযুক্ত।

সশ্চৎ (ত্রি) সশ্চ্-শতৃ। বাধনের নিমিত্ত প্রাপ্তিবিশিষ্ট। "অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা" (ঋক্ ১।৪২।৭) 'সশ্চতঃ অস্মদ্ বাধনায় প্রাপ্নুবতঃ' (সায়ণ)

সশ্মশ্রু (স্ত্রী) শ্মশ্রুণা সহ বর্ত্তমানা। শ্মশ্রুযুক্ত স্ত্রী, পর্য্যায় নরমালিনী। (হেম) ২ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, শ্মশ্রুযুক্ত।

সশ্রীক (ত্রি) শ্রিয়া সহ বর্ত্তমানঃ, নদীসংজ্ঞকাৎ কপ্ সমাসান্তঃ। শ্রীর সহিত বর্ত্তমান, লক্ষ্মীযুক্ত, লক্ষ্মীবিশিষ্ট।

সশ্লেষ (ত্রি) শ্লেষযুক্ত, শ্লেষের সহিত বর্ত্তমান।

সস্, স্বপ্ন, নিদ্রা। অদাদি পরস্মৈ' অক-সেট্। লট্ সস্তি, লোট্ সস্তু। হি-সধি। লিঙ্-সস্যাৎ। লঙ্ অসৎ, অসস্তাং অসসন্। লিট্ সসাস। লুট্ সসিতা। লুঙ্ অসসীৎ, অসাসীৎ।

সসঙ্গ (ত্রি) সঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, সঙ্গযুক্ত, সঙ্গবিশিষ্ট।

সসংজ্ঞ (ত্রি) সংজ্ঞয়া সহ বর্ত্তমানঃ। সংজ্ঞাবিশিষ্ট, সংজ্ঞাযুক্ত।

সসস্ত্রিন্ (পুং) শস্ত্রধারীর সহিত বর্ত্তমান।

সসত্ত্ব (ত্রি) সত্ত্বেন সহ বর্ত্তমানঃ। প্রাণিযুক্ত, প্রাণিবিশিষ্ট। (স্ত্রী) সসত্ত্বা—গর্ভিণী, গর্ভবতী স্ত্রী, ইহাদের গর্ভমধ্যে সত্ত্ব অর্থাৎ জীব থাকে, এইজন্য ইহাদিগকে সসত্ত্বা কহে।

সসন (ক্লী) সস-নাশে ল্যুট্। যজ্ঞার্থপশুহনন। (অমরটীকা) এই শব্দের পাঠান্তর শসন বা শাসন।

সসর্পরী (স্ত্রী) সকল স্থানে শব্দরূপে সর্পণশীল বাক্য।

"সসর্পরী রমতিং বাধমানা" (ঋক্ ৩।৫৩।১৫)

'সসর্পরী সর্ব্বত্র শব্দরূপয়া সর্পণশীলা বাক্' (সায়ণ)

সসা (দেশজ) লতাবিশেষ। এই ফল স্বাদু।

সসাক্ষিক (ত্রি) সাক্ষীর সহিত বর্ত্তমান, সাক্ষিবিশিষ্ট,সাক্ষিযুক্ত।

সসাধ্বস (ত্রি) সভয়, ভয়যুক্ত।

সসীমন্ (ত্রি) সীমার সহিত। সীমার মধ্যবর্ত্তী, নিকটবর্ত্তী।

সসুর (ত্রি) ১ দেবতার সহিত বর্ত্তমান। ২ সুরয়া সহ বর্ত্ত-মানঃ। ৩ সুরার সহিত বর্ত্তমান, সুরাযুক্ত, সুরাবিশিষ্ট।

সসৌষ্ঠব (ত্রি) বেগগামী, সত্বর। ২ অতি সুন্দর।

সস্ত্রীক (ত্রি) স্ত্রিয়া সহঃ বর্ত্তমান। নদীসংজ্ঞকাৎ কপ্ সমাসান্তঃ। সপত্নীক, স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সস্ত্রীক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

সস্থান (ত্রি) সমানং স্থানং যত্র সমানস্ত সা দেশঃ। (পা ৬।৩।৮৫) সমান স্থান।

সস্নি (ত্রি) সম্ভক্ত। "সস্নির্বাজং দিবে দিবে" (ঋক্ ৯।৬১।২০) 'সস্নিঃ সম্ভক্তা' (সায়ণ)

সস্নেহ (ত্রি) স্নেহযুক্ত, স্নেহবিশিষ্ট, প্রীতিযুক্ত।

সস্মিত (ত্রি) স্মিতেন সহ বর্ত্তমানঃ। ঈষদ্ধাস্যযুক্ত। সহাস্য।

সস্য (ক্লী) সস স্বপ্নে (মাচ্ছাসসিসূভ্যো যঃ। উণ্ ৪।১০৯) ইতি য। ১ বৃক্ষাদির ফল। (ভরত) ২ ধান্য। (হেম)

"জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং সস্যঞ্চ গৃহমাগতং॥" (চাণক্য)

৩ শস্ত্র। ৪ গুণ। (বিশ্ব) এই শব্দ তালব্যশাদিতেই অধিক ব্যবহৃত হয়। [শস্য দেখ]

সস্যক (পুং) সস্যেন গুণেন পরিজাতঃ সম্বন্ধঃ সস্য (সস্যেন পরিজাতঃ। পা ৫।২।৬৮) ইতি কন্। ১ মণিভেদ। (বৃহৎ-সংহিতা ৭।২০) ২ অসি। (মেদিনী) ৩ শালি। ৪ সাধু। (কাশিকা)

সস্যক্ষেত্র (ক্লী) সস্যপূর্ণং ক্ষেত্রং। শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র।

সস্যপাল (পুং) সস্যং পালয়তি অণ্। শস্যরক্ষক।

সস্যমঞ্জরী (স্ত্রী) সস্যস্য মঞ্জরী। অভিনব নির্গত ধান্যাদি-শীর্ষক, নূতনোৎপন্ন ধানের শীষ্।

সস্যমারিন্ (পুং) সস্যং মারয়তীতি মৃ-ণিচ্-ণিনি। মহামূষক। চলিত মেটে ইন্দুর। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শস্যনাশক।

সস্যরক্ষক (পুং) শস্যরক্ষাকারী, যাহার নিকট শস্যরক্ষার ভার থাকে।

সস্যবৎ (ত্রি) সস্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শস্যবিশিষ্ট, শস্যযুক্ত।

সস্যশীর্ষক (ক্লী) কর্ণ। (হেম)

সস্যশূক (ক্লী) সস্যস্য শূকং। সস্যের তীক্ষ্ণাগ্র, চলিত শুয়া।

সস্যসম্বর (পুং) সস্যৈঃ সম্ব্রিয়তে ইতি সংবৃ (গ্রহ-বৃদৃনিশ্চি-গমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ইতি অপ্। শালবৃক্ষ। (অমর) ২ শল্লকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সস্যসম্বরণ (পুং) সস্যৈঃ সম্বরণমস্যেতি। অশ্বকর্ণবৃক্ষ।

সস্যহন্ (ত্রি) সস্যং হন্তি হন্-কিপ্। ১ সস্যহন্তা, সস্যনাশ-কারী। ২ মেঘ। (পুং) ৩ কলিকন্যা নির্ম্মোষ্টির গর্ভে দুঃসহের ঔরসজাত পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫।৪)

সস্যহন্তৃ (পুং) শস্যনাশকর্ত্তা। (মার্ক°পু° ৫১।৮০১)

সস্যাকরবৎ (ত্রি) সস্যাকর অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সস্যের আকরযুক্ত, শস্যবৎ।

সস্র (ত্রি) সরণশীল, গমনশীল। "ত্রি সপ্ত সস্রা নদ্যঃ" (ঋক্ ১০।৬৪।৮) 'সস্রাঃ সরন্তীঃ' (সায়ণ)

সস্রি (ত্রি) সরণকুশল, গমনকুশল। "প্রধন্যা সু সস্রিঃ" (ঋক্ ১০।৯৯।৪) 'সস্রিঃ সরণকুশল' (সায়ণ)

সস্রুৎ (ত্রি) সহ প্রবর্ত্তমান। "ধেনা অজয়ন্ত সস্রুতঃ" (ঋক্ ১।১৪১।২) 'সস্রুতঃ সমানং গচ্ছন্ত্যঃ সহৈব প্রবর্ত্তমানাঃ স্রবতে কর্ত্তরি কিপ্।' (সায়ণ)

সস্বন (ত্রি) স্বনেন শব্দেন সহ বর্ত্তমানঃ। স শব্দ, শব্দের সহিত বর্ত্তমান।

সস্বর (ত্রি) স্বরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। স্বরবর্ণের সহিত বর্ত্তমান। স্বরযুক্ত।

সস্বেদ (ত্রি) স্বেদেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ ঘর্ম্মবিশিষ্ট। (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্। সস্বেদা দূষিতা কন্যা। (শব্দরত্না°)

সহ্, মর্ষণ, সহন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ সহতে। লিট্ সেহে। লুট্ সহিতা সোঢ়া। লৃট্ সহিষ্যতে। অসহিষ্ট, অসহিষাতাং অসহিষত। সন্ সিসহিষতে। যঙ্ সাসহ্যতে, যঙ্লুক্ সাসোঢ়ি। সহ চুরাদি° পরস্মৈ°। লট্ সাহয়তি। লুঙ্-অসীসহৎ। উৎ+সহ=উৎসাহ।

সহ (অব্য°) ১ সহিত। পর্য্যায়—সাক, সার্দ্ধ, সত্র, সম, সস্তু। (জটাধর) ২ সাকল্য। ৩ বিদ্যমান। ৪ সাদৃশ্য। ৫ যৌগপদ্য। ৬ সমৃদ্ধি। ৭ সম্বন্ধ। (মেদিনী) ৮ সামর্থ্য। (শব্দরত্না°) (ক্লী) সহতে ইতি সহ-অচ্। ৯ পংশুর লবণ। (রাজনি°) (পুং) সহতে ইতি সহ পচাদ্যচ্। ১০ অগ্রহায়ণ মাস। "সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমান্তিকা ঋতু" (শুক্ল যজু° ১৪।২৭)

(পুং) ১১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১২৬) (ত্রি) ১২ ক্ষম। ১৩ সহিষ্ণু। (হেম) (পুং ক্লী) ১৪ বল। (মেদিনী)

সহকণ্ঠক (ত্রি) বাযুনলী। স্ত্রিয়াং টাপ্। অতো ত্বম্বং। সহ-কণ্ঠিকা। (অথর্ব্ব ১০।৯।১৫)

সহকর্ত্তৃ (পুং) যজ্ঞের সহকারী। 'সহকর্তৃভিঃ কর্ত্তা তৎপুরুষা প্রধানার্থে্ত্বাং হোতৃকদাত্রাদীনাং প্রস্তোতৃমৈত্রাবরুণপ্রভৃতয়ঃ।' (মনু ৮।২০৬ মেধাতিথি)

সহকর্ম্মন্ (ত্রি) সহ কর্ম্ম যস্য। সহায়, সাহায্যকারী।

সহকার (পুং) সহ যুগপৎ কারয়তি বিক্ষেপয়তি সৌগন্ধমিতি কৃ-ণিচ্-অচ্। অতি সৌরভাম্র, অতি সৌরভযুক্ত আম্র বৃক্ষ। (অমর) সহ কৃ-ভাবে ঘঞ্। ২ সহায়, সাহায্যকারী।

সহকারতা (স্ত্রী) সহকারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সহকারের ভাব বা ধর্ম্ম, সহায়তা।

সহকারভঞ্জিকা (স্ত্রী) ক্রীড়া বা অভিনয়বিশেষ।

সহকারিতা (স্ত্রী) সহকারিণো ভাবঃ তল্-টাপ্। সহকারিত্ব, সহকারীর ভাব বা ধর্ম্ম, সহায়তা, সাহায্য।

সহকারিন্ (পুং) সহকরোতীতি কৃ-ণিনি। ১ প্রত্যয়।

'অর্থহেতুরুপাদানাং প্রত্যয়াঃ সহকারিণঃ' (ত্রিকা°)

ন্যায়মতে ইহার লক্ষণ—

"তদ্ভিন্নত্বে সতি তজ্জন্যজনকত্বং সহকারিত্বং"

তৎপদার্থ ভিন্ন হইয়া তজ্জন্য যে জনকত্ব তাহাকে সহকারিত্ব কহে। (ত্রি) ২ সহায়, সাহায্যকারী, সহ অর্থাৎ মিলিত হইয়া যিনি কার্য্য করেন।

সহকৃৎ (ত্রি) সহকারোতি কৃ-কিপ্ তুক্। সহকারী, সাহায্য-কারী, মিলিত হইয়া কার্য্যসম্পাদনকারী।

সহকৃত্বন্ (ত্রি) সহ-কৃ-কিপ্ তুকাগমঃ। সহকারী। এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সহকৃত্বরী এইরূপ হয়।

সহক্রম্য (ত্রি) ক্রমবদ্ধ। (ঋক্প্রাতি° ১৮।১৮)

সহখট্বাসন (ক্লী) খট্বা বা আসন সহিত। মনুতে লিখিত আছে, পরস্ত্রীর সহিত একশয্যায় শয়ন বা একত্র ভোজন করিলে সংগ্রহণদোষ হয়। (মনু ৮।৩৫৭)

সহগমন (ক্লী) সহ পত্যা সহ গমনং। সহমরণ, মৃত স্বামীর দেহের সহিত পত্নীর জীবিতাবস্থায় চিতাগ্নিতে শরীরদাহকরণ।

[সহমরণ শব্দ দেখ।]

সহগোপ (পুং) পশুপালকের সহিত।

"অপশ্যং সহগোপশ্চরন্তীঃ" (ঋক্ ১০।২৭।৮)

'সহগোপাঃ পশুপালকেন সহিতাঃ' (সায়ণ)

সহচর (পুং) সহচরতীতি চর অচ্। ১ ঝিণ্টী। ২ বয়স্য, বন্ধু, সখা। ৩ প্রতিভূ, জামিন। ৪ প্রতিবন্ধক। (হেম) (ত্রি) ৫ অনুচর, সহগামী। (পুং স্ত্রী) ৬ পীতঝিণ্টী ও নীলঝিণ্টী।

সহচরদ্বয় (ক্লী) পীতঝিণ্টী ও নীলঝিণ্টী।

সহচরা (স্ত্রী) সহ চরতি যা চর-অচ্, পচাদিষু চরতেষ্টিৎ করণাৎ ঙীষ্। ১ পীতঝিণ্টী। (অমর) ২ বয়স্যা, সখী। (জটাধর) ৩ পত্নী। (হেম)

সহচরিত (ত্রি) একত্রবাস ও একরূপ আচরণশীল।

"বসন্তসহচরিতমধ্যয়নং বসন্তাধ্যয়নম্।" (পা° ৪।২।৬৩ পতঞ্জলি)

সহচার (পুং) সহ চরতি চর-ঘঞ্। সহচারী, সঙ্গী।

সহচারিত্ব (ক্লী) সহচারিণো ভাবঃ ত্ব। সহচারীর ভাব বা ধর্ম্ম, সহিত গমন।

সহচারিন্ (ত্রি) সহ চরতি চর-ণিনি। সঙ্গী, যাহারা সহচর-রূপে সহিত গমন করে।

সহচ্ছন্দস্ (ত্রি) গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের সহিত বর্ত্তমান।

"সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ" (ঋক্ ১০।১৩০।৭)

'সহচ্ছন্দস গায়ত্র্যাভিশ্ছন্দোভিঃ সহ বর্ত্তমানা' (সায়ণ)

সহজ (পুং) সহ জায়তে ইতি জন-ড। ১ সহোদর, এক জননীর গর্ভোৎপন্ন ভ্রাতা। ২ নিসর্গ, স্বভাব। (ত্রি) ৩ সহোত্থ। (মেদিনী) ৪ স্বাভাবিক। ৫ সুলভ, অনায়াসসিদ্ধ। ৬ সহজাত, প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক। ৭ জ্যোতিষ মতে, জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানকে সহজস্থান কহে। এই সহজ স্থানে জাতকের ভ্রাতা, ভগিনী, বিক্রম, দূরযাত্রা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিতে হয়।

সহজ, তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ। শক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সহজকীর্ত্তি, একজন জৈন বৈয়াকরণ। সারস্বতটীকা নামে ইঁহার রচিত এক খানি ব্যাকরণটীকা পাওয়া যায়।

সহজন্ধি (স্ত্রী) [সন্ধি দেখ।]

সহজন্মন্ (ত্রি) সহ জন্ম যস্য। যমজ, সহোদর।

সহজন্য (পুং) যক্ষ। (স্ত্রী) সহজন্যা অপ্সরোবিশেষ।

সহজপাল (পুং) কাশ্মীররাজপুত্রভেদ। (রাজতর° ৭।৫৩৪)

সহজমিত্র (ক্লী) সহজং মিত্রং। স্বাভাবিক সুহৃদ্। শাস্ত্রে সহজমিত্র ও সহজশত্রু পদে দুই শ্রেণীর আত্মীয় পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাগিনেয়, মাসতুত ও পিসতুত ভাই—সহজমিত্র, এবং খুড়তুত ও জেঠতুত ভাই—সহজশত্রু। "সহজং মিত্রং ভাগিনেয়-পৈতৃষ্বস্রীয় মাতৃষ্বস্রীয়াদি" (মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়) ইহাদের সহিত বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহারা সহজমিত্র।

সহজললিত (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (তারনাথ)

সহজবিলাস (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সহজা (স্ত্রী) সহজ, সহৈব উৎপন্ন। "আভৃত্যা সহজা বজ্র-সায়কসহঃ" (ঋক্ ১০।৮৪।৬) 'সহজা সহৈবোৎপন্নঃ' (সায়ণ)

সহজাত (ত্রি) সহজাতঃ উৎপন্নঃ। ১ সহোদর। ২ যমজ। (ত্রি) ৩ সহোত্থ।

সহজাদিত্য, একজন সামন্তরাজ, উপাধি রাজরাজ। ১২৩৩ বিক্রম সম্বতে বুলন্দসহরে উৎকীর্ণ অনঙ্গের শিলাফলকে ইনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা রূপে বর্ণিত আছেন।

সহজাধিনাথ (পুং) সহজস্য অধিনাথঃ। জ্যোতিষ মতে, সহজ স্থানের অধিপতি, তৃতীয়াধিপতি, সহজাধীশ, লগ্নস্থান হইতে তৃতীয় স্থানস্থ যে গ্রহ তাহাকে সহজাধিনাথ কহে। (জাতককৌ°)

সহজানন্দ-তীর্থ, অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সহজানন্দনাথ, পুরশ্চরণপ্রপঞ্চপ্রণেতা।

সহজানি (পুং) পত্নী। (তৈত্তিরীয়স° ৩।২।৮।৫)

সহজানুষ (ত্রি) জানুদ্বারা ভূমিতে গমনকারীকে জানুষ কহে,তাহার সহিত বর্ত্তমান। "নঃ পাত্রাভেৎ সহজানুষাণি" (ঋক্ ১।১০৪।৮)

'সহজানুষাণি জানুভ্যাং যাণি ভূমিং সনন্তি গচ্ছন্তীত্যর্থঃ,তানি জানুষাণি তৈঃ সহিতানি।' (সায়ণ)

সহজারি (পুং) সহজঃ স্বাভাবিকঃ অরিঃ। স্বাভাবিক শত্রু, সহজশত্রু। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতৃব্য ও তাহার পুত্রাদির সহিত বিষয়ের অংশ থাকে, এইজন্য তাহারা জন্মতঃই শত্রুভাবাপন্ন হয় বলিয়াই সহজশত্রু নামে উক্ত। [শত্রু শব্দ দেখ।]

সহজিৎ (ত্রি) সহজয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। সহিত জেতা, একত্র মিলিত হইয়া জয়কারী।

সহজিয়া (সহজপন্থী) ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। বর্ত্তমান কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটী নিম্ন শ্রেণী বলিয়া গণ্য। সাধারণের বিশ্বাস যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী হইতেই এই পন্থীর উদ্ভব, কিন্তু সহজ মত যে বহু পূর্ব্ব-কাল হইতেই গৌড়মণ্ডলে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে ৮।৯ শত বর্ষের প্রাচীন কানুপাদ, ডোম্বিপাদ, শান্তিদেব প্রভৃতির কতকগুলি প্রাচীন পদ এবং দোহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, সেই সকল পদে সহজিয়াদের মূল ধর্ম্মমতের যথেষ্ট উপকরণ রহিয়াছে। সেই সকল প্রাচীন পদাবলি আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে মনে হইবে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজ হইতেই এই সহজিয়া মতের উৎপত্তি।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে মহাযান সম্প্রদায় প্রবল হইলে তন্মধ্যে আবার মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই মত প্রচলিত হইল। মাধ্যমিকেরা শূন্যবাদী হইলেও নানা বৌদ্ধ ও বোধিসত্বের উপাসনা স্বীকার করিলেন, এদিকে যোগাচার মতাবলম্বীরা যোগশাস্ত্র চর্চ্চাফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন স্বীকার করিয়া অনাত্মবাদী মহাযানিদিগের মধ্যেও পরোক্ষে আত্মবাদ প্রচার করিলেন। বিভিন্ন বুদ্ধ ও বোধিসত্বগণের মূর্ত্তিপূজা এবং ঐ সঙ্গে প্রায় খৃষ্টীয় ৮র্থ শতাব্দে মহাযানের মধ্যে মন্ত্রযানের প্রভাব বিস্তৃত হইলে বুদ্ধ ও বোধিসত্বগণের এক একটী শক্তি কল্পিত হইল। মহাযান-সম্প্রদায় সম্ভূত মন্ত্রযানেরাই বিভিন্ন শক্তিপূজার সঙ্গে সর্ব্বত্র তান্ত্রিকতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সন্ন্যাসবৈরাগ্য দ্বারাই প্রথমতঃ নির্ব্বাণপদ লাভের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ভগবান্ বুদ্ধশিষ্য আনন্দ নারী জাতিকেও সন্ন্যাসের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কালে বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারামে বহুতর শ্রাবক ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় শত শত শ্রাবিকাও আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রথমতঃ উভয় পক্ষের নিবৃত্তির দিকেই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের একত্র অবস্থানের বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞাননিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় শ্রাবকগণ কামিনী-কাঞ্চন বা প্রবৃত্তিমার্গের যথেষ্ট বিরোধী হইলেও, স্ত্রীসংসর্গফলে কোন কোন অল্পধী প্রবৃত্তির সাধনা দ্বারা নিবৃত্তি বা মোক্ষপথ লাভের উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভোগসাধন দ্বারা যে সহজানন্দ লাভ হয়, তদ্দ্বারাই নির্ব্বাণপদ সিদ্ধ হইতে পারে, এই নব সম্প্রদায় অতিগোপনে এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন। এই নব সম্প্রদায় 'বজ্রযান' নামে পরিচিত হইলেন। তৎপূর্ব্বতন মন্ত্রযানসম্প্রদায় স্বয়ম্ভু বা আদি বুদ্ধ, এবং তাঁহার প্রজ্ঞা বা ধর্ম্ম হইতে সম্ভূত যথাক্রমে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং এই পঞ্চের যথাক্রমে বৈরোচনী, লোচনা, মামুখী, পাণ্ডরা ও তারা এই পঞ্চ শক্তি এবং এই পঞ্চ বুদ্ধ ও পঞ্চ শক্তির পুত্রস্থানীয় সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি ও বিশ্বপাণি এই পঞ্চ ধ্যানী বোধিসত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদের উপাসকেরা বোধিসত্বযান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গী নবসম্প্রদায় বজ্রসত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রধাত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাঁহার শক্তি এবং ঘণ্টাপাণি নামে একটী বোধিসত্ব কল্পনা করিয়া যে নূতন মার্গ প্রচার করিলেন, তাহাই 'বজ্রসত্বযান' বা 'বজ্রযান' নামে প্রসিদ্ধ হইল। তাহাদের আচারপদ্ধতি রীতিনীতি অতিগুহ্য তান্ত্রিক মতসমাচ্ছন্ন। যে সকল সম্ভোগ-লালসাকে পূর্ব্বতন ধর্ম্মপন্থী অতি হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাতর ছিলেন, বজ্রযান শ্রাবকেরা তাহাই শ্রেয়ঃ লাভের উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের মতসমর্থক বহুতর তন্ত্রও প্রচলিত হইয়াছিল, এবং এই ধর্ম্মাচরণ অতি সহজসাধ্য ও আপাত মনোরম হওয়ায় আপামর সাধারণ সকলেই প্রীতির চক্ষে গ্রহণ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের চণ্ডরোষণমহাতন্ত্র খানি অতি প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে প্রায় ৮শত বর্ষের হস্তলিখিত একখানি চণ্ডরোষণতন্ত্রের টীকার কতকাংশ নিজ হস্তে নকল করিয়া আনিয়াছেন, তাহার আরম্ভে "সহজতত্বের" এই রূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়—

"একস্মিন্ কালে ভগবান বজ্রসত্বঃ বজ্রধাত্বীশ্বরী * * বজ্র * * তস্য ধাতুঃ সাংবৃতবিবৃতলক্ষণং। বোধিচিত্তং তস্যেশ্বরা ইব। প্রজ্ঞাবজ্রধাতুনা সেবিতত্বাত্তস্যাঃ। তদ্বরাঙ্গে * * বিজহারেতি। বিহৃতবান্ বজ্রপদ্মসংযোগেন সংপুটযোগেন স্থিতবানিত্যর্থঃ। অয়ঞ্চ বিহারঃ প্রাকৃতজনস্যাপ্যত্যন্তগুহ্যো ভবতি কিং পুনর্ভগবতো বজ্রসত্বস্য ততশ্চার্থাদুক্তং ভবতি।···মেরুগিরি মূর্দ্ধি বজ্রসত্বভূমৌ বজ্রমণিশিখরকূটাগারে বিহরতিস্মেতি। এতেন পাত্রা কালো দেশশ্চোক্তঃ। পর্ষদস্তমাহ অনেকৈশ্চেত্যাদি বজ্রযোগিনঃ শ্বেতবলাদয়ঃ। বজ্রযোগিন্যো মোহবজ্রাদয়ঃ। তেষাং তাসাঞ্চ গণাঃ সমূহাঃ এক···বহুবচনস্যৈকবচনস্যাপি পঞ্চত্বগতাত্মত্বাৎ। তদ্‌যথেত্যুপদর্শনে। শ্বেতাচলেনেতি ভগবতো ভগবতীদেহগতরূপজ্ঞানেন এবং পীতাচলেনেতি ভগবতীদেহগত গন্ধজ্ঞানেন। রক্তাচলেনেতি ভগবতীদেহগতরস জ্ঞানেন। শ্বেতিমাচলনেতি ভগবতীদেহগতস্পর্শজ্ঞানেন। মোহবজ্রা চেতি ভগবত্যা ভগবদ্দেহগতরূপজ্ঞানেন। পিশুনবজ্রা চেতি ভগবদ্দেহগতগন্ধজ্ঞানেন। রাগবজ্রাচেতি ভগবদ্দেহগতরসজ্ঞানেন। ঈর্ষাবজ্রা চেতি ভগবদ্দেহগতস্পর্শজ্ঞানেন স্বয়ং তু ভগবান্ ভগবতীদেহগতজ্ঞানরূপঃ। ভগবতী তু ভগবদ্দেহগতশব্দজ্ঞানরূপা অতো নৈতৎ প্রভেদঃ কৃতঃ এবং প্রমুখৈরিতি। এবং প্রকারৈঃ। চক্ষুষা ঘ্রাণেন রসনয়া কায়েন শ্রোত্রেণ রূপেণ বেদনয়া সংজ্ঞয়া সংস্কারেণ বিজ্ঞানেন পৃথিব্যা জলেন তেজসা বায়ুনা আকাশেন ইত্যাদিভিরিত্যর্থঃ। এতেনৈবং বিধে বিহারে পর্ষদেব্যোপ্যেতাদৃশ্যো বোধিচিত্তে তু কথিতং ভবতি। অতি-গুহ্যত্বাৎ নম্নু তদা ত্বয়া কথং শ্রুতমিতি চেদাহ। অথেত্যাদি। অয়মর্থঃ। তেন বিহারেণ যদা চতুরানন্দসুখমনুভূয় তদনন্তরং সর্ব্বপুরুষেষু মহাকরুণামামুখীকৃত্য···এবং···বলসমাধিং সমাপন্নেদং বক্ষ্যমাণমুদাজহার উদাহৃতবান্। ভগবদ্ভগবতীদেহ এব স্থিত্বা ময়া শ্রুতমিতি ভাবঃ। কিমুদাহৃতবান্। ভাবাভাবেত্যাদি। ভাব আনন্দপরমানন্দবিকল্পঃ। অভাবে বিরমানন্দবিকল্পঃ। তাভ্যাং বিনির্ম্মুক্তস্ততঃ। চত্বার আনন্দাস্তত্র প্রজ্ঞোপায়াভ্যাম-

ত্যোন্তানুরাগলক্ষণমালিঙ্গনচুম্বনস্তনমর্দ্দননখদানাদিনা যন্ত্রারূঢ়বত্বেন বজ্রপদ্মসংযোগং যাবদানন্দ এতেন কিঞ্চিৎ সুখমুৎপদ্যতে। ততঃ পদ্মান্তর্গতবজ্রচালনেন যাবন্মণিমূলং বোধিচিত্তমায়াতি তাবৎ পরমানন্দঃ এতেন তদধিকং সুখমুৎপদ্যতে। মণিমূলাদ্‌-যাবৎ পদ্মোদরান্তর্গতমশেষং ন ভবতি তাবৎ সহজানন্দঃ। এতেন গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রহণাভিমানরহিতং পরমং সুখমুৎপদ্যতে। অতঃ-পরং যাবন্নিশ্চেষ্টীভূয় সুখং ভুক্তং ময়েতি বিকল্পয়তি। তাবদ্বির-মানন্দঃ। বিরমেণ ত্রিবিধসুখবিসর্গেণ আনন্দো হর্ষো যত্র স তথা। এতেন সুখানুভবস্মরণরূপং সুখমুৎপদ্যতে। তৈরেক-মানন্দাদিবিকল্পরহিতং সুখজ্ঞানমাত্রং তেন তৎপরং আশক্ত ইত্যর্থঃ।...রাধেয়চক্রভাবনারূপঃ তেন স্বস্ত রূপং যস্ত স তথা সংকল্পঃ স্বর্গনবকাদিহেতুকর্ম্মসুখদুঃখাদিফলবিকল্পঃ পুষ্পপুষ্পীতি প্রজ্ঞাসংপর্কোন্মুখে ইতি ভাবঃ। স্থিতং তৎকথনং পঞ্চাকারে-ণেতি। নির্ম্মিতা ধারাত্রয়প্রপঞ্চরূপেণোৎপত্তিক্রমেণ আদি-কর্ম্মিকাণামেতদ্ব্যতিরেকেণ কথয়িতুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। অথে-ত্যাদি। সর্ব্বস্ত্রীষু মহাকরুণামামুখীকৃত্যা তএব দ্বেষবজ্রী-সমাধিং সমাপদ্যেদমুদাজহার। শূন্যতা বিরমানন্দঃ। করুণা আনন্দত্রয়ং তাভ্যামভিন্না কেবলমহাসুখস্বভাবেত্যর্থঃ। অতএব দিব্যকামসুখেন স্থিতা বিকল্প আনন্দাদি প্রভেদকল্পনাপ্রপঞ্চো বীজচিহ্নাদি বিকল্পঃ। নিরাকুলা চিত্তৈকাগ্রতয়া নার্য্যঃ স্ত্রিয়ঃ। সর্ব্বস্ত্রীণাং দেহঃ পুরুষসম্পর্কোন্মুখঃ তস্মিন্ স্থিতা। অথেত্যাদি। গাঢ়েনেতি সাতিশয়পীড়নেন। দেবি দেবীতি। সত্বার্থং প্রত্যেকাভিপ্রায়েণাতি মহাপ্রেম্না দ্বিরুক্তিঃ। রম্যকমনীয়ত্বাৎ। রহস্যং গোপনীয়ত্বাৎ শ্রাবকাদিধর্ম্মপ্রবৃত্তেষু সারং পারমিতা-মহাযানোক্তং তত্ত্বং তস্মাদপি সারতরং শ্রেষ্ঠং। সর্ব্ববুদ্ধৈরিতি বজ্র-সত্বনির্ম্মিতৈ দীপঙ্করাদিভিঃ সম্যগুক্তং বুদ্ধৈঃ। মহাতন্ত্রমিতি ত্রিবিধং তন্ত্রং হেতুফলোপায়ভেদেন তত্র হেতুরনাদিনিধনসহ-জৈকস্বভাবং জ্ঞানং মহাসুখং।"* (১ম পটল ব্যাখ্যা)

উক্ত তন্ত্র-ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, আনন্দ চারি প্রকার—আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা ও উপায় পরস্পরের যাহাতে অনুরাগ জন্মে, তাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দ্দন প্রভৃতি দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় বজ্রপদ্ম-সংযোগে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহাকে আনন্দ কহে। তৎপরে পদ্মান্তর্গত বজ্রচালন দ্বারা মণিমূল বোধিচিত্ত প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পরমানন্দ কহে। এই পরমানন্দে আনন্দ অপেক্ষা অধিক সুখ হইয়া থাকে। তৎপরে আবার যখন এই মণিমূল হইতে পদ্মোদয়ের অন্তর্গত অশেষরূপে কার্য্য না হয়, তখন তাহাকে সহজানন্দ কহে। ইহাতে গ্রাহ্য গ্রাহক ও গ্রহণাভিমান-বর্জ্জিত পরম সুখ উৎপন্ন হয়। ইহার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি সুখভোগ করিয়াছি এইরূপ বিকল্প অনুভব করাকে বিরমানন্দ, বা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার সুখ ত্যাগ দ্বারা যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহাকে বিরমানন্দ কহে। শূন্যতার নামই বিরমানন্দ *। ইহাই অনাদিনিধন সহজৈকস্বভাবজ্ঞানরূপ মহাসুখ।

যদিও চণ্ডরোষণ মহাতন্ত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু তাহার সুপ্রাচীন টীকা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে 'সহ-জানন্দ' ও 'সহজৈকস্বভাবজ্ঞান'রূপ মহাসুখ বজ্রযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আজও নেপালের বৌদ্ধগণ এই বজ্রযানসম্প্রদায়ভুক্ত। উক্ত তন্ত্রব্যাখ্যা হইতে আভাস পাওয়া যাইতেছে যে এই সম্প্রদায়ের দীপঙ্কর ও শ্রাবকগণই এই গুপ্ত আনন্দতত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহারা সাধারণকে বুঝাইয়া ছিলেন, স্বয়ং ভগবান্ বজ্রসত্ব তাঁহার শক্তির সহিত একীভূত হইয়া 'সহজানন্দ' ও 'সহজৈকস্বভাব'তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে গৌড়বঙ্গেও এই বজ্রযান বিশেষ প্রবল ছিল, যদিও এই সম্প্রদায় মহাযানের একটী শাখা, কিন্তু এই সম্প্রদায়ীরা মূল পারমিতা মহাযান হইতেও আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, উদ্ধৃত বৌদ্ধ তন্ত্রের টীকা হইতেই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয়চরিতার্থতারূপ সহজসাধন যখন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল, তখন আপাতসুখপিপাসী জনসাধারণ অনায়াসেই যে এই সহজধর্ম্ম আশ্রয় করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। গৌড়-বঙ্গে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতন সাধিত হইল, তখন বৈদিক ও হিন্দু তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে উচ্চ জাতি প্রকাশ্য রূপে বজ্র-যান মত পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেও সাধারণের হৃদয়ে এই সহজধর্ম্ম এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে তাহা উৎপা-টিত করিবার কাহারও সাধ্য হয় নাই। জনসাধারণকে হস্তগত করিবার জন্য শৈব ও শাক্তগণ 'শক্তিসাধন' এবং বৈষ্ণবেরা 'সহজভজন' প্রচার কবিলেন। নামে ও ব্যবহারে সামান্য বৈলক্ষণ্য মনে হইলেও 'শক্তি সাধন' ও 'সহজভজন' যে বজ্রযানে-রই সংস্করণ তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু শাক্তগণ 'শক্তিসাধন' উপলক্ষে জপধ্যানাদি কতকগুলি পূজাবিধি জড়িত করিয়া এই সাধনকে বজ্রসাধন হইতে কিছু দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু 'সহজভজন'নিরত সহজিয়ারা বেশী দূরে পশ্চাৎপদ হইতে পারেন নাই। যে বজ্রসাধন গৌড়বঙ্গের জন সাধারণ মধ্যে নিত্যানুষ্ঠান বলিয়া বহুদিন গণ্য ছিল, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাতে তাহা যে সহসা উড়িয়া যাইবে, তাহা কখন সম্ভবপর নহে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজক

* নিতান্ত অশ্লীল ও অস্পষ্ট অংশ উদ্ধৃত হইল না।

* বেদান্তে যাহা ব্রহ্মানন্দলাভ, মহাযানেরা তাহাই শূন্যতা বা নির্ব্বাণপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ নিদর্শন পাইয়াছেন, আমরাও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া এখন সহজিয়াদের মধ্যে সেই ভ্রষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ স্মৃতির কতক পরিচয় পাইতেছি। ধর্ম্মপূজকদিগের ন্যায় সহজিয়ারাও আদ্যাশক্তি সংশ্রবে অনাদি নিরঞ্জন হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, কোন হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কথা নাই। [ধর্ম্মঠাকুর দেখ।]

"অনাদির ঘামের হইল শক্তির জনম।
তার রূপে তার মন কৈল আকর্ষণ॥
এক ইচ্ছা দুই ইচ্ছা হইল সঙ্গম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হইল জনম॥" (আনন্দ-ভৈরব)
"সহজ ভজনে মূল সেই আদ্যাশক্তি।
একাকার সমীকরণ কহিল নিশ্চিতি॥" (নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী)

বজ্রযানেরা যেরূপ বজ্রসত্ত্ব ও তাঁহার শক্তির মিলনাবস্থায় 'সহজানন্দ' ও সহজৈকস্বভাবজ্ঞানের উৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সহজিয়ারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয়দান করিলেও তাঁহাদের 'আগমসারে' হরগৌরীর মিলনাবস্থায় এইরূপ তত্ত্বপ্রকাশের আভাস পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডরোষণতন্ত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যা এবং গৌরীদাসরচিত 'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী' নামক সহজিয়া গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে যেন চণ্ডরোষণতন্ত্রের ব্যাখ্যাই বিশদভাবে বঙ্গভাষায় নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বেই যে বৈষ্ণব তান্ত্রিকেরা সহজমত-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলিতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। চণ্ডীদাসের বহু পদে 'বাশুলী' দেবীর নাম পাওয়া যায়। এই দেবীর প্রত্যাদেশে চণ্ডীদাস 'সহজতত্ত্ব' প্রকাশ করেন। এই দেবীটী কে? কোন প্রামাণিক হিন্দুশাস্ত্রে এই 'বাশুলী' দেবীর নামোল্লেখ নাই। কোন কোন পণ্ডিত বিশালাক্ষীর অপভ্রংশে 'বাশুলী' করিতে চান। কিন্তু শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে 'বিশালাক্ষী' শব্দ কখন 'বাশুলী' হইতে পারে না। গৌড়বঙ্গের যে যে স্থানে এক সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের প্রভাব ছিল, সেই সেই স্থানেই প্রায় এক একটী 'বাশুলী' বিদ্যমানা। নেপালের বজ্রাচার্য্যেরা বজ্র-সত্ত্বের শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরীর যেরূপ গুহ্যমূর্ত্তি চিত্রিত করেন, তাঁহার সহিত নান্নুরের বাশুলী মূর্ত্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বলাবাহুল্য নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিটীই চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী। সংস্কৃত 'বজ্রধাত্বীশ্বরী' প্রথমতঃ বজ্রেশ্বরী এবং তাহাই সাধারণের মুখে অপভ্রংশে 'বাজশলী' বা 'বাশুলী'তে পরিণত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। সুতরাং বৈষ্ণব সহজিয়াদের আদি উপাস্যা বাশুলী এবং বজ্রযানের বজ্রধাত্বীশ্বরী যেন এক ও অভিন্ন দেবী বলিয়াই মনে হইতেছে।

গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলোপের সহিত মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধ শ্রাবক ও শ্রাবিকাগণের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে, তাহারাই তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া পরবর্ত্তী কালে নাড়া নাড়ী বা নেড়া নেড়ী নামে পরিচিত হন। নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র যে বহু শত নেড়া নেড়ীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি তাঁহাদেরই নিকট প্রচ্ছন্ন বজ্রযানমত (সহজতত্ত্ব) জানিয়া থাকিবেন। তাহার এইরূপ পরিচয় পাই—

"শ্রীকান্ত কহেন পদ্মা শুন মোর বাণী।
এই ধর্ম্ম যাজন করাছিল ভরত মুনি॥
কামরূপ মন্ত্রে হয় তার উপাসন।
আপনেই লিখিয়াছে আপন ভজন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহার চরিত্র গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন॥
সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ।
চণ্ডীদাস সেই ধর্ম্ম করাছে যাজন॥
জয়দেব গোসাঞির তত্ত্ব সেই মত হয়।
গৌণরূপে ভজন কৈল ছয় মহাশয়॥
মহাপ্রভুর মনের করণ না যায় বর্ণনে
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহে নয়ানে॥
বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরাগীকে শিখাইল আপন করণে॥
যদি এহো বাক্যে কেহো প্রতীত না হয় মনে॥
বারশত নাড়াকে তেরশত নাড়ী দিল কেনে॥
যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে॥
অনন্ত হরি প্রভু সহজতত্ত্ব ধর্ম্ম।
বৈরাগীকে শিখাইলা প্রকৃতির মর্ম্ম॥" (আনন্দভৈরব)

পূর্ব্বতন মহাযান-সম্প্রদায় যেমন জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন, বজ্রযান-সম্প্রদায় সেইরূপ রসমার্গের পথিক। এই রসমার্গের পথিককে সহজিয়ারা 'রসিক' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

"আদিজ্ঞানী শ্রীনারদ পরমাত্মা সাধন।
ঊর্দ্ধরেতা মুনিবর ভকত উত্তম॥
নিত্য দেহে পরমাত্মা সাধন করিলা।
এই হেতু জ্ঞানী বলি তার খ্যাতি হৈলা॥
আপন দেহেতে যেবা যোগাযোগ করে।
জ্ঞানতত্ত্ব বলি তাহা কেবা ছোড়ি তারে॥
রসিক ভকত জ্ঞানতত্ত্ব নাহি মানে।
পরমাত্মা সাধন তাহা মানে কায় মনে॥"

(গৌরীদাসরচিত নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সহজপন্থীরা জ্ঞানমার্গ চান না। তাঁহারা প্রকৃতি-পুরুষের মিলনকেই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা এই সাধনায় সিদ্ধ, তাঁহারাই রসিক ভকত। তাঁহাদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীন ভেদ নাই সকলেই এই সাধনের অধিকারী।

"কেবা গৃহী উদাসীন নাহিক বিচার।
বস্তুনিষ্ঠা যায় হৈল সেই মায়াপার॥
উত্তম স্বভাব হয় জগতে সমজ্ঞান।
বেদাচার কুলাচার সকল ত্যজন॥
ঈর্ষা কর্ষা ভেদাভেদ নাহিক যাহার।
তত্ত্ববস্তু সাধনেতে তার অধিকার॥
সমজ্ঞান কায়মনে রতিনিষ্ঠা যার।
রাধাকৃষ্ণ বিধেয় বস্তু সাধন তাহার॥" (গৌরীদাস)

বর্তমান সহজিয়ারা প্রেমদাসরচিত আনন্দভৈরব, আগমসার, মুকুন্দদাস-রচিত অমৃতরত্নাবলী ও অমৃতরসাবলী এই গ্রন্থ চতুষ্টয়কেই সহজতত্ত্বনির্দ্দেশক সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়াই মনে করেন। যথা—

"অমৃতরত্নাবলী আর আনন্দভৈরবে।
আগমসার গ্রন্থ লৈঞা বিচারি বুঝবে॥
অমৃতরসাবলি অর্থ স্পষ্ট যেই হয়।
চার গ্রন্থ স্পষ্ট অর্থ ইহাতে আছয়॥"

উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সার বুঝাইবার জন্য গৌরীদাস 'নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী' রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি নিতান্ত অশ্লীল হইলেও ইহাতে সহজিয়াদের প্রকৃত গুহ্যতত্ত্ব সবিস্তার বর্ণিত আছে। এ ছাড়া সহজিয়াদের শত শত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ পাওয়া যায়।* এই সকল গ্রন্থ-সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে পরকীয়া-সাধনই এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে গৌরীদাস লিখিয়াছেন—

"স্বীয়া ছাড়ি পরকীয়া ইহা করে কেনে।
শীঘ্র সম রস হয় তরঙ্গের গুণে॥
পরকীয়া সাধন তিন তরঙ্গে হয়।
গুহ্য ইহা সঙ্গ করে মনে রহে ভয়॥
ভয় হেতু সম রস হয় শীঘ্র গতি।
পরকীয়া শ্রেষ্ঠ ইথে জানিবে নিশ্চিতি॥
তিন প্রকার কাম ইথে বিচার করিলা।
প্রাকৃত অপ্রাকৃত কার্য্যরূপা জানাইলা॥
ভূতাত্মার ক্রিয়া তারে প্রাকৃত কহিলা।
জীবাত্মার ক্রিয়া কার্য্যরূপা জানাইলা॥

* বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দের শেষাংশে সহজিয়া সাহিত্যের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

অপ্রাকৃত পরম ধর্ম্ম পরকীয়া সাধনে।
কাম পুন প্রেম হয় পরমাত্মা গুণে॥"
"অনুভবে চৈতন্যরূপা স্ফূর্ত্তি হয় যার।
কামধ্বংস হৈয়া তার প্রেমের সঞ্চার॥" (গৌরীদাস)

ইঁহাদের মতে, ছয় গোস্বামী ও অন্যান্য সাধকবৃন্দ নিজ জীবনে বিশেষ রূপে এই ভজনপ্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন, উহা বাহিরের কোন গ্রন্থে নাই, তবে সঙ্গ করিতে করিতে উহা জানা ও বুঝা যায় এবং তাঁহাদের পথাবলম্বনে সেই শ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধারাণীর কৃপা লাভ হয়। আরও তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে কোন নিয়ম কানন আচার-বিচার নাই। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর তিন দিবসও ইঁহারা অস্পৃশ্য ধরেন না, বা মানেন না। উক্ত অবস্থাতেও শ্রীভগবানের সেবাপূজাদি সমস্তই করিয়া থাকেন। তাঁহারা নায়িকার দেহই শ্রীবৃন্দাবন ও উক্ত নায়িকাতেই শ্রীশ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর অধিষ্ঠান এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে দেহ-বৃন্দাবন-তত্ত্ব এইরূপ,—

"বৃন্দাবন বলি মাত্র সবে করে ধ্যান।
কোথা আছে বৃন্দাবন কারো নাহি জ্ঞান।
মানুষের দেহ হয় নিত্য বৃন্দাবন।
পুরুষ প্রকৃতি ইথে জানিহ কারণ॥
ভক্ত হৃদে বৃন্দা দেবী কহিল মাধুরী।
দ্বাদশ বন আর অষ্ট মঞ্জরী॥
দ্বাদশ কুঞ্জ আছে আর ছয় গোসাই।
অষ্ট সখী আছে ইহা কহি শুন ভাই॥
এই নিত্য বস্তু সদা কর আস্বাদন।
এবে যে নির্ণয় করিব দ্বাদশ বন॥
কেশ মূলেতে দেখ হয় অগ্রবন।
কর্ণ বেষ্টিত কাম্য বনের নিয়ম॥
মুখাগ্রেতে মধুবন এই শাস্ত্রে কয়।
রসিক-ভকত ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
এই তিন বনের কথা কহিলাম নির্দ্ধারে।
নিধুবন হয় তার নয়ন ভিতরে॥
বক্ষঃস্থল মধ্যে দেখ হয় ভাণ্ডীরবন।
কক্ষ বাম ভাগে খদিরবনের নিয়ম॥
এই যে কহিল সপ্তবনের আখ্যান।
বহুলবন জঙ্ঘে ইহা জানিহ কারণ॥
ঝাউবন হয় তার নাভির নীচেতে।
কুমুদবন হয় তার কুচদ্বয়েতে॥
এইত কহিল দশবনের আখ্যান।
মজ্জা স্থানে জম্বুবন হয় রসায়ন॥

ভদ্রবন হয় তার নাসিকা অগ্রেতে।
এইত দ্বাদশ বন হয় শরীরেতে ॥
এবেত কহি যে সব কুঞ্জের আখ্যান।
দ্বাদশ কুঞ্জ শরীরেতে আছে স্থানে স্থান ॥
নাসিকা ভিতরে হয় নিভৃত কুঞ্জ-দ্বারে।
কনক কুঞ্জ হয় তার কণ্ঠের উপরে ॥
মদনসুখদা কুঞ্জ হয় মুখ মাঝে।
নন্দনানন্দ নাম কুঞ্জ কর্ণ মধ্যে আছে ॥
কামকেলি কুঞ্জ হয় দুই চক্ষুর্দ্বয়ে।
মনোহারী নাম কুঞ্জ বদনেতে হেবে ॥
অবলানন্দনাম কুঞ্জ হয় নাভিদেশে।
চন্দ্রসুখদা নাম হৃদয়ে প্রকাশে ॥
বসন্তসুখদা কুঞ্জ মস্তক ভিতরে।
সুখপ্রদক্ষিণকুঞ্জ রয় মজ্জা স্থানে ॥
সুখনিকুঞ্জ হয় তার কটি সন্নিধানে।
নিত্যকুঞ্জ হয় তার নিত্য বৃন্দাবনে ॥
এইত কহিল দ্বাদশ কুঞ্জের নির্ণয়।
এবে যে কহিয়ে অষ্টমঞ্জরী নির্ণয় ॥
নয়নেতে স্থিতি করে শ্রীরূপমঞ্জরী।
নাসামূলে হয় তার কস্তুরী মঞ্জরী ॥
লবঙ্গমঞ্জরী হয় পদযুগলেরে।
বিলাসমঞ্জরী হয় সর্ব্বাঙ্গ শরীরে ॥
শ্রবণেতে থাকে তার শ্রীগুণমঞ্জরী।
জিহ্বাতে বহয়ে সেই শ্রীরসমঞ্জরী ॥
মজ্জাস্থানে বৈসে তার শ্রীরতিমঞ্জরী।
মনোমধ্যে থাকে সেই শ্রীমণিমঞ্জরী ॥
এইত কহিল অষ্ট মঞ্জরী নির্ণয়।
এ সকল কথা যেন জীব না শুনয় ॥”

এই বৃন্দাবনতত্ত্ব নায়িকাদেহে বর্ত্তমান।

তৎপরে দেহের অবস্থাভেদে তাহাদিগের গুরু, ধ্যান, স্বরূপ, আনন্দ, সাধ্যসাধন ও রস ইত্যাদি কাহাকে বলে ও বৈষ্ণব কে? ইত্যাদি বিস্তর বিষয় আছে, যাহা সাধারণে জানেন না। রাধাবল্লভদাসের ‘সহজতত্ত্ব’ নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে এই দেহের তিন অবস্থা—প্রবর্ত্তদেহ, সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহ। এই তিন অবস্থায় গুরু, কৃষ্ণ বা উপাস্যদেব ও বৈষ্ণবের ভেদ আছে। সহজতত্ত্বে লিখিত আছে, “প্রবর্ত্তদেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? গুরু মন্ত্রদাতা, কৃষ্ণ রাধামাধববিগ্রহ, বৈষ্ণব চৈতন্যের স্বরূপধারী। সাধক দেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? শিক্ষাগুরু তিন। চৈতন্যের স্বরূপধারী তিন। ভাব প্রেম রস বর্ত্তে শ্রীমতীতে। শ্রীমতীকে বৈষ্ণব কহি। সেই সব বর্ত্তে শিক্ষাগুরুর ঠাঞি। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব এই তিন বর্ত্তে শিক্ষাগুরুতে। সিদ্ধদেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? শ্রীরূপ রঘুনাথ। কিমৎ প্রকার হন? স্বরূপ কৃষ্ণ, রূপ শ্রীমতী, এই দুই চৈতন্য গোসাঞি।”

সহজতত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগের ভাব ও প্রেম কি? বীজমন্ত্রস্বরূপ অমৃততত্ত্ব কি? সম্বন্ধতত্ত্ব, রতিতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব কি? ইত্যাদি গূঢ় রহস্য জানা আবশ্যক। ঐ সকল জানিলে পর সাধনভজন দ্বারা ভাবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এই,—

“ভাব প্রেমের স্বরূপ শুন সর্ব্বজন।
প্রেম বিনে প্রাপ্তি নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
প্রেমপ্রাপ্তির স্বরূপতত্ত্ব বস্তুনিরূপণ।
প্রাপ্তি বস্তু হয় রাধাকৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
এইত স্বরূপতত্ত্ব কহিল কারণ।
এবে কহি বীজমন্ত্র স্বরূপ লক্ষণ ॥
মন্ত্রের স্বরূপ কৃষ্ণ বীজ রাধিকা স্বরূপ।
কামনা রতি কামবীজ হয় কৃষ্ণ স্বরূপ ॥
শ্রীচরণামৃত স্বরূপ হয় শ্রীহরিনাম।
অধরামৃত মন্ত্রের স্বরূপ এইত বিধান ॥
পদধূলি ব্রজের স্বরূপ এই তত্ত্বসার।
কহিব সম্বন্ধতত্ত্ব করিয়া বিচার ॥
গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবে কি সম্বন্ধ হয়?
গুরুতে স্বামী সম্বন্ধ জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণেতে আত্মা সম্বন্ধ উপপতি ভাব।
বৈষ্ণবে বন্ধু সম্বন্ধ সখী অনুভব ॥
সম্বন্ধতত্ত্ব এই কৈল নিরূপণ।
এবে কহি রতিতত্ত্ব করিয়া যতন ॥
ইষ্ট দেবে নিষ্ঠারতি কৃষ্ণেতে মধুর।
বৈষ্ণবে আনন্দরতি ভজনের মূল ॥
কেবা কোন্ বর্ণ হয় কহিব এখন।
বীজ হয় বিদ্যুৎ বর্ণ শুনহ কারণ ॥
অধরামৃত বর্ণ হয় দলিত কাঞ্চন।
পদধূলি শ্যামবর্ণ শুনহ কারণ ॥
এইত স্বরূপতত্ত্ব করিয়া স্মরণ।
অবশ্য পাইবে ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
স্বরূপ সম্বন্ধতত্ত্ব যে যেমন ভজে।
ভাবযোগে দেহ পেয়ে কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥”

সুতরাং ইহা সাধারণে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এবং এই

ভাবে পরকীয়া নারীর সহিত তাহার দেহ-বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া উক্ত বৃন্দাবনে নিজের জীবন, যৌবন ও দেহ অর্পণ ও তাহার রতিতে নিজ রতি মিশাইয়া ভাবপ্রেম এক করিয়া সেই কামবীজ কামগায়ত্রী দ্বারা সেই কামিনীর কামরতি উত্তেজনাপূর্ব্বক তাঁহার অধরামৃত স্বরূপ মন্ত্র লইয়া শ্রীহরি নাম স্বরূপ শ্রীচরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজের তত্ত্ব স্বরূপ তাঁহার পদধূলিতে অবগাহন ও সম্বন্ধ তত্ত্ব স্থাপন করিবে এবং বৈষ্ণবেতে বন্ধু সম্বন্ধে সখী অনুভব করিয়া লইবে। বৈষ্ণব তিনি যিনি সেই বিষ্ণুকে অর্থাৎ পরম কৃষ্ণকে জানাইয়া বা দেখাইয়া দেন। নায়িকা আপনাকে সখী অনুভবে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রতি দ্বারা ভজনের মূল স্থাপন করিয়া বিদ্যুৎবর্ণ বীজ ও অধরামৃত স্বরূপ দলিতকাঞ্চন সংযোগ করিতে পারিলে অবশ্য সেই ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন, ইহার অন্যথা নাই, এবং ইহা রসিক ভক্ত ব্যতীত অরসিক বা বহিরঙ্গ ব্যক্তিগণ কখনও জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না। কেন না সেই ব্রজের নয়নরূপ নিধুবনে ও বক্ষঃস্থলরূপ ভাণ্ডীরবনে, কুচস্বরূপ কুমুদবনে ও সেই রসের আকর রসায়নসদৃশ মজ্জাস্থানরূপ জম্বুবনে ইত্যাদি দ্বাদশ বনে বিচরণ এবং হৃদয়ে চন্দ্রসুখদাকুঞ্জ ও সুখের চরম মজ্জাস্থানে "সুখ-প্রদক্ষিণকুঞ্জ" এবং তাঁর নিত্য বৃন্দাবনে অর্থাৎ "মজ্জাভ্যন্তরে" বিহার ইত্যাদি দ্বাদশ কুঞ্জ পরিভ্রমণ এবং জিহ্বারূপ শ্রীরসমঞ্জরী ও মজ্জাস্থানে শ্রীরতিমঞ্জরী ইত্যাদি অষ্ট মঞ্জরীদের সহিত মিলন, আর এই সকল প্রেম ও ভাব ধারণ করাও সাধারণ জীবের সাধ্য নহে। এইরূপ সাধনভজন তাঁহাদের গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাহা অরসিকে জানিলে অভীষ্ট হানি এবং রসিকে জানিলে ইষ্ট লাভ হইবে, ইহাই প্রকৃত সহজিয়ার বিশ্বাস।

সুতরাং ইঁহাদিগের মতে, ভজন সাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ একটী সুন্দরী ও নবযৌবনসম্পন্না পরকীয়া রমণী আবশ্যক, পরে রসিকভক্ত বা গুরুর নিকট ইহার রীতিমত উপদেশ লইয়া সেই নায়িকাতে দেহ মন আরোপ পূর্ব্বক সাধন ভজন করিলে অচিরাৎ সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। সহজিয়ারা বলেন যে এইরূপ ভজন শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণ জনগণকে না দেখাইয়া অতি গোপনে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি কয়েকজন মর্ম্মী ভক্তের সঙ্গে আস্বাদন করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন এবং তাহাই স্বরূপ দামোদরের কড়চাতে এবং অন্যান্য বিখ্যাত প্রেমিক ও সাধক ভক্তদের গ্রন্থে লেখা আছে। তাহাতেই—

"প্রভুর অন্তর কথা কেহো নাহি জানে।
স্বরূপ রঘুনাথের হয় প্রাণধনে।
আর কারো গোচর নাহি এই কথা।
এই দুইজনে বার্ত্তা জানয়ে সর্ব্বথা॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায় মহাশয়।
জয়দেব কর্ণামৃত এ সব জানয়॥
'অপ্রাকৃত বস্তু' তেঁহ এই সব জানে।"

সুতরাং বাহিরের লোকের এই সকল তত্ত্ববিষয় জানিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। অতএব সাধক ভক্তদিগের সর্ব্বাগ্রে মানুষ ভজনই কর্ত্তব্য। এই মানুষভজন দ্বারাই অপ্রাকৃত প্রেমলাভ এবং সেই বেদগুহ্য নিত্যবৃন্দাবন দর্শন লাভে মানব কৃতার্থ হয়। সেই জন্যই সহজিয়াদের শাস্ত্রে আছে যে,

"শুনহ সাধক জন মানুষ লক্ষণ।
মানুষ স্বভাবপর মানুষ ভজন॥"

অতএব যদি জীবের কোন দিন ভাগ্যবশে রসিকের সঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে তিনিই বৃন্দাবন জানিতে পারেন এবং সেই বৃন্দাবনেই মানুষ বিরাজ করেন ও উহার আশ্রয় লইয়াই মানুষ বিহার করেন. মনুষ্যশরীরই ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের মধ্যে যে অতিগুহ্য পরম মাধুর্য্যময় "গভীর স্থান" আছে, যাহার জন্য জীব সকল চতুর্দ্দিকে উন্মাদের মত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, রসিকভক্ত রসিক গুরুর কৃপায় উক্ত স্থানের তত্ত্ব পাইয়া তাঁহার আজ্ঞামত দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন অর্পণ করিয়া নিত্যানন্দময় হইয়া পরমানন্দে পরমানন্দময়ীর সহিত পরমানন্দধামে সেই পরমানন্দময় শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপের ছটায় বিমুগ্ধ হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে এবং চেতন মাত্রই পুনরায় উক্ত আনন্দময়ীর আনন্দসম্ভোগপ্রাপ্তিহেতু সর্ব্বদাই সুখশয্যায় অবস্থিত থাকে। ইহাতে আকুলি ব্যাকুলি হইয়া কাঁদাকাটা নাই, কেননা সর্ব্বদা সাক্ষাতে সর্ব্বানন্দদায়িনী মূর্ত্তি বিরাজমানা এবং যাহাতে জীব সর্ব্বদা আনন্দ উপভোগ করিতে পাবে, তিনি নিজে সেই "আনন্দরস" প্রদানে মোহিত করিয়া রাখেন। ইহাই সাধনার চরম, ইহাই অপ্রাকৃত রস। সহজিয়ারা বলেন, মধুর রস পাইবার জন্য এ হেন সুগম ও সুখপন্থা ছাড়িয়া যাহারা দুরূহ কঠিন নিয়ম কাননের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ভজন সাধন করিতে যায়, তাহাদের পরিণাম সেই চিরবন্ধন। তাহারা কখন নিত্য বৃন্দাবনে চিরসুখ উপভোগ করিতে পাইবে না।

"সর্ব্বোপরি বৃন্দাবন জান সর্ব্বজনে।
রসিকের সঙ্গ হইলে জানিবে কারণে॥
সেই বৃন্দাবনে সদা বিরাজে মানুষ।
তাহার আশ্রয় হৈয়া বিরাজে পুরুষ॥
ব্রহ্মাণ্ড আকার হয় মানুষ শরীর।
শরীর ভিতর জান আছয়ে "গভীর"॥ ইত্যাদি

এই হেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী শ্রীমতী রুক্মিণী হইতে পরকীয়া শ্রীমতী রাধিকাতে প্রচুর প্রেম ও রসাধিক্য। অতএব রাগবস্তুকে পাইতে হইলে শিক্ষা গুরু আবশ্যক এবং এই শিক্ষা গুরু হইতেই প্রেম লাভ হয়। কাজেই শিক্ষাগুরুকে দেহ সমর্পণ করিলে সেই ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায়। অতএব—

"শিক্ষা গুরুতে যে করে দেহসমর্পণ।
সেই জন পায় ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

তারপর তাঁহার নিকট

"কামগায়ত্রী কামবীজ শিক্ষা করিবে।
এই বীজ লইয়া তবে দেহ সমর্পিবে॥"

তৎপর সেই শিক্ষা গুরুর সহিত—

"হাস্য রস কৌতুকে সদা কাল গোঙাইবে।
ইহা নহিলে ব্রজপ্রাপ্তি করিতে নারিবে॥"

অতএব এই রাগের ভজন সাধারণের নিকট বলিলে অপরাধ হয় এবং সে অপরাধ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াও খণ্ডন করিতে পারেন না।

"বড়ই নিগূঢ় কথা রাগের ভজন।
ইহা প্রচারিলে হয় নরকে গমন॥
আপনার করিয়া যে লইতে নারিবে।
এই সব ধর্ম্ম কথা তারে না জানাবে॥
শিক্ষা গুরু স্থানে যদি জন্মে অপরাধে।
আপনে শ্রীকৃষ্ণ আসি নারে খণ্ডাইতে॥
এই কথা মিথ্যা নহে কহিল বিদিতে।
কলির অধম জীব না পারে বুঝিতে॥
কহিল যে এই কথা কহিব পশ্চাতে।
ধর্ম্মস্ফূর্ত্তি হইলে সব বুঝিবে মনেতে॥
অন্য ঠাঁই অপরাধ যত্তপিহ হয়।
সেই অপরাধ গুরু খণ্ডান নিশ্চয়॥
যত্তপি গুরুর স্থানে অপরাধ হয়।
ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হয়॥"

তজ্জন্যই গোস্বামিগণ এই সকল গুহ্য বিষয় সাধারণ জীবকে তামা কাঁসাদি ধাতু রূপক ছলে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং চিন্তামণি স্বরূপ হইয়া সুবর্ণ স্বরূপ প্রেম, সেই প্রাণপ্রতিম প্রেমময়ীর অতি মাধুর্য্যময় সারাৎসার "রসের" সহিত জড়িত করিয়া দুঁহু দোঁহার প্রেমে মজিয়া চিন্ময় ধামের চিন্ময় রসপানে বিভোর হইয়া থাকেন, তাই সহজতত্ত্ব গ্রন্থে আছে—

"তার মধ্যে আর কহি শুন সাধক জন।
শুনিলে পাইবে পুণ্য অপূর্ব্ব কথন॥
তাঁমা কাঁসা রূপা সোনা রত্ন চিন্তামণি।
বাণিজ্য করিতে গোসাই দিলে ভক্তে আনি॥
তামা কাঁসা লইয়া সবে নানা দেশে ফিরে।
সোণাকে লুকাইয়া রাখি আছেন অন্তরে॥
এই চারি ধন পাইয়া ফিরে নানা স্থানে।
রত্ন চিন্তামণি ধন না জানে সন্ধানে॥
রত্ন চিন্তামণি ধন নিগূঢ় বস্তু হয়।
গড়িয়া রাখিল ধন না দিল সভায়॥
কোন জীব ভাগ্য হইতে শ্রদ্ধা যদি হয়।
অন্বেষণ হইতে ধন উপরিয়া লয়॥
সভাই পাইবে যদি মহারত্ন ধন।
কেমনে চলিবে তবে যমের করণ॥
নাম হয় তামা। মন্ত্র হয় কাঁসা।
রূপা হয় ভাব। প্রেম হয় সোণা॥
রস হয় রত্ন। চিন্তামণি স্বয়ং।"

ইহাই ভজনের মূল। সেই জন্যই—

"দীক্ষা হইতে শিক্ষাগুরু হয় মূলাধার।
শিক্ষাগুরু কৃপা হইলে ঘুচে অন্ধকার॥"

তজ্জন্যই রায় রামানন্দ বলিয়াছেন,—

"এই কার্য্যকর তুমি শুনহ সাধক।
রসবতী নায়িকা যে আনহ প্রত্যক্ষ॥
মহাপ্রভুর মন বৃত্তি যেরূপ করণ।
সাক্ষাতে থাকিয়া আমি শিখাব সাধন॥"

অতএব ইহাই সাধকের সাধনার চরম।

এই সাধনার কথা বিস্তারিত খুলিয়া লেখা এ স্থানের কাজ নয়। তাই রসিকভক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর রসের সহজভজন করিতে বলিয়া গিয়াছেন,—

"সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়।"

তাই সহজিয়ারা বলেন—

"রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।"

এই হেতু পরকীয়া রতির দ্বারাই আরোপের সার জানিবে।

সহজিয়ারা বলেন, ইহাই কলির ভজন, ইহা ব্যতীত আর কিছুই ভজন শ্রেয় নহে।

"বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুনহ দ্বিজের সুত।
একথা লবে না না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত॥"

সেই জন্যই চণ্ডীদাস রজকিনীকে গুরু আশ্রয়ে—

"সাধন শৃঙ্গার রস ইহাতে হইবে বশ,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে।"

বলিয়া গিয়াছেন এবং তাই রজকিনী রামীকে,

"চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কলপতরু॥
শুন রজকিনি রামি।
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।"

এই সহজ-ভজন সাধারণের অবোধ্য। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—

"তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে তুমি সে গলার হারা॥"

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে?
সহজ কথাটী মনে করিলাম
শুনলো রাজার ঝি।
বাশুলী আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি?"

যাহারা রসিক তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম জানেন।

"অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চ্যুত মুকুলে।"

তাই রসিকনগরের রজকিনীরূপ রাধাতে গুরু হইয়া দাস অভিমানে সাধন করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে।

"হাসিয়া বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিকনগরে।
সে গ্রামদেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে॥
সে দেশের রজকিনী, হয় রসের অধিকারী,
রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমিত রমণের গুরু, সেব রসের কল্পতরু,
তার সনে দাস অভিমান॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা, কহিলে সাধনকথা,
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধনগুরু সেই রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥"

তথাহি—

"রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥"

অতএব এই রস অতি গুহ্য—

"শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥"

এই হেতু পরকীয়া রতিই সার। তজ্জন্য শিক্ষাগুরুর নিকট রীতিমত শিক্ষা না লইলে শৃঙ্গাররস কেহ বুঝিতে পারেন না।

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে?
সব রসসার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গাররসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥" তাই এ হেন—

"গুরু বস্তু এবে বলিব কায়?
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায়॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥"

সাধারণে রসিক হইতে পারে না। দুটো রসের কথা, দুটো বলের গান বা কালিদাসের রসমঞ্জরীর কয়েকটা পদ জানিলে রসিক হয় না।

"রসিক রসিক সবাই কহয়ে,
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥
সখি হে! রসিক বলিব কারে?
বিবিধ মসলা, রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে॥"

তাই রসিকভক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর রসবতী রামীকে বলিতেছেন,—

"চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতী,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক যে জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥"

চণ্ডীদাস আরও বিস্তার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"রসিকা নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা॥
অবলা মুরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥

রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাড়া'য়ে পরশ মাগে।
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রসবিলাস ॥"

আর এই রসভজন করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সহজিয়ারা বলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীর অত্যুৎকট রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমতীভাবাপন্ন হইয়া উক্ত রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

"দুহুঁক যোটন, বিনহি কথন,
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যো কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি ॥
প্রকৃতি অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি সুখকালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পারে?"

কেননা প্রকৃতিই শক্তি, শক্তির শক্তিতেই পুরুষ শক্তিমান্। অতএব এ রস—

"যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই।
সখি হে! পিরীতি বিষম বড়।
পরাণে পরাণে, মিশাতে যে পারে
তবে সে পিরীতি দড় ॥"

সুতরাং বীর্য্যস্তম্ভন যাঁহারা শিক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন বলিয়াই অসংখ্য গোপিনীর সহ এই রস আস্বাদন করিয়াছেন। তাই বলিয়া কতকগুলি প্রকৃতি লইয়া সাধনভজন হয় না, তাহাতে হিতে বিপরীত হয়।

"ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধুপান করি, উড়িয়ে পলায়,
এমতি তাহার রীত ॥
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের সর।
আপন সুখেতে যে করে পিরীতি,
তাহারে বাসিব পর ॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়ে সে আশ।
তাহার চরণে, নিছনি লইয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥"

এই পরকীয়া রস অতি চতুর না হইলে যাজন করা যায় না।

"ধনি! কহব তোহার ঠাঞি।
পরকীয়া রস, করিতে হে বশ,
অধিক চাতুরী চাই ॥
হইবি কুলটা, কুল তেয়াগিবি,
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি হেমকান্তি রতি
সপতি ভাবিবি লেহা ॥
কলঙ্ক সাগরে, সিনান করিবি,
এলায়া মাথার কেশ।"

অতএব এ ধর্ম্ম করা বড়ই বিষম, আচার বিচার কিছুই নাই, কাজেই সাধারণ লোকে পারে না ও না পারিয়া না বুঝিয়া শেষে দোষারোপ করে ও ফাঁপরে পড়িয়া অস্থির হয়।

"রাগের ভজন, শুনিয়া বিষম
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগা মতে, লোভ বাড়ে চিতে,
সে সব গ্রহণ করে ॥
ছাড়িতে বিষম তাহার কারণ,
আচার বিষম না পারে।
অতি অসম্ভব, অলৌকিক সব,
লৌকিক কেমনে করে ॥
করিয়া গ্রহণ, না করে যাজন,
সে কেন সাধন করে?
বুঝিতে না পারে, আনাগোনা করে,
ফাঁপরে পড়িয়া মরে ॥
তার একুল ও কূল দুকুল গেল,
পাথারে পড়িল সে।
চণ্ডীদাস কয়, সেত দেব নয়,
তাহারে তরাবে কে?"

যেমন ধ্যানপুষ্প মস্তকে দিবার পূর্ব্বে আপনাকে দেবতা মনে করিতে হয়, সেইরূপ সেই ভজনের দ্বারা দেবতা না হইলে রসচিন্তামণিকে পাওয়া যায় না। তাই (সহজিয়া) রসিক ভক্তেরা বলেন, যে রায় রামানন্দ শ্রীজগন্নাথের দেবদাসীর প্রতি, চণ্ডীদাস ঠাকুর রজকিনী রামীর প্রতি, বিদ্যাপতি শিবসিংহ ভূপতির রাণীলছীমা দেবীর প্রতি, জয়দেব পদ্মাবতীর প্রতি,

শ্রীরূপ গোস্বামী মীরাবাইর প্রতি, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির প্রতি ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্যামাঙ্গিনীর সহিত পরকীয়া রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। উক্ত সম্প্রদায়ীরা ইহাঁদিগের সকলকেই রসিকভক্ত বলেন। কিন্তু তন্মধ্যে রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব ও বিল্বমঙ্গল ইঁহারাই পঞ্চরসিক বলিয়া অভিহিত এবং ইহাঁদের ভজন-সাধনের মতকে "পঞ্চ রসিকের মত" বলে।

সেই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁহার স্বনামধন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে,

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

যে হেতু ইঁহারা সকলেই এক রসের রসিক। যাঁহারা এক রসের রসিক, তাঁহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই বন্ধুতা স্থাপিত হয় ও রসচর্চ্চাও কিঞ্চিৎ অধিক হয়। সেইজন্য অরসিকের সহিত এই সম্প্রদায়ীরা বেশী উঠাবসা বা কথাবর্ত্তা বলিতে চান না বা বলেন না। তাই—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥"

উক্ত প্রমাণ দিয়া শ্রেষ্ঠ সহজিয়ারা আপনাদিগকে ভাবগ্রাহী মনে করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে এই সহজ-সাধনে যদিও কামরতিসেবার কথা আছে, তাহা প্রবর্ত্ত দেহে সম্ভব, কিন্তু সাধক ও সিদ্ধ দেহে প্রকৃত কামগন্ধের সম্পর্ক নাই। তাই সহজতত্ত্ব-রচয়িতা রাধাবল্লভ দাস ভাব, প্রেম, ভাবোল্লাস, মধুর ও রতি এই পঞ্চ প্রকার শৃঙ্গারের উল্লেখ করিয়া স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে সাধকদেহে রতি নিষিদ্ধ। প্রকৃত প্রেমলাভই সাধকের উদ্দেশ্য। প্রধান সহজিয়া গৌরীদাস লিখিয়াছেন,

"প্রেমের করণ নহে কামের আচার।
রসিকের গণ ইহা করহ বিচার॥
প্রেমের নাহিক ধ্বংস প্রেম ভাঙ্গে কার।
প্রেমের করণ নহে কাম হয় তার॥
প্রেম নিত্য সাধ্য বস্তু সাধনের সার।
ইহা বিনে বস্তুতত্ত্ব নাহি কিছু আর॥
বিষামৃত বলি কিবা করিলা লিখনে।
বিষামৃত হয় দেখ কাম আর প্রেমে॥"

(নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী)

এই প্রেমের অধিকারী সম্বন্ধে চণ্ডীদাস এইমত প্রকাশ করিয়াছেন—

"সকল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া, গোলোকে রহিল সে॥
পুত্রপরিজন সংসার আপন সকল ত্যজিয়া দেখ।
পিরীতি করিলে তাহারে পাইবে মনেতে ভাবিয়া দেখ॥
পিরীতি পিরীতি তিনটী আখর পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে নিগূঢ় হইলে হইবে একই মত॥
পরকীয়া ধন সকল প্রধান যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে পদ্ধতিসাধক হই॥
পদ্ধতি হইয়া রস আস্বাদিয়া নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রবৃত্তিসাধনের ভিতর দিয়াও তাঁহাদের এক উচ্চ লক্ষ্য ছিল, তাহা কাম গন্ধহীন, রতি-লালসা-বর্জ্জিত, অমৃতরূপ অনন্ত প্রেম। প্রথমেই চণ্ডরোষণ তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, গ্রাহ্য গ্রাহক ও গ্রহণাভিমানবর্জ্জিত যে পরম সুখ বা সহজানন্দ, সাধনের দ্বারা তাহার বিকল্প হইতেই বিরমানন্দ অর্থাৎ অনন্ত প্রেম, যাহা সহজৈকস্বভাব জ্ঞান বা শূন্যতা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালে সহজসাধকদিগেরও সেই দিকে লক্ষ্য ছিল। ভোগ ও ইন্দ্রিয়-সেবার মধ্যেও ইন্দ্রিয়জয়রূপ সাধন-প্রণালী থাকায় এই সম্প্রদায় ততদূর ঘৃণিত বা অনাদৃত হন নাই। বর্ত্তমান কালে অনেকেই ইহার উচ্চ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়াছে এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক কদাচার এই সম্প্রদায় মধ্যে প্রসারিত হওয়ায়, বিশেষতঃ কামিনীকাঞ্চনপরিত্যাগী নির্লিপ্ত প্রেমের অবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও ছয় গোস্বামীর উপর পরকীয়া দোষারোপ করায়, উচ্চ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সহজিয়ারা হেয় ও নিন্দিত হইতেছেন। যাহা হউক, এই সহজিয়ারাই ৪।৫ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে সরল বাঙ্গালা গদ্যে তাঁহাদের বহুতর ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সহজীবিন্ (ত্রি) পরস্পরে বা একত্র জীবনধারণকারী।

সহজেন্দ্র (পুং) সহজস্য ইন্দ্রঃ। জ্যোতিষমতে লগ্নস্থানাবধি তৃতীয়াধিপতি।

সহজোষণ (ত্রি) পরস্পরে আনন্দানুভব। [সজোষণ দেখ]

সহশুক (ক্লী) মাংসব্যঞ্জনবিশেষ। একপ্রকার মাংসের যূষ। প্রস্তুত-প্রণালী—

"ছাগাদের্ম্মাংসমুর্ব্বাদেঃ কুট্টিতং খণ্ডিতং পুনঃ।
শুদ্ধমাংসবিধানেন পচেদেতৎ সহশুকং।
সহশুকং গুণগ্রন্থে শুদ্ধমাংসগুণং স্মৃতং॥" (ভাবপ্রকাশ)

ছাগাদির উরু প্রভৃতি মাংসল স্থানের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ একটী পাকপাত্রে ঘৃত (ঘৃতের অভাবে তৈল) ঢালিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিবে, অনন্তর উহা ছাঁকিয়া ফেলিবে এবং ঐ ঘৃতে বা তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে মাংস ভাজিয়া লইবে। যখন এই মাংস সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে বুঝা যাইবে, তখন উপযুক্ত জল ও লবণ দিয়া পাক করিতে হইবে। মাংস-পাকের মধ্যাবস্থায় বেশবার অর্থাৎ বাটনা জলে গুলিয়া তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ইহা উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হইলে নামাইবে। এইরূপ প্রণালীতে পাক করিলে তাহাকে সহগুক কহে। ইহার গুণ—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক, ত্রিদোষশান্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ, অগ্নিপ্রদীপক এবং ধাতুপোষক। (ভাবপ্র°)

সহদান (ক্লী) বহু দেবোদ্দেশে একত্র দান বা উৎসর্গ। (পা ৬৩।২৬)

সহদানু (ত্রি) দানু শব্দের অর্থ দানবী, বৃত্রমাতা, তাহার সহিত বর্ত্তমান বা দানবের সহিত বর্ত্তমান। "সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তং" (ঋক্ ৩।৩০।৮) 'সহদানুং দানু র্দানবী বৃত্রমাতা, তয়াসহ বর্ত্তমানং, যদ্বা দানুভির্দানবৈঃ সহ বর্ত্তমং সহদানুঃ' (সায়ণ)

সহদেব (পুং) পাণ্ডুর পঞ্চম পুত্র। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সহদেব পঞ্চম। মাদ্রীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। মহাভারতে ইহার জন্মাদির বিবরণ লিখিত আছে। রাজা পাণ্ডুর দুই স্ত্রী—কুন্তী ও মাদ্রী। মুনিশাপে পাণ্ডু স্ত্রী সহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র জন্মে। [পাণ্ডুশব্দ দেখ]

কুন্তীর পুত্র হইয়াছে দেখিয়া মাদ্রী একদা পাণ্ডুকে নিভৃতে কহিলেন, আমরা দুই সপত্নী তুল্যা, অথচ আমার সন্তান হইল না, অধুনা ভাগ্যক্রমে কুন্তীতে আপনার পুত্র হইল। এক্ষণে যদি কুন্তিরাজনন্দিনী আমার সন্তানোৎপত্তির উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়, এবং তাহাতে আপনারও হিতানুষ্ঠান হয়। কুন্তী আমার সপত্নী, এইজন্য তাহাকে বলিতে আমার অভিমান হয়। যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তবে আপনিই তাহাকে অনুমতি করুন। ইহাতে পাণ্ডু কহিলেন, আমিও এই বিষয় অনেক সময় চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু ইহা তোমার অভিমত কি না, জানিতে না পারিয়া এতদিন ইহার কোন উপায় করি নাই, এখন আমি কুন্তীকে বলিলেই কুন্তী ইহা স্বীকার করিবেন।

অনন্তর পাণ্ডু নির্জ্জনে কুন্তীকে কহিলেন, কল্যাণি! যাহাতে আমার বংশ বিচ্ছিন্ন না হয়, এবং যাহাতে তোমার ন্যায় মাদ্রীতে সন্তান হয়, তাদৃশ উপায় বিধান কর। কুন্তী এই কথা শুনিয়া মাদ্রীকে, কহিলেন তুমি একবার কোন দেবতাকে স্মরণ কর, তাহা হইতে তোমার তদনুরূপ পুত্র হইবে সন্দেহ নাই। তখন মাদ্রী মনে মনে বিবেচনা করিয়া অশ্বিনীকুমারযুগলকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথায় আগমন করিয়া নিরুপম রূপসম্পন্ন যমজপুত্র উৎপাদন করিলেন। এই দুই পুত্রের নাম হইল নকুল ও সহদেব। ইহারা সর্ব্বদাই যুধিষ্ঠিরের অনুগত ছিলেন। (ভারত আদিপ°) [নকুল শব্দ দেখ]

২ জরাসন্ধের পুত্র। ইনি যুধিষ্ঠিরের সময় মগধদেশের রাজা ছিলেন। (ভাগবত) ৩ হর্য্যশ্ব-পুত্র। (হরিবংশ ২৯।৩) ৪ সোমদত্তের পুত্র। (হরিবংশ ৩২।৮০)

(ত্রি) দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ। ৫ দেবতার সহিত বর্ত্তমান।

সহদেব, জ্যোতিস্তোত্র, ব্যাধিসত্ত্ববিমর্দ্দন ও শাকুনশাস্ত্ররচয়িতা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে।

সহদেব চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মমঙ্গলপ্রণেতা একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইবার পর ইনিও তৎসংক্রান্ত আর একখানি কাব্য রচনা করেন। হুগলীজেলার বালিগড় পরগণার রাধানগর গ্রামে কবির জন্ম। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশে ইনি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। এই ধর্ম্মমঙ্গল খানি ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যানুকরণ নহে। ইহার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাতে নানা হিন্দু দেবদেবীর প্রসঙ্গের সহিত বৌদ্ধ উপাখ্যান গুলিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি গ্রাম্যভাষাপূর্ণ ও অনেক স্থলে মর্ম্মস্পর্শী।

সহদেবা (স্ত্রী) সহ দীব্যতীতি দিব-অচ্-টাপ্। ১ বলা। ২ দণ্ডোৎপল। ৩ শারিবৌষধি। (মেদিনী) ৪ অর্হন্মাতা। (হেম) ৫ দেবককন্যার অন্যতমা কন্যা। ইনি বসুদেবের পত্নী। (ভাগবত ৯।২৪।২৩)

সহদেবী (স্ত্রী) ১ সর্পাক্ষী। (মেদিনী) ২ পীতদণ্ডোৎপলা। (রত্নমালা) ৩ বলাভেদ, বেড়েলা, পীতপুষ্প বলা, পীতবেড়েলা। পর্য্যায়—মহাবলা, জ্যেষ্ঠবলা, কটম্ভরা, কেশারুহা, কেশরিকা, মৃগাদনী, বর্ষপুষ্পা, কেশবর্দ্ধিনী, পুরাসিনী, দেববলা, সারিণী, পীতপুষ্পী, দেবার্হা, গন্ধবল্লরী, মৃগা, মৃগরসা। ইহার গুণ—হৃদ্রোগ, বাত, অর্শঃ ও শোফহারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর ও বিষমজ্বরনাশক। (রাজনি°) ৩ সহদেবের স্ত্রী। ৪ প্রিয়ঙ্গু। ৫ মহানীলী। (বৈদ্যকনি°) ৫ পীতদণ্ডোৎপলা, পীত-ডানকোণী।

সহদেবীগণ (পুং) সহদেবীনাং গণঃ। ওষধিসমূহ। দেবপ্রতিমা ও দেবস্নানাদিতে ইহা দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

"পঞ্চগব্যেঃ স্নাপয়েচ্চ সহদেব্যাদিভিস্ততঃ।
সহদেবী বলা চৈব শতমূলী শতাবরী॥

কুমারী চ গুড়ূচী চ সিংহী ব্যাঘ্রী তথৈব চ।
যা ওষধীতি মন্ত্রেণ স্নানমোষধিমঙ্গলৈঃ॥" (গরুড়পু° ৪৮ অ°)
সহদেবী, বলা, শতমূলী, শতাবরী, কুমারী, গুড়ূচী, সিংহী ও ব্যাঘ্রী এই সকল দ্রব্যকে সহদেবীগণ কহে। "যা ওষধিঃ সোমরাজ্ঞী" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া এই সকল দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

সহধর্ম্ম (পুং) ১ ধর্ম্ম। ২ ধর্ম্মের সহিত। ৩ সমান ধর্ম্ম।

সহধর্ম্মচর (ত্রি) সহ-ধর্ম্ম চরতীতি চর-ট। সহিত ধর্ম্মাচরণ-কারী। একত্র ধর্ম্মাচরণকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সহধর্ম্মচরী-পত্নী।

সহধর্ম্মচরণ (ক্লী) একত্র ধর্ম্মাচরণ, সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান।

সহধর্ম্মচারিন্ (ত্রি) সহ ধর্ম্মচরতীতি চর-ণিনি। একত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী।

সহধর্ম্মচারিণী (স্ত্রী) সহধর্ম্মচারিন্-ঙীষ্। সহধর্ম্মচরী, সহধর্ম্মিণী, পত্নী, স্ত্রী পতির সহিত ধর্ম্মাচরণ করে, এইজন্য ইহাকে সহধর্ম্মচারিণী কহে।

সহধর্ম্মন্ (ত্রি) ধর্ম্ম সহিত, ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান।
"যেহভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।" (ভাগবত ৩।১৫।২৪)
'সহধর্ম্ম ধর্ম্মসহিতং' (স্বামী)

সহধর্ম্মিণী (স্ত্রী) সহধর্ম্মোঽস্যাস্তি ইতি ইনি, ঙীপ্। পত্নী, শাস্ত্রবিধানে বিবাহিতা স্ত্রী। (অমর)

সহধান্য (ত্রি) ১ ধান্যের সহিত। ২ জীবনরক্ষার উপায়বিশিষ্ট।

সহন (ক্লী) সহ-ল্যুট্। ১ ক্ষান্তি, ক্ষমা, সহ্যকরা, তিতিক্ষা। (হেম) (ত্রি) সহতে ইতি সহ-ল্যু। ২ সহনশীল। পর্য্যায়—সহিষ্ণু, ক্ষমিতা, ক্ষমী, তিতিক্ষু, ক্ষন্তা। (হেম)

সহনর্ত্তন (ক্লী) সহ মিলিত্বা নর্ত্তনং। একত্র মণ্ডলাকারে নৃত্যকরণ, সহিত নৃত্যকরণ।

সহনীয় (ত্রি) সহ-অনীয়র্। সোঢ়ব্য,সহনযোগ্য,সহ্য করিবার যোগ্য।

সহন্তম (ত্রি) শত্রুদিগের অভিভবকারী।
"ত্বমগ্নে সহসা সহন্তমঃ" (ঋক্ ১।১২৭।৯)
'সহন্তমঃ অতিশয়েন শত্রূণামভিভবিতা' (সায়ণ)

সহন্ত্য (ত্রি) শত্রুদিগের অভিভবনশীল, অগ্নি।
"ন কিরস্য সহন্ত্য পর্য্যেতা" (ঋক্ ১।২৭।৮)
'সহন্ত্য শত্রূণামভিভবনশীলাগ্নে' (সায়ণ)

সহপতি (পুং) ১ ব্রহ্মা। ২ পতির সহিত। ভর্ত্তৃযুক্ত।
(শুক্লযজু° ৩৭।২০)

সহপত্নী (স্ত্রী) পতিপত্নীযুক্ত। দম্পতী।

সহপাংশুকিল (পুং) সহপাংশুনা রজসা কিলতি ক্রীড়য়তীতি কিল-ক্রীড়নে ক। বয়স্য, সখা। (ত্রিকা°)

সহপাংশুক্রীড়ন (ক্লী) ধূলিখেলা।

সহপাঠ (পুং) একত্রপাঠ, একত্র অধ্যয়ন।

সহপাঠিন্ (ত্রি) সহ পঠতি পঠ-ণিনি। একত্র অধ্যয়নকারী, যাহারা একসঙ্গে পড়ে।

সহপান (ক্লী) সহ মিলিত্বা পানং। একত্র মদ্যভক্ষণ। পর্য্যায়—সপীতি, তুল্যপান, সহপীতি। (শব্দরত্না°)

সহপিণ্ডক্রিয়া (ত্রি) সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়া, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ।
"সংপিণ্ডক্রিয়ায়ান্ত কৃতায়ামস্য ধর্ম্মতঃ।
অনয়ৈবাবৃতা কার্য্যং পিণ্ডনির্ব্বপনং সুতৈঃ॥" (মনু ৩।২৪৮)
'সহপিণ্ডক্রিয়ায়াং কৃতায়াং স্বগৃহ্যাদি বিধিনা সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধে কৃতে' (কুল্লূক)

সহপীতি (স্ত্রী) একত্র মদ্যপান, সহপান।

সহপু[পূ]রুষ (ত্রি) পুরুষযুক্ত। লোকসমন্বিত। (অথর্ব্ব ৬।৫৬।১)

সহপূর্ব্বাহ্ণ (ক্লী) পূর্ব্বাহ্ণস্য সদৃশং (অব্যয়ীভাবে চাকালে। পা ৬।৩।৮১) ইত্যত্র অকালে ইতি কথনাৎ ন সাদেশঃ। পূর্ব্বাহ্ণ সদৃশ।

সহপ্রম (ত্রি) যজ্ঞের ইয়ত্তা পরিজ্ঞান। (ঋক্ ১০।১৩০।৭)

সহপ্রযায়িন্ (ত্রি) সহপ্রযাতি যা-ণিনি। একত্রযায়ী, মিলিত হইয়া যাহারা গমন করে, সহগামী।

সহপ্রয়োগ (পুং) প্রয়োগের সহিত। একত্র প্রয়োগ।

সহপ্রবাদ (ত্রি) সপ্রবাদ, প্রবাদের সহিত বর্ত্তমান।

সহপ্রস্থায়িন্ (ত্রি) সহ প্রস্থা-ণিনি। একত্র প্রস্থানকারী, যাহারা পরস্পরে মিলিত হইয়া প্রস্থান করেন।

সহভক্ষ (ত্রি) ১ সহভোজন। ২ সমান সোমপানবিশিষ্ট।
(অথর্ব্ব ৬।৪৭।১)

সহভস্মন্ (ত্রি) ভস্মের সহিত।

সহভাব (পুং) ভাবের সহিত। সমান ভাববিশিষ্ট। সমান জাতীয়। (সর্ব্বদর্শনস°)

সহভাবিন্ (ত্রি) সহ ভবতীতি ভূ-ণিনি। সহায়, আনুকূল্য-কারী। (পুং) ২ সহোদর, সোদর। ৩ সহচর। ৪ সহিত উৎপন্ন।

সহভুজ্ (ত্রি) সহ-ভুজ্-ক্বিপ্। একত্র ভোজনকারী।

সহভূ (ত্রি) একত্রোৎপন্ন।

সহভূতি (স্ত্রী) ১ ঐশ্বর্য্যের সহিত। আপনার সহিত উৎপন্ন।
'হে সহভূতে আত্মনা সহ ভূতিঃ উৎপত্তির্যস্য।'
(অথর্ব্ব ৪।৩১।৬ সায়ণ)

সহভোজন (ক্লী) সহ-মিলিত্বা ভোজনং। একত্রভক্ষণ, পর্য্যায়—সগ্ধি। ২ সহভোগকরণ।
"এষ নঃ সময়ো রাজন্ রত্নস্য সহভোজনং।
ন চ তং হাতুমিচ্ছামঃ সময়ং রাজসত্তম॥" (ভারত ১।২১৬।২৪)

সহভোজিন্ (ত্রি) সহ-ভুজ-ণিনি। একত্র ভোজনকারী।

সহম (ক্লী) জ্যোতিষমতে তাজকোক্ত যোগ। বর্ষপ্রবেশ বিচার কালে সহম স্থির করিয়া তবে ফলাফল নিরূপণ করিতে হয়। তাজকে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—সহম পঞ্চাশ প্রকার। ইহাদের নাম ১ পুণ্যসহম, ২ গুরু, ৩ জ্ঞান, ৪ যশঃ, ৫ মিত্র, ৬ মাহাত্ম্য, ৭ আশা, ৮ বলত্ব, ৯ ভ্রাতা, ১০ গৌরব, ১১ রাজা, ১২ পিতা, ১৩ মাতা, ১৪ পুত্র, ১৫ জীবিত, ১৬ জল, ১৭ কর্ম্ম, ১৮ রোগ, ১৯ কাম, ২০ কলি, ২১ ক্ষমা, ২২ শাস্ত্র, ২৩ বন্ধু, ২৪ বন্দক, ২৫ মৃত্যু, ২৬ পরদেশ, ২৭ ধর্ম্ম, ২৮ পরদার, ২৯ অন্যকর্ম্ম, ৩০ বাণিজ্য, ৩১ কার্য্যসিদ্ধি, ৩২ উদ্বাহ, ৩৩ প্রসব, ৩৪ সন্তাপ, ৩৫ শ্রদ্ধা, ৩৬ প্রীতি, ৩৭ বল, ৩৮ শরীর, ৩৯ জড়তা, ৪০ ব্যাপার, ৪১ জলপতন, ৪২ রিপু, ৪৩ শৌর্য্য, ৪৪ উপায়, ৪৫ দরিদ্রতা, ৪৬ গুরুতা, ৪৭ জলপথ, ৪৮ বন্ধন, ৪৯ কন্যা, ও ৫০ অশ্বসহম, এই ৫০ প্রকার সহম।

এই সকল সহম-সাধন নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে করিতে হয়। প্রথমে গণনাকালে এই ৫০ প্রকার সহমের মধ্যে কোন প্রকার সহম হইয়াছে, তাহা প্রথমে স্থির করিতে হইবে, তৎপরে ফল নিরূপণ করিবে।

সহমসাধন করিতে হইলে দিবাভাগে চন্দ্রস্ফুট হইতে রবিস্ফুট বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে লগ্ন-স্ফুট যোগ ও রাত্রিতে সহম সাধন করিতে হইলে রবিস্ফুট হইতে চন্দ্রস্ফুট বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্কে লগ্নস্ফুট যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম পুণ্য-সহম। কিন্তু শোধ্য রাশি হইতে শুদ্ধ রাশি পর্য্যন্ত ইহাদিগের মধ্যে যদি লগ্ন না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সহমে একযোগ করিতে হইবে। আর শোধ্য ও শুদ্ধ রাশির মধ্যে লগ্ন থাকিলে একযোগ করিতে হইবে। আর শোধ্য ও শুদ্ধ রাশির মধ্যে লগ্ন না থাকিলে এক-যোগ করিতে হইবে না।

দিবাভাগে যাহা পুণ্যসহম হইবে, তাহা রাত্রিতে গুরুসহম এবং রাত্রিতে যাহা পুণ্যসহম, তাহা দিবাভাগে জ্ঞানসহম হইবে। আর বৃহস্পতির স্ফুট হইতে পুণ্যসহম বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্কে লগ্নস্ফুট যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই দিবাতে যশঃসহম এবং রাত্রিতে পুণ্যসহম হইবে। বৃহস্পতি স্ফুট বিয়োগ করিয়া তাহাতে লগ্নস্ফুট যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই যশঃসহম। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় যদি এক যোগ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাও করিবে, ইত্যাদি। তাজকে এই সহম সকল আনয়নের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল না।

সহম সকল নির্ণয় করিয়া যে রাশি পাওয়া যাইবে, সেই রাশির অধিপতি গ্রহই সহমাধিপতি হইবে। এই সহমাধিপতি গ্রহ স্বীয় উচ্চস্থানে ও স্বীয় ক্ষেত্রাদিতে স্থিত হইয়া যদি লগ্নকে দৃষ্টি করে, তাহা হইলে তিনি বলবান্, এবং লগ্নকে দৃষ্টি না করিলে বলহীন স্থির করিতে হইবে।

জন্মকালে যে সহম স্বীয় স্বামী ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও যুক্ত হইবে এবং যে সহমের অধিপতি বলবান্, সেই সহমের ফলের বৃদ্ধি হইবে এবং যদি কোন সহম স্বীয় স্বামী ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই সহমের ফল অশুভ হয়। যে সহম জন্মলগ্নের অষ্টমাধিপতি ও পাপ-গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত কিম্বা সহমাধিপতির সহিত উক্ত গ্রহ-দ্বয়ের ইত্থশাল যোগ হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। জাতকের জন্মকালে এই ৫০ প্রকার সহম সাধন করিয়া তাহার বলাবল বিচারপূর্ব্বক যে সকল সহমের সম্ভব হইবে, বর্ষপ্রবেশ কালেও সেই সকল সহমের সাধন করিয়া ফল-নিরূপণ করিতে হইবে।

জন্মকালে কি বর্ষপ্রবেশ-কালে পুণ্যসহম বলবান্ ও স্বীয় স্বামী বা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি ও ধনাগম হয়, ইহার বিপরীত হইলে ফলেরও বৈপরীত্য হইয়া থাকে। পুণ্যসহম লগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম, বা দ্বাদশস্থ হইলে ধর্ম্মভাগ্য ও যশের হানি হয়। ঐ সময়ে শুভগ্রহ বা সহমাধিপতির দৃষ্টি যোগ থাকিলে বর্ষের শেষভাগে সুখ ও ধর্ম্মাদি লাভ হয়, ঐ সহম যদি পাপযুক্ত এবং শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বৎসরের প্রথমার্দ্ধে শুভ এবং শেষার্দ্ধে অশুভ হয়। যে বর্ষে পুণ্যসহম শুভ হইবে, সেই বৎসরই শুভ-বৎসর জানিতে হইবে এবং এই সকল অশুভ হইলে বৎসরও অশুভ জানিবে। পুণ্যসহম জন্মকালে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশস্থ হইয়া বর্ষপ্রবেশ কালে পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে সেই বর্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, সুখের হানি হয় এবং সহমাধিপতি যদি অস্তগত হয়, তাহা হইলেও উক্তরূপ ফল জানিবে। এইরূপ নিয়মে জন্মকালে বর্ষপ্রবেশকালে সমস্ত সহম বিচার করিবে। রোগসহম, শত্রুসহম, কলিসহম, মৃত্যু ও দরিদ্রসহম ইহাদের বিপরীত ফল অর্থাৎ এই সকল সহম শুভ হইলে অশুভ ফল এবং অশুভ হইলে শুভফল হইয়া থাকে।

গুরুসহমে উপদেশক, বিদ্যাসহমে জ্ঞান, শাস্ত্রসহমে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি, জাড্যসহমে মোহ, বলসহমে সৈন্য, দেহসহমে শরীর, জলসহমে দেহের কান্তি, গুরুতাসহমে মণ্ডলাধিপত্য, গৌরবসহমে প্রতিষ্ঠা, রাজসহমে অধিপতিত্ব, মাহাত্ম্যসহমে গাম্ভীর্য্য, ধৃতিসহমে বুদ্ধির স্থূলসূক্ষ্মতা, সামর্থ্যসহমে শরীরের শক্তি, শৌর্য্যসহমে শত্রুনিগ্রহে যত্ন, আশাসহমে

ইচ্ছা, শ্রদ্ধাসহমে ধর্ম্মমতি, বন্ধনসহমে পরাশ্রয়, পানীয়পতি সহমে বৃষ্টি ও অকস্মাৎ জলমর্জ্জন, তাপসহমে শোক, মান্দ্য-সহমে রোগ, বন্ধুসহমে জ্ঞাতি, বাণিজ্যসহমে ব্যবসায়, প্রসব সহমে আধান ও পরকর্ম্মসহমে দাসত্ব এই সকল বিষয় বিচার করিতে হয়। অন্যান্য সহমের নাম দ্বারা তত্তদ্ বিষয় স্থির করিয়া তাহার শুভাশুভ নিরূপণ করিবে। প্রশ্ন কালে উক্তরূপে সহমদ্বারা শুভাশুভ ফল নিরূপিত হয়।

তাজকে সহমবিচারস্থলে ইহার প্রত্যেকের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না। (নীলকণ্ঠোক্ত তাজক)

সহমরণ (ক্লী) সহপত্যা মরণং। এই মৃত্যু সঙ্কল্পপূর্ব্বক ও ক্রিয়া-বিশেষ সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। [সহমরণপদ্ধতি দেখ] মৃত পতির সহিত জলচ্চিতায় আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় দেহ ভস্মী-করণ। যে স্ত্রী পতির সহিত অনুগমন করেন, তাঁহাকেই সতী বলা হয়। সতীর লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে —

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।"

অর্থাৎ পতি ব্যথিত হইলে যে স্ত্রী ব্যথিতা, হৃষ্ট থাকিলে যিনি হৃষ্টা, বিদেশে গেলে যিনি মলিনা ও কৃশা এবং পতির মৃত্যুতে যিনি মৃতা হয়েন, তিনিই সতী। সুতরাং জীবনসর্ব্বস্ব পতির মৃত্যুতে সতী রমণীর প্রাণত্যাগপ্রয়াস: অস্বাভাবিক নহে। যাঁহার অভাবে জগতের কোনও সুখ হৃদয়কে হৃষ্ট করিতে পারে না, যাঁহার অভাবে হৃদয় অন্ধতমসে নিমজ্জিত হইয়া একেবারে সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কার্য্যের অনুপযুক্ত হয়, এমন কি যাঁহার অভাবে জীবনধারণই একপ্রকার অসহনীয় ক্লেশকর কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাদৃশ স্বামীর মৃত্যুতে পতিপ্রাণা পতিময়জীবিতা রমণী মৃতপতির শবের সহ গমন করিয়া তাঁহার জলচ্চিতায় দেহের আহুতি প্রদান করিয়া শোকের অনন্ত অক্ষয়বীজ ভস্মসাৎ করিবেন ইহা অস্বাভাবিক নহে। এই অবস্থায় মৃত্যুই জীবের একমাত্র শান্তি। মৃত পতির সহমরণ-প্রয়াস প্রাচীনতম ঋক্ মন্ত্রেও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঋগ্বেদে ইহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখিতে পাওয়া যায় না, অপর পক্ষে সহমরণপ্রথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এ সম্বন্ধে যে ঋক্ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই—

"ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যতে উপত্বা মর্ত্ত প্রেতম্।
বিশ্বং পুরাণ মনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি।"

সায়ণাচার্য্য ইহার নিম্নলিখিত ভাষ্য করিয়াছেন—

'হে মর্ত্ত্য মনুষ্য যা নারী মৃতস্য তব ভার্য্যা সা পতিলোকং বৃণানা কাময়মানা প্রেতং মৃতং ত্বামুপনিপদ্যতে সমীপে নিতরাং প্রাপ্নোতি। কীদৃশী। পুরাণং বিশ্বমনাদিকালপ্রবৃত্তং কৃৎস্নং স্ত্রীধর্ম্মমনুক্রমেণ পালয়ন্তী। পতিব্রতানাং স্ত্রীণাং পত্যা সহৈব বাসঃ পরমো ধর্ম্মঃ। তস্যৈ ধর্ম্মপত্নৈ ত্বমিহ লোকে নিবাসার্থ মনুজ্ঞাং দত্বা প্রজাং পূর্ব্ববিদ্যমানাং পুত্রাদিকাং দ্রবিণং ধনং চ ধেহি সম্পাদয় অনুজানীহীত্যর্থঃ।'

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সহমরণই যেন বিধবা নারীর কর্ত্তব্য ছিল, তবে পুত্রধনাদি রক্ষার নিমিত্ত মৃত পতির অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে সহমরণের দায় হইতে রক্ষা করা হইত।

আরও একটী ঋক্ এই যে—

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষ এহি।"

সায়ণ ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই—

'হে নারি ত্বমিতাসুং গতপ্রাণমেতং পতিমুপশেষ উপেত্য শয়নং করোসি। উদীর্ষ্বাস্মাৎ পতিসমীপাৎ উত্তিষ্ঠ। জীব লোকমভিজীবন্তং প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্যেহি।'

এই উভয় মন্ত্রই তৈত্তিরীয় আরণ্যক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই দুইটী মন্ত্র দ্বারা বিশিষ্ট রূপে সপ্রমাণ হয় যে বৈদিক সময়েও সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পুত্রাদি রক্ষণের জন্য সহমরণ বাধিত হয়। পর-বর্ত্তীকালে ও স্থলবিশেষে সহমরণ-প্রথা প্রতিনিবর্ত্তক নিষেধ স্পষ্ট রূপেই বিবিবদ্ধ হইয়াছিল।

"বালাপত্যাশ্চগর্ভিণ্যো হৃদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥"

(কৃত্যতত্ত্বার্ণবে বৃহন্নারদীয়ম্।)

অর্থাৎ গর্ভিণী, শিশুসন্তানবিশিষ্টা বা রজস্বলা স্ত্রীদিগের পক্ষে সহমরণ নিষেধ। বৃহস্পতি বলেন—

"বালসম্বর্দ্ধনং ত্যক্ত্বা বালাপত্যা ন গচ্ছতি।
রজস্বলা সূতিকা চ রক্ষেদ্ গর্ভঞ্চ গর্ভিণী॥"

অঙ্গিরা সহমরণের বিধান করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
তিস্রঃকোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি তা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতি বিলাৎ।
তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥
মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে।
পুনাতি ত্রিকুলং নারী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
তত্র সা ভর্ত্তৃপরমা পরা পরমলালসা।
ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রা চতুর্দ্দশ॥

এইরূপ পুণ্যফলশ্রবণে এ দেশীয় নরনারীগণের অনেকেই সহমরণের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া সম্ভবতঃ এই ব্যাপারের সমর্থন করিয়াছিলেন। কোন কোন রমণী এই সকল শাস্ত্রীয় প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া জলচ্চিতায় নিজ দেহের আহুতি প্রদান করিতেন এবং বন্ধু বান্ধবগণ ও ত্রিকুল উদ্ধারের এই সহজ উপায় অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন।

ব্যাস এই মতের সমর্থক ছিলেন, যথা—

"ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি যো নরঃ।
তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতম্॥
সাধ্বীনামেব নারীনামগ্নিপ্রপতনাদৃতে।
নান্যো ধর্ম্মো হি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হি চিৎ॥"

'এইরূপ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বান্ধবগণও যে সতীদাহ-ধর্ম্মের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া স্থানবিশেষে বিধবাকে মৃতপতির সহগমন করিতে প্রবৃত্ত করিয়া তুলিবেন, এমন মনে করা একবারে অসঙ্গত নহে। এইরূপে শাস্ত্রের সাহায্যে সামাজিক রীতি এবং সামাজিক লোকদের প্রবর্ত্তনায় শাস্ত্রের বিধান,—সহমরণের সংখ্যা ক্রমশঃ অস্বাভাবিক ভাবে প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল, সহমরণের নিমিত্ত অনুরাগের বদলে শাস্ত্রীয় বিধানই দিন দিন প্রশ্রয় পাইতেছিল। বিষ্ণুস্মৃতিতেও দেখিতে পাই,—

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্ বা।"

ব্রহ্মপুরাণের বচনে সহমরণ সম্বন্ধে আরও অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিকল্পনা পরিলক্ষিত হয় যথা—

"দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্॥
ঋগ্‌বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ॥"

অর্থাৎ দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাধ্বী তাঁহার পাদুকাদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। ঋগ্‌বেদের অনুশাসনে ইহাতে সাধ্বী স্ত্রীর আত্মহত্যাদোষ ঘটিবে না। ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণান্তর তাঁহার যথা শাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

ঋগ্‌বেদের কোন্ মন্ত্র সহমরণের সমর্থক, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন—

"ইমা নারী রবিধবা সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীবা সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥"
(১০।১৮।৭)

ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রটীই নাকি সহমরণের সমর্থক। কিন্তু এই উক্তির কোনও সারবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। সায়ণাচার্য্য এই ঋকের যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই—

"অবিধবাঃ। ধবঃ পতিঃ। অবিগতপতিকাঃ। জীবদ্ভর্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নী শোভনপত্নিকা ইমা নারী নার্য্যঃ আঞ্জনেন সর্ব্বতোঞ্জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতেনাক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্তু। স্বগৃহান্ প্রবিশন্তু। তথাঽনশ্রবোঽশ্রুবর্জ্জিতা অরুদত্যোঽনমীবাঃ। অমীবা রোগঃ তদ্বর্জ্জিতাঃ মানসদুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনসহিত। জনয়ঃ জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্য্যাঃ। তাঃ অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমতঃ এব যোনিং গৃহমারোহন্তু। আগচ্ছন্তু।'

সায়ণের এই ভাষ্যে অগ্নি-প্রবেশের কোনও কথা নাই। কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দন উক্ত মন্ত্রের "অগ্রে" পাঠের স্থানে "অগ্নে" পাঠ কল্পনা করিয়া এই মন্ত্রটী সহমরণের শ্রৌত-মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারতেও আমরা সহমরণের প্রমাণ দেখিতে পাই। মাদ্রী পাণ্ডু রাজার চিতাধিরোহণ করিয়া সহমৃতা হইয়াছিলেন যথা কুন্তী সহমৃতা হইবার বাসনায় মাদ্রীকে বলিতেছেন—

"অহং জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী জ্যৈষ্ঠং ধর্ম্মফলং মম।
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবাম্মা মাং মাদ্রি নিবর্ত্তয়॥
অন্বাযাস্যামীহ ভর্ত্তারমহং প্রেতবশং গতম্।
উত্তিষ্ঠ ত্বং বিসৃজ্যৈনমিমান্ পালয় দারকাম্॥"

মাদ্রি! আমি পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী। ধর্ম্মফল লাভ করায় আমারই আগ্র অধিকার; অবশ্যম্ভাবী বিষয় হইতে তুমি আমায় নিবর্ত্তন করিও না। আমিই মৃত পতির অনুগমন করিব, তুমি স্বামীর মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া উঠ এবং সন্তানদিগের পালন কর। প্রত্যুত্তরে মাদ্রি বলিলেন—

"অহমেবানুযাস্যামি ভর্ত্তারমপলায়িনম্;
নহি তৃপ্তাস্মি কামানাং জ্যেষ্ঠামামনুমন্যতাম্॥
মাঞ্চাভিগম্য ক্ষীণোঽয়ং কামাদ্ভরতসত্তমঃ।
তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং নু যমসাদনে॥
ন চাপ্যহং বর্ত্তয়ন্তী নির্ব্বিশেষং সুতেষু তে।
বৃত্তিমার্য্যে চরিষ্যামি স্পৃশেদেনস্তথাচ মাম্॥
তস্মান্মে সুতয়োঃ কুন্তি বর্ত্তিতব্যং স্বপুত্রবৎ।
মাঞ্চ কাময়মানোঽয়ং রাজা প্রেতবশং গতঃ॥
রাজ্ঞঃ শরীরেণ সহ মমাপীদং কলেবরম্।
দগ্ধব্যং সুপ্রতিচ্ছন্নোমেতদার্য্যে প্রিয়ং কুরু॥
দারকেষ্বপ্রমত্তা চ ভবেথাশ্চ হিতা মম।
অতোঽন্যন্ন প্রপশ্যামি সন্দেষ্টব্যং হি কিঞ্চন॥
ইত্যুক্ত্বা তং চিতাগ্নিস্থং ধর্ম্মপত্নী নরর্ষভম্।
মদ্ররাজসুতা তূর্ণমন্বারোহদ্ যশস্বিনী॥"
(আদিপর্ব্ব ১২৫ অধ্যায়)

মাদ্রীর এই আগ্রহাতিশয্যে কুন্তী আর আপত্তি করিলেন না। মাদ্রী পতিলোকগামিনী হইবার নিমিত্ত অনুরাগভরে পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিলেন এবং পতির মৃতকলেবরের সহিত ভস্মীভূতা হইলেন।

মৌষলপর্ব্বে দৃষ্ট হয়, বসুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার চারিটী মহিষী তাঁহার মৃতদেহের সহিত ভস্মীভূত হন। তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিয়া তাহাতেই দেহ আহুতি প্রদান করেন যথা—

"প্রকীর্ণমূর্দ্ধজাঃ সর্ব্বা বিমুক্তাভরণস্রজাঃ।
উরাংসি পাণিভির্ঘ্নন্ত্যো ব্যলপন্ করুণং স্ত্রিয়ঃ॥
তং দেবকী চ ভদ্রা চ রোহিণী মদিরা তথা।
অন্বারোহন্ত চ তদা ভর্ত্তারং যোষিতাং বরাঃ॥
তং চিতাগ্নিগতং বীরং শূরপুত্রং বরাঙ্গনাঃ।
ততোঽন্বারুরুহুঃ পত্ন্যশ্চতস্রঃ পতিলোকগাঃ॥
তং বৈ চতসৃভিঃ স্ত্রীভিরন্বিতং পাণ্ডুনন্দনঃ।
অদাহয়চ্চন্দনৈশ্চ গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি॥" (মৌষলপ° ৭মঅধ্যায়)

দ্রোণপত্নীও সহমৃতা হইয়াছিলেন। মহাভারত অনুসন্ধান করিলে এইরূপ সহমরণের উদাহরণ আরও অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে সহমরণপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীমাত্রেই সহমৃতা হইত না। কেহ কেহ মৃত পতির অনুগমন করিতেন। মনুসংহিতায় পতি মৃত হইলে সাধ্বী স্ত্রীর ব্রহ্মচারিণী হওয়ার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে যথা—

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।"

সুতরাং সহমরণপ্রথা অবশ্য-কর্ত্তব্য (Compulsory) বলিয়া কোনও সময়ে বিহিত হয় নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে সহমরণের প্রকৃত-ভাবের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইত। অনুরাগ জন্য সহমরণের সামাজিক কর্ত্তব্যতা সম্ভবতঃ কিয়ৎপরিমাণে বিমিশ্রিত হইয়াছিল, উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রাণহীন অনুকরণে জগতে যেমন মঙ্গল হয়, আবার তাহা হইতে অমঙ্গলও তেমনই ঘটিয়া থাকে। কেহ বা সহমরণের যশোস্পৃহায় কেহ বা সামাজিক কর্ত্তব্যতায়, কেহ বা লোকনিন্দার ভয়ে, কেহ বা পর প্রণোদনায়, আবার কেহ বা উৎপীড়িত হইয়া সহমৃতা হইতেন। বলা বাহুল্য যে, সময়ে সময়ে এই সকল কারণে সতীদাহ জঘন্য ব্যাপারে পরিণত হইত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসন সময়ে এই প্রথা আইন দ্বারা রহিত করা হয়। স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় এই প্রথা প্রতিষেধ-কল্পে যথেষ্ট আলোচনা ও আন্দোলন করিয়াছিলেন। পরে উক্ত আইন উদ্ধৃত হইয়াছে।

সহমরণপদ্ধতি।

সহমরণকালে এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে আরোহণ করিতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর, পুত্রাদি শ্মশানে চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বগৃহোক্ত বিধি দ্বারা অগ্নি প্রদান করিলে তৎপরে সাধ্বী স্ত্রী স্নানান্তে ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধানে করিয়া হস্তে কুশ লইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন। তৎপরে তাহাকে সঙ্কল্প করিতে হয়। তখন ব্রাহ্মণগণ ওঁ তৎ সৎ এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন, সাধ্বী স্ত্রী নারায়ণকে স্মরণ করিয়া 'নমোঽদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী অরুন্ধতীসমাচারত্বপূর্ব্বকস্বর্গলোকমহীয়-মানত্বমানবাধিকরণকলোমসমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসভর্ত্তৃসহিতমোদ-মানত্বমাতৃপিতৃশ্বশুরকুলত্রয়পূতত্ব-চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নকালাধিকরণ-কাপ্সরোগণস্তূয়মানত্বপতিসহিত-ক্রীড়মানত্ব-ব্রহ্মঘ্নাতিপূতত্বকামা ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে।' এইরূপ বাক্য দ্বারা সঙ্কল্প করিবে। যে স্থলে সহমরণ না হইয়া অনুমরণ হইবে, তথায় "ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণং" এই বাক্য স্থলে অর্থাৎ এই বাক্য প্রয়োগ না করিয়া 'জ্বলচ্চিতাপ্রবেশেন ভর্ত্ত্রনুমরণং' এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। তৎপরে সতী অষ্ট লোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়স্থ অন্তর্য্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম আপনারা সকলে সাক্ষী হউন, এইরূপে তাঁহাদিগকে সাক্ষী করিয়া স্বামীর চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিবেন। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ নিম্নোক্ত ঋগ্বেদীয় মন্ত্র ও পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্র—

"ওঁ ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্নে॥"
"ওঁ ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো যা যাঃ সুশোভনাঃ।
সহভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুং॥"

ব্রাহ্মণগণ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে সাধ্বী স্ত্রী নমঃ নমঃ বলিতে বলিতে হৃষ্টচিত্তে চিতায় প্রবেশ করিবেন। যদি কোন স্ত্রী মোহ-বশতঃ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া চিতা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, ইহা দ্বারাই এই পাপ হইতে তাহার শুদ্ধি হইবে।

"চিতি ভ্রষ্টাতু যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আপস্তম্ব)

স্বামী ও স্ত্রী এক চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত হইলে তাহাদের দুই জনেরই পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে, একত্র শ্রাদ্ধাদি হইবে না।

"একচিত্যাং সমারূঢ়ৌ দম্পতীনিধনং গতৌ।
পৃথক্‌শ্রাদ্ধং তয়োঃ কুর্য্যাদোদনন্তু পৃথক্ পৃথক্ ॥" ইত্যাদি।

এই সকল বচনানুসারে উঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। সাম্বৎসরৈকোদ্দিষ্ট স্থানে মৃতাতপিতে শ্রাদ্ধ করিবে। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

১৮১৮ সালের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় সতীদাহের প্রতিষেধের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় আলোচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহাতে উভয় পক্ষের শাস্ত্র-যুক্তি আলোচিত হইয়াছিল। এস্থলে সেই পুস্তিকা অবলম্বনে সহমরণের অনুকূল ও প্রতিকূল শাস্ত্রযুক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। অধিকন্তু আমরা উক্ত গ্রন্থ-নিবদ্ধ প্রমাণ ব্যতীত আরও অন্যান্য বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিব। প্রথমতঃ অনুকূল বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সহিত সহমৃতা হন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে অবস্থান করেন, এবং তাঁহার ত্রিকুল উদ্ধার হয়। স্বর্গলোকে তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পরিমিতকাল স্বামীর সহিত অবস্থান করেন। স্বামী যে কোন পাতকী হউক না কেন, যাহার সাধ্বী স্ত্রী সহমৃতা হয়, এই পুণ্যফলে তাহার সকল পাতক বিনষ্ট হয় ইহাই অঙ্গিরার অনুশাসন।

ব্যাস বলেন—

"পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং।
তত্র চিত্রাঙ্গদনবং ভর্ত্তারং সান্বপদ্যত ॥"

হারীত বলেন—

"যাবদ্বাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রীনাত্মানং প্রদাহয়েৎ।
তাবন্ন মুচ্যতে সা হি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চন ॥"

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে—

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।

ব্রহ্মপুরাণের প্রমাণ যথা—

"দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্ ॥
ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥" ইত্যাদি

সংহিতা ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধ্বীস্ত্রী তাহার সহিত অনুমৃতা হইবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণই স্ত্রীদিগের প্রধান ধর্ম্ম, স্বামীর মৃত্যু হইলে অগ্নিপ্রপতন ব্যতীত সাধ্বী স্ত্রীদিগের আর কোন ধর্ম্ম নাই, অর্থাৎ ইহাই নারীদিগের প্রশস্ত ধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন আর যে কোনই ধর্ম্ম নাই, এমন নহে; কারণ শাস্ত্রে স্বামীর মৃত্যু পর বিধবা পত্নীর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনেরও বিধান আছে, সুতরা বিধবার পক্ষে স্বামীর চিতারোহণ বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এই দুইটীই ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা সহমরণ প্রশস্ত, তাই শাস্ত্রে এই রূপ প্রশংসাবাদ আছে।

যিনি সহমরণ না করিবেন, তিনি স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন ও তাম্বূল বর্জ্জন করিবেন। তাহার পক্ষে প্রতিদিন একাহারী হইয়া মৃত্তিকায় শয়ন কর্ত্তব্য। যদি কোন বিধবা স্ত্রী পর্য্যঙ্ক বা খট্টায় শয়ন করেন, তাহা হইলে তাহার স্বামী অধঃপতিত হন। ঐ বিধবা রমণী প্রতিদিন তিল ও কুশোদক দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে তর্পণ করিবেন। কিন্তু তর্পণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, যাহার পুত্র ও পৌত্রাদি নাই, তাহারই পক্ষে তর্পণ করিতে হইবে। অন্যের পক্ষে নহে।

স্বামী যদি দেশান্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর পাদুকাযুগল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া যথাশাস্ত্র চিতা সজ্জিত করিয়া ঋগ্বেদবিহিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চিতা-রোহণ করিবেন। এইরূপে যিনি চিতারোহণ করেন, তাহার অশৌচ তিন দিন ও চতুর্থ দিনে তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইবে।

"দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং ॥
ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥"(শুদ্ধিতত্ত্ব)

শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণী কেবল স্বামীর সহিত এক চিতায় আরোহণ করিয়া সহমৃতা হইবেন, পৃথক্ চিতায় আরোহণ করিবেন না। ইহা দ্বারা দেশান্তরে মৃতস্বামিক ব্রাহ্মণীর পক্ষে সহমরণ অবিধি বলিয়া সূচিত হয়। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণের পৃথক্ চিতারোহণ নিষিদ্ধ নহে। তাহারা সহমরণ ও অনুমরণ এই দুইই করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর সহমরণ ব্যতীত অনু-মরণে অধিকার নাই। অনুমরণ স্থলে যে পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া অনুমৃতা হইতে হইবে ইহা উপলক্ষণ মাত্র, স্বামীর প্রিয় কোন একটী দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অনুমৃতা হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

"পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।
ইতরাসান্তু নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ ॥

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ্যাঃ সহমরণমেব, ইতরাসান্তু উভয়মিতি। কল্পতরুরত্নাকরশুদ্ধিচিন্তামণিষু পাদুকদ্বয়মিতি দর্শনাৎ পাদুকা-দিকমিত্যপ্যপপাঠঃ। কিন্তু পাদুকাদ্বয়মিত্যুপলক্ষণং। উশনসা বিপ্রেতরাসাং দ্রব্যবিশেষমুপাদায় পৃথক্‌চিতারোহণমিত্যুক্তেঃ।

পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।
অন্যাস্বামেব নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন না, তাহারা অঙ্গিরার বচনানুসারে ব্রাহ্মণাদি সকলের পক্ষেই সহমরণ ও অনুমরণ এই দুইটি বিধেয় বলিয়াই স্থির করেন।

ইহা ভিন্ন বালাপত্যা, গর্ভিণী, রজস্বলা, এবং অদৃষ্ট-ঋতু, অর্থাৎ যাহাদের রজস্বলা হয় নাই, এই সকল স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সহিত সহমরণ নিষিদ্ধ, ইহাদের সহমরণে অধিকার নাই।

"বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

দিনৈকগম্য প্রদেশে অর্থাৎ যে স্থলে এক দিনে গমন করিতে পারা যায়, সেই স্থানে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, এবং স্ত্রী যদি সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হন, তাহা হইলে যতক্ষণ সেই স্ত্রী আগমন না করেন, ততক্ষণ তাহাকে দাহ করিবে না, তাহার শব-রক্ষা করিবে। স্ত্রী আসিলে তাহার সহিত একচিতায় দাহ করিবে।

"দিনৈকগম্যদেশস্থা সাধ্বী চেৎ কৃতনির্ণয়া।
ন দহেৎ স্বামিনস্তস্যা যাবদাগমনং ভবেৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই সকল বচন-প্রমাণ সহমরণের অনুকূল।

প্রতিকূলবাদীরা বলেন, সংহিতাকারগণের মধ্যে মনুই প্রধান। মনু সহমরণের ব্যবস্থা না দিয়া বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।" অর্থাৎ যে স্মৃতি মনুর বিধানের বিপরীত সে স্মৃতি প্রশস্ত নহে। বিশেষতঃ উপনিষদ্ বলেন, শ্রবণ মননাদি দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, সুতরাং স্বর্গভোগবাসনার নিমিত্ত আত্ম-হত্যা করা অবৈধ। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির বিধান অঙ্গিরার বিধান অপেক্ষা অধিকতর মাননীয়। সহমরণের অনুকূল-মতাবলম্বী ব্যক্তিদের আপত্তি এই যে ঋগ্‌বেদে "ইমা নারী রবিধবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র সহমরণের বিধানসূচক। সুতরাং মনুতে স্পষ্টরূপে সহমরণের বিধান না থাকিলেও মনু বেদবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এই আপত্তিখণ্ডনের জন্য প্রতিকূলবাদী বলেন, বেদের এই বিধান ভোগবাসনামূলক। কিন্তু ভোগবাসনার চরিতার্থতা জীবের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয় নাই। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলেন, কর্ম্ম সকল ক্ষয়শীল। যাহারা স্বর্গাদি ভোগসুখজনক বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও জরামৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে হইবে। গীতায় আছে—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের সার। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ভোগৈশ্বর্য্যপ্রদ ক্রিয়াবিশেষ বহুল কর্ম্মমূলক বেদবাক্য সকল অজ্ঞেরই প্রলোভনকারী। প্রকৃত পণ্ডিতগণের পক্ষে এই সকল অনুষ্ঠান অবলম্বনীয় নহে। মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদ্‌সমূহেরও এইরূপ অভিপ্রায়। ফলতঃ যাহাতে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায়, জীবের তাহাই প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনু এই সকল বিষয়ে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি বিধবাগণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তবে যে শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মফলজনিত স্বর্গসুখাদি লাভের বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল ভোগলালসাপরায়ণ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম-বিষয়ে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে মোক্ষ-লাভই জীবের চরমসাধন। আত্মহত্যা তাহার পরিপন্থী। সেই জন্য ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

উপনিষদ্ বলেন—'ইহ কর্ম্মচিতলোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতলোকঃ ক্ষীয়তে।"

অনুকূল-মতাবলম্বিগণ বলেন, শাস্ত্রের মর্ম্ম এইরূপই হইতে পারে। কিন্তু হারীত, অঙ্গিরা ও বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাকারগণের বাক্য উপেক্ষণীয় নহে। তদুত্তরে প্রতিকূলবাদী বলেন, সাধারণতঃ সহমরণে যে সকল ঘটনা দেখা যায় তাহা কোন শাস্ত্রেরই অভিমত হইতে পারে না। সহমরণের সঙ্কল্প এই যে, সতী আপন ইচ্ছায় জ্বলচ্চিতায় প্রবেশ করিবে! কিন্তু কার্য্যতঃ এমন দেখা গিয়াছে যে, বিধবাকে স্বামীর মৃত দেহের সহিত একত্র আবদ্ধ করিয়া চিতাকাষ্ঠরাশি দ্বারা আবৃত করা হয়, সেই কাষ্ঠরাশির ভারেই বিধবা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, সে উঠিতে চেষ্টা করিলেও উঠিতে পারে না। তাহার পরে জ্বলদগ্নির তীব্রদহনে অসহনীয় যাতনা ভোগ করিয়া সে মস্তকোত্তলন করিলে তৎক্ষণাৎ বংশদণ্ডের আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ভীষণ ব্যাপার কখনও শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। অনুকূল মতাবলম্বীরা বলেন, এই প্রথা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত নহে তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সহমরণের সঙ্কল্প করিয়া সহমৃতা না হইলে তাহা অত্যন্ত পাপজনক। সম্ভবতঃ এই নিমিত্তই স্থানে স্থানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। প্রতিকূলবাদিগণ এই আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলেন যে, এই পাপের কথা ভিত্তিমূলক নহে। শাস্ত্রে আছে—

"চিতিভ্রষ্টাচ যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেৎ তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥"

উক্ত আপস্তম্ব বচন দ্বারা স্পষ্টতঃই চিতি-ভ্রষ্টতা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান পরিলক্ষিত হয়। আর যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলেই কি এই নিষ্ঠুর নারীহত্যা পরমকারুণিক শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত ছিল? ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। প্রতিকূলাবলম্বীরা আরও বলেন, বিষ্ণু বলিয়াছেন "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা"; সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম কল্প। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ততর হয়। বিষ্ণুর এই বাক্যের স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা মিতাক্ষরায় দেখিতে পাওয়া যায়:—

"অতশ্চ মোক্ষমনিচ্ছন্ত্যা অনিত্যাল্পসুখরূপস্বর্গার্থিন্যা অনুগমনং যুক্তমিতরকাম্যানুষ্ঠানবদিতি সর্ব্বমনবদ্যম্।"

অর্থাৎ যে বিধবা মুক্তিলাভের ইচ্ছা না করিয়া অনিত্য অল্প সুখরূপ স্বর্গাদি কামনা করে, তাঁহারই পক্ষে অনুগমন বিধেয়। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুর এই বচনটীর অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া বলেন, অনুগমন ভিন্ন বিধবা নারীর আর অপর প্রশস্ত ধর্ম্মোপায় নাই।

সহমরণ সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতিতে বিধি আছে। আবার অবস্থা বিশেষে নিষেধও আছে। সুবিখ্যাত রামমোহন রায় মহাশয় এই বিচার লইয়া যখন আন্দোলন করেন, তখন সহমরণের অনুকূলে কতিপয় পণ্ডিত পুস্তিকা লিখিয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনিও গ্রন্থাকারে সেই সকল পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় উক্তি ও যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

রাজা রামমোহন রায় মহাশয় এতৎ সম্বন্ধে যে বাঙ্গালা ভাষায় দুই খানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, তাহা অতঃপর ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। এই প্রথা যে অতীব নিষ্ঠুর, অমানুষিক ও অশাস্ত্রীয় মহাত্মা রামমোহন রায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়া যান। য়ুরোপে যে সকল পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন, তন্মধ্যে উইলসন সাহেবও একজন। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রএল এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের ষোড়শ খণ্ডে, প্রফেসার হোরেস হেমন্স উইলসন সাহেব হিন্দু বিধবার জীবিতাবস্থায় স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা বেদাদি শাস্ত্রের অনুজ্ঞার বিপরীত। কলিকাতা মহানগরীর সুবিখ্যাত রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া প্রফেসর উইলসনকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রফেসর উইলসন সাহেব ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "Religious sects of the Hindoos" নামক সুপরিচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৬২ অব্দের সংস্করণের) ২৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। এস্থলে রাজাবাহাদুরের পত্রের শাস্ত্রীয় মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

তৈত্তিরীয় সংহিতার অক্ষ নামক শাখার দুইটি শ্লোকে "সতী" হইবার কথা পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত আছে। নারায়ণ উপনিষদের ৮৪ সংখ্যক শ্লোকে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে মূল শ্লোক ও সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য এবং অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইল।

"অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরসি পত্যানুগমব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্।"—

সায়ণকৃত ভাষ্য—'হে অগ্নে! কর্ম্মসাক্ষিন্। যতঃ ত্বং ব্রতানাং প্রাজাপত্যাদিনিখিলব্রতানাং ব্রতপতিরসি। পুনর্ব্রতগ্রহণং ত্বমেব ব্রতানামধিপতির্নান্য ইতি নিয়মবোধনায়। তস্মাদনুষ্ঠাস্যমানং মৎ সাম্প্রতিকং ব্রতং তদ্দ্বারাং কর্ত্তুং শকেয়ং তথা রাধ্যতাং ক্রিয়তামিত্যর্থঃ। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ। কিং ময়াচর্য্যমানং তৎ ব্রতমিতি পত্যানুগমনেতি পত্যা ভর্ত্রা সহ অনুসৃত্য গমনব্রতং চরিষ্যামি করিষ্যামিত্যর্থঃ।'

দ্বিতীয় শ্লোক—"ইহত্বা অগ্নে নমসা বিধেয় সুবর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ। জুষাণো অদ্য হবিষা জাতবেদো বিশানি ত্বা সত্যতো নয় মা পত্যুবগ্রে।"

সায়ণকৃত ভাষ্য—'হে অগ্নে ইহ অস্মিন্ কর্ম্মণি। ত্বা ত্বামুদ্দিশ্য। হবিষা হবির্ভোগেন নমসা নমস্কারেণ চ। বিধেয় নমো বিদধামীত্যর্থঃ। কিমর্থমিত্যাকাঙ্ক্ষা তত্রাহ। সুবর্গস্যেতি সুবর্গস্য প্রতিসংপ্রাপ্য লোকস্য। সমেত্যৈ সম্যক্প্রাপ্ত্যর্থং। ত্বা ত্বয়েত্যর্থঃ সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া ছন্দসি। বিশানি প্রবিশানি অতএব অদ্য অস্মিন্দিনে। হে জাতবেদো হবিষা মদ্দত্তেন হবির্ভোগেন জুষাণঃ সন্তুষ্টঃ সন্। সত্যতঃ সত্যমার্গপ্রদর্শনদ্বারা সহগমনবিষয়কসাহসপ্রদানদ্বারেতি যাবৎ। মা মাং পতিমাত্রৈকদেবতাং পত্যুর্মম ভর্ত্তুরগ্রে সমক্ষং নয় প্রাপয়েত্যর্থঃ।'

হে অগ্নে! তুমি সমস্ত ব্রতের অধিপতি, এজন্য তোমার নাম ব্রতপতি। স্বামীর সংগমন-ব্রতের প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব। যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, তুমি আমার সহায় হও।১।

হে অগ্নে! এই ব্রতে (বা ক্রিয়ায়) আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে জাতবেদ! তোমার কৃপায় আমি অদ্যই যেন স্বর্গধামে পৌঁছিতে পারি। হে অগ্নে! মৎপ্রদত্ত ঘৃতসংযুক্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া, আমাকে সাহস প্রদান করুন, আমি যেন সহমৃতা হইয়া স্বামী-সদনে যাইতে পারি।২।

উপরি উক্ত বৈদিক বিধি অনুসারে সূত্রকারেরা ব্যবস্থা দেন যে, বিধবা স্ত্রী স্বামীর চিতায় শয়ন করিয়া সহমৃতা হইবার অধিকারিণী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকন্যা হইলে, যথাক্রমে সুবর্ণ, ধনু বা রত্নখণ্ড চিতার উপরে রাখিয়া দিতে হয়।

স্বামীর মৃত দেহ পার্শ্বে সতী শায়িতা হইলে, 'দেবর কিংবা ভর্ত্তার কোন বন্ধু সতীকে সম্বোধন করিয়া "উদীর্ষ" (ইত্যাদি)

অথবা "সুবর্ণগুগ্ধহস্তাৎ" (ইত্যাদি) কিম্বা "মণিগুগ্ধহস্তাৎ" শীর্ষক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। এই মন্ত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কন্যার শুদ্ধি হয়। এই মন্ত্র উচ্চারিত শ্রুত বা পঠিত হইবার পরে বিধবা যদি সহমরণে সম্মতা হয়েন তাহা হইলে আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু ইত্যাদিকে সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন। যদি তখনও ঐ বিধবার মনে কোন সংশয় বা চিন্তা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও (বোধ হয় মন্ত্রগুণে) তিনি এই সহমরণ-ক্রিয়ার সম্মতা হন।

ভরদ্বাজ ও আশ্বলায়ন প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রে সহমরণবিধির উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ও সর্ব্বজনগৃহীত "সহমরণ-বিধি" নামক সুপরিচিত গ্রন্থেও উদ্ধৃত সহমরণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত শ্লোক যথা—

"অথৈনং চিতাবুপর্য্যু-ধ্যুহন্ত্যত্রৈব বা পত্যাঃ সংবেশনা ক্রিয়তে ইতি।" ভরদ্বাজসূত্র ১ম প্রশ্ন।

টীকা—'অথৈতানি পাত্রাণি যোজয়েৎ দক্ষিণে হস্তে জুহুং সব্যে উপভৃতং দক্ষিণে পার্শ্বে ধ্রুত্যং সব্যে অগ্নিহোত্রহবনীমুরসি ধ্রুবাং শিরসি কপালানীত্যাদি'।—আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র, ৪।৩।

দ্বিতীয় সূত্র—"উত্তরতঃ পত্নীং"। টীকা—'ততঃ প্রেতস্যোত্তরতঃ পত্নীং সংবেশয়ন্তি। শায়য়ন্তীত্যর্থঃ। চিতাবেব উপশোষ ইতি লিঙ্গাৎ এতাৎবর্ণত্রয়স্যাপি সমানং।*

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসং বভূথ॥

হস্তৌ সম্মার্ষ্টি সুবর্ণেন ব্রাহ্মণস্য সুবর্ণং হস্তাদিতি। ধনুষা রাজন্যস্য ধনুর্হস্তাদিতি মণিনা বৈশ্যস্য মণিং হস্তাদিতি। (ভরদ্বাজ-সূত্র) তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানয়ো অন্তেবাসী জরদ্দাসো উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতি। (আশ্বলায়ন ২।২)

উত্তরতঃ পত্নীং। তাং প্রেতস্যোত্তরতঃ। সুপ্তাং সত্বর-চিতাং দেবরঃ শিষ্যো বা করে ধৃত্বা নমস্কৃত্য উদীর্ষ্বেতি দ্বাভ্যা-মুত্থাপয়েৎ। সত্যাধিকাত্তু স্বয়মেব সুহৃদঃ সম্বন্ধিনঃ পুত্রাংশ্চ সমামন্ত্র্য ভর্ত্তারং বিষ্ণুরূপং ধৃত্বা হুতাশনং প্রবিশেদিত্যুক্তং।"

(সহমরণ-বিধি)।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম ও অষ্টম ঋকে লিখিত আছে—"ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে। উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ।"

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "শুদ্ধিতত্ত্বে" উক্ত ঋগ্বেদ ও ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সহমরণ-প্রথা বেদবিধি-সম্মত। আচার্য্য কোলব্রুক সাহেব রঘুনন্দনের ঐ প্রসিদ্ধ শ্লোক, তাঁহার "বিধবার কর্ত্তব্য" নামক ইংরাজি প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।*

রাজা রাধাকান্ত উক্ত প্রমাণ দেখাইয়া লিখিয়াছেন, "ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাংঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু। অনশ্রবো-হনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্রে। ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী। আশ্বলায়নী, সাংখ্যায়নী, শাকলা, বাষ্কলা, মাণ্ডুকেয়ী প্রভৃতি"। এস্থলে দেখা যাইতেছে, সহমরণের সময়ে বিধবাকে সধবার সমুদয় লক্ষণ ধারণ করিতে হয়। এস্থলে "সাধ্বী" শব্দের অর্থ, স্বামী সনে চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণপরিত্যাগকারিণী স্ত্রীলোক।

ভরদ্বাজ ও আশ্বলায়নের বচন হইতেও স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে, বৈদিক যুগেও সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল ভরদ্বাজসূত্রে লিখিত আছে—

"নবম্যাং বৃষ্টায়াং যজ্ঞোপবীতীত্যস্তরাগ্রামং শ্মশানং চাগ্নি-মুপসমাধায় সংপরিস্তীর্য্য পরেনাগ্নিং লোহিতচর্ম্মানডুহং প্রাচীন-গ্রীবমুত্তরলোমাস্তীর্য্য বেতসশাখিনো জ্ঞাতিনারীহত্যারোহতে-ত্যথৈনানানুপূর্ব্বাম্ কাময়তি যথার্হানীতি প্রতিলোমকৃত্যা চারণ্যা স্রুচা দ্বে চতুর্গৃহীতে জুহোতি ন হি তে অগ্নে তমুব ইতি দশ চ সুবাহুতীর অমনোস্যো শুচদধমিতি হুত্বাপাশাং সম্পাতয়ত্যা চোভয়ং প্রহরতি যেন জুহোত্যপরেনাগ্নিং লোহিতো অনড্বান-প্রাংমুখো অবস্থিতো ভবতি তং জ্ঞাতয়ো অন্বারভন্তে অননরুহ মন্বারভামহ ইতি প্রাচি অশ্চস্তোমে জীবা ইতি জঘন্যো বেতস-শাখয়া অবকাভিশ্চ পদানিত্য গোভয়ন্তে মৃত্যোঃ পদমিত্যথৈভ্যোঃ অধ্বর্য্যু দক্ষিণতো শ্মশানং পরিধিং দধাতি ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি স্ত্রীস্নামঞ্জনিয়ু সংপাতানবনয়তীমা নারীরিতি ত্রৈমুখানি মৃজন্তে যদাঞ্জনং ত্রৈককুদমিতি ত্রৈককুদেনাংঞ্জনেনাংক্তে যদি ত্রৈককুদং নাবগচ্ছেদ্বেনৈব কেনচিদাঞ্জনেনাজ্জীবন্।"

(ভরদ্বাজসূত্র ২।১)

আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"উত্তরস্মাদগ্ন্যা-গ্নিমুপসমাধায় যচ্চাদস্যানডুহং চর্ম্মাস্তীর্য্য প্রাগ্গ্রীবমুত্তরলোম তস্মিন্ন-মাত্যাদিনারোহয়েদারোহতায়ুর্জ্জর সংবৃণানাং ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি পরিধিং দধ্যাদস্মর্ত্ত্যুং দধতাং পর্ব্বতে নিত্যা-স্নানমুত্তরতোয়েঃ কৃত্যা পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থামিত্যাদি চতসৃভিঃ প্রত্যৃচং হুত্বা যথাহাস্যনুপূর্ব্বং ভবন্ত্যাত্যমাত্যাদীনীক্ষেৎ।

---

* Max Muller's Commentory, "Zeitschrift der Morgenl. Gest."—IX. p. VI.

* Asiatic Researches, Vol, IV. On the duties of a faithful widow.

যুবতয়ঃ পৃথক্‌পাণিভ্যাং দর্ভতরুণকৈর্নবনীতেনাঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যামাক্ষ্যোনাক্ষিণী আজ্যং পরাচ্যো বিসৃজেয়ুরিমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরিতি অঞ্জনা ঈক্ষেৎ। অস্মিন্ অতিরাত্রেতে সংস্রবস্যামিতি।”

(আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ৩য় অধ্যায়)

এইরূপে রাজা বলেন, বেদে যদি সহমরণবিধি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এই প্রথা কখনই প্রবর্ত্তিত হইত না, কারণ এরূপ গুরুতর বিষয়ে বেদের প্রমাণ আবশ্যক। বাস্তবিক বৈদিকশাস্ত্র সহমরণ নিষেধ করেন নাই তৈত্তিরীয় সংহিতার অক্ষশাখার শ্লোকনিচয় সহমরণের অনুকূল। অগ্নির প্রতি সতীর সম্বোধন বাক্য ইহার অকাট্য প্রমাণ।

মীমাংসকেরা কহেন “যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী ব্যবস্থা দেখা যায়, তখন তৃতীয় ব্যবস্থা করিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত”। “তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ”—গৌতম-স্থায়। কুল্লূকভট্টেরও তাহাই অভিমত। বৈদিক সূত্রকারেরা কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা আলোচনা করুন। সূত্রকারেরা কহেন, ব্রাহ্মণদিগের বলিদানার্থ অস্ত্রাদি বা পাত্রাদি যেরূপ অগ্নির উপরে রাখিতে হয়, তদ্রূপ সতীকে অগ্নির উপরে রাখা আবশ্যক, নতুবা শুদ্ধা হয় না। কিন্তু যে বিধবা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে চাহেন, তাঁহাকে অগ্নি সমীপে লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই, কারণ তিনি স্বয়ং চিতায় গিয়া উপস্থিত হন। যে তথায় যাইতে সম্মতা নহে, সে তথায় যাইলে শুদ্ধা হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধা হওয়া বা না হওয়া তাহার ইচ্ছা। তাই শ্রুতি ব্যবস্থা করিয়াছেন,—বিধবাকে নিজের বশবর্ত্তিনী হইতে দাও, বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা উচিত নহে। তর্ক এই, যদি বিধবা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে না চায়, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছায় বিরুদ্ধে কার্য্য (নিষেধ) করা উচিত কি না? কখনই নহে। বিধবা যখন চিতায় শয়ন করে, তখন বুঝিয়া লইতে হইবে, সহমরণে তাহার ইচ্ছা ও সম্মতি আছে। অষ্টম শ্লোক আবৃত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, “তুমি স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে আসিয়াছ কি না?” [দক্ষিণদেশের সহমরণ-বিধি নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।] যদি সে কহে “স্বেচ্ছায় সম্মতা আছি”, তাহা হইলে সহমরণ-ক্রিয়া অবশ্য হইতে পারিবে। যদি সম্মতা না হয়, চিতা হইতে বিধবা উঠিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে। এইরূপ স্ত্রীলোকের নাম “চিতাভ্রষ্টা”। প্রাজাপত্য নামধেয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিধবার এই পাপ নষ্ট হইতে পারে। কারণ এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। (তাহার বচন পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।) ৮ম ঋকের সায়ণকৃত ভাষ্য পাঠ করুন, “যস্মাদ্ অনুমরণনিশ্চয়ম্ আকর্ষাণ তস্মাদাগচ্ছ”। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, হিন্দু-স্ত্রী বিধবা হইলে, সহমরণের পরামর্শ তাহাকে কেহ সহজে দেয় না, বরং যাহাতে সেই স্ত্রীলোক পরিবার মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত বৈধব্য ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক গার্হস্থ্য-কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাহারই পরামর্শ দেওয়া হয়; কিন্তু যদি ঐ স্ত্রী সহমৃতা হইতে চাহেন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ বাধা দেয় না। তাহা হইলেই দেখা গেল, ঋগ্বেদের ৮ম ঋক্, সহমরণের কেবল অনুকূল নহে, বরং মন্ত্রস্বরূপ। রাজা রাধাকান্ত দেব এইরূপে সতীদাহ সমর্থন করেন।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রপারটীয়স্ (Propertius) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত ভারতবর্ষের সহমরণ প্রথার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বয়শেশ্ নামক ইংরাজ পণ্ডিত, ঐ গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। নিম্নে সেই অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—

“Happy the laws that in those climes obtain,
Where the bright morning reddens all the main,
There, whensoever the happy husband dies,
And on the funeral couch extended lies,
His faithful wives around the scene appear,
With pompous dress and a triumphant air;
For partnership in death, ambitious strive,
And dread the shameful fortune to survive!
Adorned with flowers the lovely victims stand,
With smiles ascend pile, and light the brand!
Grasp their dear partners with unaltered faith,
And yield exulting to the fragrant death.”

তিনি আরও বলেন, ইহারও অনেক বৎসর পূর্ব্বে সিসিরো নামক ভুবন-প্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত তাঁহার Tusculum গ্রন্থে সহমরণ-প্রথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হেরোদোতস্ নামে বিশ্বপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, থ্রেশ্ দেশের এক জাতীয় রমণীগণ স্বামীর কবরে আত্মবলি দিয়া প্রাণত্যাগ করিত।

প্রকৃত সতীদাহ সম্বন্ধে একটী সত্য-কাহিনী বলা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। ১৮২৯ সালের অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার হালিডে হুগলী জেলার মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি নিজ চক্ষে একটী সতী-দাহ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজে উহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বক্‌লাণ্ড সাহেবের লিখিত ‘Bengal under Lieutinant governors’ নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে উহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—যাঁহারা মনে করেন এদেশে জোর জবরদস্তী পূর্ব্বকই সতীদাহ করা হইত, তাঁহাদের মত যে অতি ভ্রান্ত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইবে। সার এফ্ হালিডে লিখিয়াছেন, ‘আমি যখন হুগলী জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, তখন এক দিবস সহসা সংবাদ পাইলাম, আমার বাসা হইতে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে সতী-

দাহের আয়োজন হইতেছে। তখন গঙ্গাতীরে এইরূপ ঘটনা সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত হইত। যখন এই সংবাদ পাইলাম, তখন ডাক্তার ওয়াইজ এবং গবর্ণর-জেনারলের চাপলেন আমার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তিন জনেই ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি, গঙ্গাতীরে ঘটনাস্থলে লোকে লোকারণ্য। জনতার মধ্যে সতী রমণী উপবিষ্টা ছিলেন। আমরা উহার নিকটে গিয়া বসিলাম। আমার সহচর দুই জন উহাঁকে আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য অনেক প্রকার যুক্তিময় উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, সতী রমণী মনোযোগের সহিত উহাদের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

'কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি মরণশয্যায় শয়নের নিমিত্ত নিরতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। ইহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা অসম্ভব দেখিয়া অগত্যা আমি অনুমতি দিলাম। এই সময়ে পাদরী সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন 'আমার দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। সতি! আপনি যে শ্মশান-শয্যায় যাইতেছেন, ইহাতে আপনার যে কি যাতনা হইবে, আপনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি?' সতী আমার দিকে অবনত দৃষ্টিতে দৃক্পাত করিয়া বলিলেন, 'একটা প্রদীপ আনুন।' তিনি নিজ হাতে ঘৃত সলিতাযুক্ত প্রদীপ সাজাইলেন, প্রদীপের শিখা প্রদীপ্ত ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। সতী উহার উপরে স্বীয় হস্তের একটী অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। সতীরমণী তীব্রভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি যেন আমাকে নীরবে বুঝাইতেছিলেন যে তোমরা যাহা মনে করিতেছ তাহা কিছুই নহে; অগ্নি সর্ব্বদাহক ও সর্ব্বপীড়ক হইলেও ইহাতে সতীরমণীর কোনও যাতনার কারণ নাই। তিনি নিরুদ্বেগে অঙ্গুলী বিন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। আগুনে তাঁহার অঙ্গুলী ঝলসিয়া গেল, ফোস্কা পড়িল, তথাপি রমণী অটল ও অচলভাবে রহিলেন, তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্রও যাতনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। দেখিতে দেখিতে অঙ্গুলীটী দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু সতী তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভূতির চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে অঙ্গুলীটী পুড়িয়া পুড়িয়া সঙ্কুচিত সরু ও বক্র হইয়া গেল। একটী হংসপুচ্ছকে কিয়ৎক্ষণ অগ্নিসন্তাপে রাখিলে উহার যেরূপ অবস্থা হয়, সতী রমণীর অঙ্গুলীটী সেইরূপ অবস্থা ধারণ করিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি পলকের তরেও তাহার হস্ত-সঞ্চালন করেন নাই, অথবা বাক্য ও অঙ্গভঙ্গীতে কোনও প্রকার যাতনার চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা প্রবোধ পাইয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম, "যথেষ্ট প্রবোধ পাইয়াছি"। তখন সতী বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি এখন চিতায় প্রবেশ করিতে পারি।' আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম। সতীরমণী তখন শ্মশান-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার উপরে হাল্কা হাল্কা কাঠ রাখিয়া দেওয়া হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই সেই কাষ্ঠ-ভারের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইতে পারিতেন। শ্মশান-বন্ধুগণ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছিল, আমার নিষেধে তাহারা বিরত হইল। এই সময়ে তাঁহার বিংশবর্ষ বয়স্ক পুত্র চিতায় অগ্নি-প্রদান করিলেন। দূর দেশে সতীর পতির মৃত্যু হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহার দেহ আনিয়া এক সঙ্গে সৎকার করা অসম্ভব হওয়ায় তাঁহার বস্ত্রাদি সহ সতী অনুমৃতা হইলেন। ঘৃত ধুনার সহযোগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমি চিতার অতি নিকটে দণ্ডায়মান হইলাম, দেখিলাম, চিতায় সজ্জিত কাষ্ঠরাশিতে আগুণ জ্বলিতেছে, উহার মধ্যে সতীর দেহ নিস্পন্দভাবে দগ্ধ হইতেছে, একবার অতি সামান্য ভাবে কাষ্ঠ গুলিতে ঈষৎ আলোড়ন পরিলক্ষিত হইল মাত্র, কিন্তু কোনও শব্দ শুনিতে পাইলাম না। নীরব নিস্পন্দভাবে চিতার অনলে সতীদেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল, পুত্রটী শোকাকুল হইয়া গঙ্গাতীরে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।" ভারতবর্ষে এইরূপে লক্ষ লক্ষ সতী চিত্তের গাঢ়তর অনুরাগে চিতার অনলে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া পতির অনুগামিনী হইয়াছেন।

১৩১৮ সাল হইতে ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিবর্ষে ৩০০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত সতী-দাহের এইরূপ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে জবরদস্তী পূর্ব্বকও যে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত, সে ভীষণ কাহিনীও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে রামনাথ নামে একজন সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মুখে প্রকাশ, শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী উলাগ্রামের মুক্তারাম বাবু নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের ১৩টী পত্নী পতির সহ সহমৃতা হন। ইঁহাদের মধ্যে একটী মহিলা প্রথমে উৎসাহ করিয়া সহমৃতা হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ করিতে ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে ঐ রমণীর গর্ভজাত মুক্তারামের পুত্র নাকি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক শ্মশানাগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রাণের দায় আপনার অপর এক সপত্নীর গলা জড়াইয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে লইয়া চিতাগ্নিতে ঝম্প প্রদান করেন।

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন*

* সতীদাহনিবারণকল্পে ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রচার করেন, সাধারণের অবগতির জন্য পরপৃষ্ঠায় তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল—

বিধিবদ্ধ হইলেও ভারতের বহুস্থানে বহুবার সতীদাহের ঘটনা ঘটিয়াছে। আইন-অনুসারে অপরাধিগণও তজ্জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অধুনা আইনের প্রবল শাসনে সতী-রমণীগণ পতিবিয়োগের দুর্ব্বিসহ শোকে আচ্ছন্ন হইয়াও কদাচ চিতানলে আত্ম-দেহ সমর্পণ করিতে সুবিধা পান, কিন্তু এমন ঘটনা বিরল নহে, যে শোকের উত্তেজনায় পতিব্রতা পতিপ্রাণা সতীগণ আত্মহত্যা করিয়া শোকের যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যে উতর্ণা নামক স্থানে শ্যামসিংহ ঠাকুরের পত্নী মৃত স্বামীর সহ এক চিতায় ভস্মীভূত হয়েন। তজ্জন্য আইন অনুসারে অপরাধিগণ দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আইনের শাসন প্রচলিত হইলেও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও রাজপুতনায় এখনও মধ্যে মধ্যে সতীদাহের ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনার সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে সহমরণের প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিক কারণেও তাহারা

Regulation XVII of 1829.

I. The practice of Satí or of burning or burying alive the widows of Hindús is revolting to the feelings of human nature, it is nowhere enjoined by the religion of the Hindús as an imperative duty, on the contrary a life of purity and retirement on the part of the widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practice is not kept up nor observed. In some extensive districts it does not exist. In those in which it has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been shocking to the Hindús themselves and in their eyes unlawful and wicked. The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success, and the Governor-General in Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether. Actuated by these considerations the Governor-General in Council—without intending to depart from one of the first and most important principles of the system of British Government in India, that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages so long as that system can be adhered to without violation of the paramount dictates of justice and humanity—has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation throughout the territories immediately subject to the Presidency of Fort William.

II. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindús is hereby declared illegal and punishable by the Criminal Courts.

First. All zemindárs, tálukdárs or other proprietors of land, whether malguzári or lakhiráj, all sadr farmers and under-renters of land of every description, all dependent tálukdárs, all naibs and other local agents, all native officers employed in the collection of the revenue and rents of lands on the part of Government or the Court of Wards, and all mandals or other headmen of villages are hereby declared especially accountable for the immediate communication to the officers of the nearest Police station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section, and any zemindár or other description of persons above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnish the information above required, shall be liable to be fined by the Magistrate or Joint Magistrate in any sum not exceeding two hundred rupees, and in default of payment to be confined for any period of imprisonment not exceeding six months.

Second. Immediately on receiving intelligence that the sacrifice declared illegal by this Regulation is likely to occur, the Police darogha shall either repair in person to the spot or depute his muharrir or jamádar accompanied by one or more barkandazes of the Hindú religion, and it shall be the duty of the Police officers to announce to the persons assembled for the performance of the ceremony that it is illegal, and to endeavour to prevail on them to disperse, explaining to them that in the event of their persisting in it they will involve themselves in a crime and become subject to punishment by the Criminal Courts. Should the parties assembled proceed in defiance of these remonstrances to carry the ceremony into effect, it shall be the duty of the Police officers to use all lawful means in their power to prevent the sacrifice from taking place and to apprehend the principal persons aiding and abetting the performance of it, and in the event of the Police officers being unable to apprehend them they shall endeavour to ascertain their names and places of abode and shall immediately communicate the whole of the particulars to the Magistrate or Joint Magistrate for his orders.

Third. Should intelligence of a sacrifice declared illegal by this Regulation not reach the Police officers until after it shall have actually taken place, or should the sacrfice have been carried into effect before their arrival at the spot, they will nevertheless institute a full enquiry into the circumstances of the case in like manner as on all other occasions of unnatural death, and report them for the information and orders of the Magistrate or Joint Magistrate to whom they may be subordinate.

মৃত পতির অনুগমন করিতেন। যুদ্ধে মুসলমান পক্ষের জয় হইলে রাজপুতনার রমণীগণ পাছে মুসলমানদের হস্তে পড়িয়া কলুষিত হন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা স্বামীর চিতানলে জীবনের আহুতি প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। শিখগণের মধ্যেও এই প্রথা বিরল ছিল না। ইদুরের সুবিখ্যাত জীবনসিংহের পত্নী ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

মানসিংহের ১৫০০ পত্নীর মধ্যে ৬০টী সহমৃতা হন। টড্ সাহেবের রাজস্থানে বর্ণিত হইয়াছে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে মারবাড়ের রাজা অজিতসিংহের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে তাঁহার চৌহানরাণী, দেরাবল রাজকুমারী, তুয়াররাণী, ছাওরা রাণী, সেখাবতী রাণী এবং অন্যান্য আরও পঞ্চাশ জন পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে সতী-ভস্মের উপরে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভের গাত্রে সতীগণের হস্ত বা পদ অঙ্কিত করা হইত। ঔঁকোণের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-বাড়ী নামক স্থানে বাপু গোখ্‌লের কন্যার চিতাভস্মের উপর যে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত রহিয়াছে, উহাতে তাঁহার পদ অঙ্কিত হইয়াছে। কুড়িগাঁয়ের যুদ্ধে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে এই বীররমণী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ চিতার অনলে স্বীয় দেহ আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন।

ভোজনগরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষরাও প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শ্মশানস্তম্ভের উপরে অশ্ব-পৃষ্ঠে তাঁহার মূর্ত্তি খোদিত আছে। তাহার দক্ষিণপার্শ্বে আটজন ও বামপার্শ্বে সাতজন পত্নীর মূর্ত্তি আছে। এই ১৫ জন সহমৃতা হইয়াছিলেন।

সরগুজার কাউর জাতীয় লোকদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও তথায় প্রতাপপুরের সন্নিকটে সতীক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। সম্রাট্ অকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। যোধপুর-রাজকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রবধূ সহমৃতা হইতে উদ্যত হন; অকবর এই সংবাদ শুনিয়া উহা নিবারণ করিবার জন্য তীব্রগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক শত মাইল দূরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অকবর বলিতেন, যাঁহারা আপন ইচ্ছায় সহমৃতা হইবেন, তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু এ বিষয়ে জোর জবরদস্তী করা অত্যন্ত অসঙ্গত। হিন্দুগণও সতীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেন। অনেক স্থলে রাজগণও শোকার্ত্তা বিধবা রমণীকে পতির চিতারোহণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সহানুভূতিসূচক বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মহারাষ্ট্র-প্রদেশের রাজা শাহুর পত্নী সুখবার বাই সহমৃতা হইতে উদ্যত হইলে অনেকেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি বলেন, আমি আমার স্বামিকুলের গৌরব সংরক্ষণের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সহমৃতা হইব, এই বলিয়া তিনি চিতার অনলে স্বীয় দেহ আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন।

য়ুরোপের পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেরই এই প্রথার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ অত্যন্ত বিভিন্ন। মিঃ এল্‌ফিনষ্টোন বলেন, দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণভাগে কখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিতে শুনা যায় নাই। আবি দুবই (Abbe Dubois) এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মার্কো-পলো ও ওডরিক বলেন, দক্ষিণভারতেও এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক গ্যাসপারো বালবী নাগপত্তনে সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং এই প্রথা সর্ব্বত্রই যে প্রবর্ত্তিত ছিল তাহাতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কার্ম্মেলাইতগণের প্রকিউরেটার-জেনারল পি, ভিনসেঞ্জো সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এদেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কনাড়া অঞ্চলে বহু সতীদাহ দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে একটী গল্প শুনিয়াছিলেন যে মদুরার নায়কের এগার হাজার স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। ১১ হাজার সতীর কথা অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু মদুরা অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্তও সতীদাহপ্রথা যে প্রচলিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মিঃ পি, মার্টিনের ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের লিখিত পত্রে প্রকাশ তথাকার তিন জন সম্ভ্রান্ত বংশ্য লোকের মৃত্যুতে এক জনের সহিত ৪৫ জন, অপরের সহিত ১৭ জন এবং অন্য জনের সহিত ১২ জন সহমৃতা হইয়াছিলেন। ত্রিচীনপল্লীর রাজার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তিনি প্রসবের পরে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সতীদাহ বহু পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যায় বঙ্গদেশের ন্যায় বেশী সতীদাহ দেখা যাইত না। কিন্তু গঞ্জাম, রাজমহেন্দ্রী ও বিশাখপত্তনে সতীদাহের বহু প্রচলন ছিল। মহারাষ্ট্রগণের শাসন সময়ে বোম্বাইর সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভেও পুণাতে অনেকবার সতী-দাহ দেখা গিয়াছে। মিঃ মুর এক বৎসরে মুট্টা ও মুলা নদীর সঙ্গম-স্থলে ছয়টী সতী-দাহ দেখিয়াছিলেন। নদীসঙ্গমই সতী-দাহের পুণ্যস্থল বলিয়া কথিত আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সতীদাহের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ছিল। বঙ্গ-দেশে সতীকে চিতার সহিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। উড়িষ্যাতে মৃত্তিকার নিম্নে শ্মশান-[illegible]

সতী তাহাতে ঝম্প প্রদান করিয়া আপতিত হইতেন। দাক্ষিণাত্যে সতী মৃতপতির মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া উপবেশন করিয়া থাকিতেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক বঙ্গদেশে ৭০৬টী ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮৩৯টী সতীদাহ হইয়াছিল। পতিশোকে সতীগণ জলে প্রবেশ করিয়াও প্রাণত্যাগ করিতেন। কাশীধামে শ্মশানে সতীর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইত। ললনাকুল স্নানান্তে গঙ্গাতীরে উঠিয়া সেই সকল স্তম্ভে সতী সতী বলিয়া গঙ্গাজল সেচন করিতেন।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রভাব ভারতে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সতীদাহনিবারণের জন্য রাজবিধি প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে সতীদাহের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল হইয়াছে। তথাপি মধ্যে মধ্যে এই সতীদাহের সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৬০ খৃঃ দিল্লী গেজেটে মধ্যভারতের এক জবরদস্তী সতীদাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়, ইহাতে আসামীরা দণ্ডিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ ফরক্কাবাদ জেলায় এক সতীদাহ হয়। ইহাতে আসামীগণের কোন শাস্তি হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরের মহারাণার মৃত্যুতে তাঁহার মহিষী সহমৃতা হয়েন। একটী পরিচারিকাকেও এই সময়ে চিতার অনলে সমর্পণ করা হইয়াছিল। ইহার পর আরও কয়েকটী সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭১ খৃঃ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গেজেটিয়ারের ৩য় ভাগে ৩১৬ পৃষ্ঠায় রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া সতীর দেহত্যাগের কথা আছে। অতঃপর জজ বাহাদুর কাম্বেল ও কেম্পের সমক্ষে ঐরূপ একটী সতীদাহের বিচার হয়। Revenue, Judicial and Political Journal এর ১ম ভাগের ২৪ পৃষ্ঠায় ইহার পরিচয় আছে। ১৯০১ সালে গয়া জেলায় ঢুখিয়া নাম্নী এক রমণী মৃত স্বামীর চিতারোহণ করে। কলিকাতা হাইকোর্টে জষ্টিস্ ঘোষ ও টেলরের সমক্ষে তাহার বিচার হয়।

শিখগণের মধ্যে সতীদাহপ্রথা বড় বিরল। শিখগণের আদিগ্রন্থে লিখিত আছে, যাঁহারা সহমৃতা হন, প্রকৃত সতী তাঁহারা নহেন। পতির বিয়োগে যাঁহারা চিরদিন ভগ্নহৃদয়ে শোক সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত সতী। কিন্তু এইরূপ উপদেশ সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে শিখরমণীগণ মৃত স্বামীর অনুগমন করিতেন। শিখরাজ সুচেত সিংহের মৃত্যুতে তাঁহার ৩০০ স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন। রণজিত সিংহের মৃত্যুতেও তাঁহার চারি জন রাণী সহমরণে গিয়াছিলেন। প্রত্যেক রাণীই অতীব অনুরাগে ও প্রফুল্লতার সহিত চিতানলে দেহ সমর্পণ করিয়াছিলেন। [অনুমরণ শব্দ দেখ।]

খড়্গসিংহের বহু অনুনয় বিনয় ও বাদপ্রতিবাদসত্ত্বেও রাণীরা নিজ নিজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহাদের সহমরণশয্যা বাসর-শয্যার ন্যায় বিবিধ কুসুমে সুশোভিত করা হইয়াছিল। রাণীগণ বিবিধ অলঙ্কার ও বহুমূল্য বসন পরিধান করিয়া হৃষ্টচিত্তে শ্মশানের অভিমুখে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও শিখ-পুরোহিতগণ মন্ত্রাদি উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ইরাবতী নদীর পবিত্র তটে বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ অপূর্ব্ব পবিত্র বহুল দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এমন কি, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আলেকসন্দারও এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণ উহা সমুজ্জ্বল চিত্রের ন্যায় পরিস্ফুট ভাষার সাহায্যে বর্ণনাকৌশলে লিখিয়া রাখিয়াছেন। রণজিৎপত্নীগণের মধ্যে দুইটী রাণীর বয়স ১৬ বৎসরের অধিক ছিল না। তাঁহাদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও অটল দৃঢ়তা এবং প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দেখিয়া দর্শক মাত্রই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। চন্দন-কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। রাজকীয় সৈন্যগণ বিবাহে শোভা যাত্রার ন্যায় শ্মশান-প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল। রাণীগণের উজ্জ্বল মুখের পবিত্রতায় দর্শকমাত্রেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ এই দৃশ্য দর্শনে একবারে অবাক্ হইয়াছিলেন। রাণীগণ হাসিতে হাসিতে চিতার অনলে প্রবেশ করিলেন, আগুন ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহারা যেন মহাশান্তির সুখময় ক্রোড়ে সানন্দে ঘুমাইয়া পড়িলেন; দেখিতে দেখিতে চিতার অনল পতিসহ সতীগণকে ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল। ইহাদের এক জনের নাম কুন্দন, ইনি নূরপুরের মহারাজ সমসের সিংহের কন্যা, দ্বিতীয়ার নাম হিন্দেরী, ইনি নূরপুরের মিঞা পদ্মসিংহের কন্যা, তৃতীয়ার নাম রাজকুমারী ইনি চাইনপুরের সরদার জয়সিংহের কন্যা, চতুর্থার নাম বায়ান্তলী।

প্রাচীন শাকদ্বীপবাসীদিগের মধ্যেও এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। সুপ্রাচীন থ্রেসীয়, জিট ও শাকগণ 'সতীর' গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন। ৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে দিওদোরাস লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের ৩ শত বর্ষেরও বহুপূর্ব্বে ইউমেনিসের সেনাবাহিনী মধ্যে এইরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল (Diodorus Siculus, lib xix. chapter II) আরিষ্টোবিউলাস ও ওনেসিক্রিটাসের লিখিত বিবরণীর উল্লেখ করিয়া ষ্ট্রাবো সতীমাহাত্ম্যের ক্ষীণ-স্মৃতি পাশ্চাত্য-জগতে বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টোবিউলাস্ তক্ষশিলাবাসিনী পতিহীনা রমণীগণের আত্মোৎসর্গপ্রথার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সিসিরো তাহার 'টাসকিউলিয়ান্ ডিসপিউটেসন' গ্রন্থে এবং ৬৬ খৃষ্টাব্দে প্লুতার্ক রচিত নীতিমালায় ভারতীয় সতীদিগের সহমরণ-কাহিনী উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তিত আছে। প্রোপার্সিয়াস্ বর্ণিত সতীকাহিনী রামুসিওর লেখনীতে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ভারতীয় সতীর কীর্ত্তি ১২০০

বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য রোমানেরা কিরূপ মর্য্যাদার চক্ষে দেখিতেন! যে দৃশ্য দাম্পত্য-প্রণয়ের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া একদিন সমগ্র জগৎকে মাতাইয়া ছিল।

'Uxorum fusis stat pia turba comis;
Et certamen habit lædi, quæ viva sequatur
Conjugium; pudor est non licuisse mori.
Ardent victrices, et flammæ pectora præbent,
Imponuntque suis ora perusta viris,'—P. 80.

উত্তর-দেশবাসী দিনেমারগণ এই সতী-কাহিনী তাহাদের দেশের বল্দারের উপাখ্যানে বিবৃত রাখিয়াছে। বল্দারের সুন্দরী পত্নী নান্না স্বামীর মৃত্যুতে স্বীয় জীবন অসার জ্ঞান করিয়া তাঁহার চিতাগ্নিতে নিজ দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

শাকদ্বীপবাসীরা জানে, যে স্ত্রী অনন্তকাল-স্বামি-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ও তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী সেই রমণীই সতী। স্ত্রীলোকেরাও পরলোকে স্বামিসঙ্গলাভ করিবার আশায় স্বামীর মৃতদেহের সহিত কবর মধ্যে দেহরক্ষা করিতে অগ্রসর হয় (Herod. iv. 17) থেসীয়াদিগের মধ্যে সাধারণতঃ বহু বিবাহ প্রচলিত। ঐ সকল পত্নীগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বামীর প্রিয়তমা হইত, মৃতের কোন নিকটাত্মীয় তাহাকে স্বহস্তে ঐ সমাধির উপর নিহত করিয়া তৎপরে মৃত-স্বামি-দেহের সহিত একত্র নিহিত করিত।

চীনদেশের তাতার-কুলোদ্ভবদিগের মধ্যে শাকদ্বীপীয় সতী-প্রথা অদ্যাপিও বলবৎ রহিয়াছে। এখানে সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কেবল তাঁহার স্ত্রী বলিয়া নহে, ঐ সঙ্গে তাঁহার অনুচরদিগকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করা হইত। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ছুনৎ-ছির মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুচরবর্গ পরলোকে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার আশায় আপনাপনি কাটাকাটী করিয়া মরিয়াছিল।

আর একটী স্থলে কোন রমণী পরলোকে মৃতস্বামীর সঙ্গলাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে অভিলাষিণী হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ প্রথমে তাহাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার ন্যায় কতকগুলি অনুষ্ঠানে ব্রতী করে। তৎপরে বিবাহকালে যেমন কন্যাকে বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া বাদ্যোদ্যমের সহিত পতাকাদি শোভাযাত্রাপূর্ব্বক পথে বাহির করা হয়, বিধবাকে আর তদ্রূপ সাধারণের নয়ন-পথের অন্তরাল করিয়া লইয়া যাওয়া হয় না। রমণীগণ ও বালিকারা সাধারণতঃ এই সমারোহের যাত্রায় তাহার পশ্চাদ্‌গামী হয়। চীনরমণীদিগের পাদতল ক্ষুদ্র, এই কারণে তাহারা সরলভাবে হাটিতে পারে না। মাতা ও কন্যা পিতা বা পুত্রের স্কন্ধে, ভগিনীরা ভ্রাতার স্কন্ধে হাত দিয়া সেই ক্ষুদ্র পায়ের সাহায্যে হেলিতে দুলিতে চলিতে থাকে। দেখিলেই বোধ হয় যেন তাহারা ঐ বিধবাকে রমণীকুলের গৌরব মনে করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে অথবা শোকে কাতর হইয়া চলৎশক্তিহীনের ন্যায় অপরের স্কন্ধে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া লুটাইয়া চলিতেছে।

যাত্রীর দল তাঞ্জামে করিয়া ঐ সতীকে বধ্যস্থানে আনয়ন করিলে সতী স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া তাহার জন্য নির্ম্মিত সম্মুখস্থ মঞ্চোপরি আরোহণ করে। মঞ্চটী দুইভাগে নির্ম্মিত, প্রথমাংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে অতি সামান্য উচ্চ। ঐ স্থানে সতীর জন্য একটী মেজের উপর নানা সুখাদ্য সজ্জিত থাকে। অপর ভাগ ইহা অপেক্ষা উচ্চ। এই স্থানে কেবল মাত্র গলায় ফাঁস দিবার জন্য মঞ্চের ছাদের বাঁশ হইতে দড়ি ঝুলান থাকে। তাহারই নিম্নে একখানি চেয়ার। ঐ চেয়ারে দাঁড়াইয়া সতী নিজ হস্তে গলায় ফাঁস লাগাইয়া রজ্জুসংলগ্ন লোহিতবর্ণ রেশমের রুমাল খানি দ্বারা স্বীয় মুখে আবৃত করিয়া দেয়। এই ঘটনার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য মঞ্চের সমগ্র ছাদ ও পার্শ্বদেশ কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত রাখা হয়।

নিম্ন মঞ্চে ঐ রমণী ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে মঞ্চে বসিয়া অন্তিম ভোজন করে। তখন ঐ স্থলে বর্ত্তমান সময়ে চীন রাজকর্ম্মচারীরা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। পূর্ব্বে এইরূপ "সতীর" সময়ে রাজাদেশে দুই জন জেলার মাজিষ্ট্রেট্ উপস্থিত থাকিতেন। পরে ঐরূপ একটী ঘটনার শেষ মুহূর্ত্তে সতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে উক্ত রাজপুরুষেরা বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং তদবধি তাহারা ঐ সময়ে তাহাদের একজন নিম্নতম কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। ভোজন শেষ হইলে সতী ধীরে ধীরে উপরের মঞ্চে উঠে এবং নিজ ভ্রাতা প্রভৃতি নিকটাত্মীয়ের নিকট সস্নেহে বিদায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কেদারায় দাঁড়াইয়া গলায় রজ্জু লাগাইয়া দেয়। নিজে রজ্জু ধরিতে অশক্ত হইলে, তাহার ভ্রাতা বা অন্য কেহ গিয়া গলায় ফাঁস পরাইয়া আসে। এইরূপে তাহার দেহাবসান ঘটিলে রজ্জু কাটিয়া সতীদেহ ভূমে নামান হয় এবং দেহ পালকীতে বহিয়া নিকটস্থ মন্দির সমক্ষে লইয়া যায়। সতীর পূতদেহে পবিত্র ঐ রজ্জু খণ্ড খণ্ড করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে অর্পণ করা হয়। ঐ রজ্জু লইবার প্রত্যাশায় লোকে সেই জনতার মধ্যে বিশেষ হুড়াহুড়ী করে। তদনন্তর তাহারা ঐ সতীর শেষ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য সদলে মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হয়।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বালি ও লম্বকদ্বীপে এখনও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচলিত। এখানে এখনও সতীদাহপ্রথা

যে ভাবে প্রচলিত আছে, সে ভাব ভারতে এখন আর দৃষ্ট হয় না। কেবল বিধবা পত্নী নহে, এখানে ক্রীতদাস দাসীরাও স্বীয় প্রভুর প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া দেহত্যাগ করে। চিতানলে দাহ ব্যতীত কখন কখন কিরিচ নামক ছুরিকা দ্বারা ঐ নারীকে নিহত করা হয়। লম্বকদ্বীপে বিধবা রমণীরা চিতানলে অনুগমনাপেক্ষা কিরিচ-বিদ্ধ হইয়া পতির অনুবর্ত্তিনী হওয়াই বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করে। এখানে কেবল পুরোহিতের পত্নীরা আত্মোৎসর্গ করেন না, কিন্তু যাঁহারা বিশেষ ধনশালী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের বিধবা পত্নীরাই মৃত-স্বামীর চিতায় দেহরক্ষা করিয়া "সতী" খ্যাতি লইতে সমর্থ হন। ঐ সময়ে মৃতের চিতার পার্শ্বে একটী বংশমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। বিধবা রমণী ঐ মঞ্চে আরোহণের পূর্ব্বে পরলোকে স্বামীর সঙ্গলাভের জন্য কতকগুলি ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান করেন। তাহার সেই অনুষ্ঠান গুলি শেষ হইয়া আসিলে চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। মৃতদেহ দগ্ধীভূত করিয়া চিতানল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বিধবা-পত্নী ঐ মঞ্চোপরি হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক অগ্নিগর্ভে আত্ম-জীবন উৎসর্গ করেন।

কিরিচ দ্বারা নিহত হইয়া অনুগমনপ্রথা অতীব বর্ব্বর জনোচিত। মৃত্যুর পরদিন মৃতদেহ মঞ্চে রাখিয়া স্নান করান হয়। পুরোহিত তাহার উপর পূতবারি সিঞ্চন এবং চম্পক ও কনক পুষ্প প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তদনন্তর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রঞ্জিত চাউলগুড়া বিলেপন করিয়া তদুপরি কুঞ্চিত পুষ্পাচ্ছাদন দেওয়া হয়। এই সময়ে রমণীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া বিধবা নারী ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে তথায় আগমন করে। তৎকালে তাহার দেহ শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত ও পুষ্পমাল্য বিভূষিত থাকে। অনন্তর উপস্থিত রমণীরা সতীর হস্তে এক একটী ফুলের তোড়া দেয় ও তাহা পুনরায় গ্রহণ করে। ইহার পর সতী পতিসঙ্গলাভের আশায় ভগবানের আরাধনা করিয়া স্বীয় স্বামীর মৃতদেহের নিকট উঠিয়া যায় এবং তাহার মুখ হইতে পাদ পর্য্যন্ত সকল অবয়বই চুম্বন করিয়া পুনরায় নিজ স্থানে ফিরিয়া আসে।

অতঃপর উপস্থিত রমণীরা হস্তের অঙ্গুরীয়ক গুলি খুলিয়া লইলে সতী স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা স্বীয় বক্ষ আবরিত করে এবং তখন দুইজন রমণী তাহাকে জাপটাইয়া ধরে। এই সময়ে সতীর দেহে কিরিচ বসাইবার জন্য তাহার একটী ভ্রাতাকে মনোনীত করা হয়। ঐ ভ্রাতা প্রথমে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি স্বামীর অনুগামিনী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছ কি না। তাহাতে বিধবা ঘাড় নাড়িয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে ঐ ভ্রাতা তাহাকে হত্যাকরণ জন্য অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তদ্দণ্ডেই কিরিচ লইয়া তাহার বাম বক্ষে আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঐ আঘাত তাহার বক্ষ স্পর্শ করে মাত্র, বেশী দূর পর্য্যন্ত যায় না, তদনন্তর অপর এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ ছুরিকা আমূল বক্ষে বসাইয়া দেয়। তারপর তাহার স্কন্ধে অপর একটী আঘাত করা হয়, তাহাতেও তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত না হইলে তাহার দেহে আরও দুই বা তিনবার ছুরিকাঘাত করা হয়। দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলে ঐ শব তাহার স্বামীর পার্শ্বে আনিয়া রাখে এবং পতিপত্নীর উভয়ের দেহ ধুনা ও ধূপাদি গন্ধানুলেপন দ্বারা আবৃত করিয়া শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদিত করে। ঐ রূপে কয়দিন একটী ক্ষুদ্র গৃহে দেহদ্বয় রক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাদিগকে একত্র দাহ করা হয়।

সহমাতৃক (ত্রি) মাত্রা সহ বর্ত্তমানঃ, কপ্‌ সমাসান্তঃ, সহশব্দস্য সাদেশো নঃ। সমাতৃক, মাতার সহিত বর্ত্তমান, মাতৃযুক্ত, মাতৃবিশিষ্ট।

সহমান (ত্রি) ১ সমর্য্যাদ। মানের সহিত, বিনা গোলমালে, ভালয় ভালয়। ২ সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর। (ছান্দোগ্য উপ° ৩।১৫।২) স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ৩ বৃক্ষভেদ। (অথর্ব্ব ২।২৫।২)

সহমুর (ত্রি) সহমূল লস্য র। মূলের সহিত, মূলযুক্ত। "সহমূরান্‌ ক্রব্যাদঃ" (ঋক্‌ ১০।৮৭।১৯) 'সহমূরান্‌ মূলেন সহিতান্‌ মারকব্যাপারেণ যুক্তান্‌' (সায়ণ)

সহমূল (ত্রি) মূলেন সহ। সমূল, মূলের সহিত, মূলযুক্ত। "রক্ষঃ সহমূলমিন্দ্র" (ঋক্‌ ৩।৩০।১৭)

সহমৃতা (স্ত্রী) ভর্ত্রা সহ মৃতা। স্বামীর সহিত যে স্ত্রী মৃতা হন, যে স্ত্রী সহমরণ করেন। [সহমরণ দেখ।]

সহযশস্‌ (ত্রি) যশসা সহ। যশস্বৎ, যশোযুক্ত, যশোবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৪।৪।১২।২)

সহযায়িন্‌ (ত্রি) সহ যাতীতি যা-ণিনি। মিলিতগামী, যাহারা মিলিত হইয়া গমন করে।

সহযুজ্‌ (ত্রি) সহযুক্ত। একত্র।

সহযুধ্বন্‌ (ত্রি) সহ-যুধ-(সহেচ। পা ৩।২।৯৬) ইতি ক্বনিপ্‌। সহযুদ্ধকারী।

সহর (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

সহর্‌ (পারসী) প্রধান নগর।

সহর-কোতোয়াল (পারসী) সহরের অধ্যক্ষ বা পরিদর্শক রাজকর্ম্মচারীবিশেষ। বর্ত্তমান Commissionor of Police পদ।

সহরক্ষস্‌ (ত্রি) অগ্নি ও অসুর।

সহরতলী (পারসী) উপকণ্ঠ, সহরের সীমাদেশ।

সহরসা (স্ত্রী) সহ রসো যস্যা। মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী।

সহরাজক (ত্রি) সরাজক, রাজার সহিত বর্ত্তমান, রাজযুক্ত।
সহরি (অব্য) হরেঃ সদৃশং, সদৃশার্থে অব্যয়ীভাবঃ। ১ হরির সদৃশ। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ বৃষ।
সহরুণ (পুং) চন্দ্রাম্বভেদ।
সহর্ষ (পুং) সহ হর্ষো যত্র। ১ স্পর্দ্ধন। ২ হর্ষ। (ত্রিকা°) হর্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। (ত্রি) ৩ হর্ষযুক্ত, হর্ষবিশিষ্ট। আনন্দযুক্ত।
সহর্ষভ (ত্রি) বৃষযুক্ত (ধেনু)। স্ত্রিয়াং টাপ্।
(তৈত্তিরীয়স° ২।৬।৭।৩)
সহল্ (আরবী) সহজ, সাধারণ, সামান্ত।
সহলনীয় (ত্রি) হলযোগে কর্ষণীয়।
সহলোকধাতু (পুং) বৌদ্ধলোকভেদ। পৃথিবীভেদ।
সহবৎস (ত্রি) বৎসের সহিত, বৎসযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সহবৎসা = ধেনু।
সহবসতি (স্ত্রী) একত্রাবস্থান।
সহবসু (পুং) অসুরভেদ। (ঋক্ ২।১৩।৮ সায়ণ)
সহবহ (ত্রি) একত্র বহন। (ঋক্ ৭।৯৭।৬)
সহবাচ্য (ত্রি) একত্র কথনযোগ্য। (লাট্যা° ১।১১.২৬)
সহবাদ (পুং) সহ-বদ-ঘঞ্। একত্র কথন। পরস্পরে তর্ক বা বাদানুবাদ।
সহবাস (পুং) সহ-বস্-ঘঞ্। একত্র অবস্থিতি, একসঙ্গে বাস। সঙ্গম।
সহবাসিক (ত্রি) একত্র বাসকারী। একত্র বাসযুক্ত।
সহবাসিন্ (ত্রি) সহ বসতি বস-ণিনি। একত্র বাসকারী, একত্রাবস্থানকারী, যাহারা একত্র বাস করে।
সহবাহ্ (ত্রি) মিলিত হইয়া বহনকারী। "অশ্বা বৃহস্পতিং সহবাহো বহন্তি" (ঋক্ ৭।৯৭।৬) 'সহবাহঃ সংহত্য বাহকাঃ'
সহবীর (ত্রি) পুত্র সহিত। "ধাতা রয়িং সহবীরং" (ঋক্ ৩।৫৪।১৩) 'সহবীরং পুত্রসহিতং' (সায়ণ)
সহবীর্য্য (ক্লী) বীর্য্য সহিত। সদর্প।
সহব্রত (ত্রি) সহ ব্রতং যস্য। একত্র ব্রতাচরণকারী। সাহত ব্রতকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সহব্রতা = সহধর্ম্মিণী।
সহশয্যা (স্ত্রী) শয্যার সহিত।
সহশয্যাসনাশন (ত্রি) শয্যা, আসন ও ভোজনের সহিত, শয্যা, আসন ও অশনের সহিত বর্ত্তমান।
"এতে যৌনেন সংবদ্ধাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ।
বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ॥" (ভাগ° ১০।৬৮।২৫)
সহশেয্য (ক্লী) সহশয়ন, একত্র শয়ন।
"সমানে যোনৌ সহশেয্যায়" (ঋক্ ১০।১০।৭)
'সহশেয্যায় সহশয়নার্থং' (সায়ণ)

সহস্ (পুং) সহতে ইতি (সহতে রসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। ১ মার্গশীর্ষমাস, অগ্রহায়ণ মাস। (উজ্জ্বল) ২ জ্যোতিঃ। ৩ বল। (শব্দরত্না°)
সহসংবাদ (পুং) সংবাদ সহিত, সংবাদযুক্ত, বার্ত্তাবিশিষ্ট।
সহসংবাস (পুং) একত্র বাস।
সহসংসর্গ (পুং) পরস্পরে চর্ম্মসংঘর্ষ। পরস্পরে সহবাস।
সহসঞ্জাতবৃদ্ধ (পুং) একত্রজাত ও পরিবৃদ্ধ।
সহসম্ভলা (স্ত্রী) প্রেমার্থীযুক্ত। প্রণয়ী সহিত।
(অথর্ব্ব ১৪।১।১৯)
সহসম্ভব (পুং) সহজ। সহজন্মন্। একত্রজাত।
সহসা (অব্য) হঠাৎ। পর্য্যায়—অতর্কিত, অকস্মাৎ। (শব্দরত্না°) নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই, সহসা কার্য্য করিলে তাহার অনেক দোষ হয়, এইজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক।
"সহসা বিদধীত নক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।
বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥" (ভারবি)
(ত্রি) ২ হাস্যযুক্ত, সহাস্য। (মাঘ ৬।৫৭)
সহসাদৃষ্ট (ত্রি) হঠাৎ দৃষ্ট, যাহা হঠাৎ দেখা যায়। (পুং) ২ দত্তকপুত্র।
সহসান (পুং) সহতে ইতি সহ (ঋঞ্জিবৃধি মন্দি সহিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ২।৮৭) ইতি অসানচ্। ১ ময়ূর। ২ যজ্ঞ। (ত্রি) ৩ ক্ষমাযুক্ত। (উজ্জ্বল) ৪ শত্রুদিগের অভিভবকারী। "মানস্য সূনুঃ সহসানেহগ্নৌ" (ঋক্ ১।১৮২।৮) 'সহসানে শত্রূণামাভি-ভবিতরি' (সায়ণ)
সহসামান্ (ত্রি) বেদত্রয়তেজঃ সহিত। "দেবাঃ সহসামান-মর্কং" (ঋক্ ১০।১১৪।১) 'সহসামানং সাম শব্দ উপলক্ষকঃ, বেদত্রয়তেজঃসহিতং। সর্ব্বং তেজঃ সামরূপং হ শশ্বদিত্যা-ম্নানাৎ' (সায়ণ)
সহসাবৎ (ত্রি) সহস্বৎ, তেজোযুক্ত, বলযুক্ত।
"সোম রায়ো ভাগং সহসাবন্" (ঋক্ ১।৯১।২৩)
'সহসাবন্ সহঃ শব্দাম্মতুপি ছন্দসি আকারোপজনঃ' (সায়ণ)
সহসিদ্ধ (ত্রি) জন্ম হইতে সিদ্ধ।
সহসিন্ (ত্রি) বলবান্, বলযুক্ত। "তত্রং তে অগ্নে সহসিন্" (ঋক্ ৪।১১।১) 'হে সহসিন্ বলবন্' (সায়ণ)
সহসূক্তবাক্ (ত্রি) মন্ত্রসূক্তের বাক্যবিশিষ্ট (যজ্ঞ)।
(অথর্ব্ব ৭।৯৭।৬)
সহসেবিন্ (ত্রি) সহ সেবতে ইতি সেব-ণিনি। সহসেবা-কারী, একত্র সেবাকারী।
সহসোদ্গত (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ।

সহসোম (ত্রি) সোমের সহিত। "সহসোমা ইন্দ্রায়" (শুক্লযজুঃ) ৮।১১) 'সহসোমা সোমেন সহিতা' (মহীধর)

সহস্কৃৎ (ত্রি) বলকারক। "সহস্বতঃ সহস্কৃতং" (শুক্লযজুঃ ৩।১৮) 'সহস্কৃতং সহো বলং করোতীতি সহস্কৃৎ তং' (মহীধর)

সহস্কৃত (ত্রি) বল দ্বারা কৃত, বলদ্বারা মথিত, বলদ্বারা যাহা করা হয়। "সহস্কৃতং সোমপেয়ায় সন্নতঃ" (ঋক্ ১।৪৫.৯)

"সহস্কৃতং বলেন মথিতং সহতে অভিভবত্যনেনেতি সহো তেন ক্রিয়তে ইতি সহস্কৃতং (সায়ণ)

সহস্ত (ত্রি) হস্তেন সহ বর্ত্তমানঃ। হস্তের সহিত বর্ত্তমান, হস্তযুক্ত, হস্তবিশিষ্ট।

সহস্তোম (ত্রি) স্তোমের সহিত বর্ত্তমান, ত্রিবৃৎ ও পঞ্চদশাদি স্তোমের সহিত বর্ত্তমান।

"সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ" (ঋক্ ১০।১৩০।৭)

'সহস্তোমাঃ ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ' (সায়ণ)

সহস্থ (ত্রি) একত্র স্থিতিযুক্ত।

সহস্থান (ক্লী) একত্র অবস্থিতির স্থান।

সহস্থিত (ত্রি) একত্রাবস্থিত। সহস্থ।

সহস্য (পুং) সহসি বলে সাধুঃ তত্র সাধুরিতি যৎ। ১ পৌষমাস। (অমর)

সহস্র (ক্লী) সহো বলমস্ত্যস্মিন্নিতি সহস্‌-র। সহো বলনামসু-ব্যাখ্যাতং রো মত্বর্থীয়ঃ। সংখ্যাবিশেষ, দশশত সংখ্যা, চলিত হাজার। এই বাচক শব্দ জাহ্নবীবক্ত্র, শেষশীর্ষ, পদ্মছত্র, রবিকর, অর্জ্জুন, বেদশাখা, ইন্দ্রবৃষ্টি। (কবিকল্পলতা)

সহস্রক (ত্রি) সহস্র শীর্ষবিশিষ্ট। [সহস্রকরপন্নেত্র দেখ।]

সহস্রকর (পুং) সহস্রং করা যস্য। সহস্রকিরণ।

সহস্রকরপন্নেত্র (পুং) সহস্রহস্ত, পদ ও নেত্রযুক্ত।

"মোহজালমপাস্যেহ পুরুষো দৃশ্যতে হি যঃ।

সহস্রকরপন্নেত্রঃ সূর্য্যবর্চ্চাঃ সহস্রকঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য স° ৩.১১৯)

সহস্রকাণ্ড (ত্রি) সহস্রং কাণ্ডানি যস্য। সহস্রসংখ্যক কাণ্ডযুক্ত।

সহস্রকাণ্ডা (স্ত্রী) শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সহস্রকিরণ (পুং) সহস্রং কিরণানি যস্য। সূর্য্য। (হলায়ুধ)

সহস্রকৃত্বস্‌ (অব্য°) সহস্রং বারার্থে কৃত্বস্‌। সহস্রাবৃত্তি, সহস্রবার, হাজারবার।

"সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ।

মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥" (মনু ২।৭৯)

সহস্রবার করিয়া যদি গায়ত্রী জপ করা হয়, তাহা হইলে মহৎপাপও একমাসের মধ্যে বিনষ্ট হয়।

সহস্রকেতু (ত্রি) অনেক ধ্বজবিশিষ্ট, বহু পতাকাযুক্ত। বা ধনের জ্ঞাপয়িতা। "সহস্রকেতুং বনিনং শতদ্বসুং" (ঋক্ ১।১১৯।১) 'সহস্রকেতুং অনেকধ্বজং বা সহস্রস্য ধনস্য কেতয়িতারং জ্ঞাপয়িতারং' (সায়ণ)

সহস্রগু (ত্রি) গো-সহস্রপরিমিত ধন, যাহার হাজার গরু আছে।

"যোঽনাহিতাগ্নিঃ শতগুরযজ্বা চ সহস্রগুঃ।

তয়োরপি কুটুম্বাভ্যামাহরেদবিচারয়ন্‌॥" (মনু ১১।১৪)

'সহস্রগুঃ গোসহস্রপরিমিতধনঃ' (কুল্লূক) (পুং) ২ সূর্য্য, সহস্রকিরণ। (বৃহৎস ২৮।১৮)

সহস্রগুণ (ত্রি) ১ সহস্রগুণযুক্ত, হাজার গুণ।

সহস্রগুণিত (ত্রি) সহস্র দ্বারা গুণিত, যাহাকে হাজার দ্বারা গুণ করা হইয়াছে।

সহস্রচক্ষুস্‌ (পুং) সহস্রং চক্ষুংষি যস্য। ইন্দ্র, সহস্রনেত্রযুক্ত ইন্দ্র।

সহস্রচরণ (ত্রি) সহস্রং চরণানি যস্য। বিষ্ণু, সহস্রপাদ।

সহস্রচিত্য (পুং) রাজভেদ। (ভারত অনু° প°)

সহস্রচেতস্‌ (পুং) সহস্রচিত্ত, বিষ্ণু।

সহস্রজিৎ (ত্রি) সহস্রং জয়তি জি-কিপ্‌, তুক্‌চ। ধনজেতা বা সহস্র সংখ্যক শত্রুজয়কারী। "দেবো দেবৈঃ সহস্রজিৎ" (ঋক্ ১।১৮৮।১) 'সহস্রজিৎ সহস্রস্য ধনস্য এতৎসংখ্যকানাং শত্রূণাং বা জেতা' (সায়ণ) (পুং) ৩ বিষ্ণু। (হেম)

সহস্রজ্যোতিস্‌ (পুং) সুভ্রাজের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ°)

সহস্রণী (পুং) যিনি যুদ্ধস্থলে সমীপস্থিত সহস্র রথীকে রক্ষা করিতে পারেন, ভীষ্ম।

"তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী

বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে।" (ভাগবত ১।৯।৩০)

'সহস্রণীঃ যুদ্ধে সমীপস্থান্‌ সহস্রং রথিনোনয়তি পালয়তি ইতি সহস্রণী ভীষ্মঃ' (স্বামী)

ভীষ্মদেব যুদ্ধস্থলে নিকটস্থিত রথীকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিতেন, এইজন্য তাঁহাকে সহস্রণী কহে।

সহস্রনীতি (ত্রি) সহস্রনয়ন। "সহস্রনীতির্যতিঃ" (ঋক্ ৯।৭১।৭) 'সহস্রনীতিঃ সহস্রনয়নঃ' (সায়ণ)

সহস্রতম (ত্রি) সহস্র পূরণার্থে তমপ্‌। সহস্রসংখ্যার পূরণ।

সহস্রতয় (ক্লী) সহস্রসংখ্যা। (শিশুপালবধ ৯।৮০)

সহস্রদ (ত্রি) সহস্রং দদাতি দা-ক। গোসহস্রদাতা বা বহুপ্রদ, যিনি অনেক দান করেন।

"বেদার্থবিৎ প্রবক্তা চ ব্রহ্মচারী সহস্রদঃ।" (মনু ৩।১৩৩)

'সহস্রদঃ দেয়বিশেষানুপাদানেঽপি গাবো বৈ যজ্ঞস্য মাতর ইত্যাদি বিশেষপ্রবৃত্তশ্রুতিদর্শনাৎ গোসহস্রদাতা বহুপ্রদো বা' (কুল্লূক) যিনি সহস্র দান করেন, ইহাতে দেয় বিশেষের

কোন উল্লেখ না থাকিলেও 'গরু বজ্ঞের মাতৃস্বরূপ' এইরূপ শ্রুতি আছে বলিয়া গোসহস্রপ্রদানকারীকে সহস্রদ কহে।

সহস্রদংষ্ট্র (পুং) সহস্রং দংষ্ট্রা যস্য। পাঠীন মৎস্য, বোয়াল-মাছ, চিতলমাছ। (অমর)

সহস্রদংষ্ট্রিন্ (পুং) সহস্রদংষ্ট্রা সন্ত্যস্যেতি ইনি। বোদাল মৎস্য, বোয়ালমাছ।• (শব্দরত্না°)

সহস্রদক্ষিন্ (ত্রি) সহস্রং দক্ষিণা যস্য। যাগভেদ, সহস্র দাক্ষিণাযুক্ত যাগ। (ঋক্ ১০।৩৩।৫)

সহস্রদল (ক্লী) সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্ম, যে পদ্মের অনেক পাপড়ী থাকে, তাহাকে সহস্রদল কহে। (ত্রি) ২ সহস্রপত্রবিশিষ্ট।

সহস্রদাবন্ (ত্রি) সহস্র সংখ্যক ধনদাতা। "ইন্দ্রঃ সহস্র-দাব্নাং বরুণঃ" (ঋক্ ১।১৭।৫) 'সহস্রদাব্নাং সহস্রসংখ্যক-ধনপ্রদানাং' (সায়ণ)

সহস্রদৃশ্ (পুং) ১ বিষ্ণু। (পুরুষসূক্ত) ২ সহস্রনয়ন ইন্দ্র।

সহস্রদোস্ (পুং) সহস্রং দোষো বাহবো যস্য। কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন। (জটাধর)

সহস্রদ্বার (ত্রি) বহুদ্বারবিশিষ্ট, অনেক দ্বারযুক্ত গৃহ।

"সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে" (ঋক্ ৭।৮৮।৫)

'সহস্রদ্বারং বহুদ্বারং' (সায়ণ)

সহস্রধা (অব্য) সহস্র প্রকারার্থে ধাচ্। সহস্রপ্রকার, বহুপ্রকার। (ঋক্ ১০।১১৪।৮)

সহস্রধার (ত্রি) সহস্রধারাযুক্ত, সহস্রধারাবিশিষ্ট, পাত্র।

সহস্রধারা (স্ত্রী) সহস্রং বহবো ধারা জলপ্রপাতা যত্র। দেবতাস্নানার্থ সহস্র ছিদ্রযুক্ত পাত্র গলিত জলধারা। দেবতার মহাস্নানকালে সহস্রধারা দ্বারা স্নান করাইতে হইবে।

"সহস্রধারয়া দেবীং স্নাপয়ামি সুরেশ্বরীং।" (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

সহস্রধী (ত্রি) সহস্র বুদ্ধি যাহার। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী।

সহস্রনয়ন (পুং) সহস্রং নয়নানি যস্য। ১ ইন্দ্র। (হলায়ুধ) ২ সহস্র নয়নযুক্ত।

"কিঞ্চাত্র বহুভিঃ সূক্তৈর্হেতুবাদৈঃ পুরন্দর।

সহস্রনয়নং দৃষ্ট্বা ত্বামেব সুরসত্তম॥" (ভারত ১৩।১৪।২০৪)

৩ বিষ্ণু। (ভাগবত)

সহস্রনামন্ (ক্লী) সহস্রং নামানি। সহস্র সংখ্যক নাম, মহাভারতাদিতে বিষ্ণুর সহস্র নাম, শিবের সহস্র নাম, দুর্গার সহস্র নাম বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল সহস্র নাম পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ বৈশাখ, কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বিষ্ণুর সহস্র নাম শ্রবণ অবশ্য বিধেয়। (ত্রি) সহস্রং নামানি যস্য। ২ বিষ্ণু। ৩ শিব। ৪ অম্লবেতস্। (ভাবপ্র°)

সহস্রনেত্র (পুং) সহস্রং নেত্রাণি যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ সহস্র চক্ষুঃ। ৩ বিষ্ণু।

সহস্রনেত্রাননপদবাহু (পুং) বিষ্ণু, সহস্রচক্ষুঃ আনন, পাদ, ও বাহুযুক্ত।

সহস্রপতি (পুং) সহস্রস্য পতিঃ। সহস্রের অধিপতি। যিনি সহস্র গ্রাম শাসন ও পালন করেন, তাহাকে সহস্রপতি কহে। রাজা দশপতি, শতপতি ও সহস্রপতি প্রভৃতি নিযুক্ত করিবেন, তাহারা সেই সেই গ্রামের শাসনাদি কার্য্য করিবেন।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।

বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥" (মনু ৭।১১৫)

সহস্রপত্র (ক্লী) সহস্রাণি পত্রাণি যস্য। পদ্ম, সহস্রদল পদ্ম। (অমর)

সহস্রপর্ণ (ত্রি) সহস্রাণি পর্ণানি যস্য। ১ শর। (ঋক্ ৮।৬৩।৭) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ সহস্রসংখ্যক পত্রোপেত। সহস্রপত্রাচ্ছাদিত। ৩ বৃক্ষভেদ। (অথর্ব্ব ৬.১৩৯।১, ৮।৭।১৩)

সহস্রপাদ্ (পুং) সহস্রং পাদা যস্য সংখ্যাসু পূর্ব্বস্যেতি পাদ-স্যান্তলোপঃ। ১ বিষ্ণু।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (পুরুষসূক্ত)

২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৯)

৩ ঋষিবিশেষ। (ভারত ১।১০।৭)

সহস্রপাদ (পুং) সহস্রং পাদা যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ সূর্য্য। ৩ কারণ্ড-পক্ষী। (মেদিনী)

সহস্রপোষ (পুং) সহস্র প্রকারে পোষণ।

সহস্রপোষিন্ (ত্রি) সহস্র সংখ্যক পোষণকারী।

সহস্রপোষ্য (ক্লী) সহস্রসংখ্যক পুরুষপোষক গোসমূহ বা পুত্র। "ব্রহ্মকৃতা স্তোত্রে সহস্রপোষ্যং" (ঋক্ ৬।৩৫।১) 'সহস্রপোষ্যং সহস্রসংখ্যকপুরুষপোষকং গোসমূহং পুত্রং বা' (সায়ণ)

সহস্রপ্রাণ (ত্রি) সহস্রপ্রাণযুক্ত। (অথর্ব্ব ১৯।৪৬।৬)

সহস্রবল (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°)

সহস্রবাহবীয় (ক্লী) সামভেদ।

সহস্রবাহু (পুং) সহস্রং বাহবো যস্য। ১ বাণরাজ। ইনি বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। (ভাগবত ১০।৬২।২) ২ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩১) (ত্রি) বহু বাহুযুক্ত।

"ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্ দিবং

সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ত্রিসূর্য্যদৃক্।" (ভাগবত ৪।৫।৩)

সহস্রবুদ্ধি (ত্রি) সহস্রধী।

সহস্রভক্ত (ক্লী) উৎসববিশেষ। (রাজতর° ৪।২৪৩)

সহস্রভর (ত্রি) ধনভর্ত্তা, ধনপতি। "তং নঃ সহস্রভরমুর্ব রাসাং" (ঋক্ ৬।২০।১) 'সহস্রভরং সহস্রস্য ধনস্য ভর্ত্তারং' (সায়ণ)

সহস্রভাগবতী (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তিভেদ।

সহস্রভাব (পুং) সহস্রপ্রকার অবস্থা। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।৬।৩২)

সহস্রভুজ (পুং) সহস্রং ভুজা যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন। ৩ বলিপুত্র বাণরাজ।

সহস্রভুজা (স্ত্রী) সহস্রং ভুজা যস্যাঃ। মহালক্ষ্মী, এই দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী। ইনি যুদ্ধকালে সহস্রভুজা হইয়া থাকেন। চণ্ডীপাঠকালে ইঁহার পূজা করিতে হয়। এই দেবীর পূজা করিলে সকল প্রকার হিত সাধিত হইয়া থাকে। ইঁহার ধ্যান—

"শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা।
রক্তমধ্যা রক্তদেহা নীলজঙ্ঘোরুতালুকা॥
চিত্রানুলেপনা কান্তা সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী।
অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা রণে॥
আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তি দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ।
অক্ষমালা চ সুবলং বাণাসিকুলিশং গদাং॥
চক্রং ত্রিশূলং পরশুং শঙ্খঘণ্টে চ পাশকং।
শক্তিং দণ্ডং চর্ম্মচাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুং॥
অলঙ্কৃতা ভুজা হ্যেভিরায়ুধৈঃ পরমেশ্বরী।
স্মর্ত্তব্যা স্তুতিকালাদৌ মহিষাসুরমর্দ্দিনী॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণীয় দেবীমাহাত্ম্যপাঠক্রম)

সহস্রমঙ্গল (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ৮।৫৩৬)

সহস্রমন্যু (ত্রি) সহস্রপ্রকার মনোবৃত্তিবিশিষ্ট।

সহমুতি (ত্রি) বহুবিধ রক্ষণবিশিষ্ট। "সহস্রমুতিস্তবিষীষু বাবৃধে" (ঋক্ ১।৫২।২) 'সহস্রমূতিঃ বহুবিধরক্ষণবান্' (সায়ণ)

সহস্রমূর্ত্তি (পুং) বিষ্ণু, ব্রহ্মরুদ্রাদি অনেক মূর্ত্তিবিশিষ্ট।

"অগ্না চক্রমৎ পুণ্যচিকির্ষয়োর্ব্ব্যা-
মধিষ্ঠিতো যানি সহস্রমূর্ত্তিঃ।" (ভাগবত ৩।১।১৭)

'সহস্রমূর্ত্তিঃ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যনেকমূর্ত্তিঃ' (স্বামী)

সহস্রমূর্দ্ধন্ (পুং) সহস্রং মূর্দ্ধানো যস্য। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৭) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩০)

সহস্রমূল (ত্রি) সহস্রসংখ্যক মূলযুক্ত। (অথর্ব্ব ১৩।৩।১৫)

সহস্রমূলী (স্ত্রী) সহস্রং মূলানি যস্য ঙীষ্। ১ দ্রবন্তী। (রাজনি°) ২ আখুকর্ণী, মূষাকাণী। (বৈদ্যকনি°)

সহস্রমৌলি (পুং) সহস্রং মৌলয়ো যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ অনন্ত-দেব। (দেবীভাগ° ১।২।৭)

সহস্রম্ভর (ত্রি) সহস্রং ভরতি খস্-মুম্। অনেক বিধের ভর্ত্তা, বিহরণ দ্বারা নানাবিধ রূপের ধারক বা সকলের ভর্ত্তা।

' বশিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ" (ঋক্ ২।১।১) 'সহস্রম্ভরঃ সহস্রস্য অনেকবিধস্য ভর্ত্তা, বিহরণেন নানাবিধরূপস্য ধারক ইত্যর্থঃ। যদ্বা সহস্রস্য সর্ব্বস্য ভর্ত্তা' (সায়ণ)

সহস্রযজ্ঞ (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (ললিতবি°)

সহস্রযজ্ঞতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সহস্রযাজ্ (ত্রি) সহস্রযাজিন্।

সহস্রযাজিন্ (ত্রি) সহস্র যজ্ঞ যজনাকারী।

সহস্রযামন্ (ত্রি) বহুমার্গ। "সহস্রযামা পথিকৃৎ বিচক্ষণঃ" (ঋক্ ৯।১ ৬।৫) 'সহস্রযামা বহুমার্গঃ' (সায়ণ)

সহস্ররশ্মি (পুং) সহস্রং রশ্ময়ো যস্য। সূর্য্য, সহস্র কিরণ।

সহস্ররশ্মিতনয় (পুং) সূর্য্যতনয়, সূর্য্যপুত্র। (বৃহৎস° ২৩।৩)

সহস্ররেতস্ (ত্রি) বহুবিধ হিরণ্যরেতস্ক বা প্রভূতসার। "সহস্ররেতা বৃষভস্তুবিষ্মান্" (ঋক্ ৪।৫।৩) 'সহস্ররেতাঃ বহুবিধ-হিরণ্যরেতস্কঃ, রেতঃ শব্দো সারবাচী, প্রভূতসারো বা' (সায়ণ)

সহস্রলিঙ্গী (স্ত্রী) সহস্র লিঙ্গ। (রাজতর° ২।১২৯)

সহস্রলোচন (পুং) সহস্রং লোচনানি যস্য। সহস্রলোচন ইন্দ্র।

সহস্রবক্ত্র (পুং) সহস্রং বক্ত্রাণি যস্য। সহস্রবদন, বিষ্ণু।

সহস্রবৎ (ত্রি) সহস্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সহস্রবিশিষ্ট, সহস্রযুক্ত। যাহার সহস্র পরিমাণ ধনাদি আছে।

সহস্রবর্চস্ (ত্রি) সহস্র কিরণবিশিষ্ট। অতিশয় দীপ্তিমান্।

সহস্রবাচ্ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি°)

সহস্রবাজ (ত্রি) ১ অপরিমিতান্ন। ২ অপরিমিত বলশালী।

"সহস্রবাজমভিমাতিষাহং" (ঋক্ ১০।১০।১৭)

'সহস্রবাজং অপরিমিতান্নং অপরিমিতবলং' (সায়ণ)

সহস্রবীর (ত্রি) সহস্র সংখ্যক শত্রুকে যিনি বিশেষরূপে প্রেরণ করেন বা অনেক পুত্রাদিবিশিষ্ট।

"সহস্রবীর মস্তৃণন্" (ঋক্ ১।১৮৮।৪)

'সহস্রবীরং সহস্রসংখ্যকা বীরাঃ শত্রূণাং বিশেষেণ ঈরয়ি-তারো দেবা যস্য তত্তাদৃক্, যদ্বা অপরিমিতবীরাঃ পুত্রাদয়ো যেন তাদৃক্' (সায়ণ)

সহস্রবীর্য্য (ত্রি) সহস্রং বীর্য্যাণি অস্য। ১ প্রভূত বলশালী। (শুক্লযজু° ১৩।২৬)

সহস্রবীর্য্যা (স্ত্রী) সহস্রং বীর্য্যাণ্যস্যাঃ। ১ দূর্ব্বা। (অমর) ২ মহাশতাবরী। (রাজনি°)

সহস্রবেধ (ক্লী) সহস্রং বেধা যস্য। ১ চুক্র, চুক্রনামক কাঞ্জিক বিশেষ। (রাজনি)

সহস্রবেধিন্ (ক্লী) সহস্রং বেধিতুং শীলমস্য। বিধ ছিদ্রী-করণে ণিনি। ১ হিঙ্গু। (রাজনি°) (পুং) ২ অম্লবেতস, জলবেতস। (মেদিনী) ৩ কস্তূরী। (ত্রি) ৪ সহস্রবেধকর্ত্তা, যিনি সহস্র বেধ করেন।

সহস্রশতদক্ষিণ (ত্রি) সহস্রশতং দক্ষিণা যস্য। সহস্রশত দক্ষিণাযুক্ত, যে যজ্ঞের দক্ষিণা সহস্রশত। (শতপথব্রা° ১৩।৫।৪।৭

সহস্রশস্ (অব্য°) সহস্র বারার্থে চশস্। সহস্র সহস্র, হাজার হাজার। হাজার বার।

সহস্রশাখ (ত্রি) সহস্রং শাখা যস্য। সহস্র শাখাবিশিষ্ট চারি-বেদ, এক একটী বেদের সহস্র করিয়া শাখা আছে।

সহস্রশিখর (ত্রি) সহস্রং শিখরাণি যস্য। বিন্ধ্য পর্ব্বত।
"সহস্রশিখরশ্চাদ্রিঃ পারিপাত্রঃ সশৃঙ্গবান্।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।১০)

সহস্রশিরস্ (পুং) সহস্রং শিরাংসি যস্য। সহস্রমস্তক, বাসুকি। (ভাগবত ৫।২৫।২)

সহস্রশীর্ষন্ (পুং) বিষ্ণু।
"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (পুরুষসূক্ত)

সহস্রশীর্ষাজাপিন্ (ত্রি) বিষ্ণুমন্ত্রজপকারী। (যাজ্ঞ° ৩।৩০৫)

সহস্রশোকস্ (ত্রি) অপরিমিত দীপ্তি। "সহস্রশোকা অভবৎ" (ঋক্ ১০।৯৬।৪) 'সহস্রশোকা, শুচ দীপ্তৌ অপরি-মিতদীপ্তির্ভবতি' (সায়ণ)

সহস্রশ্রবণ (পুং) সহস্রং শ্রবণানি যস্য। বিষ্ণু।

সহস্রশ্রুতি (পুং) পর্ব্বতভেদ, জম্বুদ্বীপের মধ্যে একটী বর্ষ-পর্ব্বত। (ভাগবত ৫।২০।১০)

সহস্রসম্বৎসর (ক্লী) সহস্র সংখ্যক বৎসর।

সহস্রসনি (ত্রি) সহস্রদান। বহু ধনদান। (ঐতরেয়ব্রা° ৫।১৪)

সহস্রসম্মিত (ত্রি) বহু ব্যক্তিদ্বারা স্থিরীকৃত। সর্ব্ববাদিসম্মত। (তৈত্তিরীয়স° ৭।২।১।৪)

সহস্রসা (ত্রি) সহস্রসংখ্যক লাভোপেত, সহস্রসংখ্যক লাভযুক্ত।
"ক্রাধ সহস্রসামৃষিং" (ঋক্ ১।১০।১১)
"সহস্রসাং সহস্রসংখ্যকলাভোপেতং" (সায়ণ)

সহস্রসাব (পুং) অশ্বমেধযজ্ঞ। "দদতো মঘানি সহস্রসাবে" (ঋক্ ৩।৫৩।৭) 'সহস্রসাবে সহস্রং সূয়তেঽস্মিন্নিতি সহস্রসাবো-ঽশ্বমেধঃ' (সায়ণ)

সহস্রসাব্য (ক্লী) অয়নভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।৫।২২)

সহস্রস্তুতি (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২৭)

সহস্রস্রোত (পুং) বর্ষপর্ব্বতভেদ। (ভাগবত ৫।২০।২৬)

সহস্রহর্য্যাশ্ব (পুং) ইন্দ্ররথ।

সহস্রা (স্ত্রী) সহস্রং বীর্য্যাণি সন্ত্যস্যামিতি অচ্-টাপ্। অম্বষ্ঠা।

সহস্রাংশু (পুং) সহস্রং অংশবো যস্য। সূর্য্য। (অমর)

সহস্রাগুজ (ত্রি) শনিগ্রহ।

সহস্রাক্ষ (পুং) সহস্রং অক্ষীণ্যস্যেতি (বহুব্রীহৌসক্থ্যক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎষচ্। পা ৫।৪।১১৩) ইতি ষচ্। ১ ইন্দ্র, সহস্রলোচন। (অমর) ২ বিষ্ণু। (পুরুষসূক্ত) ৩ পীঠস্থানবিশেষ। এই পীঠস্থানের দেবীর নাম উৎপলাক্ষী।
"উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা"(দেবীভা° ৭।৩০।৩৫)

সহস্রাক্ষজিৎ (পুং) সহস্রাক্ষং ইন্দ্রং জয়তি জি-ক্বিপ্। রাবণ-পুত্র, ইন্দ্রজিৎ। [ইন্দ্রজিৎ দেখ।]

সহস্রাক্ষধনুস্ (ক্লী) সহস্রাক্ষস্য ইন্দ্রস্য ধনুঃ। ইন্দ্রধনুঃ, শক্রধনুঃ।

সহস্রাক্ষরা (ত্রি) সহস্রং অক্ষরাণি যস্য। অপরিমিত বচনযুক্ত।
"সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্" (ঋক্ ১।১৬৪।৪১) 'সহস্রাক্ষরা অপরিমিতবচনো ইয়ং' (সায়ণ)

সহস্রাখ্য (পুং) সহস্রং আখ্যা যস্য। সহস্র আখ্যাযুক্ত, সহস্র আখ্যা-বিশিষ্ট।

সহস্রাঙ্ক (পুং) সহস্র সংখ্যক অঙ্ক।

সহস্রাজিত (পুং) ভগবানের পুত্র রাজভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।৮)

সহস্রাত্মন্ (ত্রি) সহস্রং আত্মা স্বরূপং যস্য। আদিদেব, ব্রহ্মা।
"সহস্রাত্মা ময়া যো ব আদিদেব উদাহৃতঃ।
মুখবাহূরুপজ্জাঃ স্যু স্তস্য বর্ণা যথা ক্রমং।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।১২৬)

সহস্রাধিপতি (পুং) সহস্রং অস্য অধিপতিঃ। সহস্রগ্রামের অধিপতি, মনুতে লিখিত আছে, রাজা শতপতি ও সহস্রাধিপতি নিযুক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করিবেন। (মনু ৭।১১)

সহস্রানন (পুং) সহস্রং আননানি যস্য। বিষ্ণু।

সহস্রানীক (পুং) শতানীক-রাজপুত্র। রাজা শতানীক যজ্ঞ স্থানে সহস্র সহস্র অশ্ব হস্তী প্রভৃতি দান করিতেন, এবং অশেষ গুণের আধার ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ গুণযুক্ত বলিয়া তাঁহার পুত্রকে সহস্রানীক এই নাম দেন।
(অগ্নিপু° পাপনাশকবৃষদানাধ্যায়)

সহস্রাপোষ (পুং) সহস্রপোষ। (অথর্ব্ব ৬।৭৯।৩)

সহস্রাপ্সস্ (ত্রি) বহুরূপ, অনেক প্রকার রূপবিশিষ্ট।
"নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাট্" (ঋক্ ৯।৮৮।৭) 'সহস্রাপ্সাঃ অপ্স ইতি রূপনাম বহুরূপস্তং' (সায়ণ)

সহস্রামঘ (ত্রি) বহুধন, অনেক ধনযুক্ত। 'সহস্রামঘং বৃষণং বৃহন্তং (ঋক্ ৭।৮৮।১) 'সহস্রামঘং বহুধনং বৃষণং' (সায়ণ)

সহস্রায়ু (পুং) সহস্রবৎসর পরমায়ুবিশিষ্ট। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।৩৩)

সহস্রায়ুতীয় (ক্লী) সামভেদ।

সহস্রায়ুধ (ত্রি) সহস্র আয়ুধবিশিষ্ট।

সহস্রায়ুষ্ট্ব (ক্লী) সহস্র বৎসর পরমায়ুবান্।

সহস্রায়ুস্ (ত্রি) সহস্রায়ুঃ।

সহস্রার (পুং ক্লী) সহস্রং আরাণি কোণা যস্য। শিরোবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমল। মস্তকে এই সহস্রার নামক সহস্র দল পদ্ম অধোমুখে অবস্থিত আছে। এই পদ্ম মধ্যে সৃষ্টিস্থিতি-লয়াত্মক পরবিন্দু অবস্থিত। চিত্তের বিক্ষেপ দূর করিয়া এই পরবিন্দুর ধ্যান করিতে হয়।

"সহস্রারে হিমনিভে সর্ব্ববর্ণবিভূষিতে।
অকথ দি ত্রিরেখাঙ্কহলক্ষত্রয়ভূষিতে॥
তন্মধ্যে পরবিন্দুশ্চ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকং। এবং সমাহিত-মনাধারয়েন্ন্যাসোহয়মাত্মরঃ॥" (তন্ত্রসার মাতৃকান্যাস)
(ত্রি) সহস্রং অরাণি যস্ত। বহু চক্রাঙ্গবিশিষ্ট।

সহস্রারজ (পুং) জৈনদিগের দেবতাভেদ।

সহস্রার্চ্চিস্ (পুং) ১ শিব। ২ সূর্য্য।

সহস্রাবর্ত্তকতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সহস্রাবর্ত্তা (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তিভেদ।

সহস্রাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

সহস্রাহ (পুং) সহস্র দিন, হাজার দিন।

সহস্রিক (ক্লী) সহস্র। সংস্রক সাধুপাঠ।

সহস্রিন্ (পুং) সহস্রং বলমস্ত্যস্যেতি সহস্র (তপঃ সহ-স্রাভ্যাং বিনীনৌ। পা ৫।২।১০২) ইতি ইনি। সহস্র দ্বারা বলী, যাহার সহস্রসংখ্যক অশ্বগজাদি সৈন্যবল আছে। পর্য্যায়— সাহস্র। (অমর) ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়া-ছেন, যে সহস্রেণ সহস্রসংখ্যেন গজাদিনা বলিনঃ সৈন্য-বন্তঃ তে' (ভরত) (ত্রি) ২ সহস্রবিশিষ্ট।

সহস্রিয় (ত্রি) সহস্রেণ সম্মিতঃ সহস্র (সহস্রেণ সম্মিতৌ ঘঃ। পা ৪।৪।১৩৫) সহস্রং বিদ্যতে হস্তাং অশ্বিন বা ইতি মত্বর্থে বেদে ঘ। ২ সহস্রযুক্ত, সহস্রবিশিষ্ট। বৈদিক প্রয়োগে সহস্র বিশিষ্ট অর্থে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

সহস্রীয় (ত্রি) সহস্র সম্বন্ধীয়।

সহস্রোতি (ত্রি) সহস্র রক্ষণ। "সহস্রোতে শতামঘ" (ঋক্ ৮।৩৪।৭) 'সহস্রেতে সহস্ররক্ষণা' (সায়ণ)

সহস্বৎ (ত্রি) সহস্-মতুপ্। সহনযুক্ত, সহিষ্ণু।
"প্রমদয়ে সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি" (ঋক্ ১।৯১।৫)
'সহস্বতঃ সহনবতঃ' (সায়ণ)

সহাচর (পুং) সহ আচরতীতি, আ-চর-অচ্। ১ পীতঝিণ্টী। (শব্দরত্না°) ২ সহচর।

সহাদর (অব্য°) সাদর, আদরের সহিত।

সহাধ্যয়ন (ক্লী) সহ একত্র অধ্যয়নং। সহপাঠ, একত্র অধ্য-য়ন, একত্র পড়া।

সহাধ্যায়িন্ (ত্রি) সহ অধ্যেতি ইতি অধি-ইন্-ণিনি। সহপাঠী বা এক পাঠী, একত্র অধ্যয়নকারী, এক গুরুর শিষ্য।

সহানুগমন (ক্লী) ভর্ত্তা সহ অনুগমনং। সহমরণ, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার সহিত মরণ। [সহমরণ শব্দ দেখ।]

সহানুভূতি (স্ত্রী) অন্যের সুখদুঃখাদিতে তাদৃশ সুখদুঃখাদি অনুভব করা। অন্যের সহিত অনুভব করা (sympathy)।

সহাপবাদ (ত্রি) অপবাদের সহিত, অপবাদবিশিষ্ট, নিন্দাযুক্ত

সহাম্পতি (পুং) ব্রহ্মা। (ললিতবি°)

সহায় (পুং) সহ অয়তে ইতি অয়-অচ্। অনুকূল, যিনি আনুকূল্য করেন, সাহায্যকারী। পর্য্যায়—অনুপ্লব, অনুচর, অভিসর। (অমর)
রাজা সহায়সম্পন্ন না হইয়া কদাচ পররাষ্ট্র গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন না। সাধু চরিত্র, পুষ্ট অর্থাৎ সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ সর্ব্বদা প্রতিমানিত ব্যক্তিকে সহায় করিবেন।
"সদ্বৃত্তাশ্চ তথা পুষ্টাঃ সততং প্রতিমানিতাঃ।
রাজ্ঞা সহায়াঃ কর্ত্তব্যাঃ পৃথিবীং জেতুমিচ্ছতাঃ॥"
(মৎস্যপু° ২১৫।৭৪)

সহায়তা (স্ত্রী) সহায় (গ্রামকনবন্ধুসহায়েভ্যস্তল্। পা ৪।২।৪৩) ইতি তল্-টাপ্। সহায়ত্ব, সহায়ের ভাব বা ধর্ম্ম, সাহায্য।

সহায়ন (ক্লী) সহ অয়নং গমনং। ১ সহিত গমন।
(রামায়ণ ১।৩।১০)

সহায়বৎ (ত্রি) সহায়ো বিদ্যতেঽস্য সহায়-মতুপ্ মস্য ব। সহায়বিশিষ্ট, সহায়যুক্ত।

সহায়িন্ (ত্রি) সহায় অস্ত্যর্থে ইনি। সহায়যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীব্। সহায়িনী।
"ধর্ম্মার্থকামকালেষু ভার্য্যা পুংসঃ সহায়িনী।" (রামা° ৪।২।৩৬)

সহার (পুং) সহতে ইতি সহ (তুষারাদয়শ্চ। উণ্ ৩।১৩৯) ইত্যারন্। ১ আম্রবৃক্ষ। (উজ্জ্বল) (২) মহা প্রলয়। (হলায়ুধ)

সহার, যুক্তপ্রদেশের মথুরাজেলার ছাতা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। ছাতা নগর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে আগ্রা খালের বামকূলে স্থাপিত। এই নগরে ভরতপুরের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা সূর্য্যমল্লের পিতা ঠাকুর বদনসিংহের বাসভবন ছিল। তাঁহার ঐ প্রাসাদ এক্ষণে ধ্বংস-প্রায় নিপতিত রহিয়াছে। এক সময়ে উহার গঠননৈপুণ্য ও দীর্ঘায়তন সাধারণের নয়ন আকর্ষণ করিত। নগর মধ্যে স্থাপত্যবিদ্যার পরাকাষ্ঠাজ্ঞাপক আরও কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। উহাদের প্রস্তরনির্ম্মিত সুবিস্তৃত খিলান করা প্রবেশ-দ্বারগুলি এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। উহার এক স্থানে একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বস্ত নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এক্ষণে মথুরার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

সহার, গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

সহারণপুর, যুক্ত প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা ও নগর। [শাহরাণপুর দেখ।]

সহারোগ্য (ত্রি) আরোগ্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। নীরুক্, রোগশূন্য, আরোগ্যের সহিত বর্ত্তমান।

সহার্দ্দ (পুং) হার্দ্দেন সহ বর্ত্তমানঃ। সপ্রেম, স্নেহযুক্ত।
সহালাপ (পুং) আলাপের সহিত, আলাপযুক্ত।
সহাবৎ (ত্রি) সহনযুক্ত, সহিষ্ণু। "সহুরিঃ সহাবান্" (সায়ণ)
সহাবন্ (ত্রি) বলবান্, বলযুক্ত।
"সহাবানং তরুতারং রথানাং" (ঋক্ ১০।১৭৮।১)
'সহাবানং সহস্বন্তং বলবন্তং' (সায়ণ)

সহাবর, যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলার কাসগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। ইটা নগর হইতে ২৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। রাজা নৌরঙ্গদেব নামক জনৈক চৌহান রাজপুত এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই নামানুসারে ইহা নৌরঙ্গাবাদ নামে আখ্যাত হয়। কিছু দিন পরে মুসলমানগণ এই নগর আক্রমণ করেন, রাজা শিরহপুরা রাজ্যে পলাইয়া যান এবং নগরবাসীরা বিজেতা মুসলমান কর্ত্তৃক ধৃত ও উৎপীড়িত হইয়া ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। প্রজাবর্গের উপর অন্যায় উৎপীড়ন হইতেছে দেখিয়া প্রজাবৎসল রাজা নৌরঙ্গ বিচলিত হইয়া পড়িলেন, তিনি শিরহপুরার নরপতি ও প্রজাসাধারণের নিকট মুসলমানের অযথা অত্যাচার ও তাঁহার রাজ্যাপহরণবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে মুসলমানবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করেন, তাঁহাদের সাহায্যে রাজা নৌরঙ্গদেব মুসলমানদিগকে নৌরঙ্গাবাদ হইতে তাড়াইয়া দেন এবং স্বীয় রাজ্যোদ্ধার করিয়া উহার সহাবর নামে পরিবর্ত্তন করেন। এখন এই নগরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি আদৌ নাই। একমাত্র ফৈজ-উদ্দীন্ ফাকবের সমাধি-মন্দির এখানকার প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

সহাসন (ক্লী) সহ অসনং। একাসন।
"সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥"(মনু ৮।২৮১)

সহিত (ত্রি) সম্-ধা-ক্ত, ধাঞো হিঃ' ইতি হি (সমো বা তত হিতয়োঃ। পা ৬।১।১৪৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা মলোপঃ, বা সহশব্দাদিনচ্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। ১ সমভিব্যাহৃত, মিলিত, সংযুক্ত। ২ সংহিত। ৩ সম্যক্ হিত, হিতকর, ইষ্টসাধক। হিতবিশিষ্ট।

সহিতত্ব (ক্লী) সহিতস্য ভাবঃ ত্ব। সহিতের ভাব বা ধর্ম্ম।
সহিতব্য (ত্রি) সহ তব্য। সোঢ়ব্য, সহনযোগ্য, সহ্য করিবার উপযুক্ত।
সহিতস্থিত (ত্রি) একত্র অবস্থিত।
সহিতাঙ্গুল (ত্রি) অঙ্গুলিযুক্ত। (পা ৪।১।৭০)
সহিতৃ (ত্রি) সহতে ইতি সহ-তৃচ্, (তীষসহেতি। পা ৭।২।৪৮) ইতি পক্ষে ইট্। সহনশীল, সোঢ়া।
সহিতোরু (ত্রি) ঊরুসংযুক্ত। [সংহিতোরু দেখ।]

সহিত্র (ক্লী) সহতেঽনেনেতি সহ (অর্ত্তি-লূধূ-সূ-সহচর ইত্রঃ। পা ৩।২।১৮৪) ইতি ইত্রঃ। সহনকরণ, যাহা দ্বারা সহ্য করা যায়।
সহিরণ্য (ত্রি) হিরণ্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। হিরণ্যযুক্ত, হিরণ্য-বিশিষ্ট, সুবর্ণযুক্ত।
সহিষ্ঠ (ত্রি) বলবত্তম, অতিশয় বলবান্।
"মন্ত্রে সহঃ সহিষ্ঠঃ" (ঋক্ ৬।১৮।৪)
'সহিষ্ঠ বলবত্তমঃ' (সায়ণ)

সহিষ্ণু (ত্রি) সহতে ইতি সহ (অলংকৃঞ্ নিরাকৃঞিতি। পা ৩।২।১৩৬) ইতি ইষ্ণুচ্। সহনশীল। পর্য্যায়—সহন, ক্ষন্তা, তিতিক্ষু, ক্ষমিতা, ক্ষমী। (অমর) যিনি সহ্য করিতে পারেন।
সহিষ্ণুতা (স্ত্রী) সহিষ্ণো র্ভাবঃ সহিষ্ণু-তল্-টাপ্। সহিষ্ণুর ভাব বা ধর্ম্ম। পর্য্যায়—তিতিক্ষা, ক্ষমা, ক্ষান্তি। (জটাধর)

সহাসপুর (সহিসপুর), যুক্তপ্রদেশের বিজনৌর জেলার ধামপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। বিজনৌর নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে মোরাদাবাদ হইতে হরিদ্বার যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৭′ ৪০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪০′ ১৫″ পূঃ। এখানে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়, উহার ৫ গজের একখানি বস্ত্র ৫৲ টাকা মূল্যে আদরের সহিত বিক্রীত হইয়া থাকে। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। আউধ রোহিলখণ্ড রেলপথের উত্তর-শাখার একটী ষ্টেসন এই নগরে স্থাপিত।

সহিসবান, (সহাসবান্), যুক্তপ্রদেশের বুদাউন জেলার একটী তহসীল। গঙ্গাতীর হইতে উত্তর দিকে বিস্তৃত এবং সহিসবান ও কোট পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪৭০ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও সহিসবান তহসীলের বিচার সদর। বুদাউন নগর হইতে ১ মাইল দূরে মহাবা নদীর বামকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ২৮° ৪′ ২০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৭′ ২০″ পূঃ। মিউনীসিপালিটী থাকায় নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারে হাট বসে। গুন্নৌর, বিশৌলী, বিলসি ও উঝাণী নগরের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার জন্য কয়টী রাস্তা আছে। কেওড়া ফুল হইতে কেওড়ার জল প্রস্তুতের জন্য এখানে কেওড়াগাছের বিস্তৃত চাস আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে আর অপর কোন দ্রব্যের কোনরূপ বিশেষ কারবার নাই। এই নগরের একাংশে একটী সুবৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহা একটী প্রাচীন দুর্গ ও প্রাসাদের ধ্বংস নিদর্শন। স্থানীয় লোকে উহাকে রাজা সহস্রবাহুর নির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে।

সহীয়স্ (ত্রি) অতিশয়রূপে শত্রুদিগের অভিভবকারী।

"যদ্বিষ্ণু পচন্তং সহীয়ান্" (ঋক্ ১৬১১৭) 'সহীয়ান্ অতিশয়েন শত্রূণামভিভবিতা' (সায়ণ)

সহুরি (পুং) সহতে ইতি সহ-(অসি-সহীরুরিন্। উণ্ ২১৭৩) ইতি উরিন্। ১ সূর্য্য। (স্ত্রী) ২ পৃথিবী। (উজ্জ্বল)

সহূতি (স্ত্রী) স্তুতি, স্তব। "সহূতিং তিরো বিশ্বান্" (ঋক্ ১০।৮৯।১৬) 'সহূতিং স্তুতিং' (সায়ণ)

সহৃদয় (ত্রি) হৃদয়েন অন্তঃকরণেন সহ বর্ত্তমানঃ। প্রশস্তমনাঃ, প্রশস্তচিত্ত, সদন্তঃকরণ। ২ সামাজিক। ৩ রসজ্ঞ। ৪ বিদ্বান্।

সহৃল্লেখ (ক্লী) হৃল্লেখেন সহ বর্ত্তমানং। বিচিকিৎসিতান্ন, দূষিতান্ন।

"বিচিকিৎসা তু হৃদয়ে অন্নে যস্মিন্ প্রজায়তে।
সহৃল্লেখস্তু বিজ্ঞেয়ং পুরীষস্ত স্বভাবতঃ॥" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

সহেতিকরণ (ত্রি) ইতিপদযুক্ত। (ঋক্প্রাতি° ১০।৬)

সহেতিকার (ত্রি) উপসংহার বা ইতিপদ দ্বারা সমাপ্তকরণ।

সহেতু (ত্রি) হেতুনা সহ বর্ত্তমানঃ। হেতুর সহিত বর্ত্তমান, হেতুযুক্ত, হেতুবিশিষ্ট।

সহেতুক (ত্রি) সহেতু-স্বার্থে কন্। হেতুযুক্ত, সহেতু।

সহেদেরপুর, যশোরের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।
(ভবিষ্যব্র° খ° ১১।১৭)

সহেল (ত্রি) হেলার সহিত বর্ত্তমান, হেলাযুক্ত।

সহৈকস্থান (ক্লী) একস্থানের সহিত বর্ত্তমান। একস্থানবিশিষ্ট।

সহোক্তি (স্ত্রী) সহ উক্তিঃ। অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"সহোক্তি সহভাবেন কথনং গুণকর্ম্মণাং।" (কাব্যাদর্শ ২।৩৫১)
যে স্থলে গুণাদির সহভাবে অর্থাৎ সাহিত্যরূপে কথন হয়, তথায় সহোক্তি অলঙ্কার হয়।
'গুণাদীনাং সহভাবেন সাহিত্যেন যৎকথনং সা সহোক্তিঃ' (টীকা)
যে স্থলে সহশব্দার্থবলে একটী পদ দুইটী বিষয়ের বাচক হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"সহার্থস্য বলাদেকং যত্র স্যাদ্বাচকং দ্বয়োঃ।
সা সহোক্তির্মূলভূতাতিশয়োক্তির্যদা ভবেৎ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০।৭০১)

সহোজা (ত্রি) ১ অগ্নি। (ঋক্ ১।৮৮।১) ২ ইন্দ্র।
(ঋক্ ১০।১০৩।৫)

সহোটজ (পুং) উটজেন সহ বর্ত্তমানঃ। মুনিদিগের পর্ণশালা।
"মুনীনাঞ্চ চিতা কুড্যাং পর্ণোটজসহোটজৌ" (হারাবলী)

সহোঢ় (পুং) উঢ়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ। পুত্র ১২ প্রকার, সহোঢ় তাহার মধ্যে একবিধ। নারী গর্ভবতী হইয়া পরে যদি তাহার বিবাহসংস্কার হয়, এবং গর্ভ জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হইয়া যিনি ইহাকে বিবাহ করেন, এই গর্ভ তাহার বলিয়া অভিহিত হয় ও এই গর্ভস্থ সন্তানকে সহোঢ় বলে।

"যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢ়ুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে॥" (মনু ৮ অ°)

(ত্রি) হোঢ়েন হৃতদ্রব্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ হৃত দ্রব্যের সহিত বর্ত্তমান। মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা হৃত দ্রব্যের সহিত চোরকে দণ্ডবিধান করিবেন।

"ন হোঢ়েন বিনা চৌরং ঘাতয়েদ্ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
সহোঢ়ং সোপকরণং ঘাতয়েদবিচারয়ন্॥" (মনু ৯।২৭০)

সহোত্থ (ত্রি) সহ উত্থ, সহিত উত্থানকারী।

সহোত্থায়িন্ (ত্রি) সহ উত্থানকারী, যাহারা সঙ্গে সঙ্গে উত্থান করে, যাহারা এক সময়ে বাঁচিয়া উঠে।

সহোদক (ত্রি) সমানোদক। (মার্কণ্ডেয়পু° ৩০।২০) উদকের সহিত।

সহোদর (পুং) উদরেণ সহ বর্ত্ততে ইতি সহ সমানঃ উদরং যস্যেতি বা। একমাতৃগর্ভজাত ভ্রাতা, এক মায়ের পেটের ভাই। পর্য্যায়—সহজ, সোদর, ভ্রাতা, সগর্ভ, সমানোদর্য্য, সোদর্য্য।

সহোদা (ত্রি) পরাভিভবসামর্থ্যবলদাতা, শত্রুকে অভিভব করিতে পারা যায় এইরূপ বল যিনি প্রদান করেন।
"উগ্রং উগ্রভিঃ স্থবিরঃ সহোদাঃ" (ঋক্ ১।১৭১।৫)
'সহোদাঃ পরাভিভবসামর্থ্যং বলং সহঃ তস্য দাতা' (সায়ণ)

সহোপধ (ত্রি) উপধাস্বরবিশিষ্ট।

সহোপলম্ভ (পুং) উপলম্ভের সহিত। (সর্ব্বদর্শনস° ১৬।১৮)

সহোর (ত্রি) সহতে সর্ব্বমিতি সহ (কিশোরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৬৬) ইতি ওরন্। সাধু, ধার্ম্মিক। (উজ্জ্বল)

সহোরু (ত্রি) উরুর সহিত।

সহোবল (ক্লী) সহসা তেজসা বলমত্রেতি। দৌরাত্ম্য।

সহোবৃধ্ (ত্রি) বলবর্দ্ধয়িতা, যিনি বলবর্দ্ধন করেন। "অগ্নিং দধিরে সহোবৃধং" (ঋক্ ১৩৬।২) 'সহোবৃধং বলস্ত বর্দ্ধয়িতারং বৃধ্ বৃদ্ধৌ অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্' (সায়ণ)

সহোষিত (ত্রি) সহ উষিতঃ। একত্র যাহারা বাস করেন।

সহৌজস্ (ত্রি) বলের সহিত বর্ত্তমান। (শুক্লযজুঃ ৩৬।১)

সহ্য (ত্রি) সোঢ়ুং শক্যঃ সহ (শকিসহোশ্চ। পা ৩।১।৯৯) ইতি যৎ। ১ সোঢ়ব্য, সহনীয়, সহনযোগ্য, সহ্য করিবার উপযুক্ত। সহতে ইতি সহ-যৎ। ২ আরোগ্য। ৩ সাম্য। সুমধুর। (শব্দরত্না°) ৪ প্রিয়।

"ততস্তং প্রত্যুবাচাথ মারীচো রাক্ষসেশ্বরং।
কিন্তে সহ্যং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্যবশোঽপি তৎ॥"
(মহাভারত ৩।২৭৭।১০)

(পুং) ৫ পর্ব্বতভেদ, সহ্যপর্ব্বত, সহ্যাদ্রি, এই পর্ব্বত সপ্ত-কুলাচলের মধ্যে একটী।

সহ্যুস্ (ত্রি) অতিশয়রূপে অভিভাবকারী (শত্রু)।

"তেভির্ণপাতং সহ্যুসঃ" (ঋক্ ১০।৯৩।১)

'সহ্যুসঃ অতিশয়েন অস্মানভিভাবিতুঃ শত্রোঃ' (সায়ণ)

সহ্যতা (স্ত্রী) সহ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সহ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সহন।

সহ্যাদ্রি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীস্থিত একটী পর্ব্বতমালা। তাপ্তী নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের শাখা প্রশাখাই সহ্যাদ্রিশৈল নামে কথিত; কিন্তু বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যের উপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহে বিস্তৃত পর্ব্বতমালাই সহ্যাদ্রি বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এই সহ্যাদ্রি শৈলখণ্ড খান্দেশ হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া রাজধানী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পালঘাট নামক শাখা-পর্ব্বতগুলিও এই পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, ইহা উত্তর ও দক্ষিণ কোঙ্কণ প্রদেশের পূর্ব্ব সীমারূপে সমুদ্রোপকূলের প্রায় সমান্তরাল ভাবে দণ্ডায়মান। রত্নগিরি নামক উপকূলবর্ত্তী জেলা এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠ সাধারণতঃ ২ হাজার হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। উহার উপরিস্থ কোন কোন পর্ব্বতশৃঙ্গ ৫ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ঐ সকলের কোথাও কোথাও উপরে ও নিম্নে আগ্নেয়গিরিসমুদ্ভূত ধাতব স্তর (Basaltic ores) বিদ্যমান আছে। এই কারণে উক্ত পর্ব্বতশিখরস্থ ভূমি সাধারণতঃই দুরারোহ। সামান্য আয়াস ও যত্ন করিলে অনায়াসেই ঐ পর্ব্বতের উপর দুর্গম ও দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় গিরিদুর্গ বিনির্ম্মিত হইতে পারে। এই সুবিধা থাকায় মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ে এখানে অনেকগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেক গিরিশিরেই সুমিষ্ট জলোদ্গারী প্রস্রবণ বিরাজিত, এই জন্য তথায় কখনও জলাভাব হয় না। দুর্গরক্ষিত সেনাদলের স্বাস্থ্যকর পানীয় জন্য উহা অনায়াসেই গৃহীত হইতে পারে। অনেকে বাঁধ দিয়া বা চৌবাচ্ছা গাঁথিয়া ঐ জল আটক করা হইয়া থাকে।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে অসংখ্য গিরিপথ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বকালে সেই সকল সঙ্কট দিয়া মহারাষ্ট্র সৈন্যেরা ও দেশীয় বণিকবৃন্দ যাতায়াত করিত। বাণিজ্যের সুবিধার্থ ইংরাজ রাজবাহাদুর ঐ পর্ব্বতপৃষ্ঠে কএকটী নূতন রাস্তা কাটাইয়া দিয়াছেন। এই গিরিসঙ্কটগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। ৪ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানেও সুন্দর দৃশ্য বৃক্ষলতাদি মণ্ডিত। দেখিলেই বোধ হয় এখানে চির বসন্ত বিরাজিত এবং ইহা বসন্তসখার বিশ্রামোপবন। কেবল মাত্র যে সকল স্থানে দৃঢ় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরাবলী বিরাজিত সেই সকল স্থানে একটী সামান্য লতা ও উদ্ভিদ্ হইতে দেখা যায় না।

সহ্যাদ্রিশৈল শৃঙ্গের মধ্যে মহাবলেশ্বর (৪৭১৭ ফিট্) সর্ব্বোচ্চ। এখানে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ ও দেবমন্দিরাদি বিদ্যমান আছে। [মহাবলেশ্বর দেখ।] পালঘাট ও সহ্যাদ্রি শৈলের মধ্য পথ দিয়া মান্দ্রাজ হইতে বেপুর পর্য্যন্ত একটী রেল রাস্তা বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাদ্বারা দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যাদি নির্ব্বিঘ্নে নানা স্থানে চালিত হইয়া থাকে। পশ্চিম ঘাট, পালঘাট, নীলগিরি, পালনিস্ প্রভৃতি শব্দে এই পর্ব্বতের প্রাকৃতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় পুনরালোচিত হইল না। [তত্তদ্ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দক্ষিণ-পশ্চিম মসুম বায়ুর আরম্ভে ও শেষে এখানে সাধারণত ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইয়া থাকে।

সহ্যাদ্রিখণ্ড, স্কন্দপুরাণের একটী অংশ। এই অংশে সহ্যাদ্রি শৈলের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রাজবংশের বংশাবলী ও পরিচয় এবং দেবস্থানাদি কীর্ত্তিত আছে। স্কন্দপুরাণের সহ্যবর্ণন অধ্যায়েও সহ্যাদ্রি প্রদেশের বিশদ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

সহ্যু (ত্রি) শত্রুদিগকে অভিভবকারী। "প্রভিষ্টিঃ পুরুমায়স্য সহ্যোঃ" (ঋক্ ৬।১৮।১২) "সহ্যোঃ শত্রূণামভিভবিতুঃ' (সায়ণ)

সা (স্ত্রী) ১ গৌরী। ২ লক্ষ্মী। (শব্দরত্না°) ৩ পূর্ব্বোক্ত পরামর্ষবিষয়ীভূতা, পূর্ব্বে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, পরে তাহার আর উল্লেখ না করিয়া সা এই শব্দ প্রয়োগ করিলে তৎপদার্থকে বুঝায়। ৪ প্রসিদ্ধা। সর্ব্বনাম তৎশব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে সা হয়।

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।

সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥" (সাহিত্যদ°)

সাইঙ্গ (দেশজ) বংশদণ্ড, যাহাতে পোট্‌লি বাঁধিয়া লোকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়।

সাই (দেশজ) প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, যে সকল আম্র অতি উত্তম, তাহাকে সাই আম কহে। ছোটসাই, বড়সাই প্রভৃতি উপাদেয় আম আছে।

সাইদ্ (আরবী) স্মৃতি, নিদর্শন।

সাইন্ (পারসী) চিহ্ন। ইংরাজী Sign শব্দজ।

সাইর্ (আরবী) ১ গমন। ২ অবশিষ্টাংশ। ৩ সম্পূর্ণ। ৪ রাজকরবিশেষ।

সাংক্রামিক (ত্রি) সংক্রাম-ঠঞ্। সংক্রমণশীল, যাহার সংক্রমণ হয়, স্পর্শতে যাহা উৎপন্ন হয়, চলিত ছোঁয়াচে।

সাংখ্য, মহর্ষি কপিলপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। [সাঙ্খ্য দেখ।]

সাংগ্রামিক (ত্রি) ১ যুদ্ধোপযোগী। ২ যুদ্ধসম্বন্ধীয়। ৩ যুদ্ধনিপুণ, রণদক্ষ। (পুং) ৪ সেনাপতি।

সাংঘাতিক (ত্রি) সংঘাতে সাধুঃ সংঘাত (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ সম্যক্ প্রকার হননকারক। মারাত্মক। যে স্থলে রোগাদি অতি প্রবল হইয়া মারাত্মক হয় তাহাকে সাংঘাতিক কহে। ২ ষণ্নাড়ীচক্রোক্ত নক্ষত্রবিশেষ। জন্মনক্ষত্র হইতে ষোড়শনক্ষত্রকে সাংঘাতিক নাড়ী কহে। এই নক্ষত্রে যে সকল গ্রহ থাকেন, তাহারা বিশেষ অনিষ্ট ফলপ্রদ হন। গ্রহ এই নাড়ীস্থ হইলে দেহ, দ্রাবণ ও বন্ধুনাশ হয়। গ্রহগণের শুভাশুভ ফলবিচারকালে গ্রহগণ ষণ্নাড়ীস্থ হইয়াছে কি না, তাহা প্রথমে বিশেষ করিয়া দেখিবে। ষণ্নাড়ীর মধ্যে এই সাংঘাতিক বিশেষ অনিষ্ট ফলদ।

"জন্মাস্তং কর্ম্ম ততোহপি সাংঘাতিকং ষোড়শভং।
দেহদ্রাবণবন্ধুনাং হানিঃ সাঙ্ঘাতিকে তথা॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব) [ষণ্নাড়ী শব্দ দেখ]

সাংদৃষ্টিক (ক্লী) সংদৃষ্টা প্রত্যক্ষে ভবং সংদৃষ্টি ঠঞ্। (অমর) ২ দৃষ্টিপরিকল্পনান্যায়, পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের মনে মনে কল্পনা। পূর্ব্বের অনুক্রম দেখিয়া পরে সেই কল্পনা করিলে এই ন্যায় হয়। পূর্ব্বে যে প্রণালী দেখা গিয়াছে, সেইরূপ স্থানে তদনুরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হয়, এইরূপ কল্পনা করিয়া লওয়াকে সাংদৃষ্টিক-ন্যায় কহে।

"যথা পিত্রভাবে মাতা তথা পিতামহাভাবে পিতামহীতি, সাংদৃষ্টিকন্যায়েন পিতামহ্যধিকারস্ত সিদ্ধত্বাৎ"

(দায়ভাগটীকা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার)

পিতার অভাবে মাতা অধিকারিণী একস্থানে বলা হইয়াছে, কিন্তু পিতামহের অভাবে কে অধিকারী হইবে তাহা অভিহিত হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে পিতার অভাবে মাতা, এই সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে পিতামহের অভাবে পিতামহী হইবে। যথায় এইরূপ কল্পনা হয়, তথায় সাংদৃষ্টিক ন্যায় হইয়া থাকে।

সাংযাত্রিক (পুং) সংযাত্রা দ্বীপান্তরগমনং সা প্রয়োজনমস্যেতি, তদস্য প্রয়োজনং ইতি ঠঞ্। পোতবণিক্, যাহারা জলপথে বাণিজ্য করে। (অমর) ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন, 'দ্বেবহিত্রগামিনি বণিক্‌জনে, সংপূর্ব্বো যাতির্দ্বীপান্তরগমনবৃত্তিঃ ততস্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ামাপ্, সংযাত্রা দ্বীপান্তরগমনং তদস্য প্রয়োজনমিতি বিকারসঙ্ঘেতি ষ্ণিকঃ, সম্যক্‌যাত্রা সংযাত্রা তয়া ব্যবহরতি চরে কাদিতি ষ্ণিকো বা' (ভরত)

সাংযুগীন (ত্রি) সংযুগে সাধুঃ সংযুগ (প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্। পা ৪।৪।৯৯) ইতি খঞ্। যুদ্ধকুশল, রণে সাধু। (অমর)

সাংযোগিক (ত্রি) সংযোগায় প্রভবতি সংযোগস্তস্মৈ প্রভবতি (সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সংযোগের নিমিত্ত যাহা প্রভব হয়।

সাংরক্ষ্য (ক্লী) সংরক্ষস্য ভাবঃ কর্ম্মবা (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) সংরক্ষের ভাব বা কর্ম্ম, সম্যক্‌রূপ রক্ষা।

সাংরাবিন্ (ক্লী) সং রুল ধ্বনৌ (অভিবিধৌ ভাবে ইনুন্। পা ৩।৩।৪৪) ইতি ইনুন্ (আনিনুণঃ। পা ৫।৪।১৫) ইতি স্বার্থে অণ্। হট্টের সম্যক্ শব্দ, হাটের গোলমাল।

"যং দোর্ম্মাত্রপরিচ্ছদো যুধিমুদোৎক্ষিপ্য প্রতীচ্ছন্ মুহুঃ।
সংতেনে দশভির্নিজৈরপি মুখৈঃ সাংরাবিণং রাবণং।"

(অনর্ঘরাঘব ৭।৫৭)

সাংবৎসর (পুং) সংবৎসরং তজ্‌জ্ঞানোপযোগিশাস্ত্রং বেত্তি অধীতে বা সংবৎসর অণ্। গণক। বৃহৎসংহিতায় ইহার লক্ষণ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে যে, যিনি সদ্বংশসম্ভূত, প্রিয়দর্শন, বিনীতবেশ, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, সমব্যবহারী ও অবিকলাঙ্গ, যাহার গাত্র সন্ধিসকল সুসংহত অথচ উপচিত, সুস্বরযুক্ত, ও গম্ভীর প্রকৃতি এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে তিনি সাম্বৎসর হইতে পারিবেন এবং তিনি শুচি, দক্ষ, প্রগল্‌ভ, বাক্‌পটু, উপস্থিতবুদ্ধি, দেশকালজ্ঞ, অনভিভবনীয়, নিপুণ, অব্যসনী, শান্তিপৌষ্টিক অভিচার-স্নানাদি বিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ, দেবপূজা ব্রত ও উপবাসনিরত, গ্রহগণিতে কৌতুহলী হইয়া জ্ঞানপ্রভাববিশিষ্ট, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বক্তা, ভৌমাদি উৎপাতত্রয়ের শান্তিবিষয়ে অজিজ্ঞাসিত বক্তা, গ্রহগণিত, সংহিতা ও হোরা প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের অর্থবেত্তা, এই সকল গুণযুক্ত হইবেন।

গ্রহগণিত অর্থাৎ পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সৌর ও পিতামহ এই পঞ্চসিদ্ধান্তশাস্ত্রে যে যুগ, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, যাম, মুহূর্ত্ত, নাড়ী, বিনাড়ী, প্রাণ, ও ক্রটি প্রভৃতি কাল ও ক্ষেত্র সকল কথিত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বেত্তা, সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্ররূপ চতুর্ব্বিধ মাস, অধিমাস ও অবম প্রভৃতির কারণাভিজ্ঞ, ষষ্টি-সম্বৎসর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিন ও হোরা প্রভৃতির অধিপতি সকলের প্রতিপত্তিবিষয়ক বিচ্ছেদে অভিজ্ঞ, সৌরাদি পরিমাণ সকলের সদৃশাসদৃশত্ব ও যোগাযোগ্যত্বের প্রতিপাদন বিষয়ে নিপুণ, অয়ননিবৃত্তিতে সিদ্ধান্তভেদ হইলেও সমমণ্ডল, রেখা সম্প্রয়োগ ও অভ্যুদিত অংশ সকলের প্রত্যক্ষকরণে এবং ছায়া, জলযন্ত্র ও দৃগ্‌গণিতের সমতা-প্রতিপাদনে কুশল, সূর্য্যাদি গ্রহসকলের শীঘ্র, মন্দ, যাম্য, উত্তর ও নীচ-উচ্চ প্রভৃতি গতি সকলের কারণাভিজ্ঞ, সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণের আদি ও মোক্ষকাল, দিক্‌নিরূপণ, পরিমাণ, স্থিতিকাল, বিমর্দ্দ, বর্ণভেদ ও দেশ সকলের উপদেষ্টা, অনাগত গ্রহসকলের সমাগম ও যুদ্ধাদির সময়নিরূপক প্রত্যেক গ্রহেরই ভ্রমণ-যোজন, ভ্রমণ, কক্ষা প্রভৃতি প্রতিবিষয়েরই

যোজন সকলের পরিচ্ছেদ বিষয়ে কুশল, পৃথিবী এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির ভ্রমণ-সংস্থানাদি, অক্ষাংশ অবলম্বন, দিন, ব্যাস, চরার্দ্ধ, কাল, রাশি, উদয়, ছায়া, নাড়ী ও করণ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও নানাপ্রকারে কথিত প্রশ্ন সকলের ভেদজ্ঞান দ্বারা বাক্যসারসম্পন্ন, সকল প্রকার জ্যোতি-শাস্ত্রেরই সকল বিষয়ের বক্তা এই সকল গুণ থাকিলে তিনি সাংবৎসর নামে অভিহিত হন। স্থূলকথা এই যে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সকল সংহিতায় সুনিপুণ ব্যক্তিকেই সাংবৎসর কহে। (বৃহৎসংহিতা ২ অ°)

যাহাদের জ্যোতিশাস্ত্রে সম্যক্ অধিকার নাই, শুভাশুভ বা গ্রহগণের গতি প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহারা সাংবৎসর পদবাচ্য নহেন।

সাংবৎসরক (ত্রি) সংবৎসরে দেয়ং ঋণং (সংবৎসরাগ্রহায়ণীভ্যাং ঠঞ্ চ। পা ৪।৩।৫০) ঠঞ্। সংবৎসরে দেয় ঋণ। (পুং) সংবৎসর স্বার্থে কন্। সাংবৎসর, দৈবজ্ঞ, গণক।

সাংবৎসরিক (ত্রি) সাংবৎসর (কালাৎ ঠঞ্। পা ৪।৩।১১) ইতি ঠঞ্। সংবৎসরে ভব, সম্বৎসর সম্বন্ধীয়, বার্ষিক। ২ প্রতিবর্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, বৎসরে বৎসরে মৃততিথিতে পিত্রাদির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ কহে।

"অত ঊর্দ্ধং সংবৎসরে সংবৎসরে প্রেতায়ান্নং দদ্যাৎ। যস্মিন্নহনি প্রেতঃ স্যাৎ অত ঊর্দ্ধং সপিণ্ডীকরণান্তশ্রাদ্ধনিমিত্তাদাস্তসংবৎসাদূর্দ্ধং প্রতিবর্ষং যস্মিন্নহনি মৃতস্তস্মিন্নহনি মৃতায় দদ্যাৎ"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত গোভিল)

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের পর প্রতিবর্ষে মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন এই শ্রাদ্ধ হইবে না। মৃতাহের পূর্ণ সংবৎসরে চান্দ্র মৃত তিথিতে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়, যদি কেহ সম্বৎসর তিথি পতিত করিয়া ফেলে অর্থাৎ ঐ কালে সপিণ্ডীকরণ না করে, তাহা হইলে যতদিন না ঐ পতিত সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবে না

যদি কাহারও অপকর্ষসপিণ্ডীকরণে অর্থাৎ সংবৎসর মধ্যে বৃদ্ধি উপলক্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলেও পূর্ণ সংবৎসরে মৃত তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবে না। তৎপরে বর্ষে বর্ষে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পিত্রাদি তিন পুরুষ, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই ছয় জনের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য।

পিতা বা মাতার মৃত্যুতে যতদিন তাহার সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন দেহাশুদ্ধি থাকে। সুতরাং এই এক বৎসর নিত্যকর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন কর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। কিন্তু তাহার উক্তরূপ কালাশৌচে দেহ অশুদ্ধ হইলে পিতামহাদির মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। এই অশৌচে ঐ শ্রাদ্ধের বাধ হইবে না। সুতরাং এই শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ না করিলে বিশেষ প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয়। খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত ও তৎপত্নী তাহাদের যদি পুত্রাদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শ্রাদ্ধকে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কহে, কারণ এই শ্রাদ্ধ একের উদ্দেশে হইয়া থাকে। সংবৎসর কর্ত্তব্য বলিয়া সাংবৎসরিক এই নাম হইয়াছে।

স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধে অধিকার নাই, কিন্তু সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের বিশেষ বিধান আছে যে সধবা স্ত্রীগণ পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর প্রতি সংবৎসরের মৃতাহ তিথিতে এই সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ কুশ ও তিলের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা ও যব দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু যদি মৃতাহ তিথিতে করিতে না পারেন, তাহা হইলে পতিত শ্রাদ্ধের ন্যায় কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যা তিথিতে করিতে পারিবে। বিধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে যদি তাহার পুত্র বা পৌত্র না থাকে, তাহা হইলে তিনি তিল ও কুশ দ্বারা স্বামীর মৃতাহ তিথিতে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবেন। এই শ্রাদ্ধ তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিধবা স্ত্রী পিতামাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ তিল ও কুশা দ্বারা করিবেন। পণ্ডিত, জ্ঞানী, মূর্খ, স্ত্রী, ব্রহ্মচারী যে কোন ব্যক্তিই মৃত তিথিকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ না করেন, তিনি ধর্ম্মহীন চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

"পণ্ডিতা জ্ঞানিনো মূর্খাঃ স্ত্রিয়োঽথ ব্রহ্মচারিণঃ।
মৃতাহং সমতিক্রম্য চাণ্ডালেষভি জায়তে॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

সুতরাং এই শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন ক্রমেই এই মৃতাহ তিথি বাদ দেওয়া উচিত নহে।

[শ্রাদ্ধ শব্দে বিধান ও ব্যবস্থাদি দ্রষ্টব্য।]

(পুং) গণক, দৈবজ্ঞ।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, যে স্থানে সাংবৎসরিক নাই, সেই স্থলে ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি বাস করিবেন না।

"না সাংবৎসরিকে দেশে বস্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
চক্ষুর্ভূতো হি যত্রৈষ পাপং তত্র ন বিদ্যতে॥" (বৃহৎস° ২।১১)

সাংবৎসরীয় (ত্রি) সংবৎসর সম্বন্ধীয়।

সাংবরণ (পুং) মনুর গোত্রসম্ভূত সংবরণাত্মজ।

সাংবরণি (পুং) সাংবরণের অপত্যাদি।

সাংবর্গজিত (পুং) গৌতমের গোত্রাপত্য। বর্গজিতের অপত্যাদি।

সাংবর্ত্ত (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চব্রা° ১৪।১৬।৬।৭)

সাংবর্ত্তক (ত্রি) ১ সম্বর্ত্ত। ২ প্রলয়াগ্নি। ৩ সূর্য্য।

সাংবহিত্র (ত্রি) সংবহিতুরিদং সংবহিতৃ (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইতি অণ্। সংবহিতৃ সম্বন্ধীয়।

সাংবাদিক (পুং) সম্যক্ বাদায় প্রভবতীতি সংবাদ-ঠঞ্। ১ নৈয়ায়িক।

'নৈয়ায়িকঃ সাক্ষপাদঃ স্যাৎ সাংবাদিক আহিতঃ।' (জটাধর)

(ত্রি) ২ সংবাদদাতা; যিনি খবর দেন।

সাংবাদ্য (ক্লী) সংবাদিনো ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ষ্যঞ্। ইন্‌ভাগস্য লোপঃ। সংবাদীর ভাব বা কর্ম্ম, সংবাদ, বার্ত্তা।

সাংবাসিক (ত্রি) সংবাসায় প্রভবতি সংবাস (তস্মৈ প্রভবতি সংতাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সহবাসের নিমিত্ত যিনি প্রভু হয়।

সাংবাস্যক (ক্লী) সংবাস। একত্র বাস।

সাংবাহিক (ত্রি) একত্র বহনকারী।

সাংবিত্তিক (ত্রি) সাংবৃত্তিক। পারমার্থিক বৃত্তিচারী।

সাংবিদ্য (ক্লী) সংবিদ।

সাংবেশনিক (ত্রি) সংবেশন-ঠঞ্। যিনি সংবেশন নিমিত্ত প্রভু হন। (পা ৫।১।১০১)

সাংবেশ্য (ক্লী) সংবেশিনো ভাবঃ কর্ম্ম বা, সংবেশিন্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্, ইন্ ভাগস্য লোপঃ। সংবেশীর ভাব বা কর্ম্ম।

সাংবৈদ্য (ক্লী) সংবেদনীয়।

সাংব্যবহারিক (ত্রি) সংব্যবহার সম্বন্ধীয়। সাধারণ বিনিময় বা বাণিজ্য।

সাংশয়িক (ত্রি) সংশয়মাপন্নঃ সংশয় (সংশয়মাপন্নঃ। পা ৫।১।৭৩ ইতি ঠঞ্। সংশয়যুক্ত, সন্দেহবিশিষ্ট। পর্য্যায়—সংশয়াপন্নমানস, সন্দিহান। (জটাধর) ২ সংশয়বিষয়ক।

"তদ্ ব্রূহি ত্বং মহাভাগ যৎ তে সাংশয়িকং হৃদি।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১০।৪৫)

সাংশয়িকত্ব (ত্রি) সাংশয়িকস্য ভাবঃ ত্ব। সাংশয়িকের ভাব বা ধর্ম্ম, সংশয়, সন্দেহ।

সাংশিত্য (পুং) সংশিতস্য গোত্রাপত্যং সংশিত-(গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি গোত্রাপত্যে যঞ্। সংশিতের গোত্রাপত্য।

সাংসর্গবিদ্য (ত্রি) সংসর্গবিদ্যামধীতে বেদ বা অণ্। (পা ৪।২।৬০) যিনি সংসর্গবিদ্যা অধ্যয়ন বা তাহা জ্ঞাত আছেন।

সাংসর্গিক (ত্রি) সংসর্গ-ঠক্। সংসর্গসম্বন্ধীয়।

সাংসারিক (ত্রি) সংসার-ঠক্। সংসার সম্বন্ধীয়, সংসার বিষয়-সম্বন্ধীয়। ২ সংসারোপযোগী।

সাংসিদ্ধিক (ত্রি) স্বাভাবিক, যাহা স্বভাবসিদ্ধ, সংসিদ্ধি সম্বন্ধীয়।

সাংসিদ্ধ্য (ক্লী) সংসিদ্ধ ষ্যঞ্। সংসিদ্ধের ভাব বা কার্য্য, সম্যক্ রূপ সিদ্ধ।

সাংসৃষ্টিক (ত্রি) সংসৃষ্টি সম্বন্ধীয়। অকস্মাৎ উৎপন্ন।

সাংস্কারিক (ত্রি) সংস্কার সম্বন্ধীয়, যাহা সংস্কারোযোগী, যাহাকে সংস্কার করিতে হইবে।

সাংস্থানিক (ত্রি) সংস্থানে ব্যবহরতীতি সংস্থান (কঠিনান্তপ্রস্তারসংস্থানেষু ব্যবহরতি। পা ৪।৪।৭২) ইতি ঠক্। ২ সমান দেশীয়। ২ সংস্থানযুক্ত, যাহার সংস্থান আছে।

সাংস্ফীয়ক (ত্রি) সংস্ফীয় সম্বন্ধীয়।

সাংস্রাবিণ (ক্লী) বৃক্ষের বৃক্ষ ব্যাপিয়া সম্যক্ স্রাব। (সংক্ষিপ্তসার)

সাংহত্য (ক্লী) সংহতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা অণ্। মিলিতের ভাব বা কর্ম্ম, মিলন, একত্র সম্মিলন।

সাংহাতিক (ক্লী) ষণ্নাড়ীচক্রস্থ সাংঘাতিক নক্ষত্র।

[ষণ্নাড়ী ও সাংঘাতিক শব্দ দেখ]

সাংহার (ত্রি) সংহার-অণ্। সংহার সম্বন্ধীয়।

সাংহিত (ত্রি) সংহিতা-অণ্। সংহিতা সম্বন্ধীয়।

সাংহিতিক (ত্রি) সংহিতামধীতে বেদ বা ঠঞ্। যিনি সংহিতা অধ্যয়ন করেন, বা সংহিতাসমূহের মর্ম্ম অবগত আছেন।

সাঁইচ (দেশজ) গৃহের অগ্রভাগ, যে সকল গৃহ গোল পাতাদি দ্বারা ছাওয়া হয়, তাহার অগ্রভাগকে সাঁইচ বা ছাঁচ কহে।

সাঁইত্রিশ (দেশজ) সপ্তত্রিংশৎ শব্দের অপভ্রংশ, ৩৭ সংখ্যা।

সাঁওতাল, ভারতবর্ষের একটি আদিম অনার্য্য জাতি। পশ্চিম-বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, ভাগলপুর ও সাঁওতালপরগণা জেলায় এই জাতির প্রধানতঃ বাস। সাঁওতাল নাম সাঁওতার শব্দের অপভ্রংশ। সাঁওতালগণ বহুপুরুষ পূর্ব্বে মেদিনীপুরের অন্তর্গতঃ সাঁওত নামক স্থানে বাস করিত। এই সাঁওত নাম হইতেই সাঁওতাল নামের উৎপত্তি। কথিত আছে, এই স্থানে আগমন করিবার পূর্ব্বে তাহারা 'খরবার' নামে পরিচিত ছিল। এখনও সাঁওতালগণের মধ্যে 'হোড়' নাম প্রচলিত আছে। কিন্তু কর্ণেল ডালটন সাহেবের মতে সাঁওতাল নাম হইতে মেদিনীপুরের সাঁওত গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। কারণ উড়িষ্যার সরগুজা ও কেউন্‌ঝড় প্রদেশে সাঁওত নামে এক ক্ষুদ্র জাতি বাস করে। সুতরাং সাঁওত গ্রামের নাম হইতে সাঁওতাল জাতির নামকরণ হইয়াছে, অথবা সাঁওত জাতি পূর্ব্বে সেই গ্রামে বাস করিত বলিয়া, সেই গ্রাম সাঁওত নামে অভিহিত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। কোন সাঁওতালকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে সে কোন জাতিভুক্ত তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করে যে, সে মাঝি (অর্থাৎ গ্রামের প্রধান) বা সাঁওতাল মাঝি।

য়ুরোপীয় জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ সাঁওতালদিগের শারীরিক বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় বংশসম্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামবর্ণ কিন্তু অধিকাংশই অঙ্গারসদৃশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। নাসিকার অগ্রভাগ নিগ্রোদিগের ন্যায় স্থূল এবং হিন্দুগণের ন্যায় ইহাদিগের নাসিকা উন্নত নহে। মুখ বৃহৎ এবং ওষ্ঠদ্বয় পুরু; নিম্ন ওষ্ঠ সম্মুখ ভাগে অধিক বহির্গত। মস্তকের কেশ ঘন কুঞ্চিত এবং কৃষ্ণবর্ণ।

সাঁওতাল কিংবদন্তীতে প্রচলিত আছে যে, একটি বন্য হংসী (হাঁসডাক) হইতে এই জাতির উৎপত্তি। এই হংসী দুইটী ডিম্ব প্রসব করে এবং এই দুইটী ডিম হইতে তাহাদের জাতির জন্মদাতা পিল্‌চুরম ও পিল্‌চুবর্হি জন্মগ্রহণ করে। এই দুইজন পূর্ব্বপুরুষের বংশধরগণ সাতটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়। এই বিভাগ এখনও তাহাদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ইহারা প্রথমে আহিরি-পিপিরি নাম স্থানে বাস করিত। অনেকের বিশ্বাস এই আহিরী-পিপিরি হাজারিবাগের আহরি পরগণা। তথা হইতে তাহারা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হইয়া খোজ-কমনে উপস্থিত হয়। সেই স্থানে তাহাদিগের পাপাচরণ হেতু অগ্নিবর্ষণ হওয়ায় সকলেই বিনষ্ট হয়, কেবল একটি দম্পতী হর পর্ব্বতোপরি আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করে। এই দম্পতী নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে চাপা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে তাহারা বংশানুক্রমে বহুকাল অতিবাহিত করে এবং এই স্থানেই সাঁওতালদিগের বর্ত্তমান সমাজ গঠিত হয়। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, সাঁওতালগণ সাঁওতে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রায় দুই শত বৎসর তথায় রাজত্ব করে। পুনরায় হিন্দুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, তাহারা হাম্বির সিং রাজার অধীনে মানভূম জেলার পাচেট নামক স্থানে উপনীত হয়। তথায় তাহাদের রাজগণ হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজপুত বলিয়া গণ্য হইল। সেই জন্য এখনও সরগুজার রাজবংশের সহিত তাহাদের বিবাহাদি প্রচলিত আছে। কিন্তু সাঁওতাল প্রজাগণ স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না, তাহারা রাজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাঁওতাল পরগণার অভিমুখে যাত্রা করিল। এখনও তাহারা তথায় বাস করিতেছে।

এই সকল কিংবদন্তির মূলে বোধ হয় কোন ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত নাই। কারণ সাঁওতালদিগের মধ্যে কোন প্রকার ভাট বা চারণ নাই; তদ্ভিন্ন তাহারা এখনও এতাদৃশ অসভ্য যে অতীত ঘটনাবলী স্মরণ রাখিবার অভিপ্রায়ে কেবল মাত্র রজ্জুতে গ্রন্থি দেয়। সুতরাং কোন ঐতিহাসিক তাহাদিগের কিংবদন্তির উপরে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না।

সাঁওতালগণ দ্বাদশটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। হাসডাক, মুরমু, কিসকু, হেম, প্রোম, মরন্দি, সারেন, তুডু এই সাতটি শ্রেণী আদিপুরুষ পিল্‌চুরম ও পিল্‌চুবর্হির সাতটি পুত্রের বংশধর। তদ্ভিন্ন অন্য ৫টি শ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পগুলি প্রচলিত আছে। যখন সাঁওতালগণ চাপায় অবস্থিতি করিতেছিল সেই সময় একদল লোক দেবতাদিগকে 'বনাঙ্ক' নামক খাদ্য প্রদান করে, তজ্জন্য তাহারা "বঙ্কে" নামে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়। অন্য একদল লোক দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিল বলিয়া, তাহারা 'বেসরা' বা কামুক নামে অভিহিত হইল। সাঁওতালগণ দলবদ্ধ হইয়া অরণ্যে মৃগয়া করিত। এইরূপ একটি মৃগয়া করিতে গিয়া একদল লোক কেবল পারাবত শীকার করিল এবং অন্য দলও অন্য কোন শীকার না পাইয়া, কেবল গিরগিটি শীকার করিয়া আনিল। এই জন্য, উক্ত দুই দল পৌরিয়া (পারাবত) এবং চোরে (গিরগিটী) নামে পরিচিত হইল। সাঁওতালগণ যখন চাপা পরিত্যাগ করিল, তৎকালে কেবল মাত্র একদল তথায় রহিয়া গেল। ইহারাই বেদিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের মধ্যে এই বেদিয়া সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী। শুনা যায়, এই শ্রেণীর জন্মদাতার ঠিক নাই, আবার কোন কোন সাঁওতাল বলে যে রাজপুতের ঔরসে ও কিসকু রমণীর গর্ভে এই শ্রেণীর উৎপত্তি। এই সাঁওতাল বেদীয়া শ্রেণী ও ভ্রমণশীল বেদিয়া জাতি এক কি না, ঠিক বলা যায় না, তবে হইতে পারে যে ভ্রমণকারী বেদিয়াগণ, রাজপুত ও সাঁওতাল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কেবল নামের উপর নির্ভর করিয়া সাঁওতাল বেদিয়া ও ভ্রমণশীল বেদিয়াগণ যে এক জাতি তাহা প্রতিপন্ন করা সমীচীন নহে।

দ্বাদশটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রদায়গুলি আবার ভিন্ন ভিন্ন খুঁট বা থাকে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সেই সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে পারে না; তাহাদিগকে অন্যকুলে বিবাহ করিতে হয়, তবে তাহারা মাতৃকুলেও বিবাহ করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

রমণীগণ পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হইলে, নিজ মনোমত পতি নির্ব্বাচন করে। অবিবাহিত বালিকা কোন যুবকের সহবাসে গর্ভবতী হইলে, সেই যুবক তাহার প্রণয়িনীকে বিবাহ করিতে বাধ্য। সে এই বিবাহে অস্বীকৃত হইলে, গ্রামের প্রধান বা মণ্ডল তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করে এবং তাহার পিতার জরিমানা করে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের পরে (১৮৫৫ খৃঃ অব্দে) ধনী সাঁওতালগণ হিন্দুদিগের ন্যায় ৮।১০ বয়স্ক বালিকার বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু এই প্রথা অধিক দিন প্রচলিত ছিল না। আজকাল পূর্ণবয়স্ক না হইলে প্রায়ই বালিকার বিবাহ

হয় না। সাঁওতালদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা নাই; তবে পত্নী বন্ধ্যা হইলে, তাহার অনুমতি লইয়া, স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারে। সেইরূপ প্রথমা পত্নী বর্ত্তমান থাকিতেও দেবর স্বীয় বিধবা ভ্রাতৃ-জায়াকে বিবাহ করিতে পারে। এক সময়ে সাঁওতাল স্ত্রীগণের মধ্যে বহুপতিগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূকে উপভোগ করে, তবে প্রকাশ্য ভাবে এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া ইহাদিগের চক্ষে বিশেষ নিন্দনীয় কর্ম্ম। আবার বিবাহিতা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনীকে তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করিতে দেয় এবং সে গর্ভবতী হইলে, যুবক তাহাকে বিবাহ করিয়া লোক-লজ্জা নিবারণ করে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে;—(১) বপল বা কিরিং বেহু, (২) ঘারদি জাবাই, (৩) ইতুত, (৪) নিরবোলোক, (৫) সাঙ্গা, (৬) কিরিং জাবাই। পুত্রের পিতা কন্যান্বেষণকরণার্থ একজন ঘটক নিযুক্ত করে। কন্যার পিতা এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, কন্যা তাহার দুইজন সহচরী সমভিব্যাহারে জগ-মাঝির (গ্রামের প্রধান পুরোহিত) গৃহে গমন করে। তথায় পাত্রের পিতা কন্যাকে দর্শন করে। এই কন্যা তাহার মনোমত হইলে, কন্যার পিতাও পাত্রের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, পাত্র মনোনীত করে। এইরূপে পাত্র ও পাত্রী উভয়পক্ষের মনোনীত হইলে, কন্যা ক্রয়ের মূল্যের কিয়দংশ প্রদত্ত হয়। কন্যার মূল্য সাধারণতঃ ৩৲ টাকা; তদ্ব্যতীত পাত্রকে কন্যার জন্য একখানি সাড়ি এবং তাহার পিতামহী ও মাতামহী জীবিত থাকিলে, তাহাদের ব্যবহারার্থও দুই খানি সাড়ি প্রদান করিতে হয়। এই সকল দ্রব্য ভিন্ন অধিক কোন সামগ্রী উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইলে, তৎপরিবর্ত্তে কন্যার পিতা স্বীয় জামাতাকে একটী গাভী প্রদান করিতে বাধ্য। বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রীবিবাহে কন্যার মূল্য সাধারণ বিবাহ মূল্যের অর্দ্ধেক। কারণ সাঁওতালদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইরূপ স্ত্রী কেবল মাত্র ইহলোকে উপভোগ্য; কিন্তু পরলোকে ইহারা তাহাদের পূর্ব্বস্বামীর প্রাপ্য।

মহুয়া বৃক্ষের নিম্নে বিবাহসংক্রান্তক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ, কন্যার কপালে ও সীমন্তে সিন্দুর-লেপন। ইহার নাম সিন্দুর-দান। বোধ হয়, সিন্দুরদানপ্রথা সাঁওতালগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, মনুষ্যের আদিম অসভ্য অবস্থায় বিবাহকালে স্ত্রীপুরুষে স্বীয় রক্ত মিশ্রিত করিয়া, সেই রক্ত তাহারা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিত। পাশ্চাত্য জাতিবিদ্‌গণ অনুমান করেন, এই শোণিতলেপন হইতে কালক্রমে বিবাহকালে সিন্দুর লেপনের উৎপত্তি হইয়াছে।

কন্যা কুৎসিত বা বিকৃতাঙ্গ হইলে তাহার ঘারদি-জাবাই নামে দ্বিতীয় প্রকার বিবাহ হয়। এই বিবাহ হইলে, জামাতা ৫ বৎসর শ্বশুরের চাকরি করে, গৃহে অবস্থিতি করিয়া তাহার অধীনে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং এই ৫ বৎসর গত হইলে সে একজোড়া বলদ, কিছু চাল এবং কএকটি কৃষি যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে; তাহার পর আর তাহার সহিত শ্বশুর কুলের কোন সম্পর্ক থাকে না।

যদি কোন যুবক মনে করে যে, তাহার প্রণয়িনী তাহাকে সুনয়নে দৃষ্টি করে না, অথচ সে তাহাকে বিবাহ করিতে নিতান্ত ব্যাকুল, তাহা হইলে সেই যুবক হস্তে সিন্দুর অথবা ধূলি লেপন করিয়া হাট বা অন্য কোন প্রকাশ্য-স্থানে সেই যুবতীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং পাছে পথমধ্যে কন্যার অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক প্রহারিত হয় এই ভয়ে তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার অঙ্গে সিন্দুর বা ধূলি-লেপনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করে। এই ঘটনা কন্যার অভিভাবকগণের কর্ণগোচর হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ গ্রামের প্রধানের অনুমতি লইয়া যুবকের গৃহে উপস্থিত হয় এবং যুবকের তিনটি ছাগ বধ করিয়া ভোজন করে। তৎপরে এই বিবাহে কন্যার মূল্য স্বরূপ দ্বিগুণ অর্থ নির্দ্ধারিত হয়। এই বিবাহের নাম ইতুত।

সেইরূপ কন্যা জোর করিয়া কখন কখন স্বীয় মনোমত পাত্রকে বিবাহ করে। ইহাকে নির-বোলোক বলে। যুবতী একটি হাঁড়িতে হাঁড়িয়া নামে এক প্রকার মদ লইয়া তাহার প্রেমাস্পদের ভবনে গিয়া তথায় বাস করিবার জন্য তাহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে। এই যুবতীকে বলপ্রয়োগে গৃহবহিষ্কৃত করা রীতি ও রুচি বিরুদ্ধ। পাত্রের মাতা তাহাকে বিতাড়িত করণার্থ অগ্নিতে লঙ্কা প্রক্ষেপ করে, এই লঙ্কার ধূম সহ্য করিয়া যদি যুবতী তথায় অবস্থান করে, তাহা হইলে পাত্রের মাতা তাহার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেয়।

বিধবা ও পরিত্যক্তা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের নাম সাঙ্গা। কন্যা পাত্রের বাটীতে উপনীত হইলে, পাত্র দিমু পুষ্প সিন্দুর চিহ্নিত করিয়া বামহস্তে কন্যার কেশোপরি সংলগ্ন করিয়া দেয়।

কোন অবিবাহিত-কন্যা তাহার অবিবাহ্য শ্রেণীর কোন যুবক কর্ত্তৃক অন্তঃসত্ত্বা হইলে, তাহার অভিভাবকেরা একটি পাত্র অন্বেষণ করে। কন্যার প্রেমাস্পদ তাহাকে দুইটী বলদ, একটি গাভী ও কিছু চাল দিতে স্বীকৃত হইলে সে সেই কন্যাকে স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। তৎপরে গ্রামের প্রধান তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেই এই কিরিং-জাবাই নামক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

সাঁওতালদিগের মধ্যে যদিও বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত

আছে, তথাপি মৃতপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করাই প্রশস্ত। বিধবা স্বীয় ভাসুরকে কোন মতেই বিবাহ করিতে পারে না। স্বামী অথবা স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে বিবাহ ভঙ্গ হয়। যদি বিনা-কারণে স্বামী বিবাহভঙ্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে স্বামী জরিমানা স্বরূপ কএক টাকা স্ত্রীকে প্রদান করিতে বাধ্য এবং স্ত্রীর ইচ্ছায় এই কার্য্য সংসাধিত হইলে,কন্যার পিতা জামাতাকে বিবাহের মূল্য ও কিঞ্চিৎ জরিমানা দিতে বাধ্য। সমাগত পল্লীবাসীর সম্মুখে স্ত্রীপুরুষ উপস্থিত হইলে, পুরুষ তাহাদের বিবাহভঙ্গের চিহ্ন স্বরূপ তিনটি শালপত্র ছিন্ন করে এবং একটি জলপূর্ণ পিত্তল কলস উল্টাইয়া দেয়। এইরূপে সাঁওতালদিগের মধ্যে বিবাহ-ভঙ্গ সম্পন্ন হইয়া থাকেন।

সাঁওতালদিগের উত্তরাধিকারিত্ববিধি হিন্দুগণের ন্যায় নহে। পিতার মৃত্যুর পর, পুত্রগণ পৈতৃকসম্পত্তি উত্তরাধিকারি-সূত্রে সমভাবে প্রাপ্ত হয়। কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির কোন অংশ পায় না, তবে সম্পত্তি-বিভাগকালে একটি গাভী লাভ করে। পিতার মৃত্যুর সময় পুত্রগণ অল্পবয়স্ক থাকিলে, যে পর্য্যন্ত না তাহারা সকলে সম্পত্তি ভাগ করিয়া পৃথক্ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত হয়, ততদিন মাতা সেই সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে। তৎপরে মাতা স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়া থাকে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে বহুবিধ পূজা প্রচলিত আছে। নিম্নে কএকটি দেবতার বিষয় লিখিত হইল। (১) মরঙ্গ বুরু—ইনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। (২) মোরোকো (অগ্নি); পূর্ব্বে মোরোকোর পঞ্চ সহোদেবের পূজা প্রচলিত ছিল,এক্ষণে কেবলমাত্র মোরোকোর পূজা হইয়া থাকে। (৩) জাইর ইরা—মোরোকোর ভগিনী। প্রত্যেক গ্রামের বন মধ্যে এক একটি স্থান এই দেবীর অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া পরিচিত হয়। (৪) গোসেন ইরা—জাইর ইরার কনিষ্ঠা ভগিনী। (৫) পরগণা—ইনি ডাকিনীগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, সেই জন্য সকলেই ইহাকে বিশেষ ভক্তি করে। (৬) মাঝি—ইনি পরগণার অধীনস্থ সর্ব্বপ্রধান দেবতা। দেবতারা যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট করিতে না পারে, এই বিষয়ে তিনি সতত দৃষ্টি রাখেন। সাঁওতালদিগের বিশ্বাস যে, তাহাদের ন্যায় দেবতাদিগের মধ্যেও মাঝি বা প্রধান আছে, দেব-মাঝিও অন্যায় দেবতাদিগকে শাসন করে। বন মধ্যে এই সকল দেবতায় পূজা হয় কেবল মরঙ্গ বুরুর পূজা গৃহেও সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গৃহস্বামীর দুইটি বিভিন্ন কুলদেবতা আছে; ওরাক্ বংগ বা গৃহদেবতা এবং আবগে বংগ বা গুপ্তদেবতা! কোন সাঁওতাল তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন অপর কাহারও নিকটে স্বীয় কুলদেবতাদ্বয়ের নাম প্রকাশ করে না। গৃহস্বামী স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীগণের নিকটে এই দেবতাদ্বয়ের নাম ও পূজাপ্রকরণ বিশেষভাবে গোপনে রাখে; কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহারা এই সকল দেবতাদিগকে ভূত করিয়া ফেলিবে ও অবিলম্বে ডাকিনীতে পরিণত হইয়া পরিবারস্থ সকলকে খাইয়া ফেলিবে। ওরাক্ বংগের উদ্দেশে যে সকল খাদ্য সামগ্রী উৎসর্গীকৃত হয়,সেগুলি পরিবারস্থ সকলেই আহার করে। কিন্তু আব্গে-বংগের প্রসাদ কেবল মাত্র পুরুষেরা গ্রহণ করিতে পারে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে পূর্ব্বে মনুষ্যবলি প্রচলিত ছিল। এখনও সময়ে সময়ে সাঁওতালগণ নিজ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার মানসে অথবা প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির আশায় দেবতার সম্মুখে মনুষ্য-বলি দিয়া থাকে।

পৌষমাসে ক্ষেত্র হইতে ধান্য গৃহে আনীত হইলে সাঁওতালেরা এই উপলক্ষে উৎসব করে। ইহাই তাহাদিগের প্রধান উৎসব। দেবতার স্থানে পুরোহিত কর্ত্তৃক কুক্কুটবলি প্রদত্ত হয়, তদ্ভিন্ন গ্রামবাসীরা শূকর, ছাগ ও কুক্কুট উৎসর্গ করিয়া থাকে। এই উৎসব কালে গ্রামস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই মদিরা-সেবনে উন্মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারে আনন্দ উপভোগ করে। তৎকালে রমণীগণ সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। এই সময়ে এরূপভাবে যথেচ্ছাচারী হইয়া স্ত্রীগণের পরপুরুষ সহবাস তেমন নিন্দনীয় নহে। ফাল্গুন মাসে শালফুল প্রস্ফুটিত হইলে সাঁওতালগণ আর একটি উৎসব সম্পন্ন করে। এই উৎসব উপলক্ষেও দেবতার সম্মুখে বহু বলি প্রদত্ত হয় এবং সাঁওতালগণ পরস্পর প্রীতিভোজে যোগদান করে। দিবারাত্র নাচ-গান চলিতে থাকে এবং বংশীর মধুর রবে পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার সময়ে এবং ভাদ্র মাসে ধান্যের অঙ্কুরোদ্গম হইলে সাঁওতালগণ নানাবিধ উৎসব করে। পৌষের প্রথম দিবসে, ইহারা মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে চিড়া, গুড় ও রুটি উৎসর্গ করে। অন্য সময়েও ইহারা মৃতব্যক্তির পূজা করিয়া থাকে। মাঘ মাসে সাঁওতালদিগের বর্ষ সমাপ্ত হয়। প্রত্যেক সাঁওতাল জীবনে অন্ততঃ একবারও জমসিম্ পূজা করিতে বাধ্য। এই পূজায় তাহারা সূর্য্যদেবের উদ্দেশে একটি ছাগল ও একটি ভেড়া বলি দেয়। এই পূজার এক বৎসর পরে, সাঁওতালেরা গৃহ দেবতার সম্মুখে একটি গাভী এবং মরংবুরু ও পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতাত্মার উদ্দেশে একটি ষাঁড় বলি দেয়। এই পূজা কুডম্ দংত্রা নামে অভিহিত।

প্রত্যেক সাঁওতাল-পল্লীতে যেমন এক একজন মাঝি বা প্রধান থাকে, সেইরূপ কএকটি পল্লী বা প্রত্যেক পরগণা একজন পরগণাইতের অধীনে থাকে। পরগণাস্থ সমাজের সকলের উপরে

এই ব্যক্তি কর্তৃত্ব করে। প্রত্যেক বিবাহে এই পরগণাইতের অনুমতি লইতে হয় এবং কোন ব্যক্তি সমাজনীতি বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলে, এই ব্যক্তি গ্রামের পঞ্চায়তের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহাকে গ্রাম হইতে বিদূরিত করিয়া দেয় অথবা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত করে।

সাঁওতালগণ শবদাহ করে। কোন পল্লীতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, গ্রামস্থ সকলেই সেই মৃত ব্যক্তির সৎকারার্থ নিকট-বর্ত্তী নদীতীরে গমন করে। সাঁওতালগণ এখনও ধনুর্ব্বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, তাহাদের লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না। কেবল মাত্র ধনু-র্ব্বাণ সাহায্যে ইহারা ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে সাঁওতাল পরগণায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল। সাঁওতালগণের প্রকৃতি অতি সরল এবং ইহারা সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সাঁক (দেশজ) শঙ্খ শব্দের অপভ্রংশ।

সাঁকো (দেশজ) সেতু, সোপান, পুল।

সাঁচা (দেশজ) ১ সত্য, যথার্থ, অকৃত্রিম। ২ জল ছেঁচা।

সাঁচান (দেশজ) শকুন পক্ষী।

সাঁচি (দেশজ) ১ নূতন। ২ খাঁটী।

সাঁচিপাণ (দেশজ) পর্ণ বিশেষ। এই পর্ণ খাইবার কালে এক প্রকার সুগন্ধ ও সুস্বাদ পাওয়া যায়।

সাঁচিবেত (দেশজ) সাধারণ বেত্র।

সাঁচিসরিষা (দেশজ) সর্ষপ ভেদ। কৃষ্ণ সরিষা।

সাঁচিসর্যা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Brassica erucoides)।

সাঁজো (দেশজ) সন্তো শব্দের অপভ্রংশ। যাহা সন্তঃ হয়, রজকা-লয়ে সাঁজো ও বাসি কাপড় কাচা হয়, সেই দিনই যে কাপড় কাচিয়া দেয়, তাহাকে সাঁজো কহে।

সাঁজোয়া (দেশজ) বর্ম্ম, অস্ত্রনিবারণার্থ কবচ।

সাঁঝ (দেশজ) সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যাবেলা।

সাঁড়ক (দেশজ) বাঁশের চটাবিশেষ। ঘর প্রস্তুত করিতে হইলে বাঁশের সাড়ক এবং বরেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা চাল বাঁধিতে হয়। একটী বাঁশে চারিটী সাড়ক এবং ৮টী বরেয়া হয়। রৌদ্র ও বৃষ্টি না লাগিলে সাড়ক বহু দিন স্থায়ী হয়। রৌদ্র বৃষ্টিতে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য উহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া জলে পচাইয়া লইলে আর ঘুণ ধরিবার সম্ভাবনা থাকে না।

সাঁড়াশী (দেশজ) লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। সন্দংশ যন্ত্র।

সাঁতার (দেশজ) সন্তরণ। জলের উপরিভাগে ভাসন।

সাঁতলান (দেশজ) মৎস্যাদি অল্প তৈলে ভাজিয়া লওয়াকে সাঁতলান কহে। যথা সাতলান মৎস্য। অনেক স্থলে উত্তপ্ত তৈলে লঙ্কা, তেজপাত, সরিষা বা পাঁচফড়ং প্রভৃতি সম্বরা ঝোলাদি সিদ্ধ করাকে সাঁতলান বলা হয়।

সাঁস (দেশ) শস্য।

সাক (অব্য) সহার্থ, সহ, সহিত, সঙ্গে।

"অহং জনন্যা গুরুভিশ্চ সাকং
মাসাস্থ লক্ষ্মীমবসং চিরায়" (কথাসরিৎসা° ৪।১৩৬)

সাকংযুজ্ (ত্রি) সাকং যুজ-ক্বিপ্। সহিত যুক্ত, সহিত বর্ত্তমান।

"সাকং যুজা শকুনস্যেব পক্ষা" (ঋক্ ১০।৯।১০৩)

'সাকং যুজা সাকং যুজৌ সহ বিযুজ্য বর্ত্তমানৌ' (সায়ণ)

সাকংজ (ত্রি) সাকং জায়তে জন-ড। সহোৎপন্ন।

"সাকংজানা সপ্তথমাহুঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।১৫)

'সাকংজানাং একস্মাদাদিত্যাৎ সহোৎপন্নানাং' (সায়ণ)

সাকংবৎ (ত্রি) সহযুক্ত।

সাকংবৃধ্ (ত্রি) সাকং বর্দ্ধতে বৃধ-ক্বিপ্। প্রবৃদ্ধ।

"ভূতং সাকং বৃধা শবসা" (ঋক্ ৭।৯৩।২)

'সাকং বৃধা সহ প্রবৃদ্ধৌ' (সায়ণ)

সাকমুক্ষ্ (ত্রি) সহিত বা যুগপৎসিঞ্চনকারী, একত্র যাহারা জল সিঞ্চন করে।

"সাকমুক্ষো মর্জ্জয়ন্ত স্বসারঃ" (ঋক্ ৯।৯৩।১)

'সাকমুক্ষঃ সহ যুগপৎ সিঞ্চন্তঃ উক্ষ সেবনে ক্বিপি রূপং' (সায়ণ)

সাকমেধ (পুং) চাতুর্ম্মাস্যে যাগভেদ।

সাকম্প্রস্থায়ীয় (ত্রি) যাগভেদ।

সাকল্য (ক্লী) সকল ভাবে ষ্যঞ্। ১ সমুদায়। ২ সকলের ভাব।

"যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যে নাতিরিচ্যতে।
স তদাতদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণং ॥" (মনু ১২।২৫)

সাকাঙ্ক্ষ (ত্রি) আকাঙ্ক্ষয়া সহ বর্ত্তমানঃ। ১ আকাঙ্ক্ষার সহিত বর্ত্তমান, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, সস্পৃহ, লালস।

"পরস্য যুবতীং ভার্য্যাং সাকাঙ্ক্ষং বীক্ষতে ন কঃ।" (উদ্ভট)

২ লোভী, ইচ্ছুক।

সাকাঙ্ক্ষতা (স্ত্রী) সাকাঙ্ক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাকাঙ্ক্ষত্ব, সাকাঙ্ক্ষের ভাব বা ধর্ম্ম।

সাকার (ত্রি) আকারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আকারবিশিষ্ট, মূর্ত্তিযুক্ত। "সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুং। সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহং ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ৩২।৩১)

সাকারোপাসনা (স্ত্রী) সাকারস্য উপাসনা। দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা, দেবমূর্ত্তিপূজা। সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনা, প্রথমাধিকারীর পক্ষে সাকারোপাসনাই শ্রেয়ঃ। যাহাদের চিত্ত-শুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বিজিত হয় নাই, তাহারা সাকারোপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিবেন। (তন্ত্র)

সাকারতা (স্ত্রী) সাকারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাকারের ভাব বা ধর্ম্ম।

সাকুরুণ্ড (পুং) সকুরণ্ড এব স্বার্থে অণ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—গ্রন্থিফল, বিকট, বস্ত্রভূষণ, কর্বূরফল, সকুরুণ্ড। ইহার গুণ—কষায়, রুচিকারক, দীপন, সারক, শ্লেষ্মা,বাতনাশক, বস্ত্ররঞ্জক ও লঘু। (রাজনি°)

সাকূত (ত্রি) আকূতেন সহ বর্ত্তমানঃ। সাভিপ্রায়, অভিপ্রায়যুক্ত, অভিপ্রায়বিশিষ্ট।

সাকেত (ক্লী) অযোধ্যানগরী। (শব্দরত্না°)

সাকেতক (ত্রি) সাকেত (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। সাকেতদেশবাসী, অযোধ্যাবাসী।

সাকেতন (ক্লী) সাকেত, অযোধ্যানগর।

সাক্তুক (পুং) সক্তুষু সাধুঃ সক্তু (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ যব। সক্তূনাং সমূহঃ সক্তু (অচিত্তহস্তিধেনোষ্ঠক্। পা ৪।২।৪৭) ইতি ঠক্। (ক্লী) ২ সক্তুসমূহ। (ত্রি) ৩ সক্তুসম্বন্ধী। ৪ সক্তু সমর্থ।

সাক্ষত (ত্রি) অক্ষতেন সহ বর্ত্তমানং। অক্ষত বা আতপ তণ্ডুলের সহিত বর্ত্তমান।

সাক্ষর (ত্রি) অক্ষরেণ সহ বর্ত্তমানং। ১ অক্ষরযুক্ত, বিদ্বান্। (ক্লী) ২ স্বনামলিখন, সহি করা।

সাক্ষাৎ (অব্য) ১ প্রত্যক্ষ, সম্মুখ। ২ প্রত্যক্ষীভূত। ৩ মূর্ত্তিমান্। ৪ স্বয়ং। ৫ তুল্য, সদৃশ।

সাক্ষাৎকর (ত্রি) প্রত্যক্ষজনক।

সাক্ষাৎকরণ (ক্লী) সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ করা, দেখা করা।

সাক্ষাৎকার (পুং) প্রত্যক্ষ করা, দেখা করা।

সাক্ষাৎকারতা (স্ত্রী) সাক্ষাৎকারস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সাক্ষাৎকারের ভাব বা ধর্ম্ম, সাক্ষাৎ।

সাক্ষাৎকারবৎ (ত্রি) সাক্ষাৎকার অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সাক্ষাৎকারযুক্ত, প্রত্যক্ষবিশিষ্ট।

সাক্ষাৎকারিন্ (ত্রি) সাক্ষাৎ করোতি কৃ-ণিনি। সাক্ষাৎকর্ত্তা, যিনি দেখা করেন।

সাক্ষাৎকৃতি (স্ত্রী) সাক্ষাৎকার, দেখা করা।

সাক্ষিতা (স্ত্রী) সাক্ষিণো ভাবঃ কর্ম্ম বা তল, নস্য লোপঃ, টাপ্। সাক্ষিত্ব, সাক্ষীর কার্য্য; সাক্ষ্য, সাক্ষী দেওয়া।

সাক্ষিন্ (ত্রি) অক্ষেণ দর্শনেন্দ্রিয়েন সহ বর্ত্তমানং, যৎ তৎ সাক্ষ্যং জ্ঞানং তদস্যাস্তীতি সাক্ষ্য-ইনি। বৃত্তজ্ঞ, প্রত্যক্ষদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শী, স্বয়ংদ্রষ্টা, যিনি প্রত্যক্ষরূপে সকল দেখিয়াছেন। কোন বিষয় লইয়া পরস্পরের বিবাদ উপস্থিত হইলে সাক্ষীদ্বারা তাহার মীমাংসা করা হয়। সুতরাং বিবাদমীমাংসায় সাক্ষীই মূল। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে সাক্ষীর বিধি-নিষেধ এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিশেষ বিবরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহা আলোচিত হইল।

বাদী রাজার নিকট কোন বিষয় মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত করিলে অর্থাৎ কোন বিষয়ের নালিশ করিলে, তিনি সাক্ষী দ্বারা সেই বিষয়ের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবেন। ঋণদানাদি ব্যবহারে যেরূপ সাক্ষী করিতে হইবে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, কৃতদার, পুত্রবান্, এবং একদেশবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রজাতীয় লোক অর্থীকর্ত্তৃক মানিত হইলে তাহারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়, অনাপদ্‌কালে অর্থাৎ ফৌজদারী ঘটনা ব্যতীত অপর সময়ে কোন ব্যক্তিকেই সাক্ষ্য মানা যাইতে পারে না, সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী ও যাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, এবং যাহারা অলুব্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়। ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

যাহাদের সহিত কোনরূপ অর্থ সংস্রব আছে, যাহারা মিত্র, সাহায্যকারী, ভৃত্যাদি, শত্রু, এবং যাহাদের কূটসাক্ষিত্ব পূর্ব্বে জানা গিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত, এবং মহাপাতকাদি দোষে দূষিত ইহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে। এই সকল ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিতে নাই, এবং যদিও ইহারা সাক্ষ্য দেয়, তাহা বিচারস্থলে গ্রাহ্য হইবে না। রাজাকে সাক্ষী মানিতে নাই। সূপকার, কারুজীবী, নটাদি, বহু বেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিবে না। দাস, লোকবিগর্হিত ব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী, বৃদ্ধ, শিশু, একজন ব্যক্তি, চণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধ-খঞ্জাদি বিকলেন্দ্রিয়, অর্ত্তি, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, পথশ্রমে শ্রান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ এবং তস্কর ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিতে নাই।

স্ত্রীদিগের সাক্ষী স্ত্রীলোক হইবে। দ্বিজের সাক্ষী সদৃশ-দ্বিজ হইবে। সাধুশূদ্রের শূদ্র এবং নীচজাতির সাক্ষী চণ্ডালাদি নীচজাতিই হওয়া উচিত। কিন্তু গৃহ মধ্যে, অরণ্যাদি নির্জ্জন স্থলে, চৌরাদিকৃত উপদ্রবে অথবা আততায়িকৃত প্রাণহত্যাস্থলে এই সকল ব্যাপার যে কোন ব্যক্তিই জানেন, তাহাকেই সাক্ষী মানা যাইতে পারে। ইহারা উক্ত দোষযুক্ত হইলেও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে। উক্ত স্থলে গুণবান্ সাক্ষীর অভাবে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, শিশু, বন্ধু, দাস এবং ভৃত্যও সাক্ষী হইতে পারে। সকল প্রকার সাহসকার্য্যে, চৌর্য্যে, স্ত্রীসংগ্রহণে এবং বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য, এই সকল বিষয়ে গৃহস্থ, পুত্রবান্ ইত্যাদি সাক্ষ্য-পরীক্ষা নাই, অর্থাৎ এই সকল স্থলে সকলকেই সাক্ষী মানিতে পারা যায়।

সাক্ষী দ্বৈধস্থলে রাজা বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন, অর্থাৎ অনেক সাক্ষী যেখানে এক কথা বলে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সমান হইলে গুণের বা বাক্যের দ্বারা সত্য

নির্ণয় করিতে হয়। গুণের দ্বৈধ-স্থলে যাহারা ক্রিয়াবান্ তাহা-দেরই বাক্য গ্রহণীয়।

সাক্ষ্যস্থলে চক্ষুগ্রাহ্যবিষয়ে সাক্ষাৎ-দর্শনে এবং শ্রবণযোগ্য ব্যাপারের শ্রবণে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়। ঐ সকল ঘটনায় যে সাক্ষী সত্য কথা বলেন, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। যাহা দেখি-য়াছে বা যাহা শুনিয়াছে, সাক্ষী যদি তাহার অন্যথা বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরকালে অধোমুখী হইয়া নরকগামী হয়।

অর্থী ও প্রত্যর্থীর মানিত না হইলেও যদি কেহ কিছু দেখে বা শুনে, বিচারক যদি তাহাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাহারা যথাদৃষ্ট বা যথাশ্রুত বিষয় বলিবে, তাহারা যথাযথ বলিলে পাপভাগী হয় না। লোভহীন এক ব্যক্তিই সাক্ষী হইবে, কিন্তু স্ত্রীলোক শুচি হইলেও সাক্ষীর যোগ্য নহে। কারণ স্ত্রী-বুদ্ধি অস্থির। চৌর্য্যাদি দোষাক্রান্ত স্ত্রী বা পুরুষ কেহই সাক্ষী হইতে পারিবে না। সাক্ষীরা স্বাভাবিক যাহা বলিবে, রাজা তাহাই গ্রহণ করিবেন। ভয়াদি কোন কারণ বশতঃ স্বভাবাতিরিক্ত যাহা কিছু বলিবে, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাক্ষীকে কোনরূপ জেরা করিবে না, সাক্ষী আপনা হইতেই যাহা বলিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। জেরাতে যদি কোনরূপ ভিন্ন বলে, তাহা প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইবে না।

সভা মধ্যে বিচারক অর্থী ও প্রত্যর্থীর সম্মুখে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিয়া প্রিয় বচনে তাহাদিগকে বলিবেন যে, তোমরা বাদী ও প্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে যাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল, যে হেতু তোমাদিগকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য মানা হইয়াছে। সাক্ষ্য-স্থলে সত্য-বাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতর লোক সকল লাভ এবং ইহকালে অনুত্তমা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাও সত্যবাক্যের পূজা করেন। সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাবাক্য বলিলে বরুণ-পাশে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে শতজন্ম যাতনাপ্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব সত্য-সাক্ষ্য দিবে।

সত্য-কথনে সাক্ষী পাপমুক্ত এবং তাহার ইহাতে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়; অতএব সকল বর্ণের সাক্ষীরই সত্য বলা উচিত। দেহস্থিত আত্মাই আপনার শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী, তিনিই একমাত্র মান-বের শরণ, অতএব মিথ্যাসাক্ষ্য দ্বারা তাঁহাকে অবমাননা করিও না। পাপকারীরা মনে করে যে, আমাদিগের পাপ কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহা নহে, দেবতারা তাহাদিগের সেই পাপ সকল দেখিয়া থাকেন এবং অন্তরপুরুষ তাহা জানিতে পারেন। আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম ও বায়ু প্রভৃতি ইহা বিশেষ রূপে জানিয়া থাকেন। অতএব সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাপ্রয়োগ কদাচ বিধেয় নহে।

বিচারক সাক্ষীগ্রহণস্থলে পূর্ব্বাহ্ণ কালে দেবতাপ্রতিমা সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণসমীপে ব্রাহ্মণকে সাক্ষীবিষয়ে যাহা জান তাহাই বল, এবং ক্ষত্রিয়কে সত্য করিয়া বল, এবং বৈশ্যকে গো, বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল এবং শূদ্রকে সমুদায় পাতক দ্বারা শপথ করিয়া বল, সর্ব্বশেষে তিনি সাক্ষীকে এইরূপে প্রশ্ন করিবেন। তিনি সাক্ষীদিগকে আরও কহিবেন যে, ব্রাহ্মণহন্তা, স্ত্রী-হন্তা, বালক-হন্তা, মিত্রদ্রোহীর ও কৃতঘ্নের যে যে লোক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে তোমার ঐ ঐ লোক প্রাপ্তি হইবে। হে ভদ্র! তুমি জন্মাবধি যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সে সকল পুণ্য কুকুরে গমন করিবে। যদি তুমি সাক্ষ্য স্থলে মিথ্যা বল, তুমি মনে করিয়াছ যে তুমি একাকী আছ, তাহা নহে, পাপপুণ্যের দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ এই পরমাত্মা নিত্য তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া সত্য সাক্ষ্য দিবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দানে সকল পুণ্য ক্ষয় এবং নরক-ভোগ ইহা বুঝিয়া তুমি যাহা দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ তাহা সত্য করিয়া বল।

গোরক্ষক, বাণিজ্য-জীবী, পাচক, নর্ত্তকাদি, দাসকর্ম্মজীবী এবং বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্যপ্রশ্ন করিবে। স্থান বিশেষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেও তাহা দোষাবহ হয় না, এক প্রকার জানিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে অন্য প্রকার কহিলে তাহার হানি হইবে না। এইরূপ বাক্যকে দেববাক্য কহে। যে স্থলে সত্য কথা কহিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণ-বধ হয়, এইরূপ স্থলে মাত্র মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে পারা যায়। কিন্তু যিনি এইরূপ মিথ্যা-সাক্ষ্য দিবেন, তিনি দোষ পরিহারের জন্য চরুপাক করিয়া বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ করিবেন।

যদি কোন সাক্ষী অরোগী থাকিয়া ত্রিপক্ষের মধ্যে ঋণাদি ব্যবহারবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান না করে, তাহা হইলে উক্ত ঋণ উহাকে দিতে হইবে এবং যত ঋণের দাবী হইবে, তাহার দশ ভাগের একভাগ রাজাকে দণ্ডস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। সাক্ষী দিয়া সপ্তাহ মধ্যে যদি সাক্ষীর উৎকট রোগ, গৃহদাহ বা পুত্রাদি সন্নিহিত জ্ঞাতিমরণ হয়, তবে ঐ সাক্ষীকে ঋণ ও শক্ত্যনুসারে রাজদণ্ড দিতে হইবে।

যে বিবাদে মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রকাশ পাইবে, রাজা সেই বিবা-দের পুনরায় আবার বিচার করিবেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা যাহা কিছু কৃত হইয়াছিল, তাহা সকলই অকৃতের ন্যায় গণ্য হইবে। লোভ, মোহ, ভয়, স্নেহ, কাম ও ক্রোধ হেতু যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং অজ্ঞানে বা অমনোযোগে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য।

যাহারা মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদান করে, রাজা তাহাদিগকে দণ্ড-বিধান করিবেন। এই দণ্ডবিধানের বিশেষ নিয়ম আছে, লোভাধীন মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে হাজার পণ দণ্ড, মোহজন্ত মিথ্যা-সাক্ষ্যে আড়াই শত পণ, কামাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই হাজার পণ, ক্রোধাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে তিন হাজার পণ, অজ্ঞানতঃ মিথ্যাসাক্ষ্যে দুইশত পণ এবং অনবধানতাবশতঃ মিথ্যা-সাক্ষ্য দিলে একশত পণ দণ্ড হইবে। রাজা এইরূপে মিথ্যা-সাক্ষ্য-কারীকে দণ্ডবিধান করিবেন।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই তিন বর্ণ যদি বারংবার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ এইরূপ করিলে তাহার কোনরূপ অর্থদণ্ড না করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। (মনু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই সাক্ষীর বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে। কোন বিষয় মীমাংসার জন্য রাজার নিকট নালিশ করিলে অন্ততঃ তিনজন সাক্ষী দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল-স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌত-স্মার্ত্ত ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুচারী এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এই সকল গুণবিশিষ্ট তিনজন সাক্ষী হওয়া আবশ্যক। সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিকেই সাক্ষী মানা যাইতে পারে।

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব, শ্রোত্রিয়বৃদ্ধ, তাপসবৃদ্ধ এবং পরিব্রাজকাদি ইহারা শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সাক্ষিমধ্যে পরি-গণিত নহে। এই বিষয়ে শাস্ত্রেও কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, আভশস্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থসম্বন্ধী অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদী বিষয়ের স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, সহায়, শত্রু, চৌর, সাহসী (গোঁয়ার), দৃষ্টদোষ, বন্ধু, পরিত্যক্ত ইত্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য। উভয়পক্ষ সম্মত ধর্ম্মজ্ঞ একজন সাক্ষ্য হইবে, কিন্তু এই নিন্দিত গুণযুক্ত ব্যক্তি-গণকে কদাচ সাক্ষ্য মানিবে না। রাজা সাক্ষী লইবার কালে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে যে দোষ হয়, তাহা সাক্ষীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

সাক্ষী মানিত হইয়া যে ব্যক্তি সাক্ষ্যপ্রদান না করে, তাহার পাপ এবং দণ্ড কূটসাক্ষীর ন্যায়। সাক্ষিগণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয়, এবং লিখিত প্রতিজ্ঞান যাহার অন্যরূপ প্রমাণ হয়, তাহার পরাজয় হইয়া থাকে। কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্য পক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব-সাক্ষীগণ কূটসাক্ষী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যাহারা কূট-সাক্ষী দিবে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, কূটসাক্ষীর তাহার দ্বিগুণ হইবে এবং রাজা তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কূটসাক্ষী হইলে তাহার কোনরূপ দণ্ড না করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে।

সাক্ষী সাক্ষ্য দিবার জন্য অঙ্গীকৃত হইয়া পরে যদি তাহা অস্বীকার করে তাহা হইলে বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তদপেক্ষা ৮ গুণ অধিক তাহার দণ্ড হইবে। রাজা তাহার এইরূপ দণ্ডবিধান করিয়া পরে তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। যে বিবাদে সত্যকথা বলিলে ব্রহ্ম-চারীর প্রাণদণ্ড হয়, সেই স্থলে সাক্ষী মিথ্যা বলিতে পারে। পরে এই পাপনাশের জন্য সারস্বতচরু নির্ব্বপণ করিতে হয়।

(যাজ্ঞবল্ক্যস° ২ অ°)

মিথ্যাসাক্ষ্য-দানকারীর সকল পুণ্যক্ষয় এবং নরক হইয়া থাকে, এইজন্য সাক্ষ্যস্থলে কদাচ মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা মহাপাপ বলিয়া গণ্য, তাহার উপর রাজার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি মিথ্যা প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে কিরূপ পাপ হইবে, তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। ব্যবহারতত্ত্বে এই সাক্ষীর বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না।

সাক্ষিপ্ত (অব্য) আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আক্ষেপ, মনোবৈকল্য, তাহার সহিত বর্ত্তমান, মনোবিক্লবতাযুক্ত।

"বেষং সাক্ষিপ্তমাধায় রক্তেনৈকেন বাসসা" (ভারত ১ প°)

'সাক্ষিপ্তং আক্ষিপ্তঃ আক্ষেপোমনোবৈকল্যং তেন সহ যথাস্যাত্তথা' (নীলকণ্ঠ)

সাক্ষিভূত (ত্রি) সাক্ষীস্বরূপ, সাক্ষীভূত, ভগবান্ বিষ্ণু, তিনি সাক্ষীস্বরূপ।

"নমস্তে আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ।
নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ॥" (ভাগবত ৩।১৬।৩৪)

সাক্ষিমৎ (ত্রি) সাক্ষিন্ অস্ত্যর্থে মতুপ্, নস্য লোপঃ। সাক্ষী-যুক্ত, সাক্ষীবিশিষ্ট। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২।৯৪)

সাক্ষেপ (ত্রি) আক্ষেপেণ সহ বর্ত্তমানং। আক্ষেপের সহিত বর্ত্তমান, আক্ষেপযুক্ত, আক্ষেপবিশিষ্ট।

সাক্ষ্য (ক্লী) সাক্ষিণো ভাবঃ কর্ম্ম বা, সাক্ষিন্-ষ্যঞ্। যদ্বা সাক্ষিণি ভবং সাক্ষিন্ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। সাক্ষীর কর্ম্ম, সাক্ষ্যপ্রদান, সাক্ষীর কার্য্য।

"সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিদ্ধ্যতি।" (ব্যবহারতত্ত্বধৃত মনু) সমক্ষ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়। [সাক্ষিন্ শব্দ দেখ]

(ত্রি) ২ দৃশ্য। "তাবানয়ং ব্যবহারঃ সদাবিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যো ভবতি স্থূলসূক্ষ্মঃ।" (ভাগবত ৫।১১।৭)

সাখেয় (ত্রি) সখ্যুরিদং সখি (বুঞ্‌ছণ্‌কঠজিতি। পা ৪।২।৮০) ইতি ঢঞ্। সখিসম্বন্ধী।

সাখ্য (ক্লী) সখ্যুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা সখি-ষ্যঞ্। সখ্য, সখিত্ব, বন্ধুত্ব।

সাগর (পুং) সগরস্য রাজ্ঞোঽয়মিতি সগর-অণ্। সমুদ্র, অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন যে রাজা সগর ইহাকে অবতারিত করেন, এই জন্য সমুদ্রের নাম সাগর হইয়াছে। "সগরেণাবতারিতত্বাৎ তস্যায়মিতি ঞে সাগরো দস্ত্যাদিঃ। (ভরত) এই সাগর ৭টী। [সমুদ্র দেখ।]

সগরস্যাপত্যং পুমানিতি সগর-অণ্। ২ সগরপুত্র। (ভাগবত ৩।১০৭) (ত্রি) সাগরস্যেদং অণ্। ৩ সাগরসম্বন্ধী।

সাগরক (পুং) জনপদভেদ। স্ত্রিয়া' টাপ্। সাগরীকা। রত্নাবলীর সখী।

সাগরগ (ত্রি) সাগর-গম-ড। সাগরগামী, সাগরপর্য্যন্ত গমনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সাগরগা-নদী, ২ গঙ্গা। (ভার° আদিপ°)

সাগরগম (ত্রি) সাগরপর্য্যন্তগামী।

সাগরগামিন্ (ত্রি) সাগরং গচ্ছতীতি গম-ণিনি। সাগর পর্য্যন্ত গমনকারী, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সাগরগামিনী নদী।

"মহীধরং মার্গবশাদুপেতং স্রোতোবহা সাগরগামিনীব।"(রঘু ৬।৫২)

৩ সুক্ষেলা। (রাজনি°)

সাগরদত্ত (পুং) ১ শাক্যবংশীয় একজন খ্যাত ব্যক্তি। ২ গন্ধর্ব্বরাজভেদ।

সাগরনন্দিন্ (পুং) একজন কোষকার। (উজ্জ্বল ৪।১২১)

সাগরনেমি (স্ত্রী) সাগরঃ নেমিরিব যস্যঃ। পৃথিবী। (হেম)

সাগরপর্য্যন্ত (ত্রি) সমুদ্রপর্য্যন্ত, সমুদ্র অবধি।

সাগরপাল (পুং) নাগরাজ। (তারনাথ)

সাগরমুদ্রা (স্ত্রী) ধ্যানমুদ্রাভেদ।

সাগরমেখল (স্ত্রী) সাগরঃ মেখলেব যস্যাঃ। পৃথিবী। (হেম) এই শব্দ বাচ্যলিঙ্গেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"অংশুমানপি ধর্ম্মাত্মা মহীং সাগরমেখলাং।
প্রশশাস মহারাজ যথৈবাস্য পিতামহঃ॥" (ভারত ৩।১০৭।৬৪)

সাগরলিপি (স্ত্রী) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ললিতবি°)

সাগরবর্ম্মন্ (পুং) রাজভেদ।

সাগরবাসিন্ (ত্রি) সাগরে সাগরতীরে বসতীতি বস-ণিনি। সাগরতীরে বাসকারী, যাহারা সাগরতীরে বাস করে।

সাগরব্যূহগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সাগরসূনু (পুং) সাগরপুত্র।

সাগরানূপক (ত্রি) সাগরবাসী। (ভারত বনপর্ব্ব)

সাগরান্ত (ত্রি) সাগরপর্য্যন্ত।

সাগরাম্বরা (স্ত্রী) সাগরঃ অম্বরং বস্ত্রমিব যস্যাঃ। পৃথিবী।

সাগরালয় (পুং) সাগর আলয়ো যস্য। বরুণ। (শব্দমালা)

সাগরাবর্ত্ত (পুং) সাগরদ্বীপ। (মহাভারত বনপর্ব্ব)

সাগরেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

সাগরোত্থ (ক্লী) সাগরাদুত্তিষ্ঠতীতি উৎ-স্থা-ক। সমুদ্রলবণ।

সাগরোদক (ক্লী) সাগরস্য উদকং। সাগরের জল, সমুদ্রজল, মহাস্নানকালে সাগরোদক দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

সাগরোপম (ত্রি) সাগর উপমা যস্য। সাগরতুল্য, সমুদ্রসদৃশ।

সাগস্ (ত্রি) পাপের সহিত বর্ত্তমান, পাপযুক্ত, পাপবিশিষ্ট।

সাগ্নি (ত্রি) অগ্নির সহিত বর্ত্তমান, অগ্নিযুক্ত, অগ্নিবিশিষ্ট।

সাগ্নিক (ত্রি) অগ্নির সহিত বর্ত্তমান, অগ্নিযুক্ত। কলি ভিন্ন অন্য যুগে ব্রাহ্মণ সকল সাগ্নিক ছিলেন। উপনয়নকালে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত, উপনীত ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক সেই অগ্নি রক্ষা এবং প্রতিদিন তাহাতে হোম করিতেন, পরে অন্তকালে সেই অগ্নি দ্বারা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইত। সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে স্নাতক কহে। কলিকালে ব্রাহ্মণ সকল নিরগ্নিক।

সাগ্নিচিত্য (ত্রি) অগ্নিচয়নক্রিয়াযুক্ত।

সাগ্র (ত্রি) অগ্রের সহিত বর্ত্তমান, অগ্রবিশিষ্ট, অগ্রযুক্ত। ২ সমগ্র।

সাগ্রহ (ত্রি) আগ্রহের সহিত বর্ত্তমান, আগ্রহযুক্ত, আগ্রহবিশিষ্ট, আগ্রহান্বিত।

সাঙ্কথিক (ত্রি) সঙ্কথায়াং সাধুঃ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। সঙ্কথা বিষয়ে সাধু।

সাঙ্করিক (ত্রি) সঙ্করবর্ণ বা মিশ্রবর্ণসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কর্য্য (ক্লী) সঙ্করস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সঙ্করের ভাব, মিশ্রণ, মিলন, সঙ্করত্ব।

সাঙ্কল (ত্রি) সঙ্কল (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫) ইতি অঞ্। ১ সঙ্কল দ্বারা নির্বৃত্ত। ২ সঙ্কলন হইতে জাত।

সাঙ্কল্পিক (ত্রি) সঙ্কল্পসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কাশিন (ক্লী) প্রগুণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৭।৩)

সাঙ্কাশ্য (পুং) উত্তরভারতের প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম সঙ্কিশ। [সঙ্কিশ দেখ।]

সাঙ্কাশ্যক (ত্রি) সাঙ্কাশ্যসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কুচী (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ, শাঁকোচ মাছ, এই শব্দ তালব্য শকারান্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

সাঙ্কৃত (ত্রি) সঙ্কৃতি প্রবরসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কৃতি (পুং) মুনিভেদ। এই মুনি বৈরাত্র্যপঞ্চগোত্রের প্রবর।
"বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে।" (তিথিতত্ত্ব)
এই মন্ত্রে ভীষ্মদেবের তর্পণ করিতে হয়।

সাঙ্কৃত্য (পুং) সঙ্কৃতস্য গোত্রাপত্যং সঙ্কৃত গর্গাদিভ্যো যঞ্। সঙ্কৃতের গোত্রাপত্য।

সাঙ্কৃত্যায়ন (পুং) সাঙ্কৃত্যের গোত্রাপত্য।

সাঙ্কেতিক (ত্রি) ১ সঙ্কেতকারক। সঙ্কেতসম্বন্ধীয়। ২ সঙ্ক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অঙ্ক কসা।

সাঙ্কেত্য (স্ত্রী) মূল প্রমাণশূন্য পাষণ্ডাগম, পাষণ্ডদিগের শাস্ত্র।
"আর্য্যসময়পরিগতাঃ সাঙ্কেত্যেনাভিধত্তে।" (ভাগব° ৫।১৪।২৯)
'সাঙ্কেত্যেন মূলপ্রমাণশূন্যেন পাষণ্ডাগমেন' (স্বামী)

সাঙ্ক্রামিক (ত্রি) সঙ্ক্রামে সাধু। (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি সঙ্ক্রামক-ঠক্। সঙ্ক্রামবিষয়ে সাধু, যাহা শীঘ্র সংক্রম করে।

সাঙ্ক্ষেপিক (ত্রি) সঙ্ক্ষেপায় হিতঃ সঙ্ক্ষেপ-ঠঞ্। ১ সংক্ষিপ্ত।
"ইদং বক্ষ্যমাণং সাঙ্ক্ষেপিকং ক্রমেণ লক্ষণং জ্ঞাতব্যং"(মনুটীকা কল্লূক ১২।৫৪) ২ সঙ্ক্ষেপকারক, যিনি সঙ্ক্ষেপ করেন।

সাঙ্খ্য (স্ত্রী পুং) সংখ্যা সম্যক্‌জ্ঞানং সা অস্ত্যত্রেতি সংখ্যা-অণ্, বা সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানং আত্মতত্ত্বং সাঙ্খ্যং। ষট্‌দর্শনের অন্তর্গত দর্শন শাস্ত্র বিশেষ। পর্য্যায় কাপিল। (হেম) মহর্ষি কপিল এই দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সাংখ্য শব্দের অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান, এই সম্যক্‌জ্ঞান এই শাস্ত্র আছে বলিয়া ইহার নাম সাংখ্য হইয়াছে, বা যাহা দ্বারা বস্তুতত্ত্বসমূহ সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকেও সাংখ্য কহে, ইহারও অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান, এই জ্ঞানে প্রকাশমান যে আত্মতত্ত্ব তাহাকে সাংখ্য কহে। এই দর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।
"সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সংখ্যা সম্যক্‌বিবেকেনাত্মকথনং। অতঃসাংখ্যশব্দস্য যোগরূঢ়-ত্বয়া তৎকারণং সাংখ্যযোগং।" (সাংখ্য ভাষ্য)
যাহাতে সংখ্যা, প্রকৃতি এবং চতুর্বিংশতিতত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে সাংখ্য কহে। সম্যক্ বিবেক দ্বারা আত্ম-কথনের নাম সংখ্যা, অতএব যাহাতে সম্যক্ বিবেকখ্যাতি দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহাকেই সাংখ্য কহে।

পরমজ্ঞানী কপিল জীবের দুঃখ বিমোচনের জন্য এই দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ দেন। তিনি যে সাংখ্যের উপদেশ দেন, তাহার নাম তত্ত্বসমাস, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি দয়া করিয়া আসুরি মুনিকে এই শ্রেষ্ঠ পবিত্র জ্ঞান প্রথমে প্রদান করেন, পরে আসুরিমুনি পঞ্চশিখকে এবং পঞ্চশিখ মুনি পরে বহু প্রকারে এই জ্ঞান প্রচার করেন, এইরূপে শিষ্যপরম্পরা ক্রমে এই জ্ঞান প্রচারিত হয়।
"এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনি রাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥"
(সাংখ্যকা° ৭০)

মহর্ষি কপিল তত্ত্বসমাস নামে যে অতি সংক্ষিপ্ত সাংখ্য-শাস্ত্রের উপদেশ দেন, কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ইদা-নীন্তন প্রচলিত যে সাংখ্যসূত্র আছে, তাহাও বিজ্ঞানভিক্ষু কপিল প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে বর্ত্ত-মান সূত্রে সংক্ষিপ্ত সাংখ্যদর্শনের প্রপঞ্চন অর্থাৎ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা আছে বলিয়া ইহার নাম সাংখ্যপ্রবচন। কালক্রমে যে শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহাও প্রকারান্তরে তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন।
"কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরং।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥" (সাংখ্যভাষ্য)
কালরূপ অর্ক কর্ত্তৃক জ্ঞানসুধাকর সাংখ্যশাস্ত্র ভক্ষিত হইয়া-ছিল, কিন্তু কলামাত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল, বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা তাহাই আমি পূরণ করিব। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর এই কথা দ্বারা জানা যায় যে, বিজ্ঞানভিক্ষুই সংক্ষিপ্ত যে সাংখ্য দর্শন ছিল, তাহাই বিস্তৃত ভাবে যেখানে যাহা প্রয়োজন তথায় সেই সকল বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কপিলের শিষ্য আসুরি পঞ্চশিখাচার্য্যকে এই শাস্ত্রের উপ-দেশ দেন, তিনি এই দর্শনের প্রকাশকল্পে বিস্তর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু কালক্রমে সেই সকল গ্রন্থও অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। পরে ঈশ্বরকৃষ্ণ এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া আর্য্যাশ্লোকে সাংখ্যকারিকা প্রণয়ন করেন। এই কারিকাই সাংখ্যদর্শনের অতি সমীচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রাচীন আচার্য্যদিগের নিকট ইদানীন্তন প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের সূত্র অপেক্ষা সাংখ্যকারিকা সমাদৃত ও বিশেষ প্রামাণিক রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে সাংখ্য দর্শনের মতখণ্ডন প্রসঙ্গে প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের কোন সূত্র উদ্ধৃত না করিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে পরমার্থ চীনভাষায় এই কারিকায় অনুবাদ প্রকাশ করেন, সুতরাং এই কারিকাও যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা দ্বারা জানা যায় যে প্রচলিত সাংখ্যসূত্র অপেক্ষা এক সময়ে সাংখ্যকারিকাই বিশেষ সমাদৃত ছিল। ষড়্‌দর্শন টীকাকৃৎ

বাচস্পতিমিশ্রও সাংখ্যসূত্রের টীকা না করিয়া এই কারিকারই টীকা করিয়াছেন, ইহার নাম সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, এখানিও অতি প্রামাণিক গ্রন্থ, বাচস্পতিমিশ্র এই দর্শনের টীকা না করিলে ষড়্দর্শনের টীকাকৃৎ হইতেন না, সুতরাং তিনিও সাংখ্যসূত্র অপেক্ষা এই কারিকাই প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া ইহারই টীকা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যে সাংখ্যদর্শন প্রচলিত আছে, তাহা ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং সমগ্র দর্শনে ৪৫৬টী সূত্র আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যেমন রোগ, আরোগ্য, রোগ-নিদান ও ভৈষজ্য এই চারিটী ব্যূহ, তদ্রূপ এই সাংখ্যশাস্ত্রও হেয়, হান, হেয়হেতু এবং হানোপায় এই চারিটী ব্যূহ।

"তত্র ত্রিবিধ দুঃখং হেয়ং, তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানং, প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগদ্বারা চাবিবেকো হেয়হেতুঃ, বিবেকখ্যাতিস্তু হানোপায়ঃ।"
(সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য)

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ হেয়, এই তিন প্রকার দুঃখ হানের যোগ্য, পরিত্যাগের উপযুক্ত, এই জন্য ইহা হেয়। ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির নাম হান, প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বা অভেদজ্ঞান হেয়হেতু, বিবেক-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি বা তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি পুরুষ নহে, পুরুষ তাহা হইতে ভিন্ন, প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথক্ যে জ্ঞান, তাহাই হেয়হেতু, এই জ্ঞান হইলে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়।

সাংখ্য দর্শনের প্রথমাধ্যায়ে হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায় নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির সূক্ষ্মকার্য্য; তৃতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির স্থূল কার্য্য, লিঙ্গশরীর, স্থূলশরীর, অপর বৈরাগ্য ও পরবৈরাগ্য; চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, কতকগুলি আখ্যায়িকা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকারান্তরে বিবেকজ্ঞানসাধনের উপদেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষনিরাস, অর্থাৎ স্বসিদ্ধান্তে বাদী-দিগের সমুদ্ভাবিত দোষের নিরাস, ও তাহাদের মতখণ্ডন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রার্থের উপসংহার বর্ণিত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের প্রমাণ স্বীকৃত হয় নাই এই জন্য ইহার নাম নিরীশ্বরসাংখ্য। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যকে নিরীশ্বর ও সেশ্বর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাঁহার মতে কপিলপ্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্য এবং পতঞ্জলি প্রণীত সেশ্বর সাংখ্য। কপিল স্বয়ং বাসুদেব ও পতঞ্জলি অনন্তের অবতার। কপিলের মতে জ্ঞান দ্বারা মুক্তি, আর পতঞ্জলির মতে যোগপ্রভাবে মুক্তি হয়।* শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, যোগী কাপিলীয়তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হইবেন। এই কারণেই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও ভারত এমন কি শৈবাগমাদিতেও স্পষ্ট সাঙ্খ্যমত দৃষ্ট হয়।† ভগবান্ গীতায় "নৈব সাংখ্যাৎ পরং জ্ঞানং" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভের পক্ষে সাংখ্যই প্রধান শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ দিকে আবার সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে সাঙ্খ্য ও যোগ এই উভয় দর্শনকেই আন্বীক্ষিকী-বিদ্যা মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।‡ সেশ্বর সাঙ্খ্যের বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। [যোগ দেখ।] এক্ষণে নিরীশ্বর সাঙ্খ্যের বিষয় আলোচিত হইতেছে—

সাংখ্যসূত্র ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য এবং ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা যোগসূত্রকে ও বাচস্পতিমিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী এই কয় খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, বাচস্পতিমিশ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু প্রকারান্তরে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূত্রকার অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, মানিলাম বিচার মুখে ঈশ্বরসিদ্ধ হইলেন না, কিন্তু তদ্দ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে মুক্তি হইবার কোন বাধা হইতে পারে না, বিচারস্থলে যদি ঈশ্বর না মানা যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? কারণ জীবের প্রয়োজন কি? না মুক্তি। কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার না করিলে বিবেক সাক্ষাৎকার হইলেই যখন মুক্তি হইবে, তখন ঈশ্বর স্বীকারে বা অস্বীকারে আসে যায় কি? বিজ্ঞানভিক্ষু যে ঈশ্বর স্বীকার করিতেন না, তাহা নহে, তবে তিনি বলেন যে তাহাকে প্রমাণ করা যায় না অর্থাৎ ঈশ্বর অপ্রমেয়। তিনি 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্র দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি করা যায় না, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদি ঈশ্বর নাই, ইহাই তাঁহার মত হইত, তাহা হইলে তিনি 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্রের পরিবর্ত্তে "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র করিতেন। আরও তিনি বলিয়াছেন "ঈশ্বরোহি দুর্জ্ঞেয় ইতি নিরীশ্বরত্বম্" (বিজ্ঞান ভিক্ষু) ঈশ্বর অতি দুর্জ্ঞেয় এই জন্য নিরীশ্বরত্ব অভিহিত হইয়াছে, যাহা প্রয়োজন, তাহা যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয় লইয়া বিশেষরূপ আলোচনার আবশ্যক কি? ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলেই যখন মুক্তির কোন রূপ প্রতিবন্ধক নাই, তখন সেশ্বর ও নিরীশ্বর লইয়া

* "সাঙ্খ্যশাস্ত্রং দ্বিধাভূতং সেশ্বরঞ্চ নিরীশ্বরম্।
চক্রে নিরীশ্বরং সাঙ্খ্যং কপিলোঽন্যৎ পতঞ্জলিঃ।
কপিলো বাসুদেবঃ স্যাদনন্তঃ স্যাৎ পতঞ্জলিঃ।
জ্ঞানেন মুক্তিং কপিলো যোগেনাহ পতঞ্জলিঃ।" (সর্ব্বসিদ্ধান্তরহস্য ৯।১-২)

† "যোগী কপিলপক্ষোক্তং তত্ত্বজ্ঞানমপেক্ষতে।
শ্রুতিস্মৃতির্গণেষু পুরাণে ভারতাদিকে।
সাঙ্খ্যোক্তং দৃশ্যতে স্পষ্টং তথা শৈবাগমাদিষু।" (ঐ ৯।৩-৪)

‡ "সাঙ্খ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী।" (অর্থশাস্ত্র ১ অঃ)

বাদবিতণ্ডায় আবশ্যক কি। তাঁহার এই সকল বাক্য দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি ঈশ্বর স্বীকার করিতেন।

কিন্তু সাংখ্যসূত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র দ্বারাই কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাহা নহে তিনি আরও কতকগুলি সূত্র দ্বারা নিরীশ্বরত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন—"প্রমাণাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ" (সাংখ্যসূ° ৫।১০) প্রমাণের অভাব বশতঃ তাহার সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ প্রমাণ নাই বলিয়া ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না।

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি করা যায় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহেন, ইহা বলাই বাহুল্য, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কোন রূপেই তাঁহার সিদ্ধি হয় না, যে স্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধি হয় না, তথায় অনুমান প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু অনুমান প্রমাণ দ্বারাও ইহা সিদ্ধ করা যায় না। "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং" (সাংখ্যসূ° ৫।১১) কোন বস্তুর সহিত যদি অন্য কোন বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে একটী দেখিলে আর একটীর অনুমান হইয়া থাকে। এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই একমাত্র অনুমানের কারণ, যে স্থলে এই সম্বন্ধ নাই, সেই স্থলে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে জগতে কিসের সহিত ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে, ইহাতে সাংখ্যকার বলেন, কিছুরই সঙ্গে নহে।

তৃতীয় প্রমাণ শব্দ, আপ্ত বাক্যকেই শব্দ প্রমাণ কহে, বেদই আপ্তোপদেশ, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া ঈশ্বরকৃত নহে।

"শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য" (সাংখ্যসূ° ৫।১২)

কিন্তু বেদে যে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মুক্তাত্মার প্রশংসা বা সিদ্ধের উপাসনা। সুতরাং আপ্ত প্রমাণ দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে উক্ত রূপ প্রমাণ দিয়াছেন যথা ঈশ্বরের লক্ষণ কি? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বা পাপপুণ্যের ফল বিধাতা, তিনি বদ্ধ বা মুক্ত? যদি মুক্ত বল, তাহা হইলে তাহার সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, যদি বল বদ্ধ, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি হইতে পারে না। অতএব একজন যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা অসম্ভব।

"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎ সিদ্ধিঃ॥" "উভয়থাপ্যসৎকরত্বং"

(সাংখ্যসূ° ১।৯৩, ৯৪)

যদি বল ঈশ্বর পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতা, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করিতে হইবে। যদি তিনি তাহা না করেন অর্থাৎ স্বেচ্ছামতে ফল বিধান করেন। তাহা হইলে তাঁহার ইহা আত্মোপকারের জন্যই করা সম্ভব। ইহাতে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী ও দুঃখের অধীন হইয়া পড়েন।

যদি তাহা না বলিয়া তিনি কর্ম্মানুযায়ীই ফলবিধাতা হন, তাহা হইলে কেন কর্ম্মকে ফলবিধাতা বল না, ফল নিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বানুমানের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি রূপে নিরীশ্বরত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় যে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, ইহা নিঃসংশয় রূপে বলা যাইতে পারে। সাংখ্যসূত্র সকল দেখিলেও বোধ হয় যে এই কারিকা অবলম্বন করিয়াই বিজ্ঞানভিক্ষু অধিকাংশ সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদাচার্য্যকৃত সাংখ্যকারিকাভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্র কৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্য ভাষ্য এবং তৎকৃত সাংখ্যসার প্রভৃতি সাংখ্য শাস্ত্রের বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ।

বাচস্পতি মিশ্র স্বয়ং বলিয়াছেন যে এই সাংখ্যকারিকাই সাংখ্যশাস্ত্র, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সাংখ্য শাস্ত্র বিদ্যমান ছিল না। শঙ্করাচার্য্য উদয়নাচার্য্য এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই কারিকাকেই সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাকে এক্ষণে সাংখ্যদর্শন বা সাংখ্যপ্রবচন বলা যায়, পূর্ব্বে কেহ তাহার নামগন্ধ করেন নাই। সুতরাং সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিতে হইলে বাচস্পতি মিশ্রের ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর মত উভয়ই আলোচনা করা আবশ্যক।

জগতে দেখা যায় প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। অতএব এই যে দর্শনশাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে, এই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? সকল দর্শন শাস্ত্রেরই প্রয়োজন মুক্তি, সুতরাং এই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন যে মুক্তি তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। জীব সদা ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাই কপিল জীবের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাহাদের মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য এই দর্শনের প্রথম সূত্র এইরূপ—নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" (সাংখ্যসূত্র ১।১)

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তির নাম পরমপুরুষার্থ, ইহার নিবৃত্তিই মুক্তি। পুরুষের প্রয়োজন কি? না মুক্তি, ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি। যাহাতে আর কোন কালেও দুঃখোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন। দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। যেদুঃখ আত্মাকে অধিকার করিয়া নিষ্পন্ন হয়, আভ্যন্তরীণ উপায়ে যে দুঃখ সম্পন্ন হয়, তাহাকে

আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। সাধারণ লোকে সংঘাত অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ উপায়সাধ্য দুঃখই আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার শারীর ও মানস। শরীরও স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকার। এই পরিদৃশ্যমান দেহকে স্থূলদেহ এবং বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রে গঠিত অদৃশ্য দেহকে সূক্ষ্ম দেহ কহে। রোগ হইতে স্থূল দেহের দুঃখ সংঘটিত হয়, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার সাম্যাবস্থার নাম আরোগ্য, ইহাই স্বাস্থ্যের নিদান, উহাদের বৈষম্য ঘটিলেই রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং রোগজনিত যে দুঃখ অনুভব হয়, তাহাকেই শারীর দুঃখ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয়াদি জন্য যে দুঃখানুভব হয়, তাহার নাম মানস দুঃখ। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই দ্বিবিধ দুঃখই বাহ্য উপায়সাধ্য, আভ্যন্তরীণ উপায় সাধ্য নহে। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ভূতসমূহ হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে। ভূতসমূহ দ্বারা এই দুঃখ ঘটে বলিয়া ইহার নাম আধিভৌতিক হইয়াছে। যক্ষ, রাক্ষসাদির আবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক কহে। এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নামই মুক্তি। একমাত্র বিবেকজ্ঞানই এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি হইতে পুরুষ পৃথক্ এই জ্ঞানই বিবেকজ্ঞান। এই বিবেকজ্ঞানের প্রকাশার্থ সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন।

তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিত আছে—"এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত,যদি দুঃখনাম জগতি ন স্যাৎ, সদ্বা ন জিহাসিতং, জিহাসিতং বা অশক্যসমুচ্ছেদং, অশক্যসমুচ্ছেদতাচ দ্বেধা দুঃখস্য নিত্যত্বাদ্বা তদুচ্ছেদোপায়াপরিজ্ঞানাদ্বা, শক্যসমুচ্ছেদত্বেঽপি চ শাস্ত্রবিষয়স্যজ্ঞানস্যানুপায়ত্বাদ্বা সুকরস্যোপায়ান্তরস্য সদ্ভাবাদ্বা"।

(সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে জগতে যদি দুঃখ না থাকিত, এবং জগতে যদি দুঃখ থাকিয়াও লোকে দুঃখ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী না হইত, তাহা হইলে কেহই শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে চাহিত না। জগতে জীবমাত্র প্রতি মুহূর্ত্তেই দুঃখের অনুভব করে, এবং তাহাকে প্রতিকূল বলিয়া ভাবিয়া থাকে; এইরূপ লোক বিরল, যিনি দুঃখকে নিজের অনুকূল বিবেচনা করেন। সাংখ্যশাস্ত্র এই অনুকূল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বলিয়া এই শাস্ত্র মুক্তিকামীর নিকট সমাদৃত।

শাস্ত্রে দুঃখনাশের যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিশেষ কষ্টসাধ্য। একমাত্র বিবেকজ্ঞানই দুঃখনাশের উপায়, ইহাই শাস্ত্রদৃষ্ট উপায়, এই শাস্ত্রদৃষ্ট বিবেক জ্ঞান অনায়াসসাধ্য নহে। অনেক জন্মপরম্পরায়, বিপুল আয়াসে এই বিবেকজ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" (গীতা)

বহু জন্মের পর জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু লৌকিক উপায়ে অনায়াসে দুঃখের নিবৃত্তি করা যাইতে পারে, উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশানুসারে উত্তম ঔষধ ব্যবহার করিলে শারীরদুঃখের, মনোজ্ঞস্ত্রীপানভোজনাদির পরিসেবনে মানসদুঃখের, নীতিশাস্ত্রে কুশলতা ও নিরাপদ সমীচীন স্থানে অবস্থিতি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের এবং মণিমন্ত্রাদির সাহায্যে আধিদৈবিক দুঃখের প্রতিকার অনায়াসেই হইতে পারে। ঈদৃশ সহজ উপায়ে যখন দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, তখন অতি কষ্টসাধ্য শাস্ত্রোপদিষ্ট বিবেকজ্ঞানে কি প্রকারে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে? কেন না। একটী প্রবাদ আছে—

"অকে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
দৃষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥"(সাংখ্যকৌ°)

অকে অর্থাৎ ঘরের কোণে যদি মধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে মধু অন্বেষণে কি জন্য লোকে পর্ব্বতে গমন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্টসুকর উপায় থাকিতে দুষ্কর উপায়ে কেহই প্রবৃত্ত হয় না।

এই আপত্তি আপাততঃ রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা সহকারে দেখিলে সহজেই ইহার অসারতা প্রতিপন্ন হয়। দেখা গিয়াছে যে, যথাবিধি ঔষধসেবন, মনোজ্ঞ স্ত্রী ও পানভোজনাদির উপযোগ, নিরাপদ্ স্থানে অবস্থিতি, নীতি শাস্ত্রের অভ্যাস এবং মণিমন্ত্রাদির সংগ্রহ করিয়াও আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের প্রতিকার করিতে পারা যায় নাই, অতএব ঔষধ সেবনাদি দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইলেও উহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী উপায় নহে। আরও বিবেচ্য যে ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিলে তৎকালে ক্ষণিক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু কালান্তরে তজ্জাতীয় দুঃখের পুনরাবির্ভাব হয়। তাই সূত্রে অভিহিত হইয়াছে যে—

"প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং।"

(সাংখ্যসূ° ১।২৩)

প্রতিদিন ক্ষুধা পাইলে যেমন ভোজন দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়, আবার পরে ক্ষুধা হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের প্রতীকার হইলেও পরে আবার দুঃখোৎপত্তি হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা মন্দ পুরুষার্থ। যাহাতে পুনর্ব্বার দুঃখোৎপত্তি না হয়, দুঃখনাশের জন্য এবংবিধ উপায়ই অবলম্বনীয়।

বিবেকজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র ঐকান্তিক উপায়। এই বিবেকজ্ঞান দ্বারা একবার দুঃখের উচ্ছেদসাধন হইলে পুনরায়

আর তাহার আবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের নিদান বা আদি কারণ। বিবেকজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উন্মূলিত হইলে কারণের অভাবে কার্য্যের উৎপত্তির আশঙ্কাই হইতে পারে না। বৃক্ষ উৎপাটিত হইলে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ফলের প্রত্যাশা করেন না।

ভাল স্বীকার করিলাম, দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের একান্ত নাশ হয় না, কিন্তু আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক উপায়ে ইহার নাশ হইতে পারেত, সুতরাং অতিকষ্টসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা সহজসাধ্য যজ্ঞাদি দ্বারা অনায়াসেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে। এ সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, বৈদিক যজ্ঞাদিতেই একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। যদিও বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গলাভ করা যায় সত্য, (স্বর্গ শব্দের অর্থ দুঃখবিরোধী সুখ বিশেষ)। সুতরাং তদ্দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে, এবং অনেক জন্মপরম্পরার আয়াসসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা বেদবিহিত যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান অল্পকালসাধ্যও বটে, তথাপি ইহার অনুষ্ঠানে একান্ত দুঃখের উচ্ছেদ হইলেও অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না। তাহার কারণ এই যে, যজ্ঞ হিংসাদোষে দুষ্ট, যজ্ঞ করিতে হইলেই হয় পশুহিংসা না হয় বীজাদির হিংসা করিতে হয়। তিল ও যব প্রভৃতি দ্বারা হোম করিলে বীজহিংসা হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞ হিংসাদুষ্ট। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে বৈধহিংসাও বিশেষ পাপজনক। বাচস্পতি মিশ্র বৈধহিংসার বিশেষ রূপ বিচার করিয়া ইহা পাপজনক সুতরাং দুঃখপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, এই নিষেধবিধির তাৎপর্য্য এই যে, হিংসা করিলেই পুরুষের পাপ হইবে, 'অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত', অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে, এই বিধি দ্বারা জানা যায় যে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,পশু প্রভৃতির হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, অতএব ঐ সকল হিংসা করিয়াও যজ্ঞ সম্পাদন করিবে।

কোনও প্রাণীর হিংসা করিবেনা, ইহা সামান্য শাস্ত্র, আর অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে, ইহা বিশেষ শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সচরাচর বিশেষ শাস্ত্রের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য শাস্ত্রের বিষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্রের বাধক এবং সামান্য শাস্ত্র বিশেষ দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে ঐরূপ বাধ্য বাধক ভাব হইতে পারে না। পরস্পর বিরোধ না হইলে বাধ্য বাধক ভাব হয় না, এই স্থলে কোন বিরোধই নাই, তবে কিরূপে বাধ্যবাধক ভাব হইবে, এই স্থলে উল্লিখিত দুইটী শ্রুতিই পরস্পর ভিন্ন। কেননা প্রথম শ্রুতিতে নিরূপিত হইয়াছে যে কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই নিষেধবিধি দ্বারা শ্রুতি বুঝাইয়া দিয়াছে যে, হিংসা করিলেই প্রত্যবায়ভাগী হইবে, হিংসা মাত্রই পাপজনক, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে, এই বিধি দ্বারা জানা যায় যে, যজ্ঞে পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক, পশুহিংসা ব্যতীত যজ্ঞ হইবে না, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। একটী শ্রুতি বলিতেছে, হিংসা করিও না, করিলে পাপ হইবে, আর একটী শ্রুতি বলিতেছে, পশুহিংসা ভিন্ন যজ্ঞ হয় না, পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক। সুতরাং এই দুইটী বিধির কিছুমাত্র বিরোধ নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বিধি। কেননা যজ্ঞীয় পশুহিংসা যজ্ঞের সম্পাদন এবং পুরুষের প্রত্যবায় এই উভয়ই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ। সুতরাং এ স্থলে বিধিদ্বয়ের বিরোধ বা বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারে না। শাস্ত্রে যদি এইরূপ উপদেশ থাকিত যে অগ্নিষোমীয় পশুহিংসা পুরুষের পাপোৎপাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ এবং বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারিত। যে হেতু পাপের উৎপাদন করা এবং না করা পরস্পর বিরুদ্ধ; ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এক পদার্থে থাকিতে পারে না।

এই সকল যুক্তিপ্রণালী দ্বারা সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রতিপাদন করেন যে, বৈধহিংসাতেও পাপ হইবে, এবং যজ্ঞ সম্পূর্ণ জন্য পুণ্যও হইবে। অতএব বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেইরূপ ঐ যজ্ঞ হিংসাসাধ্য বলিয়া প্রভূত পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞকর্ত্তা যখন স্বোপার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গসুখের উপভোগ করিবেন, তখন হিংসা জন্য পাপাংশের ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে। কিন্তু স্বর্গবাসী পুরুষগণ স্বর্গের মোহিনীশক্তিপ্রভাবে এইরূপ মুগ্ধ হইয়া থাকেন যে, ঐ দুঃখকণিকাকে তাহারা দুঃখ বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না, অনায়াসেই তাহা সহ্য করিয়া থাকেন।

"মৃষ্যন্তে হি পুণ্যসম্ভারোপনীতস্বর্গসুধামহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাং" (তত্ত্বকৌ•)

বেদোক্ত স্বর্গফলজনক কর্ম্মগুলি এক প্রকার নহে, তাহার মধ্যে ইতরবিশেষ আছে। কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে কর্ম্মফল স্বর্গের তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। কারণের বৈজাত্য বা তারতম্য থাকিলে কার্য্যের বৈজাত্য বা তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গের যদি উৎকর্ষ অপকর্ষ থাকে, তাহা হইলে স্বর্গবাসীদিগেরও উৎকর্ষাপকর্ষ অপরিহার্য্য। যিনি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট স্বর্গভোগ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্গভোগীর সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া দুঃখানুভব করেন, ইহা বিচিত্র নহে, বরং ইহা স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং

স্বর্গবাসিগণ একেবারে দুঃখবিমুক্ত নহেন, স্বর্গবাসিদিগের মধ্যে প্রধান অপ্রধান আছেন। সুতরাং ইহাদেরও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না।

আরও এক কথা এই যে স্বর্গ বিনাশী, উহা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ শব্দের অর্থ সুখবিশেষ মাত্র। সুখ যেমন উৎপন্ন, সেইরূপ বিনাশশীল। সুখ নিত্য বা অবিনাশী হইতে পারে না। যাহা কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, কারণ বিগমে তাহার বিনাশ হইবেই হইবে। পক্ষান্তরে দুঃখনিবৃত্তি বিবেকজ্ঞানরূপ কারণসাধ্য হইলেও উহা অভাবস্বরূপ, ভাবপদার্থ নহে। অভাব উৎপন্ন হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। মুদ্গর পাতনে ঘটের এবং পাটনে পটের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু মুদ্গরপাত বা পাটনের বিগমে তজ্জনিত ঘট-পট বিনাশের বিনাশ হয় না। ঘটপটের বিনাশ বিনষ্ট হইলে বা না থাকিলে ঘটপটের সত্তা থাকিবার কথা। কিন্তু তাহা সর্ব্ব প্রমাণ বিরুদ্ধ, এবং প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অনুমত নহে। ঘট পটাদিরূপ সমুৎপন্ন ভাব-পদার্থের বিনাশ কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলরূপে কীর্ত্তিত হয় নাই। স্বর্গ নামক সুখ বিশেষই তাহার ফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুখ অভাবরূপ নহে, উহা ভাবরূপ। উৎপন্ন ভাবপদার্থের বিনাশ আছে, সুতরাং স্বর্গেরও বিনাশ আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥" (গীতা)

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

সুতরাং এই বাক্য দ্বারাও বুঝা যায় যে, দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় যে ঔষধাদি বা অদৃষ্ট উপায় যাগ যজ্ঞাদি ইহার কোন প্রকার উপায়েই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। এইজন্য কারিকায় অভিহিত হইয়াছে যে—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥" (সাংখ্যকা° ২)

বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম দৃষ্ট উপায়ের তুল্য, যেমন দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ বৈদিক যাগানুষ্ঠানেও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অসম্ভব। সুতরাং বেদবিহিত একমাত্র বিবেকজ্ঞানরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে। পরম কারুণিক কপিল তিনি জীবের অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির জন্য সাংখ্যদর্শনে সেই বিবেকজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। বিবেকজ্ঞান যে অজ্ঞান নিবৃত্তির দ্বারাই মুক্তির সাধন, তাহা যুক্তি ও প্রমাণাদি দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

সাধারণ ব্যক্তি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে কোন কথা বলিলেই যে তাহা গ্রহণ করে, তাহা নহে, যতক্ষণ তাহার বিশেষরূপে প্রমাণ না পায়, ততক্ষণ তাহার সারবত্তা কেহই স্বীকার করে না। এইজন্য কপিল ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে একমাত্র বিবেকজ্ঞানই অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির উপায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ। বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষু এই প্রমাণত্রয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন।

"প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতং।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু॥" (সাংখ্যকা° ৫)

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে যে অধ্যবসায় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ব্যাপ্যব্যাপকভাব ও পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা অনুমান এবং আপ্ত বাক্য জন্য বাক্যার্থ জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিই প্রমাণ হইবে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ নহে। কারণ তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে যাহা প্রমাণ তাহা চিরদিনই প্রমাণ, কখন প্রমাণ, কখন অপ্রমাণ এইরূপ হইতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলিলে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই এই মতে ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বটে, কিন্তু সকল বুদ্ধিবৃত্তিই কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাহা নহে। তবে যে বুদ্ধিবৃত্তি বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিষয় অর্থে ঘট পট রূপ রস প্রভৃতি বস্তু। চক্ষুঃ প্রভৃতির নাম ইন্দ্রিয়, সন্নিকর্ষ শব্দে সম্বন্ধ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ব্যবধানাদি প্রতিবন্ধক না থাকিলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়। এই সম্বন্ধ নানাপ্রকার। চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বচ্ছ এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়সকলের সহিত বিষয়ের নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা না হইলেও সম্বন্ধ ঘটে, সরসদ্রব্য রসনায় গাঢ় সংযুক্ত না হইলে রসনার সহিত রসের সম্বন্ধ ঘটে না। কিন্তু চক্ষুর ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন হয় না। বিষয় কিছু দূরে থাকিলেও চক্ষুতে তাহা প্রতিফলিত হয়। এইরূপ বিষয় ও বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ তাহা হইতে চিত্তের একপ্রকার পরিণাম বা বিকার উপস্থিত হয়। অর্থাৎ বিষয়টী যে আকারের বা যে প্রকারের চিত্তও সেই আকার বা প্রকার প্রাপ্ত হয়। এই পরিণাম বা বিকারকেই চিত্তবৃত্তি বলা হইয়াছে। এই বুদ্ধিবৃত্তি অর্থে নিশ্চয়রূপা চিত্তবৃত্তি।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, প্রথমে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগই বৃত্তি নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়ের

উক্তরূপ বৃত্তি হইলেও ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের সমুদ্রেক হয়, তখন সত্ত্বগুণ প্রধান বা প্রবল হইয়া উঠে। এই সত্ত্ব সমুদ্রেকই অধ্যবসায় বৃত্তি বা জ্ঞান নামে আখ্যাত। অতএব বুদ্ধির এই বৃত্তিরূপ জ্ঞানই প্রমাণ পদবাচ্য।

বিষয়ের সহিত যখন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তখন মন প্রথমে বিষয়রূপে পরিণত হয়, তৎপরে অহঙ্কারের পরিণাম হয়, তাহার পর বিষয়, অহং এবং কৃতি, জ্ঞান, ইচ্ছা বা দ্বেষ এই ত্রিবিধ বস্তুকে লইয়া বুদ্ধির তিনটী বিকার বা পরিণাম হয়। তাহা হইতেই আমি ঘট করি, আমি ঘট দেখিতেছি ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়। উক্ত তিনটী পরিণামের মধ্যে বিষয়ঘটিত যে বুদ্ধিপরিণাম তাহাকেই এস্থলে কথিত বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সাংখ্যমতে অনুমানও বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ, কিরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অনুমান তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, ব্যাপ্যব্যাপক ভাব ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাই অনুমান। ব্যাপ্যব্যাপক ভাব অর্থে স্বভাবসম্বন্ধ, যাহার সহিত যে বস্তুর স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হইয়া থাকে। যথা ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, কেননা বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ধূম যেখানেই কেন থাকুক না, সেই খানেই বহ্নি থাকিবে, কখনই ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। ধূমের স্বভাবই এই যে, সে বহ্নির সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে না। এই স্বভাবসম্বন্ধ জ্ঞানই ব্যাপ্যব্যাপক ভাবজ্ঞান। পক্ষ শব্দে অনুমিতি জ্ঞান, যথা পর্ব্বত বহ্নিমান্, এই স্থলে পর্ব্বত পক্ষ, কারণ কোন্ স্থলে বহ্নির অনুমান হইতেছে, না পর্ব্বতে, অতএব পর্ব্বত পক্ষ। যে বস্তুকে ব্যাপ্য বলিয়া জানিয়াছ, সেই বস্তু পক্ষে বর্ত্তমান আছে, এই যে জ্ঞান তাহাকে পক্ষ-ধর্ম্মতা জ্ঞান কহে।

এই অনুমান আবার তিন প্রকার পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামন্যতো দৃষ্ট। বাচস্পতিমিশ্র ইহাকে বীত ও অবীত এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যাহা সাধ্য, ঠিক সেই বস্তু যদি অন্যত্র দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহা হইলে সেই সাধ্যানুমানকে পূর্ব্ববৎ বলা যায়; কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয়, দৃষ্টির অগোচর, তাদৃশ সাধ্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ হইতে পারে না, তাহা হয় শেষবৎ না হয় সামান্যতো-দৃষ্ট অনুমান হয়। কিন্তু শেষবৎ অনুমানস্থলে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবজ্ঞান নাই এবং ইহাতে সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের ব্যাপ্যব্যাপকভাবজ্ঞান আবশ্যক। ইহার ফলে সাধ্যাভাবের নিষেধ হয়, সুতরাং সাধ্য জ্ঞান হইয়া পড়ে।

"পৃথিবী পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্বাৎ" পৃথিবীতে পৃথিবী ভেদ নাই, হেতু গন্ধ। পৃথিবী ভেদ গন্ধাভাবের ব্যাপ্য, এবং গন্ধাভাব পৃথিবীতে নাই, এই জ্ঞান হইলে পৃথিবীতে পৃথিবী ভেদ নাই এইরূপ জ্ঞান হয়। পরিণামে পৃথিবীর যে তাহাতে আছে এই জ্ঞানই হইয়া থাকে। পৃথিবীর এ অনুমিতির বিধেয় নহে, বিষয় মাত্র পূর্ব্ববৎ অনুমান দ্বারা পর্ব্বতে যে বহ্নির অনুমিতি হয় তাহাতে বহ্নি বিধেয় হইয়া থাকে। বিধেয়তাও মনোবৃত্তি বিশেষ। যে অনুমিতিতে বিধেয়রূপ মনোবৃত্তির সম্পর্ক নাই, সেই অনুমিতিসাধনপ্রমাণই শেষবৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান পূর্ব্ববতের বিপরীত। যে সাধ্যের অনুমানে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহার বা ঠিক সেই আকারের আর একটী বস্তুর প্রত্যক্ষ কদাচ হইবে না, কিন্তু তাহার তুলনা প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানপথাগত যাবতীয় বস্তুর ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব জ্ঞান ও প্রকৃত হেতুতে পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যথা ইন্দ্রিয়ানুমান। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, এই ইন্দ্রিয়ের যে অনুমান ইহাই সামান্যতো দৃষ্ট। এই অনুমানপ্রণালী এইরূপ "রূপাদিজ্ঞানং সকরণকং ক্রিয়াত্বাৎ ছিদাদিবৎ" রূপাদি প্রত্যক্ষেরও করণ আছে, যে হেতু রূপাদি প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যেমন ছেদন ইত্যাদি, ছেদনের করণ কুঠার। রূপপ্রত্যক্ষের করণ কাহাকে বলিবে, দেহ করণ নহে, কারণ অন্ধের দেহ আছে, কিন্তু তাহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। দেহকে করণ বলিলে তাহার প্রত্যক্ষ হইত। যাহাকে করণ কহে, তাহাই ইন্দ্রিয়। এই করণ নানা। কোন করণ বা করণত্বপ্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়ের আকারের করণ একে-বারেই অতীন্দ্রিয়। যাহা যাহা ক্রিয়া, তৎ সমস্তেরই করণ আছে, এইরূপ জ্ঞানের পর জ্ঞানপথাগত সকল ক্রিয়াগুলিতেই করণ-সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে এবং রূপাদি প্রত্যক্ষ যে ক্রিয়া এইরূপ উপলব্ধি হইলে যে চিত্ত বৃত্তি হয়, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। এই অনুমান দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়। ইহাতে কেবল ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নহে। অপ্রত্যক্ষ অনেক বস্তুরই অনুমান হইয়া থাকে। (ন্যায়দর্শনেও পূর্ব্ববৎ, শেষবং ও সামান্যতোদৃষ্ট এই তিন প্রকার অনুমান অঙ্গীকৃত হইয়াছে)। [ন্যায়দর্শন দ্রষ্টব্য]

বক্তার দোষ অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ে ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি যদি না থাকে, তাহা হইলে বাক্য শ্রবণের পর প্রতিপাদ্য বিষয়ে যে মনোবৃত্তি হয়, তাহাই শব্দ প্রমাণ। তাহার ফল শাব্দবোধ। বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহাতে প্রমাদ নাই, ইহাতে বক্তা বা রচয়িতার দোষ সম্ভাবনা নাই। সেই বেদবাক্য শ্রবণের পর বেদবাক্য সম্বন্ধে যে চিত্তবৃত্তি হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। যাহারা ভ্রমপ্রমাদাদি শূন্য ঋষি তাঁহাদের বাক্য যে প্রমাণ হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। সকল প্রমাণ অপেক্ষা এই প্রমাণই শ্রেষ্ঠ।

বাচস্পতি মিশ্র এই প্রমাণত্রয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে প্রথমে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগকে বৃত্তি কহে। ইন্দ্রিয়ের উক্তরূপ বৃত্তি হইলেই ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হয়, তখন সত্ত্ব সমুদ্রেক অর্থাৎ সত্ত্ব গুণের উদ্ভব ও তাহা প্রবল হইয়া উঠে। ইহার নাম অধ্যবসায়বৃত্তি বা জ্ঞান। বুদ্ধির এই বৃত্তিরূপ জ্ঞানই প্রমাণ নামে অভিহিত হয়। এই জ্ঞান দ্বারা চেতনাশক্তির বা চেতনের যে অনুগ্রহ তাহাই প্রমাণফল বা প্রমা। ইহারই অপর নাম বোধ।

প্রকৃতি অচেতন, তৎসমুদ্ভূত বুদ্ধিসত্ত্বও অচেতন। সুতরাং বুদ্ধির অধ্যবসায় বা বৃত্তিও অচেতন। অচেতন বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তি নিজে বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষ চেতন ও অপরিণামী। সুতরাং অপরিণামী পুরুষের জ্ঞান বা বৃত্তিরূপ পরিণাম হইতে পারে না। বিষয় বুদ্ধি দ্বারাই প্রকাশিত হয়, বুদ্ধি পরিণামিনী,পরিণাম সর্ব্বদা হয় না, কখন কখন হইয়া থাকে। এই জন্য সর্ব্বদা বিষয়ের ভান হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি জড় বলিয়া স্বপ্রকাশ নহে। পুরুষ দ্বারাই উহার প্রকাশ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি অনবগত বা অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে না। এই জন্য পুরুষ অপরিণামী। পুরুষ পরিণামী হইলে সর্ব্বদা বুদ্ধিবৃত্তির ভান বা প্রকাশ হইতে পারিত না।

বুদ্ধিসত্ত্বে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন। আবরক তমোগুণ অভিভূত হইলে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। সত্ত্ব স্বচ্ছ, তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। মলিন আদর্শ উজ্জ্বল আলোকের নিকটবর্ত্তী হইলেও উজ্জ্বলিত হয় না, কিন্তু নির্ম্মল আদর্শ উজ্জ্বল বস্তুর সন্নিধানে উজ্জ্বলতা ধারণ করে। সেইরূপ চিচ্ছক্তির সন্নিধান থাকিলেও তমোঽভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়া বা প্রকাশরূপতা হয় না। সত্ত্ব সমুদ্রেক হইলে চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যবশতঃ চিত্তও উজ্জ্বলতা বা প্রকাশরূপতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা চিৎপ্রতিবিম্বের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

বুদ্ধিসত্ত্বে চিতিশক্তির প্রতিবিম্ব পড়িলেই জ্ঞানাদি বৃত্তিগুলি বস্তুগত্যা বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম হইলেও পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণের মালিন্য যেমন মুখে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতত্ত্বগত জ্ঞানাদি বৃত্তিও পুরুষগতরূপে প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম চেতনাশক্তির অনুগ্রহ বা পুরুষের বোধ। পক্ষান্তরে বুদ্ধিতত্ত্ব ও তাহার অধ্যবসায় অচেতন হইলেও উহাতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া উহা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় পুরুষ এবং বুদ্ধিসত্ত্ব অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে বাচস্পতি মিশ্রের মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন, কিন্তু পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর প্রতিবিম্ববিষয়ে পাতঞ্জল ভাষ্যকার বেদব্যাসেরও এই মত। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর মত ইহা নহে, তিনি বলেন বুদ্ধিবৃত্তি ও পুরুষ এই উভয়েতেই উভয়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। তাহার মতে পুরুষ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন, বুদ্ধিবৃত্তিও সেইরূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হন। তিনি বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম বা বৃত্তি হয়। সেই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভাসমান হয়। পুরুষ অপরিণামী, অথচ তাহার বুদ্ধির ন্যায় বিষয়াকারতা ভিন্ন বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ভোগ হইতে পারে না। অতএব পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে বিষয়াকারতা স্বীকার করিতে হইতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু এই মত সমর্থনের জন্য উক্ত প্রমাণ দিয়াছেন।

"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তাঃ বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥" (সাংখ্যপ্র° ভাষ্য)

তটস্থ বৃক্ষ সকলের প্রতিবিম্ব যেমন সরোবরে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ নির্ম্মল দর্পণে সমস্ত বস্তু সকল প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকারবৃত্তি সকল তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে—

"প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥" (ভাষ্য)

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে চেতন পুরুষ প্রমাতা অর্থাৎ প্রমাসাক্ষী। বিষয়াকারবুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। এই বুদ্ধিবৃত্তিসকলের পুরুষে যে প্রতিবিম্বন হয়, উহাই প্রমা। পুরুষ সুখদুঃখভোগবিবর্জ্জিত, প্রকৃতির প্রতিবিম্বনে পুরুষ সুখী, দুঃখী, ভোগী ইত্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে, প্রকৃতি অচেতন, পুরুষের প্রতিবিম্বনে প্রকৃতি চৈতন্যযুক্ত জ্ঞান করিয়া থাকে। পরস্পরের প্রতিবিম্বনে পরস্পরের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্যের পরস্পর এইরূপ প্রতিবিম্ব হয় বলিয়াই প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ডে অগ্নিব্যবহারের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিতে বোধব্যবহার হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষণভঙ্গুর এই জন্য বোধও ক্ষণভঙ্গুর। বিজ্ঞানভিক্ষু স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছেন যে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক ইহার পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ নহে। এমন কি তার্কিকেরাও এ বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছে। (তার্কিক শব্দে নৈয়ায়িক।) সাংখ্যাচার্য্যগণ বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং এই বিবেকজ্ঞানই অন্য সকল দর্শনশাস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট।

"তদ্বিবেকাংশ এব সাংখ্যজ্ঞানস্য দর্শনান্তরেভ্য উৎকর্ষং প্রতিপাদয়তি" (ভাষ্য)

পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব না থাকিলেও প্রতিবিম্বরূপে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব আছে।

বিষয় সকল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহা অনুমান দ্বারা এবং যাহা অনুমান দ্বারাও সিদ্ধ হয় না, তাহা আপ্ত বাক্যানুসারে সিদ্ধ হইবে। প্রধান এবং পুরুষ ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না, এই জন্য ইহা অনুমান প্রমাণসিদ্ধ। প্রকৃতি হইতে মহৎ, বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি যে সৃষ্টি-ক্রম তাহা আপ্তপ্রমাণসিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন যে প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া যেমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রসের অভাব নিশ্চয় হইয়া থাকে, সেইরূপ কেন প্রধান ও পুরুষের অভাবনিশ্চয় হউক না, এ আপত্তি একেবারেই অসঙ্গত। কারণ তাঁহারা বলিয়াছেন যে অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভাব, অন্যমনস্কতা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, তুল্য বস্তুর সহিত মিশ্রণ, অনুদ্ভব এবং তুল্য বস্তন্তরে সংশ্লেষ বশতঃ বিদ্যমান বস্তুরও উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না।

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোহনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥" (সাংখ্য° ৭)

আকাশ প্রদেশে উড্ডীয়মান পক্ষী যখন নিকটে থাকে, তখন দেখিতে পাওয়া যায়; অতি দূরে গমন করিলে তখন আর তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু দূরস্থানিবন্ধন দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার অভাব নিশ্চয় করা যায় না। লোচনস্থ অঞ্জন চক্ষুর অতি নিকট বলিয়া তাহা দেখা যায়, ইন্দ্রিয়ঘাত, অন্ধত্ব বধিরত্বাদি, অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না, ইত্যাদি। অনবস্থিত চিত্ত যাহার মন বিষয়ান্তরে ব্যাসক্ত, সেই ব্যক্তি উজ্জ্বল আলোকস্থিত ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলে অতিসূক্ষ্ম বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। ব্যবহিত রুদ্ধদ্বার গৃহ মধ্যে বস্তু থাকিলে ব্যবধান-বশতঃ তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। রাত্রিকালের ন্যায় দিবাভাগে গ্রহনক্ষত্রমণ্ডল বিদ্যমান থাকিলেও সূর্য্যের প্রখর তেজে অভিভূত হয় বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। দুগ্ধাদি অবস্থায় দধি ও তিলে তৈল প্রভৃতি উদ্ভূত হয় নাই বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না। ক্ষীরমিশ্রিত নীর জলাশয়পতিত বৃষ্টিজল তুল্য বস্তন্তরের সংশ্লেষ বশতঃ তাহার পৃথক্ রূপে প্রত্যক্ষ হয় না।

ইত্যাদি উদাহরণসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, বস্তু সকলের প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তি না হইলেও বস্তুর অভাব নিশ্চয় করা যায় না, এবং তাহা করাও অসঙ্গত। কারণ এই সকল উদাহরণে দেখান হইয়াছে যে বস্তু সকল বিদ্যমান আছে, অথচ তাহাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না। যে বস্তু প্রত্যক্ষযোগ্য, যদি তাহার প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা হইলে তাহার অভাব নিশ্চয় করা যাইতে পারে। ঘটপটাদি প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ অথচ গৃহে তাহার প্রত্যক্ষ না হইলে গৃহে ঘটপটাদি নাই, এইরূপ অভাব নিশ্চয় হইতে পারে, যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহাদের অভাব নিশ্চয় করা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ অন্য প্রমাণ দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রস কোনও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং উহারা প্রত্যক্ষের অযোগ্য। এইরূপ কল্পনা করাই অসঙ্গত।

এই মতে প্রমেয় বা পদার্থ সকল তত্ত্ব নামে অভিহিত। প্রমাণ দ্বারাই এই সকল প্রমেয় পদার্থ প্রমাণিত হইয়াছে। তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি, মূল তত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর লইয়া ষড়্বিংশতি তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামে জগৎসৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে। প্রকৃতির এই পরিণাম দুই প্রকার সরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম, যখন প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম হয়, তখন জগতের সৃষ্টি এবং যখন সরূপপরিণাম তখন জগৎ ধ্বংস হইয়া প্রলয় হয়।

প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত এবং পুরুষ এই পঞ্চ বিংশতিতত্ত্ব। ইহার প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জড় এবং পুরুষ চেতন।

এই সকল তত্ত্ব চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন তত্ত্ব কেবল প্রকৃতি,কোন তত্ত্ব প্রকৃতিবিকৃতি,কোন তত্ত্ব কেবল বিকৃতি এবং কোন তত্ত্ব অনুভয়াত্মক অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"(সাংখ্যকা°৩)

প্রকৃতি শব্দের অর্থ উপাদান কারণ। বিকৃতি শব্দের অর্থ কার্য্য। মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অপর নাম প্রধান, তাহার কোন কারণ হইতে উৎপত্তি সম্ভবে না। কেন না মূলপ্রকৃতি কারণ জন্য হইলে সেই কারণও কারণান্তরজন্য, সেই কারণান্তরও অপর কারণ জন্য। ইত্যাদি রূপ অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। অতএব মূল কারণ উৎপন্ন বস্তু নহে। উহা স্বতঃসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মূল প্রকৃতি কেবলই প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টী প্রকৃতি বিকৃতি। কারণ ইহারা কোন কোন তত্ত্বের প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা মূল প্রকৃতির বিকৃতি, এবং এই মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং অহঙ্কারের প্রকৃতি মহৎ, এই জন্য উহা প্রকৃতি, এবং ইহা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কেবল বিকৃতি। পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়

কেবল বিকৃতি অর্থাৎ এই সকল হইতে কোন তত্ত্বান্তরের উৎপত্তি হয় নাই। পুরুষ অনুভয়রূপ অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে ও বিকৃতিও নহে।

"প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা। সা অবিকৃতিঃ প্রকৃতিরেব। সা মূলপ্রকৃতিঃ বিশ্বস্য কার্য্যসংঘাতস্য মূলং, নত্বস্যামূলান্তরমস্তি অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ।" (তত্ত্বকৌ°)

যাহা হইতে বস্তন্তরের উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম প্রকৃতি, এই জন্য ইহার নাম প্রধান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, এই প্রধানই বিশ্বসংসারের কার্য্যসমূহের মূল। ইহার আর অন্য কোন মূলান্তর নাই, কারণ যদি ইহার অন্য মূলান্তর স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে, এই জন্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়, যাহার অন্য কোন মূল নাই, তাহারই নাম প্রকৃতি।

পুরুষ কূটস্থ, অর্থাৎ অন্য ধর্ম্মের অনাশ্রয়, অধিকারী ও অসঙ্গ। এ জন্য পুরুষ কারণ হইতে পারে না, পুরুষ নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাই। সুতরাং কার্য্যও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ অনুভয়াত্মক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকল পদার্থ অতীন্দ্রিয়, তাহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। অতএব জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ অনুমান করিতে হয়। কেন না জগতে দেখা যায় যে কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, এই জগৎ যখন কার্য্য তখন অবশ্য ইহার কারণ আছে, সেই কারণ কি, সেই কারণ প্রকৃতি; ইহা অনুমানসিদ্ধ।

এই জগতের কারণ সৎ কি অসৎ ইত্যাদি বিষয় লইয়া দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ সৎপদার্থবাদী। এই জগতের মূল কারণ যে প্রকৃতি তাহা সৎ। বাচস্পতি মিশ্র অন্যান্য বাদীদিগের মত নিরাশ করিয়া সৎপদার্থবাদ স্থির করিয়াছেন। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অসৎপদার্থবাদী, তাঁহারা বলেন এই জগৎ অসৎ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু পার্থিব উষ্ণতা ও জলাদির সংযোগে বীজ বিনষ্ট হইলে তাহার পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং ভাব রূপ বীজ অঙ্কুরের কারণ নহে, বীজের প্রধ্বংসরূপ অভাবই অঙ্কুর রূপ ভাব পদার্থের কারণ। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা সকল স্থলেই অভাবই ভাবোৎপত্তির কারণ, ইহাই বৌদ্ধাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন যে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ বীজ ধ্বংস হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া বীজের নিরন্বয় বিনাশ হয় না। বীজ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিনষ্টবীজের অবয়ব বিনষ্ট হয় না। ঐ ভাব স্বরূপ বীজাবয়ব অঙ্কুরের উৎপাদক। বীজের অভাব অঙ্কুরের উৎপাদক নহে। অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ হইলে অভাব সকল স্থলে সুলভ হইয়া সকল স্থলে সকল ভাবপদার্থ উৎপাদন করিতে পারিত। ইহা হইলে সকল স্থলেই সকল পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ নহে। এই ভাব পদার্থই সকল ভাবপদার্থের উৎপত্তির কারণ। এইরূপে বৌদ্ধদিগের অসৎপদার্থবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বিবর্ত্তবাদী। বৌদ্ধদিগের ন্যায় বৈদান্তিকদিগেরও এই মত খণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহাদের মতোক্ত বিবর্ত্তবাদের পরিবর্তে পরিণামবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাও অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"

বস্তুর সহিত যে অন্যথা প্রথা, অর্থাৎ অন্য প্রকার যে জ্ঞান তাহার নাম বিকার এবং বস্তু না থাকিয়াও যে অন্যরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। পরিণামবাদী সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। সুতরাং এই মতে কার্য্যরূপ বস্তু আছে। কার্য্যজ্ঞান বস্তুপরিশূন্য নহে। বিবর্ত্তবাদীদিগের মতে কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ তাহাতে বস্তুস্বরূপে কার্য্য না থাকিলেও কার্য্যের প্রতীতি হয় মাত্র। দুগ্ধের পরিণাম দধি ইহাই পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত, দুগ্ধ দধি রূপে পরিণত হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম, ইহাই বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত। বৈদান্তিকগণ বলেন যে, যেমন সর্প না থাকিলেও রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না থাকিলেও ব্রহ্মে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুসর্পের প্রতীতির কারণ যেমন ইন্দ্রিয় দোষ, সেইরূপ জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীতির কারণ অবিদ্যাদোষ, অবিদ্যাদোষে ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চের ভান হইতেছে। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত, ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, প্রকৃতপক্ষে প্রপঞ্চ নামে কোন বস্তু নাই। রজ্জুসর্পের ন্যায় প্রপঞ্চ ও প্রতীয়মান মাত্র।

ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন যে, রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হওয়ার পর নৈপুণ্য সহকারে প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহা সর্প নহে, রজ্জু; তে এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। সুতরাং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে ঐরূপ বাধজ্ঞান কখনই হইতে পারে না। সুতরাং ঐ প্রপঞ্চপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক তাহাও বলা যায় না। এই যুক্তি দ্বারা সাংখ্যাচার্য্যগণ

বিবর্ত্তবাদে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া পরিণামবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে একটু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুণ্ডলরূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অতএব দধি, কুণ্ডল, ঘট ও পট যথাক্রমে দুগ্ধ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা ও তন্তু বস্তু স্বরূপরূপে ভিন্ন নহে, একই। কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্ন না হইল, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারকব্যাপার অর্থাৎ যে সকল উপায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া সচরাচর বিবেচনা করা যায়, বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল উপায় বা কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে। কেন না তাহার পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে ছিল। সুতরাং কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে, অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক। পূর্ব্বে কারণে সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত রূপে কার্য্য ছিল, কারকব্যাপার দ্বারা তাহার স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হইল মাত্র। সাংখ্যাচার্য্যগণ ইত্যাদি রূপে বিবর্ত্তবাদের উপর দোষ দিয়া পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া জগতের মূল কারণ সৎ ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। মহামতি শঙ্করাচার্য্য আবার বেদান্তদর্শনের শারীরকভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিককারও সৎকার্য্যবাদী। কিন্তু ইঁহারা সৎকার্য্যবাদী হইলেও ইঁহাদের মতোক্ত সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হয় নাই, তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। ইঁহারা সৎকার্য্যবাদী হইলেও প্রবল প্রতিপক্ষ। কারণ ইঁহারা সৎ পদার্থ হইতে অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হয়, এইরূপই স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে জগতের মূল কারণ চতুর্ব্বিধ পরমাণু সৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান। দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়বিপর্য্যন্ত কার্য্যগুলি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাণু হইতে উৎপন্ন, সুতরাং কার্য্যসমূহ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, সৎ ছিল, উৎপত্তির পরেই অসৎ হইয়াছে, অতএব সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি ইহা সিদ্ধ হইল। ইঁহাদের মতে কার্য্য কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেন না কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান, কিন্তু কার্য্য কালে অসৎ অবিদ্যমান।

ইহাতে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে, কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে যদি বস্তুতঃই কার্য্য অসৎ অবিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে কেহই কার্য্যের সত্ত্ব অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব সম্পাদন করিতে পারিতেন না। শতসহস্রশিল্পীও যত্ন করিয়া নীলকে পীত ও পীতকে নীল করিতে পারে না। কারণ নীল পীত নহে। তদ্রূপ কার্য্য বস্তুতঃ অসৎ হইলে কোন মতেই সৎ হইতে পারে না। যাহা অসৎ তাহা চিরকালই অসৎ, কোন কালেই তাহা সৎ হইতে পারে না, এবং যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ। আপত্তি হইতে পারে যে, ঘট যেমন পাকের পূর্ব্বে শ্যামবর্ণ এবং পাকের পরে রক্তবর্ণ, ইহা প্রত্যক্ষ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ কার্য্য ও কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে অসৎ এবং কারণ ব্যাপারের পর সৎ হইবার কোন বাধা হইতে পারে না। অর্থাৎ কালভেদে ঘটের শ্যামত্ব ও রক্তত্বের ন্যায় অসত্ত্ব ও সত্ত্ব ঘটের ধর্ম্ম হইতে পারে, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে প্রকারান্তরে সৎকার্য্যবাদেরই অঙ্গীকার করা হয়। কেন না শ্যামাবস্থা ও রক্তাবস্থা এই উভয়কালেই ঘট সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বলিয়া কালভেদে ঘটের শ্যামত্ব ও রক্তত্বরূপ ধর্ম্মভেদ হইতে পারে। প্রকৃত স্থলে কালভেদে অসত্ত্বও সত্ত্ব ঘটের ধর্ম্ম অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ঘটের অসত্ত্ব এবং উৎপত্তির পরে তাহার সত্ত্ব স্বীকার করিলেই উভয় কালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ও পরকালে ঘটের সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ধর্ম্মীর আশ্রয়েই ধর্ম্মের অবস্থিতি। কারণব্যাপারের পূর্ব্বে ধর্ম্মীরূপ ঘট নাই, অথচ তাহার ধর্ম্ম অসত্ত্ব থাকিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব ও হাস্যাস্পদ।

কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বেও যদি কার্য্য সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কারণ ব্যাপার নিষ্প্রয়োজন, এ আপত্তিও অসঙ্গত। কেন না সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যই কারণব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং কার্য্য, কারণব্যাপারের পূর্ব্বেও সৎ ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কারণব্যাপারের পূর্ব্বে তাহা কেবল অনভিব্যক্ত থাকে মাত্র। কারণব্যাপার দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র। সুতরাং কারণব্যাপার যে নিরর্থক বলা হইয়াছে, তাহা একেবারেই অসঙ্গত। নিপীড়ন দ্বারা তিলে তৈলের এবং আঘাত দ্বারা ধান্যে তণ্ডুলের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিলে তৈলের, ও ধান্যে তণ্ডুলের বিদ্যমানতা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং কারণব্যাপার দ্বারা সতের অভিব্যক্তি সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

সতের অভিব্যক্তি বিষয়ে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যাহা স্বতঃপ্রমাণ, তাহার আর প্রমাণের প্রয়োজন কি। কিন্তু অসতের উৎপত্তির একটীও দৃষ্টান্ত নাই। যাহা অসৎ, কোন কালেই তাহার উৎপত্তি হয় না, এবং হইতেও পারে না। মনুষ্যশৃঙ্গ, কূর্ম্মরোম, ও আকাশকুসুম এই সকল দ্রব্য সৎ নহে, এই জন্য ইহাদের উৎপত্তি কেহ দেখে নাই, এবং শুনেও নাই। অতএব সিদ্ধ হইল যে, সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যেরই কারণব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব প্রকাশ হয়, তাহা বলিয়া অসতের উৎপত্তি হয় না। আরও একটী বিশেষ

কথা এই যে, যে কারণের সহিত যে কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে, সেই কারণ দ্বারাই সেই কার্য্যের আবির্ভাব হয়। যে কার্য্যের সহিত যে কারণের সম্বন্ধ নাই, সেই কারণ দ্বারা সেই কার্য্যের আবির্ভাব হয় না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তন্তুর সহিত পটের এবং মৃত্তিকার সহিত ঘটের সম্বন্ধ আছে বলিয়া তন্তু হইতে পটের এবং মৃত্তিকা হইতে ঘটের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তন্তুর সহিত ঘটের এবং মৃত্তিকার সহিত পটের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া তন্তু হইতে ঘট এবং মৃত্তিকা হইতে পটের আবির্ভাব হয় না।

সম্বন্ধশূন্যতার ইতর বিশেষ না থাকায় সমস্ত কার্য্য সমস্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। এই অব্যবস্থাদোষ নিবারণ জন্য বলিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণ বিশেষের সহিত কার্য্যবিশেষের সম্বন্ধ থাকে। ইহা হইলেই সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইল। কেননা একাধিক বিদ্যমান বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে, একটী বিদ্যমান অপরটী অবিদ্যমান এ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

যদি বলা হয় যে, কারণগত এমন অসাধারণ শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে কারণবিশেষ কার্য্যবিশেষের উৎপাদন করে, সমস্ত কার্য্যের উৎপাদন করে না। তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,ঐ অসাধারণ শক্তির সহিত কার্য্যবিশেষের কোন রূপ সম্বন্ধ আছে কি না? যদি সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে অসতের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়া সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে সম্বন্ধ না থাকিলে কারণের ন্যায় কারণগত শক্তিও কার্য্যবিশেষের নিয়ামক হইতে পারে না। সুতরাং অব্যবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কারণগত শক্তি কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা মাত্র। অন্যরূপ শক্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আরও বিবেচনা করা উচিত কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, উহা কারণাত্মক; কারণ যে সৎ এ বিষয়ে মতভেদই হইতে পারে না। ইত্যাদি রূপে সৎকার্য্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাংখ্যকারিকায় এই কয়টী হেতু দ্বারা সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে—

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যং॥"
(সাংখ্যকা° ৯)

কার্য্য সৎ, হেতু অসতের অকরণ, উপাদানের গ্রহণ, সর্ব্ব সম্ভবের অভাব এবং শক্তের শক্য করণ এই সকল হেতু দ্বারা অনুমান করা হয় যে কার্য্য সৎ। এই সকল হেতুর তাৎপর্য্য পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের আর বিস্তৃত আলোচনা এই স্থলে হইল না। কেবল শব্দার্থ মাত্র বিবৃত হইল।—অসতের অকরণ, যাহা ছিল না, তাহাকে কখনই উৎপন্ন করা যায় না। উপাদানের গ্রহণ, যখন সকল স্থলে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তখন কার্য্যের সহিত কারণের একটী সম্বন্ধ আছে, এই হেতুও কার্য্য সৎ, শক্তের শক্যকরণ অস্তিত্ব-শূন্য কার্য্যে শক্তিসম্বন্ধ অসম্ভব, সুতরাং কারণে কার্য্যের সম্বন্ধ মানিলেও শক্তি সম্বন্ধের অনুরোধে কার্য্যকে সৎ বলিতে হইবে। এইরূপে সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

বাচস্পতিমিশ্র এইরূপে বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, বৈদান্তিক প্রভৃতি বাদীদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া নানারূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা সেই সকল মত খণ্ডন করিয়া সাংখ্যোক্ত সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিয়াছেন। কপিলসূত্রে 'নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ' (সাংখ্য ১।৭৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইয়াছে।

এইক্ষণ সিদ্ধ হইল যে, জগতের যে কারণ তাহা সৎ সৎ-কারণ হইতেই এই সৎ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কার্য্য কারণাত্মক, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, কার্য্যকারণশৃঙ্খলা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত ও সমাদৃত। কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতেই পারে না। এই জগৎ কার্য্য, তাহার কারণ, প্রধান বা প্রকৃতি, এই প্রধান সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক, জগতের সমস্ত জিনিসেই সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে। কারণে যদি সুখ দুঃখ ও মোহ না থাকিত, তাহা হইলে কার্য্যে যে জগৎ তাহাতেও সুখ দুঃখ ও মোহ থাকিতে পারিত না। কার্য্য যখন কারণাত্মক, তখন সুখ, দুঃখ ও মোহ দেখিয়া ইহার কারণে যে সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যায়।

প্রত্যেক দ্রব্যেই সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে, বাচস্পতি মিশ্র ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে রূপযৌবনকুলশীলসম্পন্না একটী স্ত্রী স্বামীকে সুখী, সপত্নীকে দুঃখিনী এবং তাহার লোভে বঞ্চিত পুরুষান্তরকে মোহ বা বিষাদ যুক্ত করে। তাহার কারণ এই যে স্বামীর প্রতি তাহার সুখ রূপ সমুদ্ভূত, দুঃখাদি রূপ অভিভূত, সপত্নীর প্রতি দুঃখ রূপ সমুদ্ভূত, সুখাদিরূপ অভিভূত। যে অপর পুরুষ তাহার লাভে বঞ্চিত, তাহার প্রতি তাহার মোহ রূপ সমুদ্ভূত, সুখাদি রূপ অভিভূত।

"একৈব স্ত্রীরূপযৌবনকুলশীলসম্পন্না স্বামিনং সুখাকরোতি, তৎকস্য হেতোঃ, স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ সুখরূপ সমুদ্ভবাৎ। সৈব স্ত্রী সপত্নীদুঃখাকরোতি তৎ কস্য হেতোঃ, স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ দুঃখরূপসমুদ্ভবাৎ। এবং পুরুষান্তরং তামবিন্দন্ সৈব মোহয়তি, তৎকস্য হেতোঃ, তৎপ্রতি তস্যাঃ মোহরূপসমুদ্ভবাৎ। অনয়া চ স্ত্রিয়া সর্ব্বে ভাবঃ ব্যাখ্যাতাঃ।" (সাঙ্খ্যত° কৌ°)

এই একটী স্ত্রীর উদাহরণ দ্বারাই সকল ভাবে বলা হইল। এই এক স্ত্রীতে যেমন সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে, এইরূপ জগতের সকল জিনিষেই সুখ দুঃখ ও মোহ আছে, ইহা বুঝিতে

হইবে। যদি ঐ স্ত্রীতে সুখ দুঃখ ও মোহ না থাকিত, তাহা হইলে স্বামীকে সুখী, সপত্নীকে দুঃখিনী এবং পুরুষান্তরকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, যখন সুখ, দুঃখ ও মোহ কার্য্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। তখন ইহার কারণে যে সুখ, দুঃখ, ও মোহ আছে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, জগতের যে মূলকারণ তাহা সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। প্রকৃতিই যখন জগতের মূলকারণ। তখন প্রকৃতি সুখ দুঃখ ও মোহাত্মিকা। সত্ব, রজঃ ও তমঃগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি কহে। অব্যক্ত ও প্রধান প্রভৃতি ইহারই নামান্তর। সত্বগুণ সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক এবং চঞ্চল ও চালক বা প্রবর্ত্তক। তমোগুণ মোহ বা বিষাদাত্মক, গুরু আবরক ও নিয়ামক।

কিন্তু এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী, ইহারা পরস্পর বিরোধী হইলেও কার্য্যজননে কোন ব্যাঘাত হয় না, পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য জন্মাইয়া থাকে। এই গুণসমূহের মধ্যে যে গুণের প্রাবল্য হয়, তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। যেমন বর্ত্তি ও তৈল প্রত্যেকে অনলবিরোধী হইলেও উভয়ে মিলিত হইয়া স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয়। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় এবং কার্য্য জন্মাইয়া থাকে। যখন সত্বগুণের প্রাবল্য হয়, তখন সুখ হইয়া থাকে। তখন রজঃস্তম সত্ব কর্তৃক অভিভূত হইয়া থাকে। এইরূপ রজোগুণের প্রাবল্যে দুঃখ এবং তমোগুণের প্রাবল্যে মোহ ঘটিয়া থাকে।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহাদিগকে গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহারা কি বৈশেষিকোক্ত গুণ পদার্থ? আচার্য্যগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, ইহারা গুণ পদার্থ নহে। সত্বাদির পরস্পর সংযোগ ও লঘুত্বাদি গুণ আছে বলিয়া উহারা দ্রব্য পদার্থ। সত্বাদি গুণত্রয় পুরুষের উপকরণ বা পরস্বরূপ পশুকে বন্ধন করে বলিয়া ইহাদিগকে গুণ বলা হইয়াছে, রজ্জু দ্বারা যেমন পশু বদ্ধ হন, তদ্রূপ উহাদ্বারা পুরুষ বদ্ধ হইয়া থাকেন। গুণ বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা গুণ পদার্থ নহে, দ্রব্য পদার্থ।

এখন সিদ্ধ হইল যে সত্বাদিগুণ দ্রব্য পদার্থ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সর্ব্বদাই পরিণামিনী। প্রকৃতির এই পরিণাম দুই প্রকার। স্বরূপ বা সদৃশপরিণাম এবং বিরূপ বা বিসদৃশ পরিণাম। যখন জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতির সদৃশপরিণাম হইতে থাকে। অর্থাৎ তখন সত্ব সত্বরূপে, এবং রজঃ রজোরূপে পরিণাম হয়। এই পরিণামে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব সকলের উদ্ভব হয় না। বরং ঐ সকল তত্ত্ব স্ব স্ব কারণে লীন হইতে থাকে। গুণত্রয়ের যখন বিসদৃশ পরিণাম হয়, তখন এই জগতের সৃষ্টি হয়, কালে গুণত্রয় মিলিত হইয়া পরিণত হয়। পৃথক্রূপে ইহাদের পরিণাম হয় না। জগতে যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই গুণত্রয়ের পরিণামবৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ।

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রাধান্য এবং অপরাপর গুণ ভাব বা অপ্রাধান্য হইয়া থাকে। যেমন জলের রস এক হইলেও ভূমি বিকার বিশেষের সংযোগে নারিকেল, ক্ষীর, চিরবিস্বাদি ফলরসরূপে পরিণত হইয়া মধুর, অম্ল ও তিক্তাদিরূপে অনুভূয়মান হয়, তদ্রূপ কার্য্যবিশেষের উদ্ভব এবং গুণান্তরের অভিভব হওয়াতে অপ্রধানগুণ প্রধানগুণের আশ্রয়ে বিচিত্র পরিণামের কারণ হইয়া বিচিত্র কার্য্যের উৎপাদন করে। অতএব জগতে এই যে নানা প্রকার বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, গুণের পরিণাম-বৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ। ইহাতে আর কোন সংশয় নাই।

এইরূপে সিদ্ধান্ত হইল যে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চরম কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জড়বর্গই সংহত অর্থাৎ মিলিত গুণত্রয় স্বরূপ, সুতরাং সুখদুঃখমোহাত্মক। ইহারা সকলেই পরার্থ অর্থাৎ অপরের প্রয়োজন সম্পাদনের জন্যই ইহাদের উদ্ভব। গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহা দ্বারা অনুমান করা হয়, যে সংঘাত মাত্রই পরার্থ। প্রকৃতি মহদাদি তত্ত্ব সকল সমস্তই সংঘাত, অতএব ইহা পরার্থ। এই পর কে? কাহার প্রয়োজনের জন্য ইহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই পরপুরুষই আত্মা। এই পুরুষের প্রয়োজনের জন্যই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

পুরুষ সংঘাতাতিরিক্ত, অর্থাৎ ইহা ত্রিগুণাত্মক নহে, ত্রিগুণাতীত। কারণ পুরুষ সংঘাত হইলে পরার্থ হইত। সেই পরসজ্ঘাতাত্মক হইলে তাহাও পরার্থ হইবে। এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং পুরুষ অসংহত।

"সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥" (সাঙ্খ্যকা° ১৭)

সাংখ্যসূত্রেও এই সকল হেতু বর্ণিত হইয়াছে—"সংহতপরার্থত্বাৎ।" "ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ" "অধিষ্ঠানাচ্চ" ইত্যাদি।
(সাংখ্যসূ° ১।১৪০, ১, ২,)

ত্রিগুণাত্মক রথাদি সারথি প্রভৃতি চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত। বুদ্ধ্যাদিও ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং তাহাও অন্য চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইবে। সেই জন্য চেতনই পুরুষ বা আত্মা। সুখ অনুকূল-

বেদনীয় ও দুঃখ প্রতিকূলবেদনীয়, বুদ্ধ্যাদি নিজেই সুখ ও দুঃখাত্মক। এইজন্য পুরুষ সুখের অনুকূলনীয় বা দুঃখের প্রতিকূলনীয় হইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে স্বক্রিয়া বিরোধ হইয়া পড়ে। বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য, তাহার দ্রষ্টারূপে পুরুষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ দ্রষ্টা ভিন্ন দৃশ্য থাকিতে পারে না।

এই পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন। সকল শরীরের এক পুরুষ হইলে জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাহা হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম এবং একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, একের অন্ধত্বাদিতে সকলের অন্ধত্বাদি, একের সুখে সকলের সুখ, এবং একের দুঃখে সকলের দুঃখ হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। ইহা কেহ কখনও শুনেও নাই। সুতরাং প্রতি শরীরভেদে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

"জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগবৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥" (সাংখ্যকা° ১৮)

এই পুরুষ সাক্ষী। প্রকৃতি নিজের সমস্ত আচরণ এই পুরুষকে দেখায়। বাদী ও প্রতিবাদী বিবাদ বিষয় যাহাকে দেখায় লোকে তাহাকে সাক্ষী কহে। প্রকৃতিও নিজের আচরণ পুরুষকে দেখায় বলিয়া পুরুষ সাক্ষী ও দ্রষ্টা। পুরুষ ত্রিগুণের অতীত এই জন্য অকর্ত্তা, উদাসীন ও কেবল অর্থাৎ কৈবল্যযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভাবই কৈবল্য। দুঃখ গুণ ধর্ম্ম, পুরুষ গুণাতীত।

প্রধান মহদাদি ভোগ্য বলিয়া ভোক্তার অপেক্ষা করে। কারণ ভোক্তা ভিন্ন ভোগ হইতেই পারে না। বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বুদ্ধ্যাদিগত দুঃখ নিজের বলিয়া বিবেচনা করে, বিবেকজ্ঞান দ্বারা এই দুঃখের পরিহার হয়।

বিবেকজ্ঞান ও বুদ্ধি বৃত্তিবিশেষ। এই কারণে বিবেকজ্ঞানের জন্য পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা করে। এইরূপে উভয়ের উভয়ের প্রতি অপেক্ষা আছে বলিয়া প্রকৃতিপুরুষের পরস্পর সংযোগ হয়। এই সংযোগ বশতঃই সৃষ্টি হইয়া থাকে। গতিশক্তিহীন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং দৃক্‌শক্তিহীন গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ এই উভয়ের পরস্পর অপেক্ষা হয় বলিয়া উভয়েই পরস্পর সংযুক্ত হয়। দৃক্‌শক্তিবিশিষ্ট পঙ্গু গতিশক্তিযুক্ত অন্ধের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া পথ প্রদর্শন করে, অন্ধ তদনুসারে গমন করে, এইরূপে উভয়েরই অভিলাষ সিদ্ধ হয়। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগও এইরূপ, পুরুষ দৃক্‌শক্তিযুক্ত ও ক্রিয়াশক্তি শূন্য বলিয়া পঙ্গু স্থানীয়, প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ও দৃক্‌শক্তিশূন্য বলিয়া অন্ধ স্থানীয়। এই উভয়েই সংযোগ বশতঃই প্রকৃতি মহদাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইয়াও গুণের কর্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥
পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥"
(সাংখ্যকা° ২০, ২১)

প্রধান বুদ্ধি হইতে সূক্ষ্ম ভূত পর্য্যন্ত এক একটী সমষ্টি ও এক একটী পুরুষ অনাদি অদৃষ্ট সূত্রে সূর্য্যাভিমুখ দর্পণ ও সূর্য্যের ন্যায় পরস্পর সম্মিলিত, যেমন দর্পণে তেজ না থাকিলেও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ায় ঐ দর্পণ তেজস্বী হয়, এবং সূর্য্যে মলিনতা চঞ্চলতা না থাকিলেও দর্পণের মলিনতা ও আন্দোলনে প্রতিবিম্ব সূর্য্যও মলিন এবং চঞ্চল হইয়া থাকে। সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন হইলেও চেতন পুরুষ সন্নিধানে চেতন হইয়া থাকে, এবং কর্তৃত্বযুক্ত বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত পুরুষ কর্তৃত্বশূন্য হইলেও কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং পুরুষের যে কর্তৃত্ব, অহংকর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহা অবিবেক বা ভ্রমবশে হইয়া থাকে।

পুরুষের কৈবল্যার্থ প্রকৃতির এই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ভোগ ও মুক্তি পুরুষার্থ। পুরুষার্থ দুই প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত বা অনাগতাবস্থ পুরুষার্থ অদৃষ্টের নামান্তর। এই পুরুষার্থ অনাদি। এক সৃষ্টি চলিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেই প্রলয়ের পূর্ব্বে কত সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং নূতন করিয়া আরম্ভ নাই। সেই অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতিকে প্রত্যেক পুরুষের সহিত একটী বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই পুরুষার্থ অভিব্যক্তি প্রবণ, তখন মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। ইহাই এক এক সৃষ্টির আরম্ভকাল। প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত অবস্থায় থাকিয়া পুরুষের সুখদুঃখ সাক্ষাৎকার হয়। ইহাই ভোগ এবং এই সুখ দুঃখ প্রকৃতিরই স্বরূপ। ভোক্তা না থাকিলে ভোগ নিরর্থক হয়। অতএব ভোক্তার অপেক্ষা ভোগ্য বস্তুতে আছে। তাহার পর দুঃখের তাপে তাপিত হইয়া মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রকৃতি ও পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন এই বিবেকসাক্ষাৎকার আবশ্যক। বুদ্ধি না থাকিলে ভোগ হয় না, প্রকৃতি না থাকিলে বুদ্ধি হয় না। এইরূপ পরস্পর অপেক্ষা আছে, পরস্পরের এইরূপ অপেক্ষাই পরস্পরের সম্বন্ধ।

যতদিন না পুরুষের অপবর্গ সাধন হইবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষকে ত্যাগ করিবে না, পুরুষের অপবর্গ সাধন হইলেই তখন আর তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। একদিন না একদিন প্রকৃতি পুরুষকে বিবেকসাক্ষাৎকার করাইবেই করাইবে। যতদিন না

টত হয়, ততদিন জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হয়, এই সৃষ্টি দুই প্রকার, প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্র সর্গ। বুদ্ধি সৃষ্টির নাম প্রত্যয়সর্গ এবং ভূতভৌতিক সর্গকে তন্মাত্রসর্গ কহে। প্রকৃতির যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহার নাম বুদ্ধি বা মহৎ, ইহার অসাধারণ বৃত্তি অধ্যবসায় বা নিশ্চয়। এই বুদ্ধির ধর্ম্ম ৮টা—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই ৮টীর মধ্যে প্রথম চারিটী সাত্ত্বিক এবং পরবর্ত্তী চারিটী তামসিক।

মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহার বৃত্তি অভিমান। আমি ইহাতে শক্ত, এই সকল বিষয় আমার প্রয়োজন, ইত্যাদি রূপ অভিমান অহঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি। এই অহঙ্কার আবার তিন প্রকার বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজস, ও ভূতাদি বা তামস। সাত্ত্বিক একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে এবং তামস পঞ্চতন্মাত্র তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। রাজস অহঙ্কার এই উভয় বর্গের উৎপত্তির সাহায্যকারী মাত্র। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক্ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় এবং ইহা উভয়াত্মক অর্থাৎ মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়ই বলা যাইতে পারে। কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কেহই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। গুণ সকলের পরিণামবিশেষ বশতঃই নানা ইন্দ্রিয় এবং নানা বাহ্য পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

মনের অসাধারণ বৃত্তি সঙ্কল্প, অর্থাৎ সম্যক্ রূপে বিশেষ্য বিশেষণভাবে কল্পনা। চক্ষুর রূপ, শ্রোত্রের শব্দ, ঘ্রাণের গন্ধ, রসনার রস এবং ত্বকের স্পর্শ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা ধর্ম্ম। বাক্যের বচন বা কথন, পাণির আদান বা গ্রহণ, পাদের বিহরণ বা গমন, পায়ুর উৎসর্গ বা ত্যাগ এবং উপস্থের আনন্দ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার। মনঃ অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই তিনটীর নাম অন্তঃকরণ। চক্ষুরাদি দশটী বাহ্যকরণ।

অন্তঃকরণত্রয়ের অসাধারণ বৃত্তি বলা হইল। ইহা ভিন্ন উহাদের একটী সাধারণ বৃত্তি আছে। তাহা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। নাসাগ্র, হৃদয়, নাভি ও পাদাঙ্গুষ্ঠে স্থিত প্রাণবায়ু; কৃকাটিকা, পৃষ্ঠ, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও পার্শ্ববৃত্তি অপান বায়ু; হৃদয়, নাভি ও সমস্ত সন্ধিস্থানে সমান বায়ু; হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও ভ্রূমধ্যস্থিত বায়ুর নাম উদান এবং ত্বক্ বৃত্তি বায়ুকে ব্যান কহে, এই বায়ু সর্ব্বশরীরব্যাপী। ইহাই অন্তঃকরণের সাধারণ বৃত্তি।

মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতির এই সকল বৃত্তি কিরূপে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, প্রথমে কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে অপরিস্ফুট রূপে বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলোচনজ্ঞান বা নির্বিকল্পকজ্ঞান। কারণ ঐ জ্ঞান বিকল্প অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবশূন্য। মূক বা বালক যেমন তাহাদের জ্ঞান শব্দ দ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারে না, তদ্রূপ এই আলোচনজ্ঞানও শব্দদ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারা যায় না, অর্থাৎ অপরিস্ফুট রূপে এই আলোচনজ্ঞান হইয়া থাকে। শব্দ দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হয়, তাহা বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই আলোচনজ্ঞান বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন নহে। সুতরাং শব্দ দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয় না। অতএব বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা ইহা একটী বস্তু, ইত্যাকার আলোচন মাত্র হয়। পরে ইহা এইরূপ, এরূপ নহে, ইত্যাকারে কল্পনা করা মনের কার্য্য। মনঃসঙ্কল্পিত বিষয়ে অহঙ্কার পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থাৎ আমি ইহা সম্পাদন করিতে সমর্থ, এই প্রকার অভিমান করে। এই অভিমত বিষয়ে ইহা আমার কর্ত্তব্য, এই প্রকার নিশ্চয় বুদ্ধির কার্য্য।

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল গ্রামাধ্যক্ষ, মন দেশাধ্যক্ষ, বুদ্ধি সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং পুরুষ মহারাজস্থানীয়। যেমন গ্রামপতি প্রজাদের নিকট কর আদায় করিয়া দেশপতির নিকট অর্পণ করে, এবং দেশপতি উহা সর্ব্বাধ্যক্ষকে এবং তিনি আবার মহারাজকে অর্পণ করেন, ইহাতে মহারাজের প্রয়োজন সম্পাদন হয়,তদ্রূপ বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয় সকলের আলোচনা মনের নিকট উপস্থিত করে, মন তাহা সঙ্কল্প করিয়া বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে। বুদ্ধি উক্ত ক্রমে পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করিয়া থাকে।

বাহ্যেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ইহাদের বৃত্তি ক্রমে ক্রমে হয়। ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়া পর পর হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখনও এক কালেও এই সকলের বৃত্তি হইতে দেখা যায়। যেমন স্ফুটালোকে দংশনোদ্যত সর্প দেখিলে তৎক্ষণাৎ লোকে পলায়ন করে, এই স্থলে ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান ও বুদ্ধির অধ্যবসায় একই সময়ে হয়। কারণ সর্পকে দংশনোদ্যত দেখিলেই পলায়ন করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না। সুতরাং এই সকল বৃত্তি এক কালে না হইলে পলায়ন সম্ভব হইত না।

ভোগ অপবর্গরূপ পুরুষার্থ নির্ব্বাহের জন্যই ইন্দ্রিয় সকলের প্রবৃত্তি। মনে করিতে হইবে যে, অগ্নি সংযোগে লোহগোলক যেরূপ অগ্নির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়, তদ্রূপ পুরুষসংযোগে চিৎপ্রতিবিম্ব দ্বারা বুদ্ধিও চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহাই পুরুষের সংসার। পুরুষ চিরকালই কেবল আছেন, কোন কালেই তিনি কৈবল্যশূন্য নহেন। সুতরাং সংসারদশাতেও তিনি মুক্ত। উক্ত প্রণালী ক্রমে বুদ্ধিই পুরুষের ভোগ সম্পাদিকা এবং বুদ্ধিই বিবেকজ্ঞান দ্বারাই পুরুষের মুক্তি সাধন

করিয়া থাকেন। বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার স্বরূপতঃ পুরুষের নাই। বুদ্ধি পুরুষের আশ্রয়েই বন্ধ মোক্ষ ও সংসারভাগিনী।

এইরূপে করণ ত্রয়োদশ প্রকার। দশ ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই ত্রয়োদশ করণের মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আহরণ এবং অন্তঃকরণত্রয় সাধারণ বৃত্তিরূপ পঞ্চ প্রাণ দ্বারা শরীর ধারণ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার নাম প্রত্যয় সর্গ।

তন্মাত্র সর্গ—তন্মাত্র সর্গ সকল সূক্ষ্ম, সুতরাং ইহা অস্মদাদির ভোগ্য নহে। এই কারণে উহা অবিশেষ নামে অভিহিত। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ এবং এই আকাশের গুণ শব্দ, শব্দতন্মাত্র যুক্ত স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু, এই বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; শব্দস্পর্শ-তন্মাত্রযুক্ত রূপতন্মাত্র হইতে তেজঃ এবং এই তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; শব্দ-স্পর্শ-রূপতন্মাত্র সহিত রসতন্মাত্র হইতে জল ও তাহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং উক্ত চারিটী তন্মাত্রের সহিত গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ দুঃখকর ও চঞ্চল; কেহ বিষাদকর বা গুরু। এই জন্য ইহারা বিশেষ নামে অভিহিত। এই বিশেষ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সূক্ষ্মশরীর, মাতা-পিতৃজ বা স্থূল শরীর এবং তদতিরিক্ত মহাভূত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ তন্মাত্র, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই অষ্টাদশকে সূক্ষ্মশরীর কহে। এই অষ্টাদশের সমষ্টিই সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্মশরীর কল্পান্তকালস্থায়ী। এই শরীর ইন্দ্রিয়ঘটিত, ইন্দ্রিয় সকল শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াত্মক, সুতরাং ইহা বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। এক একটী পুরুষের জন্য এক একটী সূক্ষ্মশরীর নির্দ্দিষ্ট আছে, এই সকল সূক্ষ্মশরীর প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যতদিন না পুরুষের বিবেকসাক্ষাৎকার হইবে, ততদিন এই সূক্ষ্মশরীর যাতায়াত অর্থাৎ পূর্ব্ব গৃহীত স্থূলদেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূলদেহের গ্রহণ করিবে। ইহার নাম সংসার। চিত্র যেরূপ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, তদ্রূপ এই সূক্ষ্মশরীর ভোগায়তন স্থূলশরীর ভিন্ন থাকিতে পারে না। জলৌকা যেমন একটী আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করে না, তদ্রূপ এই সূক্ষ্মশরীরও একটী স্থূলশরীর অবলম্বন না করিয়া এই শরীর ত্যাগ করে না। এই জন্য লিঙ্গশরীরের আশ্রয়স্বরূপ স্থূলশরীর অপেক্ষিত।

বাচস্পতিমিশ্রের মতে শরীর দুই স্থূল ও সূক্ষ্ম। কিন্তু সূত্র-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে শরীর তিন—সূক্ষ্মশরীর, অধিষ্ঠান-শরীর ও স্থূলশরীর। তিনি বলেন যে স্থূলদেহের পরিত্যাগের পর লিঙ্গদেহের যে লোকান্তরগমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠান শরীরের আশ্রয়ে হইয়া থাকে। তাঁহার মতে কোন কালে লিঙ্গশরীর আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থূল ভূতের সূ[ক্ষ্ম] অংশই অধিষ্ঠানশরীর নামে অভিহিত। এই অধিষ্ঠানশরীরকে আতিবাহিকশরীর বলা যায়। মৃত্যুর পর রসান্ত, ভস্মান্ত [ও] বিষ্ঠান্ত রূপে স্থূল শরীরের নাশ হয়, এই স্থূল শরীর মাটীতে পুতিয়া রাখিলে রস, দগ্ধ করিলে ভস্ম, এবং কোন প্রাণীতে ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়।

এই সূক্ষ্মশরীর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদি কারণে নানাবিধ স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ধর্ম্মাদি কাহারও বা স্বাভাবিক এবং কাহারও উপায়ানুষ্ঠানসাধ্য। শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে সৃষ্টির আদিতে মহামুনি কপিল ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়াই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাদির ফল এইরূপ বিবৃত হইয়াছে, ধর্ম্ম দ্বারা ঊর্দ্ধ গমন এবং অধর্ম্ম দ্বারা অধো-গমন, জ্ঞান দ্বারা অপবর্গ, অজ্ঞান দ্বারা বন্ধ, বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতিতে লয়, রাগ দ্বারা সংসার, ঐশ্বর্য্য দ্বারা ইচ্ছার সাফল্য এবং অনৈশ্বর্য্য দ্বারা ইচ্ছার বিঘাত বা নিষ্ফলতা হইয়া থাকে।

উক্ত প্রত্যয়সর্গকে আবার প্রকারান্তরে চারিভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। ইহার মধ্যে বিপর্য্যয় আবার অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশভেদে পাঁচ প্রকার। ইহাদের নামান্তর যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। অনাত্মবস্তুতে আত্মখ্যাতিকে অবিদ্যা কহে। অনিত্য ও অনাত্মীয় বস্তুতে নিত্য ও আত্মীয় রূপে অভিমানের নাম অস্মিতা, সুখানুশয়ীকে রাগ, দুঃখানুশয়ীকে দ্বেষ এবং ভয়কে অভিনিবেশ কহে।

উক্ত অবিদ্যাও বিষয়ভেদে ৮ প্রকার, যথা প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টবিধ অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি হয় বলিয়া আট প্রকার অবিদ্যা কথিত হইয়াছে। দেবগণ অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া উহাকে নিত্য ও আত্মীয়রূপ বিবে-চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা অনাত্মীয় ও অনিত্য। কারণ ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিধর্ম্ম, সুতরাং অস্মিত ও বিষয়-ভেদে ৮ প্রকার। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারাই রঞ্জনীয় অর্থাৎ রাগের বিষয়। শব্দাদি বিষয়ও আবার দিব্য ও অদিব্য ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং বিষয়ভেদে রাগ দশ প্রকার। এই শব্দাদি দশটী বিষয় স্বভাবতঃ রঞ্জনীয় হইলেও উহারা পর-স্পর প্রতিহন্যমান হইয়া থাকে অর্থাৎ একবিধ শব্দাদি অপরবিধ শব্দাদির ভোগের প্রতিবন্ধক হয়। প্রতিবন্ধক শব্দাদি বিষয়ে দ্বেষের আবির্ভাব স্বভাবতঃই হয়।

ভোগ্য শব্দ প্রভৃতির উপায় স্বরূপ অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য

স্বভাবতঃ দ্বেষবিষয়। কারণ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্পাদন বহু আয়াসসাধ্য। শব্দাদি দশটী ভোগ্য বিষয় ও তৎসম্পাদক অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যসম এই অষ্টাদশ বিষয়ে দ্বেষ হয় বলিয়া এই দ্বেষও অষ্টাদশ প্রকার। উক্ত অষ্টাদশ বিষয়ে বিনাশ হয় বলিয়া বিষয়ভেদে অভিনিবেশও অষ্টাদশ প্রকার।

একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ প্রকার এবং বুদ্ধির নিজের অশক্তিও সপ্তদশ প্রকার, সুতরাং অশক্তি অষ্টাদশ প্রকার। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অশক্তি অন্ধত্বাদি। তুষ্টি ৯ প্রকার। সিদ্ধি ৮ প্রকার। ইহাদের বিপর্য্যয় বা অভাবনিবন্ধন বুদ্ধির নিজের অশক্তি সপ্তদশ প্রকার। বিষয়বৈরাগ্য জন্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার। বৈরাগ্যের হেতুও পাঁচ প্রকার, যথা অর্জ্জনদোষ, রক্ষণদোষ, ক্ষয়দোষ, ভোগদোষ এবং হিংসাদোষ। এই পাঁচটি দোষ দর্শন করিয়া বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

ধনার্জ্জনের উপায় সকল অতি কষ্টকর ইহা ভাবিয়া বিষয়-বৈরাগ্য হইলে যে তুষ্টি উপস্থিত হয় তাহার নাম পরা; অর্জ্জিত ধন রক্ষা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইলেও ইহা ভাবিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয় তাহা সুপার; মহাকষ্টে ধনের অর্জ্জন, এবং কষ্টে রক্ষিত হইলেও ভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় ইত্যাদি ভাবিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয় তাহা পারাপার। বিষয়ভোগের অভ্যাসে ভোগাভিলাষ দিন দিন বৃদ্ধি হয়, কোন রূপে যদি বিষয় ভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ভাবিয়া বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম অনুত্তমাম্ভঃ। প্রাণীদিগের পীড়া না জন্মাইলে ভোগ হয় না, সমস্ত ভোগেই অল্প বিস্তর প্রাণীহিংসা আছে, ইত্যাদি হিংসাদোষ দর্শন করিয়া বিষয়-বৈরাগ্যে যে তুষ্টি হয় তাহা উত্তমাম্ভঃ। বিষয়বৈরাগ্য জন্য এই পাঁচ প্রকার তুষ্টিকে বাহ্যতুষ্টি কহে। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—প্রকৃতিতুষ্টি, উপাদানতুষ্টি, কালতুষ্টি ও ভাগ্যতুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকারও প্রকৃতিরই পরিণাম বিশেষ। সুতরাং ইহা প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতিই বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্রী। আমি (পুরুষ) বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্তা নহি। সুতরাং আমি কূটস্থ ও পূর্ণ এইরূপ ভাবনাতে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম প্রকৃতি-তুষ্টি, ইহার অপর নাম অম্ভঃ। সংন্যাসগ্রহণে যে তুষ্টি তাহাকে উপাদানতুষ্টি এবং ইহার অপর নাম সলিল। সংন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল ধ্যান অভ্যাস বা সমাধির অনুষ্ঠানে যে তুষ্টি তাহার নাম কালতুষ্টি এবং ইহারই নামান্তর ওঘ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমোৎকর্ষ স্বরূপ ধর্ম্মমেঘসমাধিলাভ হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম ভাগ্যতুষ্টি, ইহার নামান্তর বৃষ্টি। ইহাই ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মত।

কিন্তু বাচস্পতিমিশ্রের মতে আধ্যাত্মিক তুষ্টি গুলি অসদুপদেশ জন্য। তিনি বলেন, আত্মা প্রকৃত্যাদি হইতে অতিরিক্ত। যে স্থলে শিষ্য অসদুপদেশে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রবণমননাদিক্রমে বিবেকসাক্ষাৎকারের জন্য কোন যত্ন করে না, শিষ্যের তাদৃশ তুষ্টিই আধ্যাত্মিক তুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকার প্রকৃতিরই পরিণাম বিশেষ। প্রকৃতিই তাহা সম্পাদন করিবে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইহাতে প্রয়োজন নাই, এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রকৃতিবিষয়ে যে তুষ্টি তাহার নাম প্রকৃতিতুষ্টি। বিবেকখ্যাতি প্রকৃতির কার্য্য বটে, কিন্তু প্রকৃতিমাত্রের কার্য্য নহে। কারণ ইহা প্রকৃতিমাত্রেরই কার্য্য হইলে সর্ব্বকালে সকল লোকের বিবেকখ্যাতি হইতে পারে। সুতরাং বিবেকখ্যাতি সহকারিকারণান্তরের অপেক্ষা করে। সেই সহকারি-কারণান্তর প্রব্রজ্যা বা সংন্যাস। অতএব সংন্যাস অবলম্বন কর, ধ্যানাভ্যাস করিয়া কষ্ট স্বীকারের কোন আবশ্যক নাই। এই প্রকার উপদেশ শুনিয়া যে তুষ্টি হয়, তাহাকে উপাদানতুষ্টি কহে। সংন্যাস অবলম্বন করিলেই যে তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয় তাহা নহে, তাহা হইলেও কালক্রমে ইহা দ্বারাই মুক্তি হইবে, উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই, এই অসদুপদেশ শুনিয়া যে তুষ্টি হয় তাহাকে কালতুষ্টি কহে। সংন্যাস বা কাল ইহার কোনটীই মুক্তির কারণ নহে, একমাত্র ভাগ্যই মুক্তির কারণ। অতএব ধ্যানাভ্যাসাদির জন্য অতি আয়াস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। ভাগ্য থাকিলে অবশ্যই মুক্তি হইবে। মদালসার পুত্রগণ সংন্যাস বা ধ্যানাভ্যাস কিছুরই অনুষ্ঠান করে নাই। অথচ তাহারা অতি বাল্যকালে মাতার উপদেশ শুনিয়াই মুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ অসদুপদেশ শ্রবণ জন্য তুষ্টির নাম ভাগ্যতুষ্টি।

তাঁহার মতেও সিদ্ধি আট প্রকার। আধ্যাত্মিকাদি ভেদে দুঃখ তিন প্রকার এবং প্রতিযোগিভেদে দুঃখনিবৃত্তিও তিন প্রকার। এই তিন প্রকার দুঃখনিবৃত্তিই মুখ্য সিদ্ধি। এই সিদ্ধিত্রয়ের নাম—প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান। ইহার সাধনগুলি গৌণ-সিদ্ধি বলিয়া অভিহিত। এই গৌণসিদ্ধি পাঁচ প্রকার—অধ্যয়ন, শব্দ, উহ, সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান। গুরুসকাশে অধ্যাত্মশাস্ত্রের যথাবৎ অক্ষরগ্রহণের নাম অধ্যয়ন। ইহার নামান্তর তার। গুরুর নিকট যে অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়, তাহার সম্যক্‌রূপে অর্থবোধ করার নাম শব্দ, নামান্তর সুতার। এই দুই প্রকার সিদ্ধি শাস্ত্রোক্ত শ্রবণ নামে অভিহিত। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (শ্রুতি) আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপ শ্রুতি আছে। বিবেকসাক্ষাৎ করিবার জন্য এইরূপে প্রথমে শ্রবণ করিবে। শ্রবণের পর মনন করিতে হয়। উহ শব্দের অর্থ তর্ক, শাস্ত্রের অবিরোধি

যুক্তি দ্বারা সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরসনপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থের অবধারণই তর্ক নামে অভিহিত। ইহাকেই মনন কহে। শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক করিতে নাই, এইরূপ তর্ক দ্বারা বস্তুতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না, কারণ অনেক বিষয় আছে, যাহা এইরূপ তর্কের দ্বারা কিছুমাত্র মীমাংসা হয় না, বরং আরও সন্দেহ বাড়িয়া যায়। এইজন্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ না হয়, এইরূপ যুক্তি দ্বারা তর্ক করিতে হয়। তর্কে অপ্রতিষ্ঠাদোষ হয়, এইজন্য কেবল তর্ক পরিত্যাগ করিবে।

"অতএব তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি বেদান্তসূত্রেণাপি অপ্রতিষ্ঠা দোষতঃ কেবল তর্কোহপাস্তঃ। তথা মনুনাপি—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

ইতি বেদাবিরুদ্ধতর্কস্যৈবার্থনিশ্চায়কত্বমুক্তং।" (সাংখ্যভাষ্য)

অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বেদের অবিরুদ্ধ তর্ক দ্বারাই অর্থনিশ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপে শাস্ত্রার্থ চিন্তা করিলেই মননসিদ্ধি হয়। এই তৃতীয় সিদ্ধির নামান্তর তারতার। স্বয়ং যুক্তি দ্বারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিলেই যে পর্য্যন্ত তাহা অন্যের অর্থাৎ গুরুশিষ্য বা সব্রহ্মচারীর অনুমোদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অতএব সুহৃদ্‌প্রাপ্তি অর্থাৎ গুরুশিষ্য সব্রহ্মচারিপ্রভৃতির প্রাপ্তি চতুর্থ সিদ্ধি। ইহার অপর নাম রম্যক। বিবেকজ্ঞানশুদ্ধির নাম দান। ইহা সদামুদিত নামে অভিহিত। আদরের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগানুশীলন ও বিবেকশাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা বিবেকখ্যাতির শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিশুদ্ধ বিবেকখ্যাতিই সকল প্রকার সংশয় বিপর্য্যয় উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা বলেন, একবার তত্ত্বকথা শুনিলেই তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারা যায়, ইহা তাঁহাদের ভ্রম। অধিকন্তু বহুবার তত্ত্বকথা শুনিবার পরও মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আরও তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, শুক্তিরজতাদি শত শত স্থলে দেখা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান অপনয়ন করিতে সমর্থ। রজ্জুসর্পভ্রম ও দিঙ্‌মোহাদি স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞান পরোক্ষতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অপনীত হয় না, অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই অপনীত হয়। সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞান বা অবিবেক অপরোক্ষজ্ঞান। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অপরোক্ষত্ব সম্পাদনের জন্য দীর্ঘকাল শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের মত।

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর সহিত এই বিষয়ে বাচস্পতিমিশ্রের মতভেদ আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে গুরুশিষ্যভাবে গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহার নাম অধ্যয়নসিদ্ধি। গুরু শিষ্য ভাবে কোন অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয় নাই, কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছে তাহা শুনিয়া এবং নিজে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যে জ্ঞানলাভ হয় তাহার নাম শব্দ। কোনরূপ উপদেশাদি প্রাপ্ত না হইয়াই পূর্ব্বজন্মের শুভাদৃষ্ট বশতঃ যে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম উহ। দয়াপরবশ কোন সাধু স্বয়ং গৃহে উপস্থিত হইয়া যে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন, এবং তাহা দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে সুহৃদ্‌প্রাপ্তি কহে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে ধন দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া জ্ঞানলাভ করার নাম দান। এই সকল সিদ্ধির মধ্যে অধ্যয়ন, শব্দ ও উহ এই তিনটীকে গৌণসিদ্ধি কহে। ইহাই মুখ্য সিদ্ধিত্রয়ের অন্তরঙ্গসাধন।

বাচস্পতিমিশ্র বলেন যে বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি এই তিনটী তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক। তাঁহার মতে প্রত্যয় সর্গের মধ্যে সিদ্ধিই উপাদেয়। বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি হেয়। প্রত্যয়সর্গ ব্যতীত তন্মাত্র সর্গ ও তাহার পুরুষার্থসাধন হইতে পারে না। আবার তন্মাত্র সর্গ ভিন্নও প্রত্যয়সর্গ ও তাহার পুরুষার্থসাধন সম্ভব নহে। এই জন্য দ্বিবিধ সর্গের অর্থাৎ তন্মাত্রসর্গ ও প্রত্যয়সর্গের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ভোগ্য শব্দাদি বিষয় এবং ভোগায়তন শরীরদ্বয় ভিন্ন ভোগরূপ পুরুষার্থ হইতে পারে না বলিয়া তন্মাত্রসর্গের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কারণ শব্দাদি বিষয় ও শরীরদ্বয় তন্মাত্রসর্গের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না। ধর্ম্মাদি ভিন্ন ইন্দ্রিয় ও শরীরাদির সৃষ্টি হইতে পারে না। ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারাই সূক্ষ্মশরীর বার বার স্থূলশরীর গ্রহণ এবং শরীরে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভোগ করিয়া পুনরায় আবার শরীর ত্যাগ করে। যতদিন বিবেকখ্যাতি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশ না হয়, ততদিন এইরূপে জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য। সুতরাং প্রত্যয়সর্গের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অপবর্গরূপ পুরুষার্থ বিবেকখ্যাতিসাধ্য। এই বিবেকখ্যাতিও প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ এই উভয় সাপেক্ষ। ইহা দ্বারাও উভয়বিধ সর্গের আবশ্যকতা প্রতিপাদন হইতে পারে। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে ধর্ম্মাদি সৃষ্টির সাপেক্ষ না সৃষ্টি ধর্ম্মাদির সাপেক্ষ, অর্থাৎ ধর্ম্মাদি হইতে সৃষ্টি হয়, না সৃষ্টি হইতে ধর্ম্মাদির উৎপত্তি হয়। সুতরাং ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয়। এই দোষ পরিহারের জন্য শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাদি দ্বারা বর্ত্তমান শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বতর জন্মসঞ্চিত ধর্ম্মাদি দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের এবং পূর্ব্বতম জন্মে আচরিত কর্ম্মরাশি দ্বারা পূর্ব্বতর জন্মের শরীরাদি হইয়াছে। দার্শনিকদিগের মতে সংসার অনাদি বলিয়া আদি সর্গের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। সুতরাং এই অন্যোন্যাশ্রয়দোষ প্রমাণসিদ্ধ, এই জন্য দোষাবহ নহে। বীজ হইতে বৃক্ষ, কি বৃক্ষ হইতে বীজ, ইহার যেমন কোন মীমাংসা নাই, তদ্রূপ ধর্ম্মাদি হইতে সৃষ্টি কি সৃষ্টি হইতে ধর্ম্মাদি ইহার কোন মীমাংসা নাই।

এই সংসার বিচিত্র প্রকার ভোগের লীলাভূমি। ভোগের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইবেন না। সংসারে ভোগের বৈচিত্র থাকিলেও জীবের মরণভয় স্বাভাবিক। কোন প্রাণীই মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। জরা মরণাদি যেরূপ স্বাভাবিক, সুখ কিন্তু সেরূপ স্বাভাবিক নহে। ইহা আগন্তুক উপায়সাধ্য। জরা মরণাদির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না, উহা আপনিই উপস্থিত হয়। সুখের জন্য কিন্তু বিস্তর চেষ্টা যত্ন করিতে হয়। উপরি ভাগে শাণিত কৃপাণ সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলিতেছে, তাহার নিম্ন ভাগে উপবেশন করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করার ন্যায় সাংসারিক সুখ দুঃখানুষক্ত ও বিপদসঙ্কুল।

সংসার প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। তন্মধ্যে রজোগুণ দুঃখস্বরূপ। সুতরাং এই সংসার যে দুঃখাত্মক তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সত্বগুণ সুখাত্মক; রজোগুণের ধর্ম্ম যেমন দুঃখ, তদ্রূপ সত্বগুণের ধর্ম্ম সুখ, সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তদ্রূপ সুখও আছে, সংসারে সুখ নাই কে বলিল? শাস্ত্র বলিয়াছেন, সংসারে সুখ আছে সত্য, কিন্তু তাহা দুঃখের তুলনায় নাই বলিলেও চলে। সাংসারিক সুখ কুপিত ফণিফণার ছায়ার তুল্য। সুখলেশ যৎসামান্য, দুঃখ রাশির অবধি নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের ন্যায় দুঃখরাশি সুবিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে খদ্যোতিকার ন্যায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র।

তাঁহাদিগের মতে, দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সত্ত্ববহুল। ঐ স্থান সত্ত্ববহুল বলিয়া ঐ স্থানে সুখের ভাগ অধিক। যাঁহারা স্বর্গাদি ভোগ করেন, তাঁহারাই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ভূলোক বা মনুষ্যলোক রজোবহুল। সুতরাং এই স্থলে দুঃখই অধিক ও স্বাভাবিক। পশ্বাদি স্থাবরান্ত সৃষ্টি তমোবহুল। সুতরাং মোহাত্মক। এই জন্য পশ্বাদি মোহবহুল। সমস্ত কার্য্যই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত।

সাক্ষাৎ বা পরম্পরা প্রকৃতিই কার্য্যমাত্রের একমাত্র কারণ। প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বৈদান্তিকদিগের মতে প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ, এক ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ বৈদান্তিকদিগের এই মত খণ্ডন করিয়া প্রকৃতির জগতের কর্ত্ত্রী ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। চিতিশক্তি বা ব্রহ্ম অপরিণাম, সুতরাং এই ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম হইতেই পারে না। তাঁহারা ইত্যাদিরূপ যুক্তি প্রভৃতি উপন্যস্ত করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে আলোচিত হইল না।

প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টিকর্ত্ত্রী। বৎসের পরিপোষণের জন্য যেমন অজ্ঞের নিকট দুগ্ধের প্রবৃত্তি, পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্য সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিরও প্রবৃত্তি হয়। নর্ত্তকী যেরূপ সভাসদ্দিগকে নৃত্য দর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্তি হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিকট নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়। গুণবান্ ভৃত্য নির্গুণ প্রভুর আরাধনা করিয়া যেমন কোন রূপ প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করে না, গুণবতী প্রকৃতিও সেইরূপ নানাবিধ উপায়ে নির্গুণ পুরুষের উপকার করিয়া তাহা হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা করেন না। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ দৈবাৎস্খলিতবস্ত্রাঞ্চল অবস্থায় একবার মাত্র কোন পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে লজ্জায় যেমন দ্বিতীয় বার তাহার দর্শনপথবর্ত্তিনী হয় না, প্রকৃতিও সেইরূপ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক বিবেকজ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার আর তাহার দর্শনপথে উপস্থিত হন না।

"বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥
রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥
নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সত স্তস্যার্থমপার্থকঞ্চরাত॥
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তি মে মতি র্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মাতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥"(সাংখ্যকা° ৫৭-৬০)

প্রকৃতির বিবেকসাক্ষাৎকার দ্বারা পুরুষ যখন মুক্ত হন, তখন প্রকৃতির আর সৃষ্টি হয় না। পুরুষের আশ্রয়েই প্রকৃতিরই বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার। স্বভাবতঃ পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার নাই, ভৃত্যাগত জয় পরাজয় যেরূপ স্বামীতে উপচরিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিগত বন্ধ মোক্ষও পুরুষে উপচরিত হয়। কোশকার কীট যেমন নিজেই নিজকে বন্ধন করে, প্রকৃতিও তেমনি নিজেই নিজকে বন্ধন করেন।

আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তর ভাবে পূর্ব্বকথিত তত্ত্ব সকলের বিবেকজ্ঞান অভ্যাস করিলে, আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বুদ্ধ্যাদি নহি, আমি কর্ত্তা নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক স্বামিত্ব নাই, এইরূপ বিবেকবিষয়ে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদিও মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞানবাসনা অনাদি, পক্ষান্তরে বিবেকজ্ঞান ও বিবেকজ্ঞানবাসনা আদি যুক্ত। একটী সাদি এবং একটী অনাদি, এইরূপ বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের এবং

বেকজ্ঞানবাসনা মিথ্যাজ্ঞানবাসনার উচ্ছেদ সম্পাদন করিতে ারে। ইহাতে কোন প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ তত্ত্ব ায়ে বুদ্ধির স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান াবল, ও মিথ্যাজ্ঞান দুর্ব্বল। শাস্ত্রে আছে যে বিরোধ স্থলে াবল দুর্ব্বলকে উচ্ছেদ করে, সুতরাং এই ন্যায়ানুসারে প্রবল ত্ত্বজ্ঞান দুর্ব্বল মিথ্যাজ্ঞানকে একেবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে মর্থ হয়। সুতরাং বিবেকজ্ঞান হইলে আর মিথ্যাজ্ঞানের ম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান জন্য যে সংসার,জন্ম মৃত্যু, াহারও আর উদ্ভব হয় না, সুতরাং তখন মুক্তি হয়। যেমন জের অভাবে অঙ্কুর হয় না, তেমনি প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ াকিলেও বিবেকখ্যাতি দ্বারা অবিবেক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া াহার বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, তাহার পক্ষে আর সৃষ্টি হয় না।

শব্দাদি বিষয়ভোগ পুরুষের স্বাভাবিক নহে, উহা উপচরিত। কমাত্র মিথ্যাজ্ঞানই ভোগের নিবন্ধন বা হেতু। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে ভোগ হইতে পারে না। সুতরাং তখন সৃষ্টির কোন য়োজন নাই। উক্ত রূপে বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত র্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা জন্মাদি রূপ ল উৎপাদন করিতে পারে না। যেমন ধান্যাদি ভৃষ্ট হইলে, রে তাহা আর অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ বিবেকজ্ঞান ারা অজ্ঞান ভৃষ্ট হইলে, অজ্ঞানের কার্য্য যে সংসার তাহা আর ন্মাইতে পারে না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন।" (গীতা)

জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সকল কর্ম্ম তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।

বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন—

"ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্ম বীজাঙ্কুরং প্রসূতে, তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসকলক্লেশসলিলায়ামুষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানামঙ্কুরপ্রসবঃ।"

জলসিক্ত ভূমিতেই বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। প্রখর সূর্য্যতাপে যে ভূমির সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়াছে, তথাবিধ উষর ভূমিতে বীজের অঙ্কুরোৎপাদন অসম্ভব, তদ্রূপ মিথ্যাজ্ঞানাদিরূপ ক্লেশ থাকিলেই সঞ্চিত কর্ম্ম, ফল জননে সমর্থ হইয়া থাকে। উক্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি ক্লেশ অপনীত হইলে আর কর্ম্মফল উৎপন্ন হইতে পারে না, তাই বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে ক্লেশরূপ জলে অবসিক্ত বুদ্ধিরূপ ভূমিতেই কর্ম্মরূপ বীজ ফলরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রখর সূর্য্যকিরণে সমস্ত ক্লেশরূপ সলিল নিপীত হইলে বুদ্ধিভূমি উষর হইয়া যায়। সুতরাং তাদৃশ উষরভূমিতে অঙ্কুরোৎপত্তি কিরূপে হইবে?

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তিলাভ হয়। যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রভাবে যাহার ফলভোগ জন্য বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্ত বেগ বলিয়া তাহার প্রতিরোধ হয় না।

"জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণং।
তাবদ্বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে॥"

(সাংখ্যপ্র° ভাষ্য ১।২)

জ্ঞানী বা অজ্ঞানী যিনিই কেন হউন না, যতদিন পর্য্যন্ত দেহ থাকিবে ততদিন কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কর্ম্মভোগ করিতে হইবে, ইহাতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, জ্ঞানী কেবল মাত্র প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া ক্ষয় করিবেন, এবং অজ্ঞানী প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ এবং পুনবার কর্ম্মের বীজ সঞ্চয় করিবেন, ও তাহার ফলে অজ্ঞানীর বারংবার জন্মমৃত্যু হইবে। জ্ঞানীর আর তাহা হইবে না, দেহবিগমে তিনি মুক্ত হইবেন।

কুম্ভকার দণ্ডাদি দ্বারা চক্রের পরিভ্রমণ সম্পাদন করে। কিন্তু কুম্ভকারচক্র একবার ঘুরাইয়া দিলে দণ্ডটী তুলিয়া লইলেও যেমন বেগাখ্য সংস্কারবলে চক্র কিছু কাল আপনিই ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলজননে অসমর্থ হইলেও যে কর্ম্মফল জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাবিধ ফল কর্ম্মানুসারে তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর কিছুকাল অবস্থিত থাকে। এই প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগের পর জ্ঞানীর দেহ পাত হইলে আর দেহান্তরের আরম্ভ হইতে পারে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাশয়ের বীজভাগ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুর জন্মায় না, তদ্রূপ জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ জন্মাইতে পারে না। তখন তাহার ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ কৈবল্য সম্পাদিত হয়। এইরূপ হইলেই পুরুষ মুক্ত হন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ভোগ ব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় হইবে না।

"না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।" (সাংখ্যভাষ্য)

শত কল্পকোটি কালেও কর্ম্মভোগ না হইলে ক্ষয় হইবে না। কর্ম্মাশয়ে বিচিত্র কর্ম্মের অনন্ত বীজ সঞ্চিত থাকে, ভোগ ভিন্ন যখন কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, এবং কর্ম্ম ক্ষয় ব্যতীত যখন মুক্তি হয় না, তখন মুক্তি একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্য সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়াছেন, যে কর্ম্ম ফলপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই কর্ম্মই ভোগ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষয় হয় না, কিন্তু যে সকল কর্ম্ম কর্ম্মাশয়ে বীজ ভাবে আছে, তাহারা জ্ঞান দ্বারা ভৃষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া যায়, সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মবীজ থাকিলেও মুক্তির বাধা হয় না। তখন পুরুষ আপনার স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হন।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানং" (পাতঞ্জলদ°)

পুরুষের এই অবস্থা হইলে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হয় না, ত্রিতাপ আর তখন তাহাকে ব্যথিত করিতে পারে না। তখন তিনি মুক্ত হন। (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°, সাংখ্যসূত্র ও ভাষ্য)

সাঙ্খ্যদর্শন, কপিলপ্রদর্শিত শাস্ত্রভেদ। [সাঙ্খ্যদর্শন দেখ।]

সাঙ্খ্যময় (ত্রি) সাংখ্য স্বরূপে ময়ট্। সাংখ্যজ্ঞান স্বরূপ, সাঙ্খ্যজ্ঞান, এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষ মুক্তিলাভ করেন।

"যস্তেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহনৌ
র্যয়া মুমুক্ষু স্তরতে দুরত্যয়ং ॥" (ভাগবত ৯।৮।১৩)

সাঙ্খ্যযোগ (পুং) সাংখ্যোক্তঃ যোগঃ। জ্ঞানযোগ, ব্রহ্মবিদ্যা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে এই যোগের উপদেশ দেন। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যা ও জ্ঞানযোগের সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥" (গীতা ২।১১)

তুমুল সংগ্রামে আত্মীয় স্বজন সকলেরই বিনাশ হইবে, ইহা ভাবিয়া অর্জ্জুনের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, তাঁহার এই নির্ব্বেদ বা দৈন্য দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক ভগবান্ তাঁহাকে প্রথম সাংখ্যযোগের উপদেশ দেন। তিনি তাঁহাকে প্রথমে বলেন যে, 'যাহাদিগের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, পণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিতেছ অথচ যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা কখন গতাসু বা অগতাসুর জন্য শোক করেন না', অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের ইহাই প্রথম উপদেশ। তিনি নানাবিধ তর্কযুক্তি প্রভৃতি দ্বারা অর্জ্জুনকে উপদেশ দেন যে, আত্মা অজর, অমর, ইহাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না, তুমি যাহাদিগের বিনাশভাবনায় ব্যাকুল হইয়াছ, কেহই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। দেহ আত্মা নহে। তাহাদের এই পার্থিব দেহ বিনষ্ট হইলে তাহারা বিনষ্ট হইবে না, যাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ, তাহারা যে পূর্ব্বে ছিলেন না, তাহা নহে, তাহারা পূর্ব্বেও ছিলেন এবং পরেও থাকিবেন। যেমন বস্ত্র জীর্ণ হইলে লোকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ আত্মা শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বাল্য কৌমার, যৌবন ও জরা অবস্থা ভোগ করিয়া জীর্ণ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন। ইহাই তাঁহার জন্মমৃত্যু, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই। তুমি অজ্ঞানবশে তাহাদের শোকে কাতর হইয়াছ, কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া রাখিয়াছে, তুমি এই যুদ্ধে তাহার নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং তোমার শোক পরিহার করিয়া তোমার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ করাই বিধেয়।

যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার মৃত্যু ও যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার জন্ম অবশ্যম্ভাবী, ইহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে না, অদৃষ্টবশে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাণিগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকাশ এবং মধ্যে অর্থাৎ উৎপত্তি হইলে প্রকাশ ও তৎপরে আবার অপ্রকাশ হইয়া থাকে। ইত্যাদি রূপে আত্মীয় অবিনাশিতা প্রতিপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মোহ অপনয়ন করেন। গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ইহার বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে বিবৃত হইল না। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে সাংখ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানবিষয়ক যোগই সাংখ্যযোগ। যাহাতে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া সাংখ্যবিবেকজ্ঞান দ্বারা জীবের মুক্তি হয়, তাহাই সাংখ্যযোগ। ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া নিঃশ্রেয়লাভ করিয়া থাক, কিন্তু কর্ম্মযোগ অপেক্ষা সাংখ্যযোগ শ্রেষ্ঠ। ইহাতে অর্জ্জুন অতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়া ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন যে, আপনি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা এই যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া আমাকে ঘোর কর্ম্ম করিতে কেন আদেশ করিতেছেন, এই বিভিন্ন বাক্যের তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥" (গীতা ৩।৩)

সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ এই দ্বিবিধ যোগ দ্বারাই নিঃশ্রেয় লাভ করা যায় সত্য, যাহারা অল্পাধিকারী তাহারা প্রথমে কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবে, তৎপরে সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ অবলম্বনে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং প্রথমে কর্ম্মযোগ, তৎপরে সাংখ্যযোগ অবলম্বনীয়।

সাংখ্য দর্শনে যে যোগের বিষয় অভিহিত হইয়াছে, তাহাও সাংখ্যযোগ নামে কথিত। [সাংখ্য দ্রষ্টব্য।]

সাঙ্খ্যযোগবৎ (ত্রি) সাঙ্খ্যযোগ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সাঙ্খ্যযোগযুক্ত।

সাঙ্খ্যায়ন (পুং) সূত্রকারভেদ।

সাঙ্গ (ত্রি) অঙ্গেন সহ বর্ত্তমানঃ। অঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গযুক্ত, সম্পূর্ণ। যাহার সমুদয় অঙ্গ সম্পূর্ণ, কোন অঙ্গই বিকল নহে। দেবপূজা ও যাগযজ্ঞাদির শেষে ভগবান্ শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিতে হয়। এই কীর্ত্তন কারণে যদি কোন অঙ্গ অপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে তাহা সাঙ্গ অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়।

"সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্ণামকীর্ত্তনাৎ।"
(দেবপূজাপদ্ধতি)

সাঙ্গতিক (পুং) সঙ্গতিরেব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪)

ইতি ঠক্। সঙ্গতি, সম্মিলন। ২ সহাধ্যায়ী। ৩ বিচিত্র পরিহাসাদি কথাজীবী। যাহারা বিচিত্র বাক্য এবং পরিহাসাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ ভার্য্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা॥"(মনু ৩।১০৩)

'সাঙ্গতিকঃ সহাধ্যায়ী। যোঽপি সর্ব্বেণ সঙ্গচ্ছতে বিচিত্রপরিহাসকথাদিভিঃ, সাঙ্গতিকশব্দেন যুক্তঃ' (মেধাতিথি)

'লোকেষু বিচিত্রপরিহাসকথাদিভিঃ সঙ্গত্যা বৃত্ত্যর্থিনং' (কুল্লূক)

সাঙ্গত্য (ক্লী) সাঙ্গতিক।

সাঙ্গম (পুং) সঙ্গম এব স্বার্থে অণ্। সঙ্গম। (অমরটীকা ভরত)

সাঙ্গমন (পুং) সঙ্গম।

সাঙ্গমিষ্ণু (পুং) সঙ্গমেচ্ছু।

সাঙ্গরেবস্ (পুং) শার্ঙ্গরবের পাঠান্তর। (ভারত)

সাঙ্গলক্ষণ (ক্লী) অঙ্গলক্ষণের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গলক্ষণযুক্ত।

সাঙ্গুষ্ঠ (ত্রি) অঙ্গুষ্ঠেন সহ বর্ত্তমানঃ। অঙ্গুষ্ঠের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গুষ্ঠযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সাঙ্গুষ্ঠা গুঞ্জালতা। (রত্নমালা)

সাঙ্গ্রহণ (ত্রি) সংগ্রহ।

সাঙ্গ্রহসূত্রিক (ত্রি) সঙ্গ্রহসূত্রমধীতে বেদ বা (ক্রতূক্থাদি সূত্রান্তাঠ্ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি ঠক্। যিনি সংগ্রহসূত্র অধ্যয়ন করেন, বা যিনি ইহার সম্পূর্ণ মর্ম্মার্থ অবগত আছেন।

সাঙ্গ্রহিক (ত্রি) সংগ্রহে সাধুঃ সঙ্গ্রহ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। সংগ্রহকারী, যিনি সংগ্রহ করিতে উত্তম। সঙ্গ্রহগ্রন্থং অধীতে বেত্তি বা সংগ্রহ-ঠক্। যিনি সংগ্রহ গ্রন্থ অধ্যয়নকারী বা যিনি সংগ্রহ গ্রন্থ সকল জানেন।

সাঙ্গ্রাম (ত্রি) সংগ্রামে কার্য্যং দীয়তে ইতি (বৃষ্টাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।৯৭) ইতি অণ্। সঙ্গ্রামকার্য্যকারী, যুদ্ধে যাহাকে কার্য্য প্রদত্ত হয়। (পুং) সঙ্গ্রাম স্বার্থে অণ্। ২ যুদ্ধ।

সাঙ্গ্রামজিত্য (ক্লী) সংগ্রামজয়।

সাঙ্গ্রামিক (পুং) সঙ্গ্রামে সাধুঃ সঙ্গ্রাম (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ সেনাপতি। (ত্রি) ২ সংগ্রামকুশল। ৩ যুদ্ধ সম্বন্ধীয়। (সিদ্ধান্তকৌ°)

"তে তস্য বচনং শ্রুত্বা মন্ত্রয়িত্বা চ বহ্বিতং।
সাঙ্গ্রামিকং ততঃ সর্ব্বং সজ্জং চক্রুঃ পরন্তপাঃ॥"
(ভারত ১।২।২৩২)

সাঙ্ঘটিক (ত্রি) সঙ্ঘটমধীতে বেদ বা সঙ্ঘট-ঠঞ্। (পা ৪।২।৬০) যাহারা সঙ্ঘট অধ্যয়ন করে বা তাহা জানে।

সাঙ্ঘট্টিক (ত্রি) সঙ্ঘট্টমধীতে বেদ বা ঠঞ্। সঙ্ঘট্ট অধ্যয়নকারী, সঙ্ঘট্টবেত্তা।

সাঙ্ঘাটিকা (স্ত্রী) ১ যুগল, স্ত্রীমিথুন। ২ কুট্টনী। ৩ বৃক্ষভেদ।

সাঙ্ঘাত (ত্রি) সঙ্ঘাতে দীয়তে কার্য্যং অণ্ (পা ৫।১।৯৭) সঙ্ঘাতে কার্য্যকারী, সঙ্ঘাতসমূহ, দল।

সাঙ্ঘাতিক (ত্রি) সঙ্ঘাতে সাধুঃ (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। সম্যক্ প্রকারে হননকারক, মারাত্মক, প্রাণনাশক। ২ যন্নাড়ীচক্রের মধ্যে নাড়ীভেদ। এই নাড়ী জন্ম নক্ষত্র হইতে ষোড়শ নাড়ী। [যন্নাড়ীচক্র দেখ]

৩ এক প্রকার ঝিণুক, সান্না নামে ঝিণুক। যে সকল ক্ষুদ্র ঝিনুক একত্র সংশ্লিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকারে থাকে।

সাঙ্ঘাত্য (ক্লী) সংহাত্য।

সাম্মুখী (স্ত্রী) সঙ্মুখায় হিতা সঙ্মুখ-অণ্ ঙীপ্। সায়াহ্নব্যাপিনী তিথি, যে তিথি সায়ং কাল ব্যাপিয়া থাকে। স্মৃতিতে লিখিত আছে, যে পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ ও নবমী এই সকল তিথি সাম্মুখী অর্থাৎ সায়ংকালব্যাপিনী হইলে গ্রাহ্য, অর্থাৎ সেই তিথিই ধর্ম্মকার্য্যে গ্রহণ করিতে হইবে।

"পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী।
প্রতিপন্নবমী চৈব কর্ত্তব্যা সাম্মুখী তিথিঃ॥
ইতি পৈঠীনসিবচনন্তু—
সাম্মুখ্যং নাম সায়াহ্নব্যাপিনী দৃশ্যতে যদা।" (তিথিতত্ত্ব)

সাচার (ত্রি) আচারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আচারযুক্ত, আচারবিশিষ্ট, আচারের সহিত বর্ত্তমান।

সাচি (অব্য) সচ-ইন্। তির্য্যক্, বক্র নত, পর্য্যায় তিরঃ। (অমর)

সাচিবাটিকা (স্ত্রী) সাচি যথা তথা বটতি বেষ্টয়তীতি বট বেষ্টনে ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। শ্বেত পুনর্নবা। (রত্নমালা)

সাচিব্য (ক্লী) সচিবস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সচিবের কর্ম্ম, মন্ত্রিত্ব। ২ সাহায্য, সহায়তা।

সাচিব্যাক্ষেপ (পুং) অলঙ্কারভেদ। (কাব্যাদর্শ ২।১৬৬)

সাচীকৃত (ত্রি) অসাচি সাচিকৃতং অভূততদ্ভাবে চ্বি। বক্রীকৃত, পূর্ব্বে যাহা বক্র ছিল না, পরে তাহাকে বক্র করা হইয়াছে।

"প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং নিনায় সাচীকৃতচারুবক্ত্রঃ॥"(রঘু৬।১৪)

সাচীগুণ (পুং) দেশভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।২৩) ২ প্রকৃষ্ট গুণবান্ দেশ। (ভাগ° ৯২০।২৭ স্বামী)

সাচেয় (ত্রি) পূরক।

সাচ্য (ত্রি) সমবেতব্য। "সাচ্যং কুপয়ং বর্দ্ধনং পিতুঃ" (ঋক্ ১।১৪০।৩) 'সাচ্যং সমবেতব্যং' (সায়ণ)

সাজ (ত্রি) পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র।

"সাজে শর্তাভষক্তিভিষকৃকবিশৌণ্ডিকপণ্যনীতিবার্ত্তানাং।"
(বৃহৎস° ১০।১৭) ২ অজের সহিত বর্ত্তমান।

সাজ (দেশজ) সজ্জা শব্দের অপভ্রংশ, বেশ, ভূষণ, দ্রব্য, যাহা দ্বারা সজ্জিত হওয়া যায়। ২ অস্ত্র শস্ত্রাদি।

সাজা (পারসী) দণ্ড, যথা পাপের সাজা। ২ প্রস্তুত করণ, যথা তামাক সাজা।

সাজাত্য (ক্লী) সজাতি-ষ্যঞ্। সজাতি সম্বন্ধীয়, বস্তু ধর্ম্ম দুই প্রকার সাজাত্য ও বৈজাত্য, সমান জাতি সম্বন্ধীয় যে ধর্ম্ম তাহার নাম সাজাত্য, সজাতীয়তা, একধর্ম্মাক্রান্ততা, একবিধতা, যে দুই বস্তুর পরস্পর ধর্ম্ম এক তাহার পরস্পরের ধর্ম্মের সাজাত্য আছে।

সাজান (দেশজ) সজ্জিতকরণ, অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিতকরণ।

সাজোয়াল (পারসী) মুসলমান আমলে রাজস্ববিভাগে উচ্চপদ এখনকার Collector এর ন্যায়।

সাঞ্জি (দেশজ) গুল্মভেদ।

সাঞ্জিরাজ (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। চলিত সাঁঞ্জিগাছ। সাঞ্জিরাজের বীজ কৃমির উত্তম ঔষধ। পল্লীগ্রামে বালকদের কৃমির উপদ্রব হইলে স্ত্রীলোকপরম্পরায় এই ঔষধ খুব প্রচলন আছে।

সাঞ্চরিক (ত্রি) সঞ্চারযোগ্য, যে সকল গ্রহাদি সঞ্চারের যোগ্য।

সাঞ্জ (পুং) একজন প্রাচীন গ্রন্থকার।

সাঞ্জন (পুং) অঞ্জনেন তদ্বচ্ছরীরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ কৃকলাস। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ অঞ্জনবিশিষ্ট। অঞ্জনের সহিত বর্ত্তমান। ৩ শরীরেন্দ্রিয় সম্বন্ধ, শরীর ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাকে সাঞ্জন কহে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লিখিত আছে যে সাঞ্জন ও নিরঞ্জন এই দুই প্রকার পিণ্ড, যে স্থলে শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহাকে সাঞ্জন, আর তদ্‌রহিতের নাম নিরঞ্জন।

"দ্বিবিধঃ সাঞ্জনো নিরঞ্জনশ্চেতি। তত্র সাঞ্জনঃ শরীরেন্দ্রিয়-সম্বন্ধঃ নিরঞ্জনস্তু তদ্রহিতঃ।" (সর্ব্বদর্শনস°)

সাঞ্জীবীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

সাঞ্জ্ঞায়নি (পুং) সংজ্ঞার অপত্য।

সাট, প্রকাশ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ সাটয়তি লোট্ সাটয়তু। লিট্ সাটয়াঞ্চকার। লুঙ্ অসসাটৎ।

সাড়ি (পুং) সড়ের গোত্রাপত্য। (পা ৮।৩।৫৬)

সাণ্ড (পুং) অণ্ডেন সহ বর্ত্ততে। অণ্ডের সহিত বর্ত্তমান, অণ্ড-যুক্ত, অণ্ডবিশিষ্ট।

সাৎ (ক্লী) সাত্ সুখে ক্বিপ্। ব্রহ্ম।

সাত, সুখ। অদন্ত চুরাদি°। পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ সাতয়তি। লুঙ্ অসসাতৎ। ইহা সৌত্র ধাতু।

সাত (ক্লী) সাত সুখে-অচ্। ১ সুখ। ২ দত্ত। ৩ নষ্ট।

সাতত্য (ক্লী) সতত-ষ্যঞ্। সতত সম্বন্ধীয়, সর্ব্বদা, অবি-চ্ছেদ। (পা ৬।১।১৪৪)

সাতদৌলা, বাঙ্গালার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। মোগলমারী গ্রামের ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বিখ্যাত দাঁতন হইতে মোগলমারী ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একসময়ে মোগল ও মহারাঠাসৈন্যে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তন্নিবন্ধন ঐ স্থান মোগলমারী নামে আখ্যাত হইয়াছে।

রাজঘাটের রাস্তা যখন সাতদৌলা গ্রামের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন এখানকার ভূমিখননকালে সুবিস্তৃত রাজ-ভবনাদির ধ্বংসাবশেষ-নিদর্শন বহুসংখ্যক ইষ্টকরাশি ও প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়। ঐ সকল দৃষ্টে অনুমান হয় যে একসময়ে এই স্থানটী কোন প্রাচীন রাজবংশের রাজধানী ছিল। [মোগলমারী দেখ।]

সাতয় (ত্রি) সাতয়তীতি সাত সুখে (অনুপসর্গাৎ লিম্পবিন্দেতি। পা ৩।১।১৩৮) ইতি শ। সুখজনক। মুগ্ধবোধে দুর্গাদাস ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—"সাতক সুখে ইত্যস্মাৎ ক্রৌ শপ্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ সাতয়ঃ" (দুর্গাদাস)

সাতলা (স্ত্রী) সাতং সর্পবিষাদি নাশং লাতীতি লা-ক। চর্ম্মকষা, ক্ষুপ বিশেষ, সেহুণ্ড ভেদ, পীতদুগ্ধসেহুণ্ড, পর্য্যায় সপ্তলা, সারী, বিদুলা, বিমলা, অমলা, বহুফেণা, ফেণা, দীপ্তা, বিষাক্তিকা, স্বর্ণ-পুষ্পী, পত্রঘনা। গুণ—কফপিত্তঘ্ন, লঘু, কষায়, বিসর্প, বিষ, বিস্ফোটক, ব্রণ ও শোফনাশক। (রাজনি°)

সাতবাহন (পুং) সাতঃ বাহনো যস্য। শালিবাহনরাজ। (হেম) কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে সাত নামক গুহ্যকে ইহাকে বহন করিত, এই জন্য এই রাজার নাম সাতবাহন হইয়াছিল।

"ইত্যুক্তান্তর্হিতে তস্মিন্ সাত নামনি গুহ্যকে।
স রাজা তং সমাদায় বালং প্রত্যাযযৌ গৃহং॥
সাতেন যস্মাদূঢ়োঽভূৎ তস্মাত্তং সাতবাহনং।
নাম্না চকার কালেন রাজ্যে চৈনং ন্যবেশয়ৎ॥"

(কথাসরিৎসা° ৬।১০৬-৮)

[ভারতবর্ষ শব্দে অন্ধ্রভৃত্যবংশের বিবরণ দেখ।]

সাতসইকা (স্ত্রী) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী বৃহৎ পরগণা। এই পরগণার পূর্ব্বতন অধিবাসী ব্রাহ্মণেরাই সপ্তশতী বা সাত-শতী নামে পরিচিত।

সাতহন্ (ত্রি) সাতং সুখং হন্তি হন-ক্বিপ্। সুখহন্তা, সুখনাশক।

সাতি (স্ত্রী) সন্-ক্তিন্ (জনসনখনামিতি। পা ৬।৪।৪২) ইতি নস্য আত্বং। যদ্বা সন্ন দানে ক্তিন্, (উতিযূতিজূতিসাতীতি। পা ৩।৩।৯৭) ইতি আত্বং। ১ অবসান, শেষ। ২ দান। ৩ তীব্র বেদনা। (অমর) ৪ সংভজন। "পতত্রিভির্নসত্যা সাতয়ে কৃতং" (ঋক্ ১০।১৪৩।৪) 'সাতয়ে সংভজনায়' (সায়ণ)

সাতিরেক (ত্রি) অতিরেকের সহিত বর্ত্তমান। অতিরিক্ত, অতিরেকবিশিষ্ট।

সাতিশয় (ত্রি) অতিশয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অতিশয়ের সহিত বর্ত্তমান, অতিশয় যুক্ত।

সাতিসার (ত্রি) অতিসারেণ সহ বর্ত্ততে। অতিসারের সহিত বর্ত্তমান, অতিসারযুক্ত, অতিসার রোগবিশিষ্ট।

সাতীন (পুং) সতীন এব স্বার্থে অণ্। সতীন শব্দার্থ, ১ বংশ। ২ সতীলক। (ক্লী) ৩ জল। (নিঘণ্টু)

সাতীলক (পুং) সতীলক এব স্বার্থে কন্। সতীলক, কলায়।

সাতৃ (পুং) ১ পশ্বাদি লক্ষণ দান। ২ দীপ্তি।

"ন যস্ত সাতু র্জনিতোর বারি" (ঋক্ ৪।৬।৭)

'সাতুঃ সনিঃ পশ্বাদিলক্ষণং দানং দীপ্তির্বা' (সায়ণ)

সাতোর্বাহন (ত্রি) সতোবৃহতী নামক যজ্ঞসম্বন্ধীয়।

সাত্ত্ব (ত্রি) সত্ত্ব-অণ্। সত্ত্ব সম্বন্ধীয়। (আশ্ব° গৃ° ১১।২।১)

সাত্ত্বিক (ত্রি) সত্ত্ব-ঠঞ্। সত্ত্ব সম্বন্ধীয়।

সাত্ব (ত্রি) সত্ব-অণ্। সত্বগুণ সম্বন্ধীয়, সাত্বিক।

সাত্বকি (পুং) সত্বকস্য গোত্রাপত্যং (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি ইঞ্। সত্বকের গোত্রাপত্য।

সাত্বত (পুং) সাত্বতস্যাপত্যং পুমান্ সাত্বত-অণ্। ১ বলরাম। ২ শ্রীকৃষ্ণ। ৩ যাদব মাত্র। ৪ বিষ্ণু। (ত্রিকা°) সচ্ছব্দেন সত্ব মূর্ত্তি র্ভগবান্, স উপাস্যতয়া বিদ্যতেঽস্যেতি মতুপ্, ততঃ স্বার্থে অণ্। ৫ বিষ্ণুভক্তবিশেষ। সচ্ছব্দে ভগবান্‌কে বুঝায়। জগতে ভগবান্ই এক মাত্র সত্ব, সেই ভগবান্‌কে যাহারা উপাসনা করেন, তাহাদিগকে সাত্বত কহে। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ইহাদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সত্বং সত্বাশ্রয়ং সত্বগুণং সেবেত কেশবং।
যোঽনন্যত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদাহৃতঃ॥
বিহায় কাম্যকর্ম্মাদীন্ ভজেদেকাকিনং হরিং।
সত্যং সত্বগুণোপেতো ভক্ত্যা তং সাত্বতং বিদুঃ॥
মুকুন্দপাদসেবায়াং তন্নামশ্রবণেঽপি চ।
কীর্ত্তনে চ রতো ভক্তো নায়ঃ স্যাৎ স্মরণে হরেঃ॥
বন্দনার্চ্চনয়ো র্ভক্তিরনিশং দাস্যসখ্যয়োঃ।
রতিরাত্মার্পণে যস্য দৃঢ়ানস্তস্য সাত্বতঃ॥"(পাদ্মোত্তরখ° ৯৯অ°)

যিনি অনন্য চিত্তে সত্বগুণাশ্রয় সত্ব স্বরূপ একমাত্র কেশবকে সেবা করেন, তাহাকে সাত্বত কহে এবং যিনি সকল প্রকার কাম্য কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া একান্ত চিত্তে সত্বগুণ বিশিষ্ট হইয়া হরির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও সাত্বত কহে। যিনি সদা মুকুন্দ পাদসেবায় এবং তন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে রত, যাঁহার ভগবান্ হরি অর্চ্চনে দাস্য ও সখ্য ভাব সর্ব্বদা বিদ্যমান, এবং আত্মসমর্পণে দৃঢ় রতি তিনিই সাত্বত পদবাচ্য।

যাঁহারা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্যচিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারাই সাত্বত নামে অভিধেয়।

হিন্দু ধর্ম্মে যে সকল উপাসক সম্প্রদায় আছেন, সাধারণতঃ সেই সকল সম্প্রদায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত—সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে অতি প্রাচীন ও বৈদিক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। "বিষ্ণু র্দেবতা অস্য" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা "বৈষ্ণব" পদ সাধিত হইয়াছে। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা। সুপ্রাচীন ঋক্‌বেদে বিষ্ণু উপাসনার বহুল মন্ত্র দৃষ্ট হয়। কোনও সময়ে যাজ্ঞিকগণ বৈদিক মন্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগকে বৈদিক যাজ্ঞিক বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু যাজ্ঞিকগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব পরিগ্রহে সমর্থ ছিলেন না। যাজ্ঞিকগণেরও বহু পূর্ব্বে শুদ্ধ সত্ব ঋষিগণ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈদিক মন্ত্রের আলোচনায় তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর উপাসক সাত্বিক ভাবে বিষ্ণুর যজন করিতেন, তাঁহাদের স্বর্গ কামনা ছিল না, জীববলি ছিল না, তাঁহাদের মধ্যে সোমপান করারও অভ্যাস ছিল না। ইহারা শুদ্ধ সাত্বিক ভাবে সত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। ইহারা বিষ্ণুকে "সত্ব" বলিয়া অভিহিত করিতেন। সৎ শব্দ সত্ব মূর্ত্তি শ্রীভগবানকেই বুঝায়। যাঁহারা সাত্বিক ভাবে এই সত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিতেন, তাহারাই সাত্বত নামে অভিহিত হইতেন।

এই সাত্বত সম্প্রদায় বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতেন, ইঁহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও উপাসনাপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে উত্তম, নিষ্কাম ও ভগবদ্ভাবপূর্ণ ছিল। ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্ত ভাবে শ্রীহরির আরাধনা করিতেন, তাঁহার পাদ সেবা করিতেন, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার বন্দনায়, অর্চ্চনায় দাস্যে সখ্যে ও আত্মনিবেদনে জীবন উৎসর্গ করিতেন। তাঁহাদের জীবন শ্রীভগবানের স্মরণ মনন, তাঁহার নাম গুণাদি কীর্ত্তন, ও তাঁহার সেবায় নিরন্তর নিমগ্ন থাকিত। এই শ্রেণীর ভগবদ্ভক্তগণ বৈদিক সময়েও সাত্বত বলিয়া অভিহিত হইতেন। বেদের বহুল শাখা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেদ দুষ্পার, বৈদিক মন্ত্রের অর্থও দুর্ব্বোধ্য। বিশেষতঃ বেদ অসীম ও অপার। এই অবস্থায় বেদের বিকার ও বৈদিক তথ্যাদি নিরূপণ প্রকৃতই এক অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ এই কাঠিন্য উপলব্ধ করিয়াছিলেন, এই জন্য বৈদিক তথ্য বিনির্ণয়ের জন্য তাঁহারা এক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা তাঁহারা বেদের সমুপবৃংহণ করিতেন। এই জন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিতেন—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদসমুপবৃংহয়েৎ॥"

আমরাও বৈদিক সাত্বত সম্প্রদায়ের কার্য্যাদি আলোচনার জন্য আদৌ পুরাণ ও ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত

হইলাম। সর্ব্ব প্রথমেই পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি কাম্য কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণাবলম্বনে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানকে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন তিনিই সাত্বত।

পুরাণ বেদমূলক। পুরাণে বেদার্থই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং পদ্মপুরাণের এই বচনের আলোচনায় প্রাচীন বৈদিক সাত্বত সম্প্রদায়ের ভগবদ্ভজনপ্রণালীর ভাব আমরা অবশ্যই কিয়ংপরিমাণে জানিতে পারি। সাত্বত সম্প্রদায়ই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক। কূর্ম্মপুরাণ পাঠে জানা যায় যদুবংশের সত্বত নৃপতি এই সাত্বত ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সত্বত নৃপতি অংশু নৃপতির পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম সাত্বত। সাত্বত রাজা নারদের নিকট এই সাত্বত ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর বাসুদেব অর্চ্চনায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইনি কুণ্ডগোলাদি দ্বারা সাত্বত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। যথা—

"অথাংশো সত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্।
মহাত্মা দাননিরতো ধনুর্ব্বেদবিদাং বরঃ॥
স নারদস্য বচনাদ্ বাসুদেবার্চ্চনান্বিতঃ।
শাস্ত্রং প্রবর্ত্তয়ামাস কুণ্ডগোলাদিভিঃ শ্রুতম্॥
তস্য নাম্নাতু বিখ্যাতং সাত্বতং নাম শোভনম্।
প্রবর্ত্ততে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহম্॥
সাত্বতস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
পুণ্যশ্লোকো মহারাজস্তেন চৈতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥
সাত্বতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কৌশল্যান্ সুষুবে সুতান্।
অন্ধকং বৈদেহং ভোজং বিষ্ণুং দেবাবৃধং নৃপম্॥"

কৌর্ম্মে পূর্ব্বভাগে যদুবংশানুকীর্ত্তনে।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে দেবর্ষি নারদ যদুবংশীয় অংশু নৃপতিকে সাত্বত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং সাত্বত সম্প্রদায় যে অতি প্রাচীন ইহাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। [পঞ্চরাত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৬ যদুবংশীয় সত্বতরাজপুত্র। (কূর্ম্মপু° পূর্ব্বভা° ২৪ অঃ)

৭ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। মনুসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে ব্রাত্য বৈশ্য কর্ত্তৃক সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানগণ নিম্নোক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হয়, যথা সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা মৈত্র এবং সাত্বত।

"বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ॥
কারুষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥" (মনু ১০।২৩)

(পুং) ৭ দেশভেদ, সাত্বত দেশ, এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত।

'যদবস্তু দশার্হাঃ স্যুঃ সাত্বতাঃ কুকুরাশ্চ তে।' (ত্রিকা°)

সাত্বতী (স্ত্রী) সাত্বতস্যাপত্যং স্ত্রী, সত্বত-অণ্-ঙীষ্। ১ শিশুপালমাতা (ভারত ২।৪৫।৭) ২ সুভদ্রা। (ভারত ১।২২২।৬৩)

৩ নাটকবৃত্তিবিশেষ। নাটকে সাত্বতী, কৌশিকী ও আরভটী প্রভৃতি বৃত্তি নির্দ্দেশ করিতে হয়।

"অভিনেয়প্রকারাঃ স্যুর্ভাষাঃ ষট্ সংস্কৃতাদিকাঃ।
ভারতী সাত্বতী কৌশিক্যারভট্যৌ চ বৃত্তয়ঃ॥" (হেম)

এই বৃত্তির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে স্থলে বাক্য সকল অতি হর্ষপ্রধান, এবং অধিক সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, ত্যাগপ্রধান উদার বাক্যযুক্ত সুতরাং মনোজ্ঞ ও আশ্চর্য্য সম্পদ্ দ্বারা সুভগ হয়, তথায় এই সাত্বতী বৃত্তি হইয়া থাকে। যে স্থলে শব্দ বিন্যাস অতি গূঢ়ার্থক নহে এবং সুললিত শব্দদ্বারা মনোরম হয়, তথায়ও এই বৃত্তি হয়। বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত ও শান্তরসে এই সাত্বতী বৃত্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

"হর্ষপ্রধানাধিকসত্ত্ববৃত্তিস্ত্যাগোত্তরোদারবচো মনোজ্ঞা।
আশ্চর্য্যসম্পৎ সুভগাচ যা স্যাৎ সা সাত্বতী নাম মতাত্র বৃত্তিঃ॥
নাতিগূঢ়ার্থসম্পত্তিঃ শ্রব্যশব্দমনোহরা।
বীরে রৌদ্রেঽদ্ভুতে শান্তে বৃত্তিরেষা মতা যথা॥"

(শৃঙ্গারতিলক ৩।৪২-৪৩)

যে স্থলে বর্ণনা প্রাসাদগুণবিশিষ্ট, ও সুললিত অর্থসংযুক্ত হয়, তথায় এই বৃত্তি হয়। ইহার উদাহরণ—

"লক্ষ্মীস্তং জনকো নিধিশ্চ পয়সাং নিঃশেষরত্নাকরো
মর্য্যাদানিরতস্ত্বমেব জলধে ক্রূতেঽত্র কোঽন্যাদৃশং।
কিং ত্বেকস্য গৃহং গতস্য বড়বা বহ্নেঃ সদা তৃষ্ণয়া
ক্লান্তস্যোদয়পূরণেঽপি ন সহোযত্তন্মনাঙ্ মধ্যমম্॥"

(শৃঙ্গারতি° ৩ পরি°)

সাত্ত্বিক (পুং) সত্ত্বাৎ সত্ত্বগুণপ্রধানাৎ বিষ্ণোর্ভূতঃ সৎ-ঠঞ্। ১ ব্রহ্মা। সাত্ত্বং সত্ত্বগুণো হস্যাস্তীতি ঠন্। ২ বিষ্ণু।

(ভারত ১৩।১৪৯।১০৬)

৩ ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত ভাববিশেষ। লক্ষণ—

"সত্ত্বোৎকটে মনসি যে প্রভবন্তি ভাব-
স্তে সাত্ত্বিকা ইতি বিদুর্নিপুণাবান্তে॥" (সর্ব্বানন্দ)

সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া অন্তঃকরণে যে ভাব প্রবল হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব কহে, এই সাত্ত্বিকভাব উপস্থিত হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়,—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রুপাত ও প্রলয় অর্থাৎ মূর্চ্ছা।

"স্বেদঃস্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বিবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ।" (ভরত)

(ত্রি) ৪ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, সত্ত্বগুণযুক্ত। সত্ত্বগুণ হইতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক কহে। এই জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। যে সকল বিষয়ে সত্ত্বগুণের ভাগ

অধিক প্রবল তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া জানিতে হইবে। গীতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, দান, যজ্ঞ, ভোজন প্রভৃতি সকল কার্য্যই সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার।

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥"(গীতা ১৭।১৮)

আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য ভোজন করিলে আয়ু, বল প্রভৃতি বৃদ্ধি হয়, যাহা রস্য বা রসাল, স্থির ও হৃদ্য, তাহাই সাত্ত্বিক আহার।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যাহারা মুক্তিকামী, তাহারা প্রথমে যত্নপূর্ব্বক সাত্ত্বিক ভোজন করিবেন। দেহ অন্নময় কোষ ও ইন্দ্রিয় সকল ভোজন দ্বারা পুষ্ট, অতএব যদি সাত্ত্বিক ভোজন করা হয়, তাহা হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে যে এত বাধাবাধি ভোজনের ব্যবস্থা আছে, তাহার কারণ এই যে, সাত্ত্বিক ভোজন না করিতে পারিলে সাত্ত্বিক প্রকৃতি হয় না। অতএব রাজসিক ও তামসিক আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আহার দ্বারা শরীর সুস্থ, মানসিক বল ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" আহার শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়।

সাত্ত্বিকযজ্ঞ—

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টোহথ ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥" (গীতা ১৭।১১)

যে যজ্ঞে কোনরূপ ফল কামনা নাই, এবং যাহা যথাবিধি শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত ও ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে যাহা করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। কোনরূপ ফল কামনা না করিয়া ভগবানের উপাসনাই অবশ্য কর্ত্তব্য এই বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রে যেরূপ বিধান আছে, তাহার কোন অঙ্গে ক্রটি না হয়, ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ নামে অভিহিত। সাত্ত্বিক তপস্যা—

"শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥"(গীতা ১৭।১৭)

ফলকামনারহিত হইয়া অতিশয় ভক্তির সহিত যে ত্রিবিধ তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা কহে। ত্রিবিধ তপস্যা যথা দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও পণ্ডিতদিগের পূজা, শৌচ, বিধি ও নিষেধের পালন, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা ইহাদিগের নাম শারীর-তপস্যা. অনুদ্বেগকরবাক্য অর্থাৎ যে বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের কোনরূপ ক্লেশ না হয়, এইরূপ বাক্য, প্রিয় অথচ হিতকর সত্যবাক্য প্রয়োগ, এবং বেদাভ্যাস ইহাদিগের নাম বাঙ্ময় তপস্যা, মনঃপ্রসাদ, বা যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তের অবসাদ না হইয়া প্রসন্নতা জন্মে, সৌম্যতা, মৌন, মনোনিগ্রহ এবং অন্তঃকরণশুদ্ধি এই সকলের নাম মানসতপস্যা, এই ত্রিবিধ তপস্যা শ্রদ্ধা সহকারে আচরিত হইলেই তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা কহে। সাত্ত্বিকদান—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে হনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥"(গীতা ১৭।২০)

ইহা আমার দাতব্য, অর্থাৎ ইহা আমি দান করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কোনরূপ উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া দেশ-গঙ্গাদিতীর্থ, কাল চন্দ্রগ্রহণাদি সময় এবং ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকদান কহে। সাত্ত্বিকত্যাগ—

"কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ॥"(গীতা ১৮।৯)

আত্মাভিমান ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া এই কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ কহে। সাত্ত্বিকজ্ঞান—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং।"(গীতা ১৮।২০)

যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে এক অবিনাশী অভিন্নভাব লক্ষিত হয়, তাহাকেই সাত্ত্বিকজ্ঞান কহে। অর্থাৎ যে জ্ঞানের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থিত এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে পরমাত্মার ন্যায় উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, অভিন্ন, অব্যয়, ও সর্ব্বত্র অনুস্যূত বলিয়া লক্ষিত হয়, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। এই সাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারাই বস্তুতত্ত্ব স্বরূপরূপে অবগত হওয়া যায়। সাত্ত্বিকবুদ্ধি—"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥"
(গীতা ১৮।৩০)

যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধন ও মুক্তি বুঝিতে সমর্থ তাহাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কহে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয়ের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। সাত্ত্বিক কর্ত্তা—"মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥"
(গীতা ১৮।২৬)

ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত, অর্থাৎ যিনি কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, অনহংবাদী, অর্থাৎ আমি করিতেছি এইরূপ অহংজ্ঞানশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে বিকারশূন্য, এইরূপ কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা কহে। যাহার ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার কার্য্য সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে কিছুই আসিয়া যায় না, অতএব তাহার সকল অবস্থায়ই তুল্য জ্ঞান, আমি কিছুরই কর্ত্তা নাই, এবং কার্য্যে সদা ধৈর্য্য ও উৎসাহ বিদ্যমান, কার্য্য

করিতেই হইবে, এই বুদ্ধিতে যিনি কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

সাত্ত্বিককর্ম্ম—"নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥" (গীতা ১৮।২৩)

পুরুষ ফলাসক্তিশূন্য, নিঃসঙ্গ ও রাগদ্বেষাদি শূন্য হইয়া যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম কহে। ফলকামনাবিরহিত কর্ম্মাধিকারী পুরুষ অহঙ্কার ও অভিমানশূন্য এবং রাগদ্বেষাদি বিরহিত হইয়া যে সকল নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম নামে অভিহিত।

সাত্ত্বিক সুখ—"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥"
(গীতা ১৮।৩৭)

যে সুখ অগ্রে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃততুল্য, আত্মজ্ঞান দ্বারা জাত যে সুখ তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। এই সুখ প্রথমে অতি কষ্টকর, কারণ যম, নিয়ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইলে অতি কষ্ট হয়, এই জন্য ইহার প্রথমাবস্থা ক্লেশকর। কিন্তু পরিণামে ইহা অমৃত তুল্য; এই সুখ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, এই সুখোৎপত্তি হইলে আর নিবৃত্তি হয় না। এই জন্য ইহা অমৃত তুল্য।

গীতায় এইরূপে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ কর্ম্ম ও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সত্ত্বগুণের ফল সুখ, যাহাতে সুখ হয় এবং যে সকল বস্তু সুখকর, তাহাই সাত্ত্বিক।

বেদব্যাসপ্রণীত যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ আছে, তাহাও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। পাদ্মমতে, এই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই ৬ খানি পুরাণ সাত্ত্বিক।

"বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ৪৩ অ°)

স্মৃতিও এইরূপ সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার। সাত্ত্বিক স্মৃতি যথা—বাশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পারাশর, ভারদ্বাজ ও কাশ্যপ।

"বাশিষ্ঠঞ্চৈব হারীতং ব্যাসং পারাশরং তথা।
ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ॥"
(পদ্মপু° উ° খ° ৪৩ অ°)

সাত্ত্বিকী (স্ত্রী) সত্ত্বং সত্ত্বগুণোঽস্ত্যস্যা ইতি সত্ত্ব-ঠন্, ঙীপ্। ১ দুর্গা। (শব্দরত্না°) ২ পূজাবিশেষ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার পূজা, তাহার মধ্যে জপযজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকী পূজা কহে। পুরাণাদিতে যে দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মনা হইয়া সেই দেবীমাহাত্ম্যাদি পাঠের নাম জপযজ্ঞ।

"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তৎশৃণু॥
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা॥" (দুর্গোৎসবতত্ত্ব)

সাত্ম (ত্রি) আত্মার সহিত বর্ত্তমান, আত্মাযুক্ত, আত্মবিশিষ্ট।

"যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তৎ-ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥"
(ভাগবত ১০।১৪।১৭)

'সাত্মং ত্বৎসহিতং' (স্বামী)

সাত্মক (ত্রি) আত্মনা সহ বর্ত্ততে কপ্। আত্মার সহিত বর্ত্তমান। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লিখিত আছে যে দুঃখান্ত দুই প্রকার অনাত্মক ও সাত্মক, ইহার মধ্যে সকল প্রকার দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ রূপকে অনাত্মক এবং দৃক্ক্রিয়াশক্তিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যকে সাত্মক কহে।

"দুঃখান্তো দ্বিবিধঃ অনাত্মকঃ সাত্মকশ্চেতি।
তত্র অনাত্মকঃ সর্ব্বদুঃখানামত্যন্তোচ্ছেদরূপঃ।
সাত্মকস্তু দৃক্ক্রিয়াশক্তিলক্ষণমৈশ্বর্য্যং।" (সর্ব্বদর্শনস°)

সাত্মন্ (ত্রি) আত্মার সহিত বর্ত্তমান।

সাত্ম্য (ক্লী) আত্মনো হিতং কর্ম্ম আত্ম্যং, আত্ম্যেন সহ বর্ত্তমানং। সুখজনক। ইহার লক্ষণ—

"যো রসঃ কল্পতে যস্য সুখায়ৈব নিষেবিতঃ।
ব্যায়ামজাতমন্যদ্বা তৎ সাত্ম্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥" (সুশ্রুত ১।৩অঃ)

যে রস সেবন করিলে শরীরের উপকার এবং ব্যায়াম প্রভৃতি যে কোনরূপে যাহাতে শরীরের উপচয় হয়, তাহাই সাত্ম্য। দেশ, কাল, ঋতু, রোগ, ব্যায়াম, জাতি, বল, রস ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও যদি শরীরে কোন পীড়া না হয়, এবং শরীরপোষণের উপকারী হয়, তাহা হইলে তাহাই সাত্ম্য নামে অভিহিত। চরকে লিখিত আছে যে যাহা কিছু শরীরের পক্ষে উপকারী, তাহাই সাত্ম্য, যে ঋতুতে যেরূপ আহার বিহার হিতকর, সেইরূপ আহার বিহারই সেই ঋতুর সাত্ম্য, অর্থাৎ তাহাকেই ঋতুসাত্ম্য কহে। যে ঋতুতে যে সকল দ্রব্য শরীরের পীড়াদায়ক, তাহা সাত্ম্য নহে, অসাত্ম্য। আর কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি অনুসারে অভ্যাসবশতঃ তাহার যেরূপ আহার বিহার সুখজনক হয়, সেইরূপ আহারবিহারকে ওকসাত্ম্য কহে। এবং আনুপাদি দেশের ও জ্বরাদি রোগের যে যে ধর্ম্ম, সেই সেই ধর্ম্মের

বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট যে আহার ও বিহার তাহাই সেই দেশের ও সেই সেই রোগের সাত্ম্য বলিয়া জানিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদে ঋতুসাত্ম্য, ওকসাত্ম্য, দেশসাত্ম্য, রোগসাত্ম্য প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যে ঋতু, কাল, রোগ প্রভৃতি সকল বিষয়ে কিছু শরীরের উপকারক হয়, তাহাই সাত্ম্য নামে অভিহিত। (চরকসূত্রস্থা° ৭ অ°) ঘৃত, ক্ষীর, তৈল ও মাংসরস এবং মধুরাদি ছয় রসই যাহাদের সাত্ম্য, তাহারা বলবান্, ক্লেশসহ ও দীর্ঘজীবী হয়। রুক্ষ দ্রব্য এবং এক রস যাহাদের সাত্ম্য তাহারা অল্পবল, ক্লেশাসহিষ্ণু ও অল্পায়ু হয়। আর যাহারা ব্যামিশ্রসাত্ম্য, অর্থাৎ যাহারা কতক সাত্ম্য এবং অসাত্ম্য তাহারা মধ্যবল হইয়া থাকে। (চরক বিমানস্থা° ৮ অ°) (ক্লী) ২ দেবত্ব।

"ইন্দ্রেণ প্রাপিতাঃ সাত্ম্যং কিংতৎসাধুকৃতং হিতৈঃ।"

(ভাগবত ৬।১৮।২০)

৩ সারূপ্য, সরূপতা। (ভাগবত ৭।১০।৪০)

সাত্যক (পুং) সাত্যকি। (হরিবংশ)

সাত্যকামি (পুং) সত্যকামস্য গোত্রাপত্যং সত্যকাম-ইঞ্। সত্যকামের গোত্রাপত্য। (পা ২।১।২৯)

সাত্যকায়ন (পুং) সাত্যকের গোত্রাপত্য।

সাত্যকি (পুং) সত্যকস্যাপত্যং পুমানিতি ইঞ্। বৃষ্ণিবংশীয় সত্যকপুত্র, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন। পর্য্যায় শৈনেয়, শিনিনপ্তা, যুযুধান, যোধ। মহাভারতে লিখিত আছে যে সাত্যকি অর্জ্জুনের প্রিয়শিষ্য, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে ইনি যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুমুল সংগ্রাম করেন। ভারতযুদ্ধে উভয় পক্ষীয় সকল বল হত হইলেও ইনি জীবিত ছিলেন। পাণ্ডব পক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব এবং সাত্যকি এই ৭জন, এবং কুরুপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ ও শারদ্বত এই চারিজন মাত্র জীবিত ছিলেন। (ভারত ১০।৯।৪৭)

সাত্যকিন্ (পুং) সাত্যকি। (ভারত)

সাত্যঙ্কার্য্য (পুং) সত্যঙ্কারস্য গোত্রাপত্যং সত্যঙ্কার-যঞ্। (পা ৪।১।১৬১) সত্যঙ্কারের গোত্রাপত্য)

সাত্যদূত (ত্রি) সরস্বতী ও অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হোমাদি।

সাত্যমুগ্র (পুং) সত্যমুগ্র অপত্যার্থে অঞ্। সত্যমুগ্রের গোত্রাপত্য।

সাত্যমুগ্রি (পুং) সত্যমুগ-ইঞ্ (পা ৪।১।৮১) সাত্যমুগ্র্য, সত্যমুগ্রের গোত্রাপত্য। ইনি একজন সামবেদের আচার্য্য ছিলেন।

সাত্যমুগ্র্য (পুং) সামবেদীয় একটী শাখা বা তৎশাখাধারী মাত্র।

সাত্যযজ্ঞ (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ৩।১।১।৪)

সাত্যযজ্ঞ (পুং) সত্যযজ্ঞ-ইঞ্। সত্যযজ্ঞের গোত্রাপত্য। সোমশুষ্মার অপত্য। (শত° ব্রা° ১১।৬।২।১)

সাত্যরথি (পুং) সত্যরথ-ইঞ্। সত্যরথের গোত্রাপত্য।

সাত্যবত (পুং) সত্যবত্যাং ভব-অণ্। বেদব্যাস। (ত্রিকা°)

সাত্যবতেয় (পুং) সত্যবতীর গোত্রাপত্য, ব্যাস।

সাত্যহব্য (পুং) সত্যহব্য গোত্রাপত্যার্থে অঞ্। সত্যহব্যের গোত্রাপত্য। (ঐত° ব্রা° ৮।২৩) ২ বশিষ্ঠের বংশধর ঋষিভেদ।

সাত্রাজিত (পুং) সত্রাজিতো গোত্রাপত্যং সত্রাজিৎ-অঞ্। সত্রাজিতের গোত্রাপত্য, শতানীক। (ঐত°ব্রা° ৮।২১) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সাত্রাজিতী = সত্যভামা।

সাত্রাসাহ (ত্রি) ১ পাঞ্চালরাজ শোণের গোত্রাপত্য। ২ নাগভেদ।

সাত্বত (পুং) সত্বতস্যাপত্যং পুমান্ অঞ্। ১ বলদেব। ২ শ্রীকৃষ্ণ। ৩ যাদবমাত্র। ৪ বিষ্ণু। [সাত্বত শব্দ দেখ।]

সাত্বতীয় (ত্রি) সাত্বত সম্বন্ধীয়, যাদব সম্বন্ধীয়।

(ভাগবত ৪।২৪।১)

সাথ (দেশজ) সহিত, সঙ্গে।

সাথী (দেশজ) সঙ্গী।

সাদ (পুং) সদ-ঘঞ্। ১ বিষাদ, অবসন্নতা, আলস্য। (রঘু৩।২) ২ স্মরণ। ৩ গতি। (বৃহৎস° ৪৬।৬০) ৪ কার্শ্য, ক্ষীণতা। ৫ বিনাশ। ৬ হিংসা। ৭ পবিত্রতা, বিশুদ্ধি। ৮ ইচ্ছা, অভিলাষ।

সা'দৎ, একজন মুসলমান কবি। প্রকৃত নাম মীর সা'দৎ আলী। ইনি অমরোহাবাসী ছিলেন। প্রসিদ্ধ মুসলমান মৌলবী শাহ বিলায়েৎ উল্লা ইঁহার শিক্ষাগুরু। ইনি 'সইলি সেখিণ্ড' নামক কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। গ্রন্থখানি লয়লিমজনুনের অনুকরণে প্রণয়িযুগলের প্রেমচিত্র লইয়া রচিত। উজীরপ্রধান নবাব কমার উদ্দীন্ খাঁ ইঁহার প্রতিপালক ছিলেন।

সা'দৎআলীখাঁ (নবাব), অযোধ্যার একজন মুসলমান নবাব। নাম যেমেন উদ্দোলা। নবাব আসফ্ উদ্দোলা ইঁহার ভ্রাতা। আসফের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র উজীর আলীখাঁ লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে অযোধ্যার মসনদে উপবেশন করেন। উক্ত নবাব অকর্ম্মণ্য জানিয়া ইংরাজরাজপ্রতিনিধি সর্ জন শোর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ২১এ জানুয়ারী তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সা'দৎ আলীখাঁকে অযোধ্যার মসনদে অভিষিক্ত করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অযোধ্যার নবাবপদে অভিষিক্ত থাকিয়া সা'দৎ আলী পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র গাজীউদ্দীন্ হাইদার অযোধ্যার

সিংহাসন লাভ করেন ও রাজা বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন।

সা'দৎ আলীর সহিত ইংরাজরাজের যে সন্ধি হয় তাহার সর্ত্তানুসারে ইংরাজগণ বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা করস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং ঐ সঙ্গে অযোধ্যাপ্রদেশে ১০ সহস্র ইংরাজসৈন্য রাখিবার অধিকার ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ আলাহাবাদ-দুর্গ ইংরাজকরে সমর্পিত হয়। তাঁহাকে অযোধ্যার মসনদে বসাইতে ইংরাজের যে কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার পারিতোষিক স্বরূপ ইংরাজগণ ১২ লক্ষ টাকা পান। ইংরাজ আদেশে নবাবকে বৈদেশিক সংস্রব ও অপর ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োগের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল।

সা'দৎউল্লাখাঁ, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশের একজন মুসলমান নবাব। তিনি অপুত্রক থাকায় স্বীয় ভ্রাতার দুই পুত্রকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দোস্ত আলীকে তিনি স্বীয় নবাবী মসনদে অভিষিক্ত করিয়া যান এবং কনিষ্ঠ বাকির আলীকে বেলুরের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বীয় পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র গোলাম হোসেনকে স্বীয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বা দেওয়ান করেন। পুত্রনির্ব্বিশেষে ১৭১০ হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া তিনি প্রজাবৃন্দকে দুঃখে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে বিদায় লন।

মাশির-উল্-উমরা নামক মুসলমান ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, নবাব সা'দৎ উল্লা সম্রাট্ আলমগীরের রাজ্যকাল হইতে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। দোস্তআলী ও তৎপুত্র হসন আলী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। তৎপরে তৎপুত্র সফ্দার আলী নবাবী মসনদে অভিষিক্ত হইয়া কর্ণাটক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তাঁহার এই রাজ্যসুখ তদীয় শ্যালক মুর্ত্তাজা আলীর চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর মুর্ত্তাজা কর্তৃক বিষপ্রয়োগে নবাব সফ্দর ভবধাম পরিত্যাগ করিলে, মুর্ত্তাজাই কর্ণাটকের নবাব হন; কিন্তু তাঁহাকেও এই রাজ্যসুখ অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে নিজাম উল্ মুল্ক্ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার আদেশে আর্কটের নবাব আন্‌বার উদ্দীন্ মুর্ত্তাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎপ্রদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

সা'দৎখাঁ, অযোধ্যার মুসলমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই শৌর্য্য ও বীর্য্যবলে অযোধ্যাপ্রদেশ একটী মুসলমান নবাববংশের অধিকারভুক্ত হয়। তিনি খোরাসানবাসী একজন বণিক্ নাশির খাঁর পুত্র, আদি নাম মহম্মদ আমীন। তাঁহার পিতা মোগলসম্রাট্ বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে ভারতে পণ্যবিক্রয়ে আসিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহম্মদ আমীনও ব্যবসাপরিদর্শনে ভারতে আগমন করেন। এখানে অশেষ অধ্যবসায়ে ও স্বীয় অদ্ভুত অস্ত্রচালনাকৌশলে তিনি স্বীয় অদৃষ্ট লক্ষ্মী অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রারম্ভকালে তিনি রেচনার ফৌজদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা রাজা গিরিধরকে মালবের শাসনকর্তৃপদে স্থানান্তরিত করিয়া ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই উপর অযোধ্যাপ্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। ঐ সময়ে তিনি বুর্হান্ উল্-মুলক্ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। নাদির শাহের বিরুদ্ধে তিনি দিল্লীশ্বরের পক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তিনি নাদির কর্তৃক দিল্লীর নৃশংস নরহত্যার পূর্ব্বরাত্রে ইহলোক পরিত্যাগ করেন (১৭৩৯ খৃঃ ৯ই মার্চ্চ)। অতঃপর তাঁহার শবদেহ তদীয় ভ্রাতা সা'দৎ খাঁ-নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দিরে সমাহিত হয়।

তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল্ মনসুর খাঁ সফদরজঙ্গের সহিত তাঁহার এক মাত্র কন্যার বিবাহ হয়। ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রই পরে অযোধ্যার নবাবপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। নিম্নে অযোধ্যার নবাববংশের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল—

১। বুর্হান্ উল্ মুলক্ সা'দৎ খান্
২। আবুল মনসুর খান্ সফ্দর জঙ্গ্
৩। সুজা উদ্দৌলা
৪। আসফ্ উদ্দৌলা
৫। উজীর আলীখান্
৬। সা'দৎ আলীখান্
৭। গাজী উদ্দীন্ হায়দার
৮। নাসির্ উদ্দীন্ হায়দার
৯। মহম্মদ আলীশাহ
১০। আমজাদ আলীশাহ
১১। ওয়াজিদ আলীশাহ—ইনিই অযোধ্যার শেষ নবাব।

ইংরাজরাজ ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অযোধ্যারাজ্য অধিকার করেন।

সা'দৎ য়ার খান্, একজন মুসলমান ঐতিহাসিক। তিনি প্রসিদ্ধ রোহিলা-সর্দ্দার হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্র এবং মহম্মদ য়ারখাঁর পুত্র। স্বীয় খুল্লতাত মুস্তাজা খান্ বিরচিত 'গুলিস্তান রহমৎ' নামক ইতিহাস অবলম্বন করিয়া ১৮৩৩ খৃঃ অঃ তিনি "গুলি-রহমৎ" নামে একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার পিতামহের জীবনী ও যুদ্ধের বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে।

সা'দৎ য়ার খান্, একজন মুসলমান কবি। মুখ্‌ন্-উদ্দৌলা তহঃমাস্প বেগ খান্ রাৎকাদ জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র। 'মেহের-ব-মাহ'

নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়া ইনি রঙ্গিন্ উপাধি লাভ করেন। ঐ গ্রন্থখানি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দিল্লী-রাজধানীতে বিদ্যমান এক সৈয়দ পুত্রের সহিত এক জহরী কন্যার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থ মধ্যে কতক ঐতিহাসিক ছায়াও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকারবিরচিত কএকখানি দিবানও পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে একখানি উর্দ্দু ভাষায় লিখিত ও আদিরসপূর্ণ। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ নগরের রাজান্তঃপুরবাসিনী ললনাগণের চরিত্রচিত্রের অদ্ভুত কেচ্ছা কাহিনী উহাতে বিশদ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়।

সাদদ্যোনি (ত্রি) যোনিতে অবসন্ন। "সাদদ্যোনিং দম আদীপ্তিবাসং" ঋক্ ৫।৪।৩।১২) 'সাদদ্যোনিং যোনৌ সীদন্তং' (সায়ণ)

সাদন (ক্লী) সদ স্বার্থে ণিচ্-ল্যুট্। ১ সদন, গৃহ। ২ উচ্ছেদন, বিনাশকরণ। ৩ বিনাশন। ৪ অবসাদন, ক্লান্তকরণ। ৫ দূরীকরণ।

সাদনস্পৃশ্ (ত্রি) গৃহপুত্রাদি প্রদাতা, যিনি গৃহ ও পুত্রাদি প্রদান করেন। "সাদনস্পৃশো হ রয়িং ং" (ঋক্ ৯।৭২।৮) 'সাদনস্পৃশঃ সাদনানি গৃহান্ পুত্রাদীন্ স্পৃশন্তি,তাদৃশান্ গৃহাদিকস্য প্রদাতৃঃ' (সায়ণ)

সাদনী (স্ত্রী) সাদ্যন্তে রোগা অনয়া সদ-ণিচ্, করণে ল্যুট্-ঙীপ্। কটুকী। (রাজনি°)

সাদন্য (ত্রি) গৃহকর্ম্মকুশল। "সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং" (ঋক্ ১।৯১।২০) 'সাদন্যং সদনং গৃহং, তদর্হং, গৃহকার্য্যকুশলমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

সাদময় (ত্রি) অবসন্ন, অবসাদবিশিষ্ট। (নলোদয় ৩।২৪)

সাদয়িতব্য (ত্রি) নাশের উপযুক্ত। নাশার্হ। (রামা° ১।৬৬।৪)

সাদর (ত্রি) আদরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আদরের সহিত বর্ত্তমান, আদরযুক্ত, আদরবিশিষ্ট।

সাদস (ত্রি) সদঃবিস্তৃতেহস্য। সদোযুক্ত। (লাট্যা° ২।৩।১৮)

সাদসত (ত্রি) সদসংশব্দোঽস্মিন্নস্তি (বিমুক্তাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।২।৬১) ইতি অণ্। সৎ ও অসৎ পদার্থের বিষয়ক।

সাদা (দেশজ) শুভ্র, শ্বেতবর্ণ।

সাদা পাথর (দেশজ) শুভ্রবর্ণ প্রস্তর, শ্বেত প্রস্তর, মর্ম্মর।

সাদাবাদ,(সাদুল্লাবাদ) যুক্তপ্রদেশের মথুরাজেলার একটী তহসীল। ইহা জেলার সর্ব্বপূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৮০ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের দক্ষিণপশ্চিমসীমা দিয়া যমুনা নদী এবং মধ্যভাগ দিয়া ঝির্ণা বা পরোণ প্রবাহিত আছে। গ্রীষ্মকালে এই নদীতে আদৌ জল থাকে না। কিন্তু বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কলেবর পূর্ণ হইয়া ইহা একটী বিস্তৃতায়তন নদী রূপে বহিয়া যায়, ঐ সময়ে এই নদীর জলে তদ্দেশবাসীর কৃষিবাণিজ্যাদির বিশেষ সুবিধা ঘটিয়া থাকে।

এখানে তুলা, শণ, নীল, অড়হর, জুয়ার ও যব প্রভৃতি পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহসীলের বিচার সদর ঝির্ণা নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৬´ ১৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪´ ৪২´´ পূঃ। মথুরা নগর, আগরা, আলীগড় ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের জলেশ্বর রোড ষ্টেসন হইতে চারিটী পাকা-রাস্তা বরাবর এই নগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এইরূপ সুবিধা থাকায় তত্তন্নগরের সহিত সাদাবাদের বাণিজ্যপ্রভাব অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মোগল-সম্রাট্ শাহজহান্ বাদশাহের রাজত্বকালে রাজমন্ত্রী উজীর সাদুল্লা খাঁ এই নগর স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ ইংরাজাধিকারে আসিলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই নগরেই প্রথমে জেলার বিচার সদর স্থাপন করেন। পরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জেলারূপে বর্ত্তমান মথুরা জেলার সংগঠন করিয়া মথুরায় জেলার বিচার বিভাগ স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই নগরে তহসীলের বিচারাদালত সংস্থাপিত হয়।

এখন সেখানে তহসীলের কাছারী বিদ্যমান। পূর্ব্বে উহা হিম্মৎ বাহাদুরের দুর্গ ছিল। ইহার গঠনপ্রণালী এরূপ দৃঢ় যে বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ সেনাবৃন্দ অনায়াসে অবরোধক্লেশ সহ্য করিতে পারে। বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী জাট সেনাদল সাদাবাদ আক্রমণ করে। ঐ সময়ে একজন হিন্দুরাজপুত বীরদর্পে নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ ঐ রাজপুত বীরকে আলীগড় জেলায় একখানি গ্রাম জায়গীর দেন।

সাদি (পুং) সদ গতৌ (বসি বপি যজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। ১ সারথি। (হেম) ২ যোদ্ধা। (উজ্জ্বল) ৩ অবসন্ন। ৪ বায়ু। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) (ত্রি) ৫ আদির সহিত বর্ত্তমান, আদিযুক্ত, আদিবিশিষ্ট।

সাদিত (ত্রি) সদ-ণিচ্-ক্ত। ১ বিষাদিত। ২ বিনাশিত, বিধ্বস্ত। ৩ ক্ষয়িত, ভগ্ন, ছিন্ন। ৪ দুর্ব্বলীকৃত। ৫ অবসাদপ্রাপিত। ৬ শরণপ্রাপিত। ৭ গমিত।

সাদিন্ (পুং) সদ গতৌ ণিনি। ১ অশ্বারোহী। (অমর) ২ গজারোহী। ৩ রথারোহী। (মেদিনী)

সাদী (দেশজ) বিবাহাদি উৎসব। যে গৃহে কোন বিবাহ ক্রিয়া উপলক্ষে লোক জন খাওয়ান হয়, তাহাকে সাদীবাড়ী কহে।

সাদী (শেখ), পারস্ত রাজ্যের সিরাজনগরবাসী একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। পারসিক বা আরবী ভাষায় এমন সুরসিক ও রসজ্ঞ কবি আর নাই। সাধারণে শেখ মস্লাহ্ উদ্দীন্ সাদী অল্ সিরাজী নামে পরিচিত ছিলেন। ৫৭১ হিঃ (১১৭৫খৃঃ) সিরাজ নগরে তাঁহার জন্ম হয় এবং ৬৯১ হিঃ (১২৯২ খৃঃ) ১২০ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

কবি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকালে নানা ঘটনায় পরিচালিত হন এবং দীর্ঘকাল শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার জ্ঞানশক্তি নানা বিষয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব কাব্য জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত করিতে সমর্থ হয়। বাল্যজীবনে বিদ্যাশিক্ষার পর যৌবনে তিনি সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া হিন্দু ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে তাঁহার সৈনিক জীবনে তিনি পারস্তরাজের সেনারূপে সুদূর উত্তর আফ্রিকা হইতে ভারতসীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহে অনেক সময় লিপ্ত ছিলেন। ট্রিপোলী নগরের দুর্গনির্ম্মাণ কালে খৃষ্টান দল তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং কিছুকাল তাঁহাকে দুর্গনির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত রাখে। এই খানেই কোন ব্যক্তির সহৃদয়তায় তিনি মুক্তি লাভ করেন। ঐ ব্যক্তি নিজ কন্যাকে সাদীর হস্তে অর্পণ করিয়া উভয়ের মুক্তির উপায় করিয়াদেন। এই বিবাহে সাদী সুখী হইয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। অনেকেই অনুমান করেন, শান্ত চিত্ত কবির পক্ষে ঐ রমণী বড় প্রখরা ছিলেন। কবি স্বরচিত কাব্যের এক স্থলে এতদ্বিষয়ে এইরূপ একটু আভাস দিয়া গিয়াছেন—

"হায়! কি করিনু,
দাসত্বের বিনিময়ে মনোসাধে নিজ পায়ে
নিগড় পরিনু।"

বার্দ্ধক্যে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বলবান্ হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরমহিমার পূর্ণ বিকাশ দেখিবার জন্য নানা স্থান পর্য্যটন করেন এবং প্রায় চতুর্দ্দশবার মহম্মদের লীলাক্ষেত্র মক্কানগরীতে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন।

কবি সর্ব্বজনমান্য সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আবদুল কাদের গিলানীর শিষ্য ছিলেন। অনেকের ধারণা, তিনি গিলানীর দার্শনিক জ্ঞান ধর্ম্মের প্রয়োজক বিবেচনা করিয়া মনে মনে উক্ত মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সিরাজ নগরের সান্নিধ্যে আজিও কবি সাদীর সমাধিমন্দির দৃষ্টিগোচর হয়।

তিনি বহু সংখ্যক কবিতা, গাথা, স্তোত্র ও গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্যের মধ্যে গুলিস্তান ও বোস্তান প্রধান। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত কতকগুলি আদিরসাত্মক কবিতা পাওয়া যায়। ঐ সংগ্রহটী আল্-খবিসাৎ নামে প্রসিদ্ধ ও তাঁহারই রচিত বলিয়া প্রচলিত। এই কবিতাগুলি তাঁহার উচ্চতর কবিজীবনের কলঙ্কস্বরূপ। কবি ইহার জন্য শেষে খেদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য তিনি একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই কবিতাগুলি কাব্যরসের স্বাদবর্দ্ধক; লবণ যেমন মাংসের রুচি বর্দ্ধন করে, এই কবিতাগুলিও সেইরূপ।

তাঁহার রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি সাধারণে আদৃত— ১ প্রস্তাবনা, ২ মজলিশখান্, ৩ রেসালী সাহিব দিবান্, ৪ গুলিস্তান, ৫ বোস্তান, ৬ পন্দনামা, ৭ কসাএদ্-আরবী, ৮ কসাএদ্ ফার্সী, ৯ মরাসী, ১০ মুলাম্মা-আৎ, ১১ মুজাহাবাৎ, ১২ রুবায়াৎ, ১৩ ফর্দ্দিয়াৎ, ১৪ গজালিয়াৎ, ১৫ মুকুল তিয়াৎ, ১৬ মুরক্কাবাৎ, ১৭ অলখবিসাৎ, ১৮ তর্জ্জিয়াৎ, ১৯ কিতাব-অল্ বদায়ী, ২০ কিতাব তাজ্জোবাৎ, ও ২১ আল্ খরাতিম।

সাদীদ্ উমী, জমাউল্ মকিয়াৎ নামক একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যরচয়িতা।

সাদীদ্ উদ্দীন্ গজরুণী, ইনি আরবী ভাষায় অল্ মা ঘুণী নামে একখানি হকেমী (বৈদ্যক) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সাদীক্, একজন মুসলমান কবি। পূর্ণনাম সাদীক্ আলী। ইনি চহারবাঘ হায়দারী নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়া উহা লক্ষ্ণৌর নবাব গাজী উদ্দীন্ হায়দারকে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকারের রচনা অতি অল্প, কিন্তু প্রাচীন কবিগণের বহুসংখ্যক পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া কবি নবাবের গুণকীর্ত্তনে তাহাই সংযোজিত করিয়াছেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

সাদীক্, সৈয়দ মহম্মদ কাদিরীর পৌত্র মীর জাফর খাঁর কাব্যনাম। ইনি বাহারিস্থান-জাফিরী নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইনি দিল্লীবাসী ছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং দিল্লীর বৈরামদই নামক নালার ধারে পিতামহের কবরপার্শ্বে ইহারও সমাধি হইয়াছিল।

সাদীক খান্, মোগলসম্রাট্ অকবরশাহ বাদশাহের ধর্ম্মগুরু। ইনি একজন ফকির ছিলেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দেহান্তর ঘটে। সিকেন্দরা হইতে আগরা যাইবার পথের ঠিক মধ্যস্থলে ও বামভাগে একটী বিস্তীর্ণ ময়দানে অনেকগুলি কবর দেখা যায়। উহার মধ্যে যে সমাধিমন্দিরটী ৬৪টী স্তম্ভযুক্ত দালান সংযোজিত, তাহাই সাধুর সমাধিক্ষেত্র বলিয়া সাধারণের ধারণা।

সাদুদ্দীন্, দিল্লীবাসী একজন মুসলমান কবি, ইনি কাজ্ উল দকাইক ও সারা-মানার নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১০৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

সাদুদ্দীন্, তুরুষ্কদেশবাসী একজন ঐতিহাসিক। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপল নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি তাজ্-উল্-তবারিখ্ নামে মুসলমান-সাম্রাজ্যের (Othoman Empire)

১২৯৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর বিশেষ আদরের সামগ্রী, ইহা ছাড়া সলিম-নামা নামে ইঁহার রচিত আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে তুরুস্করাজ ১ম সেলিমের জীবনেতিবৃত্তসংক্রান্ত গল্পমালা নিবদ্ধ আছে।

সাদুদ্দীন্ হাম্বিয়া, সজঞ্জাল-উল্-আর্বা, কিতাব মহবুর প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

সাদুল্লা খাঁ, সুবিখ্যাত রোহিলা সর্দার আলীমহম্মদ খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইনি রোহিলাধিকৃত প্রদেশের রাজ্যেশ্বর হন; কিন্তু হাফিজ রহমৎখাঁ তাঁহাকে বার্ষিক ৮লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইহার ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজা উদ্দৌলার সহিত হাফিজ রহমতের যুদ্ধে নিহত হন। [রোহিলা দেখ।]

সাদুল্লা খাঁ, মোগল সম্রাট্ শাহজহান বাদশাহের একজন বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী। উপাধি খান্ আলম্। ইনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক পারস্য-রাজসকাশে দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সাদুল্লা খাঁ, বিজনোরের নবাব মাহ্মুদখাঁর শ্যালক। ইনি আমরোহা প্রদেশের মুনসফ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি নবাবভ্রাতা জলালউদ্দীন্খাঁর সহযোগে ইংরাজ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোট-কাদের নামক স্থানে বিদ্রোহ-অপরাধে ধৃত হইয়া সামরিক বিচারে জেনারল জোন্সের আদেশে তোপে নিহত হন।

সাদুল্লা খাঁ, (উজীর), মোগলসম্রাট্ শাহজহান বাদশাহের সভাসদ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী। ইঁহার ন্যায় সুদক্ষ, সরলান্তঃকরণ, সর্ব্বদর্শী রাজমন্ত্রী ভারতের অদৃষ্টপটে অতি বিরল দৃষ্ট হয়। বাদশাহ আলমগীর ইঁহারই কূটনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ৪৮চান্দ্র বৎসরে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। ইনি জুম্লাৎউল্মুলক ও অল্লামী ফ্হামী উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

সাদুল্লা নগর, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার একটী পরগণা। উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী উত্রৌলা পরগণার ভূম্যধিকারী এই পরগণার অধিকারী। পূর্ব্বে এই পরগণা জঙ্গলময় ছিল এবং দস্যুদল ঐ বন মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। ইহাদের বীভৎস অত্যাচার ও উৎপীড়ন দমনের জন্য উত্রৌলার রাজারা পরগণা আবাদ করিবার জন্য চেষ্টা পান। এক্ষণে উহার প্রায় অধিকাংশ স্থান আবাদ হওয়াতে এখান হইতে দস্যুভয় বিদূরিত হইয়াছে।

২ উক্ত প্রদেশের উক্ত জেলার একটী গণ্ডগ্রাম এবং সাদুল্লা পরগণার বিচার সদর। গোণ্ডানগর হইতে ২৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৫´৪৫´´ উঃ এবং ৮২° ২৪´৫১´´ পূঃ। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্রৌলা রাজবংশের রাজা সাদুল্লাখাঁ এই নগর স্থাপন করেন।

সাদুল্লাপুর, বাঙ্গালার মালদহ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার ভাগীরথীতীরস্থ স্নানের ঘাটের জন্য এই স্থান সমগ্র জেলার মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। মালদহ জেলার বহুদূরবর্ত্তী স্থানবাসীরা স্ব স্ব মৃতকল্প আত্মীয়দিগের ৺ গঙ্গাপ্রাপ্তিকামনায় এখানে কিছুদিনের জন্য গঙ্গাবাস করান। অনেক সময় দূরদেশ হইতে মৃতদেহ দাহ করিবার জন্যও এখানে আনা হয়।

গৌড়নগরে যখন মুসলমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন রাজাদেশে সাদুল্লাপুরের ঘাটই হিন্দুর শবদাহের একমাত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই প্রাচীনত্বনিবন্ধন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর চক্ষে ইহা একটী মহাশ্মশান বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এই কারণে এখানকার ঘাটে স্নান ও শ্মশান দর্শন পুণ্যজনক বিবেচনায় অনেকে এখানে যোগোপলক্ষে স্নান করিতে আইসে। প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে এখানে একটী মেলা হয় এবং বহুশত লোক এখানে স্নান করিতে আইসে।

সাদুল্লাপুর, পঞ্জাব প্রদেশের চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে শের সিংহ পরিচালিত শিখ সেনার সহিত সরজন থাকওয়েলের অধীনস্থ ইংরাজবাহিনীর একটী ঘোরতর সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষ শিখদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই।

সাদুল্লা শেখ, দিল্লীবাসী একজন মুসলমান সাধু কবি। ইনি গুর্জ্জররাজমন্ত্রী ইসলামখাঁর বংশধর ও শাহগুলের শিষ্য। শাহগুল শেখ আহ্মদ মুজাদ্দিদের বংশধর ও বাহদৎ নামে পরিচিত ছিলেন। সাদুল্লা গুরু সহবাসে থাকিয়া গুলশান নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দরবেশ বেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সাদৃশ (ত্রি) সদৃশ স্বার্থে অণ্। সদৃশ শব্দার্থ। (সাংখ্যা°গৃ°৪।২১।২)

সাদৃশীয় (ত্রি) সদৃশ সম্বন্ধীয়।

সাদৃশ্য (ক্লী) সদৃশস্য ভাবঃ সদৃশ-ষ্যঞ্। সদৃশত্ব, তুল্যতা, সাম্য। ইহার লক্ষণ—

"তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গতভূয়োধর্ম্মবত্বং" (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

তৎপদার্থ ভিন্ন হইয়া তৎপদার্থগত ভূয়োধর্ম্মবত্বই সদৃশত্ব। মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য আছে, এই স্থলে মুখ চন্দ্র ভিন্ন হইয়া চন্দ্রগত আহ্লাদকত্বাদি মুখে আছে, চন্দ্র দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ হয়, তদ্রূপ মুখদর্শনেও আহ্লাদ হয়, এই জন্য মুখে চন্দ্র সাদৃশ্য।

"চন্দ্রভিন্নত্বে সতি চন্দ্রগতাহ্লাদকত্বাদিমত্বংমুখেচন্দ্রসাদৃশ্যং" (সিদ্ধা°মু°)

তৎপদার্থ ভিন্ন হইয়া অর্থাৎ যে পদার্থের সাদৃশ্য হইবে, সেই পদার্থ ভিন্ন হইয়া সেই পদার্থের অধিক ধর্ম্মবত্ব যে পদার্থে থাকে, তাহাই সাদৃশ্য। অতএব এই স্থলে আহ্লাদকত্বই সাদৃশ্য হইল। এইরূপ যে যে স্থলে হইবে, তথায় সাদৃশ্য হইবে।

কবিকল্পলতায় কোন্ কোন্ বস্তুতে কোন্ কোন্ বস্তুর সাদৃশ্য আছে, তাহা বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল—

বেণীর সাদৃশ্য সর্প ও ভ্রমরশ্রেণী; কেশপাশের চামর ও ময়ূরপুচ্ছ; খোঁপার বিধুন্তুদ ও অন্ধকার; সীমন্তের মেঘ, পন্থা ও দণ্ড; ললাটের অষ্টমীচন্দ্র ও ফলক; কপোলের চন্দ্র ও মুকুরস্থল; ভ্রূর খড়্গ, ধনুর্যষ্টি, রেখা, পল্লব, ও বল্লি; নেত্রের চকোরচক্ষুঃ, হরিণচক্ষুঃ, মদিরা, খঞ্জন, অঞ্জন, কুমুদ, নীলপদ্ম, ও প্রোষ্ঠী মৎস্য; কর্ণের দোলা, ও পাশ; নাসার বংশ, কেতকীপুষ্প, কণ্টক, অধোমুখতূণীর, চঞ্চু, তিলপুষ্প ও দণ্ড; অধরের নবপল্লব, বিম্বফল ও প্রবাল; দন্তসমূহের মুক্তাশ্রেণি, কুন্দপুষ্প, দাড়িমবীজ, হীরক; হাস্তের জ্যোৎস্না, পুষ্প, ও পীযূষ; শ্বাসের পদ্মগন্ধ ও মুক্তাশীতল; জিহ্বার জবাপুষ্প ও চঞ্চল বস্তু, বাণীর কোকিলশব্দ, ভ্রমরগুঞ্জন, সুধা, মধু ও বীণাঝঙ্কার; মুখের চন্দ্র, পদ্ম ও দর্পণ; কণ্ঠের শঙ্খ, চিবুকের দর্পণবৃন্ত, স্কন্ধের কুম্ভ, বাহুর মৃণাল, বল্লরী, তরঙ্গ, শাখা ও পাশা, অঙ্গুলির পদ্মদল, পল্লব, চম্পকপুষ্প, নবদল ও দীপ; নখসমূহের রত্ন, তারা, পুষ্প ও চন্দ্র; স্তনদ্বয়ের পদ্মমুকুল, ঘট, হস্তিকুম্ভ, গিরি, চক্রবাক ও বিল্বযুগ্ম; মধ্যের বরটকমধ্য, সিংহমধ্য, বজ্রমধ্য, ও ক্ষীণদ্রব্য; লোমশ্রেণির রেখা, নীলকান্তমণিশিখা, শৈবাললতা, ধূমলতা ও হস্তিশুণ্ড; নাভির আবর্ত্ত, পদ্ম, হ্রদ, বিবর, ও কূপ; ত্রিবলীর তরঙ্গসোপান ও নিম্নশ্রেণী; জঘনের পুলিন, পীঠ ও ফলক; নিতম্বের স্থল, পর্ব্বত, পৃথিবী, স্থূলোপল, ও মহদ্বস্তু; ঊরুদ্বয়ের কদলীকাণ্ড, ও করিকর; জঙ্ঘার স্তম্ভ, পাদের পদ্ম ও নবপল্লব; গতির হংসগমন, হস্তিগমন ও খঞ্জনগমন।

পুরুষ ও স্ত্রীসম্বন্ধে সাদৃশ্যের কিছু ইতর বিশেষ আছে। যেমন পুরুষের স্কন্ধের বৃষস্কন্ধ, বজ্র ও অশ্বস্কন্ধ; বাহুর বৃহৎসর্প, হস্তিশুণ্ড, স্তম্ভ ও অর্গলদণ্ড; বক্ষের শিলা ও কবাট; গতির মত্তবৃষ, যশের চন্দ্র ও কুন্দ, যূথিকা প্রভৃতি শুভ্রপদার্থ; প্রতাপের অগ্নি, বাড়বাগ্নি, রবি, রবিকিরণাদি; জবাপদ্ম প্রভৃতি রক্তবর্ণ পদার্থ; পুণ্যের সংস্কার, গো, বৃক্ষবীজ, অঙ্কুর, শুক্লপদার্থ, সামর্থ্যের মহদ্বস্তু, সিংহবিক্রমাদি; নীতির সাধ্বী স্ত্রী, প্রদীপমালা, লতাদি; আজ্ঞার বেদবাক্য, গুরূপদেশ, উৎকটেচ্ছাদি; শাসনের প্রারব্ধ কর্ম্ম ও স্থিরবাক্য; পাপের কর্দ্দম, কলঙ্ক, অকীর্ত্তি; কৃষ্ণবর্ণ কেশ মসি প্রভৃতি বস্তু, অন্ধকার; অকীর্ত্তির মালিন্য, কৃষ্ণবর্ণ বস্তু ও অন্ধকার; কস্তূরিকার মেঘ, ভ্রমর, নীলকান্তমণি, কজ্জল, সুগন্ধিদ্রব্যদাহজন্য ধূম, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প প্রভৃতি, স্থলবিশেষে কন্দর্পায়ন, কামুকাখণ, ও কামিজ্ঞখণ; কজ্জলের পূর্ব্বরূপ মেঘাদি; কর্পূরের চন্দ্র, চন্দ্রকিরণ, কুন্দ, যূথিকাপুষ্প, হিতীয় পিণ্ড, বিরহিগণ্ড প্রভৃতি; মনোরথের ফলপুষ্পাদি যুক্ত বৃক্ষ, কবিবুদ্ধিরচনা; আনন্দের সুধাসমুদ্র ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদি; কামিনীর অবলোকনের নিত্যসুখসাক্ষাৎকার, অমৃত রস, পূর্ণচন্দ্রাদি সাক্ষাৎকার, অতি প্রিয়তম বস্তুপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার; অমৃতের কামিনীর অধর, সৎকাব্য ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার; বিষের সাধ্বী-স্ত্রীবিরহ, পাপ, মলিন বস্তু, দুঃখদ বস্তু, গ্রীষ্মাগ্নি, শীতকালীন শীতলোদক ও ব্যভিচারিণী স্ত্রী; বিরহের অগ্নি, আধি, যাতনা, সমুদ্র, তপ্তবস্তু, ও দুঃখদ বস্তু; পুষ্পসমূহের চন্দ্রাদি, কামিনী ও যশঃ; চন্দ্রের প্রমদামুখ, অতিশুভ্রবস্তু, যশঃপুণ্যাদিঃ; সূর্য্যের শিবনেত্রাগ্নি, জবাপুষ্প, বসন্তকালীন পলাশবৃক্ষ, কাঞ্চন বৃক্ষ ও বাড়বাগ্নি, পদ্মের পাটলপুষ্প, কামিনীমুখাদি, রক্তবর্ণ দ্রব্য; ইন্দীবরের নীলকান্তমণি, কস্তুরী ও কামিনীনয়ন; কৈরবের চন্দ্র, কুন্দাদি শুভ্রবস্তু; রাজার ইন্দ্র, কুবের, চন্দ্র, সূর্য্য, মান্ধাতা, ভগীরথ প্রভৃতি চক্রবর্ত্তী; মেঘের কৃষ্ণ, কালী, নীলপদ্মসমূহ, ভ্রমরশ্রেণি, ইন্দীবরবন, দাতৃব্যক্তি, কৃষ্ণবর্ণ বস্তু; শরতের মেঘের চন্দ্র প্রভৃতি শুভ্র পদার্থ; কন্দর্পের চন্দ্র, পুরূরবা, অশ্বিনীকুমার ও নল; প্রদীপের চম্পকপুষ্প, প্রতাপ, শাস্ত্র, ঋষি; বায়ুর শীঘ্রগামী পদার্থ; অশ্বের বায়ু, হরিণ, মন; হস্তীর পর্ব্বত, মেঘ, তমালবৃক্ষ, অন্ধকার; সৌধের কৈলাস, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, চন্দ্র; শ্রীকৃষ্ণের সজলজলদ, তমাল, নীলমণি, ভ্রমরশ্রেণি, ইন্দীবর, নীলপদ্ম, আকাশ; শ্রীরামের দূর্ব্বাদল, বৃক্ষপল্লব ও পূর্ব্বোক্তপদার্থ; লক্ষ্মীর পার্ব্বতী, চন্দ্রকান্তি, রতি, সীতা, দ্রৌপদী, পদ্মকান্তি; সরস্বতীর চন্দ্রকলা, কৈলাসকান্তি ও শুভ্রপদার্থ; বিপণির সমুদ্র, পণ্ডিতমন, নারায়ণোদর ও ব্রহ্মাণ্ড; সমুদ্রের মেঘাদি কৃষ্ণ পদার্থ, বিদূরভূমি, মহাভারত, অপস্মারী; পুরের স্বর্গ, কৈলাস, মনোরম বৃহৎবর্ত্তি; রথের পুষ্পক, বৈকুণ্ঠ, পুরী, পোত, পৃথ্বী; কামিনীমুখের চন্দ্র, পদ্ম, দর্পণ; কামিনীর তড়িৎ, তারা, স্বর্ণলতা, স্বর্ণকেতকী; নায়কের চন্দ্র, কন্দর্প, ঐল, অশ্বিনীকুমার; সভার সূর্য্যমণ্ডল, সুধর্ম্মা, গণ্ডকীপর্ব্বত, সুমেরু, গঙ্গা; পণ্ডিতের বৃহস্পতি, শুক্র, ঋষি, সরস্বতী; বিরহীর শিব, অন্ধ, দুঃখিব্যক্তি, উন্মত্ত ব্যক্তি, চন্দনতরু, হরমস্তকস্থ চন্দ্র, বাড়বাগ্নিযুক্ত সমুদ্র, বল্মীক, চন্দ্রশেখরপর্ব্বত; দাতার কর্ণ, উশীনর, কল্পবৃক্ষ, কামধেনু, রোহণ, সমুদ্র, মেঘ, বলি, জৈমিনি, যুধিষ্ঠির; বসন্ত ঋতুর মলয়বায়ু, মত্ত, উন্মাদরোগ, বিরহীর প্রতি

যম, অগ্নি, বিষ, সর্প; গ্রীষ্মঋতুর অগ্নি, বিরহ, বিরহিণীনিশ্বাস; সর্পনিশ্বাস; বর্ষাঋতুর রাত্রি, সমুদ্র, গগন, নারায়ণ, শরৎঋতুর চন্দ্র, কাশ পুষ্পাদি রূপ, চামর, ঐরাবত, গজ, শীতঋতুর অপস্মারি-ব্যক্তি, রাজ্যশূন্য রাজা; শিশিরঋতুর রাত্র্যাগমনকাল; গভীর সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথিবী, মদন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়; সচিবের বৃহস্পতি। (কবিকল্পলতা)

সাদ্গুণ্য (ক্লী) সদ্গুণ-ষ্যঞ্। ১ সদ্গুণ-সম্বন্ধীয়। ২ সদ্-গুণসমূহ।

সাদ্ভুত (ত্রি) অদ্ভুতেন সহ বর্ত্তমানঃ। অদ্ভুতের সহিত বর্ত্তমান, অদ্ভুতবিশিষ্ট। আশ্চর্য্যদ্যোতক।

সাদ্য (ত্রি) ১ আরোহণের উপযুক্ত। (পুং) ২ অশ্বারোহী।

সাদ্যঃক্র[ক্রী]—একাহ সোমযাগ।

সাদ্যস্ক (ত্রি) অচিরে ক্রিয়মাণ। শীঘ্র যাহা সংঘটিত হইবে।

সাদ্যোজ (ত্রি) সদ্যোজ সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৭৫)

সাধ্, সিদ্ধি, সংসিদ্ধি; নিষ্পত্তি। দিবাদি° পক্ষে স্বাদি° পরস্মৈ° অক° নিষ্পাদন অর্থে সক° সেট্। লট্ সাধ্যতি। স্বাদি পক্ষে সাধ্নোতি। লিট্ ससাধ। লুট্ সাদ্ধা। লৃট্ সাৎস্যতি। লুঙ্ অসাৎসীৎ, অসাদ্ধাং, অসাৎসুঃ। সন্ সিসাৎসতি, সিষাৎ-সতি। যঙ্ সাসাধ্যতে। যঙ্ লুক্ সাসাদ্ধি। নিচ্ সাধয়তি। লুঙ্ অসীষধৎ।

সাধ্ধাতুর নির্ব্বাহ, বধ, প্রাপ্তি, পরীক্ষা ও গমন এই সকল অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন প্রায়ই ণ্যন্তক সাধ্ধাতু সম্ধাতু স্থানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

"প্রায়েণ ণ্যন্তকঃ সাধির্গমেস্থানে প্রযুজ্যতে।" (গণ) প্র+সাধ=প্রসাধন। অলঙ্করণ। ২ কণ্টকশোধন। বৈরনির্য্যাতন। সম+সাধ=নির্ব্বাহ, শিক্ষা।

সাধ (দেশজ) ১ বাসনা, অভিলাষ। ২ গর্ভিণীর গর্ভদোহদ। স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় তাহাদিগের নানা বস্তুতে অভিলাষ হইয়া থাকে, গর্ভিণীকে যদি তাহার অভিলষিত বস্তুপ্রদান না করা হয়, তাহা হইলে তাহার গর্ভবিঘ্নের সম্ভাবনা। এই জন্য গর্ভবতী স্ত্রীদিগকে এই সাধ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। সাধারণতঃ স্ত্রীদিগের পাঁচ ও নয় মাসে এই সাধ দেওয়া হয়। এই সাধকে যথাক্রমে কাঁচাসাধ ও পাকাসাধ কহে। পাঁচমাসে কাঁচাসাধ ও নয় মাসে পাকাসাধ দেওয়া হয়। জ্যোতিষ মতে দিন দেখিয়া অথবা স্ত্রীদিগের সহিত গর্ভবতী স্ত্রীকে ঐ সাধ ভক্ষণ করিতে হয়, স্ত্রীদিগের কাঁচাসাধকালে সকল প্রকার ভৃষ্টদ্রব্য প্রদত্ত হয়। পাকাসাধের সময় অবস্থা অনুসারে সকল প্রকার ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা গর্ভিণীকে ভোজন করান হয়। দেশভেদে ইহার প্রণালীরও ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থানে নিয়ম আছে যে দিন সাধ দেওয়া হয়, সেই দিনেই প্রসব-গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে।

সাধ (সাধু শব্দের অপভ্রংশ), উত্তরপশ্চিম ভারতের একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। পঞ্জাব প্রদেশে ইহার প্রথম বিকাশ। বর্ত্তমানে যুক্ত-প্রদেশের নানা স্থানে এই সম্প্রদায়ী লোকের বসবাস দেখা যায়। অনুমান ১৬০০ সম্বৎ বা ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে নরনৌলের নিকটবর্ত্তী বীজেশ্বর নামক স্থানবাসী বীরভানু নামক এক ব্যক্তি উধো (উদ্ধব) দাস নামক এক সাধু পুরুষের নিকট হইতে অবিজ্ঞাত সূত্রে এই নবীন ধর্ম্মের অভিব্যক্তি লাভ করেন। উধোদাস সৎ-নামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রায়দাসের শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরুদেবের ধর্ম্মমত সংস্কারান্তে যে অভিনব সিদ্ধান্তে সমুপস্থিত হন, তাহাই তিনি দৈব শক্তিবলে বীরভানুহৃদয়ে নিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে সাধ এই ধর্ম্মমতের উৎপত্তি হইয়াছে।

উধোদাস বীরভানুকে আরও জানাইয়াছিলেন যে তিনি অবিলম্বে ধরাতলে পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন এবং নিম্নলিখিত কয়টী লক্ষণ দেখিতে পাইলে তাঁহার শুভাগমন ঘটিয়াছে বুঝা যাইবে। ঐ লক্ষণ গুলি এই—১ আমি যাহা বলিলাম ভবিষ্যতে তাহাই ঘটিবে, ২ আমার দেহ হইতে কোনরূপ ছায়াপাত হইবে না। ৩ আমি পরে তোমাকে আমার হৃদয়ের বাসনাবলী জানাইব। ৪ আমি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থল অন্তরীক্ষে বিলম্বিত থাকিব এবং ৫ আমি মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিব।

এই প্রদেশের লোকেরা ইহাদিগকে সাধ বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু ইহারা সৎনামী বলিয়াই আপনাদিগের পরিচয় দেয়, বেশ ভূষার পারিপাট্য ইহাদের মধ্যে একেবারেই নিষিদ্ধ। ধর্ম্মস্থ নরনারীরা কেবল মাত্র শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতে পারে এবং মস্তকে সাম্প্রদায়িক পাগড়ী ব্যতীত ইহারা অপর কোনপ্রকারের টুপী ধারণ করিতে সমর্থ নহে। ধর্ম্মনীতি অনুসারে ইহাদের মধ্যে মিথ্যা কথা বলা বা শপথ করা মহাপাপ। মদ, অহিফেন, গাঁজা ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক এবং পান, তামাক প্রভৃতি উপভোগের উপ-করণ মাত্র সেবন নিষিদ্ধ। ইহারা সর্ব্বভূতে সমদয়াসম্পন্ন এবং সকল প্রাণীর অন্তরে ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন, এই যুক্তি থাকায় ইহারা কখন সামান্য অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদিরও হিংসা করে না। এই কারণে পশুমাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইহারা একমাত্র "সৎ" উপাসনা করে। সেই পরম সত্যের মূর্ত্তিময়রূপে উপাসনা বা পৌত্তলিকাচার রূপ ব্যভিচার ইহাদের নিকট অতীব ঘৃণিত। কোন দেব মূর্ত্তির সমক্ষে ইহারা শিরঃ অবনত করিয়া নমস্কার করে না। সম্মানার্হ ব্যক্তি ও য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারী দেখিলে তাহার সম্মান প্রদর্শনের জন্য হস্ত বক্ষ পর্য্যন্ত তুলিয়া সেলাম করে।

স্বসম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতে ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ইহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি ভাষায় (হিন্দি) লিখিত। উহাতে ধর্ম্মতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ "বাণী" ধর্ম্মসঙ্গীতরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের অনেক স্থলে কবীর নামক প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তক-রচিত ঐশতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত নিবদ্ধ দেখা যায়। ইহারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে "জুমলা ঘরে" বা বিভিন্ন 'চৌকীতে' স্ত্রী পুরুষে একত্র সমবেত হইয়া ঐ ভজনগীতি গান করিয়া আরাধনা করিয়া থাকে।

দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর ও ফরুখাবাদই এই সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। মীর্জাপুর জেলায়ও ইহাদের কতক বাস আছে। ইহারা কেলিকো নামক বস্ত্রে ছাপ দিয়া ছিটের কাপড় প্রস্তুত করে এবং উহাই এই নিরীহ সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীবিকা। ইহারা স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ করে। অর্থ বা সামাজিক মর্য্যাদায় পার্থক্য লইয়া ইহাদের কোন বাধা নাই; তবে যদি সামাজিক কোন ব্যক্তি কোন পাপজনক বা ঘৃণিত কার্য্য করিয়া সমাজের চক্ষে পতিত হয়, তাহা হইলে সম্প্রদায়ের নিয়ম তাহার পক্ষে চলিতে পারে না। ইহারা একত্র আহার করে। পরস্পরে হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা বা কুৎসা ও বিবাদ একান্ত নিন্দনীয়।

আপনাদের সমাজ ব্যতীত অন্য সমাজের স্বজাতীয়ের কন্যা বিবাহ করিতে ইহারা সমর্থ নহে। সমাজের মধ্যে যে ঘরে একবার বিবাহ হইয়াছে, স্মরণ থাকিলে সে ঘর হইতে কোন ক্রমেই তাহারা কন্যা গ্রহণ করে না। ইহারা এক একটী মহল্লায় একত্র দলবদ্ধ ভাবে বাস করে, সকলেই পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ, আলস্য করিয়া বসিয়া থাকা অথবা অন্যের জন্য অপরের স্কন্ধে ভার দেওয়া, ইহারা অতি ঘৃণার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে; এই কারণে ইহাদের মধ্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা অতি অল্প। ইহা ভিন্ন ইহারা আপনাদের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। স্বসম্প্রদায়ের দরিদ্র, হতভাগ্য, বিধবা ও অনাথদিগকে ইহারা আহার্য্যদান করে, আহারের জন্য অন্য কোথাও ভিক্ষার্থ যাইতে দেয় না।

ইহারা প্রায়ই পুত্র বা কন্যার বাল্যাবস্থায় বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে। দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, বা ষোড়শবর্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহে কন্যাপণ নাই, তবে কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ উপহার দিতে হয়। বহু বিবাহ নাই, স্ত্রীলোকেরাও এক স্বামী থাকিতে বা স্বামীর দেহান্তে পুনরায় অন্যস্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। যখন পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তখন সেই ব্যক্তি স্বগৃহস্থ কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে বিবাহের প্রস্তাব সহ কন্যার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয়। এই প্রস্তাবে যদি কন্যার পিতা সম্মত হয় তাহা হইলে তিনি ঘটকরূপে সমাগত ব্যক্তিকে মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ খাওয়াইয়া ও তাহার হস্তে কিছু টাকা দিয়া বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করিতে বাধ্য হন। ইহাকে 'মাঙ্গনি পাক্কি' বলে।

বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলেও কন্যা ঋতুমতী না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহকার্য্য সমাধা হয় না। ঐ সময়ে বরের পিতা বিবাহের দিন স্থির করিয়া কন্যার পিতাকে সেই শুভবার্ত্তা বলিয়া পাঠান এবং স্বয়ং স্ব-সমাজের লোকদিগকে ডাকাইয়া জানান যে অমুক দিন আমার পুত্রের বিবাহ হইবে। তদনন্তর সকলে চৌকীতে সমবেত হইয়া মঙ্গলগীতি গান করিয়া থাকে। ঐ দিন হইতে বিবাহ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহই বর ও কন্যার গাত্রে হরিদ্রা চন্দনাদি মাখান হয় এবং প্রত্যহই সমাজস্থ সকলে একত্র হইয়া বিবাহ মঙ্গল গান করে।

বিবাহদিনে মধ্যাহ্নকালে সমাজস্থ সকলে কন্যার পিতার আলয়ে গমন ও ভোজন করে, সায়ংকালে বর, বরের পিতা ও বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনাদি বর লইয়া কন্যার আলয়ে যায় এবং তথায় সকলে প্রাঙ্গণস্থ বিছানার উপর উপবেশন করে। বরের জন্য তাঁহাদের সম্মুখভাগে একটী কাষ্ঠময় সিংহাসন সজ্জিত থাকে, বর ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিলে, গৃহাভ্যন্তর হইতে কন্যাকে বাহিরে আনয়ন করিয়া ঐ সিংহাসনে বরের বামপার্শ্বে বসাইয়া দেয়। ঐ সময়ে কন্যার কোন আত্মীয় আসিয়া উভয়ের বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করে এবং সামাজিকের মধ্যে যে কেহ একজন ঐ সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া মঙ্গলগীতি গান করিতে থাকেন। তদনন্তর বর ও কন্যা সিংহাসন হইতে নামিয়া উহার চারিদিকে চারিবার প্রদক্ষিণ করে। ইহাই ইহাদের বিবাহের শেষ অঙ্গ। সিংহাসন-প্রদক্ষিণ দম্পতীর সংসারচক্রপরিভ্রমণের রূপান্তর কল্পনা মাত্র।

অনন্তর সকলে বর ও কন্যা লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। এখানে স্বামী গৃহে কয়দিন বাসের পর কন্যার ভ্রাতা আসিয়া স্বীয় ভগিনীকে পিত্রালয়ে লইয়া যায়। এই সময়ে কন্যা কিছুদিন পিত্রালয়ে থাকিতে পায়। তারপর, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে দিনস্থির করিয়া কন্যাকে চিরদিনের জন্য তাহার শ্বশুরালয়ে আনা হয়।

স্ব-সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হইবার উপযুক্ত কোনরূপ দোষ না করিলে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ বন্ধন ছেদন হয় না। ঐরূপ কারণ হইলে সামাজিকদিগের একটী সভা আহূত করিয়া তাহার সমক্ষে পরীক্ষিত দোষের বিবরণ জ্ঞাপন করিতে হয়। সামাজিক কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অপরাধী হইলে পঞ্চায়তের নিকট তাহার বিচার হয়, তাহারা কখনও তজ্জন্য আদালতের আশ্রয় লয় না।

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিবাহকালে যেরূপ মঙ্গলগীতি

পাইয়া থাকে, মৃত্যুকালেও সেইরূপ পারমার্থিক তত্ত্বের গান গায়। ইহারা শব দাহ করে। শুনা যায়, ফরুখাবাদের সাধেরা পূর্ব্বে নবাবী আমলে আপনাদের শবদেহ প্রলম্বভাবে বুকে বাঁধিয়া চলিয়া যাইত। একথা কোন সাধই স্বীকার করে না এবং ইহা ব্রাহ্মণদিগের রটনা বলিয়াই সাধারণের ধারণা।

১। বিবাহের মঙ্গলগীতি—

(ক) দর্শন দে গুরু! পরম সনেহী!
তুম্ বিনা দুখ্ পাবই মোরি দেহী!
নিন্দ ন আবে অন্ন না ভাবই!
বার বার মোহী বিরহ সতাবৈ।
ঘর অঙ্গনা মোহী কছু না সুহাএ।
কঙ্কর তৈ পর বিরহ্ ন জাএ।
নইনাঁ ছুটই সলহল ধারা;
নিশ দিন পন্থ নিহারুঁ তুম্হারা।
জইসে মীন মরই বিনু নীর,
ঐসে তুঁ বিনা দুখত শরীর।"

(খ) দুখৎ তুম্ বিনা, রোতৎ দুয়ারে; পর্গত্ দর্শন দীজিয়ে।
বিন্তি করুন্ মেরে সানির বলি থাউন, বিলম্ ন কীজিয়ে।
বিবিদ্ বিবিদ্ কর্ ভরাউন্ ব্যাকুল বিনা দেখে চিৎ ন রহই।
তপৎ জ্বাল উথত তন্ মেঁ কঠিন দুখ মেরো কো সহাই।
ঔগুন্ অপ্রাধি দায় কীজই ঔগুন্ কছু না বিচারিয়ো।
পতিল পাবন রঘুপতি অব পল ছিন ন বিসারিয়ো॥
দায় কীজো দরশ দীজো অব কি বদি কো ছোরিয়ো।
ভর ভর নয়নাঁ নীরখি দেখো নিজ সনেহ ন তোরিয়ো॥

২। মৃত্যুকালীন গীত—

তুঝে বিনানা কিয়া পরি তু আপ্না নিবের?
বাজই তাল বজন্ত রে মন বাবরে! সুতরি ন ছের।
পর হক্ ছারো হক্ পিছারো সমাঝবালা ফের।
ঝুটা বাজি জগৎ কা, মন বাবরে! শুন সহদ কি তের।
কায়তো নগ্রী সকল, ভমরি পাঁচ জমেঁ সের।
গুরু গ্যান খড়গ সম ভল লে মন বাবরে
যম যম করই নজের
তেরা জীবন ছিন্ পল এক, জগ মেঁ ফির না ঐসি বের।
তেরা পর জহাজ সমুদ্র মেঁ, মন বাবরে! ফির সকই কের।
সভি মুশাফির বাহ্কে সব্খরে কমর কশে।
লেনা হোএ সো লিজিয়ে, মন বাবরে, বীতি জাত অবের।
কর সুমারাঁ সৎগুরু ছাড়ো দুন্দ দুহেল।
তীজে ভাম মিলৈঁ সৎনাম সে, মন বররে, মন বাবরে
জগৎ কি ন জের॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহারা একেশ্বরবাদী। ইহারা জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরকে সত্যগুরু বা সত্যনাম বলিয়া অভিহিত করে। ইহারা আদিদেবের পৌত্তলিক কোন মূর্ত্তি গঠন করে না, মনে মনে তাঁহার ধ্যান ও উপাসনা করে। সত্যধর্ম্মাচরণ ইহারা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়াই জানে এবং তাহাতেই মুক্তিলাভ করিয়া পরমাত্মায় মিলিত হইবার আশা রাখে। গোপনে ভিক্ষা দান ও অর্থসঞ্চয়ে বিরত থাকাই ইহাদের ধর্ম্মের প্রধানতম অঙ্গ। মিথ্যাকথন, পৃথ্বী, জল, বৃক্ষ বা পশুশরীরে বৃথা অভিসম্পাত ইহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পরস্বাপহরণ, বল বা কৌশলপূর্ব্বক অপরকে তাহার সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ প্রভৃতি কার্য্য অতীব গর্হিত। যাহা পাপজনক তাহাতে কখন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে না। লজ্জাকর অথবা বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্মকারী পুরুষ বা স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে নাই, নৃত্য গীত এবং ক্রীড়া কৌতুকেও কখন মনোনিবেশ করিবে না। একমাত্র ঈশ্বরের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক গুণগাথায় জিহ্বাকে জড়িত রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধ (পুং) সাধ-অচ্। সাধক। "মন্মনঃ সাধ ঈমহে" (ঋক্ ১০।৩২।৯) 'সাধে সাধকে' (সায়ণ)

সাধক (পুং) সাধ্যতি নিষ্পাদয়তি কার্য্যমিতি সাধ-ণ্বুল্। সাধনকর্ত্তা, নিষ্পাদনকর্ত্তা, সিদ্ধকারক, যিনি কার্য্যসম্পাদন করেন। ২ আরাধক, অর্চ্চক, সেবক। যাহারা সিদ্ধির জন্য দেবোদ্দেশে সাধনা করেন। শাস্ত্রে সাধকের বিশেষ লক্ষণ এইরূপ—

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সাধকানাস্তু লক্ষণং।
ধর্ম্মশীলাস্তপোযুক্তাঃ সত্যবাদিজিতেন্দ্রিয়াঃ॥
মাৎসর্য্যেণ পরিত্যক্তাঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতেরতাঃ।
কর্ম্মশীলাস্তথোৎসাহা মর্ত্ত্যলোকেঽপ্যগুপ্সকাঃ॥
পরস্পরসুসন্তুষ্টাস্থকুলাঃ সাধকস্য তু।
ঈদৃশৈঃ সাধনং কুর্য্যাৎ সুসহায়ৈঃ সহৈব তু॥" (দেবীপুরাণ)

ধর্ম্মশীল, তপোনিষ্ঠ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মাৎসর্য্যরহিত, সকলপ্রাণীর হিতবিষয়ে রত, কর্ম্মশীল, উৎসাহী, অনিন্দক অর্থাৎ যিনি কাহারও নিন্দা করেন না, সকলের প্রতি সন্তুষ্ট ও অনুকূল। এই সকল গুণ থাকিলে তবে তিনি সাধক হইতে পারেন। উক্ত গুণবিশিষ্ট সাধক উত্তম সহায়ের সহিত সাধনা করিবেন।

শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে সাধক চারি প্রকার, মৃদু, মধ্য, অতিমাত্র ও অতিমাত্রতম। এই চারি প্রকার সাধকের মধ্যে অতিমাত্রতম সাধক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ভবসমুদ্রপারে যাইতে সমর্থ।

মৃদু সাধক—সে সকল সাধক মন্দোৎসাহী, অতি সমূঢ়, ব্যাধিযুক্ত, গুরুদূষক, লোভী, পাপমতি, বহুভোজনকারী, স্ত্রীতে

আসক্ত, চপল, কাতর, পরাধীন ও অতি নিষ্ঠুর, মন্দাচার ও মন্দবীর্য্য এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া যাহারা সাধনা করেন, তাহাদিগকে মৃদু-সাধক কহে। ইহারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ নহে।

মধ্যসাধক—যাহারা সমবুদ্ধি, ক্ষমাযুক্ত, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়-বাদী, ও সকল বিষয়ে উদাসীন, এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে তাহাকে মধ্য-সাধক কহে।

অতিমাত্র-সাধক—স্থিরবুদ্ধি, মুক্তিকামী, স্বাধীন, বীর্য্যবান্, মহাশয়, দয়াযুক্ত, ক্ষমাবান্, শূর, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, গুরুপাদপদ্মপূজা-কারী ও সদা যোগাভ্যাসরত, যে সাধক এই সকল গুণযুক্ত, তাহাকে অতিমাত্রসাধক কহে। এই সাধক বিশেষ ভক্তি সহ-কারে সাধনা করিলে সত্বর তাহার সিদ্ধিলাভ হয়।

অতিমাত্রতম-সাধক—মহাবীর্য্যান্বিত, উৎসাহসম্পন্ন, মনোজ্ঞ, শৌর্য্য বিশিষ্ট, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল, মমতাশূন্য, নিরাকুল, নব-যৌবনসম্পন্ন, (প্রথম যৌবনে কার্য্যে অতিশয় আসক্তি থাকে, যে কার্য্য আরম্ভ করা হয়, তাহা শেষ না হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না, এই জন্য নবযৌবনসম্পন্ন ব্যক্তিই সাধনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এই বিশেষণ উপযুক্ত), মিতাহারী, জিতেন্দ্রিয়, নির্ভয়, শুচি, কার্য্যকুশল, দাতা, সর্ব্বলোকের আশ্রয়, সাধনাবিষয়ে অধিকারী, স্থির, ধীমান্, যথেচ্ছরূপে অবস্থিত, ক্ষমাশীল, সুশীল, ধর্ম্মচারী, গুপ্তচেষ্ট, প্রিয়বাদী, শাস্ত্রবিশ্বাসসম্পন্ন, দেবতাগুরু-পূজক ও জনসঙ্গবিরক্ত।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে জনকোলাহলের মধ্যে অবস্থান করিয়া সাধনা করিবে না, কারণ লোকসঙ্গে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, বিক্ষিপ্তচিত্তে কোন সাধনাই হয় না, সুতরাং সাধনার পক্ষে জনসঙ্গ বিশেষ অনিষ্টকারক। মহাব্যাধিবিবর্জ্জিত মহাপাতকজ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি রোগ এবং অতিপাতকজ অর্শ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ, এই সকল রোগবিবর্জ্জিত, কারণ যাহাদের এই সকল রোগ হয়, তাহারা যতদিন এই পাতকজ রোগের প্রায়শ্চিত্ত না করে, ততদিন তাহাদের কোনই ধর্ম্মকর্ম্মে অধি-কার থাকে না, তাহারা সকল ধর্ম্মকর্ম্মানর্হ। সাধক এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া সাধনা করিলে তাহাকে অতিমাত্র-তম-সাধক কহে। এই সাধক তিন বৎসরকাল সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, এবং এই সাধক সকল যোগের অধিকারী।*

তন্ত্রশাস্ত্রেও সাধকের লক্ষণ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে,—যাঁহারা বিনীত, শুদ্ধাত্মা, শ্রদ্ধাশীল, ধীর, কার্য্যদক্ষ, কুলীন, প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র, যতিদিগের আচারবিশিষ্ট, পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, ও দানধ্যানপরায়ণ এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই সাধক হইতে পারেন। যাঁহাদের এই সকল গুণ নাই, তাঁহারা সাধনার অনুপযুক্ত। তাঁহারা সাধনা করিলে তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধি হয় না।——

পাপী, ক্রূরকর্ম্মা, শঠ, কৃপণ, দীন, আচারহীন, মন্ত্রদ্বেষী, নিন্দক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী, গুরুভক্তিহীন, মলিনাত্মা, অধিকাঙ্গ, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, রুষ্ট, বিষয়বিলাসী, লুব্ধ, অসূয়া-বিশিষ্ট, মৎসর, পরুষভাবী, অন্যায়রূপে অর্থোপার্জ্জনকারী, পর-দাররত, পণ্ডিতদ্বেষী, পাণ্ডিত্যাভিমানী, ভ্রষ্টাচার, কষ্টবৃত্তিশীল, পিশুন, খল, বহুভোজী, ক্রূরচেষ্ট, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ ও নরাধম এই সকল নিন্দিতগুণযুক্ত ব্যক্তি সাধক হইতে পারে না। গুরু এই সকল নিন্দিত ব্যক্তিকে মন্ত্রসাধনের জন্য মন্ত্র দিবেন না, দিলে উষরক্ষেত্রে বীজের ন্যায় তাহার সিদ্ধি হইবে না। তাহা-দের সাধন পণ্ডশ্রম মাত্র। (তন্ত্র)

সাধকা (স্ত্রী) দুর্গা। দুর্গানামস্মরণে কার্য্য সিদ্ধি হয়, এই জন্য ইহার নাম সাধকা হইয়াছে।

"সাধনাৎ সিদ্ধিরিত্যুক্তা সাধকা বাথ ঈশ্বরী।
স্বামিত্বাদানসিদ্ধিত্বাৎ সিদ্ধৈশ্বর্য্যা প্রকীর্ত্তিতা॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

সাধদিষ্টি (ত্রি) ১ সাধিত যজ্ঞ। ২ জন্তু। ৩ ঋত্বিক্।

"অন্তরীয়তে সাধদিষ্টিভিঃ" (ঋক্ ৩।৩।৬)

'সাধদিষ্টিভিঃ সাধিতযজ্ঞৈঃ জন্তুভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ' (সায়ণ)

সাধন (ক্লী) সাধ্যতে কর্ম্মনিষ্পাদ্যতে হনেন ইতি সাধ-ল্যুট্। ১ করণ, করণকারক, যাহা দ্বারা কর্ম্মসাধিত হয়, তাহাকে সাধন কহে। 'দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি' দাত্রদ্বারা ধান্য ছেদ করি-তেছে, এই স্থলে দাত্র সাধন অর্থাৎ করণ, যাহা দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পা-দিত হয়, তাহার সাধন বা করণ, এই স্থলে ছেদনরূপ ক্রিয়া দাত্র দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে, দাত্র ভিন্ন ছেদনক্রিয়া কিছুতেই সম্পন্ন

* "চতুর্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদু-মধ্যাতিমাত্রকঃ।
অতিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ।
মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো ব্যাধিস্থো গুরুদূষকঃ।
লোভী পাপমতিশ্চৈব বহ্বাশী বনিতাশ্রয়ঃ।
চপলঃ কাতরো রোগী পরাধীনোঽতিনিষ্ঠুরঃ।
মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো জ্ঞাতব্যো মৃদুনা নরঃ।
দ্বাদশাব্দে ভবেৎ সিদ্ধিরেতস্য যত্নতঃ পরং।
মন্ত্রযোগাধিকারী স জ্ঞাতব্যো গুরুণাং ধ্রুবং।
সমবুদ্ধিক্ষমাযুক্তঃ পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রিয়ংবদঃ।
মধ্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সামান্যঃ স্যান্নসংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বৈব গুরুভির্দীয়তে মুক্তিতোলয়ঃ।
স্থিরবুদ্ধিস্তু যৈর্যুক্তঃ স্বাধীনো বীর্য্যবানপি।
মহাশয়ো দয়াযুক্তঃ ক্ষমাবান্ বীর্য্যবানপি।" (শিবসংহিতা)

হইতে পারে না, সুতরাং দাত্র এই স্থলে সাধন। ব্যাকরণ মতে এই সাধন বা করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, সুতরাং এই নিয়মানুসারে দাত্রে তৃতীয়া বিভক্তি হইল। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে।

ক্রিয়াসম্পন্ন করিতে হইলে তাহার অনেক সাধন প্রয়োজন, কিন্তু সকল সাধনই কি করণ হইবে? তাহা নহে। যাহা সাধনতম অর্থাৎ প্রধানতম সাধন তাহাই করণ হইবে, যাহা না হইলে সেই ক্রিয়া নিষ্পন্নই হইতে পারে না, তাদৃশ সাধনই করণ হইবে, এবং ঐ করণেই তৃতীয়া বিভক্তি হইবে। [করণকারক দেখ।]

২ কারণ হেতু।

"ঔষধাগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।

তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনং॥" (মনু ১১।২৩৮)

ঔষধ বল, নিয়োগিতা বল, বিদ্যা বল এবং নানাবিধ স্বর্গাদিতে যে অবস্থান এই সমুদায়ই তপঃদ্বারা সিদ্ধি হয়, সুতরাং তপস্যাই ইহাদের একমাত্র সাধন। ৩ মারণ।

"অথো শরস্তেন মদর্থমুজ্ঝিতঃ

ফলঞ্চ তস্য প্রতিকায়সাধনং॥" (কিরাত ১৪।১৭)

৪ মৃতসংস্কার, অগ্নিদান। ৫ গতি, গমন। ৬ দ্রব্য। ৭ ধন। ৮ অর্থদাপন। ৯ নির্ব্বর্ত্তন। ১০ নিষ্পাদন।

"বার্ষিকং সঞ্জহারেন্দ্রঃ ধনুর্জৈত্রং রঘুর্দধৌ।

প্রজার্থসাধনে তৌ হি পর্য্যায়োদ্যতকার্ম্মুকৌ॥" (রঘু৪।১৬)

১২ উপকরণসামগ্রী। ১২ যুদ্ধোপকরণহস্ত্যশ্বাদি। ১৩ অনুব্রজ্যা, অনুগমন। ১৪ সৈন্য। ১৫ সিদ্ধৌষধি। ১৬ উপায়।

"তপোভিঃ প্রাপ্যতেঽভীষ্টং নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ।

দুর্ভগত্বং বৃথালোকো বহতে সতি সাধনে॥" (তিথিতত্ত্ব)

১৭ মেঢ্র। (মেদিনী) ১৮ উধঃ। ১৯ সিদ্ধি। (ধরণি) ২০ কারক। ২১ প্রমাণ। (হেম) ২২ ব্যাপ্য।

'অনুমাত্বনুমানং স্যাৎ ব্যাপ্যং লিঙ্গঞ্চ সাধনং।' (ত্রিকা°)

২৩ মোহন। ২৪ জব। (অজয়) ২৫ সাধনা, মন্ত্রসিদ্ধকরণ, তপস্যাদির অনুষ্ঠান। যাহা দ্বারা মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। সাধনায় সিদ্ধি। মন্ত্রের সাধন করিলেই সিদ্ধি হয়।

"মৎস্যং মাংসঞ্চ মদ্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।

দিব্যানামেব বীরাণাং সাধনং ভবসাধনং॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

তন্ত্রে বহুবিধ সাধনপ্রণালী অভিহিত হইয়াছে, শিষ্য যথাবিধানে সাধন দ্বারা সিদ্ধ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। ভক্তি সহকারে যথানিয়মে মন্ত্র সাধন করিলে অচিরে তাহা সিদ্ধ হয়। নচেৎ সাধনা বিফল হয়। জগতে কিছুই অসাধ্য নহে, যাহা অসাধ্য থাকে, সাধন দ্বারা তাহা সুসাধ্য হয়। কিন্তু যথাশাস্ত্র সাধন করা চাই।

সুরসুন্দরী-যোগিনীসাধন, মনোহরযোগিনী-সাধন, কনকবতীযোগিনীসাধন, কামেশ্বরীযোগিনীসাধন, রতিসুন্দরী-যোগিনীসাধন, পদ্মিনীযোগিনীসাধন, মধুমতীসাধন, শবসাধন, চিতাসাধন প্রভৃতি বহুবিধ সাধনের প্রণালী তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কালী, তারা প্রভৃতি সিদ্ধ বিদ্যায় সাধন করিলে ভববন্ধন মোচন হয়। তন্ত্রে এই সাধনপ্রণালী ও পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে। এই সাধনপ্রণালী গুরুগম্য। সিদ্ধগুরু দয়াপরবশ হইয়া উপযুক্ত সাধককে উক্ত মন্ত্র ও সাধনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিলে সাধক তখন সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। তন্ত্রোক্ত এই সাধন গুরুর কৃপা ব্যতীত হইতে পারে না। তন্ত্রসারে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। তন্ত্রোক্ত এই সাধনপ্রণালী কলিকালে চর্ব্বলাধিকারী মানবের পক্ষে প্রশস্ত উপায়।

বৈদান্তিকদিগের মতে নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিবেক। এই জগতে কোন্ বস্তু নিত্য এবং কোন্ বস্তু অনিত্য, ইত্যাকার বিবেকজ্ঞান, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ ও শমদমাদি সম্পত্তি ব্রহ্মজ্ঞানসাধন, অর্থাৎ এই সকল সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই একমাত্র জীবের প্রয়োজন, জীব এই সাধন দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালী বিহিত হইয়াছে। তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ, ভারত প্রভৃতি শাস্ত্রে বহু প্রকার সাধনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। রুচির ভিন্নতা অনুসারে যে কোন সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে। নদী সকলের একমাত্র গন্তব্য স্থান যেমন সমুদ্র, সেইরূপ বিভিন্ন প্রকার সকল সাধনেরই একমাত্র গম্য ঈশ্বর।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।

নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥" (মহিম্নঃস্তব)

সাধনক (ত্রি) সাধন স্বার্থে কন্। উপকরণসামগ্রীবিশিষ্ট।

সাধনক্রিয়া (স্ত্রী) সাধনরূপ কর্ম্ম, সাধনকার্য্য।

সাধনতা (স্ত্রী) সাধনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাধনের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধনকার্য্য।

"প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা।

অবলম্বনায় দিনভর্ত্তুর্ন পতিষ্যতঃ করসহস্রমপি॥"

(সাহিত্যদর্পণ ১০ প°)

সাধনমালাতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ। এই তন্ত্রে নানা বৌদ্ধদেবদেবীর ধ্যান ও সাধনপ্রণালী বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

সাধনবৎ (ত্রি) সাধনং বিদ্যতে ঽস্য মতুপ্ মস্য ব। সাধনবিশিষ্ট, সাধনযুক্ত।

সাধনা (স্ত্রী) সাধ-নিচ্-যুচ্-টাপ্। ১ সিদ্ধি, নিষ্পাদনা ২ আরাধনা, দেবতার উপাসনা।

সাধনার্হ (ত্রি) সাধনযোগ্য, সাধনীয়।

সাধনীয় (ত্রি) সাধ-অনীয়র্। সাধনের যোগ্য, সাধ্য, যাহা সাধন করিতে হইবে।

সাধন্ত (ত্রি) সাধ্যতি ভিক্ষামিতি সাধ (ভূভূবহিবসিভাসি সাধীতি। উণ্ ৩।১২৮) ইতি ঝচ্, সচ ণিৎ। ভিক্ষুক। (উজ্জ্বল)

সাধয়ন্তী (স্ত্রী) সাধ-ণিচ্-শতৃ-ঙীপ্। উপাসনাকর্ত্রী।

"সখি মৎপ্রাণনাথস্ত সাধয়ন্তী নিরন্তরং।

অতিশ্রান্তাসিসন্তাবস্নেহয়োরিয়মৌচিতী॥" (কাব্যচ°)

(ত্রি) সাধয়ৎ সাধনকারী।

সাধয়িতৃ (ত্রি) সাধ-ণিচ্-তৃচ্। সাধনকর্ত্তা, নিষ্পাদনকর্ত্তা, যিনি সাধন করেন।

সাধয়িতব্য (ত্রি) সাধ-ণিচ্-তব্য। সাধন করাইবার যোগ্য। যাহা সাধন করান যায়।

সাধর্ম্ম্য (ক্লী) সধর্ম্মস্ত ভাবঃ ষ্যঞ্। সমানধর্ম্মত্ব, তুল্যধর্ম্মত্ব, পরস্পর দুই প্রকার বস্তুতে যদি এক প্রকার ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে ঐ বস্তুদ্বয়ে পরস্পর সাধর্ম্ম্য আছে, একধর্ম্ম না থাকিলে উহা বৈধর্ম্ম্যবিশিষ্ট জানিতে হইবে।

সাধস্ (ক্লী) সাধক। (ঋক্ ৮।১০।১২)

সাধার (ত্রি) আধারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আধারের সহিত বর্ত্তমান, আধারযুক্ত, আধারবিশিষ্ট। পূজাস্থলে শঙ্খ ও ত্রিপদিকার উপর যাহাতে অর্ঘ্যস্থাপন করা হয়, তাহাকে সাধার কহে।

সাধারণ (ত্রি) আধারণং অবিশেষেন কার্য্যাদিভারধারণং তেন সহবর্ত্ততে। ১ সমান, সদৃশ, তুল্য, একবিধ, যাহা সকলেরই আছে। ২ অনেক সম্বন্ধী একবস্তু, অনেকের সম্বন্ধীয় একবস্তু।

"সাধারণং সমাশ্রিত্য যৎকিঞ্চিদ্বাহনায়ুধং।

শৌর্য্যাদিনাপ্নোতি ধনং ভ্রাতরস্তত্র ভাগিনঃ॥" (দায়ভাগ)

বৈদিকপর্য্যায়—স্ব, পৃশ্নি, নাক, গো, বিষ্টপ্, নভঃ, এই ৬টী সাধারণ নাম। (বৈদিকনি° ১।৪) (পুং) নৈয়ায়িকদিগের মতে হেত্বাভাসবিশেষ, অনৈকান্ত, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ও কালাত্যয়োপদিষ্ট এই পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস। ইহার মধ্যে অনৈকান্ত হেত্বাভাস সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারীভেদে তিন প্রকার।

"অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।

কালাত্যয়োপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসস্ত পঞ্চধা॥

আদ্যঃ সাধারণস্ত স্যাৎ অসাধারণোঽপরঃ।

তথৈবানুপসংহারী ত্রিধা নৈকান্তিকো ভবেৎ।

যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ সতু সাধারণো মতঃ।

যস্তূভয়স্মাদ্ব্যাবৃত্তঃ স ত্বসাধারণো মতঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

যে হেতু সপক্ষে ও বিপক্ষে থাকে, সেই হেতুর নাম সাধারণ। সপক্ষ শব্দে নিশ্চিত সাধ্যবান্‌কে বুঝায়, যেখানে সাধ্য নিশ্চয় হয়, তাহাকে সপক্ষ বলা যায়, যেমন বহ্নিবান্ ধূমাৎ, এই অনুমিতি স্থলে ধূমহেতু বহ্নির প্রত্যক্ষগোচরত্বাদি সপক্ষ এবং জলহ্রদাদি অর্থাৎ যাহাতে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় আছে, তাহা বিপক্ষ, জলে বহ্নি নাই, বহ্নির অভাবনিশ্চয় আছে, বহ্নি সাধ্য, এই সাধ্যের অভাবনিশ্চয় জলহ্রদাদিতে আছে, এই জন্য উহা বিপক্ষ। অতএব যে হেতু উক্তরূপ সপক্ষ বা বিপক্ষ এই উভয় স্থলেই থাকে, তাহাকেই সাধারণ কহে।

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস প্রতিষেধের জন্য সাধারণের এই লক্ষণে সপক্ষবৃত্তিত্ব বলা হইয়াছে। ইহা না বলিয়া বিপক্ষবৃত্তিত্ব বলা উচিত ছিল, কিন্তু ইহাতে যদি বল ঐরূপ লক্ষণ করিলে বিরুদ্ধের সহিত ঐক্য হইয়া পরে, এই দোষ পরিহারের জন্য উভয় অর্থাৎ সপক্ষ ও বিপক্ষ এই দুই বলা হইয়াছে।

[হেতু ও হেত্বাভাস দেখ।]

(পুং) ৩ দেশবিশেষ। (ক্লী) ৪ জলবিশেষ।

"মিশ্রচিহ্নস্ত যো দেশঃ সহি সাধারণঃ স্মৃতঃ।

তস্মিন্ দেশে যদুদকং তত্তু সাধারণং স্মৃতং॥" (ভাবপ্র° ২ ভা°)

যে দেশে মিশ্রলক্ষণ সকল বিদ্যমান, সেই দেশের নাম সাধারণ দেশ, এবং সেই দেশের যে জল তাহা সাধারণ জল। গুণ—নাতিরুক্ষ, নাতিস্নিগ্ধ, উভয় গুণযুক্ত, স্বরবহুল, স্নেহন, নাতিশীত, নাত্যুষ্ণ, ও সমপ্রকৃতিযুক্ত।

"উভয়গুণসমেতং নাতিরুক্ষং ন স্নিগ্ধং

ন চ স্বরবহুলঞ্চ স্নেহনং কণ্টকাঢ্যং।

ভবতি চ জলমল্পং নাতিশীতং নচোষ্ণং

সমপ্রকৃতিসমেতং বিদ্ধি সাধারণঞ্চ॥" (হারীত ১।৪ অ°)

রাজবল্লভ মতে বৃষ্য, দীপন, মধুর ও লঘু।

সাধারণগতি (স্ত্রী) ১ বিজ্ঞানমতে সচল দ্রব্যের উপরিস্থিত পদার্থের গতি। ২ সামান্যগতি।

সাধারণতন্ত্র, (Republic) যেখানে রাজা নাই, সর্ব্ব সাধারণ লোকের মতানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সর্ব্বসাধারণ লোকই কএকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে, এই প্রতিনিধিগণই রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যে দেশে এইরূপ প্রণালীতে রাজ্য-শাসিত হয়, তাহাকে সাধারণতন্ত্র কহে।

সাধারণতা (স্ত্রী) সাধারণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাধারণত্ব, সাধারণের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধারণ্য, সাধারণ ধর্ম্ম।

সাধারণদেব, হাল-কবিকৃত গাথাসপ্তশতীর মুক্তাবলী নাম্নী টীকাপ্রণেতা। ইনি মল্লদেবের পুত্র ও বামনদেবের পৌত্র।

সাধারণদেশ (পুং) সাধারণো দেশঃ। জাঙ্গল ও আনূপ

লক্ষণযুক্ত স্থান, যে স্থানে জাঙ্গলদেশ ও আনুপদেশ আছে অথবা এই দুই দেশেরই ধর্ম্ম আছে, তাহাই সাধারণ দেশ।

সাধারণধর্ম্ম (পুং) সাধারণো ধর্ম্মঃ। চতুর্ব্বর্ণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, চারিবর্ণের সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাই সাধারণ ধর্ম্ম।

"প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ॥" (মনু ৯।৯৬)

গর্ভধারণার্থ স্ত্রী এবং গর্ভাধানার্থ পুরুষ এই যে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংযোগ ইহা সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া বেদে অভিহিত হইয়াছে। পুরুষের বীজাধান এবং স্ত্রীর সন্তানপ্রসব ইহা সাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ ইহা স্ত্রীপুরুষ সাধারণে সমানভাবে বিদ্যমান, এই জন্য সাধারণ ধর্ম্ম।

আহার, নিদ্রা, ভয়, ও মৈথুন ইহা জীবের সাধারণ ধর্ম্ম, সকল জীবেই সাধারণরূপে বর্ত্তমান আছে।

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎপশুভি নরাণাং।" (স্মৃতি)

চারিবর্ণের বর্ণাশ্রমবিহিত যে ধর্ম্ম, তাহা সেই সেই বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দম, ক্ষমা, সরলতা ও দান ইহা সাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ সকলেরই ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা সকলেরই করণীয়, তাহাই সাধারণ, আর যাহা ব্যক্তিবিশেষের করণীয়, তাহা বিশেষ। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে।

সাধারণস্ত্রী (স্ত্রী) সাধারণ্যা সামান্যা অনেকসম্বন্ধিনী স্ত্রী। বেশ্যা। (হেম)

সাধারণী (স্ত্রী) সাধারণস্যেয়মিতি অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। কুঞ্চিকা, চলিত চাবি। (হেম)

সাধারণ্য (ক্লী) সাধারণস্যেদমিতি ষ্যঞ্। সাধারণের ভাব বা ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম সকলেতে আছে,

সাধিক (ত্রি) অধিকেন সহ বর্ত্তমানঃ। অধিকযুক্ত, অধিকের সহিত বর্ত্তমান।

সাধিকা (স্ত্রী) সাধয়তীতি সাধ-নিচ্-ণ্বুল্, টাপি অতইত্বং। সুষুপ্তি,গাঢ়নিদ্রা। (হেম) ২ সাধনকর্ত্রী, যিনি কার্য্যসাধন করেন।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥" (দুর্গাপুরাণ°)

সাধিন্ (ত্রি) সাধ-ণিনি। সাধনকারী।

সাধিমন্ (পুং) সাধু অতিশয়ার্থে ইমনিচ্। সাধিষ্ঠ, অতিশয় সাধু।

সাধিবাস (ত্রি) অধিবাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। অধিবাসযুক্ত, অধিবাসবিশিষ্ট।

সাধিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বাঢ়ঃ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫) ইতি ইষ্ঠন্, (অন্তিকবাঢ়য়ো র্নেদসাধৌ। পা ৫।৩।৬২) ইতি বাঢ়শব্দস্য সাধাদেশ। ১ অতিশয় বাঢ়, দৃঢ়তম। (অমর) ২ ন্যায্য। (হেম) ৩ অত্যাজ্য। ৪ বিদ্যা। "বিদিত্বা সাধিষ্ঠং প্রাপ্নোতীতি" (ছান্দোগ্য উপ° ৪।৯।৩) ৫ অতিশয় সাধু।

সাধিত (ত্রি) সাধ-নিচ্-ক্ত। ১ দণ্ডিত। ২ সম্পাদিত, নিষ্পাদিত। ৩ শোধিত, পরিশোধিত। ৪ দাপিত, যাহা দেওয়ান হয়, যাহা দান করান যায়। ৫ প্রমাণাদি দ্বারা উদ্ভাবিত। ৬ বিনাশিত। ৭ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ৮ ঋণ-পরিশোধিত।

অমরটীকায় ভরত এই শব্দের অর্থ উক্তরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "যে ধনাদিক্ দাপিতে, ধৃতী ইতি খ্যাতং যস্মৈ দণ্ডঃ তত্রেতি রমানাথঃ দণ্ডিতে ইতি বিদ্যাবিনোদঃ দ্রব্যে ইতি নয়নানন্দঃ" (ভরত)

সাধিদৈবত (ত্রি) অধিদৈবতেন সহ বর্ত্তমানঃ। অধিদেবতার সহিত বর্ত্তমান, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সহিত।

সাধীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন বাঢ়ঃ ইতি (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭) ইতি ঈয়সুন্ (অন্তিকবাঢ়য়োরিতি। পা ৫।৩।৬০) ইতি সাধাদেশঃ। ১ অতিশয় বাঢ়। ২ অতিশয় সাধু। ৩ অতিভৃষ্ট।

সাধিষ্ঠান (ক্লী) দেহস্থিত ষট্‌চক্রের অন্তর্গত চক্র বিশেষ। [ষট্‌চক্র দেখ।]

সাধু (পুং) সাধ্যতি নিষ্পাদয়তি ধর্ম্মাদিকার্য্যমিতি সাধ (কৃবাপাজীতি। উণ্ ১।১) ইতি উণ্। উত্তম কুলোদ্ভব, পর্য্যায় মহাকুল, কুলীন, আর্য্য, সভ্য, সজ্জন, কুলজ, সাধুজ, কুলক, কুণিক, কুল্য, কৌলেয়ক। (ভরত) ২ জিন। ৩ মুনি। (হেম) ৪ সজ্জন, ধার্ম্মিক। ৫ সমর্থ, যোগ্য, উপযুক্ত। ৬ নিপুণ। ৭ বার্দ্ধুষিক, সুদখোর, যাহারা বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ৮ উচিত।

সজ্জন, এবং সন্ন্যাসীদিগকে সাধারণতঃ সাধু কহে। শাস্ত্রে সাধুলক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যিনি যাহা কিছু লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট, সাত্ত্বিক ও জিতেন্দ্রিয়, অনিন্দক, ও হরিচরণসেবাপরায়ণ, তাহাকে সাধু কহে। যিনি নির্ব্বৈর, সদয়, শান্ত, দম্ভ ও অহঙ্কারবর্জ্জিত, নিরপেক্ষ, বীতরাগ, লোভ, মোহ, মদ, ক্রোধ ও কামাদি রহিত, সুখী, সহিষ্ণু, সমদর্শন, পবিত্র, সকল ভূতে দয়াযুক্ত, ও বিবেকী তিনিই সাধুপদবাচ্য। যিনি ভগবানের চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়াদিতে অনুরক্ত, যিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণাশ্রয় ও কৃষ্ণকথানুরক্ত, এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণের ধ্যানপরায়ণ, তিনিই সাধু শব্দাভিধেয়।

গরুড়পুরাণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণম্॥" (গরুড়পু° ১১৩।৪২)

যাহারা সম্মানে সন্তুষ্ট এবং অপমানিত হইলে ক্রুদ্ধ হন না, এবং যদি কখনও ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে পরুষবাক্য প্রয়োগ করেন না, তাঁহারাই সাধু।

সাধুদিগের স্বভাব। সাধুগণ সর্ব্বদা আত্মসুখভোগেচ্ছা বিরত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহারা যাহাতে সকল প্রাণীর সুখ হয়, তাহার চেষ্টায় সদা নিরত এবং পরদুঃখে অতিশয় কাতর হন, এমন কি তাঁহারা পরদুঃখে কাতর হইয়া নিজের সুমহৎ সুখের প্রতিও কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না। বৃক্ষ যেমন প্রখর নিদাঘ-তাপ সহ্য করিয়াও আশ্রিতের নিদাঘতাপ নিবারণ করে, সাধুও তদ্রূপ আপনাকে ক্লেশ দিয়াও পরের উপকার করেন।

"ত্যক্ত্বাত্মসুখভোগেচ্ছাঃ সর্ব্বসত্ত্বসুখৈষিণঃ।
ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবো নিত্যদুঃখিতাঃ॥
পরদুঃখাতুরা নিত্যং স্বসুখানি মহান্ত্যপি।
নাপেক্ষন্তে মহাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
আত্মানং পীড়য়িত্বাপি সাধুঃ সুখয়তে পরং।
হ্লাদয়ন্নাশ্রিতান্ বৃক্ষো দুঃখঞ্চ সহতে স্বয়ম্॥" ইত্যাদি।
(অগ্নিপু° দানাবস্থাননামাধ্যায়)

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে যে সকল মানব দেবায়তনে বাস করেন এবং দেবকল্প, দৃঢ়ব্রত, সত্যধর্ম্মপরায়ণ এবং সত্যবাদী তাহাদিগকে সাধু কহে।

"দেবায়তনগা মর্ত্ত্যা দেবকল্পা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে সাধবঃ সত্যবাদিনঃ॥"(মহানির্ব্বাণত° ১।২২)

যাহারা সংসারবিরাগী, মুমুক্ষু, এবং ভগবদুপাসনার্থ যাহাদের একমাত্র জীবনের দৃঢ়ব্রত তাহারাই সাধু। যে সকল গৃহস্থ অখিলবেদ এবং শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলেন, এবং সকল ভূতের উপকারী, তিনিও সাধু নামে অভিহিত হন।

যথালব্ধোঽপি সন্তুষ্টঃ সমচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হরিপাদাশ্রয়ো লোকে বিপ্রঃ সাধুরনিন্দকঃ॥
নির্ব্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥
লোভমোহমদক্রোধকামাদিরহিতঃ সুখী।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিশরণঃ সাধুঃ সহিষ্ণুঃ সমদর্শনঃ॥
সমচিত্তো মুনিঃ পূতো গোবিন্দচরণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতদয়ঃ কার্য্যে বিবেকী সাধুরুত্তমঃ॥
কৃষ্ণার্পিতপ্রাণশরীরবুদ্ধিঃ শান্তেন্দ্রিয়স্ত্রীসুতসম্পদাদিঃ।
আসক্তচিত্তঃ শ্রবণাদিভক্তির্যস্যেহ সাধুঃ সততং হরের্যঃ।
কৃষ্ণাশ্রয়ঃ কৃষ্ণকথানুরক্তঃ কৃষ্ণৈকমন্ত্রস্মৃতিঃ পূজনীয়ঃ॥"
(পদ্মপু° উত্তরখ° ৯৯ অঃ)

যিনি সাধুদিগকে পূজা করেন, তিনিও পূজনীয় এবং তাঁহার যম দর্শন হয় না অর্থাৎ তিনি নরক হইতে বিমুক্ত হন। সাধু সংস্পর্শে পাপ সমূহ বিনষ্ট হয়, অতএব সাধুসঙ্গমে যে কিরূপ পুণ্য হয়, তাহা অবর্ণনীয়। শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের ফল বিশেষভাবে অভিহিত হইয়াছে—

"যৎপূজায়াং ভবেৎপূজ্যো দৃষ্ট্বা ন যমদর্শনং।
পাপসঙ্ঘঃ স্পর্শনাচ্চ কিমহো সাধুসঙ্গমঃ॥
সাধূনাং হৃদয়ং ধর্ম্মো বাচো বো নঃ সনাতনাঃ।
কর্ম্মক্ষয়াণি কর্ম্মাণি যতঃ সাধুর্হরিঃ স্বয়ং।" (কল্কিপু° ৩০ অ°)

সাধুদিগের হৃদয় ও বাক্য ধর্ম্মস্বরূপ, সাধুগণ কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সাধুগণ যে আচার অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাই সদাচার, এই আচারই সকলের অবলম্বনীয়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে কলিকাল, স্ত্রী এবং শূদ্র ইহারা সাধু নামে অভিহিত। বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠ অংশ ২ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

সাধু (দেশজ) শূদ্রাদিবর্ণের উপাধিবিশেষ।

সাধু, একজন প্রাচীন কবি। ইনি নামমালা নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

সাধুখাঁ (দেশজ) উপাধি বিশেষ।

সাধুকর্ম্মন্ (ত্রি) সাধু কর্ম্ম যস্য। ১ উত্তম কর্ম্মকারী, যিনি বিশুদ্ধ কর্ম্ম করেন। (ক্লী) ২ উত্তম কর্ম্ম।

সাধুকারিন্ (ত্রি) সাধু-কৃ-ণিনি। উত্তম কর্ম্মকারী, বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী।

সাধুকীর্ত্তি, একজন জৈন কবি। ইনি শেষসংগ্রহনামমালা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

সাধুকৃৎ (ত্রি) সাধু করোতি কৃ-ক্বিপ্-তুকচ। বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী।

সাধুকৃত্য (ক্লী) সাধূনাং কৃত্যং। সাধুদিগের কৃত্য, সাধুদিগের কার্য্য, সৎকার্য্য, বিশুদ্ধকর্ম্ম।

সাধুচরণ (ত্রি) সাধু অর্থাৎ ন্যায্যবিষয়ের অনুষ্ঠান। (লাট্যা° ১।১।৬)

সাধুচরিত্র (ক্লী) সাধূনাং চরিত্রং। সাধুদিগের চরিত্র। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সাধুচরিত্র আলোচনা দ্বারা হৃদয় পবিত্র এবং ক্রমে পাপে অনাসক্তি হয়, এই জন্য সর্ব্বদা সাধুচরিত্র অনুশীলন করা বিধেয়।

সাধুজ (ত্রি) সাধো সংকুলে জায়তে ইতি জন-ড। উত্তম কুলোদ্ভব। (শব্দরত্না°)

সাধুজন (পুং) সাধুঃ জনঃ। উত্তম ব্যক্তি, সাধু মনুষ্য।

সাধুজাত (ত্রি) সুন্দর। শ্রীসম্পন্ন। উজ্জ্বল।

সাধুতা (স্ত্রী) সাধোর্ভাবঃ, তল্-টাপ্। সাধুত্ব, সাধুর ভাব বা ধর্ম্ম, সাধুর কার্য্য, সৌজন্য, শিষ্টতা, ভদ্রতা।

সাধুদত্ত, একজন প্রাচীন বণিক। (দিগ্বিজয়প্র°)

সাধুদর্শিন্ (ত্রি) সাধু-দৃশ-ণিনি; যিনি সাধু অর্থাৎ উত্তমরূপে দর্শন করেন, সাধুদ্রষ্টা।

সাধুদায়িন্ (ত্রি) সাধু-দা-ণিনি। উত্তমবস্তুদানকারী।

সাধুদেবিন্ (ত্রি) সাধু-দেব-ণিনি। উত্তমরূপে ক্রীড়াকারক, যাহারা উত্তমরূপে দ্যূতাদিক্রীড়া করিতে পারেন।

সাধুধী (স্ত্রী) সাধুধী র্যস্যাঃ। ১ শ্বশ্রু, শাশুড়ী। (হারাবলী) ২ সুন্দর বুদ্ধি। (ত্রি) ৩ সুন্দর বুদ্ধিবিশিষ্ট।

সাধুপুত্র (পুং) ১ সাধু এইরূপ পুত্র, উত্তম পুত্র, সৎপুত্র। ২ বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সাধুপুষ্প (ক্লী) সাধু চারু পুষ্পং যস্য। ১ স্থলপদ্ম। (শব্দমালা) ২ উত্তম কুসুম।

সাধুভাব (পুং) সাধুত্ব, উত্তমভাব।

"সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।" (গীতা ১৭।২৬)

সাধুমতী (স্ত্রী) ১ বৌদ্ধমতে ১০ম পৃথিবী। ২ তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ। (বৃহৎপত্তিবাদ)

সাধুমাত্রা (স্ত্রী) উত্তম মাত্রা। উপযুক্ত পরিমাণ।

সাধুয়া (অব্যয়) সাধু, উত্তম। "রথে তিস্রো বহন্তি সাধুয়া" (ঋক্ ১০।৩৩।২) 'সাধুয়া সাধু' (সায়ণ)

সাধুরত্ন সূরি (পুং) গ্রন্থকারবিশেষ।

সাধুবৎ (ত্রি) সাধু-মতুপ্ মস্য ব। সাধুগুণবিশিষ্ট, উত্তমগুণযুক্ত।

সাধুবাদ (পুং) সাধু-বদ ঘঞ্। প্রশংসাবাদ, ধন্যবাদ, সাধু সাধু এই কথা বলা।

সাধুবাদিন্ (ত্রি) সাধু বদতি বদ-ণিনি। ১ সাধুবাদপ্রদানকারী। ২ যিনি উত্তম বলেন।

সাধুবাহ (পুং) সাধুরুত্তমো বাহঃ। ১ বিনীতাশ্ব, সুশিক্ষিত অশ্ব। (হেম) ২ উত্তম বাহন।

সাধুবাহিন্ (পুং) সাধু উত্তমং, বহতীতি বহ-ণিনি। শোভনবহনশীল ঘোটক, পর্য্যায়—সুশিক্ষিতাশ্ব, বিনীত, সুষ্টুবাহনশীলক। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ সুন্দর ঘোটকবিশিষ্ট। ৩ সাধু বহনশীল, উত্তমরূপে যাহারা বহন করিতে পারে।

"তস্য ক্রুদ্ধঃ স নাগেন্দ্রো বহতঃ সাধুবাহিনঃ।"
(ভারত ৬।৪৬।৩৬)

সাধুবৃক্ষ (পুং) সাধুর্বৃক্ষঃ। ১ কদম্বগাছ। (শব্দচ°) ২ বরুণবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ শোভনতরু।

সাধুবৃত্ত (ত্রি) সাধু বৃত্তং চরিত্রং যস্য। সৎস্বভাববিশিষ্ট, উত্তম চরিত্র, সচ্চরিত্র।

সাধুবৃত্তি (স্ত্রী) সাধ্বী চাসৌ বৃত্তিশ্চেতি বা সাধোর্বৃত্তিঃ উত্তম জীবিকা। ২ সদ্বিবরণ। ৩ সুন্দর বর্ত্তন।

সাধুশীল (ত্রি) সাধু শীলং যস্য। সচ্চরিত্র। উত্তম চরিত্র।

সাধুসুন্দরগণি, শব্দরত্নাকররচয়িতা। ইনি সাধুকীর্ত্তি উপাধ্যায়ের শিষ্য। ইঁহার অপর নাম বাচনাচার্য্য।

সাধুসেন, যর্ম্মণি প্রদেশের একজন প্রাচীন রাজা।
(ভবিষ্যব্র°খ° ৫৬।১৮৪)

সাধ্বত (ক্লী) ১ ময়ূরসমূহ। ২ পণ্যবীথী। ৩ আতপত্র। (অজয়পাল)

সাধ্য (পুং) সাধ্যমস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। গণদেবতাবিশেষ। এই গণদেবতার সংখ্যা দ্বাদশ। ইহাদের নাম যথা মনঃ, মন্তা, প্রাণ, নর, অপান, বীর্য্যবান্, বিনির্ভয়, নয়, দংস, নারায়ণ, বৃষ ও প্রমুঞ্চ। এই দ্বাদশজন সাধ্যগণ।

"সাধ্যা দ্বাদশবিখ্যাতা রুদ্রাশ্চৈকাদশস্মৃতাঃ।
মনোমন্তা তথা প্রাণো নরোঽপানশ্চ বীর্য্যবান্।
বিনির্ভয়ো নয়শ্চৈব দংসো নারায়ণো বৃষঃ।
প্রমুঞ্চেতি সমাখ্যাতাঃ সাধ্যা দ্বাদশ পৌর্ব্বিকাঃ॥"
(অগ্নিপুরাণ, ভেদনামাধ্যায়)

শারদীয় দুর্গাপূজাকালে সাধ্যগণের পূজা করিতে হয়। (দুর্গাপূজাপ°) ২ দেব। ৩ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত একবিংশ যোগ, জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভযোগ, এই যোগে যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহা সুসিদ্ধ হয়। এই যোগে যে জাতক জন্মগ্রহণ করে, সেই জাতক অসাধ্য সাধন করে, এবং শূর, অতিধীর, শত্রুবিজয়কারী, বুদ্ধিপূর্ব্বক উপায় দ্বারা কার্য্য সাধনকারী ও বিনীত হয়।

"অসাধ্যসাধ্যঃ কিল সাধ্যজাতঃ
শূরোঽতিধীরো বিজিতারিপক্ষঃ।
বুদ্ধ্যাহ্যুপায়ৈঃ পরিসাধিতার্থঃ
পরং কৃতার্থঃ সুতরাং বিনীতঃ॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৪ মন্ত্রবিশেষ। গুরুর নিকট তন্ত্রোক্ত যে মন্ত্র গ্রহণ করা হয়, এই মন্ত্র চারি প্রকার, সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি। এই চারি প্রকার মন্ত্রের মধ্যে সিদ্ধাদি তিন প্রকার মন্ত্র গ্রহণীয়, ইহার মধ্যে সাধ্যমন্ত্র যথাবিধানে গ্রহণ করিয়া জপ ও হোমাদির অনুষ্ঠান করিলে অচিরে সুসিদ্ধ হয়। কোন্ মন্ত্র সিদ্ধ ইহা স্থির করিতে হইলে মন্ত্রের অক্ষর এবং নামের অক্ষর চারিটী কোষ্ঠে লিখিবে, তৎপরে প্রথম নামের অক্ষর হইতে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি, এইরূপ স্থির করিতে হইবে। গুরু, মন্ত্রবিচারকালে এই সকল বিচার করিবেন।

"নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রাদ্যমক্ষরং।
চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈকমিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ং॥

পুনঃ কোষ্ঠগকোষ্ঠেষু সব্যতো নাম আদিতঃ।
সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ক্রমাজ্‌জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ।
সুসিদ্ধো গ্রহণমাত্রেণ অরির্মূলং নিকৃন্ততি॥" (তন্ত্রসার)

(ত্রি) ৫ সাধনীয়, সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য। ৬ শক্য। ৭ জ্ঞেয়। ৮ প্রতিবিধেয়, প্রতিকারযোগ্য। ৯ নিবর্ত্তনীয়। ১০ জ্ঞেয়। ১১ প্রতিপাদ্য, সাধনার্হাভিমত, ইহার অপর নামপক্ষ।

"প্রতিজ্ঞাদোষনির্ম্মুক্তং সাধ্যং সংকারণান্বিতং।
নিশ্চিতং লোকসিদ্ধঞ্চ পক্ষং পক্ষবিদো বিদুঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

১২ অনুমিতিবিশেষ, সাধ্যতাবচ্ছেদক। যাহার অনুমিতি হয়, তাহাই সাধ্য, হেতু, সাধ্য, পক্ষ। হেতু দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অনুমান হইয়া থাকে। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে পর্ব্বত পক্ষ, বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু, ধূম এই হেতুদর্শনে পর্ব্বতরূপ পক্ষে সাধ্য বহ্নির অনুমান হইয়াছে। এই হেতু সাধ্য ও পক্ষ লইয়া নব্যন্যায়ে অনুমানখণ্ডে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই সাধ্যের বিষয় আলোচিত হইল। ধূমদর্শনে বহ্নিরই অনুমান হয়। বহ্নিদর্শনে ধূমের অনুমান হয় না, সুতরাং যে স্থলে অনুমিতি হয়, তথায় ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, এই জন্যই ধূমদ্বারা সাধ্য বহ্নির অনুমান হয়। যদি ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি না থাকিত, তাহা হইলে সাধ্যবহ্নির কখনই অনুমান হইত না। অনুমানদ্বারা যে বস্তু সাধিত অর্থাৎ প্রমাণিত হয়, তাহাই সাধ্য, সাধ্যের প্রমাণের জন্যই অনুমান প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যাপ্তিজ্ঞান ভিন্ন অনুমান হয় না। তত্ত্বচিন্তামণিতে ব্যাপ্তির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং' ইহার তাৎপর্য্য এই যে সাধ্যের অভাব যেখানে থাকে, সেখানে হেতু না থাকিলেও হেতুসাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহার অনুমিতি হয়, তাহাকেই সাধ্য কহে। যদ্দর্শনে অনুমিতি হয়, তাহার নাম হেতু। বহ্নিমান্ ধূমাৎ, এই খানে বহ্নি সাধ্য, হেতু ধূম। সাধ্য যে বহ্নি তাহার অভাব জলহ্রদাদিতে থাকে, সুতরাং তথায় ধূম থাকিতে পারে না। অতএব ধূম বহ্নিব্যাপ্য।

'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এস্থলে সাধ্য ধূম, অয়োগোলকে ধূমের অভাব আছে, অথচ তথায় বহ্নি আছে, অতএব বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই সুতরাং তথায় সাধ্যের অনুমান হয় না।

ধূমহেতু পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এই স্থলে বহ্নি সাধ্য, ধূম হেতু। কিন্তু এখানে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হয় নাই, সংযোগ সম্বন্ধেই বহ্নি সাধ্য হইয়াছে। পর্ব্বতে যে বহ্নি আছে, তাহা সংযোগ সম্বন্ধে আছে, ইহাই ধূমদ্বারা অনুমিত হইতেছে। কারণ বহ্নির অবয়বেই সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি থাকে, অবয়বভিন্ন আর সকল স্থলেই সংযোগসম্বন্ধে থাকে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না। যেখানে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে বা থাকিতে পারে, সেখানে সেই বস্তু সাধ্য হইবে, ইহা জানিতে হইবে। যেখানে যে বস্তুর সত্তা অসম্ভব, সেইখানে সেই বস্তু সাধ্য হইতে পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণে সাধ্যের অভাব বলিতে যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধেই সাধ্যের অভাব বুঝিতে হইবে। এই স্থলে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, অতএব সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই। সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ব্যাপ্তির কোনই বাধা হয় না।

বহ্নিমান্ এই স্থলে শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানসীয়বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হয় নাই, কারণ বহ্নিমান্ স্থলে কেবল বহ্নিরই অনুমান হয়, মহানসীয়বহ্নি রূপে অনুমান হয় না। পর্ব্বতে মহানসীয়বহ্নি নাই, এইরূপ প্রতীতি হইলেও একেবারে বহ্নি নাই, এইরূপ প্রতীতি হয় না। এই স্থলে শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই, অতএব শুদ্ধ বহ্নিত্বরূপেই বহ্নি পর্ব্বতে সাধ্য হইয়াছে। মহানসীয়বহ্নিত্ব রূপে সাধ্য হয় নাই। যেরূপে সাধ্য হইবে, সেইরূপে সাধ্যের অভাব স্থির করিতে হইবে। অতএব এই স্থলে হেতুদ্বারা সাধ্য বহ্নির অনুমান হইল। যে যে স্থলে এইরূপে হেতুদ্বারা যে বিষয় প্রমাণিত বা সাধিত হইবে, তাহাই সাধ্য পদবাচ্য। (তত্ত্বচিন্তা°) [ন্যায়দর্শন ও প্রমাণ দেখ।]

সাধ্যতা (স্ত্রী) সাধ্যস্য ভাবঃ। তল-টাপ্। সাধ্যত্ব, সাধ্যের ধর্ম্ম, সাধ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

সাধ্যতাবচ্ছেদক (ক্লী) সাধ্যতামবচ্ছিনত্তি অব-ছিদ-ণ্বুল্। অনুমিতিবিধেয়াংশভাসমানধর্ম্ম, সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মের বিশেষ কারক।

"সাধ্যতাবচ্ছেদকমিতি অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদকমিতি"
(সিদ্ধান্তল° জগদীশ)

এই শব্দ নৈয়ায়িকদিগের ভাষায়ই ব্যবহার হয়, অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা প্রভৃতি শব্দ উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলে ইহার অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সাধ্যের ধর্ম্ম সাধ্যতা, সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধ সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, সাধ্যঅংশে প্রতীয়মান ধর্ম্ম অর্থাৎ যেরূপে সাধ্য হয়, সেইরূপ বা ধর্ম্মের নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, কারণ ঐ সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ অর্থাৎ পরিচয় বা নিয়মন করে। সংযোগ ও সমবায়সম্বন্ধে সাধ্যতা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন। কারণ এক সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সমবায়। এইরূপে যে সম্বন্ধ ও ধর্ম্মদ্বারা সাধ্যতার অবচ্ছেদ হয়, তাহাকেই সাধ্যতাবচ্ছেদক কহে।

সাধ্যবৎ (ত্রি) সাধ্য-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সাধ্যবিশিষ্ট, সাধ্যযুক্ত, ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত, এই স্থলে পর্ব্বতে সাধ্য বহ্নি আছে এই সাধ্যবৎ।

সাধ্যবসানা (স্ত্রী) লক্ষণাশক্তিভেদ।

সাধ্যবসানিকা (স্ত্রী) লক্ষণাশক্তিবিশেষ। লক্ষণ—

"বিষয়স্থানিগীর্ণস্থান্তাদাত্ম্যপ্রতীতিকৃৎ।
সারোপাস্থান্নিগীর্ণস্থ মতা সাধ্যবসানিকা॥" (সাহিত্যদ° ২।১৭)

অনিগীর্ণ যে বিষয় অর্থাৎ স্বশব্দ দ্বারা অনুক্ত যে বিষয় তাহার অন্তশব্দদ্বারা আরোপ হইলে এই লক্ষণা হয়। [লক্ষণা শব্দ দেখ]

সাধ্যসম (পুং) হেত্বাভাসবিশেষ। ইহার লক্ষণ ন্যায়দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে যে, যে হেতু সাধ্যের ন্যায় সাধনীয়, তাহার নাম সাধ্যসম। কারণ তাহা সাধ্যেরই তুল্য। এই হেতুবাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই মত সিদ্ধ হওয়া চাই। বাদী যে হেতুর বলে সাধ্য সিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন, প্রতিবাদী সেই হেতুতে বিপ্রতিপন্ন হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী সেই হেতু অস্বীকার করিলে বাদীকে সাধ্যের ন্যায় হেতুও সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। একটী প্রবাদ আছে যে, 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি' নিজে যে অসিদ্ধ, সে কিরূপে অপরকে সাধিত করিবে, অর্থাৎ যেমন সে অপরকে সাধন করিতে পারে না, তদ্রূপ এই হেতুও সাধ্য সাধন করিতে পারে না। এই প্রকার হেতুই সাধ্যসম হেতু নামে অভিহিত। ইহার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে—মীমাংসকগণ ছায়া বা অন্ধকারকে দ্রব্য পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ইহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন, উহা দ্রব্য পদার্থ নহে, আলোক বা তেজের অভাব মাত্র। মীমাংসকগণ বলেন যে ক্রিয়া দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ, নৈয়ায়িকগণও ইহা স্বীকার করেন, ইহাতে মত বিরোধ নাই। এই ছায়ারও গতি ক্রিয়া আছে, কারণ কোনও ব্যক্তি আলোকের অভিমুখে গমন করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী ছায়াও গমন করে। সুতরাং এই গতিমত্ত্বহেতুদ্বারা মীমাংসকগণ ছায়ার দ্রব্যত্ব প্রতিপাদন করেন, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ছায়ার গতি স্বীকার করেন না। সুতরাং ছায়ার দ্রব্যত্বের ন্যায় তাহার গতিমত্ত্বরূপহেতুরও সাধন করিতে হয় বলিয়া ঐ হেতু সাধ্যসম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, পুরুষের ন্যায় বস্তুগতি অনুসারে ছায়ার গতি আছে, কিন্তু স্বভাবতঃ ছায়ার গতি নাই। দোষজন্য গতির ভ্রম হয়। ইহাতে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ছায়া কোন পদার্থ, গমনশীল পুরুষ আলোকের আবরক বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া পড়ে। ঐ স্থানে আলোকের অসন্নিধি বা অভাব আছে, ইহা অবিসংবাদী, অর্থাৎ এ বিষয়ে আর কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। পুরুষ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আলোকের অসন্নিধি বা অভাব উত্তরোত্তর অগ্রিম স্থানে উপলব্ধি হয়। এই জন্য পুরুষের ন্যায় ছায়াও ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়। অতএব ছায়ার গতি নাই, সুতরাং ছায়া দ্রব্য নহে। উহা আলোকের অসন্নিধি মাত্র। অতএব ছায়ার যে গতিমত্ত্বহেতু উহা সাধ্যসম, যে স্থলে হেতু এইরূপে সাধ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তথায় সাধ্যসম হেতু হয়। এই হেতুর নামান্তর অসিদ্ধ। কণাদ ইহাকেই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাপরিচ্ছেদেও ইহা অসিদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে। (ন্যায়দ°)

"সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ।" (ন্যায়দ° ১।২।৪৯)

[হেত্বাভাস শব্দ দেখ]

সাধ্যাভাব (পুং) সাধ্যস্য অভাবঃ। সাধ্যের অভাব, যে রূপে সাধ্য হয়, সেই রূপে সাধ্যের অভাব। নব্য নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় এই শব্দের অর্থ করিতে হইলে এইরূপ বলিতে হইবে যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানিরূপক অভাবই সাধ্যাভাবশব্দের অর্থ।

সাধারণ ব্যক্তি ইহাতে কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ইহার মধ্যে কি বুদ্ধিমত্তার যে পরিচালন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার না হইলে ইহা পরিস্ফুটরূপে বোধ হয় না, তথাচ ইহার বিষয় সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইল। সাধ্যের ধর্ম্মকে সাধ্যতা কহে। সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধিত হয়, তাহাই সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। কারণ ঐ সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ অর্থাৎ পরিচয় বা নিয়মন করে। সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এবং সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এক নহে ভিন্ন ভিন্ন, কারণ এক সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সংযোগ, অপর সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সমবায়। এইরূপ বহ্নিগতসাধ্যতা এবং ঘটগতসাধ্যতাও পরস্পর ভিন্ন। কারণ বহ্নিগতসাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক ধর্ম্ম বহ্নিত্ব, এবং ঘটগত সাধ্যতার নিয়ামক ধর্ম্ম ঘটত্ব। অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম যাহার অবচ্ছেদ করে, তাহাকে অবচ্ছিন্ন কহে। সাধ্যতার যেমন অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম আছে, তদ্রূপ প্রতিযোগিতারও অবচ্ছেদক, সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম আছে। সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতার নাম সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদক যে সংযোগ সম্বন্ধ তদবচ্ছিন্ন নহে। মহানসীয় বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে শুদ্ধ বহ্নিত্ব তদবচ্ছিন্ন নহে। অতএব পর্ব্বতে উক্ত দ্বিবিধ অভাব থাকিলেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির কোন ক্ষতি হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় সাধ্যাভাব বলিলে এইরূপ অর্থই প্রতীতি হয়। ব্যাপ্তির লক্ষণে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তির লক্ষণ করিয়া প্রত্যেক শব্দের অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা

করিয়া অতি দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে অধিক আর লিখিত হইল না।

সাধ্র (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চব্রা° ১৫।৫।২৮)

সাধ্বর্য্য (ত্রি) অতিশয় অনুরক্ত, বিশ্বস্ত। (ঋক্ ১০।৬৮।৩)

সাধ্বস (ক্লী) সাধূনস্যতীতি সাধু-অস-অচ্। ভয়, ত্রাস, শঙ্কা, মনের আকুলতা, ব্যাকুলতা। স্যতি নাশয়তীতি সো 'স্যতে-র্ধুক্' ইতি অসচ্ ধুকচ। ২ প্রতিমা। (উণ্ ৩।১১৭) ৩ গুণিকাঙ্গবিশেষ। (সাহিত্যদ° ৬।৫৫৬)

সাধ্বাচার (পুং) সাধূনামাচারঃ। সাধুদিগের আচার, সাধুগণ যে আচরণ করিয়া থাকেন। ১ শিষ্টাচার।২(ত্রি) ২ সাধুদিগের আচারবিশিষ্ট, উত্তমআচরণশীল।

সাধ্বী (স্ত্রী) সাধু ঙীষ্। ১ মেদা। (রাজনি°) ২ পতিব্রতা স্ত্রী। ইহার লক্ষণ—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" (হারীত)

যে স্ত্রী স্বামী দুঃখিত হইলে দুঃখিত, হৃষ্ট হইলে আনন্দিত, প্রোষিত অর্থাৎ বিদেশগমন করিলে মলিন ও কৃশ, এবং স্বামীর মৃত্যুতে তাহার অনুমৃতা হয়, তাহাকেই সাধ্বী কহে। মনুতে সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্ম এইরূপ অবিহিত হইয়াছে যে, সাধ্বী স্ত্রী পতি শীলরহিত, পরদাররত, বিদ্যাদিগুণবর্জ্জিত হইলেও তাঁহাকে উপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, যাহাতে স্বামীর কোনরূপ কষ্ট না হয়, এইরূপ আচরণ করা তাহার পক্ষে উচিত। সাধ্বী স্ত্রী কেবল পতিসেবা দ্বারাই ইহকালে সুখ এবং পরকালে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাহাদের আর পৃথক্ যজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি কিছুই নাই, যদি তাহার ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। নচেৎ স্বাধীনভাবে কোন কর্ম্মের অধিকার নাই। সাধ্বী স্ত্রী স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, তিনি পতিলোককামী হইয়া কখন তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতি মৃত হইলে হয় তাহার সহিত অনুমৃতা হইবেন, অথবা পুষ্পমূল ও ফলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন। কিন্তু কখনও পতি বিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণ করিবেন না। যতদিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মচারী হইয়া মধু, মাংস, মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। কৌমার ব্রহ্মচারিগণ যেরূপ একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সাধ্বীগণ সন্তান না থাকিলেও এই ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। যিনি কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করেন, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন এবং সাধুজনেরা তাহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন। সাধ্বী স্ত্রীগণ যেরূপ অবস্থায় থাকুন না কেন, সর্ব্বদাই প্রহৃষ্টমনে কালযাপন করিবেন, তিনি গৃহকর্ম্মে দক্ষ, এবং গৃহসামগ্রীসকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছিন্ন এবং ব্যয়বিষয়ে সদা অমুক্ত হস্ত হইবেন। পিতা বা পিতার অনুমতি অনুসারে ভ্রাতা যাহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাহার সুশ্রূষা এবং তাহার মৃত্যুর পর ব্যভিচারাদি দ্বারা তাহাকে উল্লঙ্ঘন না করা সাধ্বী স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামিপরতন্ত্রতাই তাহাদের একমাত্র কর্ম্ম। (মনু ৫ অ°)

যে সকল সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার সহিত অনুমৃতা না হন এবং যদি তাহার সন্তান না থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রতিদিন স্বামীর উদ্দেশে তর্পণ করিবেন এবং মৃততিথিতে সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন। সাধ্বী স্ত্রী এই পাতিব্রত্যধর্ম্মবলে পতিকে উদ্ধার এবং নিজেও পতির সহিত পতিলোকে বাস করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে সাধ্বী স্ত্রীদিগের বিশেষরূপ প্রশংসা অভিহিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধ্বী স্ত্রীগণ এক পাতিব্রত্য-ধর্ম্মবলে অসাধ্যসাধন করিয়া থাকেন। সাধ্বী সাবিত্রী তাহার পাতিব্রত্যবলে মৃতপতির পুনর্জীবন, শ্বশুরের রাজ্য, অপুত্রক পিতার শতপুত্রলাভরূপ বরলাভ করেন।

শাস্ত্রে সাধ্বী স্ত্রী মাতৃতুল্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং ইহারা সকল প্রাণীর উপকারিণী। অসাধ্বী স্ত্রী বৈরতুল্যা এবং সকলের সন্তাপদায়িনী।

"সাধ্বী স্ত্রী মাতৃতুল্যা চ সর্ব্বথা হিতকারিণী।
অসাধ্বী বৈরতুল্যা চ শশ্বঃ সন্তাপদায়িকা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতি° ২।২৫)

সাধ্বীক (ত্রি) অতিশয় সাধ্বী।

সানৎকুমার (ত্রি) সনৎকুমারসম্বন্ধীয়। সনৎকুমারপ্রোক্ত উপকরণ।

সানৎসুজাত (ত্রি) সনৎসুজাতের উপাখ্যান-সম্বলিত।

সানন্দ (পুং) আনন্দেন সহ বর্ত্ততে ইতি। ১ সঙ্গীতমতে ষোড়শধ্রুবকের অন্তর্গত ধ্রুবকভেদ।

"অষ্টাদশাক্ষরৈর্যুক্তা যশোহর্ষপ্রদো ধ্রুবঃ।
কঙ্কসংজ্ঞকে তানে সানন্দো বীরকে রসে॥" (সঙ্গীত দামোদর)

বীররস এবং কঙ্কসংজ্ঞকতানে অষ্টাদশ অক্ষর দ্বারাযুক্ত, যশ ও হর্ষপ্রদানকারী যে ধ্রুবক তাহাকে সানন্দ কহে। ২ গুচ্ছকরঞ্জ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ আহ্লাদযুক্ত, আনন্দবিশিষ্ট, আনন্দের সহিত বর্ত্তমান। (পুং) ৪ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিবিশেষ।

সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিতভেদে চারি প্রকার সমাধি।
"বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" (পাতঞ্জল ১।১৭) 'তৃতীয়বিচারবিকলঃ সানন্দঃ' (ব্যাসভাষ্য) আনন্দ-শব্দের অর্থ আহ্লাদ, ইন্দ্রিয়ের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গণই আনন্দ নামে অভিহিত। এই ইন্দ্রিয়গণকে অবলম্বন করিয়া চিত্তবৃত্তিধারারূপ যে সমাধি হয়, তাহাই সানন্দসমাধি। এই সমাধি হইলে সমাধির শেষ হইয়াছে বিবেচনা করা উচিত নহে। এই সমাধিতে সন্তুষ্ট থাকিবে, পরে তাহার পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। [সমাধি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সানন্দমিশ্র, বৃত্তরত্নাবলীর বৃত্তমুক্তাবলীটীকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সানন্দ মুনি, একজন জৈন সাধু।

সানন্দনী (স্ত্রী) নদীভেদ (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।১৯)

সানন্দূর (পুং) তীর্থভেদ। বরাহপুরাণে সানন্দূরতীর্থমাহাত্ম্য নামাধ্যায়ে এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ ও কর্ত্তব্যতার বিষয় বিশেষ অভিহিত হইয়াছে। ধরণী বরাহদেবকে এই তীর্থের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, মলয়ের দক্ষিণে ও সমুদ্রের উত্তরদিকে এই তীর্থ অবস্থিত। এই তীর্থে নাতি উচ্চ ও নাতিনীচ মদীয় প্রতিমা আছে, এই প্রতিমা অতিশয় আশ্চর্য্যরূপবিশিষ্টা, কেহ ইহাকে কাংস্যময়ী কেহ লৌহময়ী, কেহ শিলাময়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই স্থানে মধ্যাহ্নকালে সুবর্ণপদ্ম দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানে অতিশয় পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মসর নামে এক সরোবর আছে। এই সরোবরের একটী বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে মধ্যাহ্নকালে এই সরোবরের ধারা পতিত হয়, কিন্তু মধ্যাহ্নবিগমে এই ধারা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই তীর্থ-সরোবরে স্নান-তর্পণ ও দান বিশেষ পুণ্যজনক। যিনি এই স্থানে স্নানাদি করিয়া উক্ত প্রতিমার অর্চ্চনা করেন, তিনি ইহলোকে নানা-প্রকার সুখসম্পদ্ ভোগ করিয়া অন্তকালে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। (বরাহপু° সানন্দূরমাহাত্ম্যনামাধ্যায়)

সানসি (পুং) সন্নতে দীয়তে দক্ষিণাত্বর্থমিতি বণ্ দানে (সানসি বর্ণসীতি। উণ্ ৪।১০৭) ইতি অসি প্রত্যয়েন সাধু। ১ স্বর্ণ। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ২ সংভজনীয়। "পৃণাক্ষি সানসিং ক্রতুং" (ঋক্ ১০।১৪০।৪) 'সানসিং সংভজনীয়ং' (সায়ণ)

সান্‌সিয়া, চৌরবৃত্তিজীবী অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। মনু-সংহিতায় শ্বপাক নামে যে নগরবাহ্য জাতির উল্লেখ আছে, অনেকে এই সান্‌সিয়াদিগকে সেই প্রাচীনতম যুগের শ্বপাক নামক জাতির ক্ষীণসূত্র বলিয়া অনুমান করেন। ইহারা ভ্রমণশীল, কখনও একস্থানে বাস করে না। মৃতশবাদির ছিন্নবাস ইহাদের পরি-ধেয় এবং আহার্য্যও অতি কদর্য্য। আচার ব্যবহারে ইহারা অনেকাংশে ডোম, কাঞ্জর, বেরিয়া, হাবুরা ও ভাতু প্রভৃতি জাতির অনুরূপ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটী উচ্চ অঙ্গের কার্য্য দেখা যায় যাহা ডোম বা অপর অন্ত্যজ জাতির মধ্যে নাই। অনেক স্থলে ইহারা ভাটের কার্য্য করে এবং অনেক জাট পরিবারের বংশানুকীর্ত্তনের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র সান্‌সিয়ার-ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে।

এই জাতি সমাজে অনার্য্য ও হেয় বলিয়া গণ্য হইলেও ইহাদের কোন কোন শাখা আপনাদিগকে মাট জাতির একটী থাক বলিয়া পরিচিত করে। কিন্তু মাটেরা ইহাদের এরূপ কোন সম্বন্ধই স্বীকার করে না। অপর একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে রাজপুত জাতির অগ্নিকুলোৎপত্তিকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এই জাতির উৎপত্তি হয়। প্রবাদ আছে, চৌহান রাজপুতগণ স্বয়ং উৎপন্ন হইলে আপনাদের যশঃকীর্ত্তিকাহিনী বর্ণন করিবার নিমিত্ত সান্‌সিয়া জাতির সৃষ্টি করেন। এই জাতির আদি পুরুষের নাম সংসমল্ল বা সাহসমাল। তাহার তিন পুত্র ছিল ঐ পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রাতে ছাচ (দুগ্ধের চাঁচী খাইবার সময় জন্মে বলিয়া তাহার বংশধরগণ ছাচ্‌ডিহা, মধ্যম মধ্যরাত্রে "করখণ্ড" নামে অভিহিতসময়ে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া করখণ্ড এবং কনিষ্ঠ দ্বিপ্রহর কালে মহিষের দোহন-সময়ে জন্মে বলিয়া ভইস নামে আখ্যাত হয়। এই ভইসশাখার সহিত বেরিয়া কাঁজর জাতির সংস্রব আছে।

অন্য একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, সংস বা সহাংশ সিংহ নামে একজন রাঠোর রাজপুত হইতে এই জাতি উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। এক সময়ে দারুণ বর্ষার বারিপাতে তাহার গৃহ ভূমিসাৎ হয়। অর্থাভাবে সংস উহাকে আর পুনর্গঠন করিতে সমর্থ না হইয়া পুত্রাদি সহ নগরের বহির্দ্দেশ পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করে। ঐ পুত্রত্রয়ের নাম চণ্ডুসিংহ, গণ্ডুসিংহ ও বেরিসিংহ। ইহারাও অর্থাভিক্ষ্য নিবন্ধন আর স্বজাতিসমাজে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইল না বনভূমি আশ্রয় করিয়া উদরান্নের চেষ্টায় বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বনমধ্যে খস্‌খস্ তৃণ সংগ্রহ ও গোসাপ মাকড় ধরাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা হইল। বেরিসিংহের বংশীয় স্ত্রীলোকেরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল, তাহারাই বর্ত্তমানে বেরিয়া নামে খ্যাত। চণ্ডুসিংহের বংশধর চণ্ডুবাল ও গিন্দু সিংহের সন্তানসন্ততি গন্দিয়া নামে আখ্যাত।

উপরি কথিত গল্পমূলে কিছুমাত্র সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয় না; তবে উহা হইতে এই মাত্র জানা যায় যে, মধ্য দোয়াবের বেরিয়া, উত্তর দোয়াবের গিন্দিয়া, হাবুরা বা ভাতু মথুরা ও ভরতপুরের রাদিয়া বা রাধুয়া কাঁজর এবং রাজপুতনা

ঘর খুলু প্রভৃতি শাখার সানসিয়ারা এক একটী স্বতন্ত্র বৃত্তি লইয়া তত্তদ্‌নামে পরিচিত হইয়াছে। আরও একটী কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, সংশমন ও মলনুর নামে দুই ভ্রাতা ছিল। প্রথমোক্ত হইতে সানসিয়া ও কাঁজর এবং শেষোক্ত হইতে বেরিয়া বা কোলহাটী, ডোম ও মাঙ্গ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই জাতি সমাজে এরূপ নিন্দনীয় হইলেও কোন কোন স্থলে ইহারা জাট অথবা চৌহান রাজপুতদিগের বংশশাখা কীর্ত্তনকারী ভাটের স্থলাভিষিক্ত আছে। এই ভাট সান্‌সিয়া-দিগের অনেকে ভরতপুরই আপনাদের আদিভূমি বলিয়া স্বীকার করে এবং বলে যে, তাহারা বহুপূর্ব্বকাল হইতেই ভরতপুরের আদি-রাজবংশের চরিতকীর্ত্তক। পঞ্জাব প্রদেশের হুসিয়ারপুর জেলায় এখনও এই ভাট-শ্রেণীর সান্‌সিয়ারা জাটদিগের নিকট হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে। তথাকার প্রায় প্রত্যেক জাটপরিবারের একটী সংশী বংশকীর্ত্তকরূপে নিযুক্ত আছে। মালব ও মাঝা নামক স্থানবাসী জাটদিগের ধারণা বংশেতিহাসকীর্ত্তনে মিরাসীদিগের অপেক্ষা এই সংশীরাই সমধিক পারদর্শী। বিবাহকালে সংশীরা আসিয়া বর ও কন্যাপক্ষের বংশগাথা কীর্ত্তন করে। ঐ জন্য তাহাদের একটী নির্দ্ধারিত পাওনা আছে। যদি তাহাদের ঐ পাওনা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা বর বা কন্যা কর্ত্তার শস্যক্ষেত্র জ্বালাইয়া দিয়া ইহার প্রতিশোধ লয়। সান্‌সিয়াদিগের এই ভাটবৃত্তি দেখিয়া মনে হয় যে তাহারা এক সময়ে উচ্চ বর্ণের ছিল, আচার ও সংস্রবদোষে ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িয়াছে।

ইহারা স্ব স্ব থাকে বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু এক থাক অন্য থাকের কন্যা গ্রহণ করিতে পারে। জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাতবংশের পুত্রকন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ! তবে কোন কোন স্থলে তত্তদ্‌ পারবারের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধের পর তিন পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহসম্বন্ধ করিতে পারা যায়। ইহারা প্রায়ই এক গ্রামের মধ্যে বিবাহ করে, কিন্তু অন্য গ্রাম হইতে কন্যাহরণ কারয়া আনাই ইহাদের বিশেষ মনোমত বিবাহ বলিয়া বোধ হয়। কখন কখন ইহারা অপর নিম্নশ্রেণীর কন্যা লইয়াও বিবাহ করে। এইরূপ ভিন্নজাতীয়কন্যা বিবাহ করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে জাত্যন্তর করিয়া লইতে হয়। অন্যজাতীয় ব্যক্তি সান্‌সিয়া সমাজে আসিয়া পানভোজন করিলে সান্‌সিয়া হইয়া যায়। বিবাহের মদ্য পানই একটী প্রধান অঙ্গ।

ফুফাই (পিশা) ইহাদের বিবাহসম্বন্ধ করে, কিন্তু জামাতা (ধিয়ান) অথবা শ্যালকাদি (মান) বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহাদের কন্যার সংখ্যা অতি অল্প; এই কারণে অপরের কন্যা বিবাহ করিতে হইলে বিস্তর পণ লাগে। বিবাহপ্রথা সর্ব্বতোভাবে কাঁজরদিগের ন্যায়। বিবাহকালে বরকন্যাকে হরণ করিবার ভাণ করে এবং কন্যা যদি সহজে আত্মসমর্পণ না করে, তাহা হইলে বর তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া বিবাহকালে নির্ম্মিতমঞ্চের মাড়ো চারি ধারে ৭ বার প্রদক্ষিণ করে এবং সীমন্তে সিন্দুর দিয়া দেয়। ইহাই বিবাহের শেষ-অনুষ্ঠান। বিধবা বিবাহ আছে, ইহাতে উক্তরূপ কোন আচরণ অনুষ্ঠিত হয় না। বিধবার স্বামিকুলে তাহার পূর্ব্ব প্রদত্ত পণের টাকা ফিরাইয়া দিলে যে কেহ ঐ বিধবাকে গ্রহণ করিতে পারে। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে যদি দেবর বিবাহ করে, তাহা হইলে আর ঐরূপ পণ ফিরাইয়া দিতে হয় না।

বনে বনে ভ্রমণশীল সান্‌সিয়ারা শবদেহ নিবিড় জঙ্গলে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু সাধারণে প্রায়ই কবর দেয়। আলিগড়ের চণ্ডুবাল সান্‌সিয়ারা শবদাহ করে। ইহাদের সমাধিপ্রথা মুসলমানের ন্যায়, তবে শবানুগমন নাই। চারিজন লোকে খাটিয়ায় মৃতদেহ তুলিয়া গোবস্থানে আনে। এখানে শবদেহ পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ভাবে শোয়াইয়া পুতিয়া ফেলা হয়। মস্তক পশ্চিমদিকে থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইলে স্নানান্তে সকলে গৃহে আগমন করে। মৃতাশৌচধারী চারি দিন একাকী থাকে ও স্বহস্তে রাঁধিয়া খায়। ভোজনের পূর্ব্বে সে প্রতিদিন মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে একটী করিয়া ভক্তপিণ্ড গৃহপ্রাঙ্গণে রাখিয়া আইসে। চতুর্থাহে শ্রাদ্ধোপলক্ষে স্বজাতীয়গণের ভোজ দেওয়া হয়। বিংশ ও চত্বারিংশদ্দিবসে কাঁধকাটাদিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

ইহারা এক ঈশ্বরকে ভগবান্‌, পরমেশ্বর বা নারায়ণ বলিয়া জানে। আর্ত্ত বা বিপদাপন্নব্যক্তি দেবী কালিকার পূজা দেয়। ভূতযোনির প্রভাবে ইহারা যে নিরন্তর কষ্ট পায়, ইহাতে ইহাদের খুব বিশ্বাস আছে; এই জন্য মধ্যে মধ্যে ইহারা ভূতযোনিদিগের তৃপ্ত্যর্থ খাদ্যাদি উৎসর্গ করে। শ্রাদ্ধ সম্পর্কে ইহাদের কোন কৃত্য নাই। তবে পর্থালোগ (প্রেতলোকস্থ পুণ্যাত্মা)দিগের-প্রীতির জন্য ইহারা মধ্যে মধ্যে কুমারীভোজ দেয়। জলেশ্বর ও আমরোহার মিঞা সাহেবের প্রতিও ইহারা বিশেষ ভক্তিমান।

গঙ্গার পবিত্র বারিস্পর্শ অথবা পুত্রের শিরোদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক শপথকরাকে ইহারা বিশেষ গুরুতর বলিয়া মনে করে। নিম্নলিখিত প্রকারে আচরিত শপথগুলি তাহাদের বিবেচনায় গুরুতর ১ মুরগী কাটিয়া তাহার রক্ত-ভূমিতে ফেলিতে ফেলিতে শপথ; ২ একটী পাত্রে মদ্য রাখিয়া তাহাতে লবণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহা মৃত্তিকায় ফেলিয়া শপথ এবং ৩ একটী অশ্বত্থপত্র হস্ততালুতে মর্দ্দন করিয়া শপথ। যদি কোন স্ত্রীলোক

অসচ্চরিত্রা হয় তাহা হইলে তাহার হস্তের তালুতে উপরি উপরি ৫টী অশ্বত্থপত্র সাজাইয়া তাহাকে একটী উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা লইয়া পাঁচ পা যাইতে বলে, যদি উহাতে তাহার হাত পুড়িয়া না যায় তাহা হইলে সে সতী এবং পুড়িয়া গেলে সে সমাজের চক্ষে দোষী বলিয়া বিবেচিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই চৌর্য্যনির্ব্বাহ করিতে ইহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া থাকে। এক একটী দল তাহাদের নেতাদিগের নামে পরিচিত। অনেক সময়ে পুরুষেরা চৌর্য্যসাধনকালে পুলিশের হস্তে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। এই কারণে অনেকগুলি দলের নেত্রীরূপে দণ্ডায়মান হইয়া সর্দ্দারপত্নীগণই দল চালায় এবং সাধারণ লোকে তাহাদের বাক্যে বিশেষ আস্থা রাখিয়া আদেশ পালন করিয়া থাকে।

সানা (দেশজ) শান দেওয়া, অস্ত্রাদির ধার মন্দ হইলে সানদিলে উহা তীক্ষ্ণ হয়।

সানাই (দেশজ) বংশীবিশেষ, সানিকাশব্দের অপভ্রংশ। এই বংশীবাদ্য অতি মধুর। ইহা সাধারণতঃ রৌসনচৌকী নামে অভিহিত হয়। নহবত, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যের সহিত ইহা বাজান হইয়া থাকে।

সানাথ্য (ক্লী) সনাথ ভাবে ষ্যঞ্। সনাথের ভাব, নাথযুক্ততা।

সানি, মুসলমান ফকিরসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা সানীন্ বা সাঈন্, সাই নামে পরিচিত। পঞ্জাব প্রদেশে শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে গুলাবদাসী বা সাঈ নামে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আছে। ইহারা ঈশ্বরের সত্ত্বা স্বীকার করে না। আত্মার নিরন্তর তৃপ্তিসাধন ও ভোগসুখই ইহাদের মূল মত। ইহারা পঞ্চপান, স্ত্রী সহবাস ও অন্যান্য দৈহিক সুখভোগে দিন যাপন করে। ব্যভিচার ও অন্যান্য কুক্রিয়া যদি সুখের জনক হয় তাহা হইলে তাহারা তৎকার্য্য সাধন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই নামে অভিহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের কোন সামঞ্জস্য বা সম্পর্ক নাই। দুইটী সম্প্রদায়ই আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ পৃথক্॥

সানিকা (স্ত্রী) সনতি সুস্বর মতি ষণ দানে ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। বংশী, বাঁশী, সানাই, (শব্দরত্না°) সানিন্ (ত্রি)

সানু (পুং ক্লী) সন্যতে সেব্যতে মুনিপ্রভৃতিভিরিতি সন-সেবায়াং (দৃসনি জনীতি। উণ্ ১।৩) ইতি ঞুণ্। পর্ব্বতসম ভূভাগ, পর্য্যায় স্নু, প্রস্থ, গিরিতট (অমর) ২ বন। ৩ বাত্যা। ৪ মার্গ। ৫ অগ্র। ৬ কোবিদ, পণ্ডিত। (মেদিনী) ৭ অর্ক, সূর্য্য। ৮ পল্লব। (জটাধর)

সানুক (ত্রি) সমুচ্ছ্রিত, অত্যুন্নত। "মর্ত্তঃ সানুকো বৃকঃ" (ঋক্ ২।২৩।৭) 'সানুকঃ সমুচ্ছ্রিত সানুঃ সমুচ্ছ্রিতমিতি যাস্কঃ' (সায়ণ) সানু-স্বার্থে কন্। ২ সানু শব্দার্থ।

সানুকম্প (ত্রি) অনুকম্পয়া সহ বর্ত্তমানঃ। অনুকম্পার সহিত বর্ত্তমান, অনুকম্পাযুক্ত, দয়াবিশিষ্ট।

সানুকূল্য (ত্রি) আনুকূল্যের সহিত বর্ত্তমান। আনুকূল্যযুক্ত। (ক্লী) ২ আনুকূল্য। পথের সঙ্কটকালে যে সাহায্য।

"সাহায্যং সঙ্কটে যৎ স্যাৎ সানুকূল্যং পরস্য চ।" (সাহিত্যদ° ৬।৪৯২)

সানুক্রোশ (ত্রি) অনুক্রোশের সহিত বর্ত্তমান, অনুক্রোশযুক্ত।

সানুগ (ত্রি) অনুগ অর্থাৎ অনুগামীর সহিত বর্ত্তমান, অনুগযুক্ত। ২ সানুদেশে গমনকারী।

সানুচর (ত্রি) অনুচরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অনুচরের সহিত বর্ত্তমান, অনুচরবিশিষ্ট। সানৌ চরতীতি চর-ট। ২ সানুদেশে বিচরণকারী, যাহারা পর্ব্বতের সমতট ভূমিতে বিচরণ করে।

সানুজ (ক্লী) সানৌ জায়তে ইতি জন-ড। ১ প্রপৌণ্ডরীক, চলিত পুণ্ডরিয়াগাছ। (পুং) ২ তুম্বুরু বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ অনুজের সহিত বর্ত্তমান, অনুজবিশিষ্ট, অনুজযুক্ত।

সানুতাপ (ত্রি) অনুতাপেন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুতাপযুক্ত, অনুতাপবিশিষ্ট, অনুতপ্ত।

সানুনয় (ত্রি) অনুনয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুনয়যুক্ত, অনুনয়বিশিষ্ট, অনুনীত।

সানুনাসিক (ত্রি) অনুনাসিক বর্ণের সহিত বর্ত্তমান, ব্যাকরণ মতে ঙ,ঞ, ণ, ন, ম এই সকল বর্ণ অনুনাসিক, এই সকল বর্ণের সহিত যে বর্ণ, তাহাকে সানুনাসিক কহে।

সানুনাসিক্য (ত্রি) সানুনাসিকবর্ণবিশিষ্ট।

সানুপ্রস্থ (পুং) বানরভেদ। (রামা ৫।১।৩৯)

সানুপ্রাস (ত্রি) অনুপ্রাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুপ্রাস অলঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান, অনুপ্রাস অলঙ্কারযুক্ত।

"যয়া কয়াচিচ্ছ্রুত্যা যৎ সমানমনুভূয়তে।
তদ্রূপাহি পদাসক্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহা॥" (কাব্যাদর্শ ১।৫২)

কাব্যাদর্শে শ্রুত্যনুপ্রাস সানুপ্রাস নামে অভিহিত হইয়াছে। 'সানুপ্রাসা শ্রুত্যনুপ্রাসবতী, সৈব রসাবহা রসব্যঞ্জিকা' (কাব্যাদর্শটীকা) কণ্ঠতাল্বাদির একস্থানোচ্চার্য্য বর্ণ দ্বারা যে স্থানে ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হয়, তথায় শ্রুত্যনুপ্রাস হয়। [শ্রুত্যনুপ্রাস দেখ]

সানুবন্ধ (ত্রি) অনুবন্ধের সহিত বর্ত্তমান, অনুবন্ধযুক্ত, অনুবন্ধবিশিষ্ট, আরম্ভযুক্ত।

সানুমৎ (পুং) সানুর্বিদ্যতেঽস্যেতি সানু-মতুপ। সানুবিশিষ্ট পর্ব্বত।

সানুমান (ত্রি) অনুমানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুমানের সহিত বর্ত্তমান, অনুমান প্রমাণবিশিষ্ট, যাহা অনুমান প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে।

সানুমানক (পুং) পুণ্ডরীকবৃক্ষ, পুণ্ডরিয়াগাছ। (বৈদ্যকনি°)

সানুরাগ (ত্রি) অনুরাগের সহিত বর্ত্তমান, অনুরাগযুক্ত, অনুরাগবিশিষ্ট।

সানুরুহ (ত্রি) ১ পর্ব্বতসানুদেশস্থিত। সুতরাং মনোরম। (রামা° ৩।৭৯।৪৪)

সানুবক্রগ (ত্রি) অনুবক্রগতিবিশিষ্ট (গ্রহাদি,। (সূর্য্যসি° ২।১৩)

সানুশয় (ত্রি) অনুশয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুশয়যুক্ত, অনুশয়ের সহিত বর্ত্তমান, অনুতাপবিশিষ্ট।

সানুষক্ (অব্য°) সানুষঙ্গ, সাতত্য। "অর্কেষু সানুষগসৎ" (ঋক্ ১।১৭৬।৫) 'সানুষক্ সানুষঙ্গঃ সাতত্যং' (সায়ণ)

সানুষ্টি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

সানুস্বার (ত্রি) অনুস্বারের সহিত বর্ত্তমান। অনুস্বারযুক্ত, সানুস্বার বর্ণ গুরু হয়।

"সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণসংযোগপূর্ব্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

সানূপ (ত্রি) অনূপ, সজল দেশের নাম অনূপ, অনূপের সহিত বর্ত্তমান।

সানেয়িকা (স্ত্রী) সানেয়ী-স্বার্থে কন্। বংশীভেদ, চলিত সানাই।

সানেয়ী (স্ত্রী) বংশী। (শব্দরত্না°)

সান্ত (ত্রি) অন্তের সহিত বর্ত্তমান, অন্তযুক্ত, অন্তবিশিষ্ট।

সান্তক (ত্রি) অন্তকেন সহ বর্ত্তমানঃ। অন্তকযুক্ত, অন্তকবিশিষ্ট, অন্তকের সহিত বর্ত্তমান।

সান্ততিক (ত্রি) সন্ততিসম্বন্ধীয়।

সান্তপন (ক্লী) সন্তপতীতি সম্-তপ-ল্যুট্, ততঃ স্বার্থে অণ্। ব্রতবিশেষ, কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত। পাপক্ষয়ের জন্য এই ব্রতানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। সান্তপন ও মহাসান্তপনভেদে ইহা দুই প্রকার। এই ব্রতানুষ্ঠানপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে যে এক দিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক একত্র করিয়া ভোজন করিয়া থাকিবে, তৎপর দিন নিরম্বু উপবাস করিতে হয়, এইরূপ আচরণ করিলে ইহাকে কৃচ্ছ্রসান্তপন কহে।

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকং।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতং॥" (মনু ১১।২১৩)

যদি এই সকল দ্রব্য একত্র না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোজন করা হয় অর্থাৎ প্রথম দিনে কেবল মাত্র গোমূত্র, দ্বিতীয় দিনে গোময়, তৃতীয় দিনে দুগ্ধ, চতুর্থ দিনে দধি, পঞ্চম দিনে ঘৃত এবং ষষ্ঠদিনে কুশোদকপান করিয়া থাকিবে, আর কিছুই ভোজন করিবে না, সপ্তমদিনে নিরম্বু উপবাস এইরূপ করিলে তাহাকে মহাসান্তপন কহে।

"কুশোদকঞ্চ গোক্ষীরং দধি মূত্রং শকৃদ্ঘৃতং।
জগ্ধা পরেঽহ্ন্যুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরন্॥
পৃথক্সান্তপনদ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসিকঃ।
সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনং স্মৃতং॥" (মনুটীকায় কুল্লূক)

গরুড়পুরাণে ১০৫ অধ্যায়ে সান্তপনব্রতের বিধানও এইরূপ আছে। মনুতে লিখিত আছে যে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক জাতিভ্রংসকর পাপানুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি সপ্তাহ মধ্যে সান্তপন-ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, ইহা দ্বারা তাঁহার পাপনাশ হইবে। (ত্রি) ২ সন্তাপক। "সান্তপনা ইদং হবিঃ" (ঋক্ ৭।৫৯।৯)

'সান্তপনাঃ শত্রূণাং সন্তাপকাঃ' (সায়ণ)

সন্তপনশ্চ সূর্য্যস্তেদামিতি অণ্। ৩ সূর্য্য সম্বন্ধী।

"সান্তপনশ্চ গৃহমেধী চ" (শুক্লযজুঃ ১৭।৮৫)

'সান্তপনঃ সূর্য্যস্তৎসম্বন্ধী সান্তপনঃ' (বেদদীপ°)

৪ ঋষিভেদ।

সান্তপনায়ন (পুং) সান্তপনের গোত্রাপত্য।

সান্তপনীয় (ত্রি) মরুৎসান্তপনসম্বন্ধীয়। (শতপথব্রা° ১১।৫।২।৪)

সান্তর (ত্রি) অন্তরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। বিরল, ব্যবধানবিশিষ্ট, তফাৎ। (জটাধর) ২ অন্তরের সহিত বর্ত্তমান, সাবকাশ। ৩ সছিদ্র, গর্ত্তযুক্ত।

সান্তরতা (স্ত্রী) সান্তরের ভাব বা ধর্ম্ম, যে সকল গুণ থাকিলে জড় বস্তুর পরমাণুসমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবকাশ বা অন্তর থাকে, তাহাকে সান্তরতা কহে।

সান্তরপ্লুত (ক্লী) প্লুত গতিবিশেষ। প্লবের অন্তর অর্থাৎ লম্ফ প্রদানের পর যেরূপ অন্তর গতি তাহার নাম সান্তরপ্লুত।

"প্লবনান্তরিতা গতিঃ" (মহাভারত নীলকণ্ঠ ৭।৪৪৪৪)

সান্তরায় (ত্রি) অন্তরায়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অন্তরায়ের সহিত বর্ত্তমান, অন্তরায়যুক্ত, অন্তরায়বিশিষ্ট।

সান্তর্দ্দেশ (ত্রি) অন্তর্দ্দেশেন সহ বর্ত্তমানঃ। অন্তর্দ্দেশের সহিত বর্ত্তমান, মধ্যদেশবিশিষ্ট।

সান্তঃস্থ (ত্রি) অন্তঃস্থ স্বরবর্ণযুক্ত। (ঋক্প্রাতি° ১৪।৫)

সান্তান (ত্রি) সন্তান-অঞ্। ১ সন্তান সম্বন্ধীয়। ২ পারিজাত-মাল্য সম্বন্ধীয়।

সান্তানিক (ত্রি) সন্তান জন্য, অপত্যের নিমিত্ত।

"সান্তানিকং বক্ষ্যমাণমধ্বগং সর্ব্ববেদসং।
গুর্ব্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ॥" (মনু ১১।১)

২ সন্তান সম্বন্ধীয়।

সান্তাপিক (ত্রি) সন্তাপায় প্রভবতি সন্তাপ (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সন্তাপদায়ক, পীড়াদায়ক।

সান্তাপিল্লী (চান্টাপিল্লী), মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগা-পাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। কোনন্দপয়েন্ট হইতে পাঁচ

মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮°২´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৪২´ •´´ পূঃ। এখানে একটী গণ্ডশৈলোপরি একটী লাইট হাউস বা আলোঘর আছে। বিমলীপত্তন বন্দরে প্রবেশকারী পোতসকলকে সমুদ্রগর্ভস্থ পর্ব্বত হইতে সতর্ক রাখিবার জন্য উহা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। সমুদ্রগর্ভে ১৪ মাইল দূর হইতে ইহার আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সান্তাল (সাঁওতাল) পরগণা, বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাগলপুর বিভাগের এলাকাভুক্ত একটী জেলা। এই জেলা ২৩° ৪৮´ ও ২৫° ১৯´ উত্তর অক্ষরেখার এবং ৮৬° ৩০´ ও ৮৭° ৫৮´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা মধ্যে অবস্থিত। জেলার পরিমাণ ৫৪৫৬ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া, পূর্ব্বে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম, দক্ষিণে বর্দ্ধমান ও মানভূম এবং পশ্চিমে হাজারিবাগ ও ভাগলপুর জেলা। জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমার কিয়দংশে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণ সীমা দিয়া বরাকর ও অজয়নদ প্রবাহিত। এই পরগণার লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ। দুমকা সহর ইহার প্রধান শাসনকেন্দ্র বা সদর।

প্রাকৃতিক পরিচয়।—তিন প্রকার বিভিন্ন ভূভাগ এই জেলায় দৃষ্ট হয়। জেলার পূর্ব্বভাগ অত্যন্ত পার্ব্বত্য ; গঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া নুনবিল নদী পর্য্যন্ত প্রায় এক শত মাইল দীর্ঘ একটী পর্ব্বতমালা বিরাজিত আছে। এই শৈলশ্রেণীর পশ্চিমস্থিত ভূমিখণ্ড অতিশয় বন্ধুর ; এই ভূভাগের কোন স্থান অত্যন্ত উচ্চ, আবার কোন স্থান বা অতিশয় নিম্ন। তদ্ভিন্ন লুপ লাইনের পার্শ্বস্থিত ভূমিখণ্ড পলিমাটি পূর্ণ বলিয়া উর্ব্বরা। বন্ধুর প্রদেশের অধিকাংশ স্থলই বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। জেলার স্থানে স্থানে কয়লার খনি আছে। জেলার সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পর্ব্বত প্রায়ই নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছাদিত ; অধিকাংশই মনুষ্য ও জীবজন্তুর অগম্য। রাজমহলগিরি এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইহার মোরী ও সেন্দগরস নামে গিরিশৃঙ্গদ্বয় প্রায় ২০০০ ফিট উচ্চ। নৌকাদি চালনযোগ্য কোন নদী এই জেলায় নাই। এই জেলার প্রায় সকল নদীই হয় গঙ্গায় নতুবা ভাগীরথীতে পড়িতেছে। ইহাদিগের মধ্যে গুমানী, মোরল, বংশলোই, ব্রাহ্মণী ও মৌরাক্ষী নদীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৌরাক্ষীই এই জেলার সর্ব্বপ্রধান নদী; নুনবিল, অজয় ও বরাকর, মৌরাক্ষীর উপনদী।

এই পরগণা জঙ্গলে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু এই সকল জঙ্গলে ব্যবসায়ের উপযোগী মূল্যবান্ বৃক্ষ সকল অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এখানকার বনজাত শালের নির্য্যাস হইতে সাঁওতালেরা ধুনা প্রস্তুত করে এবং পলাশ ও অশ্বথ গাছ হইতে লাক্ষা সংগৃহীত হয়। তদ্ভিন্ন সাঁওতাল ও পাহাড়ীগণ জঙ্গল হইতে তসরগুটি সংগ্রহ করিয়া হাটে বিক্রয় করে। সাবুই ঘাস ও কোঙ্গা (Agave) জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সাবুইঘাস কাগজ ও দড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরিত হয় এবং কোঙ্গা হইতে অতি দৃঢ় ও রেশমের ন্যায় চিক্কণ সুতা তৈয়ার হয়।

সাঁওতাল পরগণার প্রায় সর্ব্বত্রই কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন সেরউইল দেওঘর এলাকার মধ্যেও তাম্র ও রৌপ্যের আকর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এখানকার প্রায় সকল জঙ্গলেই ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্য বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে নগরেও ইহাদিগের প্রাচুর্ভাব হয়। পূর্ব্বে হস্তী ও গণ্ডার এই পরগণার বনভূমিতে বিচরণ করিত, কিন্তু এখন আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শাসনপ্রণালী।—বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার শাসনপদ্ধতি হইতে এই জেলার শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মানভূম ও হাজারিবাগ জেলার ন্যায় এই জেলাও নন্-রেগুলেটেড্ (Non regulated) প্রদেশ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই জন্য এই স্থানের জমি-সংক্রান্ত আইনে এবং দণ্ডবিধিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই পরগণার অধিকাংশ অধিবাসীই সাঁওতাল ও পাহাড়ী নামধেয় আদিম অনার্য্যজাতি। ইহাদিগের জাতীয় জীবনের প্রকৃতিগত বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগের পার্ব্বত্য জীবনানুযায়ী শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ভাগলপুরের কলেক্টর ক্লিভেলাণ্ড সাহেব গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের নন্-রেগুলেশনপ্রণালী সম্বন্ধীয় বিধি প্রচারিত হয়। ক্লিভেলাণ্ড-প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর ফলে, পাহাড়ী ও হিন্দু জমিদারগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় ; অবশেষে ক্লিভেলাণ্ড গবর্মেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পার্ব্বত্য ভূমিসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন এবং ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে ১৮২৩ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হইল যে গবর্মেণ্টই এই সকল প্রদেশের ভূস্বামী। এই সময়ে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক জমি জরিপ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে সাঁওতালগণ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এখানে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। তাহারা চিরদিনই শান্ত ও নিরীহ জাতি, ব্যবসায় বাণিজ্যের কূটনীতি, জাল জুয়াচুরি তাহারা কখনই বুঝিতে পারে না। মহাজনেরা সাঁওতালদিগকে ক্রমাগত প্রতারিত করিতে আরম্ভ করিল। বহুকাল নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া নিরীহ সাঁওতালগণ

গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল, কারণ তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতেছেন না। তাই তাহারা গভর্মেণ্টের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। বহুতর বিদ্রোহীর প্রাণ বিনাশ করিয়া গবর্মেণ্ট সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। সাঁওতালগণ তাহাদিগের অভাব অভিযোগ সকল গবর্মেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করিল এবং তাহারা তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শাসনপদ্ধতি লাভ করিল। অতঃপর সাঁওতালগণ অল্প খাজনায় জমিভোগ ও নিষ্করে মদ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল।

সাঁওতাল পরগণা ছয়টি মহকুমায় বিভক্ত, (১) দুমকা (২) রাজমহল (৩) দেওঘর (৪) পাকুড় (৫) জামতাড়া ও (৬) গড্ডা। এই জেলার প্রধান শাসনকর্ত্তা ডেপুটী কমিশনার নামে অভিহিত হন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিল সকল ভাগলপুরের জজ নিষ্পত্তি করেন। খাস-মহলের রাজস্বও ভাগলপুরের কোষাগারে দাখিল করিতে হয়। এই পরগণার প্রসিদ্ধ নগর—

দেওঘর—ই, আই রেলের কর্ড লাইনের বৈদ্যনাথ জংসন হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বার্ণকোম্পানীর রেল লাইন বৈদ্যনাথ-জংসন হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত গিয়াছে। দেওঘর হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। [বৈদ্যনাথ দেখ।] দেওঘরের জলবায়ুও অতি স্বাস্থ্যকর। নানাস্থান হইতে লোকে এই স্থানে স্বাস্থ্য লাভ হেতু বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যায়। দেওঘরের জনসংখ্যা ৮০০।

রাজমহল—গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই রাজমহল মুসলমান শাসনকালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, এখন কেবল মাত্র কতকগুলি কুটীর ও কয়েকটি অট্টালিকা এই স্থানে বিরাজ করিতেছে। রাজমহলের অনতিদূরে প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। [রাজমহল দেখ।]

সাহেবগঞ্জ গঙ্গাতীরবর্ত্তী ব্যবসায়ের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থল; লুপ লাইনের উপর অবস্থিত। ধান, চাল, সরিষা, তসরগুটি, গালা প্রভৃতি দ্রব্য অধিক পরিমাণে এই স্থান হইতে রেলপথে ও জলপথে স্থানান্তরে রপ্তানি হয়। সাহেবগঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬৫০০।

সাঁওতাল পরগণায় নিম্নলিখিত বিভিন্ন অনার্য্যজাতি বাস করে, (১) ভর বা রাজভর ইহারা অতি নীচশ্রেণীর অনার্য্যজাতি প্রধানতঃ শূকররক্ষকরূপে ইহারা নিযুক্ত হয়। (২) ধাঙ্গর জাতি স্বভাবতঃ ছোটনাগপুরের ওরাং-শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সাধারণতঃ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। আজকাল নিম্নবঙ্গে কৃষিকর্ম্মী লোকের বিশেষ অভাব হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে অনেকে নিজদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিম্নবঙ্গে আসিয়া সস্ত্রীক বসবাস করিতেছে। (৩) কান্জরজাতি বেদিয়াদিগের ন্যায় প্রায় বারমাস ঘুরিয়া বেড়ায়; ঘাস হইতে দড়ি প্রস্তুত এবং খস্খসের শিকড় উত্তোলন করিয়া টাটী তৈয়ার করাই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য। (৪) খরবারজাতি রাজমহল পর্ব্বতেই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে হিন্দুর ন্যায়। (৫) কিসনি বা নাগেশ্বর। (৬) কোলজাতির সংখ্যাও কম নহে। মুণ্ডা, ভূমিজ, হো প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরাও কোল বলিয়া পরিচিত। ইহারা অন্যান্য আদিম অনার্য্য জাতির ন্যায় বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ নহে। (৭) মাল—অনেকের বিশ্বাস নিম্নবঙ্গের মালজাতি ও সাঁওতাল পরগণার মাল এক শ্রেণীভুক্ত। আবার কেহ বলেন, বাঙ্গালার চণ্ডাল ও সাঁওতালী মাল অভিন্ন জাতি। (৮) নৈয়া—আদমসুমারীর বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে, এই জাতি পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের পৌরোহিত্য করিত, এবং সেই জন্য এখনও ইহারা হিন্দুগণের অস্পৃশ্য। (৯) নট—ইহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, নানা দেশে বাজি ও কৌতুক দেখাইয়া বেড়ায় এবং বাজিকর বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই কবীরপন্থী, কেহ কেহ মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয়। বেদিয়াগণের ন্যায় ইহারা চৌর্য্যবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। সাধারণ চলিত ভাষা ভিন্ন, বেদিয়াদিগের ন্যায়, ইহাদিগের মধ্যে এক প্রকার গুপ্তভাষা প্রচলিত আছে, ইহারা নিজেদের মধ্যে এই ভাষায় কথোপকথন করে। (১০) পাহাড়ীয়ারা সাঁওতাল পরগণার মধ্যে একটি প্রধান জাতি। (১১) সাঁওতাল বা সান্তাল। [সাঁওতাল দেখ।]

এই পরগণায় হিন্দু ও আদিম অনার্য্যের জনসংখ্যা প্রায় সমান। সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৫১·৬ জন হিন্দু, ৪২ জন অনার্য্য, ৬·৪ জন মুসলমান এবং কেবল মাত্র ·০৩ জন খৃষ্টান।

এই স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা সকল স্থানে সমভাব নহে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবায়ু ও আব্‌হাওয়াতে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। লুপ লাইনের পার্শ্বস্থিত সমতল ভাগের জমি নিম্নবঙ্গের ন্যায় ভিজা ও অস্বাস্থ্যকর। আবার কঙ্করপূর্ণ বন্ধুর ও পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহ অতি স্বাস্থ্যকর; কারণ বেহার হইতে উষ্ণ বায়ু আসিয়া এই ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং ছোটনাগপুরের ন্যায় এই প্রদেশের ভূমিও বেশ শুষ্ক। বারিপাত হইবা মাত্র জমির জল বহির্গত হইয়া যায়, সেই জন্য অধিবাসীদিগকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। শীতকালে এই সকল স্থানে অত্যন্ত শীত লক্ষিত হয়, আবার গ্রীষ্মকালে ইহার ঠিক বিপরীত অসহ্য গরম পড়ে।

এই জেলার বারিপাতের পরিমাণ নিম্নবঙ্গের অন্যান্য জেলা

অপেক্ষা কম। বৎসরে ৫০ ইঞ্চের অধিক বৃষ্টি হয় না। রাজমহলের পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিশয় ম্যালেরিয়া-প্রধান; কিন্তু দেওঘর, মধুপুর, জামতাড়া, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থান সকল ম্যালেরিয়া-রোগীর স্বাস্থ্যাবাস বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। বহুতর লোক অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যলাভের আশায় এই সকল স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গমন করেন। এই জেলায় উদরাময় এবং অন্যান্য পেটের পীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সাধারণতঃ সকল লোকেই অনেক সময় পেটের পীড়ায় কষ্ট পায়। সেই জন্য দেওঘর প্রভৃতি স্থান ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর হইলেও কোনরূপ পেটের অসুখের পক্ষে এই সকল স্থান স্বাস্থ্যকর নহে। দেওঘরে ও সাহেবগঞ্জে সময়ে সময়ে বিসূচিকা ও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

সান্তালপুর-চাড়চাট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত বিভাগের পালনপুর শাসনকেন্দ্রের অধীন একটী সামন্তরাজ্য। সান্তালপুর ও চাড়চাট নামক দুইটী উপবিভাগ লইয়া এই রাজ্য গঠিত এবং অনেকগুলি সর্দ্দারের দ্বারা ইহা শাসিত হয়। ইহার উত্তরসীমায় মেরকরা ও সুইগাম্ জমিদারী, পূর্ব্বে জরাহী ও রাধনপুর রাজ্য এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে কচ্ছের রণ প্রদেশ। সান্তালপুর ও চাড়চাট একত্র লইলে দৈর্ঘ্যে ৩৭ মাইল ও প্রস্থে ১৭ মাইল স্থান অধিকার করে। ভূপরিমাণ ৪৪০ বর্গ মাইল।

এই রাজ্যের সর্ব্বত্রই সমতল। এখানে ঘাসিয়া নামে এক প্রকার লবণ উৎপন্ন হয়। এখানকার মৃত্তিকা কর্দ্দমাক্ত, বালুকাময় ও কৃষ্ণবর্ণ। এই কারণে এখানকার সকল স্থান সমধিক উর্ব্বরা নহে। চাষবাসেরও বিশেষ সুবিধা হয় না। সমগ্র প্রদেশে একটী নদীও নাই। মধ্যে মধ্যে বহু পুষ্করিণী দেখা যায়। দুঃখের বিষয় চৈত্রমাসের পর আর তাহাতে জল থাকে না। এই জন্য তদ্দেশবাসীকে ইন্দারা কাটিয়া পানীয়জলের ব্যবস্থা করিতে হয়।

এখানকার সর্দ্দারেরা ঝাড়েজাবংশীয় রাজপুত এবং ঠাকুর উপাধিধারী। তাহারা কচ্ছপ্রদেশের রাও-রাজগণের আত্মীয়। প্রায় চারিশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে তাহারা এই স্থান অধিকারপূর্ব্বক শাসন করিয়া আসিতেছে। সান্তালপুর ও চাড়চাটের একত্র রাজস্ব ৩৩৬০০৲ টাকা।

সান্ত্ব, সামযোগ, সান্ত্বন, প্রিয়করণ। অদন্তচুরাদি° উভয় সক° সেট্। লট্ সান্ত্বয়তি, সান্ত্বয়তে। লুঙ্ অসসান্ত্বৎ-ত। কর্ম্মণি লট্ সান্ত্ব্যতে।

সান্ত্ব (ক্লী) সান্ত্ব সান্ত্বনে ভাবে ঘঞ্। ১ অত্যর্থ মধুর, অতিশয় মধুর, কর্ণ ও মনের প্রীতিজনক বাক্য, প্রবোধজনক বাক্য। ২ সাম, সন্ধি, মেলন।

"চতুর্থোপায়সাধ্যেতু রিপৌ সান্ত্বমপক্রিয়া।
স্বেদ্যমামজ্বরং প্রাজ্ঞঃ কোহম্ভসা পরিষিঞ্চতি ॥" (মাঘ ২।৫৪)

৩ দাক্ষিণ্য। (মেদিনী)

সান্ত্বন (ক্লী) সান্ত্ব-ল্যুট্। ১ সামোপায়, সান্ত্বনা, প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রবোধ দেওয়া, সমাশ্বাসন, সান্ত্বকরণ। ২ সাম, সন্ধি। ৩ প্রণয়। ৪ সস্নেহ সাদরসম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন।

সান্ত্বনা (স্ত্রী) সান্ত্ব-যুচ্-টাপ্। ১ সান্ত্বন। ২ প্রণয়।

"প্রণয়ঃ সান্ত্বনা ননা" (জটাধর)

সান্ত্ববাদ (পুং) সান্ত্বস্য সামস্য বাদঃ কথনং। সান্ত্বনা বাক্য।

সান্ত্বয়িতৃ (ত্রি) সান্ত্ব-ণিচ্-তৃচ্। সান্ত্বনাকারক, যিনি সান্ত্বনা করেন।

সান্দীপনি (পুং) সন্দীপনস্যাপত্যমিতি সন্দীপন ইঞ্। সন্দীপনের গোত্রাপত্য মুনিবিশেষ। এই মুনি ব্রহ্মের অংশবিশেষ এবং ইনি যোগী ও জ্ঞানীদিগের গুরু।

"বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো জার্জলিতৈত্তিলিস্তথা।
সান্দীপনিশ্চ ব্রহ্মাংশো যোগিনাং জ্ঞানিনাং গুরুঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ° ৯১।০)

সান্দীপনি মুনি সকল তত্ত্ব ও অখিল বিজ্ঞান অবগত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই মুনির শিষ্য। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে কৃষ্ণবলরাম ধনুর্বেদ শিক্ষার জন্য সান্দীপনির নিকট গমন করেন। মুনিবর তাঁহাদিগকে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া সরহস্য ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। ৬৪ দিনে কৃষ্ণবলরাম সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ আয়ত্ত করেন। সান্দীপনি উঁহাদের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন এবং তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করেন। এইরূপে তাঁহাদের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে সান্দীপনি তাঁহাদের নিকট মৃত পুত্রের পুনর্জীবনলাভরূপ গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করেন। তখন রামকৃষ্ণ যমপুরে গমন করিয়া যমকে পরাজয়পূর্ব্বক যমপুরী হইতে পূর্ব্বের আকারবিশিষ্ট ঐ বালককে গ্রহণ করিয়া সান্দীপনি মুনিকে প্রদান করেন। (বিষ্ণুপু° ৫।২১অ°)

বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতিতে এই মুনির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

সান্দৃষ্টিক (ক্লী) সন্দৃষ্টৌ প্রত্যক্ষে ভবং। ১ সন্দৃষ্টি। ২ সদ্যফল, তাৎকালিক ফল। ২ ন্যায়ভেদ, দৃষ্টপরিকল্পনা-ন্যায়। পূর্ব্বে এক বিষয় যেরূপ ভাবে দেখা হইয়াছে, সেইরূপ আর একটী বিষয় দেখিলে, পূর্ব্বদৃষ্টের তদনুরূপ ফল কল্পনা করা হইলে এই ন্যায় হয়। "পিতামহদৌহিত্রাভাবে প্রপিতামহপ্রপিতামহ্যোঃ ক্রমেণাধিকারঃ, প্রপিতামহপিণ্ডস্য ধনিভোগ্যত্বাৎ পূর্ব্বোক্ত-সান্দৃষ্টিকন্যায়সিদ্ধত্বাচ্চ।" (দায়ক্রমস°)

সান্দ্র (ক্লী) অদি বন্ধনে বাহুলকাৎ রক্, অন্দ্রেণ সহ বর্ত্ততে ইতি। ১ বন। (মেদিনী) অন্দ্রেণ নিবিড়বন্ধনেন সহ বর্ত্ততে ইতি। ২ ঘন, নিবিড়। ৩ প্রবৃদ্ধ। ৪ মৃদু। ৫ স্নিগ্ধ। ৬ মনোজ্ঞ। (শব্দরত্না°) ৭ তক্র, ঘোল। (বৈদ্যকনি°)

সান্দ্রতা (স্ত্রী) সান্দ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সান্দ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, সান্দ্রত্ব, ঘনত্ব, নিবিড়তা।

সান্দ্রপদ (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকে। তন্মধ্যে ১, ৭, ৫, ১০ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ "সান্দ্রপদং ভ্যাস্ততনগলৈশ্চ" (ছন্দোম°) এই ছন্দের প্রয়োগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

সান্দ্রপুষ্প (পুং) সান্দ্রং পুষ্পমস্য। বিভীতক বৃক্ষ, বয়েড়া গাছ

সান্দ্রমণি (পুং) ঋষিভেদ।

সান্দ্রপ্রসাদমেহ (পুং) মেহরোগভেদ, এই মেহ কফজ। চরকের নিদানস্থানে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে মেহরোগে মূত্র কতক ঘন কতক পাতলা হয় এবং পাত্রে ধরিয়া রাখিলে যাহার উপরিভাগ পাতলা এবং নিম্নভাগ ঘন হইয়া থাকে, তাহাকে সান্দ্রপ্রসাদমেহ কহে। শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া এই মেহরোগ জন্মে।

"যস্য সংহন্যতে মূত্রং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসীদতি।

সান্দ্রপ্রসাদমেহীতি তমাহুঃ শ্লেষ্মকোপতঃ॥" (চরক নি° ৪অ°)

সান্দ্রমেহ (পুং) শ্লেষ্মজ মেহরোগবিশেষ। যে মেহরোগে মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে পরে তাহা ঘন হয়, তাহাকে সান্দ্রমেহ কহে। এই মেহরোগেও শ্লেষ্ম কুপিত হইয়া থাকে। যে সকল আহার ও বিহার দ্বারা শ্লেষ্ম, মেদ ও মূত্র বর্দ্ধিত হয়, তৎসমুদয় দ্রব্যসেবনে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া কফজ মেহরোগ উৎপাদন করে। (চরক নি° ৪ অ°) [মেহরোগ দেখ]

সান্দ্রাবিণ (ক্লী) সং-দ্রু (অভিবিধৌ ভাবে ইনুণ্। পা ৩।৩।৪৬) ইতি ইনুণ্। সম্যক্ দ্রব।

সান্ধ (ত্রি) ১ সন্ধিসম্বন্ধীয়, সন্ধিযুক্ত। ২ ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১১২)

সান্ধকার (ত্রি) অন্ধকারযুক্ত। (কালচক্র ৪।১৩১)

সান্ধিক (পুং) সন্ধা মদ্যসজ্জীকরণং শিল্পমস্য, সন্ধা-ঠক্। শৌণ্ডিক, শুঁড়ী। সন্ধিং করোতীতি ঠক্। ২ সন্ধিকর্ত্তা, যিনি সন্ধি করেন।

সান্ধিবিগ্রহিক (পুং) সন্ধি ও বিগ্রহকারক, যিনি সন্ধি ও বিগ্রহ কার্য্য করেন। হিন্দুরাজাদিগের সময়ে এই রাজকীয় পদ বর্ত্তমান Foreign Secretary and Minister for peace and war পদের সমান ছিল।

সান্ধিবেল (ত্রি) সন্ধিবেলা (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬) ইতি অণ্। সন্ধিবেলাভব, যাহা সন্ধিবেলায় হয়।

সান্ধ্য (ত্রি) সন্ধ্যায়াং ভবঃ সন্ধ্যা সন্ধিবেলাদিত্বাৎ অণ্। সন্ধ্যা সম্বন্ধীয়, সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠেয়।

"গুরোঃ সদারস্য নিপীড্য পাদৌ

সমাপ্য সান্ধ্যঞ্চ বিধিং দিলীপঃ।" (রঘু ২।২৩)

সান্ধ্যকুসুমা (স্ত্রী) সান্ধ্যং সন্ধিকালোদ্ভবং কুসুমম্ যস্যাঃ। ত্রি সন্ধিপুষ্পবৃক্ষ। যে সকল পুষ্পবৃক্ষে ত্রিসন্ধ্যাকালে পুষ্প বিকসিত হয়। (রাজনি°)

সান্নত (ক্লী) সামভেদ।

সান্নত্য (ত্রি) অবনতির সহিত। "সন্নিমনমিতি সন্নতি ইতি তয়াসহ বর্ত্তমানঃ।" হোমাদি সন্নতি হইয়া করিতে হয়।

সান্নহনিক (ত্রি) সন্নহনং প্রয়োজনমস্যাস্যেতি, সন্নহনং তদস্য প্রয়োজনমিতি ঠক্। সন্নাহবিশিষ্ট, বর্ম্মিত, যিনি আসন্ন বিপদ্ দর্শন করিয়া সৈন্যদিগকে বর্ম্ম পরিধান করিতে আদেশ করেন। ৩ যিনি বর্ম্মবহন করিয়া লইয়া যান।

সান্নায্য (ক্লী) সম্যক্ নীয়তে হোমার্থমিতি সং-নী (পায্য-সান্নায্যেতি। পা ১।১২৯) ইতি সং-নী ণ্যৎ, আয়াদেশঃ, সমো দীর্ঘত্বঞ্চ নিপাত্যতে। হবিঃ। মন্ত্রপূত ঘৃত। হবনীয় আজ্য।

সান্নাহিক (ত্রি) সন্নাহ (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। কবচপরিধানকারী, সন্নাহকারী। কবচবন্ধনার্হ, কবচ পরিধানের উপযুক্ত।

"সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোঽথ পশুঃ শুচিঃ।"

(ভাগবত ৯।৭।১৪)

'সান্নাহিকঃ কবচবন্ধনার্হঃ' (স্বামী)

সান্নাহুক (ত্রি) সান্নাহিক, কবচবন্ধনার্থ। (ঐত° ব্রা° ৭।১৪)

সান্নিধ্য (ক্লী) সন্নিধিরেব সন্নিধি (চাতুর্ব্বর্ণ্যাদীনাং স্বার্থ উপসংখ্যানং। পা ৫।১।১২৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা স্বার্থে ষ্যঞ্। নিকট, সন্নিধান, সামীপ্য। দেবপ্রতিমায় কোন কোন স্থলে দেবতার সান্নিধ্য হয়, তাহার বিষয় শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, অর্চ্চকের তপোযোগ, অর্থাৎ যিনি পূজা করেন, তাহার তপস্যার প্রাবল্য থাকে, এবং অর্চ্চনের অতিশায়ন, যাহা দ্বারা দেবপূজা করা হয়, তাহার যদি কোন অঙ্গের ত্রুটি না হয়, বিম্বের আভিরূপ্য অর্থাৎ প্রতিমা অতি সুন্দর অথচ ধ্যানের সহিত যথাযথভাবে গঠিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে দেবতার সান্নিধ্য ঘটে। অন্যত্র দেবতার সান্নিধ্য হয় না।

"অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ।

"আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমিচ্ছতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

সান্নিধ্যতা (স্ত্রী) সান্নিধ্যস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। সান্নিধ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সমীপতা, সামীপ্য।

সান্নিপাতিক (ত্রি) সন্নিপাতস্য শমনং কোপনং বা (সন্নি-

পাত্যাচ্চ। পা ৫।১।১৩৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা স্বার্থে ষ্যঞ্। সন্নিপাতজ রোগ, তিন দোষের একত্র সম্মিলনকে সন্নিপাত কহে, অতএব এই ত্রিদোষ কুপিত হইয়া যে স্থলে রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সান্নিপাতিক কহে। সান্নিপাতিক রোগে ত্রিদোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই জন্য সান্নিপাতিক রোগমাত্রই দুঃসাধ্য। সান্নিপাতিক রোগ হইলে যাহাতে ত্রিদোষেরই শান্তি হয়, তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ২ জ্বরভেদ, সান্নিপাতিক জ্বর, এই রোগ অতি দুঃসাধ্য, এই রোগ হইলে এবং এই রোগের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

[সন্নিপাতশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ৩ ত্রিদোষ সম্বন্ধী।

সান্নিপাতিন্ (ত্রি) সম্যক্‌নিপাতনশীল।

(কাত্যায়নশ্রৌ° ৭।১।১৩)

সান্নিপাতিকী (স্ত্রী) সন্নিপাতজন্য যোনিরোগ, ত্রিদোষ জন্য যোনিরোগ। যে যোনিরোগে ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন সকল প্রকার যোনিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে সান্নিপাতিকী কহে। (বাভট উ° ৩৩ অ°) [যোনিরোগ দেখ।]

সান্নিপাত্য (ত্রি) সন্নিপাত্য, সন্নিপাতনযোগ্য।

"ন খলু ন খলু বাণঃ সান্নিপাত্যোহয়মস্মিন্।
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ॥" (শকুন্তলা ১ অ°)

সান্নিবেশিক (ত্রি) সন্নিবেশং সমবৈতি (সমবায়ান্ সমবৈতি। পা ৪।৪।৪৩) ইতি ঠক্। সন্নিবেশপ্রাপ্ত।

সান্ন্যাসিক (পুং) সংন্যাসায় প্রয়োজনমস্যেতি ঠক্। সন্ন্যাসী। পর্য্যায় ভিক্ষু, যতি, কর্ম্মন্দী, রক্তবসন, পরিব্রাজক, তাপস, পারাশরী, পারিকাঙ্ক্ষী, মস্করী, পারিরক্ষক। (হেম)

সান্যপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

সান্বয় (ত্রি) অন্বয়েন সহ বর্ত্তমানঃ°। অন্বয়ের সহিত বর্ত্তমান, অন্বয়যুক্ত, অন্বয়বিশিষ্ট। ২ বংশবিশিষ্ট। ৩ কারণবিশিষ্ট।

সাপত্ন্য (পুং) সপত্ন এব স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ শত্রু।

(অমরটীকায় রমানাথ)

সপত্ন্যা অপত্যমিতি সপত্নী-ষ্যঞ্। ২ সপত্নীপুত্র।

"পিত্রা সহ বিভক্তা যে সাপত্ন্যা বা সহোদরাঃ।
জঘন্যজাশ্চ যে তেষাং পিতৃভাগহরাস্তু তে॥" (দায়তত্ত্ব)

(স্ত্রী) ৩ সপত্নীভাব।

সাপত্ন্যেয় (ত্রি) সাপত্ন, সপত্নীপুত্র। (মনু ৯।১৯৮ কুল্লূক)

সাপত্য (ত্রি) অপত্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। অপত্যের সহিত বর্ত্তমান, সন্তানযুক্ত।

সাপদ্ (ত্রি) আপদা সহ বর্ত্তমানঃ। আপদ্‌যুক্ত, আপদ্‌বিশিষ্ট।

সাপদেশ (ত্রি) অপদেশের সহিত বর্ত্তমান, অপমানযুক্ত, সাপরাধ (ত্রি) অপরাধেন সহ বর্ত্তমানঃ। অপরাধবিশিষ্ট, অপরাধী।

সাপহ্নব (ত্রি) ১ অপহ্নবযুক্ত, অপহ্নববিশিষ্ট। ২ অপহ্নুতি, অলঙ্কারবিশিষ্ট। (সাহিত্যদ°)

সাপায় (ত্রি) অপায়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অপায়যুক্ত, নাশবিশিষ্ট।

সাপাশ্রয় (পুং) গৃহান্তঃপুরস্থ উন্মুক্ত স্থানের বীথিকা।

(বৃহৎস° ৫৩।২১)

সাপিণ্ড (ক্লী) সপিণ্ডস্য ভাবঃ অঞ্। সপিণ্ডতা, সাপিণ্ড্য।

সাপিণ্ড্য (ক্লী) সপিণ্ডস্য ভাবঃ সপিণ্ড-ষ্যঞ্। সপিণ্ডতা। শাস্ত্রে সপিণ্ডের এইরূপ বিশেষ বিচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাপিণ্ড, সকুল্য ও সমানোদক এই তিন প্রকার জ্ঞাতি। অশৌচগ্রহণ-বিষয়ে সাপিণ্ড জ্ঞাতির পূর্ণাশৌচ, পুরুষের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য এবং অবিবাহিতা কন্যার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য।

"লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং॥" (স্মৃতি)

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিবার বিধান আছে, তদূর্দ্ধ তিন পুরুষ লেপভুক্, অর্থাৎ পিণ্ডদানের পর হস্তে যে পিণ্ডের লেপ থাকে, তাহারা এই লেপভোজনের উপযুক্ত, এই ৬ পুরুষ এবং পিণ্ডদাতা সপ্তম এই সপ্ত পুরুষই সাপিণ্ড্য। ইহার ঊর্দ্ধতন পুরুষ হইতে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়। যে সকল জ্ঞাতির সহিত এইরূপ সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ আছে, তাহাদের জনন ও মরণে পূর্ণাশৌচ হয়। কন্যাজননে মাত্র ত্রৈপুরুষিক সাপিণ্ড্য বুঝিতে হইবে। কন্যার জন্ম হইলে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণাশৌচ, তদূর্দ্ধ পুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞাতির অশৌচ তিনদিন। ইহা ভিন্ন বিবাহাদি স্থলেও পিতৃসাপিণ্ড্য, মাতৃসাপিণ্ড্য প্রভৃতির বিশেষ বিচার করিয়া কন্যাগ্রহণের উপদেশ আছে। [সপিণ্ড দেখ।]

সাপুয়ামুণ্ডী, উড়িষ্যার খণ্ডপাড়াবিভাগের অন্তর্গত একটী শৈলশৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭৭০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২০°১৯´২৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫´ ২১´´ পূঃ।

সাপুর, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। (ভবিষ্যব্র°খ° ৮।৬৫)

সাপুর, তিহারাণবাসী একজন কবি। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। তাব্রিজনগরে ইঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

সাপুর ১ম, পারস্যের শাসনীয় বংশীয় দ্বিতীয় নরপতি। অর্দ্দেসির বাবগানের পুত্র। গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের নিকট ইনি সাপোর (Sapores) নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ২৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে রোম-সাম্রাজ্যের বাহুবীর্য্য পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রাজা সাপুর

করেন এবং রোমকসম্রাট্ ভালেরিয়ান্ তাঁহার হস্তে বন্দী হন। কিংবদন্তী এই যে, সাপুর রোমসম্রাটের গাত্রচর্ম্ম উন্মোচন করিয়া নিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হর্ম্মুজ ২৭১খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর পারস্য-রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

সাপ্ত (ত্রি) সপ্তন্ (সপ্তনোঽঞ্ছন্দসি। পা ৫।১।৬১) ইতি অঞ্। সপ্ত সংখ্যানিষ্পন্ন বর্গরূপ কর্ম্ম।

"ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে" (ঋক্ ১।২০।৭)

'সাপ্তানি সপ্ত সংখ্যানিষ্পন্নবর্গরূপাণি কর্ম্মাণি' (সায়ণ) এই শব্দ বেদেই ব্যবহার হয়। কারণ পাণিনির উক্ত সূত্রানুসারে বৈদিক প্রয়োগেই সপ্তন্‌শব্দের অঞ্ করিয়া এই পদ নিষ্পন্ন হয়।

সাপ্ততন্তব (পুং) ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। (বাসবদত্তা)

সাপ্ততিক (ত্রি) সপ্ততিসংখ্যার পূরণ।

সাপ্তদশ্য (ক্লী) সপ্তদশ সংখ্যা। (ঐতরেয়ব্রা° ১।১)

সাপ্তপদ (ত্রি) সপ্তপদে নির্ভরকারী। সপ্তপদস্থিতিশীল।

সাপ্তপদীন (ক্লী) সপ্তভিঃ পদৈরবাপ্যতে ইতি (সাপ্তপদীনং সংখ্যং। পা ৫।২।২২) ইতি খঞ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। সখ্য, বন্ধুত্ব, সাতটী মাত্র কথায় যে বন্ধুত্ব সম্পন্ন হয়।

"যতঃ সতাং সন্নতগাত্রি সঙ্গতং
মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে॥" (কুমার ৫।৩৯)

(ত্রি) সপ্তপদ সম্বন্ধী।

সাপ্তপুরুষ (ত্রি) সপ্তপুরুষ সম্বন্ধীয়, সাপিণ্ড।

সাপ্তপৌরুষ (ত্রি) সপ্তপুরুষ সম্বন্ধীয়, সাপিণ্ডজ্ঞাতি।

"পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ডং সাপ্তপৌরুষং॥" (মৎস্যপু°)

সাপ্তমিক (ত্রি) সপ্তমীকৃত। সপ্তমদিবসব্যাপ্য।

সাপ্তরথবাহনি (পুং) ঋষিভেদ। (শতপথব্রা° ১০।১।৪।১০)

সাপ্তরাত্রিক (ত্রি) সপ্তরাত্রিভব, যাহা সপ্তরাত্র ধরিয়া হয়।

সাপ্তলায়ন (পুং) সপ্তলস্য গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। (পা ৪।১।৯৯) সপ্তলের গোত্রাপত্য।

সাপ্তলেয় (ত্রি) সপ্তলসম্বন্ধীয়। (পা° ৪।২।৮০)

সাপ্তি (পুং) সপ্তন্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি অপত্যার্থে ইঞ্। সপ্তের গোত্রাপত্য।

সাপ্য (ত্রি) সকলের আশ্রয়নীয়। "প্রমেনমী সাপ্যহর্ষে ভুজে" (ঋক্ ১০।৪৮।৯) 'সাপ্য সর্ব্বৈরাশ্রয়ণীয়ঃ' (সায়ণ)

সাপ্রায্য (ক্লী) প্রায় সেইরূপ। তজ্জাতিত্ব। (লাট্যা ১০।৭।৭)

সাফ (আরবী) পরিষ্কার। আবর্জ্জনা বা ময়লা পরিষ্কার।

সাফল্য (ক্লী) সফলস্য ভাবঃ, সফল-ষ্যঞ্। সফলতা, ফলোৎপত্তি, সফলের ভাব বা ধর্ম্ম। "জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্ম সাফল্যমন্ত্রং।" (মুকুন্দমালা ২৯)

যিনি মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভগবদুপাসনা দ্বারা ত্রিতাপ-রহিত হইয়া জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পান, তাহারই জন্ম সাফল্য হইয়াছে, অপরের জন্ম বিফল। মনুতে আছে যে—

"এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥" (মনু ১২।৯৩)

বেদবিহিত কর্ম্ম সকল দুই প্রকার, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্ম্মফলে সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হইয়া থাকে এবং নিবৃত্ত কর্ম্মফলে মোক্ষ লাভ হয়। ইহলোক বা পরলোকে কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহে। এই নিবৃত্ত কর্ম্মই জন্মসাফল্যের কারণ. দ্বিজাতিগণ এই নিবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া জন্মের সাফল্যলাভ এবং কৃতকৃত্য হন।

সাফিনামা (পারসী) মুক্তিপত্র। ছাড়পত্র।

সাবাধ (ত্রি) পীড়িত। অসুস্থ। (শকুন্তলা)

সাব্দী (স্ত্রী) দ্রাক্ষাবিশেষ।

সাব্রহ্মচার (ক্লী) সব্রহ্মচারিণো ভাবঃ অণ্, ইনো লোপঃ। (পা ৫।১।১৩০) সব্রহ্মচারীর ভাব বা ধর্ম্ম।

সাভাপত (পুং) সভাপতেরপত্যং (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) ইতি অণ্। ১ সভাপতির অপত্য। (ত্রি) ২ সভাপতি-সম্বন্ধীয়।

সাভার, পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকানগরীর উত্তর-পশ্চিমে ১০ মাইল দূরে ধলেশ্বরীর তীরে এই গ্রাম অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫০´৫৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০°১৭´১০´´ পূঃ। ইহা এককালে পালরাজাদিগের রাজধানী ছিল। যে সময় সেন-বংশীয় রাজগণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল হইতে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে পালরাজগণ বিক্রমণিপুর হইতে মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত দাসোড়া পর্য্যন্ত ভূভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই ভূভাগের রাজধানী সাভারে এখনও পালরাজাদিগের প্রাসাদের বহুচিহ্ন বিদ্যমান। সম্প্রতি তথায় নানা প্রকার কারুকার্য্যসমন্বিত বুদ্ধমূর্ত্তিশোভিত তোরণের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহুসংখ্যক বৌদ্ধস্তূপ এখনও সাভারের চতুর্দ্দিকে পরিদৃষ্ট হয়। যশোপাল নামক রাজার প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ এখন ধামরাই গ্রামে বিদ্যমান। এই মূর্ত্তি এখন যশোমাধব নামে পরিচিত। কিন্তু চতুর্ভুজ মূর্ত্তির দুইহস্তের নিম্নে দুইটী প্রকাণ্ড সর্প দৃষ্ট হয়। উহা বিষ্ণুমূর্ত্তির অঙ্গীয় বলিয়া মনে হয় না। রাজা হরিশ্চন্দ্রপালের অনেক কীর্ত্তি সাভারে রহিয়াছে। তাঁহার গড় ও প্রাসাদের অংশ জঙ্গলে আবৃত। এক সময়ে দাসোড়ার দত্তবংশীয় কর্ণখাঁ সাভার অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন সাভারের বিশেষ গৌরব কিছুই ছিল না; এখনও কর্ণখাঁর গড় তথায় দৃষ্ট হয়। সাভার হইতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে

এবং তথাকার অধিবাসিগণ সময়ে সময়ে ভূপ্রোথিত অনেক অর্থ দৈবক্রমে লাভ করিয়াছে, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই স্থানে যে সকল স্তূপের নিদর্শন রহিয়াছে তাহা সাভারের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ভাওয়ালের উপান্ত পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্তূপ খনন করিলে নানা প্রকার ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার হইতে পারে। হরিশ্চন্দ্রের রাজপ্রাসাদের একটী প্রকোষ্ঠে একটী সিন্দুকে কতকগুলি উৎকৃষ্ট বেনারসী সাড়ী পাওয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য অঙ্গুলি-স্পর্শ মাত্র সেগুলি চূর্ণ হইয়া যায়। রাজপ্রাসাদের অবস্থান এবং নানা প্রকার অবস্থা পর্য্যালোচন করিলে, এই মনে হয় যে যাঁহারা এই পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাতে বাস করেন নাই; সুতরাং এখনও গুপ্তভাবে নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি এই স্থানের সর্ব্বত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

সাভারের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। ইহার পাদনিম্নে ধলেশ্বরী নদী প্রখরশক্তিশালিনী। বায়ু প্রবাহিত না হইলেও সমুদ্রের ন্যায় এই স্থানে নদীর উত্তাল তরঙ্গমালা নাবিকের ভীতি উৎপাদন করে। ধলেশ্বরীর এরূপ ভীষণ দৃশ্য আর কুত্রাপি নাই। লোকের বিশ্বাস, এই স্থানে নদী অতলস্পর্শ। বর্ষার সময়ে বহু নৌকা সামান্য ঝড়ে সাভারের নিকট নিমজ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভীষণ তরঙ্গরাশি নদীতীর কিছুমাত্র নষ্ট করিতে পারে না। দূর হইতে মনে হয় দৃঢ়প্রাচীরে তীর সুরক্ষিত; কিন্তু সেই প্রাচীর স্বাভাবিক সিন্দূরবর্ণ প্রস্তরকঠিন মৃত্তিকায় সংগঠিত। তদুপরি কেবলমাত্র স্থানে স্থানে নারিকেল বৃক্ষ দণ্ডায়মান হইয়া সিন্দূরাচ্ছন্ন তীরদেশকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের কিছু পূর্ব্বে সাভারে সাহা-বণিককুলসম্ভূত স্বর্গীয় গুরুচরণ কবিরাজ চিকিৎসা ব্যবসায়ে অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সাভারকে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত করিয়াছিলেন। পালরাজগণের শেষ রাজধানীর উক্ত বণিক্-চিকিৎসক এই স্থানের পূর্ব্ব গৌরব যেন কথঞ্চিৎ জাগাইয়া গিয়াছেন।

এখানে ডাকঘর, সব্‌রেজেষ্টরী আপিস, পুলিসের থানা ও ষ্টীমার ষ্টেসন. এ ছাড়া কার্পাসবস্ত্র ও লৌহের কারবার আছে।

সাভিপ্রায় (ত্রি) অভিপ্রায়েণ সহ বর্ত্তমানঃ। অভিলাষযুক্ত, অভিপ্রায়বিশিষ্ট।

সাভিধান (ত্রি) অভিধানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অভিধানযুক্ত, অভিধানবিশিষ্ট।

সাভিলাষ (ত্রি) অভিলাষের সহিত বর্ত্তমান, অভিলাষযুক্ত।

"মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্যসি॥" (চণ্ডী ১অ°)

মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীই পুত্রের প্রতি অভিলাষবিশিষ্ট। এই অভিলাষ জীবের স্বাভাবিক।

সাভ্যসূয় (ত্রি) অভ্যসূয়ার সহিত বর্ত্তমান, অসূয়াবিশিষ্ট, অসূয়াপরতন্ত্র, যাহারা লোকের গুণে দোষাবিষ্কার করেন।

সাভ্যাস (ত্রি) অভ্যাসের সহিত বর্ত্তমান, অভ্যাসযুক্ত, অভ্যাসবিশিষ্ট, যাহাদের বেশ অভ্যাস আছে।

সাভ্রাঙ্গিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

সাভ্রমতী (স্ত্রী) নদীভেদ। (শব্দরত্নমা°)

সাম, সান্ত্বন, প্রিয়করণ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সাময়তি। লোট্ সাময়তু। লিট্ সাময়াঞ্চকার, লিটে কৃ, ভূ ও অসধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। চকার, বভুব, আস, ইত্যাদি বিভক্তির অনুরূপে অনুপ্রয়োগ সকল হইবে।

সাম (ক্লী) সমমেব স্বার্থে অণ্। সমশব্দার্থ। (লাট্যা° ৬।৬।২)

সামক (ক্লী) সমমেব সামং অণ্, ততঃ স্বার্থে কন্। মূলধন, আসলটাকা, যে টাকা প্রথমে ঋণ গ্রহণ করা হয়। "বৃদ্ধিমাত্রাপাকরণার্থন্তু বন্ধকং সামকং দত্ত্বাপ্যুয়াদৃণী সমং মূলং সমমেব সামকং" (মিতাক্ষরা ২।৬৩)

(পুং) সমতীতি সম অবৈকল্যে ধুল্। ২ তর্কুশাণ, চলিত টেকোর বাটুল। (ত্রিকাণ্ড) ৩ শাণপাথর। সাম অধীতে বেদ বা সামন্ (ক্রমাদিভ্যো বুণ্। ৪।২।৬১) ইতি বুণ্। (ত্রি) ৪ সামবেদাভিজ্ঞ। ৫ সামবেদাধ্যয়নকারী।

সামকারিন্ (ত্রি) সাম করোতীতি কৃ-ণিনি। ১ সান্ত্বনাকারী। (ক্লী) ২ সামভেদ।

সামগ (পুং) সাম গায়তীতি গৈ শব্দে টক্। ১ সামবেদী-ব্রাহ্মণ, সামগান ইঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, এইজন্য সামগশব্দে সামবেদীব্রাহ্মণদিগকে বুঝায়। (জটাধর) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৫) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, আমি বেদের মধ্যে সাম।

"বেদানাং সামবেদোঽস্মি" (গীতা ১০ অ°)

(ত্রি) ৩ সামবেদজ্ঞ, সামবেদগাতা, যিনি সামবেদ গান করেন।

সামগণ (পুং) সামভেদ।

সামগর্ভ (পুং) সাম গর্ভে যস্য। বিষ্ণু। (শব্দরত্না°)

সামগান (পুং) সাম গানং যস্য। ১ সামগ, সামবেদীব্রাহ্মণ। (ক্লী) ২ সামবেদগান। সামগগণ সামবেদ গান করিতেছেন। ৩ সামভেদ।

সামগায় (পুং) সামগান, সামবেদজ্ঞান।

"যথা বিধানেন পঠন্ সামগায়মবিচ্যুতং।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১১২)

'সাম্নো গানাত্মকত্বেঽপি গায়মিতি বিশেষেণ গতিমত্ত্বদ্যোতনার্থং' (মিতাক্ষরা)

সামগির (ত্রি) মিষ্টবাক্য। মিষ্টবাক্যযুক্ত।

সামগী (স্ত্রী) সাম গায়তীতি গৈ-টক্, ঙীপ্। সামগব্রাহ্মণ-পত্নী, সামগস্ত্রী।

সামগীত (ক্লী) গৈ ভাবে ক্ত, সাম্নঃ গীতং গানং। সামগান।

সামগ্রী (স্ত্রী) সমগ্রস্য ভাবঃ ষ্যঞ্, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং, ঙীষ্ যলোপঃ। কারণসমূহ। কারণকলাপ।

"সামগ্রী চেন্ন ফলবিরহো ব্যাপ্তিরেবেতি তত্ত্বং।" (পদাঙ্কদূত)

২ দ্রব্য, বস্তু।

"একোদ্দিষ্টন্তু কর্ত্তব্যং পাকেনৈব সদা স্বয়ং।
অভাবে পাকপাত্রাণাং তদহঃ সমুপোষণং॥

ইতি লঘুহারীতবচনাৎ পাকপাত্রাভাবঃ পাকসামগ্র্যাভাব-লক্ষণং" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

সামগ্র্য (ক্লী) সমগ্রস্য ভাবঃ সমগ্র-ষ্যঞ্। ১ সমুদায়ত্ব, দলবল। ২ অস্ত্রশস্ত্র। ৩ ভাণ্ডার।

সামজ (ত্রি) সাম্নো সামবেদাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ সামবেদ-জাত। (পুং) ২ হস্তী। (মেদিনী) ব্রহ্মা যখন সামবেদ গান করেন, তখন হস্তীদিগের উৎপত্তি হয়, এই জন্য সামজ শব্দে হস্তীকে বুঝায়।

"নানাবিধাবিষ্কৃতসামজস্বরঃ সহস্রবর্ত্মা চপলৈর্দুরত্যয়ঃ।
গান্ধর্ব্বভূয়িষ্ঠতয়া সমানতাং স সামবেদস্য দধৌ বলোদধিঃ॥"
(মাঘ ১২।১১)

সামঞ্জস্য (ক্লী) সমঞ্জসস্য ভাবঃ সমঞ্জস-ষ্যঞ্। ঔচিত্য, উপ-যুক্ততা, সমীচীনতা, উৎকর্ষ, মিল।

সামতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

সামতস্ (অব্য) সামন্-তসিল্। সামবিষয়ে, সাম হইতে।

সামতেজস্ (ত্রি) সামমন্ত্ররূপ তেজোবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ১০।৪।২৮)

সামত্ব (ক্লী) সাম্নঃ ভাবঃ ত্ব। সামের ভাব বা ধর্ম্ম, সামতা।

সামন্ (ক্লী) স্যতি ছিনত্তি দুঃখং গেয়ত্বাৎ স্যতি দুঃখয়তি দুর-ধ্যেয়ত্বাদিতি বা সো (সাতিভ্যাং মনিন্ মনিণৌ। উণ্ ৪।১৫২) ইতি মনিন্। সামবেদ। জৈমিনি ইহার লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন যে "গীতেষু সামাখ্যা" (জৈমিনি) গীয়মান মন্ত্রের নাম সাম, যজ্ঞে যে সকল মন্ত্র গান করিবার বিধান আছে, তাহাকে সাম কহে।

২ চারি বেদের অন্তর্গত বেদবিশেষ। সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ। বেদের মধ্যে সাম তৃতীয়, এই বেদের শাখা সহস্র। প্রত্যেক বেদ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্‌সকল হইয়াছে। ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্ সামবেদ হইতে উৎপন্ন।

সামবেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্যবেদ অধ্যয়ন করিতে নাই।

"সামধ্বনাবৃগযজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥
ঋগ্‌বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥" (মনু ৪।১২৩-২৪)

যে স্থলে সামবেদের অধ্যয়ন ধ্বনি বিদ্যমান থাকে, তথায় ঋক্ বা যজুঃ অধ্যয়ন করিবে না। কিংবা একবেদ সমাপনান্তে আরণ্যক বা উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া সেই দিবারাত্রির মধ্যে অন্যবেদ অধ্যয়ন করা উচিত নয়। ঋগ্‌বেদ দেবদৈবত্য, অর্থাৎ ইহাতে দেবতাদিগের স্তুতিই প্রধান ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ মানুষদৈবত্য অর্থাৎ মানবদিগের কর্ম্মকাণ্ডই যজুর্ব্বেদের প্রধান বিষয়। সামবেদ পিতৃদেবতাক, অর্থাৎ পিতৃলোকের মাহাত্ম্যই সামবেদের মুখ্যবিষয়, এই কারণ সামবেদের ধ্বনি যজুঃ ও ঋক্‌বেদের ধ্বনির নিকট অশুচির ন্যায় প্রতিভাত হয়। বেদ-পাঠ করিবার কালে বেদের সারভূত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পাঠ না করিয়া কদাপি বেদপাঠ করিবে না।

বৈদিকগণের নিকট সামত্রয়ী মধ্যে গণ্য।

সায়ণাচার্য্য সামবেদভাষ্যের অবতরণিকায় সামলক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"মন্ত্রব্রাহ্মণরূপৌ দ্বাবেব বেদভাগাবিত্যঙ্গীকারাৎ।
মন্ত্রবিশেষাণামৃগ্‌যজুঃসামরূপাণাং লক্ষণানি তস্মিন্নেবাধিকারে ত্রিষধিকরণেষু জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস—'তেষামৃগ্‌যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা' (৩২) 'গীতিষু সামাখ্যা' (৩৩) 'শেষে যজুঃ শব্দঃ' (৩৪) ইতি। তদেতন্ন্যায়বিস্তরে স্পষ্টীকৃতম্—'নর্ক্‌সামযজুষাং লক্ষ্মসাঙ্কর্য্যাদিতি শঙ্কিতে। পাদশ্চ গীতিঃ প্রশ্লিষ্ট পাঠ ইত্যস্ত্যসঙ্করঃ।' ইদমাম্নায়তে—'অহে বুধ্নিয়! মন্ত্রং মে গোপায় যমৃষয়স্ত্রৈবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজুংষি' ইতি। ত্রীন্ বেদান্ বিদন্তীতি ত্রিবিদঃ ত্রিবিদাং সম্বন্ধিনোঽধ্যেতারস্ত্রৈবিদাস্তে চ যং মন্ত্রভাগমৃগাদিরূপেণ ত্রিবিধমাহঃ তং গোপায়েতি যোজনা। তত্র ত্রিবিধানামৃক্‌সামযজুষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি, কুতঃ?"

অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই প্রকার বেদভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনি (তাঁহার মীমাংসাসূত্রে) ঋক্, যজু ও সামরূপ মন্ত্রবিশেষ স্বীকার করিয়া এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—যে যে মন্ত্রের যেখানে অর্থবশে পাদব্যবস্থা বা পদ্য বলিয়া জানিবে, সেই গুলি ঋক্, গীতরূপে যে সকল মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই সাম, ইহা ছাড়া অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি যজুঃ শব্দবাচী। জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তরে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করা হইয়াছে—সকল বেদের মধ্যেই ঋক্, যজু ও সাম-লক্ষণাত্মক মন্ত্র আছে, এই সঙ্করদোষ কিরূপে খণ্ডন করা যায়? (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ১।২।২৬) এইরূপ শ্রুতি আছে—'হে অহে বুধ্নিয়! যে মন্ত্রভাগকে ঋষিগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন, তাহা রক্ষা কর।' ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মন্ত্রভাগ ত্রিবিধ, কিন্তু তন্মধ্যে কোন মন্ত্রটী ঋক্, কোন্‌টী সাম ও কোন্‌টীই বা যজুঃ তাহা জানিবার উপায় নাই। এ জন্য ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য সামলক্ষণ বুঝাই

বার জন্য সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাঁহার অভিপ্রায়ের সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

'ইদানীং যজুর্ব্বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মধ্যেও—"এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে" (তৈ°স° ১৷৬৷৫৷১) এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যজুর্বেদে কিছু সামও স্বীকৃত হইয়াছে। আবার সামবেদেও "অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসি" (ছা°ব্রা° ৩৷১৭) ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র দৃষ্ট হয় এবং গীয়মান সামসমূহের আশ্রয় ঋক্‌গুলিও সমস্তই সামবেদে গৃহীত হইয়াছে। তবে কি ঋগ্বেদের স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই? তদুত্তরে জৈমিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"পাদবন্ধেনার্থেন চোপেতাঃ বৃত্তবদ্ধা মন্ত্রাঃ ঋচঃ। (মী° সূ° ২৷১৷৩২)
"গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি। (মী° সূ° ২৷১৷৩৩)
"বৃত্তগীতিবর্জ্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতাঃ মন্ত্রাঃ যজুংষি" (২৷১৷৩৪)

অর্থাৎ পাদবদ্ধ ও অর্থযুক্ত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগুলিই ঋক্। গীতিরূপে রচিত মন্ত্রগুলিই সাম এবং ছন্দঃ ও গীতবর্জ্জিত গদ্য মন্ত্রগুলিই যজুঃ। সাম গীতিতে রচিত ইহা সুস্পষ্ট বুঝাইবার জন্য ন্যায়বিস্তরগ্রন্থে (৭৷২) এইরূপে 'রথন্তর' শব্দ আলোচিত হইয়াছে—

কবতী গুলিতে রথন্তর সাম গান করিতে হয়। এখানে সহসা এই সন্দেহ হয় "কয়া ন শ্চিত্র আভুব" ইত্যাদি তিনটী ঋক্‌কেই কবতী কহে, এই তিনটী ঋকই স্বর ও স্তোভাদির যোগে গীত হইলেই তাহাকে 'বামদেব্য' সাম বলা হয়। (উ° গা° ১৷১৷৫) এদিকে "অভিত্বা শূর নো নুমঃ" (ছ° আ° ৩৷১৷৫৷১) এই মন্ত্রটী স্বরাদি যোগে গীত হইয়া রথন্তর সাম নামে প্রসিদ্ধ (আ° গা° ২৷১৷২১)। রথন্তর সাম গান কর বলিলে ঐটীই পাঠ করিতে হয়। এরূপ স্থলে রথন্তর বলিলে, স্বরস্তোভাদি যুক্ত "অভিত্বা-শূর নো নুমঃ" এই ঋক্‌টী অথবা কেবল কি স্বরস্তোভাদি বুঝিব? স্বরস্তোভাদিযুক্ত এই ঋক্‌টীই রথন্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। "অভিত্বা" ঋক্‌টী যেরূপ স্বরস্তোভে গীত করিবার বিধি আছে, এবং তাহাই রথন্তর সাম বলিয়া প্রসিদ্ধ, কবতী ঋক্‌গুলিও সেইরূপ রথন্তরীয় স্বরস্তোভাদিযুক্ত করিয়া গান করিবে, ইহাই অভিপ্রায়। সাম, বৃহৎসাম ও রথন্তর সাম বলিলে সেই সেই স্বর বুঝিতে হইবে; যে কোন মন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া হউক সেই স্বরটী গাইলেই সেই সামগান সিদ্ধ হইবে।

সামগান আবার তাহার আশ্রয় স্বরূপ ঋচাদির অক্ষর সকলে ক্রুষ্ট প্রভৃতি সপ্তস্বর ও অক্ষরবিকারাদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রুষ্ট, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রধানতঃ এই সপ্তস্বর। ইহাবই আবার উচ্চারণ অনুসারে নানা প্রকারে বিভিন্ন হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে তাই স্বরই সামের গতি বা উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত।

কেবল স্বর বোধ হইলেই সামগান সম্পন্ন হইবার নহে, সেই সঙ্গে কোন্ স্থানে কিরূপ অক্ষরে বিকারাদি হইবে, তাহাও জানা আবশ্যক। তাই মীমাংসাসূত্রভাষ্যে শবরস্বামী লিখিয়াছেন—

"গীতির্নাম ক্রিয়া হ্যভ্যন্তরপ্রযত্নজন্যা, স্বরবিশেষাণামভিব্যঞ্জিকা, সামশব্দাভিলাপ্যা, সা নিয়তপ্রমাণা ঋচি গীয়তে। তৎসম্পাদনার্থোঽয়মৃগক্ষরবিকারো বিশ্লেষোবিকর্ষণমভ্যাসো বিরামঃ স্তোভং ইত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে সামবেদে সমাম্নায়ন্তে।" (মী°সূ°ভা° ৯৷২৷২৭)

আভ্যন্তর প্রযত্ন জন্য ক্রিয়া বিশেষই গীতি, তাহাই বৃহৎ রথন্তর প্রভৃতি বিবিধ স্বরের অভিব্যঞ্জক, তাহাই সাম বলিয়া অভিহিত এবং মিতাক্ষরাদি নিয়মে গ্রথিত ঋক্ (পদ্য) অবলম্বনে গীত হইয়া থাকে। কেবল স্বরই এই গীতির সম্পাদক নহে, ঋক্-সমূহের কোথায় অক্ষরবিকার, কোথায় বিশ্লেষ, কোথায় বা বিকর্ষণ, কোথায় অভ্যাস ও বিরাম হইবে, এ ছাড়া স্তোভসাধন ইত্যাদি সমস্তই সামবেদে উক্ত আছে। ছান্দোগ্য তলবকার প্রভৃতি শাখা ভেদে এক একটী সামও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গীত হইয়া থাকে।

স্তোভই প্রধান সামাঙ্গ। স্তোভ কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে ন্যায়বিস্তরকার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। কোন ঋগংশ বিকৃত হইলে তাহাকে স্তোভ বলা যায় না, তাহা হইলে "অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রে গীত সামে প্রথমতঃ অকারের স্থানে যে ওকার শুনা যায়, তাহাকেও স্তোভ বলিতে হয়, বাস্তবিক উহা স্তোভ নহে 'অক্ষরবিকার' মাত্র। এইরূপ ঋকের মধ্যে বর্ণ বা পদের আধিক্যও স্তোভের জ্ঞাপক নহে, যেমন "পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা" (ছ° আ° ৫৷১৷১৮) এই ঋকের গানকালে 'দতুবা' প্রভৃতি কএকটী অংশ ত্রিবার গীত হইয়া থাকে। (গে° গা° ১০৷২৷৩)। এরূপ একাধিক বার গীতকে 'অভ্যাস' বলা যায়। ইহাও স্তোভ নহে। ঋকের বর্ণ বিকৃত হইয়া রূপান্তরিত না হইয়াও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই সেই বর্দ্ধিত বর্ণকে বা বর্ণগুলিকে 'স্তোভ' কহে। স্তোভও আবার দুই প্রকার পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ। গেয় ঋক হইতে অতিরিক্ত অথচ ঋগংশরূপে ঋকের মধ্যে বা পৃথক্ আশ্রয় রূপেই গীতপদ বা পদাবলিকে পদস্তোভ ও ঐ রূপ বাক্যাবলিকে বাক্যস্তোভ কহে। পদস্তোভ পঞ্চদশ ও বাক্যস্তোভ নয় প্রকার।

যেরূপ অক্ষরবিকারাদি ও স্তোভযোগ সামগীতির হেতু, সেইরূপ বর্ণলোপও অন্যতম কারণ। যেমন জ্যোতিষ্টোমে বিধি আছে, "যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে" ইত্যাদি ঋগুৎপন্ন সামদ্বারা স্তব করিবে। 'যজ্ঞাযজ্ঞা' ঋক্‌টীতে গিরাশব্দ আছে; যোনিগান* গ্রন্থে ঐ ঋঙ্মূলক সামে 'গিরা' স্থানে

* গেয় ও আরণ্য এবং উহ উহ্য নামক গানগ্রন্থও 'যোনিগান' নামে অভিহিত।

অক্ষরবিকৃতি ও আগম করিয়া 'গায়িরা' গীত হইয়া থাকে। এদিকে তাণ্ড্যব্রাহ্মণে বিধি আছে—গিরাকে ইরা করিয়া অর্থাৎ, গলোপ করিয়া জ্যোতিষ্টোমে গান করিবে। এখন কথা এই যোনিগান ও তাণ্ড্যব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ, কোন্‌টী গ্রাহ্য? তাণ্ড্যব্রাহ্মণে আরও দেখা যায় যে 'গিরা গিরা' বলিবে না, গিরা গিরা বলিলে উদ্গাতা আপনারই গিরণ করিবে।' (৮।৬) সুতরাং এটী বিশেষ বিধি মানিতেই হইবে। এই কারণ জ্যোতিষ্টোমে 'গিরা' পদটী গায়িরা, পরে ঐ গায়িরার গ লোপ করিয়া "আইরা" রূপে জ্যোতিষ্টোমে গীত হইবে।

এইরূপে সায়ণাচার্য্য সামভাষ্যোপক্রমণিকায় সামবেদসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। সামমন্ত্রেই দেবতাগণের স্তব করিবার বিধান থাকায় নানা শাস্ত্রে সামবেদের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। অপরাপর বেদের ন্যায় সামবেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত আরণ্যক, উপনিষদ্, শ্রৌতসূত্র, কল্পসূত্র, প্রাতিশাখ্য প্রভৃতি বহুতর সামবেদীয় গ্রন্থ প্রচলিত আছে। [বেদশব্দে সামসাহিত্য-প্রসঙ্গে তাহার সবিস্তার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।]

গৌড়বঙ্গে বহু পূর্ব্বকাল হইতে সামবেদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। এখানকার প্রধান ব্রাহ্মণশাখা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ সকলেই প্রায় সামবেদী, এখন তাঁহাদের মধ্যে বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইলেও তাঁহাদের সকল সংস্কারাদি ভবদেবভট্টের সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

[কুলীন ও ভবদেবভট্ট দেখ।]

২ শত্রুবশীকরণোপায়বিশেষ। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটী উপায়। মনুতে লিখিত আছে যে, যে সকল শত্রু রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে, রাজা তাহাদিকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিবিধ উপায় দ্বারা বশীভূত করিবেন। প্রিয়বাক্য কথনের নাম সাম, সন্ধিকেও সাম কহে। প্রথমে রিপুর প্রতি সামপ্রয়োগ করিতে হয়, যদি সাম দ্বারা রিপু শান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি অন্য উপায় প্রয়োগ করিবে না। সাম দ্বারা রিপু শান্ত না হইলে দান, তৎপরে ভেদ ও দণ্ড বিধান বিধেয়। (মনু ৭ অ°) ইহার বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না। মৎস্যপুরাণে ২২২ অধ্যায়ে রাজধর্ম্মবর্ণনস্থলে সামবিধিতে বর্ণিত হইয়াছে যে সাম দুই প্রকার তথ্য ও অতথ্য, যে স্থলে সাধুদিগের প্রতি আক্রোশ করিয়া সাম প্রযুক্ত হয়, তাহাকে অতথ্য কহে। মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সাধুবিগর্হিত যে উপায় তাহাই অতথ্য নাম বাচ্য। যাহা সাধুদিগের হিতকর তাহাই তথ্য। যে সকল শত্রু, মহাকুলীন, ঋজু, ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই সামসাধ্য। এই সকল ব্যক্তির প্রতি তথ্য সাম প্রয়োগ কর্ত্তব্য। যাহারা এই তথ্য সামে শান্ত না হয়, তাহাদের প্রতি অতথ্যসাম প্রয়োগ করিতে হয়।

"দ্বিবিধং কথিতং সাম তথ্যঞ্চাতথ্যমেব চ।
তত্রাপ্যতথ্যং সাধুনামাক্রোশায়ৈব জায়তে ॥
তথ্যং সাধুপ্রিয়ৈশ্চৈব সামসাধ্যা নরা মতাঃ।
মহাকুলীনা ঋজবো ধর্ম্মনিষ্ঠা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
সামসাধ্যা নরাস্তথ্যং তেষু সাম প্রযোজয়েৎ ॥"

(মৎস্যপু° ২২২ অ°)

সামন (ত্রি) ধনশালী। প্রাচুর্য্যযুক্ত। (ঋক্ ৩৩০।৯)

সামনী (স্ত্রী) পশুবন্ধনরজ্জু, গবাদি পশু বন্ধনের দড়ি।

সামন্ত (পুং) সমন্তাদ্যাঃ সংলগ্নৈকদেশায়া ভূমেরয়মিতি সমন্তা তস্যেদমিতি অণ্। সমন্তাৎ ভবঃ, তত্র ভব ইতি অণ্ বা। স্ববিষয়ান্ত রাজা, সামান্য রাজা। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "সম্ সংলগ্নো একদেশো যস্যাঃ সা সমন্তা স্ববিষয়ান্তরা ভূমিঃ তস্যা ঈশ্বরাঃ সামন্তাঃ" (ভরত) একটী রাজ্যের মধ্যে তৎসংলগ্ন ভূমির কিয়দংশের অধিপতি রূপ যে সকল ভূস্বামী, তাহাদিগকে সামন্ত কহে। এই সকল সামন্ত রাজার অধীন থাকেন। (ত্রি) ২ সীমান্তরভব।

"সাক্ষ্যভাবে তু চত্বারো গ্রামাঃ সামন্তবাসিনঃ।
সীমাবিনির্ণয়ং কুর্য্যুঃ প্রযতা রাজসন্নিধৌ ॥" (মনু ৮।২৫৮)

'সামন্তাঃ সীমান্তরবাসিনঃ' (মেধাতিথি) ৩ প্রতিবেশী। ৪ শ্রেষ্ঠ প্রজা। ৫ অধিনায়ক। ৬ নিকটবর্ত্তী। ৭ সামীপ্য।

সামন্তক (ক্লী) ১ পরিধি। ২ ব্যাপ্তি, বেড়।

সামন্ত, তান্ত্রিকসারটীকাপ্রণেতা একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি রাজা শ্রীপতি বিষ্ণুদাসের রাজ্যকালে ১৬১৭ বা ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফাল্গুন তারিখে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

সামন্ত, চাহমান বংশীয় একজন নরপতি।

সামন্তদেব, একজন প্রাচীন হিন্দু নরপতি।

সামন্তরাজ, সূর্য্যপ্রকাশরচয়িতা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। হরিসামন্তরাজ নামেও অভিহিত।

সামন্তসিংহ, ক একজন হিন্দুনরপতি, ১ একজন রাজপুত সামন্ত। ইনি রাজা ধারাবর্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রহ্লাদন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ২ মেবারের গুহিলবংশীয় রাজা ক্ষেমসিংহের পুত্র। ৩ মণ্ডলীর একজন রাজা। ইনি স্বীয়বীর্য্যবলে মহামণ্ডলেশ্বর রাণক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম সংগ্রামসিংহদেব। ৪ যোধপুরের একজন রাজা। ইনি মহারাজকুল সামন্তসিংহদেব নামেও পরিচিত।

সামন্তসেন, একজন রাজা। ইনি বাঙ্গালার সেন বংশীয় রাজা হেমন্তসেনের পিতা ও বিজয়সেনের পিতামহ।

সামন্তেয় (পুং) ঋষিভেদ। (ভাগ° ৯।২০।২৪)

সামন্তেশ্বর (পুং) সামন্তস্য ঈশ্বরঃ। চক্রবর্ত্তী, সম্রাট্, সামন্ত-রাজাদিগের অধিপতি।

সামন্য (পুং) সামসু সাধুঃ সামন্ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ইতি যৎ। সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। (শ্রুতি ৪।৯)

সামপুষ্পি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

সামপ্রগাথ (পুং) হোত্রক, সামমন্ত্রপাঠক।

সামভৃৎ (ত্রি) সাম বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্, তুক্‌চ। উদ্গাথা, যজ্ঞে যিনি সামবেদ গান করেন। "সামভৃতং বিভর্ত্তিগ্রাবাণং" (ঋক্ ৭।৩৩।১৪) 'সামভৃতং উদ্গাথারং' (সায়ণ)

সামময় (ত্রি) সামন্ স্বরূপে ময়ট্। সামস্বরূপ, সাম।

সাময়াচারিক (ত্রি) সাময়াচার এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। (পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। সময়াচার।

সাময়িক (ত্রি) সময়ঃ প্রাপ্তো হস্য সময় (সময়স্তদস্য প্রাপ্তং। (পা ৫।১।১০৪) ইতি ঠঞ্। সময়োচিত, কালোপযুক্ত, নিয়মানুযায়ী। "নিজধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকোভবেৎ।
সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজকৃতশ্চ যঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৮৯)

সাময়ুগীন (ত্রি) সময়ুগে সাধুঃ (প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্। (পা ৪।৪।৯৯) ইতি খঞ্। সময়ুগবিষয়ে উত্তম।

সামযোনি (পুং) সাম্নঃ যোনিঃ কারণং। ১ ব্রহ্মা। সাম সাম-বেদঃ যোনিঃ কারণং যস্য। ২ হস্তী। (ত্রি) ৩ সামোত্থবস্তু। (মেদিনী)

সামর (পুং) সমর এব অণ্। ১ সমর। (ত্রি) ২ যুদ্ধভব।

সামরাজ, শৃঙ্গারামৃতলহরীপ্রণেতা।

সামরাজদীক্ষিত, ১ অক্ষবগুম্ফ ও আর্য্যাত্রিশতীপ্রণেতা। ২ নরহরির পুত্র। ইনি দামচরিতনাটক ও ধূর্ত্তনর্ত্তক নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সামরাধিপ (পুং) সামরস্য অধিপঃ। সমরের অধিপতি, যুদ্ধা-ধিপতি, সেনাপতি।

সামরিক (ত্রি) সমরসম্বন্ধীয়।

সামরিকপোত (পুং) যুদ্ধসম্বন্ধীয় জাহাজ।

সামরিক-বিচারালয় (পুং) যে বিচারালয়ে সৈন্য প্রভৃতির অপরাধের বিচার হয়। (Court martial)

সামরী, সামুদ্রিক শব্দের অপভ্রংশ। সমুদ্রোপকূলবাসী কালি-কটের রাজগণ "সামরী" উপাধিতে ভূষিত, এই সামরী আবার চলিত কথায় 'জামোরিন্' হইয়াছে। [কালিকট দেখ।]

সামরেয় (ত্রি) সমর সম্বন্ধীয়।

সামর্থ্য (ক্লী) সমর্থস্য ভাবঃ, সমর্থ-ষ্যঞ্। ১ যোগ্যতা, ক্ষমতা। ২ শক্তি। (মেদিনী)
"অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবা হিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিং॥" (গীতা ২।৩৬)
৩ শব্দের প্রতিপাদ্য। ৪ শ্লাঘ্য। (ভারত নীলকণ্ঠ)

সামর্থ্যবৎ (ত্রি) সামর্থ্যং বিদ্যতে হস্য মতুপ্, মস্য ব। সামর্থ্যযুক্ত, যোগ্যতাবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট।

সামর্ষ (ত্রি) অমর্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অমর্ষের সহিত বর্ত্ত-মান, অমর্ষযুক্ত, ক্রোধবিশিষ্ট।

সামলায়ন (ত্রি) সমল-পক্ষ্যাদিত্বাৎ ফক্ (পা ৪।২।১০) ১ সমলস্থান হইতে প্রত্যাগত। ২ সমলস্থানবাসী। ৩ সমল স্থানের অদূরবর্ত্তী স্থান।

সামলেয় (ত্রি) সমল-সংখ্যাদিত্বাৎ ঢঞ্। (পা ৪।২।৮০) সামলায়ন শব্দার্থ।

সামল্য (ত্রি) সমল সঙ্কাশাদিত্বাৎ ণ্য। (পা ৪।২।৮০) সামলের শব্দার্থ। (ক্লী) ২ সমলতা।

সামবৎ (ত্রি) সাম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সামযুক্ত, সামবিশিষ্ট।

সামবর্ণ্য (ক্লী) সমবর্ণভাবে ষ্যঞ্। সমবর্ণতা, তুল্যবর্ণত্ব, এক প্রকার বর্ণ।

সামবশ (ত্রি) সামচ্ছন্দানুগামী।

সামবাদ (পুং) সাম্নঃ বাদঃ। ১ সামকথন, প্রিয়বাক্যকথন। ২ প্রিয়বাক্য, সামপ্রয়োগ।

সামবায়িক (পুং) সমবায়ান্ সমবৈতি সমবায় (সমবায়ান্ সম-বৈতি। পা ৪।৪।৪৩) ইতি ঠক্। ১ মন্ত্রী। (ত্রি) ২ সমবায় সম্বন্ধী, সমবায়সম্বন্ধযুক্ত, যাহাতে সমবায় সম্বন্ধ আছে, নিত্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। নৈয়ায়িকদিগের মতে নিত্য সম্বন্ধের নাম সমবায় [সমবায় দেখ।] তাদৃশ সম্বন্ধীয় সামবায়িক।

সামবিদ্ (ত্রি) সাম বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। সামজ্ঞ, সামবেদবেত্তা।

সামবিধান (ক্লী) সাম্নঃ বিধানং। সামবেদোক্ত বিধান।

সামবেদে যে সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠান আদিষ্ট হইয়াছে, সামবিধানব্রাহ্মণে ও অগ্নিপুরাণে তৎসমুদায় বর্ণিত আছে। ঐ গুলি মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ। উহাদের জপ বা উচ্চারণ বা পত্রে লিখিয়া কণ্ঠাদিতে ধারণ করিলে বিশেষ বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয় তাহারা যদি "অবোধ্যগ্নি" এই মন্ত্র দ্বারা ঘৃত অভ্যুক্ষণ করিয়া ঘৃতশেষ দ্বারা মেখলা বন্ধন করে, তাহা হইলে নিশ্চিয়ই গর্ভরক্ষা পায়। বালক জন্মিলে তাহার কণ্ঠে "সোমং রাজানং" এই মন্ত্র দ্বারা মণি বন্ধন করিয়া দিলে সেই বালক সকল ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে 'গব্যেষুণ' মন্ত্রদ্বারা গোগণের উপাসনা করিলে বহু গোলাভ হয়। দ্রোণপরিমিত যব ঘৃতাক্ত করিয়া, 'বাত আবাতু ভেষজং' মন্ত্রদ্বারা যে ব্যক্তি বিধিবৎ হোম করে, সে সর্ব্বপ্রকার

মায়াপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয়। 'প্রদেবো দাসেন' এবং বষট্‌কারসমন্বিত 'অভিত্বা পূর্ব্বপীতয়ে' মন্ত্রদ্বারা তিলহোম করিলে অতি কর্ম্মদক্ষ হয়। পিষ্টময় হস্তী, অশ্ব ও পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়া 'বাসকেশ্ম' মন্ত্রদ্বারা সংস্রবার হোম করিলে সংগ্রামে বিজয়লাভ হইয়া থাকে। ইত্যাদি আরও অনেক আধিভৌতিক ব্যাপার বিধিবদ্ধ দেখা যায়। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। (অগ্নিপুরাণ ২০৭অঃ)

সামবিপ্র (পুং) সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, যে সকল ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কারাদিকার্য্য সকল সামবেদের নিয়মানুসারে হয়, তাহাকে সামবিপ্র কহে। ইহারা সন্ধ্যোপাসনাদি সকল কার্য্যই সামবেদানুসারে করিবেন।

সামবেদ (পুং) চারিবেদের অন্তর্গত তৃতীয় বেদ। [সামন্‌ ও বেদশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সামবেদিক (ত্রি) সামবেদসম্বন্ধীয়, সামবেদীয় ব্রাহ্মণ।

সামবেদীয় (ত্রি) সামবেদসম্বন্ধীয়, সামবেদী ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে রাঢ়ীশ্রেণীয় যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা সকলেই সামবেদীয়। ইহাদের মধ্যে অন্যবেদীয় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে যদিও কাহার বেদবিপর্য্যয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বে সামবেদীয় ছিলেন, পরে ক্রিয়াদি কোন কারণবশতঃ তাহাদের এইরূপ বেদের ব্যতিক্রম হইয়াছে। বারেন্দ্র ও বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিন বেদেরই ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবদেব ভট্ট সামবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের দশবিধ সংস্কারের পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন, ঐ পদ্ধতি অনুসারেই তাহাদের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। গায়ত্রী তিন বেদীয়দিগেরই এক প্রকার, কিন্তু সন্ধ্যোপাসনা সকলবেদীয়দিগেরই বিভিন্ন প্রকার অভিহিত হইয়াছে। সামবেদীয়গণ সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধানানুসারে সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। সংস্কারকার্য্যের ন্যায় শ্রাদ্ধাদিও বিভিন্ন প্রকার।

সামশিরস্‌ (ত্রি) সামমন্ত্রই যাহাতে শীর্ষস্থানী।

সামশ্রবস্‌ (পুং) ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১৪।৬।১।৩)

সামশ্রবস (পুং) সামশ্রবার গোত্রাপত্য। (তাণ্ড্যব্রা° ১৭।৪।৩)

সামশ্রাদ্ধ (ক্লী) সাম্নঃ শ্রাদ্ধং। সামবেদীয়দিগের শ্রাদ্ধ, সামবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাহাকে সামশ্রাদ্ধ কহে। সামশ্রাদ্ধতত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ অভিহিত হইয়াছে।

সামসংহিতা (স্ত্রী) সাম্নঃ সংহিতা। ১ সামবেদের সংহিতা। ২ সামবেদ।

সামসরস্‌ (ক্লী) সামভেদ।

সামসাবিত্রী (স্ত্রী) সাবিত্রীমন্ত্রভেদ। (গোভিল° ৩।৩।৩)

সামসূর (পুং) সামভেদ।

সামসূক্ত (ক্লী) সামবেদোক্তং সূক্তং। সামবেদোক্ত সূক্ত, সামপ্রগাথ, সামবেদে যে সকল সূক্ত অভিহিত হইয়াছে।

সামস্ত (ত্রি) সমস্ত, সমগ্র। একত্র বহু।

সামস্তম্বি (পুং) সমস্তম্বের গোত্রাপত্য, ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সামস্তিক (ত্রি) সামস্ত, সমস্তযুক্ত। (পা° ৪।২।১০৪ বার্ত্তিক)

সামস্থ্য (ক্লী) সমস্থ-ষ্যঞ্‌ কর্ম্মণি ভাবে চ। (পা ৫।১।১২৪) সমস্থের ভাব।

সামাগুটীং, আসাম প্রদেশের নাগা পার্ব্বত্য জেলার একটী সহর। পূর্ব্বে এখানে জেলার বিচার সদর ও সীমান্তরক্ষার্থ সেনানিবাসের কেন্দ্র ছিল। ধনেশ্বরী (ধান্যেশ্বরী ?) নদীর একটী শাখার তীরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪৭৭ ফিট্‌ উচ্চে শিবসাগর জেলাস্থ গোলাঘাট হইতে ৬৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩°৪৬´ পূঃ।

পার্ব্বত্য নাগাজাতির উপর্য্যুপরি উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়াও তাহাদের ভারতীয় প্রজানাশদমনার্থ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই স্থানে সেনাসংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু কহিমা নাগাদলনের উপযুক্ত স্থান জানিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ছাউনী উঠাইয়া কহিমায় লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর। দূরস্থ পার্ব্বত্য উপত্যকা হইতে জলনালী প্রচালিত করিয়া এই নগরের জলসরবরাহ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। দুর্গটী প্রাচীরাদি দ্বারা সুরক্ষিত নহে।

সামাঙ্গ (ক্লী) সাম্নঃ অঙ্গং। সামবেদের অঙ্গ, সামবেদের শাখা।

সামাচারিক (ত্রি) সমাচার এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্‌। পা ৫।৪।৩৪) ইতি স্বার্থে ঠক্‌। সমাচার।

সামাজিক (পুং) সমাজং সমবৈতীতি সমাজ (সমবায়ান্‌ সমবৈতি। পা ৪।৪।৪৩) ইতি ঠক্‌, যদ্বা সমাজং রক্ষতীতি (রক্ষতি। পা ৪।৪।৩৩) ইতি ঠক্‌। ১ সভ্য, সভাসদ্‌। ২ সহৃদয়, রসজ্ঞ। (ত্রি) ৩ সমাজসম্বন্ধী। ৩ সভাসম্বন্ধীয়।

সামাজিক তন্ত্র (ক্লী) সমাজসম্বন্ধীয় নিয়ম।

সামাজিক নিয়ম (পুং) (Social laws) দশজনে একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান করাকে সমাজ কহে। এই সমাজে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ দশজনে মিলিয়া যে সকলনিয়ম করা হয়, তাহাই সামাজিক নিয়ম। সমাজস্থিত লোক সমূহ সকলেরই এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে কখনও সমাজ চলিতে পারে না, এই জন্য সকলে মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে সমাজে বাস করে, তাহার অনুকূল কতকগুলি নিয়ম করা হয়। তাহাই সামাজিক নিয়ম। অধুনা সমাজবন্ধন শিথিলপ্রায়, এই জন্য সমাজে এইক্ষণ নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়।

সামাতান (পুং) সামপ্রগাথ। (সাংখ্যায়নশ্রৌ° ১৪।৯।৬)

সামাত্য (ত্রি) অমাত্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। অমাত্যের সহিত বর্ত্তমান, অমাত্যযুক্ত, অমাত্যবিশিষ্ট।

সামাৎসাম্য (ক্লী) ১ পর্য্যায়ক্রমে একটীর পর একটী গ্রহের বিষুবরেখায় প্রবেশ ও নির্গম। ২ পর্য্যায়িক আগম ও নিগম, আরম্ভন ও সমাধান। (লাট্যা° ৬।৬।২)

সামানগ্রামিক (ত্রি) সমান-গ্রাম-ঠঞ্। সমানগ্রামভব, একগ্রামভব।

সামানাধিকরণ্য (ক্লী) সমানাধিকরণ ভাবে ষ্যঞ্। সমানাধিকরণের ভাব, একাশ্রয়বৃত্তি, একস্থানস্থায়িত্ব, সাধারণ গুণ বা ধর্ম্মের অবস্থিতি স্থান।

সামান্য (ক্লী) সমান এব স্বার্থে ষ্যঞ্। জাতি, প্রকার, রকম, গোত্ব, মনুষ্যত্বাদি জাতিসাধর্ম্ম্য, গোর গোত্ব ও মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

বৈশেষিকদর্শনে ৬টী পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সামান্য একটী, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষ এই ৬টী পদার্থ। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে এই সকল পদার্থের বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিত্য ও অনেক সমবেত-পদার্থের নাম সামান্য, ইহার অপর নাম জাতি। একটী বস্তুর সংযোগ হয় না, একাধিক বস্তুরই সংযোগ হইয়া থাকে, সুতরাং সংযোগ অনেক সমবেত বটে, কিন্তু এই সংযোগ নিত্য নহে, অনিত্য। আবার জলপরমাণুর রূপ, আকাশের পরম মহৎপরিমাণ নিত্য ও সমবেত হইলেও অনেকসমবেত নহে, অত্যন্তাভাব নিত্য ও অনেকবৃত্তি হইলেও সমবেত নহে, এই জন্য ঐ সকল পদার্থ সামান্য হইতে পারে না, কারণ সামান্যলক্ষণে অভিহিত হইয়াছে যে নিত্য ও অনেকসমবেত পদার্থের নাম সামান্য। সুতরাং ঐ লক্ষণানুসারে উক্ত সকল পদার্থের নিত্যত্ব আছে, অনেকসমেবতত্ব নাই, আবার অনেক সমবেতত্ব আছে, নিত্যত্ব নাই। অতএব উহারা সামান্য হইতে পারে না, এই সামান্য দুই প্রকার পর ও অপর। ইহার অপর নাম পরাজাতি ও অপরাজাতি। অধিকদেশবৃত্তি পর সামান্য এবং অল্পদেশবৃত্তি অপর সামান্য। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থেরই সত্তা নামে এক জাতি আছে। এই সত্তা অপেক্ষা অধিক দেশবৃত্তি আর জাতি নাই। এই জন্য ইহা পরসামান্য। ঘটত্বাদি জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি, এই জন্য উহারা অপরাজাতি। দ্রব্যত্বাদি জাতি ক্ষিতিত্বাদি জাতি অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি বলিয়া পরা এবং সত্তা অপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি বলিয়া অপরা এই জন্য উহাদিগকে পরাপর জাতি কহে।

"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।
দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্তুসত্তা পরতয়োচ্যতে॥
পরভিন্না চ যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাৎ ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ।
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাপরতয়োচ্যতে॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

সামান্য দুই প্রকার পর ও অপর, দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তি অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটী বৃত্তিনিষ্ঠসত্তা পরাজাতি, এবং পর ভিন্ন যে জাতি তাহাই অপরাজাতি ও দ্রব্যত্ব জাতি পৃথিবীত্বাদি জাতি অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি ও ব্যাপক বলিয়া উহার পরত্ব, এবং সত্তাজাতি অপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তিও ব্যাপ্য বলিয়া উহারা অপরত্ব অর্থাৎ ইহা পরাপরা জাতি নামে খ্যাত।

ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা মুক্তাবলীতে ইহার বিশেষ বিচার বিবৃত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচিত হইল। অনেকসমবেত, যদি সামান্যের ইহা লক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে সংযোগসামান্য অর্থাৎ জাতি হইয়া পরে কারণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে একের সংযোগ হয় না, একাধিক বস্তুরই সংযোগ হয়, সুতরাং সংযোগ অনেকসমবেত অতএব সামান্য হইয়া পড়ে, এই দোষ পরিহারের জন্য অনেকসমবেতও নিত্য বলা হইয়াছে। সংযোগ নিত্য নহে, এই জন্য উহা সামান্য হইল না।

দুইটী সম নিয়ত সামান্য অর্থাৎ জাতি স্বীকৃত হয় নাই, অর্থাৎ এইরূপ দুইটী জাতি কেহই স্বীকার করেন না। এই জন্য ঘটত্ব ও কলসত্ব দুইটী ভিন্ন জাতি নহে, এক জাতি। কারণ যদি স্বপদে ঘটত্ব গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বভিন্ন জাতি হইতে কলসত্ব হইল, উহা ঘটত্বের সম নিয়ত, অতএব উহাতে ঘটত্ব সমনিয়ত্ব আছে, সুতরাং উহা ঘটত্ব হইতে পৃথক্ জাতি হইল না। একজাতি হইল। অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্য জাতির জাতি স্বীকৃত হয় নাই। (ভাষাপরি°)

২ সাদৃশ্য, সমানতা, তুল্যত্ব। (ত্রি) সমানস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ৩ অনেকসম্বন্ধী একবস্তু, সাধারণ।

"সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং বিদুঃ।
অপ্রজায়াং হরেদ্ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাঽপি বা॥" (দায়তত্ত্ব)

৪ সাধারণ্য, সাধারণের কার্য্য। ৫ কাব্যালঙ্কারবিশেষ।

"সামান্যং প্রকৃতস্যান্যতাদাত্ম্যং সদৃশৈর্গুণৈঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০।৭৫৪)

যে স্থলে প্রকৃত বিষয়ের সদৃশ গুণ দ্বারা অন্যতাদাত্ম্য হয়, অর্থাৎ যে স্থলে সাধারণ ধর্ম্মবলে অনেক বস্তু একত্র সম্বদ্ধ হয় তথায় এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"মল্লিকাচিতধম্মিল্লাশ্চারুচন্দনচর্চ্চিতাঃ।
অবিভাব্যাঃ সুখং যান্তি চন্দ্রিকাস্বভিসারিকাঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

অভিসারিকাগণ মল্লিকামালা দ্বারা সুশোভিত ও চারুচন্দন

চর্চ্চিত অতএব চন্দ্রিকাতে অবিভাব্য হইয়া সুখে গমন করিতেছে। এই স্থলে চন্দ্রকিরণ, মল্লিকামালা, শ্বেতচন্দন প্রভৃতি সকলই শুভ্রবর্ণ; এই সকলই শুভ্রবর্ণ হওয়ায় এক হইয়া গিয়াছে; পৃথক্‌রূপে ভেদ বুঝা যাইতেছে না, অভিসারিকার পৃথক্‌রূপে বোধ হইতেছে না, অতএব তিনি অবিভাব্য হইয়া সুখে গমন করিতেছে। যে স্থলে এইরূপ হইবে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে। সাহিত্যদর্পণকার ইহাতে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, এই অলঙ্কারের উক্তরূপ লক্ষণ করিলে মীলিত অলঙ্কারের সহিত এক হইয়া যায়, সুতরাং পৃথক্ রূপে এই অলঙ্কার স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন যে যে স্থলে উৎকৃষ্টগুণ দ্বারা নিকৃষ্ট গুণের তিরোধান হইবে, তথায় মীলিত এবং যে স্থলে উভয়ের তুল্যগুণরূপে ভেদ করিতে পারা যাইবে না, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

"মীলিতে উৎকৃষ্টগুণেন নিকৃষ্টগুণস্য।

তিরোধানং ইহতূভয়োস্তুল্যগুণতয়াভেদাগ্রহঃ।"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

মল্লিকামালা, শ্বেতচন্দন, কামিনী ও চন্দ্রিকা এই সকলই শুভ্র এবং ইহারা সকলই এক হইয়া গিয়াছে, পৃথক্‌রূপে বুঝা যাইতেছে না, সুতরাং এই স্থলে উক্ত অলঙ্কার হইল।

সামান্যকুশণ্ডিকা (স্ত্রী) কুশণ্ডিকাবিশেষ। সংস্কারাদি কার্য্যে হোম করিতে হইলে প্রথমে সামান্য-কুশণ্ডিকা করিয়া তৎপরে সেই সংস্কারোক্ত হোম করিতে হয়; [হোমের সাধারণ বিধি সামান্য-কুশণ্ডিকা শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই সামান্য-কুশণ্ডিকা সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদে তিন প্রকার। ভবদেবাদির পদ্ধতিতে এই কুশণ্ডিকার পদ্ধতি কথিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না। [কুশণ্ডিকাশব্দ দেখ]

সামান্যত্ব (ক্লী) সামান্যস্য ভাবঃ ত্ব। সামান্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধারণত্ব।

সামান্যপূজাপদ্ধতি (স্ত্রী) সামান্যপূজায়াঃ পদ্ধতিঃ। সামান্য-পূজাপ্রণালী, যে কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা করিয়া তৎপরে সেই দেবতার পূজোক্ত প্রণালী অনুসারে পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসারে সামান্য-পূজাপদ্ধতির বিষয় বিশেষরূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা না করিয়া দেবতার বিশেষ পূজা করিতে পারা যায় না। এই পদ্ধতি যথা—

প্রথমে যে পূজা করিতে হইবে, সেই পূজার প্রণালী অনুসারে আচমন, স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন প্রভৃতি করিয়া সামান্য-প্রণালী অনুসারে পূজা করিবে। প্রথমে দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ্য করিতে হয়। নিজের বামদিকের ভূমিতে ত্রিকোণ বৃত্ত লিখিয়া 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে, তৎপরে 'ফট্' এই মন্ত্রে পাত্র প্রক্ষালন করিয়া সাধার শঙ্খ সেই স্থানে স্থাপন করিতে হইবে, 'নমঃ' এই মন্ত্রে সেই সাধারে জল পূরণ করিতে হয়। এই জল পূরণের পর অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে উক্ত মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে।

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

পরে প্রণবমন্ত্রে ইহাতে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করিবে। তাঁহার পর ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন এবং প্রণবমন্ত্র দশবার জপ করিবে। তৎপরে 'ফট্' বলিয়া সেই জলের ছিটা দিয়া দ্বারপূজা করিবে।

উর্দ্ধোডুম্বরে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, দক্ষিণশাখায়াং ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ; তয়োঃ পার্শ্বে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ; দেহল্যাং ওঁ অস্ত্রায় নমঃ, এই রূপে চতুর্দ্বারপূজা করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ, বলিয়া দ্বারদেবতাগণকে পূজা করিবে। ত্রিপুরা-সুন্দরী প্রভৃতির দ্বারপূজার পূজাবিষয়ে একটু বিশেষ আছে,: যথা গণেশ, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী, বটুক, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই সকলের পূজা করিতে হয়। বিষ্ণু-পূজাস্থলে নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, বল, প্রবল, ভদ্র, সুভদ্র, বিঘ্ন ও বৈষ্ণব এই সকলের পূজা বিধেয়; এই সকল দেবতার আদি ও অন্তে প্রণব ও নমঃ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। ওঁ গণেশায় নমঃ, ইত্যাদি রূপে পরে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এইরূপে পূজা করিবে। "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে জলবেষ্টন দ্বারা আকাশস্থিত বিঘ্ন ও বাম পার্ষ্ণিঘাত দ্বারা ভূমিতে তিনটী আঘাত করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন দূরীকরণ করিতে হয়। তদনন্তর ফট্ এই মন্ত্র ৭ বার জপ করিয়া বিকির প্রক্ষেপ করিতে হয়। লাজ, চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ ও আতপতণ্ডুলকে বিকির কহে। সাধারণতঃ পূজা—স্থলে আতপ-তণ্ডুল বা শ্বেতসর্ষপই বিকির রূপে ব্যবহার হয়। এই বিকির-দ্রব্য হস্তে গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উহা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হয়।

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।

যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

এইরূপে বিকির নিক্ষেপপূর্ব্বক ভূতাপসর্পণ করিয়া "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে নারাচমুদ্রা দ্বারা অক্ষত লইয়া সকল বিঘ্ন দূরীকরণ করিবে। তৎপরে আসনশুদ্ধি, সচন্দন পুষ্প গ্রহণ করিয়া "হ্রীঁ আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে আসনপূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

তৎপরে বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মস্তকে অমুক-দেবতায়ৈ নমঃ। যে দেবতার পূজা করিতে হইবে মূলমন্ত্রের সহিত সেই দেবতাকে প্রণাম করিবে। এইরূপে সমস্ত কার্য্য করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। তৎপরে মাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস ও ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। ভূতশুদ্ধি ও এই সকল ন্যাসের বিষয় তন্ত্রসারে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

[ন্যাস ও ভূতশুদ্ধি শব্দে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতিকেও পূজা করিতে হয়। সংক্ষেপে এই সকল পূজা করিয়া তৎপরে যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, সেই দেবতার ধ্যান করিবে। ধ্যানের পর মানস-পূজা, তৎপরে অর্ঘ্য-স্থাপন, করিতে হয়। অর্ঘ্যস্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে অর্ঘ্যের তিনটী পাত্র করিতে হয়, যে কোশা কুশীতে পূজা হয়, তাহাতে একটী অর্ঘ্য এবং অপর দুইটী শঙ্খে দুইটী অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। এই দুইটী অর্ঘ্যের মধ্যে একটী সামান্যার্ঘ্য ও একটী বিশেষার্ঘ্য। পূজা যতক্ষণ সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ এই বিশেষার্ঘ্য চালন করিতে নাই। অর্ঘ্যস্থাপনের বিধানানুসারে অর্ঘ্যস্থাপন করিতে হয়। তৎপরে পীঠপূজা, এবং পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া সেই দেবতার যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। প্রতিমার পূজা হইলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা বিধেয়। তৎপরে আবরণদেবতার পূজা করিয়া হোম জপ প্রভৃতি করিবে। তৎপরে আত্মসমর্পণ করিয়া বিশেষার্ঘ্য দ্বারা জপ সমাপন করিতে হয়।

আত্মসমর্পণ। যথা—হস্তে জল গ্রহণ করিয়া "ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎ সৎ", এইরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে। যে দেবতার পূজা করা হয়, সেই দেবতার স্তবকবচ প্রভৃতি পাঠ করা বিধেয়। নিত্যপূজাস্থলে যদি এই সকল না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বিশেষ দোষাবহ হইবে না।

তন্ত্রসারে সামান্যপূজাপদ্ধতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, কিরূপে পূজা করিতে হয় তাহাই মাত্র এই স্থলে কথিত হইল; ইহা সম্পূর্ণ পদ্ধতি নহে।

সন্ধ্যাপূজা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি এই সকলের অনুষ্ঠান না করেন, শাস্ত্রে তাঁহাদের বিশেষ নিন্দাশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই তন্ত্রোক্ত পূজার সহিত পৌরাণিক পূজার কিছু কিছু প্রভেদ আছে। (তন্ত্রসার সামান্যপূজাপদ্ধতি)

কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত সকল দেবতার পূজাই প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতি ক্রমে করিয়া তৎপরে সেই সেই দেবতার বিশেষ বিধানানুসারে পূজা করা বিধেয়। লক্ষ্মী, সরস্বতী, নারায়ণপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি পুরাণোক্ত পূজায় উক্ত সামান্যপূজাপদ্ধতির সহিত কিছু কিছু প্রভেদ আছে, বাহুল্য ভয়ে সেই সকল এই স্থলে লিখিত হইল না। পূজা-পদ্ধতি গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক, নচেৎ কেবল পদ্ধতি-পাঠ করিয়া ইহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় না।

সামান্যপূজাযন্ত্র (ক্লী) সামান্যপূজায়াঃ যন্ত্রং। পূজাযন্ত্র-বিশেষ। তন্ত্রে লিখিত আছে যে, ঘট ও যন্ত্রে দেবতার পূজা করিতে হয়। এই সকল পূজার আধার। এই সকল স্থানে দেবতার পূজা করিলে তাঁহারা প্রসন্ন হন, এবং পূজকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়। প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র আছে, সেই সকল যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া সেই দেবতার পূজা বিধেয়। ইহা ভিন্ন সকল দেবতাপূজার একটী যন্ত্রও কথিত হইয়াছে, তাহাকে সামান্যপূজাযন্ত্র কহে। এই সামান্যপূজাযন্ত্রে তন্ত্রোক্ত সকল দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের অঙ্কনপ্রণালী যথা—

প্রথমে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে, তৎপরে তাহার বহির্দ্দেশে বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। তাহার বহির্দ্দেশে ষোড়শ দল পদ্ম লিখিয়া তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার ও চতুরস্র অঙ্কিত করিবে। এই রূপে অঙ্কন করিলে এই যন্ত্র হয়। তন্ত্রসারে ইহার বিশেষ বিবরণ ও প্রমাণাদি লিখিত আছে। (তন্ত্রসার)

সামান্যলক্ষণা (স্ত্রী) সামান্যং সাধারণধর্ম্মঃ লক্ষণং যস্যাঃ। অলৌকিক সন্নিকর্ষবিশেষ। আশ্রয়জ্ঞাপক সামান্যজ্ঞান, একটী ঘট দেখিলে সকল ঘটজ্ঞান, ঈদৃশ ঘটত্বাদি জ্ঞান।

"অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোগজস্তথা॥
আসত্তিরাশ্রয়াণান্তু সামান্যজ্ঞানমিষ্যতে।
তদিন্দ্রিয়জতদ্ধর্ম্মবোধসামগ্র্যপেক্ষ্যতে॥" (ভাষা পরিচ্ছেদ)

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার, সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ। সামান্যলক্ষণা অর্থাৎ যে সামান্য যাহাতে স্থিত, ঐ সামান্যই তদাশ্রয়ের বা তাহার প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষস্বরূপ হয়। ঐ সামান্যের কোন একটী আশ্রয়ে চক্ষুঃ সংযোগ হইলে ঐ সামান্য-রূপ সম্বন্ধে সমস্ত তদাশ্রয়ের অলৌকিক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ—একটী ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ হইলে ঘটত্ব সম্বন্ধে নিখিল ঘটের অলৌকিক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। একটী ঘট দেখিয়া এই সামান্য লক্ষণাবলে নিখিল ঘটত্ব জাতির

জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন কোন নৈয়ায়িক এই সামান্য লক্ষণা- স্বীকার করেন না। ইহা স্বীকার না করিলে কি কি দোষ হয়, ইহা লইয়া নব্য ন্যায়ে বিশেষ বিচারপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, নৈয়ায়িক ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য।

সামান্যলক্ষণ, সামান্যং লক্ষণং যস্য, সামান্য হইয়াছে লক্ষণ যাহার, এই স্থলে লক্ষণ শব্দের অর্থ কি? যদি লক্ষণ শব্দের অর্থ স্বরূপ করা হয়, তাহা হইলে সামান্যস্বরূপ প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ ইহাই বুঝিতে হইবে। যে স্থলে ধূমাদি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়াছে, যে স্থানে ধূমদর্শনে ইহা ধূম এই জ্ঞান হইয়াছে, সেই জ্ঞানে ধূমত্ব প্রকার সেই ধূমত্বস্বরূপসন্নিকর্ষ দ্বারা সকল ধূমত্বজাতির জ্ঞান হয়, তাহাই সামান্যলক্ষণা। সমানের ভাবকে সামান্য কহে। এই সামান্য কোন স্থলে নিত্য আবার কোন স্থলে অনিত্য। যে স্থলে একটী ঘট সংযোগসম্বন্ধে ভূতলে এবং সমবায় সম্বন্ধে কপালে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার পর সেই ঘটবিশিষ্ট, অর্থাৎ সেই ঘটের সমস্ত অধিকরণ সমস্ত ভূতল বা কপালের জ্ঞান হয়, সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে। পরন্তু যে সম্বন্ধে সামান্যের জ্ঞান হয়, সেই সম্বন্ধেই সামান্য অধিকরণসমূহের জ্ঞান হইবে। কিন্তু যে স্থলে সেই ঘটের নামান্তর তদ্‌ঘটবিশিষ্টের স্মরণ হয়, সেই স্থলে সামান্যলক্ষণাবলে সমস্ত তদ্‌ঘটবিশিষ্টের জ্ঞান হয় না, কারণ তৎকালে সামান্য ঘট নাই। আরও যে স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ- বিশিষ্টক ঘট এই জ্ঞান হইয়াছে, সে স্থলে পরদিনে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও তাদৃশ জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্য (ঘটত্ব) বিদ্যমান আছে বলিয়া ঐরূপ জ্ঞান কেন না হয়? অতএব বলিতে হইবে যে সামান্যবিষয়জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি, সামান্য প্রত্যাসত্তি নহে।

(সিদ্ধান্তমুক্ত°) [সন্নিকর্ষ দেখ।]

সামান্যবচন (ক্লী) সামান্যং বচনং। সাধারণ বাক্য, সকলের পক্ষেই যাহা সমান, এইরূপ বাক্য।

সামান্যবিধি (পুং) সামান্যঃ বিধিঃ। সাধারণ বিধি, যাহা সাধারণরূপে বিধান করা হয়, সামান্যবিধি ও বিশেষ বিধির মধ্যে বিশেষ বিধিই বলবান্। "সামান্যবিশেষয়োর্ম্মধ্যে বিশেষবিধির্বল- বান্" (পরিভাষা) 'মা হিংস্যাৎ' হিংসা করিও না, সামান্য বিধি। মিথ্যা বলিও না ও চুরি করিও না, ইত্যাদি রূপ বিধিই সামান্য বিধি। সামান্য বিধির পর যদি কোন বিষয় বিশেষ করিয়া বলা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ বিধি কহে। 'অগ্নি- ষোমীয়ং পশুমালভেত' অগ্নিষোমযজ্ঞে; পশুহিংসা করিবে, ইহা বিশেষ বিধি, কারণ প্রাণিহিংসা করিও না, ইহা সামান্য বিধি, তৎপরে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিতে পার, অতএব এই দুইটী বিধির মধ্যে বিশেষ বিধিই বিশেষ বলবান্। বলবান্ কর্ত্তৃক দুর্ব্বল যেরূপ বাধিত হয়, তদ্রূপ এই বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্যবিধি বাধিত হয়।

সামান্যা (স্ত্রী) সামান্য-টাপ্। সাধারণী নায়িকা, বেশ্যা। ইহার লক্ষণ এই নায়িকা সকল ধনমাত্র লাভের জন্য সকল পুরুষাভি- লাষিণী, ধন পাইলে ইহারা সকল পুরুষকেই ভজনা করিয়া থাকে। এই সামান্যা তিন প্রকার, অন্যসম্ভোগদুঃখিতা, বক্রোক্তিগর্ব্বিতা, ও মানবতী। বক্রোক্তিগর্ব্বিতাও দুই প্রকার, প্রেমগর্ব্বিতা ও সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা, এই সকল নায়িকা আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেকে আট প্রকার, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, স্বাধীনপতিকা ও অভিসারিকা। (রসমঞ্জরী)

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে—

"ধীরা কলা প্রগল্‌ভাস্যাদ্বেশ্যা সামান্যনায়িকা।
নির্গুণানপি ন দ্বেষ্টি ন রজ্যতি গুণিষ্বপি।
বিত্তমাত্রং সমালোক্য সা রাগং দর্শয়েদ্বহিঃ॥
কামমঙ্গীকৃতমপি পরিক্ষীণধনং নরং।
মাত্রা নিষ্ক্রাময়েদেষা পুনঃ সন্ধানকাঙ্ক্ষয়া।
তস্করাঃ পণ্ডকা মূর্খাঃ সুখপ্রাপ্তধনাস্তথা।
লিঙ্গিনশ্ছন্নকামাদ্যা আসাং প্রায়েণ বল্লভাঃ॥
এষাপি মদনাসক্তা কাপি সত্যানুরাগিণী।
রক্তায়াং বা বিরক্তায়াং রতমস্যাং সুদুর্লভং॥
অবস্থাভির্ভবন্ত্যষ্টাবেতাঃ ষোড়শভেদিতাঃ।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা তদ্বৎ খণ্ডিতাথাভিসারিকা॥
কলহান্তরিতা বিপ্রলব্ধা প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
অন্যা বাসকসজ্জাস্যাদ্বিরহোৎকণ্ঠিতা তথা॥" (সাহিত্যদ° ৩প°)

ইহারা ধীরা ও কলাপ্রগল্‌ভা অর্থাৎ গীতবাদ্যাদি কলা- শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণা। এই সকল নায়িকা যে নায়কের বিত্ত দেখে, তাহারই প্রতি বাহিরে অনুরাগ প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ তাহাদের প্রতি ইহারা অনুরাগিণী নহে। বাহিরে এইরূপ ভাব প্রদর্শন করায় যে সেই নায়ক ভিন্ন যেন আর তাহাদের অন্য কোন গতি নাই। যখন দেখে তাহাদের ধন পরিক্ষীণ হইয়াছে, তখনই তাহাদিগকে মায়ের দ্বারা তাড়াইয়া দেয়, তস্কর, পণ্ডক, মূর্খ, সুখপ্রাপ্তধন অর্থাৎ যাহার নিকট যথেচ্ছরূপ ধন লাভ হয়, লিঙ্গী, ছন্নকাম এই সকল পুরুষ প্রায়ই ইহাদের প্রিয় হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন স্থলে কেহ বা মদনাসক্তা হইয়া সত্যানুরাগিণী থাকে। মৃচ্ছকটিকনাটকবর্ণিত বসন্তসেনা সামান্য নায়িকা, এই বসন্তসেনা মদনাসক্তা হইয়া নায়ক বিত্তহীন হইলেও তাহার প্রতি একান্তানুরাগিণী ছিল। এইরূপ কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নায়িকা অনুরক্তা বা

বিরক্তা যে কোন অবস্থায় হউক না কেন ইহাদের অনুরাগ দুর্লভ।

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে—

"ধনলোভে ভজে যেই পুরুষসকলে।
সামান্যবনিতা তারে কবিগণ বলে॥
স্বকীয়া ধর্ম্মের বশে, পরকীয়া প্রীতিরসে,
অমূল্য যৌবনধন পুরুষেরে দেইলো।
আমার যৌবনধন, ভোগ করে সেই জন
মান বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো॥
যখন যে ধন চাই, সেই ক্ষণে যদি পাই,
আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো।
ধনিক রসিক জানি, নাগর মিলাবে আনি,
আপনার মর্ম্ম কথা কয়্যা দিনু এই লো॥
ইহার প্রভেদ—
অন্যভোগদুঃখিতা আর বক্রোক্তিগর্ব্বিতা।
মানবতী আদিভেদে সামান্যবনিতা॥
গর্ব্বিতা দ্বিমত হয় রূপে আর প্রেমে।
দুইটী একত্র হলে হীরা যেন হেমে॥
রূপগর্ব্বিতা—
মুখ দেখি যদি আরসী ধরে, বড় বল্যা ছায়া সে লয় হরে।
মদনে জানিত অধিক করে, দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে॥
প্রেমগর্ব্বিতা—
অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র, আপনার বধূ করিয়া চিত্র॥
আমারে দেখয়ে একি বিচিত্র, কেহ বধূ সখী শত্রু কি মিত্র॥
অন্যসম্ভোগদুঃখিতা—
কহ দূতী গিয়াছিলে কোন বনে।
বড় শোভয় অঙ্গ ফুলাভরণে॥
নিজ বেশ করে দড় আইলি লো।
কই গেলি নরাধম সন্নিধি লো॥
ভুলিয়াছিলি আর ভুলাইলি রে।
মধু গূঢ়বনে কত পাইলি রে॥
মানবতী—
এস পরাণপুতলী এস, মরে যাই কিবা বেশ,
আলোতে রহহে রূপ ভাল ক'রে হেরি হে।
আলতা কজ্জল দাগ ভালে, অরুণ প্রকাশ রাহু গালে,
তবে আছ ভাল জান ভারী ভুরি ঢেরি হে॥" (রসমঞ্জরী)

এই নায়িকার যে সকল ভেদ অভিহিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

সামালকোট, (চামায়লাকোট), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার একটী নগর; কাকনাড়া হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৩´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ২´৫০´´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে সেনারক্ষার জন্য একটী ক্ষুদ্র ছাউনী ছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঐ সেনানিবাস পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ সেনাবারিক ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় এবং এখনও তাহা তদ্বৎ অবস্থায় বিদ্যমান আছে। রাজমহেন্দ্রী ও কাকনাড়া নগরের সহিত ইহা খালদ্বারা সংযুক্ত। এখানে লুথারীয় চার্চ মিসনের একটী গির্জ্জা আছে।

সামায়িক (ত্রি) সময় এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। মায়াযুক্ত, মায়াবিশিষ্ট। ২ সময় সম্বন্ধীয়।

সামাসিক (ত্রি) সমাসএব ঠক্। সাঙ্ক্ষেপিক, সঙ্ক্ষেপসম্বন্ধীয়।

"যথৈনং নাভিসন্দধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
তথা সর্ব্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ॥"
(মনু ৭।১৮০)

'সামাসিকঃ সাঙ্ক্ষেপিকঃ' (কুল্লূক) ২ সমাস। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে আমি সামাসিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব। "দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।" (গীতা ১০।৩৩)

সামাল (দেশজ) রক্ষা।

সামালান (দেশজ) সাবধান হওন। রক্ষণ, আত্মরক্ষাকরণ।

সামি (অব্য°) ১ অর্দ্ধ। ২ নিন্দা। (অমর)

সামিআনা (পারসী) বস্ত্রনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, কোন কোন স্থানে ইহাকে পাল কহে। গেরো মার্কিন প্রভৃতি পুরুবস্ত্র দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। কোন ক্রিয়া কর্ম্মের সময় আতপ ও বৃষ্টিনিবারণের জন্য গৃহপ্রাঙ্গণে ইহা টাঙ্গান হয়।

সামিক (ত্রি) সামসম্বন্ধীয় স্তোত্র। (লাট্যা° ৭।৯।৭)

সামিকৃত (ত্রি) সামি-কৃ-ক্ত। অর্দ্ধীকৃত, যাহা অর্দ্ধভাগ করা হইয়াছে। ২ নিন্দা করা হইয়াছে।

সামিত (ত্রি) সমিতা-অণ্। সমিতা বা ময়দাসম্বন্ধীয়।

সামিত্য (ত্রি) সমিতিসম্বন্ধীয়।

সামিধেনী (স্ত্রী) সমিতাং আধানী সমিধ্ (সমিধামাধানে ষেণ্যণ্। পা ৪।৩।১২০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ষেণ্যণ্। ষিত্বাৎ ঙীষ্। অগ্নি সমিন্ধনা ঋক্, ঋক্ মন্ত্রবিশেষ। হোম করিবার সময় এই মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নি জ্বালিতে হয়। পর্য্যায়—ধায্যা। (অমর)

"নবৈবোক্তাঃ সামধেয্যঃ পিতৃণাং
তথা প্রাকৃ্নবযোগং বিসর্গং।"
(ভারত অ:৩৪।১৬)

২ সমিধ্‌। (মেদিনী)

সামিধেন্য (ত্রি) মন্ত্রবিশেষ, সামিধেনী ঋক্‌। (পা ৪।৩।১২০)

সামিন্‌ (পুং) বৃহৎসংহিতোক্ত মহাপুরুষের লক্ষণবিশেষ।

"পঞ্চাপরে বামনকো জঘন্যঃ কুব্জোঽপরো মণ্ডলকোঽথ সামী।" (বৃহৎসংহিতা ৬৯।৩১)

সামিল (দেশজ) সম্বলিত, অন্তর্গত। ২ সংক্রান্ত।

সামিষ (ত্রি) আমিষেণ সহ বর্ত্ততে। আমিষের সহিত বর্ত্তমান, আমিষযুক্ত, আমিষবিশিষ্ট। মৎস্যমাংসাদি আমিষবিশিষ্ট। মৎস্য ও মাংসাদি দ্বারা পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে।

"মধ্যন্দিনেঽর্দ্ধরাত্রে চ শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চ সামিষং।
সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব ন সেবেত চতুষ্পথম্‌॥" (মনু ৪।১৩১)

রাত্রি বা দিবার মধ্যভাগে শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন করিয়া প্রভাত ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যাকালে চতুষ্পথে ভ্রমণ করিতে নাই।

সামিষশ্রাদ্ধ (ক্লী) আমিষেণ সহ বর্ত্তমানং শ্রাদ্ধং, সামিষশ্রাদ্ধং। মৎস্যমাংসাদি দ্বারা পিতৃদিগের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে সামিষশ্রাদ্ধ কহে। মাংসাষ্টকা প্রভৃতি শ্রাদ্ধ সামিষশ্রাদ্ধ। কোন কোন মাংসের দ্বারা পিতৃদিগের শ্রাদ্ধ করিলে কতদিন তৃপ্তি হয়, ইহার বিষয় মনুতে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিল, ধান্য, যব, কৃষ্ণ মাষকলাই, জল, মূল ও ফল ইহার মধ্যে যে কোন বস্তু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধি প্রদত্ত হইলে পিতৃলোক একমাস কাল পরিতৃপ্ত হন, বোয়ালাদি মৎস্য প্রদত্ত হইলে দুইমাস, হরিণমাংসে তিনমাস, মেষমাংসে চারিমাস, দ্বিজাতিভক্ষ্য পক্ষিমাংসে পাঁচমাস, ছাগমাংসে ৬ মাস, চিত্রিত মৃগমাংসে ৭ মাস, এণমাংসে ৮ মাস, কৃষ্ণসার মৃগমাংসে ৯ মাস, বরাহ ও মহিষমাংসে ১০ মাস, শশারু ও কচ্ছপমাংসে ১১ মাস; বিশেষতঃ শ্রাদ্ধে বাধ্রীণস মাংস প্রদত্ত হইলে পিতৃদিগের দ্বাদশবর্ষব্যাপী পরিতৃপ্তি হয়। লম্বা লম্বা জিহ্বা ও কর্ণবিশিষ্ট বৃদ্ধ শ্বেত ছাগবিশেষকে বাধ্রীণস কহে। ইত্যাদি মাংস দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাই সামিষশ্রাদ্ধ। (মনু ৩ অ°)

সামীচী (স্ত্রী) বন্দনা। (হারাবলী)

সামীপ্য (ক্লী) সমীপস্য ভাবঃ, সমীপ চতুর্ব্বর্ণ্যাদিত্বাৎ ষ্যঞ্‌। সমীপত্ব, নৈকট্য, সান্নিধ্য, সমীপের ভাব। ২ অধিকরণবিশেষ, আধারভেদ।

"সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যাধারশ্চতুর্বিধঃ।" (মুগ্ধবোধব্যা°)

ব্যাকরণমতে সমাস স্থলে যেখানে অব্যয়পদের সামীপ্য অর্থ হয়, তথায় অব্যয়ীভাব সমাস হয়। উপকুম্ভ, কুম্ভের সমীপ, এই স্থলে উপশব্দের সামীপ্যার্থ হইয়াছে এই জন্য অব্যয়ীভাব সমাস হইল।

সামীর্য্য (ত্রি) সমীর সঙ্কাশাদিত্বাৎ ণ্য। সমীরসম্বন্ধীয়।

সামুৎকর্ষিক (ত্রি) সমুৎকর্ষ এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্‌। পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্‌। সমুৎকর্ষ। সমুৎকর্ষসম্বন্ধীয়।

সামুদায়িক (ক্লী) সমুদায়-ঠক্‌। নাড়ীনক্ষত্রভেদ। জাত বালক যে নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করে, সেই নক্ষত্র হইতে অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সামুদায়িক নক্ষত্র কহে। এই নক্ষত্র অশুভ নক্ষত্র। এই নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া সকল শুভকর্ম্ম বিধেয়। গোচরসঞ্চারকালে গ্রহগণ যখন এই নক্ষত্রে উপস্থিত হন, তখন নানা প্রকার অশুভ হয়, গ্রহদিগের বিচারকালে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহারা নাড়ীনক্ষত্রস্থিত হইয়াছে কিনা, গ্রহগণ জন্মকালে যদি বিশেষ শুভাবস্থও হন, তাহা হইলে এই সকল নাড়ীনক্ষত্রে গমন করিলে কিঞ্চিৎ অশুভ হইবেই হইবে। এই সামুদায়িক নক্ষত্রে গ্রহগণ থাকিলে মিত্র, ভৃত্য ও অর্থক্ষয় হইয়া থাকে।

"ঈহাদেহার্থহানিঃ স্যাজ্জন্মর্ক্ষে উপতাপিতে।
কর্ম্মর্ক্ষে কর্ম্মণাং হানিঃ পীড়া মনসি মানসে॥
মূর্ত্তিদ্রবিণবন্ধূনাং হানিঃ সাংঘাতিকে তথা।
সন্তপ্তে সামুদায়িকে মিত্রভৃত্যার্থসংক্ষয়ঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[ষণ্নাড়ীচক্রশব্দ দেখ।]

সামুদ্র (ক্লী) সমুদ্রে ভবং অণ্‌। সমুদ্রভব লবণ, যে লবণ সমুদ্র হইতে জন্মে,চলিত করকচ। গুণ—পাকে নাত্যুষ্ণ, অবিদাহী, ভেদন, মধুর, স্নিগ্ধ, শূলনাশক, নাতিপিত্তবর্দ্ধক। (রাজবল্লভ) ২ সমুদ্রফেন। (রাজনি°) সমুদ্রেণ ঋষিণা প্রোক্তমিতি অণ্‌। ৩ দেহচিহ্ন, দেহে যে সকল চিহ্ন থাকে, তাহার শুভাশুভ লক্ষণ সমুদ্রঋষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই জন্য দেহচিহ্নকে সামুদ্র কহে। ৪ উক্ত লক্ষণান্বিত গ্রন্থ। যে গ্রন্থে দেহের শুভাশুভ লক্ষণবিষয় বর্ণিত থাকে, তাহাও সামুদ্র নামে অভিহিত হয়। (ত্রি) ৫ সমুদ্রজাত মাত্র। যে সকল বস্তু সমুদ্রে জন্মে। (মেদিনী) (পুং) ৬ সমুদ্রগামী বণিক্‌, বাণিজ্যার্থ যাহারা সমুদ্রে গমন করে।

"কান্তারগাস্তু দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতং।
দদ্যুর্ব্বা স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সর্ব্বে সর্ব্বাসু জাতিষু॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যস° ২।৩৮)

সমুদ্রে বাণিজ্য করিতে যাইবে বলিয়া যদি টাকা ধার করা হয়, তাহা হইলে শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ শতকরা ২০ টাকার হিসাবে সুদ দিতে হইবে। ৭ মশকবিশেষ। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে মশক ৫ প্রকার, এই মশক দংশন করিলে তীব্রকণ্ডু, দংশ ও শোথ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত ৫।৮) ৮ দেশবিশেষ।

"প্রাগ্‌জ্যোতিষাঃ সলৌহিত্যাঃ সামুদ্রাঃ পুরুষাদকাঃ।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।১৩)

১০ নারিকেল। ১ দ্বীপান্তরা বচা, চলিত তোপচিনি। (বৈদ্যকনি°)

সামুদ্র, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সমুদ্রতটস্থ কালিকট রাজ্য। এখানকার রাজারাও সামরী নামে খ্যাত। (মার্ক° পু° ৫৮।১৩)

সামুদ্রক (ক্লী) সামুদ্রমেব স্বার্থে কন্। সমুদ্রলবণ। (রাজনি°) সামুদ্রশব্দার্থ। সমুদ্রোক্ত স্ত্রী পুংলক্ষণগ্রন্থ। যে গ্রন্থে স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির শুভাশুভ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সামুদ্রশাস্ত্র। (ত্র) ২ সমুদ্রশাস্ত্র। (ত্রি) ২ সমুদ্রসম্বন্ধী।

"সামুদ্রকং বাণিজকঞ্চ চৌরং শল্যকবৃত্তিঞ্চ চিকিৎসকঞ্চ।
অরিঞ্চ মিত্রঞ্চ কুশীলবঞ্চ নৈতান্ সাক্ষ্যে ত্বধীকুর্ব্বীত সপ্ত॥"
(ভারত ৫।৩৫।৪৪)

সমুদ্রসম্বন্ধে বাণিজ্যকারী, শল্যকবৃত্তি, চিকিৎসক, শত্রু, মিত্র, চোর ও কুশীল এই সাত জনকে সাক্ষী করিতে নাই এবং ইহাদের সাক্ষী প্রমাণরূপে গ্রহণীয় নহে।

সামুদ্রনিষ্কুট, জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম ৯।৪৮)

সামুদ্রমৎস্য (পুং) তিমি, তিমিঙ্গল ও কুলিশপাক প্রভৃতি মৎস্য। গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর, নাতিপিত্তবর্দ্ধক, বাতহর, উষ্ণ, বৃষ্য, ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

সামুদ্রস্থলক (ত্রি) সমুদ্রস্থলী (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। সমুদ্রস্থলীদেশ।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ (ক্লী) উদররোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সাম্ভার লবণ, সচল লবণ, সৈন্ধব লবণ, বনযমানী, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, পিপুল, চিতামূল, ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা রোগীর অবস্থা বুঝিয়া।০ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। এই চূর্ণ ঘৃত অনুপানে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার উদররোগ আশু নিরাকৃত হয়। (সারকৌ°)

অন্যবিধ—২ শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচল, সাম্ভরি, বিট, দন্তীমূল, লৌহচূর্ণ, মণ্ডূর, তেউড়ি, ওল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ, ইহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এই সকল দ্রব্যের সমপরিমাণ দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্র পাকযোগ্য মাত্রায় দিয়া মৃদু অগ্নিতে ইহা পাক করিতে হইবে। পরে ইহার জলীয়াংশ শুষ্ক হইয়া আসিলে নামাইয়া উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা রোগীর অগ্নির বলাবল স্থির করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। উষ্ণ জলের সহিত ইহা সেবনীয়। এই চূর্ণ সেবন করিয়া ঘৃতপক্ক মাংসাদিও ভোজন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার শূলরোগ আশু নিবারিত হয়, বিশেষতঃ ইহা পরিনাম শূলে বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

সামুদ্রিক (ত্রি) সমুদ্রেণ প্রোক্তং শাস্ত্রং অধীতে বেত্তি বা ঠঞ্। সামুদ্রকশাস্ত্রাধ্যয়নকারী, বা সামুদ্রশাস্ত্রবেত্তা, স্ত্রীপুরুষচিহ্নবেত্তা, সামুদ্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ, যাহারা স্ত্রী ও পুরুষাদির চিহ্ন দেখিয়া শুভাশুভ নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

সামুদ্রিক ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটী বিশেষ বিভাগ। সামুদ্রিক শাস্ত্রের দ্বারা কর, চরণ, ও ললাটের রেখা এবং অন্যান্য শরীরচিহ্ন দেখিয়া মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের শুভাশুভ ফলাফল জানিতে পারা যায়। সমুদ্র কর্ত্তৃক এই শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে বলিয়া, ইহা সামুদ্রিক নামে অভিহিত হয়। "সামুদ্রিক" গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—
কীদৃশঃ পুরুষো বন্দ্যোঽবন্দ্যো বা কীদৃশোভবেৎ।
কন্যা বা কীদৃশী শস্তা গর্হিতা বাপি কীদৃশী॥
মহেশ উবাচ—শৃণু কৃষ্ণ প্রবক্ষ্যামি সমুদ্রবচনং যথা।
লক্ষণন্তু মনুষ্যানাম্ একৈকেন বদাম্যহম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ লক্ষণযুক্ত পুরুষ প্রশংসনীয় ও কিরূপ লক্ষণযুক্ত পুরুষ অপ্রশংসনীয় এবং কীদৃশলক্ষণাক্রান্তা কন্যা প্রশস্তা ও কীদৃশ লক্ষণযুক্তা কন্যাই বা অপ্রশস্তা? মহেশ কহিলেন, আমি সমুদ্রের বচনানুসারে একে একে মনুষ্যের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রধানতঃ করাঙ্কিত রেখাদি বিচার করিয়াই এই বিদ্যার দ্বারা শুভাশুভ ঘটনা নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বিদ্যাকে ইংরাজিতে Palmistry বা Chiromancy কহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে সামুদ্রিক শাস্ত্র প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল, Chiromancy শব্দেই ইহার প্রমাণ, Cheir অর্থে কর, Manteia ভবিষ্যৎ ফলাফলগণনা। পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও ফলিত-জ্যোতিষ বিশেষরূপে সমাদৃত হইত; এক্ষণে Palmistry বা সামুদ্রিক গণনা তথাকার আইন-বিরুদ্ধ হওয়াতে, ইহার সমধিক প্রচলন নাই।

করতলাঙ্কিত রেখা-বিবরণ।

যে রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীমূলাভিমুখে গমন করে, তাহার নাম আয়ুরেখা। কেহ কেহ ইহাকে ভোগরেখা বলিয়া থাকে। ১ নং চিত্রের ১-১ রেখা।

আয়ুরেখার পার্শ্বে যে আর একটি দীর্ঘরেখা তর্জ্জনীর নিম্নদেশে গিয়াছে, তাহার নাম মাতৃরেখা। ১নং চিত্রের ২-২ রেখা।

যে রেখা করতলমূলের মধ্যস্থল হইতে উত্থিত হইয়া সাধারণতঃ মাতৃরেখার ঊর্দ্ধদেশ স্পর্শ করে অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহার নাম পিতৃরেখা। কেহ কেহ ইহাকে আয়ুরেখা বলে। ১ নং চিত্রের ৩-৩ রেখা।

যে সরল রেখা পিতৃরেখার মূলের সন্নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলির দিকে গমন করে, তাহাকে ঊর্দ্ধরেখা বলে। ১ নং চিত্রের ৫-৫ রেখা।

যে রেখা পিতৃরেখার পার্শ্বে অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহাকে পরম্বাপ্তিরেখা বলে। ১ নং চিত্রের ৪-৪ রেখা। *

রেখার বর্ণবিচার।

রেখা সকল রক্তবর্ণ হইলে, সেই ব্যক্তি আমোদপ্রিয়, সদালাপী এবং উগ্র স্বভাবসম্পন্ন হয়। রক্ত বর্ণের মধ্যে কাল আভা থাকিলে প্রতিহিংসাপরায়ণ, শঠ, ও ক্রোধী হয়। পীতবর্ণ হইলে পিত্তের আধিক্যবশতঃ ক্রুদ্ধ স্বভাব, উচ্চাভিলাষী, কার্য্যক্ষম ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। পাণ্ডু আভাযুক্ত হইলে স্ত্রীস্বভাবসম্পন্ন, দাতা ও উৎসাহী হয়।

করতলে গ্রহগণের স্থাননির্দ্দেশ।

তর্জ্জনীর মূলদেশকে বৃহস্পতিস্থান, মধ্যমাঙ্গুলের মূলদেশকে শনিস্থান, অনামিকার মূলদেশকে রবিস্থান, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নিম্নদেশকে বুধস্থান ও বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্নস্থানকে শুক্রস্থান বলে। (১ নং চিত্রের ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ সংখ্যা) মঙ্গলের দুইটী স্থান একটী তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে পিতৃরেখার সমাপ্তিস্থানের নিম্নে এবং অন্যটী বুধের স্থানের নিম্নে ও চন্দ্রের স্থানের উপরিভাগে আয়ুরেখা ও মাতৃরেখার মধ্যস্থিত স্থানে। (১ নং চিত্রের ১৫ সংখ্যাদ্বয়) মঙ্গলস্থানের নিম্ন হইতে মণিবন্ধের উপর পর্য্যন্ত করতলের পার্শ্বভাগের স্থানকে চন্দ্রের স্থান বলে। (১ নং চিত্রের ১৬ সংখ্যা)

পুরুষের দক্ষিণ হস্ত ও স্ত্রীলোকের বামহস্ত প্রধান, এই জন্য পুরুষের দক্ষিণ হস্ত ও স্ত্রীলোকের বামহস্তস্থিত রেখাদি বিচারপূর্ব্বক ফলাফল ব্যক্ত করিতে হয়। "সামুদ্রিকম্" গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"বামভাগে তু নারীণাং দক্ষিণে পুরুষস্য চ।
নির্দ্দিষ্টং লক্ষণং তেষাং সমুদ্রেণ যথোদিতম্॥"

সমুদ্রকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে যে, নারীদিগের বামভাগে ও পুরুষদিগের দক্ষিণভাগে সামুদ্রিক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রহস্থানের বিচারফল।

রবির স্থান—উচ্চ হইলে সেই ব্যক্তি চঞ্চল, সঙ্গীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যাবিশারদ, ও নূতন বিষয় আবিষ্কারক হয় এবং প্রায়ই স্ত্রীগণকে ঘৃণা করে। রবি ও বুধের স্থান উচ্চ হইলে, বিজ্ঞ, শাস্ত্রবিশারদ, ও সুবক্তা হয়। অত্যুচ্চ হইলে, অপব্যয়ী, বিলাসী, অর্থলোভী ও তার্কিক হয়। নিম্ন হইলে, অলস ও অধার্ম্মিক হয়। রবির স্থান উচ্চ হইলে, সে ব্যক্তি মধ্যমাকৃতি, লম্বকেশ, বৃহৎচক্ষুঃ, কিঞ্চিৎ লম্বমুখমণ্ডল, সুন্দর শরীর, এবং করতলভাগ ও অঙ্গুলির দৈর্ঘ্য সমান হয়। রবির স্থানে কোন রেখা না থাকিলে, সেই ব্যক্তির নানা দুর্ঘটনা ঘটে; কোন বলবান্ একটি রেখা থাকিলে যশোলাভ হয়।

চন্দ্রের স্থান—উচ্চ হইলে সঙ্গীতপ্রিয়, আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু, ভগবদ্ভক্ত, বিষন্ন ও চিন্তাযুক্ত হয়। সেই ব্যক্তির বিস্ময়কর বিবাহ সংঘটিত হয়। নিম্ন হইলে, সে ব্যক্তির চিন্তাশক্তি থাকে না। এই স্থান রেখাশূন্য হইলে সে ব্যক্তি সংসারে আকৃষ্ট হয় না। একটী ধনু সদৃশ রেখা বুধের স্থান হইতে চন্দ্রের স্থানে গেলে, সে ব্যক্তি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা স্বপ্নে দর্শন করে। হস্ততলের অন্যান্য রেখাগুলি দুর্ব্বল এবং চন্দ্রের স্থানে একটী বজ্র বা নক্ষত্রের চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি অবিবেচক বা মূর্খ হয়।

মঙ্গলের স্থান—পিতৃরেখার সন্নিকটস্থ মঙ্গলের স্থানটী উচ্চ হইলে সে ব্যক্তি অসীমসাহস, বিবাদপ্রিয় ও উপস্থিত বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়। হস্ত পার্শ্বস্থ মঙ্গলস্থান উচ্চ হইলে, সে ব্যক্তি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না এবং ধীর, নম্র, ধার্ম্মিক, সাহসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। উভয় স্থল সমান উচ্চ হইলে, সে ব্যক্তি উগ্র স্বভাব সম্পন্ন, কামাতুর, নিষ্ঠুর, ও অত্যাচারী হয় এবং রক্ত দর্শনে আনন্দ লাভ করে। কিন্তু উক্ত দুই স্থান নিম্ন হইলে ভীরু ও বালকের ন্যায় ব্যবহারকারী হয়। এই উভয় স্থানের সহিত চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে সে ব্যক্তি নৌকার মাঝি হয়। মঙ্গলের স্থান কঠিন হইলে স্থাবরসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। দুই হস্তে আয়ুরেখা ও মাতৃরেখার মধ্যস্থ মঙ্গলের স্থানে তিলচিহ্ন থাকিলে মোকদ্দমায় সম্পত্তি নষ্ট হয়। কিন্তু এক হস্তে থাকিলে সমস্ত বিনষ্ট হয় না। মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান তিলচিহ্নিত হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হানি হয়।

বুধের স্থান—উচ্চ হইলে শাস্ত্রবুদ্ধিযুক্ত, বক্তৃতাপটু, সাহসী, পরিশ্রমী ও বহু স্থানভ্রমণকারী এবং অল্প বয়সে বিবাহ হয়। কিন্তু অত্যুচ্চ হইলে, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, বিদ্যাহীন ও দাম্পত্যসুখবিহীন হয়। নিম্ন হইলে অলস, বিদ্যাশিক্ষাবিরত ও উদ্যমহীন হয়। এই স্থানে একটী সরল রেখা থাকিলে ভাগ্যবান্ ও বহু রেখা থাকিলে শাস্ত্রজ্ঞ ও ধনবান্ হয় এবং ঐ সকল রেখা আয়ুরেখার সহিত মিলিত হইলে দাতা হয়। বুধের স্থান উচ্চ ও তাহার উপর বহু রেখা থাকিলে, চিকিৎসক হয়। স্ত্রীলোকের থাকিলে কোন চিকিৎসক বা শাস্ত্রজ্ঞের সহিত বিবাহ হয়।

বৃহস্পতির স্থান—অত্যুচ্চ হইলে অধার্ম্মিক এবং অহঙ্কারী হয় এবং সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করে। এইস্থান নিম্ন হইলে

বঞ্চক, ধর্ম্মহীন ও নীচ প্রবৃত্তির লোক হয়। বৃহস্পতি ও রবির স্থান উচ্চ হইলে, ভাগ্যবান্, ধনবান্ ও সম্ভ্রমশালী এবং তৎ-সঙ্গে বুধের স্থান উচ্চ হইলে বিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ হয়। সেই সঙ্গে মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে যুদ্ধবিশারদ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির স্থানে বহু রেখাকে একটী রেখা কর্ত্তন করিলে পুরুষ লম্পট ও স্ত্রীলোক অসতী হয়। ঐ স্থানে বহু রেখা থাকিলে সে ব্যক্তি প্রায়ই বিফলমনোরথ হয়।

শুক্রের স্থান—অত্যুচ্চ হইলে লম্পট, লজ্জাহীন ও ব্যভিচারী হয়। উচ্চ হইলে সৌন্দর্য্যপ্রিয়, নৃত্যগীতানুরক্ত ও স্ত্রীলোক-প্রিয় হইয়া থাকে এবং বহুতর কলা ও শিল্পবিদ্যায় জ্ঞান লাভ করে। নিম্ন হইলে, স্বার্থপর, অলস ও রিপুদমনকারী হয়। একটী স্থূলরেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া পিতৃরেখার উপর দিয়া মঙ্গলের স্থানে গেলে, হাঁপানি ও কাশির রোগ হয়। শুক্রের স্থানের উপরি ভাগ হইতে কোন একটী রেখা বুধের স্থানে গেলে পুরুষ বিপত্নীক ও স্ত্রী বিধবা হয়। শুক্রের স্থানের কোন একটী রেখা শনিস্থানে গিয়া শাখাবিশিষ্ট হইলে, অসুখ-কর বিবাহ হয়। এই স্থানে কোন রেখা থাকিলে, পবিত্রচিত্ত ও শান্তস্বভাববিশিষ্ট হয়।

শনির স্থান—উচ্চ থাকিলে নির্জ্জনতাপ্রিয়, অল্পভাষী ও গীত-বাদ্যপ্রিয়। ঐ স্থান নিম্ন হইলে, ভাগ্যহীন, নীচপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট ও প্রায়ই নিরামিষভোজী হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে সে ব্যক্তি আত্মহত্যাতে প্রবৃত্ত হয়। শনি ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, ধৈর্য্যশীল এবং মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। শনি ও বুধের স্থান উচ্চ হইলে, ক্রোধী, চৌর ও অধার্ম্মিক হয়। শনি ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে লজ্জাহীন ও অত্যাচারী হইয়া থাকে এবং শনি ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে ইন্দ্রজালাদি জ্যোতিষবিদ্যার অনুসন্ধায়ী হয়। এই স্থানে সরল ও উজ্জ্বল একটী রেখা থাকিলে সৌভাগ্যশালী, কিন্তু বহু রেখা থাকিলে ইহার বিপরীত ফল হয়।

রেখার বিচারফল।

আয়ু বা ভোগরেখা।—আয়ুরেখা যদি ছিন্ন ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির ১২০ বৎসর পরমায়ু। যদি এই রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে অনামিকার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তবে ৫০ হইতে ৬০ বৎসর পরমায়ু। যাহার ঐ রেখাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা ভেদ করে, তাহার আয়ু অল্প। এই রেখা স্থূল ও ক্ষুদ্র হইলে সে ব্যক্তি অবিবেচক হয়। শৃঙ্খলাকার হইলে লম্পট ও উৎসাহহীন হয় এবং পীতবর্ণ হইলে যকৃৎপীড়ায় কষ্ট পায়। এই রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাকর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে প্রেমে হতাশ, যন্ত্রণাভোগ ও প্রেমের প্রতিবন্ধক হয়। এই রেখার মূলে অর্থাৎ বুধের স্থানে শাখা না থাকিলে সন্তান হয় না। শনির স্থানের নিম্ন দেশে, মাতৃরেখার সহিত এই রেখা মিলিত হইলে, হঠাৎ মৃত্যু হয়। যদি এই রেখার একটী শাখা মাতৃরেখাকে স্পর্শ করে এবং অপর একটী রেখা ঐ স্পর্শকারী রেখাকে কর্ত্তন করে, তবে শোচনীয় বিবাহ ও তজ্জন্য মানসিক কষ্ট হয়। ভোগ-রেখা শৃঙ্খলাকার হইয়া শনির স্থান পর্য্যন্ত গেলে, সে ব্যক্তি স্ত্রীলোককে ভালবাসে না। দুই হস্তের এই রেখার কোন শাখা না থাকিলে অল্পায়ু হয়। শনির স্থানের নিম্নদেশে এই রেখা ভগ্ন হইলে হৃৎপীড়া বা মনোবেদনা প্রাপ্ত হয় এবং উচ্চ স্থান হইতে পতনের আশঙ্কা থাকে। এই রেখার উপর কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন থাকিলে, পীড়াগ্রস্ত হয় এবং ঐরূপ চিহ্ন রবির স্থানের নিম্নে থাকিলে চক্ষুরোগ হয়। দুই হস্তে এই রেখা শনি অথবা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিম্নদেশে মাতৃরেখার সহিত মিলিত হইলে, অপমৃত্যু হইবে।

২। মাতৃরেখা—এই রেখা শনির স্থান বা শনি-স্থানের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, অকালে মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তির মাতৃরেখা পিতৃরেখার সহিত মিলিত হয় না, সে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সে কার্য্যতৎপর আত্মা-ভিমানী, অভিনেতা ও বক্তৃতা করিতে সমর্থ হয়। দুইটী মাতৃরেখা থাকিলে, সৌভাগ্যশালী, সৎপরামর্শদাতা ও ধনশালী হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করে। এই রেখা ভগ্ন হইলে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয় অথবা অঙ্গহীন হয়। এই রেখা দীর্ঘ ও কর-তলে অন্যান্য বহু রেখা থাকিলে সে ব্যক্তির বিপৎকালে আত্মদমন করিবার ক্ষমতা থাকে এবং ইঙ্গিতমাত্রেই কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। এই রেখার মূলের কিছু অন্তরে যদি পিতৃরেখা যুক্ত হয়, তাহা হইলে পরমুখাপেক্ষী ও ভীরু হয়। মাতৃরেখা করতলমধ্যে সরলভাবে না গিয়া বুধের স্থানাভিমুখী হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ে সৌভাগ্যলাভ হয়। এই রেখা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থানা-ভিমুখী হইলে শিল্পদ্বারা উন্নতি লাভ হয়। এই রেখা রবির স্থানে গেলে শিল্পবিদ্যানুরাগী ও যশঃপ্রিয় হয়। এই রেখা ভোগ-রেখাকে ছেদ করিয়া শনির স্থানে গমন করিলে মস্তকে আঘাত জন্য মৃত্যু ঘটে। এই রেখা বা অন্য কোন প্রধান রেখা যাহার না থাকে, সে ব্যক্তি অচিকিৎস্যরোগ বা কোন সাংঘাতিক ঘটনা দ্বারা বিশেষ কষ্ট পায়। এই রেখা আয়ুরেখার অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হইলে শ্বাসরোগ হয় এবং পিতৃরেখার সহিত যুক্ত হইয়া বৃদ্ধা-ঙ্গুলির দিকে গমন করিলে শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। এই রেখার উপর রক্তবর্ণ-বিন্দুচিহ্ন থাকিলে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত এবং শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্ন থাকিলে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় আবি-ষ্কারক হয়। মাতৃরেখার উপর যবচিহ্ন থাকিলে, বায়ুরোগগ্রস্ত

হয়। মাতৃরেখা পিতৃরেখার সহিত মিলিত না হইয়া, পিতৃরেখার দুইটী ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে, মদ্যপ্রিয় হয়। এই রেখার শেষাংশ বহু শাখাবিশিষ্ট হইলে অতিশয় বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় হয়। মাতৃ ও পিতৃ উভয় রেখা অতি ক্ষুদ্র হইলে অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। এই রেখার শেষভাগে বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে, চক্ষু নষ্ট হয়; যে হস্তে থাকে, সেই দিকের চক্ষু নষ্ট হয়, উভয় হস্তে থাকিলে উভয় চক্ষু নষ্ট হয়।

৩। পিতৃরেখা—এই রেখা প্রশস্ত ও বিবর্ণ হইলে লোক রুগ্ন, নীচস্বভাব, দুর্ব্বল ও ঈর্ষান্বিত হয়। দুই হস্তের পিতৃরেখাই ক্ষুদ্র হইলে অল্পায়ু। পিতৃরেখা শৃঙ্খলাকৃতি হইলে, রুগ্ন ও শারীরিক দুর্ব্বল হয়। দুইটী পিতৃরেখা থাকিলে, সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু, বিলাসী, সুখী ও কোন স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারী হয়। এই রেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইলে, ধমনী-শক্তি দুর্ব্বল হয়। পিতৃরেখা হইতে কোন শাখা চন্দ্রের স্থানে গেলে মূর্খতা-বশতঃ অপব্যয় করিয়া কষ্টে পড়ে ও মদ্যপায়ী হয়। এই রেখা বক্র হইয়া চন্দ্রের স্থানে যাইলে দীর্ঘজীবী এবং এই রেখার কোন শাখা বুধের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে ব্যবসায়ে উন্নতি এবং শাস্ত্রানুশীলনে সুখ্যাতিলাভ হয়। পিতৃরেখার শেষ ভাগ হইতে দুইটী রেখা বাহির হইয়া একটী চন্দ্র ও অন্যটী শুক্রের স্থানে যাইলে সে ব্যক্তি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করে। চন্দ্রস্থান হইতে কোন রেখা আসিয়া পিতৃরেখাকে কর্ত্তন করিলে বাতরোগ হয়। যে ব্যক্তির দুই হস্তের পিতৃ, মাতৃ ও আয়ুরেখা মিলিত হয়, তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু ও দুরবস্থা ঘটে। কোন স্ত্রী-লোকের এই রেখার আরম্ভ স্থান হইতে কোন রেখা শনির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত গমন করিলে, তাহার প্রসবকালে মৃত্যু হয়। এই রেখার শেষভাগ মণি বন্ধাভিমুখে শাখাবিশিষ্ট হইয়া নিম্নাভিমুখ-গামী হইলে, সে ব্যক্তি প্রথম বয়সে কোন শুভ ফল না পাইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করে এবং স্বদেশে ধন উপার্জ্জন করিতে অস-মর্থ হয়। পিতৃরেখা বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া থাকিলে সন্তান হয় না। একটী উজ্জ্বল মোটা রেখা এই রেখা হইতে রবির স্থানে গেলে, সম্মানসূচক উপাধিপ্রাপ্ত হয়। পিতৃ-রেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা করচতুষ্কোণে গমন করিলে, আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটে এবং পরিণামে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হয়। এই রেখার প্রারম্ভ হইতে একটী অধো-মুখী রেখা শুক্রের স্থানাভিমুখী হইলে উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবার সম্ভাবনা। মূলদেশ কণ্টকিত হইলে বৃথা গৌরব ও মতের অস্থিরতা ঘটে, কিন্তু ঐ সকল শাখা পরিষ্কার ও সরল হইলে, ন্যায়পরতা ও বিশ্বাসী হয়। এই রেখা অনেকস্থলে বক্র হইলে অগ্নিদ্বারা অঙ্গদগ্ধ হয়। যে কোন গ্রহের ক্ষেত্র হইতে কোন রেখা বহির্গত হইয়া পিতৃরেখাকে কর্ত্তন করিলে, সে ব্যক্তির পীড়া হয় এবং আয়ুরেখা হইতে কোন রেখা আসিয়া পিতৃ-রেখাকে কর্ত্তন করিলে, হৃৎপিণ্ডের পীড়া হয়। পিতৃরেখার ঊর্দ্ধমুখী রেখা সকল কার্য্যে উন্নতির পরিচায়ক এবং অধোমুখী রেখা অস্বাস্থ্য ও ধনহানির চিহ্ন।

৪। ঊর্দ্ধরেখা—যাহার ঊর্দ্ধরেখা পিতৃরেখা হইতে উত্থিত হয় সে নিজের চেষ্টায় সুখ ও সৌভাগ্য লাভ করে। ঊর্দ্ধরেখা করতল মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া বুধস্থান পর্য্যন্ত গমন করিলে বাণিজ্য ব্যবসায়ে, বক্তৃতায় বা বিজ্ঞানশাস্ত্রে উন্নতি লাভ করে। এই রেখা মণি-বন্ধকে ছেদ করিলে দুঃখ ও শোক উপস্থিত হয়। এই রেখা করতল মধ্য হইতে রবিস্থানে গেলে, সাহিত্য ও শিল্প-বিদ্যায় উন্নতি হয়। এই রেখা মধ্যমাঙ্গুলির যত উপরে উঠিবে ততই অশুভ সূচিত হইবে। ঊর্দ্ধরেখা যে স্থানে বক্র হইয়া যাইবে, সে ব্যক্তির সেই বয়সে সাংসারিক কষ্ট হইবে। এই রেখা ভগ্ন হইলে শারীরিক পীড়া এবং কতকাংশ ভগ্ন ও কতকাংশ অভগ্ন হইলে জীবনে নানারূপ বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এই রেখা সরল ও সুন্দর হইলে সুখী ও আয়ুর্বৃদ্ধি করে। শুক্রের স্থান হইতে কোন একটী ক্ষুদ্ররেখা বহির্গত হইয়া পিতৃরেখা ও ঊর্দ্ধ-রেখাকে কর্ত্তন করিলে স্ত্রীবিয়োগ হয়। ঊর্দ্ধরেখা ও পিতৃরেখার মূলদেশে যবচিহ্ন থাকিলে এবং ঊর্দ্ধরেখা বক্র হইলে সেই ব্যক্তি জারজ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যাহার হস্তে ঊর্দ্ধ-রেখা না থাকে সে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য, উদ্যমরহিত ও মৎস্য-মাংসত্যাগী হয়। এই রেখা অস্পষ্ট হইলে উদ্যম ব্যর্থ হয়। এই রেখা স্পষ্ট ও সরলভাবে শনির স্থানে উপস্থিত হইলে দীর্ঘজীবী হয়। সরল ও দুইদিকে শাখাবিশিষ্ট হইলে লোক ক্রমশঃ দরিদ্রতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধনবান্ হয়। এই রেখার প্রথমাংশ ভগ্ন হইলে প্রথম বয়সে দুঃখ উপস্থিত হয়। ঊর্দ্ধরেখা শনির স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে বহুকাল শুভাদৃষ্ট ভোগ করিয়া শেষজীবনে দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। এই রেখার মূলদেশে দুই শাখা বিশিষ্ট হইয়া একটী শুক্রের ও অপরটী চন্দ্রের স্থানে গেলে কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট ও প্রেমিক হয়। স্ত্রীলোকের করতলে ও পাদতলে ঊর্দ্ধরেখা থাকিলে সে চির সধবা, ভাগ্যবতী ও পুত্রপৌত্রবতী হয়। স্ত্রী বা পুরুষ যাহারই করতলে এই রেখা থাকে, সে ঐশ্বর্য্যশালী ও সুখী হয়; তাহার বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং সে সর্ব্বপ্রকারে শুভফল প্রাপ্ত হয়। যাহার তর্জ্জনীমূল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা দৃষ্ট হয় সে রাজদূত হয় এবং তাহার ধর্ম্মনাশ হয়। মধ্যমাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত যাহার ঊর্দ্ধরেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সুখী, বিভবশালী ও পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত হয়।

৫। মণিবন্ধরেখা—যে ব্যক্তির মণিবন্ধে তিনটী সুস্পষ্ট সরল রেখা থাকে, সে দীর্ঘজীবী, সুস্থশরীর ও সৌভাগ্যশালী হয়। রেখাত্রয় যতই পরিষ্কার হইবে, স্বাস্থ্য ততই ভাল হইবে। মণিবন্ধের রেখাত্রয়ের মধ্যে ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে, কঠিন পরিশ্রমে সৌভাগ্যলাভ হয়। মণিবন্ধের রেখার মধ্যে একটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে উত্তরাধিকারসূত্রে ধনলাভ হয়, কিন্তু এই চিহ্ন অস্পষ্ট হইলে পারদারিক বলিয়া সূচিত হয়। মণিবন্ধ হইতে চন্দ্রের স্থানের উপরিস্থ রেখা সকল জলপথ ভ্রমণপরিচায়ক এবং কোন একটী রেখা মণিবন্ধ হইতে চন্দ্রের স্থানে গমন করিলে সমুদ্রযাত্রা ঘটে। এইস্থান হইতে কোন রেখা বৃহস্পতির স্থানে গেলে জলপথে দুরযাত্রা ঘটে। জলভ্রমণসূচক রেখা-গুলির মধ্যে কোন রেখা পিতৃরেখার সহিত মিলিত হইলে, জলযাত্রায় মৃত্যু সম্ভাবনা। মণিবন্ধ হইতে কোন রেখা বুধের স্থানে গেলে ধনলাভ হয়, এই রেখা অতি সরল হইলে আয়ুবৃদ্ধি হয়, কিন্তু সময়ে জলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা। মণিবন্ধ হইতে কোন রেখা রবির স্থানে গমন করিলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয় ও অনুগ্রহলাভ হয়। মণিবন্ধের একটী রেখা বৃহস্পতিস্থানের এবং অন্য একটী শনিস্থানের অভিমুখী হইলে জলভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন হয় না। এই দুইটী রেখার কোন একটী পিতৃ-রেখার সহিত মিলিত হইলে জলযাত্রায় মৃত্যু ঘটে; কিন্তু ঐ দুই রেখা সমান্তরাল হইলে জলযাত্রায় বহুবিঘ্ন সত্ত্বেও লাভ হইয়া থাকে। মণিবন্ধ হইতে একটী রেখা বুধের স্থানে গিয়া তথায় দুইটী ভিন্ন রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে স্ত্রীজাতি হইতে বিশেষ অনিষ্ট হয়।

৬। শুক্রবন্ধনী রেখা—এই রেখা তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য হইতে বাহির হইয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যায়। (১ নং চিত্রের ১০-১০ সংখ্যা) এই রেখা ভগ্ন ও বহুশাখাবিশিষ্ট হইলে মূর্চ্ছা রোগ হয়। এই রেখা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলে লম্পট হয়। শুক্রবন্ধনী হস্তে থাকিলে কখন বা বিষাদে মগ্ন, কখন বা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। এই রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইয়া সরলভাবে বুধের স্থান পর্য্যন্ত গেলে ঐন্দ্রজালিক হয় এবং সাহিত্যে জ্ঞান-লাভ করে। এই রেখা হস্তে থাকা বিশেষ অশুভজনক, তবে সুলক্ষণযুক্ত হস্তে থাকিলে বুদ্ধির বিকাশ হয়।

শরীরস্থিত চিহ্নাদির দ্বারা রাশিনিরূপণ।

নর কিম্বা নারীর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যগত রেখা যদি রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে মেষরাশি। ঐ রেখার ঊর্দ্ধে নীলবর্ণ ও দীর্ঘ কোন রেখা থাকিলে বৃষ রাশি। যদি কোন ব্যক্তির নাসি-কার অগ্রভাগে কিঞ্চিৎ শুক্লবর্ণ বর্ত্তুলাকার কোন চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে মিথুন রাশি, যাহার ললাটে শুক্লবর্ণ কোন রেখা দৃষ্ট হয়, তাহার কর্কটরাশি। এই চিহ্ন বিশেষ শুভসূচক। নেত্রে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব গৌরবর্ণ কোন চিহ্ন থাকিলে সিংহরাশি। কন্যারাশির লোকের নাসিকার মূলদেশে বর্ত্তুলাকার পীতবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হয়। অধরে অরুণবর্ণ কোন চিহ্ন থাকিলে তুলারাশি। যাহার হস্তে মধ্যমা ও অনামিকার পর্ব্বমধ্যে দীর্ঘাকার ও চিক্কণ কোন রেখা থাকে, তাহার বৃশ্চিক রাশি। ধনুরাশি হইলে অঙ্গুষ্ঠমূলে অথবা তাহার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ রেখা থাকে। যে ব্যক্তির করতলে মৎস্য রেখার নিকটে নিম্নে ধূম্রবর্ণ বক্রাকৃতি কোন চিহ্ন থাকে, তাহার মকর রাশি। তর্জ্জনীর অগ্রভাগে গোলাকার কোন রেখা থাকিলে কুম্ভরাশি এবং স্ত্রী কিম্বা পুরুষের হস্তমধ্যে আয়ুরেখার নিকটে পীতবর্ণ কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাহার মীন রাশি।

করস্থিত বিভিন্ন চিহ্নের ফলাফল।

বৃহস্পতি স্থানে যব চিহ্ন থাকিলে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। আয়ুরেখার উপর এই চিহ্ন থাকিলে হৃদরোগ বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বুঝায়। পিতৃরেখার উপর থাকা দুর্ব্বল শরীর ও পৈতৃক রোগপরিচায়ক। মঙ্গলের ক্ষেত্রে মাতৃরেখার উপর থাকিলে নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয়। এই চিহ্ন পিতৃরেখার আরম্ভস্থান ভিন্ন অন্যস্থানে থাকিলে জন্মকালে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। শুক্রের স্থানে থাকিলে বিবাহ ভঙ্গ হয়। পিতৃ-রেখার প্রারম্ভে যবচিহ্ন থাকিলে জন্ম সময়ে পীড়া বা মৃত্যু হয়। যদি বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যরেখার অন্তর্গত যবচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই সংসারে ধন, মান, জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা নানাপ্রকারে শোভিত হইয়া কালযাপন করে এবং তাহার পরমায়ু একশত বৎসর হয়। যদি মধ্যম অঙ্গুলিতে অথবা অঙ্গুষ্ঠে সুন্দর যবচিহ্ন থাকে তাহা হইলে অন্যের সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হয়। যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরিভাগে যবরেখা থাকে সে জন্মা-বধি ভোগী ও সুখী হয়। মধ্যমা অথবা তর্জ্জনীর মূলদেশে যবরেখা থাকিলে, ধনবান্, সুখভোগী ও পুত্রকলত্র-গৃহ-সম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতি স্থানে তারকা চিহ্ন থাকিলে সৎকুলে বিবাহ, অর্থ-লাভ, মনোরথ সিদ্ধি এবং সকলের ভালবাসার পাত্র হয়। শনি-স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত ও দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। শনিস্থানে উভয় হস্তে থাকিলে এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে হত্যাপরাধে ফাঁসী হয়। বুধের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে চৌর্য্য অপরাধে অপমানিত হয়। উভয় হস্তে মঙ্গলের দুই স্থানে তারকাচিহ্ন থাকিলে হাঁপানী কাশীর পীড়া হয় এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করে। চন্দ্রের স্থানে এই চিহ্ন

থাকিলে জলে মৃত্যু হয় এবং ঐ চিহ্নের সহিত চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আসিলে জলে আত্মহত্যা করে। শুক্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে স্ত্রীলোক হইতে কষ্ট হয় এবং অর্থ কষ্ট ভোগ করে।

বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে উত্তম স্ত্রী লাভ এবং গৌরব ও অর্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শনির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে জীবনে সুখ হয় না। রবিস্থানে থাকিলে প্রায়ই অন্যধর্ম্মাবলম্বী হয়। বুধের স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে ধন-সম্পত্তি অপহৃত হয় এবং সে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে। চন্দ্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে বাতরোগে পীড়িত ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। শুক্রের স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি গোপনীয় প্রেমে রত হয়, ও আত্মীয়লোক হেতু অর্থ কষ্ট পায়।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি আধিপত্য করে। যদি শনির স্থানে এই চিহ্ন থাকে আর ইহার কোন একটী কোণে লাল দাগ থাকে, তাহা হইলে অগ্নি হেতু কষ্ট পাইতে হয়। শুক্রের স্থানে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে এবং সেই চিহ্ন যদি পিতৃরেখার নিকটে থাকে অথবা ঐ রেখার সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে রাজদণ্ডে কারাবাস হইবার সম্ভাবনা, অশুভ চিহ্নের নিকটে যদি এই চতুষ্কোণ চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, তবে অশুভ ফল হয় না। এই চিহ্ন শুক্রের ক্ষেত্রে পিতৃরেখার নিকটে থাকিলে কারাবাস হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে, রাজপ্রতিনিধি হয়। শনিস্থানে থাকিলে জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করে। রবির স্থানে থাকিলে শিল্পী, বুধের স্থানে থাকিলে রাজনীতিজ্ঞ এবং মঙ্গলের স্থানে থাকিলে যুদ্ধ ও অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী হয়। চন্দ্রের স্থানে থাকিলে ঐন্দ্রজালিক হয় এবং জলে মৃত্যু ঘটে। শুক্রের স্থানে থাকিলে গণিতশাস্ত্রপ্রিয় হইয়া থাকে। বৃহৎ চতুষ্কোণের মধ্যে এই চিহ্ন থাকিলে পুরুষ বা নারী চতুষ্পদ জন্তু কর্ত্তৃক আহত হয়।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে, নিজ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে এবং আত্মশ্লাঘাকারী, অহঙ্কারী, স্বার্থপর ও ক্রিয়াসক্ত হয়। শনিস্থানে থাকিলে ভাগ্যহীন, অর্থহীন ও মন্দ চিত্ত হয়। রবিস্থানে থাকিলে গর্ব্বিত, যশঃপ্রার্থী, ভ্রমযুক্ত এবং মেধাশক্তিবিহীন হইয়া থাকে। বুধের স্থানে থাকিলে, ধূর্ত্ত, অবিশ্বাসী, বঞ্চক ও চৌর হয়। মঙ্গলের স্থানে থাকিলে বিপদগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পায় এবং অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। চন্দ্রের স্থানে থাকিলে, মিথ্যা কল্পনায় অভিভূত হয় এবং মৃত্যুচিন্তা করে। শুক্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে কামুক হয়।

চন্দ্রের স্থানে বৃত্ত বা অর্দ্ধবৃত্তচিহ্ন থাকিলে, জলে ডুবিয়া মৃত্যু হয়। চন্দ্রের স্থানে দুইটী বৃত্তচিহ্ন থাকিলে অন্ধ হইয়া থাকে। আয়ুরেখার উপর এই চিহ্ন দেখিতে পাইলে, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল বলিয়া অনুমিত হয়। মাতৃরেখার উপর এই চিহ্ন থাকিলে অন্ধ হয়। এই চিহ্ন যে কোন রেখার উপরেই থাকুক না কেন, সকল সময়েই দুর্ঘটনা সূচনা করে।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে অর্থ ও সম্ভ্রম হানি হয়। পিতৃ বা মাতৃরেখার উপর বিন্দুচিহ্ন থাকিলে রোগ বা মস্তকে আঘাত রূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্ন মাতৃ-রেখার উপর থাকিলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হয়। রক্তবর্ণ বিন্দুচিহ্ন আঘাতপ্রাপ্তির পরিচায়ক এবং কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ চিহ্ন স্নায়ুরোগের লক্ষণ। মঙ্গল বা চন্দ্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে অন্ত্রসম্বন্ধীয় পীড়া হইয়া থাকে।

করতলে তিলচিহ্ন থাকিলে অনবরত ধনাগম হয়। পদতলে তিল থাকিলে রাজা হইয়া থাকে। পিতৃরেখার উপর থাকিলে বিষ হইতে কষ্ট পাইতে হয়। কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে তিল থাকিলে ধনবান্ ও সম্ভ্রমশালী হয়। বামপার্শ্বে বা ভ্রূতে থাকিলে কামনাশ ও আশাভঙ্গ হয়। দক্ষিণভ্রূতে থাকিলে প্রথম-বয়সে বিবাহ এবং গুণবতী পত্নী লাভ হয়। চক্ষুর কোণের বাহির দিকে থাকিলে, শান্ত, বিনীত ও অধ্যবসায়ী হয়। গণ্ড-স্থলে বা কপোলে থাকিলে মধ্যবিত্ত লোক হয়। গলদেশে থাকা দুঃখের চিহ্ন; কণ্ঠে থাকিলে বিবাহসূত্রে ভাগ্যবান্ হইবার সম্ভাবনা। বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে থাকিলে সর্ব্বস্বান্ত হয় এবং তাহাদের অধিকাংশ কন্যাসন্তান জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপঞ্জরস্থিত তিল নির্ব্বোধ ও কাপুরুষের লক্ষণ। উদরে থাকিলে দীর্ঘসূত্র ও স্বার্থপর হয়। নাসিকার বামপার্শ্বে তিল থাকিলে ধনহীন, মদ্যপায়ী ও মূর্খ হয়। বামগণ্ডের তিল দাম্পত্যপ্রেমে সুখী ও সৌভাগ্যের লক্ষণ। কর্ণমধ্যস্থ তিল ভাগ্য ও যশের চিহ্ন। নিতম্বে থাকিলে বহুসন্তান লাভ হয়, কিন্তু সমস্ত জীবিত থাকে না। দক্ষিণ জঙ্ঘায় চিহ্ন থাকিলে ধনবান্ ও বিবাহসূত্রে ভাগ্যবান্ হয়। বামজঙ্ঘায় থাকিলে, বন্ধুহীন ও প্রতিবেশী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়। দক্ষিণপদে তিল থাকিলে জ্ঞানী হয়। দক্ষিণ বাহুতে থাকিলে দৃঢ়দেহ ও ধৈর্য্যশালী এবং বাম-বাহুতে থাকিলে কঠোরপ্রকৃতি, ক্রোধী ও বিশ্বাসঘাতক হয়।

যদি নারীর বামকর্ণে বামকপোলে, বামকণ্ঠে বা বামকরে তিল বা আঁচিল থাকে,তবে তাহার প্রথম গর্ভে পুত্র প্রসব করে। দক্ষিণ ভ্রূমধ্যে তিল থাকিলে গুণবান্ স্বামী লাভ হয়। বাম বক্ষে স্তনের নিম্নে থাকিলে বুদ্ধিমতী, প্রেমবতী এবং সুখপ্রসবিনী-হয়। হৃদয়ে তিল থাকিলে নারী সৌভাগ্যবতী হয়। দক্ষিণ স্তনে লোহিত বর্ণের তিল থাকিলে, চারিটী কন্যা ও তিনটী পুত্র

হয়। বাম স্তনে তিল বা রক্তবর্ণ কোন চিহ্ন থাকিলে, সেই রমণী একটী পুত্র প্রসব করিয়া বিধবা হয়। পার্শ্বভাগে সুদীর্ঘ তিল থাকিলে পতিপ্রিয়া ও পৌত্রবতী হয়। নখে শ্বেতবর্ণ বিন্দু থাকিলে স্বেচ্ছাচারিণী ও কুলটা হইবার সম্ভাবনা। নারীর নাসিকাগ্রে তিল ও আঁচিল থাকিলে এবং তাহার দন্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, সেই নারী বিবাহের পর দশ দিনের মধ্যে বিধবা হয়। দক্ষিণ জানুতে তিল থাকিলে মনোহর পতি লাভ হয়। দক্ষিণ বাহুতে পতির সৌভাগ্যদায়িনী, পৃষ্ঠদেশে সুলক্ষণা ও পতিপরায়ণা হয়। বাম বাহুতে মুখরা ও কটুভাষিণী। বামস্কন্ধে চঞ্চলা; নাভির বামভাগে কুস্বামী ও দক্ষিণে সুলক্ষণ।

পুরুষের বিশেষ লক্ষণ।

নাসিকা, নেত্র, দন্ত, ললাট, মস্তক ও বক্ষ এই ছয়টী অঙ্গ উন্নত হওয়া সুলক্ষণ; করতল, পদতল, নয়নপ্রান্ত, নখ, তালু, অধর ও জিহ্বা এই সাতটী অঙ্গ রক্তবর্ণ হওয়া প্রশস্ত। যাহার কটিদেশ বিশাল, সে বহু পুত্রশালী হয়; যাহার বাহু দীর্ঘ সে নরশ্রেষ্ঠ; যাহার হৃদয় বিস্তীর্ণ সে ধনধান্যশালী এবং যাহার মস্তক বিশাল, সে মনুষ্য মধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির নয়নের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, লক্ষ্মী কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। যাহার শরীর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ সে কখন নির্ধন হয় না। যাহার দন্ত উন্নত তাদৃশ ব্যক্তি কদাচিৎ মূর্খ হয় এবং লোমশ ব্যক্তি কদাচিৎ সুখী হইয়া থাকে। যাহার করতল স্নিগ্ধ সে ঐশ্বর্য্য ভোগ করে; যাহার চরণ স্নিগ্ধ, সে যান ও বাহন ভোগ করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তির করতলে বহুরেখা দৃষ্ট হয়, সে দুঃখী হয়; অল্প রেখা থাকিলে ধনহীন হয়। করতলের রেখাগুলি রক্তবর্ণ হইলে লক্ষ্মীযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে ভৃত্য হইবার সম্ভাবনা। যে ব্যক্তির কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্নে যে কএকটী রেখা থাকে, সে ততগুলি ভার্য্যা লাভ করে।

তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন থাকিলে, বন্ধু দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়। যাহার মধ্যমাঙ্গুলিতে চক্রচিহ্ন থাকে, সে দৈবানুগ্রহে ধন প্রাপ্ত হয় এবং ঐ চিহ্ন অনামিকাতে থাকিলে, নানা উপায়ে ধন লাভ হয়। যাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে চক্র থাকে, সে বাণিজ্যদ্বারা ধন উপার্জ্জন করে।

যাহার ললাটে চারিটী চক্রাকার রেখা থাকে, সে অশীতি বৎসর জীবিত থাকে; ঐরূপ পাঁচটী বক্ররেখা থাকিলে শত বৎসর পরমায়ু হইবে।

যাহার কেশ তাম্রবর্ণ ও উন্নত এবং যাহার কক্ষদেশে কোন রেখা লক্ষিত হইবে না, সে উন্মত্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিবে। যাহার জিহ্বা এত দীর্ঘ হইবে যে তাহার দ্বারা নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিতে পারা যায়, সে যোগী ও মুমুক্ষু হইয়া সর্ব্বদা ভূতলে পরিভ্রমণ করিবে।

যাহার দন্তগুলি বিরল অর্থাৎ ছাড়া ছাড়া এবং হাস্য করিলে যাহার গণ্ডে গর্ত্তচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি পরধনে ধনী হইয়া নিয়ত পরস্ত্রী ভোগ করে। যাহাদের চিবুকে শ্মশ্রু নাই, এবং হৃদয়ে লোম নাই, তাহারা ধূর্ত্ত।

স্ত্রীলোকের বিশেষ লক্ষণ।

যে রমণীর মধ্যমাঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলির সহিত মিলিত থাকে, সে চিরদিন উত্তম ভোগে থাকিবে, তাহার ভোগ কোন দিন রহিত হইবে না। যাহার অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুলাকার ও মাংসল হইবে এবং উহার অগ্রভাগ উন্নত হইবে, সে অতুল সুখ ও সৌভাগ্য সম্ভোগ করে। যাহার অঙ্গুলি অতি দীর্ঘ, সে কুলটা হইবে। যাহার অঙ্গুলি অতি কৃশ সে নির্ধন হয়।

যে নারীর চরণের নখসকল স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, গোলাকার ও সুদৃশ্য এবং যাহার পদতলের পৃষ্ঠদেশ উন্নত, সে রাজমহিষী হইবে। যাহার জানুদ্বয় মাংসল ও গোল, সে সুখসৌভাগ্যশালিনী। যাহার জানুদেশে মাংস নাই, সে দরিদ্রা ও দুশ্চারিণী হইবে।

যাহার হৃদয়ে লোম নাই, যাহার বক্ষঃস্থল নিম্ন নহে, কিন্তু সমতল, সেই রমণী ঐশ্বর্য্যশালিনী ও পতিসোহাগিনী হইয়া থাকে এবং বিধবা হয় না।

যে রমণীর স্তনদ্বয়ের মূলদেশ স্থূল এবং উপরিভাগ ক্রমশঃ কৃশ হইয়া অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইয়াছে, সে বাল্যকালে সুখভোগ করিয়া, পরিশেষে দুঃখভাগিনী হয়। নারীদিগের করতলে বহু রেখা থাকিলে বিধবা হয়। যদি করতলে শিরা থাকে, তবে ভিক্ষুকী হয়।

যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটী রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত গমন করে, সে পতিঘাতিনী হইবে।

যদি কোন নারীর নীচের পংক্তিতে অধিক দন্ত থাকে, তাহা হইলে সে মাতাকে ভক্ষণ করে। যদি নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল হয় এবং মধ্যদেশ নিম্ন হয় এবং যদি ঐ নাসিকা উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহা শুভলক্ষণ নহে।

যাহার চক্ষু গাভীর ন্যায় ও পিঙ্গল বর্ণ, সে অত্যন্ত গর্ব্বিতা হইয়া থাকে; যাহার চক্ষু পারাবতের ন্যায়, সে দুঃশীলা হয় এবং যাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, সে পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। যে নারীর বামচক্ষু কাণা, সে পুংশ্চলী এবং যাহার দক্ষিণ চক্ষু কাণা সে বন্ধ্যা হইয়া থাকে।

যে নারীর শরীর দীর্ঘাকার এবং তাহাতে লোম ও শিরা দৃষ্ট হয়, সে রোগযুক্তা হইয়া থাকে। যাহার ভ্রূর পার্শ্বে বা ললাটে

আঁচিল থাকে, সেই রমণী রাজ্য ভোগ করে। যে নারী কৃষ্ণবর্ণা অথচ যাহার কেশ পিঙ্গল বর্ণ, যাহার জোড়া ভ্রূ এবং যে দ্রুত গমন করিয়া থাকে, সে কুলক্ষণা। যে রমণীর বক্ষঃস্থল অত্যুৎকট ও বিস্তৃত এবং যাহার উপরের ঠোঁটে লোম দৃষ্ট হয়, সে শীঘ্রই বিধবা হয়। যাহার চরণের তর্জ্জনী, মধ্যমা অথবা অনামিকা ভূমি স্পর্শ করে না, সে সুখসৌভাগ্যবর্দ্ধিতা হয়।

"সামুদ্রিক" শাস্ত্রে লিখিত আছে,—"চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকং, সব্যপদেহথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং। চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজকুলীজম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং, বিভ্রাণো হরিরূণবিংশতিমহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রির্ভবেৎ।"

বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, শূন্য, গোষ্পদ, প্রোষ্ঠীমৎস্য ও শঙ্খ এই আটটী চিহ্ন এবং দক্ষিণ পদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, ঊর্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই একাদশ প্রকার চিহ্ন—সমুদায়ে ঊনবিংশতি চিহ্ন যাহার পদতলে দৃষ্ট হয়, মহালক্ষ্মী তাহার পদসেবা করেন। [শব্দ শেষে চিত্রদ্বয়ে এই সকল চিহ্ন অঙ্কিত হইল।]

কয়েকটী প্রধান প্রধান গণনা।

১। বিদ্যাবুদ্ধি গণনা—একটী বা দুইটী সরলরেখা মধ্যমাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, বিদ্বান্ হয়। পিতৃরেখা হইতে ঊর্দ্ধরেখা বহির্গত হইয়া অকর্ত্তিত ভাবে শনির স্থানে গমন করিলে বিদ্যাশিক্ষায় যশোলাভ হইয়া থাকে। যাহার বৃহস্পতি, বুধ ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হয় এবং অঙ্গুলি গুলি চতুষ্কোণ বা স্থূলাগ্র, অঙ্গুলির দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট ও নখগুলি ক্ষুদ্র হইলে, সেই ব্যক্তি সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকে। অঙ্গুলিগুলি চতুষ্কোণ বা স্থূলাগ্র দ্বিতীয় পর্ব্ব তীর্থ এবং দ্বিতীয় গাঁইট গুলি পুষ্ট হইলে অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে একটী রেখা প্রথম পর্ব্বে উঠিলে এবং মাতৃরেখায় শ্বেতবিন্দু এবং বুধের স্থানে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিলে, বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি জন্মে। মণিবন্ধ হইতে ঊর্দ্ধরেখা রবিস্থানে অথবা মাতৃরেখা হইতে একটা সরল রেখা রবিস্থানে গেলে কিম্বা রবিস্থানে ত্রিকোণচিহ্ন থাকিলে, শিল্পে পারদর্শিতা জন্মে। মাতৃরেখার একটী শাখা বুধের স্থানে এবং মঙ্গল স্থানের কোন রেখা বুধের স্থানে উপস্থিত হইলে, নাটক-অভিনেতা হয়। বুধের স্থান সুপ্রকাশিত হইয়া যদি দুইটী সরল রেখাযুক্ত হয়, অথবা রবি, বৃহস্পতি ও বুধের স্থান উচ্চ কিম্বা রবিরেখা সুস্পষ্ট ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে। ঐ সকল চিহ্নের সহিত মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে অস্ত্র-চিকিৎসক হইয়া থাকে। শনির স্থান উচ্চ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্থূল, নখগুলি ছোট, চন্দ্র স্থান উচ্চ বা রবিরেখা প্রবল হইলে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ হয়।

২। ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যহীন গণনা।—পিতৃরেখা হইতে রবিরেখা উত্থিত হইয়া রবিস্থান গত, মাতৃরেখা হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির স্থানে তারকাযুক্ত, অথবা ঊর্দ্ধরেখা অভগ্ন অবস্থায় মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে ভাগ্যবান্ হয়। মাতৃরেখা হইতে একটী সরল রেখা বৃহস্পতির স্থানে তারকাচিহ্নযুক্ত হইলে ভাগ্যবান্ হয়। অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দুইটী রেখা দ্বিতীয় পর্ব্বে গেলে, এবং বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রশস্ত ও বৃহৎ ত্রিভুজ পরিষ্কার ভাবে অঙ্কিত থাকিলে, সৌভাগ্যশালী হয়। শুক্রের স্থান হইতে কোন রেখা উঠিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির সহিত মিলিত হইলে, সৌভাগ্য লাভ হয়। শনির স্থানের নিম্নে তারকাচিহ্ন ভাগ্যরেখা ঢেউ খেলান বা শৃঙ্খলযুক্ত, ও অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশ রেখা থাকিলে দুর্ভাগ্য হয়। পিতৃরেখার প্রারম্ভে ভোগরেখা ও মাতৃরেখা মিলিত হইলে দুর্ভাগ্য ঘটে। শুক্রের স্থানে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্বের নিম্নে একটী তারকাচিহ্ন থাকিলে, স্ত্রীলোক হইতে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। পিতৃরেখা ও ঊর্দ্ধরেখার প্রথমাংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে অল্প বয়সে দুর্ভাগ্য হয়।

৩। উচ্চপদ, মান ইত্যাদি গণনা।—অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা বিস্তৃত থাকিলে, উচ্চ পদস্থ হয়। মণিবন্ধ হইতে একটী সরল রেখা উত্থিত হইয়া মঙ্গলের স্থান হইয়া রবিস্থানে গেলে, অথবা মণিবন্ধ হইতে কতকগুলি সরলরেখা করতল পর্য্যন্ত গমন করিলে পদগৌরব ও সম্মানবৃদ্ধি হয়। পিতৃরেখা হইতে সরল রেখা বৃহস্পতির স্থানে গেলে ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে জাতক, রাজসরকারে উচ্চপদ পায় ও বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

৪। ভূমিসম্পত্তিলাভ ও ক্ষতি।—দুই হস্তে বুধের নিম্নে মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে ভূমিলাভ হয়। মণিবন্ধের উপর একটী কোণাকৃতি চিহ্ন বা বৃহৎ ত্রিভুজের যে কোন ভুজে তারকা বা ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভ হয়। দুই হস্তে বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান নিম্ন হইলে ভূমিনাশ হয় অথবা ভূমিসম্পত্তি থাকে না। দুই হস্তে বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানে কাল তিলচিহ্ন থাকিলে, মোকদ্দমায় ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হয়। ঊর্দ্ধরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া মাতৃরেখা স্পর্শ করিলে কিম্বা রবিস্থানে বহু রেখা থাকিলে জাতকের সম্পত্তি ব্যবসায়ে নষ্ট হয়।

৫। ধনলাভগণনা।—মণিবন্ধের উপর একটী কোণাকৃতি চিহ্ন, ক্রুশচিহ্ন বা তারকা চিহ্ন থাকিলে অথবা দুইটী মাতৃরেখা থাকিলে উত্তরাধিকারী সূত্রে ধন প্রাপ্ত হয়। রবিস্থানে কএকটী সরল রেখা ও তারকাচিহ্ন পিতৃরেখা হইতে একটী রেখা রবিস্থান পর্য্যন্ত গেলে ধনবান্ হয়। পিতৃরেখা হইতে একটী বা অনেক-

গুলি রেখা বৃহস্পতি বা রবিস্থানগত হইলেও, ধনবান্ হয়। বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, পিতৃরেখা হইতে একটী সরল রেখা শনিস্থানে অথবা মণিবন্ধ হইতে একটী সরল রেখা বুধের স্থানে গমন করিলে কিম্বা শনির স্থানের নিম্নে মাতৃরেখায় শ্বেত বিন্দু থাকিলে দৈবাৎ অর্থ লাভ হয়। বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশ বা তারকাচিহ্ন অথবা বৃহস্পতিস্থানে ক্রুশ ও রবিস্থানে তারকা চিহ্ন থাকিলে জাতক বিবাহে অর্থাদি লাভ করে।

৬। অর্থকষ্ট, ব্যয় ইত্যাদি গণনা।—অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে একটী অর্দ্ধবৃত্ত চিহ্ন থাকিলে, উর্দ্ধরেখা শৃঙ্খলাবৎ হইলে অথবা মণিবন্ধের তিনটী রেখা অস্পষ্ট ও ভগ্ন হইলে, অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয়। শনির স্থানে একটী তারকা ও জালচিহ্ন থাকিলে, মাতৃরেখা হইতে একটী রেখা উঠিয়া বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশচিহ্নযুক্ত হইলে বা পিতৃরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা সকল বহির্গত হইয়া অধোগামী হইলে অর্থকষ্ট হয়। বুধের স্থানে কৃষ্ণবর্ণ তিলচিহ্ন অথবা ক্রুশচিহ্ন থাকিলে এবং ক্রুশের একটী রেখা আয়ুরেখাকে স্পর্শ করিলে হঠাৎ অর্থনাশ হইয়া থাকে। শুক্রের স্থান হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা উঠিয়া পিতৃরেখার উপর দিয়া মঙ্গলের স্থানে উপস্থিত হইলে গৃহবিবাদে অর্থ নষ্ট হয়।

৭। ধর্ম্মাধর্ম্ম-গণনা।—বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রশস্ত, তর্জ্জনী চতুষ্কোণবিশিষ্ট, এবং সমস্ত গ্রহের স্থান সমান উচ্চ হইলে অথবা চন্দ্রস্থান সমতল, মাতৃরেখা উজ্জ্বল ও পার্শ্বপর্য্যন্ত বিস্তৃত ও অনামিকা চতুষ্কোণ হইলে, সকল ধর্ম্মে সমান বিশ্বাসসম্পন্ন এবং সর্ব্ব দেবতায় ভক্তিবিশিষ্ট হয়। আয়ুরেখা দুইটী থাকিলে, বৃদ্ধাঙ্গুলি দীর্ঘ ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে ধার্ম্মিক হয়। অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে কতকগুলি রেখা প্রথমপর্ব্ব পর্য্যন্ত গমন করিলে, উর্দ্ধরেখা হইতে কতকগুলি শাখারেখা মণিবন্ধের দিকে গেলে বা রবিস্থানে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে। দুই হস্তের বৃহস্পতির স্থান নিম্ন, অঙ্গুলি গুলির প্রথম পর্ব্ব ক্ষুদ্র, শনির নিম্নে মঙ্গলের ক্ষেত্রে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে নাস্তিক হয়। মাতৃরেখার কোন শাখা বুধস্থানে গেলে, পুণ্যবান্ হয়। মাতৃরেখা প্রশস্ত ও মলিন এবং ভোগরেখা অস্পষ্ট হইলে কিম্বা শুক্রস্থান অপরিপুষ্ট ও বহুরেখাযুক্ত হইলে পার্থিববিষয়ে আসক্তিশূন্য হয়।
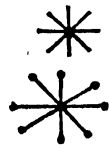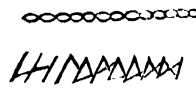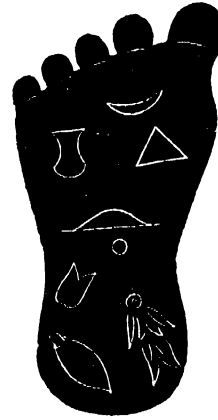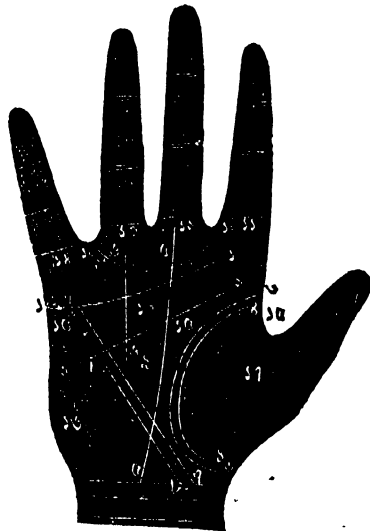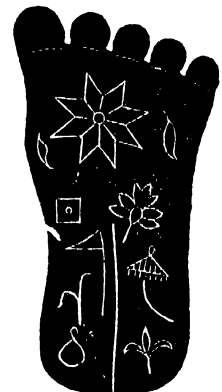
১নং চিত্র—হস্তের চিহ্নাদি

২ সমুদ্রসম্বন্ধী। ৩ সামুদ্রশারসম্বন্ধীয়।
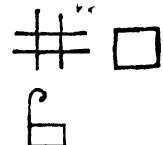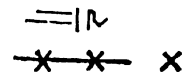
সামুদ্রিকাচার্য্য, একজন ফলিত জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত, নাম কাশীনাথ ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র (রামপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা) ও মহেশ এবং পৌত্র রামদেব চিরঞ্জীব প্রভৃতি সুপণ্ডিত ছিলেন।

সামূহিক (ত্রি) সমূহ এব বিনয়াদিত্বাং ঠক্। (পা ৫।৪।৩৫) সমূহ। ২ সমূহসম্বন্ধীয়।

সামৃদ্ধ্য (ক্লী) সমৃদ্ধি ভাবে ষ্যঞ্। সমৃদ্ধতা, সমৃদ্ধির ভাব।

সামেশ্বর, একটী শৈবতীর্থ। সামেশ্বরমাহাত্ম্যে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

সামোঢ় (ত্রি) সামের উপযুক্ত।

সামোদ (ত্রি) আমোদের সহিত বর্ত্তমান। আমোদযুক্ত।

সামোদ্ভব (পুং) সাম উদ্ভবঃ কারণং যস্য। ১ সামজ, সামযোনি। ২ হস্তী।

সামোপনিষৎ, উপনিষদ্ভেদ।

সাম্পদ (ক্লী) সম্পদ্-অণ্। সম্পদ্সম্বন্ধীয়।

সাম্পরায় (পুং) সম্পরায় শব্দার্থ।

সাম্পরায়িক (ক্লী) সম্পরায় বিপদে প্রভবতীতি সম্পরায় (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। ১ যুদ্ধ। (অমর) সম্পরায়ে উত্তরকালে হিতং ঠক্। (ত্রি) ২ পারলৌকিক, পরলোকসম্বন্ধীয়।

"প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্বিদ্যতে ফলং॥" (মনু ১১।৩০)

যিনি প্রথমকল্প অর্থাৎ কার্য্যের যেরূপ বিধান আছে, সেই-রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ ব্যক্তি, যদি সেই বিধির অনুকল্প দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি সেই কর্ম্মজন্য পার-লৌকিক ফল লাভ করেন না।

সম্পরায়ং যুদ্ধমর্হতীতি ঠক্। ৩ যুদ্ধার্হ, যুদ্ধের উপযুক্ত। (রঘু ১৭।৬২)

সাম্পাতিক (ত্রি) সম্পাতসম্বন্ধীয়।

সাম্পীক, একজন প্রাচীন কবি।

সাম্পেষিক (ত্রি) সম্পেষায় প্রভবতি সম্পেষ (পা৫।১।১০১) ইতি সন্তাপাদিত্বাৎ ঠক্। সম্পেষজন্য যিনি প্রভু হন।

সাম্প্রত (অব্য) সম্ চ প্রতি চ তয়োঃ সমাহারঃ, ততঃ প্রজ্ঞা-দ্যণ্। ১ যুক্ত। (অসাম্প্রত = অযুক্ত)

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতং।" (কুমারস° ২।৫৫)

ইদানীং, অধুনা। (অমর) সম্প্রতিভবং অণ্, সাম্প্রতং। (ত্রি) ৩ ইদানীন্তন। (হরিবংশ ৬।১৬)

সাম্প্রতিক (ত্রি) সম্প্রতিরেব বিনয়াদিত্বাৎ ঠক্। (পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। ১ সম্প্রতিশব্দার্থ। (ত্রি) ২ সম্প্রতিভব।

সাম্প্রদানিক (ত্রি) সম্প্রদান বিনয়াদিত্বাৎ ঠক্। ১ সম্প্রদান। ২ সম্প্রদানসম্বন্ধীয়।

সাম্প্রদায়িক (ত্রি) সম্প্রদায়-ঠক্। সম্প্রদায়সম্বন্ধীয়।

সাম্প্রয়োগিক (ত্রি) সম্প্রয়োগং নিত্যমর্হতি (ছেদাদিভ্যো নিত্যং। পা ৫।১।৬৪) ইতি ঠঞ্। নিত্যসম্প্রযোগার্হ, নিত্য ধনাদি প্রয়োগযোগ্য।

সাম্প্রশ্নিক (ত্রি) সংপ্রশ্নং নিত্যমর্হতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। (পা ৫।১।৬৪) নিত্যসম্প্রশ্নার্হ।

সাম্ব, সম্বন্ধ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সাম্বয়তি। লোট্ সাম্বয়তু। লিট্ সাম্বয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ, ও অস্ এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অসসাম্বৎ।

সাম্ব (শাম্ব), শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের একতমা প্রধানা মহিষী জাম্ববতীর গর্ভজাত। যেদিন শম্বরাসুর রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া স্বীয় আলয়ে লইয়া যান, সেই দিন হইতে এক মাসের মধ্যে জাম্ববতীর গর্ভে সাম্বের জন্ম হয়। বাল্যকালে মহাবীর বলদেব তাঁহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। এই সুশিক্ষাপ্রভাবে তিনি যাদবগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বলশালী ও দ্বিতীয় বলদেব বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সাম্বের জন্মকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরে শান্তিরাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। (হরিবংশ ১৬৮ অঃ)

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, জাম্ববতীতনয় সাম্ব অনুপম রূপবান্ ছিলেন। তিনি যৌবনে এতই রূপগর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এমন সময়ে একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি দ্বারকায় বেড়াইতে আসিলেন। সাম্ব তাঁহার রূক্ষ, শুষ্ক ও নিতান্ত কৃশ কলেবর সন্দর্শন করিয়া নানা প্রকার মুখভঙ্গী সহকারে ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন তদ্দর্শনে মহর্ষি দুর্ব্বাসা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করেন যে তোমার দেহ অচিরে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া মন্দদর্শন হইবে।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন দেবর্ষি নারদ অকস্মাৎ দ্বারকায় আসিয়া সমুপস্থিত হন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, স্ত্রীলোকদিগকে কদাচ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এমন কি, আপনার মহিষীগণ রূপবান্ পুরুষ দেখিলে স্মরকাতর হইয়া তৎপ্রতি লোভ করিয়া থাকেন। নারদের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না।

নারদ আত্মবাক্যসমর্থনের জন্য আর একদিন কৃষ্ণ-সকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ দিন কৃষ্ণমহিষীগণ মদ্যপানে বিভোরা হইয়া রৈবতশিখরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। কৃষ্ণ-পুত্র সাম্বও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন, রমণীগণও তৎকালে মদ্যপানে আত্মবিস্মৃতা। রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ব্যতীত অপর সকল রমণীই সাম্বের সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া

মোহিত ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। পদ্মপত্রে তাঁহাদের রেতঃ স্খলিত হইল। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে তদ্ব্যাপার সন্দর্শন করাইয়া কহিলেন, প্রভো! আমার পূর্ব্ববাক্যের যাথার্থ্য নিরীক্ষণ করুন। তখন দ্বারকানাথ সেই রমণীগণকে উল্লেখ করিয়া কহিলেন, তোমরা যখন পুত্রস্থানীয় সাম্বের মুখশ্রী অবলোকন করিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পার নাই, তখন এই পাপে তোমরা সকলে দস্যুহস্তে পতিত হইবে। আর সাম্বকেও সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, তোমার রূপদর্শনে যখন তোমার মাতৃগণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, তখন তোমার ঐ রূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও মলিন হউক।

পিতৃবাক্য পূর্ণ হইল, সাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেন। মহাকষ্টে কাতর হইয়া সাম্ব নারদের শরণাপন্ন হইলেন এবং রোগারোগ্যের উপায় বিধান করিতে তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নারদের উপদেশে সাম্ব মিত্রের উপাসনায় নিরত হইলেন। সাঙ্গোপাঙ্গ মিত্রনামা সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে কে বা প্রতিষ্ঠা করে, কেই বা তাঁহার পৌরোহিত্য করে, এই মহা সমস্যায় পড়িয়া সাম্ব সবিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন এবং নারদকে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন, লোভী দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা সূর্য্যপূজা চলিতে পারে না। দেবস্ব গ্রহণ করিয়া পাছে পতিত হন, এই ভয়ে সদ্‌ব্রাহ্মণেরাও সেবাইত হইতে চাহিবেন না; অতএব তুমি তোমাদের কুলপুরোহিতের নিকট হইতে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া লও।

সাম্ব তখন কুলপুরোহিত গৌরমুখের নিকট গিয়া তদ্বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, সূর্য্যপূজায় ও সূর্য্যোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী ব্রাহ্মণ এখন এদেশে নাই। শাকদ্বীপে নিক্ষুভার গর্ভজাত সূর্য্যপুত্রগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাই একমাত্র সূর্য্যপূজায় অধিকারী। তাঁহাদিগকে কি উপায়ে এখানে আনিতে পারা যায় তাহা আমি বলিতে পারিনা, একমাত্র সূর্য্যদেবই তাহা বলিতে সমর্থ।

পুরোহিতের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাম্ব সূর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সূর্য্যদেব সাম্বকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "জম্বুদ্বীপের পর শাকদ্বীপ আছে, সেই শাকদ্বীপে আমার অংশসম্ভূত মগ, মসগ, মানস ও মন্দগ নামে চারি জাতির বাস আছে। তাহাদিগের মধ্যে—মগ নামক ব্রাহ্মণেরাই আমার অংশসম্ভূত এবং আমার পূজার অধিকারী। তুমি কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া অবিলম্বে গরুড়ে আরোহণ করিয়া আমার পূজার নিমিত্ত সেই মগব্রাহ্মণদিগকে সত্বর শাকদ্বীপ হইতে এখানে আনয়ন কর।'

ভগবান্ দিবাকরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জাম্ববতীনন্দন সাম্ব তৎক্ষণাৎ দ্বারকাপুরে গমন করিলেন এবং তথায় পিতা কৃষ্ণের সমক্ষে দিবাকরদর্শনলাভাদি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া তদ্দণ্ডে গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক শাকদ্বীপে যাত্রা করিলেন। বায়ু-বেগগামী গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি অচিরে শাকদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং তথায় ধূপদীপাদি বিবিধ উপচার সহ মগব্রাহ্মণগণকে প্রখর প্রভাকরের পূজাকার্য্যে নিরত দেখিলেন। তখন তিনি সেই সূর্য্যসেবক ব্রাহ্মণবৃন্দকে ভক্তিভাবে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি আপনাদের নিকট আগমন করিয়াছি। আমার নাম সাম্ব এবং আমি ভগবান্ বিষ্ণুর নন্দন। চন্দ্রভাগানদীতটে আমি ভগবান্ সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। পুরোহিত অভাবে তাঁহার যথাবিধি প্রতিষ্ঠা ও পূজা নির্ব্বাহ হইতেছে না। স্বয়ং সূর্য্যদেবের আদেশেই আমি আপনাদিগকে লইতে আসিয়াছি।

সাম্বের কথা শুনিয়া মগগণ কহিলেন, হে সাম্ব! তুমি আমাদের নিকট যে কথা প্রকাশ করিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য, কেন না, কিছুকাল পূর্ব্বে স্বয়ং দিবাকরই এবিষয় আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আমরা আর কালবিলম্ব করিব না। এখানে আমাদের যে অষ্টাদশকুল আছে, আমরা সকলেই তোমার সহিত গমন করিব।

তখন সাম্ব সেই প্রশান্তহৃদয় শান্তিপ্রদ মগব্রাহ্মণগণকে যত্নপূর্ব্বক গরুড়ারোহণে অভীষ্ট স্থানে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা যথাবিধি সূর্য্যের পূজা সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সেই সাধনপ্রভাবে সাম্ব অচিরে রোগমুক্ত হইলেন।

(ভবিষ্যপুরাণ ১৩৯ অঃ)

মগব্রাহ্মণগণকে শাকদ্বীপ হইতে আনয়ন করিয়া চন্দ্রভাগা-নদীতটে একটী মনোহরপুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্থাপন করেন, ঐ পুরী পরে সাম্বপুরী নামে খ্যাত হয়। এই পুরীর মধ্যস্থলে সাম্ব দিবাকরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজানির্ব্বাহের জন্য ধনরত্নাদি রক্ষা করিলেন এবং ভোজকদিগকে সেই সমস্তের অধিকারী করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি কিছুদিন পূজাব্যাপারে নিবিষ্টচিত্ত নিযুক্ত থাকিয়া সূর্য্যসমীপে বরলাভকরণান্তর দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপূর্ব্বক দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।

সাম্বপুরাণে লিখিত আছে, সাম্ব যেখানে সূর্য্যারাধনা করেন তাহা মিত্রবণ নামে আখ্যাত হয়, এই মিত্রবণ ও সাম্বপুর চন্দ্রভাগা নদীতটে অবস্থিত ছিল। [সাম্বপুর দেখ]

মহাভারতের বহুস্থলে বৃষ্ণিনন্দন সাম্বের উল্লেখ আছে, এখানে তিনি ভারতসমরের একজন নেতা এবং পাণ্ডবপক্ষে জরাসন্ধ, শাম্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী।

(ভারত ২।৪।৩৫৬।১৬।৯—১১; ৩।১১।৪৩)

মৌষলপর্ব্বে লিখিত আছে, একদা সারণ প্রমুখ বীরগণ

এবং বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদঋষি দ্বারকা নগরে উপস্থিত হন। ঐ সময়ে দুর্নীতিপরায়ণ বৃষ্ণিবংশীয়গণ ঋষিগণকে বিদ্রূপ করণাভিপ্রায়ে পরম রূপশালী সাম্বকে মনোহর রমণীসাজে সজ্জিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! পুত্রাভিলাষী অমিততেজস্বী বীরের এই পত্নী কি প্রসব করিবেন? তাহা আপনারা উত্তম রূপে গণনা করিয়া দেখুন। বৃষ্ণিবংশধরের এই বঞ্চনাবাক্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিলেন, বাসুদেবনন্দন সাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের বিনাশের জন্য এক ঘোর আয়স মুষল প্রসব করিবে। কালে এই মুষল প্রসূত হইলে রাজা উগ্রসেনের আদেশে তাহা চূর্ণ করিয়া সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

(মৌষিলপর্ব্ব ১।১৫-২৫)

ভাগবতের ১।১০।২৯, ১।১১।১৮, ১।১৪।৩১, ৩।১।৩১, ১০।৮১।১১ প্রভৃতিস্থলে জাম্ববতীসুত সাম্বের উল্লেখ আছে।

সাম্ব, সাম্বপঞ্চাশিকা বা সূর্য্যাস্তোত্র, সূর্য্যাদ্বাদশার্য্যা ও সূর্য্যসপ্তার্য্যা রচয়িতা।

সাম্বন্ধিক (ক্লী) ১ সম্বন্ধ। ২ সম্বন্ধসম্বন্ধীয়। ৩ বিবাহসম্বন্ধীয়। ৪ শ্যালক।

সাম্বপুর (ক্লী) সাম্বপ্রতিষ্ঠিত নগর, বর্ত্তমান নাম মূলতান।

[মূলতান দেখ]

পঞ্জাব প্রদেশে চন্দ্রভাগানদীতীরে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণপুত্র সাম্ব মগব্রাহ্মণগণকে শাকদ্বীপ হইতে আনিয়া এখানে স্থাপন করেন। (প্রভাসখ°)

সাম্বপুরাণ, একখানি উপপুরাণ,সাম্বোপপুরাণ। [পুরাণ দেখ।]

সাম্বর (ক্লী) সম্বরদেশে ভবং অণ্। গড়লবণ। সম্বরদেশ-জাত লবণ। "গড়াদি লবণং শুভ্রং পৃথ্বীজং গড়দেশজং। গড়োথঞ্চ মহারম্ভং সাম্বরং সম্বরোস্তবম্॥" (রাজনি°)

সাম্বরী (স্ত্রী) সম্বরেণ কৃতা সম্বর-অণ্, ঙীষ্। মায়া, সম্বর এই মায়ার সৃষ্টি করেন, এই জন্য ইহার নাম সাম্বরী। এই শব্দে তালব্য শ ও দন্ত্যস এই দুই সকারই হয়।

'শাম্বরী সাম্বরী মায়া মায়াকৃদ্ভিক্ষুকে নটে।' (শব্দরত্না°)

সাম্বর্য্য (পুং) সম্বরের গোত্রাপত্য।

সাম্বশাস্ত্রী, অনিরুদ্ধচম্পূপ্রণেতা।

সাম্বশিব (পুং) একজন বিখ্যাত আচার্য্য, ভারতটীকায় নীলকণ্ঠ বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জরীর গ্রন্থে ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সাম্বাজী প্রতাপরাজ, পরশুরামপ্রতাপরচয়িতা।

সাম্বাদিত্য (পুং) সাম্বপ্রতিষ্ঠিতসূর্য্য, প্রতিষ্ঠিত।

সাম্বি (পুং) সাম্বস্য গোত্রাপত্যং বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। (পা ৪।১।৯৬) সাম্বের গোত্রাপত্য।

সাম্বেশ্বর (পুং) সাম্বপ্রতিষ্ঠিত শিব।

সাম্ভবী (স্ত্রী) রক্ত লোধ্র। (শব্দচন্দ্রিকা)

সাম্ভস্ (ত্রি) অম্ভসা সহ বর্ত্তমানঃ। অম্ভোযুক্ত, অম্ভের সহিত বর্ত্তমান।

সাম্ভাষ্য (ক্লী) সম্ভাষিণো ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি সম্ভাষিন্-ষ্যঞ্। সম্ভাষীর ভাব বা কর্ম্ম, সম্ভাষণ।

সাম্ভুয়ি (পুং) সম্ভুয়স্ গোত্রার্থে ইঞ্। সম্ভুয়সের গোত্রাপত্য।

সাম্মত্য (ক্লী) সম্মতের্ভাবঃ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি সম্মতি-ষ্যঞ্। সম্মতির ভাব।

সাম্মদ (পুং) সম্মদের গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ১৩।৪।৩।১২)

সাম্মনস্য (ক্লী) সমানচিত্তবৃত্তিযুক্ত। (অথর্ব্ব ৩।৩০।১)

সাম্মাতুর (পুং) সম্মাতুরপত্যং পুমান্ সম্মাতৃ (মাতুরুৎসংখ্যা-সংভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪।১।১১৫) ইতি অণ্ উকারশ্চ। সতীতনয়, পর্য্যায় ভাদ্রমাতুর। (হেম)

সাম্মার্জ্জিন (ক্লী) সম্মার্জ্জিন্ (অনিণুনঃ। পা ৫।৪।১৫) ইতি স্বার্থে অণ্। সম্মার্জ্জিন শব্দার্থ।

সাম্মুখী (স্ত্রী) সায়াহ্নব্যাপিনী তিথি। যে তিথি সায়ংকাল ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে সাম্মুখী তিথি কহে।

"পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী।
প্রতিপন্নবমী চৈব কর্ত্তব্যা সাম্মুখী তিথিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সাম্মুখ্য (ক্লী) সম্মুখ ভাবে ষ্যঞ্। সম্মুখতা, আভিমুখ্য।

সাম্মেঘ্য (ক্লী) সংমেঘ। মেঘযুক্তকাল। (তৈত্তিরীয়সং° ৭।৪।৮।২)

সাম্মোদনিক (ত্রি) সম্মোদনায় প্রভবতি (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সম্মোদকারক, সম্মোদদায়ক, আনন্দদায়ক।

সাম্য (ক্লী) সমস্য ভাবঃ সম-ষ্যঞ্। ১ সমতা, তুল্যত্ব, একরূপত্ব।

"চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক চণ্ডালস্ত্রী, এবং নিকৃষ্ট জাতীয়া স্ত্রীগমন, অথবা তাহাদের অন্নভোজন ও তাহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে তিনি পতিত এবং জ্ঞানপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম করিলে তৎসাম্যত্ব প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি নিকৃষ্ট জাতিদিগের সহিত আহার বিহারাদি করেন, তাহা হইলে তিনি তৎসাম্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অজ্ঞানতঃ এই সকল পাপেই প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে। জ্ঞানতঃ অসকৃৎ এই সকল পাপানুষ্ঠান করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইবে না, পাপকারীরা তত্তুল্য হইবেন।

২ একস্থানত্ব "সাম্যন্ত্বেকস্থানত্বং" (মুগ্ধবোধব্যা°) (ত্রি) ৩ সাম্যাবস্থাপন্ন।

সাম্যগ্রাহ (পুং) সময়বাদক। (রামা° ২।৪১।৪৭)

সাম্যতা (স্ত্রী) সাম্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাম্যত্ব, সাম্য, তুল্যত্ব।

সাম্যাবস্থা (স্ত্রী) সমান অবস্থা, তুল্যাবস্থা।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" (সাংখ্যদ°)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যখন সমান অবস্থা থাকে, যখন তাহাতে কোন রূপ বিকার বা বিক্ষোভ অবস্থা হয় নাই, তখন তাহাকে প্রকৃতি কহে।

সাম্যুত্থান (ক্লী) যজ্ঞসমাপনের বিঘ্ন বা অসুবিধা।

সাম্রাজ্য (ক্লী) সম্রাজো ভাবঃ ষ্যঞ্। সমস্ত রাজ্য, সম্রাটের অধীনে যে সকল রাজ্য তাহাই সাম্রাজ্য নামে অভিহিত।

"ছায়ামণ্ডললক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বয়ং।
পদ্মাপদ্মাতপত্রেণ ভেজে সাম্রাজ্যদীক্ষিতং॥" (রঘু ৪।৫)

তন্ত্রে সাম্রাজ্যের লক্ষণ এই রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ লোকের উপর আধিপত্য থাকিলে তাহাকে রাজ্য, দশলক্ষ লোকের উপর আধিপত্য হইলে তাহাকে সাম্রাজ্য এবং শতলক্ষ হইলে তাহাকে মহাসাম্রাজ্য কহে।

"লক্ষাধিপত্যং রাজ্যং স্যাং সাম্রাজ্যং দশলক্ষকে।
শতলক্ষে মহেশানি মহাসাম্রাজ্যমুচ্যতে॥" (বরদাতন্ত্র ২ পটল)

সাম্ভর, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী লবণজলপূর্ণ হ্রদ ও তত্তীরবর্ত্তী নগর। এই হ্রদের জল হইতে যে লবণ প্রস্তুত হয় তাহাও সাম্ভর নামে খ্যাত। [শাম্ভর দেখ।]

সাম্রাজ্যলক্ষ্মী, তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ। ইনি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী-রূপে পূজিতা। আকাশভৈরবতন্ত্রে ইহার পীঠিকা ও পূজাদি বর্ণিত আছে।

সাম্রাজ্যসিদ্ধিদা (স্ত্রী) উজ্জানকরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সাম্রাণিকর্দ্দম (ক্লী) জবাদিনামক গন্ধদ্রব্য, চলিত খাটাশী, মৃগনাভি। (রাজনি°)

সাম্রাণিজ (ক্লী) মহাপারেবত ফল। (রাজনি°)

সায় (পুং) স্যতি সমাপয়তি দিনমিতি সো স্যন্ত্যধেতি ণ, ততো যুগাগমঃ। ১ দিনান্ত। (অমর) ২ বাণ। (মেদিনী)

সায়ংকাল (পুং) সায়ং সায়াহ্নকালঃ। সায়াহ্ন কাল, সায়ংসন্ধ্যা-সময়। যে সময়ে সায়ংসন্ধ্যা বিহিত হইয়াছে, সেই সময়কে সায়ং-কাল কহে। দিবার এক দণ্ড এবং রাত্রির এক দণ্ড এই দণ্ডদ্বয়াত্মক কালই সায়ংসন্ধ্যার কাল, সুতরাং এই সময়ই সায়ংকাল।

সায়ংসন্ধ্যা (স্ত্রী) সায়ং সায়াহ্নে যা সন্ধ্যা। সায়ংকালোপাস্যা দেবতা, সায়ংকালে যে দেবতার উপাসনা করিতে হয়, সরস্বতী। সায়ং সময়ে সরস্বতীর উপাসনা করিতে হয়। ২ সায়ংকালকর্ত্তব্য উপাসনা। সায়ংকালে যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে সায়ং-সন্ধ্যা কহে। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যাকালে অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা এই ত্রিসন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই সন্ধ্যোপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে

"বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ।" (স্মৃতি)

যথাবিহিত কালে একবার আহুতি প্রদানও শ্রেয়স্কর, কিন্তু অসময়ে লক্ষ আহুতিও ফলপ্রদ নহে। এই বিধানানুসারে সায়ং সন্ধ্যার যে কাল সেই কালেই সন্ধ্যোপাসনা অবশ্য বিধেয়। প্রতি-দিনই সায়ং সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু এই সায়ং সন্ধ্যা সম্বন্ধে একটু বিশেষ আছে, দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিন এই সকল দিনে সায়ংসন্ধ্যা করিতে নাই।

"দ্বাদশ্যাং পক্ষয়োরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ ব্রহ্মহা ভবেৎ॥" (স্মৃতি)

উক্ত নিষিদ্ধ দিনে যিনি সায়ংসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যার পাতকী হন। সুতরাং এই শাস্ত্রানুসারে ঐ সকল দিনে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ। দ্বাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা স্থলে সায়ং-কালে ঐ সকল তিথি পাওয়া চাই, সায়ংকালে যদি ঐ সকল তিথি থাকে, তাহা হইলে সন্ধ্যা হইবে না, নচেৎ সন্ধ্যা করিতে হইবে। দিবাভাগে যত দণ্ড ইচ্ছা থাকুক না তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সায়ং সময়ে অর্থাৎ দিবার শেষদণ্ড এবং রাত্রির প্রথমদণ্ড এই দুই কালে ঐ সকল তিথি থাকিবে। যদি ঐ সকল তিথি দুই দিনই অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পরদিন ঐ সায়ংকাল-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে দুই দিনই সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইবে। যদি ঐ তিথি দিবাদণ্ডে থাকিয়া অর্থাৎ দিবার শেষ একদণ্ডে থাকিয়া রাত্রিদণ্ডে না থাকে, তাহা হইলে রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা কর্ত্তব্য, এবং এইরূপ যদি রাত্রিদণ্ডে থাকিয়া দিবাদণ্ডে না থাকে, তাহা হইলে ঐ দিবাদণ্ডেই সায়ংসন্ধ্যা কর্ত্তব্য। সংক্রান্তিস্থলে সংক্রান্তি জন্য পুণ্যকাল বুঝিতে হইবে। যে দিন সংক্রান্তি হেতু সর্ব্বদিন পুণ্যপ্রদ, সেই দিনই সন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইবে। যদি সংক্রান্তিজন্য দিনার্দ্ধ পুণ্যকাল হয়, তাহা হইলে দিবার শেষ এক দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা করিতে হইবে, সংক্রান্তিজন্য সন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইবে না। শ্রাদ্ধদিন সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই। পিতৃগণের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ করিয়া সেই দিন সায়ংসন্ধ্যা করিবে না।

এই সকল দিনে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই নিষেধ বলে কেহ কেহ বলেন যে ঐ দিন সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ কিছুরই অনুষ্ঠান করিবে না। কিন্তু ইহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ঐ সকল দিনে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে না মাত্র, কিন্তু গায়ত্রীজপ করিবে। ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা। বৈদিক সন্ধ্যা সম্বন্ধে এই বিধান জানিতে হইবে। যিনি তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার

তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে হয়। কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যা এই সকল দিনে নিষিদ্ধ নহে। উক্ত দিনে ঐ সন্ধ্যানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। হরতত্ত্ব-দীধিতিতে উক্ত নিষিদ্ধ দিনে কেন সায়ং সন্ধ্যা করিতে হইবে, তাহার বিচার এবং তন্ত্রোক্ত প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—সন্ধ্যা ব্রহ্মার মানসী কন্যা। তিনি তপস্যা করিবার জন্য বসিষ্ঠদেবের নিকট গমন করেন। বশিষ্ঠ তাহাকে পরম পুরুষ বিষ্ণুর উদ্দেশে তপস্যা করিতে উপদেশ দেন। সন্ধ্যা তাঁহার উপদেশানুসারে কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে সন্ধ্যা বলিলেন, দেব! যদি আমার তপস্যায় প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন যে পৃথিবীতলে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হন, আমি যেন ত্রিজগতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাত হই, স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি যেন আমার সকাম দৃষ্টি পতিত না হয়, এবং যিনি আমাকে সকাম ভাবে অবলোকন করিবেন, তিনি যেন ক্লীব হন। ইহাতে ভগবান কহিলেন, প্রথম শৈশব, দ্বিতীয় কৌমার, তৃতীয় যৌবন, এবং চতুর্থ বৃদ্ধাবস্থা। প্রাণিগণ তৃতীয় বয়োভাগপ্রাপ্ত হইলে সকাম হইবে, দ্বিতীয় ভাগের অন্তে কদাচিৎ হইবে। প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যাহাতে সকাম না হয়, এই নিয়ম তোমার তপস্যাপ্রভাবে আমি জগতে স্থাপন করিলাম। ত্রিজগতে তুমিই একমাত্র সতীপ্রধানা হইবে। তোমার পাণিগ্রহীতা ব্যতীত যে ব্যক্তি কামভাবে তোমাকে দেখিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ক্লীব হইয়া দুর্ব্বলত্ব প্রাপ্ত হইবে। তোমার স্বামী তোমার সহিত সপ্তকল্পান্তজীবী হইবেন। তুমি যাহা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা সকলই প্রদান করিলাম। আর পূর্ব্বে তোমার মনে যাহা ছিল, তাহাও বলিয়া দিতেছি। তুমি অগ্নিতে দেহত্যাগ করিবে, ইহা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। মেধাতিথি মুনির দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে আহুতিপ্রজ্বলিত অনলে অচিরে তাহা সম্পাদন কর। মেধাতিথি এই পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন, তুমি আমার প্রসাদে মুনিগণের অলক্ষ্যে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে এইরূপে বর দিয়া হস্তাগ্র দ্বারা সন্ধ্যাকে স্পর্শ করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে তাঁহার শরীর পুরোডাশময় হইল। পুরোডাশময় হইবার কারণ এই যে, অবৈধ মাংস দগ্ধ হইলে অগ্নির পবিত্রতা বিনষ্ট হয়, এই জন্য বিষ্ণু তাঁহাকে পুরোডাশময় করিলেন। তখন সন্ধ্যা মেধাতিথির যজ্ঞে গমন করিলেন, এবং সকলের অলক্ষ্যে অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর পুরোডাশময় সন্ধ্যাশরীর তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতভাবে দগ্ধ হইয়া পুরোডাশের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। বহ্নি তাহার শরীর দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে সেই বিশুদ্ধ দেহকে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন। তদীয় শরীরের উর্দ্ধভাগ দিবসের আদি ও অহোরাত্রের মধ্যগামিনী প্রাতঃসন্ধ্যা এবং আর শেষ ভাগ দিবসের অন্ত ও অহোরাত্রের মধ্যগামিনী পিতৃগণের সতত প্রীতিদায়িনী সায়ংসন্ধ্যা হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যখন অরুণোদয় হয়, তখন এই প্রাতঃসন্ধ্যার উদয় এবং সূর্য্য অস্তমিত হইলে রক্তকমলসন্নিভা এই সায়ংসন্ধ্যার উদয় হয়। (কালিকাপুরাণ ২২ অঃ)

সায়ংসন্ধ্যাদেবতা (স্ত্রী) সায়ংসন্ধ্যায়া দেবতা। সরস্বতী।

সায়ংসূর্য্য (পুং) সায়ংকালীনঃ সূর্য্যঃ। সায়ং সময়ের সূর্য্য। বৈদ্যকে লিখিত আছে, সায়ং সময়ের সূর্য্যকিরণ লাগাইতে নাই, ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক।

সায়ক (পুং) স্যতি ছিনত্তীতি সো-ণ্বুল্, যুক্। ১ বাণ। ২ খড়্গ। (অমর) ৩ পঞ্চম সংখ্যা।

"সঙ্করেণ ত্রিরূপেণ সংসৃষ্টা চৈকরূপয়া।
বেদখাগ্নিশরাঃ শুক্লৈরিষুবাণাগ্নিসায়কাঃ॥" (সাহিত্যদ° ৪।২৬৪)

সায়কপুঙ্খা (স্ত্রী) সায়কস্য পুঙ্খ ইব পুঙ্খো যস্যাঃ। ১ শরপুঙ্খা। (রাজনি°) (পুঃ) ২ সায়কের পুঙ্খ।

"সব্যাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।"
(রঘু ২।৩১)

সায়কপ্রণুত্ত (ত্রি) প্রহরণার্থ উত্তোলিত খড়্গ। (অথর্ব্ব ৯।২।১২)

সায়কময় (ত্রি) অস্ত্রযুক্ত। বাণবিশেষ। (ভারত ৪ পর্ব্ব।

সায়কায়ন (পুং) সায়কের গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা° ১০।৩।৬।১০)

সায়ংকাল (পুং) সন্ধ্যাকাল।

সায়ংকালীন (ত্রি) সন্ধ্যাকাল সম্বন্ধীয়।

সায়ংগৃহ (ত্রি) যত্র সায়ং তত্রৈব গৃহং। যেখানে সন্ধ্যা হইয়াছে, সেইখানেই যাহার গৃহ। (ভারত ৩।১২।৩)

সায়ংগোষ্ঠ (ত্রি) সায়ংকালে গোচারণস্থানে অবস্থানকারী গাভী। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।১৮)

সায়ণ, প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতিপ্রণেতা একজন পণ্ডিত। ইনি রাজা রঙ্গরাজের মন্ত্রী ছিলেন (১৫৭২—৮৫খৃঃ)।

সায়ণাচার্য্য, ঋগ্বেদভাষ্যকার একজন সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরাধিপতি মহারাজ ২য় সঙ্গম, ১ম বুক্ক ও তৎপৌত্র ২য় হরিহর ইঁহার বিদ্যাপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে রাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম মায়ণ এবং ভ্রাতার নাম মাধব। মাধব রাজমন্ত্রী ছিলেন, পরে শৃঙ্গেরীমঠের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বিদ্যারণ্যস্বামী বা মুনি নামে পূজিত হন। [বিজয়নগর ও বিদ্যারণ্যস্বামী দেখ।]

সায়ণাচার্য্য বিষ্ণুসর্ব্বজ্ঞ ও শঙ্করানন্দের শিষ্য ছিলেন। পঞ্চদশীটীকা প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য হইয়া শিক্ষালাভ করেন। সায়ণের নামে যতগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার রচিত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অনেকগুলি গ্রন্থই উভয়ভ্রাতা রচনা করেন। আবার কতকগুলি গ্রন্থ যাহা সায়ণবিরচিত বলিয়া লিখিত, তাহার অপর একখানি পুঁথিতে মাধবাচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদভাষ্য ও তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষ্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সায়ণাচার্য্য স্বয়ং উক্ত ভাষ্যদ্বয় সম্পূর্ণ করিয়া যান নাই। তাঁহার পরে তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় উহা সমাধা করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়ারণ্যক ও ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে উহাদের অনুভূতি বা ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কল্পনার ফল।

সায়ণাচার্য্য ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। ১৩৫৪ হইতে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ ১ম বুক্কের রাজ্যকাল। সুতরাং সায়ণাচার্য্য ১৩৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই যে সঙ্গমরাজবংশের মন্ত্রিরূপে বিজয়নগর-রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সায়ণাচার্য্য স্বয়ং যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে নিম্নে তাহার তালিকা উদ্ধৃত হইল :—

অদ্ভুতদর্পণ, অধিকরণরত্নমালা বা জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর, অনুভূতিপ্রকাশ বা সর্ব্বোপনিষদার্থপ্রকাশ, অপরোক্ষানুভবটীকা, অভিনবমাধবীয় অষ্টকটীকা, আচারমাধবীয় বা পরাশরস্মৃতিভাষ্য, আত্মানাত্মবিবেক, আধানযজ্ঞতন্ত্র (যজ্ঞতন্ত্রসুধানিধির একাংশ), আর্ষেয়ব্রাহ্মণভাষ্য, আশীর্ব্বাদ-পদ্ধতি বা ব্রহ্মবিদ্যাশীর্ব্বাদপদ্ধতি, আশ্বলায়নদর্শ-পূর্ণমাসসূত্রভাষ্য, উপগ্রন্থসূত্রবৃত্তি, ঋগ্বেদভাষ্য, ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্য, ঐতরেয়ারণ্যকভাষ্য, ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য, কন্মকালনির্ণয়, কর্ম্মবিপাক, কল্পভাষ্য, কাঠকভাষ্য, কালনির্ণয় বা কালমাধবীয়, কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, কৃষ্ণচরণপরিচর্য্যাবৃত্তি, কৈবল্যোপনিষদ্দীপিকা, কৌষীতক্যুপনিষদ্ভাষ্য, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, গোভিলগৃহসূত্রভাষ্য, ছান্দোগ্যোপনিষদ্দীপিকা, জাতিবিবেকশতপ্রশ্ন, জীবন্মুক্তিবিবেক, জ্ঞানখণ্ডভাষ্য বা জ্ঞানযোগখণ্ডভাষ্য, তত্ত্বভেদ, তাণ্ড্যব্রাহ্মণভাষ্য, তিথিনির্ণয়, তৈত্তিরীয়বিদ্যাপ্রকাশবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণভাষ্য বা যজুর্ব্বেদব্রাহ্মণভাষ্য ও তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্য, তৈত্তিরীয়সন্ধ্যাভাষ্য, তৈত্তিরীয়ারণ্যকভাষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, ত্র্যম্বকভাষ্য, দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টকটীকা, দত্তকমীমাংসা, দর্শপূর্ণমাসপ্রয়োগ, দর্শপূর্ণমাসভাষ্য, দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞতন্ত্র, দশোপনিষদ্ভাষ্য, দেবতাধ্যায়ভাষ্য, দেবীভাগবতদীপিকা, ধাতুবৃত্তি, পঞ্চদশী, পঞ্চরুদ্রীয়টীকা বা রুদ্রভাষ্য, পঞ্চশরব্যাখ্যা, পঞ্চীকরণ, পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যা বা ব্যবহারসাধক, পাণিনীয়শিক্ষাভাষ্য, পুরাণসার, পুরুষসূক্তটীকা, পুরুষার্থসুধানিধি, প্রমেয়সারসংগ্রহ, বৃহদারণ্যকভাষ্য, বৌধায়নশ্রৌতসূত্রব্যাখ্যা, ব্রহ্মগীতাটীকা, ভগবদ্গীতাভাষ্য, মণ্ডলব্রাহ্মণভাষ্য, মন্ত্রপ্রশ্নভাষ্য, মহাকাব্যনির্ণয়, মাধবীয়, মাধবীয়ভাষ্য (বেদান্ত), মুক্তিখণ্ডটীকা, মুহূর্ত্তমাধবীয়, যজ্ঞবৈভবখণ্ডটীকা, যাজ্ঞিক্যুপনিষদ্ভাষ্য, যোগবাশিষ্ঠসারসংগ্রহ, রাত্রিসূক্তভাষ্য, রামতত্ত্বপ্রকাশ, লঘুজাতকটীকা, ব্যাখ্যা (বেদান্ত), ব্যাসদর্শনপ্রকার, শঙ্করবিলাস, শতপথব্রাহ্মণভাষ্য, শতরুদ্রীয়ভাষ্য, শিবখণ্ডভাষ্য, শিবমাহাত্ম্যভাষ্য, শ্রীসূক্তভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎপ্রকাশিকা, ষড়্বিংশব্রাহ্মণভাষ্য, সন্ধ্যাভাষ্য, সরস্বতীসূক্তভাষ্য, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সহস্রনামকারিকা, সামব্রাহ্মণভাষ্য, সামবিধানব্রাহ্মণভাষ্য, সামবেদভাষ্য, সিংহাসুবাকভাষ্য, সিদ্ধান্তবিন্দু (বেদান্ত), সূতসংহিতাতাৎপর্য্যদীপিকা, সূর্য্যসিদ্ধান্ত-টীকা, স্তোভভাষ্য (সামবেদ), স্মৃতিসংগ্রহ, স্বরবিগ্রহশিক্ষাভাষ্য, স্বাধ্যায়ব্রাহ্মণভাষ্য, হরিস্তুতিটীকা।

সায়র (দেশজ) ১ সাগর। (কবিপ্রয়োগ)

"ইহ সুধা সায়রে, মগন সুরাসুর
দিন রজনী নাহি জানি।" (গোবিন্দদাসের পদাবলী)

২ শিয়র, শীর্ষদেশ।

সায়ার (ইংরাজী) দেশভাগ। ইংরাজী Shire শব্দের অপভ্রংশ। অনেকস্থলে দেশজ প্রয়োগে ইংরাজী Shire শব্দের পরিবর্ত্তেও সায়ার শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন লালাবাবুর সায়ার অর্থাৎ জমিদারীর অংশ।

সায়ণ-মাধবীয় (ত্রি) সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য সম্বন্ধীয় (গ্রন্থ)।

সায়ণীয় (ত্রি) সায়ণপ্রোক্ত বা লিখিত (গ্রন্থাদি)।

সায়তন (ত্রি) আয়তনযুক্ত। স্থানযুক্ত। (তৈত্তিরীয়সং ৫।১।২।২)

সায়ন (ত্রি) সূর্য্যের গতিভেদ। [সূর্য্য দেখ।]

সায়ন্তন (ত্রি) সায়ং ভবঃ সায়ম্ (সায়ং চিরং প্রাহ্ণে প্রগে ব্যয়েভ্যষ্টুট্যুলৌ তুট্ চ। পা ৪।৩।২৩) ইতি ট্যুল্, তুট্ চ। সায়ংকালভব, যাহা সায়ংকালে হয়।

"সন্ধ্যাং সায়ন্তনীং কুর্য্যাৎ দ্বাদশ্যাদিষপি প্রিয়ে।
অকুর্ব্বন্ নিরয়ং যাতি যতো নিত্যাগমক্রিয়া॥" (বৃহন্নীলতন্ত্র ১প°)

সায়ন্দুগ্ধ (ত্রি) সায়ংকালে যে দুগ্ধ দোহন করা হয়। (ঐ°ব্রা° ৭।৪)

সায়ন্দোহ (পুং) সায়ংকালে দোহন। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৫।৫।৭)

সায়ম্ (অব্য) ষো-ত সমাপয়তি দিনমিতি সো বাহুলকাৎ অম্ যুগাগমশ্চ। ১ সায়াহ্ন। ২ সন্ধ্যা।

'দিনান্তে পুংসি সায়ং স্যাৎ সায়াহ্নে সায়মব্যয়ং।' (শব্দার্ণব)

সায়মাশ (পুং) সায়ং অশ ভোজনে ঘঞ্। সায়ংভোজন, সায়ংকালে যে ভোজন করা যায়। প্রাতরাশ, সায়মাস, প্রাতর্ভোজন, সায়ংভোজন।

সায়মাহুতি (স্ত্রী) সায়ংকালে প্রদত্ত আহুতি। সায়ংকালীন হোমে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহাকে সায়মাহুতি কহে।

সায়ম্পোষ (পুং) সায়ংকালে ভোজন বা খাদ্যদান।
(শাঙ্খা° ব্রা° ৫।৫)

সায়ম্প্রাতর্ (অব্য) সায়ং ও প্রাতঃকাল।

সায়ম্প্রাতরাশিন্ (ত্রি) সায়ম্প্রাতরশ্নাতীতি অশ-ণিনি। সায়ং ও প্রাতঃকালে ভোজনকারী, যিনি সায়ং ও প্রাতে ভোজন করেন। (শত° ব্রা° ২।৪।১৬)

সায়ম্প্রাতিক (ত্রি) সায়ংপ্রাতঃ-ঠঞ্, টেলোপঃ, (পা ৬।৪।১৪৪) সায়ং ও প্রাতর্ভব।

সায়ম্প্রাতর্হোম (পুং) সায়ং ও প্রাতঃকালীন হোম। সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিবার বিধান আছে।

সায়স্ভব (পুং) সায়ংকালে উৎপন্ন, সায়স্তন। (অথর্ব্ব ১০।২।১৬)

সায়স্তোজন (ক্লী) সায়ং ভোজনং। সায়ংকালে ভোজন। মনুতে লিখিত আছে যে, সায়ম্ভোজন শেষ হইবার পর যদি গৃহে অতিথি আসে, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় পাক করিয়া ভোজন করাইবে। কিন্তু বলিবৈশ্বের অনুষ্ঠান করিবে না।

সায়বস (পুং) ঋষিভেদ। (শতপথব্রা° ১০।৬।১।৯)

সায়ারম্ভ (ত্রি) সায়ংকালে আরম্ভ।

সায়াশন (ক্লী) সায়ে দিনান্তে অশনং ভোজনং। দিনান্তে ভোজন।

সায়াস (ত্রি) আয়াসেন সহ বর্ত্তমানঃ। আয়াসযুক্ত, আয়াস-বিশিষ্ট।

সায়াহ্ন (পুং) সায়মহ্নঃ (সংখ্যা বিসায়েতি। পা ৬।৩।১১০) ইতি জ্ঞাপকাৎ সমাসঃ। পঞ্চধাবিভক্ত দিনপঞ্চমাংশ, দিনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার শেষ ভাগের নাম সায়াহ্ন, দিবসের শেষ তিন মুহূর্ত্ত।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরঃ ॥
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে দিনমান পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে, প্রাতঃ, সঙ্গব, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও সায়াহ্ন ইহার মধ্যে প্রথম তিন মুহূর্ত্তের নাম প্রাতঃ, তৎপরে তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নের পর তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন, তৎপরে শেষ তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন। দিন মানের পরিমাণানুসারে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক দুই দণ্ড কালকে মুহূর্ত্ত কহে। সুতরাং শেষ ৬ দণ্ড কালই সায়াহ্ন, এই সায়াহ্ন কালে শ্রাদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই। ইহার অপর নাম রাক্ষসী বেলা, সকল কর্ম্মেই এই সময় নিন্দিত। অতএব এই সায়াহ্ন কালে কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না।

'সায়ো দিনান্তঃ সায়াহ্নো বিকালঃ সায়মেব চ।' (শব্দরত্না°)

সায়িকা (স্ত্রী) ক্রমস্থিতি, ক্রমে ক্রমে অবস্থিতি।

সায়িন্ (পুং) সায়তি নাশয়তি গতিক্লেশমিতি সৈ-ক্ষয়ে ণিনি। অশ্বারোহ, অশ্বারোহী।

সাযুজ্য (ক্লী) সযুজো সহযোগস্য ভাবঃ ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। ১ সহযোগ, একত্ব। অভেদ, সাম্য। সাদৃশ্য।

২ পঞ্চ প্রকার মুক্তির অন্তর্গত মুক্তিবিশেষ। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পাঁচ প্রকার মুক্তি, একত্ব-মুক্তির নাম সাযুজ্য, যে মুক্তিতে মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহাই সাযুজ্যমুক্তি। বিষ্ণুভক্তগণ এই মুক্তি কামনা করেন না এবং ভগবৎসেবা ব্যতীত তাঁহারা এই সকল মুক্তি পাইলেও গ্রহণ করেন না।

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" (ভাগ° ৩।২৯।১৩)

'ভক্তানাং নিষ্কামতাং কৈমুতিকন্যায়েনাহ, সালোক্যং ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং, সার্ষ্টিং সমনৈশ্বর্য্যং, সামীপ্যং নিকট-বর্ত্তিত্বং, সারূপ্যং সমানরূপতাং, একত্বং সাযুজ্যং। উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি কুতস্তৎ কামনা ইত্যর্থঃ' (স্বামী)
'একত্বং ভগবৎসাযুজ্যং ব্রহ্মসাযুজ্যঞ্চ, অনয়োস্তল্লীলাত্মকত্বেন তৎসেবনার্থত্বাভাবাৎ গ্রহণাবশ্যকত্বমেব' (ক্রমসন্দর্ভ)

ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত এক লোকে বাস করার নাম সালোক্য মুক্তি, তাহার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করার নাম সার্ষ্টি, তাহার নিকটে অবস্থান করার নাম সামীপ্য, এবং একত্বের নাম সাযুজ্য। এই পাঁচ প্রকার মুক্তি।

ক্রমসন্দর্ভে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাযুজ্য দুইপ্রকার, ভগবৎসাযুজ্য ও ব্রহ্মসাযুজ্য, এই দুই প্রকারই ভগবানের লীলা স্বরূপ। অতএব ইহাতে ভগবৎসেবনার্থের অভাব হেতু ইহার গ্রহণের আবশ্যকতা আছে। [মুক্তি শব্দ দেখ]

২ সহযোগ, অভেদ, একত্ব।

সাযুজ্যত্ব (ক্লী) সাযুজ্যস্য ভাবঃ ত্ব। সাযুজ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

সায়ে (অব্য) দিনান্তে, সায়ংকালে।

সায়ের্ (আরবী) ১ ভ্রমণ, গমন। ২ অবশিষ্ট। ৩ সম্পূর্ণ।

সায়েস্তাখাঁ (আমীর-উল্-ওমরাহ), বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত মোগল-শাসনকর্ত্তা। ইহার প্রকৃত নাম আবু-তালিব্ ও মীর্জা মুরাদ। ইনি উজীর আসফ্ খাঁর পুত্র ও ইতিমাদ্ উদ্দৌলার পৌত্র।

১৬৭১ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী আসফ্ খাঁর মৃত্যু হইলে সম্রাট্ শাহ জহান ইঁহাকে উজীর পদে নিযুক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে ইনি সম্রাটের অনুগ্রহে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বেরারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ গুজরাতবিজয়ে গমন করেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীর (অরঙ্গজেব) ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদের সহকারীরূপে গোলকোণ্ডা যুদ্ধে নায়কতা করিতে আদেশ করেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজহানের পুত্রবৃন্দ পিতৃসিংহাসন লইয়া পরস্পরে বিরোধী হইলে সায়েস্তা খাঁ প্রকাশ্যতঃ দারাসিকোর পক্ষাবলম্বন করেন বটে, কিন্তু অরঙ্গজেবের গতিবিধি, গোপনীয় সংবাদাদি ও পরামর্শ দিয়া ইনি দারাসিকোকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীর স্বীয় পুত্র মহম্মদ মুয়াজিমকে দাক্ষিণাত্য হইতে আপনার নিকট দিল্লী-দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ দিয়া সায়েস্তা খাঁকেই তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ঐ সময়ে শিবাজীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। অতঃপর ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। ইঁহার অধিকারে বাঙ্গালায় মোগল অধিকার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। শুনা যায়, সায়েস্তাখাঁর আমলে বাঙ্গালায় দুই আনায় একমণ চাউল বিক্রীত হইত।

সায়েস্তাখাঁ বাঙ্গালায় আসিয়া ঢাকা নগরীতে রাজপাট স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁহারই ন্যায় চতুর ও কুটনীতিপরায়ণ ছিলেন। ইনি তৎকালে কলিকাতাস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থহানি করিবার উদ্দেশে তাঁহাদের প্রতি কতকগুলি অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হন। এই কারণে হুগলীর নিকটবর্ত্তী ঘোলঘাট নামক স্থানে তৎকালের কোম্পানীর কুটির গবর্ণর জব চার্ণকের সহিত ইঁহার একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোনপক্ষই বিশেষ ক্ষতগ্রস্ত হন নাই। [জব চার্ণক দেখ।]

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ৯৩ চান্দ্রবৎসরে সায়েস্তা খাঁর মৃত্যু হয়। আগ্রা নগরে যমুনাতীরে ইঁহার নির্ম্মিত রৌজা ও উদ্যানের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়। সম্রাট্ শাহজহানের রাজত্ব কালে ইনি আলাহাবাদ (প্রয়াগ), দুর্গের পশ্চিমে যমুনাতীরে একটী জমা মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ঐ মসজিদ্ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের পর উহা ধ্বস্ত ও নষ্টশ্রী হইয়াছে।

সার, দৌর্ব্বল্য। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্, লট্ সারয়তি লোট্ সারয়তু। লিট সারয়াঞ্চকার, কৃ, অস ও ভূ এই তিন ধাতুরই লিটে অনু প্রয়োগ হয়। লুঙ্ অসসারৎ। সন্-সিসারয়িষতি।

সার (ক্লী) সার দৌর্ব্বল্যে অচ্, বা সৃ-গতৌ ঘঞ্। ১ জল। ২ ধন। ৩ ন্যায্য। (মেদিনী) সরাৎ জাতং সর-অণ্। ৪ নবনীত। (রাজনি°) ৫ অমৃত। (ভাগবত ৭।৬।২৫) ৬ লৌহ। (ভাবপ্র°) ৭ বিপিন। (শব্দরত্না°) অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে রসের মধ্যে সার ঘৃত এবং ঘৃতের সার হুত, অর্থাৎ ঘৃত দ্বারা যে অগ্নিতে হোম করা হয়, সেই অগ্নি, হুতের সার, স্বর্গ এবং স্বর্গের সার স্ত্রী।

"সারং রসানান্তু ঘৃতং ঘৃতসারং হুতঞ্চ যৎ।
হুতস্য সারং স্বর্গঞ্চ স্বর্গাৎ সারস্তু যোষিতঃ॥
অতো রাজন্ প্রদেয়াঃ স্যুঃ স্ত্রিয়ঃ স্বর্গমভীপ্সতঃ।
তয়ৈবেহ সুখং তাভিঃ সহ রাজ্যং নৃপোত্তম॥" (অগ্নিপু°)

এই সংসার অসার, কিন্তু এই অসারসংসার মধ্যে চারিটী বস্তু সার আছে, কাশীতে বাস, সাধুদিগের সঙ্গ, গঙ্গাজলপান ও শিবপূজা।

"অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ং।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃশম্ভুসেবনং॥"
(কবিতা রত্নাকর ধৃত বায়ুপুরাণ)

(পুং) সৃ (সৃস্থিরে। পা ৩।৩।১৭) ইতি ঘঞ্। ৮ বল। ৯ স্থিরাংশ। ১০ মজ্জা। ১১ বজ্রক্ষার। (রাজনি°) ১২ বায়ু। (জটাধর) ১৩ রোগ। (ধরণি) ১৪ পাশক। (শব্দরত্না°) ১৫ দধ্যুত্তর। (শব্দচ°) ১৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়ে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণন করা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"উত্তরোত্তরমুৎকর্ষো বস্তুনঃ সার উচ্যতে।" (সাহিত্যদ° ৭৩১)

উদাহরণ—

"রাজ্যে সারং বসুধা বসুধায়ামপি পুরং পুরে সৌধং।
সৌধে তল্পং তল্পে বরাঙ্গনানঙ্গসর্ব্বস্বং॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

রাজ্যের মধ্যে সার বসুধা, বসুধার মধ্যে পুর, এবং পুরে সৌধ এবং সৌধ মধ্যে শয্যা এবং শয্যাতে অনঙ্গের সর্ব্বস্বধন বরাঙ্গনা। এই স্থলে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহাতে বৈচিত্র আছে, সুতরাং এই স্থলে উক্ত অলঙ্কার হইল। যে স্থলে এইরূপ হইবে, তথায় এই সার অলঙ্কার হইবে। একমাত্র বৈচিত্রই অলঙ্কারের কারণ, সুতরাং বর্ণনীয় স্থলে বৈচিত্র থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে স্থলে লক্ষণের সমাবেশ হয়, অথচ বৈচিত্র থাকে না, তথায় অলঙ্কারই হইবে না। (ত্রি) সৃ-ঘঞ্। ১৭ অতি দৃঢ়। (শব্দরত্না°) ১৮ বর, শ্রেষ্ঠ।

সকল শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে এই জগৎ অসার, দেহ ক্ষণভঙ্গুর। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

"জগৎ সর্ব্বন্ত নিঃসারমনিত্যং দুঃখভাজনং।
উৎপদ্যতে ক্ষণাদেতৎ ক্ষণাদেতৎ বিপদ্যতে॥

যথৈবোৎপদ্যতে সারান্নিঃসারং জগদপ্রসা।
পুনস্তস্মিন্নিলীয়ন্তে মহাপ্রলয়সঙ্গমে॥" (২৭ অ°)

এই নিখিল জগৎ অসার, অনিত্য এবং দুঃখভাজন, এই জগতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, প্রলয়ে আবার তাহা বিলীন হইতেছে। একমাত্র মঙ্গলনিধান, শান্ত, অনন্ত, অচ্যুত, পরাৎপর, জ্ঞানময়, অদ্বৈত, অব্যক্ত, অচিন্ত্যরূপ ব্রহ্মই সার, তদ্ভিন্ন সকলই অসার। যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় হইতেছে, এবং যিনি মেঘজালমণ্ডিত গগনমণ্ডলে অসার বিশ্বমণ্ডলকে ধারণ করিয়াছেন, যোগিপুরুষগণ আত্মস্বরূপ যে পরমাত্মার প্রাপ্তি বাঞ্ছায় সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করেন, এবং যোগ দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজালজটিল সংসারমণ্ডলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত না হন, সেই যোগিগণের আরাধ্য ব্রহ্মই সার, অন্য সকলই অসার। যাহা দ্বারা নিত্যপদ প্রাপ্তি হয়, সেই নিবর্ত্তক নিষ্কাম ধর্ম্মই সার, প্রবর্ত্তক সকাম ধর্ম্ম অসার।

"একং শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং পরাৎপরং জ্ঞানময়ং বিশেষং॥
অদ্বৈতমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং সারস্ত্বেকং নাস্তি সারং ত্বদন্যৎ॥
যস্মাদেতজ্জায়তে বিশ্বমগ্র্যং যস্মাল্লীনং স্যাৎ তৎপশ্চাৎ স্থিতঞ্চ।
আকাশবৎ মেঘজালস্য ধৃত্যা যদ্বিশ্বং বৈধ্রিয়তে তচ্চ সারং॥"

এই অসার সংসারে যিনি সার অন্বেষণ করেন, তিনি ভ্রান্ত ও দিগ্মূঢ়। এই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া একমাত্র সারবস্তু ভগবদুপাসনাই জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। (কালিকাপু° ২৭)

১৯ দাড়িম্ব বৃক্ষ। ২০ পিয়াল বৃক্ষ। ২১ বঙ্গ। ২২ মুদ্গ, মুগ। ২৩ ক্বাথ। ২৪ নীলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২৫ বজ্রক্ষার। ২৬ কর্পূর। (রাজনি°) ২৭ কাষ্ঠান্তর্গত পরিণত নির্য্যাস, চলিত শুকনা আটা। (চরক সূ° ১ অ°) ২৮ সালসার। (সুশ্রুত চি° ১৮ অ°) ২৯ পানক, পানা, সরবত। ৩০ দেহান্তর্গত স্থির পদার্থ। চরকের বিমানস্থানে এই সারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরুষের সার আটটী, যথা ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও সত্ত্ব (মন)। এই আটটী সার দ্বারা পুরুষদিগের বলের বিশেষ জ্ঞান হয় অর্থাৎ পুরুষগণ অতি বলবান্, মধ্যবল, হীনবল কি অবল এই সকল বিশেষরূপে জানা যায়।

১ ত্বক্‌সার—যে সকল পুরুষের ত্বকে সারতা আছে, তাহাদের ত্বক স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, মৃদু, প্রসন্ন, সূক্ষ্ম (পাতলা), অল্পগভীর, সপ্রভাবৎ এবং সুকুমার হয়। ইহা পুরুষের সুখ, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, এবং দীর্ঘায়ুর ব্যঞ্জক।

২ রক্তসার—যে সকল পুরুষের শরীরে রক্তসারত্ব থাকে, তাহাদের কর্ণ, অক্ষি, মুখ, জিহ্বা, নাসিকা, ওষ্ঠ, হস্ততল, পাদতল, নখ, ললাট, ও লিঙ্গ স্নিগ্ধ, রক্তবর্ণ, সুশ্রী ও উজ্জ্বল হয়। যাহাদের এই রক্তসার থাকে, তাহারা সুখী, মেধাবী ও মনস্বী হয়।

৩ মাংসসার—যাহাদের মাংসসারতা থাকে, তাহাদের শঙ্খ, ললাট, কৃকাটিকা, অক্ষিগণ্ড, হনুগ্রীবা, স্কন্ধ, উদর, কক্ষ, বক্ষঃ, পাণিপাদ ও সন্ধিসকল দৃঢ়, গুরুশোভন ও মাংসোপচিত হয়। এই মাংসসার পুরুষ ক্ষমা, ধৃতি, অলৌল্য, বিত্ত, বিদ্যা, সুখ, ঋজুতা, আরোগ্য, বল ও দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হয়।

৪ মেদসার—মেদসার ব্যক্তিগণের বর্ণ, স্বর, নেত্র, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ওষ্ঠ, মূত্র ও পুরীষের স্নিগ্ধতা হয়। এই সারযুক্ত পুরুষ বিত্ত ও ঐশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন হয়।

৫ অস্থিসার—অস্থিসারবিশিষ্ট পুরুষগণের পার্ষ্ণি, গুল্‌ফ, জানু, কনুই, কণ্ঠাস্থি, চিবুক, শিরা ও পর্ব্বসকল এবং অস্থি, নখ ও দন্ত সকল স্থূল হয়। এই পুরুষ মন্দোৎসাহ ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়, তাহাদের শরীর সারবান্ ও দৃঢ় এবং আয়ু দীর্ঘ হইয়া থাকে।

৬ মজ্জসার—মজ্জসার ব্যক্তিদিগের অঙ্গ কোমল, বর্ণ ও স্বরস্নিগ্ধ, সন্ধিসকল স্থূল ও দীর্ঘ এবং বৃত্ত হয়। এই সারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দীর্ঘায়ুঃ ও বলবান্ হয়। তাহারা শাস্ত্রজ্ঞ, বিজ্ঞানবিৎ, বিত্তশালী, অপত্যবান্ ও সম্মানভাজন হইয়া থাকে।

৭ শুক্রসার—যে সকল পুরুষের শুক্রসারতা আছে, তাহারা সৌম্যমূর্ত্তি ও সৌম্যদৃষ্টি হয়, তাহাদের লোচন দুগ্ধপূর্ণবৎ প্রতিভাত হয়, দন্তসকল স্নিগ্ধ, বৃত্ত, সারভূত, সূচ্যগ্র, বর্ণ ও স্বর স্নিগ্ধ এবং প্রসন্ন, কান্তি উজ্জ্বল ও নিতম্ব বৃহৎ হয়। এই শুক্রসার ব্যক্তিগণ স্ত্রীদিগের অতিপ্রিয়, সুখ, আরোগ্য, বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, ও অপত্যভাক্ হইয়া থাকে।

৮ সত্ত্বসার—সত্ত্বসার ব্যক্তিগণ স্মৃতিমান্, ভক্তিমান্, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, পবিত্র ও মন্দোৎসাহী। দক্ষ, ধীর, সমরবিক্রান্ত, ও ত্যক্তবিষাদ হয়। ইহাদের গতি সুব্যবস্থিত, এবং বুদ্ধি ও চেষ্টা গম্ভীর এবং কল্যাণবিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবেশ থাকে।

যাহারা উক্ত সকল সারসম্পন্ন, তাহারা অতি বলবান্, পরমসুখান্বিত, ও ক্লেশসহ হয়। তাহারা আপনাদিগকে সকল কার্য্যেই সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং কল্যাণকর বিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকে। সেই সকল ব্যক্তির শরীর দৃঢ় ও সংযত হয়, ও গতি সুসমাহিত হয়। সর্ব্বসারসম্পন্ন ব্যক্তির স্বর প্রতিধ্বনিজনক, স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও মহান্ এবং তাহারা সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, ও সম্মানশালী হইয়া থাকে। তাহাদের জরা ও রোগ কম হয়, অপত্যগণ প্রায় তুল্যগুণান্বিত ও বংশবিস্তারকর হইয়া দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ত্বক্‌সারাদির যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল, সেই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণকে অসার বলিয়া জানিবে। উক্ত আট প্রকার সারের মধ্যে যাহাদের দুই একটী সার কম থাকে, তাহাদিগকে মধ্যসার কহে। যাহাদের উক্ত সারের

মধ্যে অধিকসার না থাকে, তাহাদিগকে অল্পসার কহে। মধ্যসার ব্যক্তিগণ মধ্যবল ও মধ্যায়ু এবং অল্পসার ব্যক্তিগণ অল্পবল ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। চিকিৎসক চিকিৎসাকালে রোগীর উক্তরূপে সার পরীক্ষা করিয়া রোগীর বলাবল নিরূপণ করিবেন।
(চরক বিমানস্থা° ৮ অ°)

সার্ ইলাইজা ইম্পে, বাঙ্গালার নূতন সুপ্রীম কোর্টের একজন ইংরাজ বিচারপতি। মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিষনয়নে পড়িয়া তাঁহারই কূটনীতিতে ও ইম্পের বিচারবিভ্রাটে ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বিত হইয়াছিলেন।

সারক (পুং) সারয়তি মলমিতি সৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ জয়পাল। (রাজনি°) ২ পীতমুদ্গ। ৩ ধান্তক। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৪ বিরেচক, যে বস্তু সেবন করিলে বিরেচন হয়।

সারখদির (পুং) সারঃ অতিদৃঢ়ঃ খদিরঃ। দুঃখদির, চলিত গুয়ে বাবলা। (রাজনি°)

সারগন্ধি (পুং) সারো গন্ধো যস্য। ১ চন্দন। (শব্দচ°)

সারঘ (ক্লী) সরঘাভিঃ মধুমক্ষিকাভিঃ কৃতমিতি সরঘা-অণ্। সরঘাকৃত মধু। মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্প হইতে যে মধু আহরণ করে, তাহাকে সারঘ মধু কহে। গুণ—অতি লঘু, রুক্ষ, নাতিশীতল, কাস ও ক্ষয়রোগে প্রশস্ত, কামলা ও অর্শনাশক, দীপন, বলকারক, অতীসার, নেত্ররোগ, ক্ষত বা ক্ষতজরোগে হিতকর।

"তস্মাল্লঘুকরং রুক্ষং সারঘং নাতিশীতলং।
কাসে ক্ষয়ে প্রশস্তং স্যাৎ কামলার্শো বিনাশনং॥
নাতিশীতং ন চ রুক্ষং দীপনং বলকৃন্মতং।
অতীসারে নেত্ররোগে ক্ষতে বা ক্ষতজে হিতং॥" (অত্রি ১৮ অ°)

সারঙ্গ (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সৃশৃভ্যো বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ১।১২১) ইতি অঙ্গচ্, বৃদ্ধিশ্চ। ১ চাতকপক্ষী। (অমর) ২ হরিণ। ৩ মাতঙ্গজ। ৪ পক্ষিভেদ। ভৃঙ্গ। (বিশ্ব) ৫ ছত্র। ৬ রাজহংস। ৭ চিত্রমৃগ। ৮ অংশুক। (শব্দরত্না°) ৯ নানাবর্ণ। ১০ ময়ূর। ১১ কামদেব। ১২ ধনুঃ। ১৩ কেশ। ১৪ স্বর্ণ। ১৫ আভরণ। ১৬ পদ্ম। ১৭ শঙ্খ। ১৮ চন্দন। ১৯ কর্পূর। ২০ পুষ্প। ২১ কোকিল। ২২ মেঘ। ২৩ পৃথিবী। ২৪ রাত্রি। ২৫ দীপ্তি। ২৬ সিংহ। (অনেকার্থকোষ) ২৭ বাদ্যযন্ত্রভেদ, সারেঙ্গ বাজনা। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বাদ্যযন্ত্র এই দেশে প্রচলিত আছে। ইহার বাদ্য সুমধুর। এই বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিকোষ ও দণ্ড একখানি অখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত, ইহার ধ্বনিকোষ একখানি পাতলা চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং দণ্ডটী কাষ্ঠের পটরীতে আবৃত থাকে। দণ্ডের উর্দ্ধভাগে উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী করিয়া চারিটী কীলকে চারিগাছি তন্তুসংযুক্ত হয়। ইহার দণ্ডের পার্শ্বদেশে নির্ম্মাতার ইচ্ছানুসারে অপর কএকটী কীলক এবং তাহাতে কীলক সংখ্যানুসারে পিত্তলনির্ম্মিত তার পার্শ্বতন্ত্রিকারূপে সংযোজিত করা হইয়া থাকে।

২৮ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২২টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১,২,৪,৫,৭,৮,১০ ও ১১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

"সারঙ্গসংজ্ঞং সমস্তৈস্তকারৈস্ত" (ছন্দোম°)

(ত্রি) সৃ-অঙ্গচ্। ২৯ শবল। (অমর) অজয় এই অর্থে সারঙ্গশব্দ তালব্য শকারাদি বলিয়াছেন, কিন্তু ভরত বলেন এই অর্থে দুই সকার অর্থাৎ তালব্য ও দন্ত্য দুই হইবে।

'সারঙ্গশ্চাতকে খ্যাতঃ শবলে হরিণেঽপি চ। ইতি তাল ব্যাদাবজয়ঃ। অতএব সারঙ্গো দন্ত্যাদিস্তালব্যাদিশ্চ' (ভরত)

সারঙ্গ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত কয়ঙ্কন রাজা। (সহ্য ২৭।৩১,২৭।৩৯,৩৩,১০৬)

২ ন্যায়সারবিচারপ্রণেতা ভট্ট রাঘবের পিতা।

সারঙ্গ-কবি, রুক্মিণীকৃষ্ণবল্লীটীকারচয়িতা।

সারঙ্গদেব, রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীঢ় রাজ্যের এক রাজপুত্র। ইনি রাজা বিশলদেবের পুত্র। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে বিশলদেব তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্র শুনাইয়া তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত করেন।

সারঙ্গপাণি, বিবাহপটল প্রণেতা।

সারঙ্গপুর, মধ্যভারত এজেন্সীর দেবাস রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। গুণা হইতে ইন্দোর যাইবার পাকারাস্তার ধারে কালীসিন্ধু নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। নগরটী বেশ বাণিজ্যপ্রধান ও লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার।

সারঙ্গলোচনা (স্ত্রী) সারঙ্গস্য হরিণস্য লোচনে ইব লোচনে যস্যাঃ। হরিণনয়না, মৃগাক্ষী, সারঙ্গাক্ষী।

সারঙ্গিক (পুং) সারঙ্গং হন্তীতি। (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। ব্যাধ, যাহারা পক্ষী, মৎস্য ও মৃগাদি হনন করিয়া জীবিকার্জ্জন করে।

সারঙ্গী (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সারঙ্গ বাজনা। [সারঙ্গ দেখ]

সারজ (ক্লী) সারাৎ জায়তে ইতি জন-ড। নবনীত, মাখন।

সার জনশোর, ভারতের একজন ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি।
[ভারতবর্ষ দেখ।]

সারজাসব (পুং) শালচন্দনাদি সারোত্থ বিংশতি প্রকার আসব। চরকে এই আসবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ধান্য, ফল, মূল, সার, পুষ্প, কাণ্ড, পত্র, ত্বক্ ও শর্করা এই নয়টী বস্তু হইতে আসব প্রস্তুত হয়। সুতরাং সার হইতে যে আসব প্রস্তুত হয়, তাহাকে সারজাসব কহে। শাল, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, তিনিশ (আবলুশ), খদির, শ্বেতখদির, ছাতিম, অশ্বকর্ণ, শাল, অর্জ্জুন, অশন, বিট্‌খদির, তিন্দুক, কিনিহী, (অপামার্গ) শমী,

কুলগাছ, শিংশপা, শিরীষ, অশোক, ধন্বন এবং মৌল এই বিংশতি প্রকার কাষ্ঠের সার হইতে সারজাসব প্রস্তুত হয়। এই আসব মন, শরীর ও অগ্নির বলপ্রদ, অনিদ্রা, শোক ও অরুচিনাশক, এবং আনন্দ উৎপাদক। (চরক সূত্রস্থা° ২৫ অ°)

সার টমাস রো, একজন ইংরাজ পর্য্যটক ও রাজদূত। ইনি ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেম্‌সের আদেশে ভারতে আসিয়া দিল্লী-দরবারে উপনীত হন। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর তখন রাজসিংহাসনে সমাসীন। তিনি রাজদূতকে বিশেষ সমাদর করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের কুশলাদি জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তদনন্তর তাঁহার প্রার্থনামতে সম্রাট্ ইংরাজ-কোম্পানীকে সুরাট, আহ্মদাবাদ ও কাম্বে প্রভৃতি স্থানে ইংরাজের বাণিজ্যের সুবিধার্থ কুঠি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সার টমাস তাঁহার ভ্রমণবিবরণীতে হিন্দুস্থানের এই শ্রেষ্ঠতম রাজদরবারের সমৃদ্ধিগৌরবের যথেষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য কোন ইতিহাসেই তাঁহার এই প্রাচ্যদেশীয় দৌত্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বা মর্ম্ম উল্লিখিত নাই।

সারঠা, উড়িষ্যাবিভাগের বালেশ্বর জেলার সারঠা নদীতীরবর্ত্তী একটী বন্দর। অক্ষা° ২১°৩৪´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°৮´১৬´ পূঃ। এই নদীবক্ষে ললিতাগড় পর্য্যন্ত পণ্যবাহী নৌকাসমূহ গমনাগমন করে। এই বন্দরে নৌকা করিয়া প্রভূত চাউল আমদানী হয়। সারঠার পার্শ্বে ছত্নয়া নামে আর একটী বন্দর আছে। এখানেও বিস্তর চাউলাদি আমদানী ও বিক্রয় হইয়া থাকে।

সারণ (ক্লী) সারয়তীতি সৃ-ণিচ্-ল্যু। ১ গন্ধভেদ। (ধরণি) (পুং) ২ অতীসাররোগ। ৩ রাবণের মন্ত্রী। (হেম) ৪ ভদ্রবলা। ৫ চলিত গন্ধভাদুলিয়া। ৬ আম্রাতক। (শব্দচ°) ৭ দোষশুদ্ধি, সারিয়া লওয়া, শোধরান।

সারণ (শারন্), বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ৪০´ হইতে ২৬° ৩৮´ পূঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৫৮´ হইতে ৮৫°১১´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২৬২২ বর্গ মাইল। এই জেলা পাটনা বিভাগের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমায় যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলা, পূর্ব্বে চম্পারণ ও মুজঃফরপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী গণ্ডক নদী, দক্ষিণে শাহাবাদ ও পাটনা জেলার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে যুক্তপ্রদেশের আজিমগড় জেলার মধ্যবর্ত্তী ঘর্ঘরা ও গোরখপুরের কতকাংশ। ছাপরা নগরই এখানকার বিচারসদর। পূর্ব্বে সারণ জেলা চম্পারণ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে শাসনদণ্ড পরিচালনের সুবিধার্থ ইহাকে স্বতন্ত্র একটী জেলারূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া একজন স্বতন্ত্র মাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন রাখিবার ব্যবস্থা হয়। তখনও এখানকার রাজস্ব আদায় প্রভৃতি চম্পারণ সদর হইতেই নির্ব্বাহিত হইত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজস্ববিভাগও পৃথক্ হইয়া যায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেবান উপবিভাগ এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ উপবিভাগ স্থাপিত হয়; সেই সঙ্গে তত্তদ্ স্থানে স্বতন্ত্র বিচারাদালতও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও সারণের জজ বাহাদুর চম্পারণ্যের অন্তর্গত মতিহারী নগরে আসিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

সারণ জেলার সমগ্রস্থান পলিময়। গঙ্গা গণ্ডক ও ঘর্ঘরা ইহার তিনদিকে জলরাশি বহন করিতেছে। জেলার মধ্যদেশ দিয়াও অনেকগুলি নদী বা জলখাত অববাহিকারূপে প্রবাহিত। ঐ গুলির মধ্যে সুন্দী বা দাহা, ঝরাহী, গণ্ডকী, গাঙ্গরী, ধনাই ও খাটসা প্রধান। কিন্তু কোনটীতেই গ্রীষ্ম ঋতুতে জল থাকে না। ক্ষুদ্র স্রোতগুলি দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া গণ্ডক ও গঙ্গায় নিপতিত হইয়াছে।

নদীকূল ব্যতীত জেলার সমগ্র স্থানেরই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোরম। জেলার উত্তরপশ্চিমাংশস্থ কোচিকোট্ নামক স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২২ ফিট্ উচ্চ এবং দক্ষিণপূর্ব্বের গঙ্গা গণ্ডকসঙ্গমস্থ শোণপুর নগর ১৬৮ ফিট্ উচ্চ। জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশ কিছু নাবাল বলিয়া জলস্রোতগুলি সাধারণতঃ এই দিকেই প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে নীল, অহিফেন, যব, গম, চাউল ও অন্যান্য কলাই প্রভৃতি প্রভূতরূপে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য বনমালা না থাকিলেও এখানে অসংখ্য আম্রকানন বিদ্যমান আছে এবং স্থানে স্থানে বড় বড় গাছেরও অভাব নাই। পিপুলগাছে লাক্ষার চাস আছে। উহা ভাঙ্গিয়া গালা প্রস্তুত হয় এবং বৎসরে প্রায় ২০০ মণ লাক্ষা রং (Lac-dye) এখান হইতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

জেলার স্থানে স্থানে গুলনার সোরা দেখিতে পাওয়া যায়। মুনিয়ারা মৃত্তিকা হইতে ঐ সোরা ও লবণ বাহির করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে চূণা পাথরের নুড়ি পাওয়া যায়, উহা পোড়াইয়া চূণ তৈয়ার এবং রাস্তায় কাঁকর বিছাইবার জন্য উহা পাটনায় প্রেরিত হয়।

ছাপরাই এখানকার প্রধান নগর। সেবান, রেবেলগঞ্জ, পানাপুর, ছগবান, রাণিপুর টেঙ্গরাহী, শর্কি ও পর্সা নগর এখানকার একটী বাণিজ্যকেন্দ্র, এই জেলার কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। যাহা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনারূপে ইহার সহিত সন্নিবদ্ধ করা যায়, তাহা ছাপরা ও শোণপুর

সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট করা যায়। শোণপুরের হরিহরছত্রের মেলা- ভারতবিখ্যাত। [শোণপুর দেখ।]

১৮৭১ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ভীষণ বন্যা উপস্থিত হইয়া দেশবাসীর বিলক্ষণ ক্ষতি করে। ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এখানকার শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং তাহাতে ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দেয়। এই জেলার মধ্যে শোণপুর, ছাপরা, সেবান ও মৈরবা নামক স্থানে রেল ষ্টেসন আছে। রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার পর হইতে এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নীল, চিনি, পিতলের বাসন, মাটির খেলনা, সোরা ও কাপড় এখানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ কলিকাতা প্রভৃতি নগরে প্রেরিত হয়।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। এখন ছাপরায় সদর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। [ছাপরা দেখ।]

সারণগড়, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্ত রাজ্য। পূর্ব্বে উহা আঠার গড়জাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অক্ষা° ২১° ২১´ হইতে ২১° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৪৯´ হইতে ৮৩° ৩১´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরে চন্দ্রপুর ও রায়গড় সামন্তরাজ্য, পূর্ব্বে সম্বলপুর জেলা, দক্ষিণে ফুলবার রাজ্য এবং পশ্চিমে বিলাস- পুর জেলা। ভূপরিমাণ ৫৪০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে প্রায় ৪০০ বর্গমাইল ভূমি চাসবাসের উপযুক্ত।

এই রাজ্যের সমগ্র ভূমিই প্রায় সমতল, কেবল দক্ষিণ ও পূর্ব্বে শৈলশ্রেণী বিরাজিত দেখা যায়। মহানদী এই রাজ্যের মধ্যে প্রায় ৫০ মাইল প্রবাহিত। এতদ্ভিন্ন এখানে লাট নামে আর একটী নদী আছে।

এখানকার সর্দ্দারেরা গোণ্ড জাতীয়। রাজবংশের যে বংশ- লতা পাওয়া যায়, তাহাতে ৫৪ পুরুষে রাজা জগদেব সা হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা কল্পিত হয়। উক্ত জগদেবের পুত্র নরেন্দ্রসা ভাণ্ডারার অন্তর্গত লঞ্জীর রাজা ছিলেন। রত্নপুর- রাজ নরসিংহদেব কোন যুদ্ধে জলদেব সার সাহায্য প্রাপ্ত হন। তিনি এই উপকারের জন্য জগদেবকে খিলাত ও দেওয়ান উপাধি দিয়া সারণগড় প্রদেশের অন্তর্গত ৮৪ খানি গ্রামের আধিপত্য প্রদান করেন। জগদেবের ৪২ পুরুষ অধস্তন কল্যাণসাহ যখন দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন মহারাষ্ট্রসর্দ্দার রঘুজী ভোন্‌সলে স্বীয় সেনাবাহিনী লইয়া কটক অভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন, তৎকালে ফুলবারবাসীরা সিংঘোড়া সঙ্কটে আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করে এবং সেই সঙ্গে একটী যুদ্ধও হয়। রঘুজী তাঁহাদের এই অত্যাচার স্বয়ং দমন করিতে সমর্থ না হইয়া রত্নপুরে রাজা বালোজির শরণাপন্ন হইয়া সাহায্যপ্রার্থনা করেন, তদনুসারে বালোজি উক্ত গিরিপথ নির্ম্মুক্ত করিতে কল্যাণ সার প্রতি আদেশ প্রচার করেন। এই কার্য্যের জন্য কল্যাণসাহ 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় বংশের জন্য বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিতে অধিকারী হন। সারণগড় সম্বলপুরাধিপতি রাজা ছত্রসার কর- তলগত হইলে তিনি ও সারণগড়াধিপতিকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। এই গোঁড় রাজারা সময়ে সময়ে সম্বলপুর-রাজবংশধর- গণকে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করায় পুরস্কার স্বরূপ বহু গ্রাম ও পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। এইরূপে ক্রমশঃ বহু সম্পত্তি একত্র হইয়া সারণগড় রাজ্যরূপে গঠিত হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান আদিত্য সার নির্ম্মিত সম্বলেশ্বরমন্দির দর্শনযোগ্য। বর্ত্তমান রাজা ভবানী প্রতাপ সা জব্বলপুরের রাজকুমার-কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে রাজ্যশাসন করিতেছেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় ইংরাজ- রাজ স্বহস্তে সারণগড়ের পরিদর্শনভার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান রাজার পিতা সংগ্রাম সা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার যত্নে রাজধানীতে ও রাজ্যের অন্যান্য প্রধান গ্রামেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। এখানে রাজার প্রাসাদ বিদ্যমান।

সারণা (স্ত্রী) রসের সংস্কার বিশেষ। (রসচি° ৩ অ°)

সারণি (স্ত্রী) সৃ-নিচ্-অনি (উণ্ ২।১০৩) ১ ক্ষুদ্র নদী। ২ প্রসারিণী, চলিত গন্ধভাদুলি। (উজ্জ্বল) ৩ পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি°)

সারণিক (ত্রি) পথিক, পান্থ।

"যদা সারণিকান্ রাজা পুত্রবৎ পরিরক্ষতি।
ভিনত্তি ন চ মর্য্যাদাং স রাজ্যে ধর্ম্ম উচ্যতে॥" (ভারত ১২।৯১।৩৬)

সারণিকঘ্ন (ত্রি) সারণিকান্ পথিকান্ হন্তীতি হন-টক্। দস্যু। অসহায় পথিকদিগকে যাহারা বিনাশ করে।

সারণী (স্ত্রী) সারণি বাহুলকাৎ ঙীষ্। ১ প্রসারণী। ২ স্বল্প- নদী। (মেদিনী)

সারণেশ (পুং) পর্ব্বতভেদ।

সারণ্ড (পুং) সর্পাণ্ড, সর্পডিম্ব। (জটাধর)

সারতণ্ডুল (পুং) তণ্ডুলসার, চাউল।

সারতম (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন সারঃ সার-তমপ্। সকলের মধ্যে যাহা অতিশয় সার, তাহাই সারতম।

সারতরু (পুং) সারং জলং তৎপ্রধানস্তরুঃ। ১ কদলীবৃক্ষ। (ধনঞ্জয়) (পুং) ২ খদিরবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সারতা (স্ত্রী) সারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সারের ভাব বা ধর্ম্ম।

সারতৈল (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত ক্ষুদ্ররোগে প্রযোজ্য তৈল। শিংশপা, অগুরু, সরল ও দেবদারু প্রভৃতির তৈল। (সুশ্রুত চি° ২০ অ°)

সারথি (পুং) সরত্যশ্বানিতি সৃ অন্তর্ভাবিণ্যর্থঃ, (সর্ব্বোণিচ্চ।

উণ্ ৪।৮৯) ইতি সথিন্। রথাদি ঘোটকনিয়োগকর্ত্তা, রথাদি চালক, পর্য্যায়—নিয়ন্তা, প্রাজিতা, যন্তা, সূত, ক্ষত্ত, সব্যেষ্টা, দক্ষিণস্থ, রথকুটুম্বী, সাদী, সব্যেষ্ট, নিয়ামক, চাতুরিক, প্রচেতা, রথনাগর।

অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, 'সরথস্যাপত্যং' সারথিঃ বাহ্বাগুত ইতি ঞি, বা সহ রথেন বর্ত্ততে যোহসৌ সরথোহশ্বঃ তং প্রেরয়তি, বা সারয়তি অশ্বান্ স্ব-অথিঃ' (ভরত)।

সরথের অপত্য সারথি, রথের সহিত যাহারা বর্ত্তমান থাকে তাহার নাম সরথ। সরথ শব্দে অশ্ব, অশ্বকে যিনি প্রেরণ বা চালন করেন, তাহারই নাম সারথি। মৎস্যপুরাণে সারথির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে,

"নিমিত্তশকুনজ্ঞানী হয়শিক্ষাবিশারদঃ।
হয়ায়ুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞো ভূরিভাগবিশেষবিৎ ॥
স্বামিভক্তো মহোৎসাহঃ সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়ংবদঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (মৎস্যপু° ২১৫অঃ)

যিনি নিমিত্ত ও শকুনশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, অশ্বশিক্ষা-বিষয়ে কুশল, অশ্বচিকিৎসানিপুণ, ভূরিভাগবিশেষজ্ঞ, স্বামি-ভক্ত, অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন, সকলের প্রিয়, শূর ও কৃতবিদ্য এই সকল গুণ যাহার আছে, তিনিই সারথি হইতে পারেন। এই সকল গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই সারথ্যকর্ম্মে নিয়োগ করা বিধেয়। ২ সমুদ্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

সারথিত্ব (ক্লী) সারথের্ভাবঃ কর্ম্ম বা ত্ব। সারথির কার্য্য, সারথ্য, অশ্বচালন।

সারথ্য (ক্লী) সারথি-ষ্যঞ্। ১ রথাদি চালন, সারথির কার্য্য। ২ যান। ৩ সাহায্য।

সারদা (স্ত্রী) সারং দদাতীতি দা-ক। ১ সরস্বতী। ২ দুর্গা।

"শরৎকাল-বোধনীয়ত্বেন শারদাপদব্যুৎপত্তেস্তৎপদং তাল-ব্যাদি, সারং দদাতীতি ব্যুৎপত্তিস্তু কাল্পনিকী" (তিথিতত্ত্ব) দুর্গা এই অর্থে উক্ত শব্দ তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকারই হয়, কিন্তু তালব্য শকারেরই অধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। (ত্রি) ২ সারদাতা, যিনি সার দান করেন।

"লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ! পারং ন যাতি।" (মহিম্নস্তব)

[সা]রদা, অযোধ্যা ও উত্তরপশ্চিম ভারতে প্রবাহিত একটী নদী। এই নদী হিমালয়ের ১৮০০০ ফিট্ উচ্চ শিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া তিব্বত ও কুমায়ুনের মধ্য দিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে ১৪৮ মাইল পথ অতিবাহনের পর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৪৭ ফিট্ উচ্চস্থিত বরমদেও (অক্ষা° ২৯° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৩´ পূঃ) নামক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে নদীবক্ষ ৪৫০ ফিট্ বিস্তৃত এবং জলস্রোত প্রতি সেকেণ্ডে ৫৬০০ কিউবিক ফিট্।

বরমদেও হইতে সারদা নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ৯ মাইল দক্ষিণে বনবাস নামক স্থানে পুনরায় একত্র মিলিত হইয়াছে। এখানে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া মুণ্ডিয়াঘাট নামক স্থানে আবার মিশিয়াছে। নদীর উৎপত্তি-স্থান হইতে মুণ্ডিয়াঘাট প্রায় ১৬৮ মাইল। এখানে নদীটী প্রপাতাকারে সমতল প্রান্তরে নিপতিত হইয়া ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইয়া অযোধ্যাপ্রদেশের খৈরাগড় পরগণায় ইংরাজ-রাজ্য সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে। প্রায় ১৯০ মাইল পথ অতি-ক্রমের পর মোখিয়াঘাট নামক স্থানে চৌকা নামক নদী ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অতঃপর মিলিতনদী চৌকা নামে খ্যাত থাকিয়া দক্ষিণকূলে (অক্ষা° ২৭° ৯´ ও দ্রাঘি° ৮১° ৩০´ পূঃ) আসিয়া মিশিয়াছে।

সারদা, লিপিভেদ। গুপ্তবংশের অবনতির পর গুপ্তলিপি হইতে সারদা, শ্রীহর্ষ ও কুটিল প্রভৃতি লিপির উদ্ভব হয়। এই লিপি উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত। বর্ত্তমান কাশ্মীরী, গুরুমুখী ও সিন্ধী অক্ষরগুলি সারদা অক্ষর হইতে অনুকৃত।

সারদাতীর্থ, একটী প্রাচীন তীর্থ। (বৃহন্নীলত° ২১, ২৩)

সারন্দা, বাঙ্গালার সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রামগুচ্ছ বা পীড়। এই পীড়ে প্রায় ৮৮টী গ্রাম আছে। অক্ষা° ২২° ১´ ১৫´´ উঃ হইতে ২২° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২´ হইতে ২৮° ২৮´ পূঃ মধ্য।

সারদারু (পুং) সারময় দারু, সারময় কাষ্ঠ। (বৃহৎস° ৫৪।১১৮)

সারদাসুন্দরী (স্ত্রী) দুর্গা।

সারদ্রুম (পুং) সার অতিদৃঢ়ঃ দ্রুমঃ। ১ খদির বৃক্ষ। (রাজনি°) সারপ্রধান বৃক্ষ, যে সকল বৃক্ষে উত্তম সার হয়, তাহাকে সারদ্রুম কহে। (বৃহৎস° ৪৩। ৫৮)

সারধাতৃ (পুং) বোধজনয়িতা, যিনি বোধ জন্মান। 'সারস্য বোধস্য চ ধাতা জনয়িতা।' (হরিবংশটীকা নীলকণ্ঠ)

সারধান্য (ক্লী) সারভূতং শ্রেষ্ঠং ধান্যং। শ্রেষ্ঠ ধান্য, উত্তম ধান। "আশ্রমিণঃ পাষণ্ডা নরেশ্বরাঃ সারধান্যঞ্চ।" (বৃহৎসংহিতা১৫।২৪)

সারধ্বজি (পুং) সরধ্বজ-অপত্যার্থে ইঞ্। সারধ্বজের গোত্রাপত্য।

সারনাথ (পুং) বারাণসীর উত্তরপশ্চিমে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটী পল্লীর নাম। তন্নামক শিবের নাম হইতে এই স্থান সারনাথ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই স্থানে কয়েকটী বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় [illegible]শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান, বারাণসী ও সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি

লিখিয়াছেন,—কাশীনগরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে মৃগদাব (বর্ত্তমান সারনাথ) উপবনে বিহার ও সঙ্ঘারাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থলে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ বাস করিতেন, সেই জন্য ইহার পূর্ব্ব নাম ঋষিপত্তন। যে স্থলে বুদ্ধদেব আগমন করিবামাত্র কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পাঁচ জন ব্যক্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পরে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে ষষ্টিপদ উত্তরে যে স্থানে বুদ্ধদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া কৌণ্ডিন্যপ্রমুখ ব্যক্তিগণকে দীক্ষিতকরণার্থ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই স্থান হইতে বিংশতি পদ উত্তরে, যে স্থলে বৌদ্ধদেব মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; এই স্থানের পঞ্চাশ পদ দক্ষিণে যে স্থলে এলাপত্রনাগ বুদ্ধদেবকে তাঁহার নাগজন্ম হইতে মুক্তির বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, এই সকল স্থানেও স্তূপনির্ম্মিত হইয়াছিল। মৃগদাব উপবনের মধ্যে দুইটী সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে; উহাতে অদ্যাপি বৌদ্ধভিক্ষুগণ বাস করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-পরিব্রাজক যুঅন্ চুয়ং কাশীরাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি যে সকল স্থান পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের বৌদ্ধকীর্ত্তি সকলের বর্ণনা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায়,—রাজধানীর উত্তরপূর্ব্বে বরণানদীর পশ্চিমে অশোকরাজনির্ম্মিত একটী স্তূপ ছিল। এই স্তূপ ১০০ ফিট্ উচ্চ, ইহার সম্মুখে একটী প্রস্তরস্তম্ভ। যুঅন্ চুয়ং বরণা নদীর উত্তর-পূর্ব্বে ১০ লি পথ অতিক্রম করিয়া মৃগদাবের সঙ্ঘারামে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারাম ৮ মহলে বিভক্ত ও চারিদিকে সমুচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল। এই সঙ্ঘারামের বালাখানা অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত। সেই সময়ে এখানে ১৫০০ বৌদ্ধাচার্য্য বাস করিতেন; তাঁহারা সম্মতীয় দলভুক্ত হীনযান সম্প্রদায়ী। প্রদক্ষিণার মধ্যেই ২০০ ফিট্ উচ্চ একটী বিহার বিদ্যমান। ইহার ভিত্তি ও অধিরোহণীগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। কিন্তু গম্বুজ ও গবাক্ষগুলি ইষ্টকখচিত। চারিদিকে প্রায় শতাধিক গবাক্ষ এবং প্রত্যেক গবাক্ষ মধ্যে এক একটী স্বর্ণময়ী বুদ্ধমূর্ত্তি। বিহারের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ তাম্রময় বুদ্ধ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনে নিরত। বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অশোকরাজপ্রতিষ্ঠিত সমুচ্চ স্তূপ-ধ্বংসাবশেষ ১০০ ফিট্ জাগিয়া ছিল। এই স্তূপের সম্মুখেই ৭০ ফিট্ উচ্চ একটী পাষাণস্তম্ভ; ইহা পদ্মরাগের মত উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ, মধ্যভাগ তুষারচিক্কণ; এই স্তম্ভগাত্রে বুদ্ধের প্রতিবিম্ব পাত হয়। এইখানে শাক্যসিংহ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্তূপের অদূরে অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য, প্রত্যেকবুদ্ধবর্গ, মৈত্রেয়-বোধিসত্ত্ব ও শাক্যবোধিসত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন স্তূপ দৃষ্ট হইত। সঙ্ঘারামের প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে শত শত বিহার ও স্তূপের পবিত্র নিদর্শন ছিল। উক্ত প্রদক্ষিণার পশ্চিমে একটী স্বচ্ছ-সলিল সুবৃহৎ সরোবর ছিল; এই সরোবরে বুদ্ধদেব স্নান করিতেন। ইহার পশ্চিমে ও দক্ষিণে অপর দুইটী স্বচ্ছসলিল সরোবর। এই স্থানের অনতিদূরে চীন-পরিব্রাজক আরও কয়েকটী স্তূপ দেখিয়াছিলেন।*

এতদ্ব্যতীত যুঅন-চুয়ং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে সেখানকার উল্লেখ-যোগ্য হিন্দুর কীর্ত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার লিখিত বারাণসী ও সারনাথের (মৃগদাবের) বর্ণনাপাঠ করিলে মনে হয়, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম তখনও কেমন পাশাপাশি আপন গৌরবরক্ষা করিতেছিল। বর্ত্তমানকালে বারাণসী সেই পূর্ব্বতন হিন্দু-গৌরব রক্ষা করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইলেও, সারনাথ বৌদ্ধক্ষেত্রের সেই পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই এখন বর্ত্তমান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক যুঅন্ চুয়ঙ্গের সময় হইতেই সারনাথের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী পালরাজগণের যত্নে কতকটা পূর্ব্বকীর্ত্তি রক্ষিত হইলেও মুসলমানের হস্তে এখানকার বৌদ্ধপ্রভাবের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। বলিতে কি মুসলমানের হস্তেই এখানকার বৌদ্ধকুল নির্ম্মূল এবং পবিত্র বিহার ও সঙ্ঘারামসমূহ সম্পূর্ণরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মনোযোগ সারনাথের ধ্বংসাবশেষের উপর নিপতিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কনিংহাম ধামেক নামক প্রস্তরস্তূপ খনন করান এবং তৎপরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মেজর কীটো এই স্তূপের কতকাংশ পুনরায় উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীরাজের দেওয়ান জগৎসিংহ স্বনামে কাশীতে একটী মহল্লা নির্ম্মাণ করিবার সময় সারনাথের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে মহল্লা নির্ম্মাণের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই উপাদানসংগ্রহকালে সারনাথের অনেকগুলি স্তূপ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং যখন সারনাথের উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তাহার বহুপূর্ব্বেই ইহার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল বহু পরিমাণে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ধামেক স্তূপটী সর্ব্বজনপরিচিত। ইহার ভিত্তি হইতে ১১০ ফিট্ এবং পার্শ্বস্থিত সমতলভূমিখণ্ড হইতে ১২৮ ফিট্ উচ্চ। ইহার ভিত্তি বৃহদাকার প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত। ভিত্তি ৪৩ ফিট পর্য্যন্ত প্রস্তরময় এবং ইহার উপরিভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। প্রস্তরাংশে বহুবিধ খোদিত কারুকার্য্য আছে। কানিংহাম সাহেবের

* Beal's Buddhist Record of the Western World, vol. II.

মতে ধামেক নাম "ধর্ম্মোপদেশক" বা "ধর্ম্ম-দেশক" শব্দের অপভ্রংশ। ধামেক হইতে ৫২০ ফিট পশ্চিমে একটী বৃহৎ গোলাকার গর্ত্ত ও তাহার চারিপার্শ্বে প্রায় ১২ ফিট প্রস্থের একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি আছে। দেওয়ান জগৎসিংহ এই স্থলে একটী স্তূপ খনন করাইয়াছিলেন, তাহারই এই গর্ত্ত রহিয়াছে। ইহা এক্ষণে জগৎসিংহের স্তূপ বলিয়া পরিচিত। জগৎসিংহ কর্ত্তৃক এই স্তূপখননকালে, একটী বৃহৎ প্রস্তরাধার মধ্যস্থিত একটী ক্ষুদ্রাকার মর্ম্মরাধারের মধ্যে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মণিমুক্তাপ্রবাল ও সুবর্ণপাত্র পাওয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এইস্থলে একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির পাদতলে বঙ্গের পালবংশীয় রাজা মহীপালের খোদিত লিপি আছে। কানিংহাম সাহেব খননকালে একখণ্ড সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত প্রস্তরময় তোরণের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার দুই পার্শ্বে ২টী ক্ষুদ্র মন্দিরাকার গৃহ খোদিত আছে। ইহার একটীতে দীপঙ্কর বুদ্ধের উপাখ্যান এবং অন্যটীতে শাক্যবুদ্ধ ও মলয়গিরি নামে হস্তীর উপাখ্যান খোদিত আছে। এই তোরণাংশ এক্ষণে কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কনিংহাম্ সাহেব সারনাথের সন্নিকটে বরাহীপুর গ্রামে একটী ভগ্নমন্দিরের পার্শ্বে ৫০।৬০ খণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এই স্থান খননকালে মেজর কীটো কতকগুলি মঠভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধামেক হইতে ২৫০০ ফিট দক্ষিণে চৌখণ্ডি নামক একটী স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। জেনারেল কনিংহাম ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে এই স্তূপও খনন করিয়াছিলেন। ইহার উপরে একটী বরুজ আছে। এই বুরুজের দ্বারের উপরস্থ একখণ্ড শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে বাদশাহ হুমায়ুনের এই স্থান পরিদর্শনের চিহ্নস্বরূপ এই বুরুজ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ার ওয়েরেণ্টল সাহেব গর্ভমেণ্টের ব্যয়ে সারনাথ পুনরায় খনন করাইয়াছিলেন। এই খননকালে তথা হইতে বহুবিধ প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—[৪৮৩ হইতে ৪৮৬ পৃষ্ঠায় চিত্র দ্রষ্টব্য।]

১। একটী মন্দিরের ভিত্তি।

২। মহারাজ কনিষ্কের সময়ের একটী বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, প্রস্তর ছত্র ও স্তম্ভগাত্রোৎকীর্ণ লিপি।

৩। মহারাজ অশোকের একটী খোদিত স্তম্ভ ও স্তম্ভ ফলকের ভগ্নাংশ।

৪। একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি ও রাজা অশ্বঘোষের একখানি খোদিতলিপি।

৫। বহু হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি।

প্রায় ২০০ বর্গ ফিট স্থান খনন হইয়াছিল। জগৎসিংহের স্তূপের ২০০ ফিট উত্তরে এই মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৯৪ ফিট। ৩টী সোপান আরোহণ করিলে, মন্দিরের প্রধান দ্বারে উপনীত হওয়া যায়, এই দ্বার পূর্ব্বদিকে। এই স্থানে কতকগুলি চতুষ্কোণখোদিত প্রস্তর বাহির হইয়াছে। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। এই প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফিট এবং প্রস্থে ২৩ ফিট। প্রধান দ্বার ভিন্ন মন্দিরের অপর তিন দিকে আরও ৬টী দ্বার আছে। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের ভিত্তি এবং প্রাচীরের কিয়দংশ প্রস্তরনির্ম্মিত; তদ্ভিন্ন মন্দিরের অন্যান্য অংশ ইষ্টকনির্ম্মিত, তবে স্থানে স্থানে কার্য্যে খোদিতপ্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী মস্তকবিহীন ভূমিস্পর্শমুদ্রাবস্থিত বুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার নিম্নে একটী চিত্র খোদিত আছে। তদ্ভিন্ন একটী উৎকীর্ণ লিপিও এই মূর্ত্তিতে বিদ্যমান আছে। খোদিত আছে,—"দেয় ধর্ম্মোয়ং শাক্য ভিক্ষোঃ স্থবিরবন্ধুগুপ্তস্য" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এই মূর্ত্তি স্থবির বন্ধুগুপ্তের দান। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে, একটী চতুষ্কোণ ইষ্টকনির্ম্মিত অতি প্রাচীন স্তূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে সাঞ্চী ও ভারহুতের রেলিংএর ন্যায় প্রস্তরনির্ম্মিত রেলিং আছে।

চারিটী ইষ্টকময় স্তূপের ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে একটী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, প্রস্তরছত্র ও খোদিত স্তম্ভ বাহির হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অক্ষরে নিম্নলিখিত ১০ পংক্তি লিপি খোদিত আছে—

"মহারাজস্য কণিষ্কস্য সং ৩ হে ৩ দি ২২
এতায় পুর্ব্বায় ভিক্ষুস্য পুষ্যবুদ্ধিস্য সার্দ্ধ্যবি
হারিস্য ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য
বোধিসত্ত্বছত্রং যষ্টি প্রতিস্থাপিত
বরাণসয়ে ভগবতো চংকমে সহামাত
ভিভি হিসন (?) যন্ধয়চ (?) হিসন্ধ বিহারি
ভি নিবসিক......সগা বুদ্ধ মিত্রয়ে ত্রেপিটিক
য়ে মহা ক্ষত্রপেন বনস্পারেন খরপল্ল-
নেন চ সগা পরিষ হি (?) সর্ব্ব সত্বনং
হিত সুখার্থ" ইত্যাদি।

এখনও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই; ষষ্ঠ পংক্তি হইতে এই লিপি নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যতদূর পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মহারাজ কনিষ্কের তৃতীয় সংবৎসরে হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি ও তাঁহার সার্দ্ধবিহারী (সঙ্গী) ভিক্ষুবল ত্রিপিটক দ্বারা বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, ছত্র ও যষ্টি ত্রৈপিটক বুদ্ধমিত্র ও ক্ষত্রপ বনস্পর ও খরপল্লনের সাহায্যে বারাণসীতে বুদ্ধের চংক্রমণ (সংক্রমণ) স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হয়।

মন্দিরের পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে দশহস্ত পশ্চিমে মহারাজ অশোকের লিপিযুক্ত একটী খোদিতস্তম্ভ বাহির হইয়াছে। এই স্তম্ভ দশফিট গভীর একটী গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত। অশোকের খোদিত লিপির প্রথম তিন পংক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অনুশাসনের বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে লিখিত হইল;—[৪৮৬ পৃষ্ঠা দেখ]

সঙ্ঘের ভরণের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইরূপ। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ভোজন করিবেন; ইহাদের নিমিত্ত শুক্লবস্ত্র স্থাপন বা আস্তরণের আদেশ হইল। গ্রহণ করিতে আসিবেন, তাঁহাদের আবাসের নিমিত্ত এইরূপ আদেশ হইল। দেবতাদিগের প্রিয় এইরূপ আদেশ করিয়া বলেন 'ঈদৃশী লিপি আপনাদের সমীপে আপনাদের স্মরণার্থ উৎকীর্ণ থাকিল। এই লিপি এইরূপ ভাবেই উপাসকদিগের নিকট লিখিয়া প্রেরিত হইল। সেই উপাসকগণও ইহাদের পোষণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করুন। সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও প্রতিপালন কার্য্যের নিশ্চয়তা সম্পাদনের জন্য এক একটী মহামাত্য নিযুক্ত হইলেন; তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য এই শাসন (প্রচারিত হইল)। (সাধারণের) বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও বিজ্ঞাপনের জন্য এবং আপনাদের আহার, রক্ষা ও আশ্রয়ের জন্য এই শাসন নির্দ্দিষ্ট হইল। সর্ব্বত্র এই বিজ্ঞাপন পত্রসহ আপনারা বিদেশে গমন করুন। এইরূপ কোট বিশ্বপেরা বিজ্ঞাপন পত্রসহ বিদেশে লোক প্রেরণ করুন।'

এই অনুশাসন ব্যতীত এই স্তম্ভে আরও দুইটী খোদিত লিপি আছে। একটীতে ক্ষত্রপাক্ষরে লিখিত আছে, "পরিগেহ্ রাজ্ঞ অশ্বঘোষস্য চত্বরিশে সংবছরে হেমত পখে প্রথমে দিবসে দশমে।" অর্থাৎ 'রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ-সংবৎসরে হেমন্তের প্রথম পক্ষের দশম দিবসে পরিগ্রহের নিমিত্ত।'

মন্দিরের উত্তরে একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী চল্লিশ ফিট দীর্ঘ ও আট ফিট প্রস্থ গৃহ ছিল। এই স্থলে রাজা অশ্বঘোষের নামখোদিত একখানি প্রস্তরফলকের ভগ্নাংশ বাহির হইয়াছে।

মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে চারি জন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি অঙ্কিত একটী জৈন চতুর্ম্মুখ আছে। এই স্থান হইতে অসংখ্য বৌদ্ধমূর্ত্তি ও অনেক গুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণু, গণেশ ও হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সারনাথে এখনও মধ্যে মধ্যে খননকার্য্য চলিতেছে; তবে আজকাল আর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্ত্তি উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এই স্থানে উপর্য্যুপরি খননকার্য্য চলিলে, ভবিষ্যতে যে আরও অসংখ্য প্রাচীন কীর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়া ঐতিহাসিক জগতে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদিন সারনাথ হইতে যে সকল মূর্ত্তি এবং অন্যান্য পুরাকীর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল আলোচনা করিলে, বারাণসীতে বৌদ্ধপ্রভাবের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারা যায়।

সারনাথ চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৩০।৪০ ফিট উচ্চ। প্রায় দুই বর্গ মাইল স্থান সারনাথ নামে পরিচিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে স্তূপ, বিহার ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছিল। কালক্রমে ঐ সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় তাহার উপর বহুতর গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপে মহারাজ অশোকের সময়ের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইতে সারনাথ ক্রমশঃ উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমান সময়ে ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ড হইতে এইরূপ উচ্চে অবস্থিত রহিয়াছে। যুয়ন চুয়ঙ্ বর্ণিত বরণা নদীর উত্তর-পূর্ব্বস্থিত অশোকনির্ম্মিত স্তম্ভ এক্ষণে ভৈঁরো লাট নামে অভিহিত হয়। এই স্তম্ভের নিম্নাংশ দুই তিন ফিট মাত্র অবশিষ্ট আছে, তদ্ভিন্ন অপর অংশ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই স্তম্ভ সংলগ্ন যুয়ন চুয়ঙ্ বর্ণিত স্তূপের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে এই স্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। চীনপরিব্রাজক বর্ণিত তিনটী পুষ্করিণী এখনও বর্ত্তমান; কিন্তু এই গুলি এক্ষণে অত্যন্ত বৃহদাকারে বিরাজ করিতেছে। কনিংহাম্ এই তিনটী পুষ্করিণীকে চন্দোকর বা চন্দ্রতাল, নরোকর বা সারঙ্গতাল এবং নয়াতাল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সারনাথ ও চৌখণ্ডির মধ্যবর্ত্তী স্থান আজকাল মৃগগণের আবাসভূমি। এই স্থান এক্ষণে কাশী মহারাজের মৃগয়াভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়।

সারপত্র (ত্রি) ১ সারবিশিষ্ট বা স্থূলপত্রযুক্ত। (ক্লী) ২ যে পত্রে সার (manure) হয়।

সারপদ (পুং) পক্ষিভেদ। এই পক্ষী বিষ্কির জাতীয়। (চরক)

সারপাক (ক্লী) তন্নামক ফলবিষবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ২ অ°)

সারপাদপ (পুং) সারঃ অতিদৃঢ়ঃ পাদপঃ। ধামণি বৃক্ষ। (রত্নমালা) সারবৃক্ষ, সারী গাছ।

সারফল্গুত্ব (ক্লী) সারঃ প্রধানং ফল্গু অসারং তয়োর্ভাবঃ ত্ব। সারফল্গুতা, প্রাধান্যাপ্রাধান্য, ভাল মন্দ দ্রব্যের ভাব।

"এতদ্বঃ সারফল্গুত্বং বীজযোন্যোঃ প্রকীর্ত্তিতং।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্ম্মমাপদি॥" (মনু ৯।৫৬)
'সারফল্গুত্বং প্রাধান্যাপ্রাধান্যং' (কুল্লূক)

সারভট্টারক (পুং) জনৈক গ্রন্থকার।

সারভাণ্ড (ক্লী) সারঞ্চ ভাণ্ডমিব। অকৃত্রিম বাণিজ্যদ্রব্য।

"সমুদ্রপরিবর্ত্তঞ্চ সারভাণ্ডঞ্চ কৃত্রিমম্।
আধানং বিক্রয়ং বাপি নয়তো দণ্ডকল্পনা॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ২।২৫০)

সারনাথ হইতে নবাবিষ্কৃত মহারাজ অশোকের খোদিতলিপি
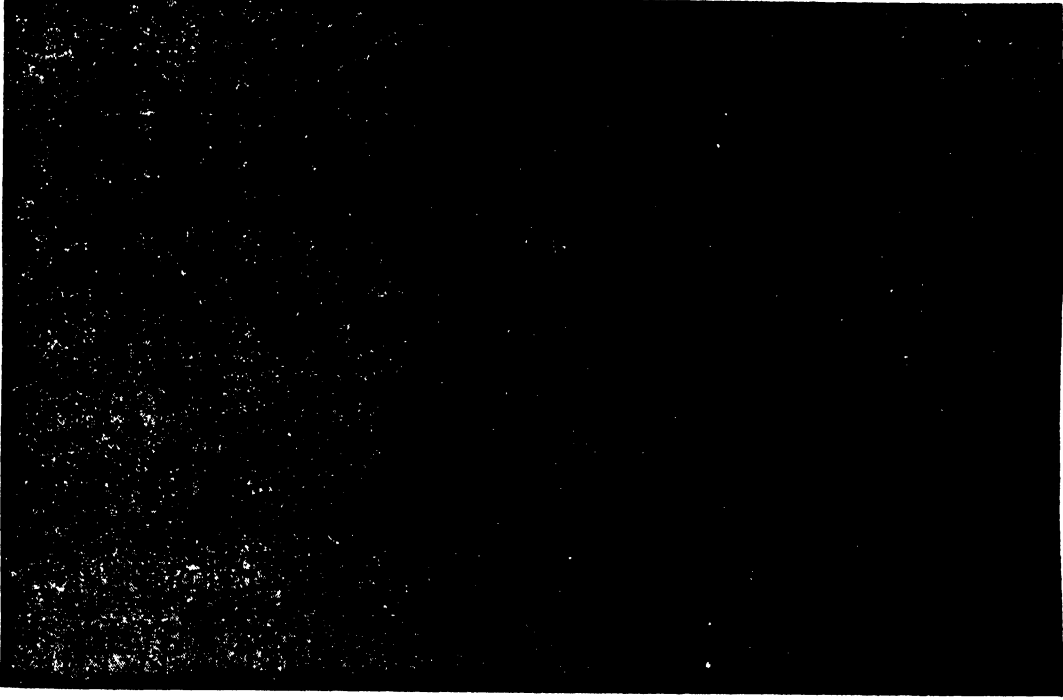
লিপির পাঠ

১। নপাসংঘে ভেতবে এবং

২। ভিখুনিচ-সংঘভোখতি-স উদতানি ছুস সানং ধাপয়িয়া আনুবিসসি।

৩। আবাসয়িয়ে হেবং ইয়ং সাসনে ভিখুসংঘ সিচ ভিখুনিসংঘসিচ বিনপয়িত বিয়ে

৪। হেবং দেবানংপিয়ে আহা হেদিসাচ ইকলিপী তুফাকংতিকংহুবাতি সংসলনসি লিখিতা

৫। ইকাচ লীপিহেদিসমেব উপাসকানং তিকং নিখিপাথতেপিচ উপাসকা অনুপোসথং য়াবু

৬। এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে অনুপোসথংচ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে

৭। যাতি এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে আজানিতবেচ আবতকেচ তুফাকং আহালে

৮। সবত বিবাস যাথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন হেমেব সবেসু কোটবিসবেসু এতেন,

৯। বিয়ংজনেন বিবাসা পয়াথা।

গেলে অথবা দাঁত কন্‌কনানি হইলে সেই ক্ষত স্থানে বা দন্ত মাড়িতে আটা লাগাইয়া দিলে যাতনার উপশম হয়। ইহার ছালের কাথ বলকর, বহুমূত্ররোগের ইহা বিশেষ গুণদায়ক। বীজের গুণ শীতল ও বল্য। কচি বটপাতা বাটিয়া উত্তপ্ত করিয়া ফোড়ার উপর দিলে পুল্টিসের কার্য্য করে। গণোরিয়া রোগে ইহার শিকড়চূর্ণ বিশেষ উপকারী। উহা সালসার কার্য্য করে।

কচি শাখার কাথ রক্তোৎকাশনাশক, ঝুরির কচি আগা-গুলি বমননিবারক, শুষ্ক বটের আটা ও ফল স্বপ্নদোষ (Sperma torrhœa), প্রমেহ (gonorrhœa)-নাশক ও কামোদ্দীপক, কচি কুঁড়ি ও দুগ্ধগুলি ধারকগুণ বিশিষ্ট এবং অজীর্ণ ও উদরাময়-রোগে উহা বিশেষ হিতকর।

ইহার লাল বর্ণ পাকা ফল দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রলোকে পেটের জ্বালায় খায়, হস্তী-গবাদিও ইহার পাতা খাইতে ভাল বাসে। ইহার কাষ্ঠ বিশেষ উপকারে আইসে না। কেবল সরু সরু শুষ্ক ডালগুলি সমিধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র।

Ficus elastica বা আটা-বট নামে আর এক শ্রেণীর বটবৃক্ষ দেখা যায়। উহার আটা রবারের ন্যায় গুণযুক্ত।

[রবার দেখ।]

গুণ—কষায়, মধুর, শিশির, কফ, পিত্তজ্বরাপহা, দাহ, তৃষ্ণা, মেহ, ব্রণ ও শোফনাশক। (রাজনি০) ভাবপ্রকাশ মতে—

"বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥" (ভাবপ্র০)

শীতল, গুরু, গ্রাহক, কফ, পিত্ত ও ব্রণনাশক, বর্ণকর, বিসর্প ও দাহনাশক, কষায় ও যোনিদোষ-নিবারক।

বৃক্ষের মধ্যে বট ও অশ্বত্থ এই দুইটী বৃক্ষ পূজনীয় এবং বটবৃক্ষ স্বয়ং রুদ্রস্বরূপ।

"কথং ত্বয়াশ্বত্থবটৌ গোব্রাহ্মণসমৌ কৃতৌ।
সর্ব্বেভ্যোঽপি তরুভ্যস্তৌ কথং পূজ্যতমৌ কৃতৌ॥
অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।
রুদ্ররূপো বটস্তদ্বৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধৃক্॥
দর্শনস্পর্শসেবাসু তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
দুঃখাপদ্ব্যাধিদুষ্টানাং বিনাশকারিণৌ ধ্রুবম্॥"

(পাদ্মোত্তরখ০ ১৬০ অ০)

এই বৃক্ষের দর্শন, স্পর্শ ও সেবা করিলে পাপ বিদূরিত এবং দুঃখ আপদ্ ও ব্যাধি প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই জন্য এই বৃক্ষ অতিশয় পূজ্য, অতএব এই বৃক্ষ রোপণ করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। বৈশাখাদি পুণ্য মাসে এই বৃক্ষে জল-সেক করিলে পাপ ধ্বংস ও নানাবিধ সুখ সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। এই বৃক্ষ ছায়াবৃক্ষ, ইহার ছায়া অতি সুশীতল, এই বৃক্ষ সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

২ কপর্দ্দ, কড়ি। (মেদিনী) ৩ গোল। ৪ ভক্ষ্যবিশেষ, চলিত বড়া। ৫ সাম্য। (হেম)

(স্ত্রী) ৬ ব্রজমণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ বটসংজ্ঞক ষোড়শ বন। এই ষোড়শ বট যথা—১ সঙ্কেত বট, ২ ভাণ্ডীর বট, ৩ যাবক বট, ৪ শৃঙ্গারবট, ৫ বংশীবট, ৬ শ্রীবট, ৭ জটাজূটবট, ৮ কামাখ্যবট, ৯ অর্থবট, ১০ আশাবট, ১১ অশোকবট, ১২ কেলিবট, ১৩ ব্রহ্মবট, ১৪ রুদ্রবট, ১৫ শ্রীধরাখ্যবট, ১৬ সাবিত্রাখ্যবট। এই ষোড়শ বটবন। * (ত্রি) বটতীতি বট-অচ্। ৭ গুণ।

বটক (পুং) বট এব স্বার্থে কন্। পিষ্টকবিশেষ, চলিত বড়া। গুণ—বিদাহী ও তৃষ্ণাকারক।

ভাবপ্রকাশে বটকপ্রস্তুতের প্রণালী ও গুণাদির বিষয় লিখিত আছে;—মাষকলায়ের দাইল ভিজাইয়া উহাকে উত্তমরূপে পেষণ করিতে হয়; পরে লবণ, আদা ও হিং মিশাইয়া বটক বা বড়া প্রস্তুত করিবে, পরে উহা তৈল দ্বারা মৃদু অগ্নির উত্তাপে ভাজিলে উহাকে বটক বা বড়া কহে। গুণ—বলকারক, শরীরের উপচয়কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বায়ুরোগনাশক, রুচিকারক; বিশেষতঃ অর্দ্দিত, বায়ুনাশক, ভেদক, কফকারক এবং তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

জীরা ও হিং ভাজিয়া লবণের সহিত ঘোলে নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ বটক উক্ত ঘোলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকারক, গুরু, বিবন্ধনাশক, বিদাহী, কফকারক ও বায়ুনাশক। ইহা অত্যন্ত রোচক ও পাচক। ইহা রায়তার (দধি ও লবণ মিশ্রিত সূক্ষ্ম অলাবু খণ্ডাদির) সহিত ভক্ষণ করিতে হয়।

বটক অনেক প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বটক প্রস্তুত করা যায়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী ভিন্ন প্রকার।

কাঞ্জীবটক—একটী নূতন পাত্রে কটু তৈল লেপন করিয়া নির্ম্মল জল দ্বারা পূরণ করিবে। পরে তন্মধ্যে রাই সরিষা, জীরা, লবণ, হিং, শুঁঠ, ও হরিদ্রা এই কএকটী দ্রব্যের চূর্ণ এবং বটকগুলি ভিজাইয়া ঐ পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া তিন দিন রাখিয়া দিবে। তিন দিন পরে বটকগুলি অম্লরসাস্বাদ হয়। ইহাকে কাঞ্জীকবটক কহে। এই বটক রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং শূল, অজীর্ণ ও দাহনাশক এবং নেত্ররোগের পক্ষে বিশেষ হিতকারক।

অম্লিকাবটক—তেঁতুল জলে ভিজাইয়া চট্‌কাইতে হইবে, পরে যখন দেখা যাইবে যে, তেঁতুলের শস্য জলে মিশ্রিত

হইয়াছে, তখন বটকগুলি অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে ফেলিতে হয়। ইহাকে অম্লিকাবটক কহে। ইহা রুচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক ও পূর্ব্বোক্ত কাঞ্জীবটকের ন্যায় গুণযুক্ত।

তক্রবটক—মুগের বড়া প্রস্তুত করিয়া তক্রের সহিত পাক করিলে, সংস্কার গুণে উহা লঘু, শীতল, ত্রিদোষনাশক এবং হিতকারী হয়।

মাষবটক—তুষরহিত মাষকলায়ের দাইল পেষণ করিয়া হিঙ্গু, লবণ ও আদার সহিত মিশ্রণে বটক প্রস্তুত করিয়া একখানি বস্ত্রে শুকাইতে দিবে। পরে উহা উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত বটকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং রুচিকারক।

কুষ্মাণ্ডবটক—কুমড়ায় উক্তরূপে বটক প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা মাষবটকের ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষ রক্তপিত্তনাশক এবং লঘু।

মুদ্গবটক—মুগের বড়া পূর্ব্বোক্ত মাষবটকের বিধানানুসারে প্রস্তুত করিবে। এই বটক হিতকর, রুচিকারক, লঘু এবং মুদ্গের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্র°)

২ বটী, চলিত বড়ি।

"বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নামগুটিকা বটী।
মোদকো বটিকা পিণ্ডী গুড়োবত্তিস্তথোচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

৩ পরিমাণবিশেষ, অষ্ট মাষক পরিমাণে এক বটক হয়।

'দশ গুঞ্জাস্ত মাষঃ স্যাৎ শাণো মাষচতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ শাণৌ বটকঃ কোলস্তোলকো দ্রঙ্ক্ষণশ্চ সঃ॥' (শব্দমালা)

বটকণীকা (স্ত্রী) বটবৃক্ষ খণ্ড।

বটকাকার (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

বটকির্ণী (স্ত্রী) পৌর্ণমাসীভেদ। ঐ পূর্ণিমা রাত্রে বটক ভক্ষণ করিতে হয়।

বটগচ্ছ, শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ।

বটচ্ছদ (পুং) শ্বেতার্জ্জক, শ্বেতবাবুই। (বৈদ্যকনি°)

বটচ্ছায়া (স্ত্রী) বটবৃক্ষের ছায়া।

"কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্॥" (উদ্ভট)

বটজটা (স্ত্রী) বটস্য জটা। বট শুঙ্গা, বটের ঝুরি।

বটতীর্থনাথ (ক্লী) গুজরাতের ওখমণ্ডলের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখন বয়েত নামে খ্যাত। (প্রভাস খ° ৮০।১।৫) স্কন্দপুরাণান্তর্গত বটতীর্থনাথ মাহাত্ম্যে এই তীর্থের সবিস্তার বিবরণ আছে।

বটদ্বীপ (ক্লী) দ্বীপভেদ। (শঙ্কর সংহিতা ২৬-৩৪ অঃ অনেকে যবদ্বীপের রাজধানী বাতাবিয়াকে বটদ্বীপ বলিয়া থাকেন।

[যবদ্বীপ দেখ।]

বটপত্র (পুং) বটস্যেব পত্রং যস্য। সিতার্জ্জক, শ্বেতপত্র ক্ষুদ্র তুলসী। (রাজনি°) (ক্লী) ২ বটের পাতা। স্বার্থে কন্। বটপত্রক।

বটপত্রা (স্ত্রী) বটস্যেব পত্রমস্যাঃ। ত্রিপুরমালী পুষ্পবৃক্ষ। ২ বৃত্তমল্লিকা। (রাজনি°)

বটপত্রী (স্ত্রী) বটস্যেব পত্রং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পাষাণ-ভেদিবিশেষ, চলিত বড় পাথর কুচি। পর্য্যায়—ইনানী, ঐরাবতী, গোধাবতী, ইরাবতী, শ্যামা, খট্টাঙ্গনামিকা। গুণ—শীতল, কৃচ্ছ্র মেহনাশক, বলদায়ক এবং ব্রণবিশোষক। (রাজনি°)

বটযক্ষিণীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

বটর (পুং) ১ কুক্কুট, বটের পাখী। ২ বেষ্ট। ৩ শঠ। ৪ চৌর। ৫ চঞ্চল। (শব্দরত্না°)

বটবাসিন্ (পুং) বটে বটবৃক্ষে বসতীতি বস-ণিনিঃ। ১ যক্ষ। যক্ষ বটবৃক্ষে বাস করে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে। (ত্রি) ২ বটবৃক্ষবাসী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

বটসাগর, উৎকলের অন্তর্গত একটী তীর্থ।
(উৎকলখ° ১৬৭।১৭৭)

বটসাবিত্রী ব্রত, (ক্লী) ব্রতভেদ।

বটাকর (পুং) রজ্জু দড়ি। (অমরটীকার রামাশ্রম)

বটারকা (স্ত্রী) রজ্জু, দড়ি।

"কত্রারিত্রাং সত্যময়ীং ধর্ম্মস্থৈর্য্যবটারকাম্।"(ভারত ১২।৩২৯।৩৯)

এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"বটারকময়ং পাশমথ মৎস্যস্য মূর্দ্ধনি।
মনু মনুজশার্দ্দূল তস্মিন্ শৃঙ্গে ন্যবেশয়ৎ॥" (ভাব° ৩।১৮৭।৪০)

বটারণ্য, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী মহাতীর্থ। কাবেরীর পার্শ্বে কুঞ্জালয়ের অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত। (দেশাবলী) অগ্নিপুরাণান্তর্গত বটারণ্য-মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

বটাবীক (পুং) চৌরবিশেষ।

'নাম চৌরো বটাবীকঃ সন্ধিচৌরস্ত হারকঃ।' (শব্দমালা)

বটাশ্বত্থবিবাহ (পুং) হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াবিশেষ। ইহাতে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ পরস্পরে সংলগ্ন ভাবে পুতিয়া পূজা করিতে হয়।

বটি (স্ত্রী) বটতীতি বট (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্। উপজিহ্বিকা, আলজিব।

'উপজিহ্বিকোৎপাদিকা চ বটিকদেহিকা দেবী॥' (হারাবলী)

(দেশজ) নামমাত্র বা সম্মতিসূচকার্থ। আমরা বনবাসী বটি। (শকুন্তলা)

বটিকা (স্ত্রী) বটিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্। বটী, চলিত বড়ি, পর্য্যায়—নিস্তলী। (শব্দচ°)

"বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নামা বটিকা বটী।
মোদকো গুটিকা পিণ্ডী গুড়োবর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥
লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করাথবা।
গুগ্‌গুলুর্বা ক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী॥" (ভাবপ্র০)

২ ব্যঞ্জনোপযোগি-দ্রব্য, বড়ি, বড়ী দিয়া ব্যঞ্জন রন্ধন করা হয়। (ভাবপ্র০)

বটিস (দেশজ) অবজ্ঞাজনক ক্রিয়াপদ।

'ওরে তুই কে বটিস্‌ রে কে বটিস্‌।'

বটী (স্ত্রী) বট-অচ্‌, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। ১ বটিকা। (ভাবপ্র০) ২ বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—নদীবট, যক্ষবৃক্ষ, সিদ্ধার্থ, বটক, অমরা, ভৃঙ্গিণী, ক্ষীরকাষ্ঠা। গুণ—কষায়, মধুর, শিশির, পিত্তনাশক, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রম, শ্বাস, বিষ ও ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি০) (ত্রি) তরক্ষু।

বটু (পুং) বটতীতি বট (কটিবটিভ্যাঞ্চ। উণ্‌ ১৷৯) ইতি উ। ১ মাণবক। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ বালক।

'বালকো মাণবো বালঃ কিশোরো বটুরিত্যপি।' (শব্দরত্না০)

৪ কুটন্নট বৃক্ষ চলিত শোণাগাছ।

বটুক (পুং) বটু-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্‌। ১ বালক। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ ভৈরববিশেষ, বটুকভৈরব।

"ভৈরবাশ্চৈব বেতালা বটুকা নায়িকাগণাঃ।
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাদয়ঃ॥"
(মহানির্ব্বাণত০ ২১২৪)

মানব বিপদে পতিত হইলে বিপদুদ্ধারের জন্য বটুকভৈরবের পূজা, বলি ও স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে এবং বটুকভৈরবের প্রসাদে অচিরে বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার হয়। বটুকভৈরবের স্তোত্রকে এইজন্য আপদুদ্ধারস্তোত্র কহিয়া থাকে। তন্ত্রসারে ইহার পূজা, মন্ত্র ও স্তবাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—

"উদ্ধরেদ্বটুকং ঙেহন্তং আপদুদ্ধরণং তথা
কুরুদ্বয়ং পুনর্ঙেহন্তং বটুকান্তং সমুদ্ধরেৎ।
একবিংশত্যক্ষরায়া শক্তিরুদ্ধো মহামন্ত্রঃ॥" (তন্ত্রসার)

"হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় ঐং হ্রীঁ" এই একবিংশাক্ষর বটুকভৈরবের মন্ত্র। এই মন্ত্রে পূজা করিলে আপদ্‌ বিদূরিত হয়। বটুকভৈরবের পূজা করিতে হইলে সামান্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে পূজা করিয়া পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস ও মূর্ত্তিন্যাসাদি করিবে। পরে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। বটুকভৈরবের ধ্যান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার।

সাত্ত্বিক ধ্যান—

"বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুন্তলোদ্ভাসিবক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রম্‌
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্‌॥"

রাজসধ্যান—

"উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ।
নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং
বন্ধূকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥"

তামসধ্যান—

"ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথশৃণিং খড়্গশূলাভয়ানি।
নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্‌॥"

এই ধ্যানানুসারে ধ্যান, মানসপূজা, আবরণ ও পীঠাদি পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া বিভবানুসারে দশ বা ষোড়শোপচারে বটুকভৈরবের পূজা করিবে। বটুকভৈরবের পূজার পর অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার এই অষ্ট ভৈরবের পূজা বিধেয়। পরে ষড়ঙ্গাদি পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে ডাকিনীপুত্র, লাকিনীপুত্র রাকিনীপুত্র, কাকিনীপুত্র, শাকিনীপুত্র, হাকিনীপুত্র, মালিনীপুত্র, দেবীপুত্র ও উমাপুত্রের পূজা করিবে। পরে জপ হোমাদি করিতে হয়। এই দেবতার পুরশ্চরণ করিতে হইলে ২১ লক্ষ জপ এবং দশাংশ ঘৃত, মধু শর্করান্বিত তিল দ্বারা হোম করিতে হয়।

ইহার বলিবিধি—প্রথমে বিঘ্ননাশন ও দুর্গার পূজা করিয়া বলি দিতে হয়। বলির দ্রব্য—শালি ধান্যের অন্ন বা পায়স, ঘৃত, লাজচূর্ণ, শর্করা, গুড়, ইক্ষুরস, পিষ্টক ও মধু এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পের সহিত বলি নিবেদন করিবে, অথবা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন একটী ছাগবধ করিয়া বলিপ্রদান করিতে হয়। বলিপ্রদান করিয়া শত্রুগণের সৈন্যগণকে বলিরূপে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। বলিমন্ত্রে শত্রুর নামোল্লেখ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিবে।

"শত্রুপক্ষস্য রুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে।
ভক্ষয় স্বগণৈঃ সার্দ্ধং সারমেয়সমন্বিতঃ॥"

এইরূপে বলিদান করিলে বটুকভৈরব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত শত্রুর মাংস স্বগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, সুতরাং অচির কাল মধ্যে শত্রু নাশ হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পূজা পদ্ধতি লিখিত হইল, ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে লিখিত আছে। জ্বরাদিরোগ, শত্রুভয় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বটুকভৈরবের স্তবশ্রবণ বা পাঠ করিলে জ্বরাদি রোগ ও শত্রুভয় প্রশমিত হয়।

সারভূত (ত্রি) সারস্বরূপ, যাহা অতিশয় সার। (মার্ক° পু° ৫।১৮)

সারভৃৎ (ত্রি) সারং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্‌, তুক্ চ। সারগ্রাহী, যাহারা সার গ্রহণ করেন। সাধু, সাধুরা অসার বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সকল বিষয়েরই সারগ্রহণ করিয়া থাকেন।

"সত্যাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণী শ্রুতিচেতসামপি॥" (ভাগবত ১০।১৩।২)
'সারভৃতাং সারগ্রাহিণাং' (স্বামী)

সারমণ্ডূক (পুং) কীটভেদ, মণ্ডূকজাতীয় কীট, সুশ্রুতকল্প-স্থান ৮ অধ্যায়ে এই কীটের বিবরণ আছে। (সুশ্রুত)

সারময় (ত্রি) সার স্বরূপে ময়ট্‌। ১ সারস্বরূপ। কেবল সার। ২ বীর্য্যাধিক। "তপঃ সারময়ং ত্বাষ্ট্রং বৃত্রো যেন বিপাটিতঃ।" (ভাগবত ৮।১১।৫৫) 'সারময়ং বীর্য্যাধিকং' (স্বামী)

সারমহৎ (ত্রি) সার অথচ মহৎ। অতিশয় মূল্যবান্‌।

সারমিতি (পুং) সারং যথার্থং মীয়তে জ্ঞায়তেঽনেন ইতি সার-মা-তি। শ্রুতি, বেদ। ইহা দ্বারা যথার্থতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এইজন্য ইহাকে সারমিতি কহে। কোন কোন পুস্তকে এই শব্দে ময়ে দীর্ঘ ঈকার দিয়া সারমীতি এইরূপ দেখা যায়।

সারমূষিকা (স্ত্রী) সারে মূষিকেব। দেবদাণীলতা, চলিত দেয়াতাড়া।

সারমেয় (পুং) সরমায়া অপত্যং পুমানিতি সরমা-ঢক্। কুকুর।

"অন্যোন্যমাবলুম্পন্তি সারমেয়া ইবামিষং।
রাজানো ভরতশ্রেষ্ঠ ভোক্তুকামা বসুন্ধরাং॥" (ভারত ৬।৯।৭৩)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌। সারমেয়ী—কুকুরী। (শব্দরত্না°)

সারমেয়তা (স্ত্রী) সারমেয়স্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। সারমেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, সারমেয়ের বৃত্তি, সারমেয়ের কার্য্য।

সারমেয়ময় (ত্রি) সারমেয়স্বরূপ।

সারমেয়াদন (ক্লী) সারমেয়স্য অদনং ভোজনং। ১ কুকুর-ভোজন। ২ নরকবিশেষ। (ভাগবত ৫।২৬।৭)

সারয্ (ত্রি) সরয্বাং ভবঃ অণ্‌ (দাণ্ডিনায়নহাস্তিনায়নেতি। পা ৬।৪।১৭৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সরযূনদীসমুৎপন্ন।

সাররূপ (ত্রি) সারং রূপং যস্য। ১ শ্রেষ্ঠরূপযুক্ত, উত্তমরূপ-বিশিষ্ট। (ক্লী) ২ শ্রেষ্ঠ রূপ, উত্তম রূপ।

সারলোহ (ক্লী) সারং শ্রেষ্ঠং লোহং। লৌহসার, চলিত ইস্পাত। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে লৌহের ন্যায় ইহার মারণ করিবে, তবে ইহা বিশুদ্ধ হয়। গুণ—গ্রহণী, অতিসার, অর্দ্ধাঙ্গজাত বাত, পরিণামশূল, ছর্দ্দি, পীনশ, পিত্ত ও শ্বাসনাশক।

"লৌহং সারাহ্বয়ং হন্যাৎ গ্রহণীমতিসারকং।
অর্দ্ধসর্ব্বাঙ্গজং বাতং শূলঞ্চ পরিণামজং॥
ছর্দ্দিঞ্চ পীনসং পিত্তং শ্বাসমাশু ব্যপোহতি॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্ব)

সারল্য (ক্লী) সরলস্য ভাবঃ সরল-ষ্যঞ্‌। সরলতা, অকাপট্য, সরলের ধর্ম্ম, ঋজুতা।

সারবত্তা (স্ত্রী) সারবতো ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। সারবানের ভাব বা ধর্ম্ম, সার, সারগ্রাহিতা।

সারবৎ (ত্রি) সার অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্য ব। সারযুক্ত, সারবিশিষ্ট।

সারবর্গ (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত ক্ষীরবৃক্ষবর্গ। (ভাবপ্র°)

সারবর্জ্জিত (ত্রি) সারেণ বর্জ্জিতঃ। স্থিরাংশরহিত, অসারবস্তু, যাহার কোন সার নাই, সাররহিত।

সারবস্তু (ক্লী) সারং বস্তু। শ্রেষ্ঠ বস্তু। একমাত্র ব্রহ্মই সার বস্তু, তদ্ভিন্ন অপর সকলই অসার।

সারশল্য (পুং) শ্বেতখদির। (বৈদ্যকনি°)

সারশূন্য (ত্রি) সারেণ শূন্যঃ। সারবর্জ্জিত, সাররহিত, অসার বস্তু, যাহার কোন সার নাই।

সারস (ক্লী) সরসি ভবং, সরস-অণ্‌। ১ পদ্ম। (অমর) ২ স্ত্রীদিগের কট্যাভরণ। চন্দ্রহার। (ত্রি) ৩ সরোবরোদ্ভব জলাদি। পর্ব্বত প্রভৃতি দ্বারা নদীর জল রুদ্ধ হইয়া যে স্থানে অবস্থান করে, সেই জলসংছন্ন স্থানকে সরস, এবং তত্রত্য জলকে সারসজল কহে। গুণ—এই জল বলকর, পিপাসানাশক, মধুররস, লঘু, রুচিকারক, কষায়রস, রুক্ষ, এবং মল ও মূত্ররোধক।

"নদ্যাঃ শৈলবরাচ্ছান্তো যত্র সংরুধ্য তিষ্ঠতি।
তৎসরোজজলং ছন্নং তদন্তঃ সারসং স্মৃতং।
সারসং সলিলং বল্যং তৃষ্ণাঘ্নং মধুরং লঘু।
রোচনং তুবরং রুক্ষং বদ্ধমূত্রবলং সিতং॥" (ভাবপ্রকাশ)

(পুং) ৪ চন্দ্র। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ৫ স্বনামখ্যাত পক্ষী, চলিত সারসপাখী। পর্য্যায়—পুষ্করাহ্ব, গোনর্দ্দ, নাক্ষুর, লক্ষ্মণ, লক্ষণ, সরসীক, সরোদ্ভব, রসিক, কামী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Grus cinerea. সারসেরা সাধারণতঃ জলাভূমিতে বাস করিয়া থাকে। সারস পক্ষীর গাত্রের পালকগুলি প্রায় ধূসর। মস্তকের অগ্রভাগ এবং চক্ষু ও চঞ্চুর মধ্যবর্ত্তী স্থান কাল, পালক দ্বারা আচ্ছাদিত ; মস্তকের ঠিক উপরিভাগে কোন পালক থাকে না এবং সেই স্থান রক্তবর্ণ। চঞ্চু হরিতের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ইহার শেষাংশ ঈষৎ কাল। পাগুলি কাল। চঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছের শেষসীমা পর্য্যন্ত দেহ দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি ফিট্‌।

সারসেরা ভ্রমণশীল পক্ষী ; ইহারা সমস্ত বৎসর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কৃষকগণ শস্য-ক্ষেত্রে নূতন বীজ বপন করিবামাত্র, ইহারা শস্যের বীজ খাইবার আশায় তথায় উপস্থিত হয় এবং প্রায়ই বীজের সমূহ অনিষ্ট

করিয়া থাকে। যদিও সারসপক্ষী প্রায়ই শস্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু ইহারা শামুক, গুগলি, ভেক প্রভৃতি খাইতেও ভালবাসে। ইহারা প্রধানতঃ খড়ের গাদার মধ্যে বাসা তৈয়ার করে এবং কখন কখন ভগ্ন অট্টালিকার জীর্ণ প্রাচীরগর্ত্তমধ্যেও ইহাদিগের বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায়ই নীলের আভাযুক্ত হরিৎ বর্ণের দুইটী ডিম্ব একত্র প্রসব করিয়া থাকে। সারসপক্ষী মনুষ্যের অপেক্ষা অধিক স্নেহে ও যত্নে স্বীয় শাবককে লালনপালন করে।

এসিয়ার সকল দেশেই সারসপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্‌ভিন্ন আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং য়ুরোপের উত্তরাংশেও সারসপক্ষী দেখা যায়। স্থানান্তরে গমনকালে ইহারা আকাশের অতি উর্দ্ধপ্রদেশ দিয়া উড্‌ডীয়মান হয় এবং উড়িতে উড়িতে অতি গম্ভীর শব্দ করিতে থাকে। এমন কি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও ইহাদিগের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই রজনীযোগে ইহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্থানান্তরে যাত্রা করে।

সারসপক্ষী শীঘ্রই মানুষের পোষ মানে। ইহাদিগের আকৃতি প্রকৃতি ও বর্ণ অতি মনোরম ও নয়নাভিরাম বলিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ধনীলোকে ইহাদিগকে গৃহে রাখিয়া পালন করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে বাগানে ছাড়িয়া রাখিলে, ইহারা সকল সময়ে বাগানের সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক কীটপতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়া ঐ সকল শত্রুর হস্ত হইতে লতাবৃক্ষাদি রক্ষা করে। পোষ মানিলে আর ইহারা উড়িয়া পলাইয়া যায় না। ইহাদের মাংসগুণ—মধুর, অম্ল, ও কষায়; মহাতিসার, পিত্ত, গ্রহণী ও অর্শোরোগনাশক। (রাজনি°)

বসন্তরাজশাকুনে লিখিত আছে যে যদি যাত্রাদি শুভকার্য্যকালে সারসদ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকল ইষ্ট সিদ্ধি হয়। গমনকালে যদি পৃষ্ঠদেশে ইহাদের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে গমন করিতে নাই এবং ইহারা গৃহে আসিয়া যদি রব করে, তাহা হইলে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়। বামদিকে ইহাদের ধ্বনি শ্রুত হইলে স্ত্রীলাভ, অগ্রে শুনিলে নৃপতি হইতে অর্থলাভ এবং দুইটী সারস একত্র হইয়া যদি যুগপৎ কলধ্বনি করে, তাহা হইলে অর্থলাভ হয়।

"ইষ্টার্থসিদ্ধিঃ সকলাসু দিক্ষু স্যাৎ সারসদ্বন্দ্ববিলোকনেন।
শ্রুত্বাগ্র পৃষ্ঠে নিনদং ন গচ্ছেৎ সিধ্যত্যভীষ্টং গৃহ এব যস্মাৎ॥
বামেন যোষৎকুললাভকারী শব্দস্তথাগ্রে নৃপতোঽর্থলব্ধ্যৈ।
যঃ সারসাভ্যাং যুগপদ্বিরাবঃ কৃতোঽচিরেণ ক্রমতোঽপি বামঃ॥"

সারসক (পুং) সারস স্বার্থে কন্। সারস।

সারসন (ক্লী) সারং সনোতি দদাতীতি ষণু দানে অচ্। কাঞ্চী, স্ত্রীকট্যাভরণ, মেখলা, চন্দ্রহার। পর্য্যায়—অধিকাঙ্গ।

"দ্বে কঞ্চুকদার্ঢ্যার্থং মধ্যকারে নিবদ্ধে পট্টিকাদৌ, সকঞ্চুকাঃ সসন্নাহাঃ মধ্যে দার্ঢ্যার্থং যদ্বধ্নাতি তৎসারসনং অধিকাঙ্গকোচ্যতে"
(ভরত)

কাঁচুলী পরিয়া তাহা আটিবার জন্য মধ্য শরীরে অর্থাৎ মাজায় যে পট্টিকাদি পেটী প্রভৃতি বাধা হয়, তাহাকে সারসন কহে।

সারসী (স্ত্রী) সারস-জাতৌ ঙীষ্। সারসপত্নী। (হেম)

সারস্য (ক্লী) ১ সমানরসতা। ২ প্রচুর রসযুক্ত।

সারস্বত (পুং) সরস্বতী দেবতাঽস্যেতি অণ্। ১ বিল্বদণ্ড। সরস্বত্যা অয়মিতি তস্যেদমিত্যণ্। ২ দেশবিশেষ, সারস্বতদেশ। এই দেশ হস্তিনাপুরের উত্তরপশ্চিমভাগে প্রসিদ্ধ। (হেম) কূর্ম্মাঙ্গের মধ্যদেশে এই দেশ অবস্থিত।

"মধ্যে সারস্বতা মৎস্যাঃ শূরসেনাঃ সমাথুরাঃ।
পাঞ্চালশাল্বমাণ্ডব্য কুরুক্ষেত্রগজাহ্বয়াঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ সরস্বতীনদীপুত্র মুনিবিশেষ। ৪ সারস্বত-দেশোদ্ভব ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ পঞ্চ গৌড় মধ্যে খ্যাত, ব্রাহ্মণেরা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদেশবাসী। [সারস্বতব্রাহ্মণ দেখ।]

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলামৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব দশবিপ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (সহ্যা° ২।১৩)

দক্ষিণপশ্চিম ভারতেও সারস্বত ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহারা মৎস্যাদ বলিয়া পঞ্চদ্রাবিড় সমাজে পরিচিত।

"সারস্বতাস্তথা বিপ্রা মৎস্যাদা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।" (সহ্যা° ২।৪।১৩)

৫ ব্যাকরণবিশেষ। সারস্বতব্যাকরণ, এই ব্যাকরণ অতি প্রাচীন। ৬ কল্পবিশেষ, সরস্বতীর উপাসনাপ্রকরণ।
[সারস্বতকল্প দেখ।]

(ক্লী) ৭ ঘৃতবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গব্য ঘৃত চারিসের, মূল ও পত্র সহিত ব্রাহ্মীশাক উত্তমরূপে জলে ধুইয়া উদূখলে পেষণ করিবে, পরে তাহার রস নিঙড়াইয়া লইবে। এই রস ১৬ সের, কল্কার্থ হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরিতকী ইহাদের প্রত্যেকের এক পল, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বচ প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যের কল্ক দিয়া মৃদু অগ্নিতে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। ঘৃত পাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিয়া নামাইতে হয়। যাহাদের কথার জড়তা থাকে, এই ঘৃত সেবন করিলে, তাহাদের জড়তা বিদূরিত হয়। সাত দিন এই ঘৃত সেবনে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠ, অর্দ্ধমাস সেবনে সুন্দর শরীর, এবং এক মাস সেবন করিলে শ্রুতিধর হওয়া যায়। ইহাতে এত মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয় যে, যাহা একবার শ্রুত হয়, তাহাই স্মরণপথে থাকে। ইহা ভিন্ন অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, অর্শ, পঞ্চ প্রকার গুল্ম, সকল প্রকার প্রমেহ ও পঞ্চবিধ কাস আশু প্রশমিত হয়। বৃদ্ধা, স্ত্রী এবং অল্পরেতা পুরুষদিগের পক্ষে এই ঘৃতই একমাত্র বল,

বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। (ভৈষজ্যরত্না°) ইহাকে কেহ কেহ ব্রাহ্মী-ঘৃত বলিয়া থাকেন।

(ত্রি) ৮ সরস্বতীসম্বন্ধী। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, যে যে স্থলে সাক্ষী যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিলে প্রাণিবধ হয়, তথায় সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিবে, পরে এই পাপনাশের জন্য সারস্বতচরু দ্বারা নির্ব্বপণ করিবে।

"বর্ণিনাং হি বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।
তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।৮৩)

৯ সারস্বত দেশসম্বন্ধী। ১০ সরস্বতী দেশসম্বন্ধী।

১১ জাতিবিশেষ। (মার্ক°পু° ৫৮।৭)

১২ ঋষিভেদ। (লিঙ্গপু° ২৪।৩৭)

১৩ রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি° ৩১।৪২)

সারস্বতকল্প (পুং) সারস্বতঃ কল্পঃ। সরস্বতী সম্বন্ধীয় কল্প, সরস্বতী দেবীর উপাসনাপ্রকরণ। তন্ত্রসারে এই উপাসনার বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল—

"শৃণু ব্রহ্মন্ পরং গুহ্যং কল্পং সারস্বতং মম।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জাড্যাপহরণং ভবেৎ॥
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রকাশশ্চ সর্ব্বজ্ঞো জায়তেঽচিরাৎ।
অভ্যাসাচ্চ ভবেদস্য বাচশ্চিত্রা ভবন্তি হি॥
অবাপুস্ত্রিদশা ব্যাপ্তং বাগীশত্বং বৃহস্পতিঃ।
দ্বৈপায়নোঽপি যাং জ্ঞাত্বা বেদব্যাসোঽভবন্মুনিঃ॥" (তন্ত্রসার)

একদা নারদ ভগবান্ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভগবন্! কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে মানব অচিরে বিদ্যালাভ করিতে পারিবে। ইহাতে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে তুমি লোকের হিতকারক সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, সারস্বত নামে অতি গুহ্য একটী কল্প আছে, ইহার বিজ্ঞান মাত্রেই মানুষের জড়তা দূর, সর্ব্ব শাস্ত্রে জ্ঞান এবং অচিরকাল মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। এই কল্পোক্ত সাধকের বিচিত্রবাক্যরচনাশক্তি জন্মে। এই কল্পের প্রসাদে দেবগণ সর্ব্বপূজ্য, বৃহস্পতি বাগীশ্বর এবং দ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইয়াছিলেন।

এই কল্পের বিধান এইরূপ, সরস্বতীর মন্ত্র ঐঁ। এই ঐঁ মন্ত্র দ্বাদশ লক্ষ জপ করিলে মূকব্যক্তিও বাক্‌পতি হয়। প্রথমে যথাবিধানে সরস্বতীপূজা করিতে হয়। এই পূজায় সামান্যপূজা-পদ্ধতির নিয়মানুসারে পূজা করিয়া প্রথমে স্বীয় নাভিমণ্ডলে দশদল পদ্ম, তন্মধ্যে সুশোভিত মণ্ডল, ঐ মণ্ডল মধ্যে রত্ন-সিংহাসন বিরাজিত, ঐ সিংহাসনে সরস্বতীদেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"মুক্তাকান্তিনিভাং দেবীং জ্যোৎস্নাজালবিকাশিনীং।
মুক্তাহারযুতাং শুভ্রাং শশিখণ্ডবিমণ্ডিতাং॥
বিভ্রতীং দক্ষহস্তাভ্যাং ব্যাখ্যাং বর্ণস্য মালিকাং।
অমৃতেন তথা পূর্ণং ঘটং দিব্যঞ্চ পুস্তকং॥
দধতীং বামহস্তাভ্যাং পীনস্তনভরান্বিতাং।
মধ্যে ক্ষীণাং তথা স্বচ্ছাং নানারত্নবিভূষিতাং॥"

এই মন্ত্রে দেবীকে ধ্যান করিয়া আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি রূপে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ভ্রূমধ্যে, নাভিতে, গুহ্যদেশে ও মস্তকে বীজন্যাস, এবং দেবতাভাবসিদ্ধার্থ নিজদেহে পীঠন্যাস করিয়া, মাতৃকান্যাস ও পীঠ দেবতার পূজা করিবে। পরে পুনরায় ধ্যান করিয়া যথোক্ত বিধানে উক্ত মন্ত্রে সরস্বতী দেবীর পূজা করা বিধেয়।

তৎপরে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া বহির্দ্দেশে লোকপাল এবং তদ্বাহ্যে তাঁহাদের অস্ত্র পূজা করা আবশ্যক। সাধক এই প্রণালী অনুসারে জপপূজাদি করিলে কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হয়। উক্ত মন্ত্র দ্বাদশ লক্ষ জপ করিলে বাগ্মী হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে ঐ মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া ব্রাহ্মী ও বচ পান করিলে সাধকের মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়। তাহার কণ্ঠে শ্রুতি, বেদ, আগম প্রভৃতি সদা বিরাজিত থাকে। কদাচ তিনি ইহা বিস্মৃত হন না। কোন সাধক আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে জ্যোতিঃ-পুঞ্জনিভা, পরিকরগণপরিবৃতা, এবং বর-অভয়মুদ্রা ও পুস্তক-ধারিণী সরস্বতী দেবীর ধ্যান করিয়া বাগীশ্বরী মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে ইন্দ্রিয়বিজয়ী হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তিনি কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন।

সাধক নিশামুখে উঠিয়া পবিত্র ভাবে এক মনে আত্মাকে গুরুরূপে কল্পনা করিয়া নিখিল জগতে তাঁহার প্রভাজাল পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, এইরূপে চিন্তা করিবে, তৎপরে মূলাধারস্থিত পরম দেবতাস্বরূপ নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী দেবীকে জাগরিত এবং ক্রমে ক্রমে ষট্‌চক্র ভেদ করিবে। আর সেই স্থলে দেবীকে পরম শিবে আনয়ন করিয়া সহস্রারস্থিত সুধা দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। অনন্তর ঊর্দ্ধগ্রন্থি ভেদ করিয়া দীপস্বরূপিণী বীজরূপ নিজ শক্তিতে দেদীপ্যমানা এবং শব্দব্রহ্মস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে পরম শিবে নিশ্চল হইয়া ধ্যান করিতে হইবে। পরে নিজ শরীরে সেই দেবীর দেহপ্রভা বিস্তৃত হইয়া আছে, এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে প্রতিদিন এক সহস্র করিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করিলে সাধক বৃহস্পতিতুল্য বাক্‌পতি এবং ছন্দঃ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুদক্ষ হয়।

এই সাধন প্রণালীতে নাভিচক্রে বাগীশ্বরী দেবীকে সৌম্যমূর্ত্তি লোহিতবর্ণা, পট্টবস্ত্রপরিধানা, রক্তাভরণভূষিতা, পাশাঙ্কুশ-ধারিণী, দিব্যরূপা, বরাভয়যুতা, দৃষ্টি দ্বারা সুধাবর্ষিণী এবং সাধকের সর্ব্বদা মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন, ইহাই ধ্যান করিবে।

"নাভিচক্রে স্থিতাং সৌম্যাং রক্তাকারাং বিচিন্তয়েৎ।
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্বাঞ্চ রক্তাভরণভূষিতাং ॥
পাশাঙ্কুশধরাং দিব্যাং বরাভয়যুতাং পুনঃ।
দৃষ্ট্যা চামৃতবর্ষিণ্যা পূরয়ন্তীং মনোরথান্ ॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ, এবং ত্রিমধুসমন্বিত রক্তোৎপল দ্বারা হোম, দুগ্ধ যুক্ত ঘৃত দ্বারা তর্পণ, পরে দধি, পিষ্টক ও মধুমিশ্রিত পায়স বলি দিবে। এইরূপ বিধানে বাগীশ্বরী দেবীর উপাসনা করিলে সাধক কুবের সদৃশ ধনবান্ হইয়া থাকেন। সাধক যদি এই মন্ত্রজপ করিয়া ত্রিমধুর সহিত শ্বেত সর্ষপদ্বারা হোম করেন, তাহা হইলে ত্রিজগৎ বশীভূত ও পদ্মদ্বারা হোম করিলে মহতী সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। এই বিদ্যার উপাসনা করিলে জগতে কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। এই বিদ্যা অতি গোপনীয়। ইহা সাধারণকে উপদেশ দিতে নাই। কোন ব্যক্তি এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া যদি মূর্খ ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করেন, তাহা হইলে সেই মূর্খ ব্যক্তিও পণ্ডিতের ন্যায় গদ্যপদ্যময়ী বাণী বলিতে সমর্থ হন।

সাধক উক্ত মন্ত্র সিদ্ধগুরুর নিকট গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ প্রণালী অনুসারে বিশেষ ভক্তি সহকারে মন্ত্র সাধন করিলে তবে অচিরে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। তন্ত্রোক্ত সকল উপাসনাই গুরুর কৃপাসাধ্য, এই জন্য গুরুর উপদেশ অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (তন্ত্রসার সারস্বতকল্প)

সারস্বতক্ষেত্র, প্রভাসের অন্তর্গত একটী তীর্থক্ষেত্র। (প্রভাসখ°)

সারস্বতচূর্ণ, উন্মাদরোগে প্রযোক্তব্য ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণ জীরা, ত্রিকটু, আকনাদি ও শঙ্খপুষ্পী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে এবং সকলের সমান বচচূর্ণ একত্র করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা ঘৃত ও মধু অনুপান যোগে প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা উন্মাদ রোগের উপশম হইয়া বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ও কবিত্বশক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

সারস্বততন্ত্র, শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত একখানি তন্ত্রগ্রন্থ।

সারস্বততীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, সরস্বতী নদীসম্বন্ধীয় তীর্থ।

সারস্বতব্রত (পুং) সারস্বতঃ সরস্বতীদেবতাকঃ ব্রতঃ। ব্রতবিশেষ। সরস্বতী দেবতার উদ্দেশে ক্রিয়মাণ ব্রত। মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিশেষ বিধান আছে। যথা—

একদা মনু মৎস্যরূপী ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ভগবন্! কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ভারতী অতি মধুর, সৌভাগ্য, বিদ্যা, কৌশল, দাম্পত্যপ্রণয় ও বন্ধুত্ব লাভ হয়? তদুত্তরে মৎস্যরূপী ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে সারস্বত নামে একটী ব্রত আছে, এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সরস্বতী দেবী প্রীতা হন, তিনি প্রীতা হইলে ব্রতকারীর ঐ সকল লাভ হইয়া থাকে। রবিবারে গ্রহনক্ষত্রাদি বিশুদ্ধ হইলে ঐ দিনে বা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রতারম্ভ করিতে হয়। ঐ দিনে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া শুক্ল মাল্য, শুক্ল বস্ত্র, প্রভৃতি উপচার দ্বারা সাবিত্রী দেবীর এই মন্ত্রে পূজা করিবে—

"যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা ॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং তয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥
লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি ॥"

এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে পায়সাদি দ্বারা ভোজন করাইতে হয়। এই ব্রতকারী সায়ংকালে মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন। এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি পঞ্চমী তিথিতেই এই বিধানে পূজা করিতে হয়। এই ব্রতে বিত্তশাঠ্য করিতে নাই। যিনি বিধিবিধানে এই ব্রতানুষ্ঠান করেন, তিনি বিদ্বান্, অর্থযুক্ত, ও ব্যক্তকণ্ঠ হইয়া থাকেন। অন্তকালে তিনি ব্রহ্মলোকে বাস করেন। পুরুষ বা স্ত্রী যিনি এই ব্রত করুন, তিনিই উক্ত ফললাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এই বিধান যিনি শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাহার তিন অযুত বৎসর বিদ্যাধরপুরে বাস হয়।

"অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাৎ সারস্বতং ব্রতং।
বিদ্যাবানর্থযুক্তশ্চ ব্যক্তকণ্ঠশ্চ জায়তে ॥
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
নারী বা কুরুতে যাতু সাপি তৎফলভাগিনী ॥
ব্রহ্মলোকে বসেদ্রাজন্ যাবৎকল্পাযুতত্রয়ং।
সারস্বতং ব্রতং যস্তু শৃণুয়াদপি বা পঠেৎ।
বিদ্যাধরপুরে সোঽপি বসেদব্দাযুতত্রয়ং ॥" (মৎস্যপু° ৬৬)

উক্ত পুরাণের ৬৬ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ এবং হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড প্রভৃতিতেও এই ব্রতবিধান বর্ণিত আছে।

সারস্বতব্রাহ্মণ, পঞ্চ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের অন্যতম বিভাগ। স্কন্দপুরাণে ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম—পঞ্চ গৌড়ীয় ও দ্বিতীয় পঞ্চ দ্রাবিড়।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ ॥"

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ প্রকার ব্রাহ্মণগণ গৌড়ীয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহারা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদিকে বাস করেন।

যে সকল ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে পঞ্চনদেসরস্বতী নদীতীরে বাস করিতেন, তাঁহারাই সারস্বত নামে আখ্যাত হইয়াছেন। এই নদী এক্ষণে রাজপুতানার বালুকাপূর্ণ মরুভূমি মধ্যে ভাটনের নামক স্থানের সন্নিকটে লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দুগণের বিশ্বাস, এক্ষণে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হইয়া প্রয়াগের গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে মিলিত। তজ্জন্য প্রয়াগ এখনও যুক্তত্রিবেণী নামে পরিচিত।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণ আজকাল প্রধানতঃ আগ্রা, মথুরা, আলিগড়, ও মোরদাবাদে বাস করিয়া থাকেন।

ইঁহারা চারিটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ পান, ২ অষ্টান, ৩ বারহি ও ৪ বাহান জাতি। এই সকল শ্রেণীর নাম হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে পানজাতির মধ্যে পাঁচটী, অষ্টানের মধ্যে আটটী, বারহির মধ্যে বারটী এবং বাহান জাতির মধ্যে বাহান্নটী বিভিন্ন গোত্র বিদ্যমান আছে। এই সকল বিভিন্ন গোত্রের বিস্তৃত ধারাবাহিক বংশবিবরণী লিপিবদ্ধ করা বড়ই কঠিন। তবে হরিদ্বার, থানেশ্বর ও মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানের পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক লিখিত তীর্থযাত্রিগণের বংশপরিচয়জ্ঞাপক খাতাপত্র পর্য্যালোচনা করিলে এই সকল গোত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

সারস্বতব্রাহ্মণগণের বিবাহপদ্ধতি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের ন্যায়; বিবাহ সম্বন্ধীয় কোনরূপ নূতন নিয়ম ইঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। বিবাহের পর প্রথম বর্ষে কন্যার গৃহে অনেক বার তত্ত্ব প্রেরিত হয়। এই সকল উপহারপ্রেরণকে ইঁহারা "তেওহারভোজন" বলেন। শ্রাবণ মাসে কজরি উৎসবকালে এবং দোলের সময় এইরূপ তত্ত্বে রঞ্জিত বস্ত্র, মেন্দিপাতা, নানাবিধ খেলনা, সিন্দূর, কড়ি ও মিষ্টান্ন পাঠান হয়। কন্যাপক্ষ হইতেও পাত্রের নিজের ব্যবহারার্থ কএকখানি বস্ত্র প্রেরিত হইয়া থাকে।

গউন বা দ্বিরাগমন না হইলে কন্যা স্বীয় শ্বশুরালয়ে বাস করে না। বিবাহের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম অথবা সপ্তম বর্ষের অগ্রহায়ণ কিম্বা ফাল্গুন মাসে দ্বিরাগমন সম্পন্ন হয়। স্বামী, স্বীয় পিতামাতা বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে শ্বশুরগৃহ সন্নিকটে উপনীত হন এবং কন্যার আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হইলে বর সুচারু বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া অসিহস্তে শুভ মুহূর্ত্তে শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করেন। সেই স্থানে প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী মঞ্চের উপর পূর্ণকলসপার্শ্বে গৌরী ও গণেশমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী ও স্ত্রীর বস্ত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া দেওয়া হইলে,তাঁহারা একটী গণ্ডির মধ্যে উপবেশন করেন; স্ত্রী স্বামীর পশ্চাতে বসে। তৎপরে গৌরী ও গণেশের পূজা হয়। স্ত্রীর কর স্বামীর করের উপর ন্যস্ত হইলে, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন। এই সময়ে কন্যার মাতা মিষ্টান্ন, মুদ্রা ও রোরি (এক প্রকার লালবর্ণের গুঁড়া) লইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হন এবং পুরোহিতের কপালে রোরির চিহ্ন দিয়া, তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে মিষ্টান্ন ও অর্থ প্রদান করেন। তাহার পর, পুরোহিত স্বামী ও স্ত্রীর মস্তকে কুশ দ্বারা বারিসিঞ্চনপূর্ব্বক তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলে, তাহারা গৃহান্তরে নীত হয়। এই সময়ে কন্যার পিতা স্বীয় বৈবাহিকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"আমি আপনার আশ্রয়ে আমার কন্যাকে সমর্পণ করিলাম। আমিই সকল বিষয়ে দোষী। আমার কন্যা আপনার সেবা করিবে।" কন্যার মাতাও এই কথা তাঁহার বেহানকে বলেন এবং তাঁহারা উভয়েই এই সঙ্গে অর্থাদি প্রদান করেন। তৎপরে কন্যা অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় পরিবারস্থ সকলকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পিতামাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে গমন করেন।

দম্পতী নিজ গৃহে উপনীত হইলে, একজন পরিচারিকা পূর্ণকুম্ভ লইয়া দ্বারে উপস্থিত হয়। দম্পতী কএকটী তাম্রমুদ্রা এই কলসে নিক্ষেপ করে। তাহার পর কন্যার শ্বশ্রূপ্রমুখ পুরমহিলাবৃন্দ বধূর মুখ দর্শন করিয়া তাহাকে "মুখদেখাই" প্রদান করেন। দুই তিন দিবস পরে নব দম্পতী গঙ্গা ও গৃহদেবতার পূজা করিলে, এই দ্বিরাগমনক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

বধূ শ্বশুরালয়ে আগমনকরণান্তর ঋতুমতী হইলে পুনর্বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে, পল্লীস্থ মহিলাগণ সমবেত হইয়া আনন্দগীতি গান করে এবং আত্মীয় কুটুম্বগৃহে মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রেরিত হয়। ঋতুর চতুর্থ দিবসে, স্নানান্তে বধূ মনোহর বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হয় এবং স্বামীর সহিত একত্র সেই রাত্রি অতিবাহিত করে।

গর্ভসঞ্চারের পর তৃতীয় অথবা পঞ্চম মাসের এবং সপ্তম অথবা নবম মাসের শেষে গৃহদেবতাগণের পূজা এবং তাঁহাদিগের উদ্দেশে পায়স নিবেদন করিয়া পরিবারস্থ সকলকে দেওয়া হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, পরলোকগত পিতৃপিতামহগণের মঙ্গলকামনায় নান্দীমুখশ্রাদ্ধ করা হয়। একজন চামার (চর্ম্মকার)-রমণী নবজাত শিশুর নাড়ীচ্ছেদন করিয়া উহা প্রসূতির শয্যার নিম্নে মাটীতে প্রোথিত করে। এই সময়ে গান গাওয়া হয়। জন্মের পরে তিন দিন পর্য্যন্ত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয় না; এই সময়ে সে গাভী বা ছাগীর দুগ্ধ সেবন করিয়া থাকে। ছয় দিন পর্য্যন্ত প্রসূতি দুগ্ধ ও ফলমূল আহার করিয়া থাকে। সপ্তম দিবসে পুরমহিলাকর্ত্তৃক প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত স্ত্রীপুরুষমূর্ত্তি সকল পূজা করিয়া প্রসূতি অন্নাহার করে। একাদশ দিবসে স্নানশুদ্ধা নববস্ত্রপরিহিতা প্রসূতি দেবতার পূজা করে; রন্ধনশালে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবসের অপরাহ্ণে সে খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিয়া আত্মীয় স্বজনকে পরিবেশন করে। তৎপরে পুরোহিতের নির্দ্দেশানুসারে প্রসূতি গণেশ ও নবগ্রহের পূজা করিয়া থাকে। মাতাকে পুনরায় কুড়ি,

ত্রিশ ও চল্লিশ দিনে স্নান করিয়া গণেশের পূজা করিতে হয়। চল্লিশ দিন গত হইলে, প্রসূতি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়।

শিশুর ষষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষের অষ্টমী বা নবমী তিথিতে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিবারের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি শিশুকে কোলে লইয়া একটী টাকার উপরিস্থিত কিঞ্চিৎ পরমান্ন তাহাকে ভোজন করান। এই উপলক্ষে গণেশকে মোহনভোগ দিয়া সেই ভোগ বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে জন্মতিথিতে এইরূপ ভাবে গণেশের পূজা হইয়া থাকে।

তৃতীয় অথবা পঞ্চম বর্ষে বালকের 'মুড়ন' (চূড়াকরণ) নামক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্ত্রীলোকেরা বালককে দেবালয়ে লইয়া যায় এবং তথায় নাপিতের ক্ষুর পূজা করে। তৎপরে মাতা স্বীয় শিশুকে কোলে বসাইয়া নাপিত দ্বারা তাহার মাথা মুড়াইয়া লয়; কাণছেদন বা কর্ণবেধক্রিয়াও সাধারণতঃ সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বালক গৃহদেবতার উদ্দেশে বিবিধ দ্রব্যাদি উৎসর্গ করে। এই ক্রিয়া উপলক্ষে মিষ্টান্ন বিতরিত হয় এবং পরিবারস্থ সকলে গীতবাদ্যে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করে।

ইহাদের মধ্যে অনুপবীত বালক বা অনূঢ়া বালিকার মৃত্যু হইলে মৃতদেহ একখানি ধৌত বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া কোন একটী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রেতাত্মার স্বর্গকামনায় কোনরূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না। অন্যান্য মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অপর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চিতায় অগ্নি সংযোগ করে; সময়ে সময়ে পিতাকেও এই দুর্ব্বিষহ শোকাবহপদ্ধতি সম্পন্ন করিতে হয়। মৃত্যুর পর সপ্তদশ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া থাকে। বৃদ্ধের মৃত্যুতে সারস্বত ব্রাহ্মণেরা আনন্দে উৎফুল্ল হন। গান গাইতে গাইতে ঐ শব তাঁহারা শ্মশানে লইয়া যান। মৃত্যুর দিন হইতে দশদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা গান গাইয়া থাকে এবং পান ও মিষ্টান্ন বিতরিত হয়। এই মৃত্যু উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন হয় না; কেবল বৎসরান্তে একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড়, বেলগাম্ ও কাণাড়া প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন গ্রামেও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বাস আছে। দাক্ষিণপশ্চিম সমুদ্রোপকূলস্থ গোয়ানগরে তাঁহাদের আদি বাস ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে পর্ত্তুগীজগণ গোয়া অধিকার করিলে জাতিনাশভয়ে সারস্বত-ব্রাহ্মণগণ পলাইয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভাণ্ডারী, বিচু, কানবিন্দে, বেগে, তেলঙ্গ প্রভৃতি উপাধি এবং অত্রি, ভারদ্বাজ, গৌতম, জামদগ্ন্য, কৌশিক, বশিষ্ঠ, বৎস ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি গোত্র প্রচলিত আছে। ইহারা মরাঠী ও কণাড়ী ভাষায় কথা বলে, কিন্তু গৃহে কোঙ্কণী ভাষায় আপনারা কথা কয়।

বোম্বাই প্রদেশে ইহারা সেন্‌বি নামে পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে স্মার্ত্তমতানুসারী ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী দুইটী দল দেখা যায়। ঐ দুই দলই আপনাপন্ গুরুর অধীনে থাকিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়া থাকেন। ঐ গুরুদ্বয় সন্ন্যাসী এবং স্বামী নামে অভিহিত। স্মার্ত্তস্বামী গোয়ার অন্তর্গত সোনাদা গ্রামে বাস করেন এবং বৈষ্ণবস্বামী গোয়ায় থাকেন।

সেন্‌বিদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় ধনশালী, অমিতব্যয়ী ও বহ্বাড়ম্বরপ্রিয়, কিন্তু সকলেই বুদ্ধিমান্, কর্ম্মিষ্ঠ এবং সংযত, ইঁহারা মৎস্য ও অন্ন ভক্ষণ করেন, দেবদ্বিজে ভক্তি রাখেন। ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে ইঁহারা কাণাড়া ও বেলগামবাসী ব্রাহ্মণগণের আচার পালন করিয়া থাকেন। শান্তদুর্গা ও মঙ্গেশ ইঁহাদের কুলদেবতা। [সেন্‌বি দেখ।]

সারস্বতীয় (ত্রি) সরস্বতী সম্বন্ধীয়, সরস্বতীসূত্র সম্বন্ধীয়।

সারস্বতোৎসব (পুং) সারস্বতঃ সরস্বতীসম্বন্ধী উৎসবঃ। সরস্বতীর উৎসব। সরস্বতীপূজার দিন সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে যে উৎসব করা হয়, তাহাকে সারস্বতোৎসব কহে।

সারস্বত্য (ত্রি) সারস্বত, সরস্বতী সম্বন্ধীয়।

সারা (স্ত্রী) সারয়তীতি সৃ ণিচ্-অচ্, টাপ্। ১ কৃষ্ণত্রিবৃতা, কাল তেউড়ী। (শব্দরত্না°) ২ দূর্ব্বা। (শব্দচ°) ৩ সেহুণ্ড-ভেদ। শাতলা, পীতদুগ্ধসনসা।

সারাক, পশ্চিমবঙ্গবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। [সরাক দেখ।]

সারাঘাট, বাঙ্গালার রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পদ্মা নদীতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের উত্তরশাখার ষ্টেসন আরম্ভ। কলিকাতা হইতে উক্ত রেলপথে আরোহিগণ পদ্মার এ পারে দামুকদিয়াঘাট ষ্টেশনে নামিয়া ষ্টীমারযোগে নদীপার হইয়া সারাঘাটে গিয়া পুনরায় রেলগাড়ীতে উঠে। এখান হইতে রেলপথ ক্রমশঃ উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ রেলপথ দিয়া দিনাজপুর, রঙ্গপুর, নাটোর, রাজসাহী, গৌহাটী, ময়মনসিংহ, কাছাড়, চট্টগ্রাম এবং শিলিগুড়ি হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গ যাওয়া যায়। রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর তামাক (দোক্তা), পাট, হলুদ, শুঁট প্রভৃতি এই পথ দিয়াই কলিকাতায় আনয়ন করিতে হয়।

সারাম্ভস্ (ক্লী) নেবুর রস।

সারাম্ল (ক্লী) নিম্বুভেদ, চলিত গোড়া লেবু। গুণ—পিত্তবর্দ্ধক, গুরু, বাতনাশক ও কফকর।

সারামৃতমোদক, ঔষধভেদ। (চিকিৎসাসার)

সারাল (পুং) সারেণ অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-অচ্। তিল।

সারাল (দেশজ) সারযুক্ত, যে সকল কাষ্ঠাদিতে সার হইয়াছে, তাহাকে সারাল কহে। যে সকল মনুষ্যের সার আছে, তাহারাও সারাল নামে বর্ণিত, সারবান্।

সারাব (ত্রি) আরাবঃ শব্দস্তেন সহ বর্ত্তমানঃ। শব্দের সহিত বর্ত্তমান, শব্দযুক্ত, শব্দবিশিষ্ট।

সারাসার (ক্লী) সার ও অসার বস্তু।

সারাসারতা (স্ত্রী) সারাসারয়োর্ভাবঃ তল্-টাপ্। সারত্ব ও অসারত্ব, সার ও অসারের ভাব বা ধর্ম্ম।

সারাসেন, মুসলমান জাতির পাশ্চাত্য নাম। মধ্যযুগে যে মুসলমানবাহিনী সুদূর স্পেন পর্য্যন্ত অগ্রগামী হইয়া মুসলমান-সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই য়ুরোপবাসী আক্রান্ত ও পরাজিত খৃষ্টসম্প্রদায় কর্তৃক সারাসেন নামে অভিহিত হয়। তৎপরবর্ত্তিকালে য়ুরোপবাসী মুসলমানমাত্রই 'সারাসেন' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে সাহরো নামক আরবীয় মরুভূমিবাসী যে সকল ভ্রমণশীল দুর্দ্ধর্ষ আরব য়ুফ্রেটিস্তীর হইতে ইজিপ্ত পর্য্যন্ত রোম-সাম্রাজ্যসীমান্ত প্রদেশে আসিয়া পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠনাদি উপদ্রব দ্বারা তদ্দেশবাসীকে উত্যক্ত করিত, প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকেরা সেই বর্ব্বরতুল্য জাতিকে "সারাসেনী" আখ্যা প্রদান করেন। তৎপরে ইস্লাম ধর্ম্ম বিস্তারের পর, সেই আরবদেশবাসীকে খৃষ্টজগতের শত্রু জানিয়া খৃষ্টানয়ুরোপবাসীরা সকলেই তাহাদিগকে "সারাসেন" আখ্যায় অভিহিত করিবে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যসীমান্তবাসী নিরন্তর উপদ্রবকারী জাতিকে রোমকগণ কেন সারাসেন বলিয়া অভিহিত করিতেন, তাহার সন্তোষজনক কোন ইতিবৃত্তই রোমের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। [মুসলমান শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সারি (পুং স্ত্রী) সরতীতি স্ব-ইন্। পাশক। পাশগুটিকা।

সারিক (পুং) পক্ষিবিশেষ, সালিক পাখী।

সারিকা (স্ত্রী) সরতি গচ্ছতীতি স্ব-ণ্বুল্-টাপ্। পক্ষিবিশেষ। চলিত শালিক পাখী। পর্য্যায়—পীতপাদা, গোরাটী, গোকিরাটিকা, শারিকা, সারী, শারী, চিত্রলোচনা, মধুরালাপা, দূতী, মেধাবিনী, গোবাণ্ডিকা, গোকিরাটী, গোরিকা ও কলহপ্রিয়া। (রাজনি°)

সারিকামুখ (পুং) কীটবিশেষ। (সুশ্রুত)

সারিকাবন (ক্লী) সারিকাবহুল বন।

সারিণী (স্ত্রী) সরতীতি স্ব-ণিনি-ঙীষ্। ১ সহদেবী। ২ কার্পাসী। ৩ দুরালভা। ৪ কপিলশিংশপা। ৫ প্রসারিণী। ৬ রক্ত-পুনর্নবা।

সারিন্ (ত্রি) অনুসরণকারী। পশ্চাদ্গমনকারী।

সারিফলক (পুং) শারি, অক্ষোপকরণ, পাশকাদির বল, গুটিকা।

সারিমেজয় (পুং) অরিমেজয় (শ্বফল্কের পুত্র) সহিত।

সারিব (পুং) শালী, ষষ্টিকা।

সারিবা (স্ত্রী) লতাবিশেষ, চলিত অনন্তমূল, হিন্দী গৌরিয়া সাউ। এই ব্রততীর পত্র জম্বুর ন্যায় এবং দুগ্ধগর্ভা, অর্থাৎ ইহার আটা দুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ। পর্য্যায়—শারদা, গোপী, গোপ-কন্যা, গোপবল্লী, প্রতানিকা, লতা, আস্ফোতা, কাষ্ঠশারিবা, গোপা, উৎপলসারিবা, অনন্তা, শারিবা, শ্যামা। গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও পিত্তনাশক। এই সারিবা দুই প্রকার শারিবা ও কৃষ্ণ-সারিবা। এই কৃষ্ণসারিবা ইন্দ্রজম্বুর ন্যায় পত্রবিশিষ্ট, সুগন্ধা ও কলসণ্টা এই নামেও প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—কৃষ্ণমূলী, কৃষ্ণা, চন্দন-সারিবা, ভদ্রা, চন্দনগোপা, চন্দনা, কৃষ্ণবল্লী। হিন্দী কাবয়াসাউ, চলিত শ্যামলতা। গুণ—ত্রিদোষনাশক, তিক্ত ও কটুরস। (রাজনি°)

"সারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাসকাসামবিষনাশনং॥
দোষত্রয়াস্রপ্রদরজ্বরাতিসারনাশনং॥" (ভাবপ্রকাশ)

এই দুই প্রকার সারিবাই স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আম ও বিষনাশক, ত্রিদোষ, অস্র, প্রদর, জ্বর ও অতিসারনাশক। সারিবা বিশেষরূপে রক্ত-পরিষ্কারক। সালসা ব্যবহারকালে ইহার সহিত সেবন করিতে হয়। [অনন্তমূল দেখ]

সারিবাদিগণ (পুং) বৈদ্যকোক্ত সারিবা প্রভৃতি দ্রব্যগণ-বিশেষ। এই গণ যথা—সারিবা, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মধুকপুষ্প, ও বেণামূল। এই গণ পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর, ও দাহরোগের শান্তিকর। (সুশ্রুত)

সারিবাদ্বয় (ক্লী) দুই প্রকার সারিবা, অনন্তমূল ও শ্যামালতা।

সারিন্দা, (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহার সমুদয় অঙ্গ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। ইহার ধ্বনিকোষ কিয়দংশ চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং কতকাংশ শূন্য থাকে, এই বাদ্যযন্ত্রে অশ্বপুচ্ছের কেশনির্ম্মিত তিনটী তার তিনটী কীলকে আবদ্ধ থাকে।

সারিষ্ট (ত্রি) সর্ব্বসুন্দর। যাহা ইষ্টের শ্রেষ্ঠ।

সারিসৃক্ক (পুং) ঋগ্বেদের ১০।১৪২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সারী (স্ত্রী) সারি বা ঙীষ্। ১ সারিকা পক্ষিণী। ২ পাশক, পাশা। (শব্দরত্না°) ৩ সপ্তলা। (রাজনি°)

সারূপ (ক্লী) সরূপ-অণ্। সরূপতা, সমানরূপতা, তুল্যরূপতা।

সারূপবৎস (ক্লী) স্বরূপবৎসা গাভীর দুগ্ধ।
(কৌষিতকীব্রা° ১৬।১২)

সারূপ্য (ক্লী) সরূপস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে এক প্রকার মুক্তি। যে মুক্তিতে ঈশ্বরের সহিত তুল্যরূপ হওয়া যায়, তাহাকে সারূপ্য মুক্তি কহে। [মুক্তি ও সাযুজ্য দেখ]
২ সমানরূপতা, তুল্যরূপত্ব, একরূপতা।

"বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
বেশবাক্‌বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচরেদিহ॥" (মনু ৪।১৮)

মনু বলিয়াছেন যে আপনার যেরূপ বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণে ধন, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন, ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা, বেশ-ভূষা, বাক্য ও বুদ্ধিকে তৎসারূপ্য অর্থাৎ তদনুরূপ করিয়া ইহ-লোকে বিচরণ করিতে হইবে।

সারূপ্যতা (স্ত্রী) সারূপ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সারূপ্যতা, তুল্যরূপতা।

সারেশ্বর পণ্ডিত, লিঙ্গপ্রকাশ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ইনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

সারোদ্ধার (পুং) সারস্য উদ্ধারঃ। সারের উদ্ধার, সারগ্রহণ। ২ বৈদ্যকগ্রন্থবিশেষ।

সারোপ (ত্রি) আরোপেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আরোপের সহিত বর্ত্তমান, আরোপযুক্ত, আরোপবিশিষ্ট।

সারোপা (স্ত্রী) লক্ষণাশক্তিবিশেষ। সারোপলক্ষণা। "আরোপাধ্য-বসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা।" (সাহিত্যদ° ১৷১৬)

যে স্থলে আরোপ ও অধ্যবসান দ্বারা লক্ষণা হয়, সেই স্থানে সারোপা ও সাধ্যবসানিকা লক্ষণা বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং সারোপা স্থলে একমাত্র আরোপ দ্বারাই এই লক্ষণা হয়। "আয়ু-র্ঘৃতং।" এইস্থলে ঘৃতে আয়ুর আরোপ হইয়াছে, এই লক্ষণা-শক্তির দ্বারা বোধ হইতেছে যে, ঘৃত ভোজন করিলে আয়ু বর্দ্ধিত হয়। [লক্ষণা দেখ।]

সারোষ্ট্রিক (পুং) সারোষ্ট্রে দেশে ভবঃ সারোষ্ট্র-ঠঞ্। বিষ-ভেদ। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"সারোষ্ট্রঃ দেশভেদঃ তত্র ভবঃ সারো-ষ্ট্রিকঃ ঢথে কাদিতি দ্বিতকঃ' (ভরত)

সার্কণ্ডেয় (পুং) সৃকণ্ডু অপত্যার্থে (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঠক্। সৃকণ্ডুর গোত্রাপত্য।

সার্গল (ত্রি) অর্গলেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অর্গলের সহিত বর্ত্তমান, অর্গলযুক্ত। অর্গলবিশিষ্ট।

সার্গিক (ত্রি) সার্গায় প্রভবতি (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সর্গকারী, সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

সার্ঙ্গী (স্ত্রী) সারঙ্গী, বাদ্যভেদ।

সার্চ্চিস্ (ত্রি) অর্চ্চিষা সহ বর্ত্তমানঃ। অর্চ্চির সহিত বর্ত্তমান, সতেজস্ক, তেজোযুক্ত।

সার্জ (পুং) সর্জিকা, সর্জরস, চলিত ধুনা। (রত্নমালা)

সার্জনাক্ষি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (প্রবরাধ্যায়)

সাঞ্জ'য় (পুং) সৃঞ্জয় অপত্যার্থে অঞ্। ১ সৃঞ্জয়ের গোত্রাপত্য। ২ সহদেব। (ঐত° ব্রা° ৭।৩৪)

সার্থ (পুং) সরতীতি সৃ (সর্ত্তেণিচ্চ। উণ্ ২।৪) ইতি থন্, সচ ণিৎ। ১ জন্তুসজ্ঘ। (অমর) ২ বণিক্‌সমূহ। (রঘু ১৭।৬৪) ৩ সমূহমাত্র। (মেদিনী) (ত্রি) অর্থেন সহ বর্ত্তমানঃ। ৪ অর্থের সহিত বর্ত্তমান, অর্থযুক্ত, অর্থ-বিশিষ্ট।

"সার্থঃ প্রসবতো নিত্যং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্‌মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সার্থক (ত্রি) সার্থএব কন্। অর্থের সহিত বর্ত্তমান, অর্থযুক্ত। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে শব্দান্তরকে কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া যে স্থলে অর্থবোধ-কারক হয়, তাহাকে সার্থক কহে। ইহা তিন প্রকার প্রকৃতি, প্রত্যয় ও নিপাত। প্রকৃতি, প্রত্যয় ও নিপাত এই তিনটাই কাহাকে অপেক্ষা না করিয়াও অর্থের বোধকারক হইয়া থাকে।

"শব্দান্তরমপেক্ষ্যৈব সার্থকঃ সার্থবোধকৃৎ।
প্রকৃতিঃ প্রত্যয়শ্চৈব নিপাতশ্চেতি স ত্রিধা॥" (শব্দশক্তি')

সার্থধর (পুং) বণিক্‌দলনেতাবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৫৬।২ ৬)

সার্থপতি (পুং) সার্থবাহ, বণিক্।

সার্থপাল (পুং) বণিক্‌দলনেতা। (মার্ক° পু° ১৯।১০)

সার্থভৃৎ (পুং) সার্থং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। সার্থবাহ, বণিক্।

সার্থবৎ (ত্রি) সার্থ মতুপ্ মস্য ব। অর্থযুক্ত, যথার্থ।

সার্থবাহ (পুং) সার্থং বহতীতি বহ-অণ্। বণিক্। (অমর)

সার্থবাহন (পুং) সার্থবাহ। (কথাসরিৎসা° ৫৯।৪৪)

সার্থসঞ্চয় (ত্রি) অর্থসঞ্চয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অর্থসঞ্চয়ের সহিত বর্ত্তমান, অর্থসঞ্চয়যুক্ত, অর্থসঞ্চয়বিশিষ্ট।

সার্থিক (ত্রি) সার্থে-স্থিত। (ভাগবত ৫।১৩।২) 'সার্থিকং সার্থে স্থিতং' (স্বামী) ২ সফল, সার্থক।

সার্দাগব (পুং) সৃদাগু গোত্রাপত্যার্থে অঞ্। সৃদাগুর গোত্রাপত্য।

সার্দ্র (ত্রি) আর্দ্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আর্দ্র, আর্দ্রতাযুক্ত, ভিজা।

সার্দ্ধ (ত্রি) অর্দ্ধেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ অর্দ্ধযুক্ত, অর্থবিশিষ্ট। ২ সহিত, সহার্থ। এই শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইয়া 'সার্দ্ধম্' এইরূপে ব্যবহার হয়। এই শব্দ সহার্থক সুতরাং ব্যাকরণ মতে এই শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে।

"সুশর্ম্মা ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যুদ্ধার্থী পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ।" (ভারত ৭।২৭।২)

সার্দ্ধবার্ষিক (ত্রি) অর্দ্ধবর্ষব্যাপী (ব্রত)। (মনু ১১।১২৩ কুল্লূক)

সার্প (পুং) সর্প-স্বার্থে অঞ্। সর্প শব্দার্থ।

সার্পাজ্ঞ (ত্রি) সর্পরাজ্ঞী নাম্নী স্ত্রীমন্ত্রদ্রষ্ট্রীরচিত বা তৎসম্বন্ধীয়।

সার্পাকব (পুং) সৃপাকু অপত্যার্থে বিদাদিত্বাৎ অঞ্। (পা ৪।১।১০৪) সৃপাকুর গোত্রাপত্য।

সার্পাকবায়ন (পুং) সার্পাকব হরিতাদিত্বাৎ ফক্। (পা ৪।১।১০০) সার্পাকবের গোত্রাপত্য।

সার্পিষ (ত্রি) সর্পিষোঽয়ং সর্পিষা সংস্কৃতো বা সর্পিস্-অণ্। ১ সর্পিস্‌সম্বন্ধী, ঘৃত সম্বন্ধীয়। ২ ঘৃত দ্বারা সংস্কৃত বস্তু।

সার্পিষ্ক (ত্রি) সর্পিষা সংস্কৃতঃ 'তেন সংস্কৃতং' ইতি ঠক্। সর্পিঃ দ্বারা সংস্কৃত বস্তু। (হেম)

সার্প্য (পুং) সর্পো দেবতা অস্য, ষ্যঞ্। ১ অশ্লেষা নক্ষত্র।

"পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ॥"
(রামায়ণ ১।১৮।১৫)

(ত্রি) সর্পস্যায়মিতি অণ্। ২ সর্পসম্বন্ধী।

সার্ব্ব (পুং) সর্ব্বস্মৈ হিতায় সর্ব্ব (সর্ব্বপুরুষাভ্যাং ণঢঞৌ। পা ৫।১।১০) ইতি ণ। ১ বুদ্ধ। ২ জিন। (হেম) ইঁহারা সকলেরই হিতকারক ছিলেন এই জন্য ইহাদের নাম সার্ব্ব। (ত্রি) ২ সর্ব্বসম্বন্ধী।

সার্ব্বকর্ম্মিক (ত্রি) সর্ব্বকর্ম্মকারী।

সার্ব্বকামসমৃদ্ধ (ত্রি) কর্ম্মমাসের ষষ্ঠদিন।

সার্ব্বকামিক (ত্রি) সকল কামনাভব, যাহা সকল প্রকার কামনা করিয়া করা হয়। (ভাগবত ৬।১৯।২)

সার্ব্বকাল (ত্রি) সর্ব্বকাল-অণ্। সর্ব্বকালভব, যাহা সকল কালেই হয়।

সার্ব্বকালিক (ত্রি) সর্ব্বকালভব, যাহা সকল কালে হয়, সর্ব্বকালোৎপন্ন। "বিবাহঃ সার্ব্বকালিকঃ" (স্মৃতি) সকল কালেই বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে না, কিন্তু দোষ হইবে।

সার্ব্বকেশ্য (ত্রি) সর্ব্বকেশ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বক্রতুক (ত্রি) সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞকারী।

সার্ব্বগুণিক (ত্রি) সর্ব্বগুণভব, সকল গুণসম্বন্ধী।

সার্ব্বচর্ম্মীণ (ত্রি) সর্ব্বচর্ম্মণা কৃতঃ সর্ব্বচর্ম্মন্ (সর্ব্বচর্ম্মণঃ কৃতঃ খখঞৌ। পা ৫।২।৫) ইতি খঞ্। সকল চর্ম্মনির্ম্মিত। এই অর্থে খ করিয়া 'সর্ব্বচর্ম্মীণ' এইরূপ পদ হয়।

সার্ব্বজনিক (ত্রি) সর্ব্বজনায় হিতঃ (সর্ব্বজনাৎ ঠঞ্-খশ্চ। পা ৫।১।৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠঞ্। সকলজনহিত, সকললোকের ইষ্টসাধক। সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত। ২ সর্ব্বলোকবিদিত।

সার্ব্বজনীন (ত্রি) সর্ব্বজনায় হিতঃ সর্ব্বজন-খ (পা ৫।১।৮) সার্ব্বজনিক, সকল লোকের হিতকারক।

সার্ব্বজন্য (ত্রি) সর্ব্বজন-ষ্যঞ্। ১ সকল জন সম্বন্ধীয়। ২ সকল লোকের হিতকারক। (বৃহৎসংহিতা ৭৫।৮)

সার্ব্বজ্ঞ (ক্লী) সর্ব্বজ্ঞ ভাবে অণ্। সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম।

সার্ব্বজ্ঞ্য (ক্লী) সর্ব্বজ্ঞ ভাবে ষ্যঞ্। সর্ব্বজ্ঞত্ব।

সার্ব্বত্রিক (ত্রি) সর্ব্বত্রব্যাপী, সকল স্থানে স্থিত, যিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, সকল স্থানের উপযুক্ত।

সার্ব্বধাতুক (ত্রি) সার্ব্বধাতু-কন্। সকলধাতু সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বনাম্ন্য (ক্লী) বহুসংখ্যক নাম।

সার্ব্বভট্ট ভৌমাচার্য্য (পুং) গ্রন্থকারভেদ। ইনি সার্ব্বভৌমাচার্য্য বা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামেই বিখ্যাত ছিলেন।

সার্ব্বভৌতিক (ত্রি) সর্ব্বভূতনির্ম্মিত। সর্ব্বভূত সম্বন্ধীয়।
"ত্রিবিধস্ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃ সংসারঃ সার্ব্বভৌতিকঃ॥" (মনু ১২।৫১)

সার্ব্বভৌম (পুং) সর্ব্বভূমৌ বিদিতঃ (তত্র বিদিত ইতি চ। পা ৫।১।৪৩) ইত্যণ্। ১ উত্তরদিক্‌গজ। (অমর) ২ সকল ভূমীশ্বর, যিনি সকল ভূমির অধিপতি, তাহাকে সার্ব্বভৌম কহে। পর্য্যায়—চক্রবর্ত্তী, একজন্মা, নৃপাগ্রণী। (শব্দরত্না°)

৩ বিদূরথপুত্র। (ভাগবত ৯।২২ অ°)

৪ পুরুবংশীয় অহংযাতিরাজপুত্র। অহংযাতি কৃতবীর্য্যদুহিতা ভানুমতীকে বিবাহ করেন। এই ভানুমতীর গর্ভে সার্ব্বভৌমের জন্ম হয়। মহাভারতে আদিপর্ব্ব ৯৫ অধ্যায়ে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। (ত্রি) ৫ সকল ভূমি সম্বন্ধীয়।

সর্ব্বজন পরিচিত, ইংরাজী ভাষায় "known all over Europe." বলিলে যাহা বুঝায়, সার্ব্বভৌম বলিলে ঠিক সেইরূপ ভাব প্রকাশ করে। নারায়ণ, রঘুনাথ, রামচন্দ্র, রামভদ্র, বাসুদেব প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিতাবশতঃ সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম, ১ স্মৃতি-গ্রন্থরাজপ্রণেতা। ২ সপ্তর্ষিচার ও সূর্য্য-সিদ্ধান্তটীকা-রচয়িতা। ৩ একজন প্রাচীন কবি। ইনি স্বীয় গ্রন্থে অনঙ্গভীম নামে এক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। এই অনঙ্গভীম সম্ভবতঃ উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গভীম দেব হইবেন। ৪ ভানুদত্তার গর্ভে সংযাতির পুত্র। (নৃসিংহপু° ২৮।১০)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ১ চৈতন্যদ্বাদশ নাম স্তোত্ররচয়িতা।
[বাসুদেব সার্ব্বভৌম দেখ]
২ পদ্মাবলীধৃত একজন কবি। ৩ অদ্বৈতমকরন্দপ্রণেতা।

সার্ব্বভৌম মিশ্র, ভুবনপ্রদীপিকা নামক অভিধানপ্রণেতা।

সার্ব্বভৌম ব্রত, ব্রতবিশেষ। (বরাহপু°)

সার্ব্বযজ্ঞিক (ত্রি) সকল প্রকার যজ্ঞ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বরৌগিক (ত্রি) সকল প্রকার রোগ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বলৌকিক (ত্রি) সর্ব্বলোকে বিদিতঃ (লোক সর্ব্বলোকাৎ ঠঞ্। পা ৫।১।৪৪) ইতি ঠঞ্। সর্ব্বজন বিদিত, সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত।
"জিগায় তস্য হস্তারং স রামঃ সার্ব্বলৌকিকঃ॥" (ভট্টি ৫ সঃ)
২ সকল লোক সম্বন্ধীয়।

সার্ব্ববর্ণিক (ত্রি) ১ সর্ব্ব প্রকার ব্যঞ্জনাদিযুক্ত।

"সার্ব্ববর্ণিকমন্নাদ্যং সন্নীয়াপ্লাব্য বারিণা।" (মনু ৩।২৪৪)

'সার্ব্ববর্ণিকমিতি, বর্ণশব্দঃ প্রকারবাচী, সর্ব্বপ্রকারমন্নাদিক-ব্যঞ্জনাদিভিরেকীকৃতা' (কুল্লূক)

২ সকল বর্ণ সম্বন্ধীয়, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্ববর্ম্মিক (ত্রি) সর্ব্ববর্ম্মপ্রোক্ত।

সার্ব্ববিদ্য (ক্লী) সর্ব্ববিদ্যাযুক্ত। সর্ব্ববিদ্যা।

সার্ব্ববিভক্তিক (ক্লী) সকল বিভক্তি সম্বন্ধীয় 'সার্ব্ববিভক্তিক-স্তসিল্' (ব্যাকরণ) সকল বিভক্তি সম্বন্ধে অর্থাৎ সকল বিভক্তিতেই তসিল্ প্রত্যয় হয়।

সার্ব্ববেদস (ত্রি) সর্ব্ববেদস, কৃতসর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ যাগ, যিনি সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছেন। 'সর্ব্বং ধনং বেদয়তি নিবেদয়তি ঋত্বিগ্ভ্যঃ' ইতি বিদ্-ণিচ্ অসুন্, সর্ব্ববেদস্-অণ্ সার্ব্ববেদসঃ (ভরত)

"সান্তানিকং যক্ষ্যমাণমধ্বগং সার্ব্ববেদসং। (মনু ১১।১)

'সার্ব্ববেদসো বিশ্বজিতি সর্ব্বস্বং দক্ষিণাত্বেন দত্তবান্, নতু প্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থং' (মেধাতিথি)

সার্ব্ববেদ্য (পুং) সর্ব্ববেদং বেত্তীতি সর্ব্ববেদ-ষ্যঞ্। সর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সর্ব্ববেদবিৎ।

সার্ব্ববৈদিক (ত্রি) ১ সর্ব্ববেদ সম্বন্ধীয়। সর্ব্ববেদজ্ঞ।

সার্ব্বসেন (পুং) পঞ্চরাত্রভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১০।১।২৭)

সার্ব্বসেনি (পুং) ১ শৌচেয়ের বংশোপাধি। ২ যোদ্ধৃগণ।

সার্ব্বসেনীয় (পুং) সর্ব্বসেনির রাজা।

সার্ব্বসেনী (পুং) ১ ভরতের কন্যা সুনন্দার বংশোপাধি।

সার্ব্বসেন্য (ত্রি) সর্ব্বসেন সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বায়ুষ (ত্রি) সর্ব্বায়ুস্-অণ্। সকল আয়ুঃসম্বন্ধীয়।

সার্ষপ (ত্রি) সর্ষপস্যায়মিতি সর্ষপ-অণ্। সর্ষপ সম্বন্ধীয় শাক তৈলাদি। সরিষার তৈল।

"ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।
অদুষ্টং পক্কতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেষু নিত্যশঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ঘৃত, সরিষার তৈল, এবং পুষ্পবাসিত তৈল, ফুলেল তৈল, এবং অদৃষ্টপক্কতৈল প্রতিদিন স্নানাভ্যঙ্গে ব্যবহার করিবে।

সার্ষ্ট´ (ত্রি) সার্ষ্টি´, মুক্তিভেদ।

সার্ষ্টি´ (স্ত্রী) পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে এক প্রকার মুক্তি, সমানৈশ্বর্য্য, যে মুক্তিতে ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

সার্ষ্টি´তা (স্ত্রী) সার্ষ্টি´ভাবে তল্। সার্ষ্টির ভাব বা ধর্ম্ম, সমান গতিত্ব, সমানৈশ্বর্য্যত্ব।

"ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টি´তাং।" (মনু ৪।২৩২)

'ব্রহ্মসার্ষ্টি´তা অর্ষণমৃষ্টিঃ সমা ঋষ্টির্য্যস্য সার্ষ্টিঃ, ছান্দসত্বাৎ সমানস্য সভাবঃ, ঋষী গতৌ অর্ষণং বা সার্ষ্টি´ঃ, তত্ত্বা সার্ষ্টি´তা, উভয়থাপি ব্রহ্মণঃ সমানগতিত্বং' (মেধাতিথি)

সার্সা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খেড়া জেলার আনন্দ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। খেড়ানগর হইতে ২৮ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৭´ পূঃ। এই নগর স্থানীয় কার্পাসবাণিজ্যের কেন্দ্র।

সাল (পুং) সল্যতে ইতি সল গতৌ ঘঞ্। ১ শাল মৎস্য, সালমাছ। (ভরত) ২ বৃক্ষমাত্র। ৩ প্রাকার। ৪রাল। (রাজনি°) সারো হস্তাত্রেতি অচ্, রস্য ল। ৫ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, সালগাছ, এই বৃক্ষের প্রায় সকলই সার এইজন্য ইহার নাম সাল হইয়াছে। হিন্দী সখুয়া, পর্য্যায় সর্জ্জ, সর্জ্জরস, কলকলজলোদ্ভব, বল্লীবৃক্ষ, ক্ষীরপর্ণ, রাল-কার্য্য (কোন কোন পুস্তকে রাল ও কার্য্য এই দুইটী পৃথক্‌রূপে দেখিতে পাওয়া যায়; অজকর্ণক, বস্তকর্ণ, কষায়ী, ললন, গন্ধ-বৃক্ষক, বংশ, রালনির্য্যাস, দিব্যসার, সুরেষ্টক, শূর, অগ্নিবল্লভ, যক্ষধূপ, সিদ্ধিক। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, হিম, স্নিগ্ধ; অতিসার, পিত্ত, অস্রদোষ, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিস্ফোট ও বাতনাশক। (রাজনি°)

ভারতের পার্ব্বত্যপ্রদেশ মাত্রেই সালবৃক্ষ জন্মে, তবে কোন কোন পর্ব্বত ও তাহার সানুদেশ সালবৃক্ষে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। আবার কোন কোন স্থলে পার্ব্বত্য ক্রমোচ্চ ভূমিতে বহুদূর বিস্তৃত সালবন বিরাজিত দেখা যায়। ভারতবর্ষের যে যে স্থানে সালবৃক্ষ জন্মে, নিম্নে তত্তদ্‌স্থানের নাম দেওয়া গেল—

অম্বালা, আসামপ্রদেশ, অযোধ্যা, বালাঘাট, বালেশ্বর, বামড়া, বাঁকুড়া, বর্দ্দিবার, বাঙ্গালা, বিজনৌর, বিলাসপুর,বৌউদ, বোনাই, বোরাসম্বার, বুন্দী, মধ্যপ্রদেশ, চঙ্গভাকর, চিরাঙ্গদ্বার, কটক, দার্জ্জিলিঙ্গ, দেনবা, দেওরী, দিনাজপুর, পূর্ব্বদ্বার, গঞ্জাল, গারোহিল, গিলগাঁও, গিরিধারনদীতট, গুক-মারী, গোণ্ডা, গোরখপুর, হিমালয়পর্ব্বতমালা, হোসঙ্গাবাদ, জলপাইগুড়ি, জয়পুর, জীরা, জিরঙ্গ, কালেশ্বর, কামরূপ, কাম-তারানলো, কাঙড়া, করৌলী, কেন্দা, খণ্ডপাড়া, খেরি, কোরিয়া, কুক্‌ড়া, মৈলানী, কুলসী, কুমায়ুন, লখিপুর, লৌন, লোহারডাগা, লোহিসং, মধুপুর, মান্দ্রাজ, মহানদীতীর, মাইকল শৈলশ্রেণী, মালকানগিরি, মানভূম, মণ্ডলা, সাতাইথার, মিলমিলিয়া, মু[illegible]র, নেপাল, নিবারী, নীলগিরিপর্ব্বত, নওগাঁ, পাঁচমাড়ী, প[illegible]খেবা, পাললহরা, পলতান, পটনারাজ্য, ফুলঝর, প্রতাপগ[illegible] পঞ্জাব, পুরী, রায়গড়, রায়পুর, রাইরাখাল, রামপুর, (ম[illegible] প্রদেশ), রঙ্গপুর, রেবা, সাহল্লানগর, শালনদীর তীরদেশ, [illegible]সম্বলপুর, সাওতাল পরগণা, সাওলীগড়, সরগুজা, শাহজাহানপু[illegible] সিবনী, সিংহভূম, সিঙ্গুলা শৈলমালা, শিরমুর, শিবালিক প[illegible]তমালা, বিশাখপত্তন ও যুক্তপ্রদেশের নানাস্থান।

সালকাঠে কড়ি বরগা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। পাতাও অনেকে ব্যবহার করে এবং বৃক্ষনির্য্যাস ধূনারূপে ব্যবহার্য্য।

সাল, মূলের পুত্র। (জৈন হরি° ১৭।৩)

সালকি (পুং) মুনিবিশেষ।

সালক্তক (ত্রি) অলক্তকেন সহ বর্ত্তমানং। অলক্তকের সহিত বর্ত্তমান, অলক্তকযুক্ত। অলক্তকবিশিষ্ট।

সালক্ষণ্য (স্ত্রী) সলক্ষণ-ভাবে ষ্যঞ্। সলক্ষণতা, সলক্ষণের ভাব বা ধর্ম্ম।

সালঙ্ক (পুং) সঙ্গীতশাস্ত্র মতে রাগের প্রকারবিশেষ। যে রাগ অন্য কোন রাগের সহিত মিশ্রিত না হইয়া অন্য রাগের আভাসযুক্ত হয়, তাহাকে সালঙ্ক কহে।

সালঙ্কটঙ্কটা (স্ত্রী) রাক্ষসীভেদ। বিদ্যুৎকেশির পত্নী। (রামায়ণ ৭।৪।২৩) এই শব্দে তালব্য এবং দন্ত্য এই দুই সকারই দেখিতে পাওয়া যায়।

সালঙ্কায়ন (পুং) মুনিভেদ। এই শব্দ তালব্য ও দন্ত্য দুই সকারই হয়।

সালঙ্কার (ত্রি) অলঙ্কারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অলঙ্কারযুক্ত, অলঙ্কার-বিশিষ্ট, অলঙ্কারভূষিত।

সালগম (দেশজ) কন্দভেদ। (Brassica rapa)

সালগম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র শীতকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সালগমের কচি কচি পাতা অন্যান্য শাকের ন্যায় রন্ধন করিয়া ভোজন করা হয়। ইহার শ্বেতবর্ণ গোলাকার চ্যাপ্টা মূল রন্ধন করিলে অতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। ওল কপির ন্যায় প্রথমে হাপরে ইহার চারা প্রস্তুত করিয়া, পরে ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। ইহার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল তৈয়ার হয়।

সালচন্দ্র (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ।

সালজ্য (স্ত্রী) ব্রহ্মসংস্থানভেদ।

সালবল, জনপদভেদ। (তারনাথ)

সালম্বন (ত্রি) আলম্বনেন সহ বর্ত্তমানঃ। আলম্বনের সহিত বর্ত্তমান, স্বকীয় আলম্বনের সহিত, আলম্বনযুক্ত, আলম্বনবিশিষ্ট।

সালন (পুং) সালঃ কারণত্বেনাস্ত্যস্যেতি প্রমাদিত্বাৎ। সর্জ্জরস।

সালনির্য্যাস (পুং) সালস্য নির্য্যাসঃ। সর্জ্জরস, ধূনা। (রত্নমালা)

সালপর্ণী (স্ত্রী) সালস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ, ঙীষ্। সালপানী, সালপর্ণী এই শব্দে তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকারই হয়। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে যদি পৃশ্নিপর্ণী পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে সালপর্ণী দেওয়া যাইতে পারে।

"অভাবে পৃশ্নিপর্ণ্যাশ্চ সালপর্ণীং নিয়োজয়েৎ।" (বৈদ্যকশাস্ত্র)

সালপুষ্প (ক্লী) সালস্যেব পুষ্পমস্য। স্থলপদ্ম। (শব্দরত্না°)

সালভঞ্জিকা (স্ত্রী) সারং ভনক্তীতি ভনজ্-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং রস্য ল। ১ পুত্তলিকা, পুতুল। (জটাধর) এই শব্দে তালব্য দন্ত্য দুই সকারই হয়।

সালর মসাউদ গাজী, একজন মুসলমান যোদ্ধা ও সাধুপুরুষ। ইনি যুক্তপ্রদেশে গাজী মিঞা নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ইস্লাম ধর্ম্মবিস্তারের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ নগরে ইহার সমাধি বিদ্যমান আছে। ইনি সালর সাহুর পুত্র এবং গজনী-পতি সুলতান মামুদের ভাগিনেয়। ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে (৪২৪ হিঃ) মসাউদ গাজী আপনার মাতুলের পক্ষে মুসলমান-সেনার নায়ক হইয়া বরাইচের একটী প্রসিদ্ধ হিন্দুমন্দির অধিকারে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে তথাকার হিন্দুগণ বিশেষ উৎসাহে মুসলমানের অত্যা-চারদমনে অগ্রসর হন। হিন্দুগণ চারিদিক্ হইতে মুসলমান সেনাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকে। এই যুদ্ধে হিন্দুর হস্তে সালর মসাউদ ও তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল সমূলে নিহত হয়। এ সময়ে সালর মসাউদ ১৯শ বর্ষীয় যুবক মাত্র।

উক্ত ঘটনা স্মরণার্থ বরাইচের লোকেরা প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম রবিবারে একটী উৎসব করে। ঐ উৎসবের শেষ দিনে সকলেই ঘুড়ি উড়াইয়া আমোদ আহ্লাদে দিন যাপন করিয়া থাকে।

সালর শাহু, একজন মুসলমান সেনাপতি। গজনী-পতি মামুদের ভাগিনীপতি ও সালর মসাউদের পিতা, ইনি অযোধ্যা-প্রদেশের বারবাঙ্কি জেলার সত্রিখ নগর আক্রমণ করেন। এই স্থানেই সালর শাহুর মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে বা আস্তানায় প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে প্রায় ১৮ হাজার লোক সমবেত হয়।

সালবাই, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। গোয়ালিয়র দুর্গ হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অব-স্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৯´ পূঃ। মধুরাও বল্লালের মৃত্যুর পর পেশবা পদ লইয়া মহারাষ্ট্রসমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে এখানে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের সহিত সমবেত-মরাঠা-শক্তির একটী সন্ধি হয়, উহা সালবাইর সন্ধি নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে মহারাষ্ট্র অধিকারভুক্ত বসাই ও অন্যান্য যে সকল প্রদেশ ইংরাজগণ যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা পেশবাকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং পেশবাও মহারাষ্ট্রপক্ষ হইতে ইংরাজদিগকে সালসেট, এলিফাণ্টা (গাড়াপুরী), করঞ্জ ও বোম্বাই সহরের অদূরবর্ত্তী হগদ্বীপ ছাড়িয়া দেন। ঐ সন্ধির তৃতীয় প্রস্তাব মতে বৃটীশরাজ ভরোচনগর পরগণার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হন।

ইংরাজরা পশ্চাৎ্তরে ঐ সম্পত্তি সিন্দেরাজকে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। সিন্দেরাজ পূর্ব্বপূর্ব্ব যুদ্ধে ইংরাজদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। ঐ সম্পত্তি সিন্দেরাজকে দানকালে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার রাজত্বমধ্যে নির্ব্বিরোধে বাণিজ্য করিবার একটী ব্যবস্থাও সর্ত্তমধ্যে নিবেশিত করিয়া লইয়াছিলেন।

সালরস (পুং) সালস্ত রসঃ। রাল, ধুনা। (রাজনি°)

সালবন (স্ত্রী) সালস্য বনং। ১ সালবৃক্ষের বন। যে বনের অধিকাংশ বৃক্ষই সাল, তাহাকে সালবন কহে।

২ বৃন্দাবনের মধ্যে বনভেদ।

সালবাহন (পুং) সালঃ তন্নামা যক্ষো বাহনং যস্ত। শালিবাহন-রাজ, সাতবাহন। [শালিবাহন শব্দ দেখ]

সালবেষ্ট (পুং) সালস্ত বেষ্টঃ নির্য্যাসঃ। ধুনক, ধুনা।

সালশৃঙ্গ (ক্লী) সালস্ত শৃঙ্গমিব। প্রাচীরাগ্র,পাচিলের অগ্রভাগ।

সালস (ত্রি) অলসেন সহ বর্ত্তমানঃ। অলসতাযুক্ত, আলস্তবিশিষ্ট।

সালসা (ইংরাজী) ভেষজাদির কাথ দ্বারা প্রস্তুত, রক্তপরিষ্কারক ঔষধবিশেষ। ইহা কখন আসবাকারে, কখন বা মিশ্রিত ঔষধ-সমূহ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সার্সাপেরেলা (Sarsaperilla) শব্দের সার্সা পদের সংক্ষেপ অভিব্যক্তিতে সালসা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সালশেট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার একটী উপবিভাগ এবং বোম্বাই সহরের উত্তরনিকটস্থ একটী বৃহদাকার দ্বীপ। ভাণ্ডারা হইতে উত্তরে বসাই সহরের সমুদ্রখাড়ি পর্য্যন্ত প্রায় ১৬ মাইল বিস্তৃত এবং বোম্বাই নগরের সহিত সেতুদ্বারা সংযুক্ত। অক্ষা° ১৯°২´৩০´´ হইতে ১৯°১৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫১´ ৩০´´ হইতে ৭৩°৩´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২৪১ বর্গমাইল।

এই দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে উত্তরদক্ষিণে লম্বভাবে একটী শৈলশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ শৈলমালা বিশেষ উচ্চ না হইলেও দ্বীপের অধিকাংশ মধ্যভাগকে অধিত্যকায় পূর্ণ রাখিয়াছে। কার্লির নিকটবর্ত্তী স্থানে সমতল প্রান্তরে মিশিয়া গিয়াও এই শৈল দ্বীপের সর্ব্বদক্ষিণে ট্রোম্বে নামক নগরসন্নিকটে পুনরায় উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই শৈল-মালার মধ্যস্থলে ঠানাশৃঙ্গ ১৫৩০ ফিট্ ও দ্বীপের উত্তরাংশে আর একটী গণ্ড শৈল দৃষ্ট হয়, উহার শিখরদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০০ ফিট উচ্চ। এই মধ্য পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অনেক গুলি শাখা পশ্চিমাভিমুখে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে মধ্যে যে সকল নিম্ন সমতলভূমি আছে, তাহা সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে বিধৌত হইয়া এক একটী খাড়ির মত হইয়াছে। উক্ত উপবিভাগের উত্তরপশ্চিমস্থিত তরঙ্গাঘাতে বিধৌত কতকগুলি অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় দেখাইতেছে

এই উপবিভাগে মিষ্টজলপূর্ণ নদী বা জলনালী নাই। স্থানীয় লোকে কূপ খনন করিয়া একরূপ মিষ্টজল পায় বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সুস্বাদু নহে। এখানে একমাত্র ধান্যেরই চাস হয়. কলায়াদি শস্য নিতান্ত অল্প। বোম্বাই সহরের বাজারে ঘাসসরবরাহ করিবার জন্য এখানকার উচ্চ অধিত্যকাভূমি রক্ষিত আছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপকূলভাগে নারিকেল ও তালগাছ যথেষ্ট দেখা যায়। শস্য-শ্যামলা ধান্যক্ষেত্রের বিস্তৃতপ্রান্তের মধ্যে বনমালার অন্তরালে উচ্চচূড় শৈলশৃঙ্গই এখানকার প্রাকৃতিক চিত্রের স্পষ্ট নিদর্শন।

এখানে পর্ত্তুগীজদিগের বাসভবনের, গির্জ্জা ঘরের, ধর্ম্মভবনের (Convents) ও উদ্যানবাটিকা প্রভৃতির যে সকল ধ্বস্ত নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই এখানকার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচায়ক এবং কণেরীর পুরাকীর্ত্তি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আদরের সামগ্রী।

সালশেট দ্বীপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইবার পর, ৫৩টী গ্রামে এবং ১৮টী ভূসম্পত্তিতে বিভক্ত হয়। ঐগুলির কতকাংশ নিষ্কর ও অপর কতকগুলির খাজনা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং পরে তাহার খাজনা বাড়াইবারও ব্যবস্থা থাকে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার এবং বোম্বে, বড়োদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া চলিয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ এই দ্বীপ অধিকার করে এবং উহা রাজা ২য় চার্লসের মহিষীর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ইংলণ্ডেশ্বরের হস্তে প্রদত্ত হয়। পর্ত্তুগীজগণ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে উহা বিবাহসম্পর্কে প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া অস্বীকার করে,কিন্তু তাহার প্রায় এক শতাব্দীপরে উহা ইংরাজদিগের অধীন হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ ক্ষীণবল পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া সালশেট দ্বীপ অধিকার করেন। ইংরাজসৈন্য ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মহারাষ্ট্রসেনাপতিকে পরাভূত করিয়া সালশেট অবরোধ ও জয় করিয়া লন। অতঃপর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সালবাইর সন্ধির পর, এই স্থান ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয়।

জীবতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব আলোচনার প্রশস্ত ক্ষেত্র এই দ্বীপ একদিন রোগের নিদানভূত জঙ্গলে পরিণত ছিল। খ্যাতনামা ফরাসী পর্য্যটক ভিক্টর জাকোমো (Victor Jacquemont) অসাধারণ অধ্যবসায়ে ঐ জঙ্গল সকল পরিষ্কার করিয়া এই স্থানকে সভ্যজাতির বাসোপযোগী করিয়াছেন, কিন্তু জঙ্গল কাটাইতে কাটাইতে তিনি স্বয়ং ঐ জঙ্গলজাত পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং তাহাতেই বোম্বাই নগরে তাঁহার জীবলীলার শেষ হয়।

পূর্ব্বকথিত কণেরীর গুহামন্দিরের স্থাপত্যশিল্প পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। কণেরীর এই সুবৃহৎ চৈত্যটী ডাঃ ফার্গুসনের মতে কার্লির সুবিখ্যাত গুহা-

মন্দিরের অবিকল নকল; কিন্তু স্থাপত্যশিল্পবিষয়ে কালির মন্দির শ্রেষ্ঠ। সালশেটদ্বীপে যে সকল পুরাকীর্ত্তি আছে, পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, উহার অধিকাংশই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে নয়টী বিহার তদপেক্ষা আরও প্রাচীনতম কালে স্থাপিত বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন। ইহা ছাড়া, সালশেটদ্বীপে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে শাক্যবুদ্ধের দণ্ড স্থাপিত হওয়ায় তৎকাল হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য সাধারণে বিদিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবক্ষে আবহমানকাল যত রাজকীয় বা সামাজিক বিপ্লব সংসাধিত হইয়া পুণ্যকীর্ত্তিসমূহের যেরূপ বিলয় ও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ভারতান্তরিত এই দ্বীপভাগে সে রাষ্ট্রবিপ্লবের ছায়া আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই। তথায় এই পুণ্যকীর্ত্তিসমূহ ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দকাল স্বীয় অক্ষয়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে এবং কালের ক্ষয়কারী শক্তিপ্রভাবে আপন শিল্পকীর্ত্তিসমূহ ক্রমিক নাশ ঘটিলেও আজি পর্য্যন্ত মনুষ্যচক্ষের অন্তরালে অন্তর্হিত হইতে পারে নাই। কালে ঐ সকল কোন কোনটী সাধারণের অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের সমাশ্রয়ে হিন্দুর গৌরবকীর্ত্তি-রূপে পরিচিত হইয়াছে। মণ্টপেজির, কন্দত্তি ও অম্বোলীর গুহামন্দিরগুলি ঐরূপে গঠিত এবং ঐগুলিকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলে উভয়ধর্ম্মের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যায় না।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই উপবিভাগে ৪টী দেওয়ানী এবং ৯টী ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। ঠানা নগর এখানকার বিচার সদর।

সালিবাহন, একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুনরপতি। ইনি শালিবাহন বা সাতবাহন নামেও পরিচিত। [ভারতবর্ষ দেখ।]

সালুবগণ্ড, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের একজন রাজা। [বিজয়নগর দেখ।]

সালুব নরসিংহ, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্যের একজন হিন্দু নরপতি। [বিজয়নগর দেখ।]

সালসার (পুং) সালভেদ। (সুশ্রুত সূ° ২৮ অ°)

সালা (স্ত্রী) সালঃ প্রাকারো হস্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। গৃহ। (ভরত) এই শব্দে তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকার-ই হয়, কিন্তু প্রায়ই এই শব্দ তালব্য শকারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

সালাকারী (স্ত্রী) যুদ্ধে পরাজিত নারী।

সালার (ক্লী) সালাং রাতীতি রা-ক। দ্রব্যরক্ষণার্থ ভিত্তিস্থ কীলক, ডাণ্ডা, খোটা, দেওয়ালের গায় কোন দ্রব্য রাখিবার জন্য যে খোটা পোতা হয়, তাহাকে সালার কহে।

সালাবৃক (পুং) সালায়াং বৃক ইব। ১ কুক্কুর। ২ শৃগাল। ৩ তরক্ষু। এই শব্দে তালব্যশকারাদিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

সালাবৃকেয় (পুং) সলাবৃকের গোত্রাপত্য।

সালিক (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

সালুর (পুং) মণ্ডূক। (শব্দরত্না°)

সালিস (আরবী) মধ্যস্থ, কোন একটী বিবাদ মীমাংসার জন্য যাহাদের উপর ভার দেওয়া যায়।

সালেয়া (পুং) মধুরিকা, মৌরী। (অমরটীকা)

সালিআনা (পারসী) জমীদার সরকারে সমস্ত খাজনা।

সালেটেক্রী, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী নিষ্কর ভূসম্পত্তি। ৩৮টী গ্রাম লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ২৮৪ বর্গ মাইল। এই সম্পত্তির অধিকাংশ স্থান পর্ব্বত ও জঙ্গলময়। শোণনদীর তীরবর্ত্তী কএকখানি গ্রাম ব্যতীত সকল স্থানই জঙ্গলময় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৮০০ হইতে ২ হাজার ফিট্ উচ্চ। এখানকার সর্দ্দার প্রাচীন গোঁড় রাজবংশসমুদ্ভূত। তিনি মধ্যে মধ্যে স্বীয় বাসভবন হইতে বহির্গত হইয়া সমতলক্ষেত্রস্থ গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে খাজনার স্বরূপ কিছু কিছু আদায় করিতে আসিতেন। পার্ব্বত্য ঘাট সকল রক্ষা করিবার জন্য গোঁড় সর্দ্দারকে এই সম্পত্তি নিষ্কর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সালেটেক্রী গ্রাম বুর্হা হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

সালেম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ইংরাজ শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ১১°২´ হইতে ১২° ৫৪´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩১´ হইতে ৭৯° ৬´পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৭৬৫৩. বর্গমাইল। এই জেলা প্রাচীন চের-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট, এই কারণে মনে হয় চেরম্ শব্দের অপভ্রংশে যেরম্ বা যেলম্ হইতে সেলম্ ও পরে সালেম্ নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

এই জেলার উত্তরাংশে মহিসুর রাজ্য ও উত্তর আর্কট জেলা, পূর্ব্বে ত্রিচীনপল্লী এবং উত্তর আর্কট জেলার কতকাংশ, দক্ষিণে কোয়ম্বাতোর ও ত্রিচীনপল্লী এবং পশ্চিমে কোয়ম্বাতোর ও মহিসুর রাজ্য। সালেম নগর এখানকার বিচার সদর।

দক্ষিণাংশ ব্যতীত জেলার সর্ব্বত্রই প্রায় পর্ব্বতময়। ঐ অসংখ্য পর্ব্বত-মালার মধ্যে বিস্তৃত প্রান্তররাজি বিরাজিত, উক্ত শৈল-সজ্বের মধ্যে সেবারায় বা শেভারায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৪১০ ফিট্ উচ্চ, কলরায়ণ ৪০০০ ফিট্, মেলগিরি ৪৫৮০ ফিট, কোল্লিমলয় ৪৬৬৩ ফিট্, পচমলয় ৪০০০ ফিট, যেলগিরি, ৪৪৪১ ফিট, জেবাড়ি ৩৮৪০ ফিট্, বট্ঠলমলয় ৪০০০ ফিট্, এলবাণী ও বলসৈমলয় ৩৮০০ ফিট্, বোদমলয় ৪০১৯ ফিট্ উচ্চ। থোপুর শৈলমালা ও থলৈমলয় গিরিশ্রেণীও উচ্চতায় নিতান্ত কম নহে। এতদ্ভিন্ন এখানে অগণিত খণ্ড খণ্ড গণ্ডগিরি এবং অনতিঃ উচ্চ গিরিরাজি ও বনমালা বিভূষিত হইয়া স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্য উৎপাদন করিতেছে।

ভূপৃষ্ঠের পার্থক্য নিরীক্ষণ করিয়া এই জেলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১ তলঘাট অর্থাৎ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত-মালার পাদমূলস্থ ও কর্ণাটিক রাজ্যের সমসূত্রে অবস্থিত সমতল ভূমি; ইহার জল, বায়ু ও ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকা পার্শ্ববর্ত্তী ত্রিচীনপল্লী ও দক্ষিণ আর্কট জেলার অনুরূপ। ২ বারমহাল বিভাগ ঘাট-পর্ব্বত-মালার সমগ্র অধিত্যকা ভূমি ও তাহাদের সানুদেশস্থ প্রদেশ লইয়া গঠিত। ৩ বালাঘাট বিভাগ ঘাটমালার উত্তর-ভাগে মহিসুর রাজ্যের অধিত্যকাভূমির উপর বিস্তৃত।

উপরি বর্ণিত পার্ব্বত্য অধিত্যকাভূমি, কএকটী উপবিভাগে গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হোসুর তালুক সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ, ইহার উত্তরাংশ প্রকৃত বালঘাট বিভাগে এবং দক্ষিণাংশ মহিসুর অধিত্যকার নিম্নতম প্রদেশে অবস্থিত। ধর্ম্মপুরী প্রায় ১৫০০ ফিট্ এবং কৃষ্ণগিরি ১৫০০ হইতে ২০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ অধিত্যকাভূমি লইয়া গঠিত। তিরুপাতুর ও উত্তঙ্করাই তালুকের প্রায় সর্ব্বত্রই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৫০ ফিটের অধিক উচ্চ। যে স্থানে সালেম্ নগর অবস্থিত, তথাকার পার্ব্বত্য প্রদেশ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া সমতল ভূমিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি ঐ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৪৭ ফিট্ উচ্চ হইবে।

এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও মনোরম। দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তরাংশ অনেক শীতল। হোসুর উপবিভাগের জলবায়ু অনেকাংশে বঙ্গলূরের মতন।

কাবেরী এই জেলার প্রধান নদী। নামকল তালুকের একটী বহুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য এই নদীর জলে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই কার্য্যের জন্য নদীর বামকূল হইতে নালী কাটিয়া ক্ষেত্রাদির ভিতরে জল লওয়া হইয়াছে। পালর নদী তিরুপাতুর তালুকের উত্তর কোণে প্রবাহিত। ইহার জলে স্থানবাসীর যেরূপ উপকার হয়, বন্যায়ও সেইরূপ অপকার করে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই নদীতে ভীষণ বন্যা আসিয়া নদীকূলস্থ বানিয়াম্বাড়ী নগরের কতকাংশ ভাসাইয়া লইয়া যায়। তৎপরে ইংরাজ গবর্মেণ্টের আনুকূল্যে অবশিষ্টাংশ বহু ব্যয়ে সংরক্ষিত হইয়াছে। পেন্নার নদী মহিসুর রাজ্যে উদ্ভূত হইয়া হোসুর, কৃষ্ণগিরি ও উত্তঙ্করই তালু-কের মধ্য দিয়া দক্ষিণ আর্কটসীমান্তে উপনীত হইয়াছে। এখানে পাম্বর ও বানিয়ার নামক দুইটী শাখানদী উত্তর ও দক্ষিণ হইতে ইহাতে মিলিত হইয়া মূল নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সনৎ-কুমার নদী হোসুর ও ধর্ম্মপুরী উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বশিষ্ঠ নদী ও শ্বেতনদী আতুর জেলাকে জলসিক্ত করিয়া পূর্ব্বা-ভিমুখে দক্ষিণ আর্কটে গিয়াছে। ইহা ব্যতীত কাবেরী নদীর উভয় কূলের বহু শাখাপ্রশাখা জেলার নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া প্রজাবর্গের সুখোৎপাদন করিয়াছে।

এখানকার বনমালাসমূহে নানা জাতীয় মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মে, এই কারণে ঐ সকল বন হইতে অনেক অর্থাগমও হইয়া থাকে। সমতল ক্ষেত্র প্রায় বনশূন্য। স্থানীয় উচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠ ও তাহার অন্তর্গত উপত্যকানিচয় বনমালাসমাকীর্ণ। অধিকাংশ পর্ব্বতের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে পার্শ্বে ঢালু গাত্র পর্য্যন্ত সানুপ্রদেশ শালবৃক্ষ-সমাচ্ছাদিত। ঐ সঙ্গে মধ্যে মধ্যে চন্দনাদি নানা প্রকার মূল্যবান্ বৃক্ষও আছে। জেবাড়ি, যেলগিরিমালা ও শেবারায়ে যথেষ্ট শাল ও চন্দনাদি পাওয়া যায়। হোসুর তালুকের দক্ষিণে কাবেরী নদীর তটভূমিস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং পেন্নগরম্ নামক স্থানে উৎকৃষ্ট বেঙ্গই বা বীজশাল জন্মে। স্থানে স্থানে জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য বন রক্ষিত আছে, কোথাও বা শালাদি বৃক্ষের চাস হইয়া বনরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই সকল জঙ্গলভূমি হইতে মধু, মোম, রং বা চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য কাষ্ঠ বা বৃক্ষত্বক্, ইটা (soap nut) তন্তু ও নানাবিধ ভেষজ লইয়া মলয়ালী ও অন্যান্য বনবাসী জাতি নিকট-বর্ত্তী সহরে বিক্রয় করিতে আইসে, কোনও স্থলে ঐরূপ বন্য ভেষজাদি উদ্ভিজ্জসংগ্রহের জন্য খাজনা দিতে হয়। হোসুরের জঙ্গলে লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন এই উপবিভাগের জঙ্গলে ও সমতল প্রান্তরে প্রচুর পরিমাণে তেঁতুল জন্মে, উহাই এতদ্দেশ-বাসীর প্রধান আয়ের সম্পত্তি।

বন্য জন্তুর সংখ্যা এখানে ক্রমশঃই বিরল হইয়া পড়িতেছে। বন্য জাতিরা সর্ব্বদাই সঙ্গে বন্দুক রাখে এবং সম্মুখে যে কোন বন্য জন্তু দেখে, তাহাকেই গুলি দ্বারা নিহত করিয়া গৃহে লইয়া ভক্ষণ করে। জেবাড় শৈলে বাইসন নামক মহিষ ও হস্তী দেখা যায়। চিতাবাঘ ও ভল্লূক পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। হোসুর তালুকের কোন কোন স্থানে এবং পেন্নগরমে সাম্বর হরিণ বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হায়না, অন্যান্য প্রকারের হরিণ, বন্য শূকর, আর্মাড়িলো ও নেকড়েবাঘ বনভাগে যথেষ্ট বিচরণ করে। বিভিন্ন ঋতুতে এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পক্ষী আসিয়া উপবন, শস্যক্ষেত্র ও জলাশয়াদির শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

অদ্যাপিও এখানকার ভূতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই। পর্ব্বতগুলি নাইস্, গ্রানাইট্ ও ট্রাপ্‌স্তরেই সাধারণতঃ গঠিত। পর্ব্বতস্তরের স্থানে স্থানে হর্ণব্লেণ্ডের সিষ্ট ও পাথর, কোয়ার্টজফেলস্‌পাথিক্ নাইস্, টালকোজ এবং ক্লোরাইটিক্ পাথর, ম্যাগ্নেটিক লৌহস্তর, স্ফটিকাকার চুণাপাথর, পটষ্টোন ও খড়ির পাহাড় দৃষ্ট হয়। পেন্নার নদীর প্রবাহে স্বর্ণ পাওয়া যায়। হোসুর তালুকের মহিসুরপ্রান্তে স্বর্ণ আছে বলিয়া সাধারণের ধারণা।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস দুইভাগে বিভক্ত। যেহেতু

পূর্ব্বতন কালে ইহার উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ দুইটী প্রতাপশালী প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের অধিকারে ছিল। ইহার উত্তরাংশে পল্লববংশীয় রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। ঐ রাজবংশ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে অথবা তাহার পূর্ব্বে কাঞ্চীপুর রাজধানীতে বসিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে তঞ্জোরের চোলরাজগণ কর্ত্তৃক পল্লবসাম্রাজ্য বিদলিত হয় এবং পল্লবরাজ পরাজিত হইয়া সমগ্র রাজ্য শত্রুহস্তে সমর্পণ করেন। এই সময়ে এই স্থান ব্যতীত তাহাদের শাসনদণ্ড অপর কুত্রাপি পরিচালিত হয় নাই।

এক সময়ে এই পল্লবগণ ভুজ ও বীর্য্যবলে যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য করায়ত্ত করেন, তাহার উত্তরসীমা নর্ম্মদাতট ও উড়িষ্যাপ্রান্ত, দক্ষিণে পেন্নার নদী, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার উত্তর-সীমা এবং পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ছিল। এই রাজগণ প্রভূত অর্থ-ব্যয়ে একটী পাহাড়ে সাতটী পাগোড়া বা রথ খোদিত করাইয়াছিলেন। অমরাবতীর বৌদ্ধ স্তূপও এই বংশের অক্ষয়-কীর্ত্তি বলিয়া বিঘোষিত।

দক্ষিণ সালেম্ ভূভাগ প্রাচীন কোঙ্গু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোঙ্গুদেশ-রাজক্কল নামক তামিলভাষায় লিখিত রাজোপাখ্যানে এই রাজবংশের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টজন্মের সমকাল হইতে এই রাজবংশের উদ্ভব এবং তাঁহারা খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যসীমা বর্ত্তমান সালেম্ জেলার দক্ষিণার্দ্ধ এবং কোয়ম্বাতোর জেলা।

কোঙ্গুরাজ্যের প্রথম রাজগণ সূর্য্যবংশীয় এবং পরবর্ত্তী রাজগণ গঙ্গবংশীয় ছিলেন। রট্টবংশীয় সাতজন রাজা লইয়া এখানকার সূর্য্যবংশীয় রাজগণের শাসনারম্ভ। ঐ বংশের প্রথম রাজার নাম বীররায় চক্রবর্ত্তী। প্রাচীন স্কন্দপুরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। এই কোঙ্গু রাজ্যে সেই প্রাচীনতম যুগে অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইত। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা এই যে, প্রাচীন মিসরবাসী এই ভারতীয় ইস্পাতে প্রস্তুত অস্ত্রাদি লইয়া আপনাদের মন্দিরে ও স্তম্ভগাত্রে হাইরোগ্লিফিক লিপি উৎকীর্ণ করিতেন। ভারতীয় ইস্পাতের গৌরবের কথা আলেক-সান্দারের বিবরণীতেও প্রকাশ আছে। মহামতি আলেক-সান্দার ভারতে আসিলে পুরুরাজ তাঁহাকে ইস্পাত নির্ম্মিত উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বা গঙ্গবংশের শাসন সময়ে এই রাজ্যের সীমা উত্তরোত্তর উত্তরপশ্চিম অভিমুখে বিস্তৃত হয়। উক্ত রাজবংশীয়-ইতিবৃত্তে যে রাজবংশের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত উৎকীর্ণ তাম্রশাসনাদিবর্ণিত রাজগণের অনেক ঐক্য দেখা যায়।

কিরূপে কোঙ্গু রাজ্যের সূর্য্যবংশীয় রাজগণের বিলোপ ঘটিয়াছিল, এই ইতিহাসে তাহার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। অধিক সম্ভব, মহিসুরের দক্ষিণ প্রদেশীয় গঙ্গবংশীয় কোন সামন্ত রাজা কোঙ্গুর সূর্য্যবংশীয় শেষ নরপতিকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে সূর্য্য-বংশীয় কোঙ্গুরাজের মৃত্যু ঘটিলে তদ্রাজ্য রাজশূন্য হইয়া পড়ে এবং গঙ্গবংশীয় রাজা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এই বংশের তৃতীয় রাজা হরিবর্ম্মদেব অনুমান ২৯০ খৃষ্টাব্দে স্কন্দপুর হইতে রাজধানী তালকাড়ে পরিবর্ত্তন করেন।

অতঃপর চোলরাজ কর্ত্তৃক কোঙ্গুবিজয় পর্য্যন্ত এতৎপ্রদেশ গঙ্গবংশের অধিকারে থাকে। তদনন্তর দাক্ষিণাত্যে বল্লাল-বংশের অভ্যুদয় হইলে ১০৬৯ খৃষ্টাব্দের সমকালে সালেম্ জেলা কর্ণাটের বল্লালরাজগণের রাজ্যভুক্ত হয়। কর্ণাটে ৮ জন বল্লাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর অনুমান ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে সালেম্ জেলা বিজয়নগররাজবংশের করপ্রদ থাকে এবং ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের অধঃপতনের পরও উহা সম্পূর্ণভাবে বিজয়নগর রাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল। অতঃপর বিজয়নগরের প্রাচীন রাজ-বংশীয়ের হস্তে দক্ষিণ বিজয়নগর ও এই প্রদেশ ন্যস্ত থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে সালেম জেলা মদুরা-রাজের শাসনাধীনে আইসে। তৎকালে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ডি নোবিলিস্ এই স্থান পরিদর্শন করিয়া যান। ইহার পরবর্ত্তী শতাব্দে হয়দার আলীর অভ্যুদয়কালে এইস্থান ঐতিহাসিক প্রাধান্য লাভ করে। হায়দার আলী দাক্ষিণাত্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলিই এই জেলার মধ্যে সংঘটিত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী বারমহাল অধিকার করিয়া তথায় সেনাসমাবেশ করেন। আর্কটে অভিযানকালে এই ছাউনী হইতেই হায়দার-সৈন্য পুনঃ পুনঃ নির্গত হইয়া আর্কট-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে নিজাম আলী ও মহারাষ্ট্রসৈন্য ইংরাজের সাহায্যলাভে হায়দার-দমনে সাহসী হইয়া সদলে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইংরাজ সেনাদল বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াও হায়দারের হস্ত হইতে বারমহাল বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইংরাজের পরাজয়ে হতাশ্বাস হইয়া নিজাম আলী ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক হায়দারের দলে আসিয়া মিলিত হন। এই ঘটনায় বিরক্ত হইয়া ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাদের উভয়ের বিরুদ্ধে বিশেষ উদ্যমের সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন। বারমহালেই কএকদিন উপর্য্যুপরি উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। নিজাম আলী ইংরাজের এই অদম্যসাহসিকতা দেখিয়া ভীত ও বিচলিত হইলেন। তিনি ইংরাজকে অপেক্ষাকৃত বলবান্ জানিয়া গোপনে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া পাঠাইলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত

নিজাম আলীর সন্ধি হইল। নিজাম আলী হায়দারকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ইংরাজদলে আসিয়া মিশিলেন।

এই মিলনের ফলে ইংরাজপক্ষ বলশালী হইয়া পড়িলেন। তখন হায়দারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল না। ইংরাজগণ একে একে সালেম্ ও কোয়ম্বাতোর জেলাস্থ হায়দারের দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন। দুঃখের বিষয়, ইংরাজের বীরত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিল না। ইহার অনতিকাল পরেই ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণেল উড্ কএকটী যুদ্ধে উপর্য্যুপরি পরাস্ত হইলেন। তাঁহার এই পরাজয়ে ক্ষুভিত হইয়া ইংরাজগণ সেনাপতি উড্‌কে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া লইলেন এবং তাঁহার স্থানে কর্ণেল ল্যাঙ্গকে নিযুক্ত করিয়া নবোৎসাহে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। ল্যাঙ্গ সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও ক্রুদ্ধ সিংহ হায়দারের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। হায়দার ইংরাজদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পুনরায় একে একে সকল দুর্গগুলিই অধিকার করিয়া বসিলেন। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

পুনরায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলীর সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। ঐ যুদ্ধ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরও ক্ষান্ত হয় নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের একটী সন্ধি হয় এবং ঐ সন্ধির সর্ত্তানুসারে উভয় পক্ষে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমভাবে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন। শেষোক্ত বর্ষে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিয়া দক্ষিণভারতে পুনরায় অশান্তি জাগাইয়া তোলেন। এই সূত্রে ইংরাজের সহিত আবার টিপুর যুদ্ধ বাঁধে। ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণেল কেলী সদলে অগ্রসর হইয়া বারমহাল আক্রমণ করেন। এক বৎসর পরে বারমহাল ইংরাজের করতলগত হয়। এই সঙ্গে টিপুর সহিত ইংরাজের আরও যে কয়টী যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এইরূপে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপু ইংরাজের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে তিনি ইংরাজ পক্ষের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাদিগের হস্তে বর্ত্তমান হোসুর তালুক ভিন্ন সমগ্র সালেম জেলা অর্থাৎ তলঘাট ও বারমহাল বিভাগ প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হন। অতঃপর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পরস্পরে সন্ধির সর্ত্ত ভুলিয়া উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে নামিলেন। যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও নিহত হইলে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজশক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে মহিসুররাজের সহিত যে বিভাগ লইয়া সন্ধি হয় তাহাতে ইংরাজগণ বালাঘাট বিভাগ বা হোসুর তালুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সালেম্ জেলা হোসুর, কৃষ্ণগিরি, তিরুপাতুর, ধর্ম্মপুরী, উত্তঙ্করই, সালেম, শেবারায় শৈল, আতুর, তিরুচেঙ্গোড ও নামকল নামক দশটী তালুকে বিভক্ত। ঐ উপবিভাগ গুলি দুইটী কলেক্টার ও তিনটী সব কলেক্টারের শাসনাধীন। অপর কয়টী হেড্ এসিষ্টাণ্ট ও সাধারণ ডেপুটী কলেক্টরের অধীন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার পর এই জেলার আর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল মাত্র ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই জেলার অন্তর্গত কতকগুলি জমিদারী উত্তর আর্কট জেলার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তলঘাট ও বারমহাল বিভাগ ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর কর্ণেল (তৎকালে কাপ্তেন) রীড্ তথাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ সঙ্গে তাঁহার সহকারীরূপে কাপ্তেন গ্রাহাম, মাকলিওড্ ও মনরো কার্য্য করিয়াছিলেন। কাপ্তেন মনরো পরে মান্দ্রাজের গবর্ণর হইয়াছিলেন।

রীড্ সালেমের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াই সমগ্রস্থান জরিপ করান এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তাহা রাইয়ত বিলি করিয়া একরূপ খাজনা ধার্য্য করিয়া দেন, এরূপ ব্যবস্থা সাধারণের মনোমত না হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এখানে জমি বিলি করিতে আদেশ প্রদান করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রীড্ ও তাঁহার সেক্রেটারী মনরো মহিসুরযুদ্ধের স্রোতে পড়িয়া তথায় যাইতে বাধ্য হন। অতঃপর গবমেণ্ট তাঁহাদিগকে আর এখানে না পাঠাইয়া অপর একজন কর্ম্মচারীর হস্তে এই স্থানের শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার ভারার্পণ করেন। তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। রীড্ যে প্রদেশ ২০৫টী সম্পত্তিতে বিভাগ করিয়া বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, কার্য্যানভিজ্ঞ অভিনব কর্ম্মচারিগণের হস্তে পড়িয়া উহা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ক্রমশঃ ৪॥০ লক্ষে পরিণত হয়। এই ভ্রমসংশোধনের জন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট খাজনার হার কমাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহাতেও রাজস্বসংগ্রহবিষয়ে কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। মনরো মান্দ্রাজের গবর্ণর হইয়া আসিয়াও সালেম্ জেলার বিশেষ কোন উন্নতি করিতে সমর্থ হন নাই। প্রভূত অর্থব্যয় ও নানারূপ বিলি বন্দোবস্তের পর অবশেষে ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সমগ্র জেলার নূতন বন্দোবস্ত হয় এবং তাহাতে কৃষিক্ষেত্র-সমূহের খাজনা প্রায় ১৭॥০ লক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঐ ব্যবস্থা আজিও এখানে বলবৎ আছে।

সালেম্ এই জেলার প্রাচীন নগর। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৫১ হাজার। এতদ্ভিন্ন বাণিয়ম্বাড়ী, তিরুপাতুর, সেন্দমঙ্গলম্, কৃষ্ণগিরি, আতুর, রসিপুর, ধর্ম্মপুরী, অম্মাপেট, তিরুচেঙ্গোড, হোসুর, নামকল, থথয়ঙ্গরপেট্ট ও এড্ডপ্লাড়ি নগর এখানকার

প্রধান বাণিজ্যস্থান। এই জেলার অনেক স্থানেই প্রাচীন রাজগণের কীর্ত্তিসূচক শিব বা বিষ্ণুমন্দির, শিলালিপি বা প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তিসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায়ের পরিচয় বিবৃত হইল না,

বর্ত্তমানে সালেম্, ধারমুর, হোসুর, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরে পাঠাগার বা সাহিত্যসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলি স্থানবাসীর শিক্ষার পরিচায়ক। "থোপুরছত্রম্ ভাণ্ডার" এখানকার জাতীয় জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই ভাণ্ডার হইতে জেলার অন্যান্য স্থানের সরাইসমূহের ব্যয় প্রদত্ত হয় এবং তাহাতে বহুতর অনাহারী দীন দুঃখীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সালেম্, থোপুর, জোলারপেট, আতুর ও তিরুপাতুরের ছত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মদুরা, তাঞ্জোর বা শ্রীরঙ্গমের ন্যায় এই জেলায় বিশেষ কোন তীর্থক্ষেত্র নাই। কিন্তু বহুতর তীর্থযাত্রী উত্তঙ্করই তালুকের তীর্থমলয় নামক স্থানের প্রস্রবণে ও পেন্নার নদীতীর্থস্থ হনুমন্তীর্থম্ নামক স্থানে এবং হোসুরের পাগোডা (মন্দির), কাবেরী প্রপাতের নিকট অনীপদিনেত্তু গ্রামে স্নানোপলক্ষে আগমন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মপুরী, মেচেরী, তিরুচেঙ্গোড়, নামকল ও অন্যান্য দেবমন্দিরাদিতে প্রতি বৎসর উৎসব হইয়া থাকে। ঐ সকল পর্ব্বোৎসবসময়ে নানা স্থানের লোকে দেবদর্শনে আসিয়া থাকে এবং ঐ সঙ্গে মেলাও বসে। মলয়ালী জাতির প্রধান তীর্থ সেবারায় শৈল ও উত্তঙ্করই উপবিভাগের হরুরের নিকটবর্ত্তী চিত্তেরীমলয় শৈল।

১৮৭২ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে এখানে দুইটী ভীষণ ঝড় হয়। ঐ সময়ে ক্ষেত্রে শস্যাদি না থাকায় শস্যের বিশেষ হানি হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে বহুসংখ্যক গবাদি পশু মরিয়া যায়। শেষোক্ত বর্ষে শরৎকালে আবার পালার নদীতে বন্যা হয়, ঐ বন্যায় পালার নদীতট হইতে যেলগিরি পর্য্যন্ত সমস্ত নদীর অববাহিকা প্রদেশ জলে প্লাবিত হয় এবং তাহাতে বাণিয়াম্বাড়ী নগরের কতকাংশ জলে বিধৌত হইয়া যায়। ঐ সঙ্গে রেলপথ ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসিবর্গেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরপশ্চিমে মন্সুমবায়ু বহিয়া শস্যের বিশেষ ক্ষতি করে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মুকনারমলয় শৈলের উত্তরদিকে ভীষণ বৃষ্টিপাত হইয়া চতুর্দ্দিক্ ভাসাইয়া দেয়। ঐ সঙ্গে রেলপথের বাঁধও ভাসিয়া যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে একটী ভীষণ ঝটিকোৎপাত হয়, তাহাতে আতুর তালুকের সর্ব্বত্র নষ্ট হইয়া যায়। জলের প্রবল স্রোতে নদীগর্ভস্থ প্রত্যেক "এনিকাট" ভগ্ন ও বিধৌত হইয়াছিল এবং থলৈবাসলের নিকটস্থ ট্রাঙ্করোডের সুবৃহৎ সেতুও ভাঙ্গিয়া যায়। এই সময়ে দিবাভাগে বন্যা আসায় বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কেবল মাত্র ছয়টী লোক স্রোতোমধ্যে পড়িয়া মারা যায়। অনেক সময়ে বন্যার সময় বা ঝড়ে এখানকার পুষ্করিণীর পাড় কাটিয়া স্থানবাসীর বিশেষ ক্ষতি করে, পাড়ের অনেক বাড়ী বা তথাকার কৃষিক্ষেত্রাদি একবারে নিমজ্জিত হইয়া যায়। পঙ্গপাল প্রভৃতি কীট পতঙ্গের উপদ্রবেও এখানকার শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হয়।

এখানে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তৎপরে ১৮৪৫-৪৬, ১৮৫৭-৫৮, ১৮৬৬, ১৮৭৬-৭৮ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শেষোক্ত বর্ষের দুর্ভিক্ষে প্রায় ১লক্ষ ৮০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

বস্ত্রবয়নই এখানকার প্রধান শিল্প। প্রায় প্রত্যেক গ্রাম ও নগরেই বস্ত্রবয়নের জন্য তন্তুবায়সমিতির বাস আছে। সালেম্ ও রাজীপুরের তন্তুবায়েরাই উৎকৃষ্ট কাপড় বুনিয়া থাকে। সালেম্ জেলখানায় উৎকৃষ্ট ও শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ চিত্রাদি সম্বলিত কার্পেট প্রস্তুত হয়। এখানে উৎকৃষ্ট ঢালাই পাত্রাদি ও ইস্পাতের অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হয়, ছুরি কাঁচিও সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট। চিনি কার্পাস, চর্ম্ম, নীল, সোরা, লবণ, নানা প্রকার শস্য, সুপারি, নারিকেল, কাত্তা, কফি, কার্পাসবস্ত্র ও নানা প্রকার বনজাত দ্রব্য লইয়াই এখানকার প্রধান কারবার।

রেলপথ ব্যতীত এখানে গিরিপথ দিয়াও নানাস্থানে বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ঐ সকল গিরিপথের মধ্যে চেঙ্গম-সঙ্কট দিয়া শিঙ্গারপেট হইতে এই পথে দক্ষিণ আর্কটে যাওয়া যায়। মোরুর পট্টিঘাট—সেবারায় ও থোপুর শৈলমালার মধ্যে এই গিরিপথ অবস্থিত। থোপুর ও মুকনুর ঘাট দিয়া জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে পণ্য দ্রব্য শকট-যোগে ধর্ম্মপুরীতে নীত হয়। রায়কোট্টই সঙ্কট দিয়া কৃষ্ণগিরি হইতে বালাঘাট যাওয়া যায়। নদী ও কোট্টইপট্টি গিরিপথে সালেম ও আতুর হইতে উত্তঙ্করই উপবিভাগের নানা স্থানে দেশীয় বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া গমনাগমন করে। অঞ্চিত্তৈঘাট নামক সঙ্কটপথে কাবেরী উপত্যকা হইতে বালাঘাটের দিকে গমন করা যায়; কিন্তু পথ অতি দুর্গম বলিয়া লোকে সচরাচর এই পথে গমন করে না।

২ উক্ত জেলার মধ্যভাগে অবস্থিত এক একটী তালুক, অক্ষা° ১১° ২৩´ হইতে ১১° ৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯´ হইতে ৭৮° ৩৪´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৭২ বর্গ মাইল। ১১টী থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। কফি, চা, ও নীল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। মান্দ্রাজ রেলপথের দক্ষিণপশ্চিম শাখা এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

এই তালুকের অন্তর্গত অমরগেণ্ডী, কোৰিল বেল্লার, নঙ্গ-

পাল্লী, মালুর, পোটিপুবম্, শোলাপ্পাড়ি, তারমঙ্গলম্ ও ধেলব-ম্পট্টি গ্রামে প্রাচীন মন্দির, শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি পাওয়া যায়। তারমঙ্গলের শিবমন্দিরে ১৩ খানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে লঙ্কাপুরীবিজেতা রাজা শ্রীবীর বসন্তরায়ের রাজত্বের ৩য় বর্ষে অর্থাৎ ৯০৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলাফলকই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উহা আলোচনার সামগ্রী।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর। অক্ষা° ১১° ৩৯´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১১´ ৪৭´ পূঃ। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী আবর্জ্জনাহীন হইয়াছে। এখানে ডিষ্ট্রিক্ট জজের আদালত, মাজিষ্ট্রেট কোর্ট, মুনসফি আদালত, জেলখানা, দুইটী গির্জ্জা, স্কুল, হাসপাতাল ও মেমোরিয়াল হল আছে।

নগরটী উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। নগরবাসীর মধ্যে হিন্দু প্রায় ৯০ ভাগ। দেশীয় অধিবাসিবর্গ নগরের যে অংশে বাস করে, তাহা তিরুমণিমুত্তার নামক নদী দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। স্থানীয় য়ুরোপীয় অধিবাসীরা হস্তম্পট্টি নামক উপকণ্ঠে বাস করে। নগরোপকণ্ঠের প্রায় ৩।০ মাইল দূরে সুর-মঙ্গলম্ নামক স্থানে রেলষ্টেশন আছে। নগরের পূর্ব্বাংশে মহা-জন বণিক্ ও রাজকর্ম্মচারিগণের বাস দেখা যায়। দক্ষিণাংশে গুগাই নামক স্থানে তন্তুবায়সমিতি বস্ত্রবয়ন ও বিক্রয় লইয়া ব্যাপৃত আছে। পশ্চিম দিকে প্রাচীন দুর্গাংশ ও শিবপেট নামক মেলাস্থান। এই স্থানে প্রতি বৃহস্পতিবারে সামান্য হাট ও মেলা বসে। গড়ের সমীপদেশে রাজকীয় অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যস্থিত মহাল নামক অট্টালিকাংশে পূর্ব্বে স্থানীয় সামন্তরাজ্যের প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল।

সালেম্ নগর বাণিজ্যপ্রধান। তথাকার কার্পাসবস্ত্রই তাহার প্রধান পণ্য। পূর্ব্বে এখানে জর ও বিসূচিকার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হওয়ার পর নগরের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন আর বড় বিশেষ রূপ পীড়ার প্রকোপ নাই। নগরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯০০ ফিট্ উর্দ্ধে স্থাপিত। উহার পশ্চাতে ৬ মাইল দূরে সেবাবায় শৈল উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে উঠিবার জন্য নগর হইতে একটী রাস্তা আছে। উহা প্রায় ৭ মাইল। এখানে সেনাবলরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলেও সময় সময় এখানে কএকবার যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন উড্ প্রথমে এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন।

এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ঐ শিবমন্দির একটী তীর্থ-রূপে গণ্য, উহার একাংশে কতকগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। গুগাই নামক নগরাংশে একটী গুহা আছে, কিংবদন্তী এই যে ঐ স্থানে পূর্ব্বে একজন যোগী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। স্থানীয় কলেক্টার আপিসে কতকগুলি প্রাচীন সনদ ও শিলালিপির অনুবাদ রক্ষিত আছে। নদীকূলে দুএকটী জৈনমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

সালেম্, (চিন্ন সালেম্ বা ছোট সালেম্), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলার কল্লকুর্চ্চি তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১১° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৫´ ৩০´ পূঃ।

সালেয় (পুং) মধুরিকা, চলিত মৌরি।

সালোক্য (ক্লী) সলোকস্য সমানলোকস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ সলো-কতা, তুল্য লোকত্ব, সমানলোকতা, এক লোকে বাস। ২ পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে এক প্রকার মুক্তি। যে মুক্তিতে ভগবানের সহিত এক লোকে বাস হয়, তাহাকে সালোক্যমুক্তি কহে। [মুক্তি ও সাযুজ্য দেখ।]

সালোক্যতা (স্ত্রী) সালোক্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সালোক্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সমান লোক।

সালোহিত (ক্লী) আত্মীয়। (দিব্যা° ১১১।৮)

সাল্ব (পুং) বিষ্ণুধ্বজরাজবিশেষ। (হেম) মহাভারতের কর্ণ-পর্ব্বে লিখিত আছে যে, ইনি ভৌমদেশের অধিপতি ছিলেন। ২ তদ্দেশস্থ। (ত্রি) ৩ তদ্দেশসম্বন্ধী।

সাল্বহন্ (পুং) সাল্বং হন্তীতি হন-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

সাল্বিক (পুং) পক্ষিবিশেষ। চলিত শালিকপাখী।

'শবমল্লঃ ক্ষুদ্রচূড়ো গ্রথলক্তশ্চ সাল্বিকঃ।' (শব্দচন্দ্রিকা)

সাল্হ (পুং) আচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

সাল্হন (ত্রি) সাল্হণশিক্ষীয়।

সাল্হনি (পুং) সহ্লণের গোত্রাপত্য। (রাজত°)

সাব (পুং) সোমাভিষব। "যস্মাৎ সাব মনুষ।" (ঋক্ ১০।৮৬।৭)

'সাবঃ সোমাভিষবঃ' (সায়ণ)

সাবক (ত্রি) শিশু। [শাবক দেখ।]

সাবধারণ (ক্লী) অবধারণেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবধারণ অর্থে নিশ্চয়, নিশ্চয়ের সহিত বর্ত্তমান, নিশ্চয়বিশিষ্ট।

সাবধান (ত্রি) অবধানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অপ্রমত্ত, অবহিত, সতর্ক, মনোযোগী।

"আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা বরপ্রদাঃ।
যে চাত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

সাবকাশ (ত্রি) অবকাশের সহিত বর্ত্তমান, অবকাশযুক্ত।

সাবগ্রহ (ত্রি) অবগ্রহেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অবগ্রহযুক্ত, অবগ্রহ বিশিষ্ট।

সাবজ্ঞ (ত্রি) অবজ্ঞয়া সহ বর্ত্তমানঃ। অবজ্ঞার সহিত বর্ত্তমান, অবজ্ঞাযুক্ত, অবজ্ঞাবিশিষ্ট।

সাবড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী

উপবিভাগ। ৪টী নগর ও ১৭৮টী গ্রাম লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ৫৫৩ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ খান্দেশ জেলার উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত এবং যাবল ও রাবেরী বিভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র উপবিভাগ সমতল প্রান্তর ও জঙ্গলে পূর্ণ। নদী নালা বিশেষ নাই, যে সামান্য জল আছে তাহাতে চাসবাস যথেষ্ট চলে। তাপ্তী ও সুকিনদীর তীরবাসীরা বেশ জল পায়। উত্তরে সাতপুরা শৈলমালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। চৈত্রহইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত এখানে দারুণ গ্রীষ্ম পড়িলেও স্থানীয় স্বাস্থ্য সাধারণতঃ উত্তম। ২ উক্ত জেলার উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২১°৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৩´ পূঃ। এখানে গ্রেট-ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলবর্ত্মের একটী ষ্টেশন আছে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম উহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া পেশবাকে এই নগর প্রদান করেন। সর্দ্দার রাস্তের কন্যার পাণিগ্রহণের পর পেশবা ঐ সম্পত্তি রাস্তেকে দান করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বস্থিরীকরণার্থ যখন এই স্থানে জরিপের ব্যবস্থা হয়, তখন প্রায় ১৫ হাজার লোক উহার বিরোধী হইয়া বিদ্রোহের সূচনা করে। অবশেষে গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাহাদের ঔদ্ধত্যদমনের জন্য একদল সেনা প্রেরিত হয় এবং তাহারা ৫৯ জন বিদ্রোহী দলপতিকে ধরিয়া লইয়া যায়। মিউনীসিপালিটী স্থাপিত হইবার পর এই নগরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তুলা, ছোলা, মসিনা ও গম এখানকার প্রধান বাণিজ্য পণ্য। প্রতি সপ্তাহে এখানে হাট হয় এবং ঐ হাটে নিমার ও বেরার হইতে বহুসংখ্যক গবাদি পশু আনীত হইয়া বিক্রীত হয়।

সাবদ্য (ত্রি) অবদ্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবদ্য অর্থে নিন্দা, নিন্দার সহিত বর্ত্তমান। নিন্দাযুক্ত, নিন্দাবিশিষ্ট।

সাবধারণ (ক্লী) অবধারণেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবধারণ অর্থে নিশ্চয়, নিশ্চয়ের সহিত বর্ত্তমান, নিশ্চয়যুক্ত, নিশ্চয়বিশিষ্ট।

সাবধি (ত্রি) অবধিযুক্ত, অবধিবিশিষ্ট।

সাবন (পুং) মুনিবিশেষ। (সহ্যাদ্রি ৩৩।১৬৯)

সাবন (পুং) সবনস্যায়মিতি অণ্। ১ যজ্ঞকর্ম্মান্ত, যজ্ঞ কর্ম্মের শেষকে সাবন কহে। ২ যজমান। ৩ বরুণ। (মেদিনী) ৪ দিবসবিশেষ, সাবন দিন, এক দিবারাত্রে সাবন দিন হয়।

"তিথিনৈকেন দিবসশ্চান্দ্রমানে প্রকীর্ত্তিতঃ।
অহোরাত্রেণ চৈকেন সাবনো দিবসঃ স্মৃতঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

একটী তিথির পরিমাণানুসারে যে দিন হয়, তাহাকে চান্দ্রদিন, এবং এক অহোরাত্র দ্বারা যে দিন হয় তাহাকে সাবনদিন কহে অর্থাৎ তিথিঘটিত দিনকে চান্দ্রদিন, এবং এক অহোরাত্রাত্মক কালকে সাবনদিন বলা হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে—

"সাবনেন তথা মাসি ত্রিংশৎসূর্য্যোদয়াঃ স্মৃতাঃ।
উদয়াদুদয়াদ্ভানোর্ভৌমসাবনবাসরাঃ॥
সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।
মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

অদ্য সূর্য্যোদয় হইতে আগামী কল্য সূর্য্যের উদয় অবধি এই ৬০ দণ্ডাত্মক দিবরাত্রিরূপ যে কাল, তাহাই সাবন-দিন। এই দিনের স্থূল পরিমাণ রবি যে লগ্নে উদয় হন, সেই লগ্নমানের ত্রিশ ভাগের একভাগের সহিত নাক্ষত্র ৬০ দণ্ড হয়, কিন্তু সূর্য্যের কখন মন্দ, এবং কখন শীঘ্র গতি দ্বারা রাশিচক্রের বক্রতাপ্রযুক্ত এই সাবনদিনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। অতএব এই সাবন দিনের প্রতি দিনেই পরিমাণের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা হইয়া থাকে। সাম্বৎসরিক সাবন দিন সকলকে সমান করিয়া বিভক্ত করিলে নাক্ষত্রমাসের কিঞ্চিৎ অধিক ৬০ দণ্ডে যে এক এক দিন হয়, তাহাকে মধ্যম সাবন দিন কহে। সৌর বৎসরে নাক্ষত্র দিনাপেক্ষায় সাবন একদিন ন্যূন হয়, সুতরাং এই পরিমাণে নাক্ষত্র ও এই মধ্যম সাবন কালের ন্যূনাতিরেক হয়।

সাবন ৩০ দিনে এক সাবন মাস হয়, আবার সাবন ১২মাসে সাবন একবৎসর হয়। যে কোন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ দিন পর্য্যন্ত এক সাবন মাস হয় অর্থাৎ এ মাসের ৪ঠা হইতে পরবর্ত্তী মাসের ৩রা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ দিন, তাহাই এক সাবন মাস। এই সাবন বার মাসে এক সাবন বৎসর।

"চান্দ্রঃ শুক্লাদিদর্শান্তঃ সাবনস্ত্রিংশতা দিনৈঃ।
একরাশৌ রবির্যাবৎ কালং মাসঃ সভাস্করঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

সাবন বৎসরে সৌর বৎসরাপেক্ষা ৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ বিপল, ও ২৪ অনুপল ন্যূন হয়, এই সাবনদিনও নাক্ষত্র অহোরাত্রির ন্যায় দণ্ড, পল, বিপল ও অনুপলে বিভক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সৌরবৎসরে সাবন ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ও ২৪ অনুপল হইয়া থাকে। সাবন মাসানুসারেই সংস্কারাদি কার্য্য হইয়া থাকে।

"সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।
মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥
অত্র আদিপদেন সত্রভৃতিবৃদ্ধিপ্রায়শ্চিত্তাযুর্দ্দায়াশৌচগর্ভাধানপুংসবনসীমন্তোন্নয়ননামকরণান্নপ্রাশননিষ্ক্রামণচূড়াদিগ্রহণং।"
(মলমাসতত্ত্ব)

অশৌচও এই সাবন মাসানুসারে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে সৌর বা চান্দ্রমাসের গ্রহণ হইবে না। একমাস অশৌচ হইবে বলিলে যে দিন হইতে অশৌচ আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে

ত্রিংশৎ অহোরাত্রই অশৌচ কাল, ইহাই বুঝিতে হইবে। যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম—যজ্ঞ,ভৃতি, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, আয়ুর্দ্দায়, অশৌচ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, নিষ্ক্রামণ, ও চূড়াকরণ এই সকল কার্য্য সাবন মাসানুসারেই হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে বিধান আছে যে জাতবালকের ৬ বা ৮ মাসে অন্নপ্রাশন দিবে। সুতরাং এই স্থলে ৬মাস বলিলে বুঝিতে হইবে যে যে দিন জন্ম হইয়াছে, সেই দিন হইতে ১৫০ দিনের বা ১৮০ দিনের মধ্যে অন্নপ্রাশন দিবে। সাবনমাস স্থলে এই-রূপ নিয়মানুসারেই সকল ধরিতে হইবে।

সাবন বৎসরাপেক্ষা সৌর বৎসর যে ৫ দিন ১৫।৩১।৩১।২৪ ন্যূন হয় ইহা সূক্ষ্ম, কিন্তু স্থূল ভাবে ধরিলে ৬ দিন অধিক ধরিয়া লইতে হয়।

"সৌরেণাব্দস্ত মানেন যদা ভবতি ভার্গব।
সাবনেন চ মানেন দিনষট্‌কং প্রপূর্য্যতে ॥
সৌরসম্বৎসরে দিনষট্‌কাধিকঃ সাবনঃ সম্বৎসরো ভবতি"।
(মলমাসতত্ত্ব)

সৌর বৎসরে ৬ দিন অধিক ধরিয়া লইলে সাবন-বৎসর হয়। জ্যোতিষোক্ত দশাবিচারস্থানে কেহ কেহ সাবনশুদ্ধি করিয়া লইয়া থাকেন। ইহা লইয়া বিশেষ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, সাবনশুদ্ধি করিতে হইবে না, আবার কেহ বলেন, সাবনশুদ্ধি ব্যতীত দশাফলই মিলিবে না। ৪০।৫০ বৎসর সময়ে যদি জাতকের সাবনশুদ্ধি করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে প্রতিবৎসরে ৫ দিন ৩১ দণ্ড ইত্যাদি সূক্ষ্ম বা স্থূল ৬ দিন ধরিয়া লইলে সৌর বৎসরাপেক্ষা সাবন বৎসর অনেক অধিক হয়, সুতরাং তখন দশারই ভিন্নতা হইয়া থাকে, অতএব দশাফলের অনেক তারতম্য হইয়া পড়ে, কিন্তু ফলিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাবনশুদ্ধির আবশ্যকতা নাই, সাবনশুদ্ধি না করিলে ফল মিলিতে দেখা যায়।

সাবনমল্ল, মুলতানের একজন শাসনকর্তা। ইনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট হইতে দেরাগাজী খাঁ বন্দোবস্ত করিয়া লন। ১৮২৯ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি মুলতান শাসন করেন। [মুলতান দেখ।]

সাবন্ত, উড়িষ্যার অন্তর্গত কেউঞ্ঝর-রাজ্যবাসী আদিম জাতি-বিশেষ। উৎকলীয় ভাষায় ইহারা সাঁওৎ নামে পরিচিত।

সাবন্তবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। পলিটিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের কর্তৃত্বাধীনে পরি-[illegible] অক্ষা° ১৫° ৩৮´ ৩০´´ হইতে ১৬° ১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৭´ হইতে ৭৪° ২১´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৯০০ বর্গ মাইল।

এই রাজ্যের উত্তরপশ্চিম সীমায় ইংরাজাধিকৃত রত্নগিরি জেলা, পূর্ব্বে সহ্যাদ্রি শৈলমালা এবং দক্ষিণে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত গোয়ারাজ্য। এই রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। সমুদ্রোপকূল হইতে সহ্যাদ্রিপাদমূল পর্য্যন্ত ২০ হইতে ২৫ মাইল বিস্তৃত ভূমিভাগ বনমালাসমাচ্ছাদিত শৈল-শ্রেণীতে পূর্ণ। উহাদের মধ্যস্থিত উপত্যকানিচয় সুরম্য উপবন এবং নারিকেল ও সুপারির বাগানে পরিশোভিত। এখানে কার্লি ও তেরেখোল নামে খরপ্রবাহ দুইটী ক্ষুদ্র নদী আছে। নদীর মোহানাগুলি অতি বিস্তৃত, দেখিলেই সমুদ্রের খাড়ি বলিয়া ভ্রম হয়। মোহানা হইতে তেরেখোল বক্ষে ১২ মাইল ও কার্লি নদীতে ১৪ মাইল পথ ক্ষুদ্র নৌকাযোগে যাওয়া যায়।

সহ্যাদ্রি সন্নিহিত বনভাগে সেগুণ, আবলুস, খদির ও জাম গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরে কাঁটাল, আম ও ভেরাণ্ডা গাছ যথেষ্ট জন্মে। ভেরাণ্ডাফল হইতে কোকম্ নামে এক-প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। খাদ্যোপযোগী নানা প্রকার ফল এবং ধান্য ও কলাই প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তিল, শণ, গাঁজা, মরিচ, লঙ্কা ও কফি প্রভৃতিরও চাস আছে।

সহ্যাদ্রিশৈলের রামঘাট নামক স্থানের সন্নিহিত প্রদেশে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। গৃহাদি নির্ম্মাণোপযোগী আকরী ও লেটারাইট পাথরের অভাব নাই। সহ্যাদ্রির বনভাগে বাঘ, চিতা, বাইসন, মহিষ ও সাম্বরাদি হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত হইত; এখন রাজাদেশে তাহা বন্ধ হইয়াছে। চর্ম্ম ও বস্ত্রের উপর সোণালী ও রূপালী সাঁচ্চা সল্‌মার কাজ করা দ্রব্যাদি, খসখসের পাখা, পেটরা ও বাক্স, সোণারতারে বাহারি কাজ করা পাণপাত, তাস, মহিষের শৃঙ্গে প্রস্তুত নানারূপ গৃহসজ্জা, গালার খেলনা ও মাটীর পুতুল প্রভৃতি শিল্পব্যবসাই এখানকার অধিবাসিবর্গের একমাত্র উপজীবিকা।

এখানে রেলপথ নাই। বাণিজ্যের সুবিধার্থ বেনগুর্লা বন্দর হইতে একটা বড় রাস্তা সহ্যাদ্রি পর্য্যন্ত আনীত হইয়াছে। ঐ পথ দিয়া পণ্যদ্রব্য সকল বেলগাম্ ও দক্ষিণ মরাঠা রাজ্যসমূহে নীত হইয়া থাকে। সহ্যাদ্রিপৃষ্ঠে রামঘাট, তালকটঘাট ও ফন্দাঘাট নামক গিরিপথ দিয়া দাক্ষিণাত্যে যাওয়া যায়।

প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে চালুক্যরাজবংশের অধিকার বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে যাদবরাজগণ এই স্থানে শাসনদণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে (১২৬১ খৃঃ) চালুক্য-গণ পুনরায় এই প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে অনুমান ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে বিজয়-

নগব রাজবংশের একজন কর্ম্মচারী এখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের মধ্যভাগে এখানে একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ রাজবংশ কিছুদিন স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিবার পর, উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে অভ্যুত্থিত বিজাপুর-রাজবংশের হস্তে পরাজিত হন এবং বিজাপুর রাজগণ স্বহস্তে এতৎপ্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। অনুমান ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে মঙ্গসাবন্ত নামক ভোঁসলে বংশীয় একজন মহারাষ্ট্রনেতা বিজাপুর-রাজবংশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বারিনগরের নয় মাইল দুরবর্ত্তী হোড়করা নামক স্থানে স্বাধীনতাধ্বজা উত্তোলন করেন। বিজাপুররাজ এই উদ্ধত মহারাষ্ট্রযুবককে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিলে তাহারা মহারাষ্ট্রহস্তে বিশেষরূপে পরাজিত হয়। মঙ্গ তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবেই এতৎপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ পুনরায় বিজাপুর-রাজের অধীনতা স্বীকার করেন।

অবশেষে খেম সাবন্ত ভোঁসলে মুসলমান হস্ত হইতে এই দেশ স্বাধীন করেন। খেম সাবন্ত ১৬২৭ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সেখ সাবন্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি কেবল মাত্র অষ্টাদশ মাসকাল রাজত্ব করিলে, তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ সাবন্ত রাজ্যলাভ করেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজীর প্রবল প্রতাপ মহারাষ্ট্রদেশে বিঘোষিত হইলে, লক্ষ্মণ শিবাজীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সমগ্র দক্ষিণ কোঙ্কণের 'সরদেশাই' পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা কোন্দ সাবন্ত সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং দশ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর তৎপুত্র দ্বিতীয় খেম সাবন্ত এই দেশের রাজা হন। ইনি শিবাজীর পৌত্র সাহুর সমসাময়িক ব্যক্তি। সাহু কোলাবরের শাসনকর্ত্তার সহিত সমভাগে সালসি মহলের অর্দ্ধেক রাজস্ব ইঁহাকে প্রদান করিবার বন্দোবস্ত করেন। ২য় খেমের বংশধরের রাজত্বকালে (১৭০৯-১৭৩৭) সাবন্তবাড়ী রাজ্য প্রথমে ইংরাজরাজের সম্পর্কে আসে।

১৭৫৫ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাখেম সাবন্ত সাবন্তবাড়ীতে রাজত্ব করেন। তিনি ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে জয়াজী সিন্ধিয়ার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই জন্য তিনি দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। খেম সাবন্তের রাজ্যমান দর্শন করিয়া কোল্হাপুরের পরশ্রীকাতর শাসনকর্ত্তা অনতিবিলম্বে সাবন্তবাড়ীর কএকটী পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু সিন্ধিয়ার সাহায্যে খেম সাবন্ত পুনরায় সেই দুর্গগুলি হস্তগত করেন। তিনি কেবল মাত্র স্থলযুদ্ধে সন্তুষ্ট না হইয়া, অবশেষে জলদস্যুর কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমুদায় রাজত্বকাল কোল্হাপুরের শাসনকর্ত্তার সহিত এবং পেশবা, পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। খেম সাবন্তের নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে, উত্তরাধিকারিস্বত্ব লইয়া রাজ্য মধ্যে ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে খেম সাবন্তের বিধবা পত্নী লক্ষ্মীবাই, রামচন্দ্র সাবন্ত ওরফে ভাউ সাহেবকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে এই গোলযোগ মিটিয়া যায়। কিন্তু তিন বৎসর পরে শত্রুরা এই বালককে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলে, ফোন্দ সাবন্ত নামে একজন নাবালক তাহার স্থলে নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ অরাজকতার সময়ে বন্দর সকল জলদস্যু কর্ত্তৃক ক্রমাগত উৎপীড়িত হইয়াছিল। এই কারণে ইংরাজের বাণিজ্যবিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হয় এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ফোন্দ সাবন্ত ইংরাজের সহিত সন্ধিসংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেন্‌গুর্লা বন্দর প্রদান করিতে এবং যুদ্ধের জাহাজ সকল তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির অব্যবহিত পরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই বালক সাবালক হইয়াও রাজ্য পরিচালন করিতে অসমর্থ হইলে এবং রাজ্য মধ্যে উপর্য্যুপরি বিদ্রোহ ও অশান্তি উপস্থিত হইলে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজরাজের হস্তে এই রাজ্যের শাসনভার প্রদান করেন। তাহার পরেও ১৮৩৯ এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে দুইবার তথায় বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কিন্তু শীঘ্রই এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয় এবং এখন পর্য্যন্ত তথায় শান্তি বিরাজ করিতেছে।

এক্ষণে সাবন্তবাড়ীর সরদেশাই ইংরাজরাজের পরামর্শানুসারে রাজ্যপরিচালনা করিয়া থাকেন। এই স্থানের শাসনকর্ত্তার সম্মানার্থ নয়টী তোপধ্বনি হয়। রাজার বাৎসরিক আয় প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা। রাজার অধীনে ৪৩৬টী সৈন্য লইয়া একটী ক্ষুদ্র সৈন্যবিভাগ আছে। এই সৈন্যবিভাগ সাবন্তবাড়ী লোকাল কোর বা সামন্তবাড়ীর স্থানীয় সৈন্য-বিভাগ নামে অভিহিত হয়।

সাবমর্দ্দ (ত্রি) অবমর্দ্দযুক্ত।

সাবসান (ত্রি) অবসানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবসানের সহিত বর্ত্তমান, অবসানযুক্ত, অবসানবিশিষ্ট, শেষযুক্ত।

সাবয়ব (ত্রি) অবয়বেন সহ বর্ত্তমানঃ। সঙ্গে, অবয়বের সহিত বর্ত্তমান, অবয়বযুক্ত। সাঙ্গরূপকালঙ্কার। ইহা সমস্ত বস্তু বিষয়ক একদেশবিবর্ত্তী।

"অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তৎ।
সমস্তবস্তুবিষয়মেকদেশবিবর্ত্তি চ॥" (সাহিত্যদ° ৬৭২)

যদি অঙ্গীর সঙ্গে অর্থাৎ সাবয়বের সহিত রূপণ হয়, তাহা হইলে সাঙ্গরূপক হইয়া থাকে। ইহা দুই প্রকার সমস্তবস্তুবিষয়ক ও একদেশবিবর্ত্তি, যে স্থলে সমস্ত অঙ্গেরই সাঙ্গের সহিত রূপণ হয় তথায় সমস্তবস্তুবিষয় এবং যে স্থলে একদেশের রূপণ তথায় একদেশবিবর্ত্তি হয়।

সাবয়স্ (পুং) সবয়সের অপত্য, অষাঢ়। (শতব্রা°)

সাবর (পুং) সাবরাণামযমিতি অণ্। ১ লোধ্র। (শব্দরত্না°) ২ পাপ, অপরাধ। (বিশ্ব) (ক্লী) ৩ মৃগবিশেষের মাংস।

"সাবরং পললং স্নিগ্ধং শীতলং চ গুরু স্মৃতং।
রসে পাকে চ মধুরং কফদং রক্তপিত্তহৃৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

গুণ—এই মাংস স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, রসে ও পাকে মধুর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তনাশক।

সাবরক (পুং) সাবর স্বার্থে কন্। সাবর লোধ্র, শ্বেত লোধ্র।

সাবররোধ্র (পুং) লোধ্রভেদ, শ্বেতলোধ্র। (সুশ্রুত)

সাবরিকা (স্ত্রী) নির্বিষ জলৌকা, নির্বিষ জোঁক। (সুশ্রুত)

সাবরোহ (ত্রি) অবরোহেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অবরোহের সহিত বর্ত্তমান, অবরোহযুক্ত, অবরোহবিশিষ্ট।

সাবর্ণ (পুং) সবর্ণএব স্বার্থে অণ্। সবর্ণায়াঃ ছায়ায়া অপত্যমিতি বা অণ্। অষ্টম মনু। সাবর্ণিমনু। সূর্য্যের পত্নীর নাম সংজ্ঞা, সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সবর্ণা ছায়াকে নির্ম্মাণ ও সূর্য্যের নিকট রাখিয়া তিনি পিতৃভবনে গমন করেন। এই ছায়ার গর্ভে সাবর্ণ মনুর উৎপত্তি হয়। সংজ্ঞার সবর্ণা ছায়ার পুত্র বলিয়া ইঁহার নাম সাবর্ণ হইয়াছে। দেবীভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে এই মনু এবং মন্বন্তরের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় কথিত হইল।

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীই সাবর্ণ মন্বন্তরের বিবরণ। মুনি ক্রৌষ্টুকি একদা মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আপনি সাবর্ণি মনুর বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। ইহাতে মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন যে সাবর্ণি ছায়ারূপিণী সংজ্ঞার পুত্র। বিশ্বকর্ম্মার পুত্রীর নাম সংজ্ঞা, সূর্য্যের সহিত সংজ্ঞার বিবাহ হয়। সংজ্ঞা সূর্য্যসকাশে তাঁহার প্রখর তেজ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন তিনি আত্মতনুকে ছায়ারূপে নির্ম্মাণ এবং তাঁহাকে সূর্য্যসকাশে রাখিয়া পিতৃভবনে গমন করিলেন। এই ছায়া সংজ্ঞার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়। প্রথম পুত্রের নাম সাবর্ণ মনু, ইনি মনুদিগের ন্যায় তুল্যগুণসম্পন্ন। যে সময় বলি ইন্দ্র হইবেন, সেই সময়ই এই সাবর্ণি মনু হইবেন। এই মন্বন্তর কালে রাম, ব্যাস, গালব, দীপ্তিমান্, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও দ্রৌণি এই সাতজন সপ্তর্ষি; সুতপা, অমিতাভ ও মুখ্য ইহারা দেবতা। এই দেবতার সমুদায়ে ৬০টী গণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে তপস, তপ, শক্র, দ্যুতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাব, দয়িত, ধর্ম্ম, তেজ, রশ্মি, চক্রতু ইত্যাদি ২০ জন সুতপা দেবগণ নামে কথিত। প্রভু, বিভু, বিভাসাদি ২০জন অমিতাভ দেবগণ ও দম, দান্ত, রিত প্রভৃতি ২০জন মুখ্যগণ নামে কথিত। এই সকল দেবগণ মন্বন্তরাধিপতি। ইঁহারা প্রজাপতি মারীচের পুত্র। বিরোচনপুত্র বলি ইঁহাদের ভবিষ্য ইন্দ্র। বিরজা, চার্ব্ববীর, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি ও বিষ্ণু প্রভৃতি এই সকল সাবর্ণ মনুর পুত্র।

সূর্য্যতনয় সাবর্ণ স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ নামে রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে সর্ব্বদা পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। অনন্তর কোলাবিধ্বংসী নরপতিগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা সুরথ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া একাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া বনে যান। তথায় মেধস মুনির আশ্রম ছিল। মুনি রাজাকে দেখিয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে আশ্রয় দেন। রাজা এই আশ্রমে অবস্থিত হইয়া রাজ্যোদ্ধামকনায় অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি আশ্রমের নিকটে সমাধিবৈশ্যকে দেখিতে পান, তিনিও রাজার ন্যায় অতিবিমনা ছিলেন। রাজা তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, যে আপনাকে অতি দুঃখিতের ন্যায় দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? তখন বৈশ্য বলিলেন যে, দুর্ব্বৃত্ত স্ত্রীপুত্রগণ ধনলোভে আমার সমস্ত ধন কাড়িয়া লইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তথাচ তাহাদের প্রতি আমার চিত্ত মমতাশূন্য হইতেছে না, ইহা অতি আশ্চর্য্য! তখন রাজাও কহিলেন, আমার রাজ্য অপহৃত হইয়াছে, অথচ রাজ্যের ভাবনায় আমার আহার নিদ্রা নাই।

তখন রাজা ও সমাধি বৈশ্য ইহার কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া মেধস মুনির নিকট গমন করেন। তাঁহাকে যথাযোগ্য প্রণাম করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ইহা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে তোমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহা মহামায়ার কার্য্য। এই মহামায়া জগৎপতি হরির সাক্ষাৎ যোগনিদ্রা। তাঁহারই প্রভাবে এই নিখিল জগৎ ঐরূপ মোহপাশে আবদ্ধ ও মমতাবর্ত্তে নিপতিত হইয়া থাকে। ঐ মহামায়াই দেবী ভগবতী। তিনি জ্ঞানিগণের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহের আয়ত্ত করেন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বজগৎ সেই মহামায়ারই সৃষ্টি। তিনি প্রসন্ন হইলে বরদান ও লোকের মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন। তিনিই পরমাবিদ্যা, ও নিত্যস্বরূপা। তিনিই মুক্তির হেতু এবং তিনিই সংসারবন্ধনের কারণ।

তখন রাজা বলিলেন যে, ভগবন্! আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন, সেই মহামায়া কে? তাঁহার স্বভাব, স্বরূপ, উৎপত্তি প্রভৃতি কিরূপে হয়? তখন তিনি বলিলেন যে, তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, তিনি সদা বিরাজমানা। তবে দেবতাদিগের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে তাঁহার উদ্ভব হইয়া থাকে। দেবগণ যখন বিপন্ন হইয়া তাঁহার শরণাগত হন, তখন তিনি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে রক্ষা করেন। ইহাকেই মহামায়ার আবির্ভাব বলা যায়।

যখন কল্পান্তকালে এই সমুদয় জগৎ একার্ণবীকৃত করিয়া সকলের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রার আশ্রয়ে অনন্তের ফণা-মণ্ডলে নিদ্রিত ছিলেন, তখন বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে অতি ভয়ঙ্কর দুই অসুর উৎপন্ন হয়। ইহারা উৎপন্ন হইবামাত্রই বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। বিষ্ণু যোগমায়ায় নিদ্রিত, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া এই মহামায়ার স্তব করেন, মহামায়া তখন বিষ্ণুকে প্রবোধিত করেন। বিষ্ণু তখন অসুরদ্বয়কে সংহার করেন।

মহিষাসুর যখন দেবগণকে পরাজয় করিয়া স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্র হন, তখন আবার দেবগণ মিলিত হইয়া এই মহামায়ার স্তব করেন, ইহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহামায়া এক অপূর্ব্ব জ্যোতি-র্ম্ময়ী নারীবেশে মহিষাসুরকে সংহার করেন। পরে আবার শুম্ভ নিশুম্ভ স্বর্গের ইন্দ্র হইলে পুনরায় দেবগণ মহামায়ার শরণা-গত হন, তখন মহামায়া উক্ত অপূর্ব্ব নারীবেশে ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভকে বধ করিয়া দেবতাদিগের দুঃখ দূর করেন।

দেবীর মাহাত্ম্য তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সেই দেবীর প্রভাবই এইরূপ। কেন না তিনিই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর মায়া। তিনি আপনাকে, বৈশ্যকে এবং অন্যান্য বিবেকিব্যক্তিদিগকে যেমন জ্ঞান দান করেন, তেমনি মোহিতও করিয়া থাকেন। অতএব আপনারা এই মায়ের শরণ গ্রহণ করুন, তাহা হইলে আপনাদের দুঃখের নিবৃত্তি হইবে।

তখন রাজা ও বৈশ্য দুই জনে মুনির বাক্যানুসারে মহামায়ার উদ্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দুইজনে একটী নদীতীরে দেবী মহামায়ার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি উপহার দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা উভয়েই কখন একাহারে কখন একেবারে আহারত্যাগ, কখন বা আহারসংযম করিয়া তদ্গতচিত্তে স্বকীয় শরীরের রক্ত দেবীর উদ্দেশে বলিস্বরূপ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর আরাধনা করিলে জগদম্বিকা তথায় আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে এই বর দেন যে, "রাজন্! তুমি এই জন্মে কোলা-বিধ্বংসী নরপতিদিগের বিনাশ করিয়া নিজরাজ্য লাভ করিবে এবং এই দেহাবসানে ভগবান্ ভাস্করের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণি মনু নামে খ্যাত হইবে।" বৈশ্য দেবীর বরে মুক্তিলাভ করেন।

পরে রাজা সুরথ দেহবিগমে সূর্য্য হইতে ছায়াসংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণমনু নামে খ্যাত হন। এই মনু বৈবস্বত সাবর্ণ। ইহা ভিন্ন দক্ষ সাবর্ণ, ধর্ম্মপুত্র সাবর্ণ, ও রুদ্রপুত্র সাবর্ণ মনু আছেন। এই সকল সাবর্ণ মনুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, দক্ষপুত্র সাবর্ণ মনুর মন্বন্তরে মরীচি, ভর্গ ও সুধর্ম্মা ইহারা দেবতাগণ, (এই গণ দ্বাদশভাগে বিভক্ত,) মহাবল সহস্রলোচন এই দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র; মেধাতিথি, বসু, সত্য, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, সবল, হব্যবাহন, এই সাতজন সপ্তর্ষি; ধৃষ্টকেতু, বর্হকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অর্চ্চিষ্মান্, ভূর্য্য-রিয়, বৃহদ্ভয় এই সকল মনুপুত্র।

ধর্ম্মপুত্র সাবর্ণ মনুর মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কামগ ও নির্ম্মাণ-পতি এই তিন দেবগণ, এই প্রত্যেক দেবগণ ত্রিংশৎগণে বিভক্ত। তন্মধ্যে মাস, ঋতু ও দিবস ইহারা নির্ম্মাণপতি, রাত্রি, বিহঙ্গ ও মৌহূর্ত্তসকল কামগণ এবং বিক্রমবৃষ ইঁহাদের ইন্দ্র। হবিষ্মান্, বরিষ্ঠ, ঋষ্টি, আরুণি, নিশ্চর, বিষ্টি ও অগ্নিদেব এই সাতজন সপ্তর্ষি; সর্ব্বগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরুদ্বহ, হেম-ধন্বা, ও দৃঢ়ায়ু এই সকল মনুপুত্র। তৎপরে রুদ্রসাবর্ণ মনু, এই মন্বন্তরে সুধর্ম্মা, সুমনা, হরিত, রোহিত, ও সুবর্ণ, এই পাঁচটী দেবগণ, এই সকল গণ দশভাগে বিভক্ত। ঋতনামা এই সকল দেবগণের ইন্দ্র, দ্যুতি, তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি ও তপোধৃতি এই ৭জন সপ্তর্ষি, দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্ ও মিত্রবৃন্দ এই সকল মনুর পুত্র। এইরূপে মনু ও মন্বন্তর সকল হইয়া থাকে। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮০-৯৪ অ°) দেবীভাগবতে দশম স্কন্ধে ১০ অধ্যায় হইতে এই সাবর্ণ মনুর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আরও লিখিত আছে যে, বৈবস্বত মন্বন্তরীয় রাজা সুরথ ভগবতী দুর্গাতিহারিণী দুর্গার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি পূজা করিয়া অষ্টম সাবর্ণ মনু হইয়াছিলেন। (দেবীভাগ° ১০।১০-১৩ অ°)

কোনরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইলে তাঁহার উদ্ধার কামনায় প্রতি গৃহে এই দেবীমাহাত্ম্য পঠিত হইয়া থাকে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সুরথ রাজার এই বিবরণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি অচিরে সকল প্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার হন এবং তাঁহার সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। (ত্রি) ২ সবর্ণ সম্বন্ধীয়, সমানবর্ণ সম্বন্ধীয়।

সাবর্ণক (পুং) সাবর্ণ স্বার্থে কন্। সাবর্ণমনু। (মার্ক° পু° ১০৮।২৬)

সাবর্ণলক্ষ্য (ক্লী) সবর্ণস্য সমানবর্ণস্য পুংসাকৃতেরিতি যা.ৎ লক্ষ্যং যস্মাৎ। চর্ম্ম।

সাবর্ণি (পুং) সবর্ণায়া অপত্যং সর্তি ইঞ্। অষ্টম মনু। সূর্য্যপুত্র। [সাবর্ণ দেখ।] ২ গোত্রভেদ, সাবর্ণগোত্র, এই গোত্রের পাঁচটী প্রবর—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ।

সাবর্ণিক (ত্রি) সাবর্ণ মনু সম্বন্ধীয়, সাবর্ণ মনুর অন্তর কাল, যতদিন সাবর্ণ মনুর আধিপত্য, ততদিন সাবর্ণিক মন্বন্তর। সাবর্ণ মনু। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫১।৩০)

সাবর্ণ্য (ত্রি) সবর্ণায়া অপত্যং সবর্ণ-ষ্যঞ্। ১ সাবর্ণ মনু। ২ সাবর্ণ মন্বন্তর।

সাবশেষ (ত্রি) অবশেষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অবশেষের সহিত বর্ত্তমান, অবশেষযুক্ত, অবশেষবিশিষ্ট। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬২।২৯)

সাবষ্টম্ভ (পুং) বাস্তুভেদ। যে বাস্তুর উত্তর বা দক্ষিণ দিকে বীথিকা থাকে, তাহাকে সাবষ্টম্ভ বাস্তু কহে। এই বাস্তু বিশেষ শুভপ্রদ।

"মায়াশ্রয়মিতি পশ্চাৎ সাবষ্টম্ভস্ত পার্শ্বসংস্থিতয়া।
সুস্থিতমিতি চ সমস্তাচ্ছাস্ত্রজ্ঞৈঃ পূজিতাঃ সর্ব্বাঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৫৩।২১)

(ত্রি) ২ অবষ্টম্ভের সহিত বর্ত্তমান, অবষ্টম্ভযুক্ত।

সাবান—অঙ্গ ও বস্ত্রাদির মলধৌতকরণার্থ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্যবিশেষ। সাবান ফরাসী (Savon) শব্দের অপভ্রংশ। য়ুরোপীয়গণ ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্ব্বে ভারতে সাবান ব্যবহৃত হইত না। পর্ত্তুগীজগণ সর্ব্বপ্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সাবানকে 'সাবাঁও' বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে ভারতবাসী সাবান ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বস্ত্রাদি ধৌত করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে, নানাবিধ ক্ষার, উদ্ভিদের ছাই, সাজিমাটী এবং রিটা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। আজকাল সাবান একটী প্রধান সখের জিনিষ। যে দেশে যত অধিক পরিমাণে সাবান ব্যবহৃত হয়, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে, সেই দেশ তত সভ্য হইয়াছে। সুতরাং কোন একটী জাতির উন্নতি ও সভ্যতার পরিমাণ, আজকাল সাবানের প্রচলন হইতে জানিতে পারা যায়।

সাবান একটী লবণতুল্য (Salt) রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। লবণ মাত্রই যেমন ক্ষার (Alkali) ও অম্ল (Acid) সংযোগে প্রস্তুত হয়, সাবানও ঠিক সেইরূপ ক্ষার এবং তৈলজ অম্ল (Faty Acid) হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাবান সাধারণতঃ তৈলজ অম্ল এবং পটাশ কিম্বা সোডা-ক্ষারের রাসায়নিক সমষ্টি।

সচরাচর তৈলে এবং চর্ব্বিতে গ্লিসিরিণ (Glycerine) নামক মিষ্টস্বাদযুক্ত একটী পদার্থ ও কএকটী তৈলজ অম্ল থাকে। তৈলজ অম্লের মধ্যে ষ্টিয়ারিক (Stearic), পাল্মিক (Palmic, ওলিক (Oleic) ও মার্গারিক (Margaric) অম্ল প্রধানতঃ তৈল ও চর্ব্বির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তৈল কিম্বা চর্ব্বিতে কোন একটী ক্ষার সংযোগ করিয়া, এই মিশ্রিত পদার্থকে অগ্নিসন্তাপে ফুটাইলে, গ্লিসিরিণ হইতে তৈলজ অম্লবিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং এই অম্ল ক্ষারের সহিত মিলিত হইয়া অগ্নির উত্তাপে লবণে পরিণত হয়; এইরূপ উপায়ে উৎপন্ন লবণই সাবান নামে পরিচিত। গ্লিসিরিণ জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পৃথক্ পড়িয়া থাকে। সুতরাং উগ্র পটাশ বা সোডা-ক্ষারসংযোগে চর্ব্বি কিম্বা তৈল হইতে গ্লিসিরিণ পৃথক্ করিয়া দিলেই, সাবান প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ ক্ষার দ্রব্যের জলীয় অংশের সহিত চর্ব্বির অথবা তৈলের গ্লিসিরিণ ভাগ মিশ্রিত হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সাবান।

প্রত্যেক লবণই একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষার ও অম্ল সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেইরূপ সোডা বা পটাশ-ক্ষার এবং তৈলজ অম্লের যে যে পরিমাণ পরস্পর মিলিত হইয়া সাবান তৈয়ার হয়, তাহারও একটী স্বাভাবিক মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। কি পরিমাণ ক্ষার, কি পরিমাণ তৈল বা চর্ব্বিকে সাবানে পরিণত করিতে পারে, তাহা যথার্থরূপে জানা না থাকিলে, উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। কারণ এই পরিমাণের উপরই সাবানের গুণের ও উপকারিতার তারতম্য নির্ভর করে।

ক্ষার, সাধারণ অম্ল অপেক্ষা তৈলজ অম্ল অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে। ৩১ ভাগ সোডা ২৮৪ ভাগ ষ্টিয়ারিক এসিড অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পটাশের অম্লধারণক্ষমতা অনেক কম; সেই জন্য পটাশ-সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে প্রত্যেক ২৮৪ ভাগ ষ্টিয়ারিক এসিডের জন্য ৪৭ ভাগ পটাশ ব্যবহার করিতে হয়। আবার পটাশ অপেক্ষা সোডার জমাট বাঁধিবার শক্তি অনেক বেশী। সেই জন্য সোডার দ্বারা যে সাবান প্রস্তুত হয়, তাহাকে "কঠিন সাবান" বা Hard Soap এবং পটাশ-সাবানকে "কোমল সাবান" বা Soft Soap বলে।

যে তৈল যত অধিক পরিমাণে ক্ষার শোষণ করে, তাহাতে তত অধিক পরিমাণে সাবান প্রস্তুত হয়। নারিকেল তৈল-সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সোডা কিম্বা পটাশ গ্রহণ করিতে পারে, এই জন্য নারিকেল-তৈল সাবান প্রস্তুত করিতে অধিক ব্যবহৃত হয়। পরবর্ত্তী তালিকা হইতে, নারিকেল ও পাম্ তৈল এবং চর্ব্বির ক্ষারধারণশক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইবে—

	বিশুদ্ধ সোডা পাউণ্ড	বিশুদ্ধ পটাশ পাউণ্ড
নারিকেল-তৈল (৪০০ পাউণ্ড)—	১২.৪৪	১৮.৮৬
পাম্-তৈল "	১১.০০	১৬.৬৭
চর্ব্বি "	১০.৫০	১৫.৯২

এই তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যেমন নারিকেলতৈল হইতে অধিক পরিমাণে সাবান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চর্ব্বি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ সাবান তৈয়ার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন তৈলে ও চর্ব্বিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তৈলজ অম্ল বর্ত্তমান থাকায় এবং উহাদের পরিমাণ বিভিন্ন হওয়ায়, সকল তৈল ও চর্ব্বির ক্ষার-শোষণ-শক্তি সমান নহে। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন তৈলের ক্ষার ধারণ শক্তির তারতম্য লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ নারিকেল, রেড়ী, তিল, মসিনা, চিনের বাদাম, পাম্, জলপাই এবং কার্পাস-বীজের তৈল সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন কএকটী উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি হইতেও সাবান প্রস্তুত হয়। আফ্রিকা, চীন, বর্ণিও, যব ও সুমাত্রা প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় বৃক্ষবিশেষের ফল হইতে জান্তব চর্ব্বির ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও শক্ত এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়; ইহাকেই উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি বলে। জান্তব চর্ব্বির মধ্যে গো ও শূকরের বসাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সকল প্রকার সাবানই প্রায় একই উপায়ে প্রস্তুত হয়। প্রথমে সোডা, ছাই, চুণ ও জল মিশাইয়া একটী ক্ষারের গোলা প্রস্তুত করা হয়। এই গোলা কিছুক্ষণ অগ্নিতে ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিতে দেওয়া হয়। গোলাটী বেশ ঠাণ্ডা হইলে, ক্যালসিয়ম্ কার্বনেট বা খড়ি পাত্রের নিম্নে থিতাইয়া যায়। তাহার পর পরিষ্কার জলীয় অংশ পাত্র হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া ভিন্ন পাত্রে অগ্নির উপর বসান হয়। তৎপরে সেই ক্ষার জলদ্বারা তরল করিয়া, তাহার সহিত বিশুদ্ধ চর্ব্বি অথবা তৈল মিশ্রিত করা হয়। ক্রমে সেই ক্ষার ও তৈল মিশ্রিত পদার্থ অগ্নি-সন্তাপে ফুটিতে আরম্ভ করিলে, অল্প অল্প পরিমাণে উগ্র ক্ষারজল উহাতে মিশান হয়। অনন্তর সাবান প্রস্তুত হইয়া পাত্রের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে, সেই সাবানে তৈলভাব অধিক আছে কি না? সাবানে তখনও অমিশ্রিত চর্ব্বির অংশ অধিক থাকিলে, সেই পাত্রে পুনরায় ক্ষার-গোলা ঢালিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর সেই পাত্রস্থিত পদার্থ আরও কিছুক্ষণ ফুটিলে, সাধারণ লবণ তন্মধ্যে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। লবণ নিক্ষেপ করিবামাত্র, সাবান জমাট বাঁধিয়া উঠে। নারিকেলতৈলের সাবানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লবণের প্রয়োজন হয়। পটাশ দ্বারা সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে লবণ ব্যবহার করা হয় না। কারণ লবণের অভ্যন্তরস্থ সোডা সমস্ত ক্ষারকে সোডা-ক্ষারে পরিণত করিয়া ফেলে; সুতরাং "কোমল সাবান" প্রস্তুত না হইয়া "কঠিন সাবান" প্রস্তুত হয়। সোডা মহার্ঘ কিম্বা পটাশ সস্তা হইলে, অনেক সময় লবণ সংযোগ করিয়া পটাশ দ্বারা "কঠিন সাবান" প্রস্তুত করা হয়। এইরূপে সমস্ত সাবান পাত্রের উপরে ভাসিয়া উঠিলে, সেগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া অপর একটী পাত্রে (Frame) রাখা হয়। তখনও যে অল্প পরিমাণ ক্ষারজল সাবানের সহিত মিলিত থাকে, তাহা ফ্রেমের নিম্নে আসিয়া জমা হইলে, সাবানগুলিকে পৃথক্ করা হয় এবং তিন চারি দিন পরে এই সাবান কঠিন হইয়া পড়ে। তখন তাহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন গন্ধদ্রব্য বা ঔষধাদি মিশ্রিত করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত করা হয়।

কএক শ্রেণীর সাবান প্রস্তুত করিতে অনেক সময় রজন ব্যবহৃত হয়। তারপিন তৈল হইতে তৈলাংশ চুয়াইয়া পৃথক্ করিলে, যে জমাট পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই রজন। তারপিন পাইন জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। কএকটী উদ্ভিজ্জ অম্ল রজনের রাসায়নিক উপাদান। ইহাদিগের মধ্যে পামেরিক, সিলভিক্ ও পাইনিক্ এসিডই প্রধান। এই এসিডগুলি ক্ষারের সহিত মিলিত হইয়া সাবান প্রস্তুত হয়। রজনমধ্যস্থিত অম্লের ৩০২ ভাগ, ৩১ ভাগ সোডাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু রজন-নির্ম্মিত সাবান শক্ত ও জমাট বাঁধিতে পারে না এবং উহা বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া গলিয়া যায়। এইজন্য অন্যান্য তৈল অথবা চর্ব্বির সহিত রজন মিশ্রিত করিয়া উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। বস্ত্র ধৌতার্থ রজকদিগের সাবানে অধিক পরিমাণে রজন ব্যবহৃত হয়। জলে ঘর্ষণ করিলে এই সাবান হইতে অধিক ফেন নির্গত হয়; সেই জন্য বস্ত্রধৌতকার্য্যে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয়, সেই গুলি সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। নিম্নলিখিত কএকটি উপায়ে তৈল ও চর্ব্বি পরিষ্কৃত করা যাইতে পারে—

১। অধিকাংশ তৈল ছাঁকিয়া (Filter) লইলেই পরিষ্কৃত হয়। সাধারণতঃ ব্লটিং বা ফিল্টার কাগজ দ্বারা তৈল ছাঁকা হয়। কেবল মাত্র ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইলেও যদি উহা বেশ পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে সেই তৈল পুনরায় কাঠ কয়লার মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। কাঠ-কয়লার পরিবর্ত্তে অস্থিচূর্ণ-অঙ্গার ব্যবহার করিলে, তৈল অধিকতর পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হয়। নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট অঙ্গারপূর্ণ বাক্সের মধ্যে তৈল ঢালিয়া দিতে হয়। কয়লার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে তৈল ছিদ্র মধ্য দিয়া চুয়াইয়া পরি-

স্কৃত অবস্থায় বাহির হইয়া থাকে। সেই তৈল পুনরায় ফিল্টার কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই তৈল বিলক্ষণ পরিষ্কার হয়।

২। উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তৈল নির্ম্মল না হইলে, এসিড দ্বারা উহাকে পরিস্কৃত করিতে হয়। একশত ভাগ উষ্ণ তৈলের সহিত এক বা দুইভাগ উগ্র গন্ধক-দ্রাবক মিশাইয়া অনবরত নাড়িতে হইবে। এইরূপে কিছুক্ষণ নাড়িয়া, মিশ্রটী ২৪ ঘণ্টা স্থিরভাবে রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর উহাতে আরও খানিক গরম জল মিশাইয়া পুনরায় আবর্ত্তন করিতে হইবে। এইরূপে তৈল ও জল মিশ্রিত হইয়া গাঢ় হইয়া আসিলে মিশ্রটী কএক দিনের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। অনন্তর যখন উহার উপরে নির্ম্মল তৈল ভাসিয়া উঠিবে এবং তৈলের ময়লাগুলি দ্রাবকসংযুক্ত হইয়া নিম্নে পতিত হইবে, তখন সাবধানে উপরের তৈল ঢালিয়া লইয়া পুনরায় গরম জল দিয়া ধৌত করিয়া লইলেই তৈল সম্পূর্ণরূপে পরিস্কৃত হয়। পরিস্কৃত তৈল জলের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে; সেই তৈল ধীরে ধীরে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়।

৩। বিকৃত তৈল অথবা চর্ব্বি ক্ষারসংযোগে পরিস্কৃত করা হয়। তৈল বা চর্ব্বি কিঞ্চিৎ গরম করিয়া তাহাতে উষ্ণ অনুগ্র কষ্টিক্ সোডা বা পটাশ-জল মিশ্রিত করিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিলে, তৈলের উপরিভাগে ময়লাগুলা ভাসিয়া উঠে। এই ময়লা ক্রমাগত ফেলিয়া দিয়া, তৈলকে ১০।১২ ঘণ্টা থিতাইতে দিলে, নির্ম্মল তৈল উপরে ভাসিয়া উঠিবে। চর্ব্বি শোধন করিবার ইহাই সহজ উপায়।

তৈল ও চর্ব্বি ভিন্ন আরও কতকগুলি তৈলাক্ত পদার্থ হইতে সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। ওলিন্ (olin) নামক পদার্থ ইহাদিগের মধ্যে একটী প্রধান সামগ্রী। বাতি প্রস্তুত করিবার জন্য, চর্ব্বি নিষ্পীড়ন করিয়া তন্মধ্যস্থ ষ্টিয়ারিন্ নামক পদার্থ পৃথক্ করিয়া লইলে, তৈলবৎ তরল ওলিন্ পড়িয়া থাকে। বাতির কারখানা হইতে এই গুলি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ক্ষার-সংযোগে ওলিন্ হইতে অত্যন্ত কঠিন সাবান প্রস্তুত হয়; তবে উহার সহিত চর্ব্বি কিম্বা অন্য কোন তৈল না মিশাইলে উহাতে ওলিনের দুর্গন্ধ থাকিয়া যায়। ওলিন্ হইতে প্রস্তুত সাবান বিলক্ষণ সুলভ।

বৃহৎ তৈলের কারখানায়, তৈলাধারের 'কাট' হইতেও সাবান প্রস্তুতোপযোগী সামগ্রী পাওয়া যায়। এই সকল অকিঞ্চিৎকর তৈলাক্ত সামগ্রীকে সাবান প্রস্তুতোপযোগী করিতে হইলে, প্রথমতঃ ইহাদিগকে সোডা ক্ষারের সহিত মিশাইয়া জ্বাল দিতে হয়। পরে শীতল হইলে, উহাতে জলমিশ্রিত গন্ধকদ্রাবক প্রয়োগ করিয়া উপরের ভাসমান তৈল সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

নানা প্রকার সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কএকটী প্রচলিত সাবানের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল—

১। সাধারণ কাপড়-কাচা-সাবান—পরিষ্কার সাজিমাটী কলিচুণ ও নারিকেলতৈল, ইহাদিগের সমান সমান ভাগ একত্র করিয়া জল দিয়া গুলিতে হয়। তাহার পর ঐ গোলাকে অগ্নির উপর চড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটাইতে হইবে। গোলা ফুটিতে থাকিলে, হাতা দিয়া উহাকে অনবরত নাড়িতে নাড়িতে, উহা গাঢ় হইয়া এক প্রকার আঠার ন্যায় হইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও উহাতে কিঞ্চিৎ জলীয় ভাগ থাকে। ঐ জলীয় অংশ পৃথক্ করিবার জন্য, উহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিতে হয়। লবণ গলিয়া গিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নীচে নামিয়া পড়ে এবং ঘন পদার্থ উপরে ভাসিতে থাকে। অনন্তর উহাকে অগ্নি হইতে নামাইয়া মাটীর পাত্রে রাখিয়া শীতল করিলেই, উহা বিলক্ষণ গাঢ় হইয়া উঠে। এইরূপে সাধারণ কাপড়কাচা সাবান তৈয়ার হয়।

২। কার্ড সাবান—জর্ম্মণিতে প্রধানতঃ গোরুর চর্ব্বি হইতে কার্ড সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফরাসী দেশে সচরাচর জলপাইয়ের তৈল (olive oil) হইতে সাবান প্রস্তুত হয়। ইহাকে মার্সেলিস্ অথবা ক্যাসটাইল্ সোপ বলে। সেইরূপ ইংলণ্ডে সাবান প্রস্তুত করিতে গোরুর চর্ব্বি ও পাম্‌তৈল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার পাম্ নামক বৃক্ষের ফলের অভ্যন্তরস্থ এক প্রকার কোমল শ্বেত পদার্থ হইতে এই পাম্‌তৈল তৈয়ার করা হয়। সাবান প্রস্তুত হইলে, ইহার সহিত কিছু রজন-সাটীন ও সিলিকেট অফ্ সোডা নামক পদার্থ ব্যবসায়িগণ ভেজাল দিয়া থাকে। এই সকল পদার্থ সাবানের সহিত মিশ্রিত থাকিলে, সাবান অধিকতর কঠিন হয়।

৩। মটল্‌ড বা মার্বেল সাবান—মার্বেল সাবানে ও কার্ড সাবানে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই; তবে কার্ড-সাবানের মধ্যে যে সকল আবর্জ্জনা (Impurities) থাকে, মার্বেল সাবানে সেইগুলিও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। মার্বেল সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে, অর্দ্ধ গাঢ় সাবানকে অতি ধীরে ধীরে শীতল করিতে হয়। এই সাবান দেখিতে অনেকটা মার্বেল বা মর্ম্মর-প্রস্তরের ন্যায়, সেই জন্য ইহাকে মার্বেল সাবান বলা হয়।

৪। ইয়োলো বা হরিদ্রাবর্ণের সাবান—কোন সাধারণ চর্ব্বিজাত সাবানের সহিত শতকরা ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত রজন সাবান মিশ্রিত করিয়া এই সাবান প্রস্তুত হয়। ইহার অধিক মাত্রায় রজন-সাবান মিশাইলে, সাবান অত্যন্ত নরম হইয়া পড়ে। সচরাচর কোনরূপ চর্ব্বি সাবান ও রজন সাবান প্রস্তুত করিয়া, এই উভয় সাবানকে পুনরায় আগুনের উপরে গলাইয়া এবং

উহার সহিত অল্পপরিমাণে ক্ষার জল মিশ্রিত করিয়া এই সাবান তৈয়ার করা হয়।

৫। মেরাইন্ বা গরম বিহীন সাবান—এই সাবান প্রধানতঃ নারিকেল তৈল হইতে প্রস্তুত হয়। লবণাক্ত সমুদ্রজলেও এই সাবান ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া, ইহাকে মেরাইন বা সমুদ্র-সম্বন্ধীয় সাবান বলা হয়। সাধারণত Cold method বা "শীতল প্রক্রিয়া" অবলম্বনে এই মেরাইন সাবান তৈয়ার করা হয়। প্রথমতঃ তৈল ৮০° ফাঃ পর্য্যন্ত গরম করিয়া, উহার সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কষ্টিক্ যোগে জল মিশাইয়া অনবরত নাড়িতে আরম্ভ করিলে, সমস্ত মিশ্রটী জমিয়া যায়। নারিকেলতৈলের একটী বিশেষ গুণ এই যে, নারিকেলতৈল হইতে প্রস্তুত সাবান অধিক পরিমাণ জলশোষণ করিতে পারে। এই সাবান যে সময়ে জমিতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে সাবানকে অধিক কঠিন করিবার জন্য ইহার সহিত সিলিকেট্, শ্বেতসার প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই নিমিত্ত শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে ভেজাল স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

৬। স্বচ্ছ সাবান—প্রথমতঃ সাধারণ সাবানকে সুরাসারে (Alcohol) গলান হয়। তৎপরে অতিরিক্ত সুরাসারে বকযন্ত্র দ্বারা চুয়াইয়া পৃথক্ করিলে, স্বচ্ছ গাঢ় আঠার ন্যায় পদার্থ পড়িয়া থাকে। অনন্তর সাধারণ উপায় দ্বারা এই পদার্থকে শীতল করিলে, ইহা স্বচ্ছ সাবানে পরিণত হয়। আবার কখন কখন নারিকেলতৈল, রেড়ীর তৈল, চিনি ও সুরাসার মিশাইয়া "শীতল প্রক্রিয়া" সাহায্যে স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সাবানে অমিশ্র ক্ষার অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ইহা শরীরে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

৭। গ্লিসিরিন সাবান—গ্লিসিরিন ও কঠিন সাবান সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গ্লিসিরিন সাবান প্রস্তুত হয়। এই সাবান গায়ে মাখিলে, গাত্র স্নিগ্ধ থাকে এবং গ্রীষ্মকালে গাত্রের চর্ম্ম ফাটিয়া যায় না।

৮। ঔষধমিশ্রিত সাবান—সাবানের সহিত নানাবিধ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগ প্রভৃতি নিবারণের জন্য সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে কোন ঔষধ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ রূপে জোলাপের জন্য শরীরের অভ্যন্তরে এবং চর্ম্মরোগ দূরীকরণার্থ শরীরের উপর ব্যবহৃত হইতে পারে। সচরাচর জয়পালের বীজ (Croton seeds) জোলাপ সাবানের সহিত মিশ্রিত হয়। নানাবিধ ঔষধমিশ্রিত সাবান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কার্ব্বলিক, সোহাগা, কর্পূর, আওডিন, গন্ধক, নিম প্রভৃতি। পশু পক্ষীর চর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত চর্ম্মব্যবসায়িগণ সেঁকো মিশ্রিত সাবান ব্যবহার করিয়া থাকে।

দেহে মাখিবার জন্য সদ্গন্ধযুক্ত বিশুদ্ধ সাবান আজকাল সকল দেশেই অধিক প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল সাবান নানাবর্ণে রঞ্জিত হয়। সাবান প্রস্তুত হইলে পর ইহার সহিত ইচ্ছানুযায়ী রং মিশাইয়া সেই রংমিশ্রিত সাবানকে একটী বিশেষ যন্ত্রসাহায্যে পেষণ করা হয়। অতঃপর ইহার সহিত মনোমত গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া, অন্য একটী যন্ত্র দ্বারা পুনরায় ইহাকে পেষণ করা হইয়া থাকে। এইরূপে সেই গন্ধ দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে সাবানের সকল অংশে মিশ্রিত হইলে, ইহাকে বিভিন্ন ছাঁচে ফেলিয়া যন্ত্রসাহায্যে নানাবিধ আকারে গঠন করা হয়। যে সকল সাবানে অতি অল্প পরিমাণে অমিশ্র ক্ষার ও অম্ল বর্ত্তমান থাকে, সেইগুলি শরীরে ব্যবহারোপযোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাবান। এই অমিশ্র ক্ষার বা অম্ল শরীরের বিশেষ অনিষ্টকর।

সাবিক (ত্রি) আবিকযুক্ত।

সাবিত্র (পুং) সবিতা দেবতা অস্যেতি অণ্। ব্রাহ্মণ। (হেম) ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করেন, বলিয়া ব্রাহ্মণের নাম সাবিত্র হইয়াছে। ২ শঙ্কর। ৩ বসু। (মেদিনী) সবিতৃ-স্বার্থে অণ্। ৪ সূর্য্য। ৫ গর্ভ। (শব্দরত্না°) সবিতুরপত্যং পুমান্ অণ্। ৫ কর্ণ। (ভারত ১।১৩৭।৮) ৬ সূর্য্যের অপত্যমাত্র। (ত্রি) ৭ সূর্য্যবংশীয়। ৮ সবিতৃসম্বন্ধীয়। মনুতে লিখিত আছে যে প্রতি পর্ব্বে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে সাবিত্র এবং শান্তিহোম করিতে হয়।

"সাবিত্রান্ শান্তিহোমাংশ্চ কুর্য্যাৎ পর্ব্বসু নিত্যশঃ। (মনু ৪।১৫০)

(ক্লী) ৯ যজ্ঞোপবীত।

সাবিত্রবৎ (ত্রি) সাবিত্র অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সাবিত্র-বিশিষ্ট, যজ্ঞোপবীতযুক্ত।

সাবিত্রী (স্ত্রী) সবিতৃ-অণ্, সাবিত্র-ঙীষ্। ১ গায়ত্রী। বেদমাতা গায়ত্রী। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে—

"সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা সতু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ।
বেদপ্রসবনাচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

(অগ্নিপু° ব্রাহ্মণপ্রশংসানামাধ্যায়)

যিনি সর্ব্বলোক প্রসব করেন, তাঁহার নাম সবিতা অর্থাৎ যাহা হইতে সর্ব্বলোকের সৃষ্টি হইয়াছে তিনিই সবিতা পদবাচ্য, এই সবিতা যাহার দেবতা তিনিই সাবিত্রী বা যিনি নিখিলবেদ প্রসব করিয়াছেন, তিনিই সাবিত্রী। ব্রহ্মার স্ত্রীর নাম সাবিত্রী, সূর্য্যের পৃশ্নিনামক পত্নীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি তাঁহার দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে পুরুষ এবং একভাগে নারী হন, এই

নারীই সাবিত্রী, এই দেবী সরস্বতী, গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী নামে খ্যাতা।

"ততঃ সংজপতস্তস্য ভিত্ত্বা দেহমকল্মষং।
স্ত্রীরূপমর্দ্ধমকরোদর্দ্ধং পুরুষরূপবৎ॥
শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে।
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ॥" (মৎস্যপু° ৩।৩০-৩২)

এই সাবিত্রী দেবীই দ্বিজাতিদিগের একমাত্র উপাস্যা। এই সাবিত্রীর উপাসনা দ্বারাই ব্রাহ্মণ নিঃশ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ১৭ অধ্যায়ে সাবিত্রীর সহস্রনাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, সাবিত্রীর উপাসনা করিয়া যে দ্বিজ এই সহস্রনাম পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সকল পাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন। (মৎস্যপু° সৃষ্টিখ° ১৭অঃ)

৬ উপনয়নকর্ম্ম, উপনয়নসংস্কার।

"আ ষোড়শাৎ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্বিংশতেবিশঃ॥ (মনু ২।৩৮)
'সাবিত্রীশব্দেন তদনুবচনসাধনমুপনয়নাখ্যং কর্ম্ম লক্ষ্যতে।'
(মেধাতিথি)

ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতিবর্ষ ও বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নসংস্কারকাল। এই কাল পর্য্যন্ত কখনও সাবিত্রী অতিক্রম করিবে না। উপনয়নকালে সাবিত্রী-দীক্ষা হয়, এই জন্য উক্ত সংস্কারও সাবিত্রীনামে বর্ণিত হয়, উক্ত কালমধ্যে যদি বর্ণত্রয় সাবিত্রীদীক্ষিত না হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্রাত্য কহে। পরে সাবিত্রী গ্রহণ করিতে হইলে যথাবিধানে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে তাহাদের সাবিত্রী-দীক্ষা হইবে।

ব্রাহ্মণবালকের দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পর উপনয়ন না হইলে সাবিত্রীপতিতা হন, সুতরাং এই দোষপরিহারের জন্য মহাব্যাহৃতি-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া তবে তাহাকে সাবিত্রী দেওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান না করিয়া সাবিত্রী উপদেশ দিবে না, সুতরাং ব্রাহ্মণবালকের ১৬ বৎসরের ঊর্দ্ধ ব্রাত্যকাল হইলেও দ্বাদশবর্ষ মধ্যে সাবিত্রী উপদেশ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই কাল অতিক্রম করিলেই প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় উপনয়নসংস্কারের পর হইতে প্রতি দিন সন্ধিকালে অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং সন্ধিকালে ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে সাবিত্রী জপ করিবেন, ইহার বিষয় মনুতে লিখিত আছে যে, ("ভূর্ভুবঃ স্বঃ"কে ব্যাহৃতি কহে।) প্রণব ও ব্যাহৃতিপূর্ব্বক যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রত্যেক সন্ধিকালে অবহিত মনে সাবিত্রী জপ করেন, তিনি সমগ্র বেদপাঠের পুণ্য লাভ করেন। যিনি এইরূপে সাবিত্রীর সহস্র জপ করেন, সর্প যেরূপ নির্ম্মোক হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ তিনিও একমাসে মহৎপাপ হইতে মুক্ত হন। যে দ্বিজ এই সাবিত্রীরূপ ঋক্ হইতে বিযুক্ত হন, অথবা যথা-কালে ইহার অনুষ্ঠান না করেন, তিনি সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকেন। সাবিত্রীই একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, যিনি প্রতিদিন নিরলস হইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত সাবিত্রী জপ করেন, তিনি পরব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করেন। বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন, এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইয়াও নির্লিপ্ত থাকেন। একাক্ষর প্রণবই পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়ামত্রয়ই পরম তপস্যা এবং সাবিত্রীর পর অপর কোন মন্ত্র নাই, ইহাই মন্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্ বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোহপ্যেনসো মাসাত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥
ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োহব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং॥
যোহধীতে হহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্মপারমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥"(মনু ২।৭৮-৮১)

উক্ত বচনাদি দ্বারা জানা যায় যে, সাবিত্রীজপই দ্বিজাতি-দিগের একমাত্র পরম তপস্যা। দ্বিজাতি এক সাবিত্রী উপাসনা দ্বারাই ইহ ও পরলোকে সকল প্রকার নিঃশ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকেন। দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে প্রথমে ব্রহ্মা সাবিত্রী উপাসনা করেন, তৎপরে দেবগণ, এবং তৎপশ্চাদ্ বিদ্বদ্গণ ইহার পূজা করেন। অনন্তর এই ভারতবর্ষে রাজা অশ্বপতি, তৎপরে বর্ণ চতুষ্টয় ইহার আরাধনা করিয়াছিলেন।

"ব্রহ্মণা বেদজননী প্রথমা পূজিতা মুনে।
দ্বিতীয়ে চ বেদগণৈস্তৎপশ্চাৎ বিদুষাঙ্গণৈঃ।
তদা চাশ্বপতির্ভূপঃ পূজয়ামাস ভারতে।
তৎপশ্চাৎ পূজয়ামাসু বর্ণাশ্চত্বার এব চ॥"
(দেবীভাগবত ৯।২৬।৩—৫)

উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, একবার সাবিত্রী জপ করিলে দিনকৃত পাপক্ষয় হয়, দশবার জপ করিলে দিন ও রাত্রি এই উভয় কালের পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। শতবার জপ করিলে মাসার্জ্জিত পাপ, সহস্রবার জপ করিলে সম্বৎসরসঞ্চিত পাপ, লক্ষ জপ করিলে ইহ জন্মের পাপ এবং দশলক্ষ জপ করিলে অন্য জন্মের পাপ, শতলক্ষ জপ করিলে সর্ব্ব জন্মের পাতক বিনষ্ট হয়। দশ শত লক্ষ জপ করিলে মুক্তি হইয়া থাকে। এই সাবিত্রী দেবীকে গোলোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মাকে দান করেন।

কিন্তু এই সাবিত্রী দেবী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে তাঁহার স্তব করিতে অনুমতি করেন। ব্রহ্মা ও ভগবানের আদেশে সাবিত্রীর স্তব করেন, সাবিত্রী তাঁহার এই স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া ব্রহ্মাকে পতিরূপে বরণ করেন।

সাবিত্রী, মদ্রদেশাধিপতি অশ্বপতির কন্যা, সত্যবানের পত্নী; ভারতের আদর্শসতী রমণী। সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে সাবিত্রী প্রীতিপূর্ব্বক এই কন্যা অর্পণ করেন বলিয়া অশ্বপতি তাঁহার 'সাবিত্রী' নাম রাখিয়াছিলেন।

মহাভারতে লিখিত আছে, মদ্রদেশে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, পৌরজনের প্রিয়পাত্র অশ্বপতি নামে এক নরপতি ছিলেন। রাজা নিঃসন্তান হওয়াতে বৃদ্ধ বয়সে মনঃকষ্ট পাইতেছিলেন, অতঃপর সন্তানকামনায় নিয়মিতাহারী ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন। তিনি সাবিত্রীমন্ত্রে প্রতিদিন লক্ষবার আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন। এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইলে, সাবিত্রী তাঁহার প্রতি তুষ্টা হইলেন এবং মূর্ত্তিমতী হইয়া নরপতিকে দর্শন দিলেন।

সাবিত্রী কহিলেন, "হে রাজন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছি; অতএব তোমার ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।" অশ্বপতি বিনীতভাবে সাবিত্রী দেবীকে কহিলেন, "আমি অপত্যের নিমিত্ত এই ব্রত ধারণ করিয়াছি; অতএব এই প্রার্থনা, যেন আমার বহু পুত্র উৎপন্ন হয়।" দেবী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "ব্রহ্মার প্রসাদে শীঘ্রই তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা হইবে।" সাবিত্রীর বাক্যে প্রীত হইয়া, অশ্বপতি পুনরায় তাঁহার বন্দনা করিলে, তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে অশ্বপতির জ্যেষ্ঠা মহিষী মালবীর গর্ভে অশ্বপতির একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। সাবিত্রীমন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে, এই কন্যার জন্ম হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহার সাবিত্রী নাম রাখিলেন। সাবিত্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন।

যৌবনে সাবিত্রীর দেহে এরূপ তেজ ফুটিয়া উঠিল যে, তাঁহার কান্তি-প্রভায় অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে স্ত্রীত্বে বরণ করিতে পারিলেন না। একদিন নরপতি দেবীরূপিণী স্বীয় দুহিতাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া এবং বিবাহার্থী পাত্রেরা তাঁহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। রাজা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার সম্প্রদানকাল সমাগত, অথচ কেহ আমার নিকটে তোমার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না; অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণপূর্ব্বক তাহাকে পতিত্বে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনাপূর্ব্বক তোমাকে তাহার হস্তে অর্পণ করিব।"

রাজা কন্যাকে ও বৃদ্ধ মন্ত্রিদিগকে এইরূপ কহিয়া যাত্রার উপযোগী বাহনাদির আয়োজন ও গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সাবিত্রী সুবর্ণরথে আরোহণপূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিববৃন্দ-পরিবৃতা হইয়া স্বীয় মনোমত পতি অন্বেষণার্থ রমণীয় তপোবন-সকল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

অনন্তর মদ্রাধিপতি অশ্বপতি নারদের সহিত সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী তীর্থ ও আশ্রম সকল পরিভ্রমণ করিয়া পিতৃসদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পিতাকে নারদের সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া অবনত মস্তকে উভয়ের চরণ বন্দনা করিলেন। রাজা স্বীয় তনয়াকে তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে আদেশ করিলে, সাবিত্রী এইরূপ বলিলেন,—"শাল্ব দেশে দ্যুমৎসেন নামে একজন বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় ভূপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। যৎকালে এই ভূপতি অন্ধ হন, তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্যবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দ্যুমৎসেনের সমীপবাসী কোন শত্রু এই সময়ে তাঁহার রাজ্য হরণ করে। রাজা অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় পত্নী ও পুত্রের সহিত আসিয়া বনে বাস করেন এবং তথায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার পুত্র সত্যবান্ রাজভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া তপোবনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনিই আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।"

সাবিত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, "রাজন্! সাবিত্রী না জানিয়া সত্যবান্‌কে বরণ করিয়া মহাপাপ করিয়াছেন, সত্যবান্ সর্ব্ব গুণযুক্ত হইলেও, তাঁহার একমাত্র দোষ সমুদায় গুণকে অভিভূত করিয়াছে। সেই সত্যবান্ অদ্য হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলে ক্ষীণায়ু হইয়া দেহত্যাগ করিবে।

বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে? সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ হইল; বিবাহের পর সংবৎসর অতীত হইলে সত্যবান্ প্রাণত্যাগ করিলেন; যম সত্যবানের সূক্ষ্ম দেহ লইয়া যাইবার জন্য মৃতদেহের নিকট আগমন করিলে, সাবিত্রী তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া মৃত পতির প্রাণভিক্ষা চাহিলেন; সতীর প্রসাদে মৃতপতি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল। এই সকল কথা বিস্তারিত রূপে "সত্যবান্" শব্দে লিখিত হইয়াছে। [সত্যবান্ শব্দ দেখ।]

দেবীভাগবতে সাবিত্রীসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

মদ্রদেশে মহারাজ অশ্বপতি বাস করিতেন। ধর্ম্মচারিণী মালতী তাঁহার মহিষী। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া বশিষ্ঠের

উপদেশে ভক্তিভরে সাবিত্রীর আরাধনা করেন। কিন্তু তিনি কোনরূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বা তদীয় দর্শনলাভে অসমর্থা হইয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিয়া স্বয়ং সাবিত্রীর তপশ্চরণমানসে পুষ্করে গমন করিলেন এবং শতবৎসর সংযমী হইয়া তপশ্চরণ করিলেন। তথাপি তিনি সাবিত্রীর দর্শন পাইলেন না, কিন্তু তিনি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন ;—আকাশ-বাণী হইল, "তুমি দশলক্ষ গায়ত্রী জপ কর।"

এই সময়ে পরাশর তথায় সমাগত হইলেন এবং রাজার নিকটে সাবিত্রীর সমুদায় পূজাবিধিক্রম কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহাকে যাবতীয় মন্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তদনন্তর নরপতি সম্যগ্ বিধানে সাবিত্রীর পূজা করিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইলেন।

সাবিত্রীর শরীরপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "মহারাজ! আমি তোমার বাঞ্ছিত বিষয় বিদিত হইয়াছি। তোমার পতিব্রতা স্ত্রী, কন্যাসন্তান প্রার্থনা করিতেছেন, আর তুমি পুত্রলাভ সমুৎসুক হইয়াছে। অতএব ক্রমানুসারে তোমাদের দুয়েরই অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" দেবী এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর অশ্বপতির কন্যাসন্তান হইল। সেই কন্যা কাল সহকারে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও রূপযৌবনসম্পন্না হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা সত্যবাদী ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দ্যুমৎসেনের সত্যবান্ নামে এক পুত্র ছিল ; সাবিত্রী তাঁহাকেই বররূপে বরণ করিল। রাজা অশ্বপতি রত্নাভরণভূষিতা সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে, সত্যবান্ পিতার আজ্ঞাক্রমে ফল ও কাষ্ঠ আহরণার্থ বনে গমন করিলেন ; সতী সাবিত্রীও পতির অনুগামিনী হইলেন। অনন্তর সত্যবান্ দৈবক্রমে বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যম তাঁহার শরীরস্থ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পতিব্রতা সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে পশ্চাদ্‌গামিনী দেখিয়া যম মধুর বাক্যে বলিলেন, "সাবিত্রি! তুমি এই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া কোথায় যাইতেছে? যদি নিতান্তই স্বামীর সহিত গমন করিবে, তবে দেহ পরিত্যাগ কর। তোমার স্বামীর কাল পূর্ণ হইয়াছে ; সেই জন্য তোমার স্বামী স্বকীয় কর্ম্মফলভোগার্থ মদীয় ভবনে যাইতেছেন। জীবমাত্রেই কর্ম্মবশে জন্মগ্রহণ করে, এবং কর্ম্মবশেই লয় প্রাপ্ত হয়।" পতিপরায়ণা সাবিত্রী যমের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তি সহকারে যমের স্তব করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মের স্বরূপ, উৎপত্তি ও উপাদান এবং জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মরাজও তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় যথাশাস্ত্র বলিলাম, বৎসে! এক্ষণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" সাবিত্রী কহিলেন, আমি স্বামীকে অথবা জ্ঞানের সাগর স্বরূপ আপনাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? আপনি আমাকে কর্ম্মফল ও কর্ম্মবিপাক বুঝাইয়া দিয়া বাধিত করুন।" সাবিত্রীর এই কথা শুনিয়া যমের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "বৎসে! তুমি দ্বাদশ বর্ষবয়স্কা কন্যা মাত্র ; কিন্তু তোমার জ্ঞান পরমজ্ঞানী সনকাদি যোগিগণের ন্যায়। তুমি সত্যবানের দ্বারা অখণ্ড সৌভাগ্যশালিনী হইবে। আমি স্বয়ং তোমাকে এই বর দিলাম। এক্ষণে তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর নিকটে জীবের কর্ম্মফল ও কর্ম্মবিপাক কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে সাবিত্রী বলিলেন, "দেব সত্যবানের ঔরসে আমার যেন শতপুত্র জন্ম লাভ করে, ইহাই আমার অভিলষিত বর। আর, আমার পিতারও যেন একশত পুত্র জন্মে, শ্বশুরের যেন চক্ষুলাভ হয় এবং তিনিও যেন পুনরায় বিনষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হন, ইহাও আমার অন্যতর ঈপ্সিত বর। আপনি জগতের প্রভু ; অতএব এই বরও প্রদান করুন যেন আমি লক্ষ বৎসরের অবসানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, স্বামীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারি।" ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর উপর পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পরম সাধ্বী, অতএব যাহা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছ, তৎসমস্তই সিদ্ধ হইবে।" অনন্তর যম সাবিত্রীর নিকটে তাঁহার প্রশ্নানুক্রমে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল কীর্ত্তন করিয়া, সত্যবানের মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীর সকল মনোরথ পূর্ণ হইল।

মহাভারত ও দেবীভাগবত ভিন্ন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতেও সাবিত্রীর অসামান্য সতীত্বপ্রভাব বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে সেই সকল লিখিত হইল না।

সাবিত্রীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সাবিত্রীপুত্র (পুং) সাবিত্র্যাঃ পুত্রঃ। সাবিত্রীর পুত্র।

সাবিত্রীব্রত (ক্লী) সাবিত্র্যা ব্রতং। ব্রতবিশেষ। যোষিদ্‌-ব্রতভেদ। স্ত্রীগণ অবৈধব্য কামনায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে আর বৈধব্য ঘটে না। এই ব্রত চতুর্দ্দশবর্ষসাধ্য, এই ব্রত গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের পর ইহার উদ্‌যাপন করিতে হয়। এই ব্রতের ব্যবস্থাদির বিষয় স্মৃতিতে এইরূপ লিখিত আছে যে,—

"জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীমর্চ্চয়ন্তি যাঃ।
বটমূলে সোপবাসা ন তা বৈধব্যমাপ্নুয়ুঃ ॥

জ্যৈষ্ঠে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীব্রতমুত্তমম্।
অবৈধব্যায় কুর্ব্বন্তি স্ত্রিয়ঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ॥
মেষে বা বৃষভে বাপি সাবিত্রীং তাং বিনির্দ্দিশেৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীশব্দে গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠ বুঝিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যে মেষ বা বৃষে অর্থাৎ সূর্য্য মেষ বা বৃষ রাশিতে অবস্থানকালে এই ব্রত করিবে। সুতরাং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে গৌণ চান্দ্রেরই সম্ভাবনা, মুখ্যচান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসে হইলেও বৈশাখ মাসে কিছুতেই হইতে পারে না, মুখ্যচান্দ্র জ্যৈষ্ঠে হইলে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়ই আষাঢ় মাসে সাবিত্রীব্রত হয় সুতরাং শাস্ত্রে মেষ বৃষ উল্লেখ থাকায় গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী বুঝিতে হইবে, মুখ্যচান্দ্র হইবে না।

এই ব্রত রাত্রিতে কর্ত্তব্য। প্রায় সকল ব্রতই দিবাভাগে করিতে হয়, কিন্তু এই ব্রতের বিশেষ এই, সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া পরে রাত্রিকালে এই যে, ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়। এই ব্রত উপবাস করিয়া করিতে হয়, এইরূপ বিধান আছে, কিন্তু যদি কেহ উপবাস করিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে সে রাত্রিকালে ব্রত করিয়া ভোজন করিবে। স্ত্রীদিগের যদি রজোযোগ ও সূতিকা প্রভৃতি অশৌচ হয়, অথবা যদি গর্ভবতী থাকেন, তাহা হইলে অপরের দ্বারা পূজাদি কার্য্য করাইবেন। কিন্তু কায়িক উপবাসাদি শুদ্ধা বা অশুদ্ধা যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁহাকেই করিতে হইবে।

"গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদাশুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥

উপবাসাশক্তৌ নক্তং ভোজনং কুর্য্যাৎ 'উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।" অশুদ্ধা চেৎ পূজাং কারয়েৎ। কায়িকঞ্চোপবাসাদিকং সদা শুদ্ধয়া অশুদ্ধয়া চ স্বয়ং ক্রিয়তে।" (তিথিতত্ত্ব)

যদি দিবাভাগে ত্রয়োদশী এবং রাত্রিকালে চতুর্দ্দশী হয়, তাহা হইলে সেই চতুর্দ্দশীতে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর পূজা বিধেয়। দিবাভাগ শব্দের অর্থ—এই যে চতুর্দ্দশী যদি দুই দণ্ডকাল দিবাভাগে থাকে, তাহা হইলে প্রদোষকালে এই ব্রতাচরণ করিবে। যদি পূর্ব্বদিনে তিথি এইরূপ থাকে, অর্থাৎ দুইদণ্ড ত্রয়োদশী থাকিয়া পরে চতুর্দ্দশী তিথি এবং ঐ তিথি যদি ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন প্রদোষ কালেই ঐ ব্রতানুষ্ঠান করিবে। কারণ বচনান্তরে লিখিত আছে যে চতুর্দ্দশী তিথিতে যদি অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে সেই দিনে উপবাস করিয়া এই ব্রতাচরণ করিবে। আর যে স্থলে পূর্ব্ব বা পরদিনে তিথির এইরূপ কোন গোল না হয়, সেই স্থলে উক্ত চতুর্দ্দশী তিথিতেই ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়।

"দিবাভাগে ত্রয়োদশ্যাং যদা চতুর্দ্দশী ভবেৎ।
তত্র পূজ্যা মহাসাধ্বী দেবী সত্যবতা সহ॥"

দিবাভাগে দণ্ডদ্বয়মাত্রসত্ত্বেঽপি অতএব প্রদোষে ব্রতমাচরন্তি, পূর্ব্বাহ্নে তদ্বিধত্বে পরাহ্নে ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিত্বে পরাহ এব ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনীতি বচনাৎ। যদা তু পূর্ব্বাপরয়োর্ন তথাবিধা। তদাপি পরাহ এব।

"চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যা যদা ভবতি ভারত।
উপোষ্য পূজনীয়া সা চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ॥"

এই ব্রত যাহারা করেন, পূর্ব্বদিন তাঁহারা সংযত হইয়া একাহারী থাকেন, ব্রতদিনে নিরম্বু উপবাস এবং ব্রতের পরদিন ফলভোজন, তৎপরদিন পারণ করিতে হয়, এইরূপে যিনি সাবিত্রীর ব্রত করেন, তিনি অবিধবা এবং নানাবিধ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া থাকেন।

"সাবিত্রীমর্চ্চয়িত্বা তু ফলাহারা পরেঽহনি।
ততশ্চাবিধবা নারী বিত্তভোগান্ লভেত সা॥" (তিথিতত্ত্ব)

দেবীভাগবতে এই ব্রতের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, নারদ ভগবান্ নারায়ণকে এই ব্রত বিধান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী বা শুক্ল চতুর্দ্দশীতে যত্নসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী এই উভয় তিথি বলায় বুঝিতে হইবে যে ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিবে। এই ব্রতে চতুর্দ্দশ ফল ও চতুর্দ্দশ নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। চতুর্দ্দশ বর্ষে এই ব্রতের সমাপন কর্ত্তব্য। ব্রতান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পারণ করিবে। ফলশাখাসমন্বিত একটী মঙ্গল ঘট যথাবিধানে স্থাপন করিয়া গণেশ, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবাকে বিহিত বিধানে পূজা করিবে। তৎপরে সাবিত্রীর ধ্যান করিতে হয়। যথা—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসা।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডসহস্রাংশুমিতপ্রভাং॥
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহাং॥
সুখদাং মুক্তিদাং শান্তাং কান্তাঞ্চ জগতাং বিধেঃ।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপাঞ্চ প্রদাত্রীং সর্ব্বসম্পদাং॥
বেদাধিষ্ঠাত্রীদেবীঞ্চ বেদশাস্ত্রস্বরূপিণীং।
বেদবীজস্বরূপাঞ্চ ভজেতাং বেদমাতরং॥"

এই ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল, শীতল জল, বসন, ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, ও মনোহর সুন্দর শয্যা এই ষোড়শোপচার প্রদান করিতে হয়। যথাবিধানে এই দেবীর পূজা করিয়া স্তব করা বিধেয়। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সাবিত্র্যৈ স্বাহা,

এই সাবিত্রীর মন্ত্র। এই মন্ত্রদ্বারাই পূজা করিতে হয়। যিনি এইরূপে সাবিত্রীর ব্রত করেন, তাঁহার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হয়। এই ব্রত সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ। রাজা অশ্বপতি অপুত্রক ছিলেন। মালতী তাহার ধর্ম্মপত্নী। বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া বশিষ্ঠ দেবের উপদেশে এই সাবিত্রী ব্রতাচরণ করেন। এই ব্রতফলে তিনি সাক্ষাৎ সাবিত্রীতুল্যা কন্যা লাভ করেন এবং এই কন্যাপ্রভাবেই তাঁহার শতপুত্র হয়। [সাবিত্রী দেখ] (দেবীভাগবত ৯।২৬—৩২ অ°) দেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে ২৬ অধ্যায় হইতে সাবিত্রীর উপাখ্যানপ্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

সাবিত্রীব্রতের পদ্ধতি এইরূপ লিখিত আছে যে, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হইবে। ব্রতকারিণী স্ত্রী ব্রতের পূর্ব্বদিন যথাবিধানে সংযম করিয়া থাকিবেন। ব্রতদিনে সমস্তদিন উপবাস বিধেয়। যে ব্রাহ্মণ এই ব্রত করাইবেন, তিনিও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিবেন। প্রদোষকালে সায়ংসন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া এই ব্রতের সঙ্কল্প করিতে হইবে।

প্রথমে যথাবিধানে স্বস্তিবাচন ও সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, কোশায় তিল, তুলসী, হরীতকী, দূর্ব্বা, পুষ্প ও ত্রিপত্র ধরিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা—

"নমঃ বিষ্ণুর্নমোঽস্ত জ্যৈষ্ঠমাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাস্তিথা-বারভ্য অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী বা দাসী জীবচ্ছরীরাবিচ্ছে-দেন সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকজন্মজন্মাবৈধব্যবিপুলধনধান্যপুত্রপৌত্র-সম্পত্তি- ভর্ত্তৃদীর্ঘায়ুষ্ট্ব-শ্বশুরকুলগতারোগ্য-পিতৃকুলগতসম্পত্তয়ে সর্ব্বসুখভোগপ্রাপ্তকামা চতুর্দ্দশবর্ষপর্য্যন্তং প্রতিবর্ষীয় সাবিত্রী-চতুর্দ্দশ্যাং গণপত্যাদি দেবতা ষষ্ঠী যমভট্টারক বটপাদপপূজা-পূর্ব্বকসাবিত্রীসত্যবৎপূজা ব্রাহ্মণভোজনডল্লক প্রদানসধবাভোজন-পতিপূজনব্রতকথাশ্রবণপূর্ব্বকসাবিত্রীব্রতমহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণ বেদানুসারে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রাদির পূজায় অধিকার নাই, এইজন্য ব্রত-কারিণী স্ত্রী পূজার জন্য ব্রাহ্মণকে বরণ করিবেন। ব্রাহ্মণকে নূতন বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া বরণ করা বিধেয়। বরণের বিধানানুসারে বরণ করিতে হয়।

ব্রাহ্মণ যথাবিধানে বৃত হইয়া পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। শালগ্রাম শিলা বা ঘটস্থাপনের বিধানানুসারে ঘটস্থাপন করিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ভূতাপসারণ প্রভৃতি করিয়া তৎপরে ভূতশুদ্ধিও করিতে হইবে। তৎপরে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজা করিয়া ব্রতোক্ত পূজা করিতে হয়।

প্রথমে ষষ্ঠীপূজা বিধেয়। ষষ্ঠীর ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, অর্ঘ্যস্থাপন ও পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। পূজা শেষ হইলে উক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতে হয়। যথা—

"জয় দেবি জগন্মাত র্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমোঽস্তু ষষ্ঠী দেবি তে॥
ত্বমেব বৈষ্ণবী শক্তি র্ব্রহ্মাণী চ ব্যবস্থিতা।
রুদ্রশক্তিঃ সমাখ্যাতা মহাষষ্ঠি নমোঽস্তু তে॥"

এইরূপে ষষ্ঠীপূজা করিয়া যমের পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"বৈবস্বতং মহাকায়ং দণ্ডপাশকরদ্বয়ং।
পিঙ্গোর্দ্ধকেশং ধ্যায়েচ্চ মহিষোপরিসংস্থিতং॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসপূজা প্রভৃতি পূজার বিধানে শক্তি অনুসারে উপচারসমূহ দ্বারা পূজা বিধেয়। এইরূপে পূজা করিয়া যমের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থনামন্ত্র—

"ওঁ যমোঽসি ত্বং মহাকায় সর্ব্বভূতাপহারক।
ত্বৎ প্রসাদাজ্জগন্নাথ দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ॥
সূর্য্যপুত্র মহাভাগ সর্ব্বপ্রাণেশ্বর প্রভো।
ত্বৎপ্রসাদান্মহী যাবৎ দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ॥
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এইরূপে প্রার্থনা ও প্রণাম করিবে। সমর্থ হইলে চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেকের পূজা করা আবশ্যক। অসমর্থ পক্ষে কেবল যমের পূজা করিলেই হইবে। যমপূজার পর তৎপত্নী ঊর্ণা, এবং পাশ লগুড়াদি অস্ত্রপূজা করিবে। তৎপরে দ্যুমৎসেন এবং তৎ-পত্নী মালবীর পূজা করা আবশ্যক। এই সকল পূজার পর সত্য-বানের পূজা করিবে। ধ্যান—

"সত্যবন্তং রাজপুত্রং রাজলক্ষণ-সংযুতং।
পূর্ণচন্দ্রাননং গৌরং সর্ব্বাভরণভূষিতং॥"

এই ধ্যানে সত্যবানের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে মন্ত্র,—

"আবয়োর্ম্মে যথা দেব সাবিত্র্যা বিহিতস্তব।
ভূয়াদ্ভর্ত্তা যথাস্মাকং তথা জন্মনি জন্মনি॥"

তৎপরে বটবৃক্ষকে সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া সাবিত্রীর পূজা করিতে হয়। ষষ্ঠীপূজাকালে বটের একটী ডাল পুতিয়া লইয়া তাহার সমীপে সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। সাবিত্রীর ধ্যান,—

"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং সাবিত্রীং রুচিराননাম্।
পদ্মাসনাং রাজপুত্রীং বীণাপুস্তকধারিণীম্॥

ত্রৈলোক্যসুন্দরীং ধ্যায়েৎ দিব্যাভরণভূষিতাম্।
নবযৌবনভূষাঢ্যাং পক্কবিম্বাধরাং শুভাম্॥"

এই ধ্যান ও পূজাবিধানানুসারে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ দেবমাতর্নমস্তভ্যং মাধব্যৈ চ নমোনমঃ।
পতিব্রতে মহাভাগে ব্রহ্মযোনে সুচিস্মিতে॥
দৃঢ়ব্রতে দৃঢ়মতে ভর্ত্তুশ্চ প্রিয়বাদিনি।
অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং দেহি ত্বং মম সুব্রতে॥
গৌরী শচী রুক্মিণী চ দ্রৌপদী চ রতিস্তথা।
ত্বৎপ্রসাদাৎ জগন্মাতর্ভবেয়ং পতিবল্লভা॥"

তৎপরে বটবৃক্ষে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে—

"ওঁ বটোঽসি ত্বং রুদ্ররূপশুরুণামাদিসম্ভবঃ।
মদ্‌ভর্ত্তা ত্বৎপ্রসাদেন শতং বর্ষাণি জীবতু॥
বটবৃক্ষ তরুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবাত্মক প্রভো।
ভবতু ত্বৎপ্রসাদেন ব্রতং হি সফলং মম॥"

এইরূপে বটবৃক্ষের পূজা করিয়া নারায়ণাদি সকল দেবতাকে এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি সকল দেবীকে পূজা করিতে হয়। তৎপরে নানাবিধ উপচার দ্বারা পতির পূজা করা আবশ্যক। পতির পূজা শেষ হইলে ব্রতকথা শ্রবণ করিবে। এই ব্রতে চতুর্দ্দশ ফল ও ১৪ খানি ডালা উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়। এই ব্রতে যে চতুর্দ্দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়, সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে এক একখানি ডালা দেওয়া আবশ্যক। চতুর্দ্দশজন সধবাকে বস্ত্র সিন্দূর ও অলঙ্কারাদি ভূষিত করিয়া পূজা ও ভোজন করাইবে। (ব্রতপদ্ধতি)

এইরূপে ব্রত শেষ করিয়া যে ব্রাহ্মণ ব্রতোক্ত পূজাদি করিয়াছেন, তাঁহাকে দক্ষিণা দিবে। ব্রতের দক্ষিণান্ত করিবে না, কারণ ইহা চতুর্দ্দশবর্ষসাধ্য। এই জন্য চতুর্দ্দশ বৎসরের সঙ্কল্প করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশবর্ষে প্রতিষ্ঠাকালে দক্ষিণান্ত করিতে হয়।

ব্রতের দিন এই ব্রতকারিণী নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকিবেন। তৎপরদিন লাঙ্গলপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পদ্ধতিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। তৎপরে সধবা স্ত্রী ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে।

এই ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রতিবর্ষেই সাবিত্রীচতুর্দ্দশীতিথিতে উক্ত নিয়মানুসারে ব্রত করিতে হইবে। প্রথম বৎসরের ন্যায় সঙ্কল্পাদি করিতে হইবে না। আর সমস্তই উক্ত রূপে অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

যে বৎসর উক্ত ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইবে, সেই বৎসর ব্রতপ্রতিষ্ঠার বিধানানুসারে সকল কার্য্য করিতে হইবে এবং উক্ত বিধানানুসারে ব্রতের পূজাদি হইবে। পূজাদি শেষ হইলে সধবা স্ত্রীদিগের সহিত অতিশয় ভক্তিভাবে ব্রতকথাশ্রবণ করিতে হয়। এই ব্রতের কথা সাবিত্রীর উপাখ্যান। সাবিত্রী দেবী একমাত্র পাতিব্রত্য বলে যেরূপে সত্যবান্‌কে যমের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং যমের নিকট বরলাভ করিয়া, পিতৃকুল, শ্বশুরকুল প্রভৃতি উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতভাষায় এই উপাখ্যান পাঠ করিয়া ব্রতকারিণী যদি ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে বাঙ্গালায় এই উপাখ্যান বুঝাইয়া দিবেন।

ব্রতমালায় ইহার বিস্তৃত বিধান আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না। কিরূপ প্রণালীতে এই ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়, তাহাই মাত্র দর্শিত হইল।

[সাবিত্রীর উপাখ্যান সাবিত্রী ও সত্যবান্ শব্দে দেখ।]

পুরাণমতে যথাবিধানে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে জন্মে জন্মে অবৈধব্য, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের উন্নতি, ইহলোকে পতিসান্নিধ্য ও নানাবিধ সুখস্বচ্ছন্দভোগ এবং পরকালে স্বামীর সহিত ব্রহ্মলোকে বাস হইয়া থাকে।

সাবিত্রীসূত্র (ক্লী) সাবিত্রীদীক্ষাকালিকং সূত্রং। যজ্ঞোপবীত, সাবিত্রীদীক্ষাকালে এই সূত্র ধারণ করা হয়।

সাবুদানা, পণ্যদ্রব্যবিশেষ। চলিত কথায় সাগু বা সাগুদানা বলে। হিন্দি—সাগুদানা, সাগু-ছবুল; তামিল—সানারিসি, দাক্ষিণাত্য—সউকে-ছবল, মলয়—সাগু, চীন—সিকুমি, ফরাসী—সাগো, জর্ম্মণ—সগো, ইংরাজী—স্যাগো। পাপুয়া ভাষায় সাবু শব্দের অর্থ রুটী।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অস্মদ্দেশীয় তালগাছের ন্যায় এক প্রকার গাছ আছে, তাহা সাগুগাছ নামে প্রসিদ্ধ। উদ্ভিদবিদ্‌গণ উহাকে তাল (Palm) জাতীয় এবং Metroxylon Sago সংজ্ঞা দিয়াছেন। সাবুগাছ ব্যতীত তাল জাতীয় এবং অপর কোন কোন বৃক্ষের শ্বেতসার হইতে সাবু প্রস্তুত হইয়া বাজারে সাবুদানা বা সাগু নামেই বিক্রীত হয়। জ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ইহা আরোরুট, বার্লী প্রভৃতির ন্যায় পথ্য।

নিম্ন জলা জমিতেই সাবুগাছ বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০ ফিট্ উচ্চ স্থানে ইহা তদ্রূপ পুষ্টিপ্রাপ্ত হয় না। গাছগুলি তাল, বা নারিকেলের ন্যায় বড় হয় না। ভারতের কোন কোন স্থানে কদাচিৎ ২০।২৫ ফিট্ উচ্চ হইতে দেখা যায়। দ্বীপপুঞ্জে জলা জমিতে যে সকল সাবুগাছ জন্মে, তাহাদের আয়তন অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। গাছ গুলির মাথা বেশ ঝাঁপাল ঝোপাল এবং গাত্র মসৃণ ও পুষ্ট দৃষ্ট হয়।

গাছ গুলি ১৫ বৎসরের পুরাতন হইলে সুপুষ্ট ও সুপক্ক হইয়া শ্বেতসার দানে সমর্থ হয়। তখন ঐ বৃক্ষদণ্ডের অভ্যন্তরদেশ

স্পঞ্জের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শ্বেত বর্ণ মজ্জার ছায় পদার্থবিশেষে পুর্ণ হইয়া পড়ে। উহার বাহিরে গাছের মোটা ছালটী আবরণ থাকে মাত্র। যদি ঐ সময়ে বৃক্ষে ফুল হইয়া ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে অভ্যন্তরের মজ্জাবৎ সারপদার্থ লোপ পায় এবং বৃক্ষ দণ্ডটী শূন্যগর্ভ দণ্ডের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। কিছুকাল এই ভাবে থাকিয়া গাছটী মরিয়া যায়।

গাছে ফুল ও ফল ধরিবার পুর্ব্বে ঠিক উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গাছটীকে কাটিয়া ফেলা হয়, তৎপরে দণ্ডটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলে। উহার ভিতরে যে সার বা মজ্জা থাকে, তাহা চাঁচিয়া বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া লয়। পরে ঐ চূর্ণ গুলি ময়দা গোলার ন্যায় জলে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়। ছাঁক-নীর মধ্য দিয়া জলের সহিত সারপদার্থ মাড়বৎ নির্গত হয় এবং বৃক্ষজ তন্তুগুলি উহাতেই থাকিয়া যায়। অতঃপর ঐ শ্বেতসার-মিশ্রিত জল একটী কাঠের ডোঙ্গা বা বৃহৎ পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। তখন ঐ পাত্রের তলদেশে শ্বেতসার থিতাইয়া পড়ে। পাত্রের উপরিস্থ জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া দেশীয় সাবু প্রস্তুত করিয়া পুনরায় ঐ শ্বেতসারকে দুইবার ধুইয়া লয়। এই রূপে ধৌত ও পরিস্কৃত হইবার পর সাবু-সার খাইবার উপযুক্ত হয়। দেশান্তরে বাণিজ্যার্থ রপ্তানী করিবার জন্য উপযোগী করণ-মানসে দেশীয়েরা ঐ সাবু চূর্ণকে জলে মাখিয়া মণ্ড করে এবং তাহা হাতে ঘসিয়া গোল গোল দানা পাকায়। ঐ দানাগুলি আকৃতি অনুসারে পার্ল সাগু, বুলেট সাগু, সাগু-মীল প্রভৃতি নামে পরিচিত।

প্রকৃত সাবুবৃক্ষ (Metroxyton sago) ব্যতীত ভারতীয় প্রায়োদ্বীপে অপর যে সকল বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে সাবু প্রস্তুত হয় এবং তাহা বাজারে সাবুদানা রূপে সাবুর ন্যায় উৎকৃষ্ট বস্তু বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে, সেই বৃক্ষনিচয়ের একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

1. Arenga saccharifera. 2. Borassus flabelliformis.
3. Caryota urens. 4. Corypha Umbraculifera.
5. Cycas circinalis. 6. C. pectinata.
7. C. Rumphii. 8. Metroxylon. (নানাজাতীয়)
9, Phœnix acaulis. 10. P. rupicola.
11. Tacca pinnatifida.

উপরে যে বৃক্ষতালিকা প্রদত্ত হইল, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, ৫, ৬, ৭ ও ১০ সংখ্যক বৃক্ষ তালজাতীয় নহে। ভারতের একমাত্র তালজাতীয় সাবুগাছ Caryota urens হইতে সাবু-দানা প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, উদরাময় ও জ্বর প্রভৃতিতে সাবু রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য। বহুদিন জ্বরভোগের পর আরোগ্য লাভ করিলেও যখন রোগী দুর্ব্বল অবস্থায় থাকে তখনও সাবু খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে উদরের পীড়াদায়ক কোন পদার্থ নাই।

ভারতমহাসাগরস্থ পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জবাসী ও ভারতবাসীরা সাধা-রণতঃ সাবু গরম জলে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া রাখে। সাবু সিদ্ধ হইলে বর্ণহীন ঘন জলের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং উহাতে কোনরূপ গন্ধ থাকে না। উহা রোগীকে দুগ্ধ, মাছের ঝোল বা নেবুর রস-যোগে খাইতে দেওয়া হয়। অনেক সময় সখ করিয়া লোকে সাবুর পুডিং (Sago pudding) প্রস্তুত করিয়া খায়। বড় দানার সাবু মুগের দাইলের সহিত খিচুড়ী করিয়া খাইতে ভাল লাগে। দ্বীপবাসীরা সাবুর শ্বেতসার জলে মাখিয়া বিস্কুট প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া রাখে। ঐ বিস্কুট অনেক দিন থাকে।

সাবেতস (পুং) সবেতসের অপত্য।

সাবেশ্য (ক্লী) সবেশস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সবেশতা, তুল্যবেশত্ব, সমানবেশতা, একরূপ বেশ।

সাব্য (ত্রি) সব্যঋষিপ্রোক্ত। সব্যঋষি ঋগ্বেদের ১।১৫ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

সাশংস (ত্রি) আশংসয়া সহ বর্ত্তমানঃ। আশংসার সহিত বর্ত্ত-মান, আশংসাযুক্ত, আশংসাবিশিষ্ট।

সাশঙ্ক (ত্রি) আশঙ্কয়া সহ বর্ত্তমানঃ। আশঙ্কাযুক্ত, ভীত, আশঙ্কার সহিত বর্ত্তমান।

সাশান (ত্রি) অশনেন সহ বর্ত্তমানঃ। অশনযুক্ত, অশনের সহিত বর্ত্তমান, ভক্ষণাবিশিষ্ট।

সাশিক্য (ক্লী) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (দশকুমার ৯০।১১)

সাশির (ত্রি) আশীর্ব্বাদের সহিত।

সাশূক (পুং) সাস্না, গলকম্বল। (হারাবলী)

সাশ্চর্য্য (ত্রি) আশ্চর্য্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আশ্চর্য্যের সহিত বর্ত্তমান, আশ্চর্য্যযুক্ত, আশ্চর্য্যান্বিত।

সাশ্রয় (ত্রি) আশ্রয়ের সহিত বর্ত্তমান, আশ্রয়যুক্ত, আশ্রয়বিশিষ্ট।

সাশ্রু (ত্রি) অশ্রু, নেত্রজল, তাহার সহিত বর্ত্তমান, নেত্রজলযুক্ত, অশ্রুবিশিষ্ট।

সাশ্রুধী (ত্রি) শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। (ত্রিকা°)

সাশ্ব (ত্রি) অশ্বের সহিত বর্ত্তমান, অশ্বযুক্ত।

সাষ্ট (ত্রি) অষ্টের সহিত বর্ত্তমান।

সাষ্টাঙ্গ (ত্রি) অষ্টাঙ্গের সহিত, অষ্ট অঙ্গযুক্ত।

সাষ্টাঙ্গযোগ (ত্রি) অষ্টাঙ্গযোগের সহিত বর্ত্তমান, অষ্টাঙ্গযোগ-যুক্ত, অষ্টাঙ্গযোগবিশিষ্ট। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যা-হার, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি এই ৮টী যোগের অঙ্গ, এই অষ্টাঙ্গ-যোগযুক্ত। [যোগ দেখ।]

সাসকর্ণি (পুং) সসকর্ণ অপত্যার্থে ইঞ্। সসকর্ণের গোত্রাপত্য।

সাসব (ত্রি) মস্তের সহিত বর্ত্তমান, মস্তযুক্ত, মস্তবিশিষ্ট।

সাসহি (পুং) শত্রুদিগের অভিভবিতা, শত্রুদিগকে অভিভবকারী। "সাসহি গৌস্তেভির্মরুত্বান্" (ঋক্ ১।১০১।৩) 'সাসহিঃ শত্রূণামভিভবিতা, সহ অভিভবে, উৎসর্গচ্ছন্দসীতি বচনাদাদৃগমহন ইতি কি প্রত্যয়ঃ, লিট্‌বৎ ভাবাৎ দ্বির্বচনং' (সায়ণ)

সাসার (ত্রি) আসারের সহিত বর্ত্তমান, আসারযুক্ত, আসারবিশিষ্ট।

সাসু (ত্রি) অসবঃ প্রাণাস্তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ। পঞ্চ প্রাণের সহিত বর্ত্তমান, প্রাণবিশিষ্ট, জীবিত।

সাসূয় (ত্রি) অসূয়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। অসূয়ার সহিত বর্ত্তমান, অসূয়াযুক্ত, অসূয়াবিশিষ্ট।

সাসেরাম (সহস্রারাম) শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সাসেরাম নামক মহকুমার প্রধান নগর। এই নগর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত। ই, আই, রেলের গ্রাণ্ডকর্ড লাইনের উপর সাসেরাম ষ্টেশন। সাসেরাম অতি প্রাচীন নগর। এই স্থানে পূর্ব্বে সহস্র বৌদ্ধারাম বর্ত্তমান ছিল বলিয়া, এই নগরের সাসেরাম বা সহস্রারাম নাম হইয়াছে। কিন্তু এই নাম সম্বন্ধে ভিন্ন মতও প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বকালে এই নগরে জনৈক সহস্রভুজ অসুর বাস করিত এবং সে তাহার প্রত্যেক হস্তে একটী করিয়া ক্রীড়ার সামগ্রী ধারণ করিতে অভ্যস্ত ছিল, তজ্জন্য সহস্রারাম হইতে সাসেরাম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সাসেরাম নগরের দক্ষিণদিকে এক ক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশিখরে একখানি প্রস্তরগাত্রে মহারাজ অশোকের গিরিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বৌদ্ধকীর্ত্তির প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধযুগে এই স্থান বৌদ্ধগণের একটী কেন্দ্রস্থল ছিল। সুতরাং সাসেরাম সহস্রারাম শব্দের অপভ্রংশ, ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

সাসেরাম আরার দক্ষিণে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই নগর হইতে কাইমুর পর্ব্বতের মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে বড় সুন্দর। এই নগরটী আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে ঘন ঘন বসতি আছে। নগরের জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধাংশ মুসলমান; তন্মধ্যে সাসেরামের পাঠানগণ দিল্লীর প্রসিদ্ধ সম্রাট্ শেরশার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের এবং তাঁহার সভাসদগণের বংশধর বলিয়া পরিচিত। আজকাল এই সকল পাঠানগণের অবস্থা সাতিশয় হীন হইয়াছে। সহরটী অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সহরে পদার্পণ করিবা মাত্র, ইহাকে অতি প্রাচীন সহর বলিয়া মনে হয়। সহরের বর্ত্তমান অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এক্ষণে এই স্থানে ২১৫টী মাত্র ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার লোকসংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে।

দিল্লীর পাঠানসম্রাট্ শেরশার পিতা হুসেন খাঁ এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং সম্রাট্ শেরশা এই স্থানেই জন্ম গ্রহণ করেন। হুসেন খাঁর ভবনের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, তিনি একজন বিশেষ সম্পত্তিপন্ন লোক ছিলেন। নগরের ঠিক মধ্যস্থলে শেরশা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তাঁহার বৃহৎ প্রস্তরময় কবর এখনও অভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। একটী উচ্চ প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্যে এই কবর বিরাজমান। এই প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে একটী বৃহৎ তোরণ; কবরটীর দ্বার পশ্চিম মুখে। একটী সমুচ্চ বৃহৎ গৃহের উপরে প্রকাণ্ড গম্বুজ তুলিয়া এই কবর নির্ম্মিত হইয়াছে। গম্বুজের খিলানে বিচিত্র কারুকার্য্যসকল চিত্রিত আছে এবং কোরাণের বহুতর উপদেশাবলী এই গম্বুজের ভিতর গাত্রে খোদিত আছে। এই কবর সাসেরামের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। বহুদূর হইতে এই কবর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাসেরামের প্রধান দর্শনীয় বিষয় শেরশার কবর। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। একটী বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড গম্বুজশোভিত কবর বিরাজ করিতেছে। কবরের গঠন অষ্টকোণবিশিষ্ট। সরোবরোত্থিত মৃত্তিকা, পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে মৃৎপ্রাচীরে পরিণত হইয়া, সরোবরের চারিদিক্ ঘিরিয়া রাখিয়াছে। কবরে যাইবার জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে মাটী ফেলিয়া একটী পথ তৈয়ার করা হইয়াছে, পূর্ব্বে এই স্থানে গমনাগমনের জন্য একটী সেতু ব্যবহৃত হইত। এই কবরের উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়ী আছে, সেই সিঁড়ী দিয়া ছাদে উঠিলে নগরের সৌন্দর্য্য অতি সুন্দররূপে অবলোকন করিতে পারা যায়। গম্বুজের ভিতর গাত্রে নানা বর্ণের প্রস্তর বসাইয়া বিভিন্ন চিত্রে সুশোভিত হইয়াছে। ভিতরের প্রাচীরগাত্রে কোরাণের ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ সকল খোদিত আছে।

শেরশার কবরের উত্তরপশ্চিমে অর্দ্ধ মাইল দূরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সেলিমের কবরও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবরটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান আছে; ইহাও একটী সরোবরের মধ্যে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন সাসেরামের নানাস্থানে মুসলমানগণের পুরাকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠান-শাসনকালে, সাসেরাম যে অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহা এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সাস্থি (ত্রি) অস্থির সহিত বর্ত্তমান, অস্থিযুক্ত। অস্থিবিশিষ্ট।

সাস্থিতাস্রার্দ্ধ (ক্লী) সাস্থি অস্থিসহিতং তাম্রার্দ্ধং যত্র। কাংস্য।

সাস্না (স্ত্রী) ষস স্বপ্নে (রাস্না সাস্না স্থূণা বীণা। উণ্ ৩।১৫) ইতি ন প্রত্যয়েন সাধুঃ। গলকম্বল। গোগলকম্বল। (অমঃ)

সাস্নাদিমৎ (ত্রি) সাস্নাদিবিশিষ্ট।

সাস্নাবৎ (ত্রি) সাস্না অস্ত্যর্থে মতুপ্। গলকম্বলবিশিষ্ট।

সাস্র (ত্রি) অস্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ অশ্রযুক্ত, নেত্রজলবিশিষ্ট। ২ শোণিতযুক্ত।

সাস্বাদন (ত্রি) আস্বাদনসহিত। আস্বাদবিশিষ্ট।

সাহ (ত্রি) (ক্লী) জৈনমতে স্থানভেদ।

সাহ্ (পারসী) রাজা। [সাহা দেখ।]

সাহঙ্কার (ত্রি) অহঙ্কারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অহঙ্কারযুক্ত।

সাহচর (ত্রি) সহচর-অণ্। সহচরসম্বন্ধীয়।

সাহচর্য্য (ক্লী) সহচরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা, সহচর-ষ্যঞ্। ১ সহচরের ভাব, সহচরের কার্য্য। ২ সহগমন। ৩ সহচার। ৪ সামানাধিকরণ্য, একাধিকরণবৃত্তিত্ব।

"প্রায়শো রূপভেদেন সাহচর্য্যাচ্চ কুত্রচিৎ।" (অমর) ৫ সহধর্ম্মাচরণ।

"তস্যাঃ স্পৃষ্টে মনুজপতিনা সাহচর্য্যায় হস্তে
মাঙ্গল্যোর্ণা বলয়িনি পুরঃ পাবকস্যোচ্ছিতস্য।" (রঘু ১৬।৮৭)
'সাহচর্য্যায় সহধর্ম্মাচরণায়।' (মল্লিনাথ)

সাহঞ্জ (পুং) রাজভেদ। ইহার পাঠান্তর সাহঞ্জি।

সাহঞ্জনী (স্ত্রী) সাহঞ্জ স্থাপিত নগরভেদ। (হরিবংশ)

সাহদেব (পুং) সহদেবস্য গোত্রাপত্যং ইতি সহদেব-অঞ্। (পা ৪।১।১১৫) সহদেবের গোত্রাপত্য।

সাহদেবক (পুং) সহদেবের স্তোতা বা পূজক।

সাহদেবি (পুং) সহদেব অপত্যার্থে ইঞ্। সহদেবের গোত্রাপত্য।

সাহদেব্য (পুং) সহদেব-রাজপুত্র। "কুমার সাহদেব্যঃ" (ঋক্ ৪।১৫।৭) 'সাহদেব্যঃ সহদেবনাম্নো রাজ্ঞঃ পুত্রঃ' (সায়ণ)

সাহয় (ত্রি) সাহয়তীতি সাহি (অনুপসর্গাৎ লিম্পবিন্দেতি। পা ৩।১।১৩৮) ইতি শ। সহনকারয়িতা, যিনি সহন করান।

সাহস (ক্লী) সহসা বলেন নির্বৃত্তং সহস্ (তেন নির্বৃত্তং। পা ৪।২।৬৮) ইতি অণ্। ১ বলপূর্ব্বক যে কার্য্য করা হয়।

"সামান্যদ্রব্যপ্রসভহরণাৎ সাহসং স্মৃতং।
তন্মূল্যাৎ দ্বিগুণো দণ্ডো নিহ্নবে তু চতুর্গুণঃ॥
যঃ সাহসং কারয়তি স দাপ্যো দ্বিগুণং দমম্।
যশ্চৈবমুক্ত্বাহং দাতা কারয়েৎ স চতুর্গুণং॥
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩৩—৩৪)

সাধারণের দ্রব্য অথবা পরকীয় দ্রব্যের বলপূর্ব্বক হরণের নাম সাহস, ডাকাতি করিয়া যে স্থলে পরদ্রব্য গৃহীত হয়, তাহাকে সাহস কহে। গোপনে পরদ্রব্য গ্রহণের নাম চুরি, এবং সাক্ষাতে গ্রহণের নাম সাহস। চৌর্য্য ও সাহসে ইহাই প্রভেদ। যিনি এই সাহসিক কার্য্য করিবেন, রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দণ্ড বিধান করিবেন। যে এই সাহস কর্ম্ম করেন, তাহার হৃত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণদণ্ড এবং যে সাহস কর্ম্ম করিয়া পরে তাহার অপলাপ করে, (কৈ ইহা আমিত করি নাই ইত্যাদি মিথ্যাবাক্য বলেন) তাহার ইহার চতুর্গুণ দণ্ড, যে ব্যক্তি সাহসকার্য্য করিতে আদেশ করে, তাহারও দ্বিগুণ দণ্ড এবং যে অপর দ্বারা সাহস কার্য্য করায়, তাহারও চতুর্গুণ দণ্ড হইবে। এই সাহস দণ্ড তিন প্রকার, উত্তম, মধ্যম ও অধম।

"সাশীতিপণসাহস্রো দণ্ড উত্তমসাহসঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৮০ হাজার পণ যে দণ্ড, তাহাকে উত্তম সাহস দণ্ড, ইহার অর্দ্ধেক দণ্ডকে মধ্যম এবং তদর্দ্ধ দণ্ডকে অধম সাহস কহে। অপরাধের গুরুত্বানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার সাহসদণ্ডই বিধেয়।

ব্যবহারতত্ত্বে নারদবচনানুসারে লিখিত আছে যে মনুষ্যমারণ, স্তেয়, পরদারাভিমর্ষণ, পারুষ্য ও অনৃত এই পাঁচ প্রকার সাহস।

"মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণং।
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব সাহসং পঞ্চধা স্মৃতং॥"

এই সকল সাহস কার্য্য যাহারা অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে সাহসিক কহে। ইহাদিগকে সাহসদণ্ড দিতে হয়। কোন্ কোন্ অপরাধীর প্রতি এই সাহসদণ্ড প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার বিষয় মন্বাদিতে এইরূপ লিখিত আছে যে রাজা যদি সাহসিক ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান না করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়, এবং তিনি লোকসমাজে নিন্দিত হন। এই জন্য সাহসিককে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

পরদারসম্ভোগে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়, এবং এই বর্ণসঙ্কর দ্বারা সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। যে পুরুষ পূর্ব্ব হইতে পরদারদোষে দোষী বলিয়া জানা আছে, সেই পুরুষ যদি নির্জ্জনে কোন পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করে তাহা হইলে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড, বেদত্রয়বেত্তা ব্রাহ্মণ, রাজা এবং দেবতাকে গালি দিলেও উত্তম সাহস দণ্ড, জাতিসমূহকে গালি দিলে মধ্যম সাহস, হীনবর্ণ যদি উচ্চবর্ণকে আঘাত করিবার নিমিত্ত শস্ত্রাদি উদ্যত করে, তাহার প্রথম সাহস দণ্ড, পরস্পর হননার্থ শস্ত্র উদ্যত করিলে উভয়েরই প্রথম সাহস দণ্ড; হস্ত, পদ কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ বা নাসা ছেদন করিলে এবং পূর্ব্বব্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর যাহাতে মানুষ মৃতকল্প হয়, এইরূপে তাড়ন করিলে তাহার প্রথম সাহস দণ্ড; গমন, ভোজন ও কথা কওয়া রহিত করিলে, চক্ষু বা জিহ্বা ফুড়িয়া দিলে গ্রীবা, বাহু কিংবা উরু ভাঙ্গিয়া দিলে

মধ্যমসাহস দণ্ড, যে চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষরূপ অভিজ্ঞ না হইয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য পশুপক্ষীর মিথ্যা চিকিৎসা করেন, তাহার অধম সাহস দণ্ড, মনুষ্যের মিথ্যা চিকিৎসা করিলে মধ্যম সাহস এবং রাজার মিথ্যা চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস বিধেয়। যে সকল বণিক্ রাজনিরূপিত মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি জানিয়াও জোট বাঁধিয়া সাধারণের কষ্টকর দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের প্রথম সাহস দণ্ড, এবং যাহারা একত্র দলবদ্ধ হইয়া দেশান্তরগত পণ্য অল্প মূল্যে লইবার জন্য বিক্রেতৃগণকে বাধ্য করে, তাহাদের উত্তম সাহস দণ্ড; যিনি তুলাদণ্ড, শাসনপত্র, দ্রোণ, প্রস্থ প্রভৃতি মান, এবং মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি বস্তু অসদুপায়ে প্রস্তুত করে বা তুলাদণ্ডের বাটখারা কম করিয়া রাখে, তাহাদেরও উত্তমর সাহস দণ্ড হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে, দ্রব্যস্বামীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক যে অপহরণ তাহাকে সাহস এবং যাহারা গৃহদাহ, ডাকাইতি ইত্যাদি সাহসিক কার্য্য করে, তাহাদিগকে সাহসিক কহে। বাক্‌পারুষ্যকারী, তস্কর ও দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তি অপেক্ষাও সাহসিক অত্যন্ত পাপকারী। যে রাজা এই সকল সাহস কর্ম্মকারীকে বিপুল ধনাগমলোভে ত্যাগ করেন, তাঁহার রাজ্য শীঘ্র বিনষ্ট হয়। অতএব তিনি প্রজা ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কদাচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। (মনু ৮অ°)

পশ্চাদ্দোষ অবলোকন না করিয়া অর্থাৎ পরে কি হইবে, ইহা বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া চৌর্য্য পরদারগমনাদি যে কোন দুষ্কৃত কর্ম্ম করা যায়, তাহাকেই সাহস কহে।

"পশ্চাদ্দোষমনালোক্য করণং, তত্তু চৌর্য্যপরদারগমনাদি।"
(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গাদাস)

মনুর অষ্টম অধ্যায়, ও যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এই স্থলে বিবৃত হইল না।

৩ দুষ্কৃত কর্ম্ম। ৪ অবিমৃষ্যকৃতি। (ভারত ৪২।১) ৫ দ্বেষ। (হেম) ৬ অন্তঃকরণের বিক্রম, উৎসাহ, নির্ভয়। ৭ অনৌচিত্য। ৮ দুষ্কর্ম্ম, অত্যাচার। ৯ বলপূর্ব্বক কৃত দুষ্কর্ম্ম। (পুং) সহসে বলায় হিতং সহস্-অণ্। ১০ অগ্নিবিশেষ। পূজাদি কার্য্যে অগ্নির বিশেষ বিশেষ নাম আছে, সেই নামে অগ্নির পূজা করিয়া হোম করিতে হয়।

"প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ।
লক্ষহোমে চ বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রায়শ্চিত্তকার্য্যে অগ্নির নাম বিধু এবং পাকযজ্ঞে সাহস। যে স্থানে চরুপাকাদি দ্বারা হোম হয়, তথায় অগ্নির নাম সাহস।

সাহসবৎ (ত্রি) সাহসো হস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। সাহসযুক্ত।

সাহসাঙ্ক (পুং) সাহস এব অঙ্কশ্চিহ্নং যস্য। বিক্রমাদিত্যরাজ।

সাহসাঙ্কীয় (ত্রি) সাহসাঙ্কসম্বন্ধীয়।

সাহসিক (ত্রি) সহসা বলেন বর্ত্ততে ইতি সহস্ (ওজঃ সহোম্ভসা বর্ত্ততে। পা ৪।৪।২৭) ইতি ঠক্। সাহসকর্ম্মকারী, দস্যু প্রভৃতি, মনুষ্যমারক, ও চৌর, পারদারিক, পরুষবাদী ও অনৃত বাদী। ধর্ম্মসংহিতায় মনুষ্যমারণ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার কর্ম্ম সাহস নামে কথিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ পাঁচ প্রকার কর্ম্মকারীকে সাহসিক কহে। এই সাহসিক অতিশয় পাপী বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রাজা এই সাহসিককে যথাবিধানে দণ্ড বিধান করিবেন। [সাহস শব্দ দেখ।] ব্যবহারতত্ত্বে লিখিত আছে যে, সাহসিক ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিতে নাই, কারণ ইহারা নিজেরাই অতিশয় পাপকারী, এই পাপকারীদিগের সাক্ষ্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য নহে।

"স্তেনাঃ সাহসিকা ধূর্ত্তাঃ কিতবা যোধকাশ্চ যে।
অসাক্ষিণস্তু তে দুষ্টাস্তেষু সত্যং ন বিদ্যতে।" (ব্যবহারতত্ত্ব)

চোর, সাহসিক, ধূর্ত্ত, কিতব ও যোধক ইহারা সকলে অসাক্ষী অর্থাৎ ইহাদিগকে সাক্ষী করিবেনা, কারণ ইহাদের মধ্যে সত্য বিদ্যমান নাই। ২ হঠকারী। ৩ নির্ভীক, নির্ভয়।

সাহসিকতা (স্ত্রী) সাহসিকস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সাহসিকের ভাব বা ধর্ম্ম, সাহসিকের কার্য্য। নির্ভীকতা।

সাহসিক্য (ক্লী)

সাহসিন্ (ত্রি) সাহস অস্ত্যর্থে ইনি। সাহসিক, নির্ভীক।

সাহস্র (ক্লী) সহস্রাণাং সমূহঃ সহস্র-(ভিক্ষাদিভ্যোহণ্। পা ৪।২।৩৮) ইতি অণ্। ১ সহস্রসমূহ। (অমর) সহস্রমেব স্বার্থে অণ্। ২ সহস্র মাত্র। (ত্রি) সহস্রেণ ক্রীতমিতি (শত-মানবিংশতিকসহস্রবসনাদণ্। পা ৫।১।২৭) ইতি অণ্। ৩ সহস্র দ্বারা ক্রীত, যাহা সহস্র দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে। ৪ সহস্র সম্বন্ধী। (পুং) সহস্রমস্ত্যাস্তীতি সহস্র-অণ্। (পা ৫।১।১০৩) ৫ সহস্র সংখ্যক গজাদি দ্বারাবলী। (অমর)

সাহস্রক (ত্রি) ১ সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, সহস্রসংখ্যাযুক্ত।

সাহস্রবৎ (ত্রি) সাহস্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সাহস্রযুক্ত, সাহস্রবিশিষ্ট।

সাহস্রবেধিন্ (পুং) সাহস্রং বেধিতুং শীলমস্য, বিধি-ণিনি। সহস্রবেধী, ১ অম্লবেতস। ২ কস্তুরী। (ত্রি) ৩ সহস্রবেধকর্ত্তা, যিনি সহস্র বেধ করেন।

সাহস্রশস্ (ত্রি) সহস্র সহস্রযুক্ত।

সাহস্রিক (পুং) সহস্রাংশ, সহস্রভাগের ভাগ। "ভাগশ্চ পঞ্চবিংশঃ শতিকঃ সাহস্রিকশ্চেতি।" (বৃহৎসংহিতা ৮০।১৩) (ত্রি) ২ সহস্র সম্বন্ধীয়।

সাহা, সাহ (দেশজ) ১ সাধু। ২ রাজা, অধিপতি। ৩ অধ্যক্ষ। কেহ কেহ মনে করেন, পারস্ত 'শাহ' শব্দ হইতেই 'সাহ' 'সাহা' ও 'সাহি' শব্দ আসিয়াছে। কিন্তু সুপ্রাচীন পারস্ত ভাষার ব্যবহারের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে ঐ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে।

'সাহ' বা 'সাহি' উপাধি দুই সহস্র বর্ষের অধিক কাল ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় এই শব্দটীকে ভারতে মুসলমান-প্রাধান্যের নির্দ্দেশক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতীয় সুপ্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রালিপিতে 'ষাহি'-রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধার, পঞ্জাব, রাজপুতনা ও সৌরাষ্ট্রে 'ষাহি'-রাজবংশ এক কালে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ রাপ্সোন্ এই বংশীয় রাজগণের মুদ্রাসমূহ আলোচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫ অব্দ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দ (মাহ্মূদ গজনীর আক্রমণকাল) পর্য্যন্ত ষাহিরাজগণ গান্ধারে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।* প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্সাহেব সৌরাষ্ট্রের 'সাহ' বা 'ষাহি' বংশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"কতকগুলি ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপের নামের শেষে 'সীহ' =(সিংহ) উপাধি দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ মুদ্রাসমূহে (অনুস্বার) যুক্ত হ্রস্ব ি বা দীর্ঘ ী প্রায় পরিত্যক্ত হইয়া ('সীহ' শব্দ) 'সাহ' ও 'সাহ' রূপে মুদ্রায় উৎকীর্ণ হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে অনেকে এই বংশ বা কুলকে 'সহ্' বা 'সাহ্' এই কল্পিত বংশাখ্যা দিয়াছেন।"† কিন্তু গান্ধার হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ এবং কেবল মুদ্রা বলিয়া নহে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদস্থ স্তম্ভলিপি আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে যে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে 'ষাহি' ও 'ষাহানুষাহি' প্রভৃতি রাজবংশ ভারতে প্রবল ছিলেন। ঐ সকল রাজবংশকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রগুপ্ত ভারতসম্রাট্ হইয়াছিলেন।‡ সুতরাং স্থির হইল যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দ হইতে ভারতে মহত্ত্বব্যঞ্জক ঐ সকল শব্দের প্রচলন। অকবর বাদশাহ যেমন 'শাহান্শাহ্' অর্থাৎ রাজাধিরাজ বলিয়া সম্বোধিত হইতেন, সেইরূপ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে 'ষাহানুষাহী' উপাধিধারী রাজবংশেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।‡

কেবল পারস্ত বলিয়া নহে, প্রাচীন ও অপ্রাচীন প্রাকৃত, হিন্দী, মরাঠী, গুজরাটী, উর্দ্দু প্রভৃতি নানা ভাষায় এই শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। কেবল মুসলমান রাজবংশ বলিয়া নহে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক হিন্দু রাজবংশ 'সাহ' 'সাহী' বা 'ষাহী' উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

বহুপূর্ব্ব কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা সাধুপ্রকৃতিক ফকিরগণের 'সা' বা 'শাহ্' উপাধি দেখা যাইতেছে, যেমন 'শাহ জলাল' 'বাবা নানক সা' প্রভৃতি। মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের বিভিন্ন বিভাগে যেমন শুল্কাধ্যক্ষ, করাধ্যক্ষ প্রভৃতি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, মুসলমান আমলেও সেইরূপ এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও 'শাহ' উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা শাহ্বন্দর বা বন্দরাধ্যক্ষ। 'সাহ' বা 'সাহা' উপাধিটী অধ্যক্ষ-অর্থবাচী বা মহত্ত্বব্যঞ্জক বলিয়া আব্রাহ্মণচণ্ডাল প্রায় সকলজাতির মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছে। যেমন 'গোধূম' হইতে 'গোহুম্' 'গম' এবং 'বধূ' হইতে 'বহু' 'বউ' সেইরূপ সংস্কৃত 'সাধু' শব্দ হইতেও 'সাহ' শব্দ, তাহার অপভ্রংশে 'সাউ' 'সউ' ও 'সাহা' হইয়াছে। এই সাধু শব্দই উৎকলে 'সাহু' এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে 'সাউ' নামে অদ্যাপি প্রচলিত।

৪ পূর্ব্ববঙ্গবাসী বণিক্জাতির বংশপরিচায়ক বিশেষ উপাধি। এই বণিক্গণের বিভিন্ন শ্রেণির সুপ্রাচীন জন্মপত্রিকাসমূহে 'সাধুকুলোদ্ভব' ও 'সাউকুলোদ্ভব' এইরূপ বংশপরিচয় দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই জাতি বহুকাল হইতে 'সাধু' 'সাহ' এবং তাহার অপভ্রংশে 'সাউ' নামেই পরিচিত ছিল। এই জাতি উৎকল, মেদিনীপুর প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলে 'সাহু' নামে এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি বঙ্গের পূর্ব্ব সীমায় অদ্যাপি 'সাউ' নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যেও মহাজনগণ 'সাউকর' বা 'সাওকর' নামে অভিহিত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সাহ্-মহাজন নামেও খ্যাত। 'সাধু' সংজ্ঞাই কালক্রমে 'সাউ' 'সউ', এবং 'সাহা' নামে অভিহিত ও জাতিবাচক হইয়াছে।

গৌড়ীয় শৌণ্ডিক জাতির মধ্যেও 'সা' ও 'সাহা' উপাধি প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানকালে 'সাহা' জাতির 'সাহা' উপাধি দেখিয়া কেহ কেহ উক্ত বণিক্জাতিকেও 'শুঁড়ি' বলিয়া মনে করেন। দুঃখের বিষয় গবর্মেণ্টের সেন্সাস্-বিবরণীতেও সাহা ও শুঁড়ি এক শ্রেণী বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'সাউ' বা 'সাহা' ও 'শুঁড়ি' জাতি কোন দিন এক নহে এবং শৌণ্ডিকজাতির সহিত এই 'সাধু' জাতির কোন সম্পর্ক নাই। শৌণ্ডিকসমাজ হইতে প্রকাশিত তাঁহাদের জাতিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে শৌণ্ডিকেরাই বলিতেছেন যে, সাউ বা সাহা জাতির সহিত তাঁহাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং যাঁহারা উভয় জাতির 'সাহা' উপাধি দেখিয়া উভয় জাতিকে অভিন্ন মনে করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি গন্ধবণিক্

---

* Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde, II. Band, 3 Hept. p. 31-32.

† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 36 n.

‡ Fleet's Gupta Inscriptions, p. 8.

প্রভৃতি জাতি মধ্যেও 'সাহা' উপাধি রহিয়াছে, ঐরূপ ভ্রান্তমত পোষণ করিলে তাঁহাদিগকেও শুঁড়ি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু তাহা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিকৃদিগকে শুঁড়ি বলা কখনই সঙ্গত নহে।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে সাহ্ বা সাহা শব্দ মহত্ত্বব্যঞ্জক হইলেও পূর্ব্বকালে কুসীদজীবী মহাজনের একটী নাম 'সাধু' ছিল, তাহা আমরা হেমচন্দ্র, মেদিনী-কোষ ও ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধান হইতে জানিতে পারি। মেদিনীপুর জেলায় ও উৎকলের সর্ব্বত্রই কুসীদজীবী মহাজন জাতিই 'সাহু' নামে এবং শ্রীহট্ট জেলায় অদ্যাপি 'সাউ' নামে পরিচিত। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে 'সাহা' বণিকৃগণও চিরদিন কুসীদ বা বৃদ্ধিজীবী; এ কারণও তাঁহারা 'সাধু' 'সাহু' 'সাউ' বা 'সাহা' আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বৈদ্য ও গন্ধবণিক্ প্রভৃতি নানা জাতি যেমন স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা জাতীয় আখ্যা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ প্রাচীন আভিধানিকগণের বার্দ্ধুষিক 'সাধু'ই স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে বোধ হয় সাহু, সাউ বা সাহা নামে আখ্যাত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে গণ্য হইয়া থাকিবেন। প্রাচীন হিতোপদেশও 'সাধু' শব্দ জহুরী বা মণিবণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সকল জাতির মধ্যে যেমন চিকিৎসা-ব্যবসায় প্রচলিত এবং অপর নানাজাতির 'বৈদ্য' ব্যবসা থাকিলেও যেমন তাঁহাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলা যায় না, সেইরূপ বহু জাতির মধ্যে কার্য্যগতিকে পূর্ব্ব হইতে 'সাহা' বা 'সা' উপাধি থাকিলেও তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃত 'সাধু' বা 'সাউ' জাতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আদমসুমারীর (Census) কাগজপত্রে ভ্রম ক্রমেই সাহা ও শুঁড়ি জাতিকে একশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দুই জাতি সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও কেহ কেহ বৈশ্য সাহাবণিকৃদিগকে শুঁড়ি অপবাদ দিয়া থাকেন। ইহার কএকটী কারণও আছে—

পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিকের একখানি কুলপরিচায়ক গ্রন্থে এই জাতির পূর্ব্ব-পুরুষের 'শৌলুক' বা 'শৌলিক' বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় আছে। শৌলিকের উচ্চারণ 'শৌড়িক' হইতে পারে। 'শৌড়িক' ও 'শৌণ্ডিক' এই উভয়কে এক মনে করা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু কেবল উচ্চারণ বা নাম সৌসাদৃশ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটী জাতিকে এক মনে করা সঙ্গত নহে। পূর্ব্বকালে যে সকল ব্যাপারী ষণ্ড বা বলদে মাল বোঝাই দিয়া হাটে আনিয়া বিক্রয় করিত, তাহারা সাধারণের নিকট 'ষণ্ডী' নামে পরিচিত হইত। সাহা বণিকৃদিগের হীন অবস্থাপন্ন ব্যাপারীগণ ঐরূপ করিত বলিয়া 'ষণ্ডী'র অপভ্রংশে 'ষঁড়ী' বা 'শৌণ্ডী' এইরূপ বিদ্রূপাত্মক আখ্যা পাইয়া থাকিবে। 'ষঁড়ী'কে শুঁড়ী করাও কিছু বেশী আয়াসসাধ্য নহে।

উৎকল হইতে শুল্কিক জাতির অতিপ্রাচীন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মেদিনীপুর হইতে এই জাতির কুলপরিচায়ক উৎকলাক্ষরে তালপত্রে লিখিত অতি প্রাচীন পুথিও পাওয়া গিয়াছে; তাহা আলোচনা করিয়া আমরা শৌলিক শব্দের কএকটী পর্য্যায় বা নামান্তর পাইতেছি, যথা—

শৌলিক, শৌলোক, শোলুক, শৌল্কিক, শুলাকি ও শুক্রী। মেদিনীপুরেও কৃষিজীবী 'শুক্রী' জাতির বাস আছে, তাঁহারাও কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি পালন করেন।

উক্ত শুক্রী বা শৌল্কিক জাতির কুলপরিচয় হইতে জানা যায় যে পশ্চিম ভারতে যে জাতি 'শোলাঙ্কি' (রাজপুত) নামে সম্মানিত, সেই জাতিই প্রাচ্য ভারতে শৌলুক বা শৌল্কিক নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে এই জাতি খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত চালুক্য এবং তৎপরে সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে চৌলুক্য নামে বহুদিন পরিচিত ছিলেন। চালুক্য ও চৌলুক্যবংশে পরাক্রান্ত বহুতর রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ ও প্রভাবের পরিচয় ভারতের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

[চালুক্য ও চৌলুক্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

শোলাঙ্কি রাজপুতগণেরও কীর্ত্তিগাথা রাজপুতনার চারণ ও ভাটদিগের কবিতায় উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রায় খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে মহাপরাক্রান্ত চৌলুক্য রাজবংশের পরাক্রম মুসলমানহস্তে খর্ব্ব হইলে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তৎপরেই তাঁহাদের প্রাচ্যশাখা 'শুল্কিক' 'শৌল্কিক' ও 'শৌলুক' নামে এবং প্রতীচ্যশাখা 'শোলাঙ্কি' নামে আখ্যাত হইলেন। উৎকল হইতে আবিষ্কৃত এই বংশের তাম্রসাসন হইতে বুঝা যায় যে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষভাগে তালচের প্রভৃতি পার্ব্বত্য গড়জাতপ্রদেশে শুল্কিকগণ আধিপত্য করিতেছেন। দক্ষিণকেদারাধিষ্ঠিত স্তম্ভেশ্বরী দেবী তাঁহাদের ইষ্টদেবী, এই দেবীর বরপ্রভাবেই শুল্কিক বংশের প্রতিষ্ঠা। মেদিনীপুর জেলাবাসী শুলাকি বা শুক্রী জাতির কুল-পরিচয়গ্রন্থেও তাঁহাদের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কথো দিন হরিদ্বারে কথো দিন আর দেশে।
হেম কেদার যাব সদা আপনার বাসে॥
রত্নগিরি বামে করি পিপ্‌লি করি বাম।
পর্ব্বতশিখর পাশে করিল বিশ্রাম॥"
"সিন্ধুকুণ্ডে যাব সবে হইল একমন।
ব্রহ্মচারী বেশে দেখা দিল ত্রিলোচন॥
সবংশ সহিত যে পড়িল পদতলে।
সর্ব্ব জয় হউক বলি সদানন্দ তুলে॥

গলে বস্ত্র দিয়া যে রহিল যোড় করে।
পুর্ব্ব কেদারে যাব সমুদ্র ভিতরে॥
কেদারে যাইয়া বাছা আমা উদয় দিবে।
দেবতাপুজিত লিঙ্গ তথায় পুজিবে॥
তথাকার প্রজাগণ পলাইয়া গেছে।
নৃপতি রেখেছে মাল্য অরুণ হয়াছে॥
আমার দুহাই দিয়া বৈস হৈয়া নৃপতি।
তুমার পুজায় যাব লইয়া পার্ব্বতী॥
সর্ব্ব সিদ্ধ হ'বে বাছা শীঘ্র যাত্রা কর।
শুভ শুভ হউ বলি ডাকিছেন হর॥
অর্কবার গোধূলি সময় হইল সাজ।
কাঞ্চন মণ্ডিত ঘোড়া সাজে পক্ষরাজ॥
অক্ষয়বটে জগবন্ধুর দরশন পাইল।
বাব পুত্র সহিত আপনা সমর্পিল॥
যজ্ঞে জন্ম হইল তার দেবমূর্ত্তি দেখি।
মহেশের মানসপুত্র বড় হইল সুখী॥
অভয় চরণে তবে প্রণাম করিল।
যাজপুর দিয়া মল্ল কেদারে আইল॥
কেদারে আসিতে লোক আইল বহুতর।
কোথা হইতে আসিলেন দেখি মহাশূর॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন কিবা ভব্য মহাজন।
কেদারে রহিবে কিবা যাবে অন্যস্থান॥
যজ্ঞ-মল্ল কহেন দেবের উদয় দিব।
পশ্চিম কেদারে থাকি এ কেদারে রব॥
সেখান হইতে সবে বালিকপুরে গেল।
অরুণের মধ্যে তথি বিশ্রাম করিল॥
সেইখানে মা মঙ্গলা ব্রাহ্মণীর বেশে।
জিজ্ঞাসা করিল সর্ব্ব শিবের উদ্দেশে॥
তিঁহ কহেন সিদ্ধকুণ্ড দেখ ওই।
এখানে করিলে স্নান সিদ্ধমন্ত্র পাই॥"

দক্ষিণ কেদার ছাড়িয়া আবার মেদিনীপুরের কেদারকুণ্ডে আগমন সম্বন্ধে ইহার কিছু পরে উক্ত পুথিতে লিখিত আছে,—

"রত্নগ্রাম হ'তে তোমা এদেশে পাঠালে॥
সে কেদারের নিত্য বাপু এ কেদারে পাবে।
তাহার প্রমাণ বাপু শিব উদয় দিবে॥
তার পর হরিদ্বারে তোমায় পাঠাইল।
পথেতে যাইতে তুমা সভার বিভা দিল॥
দিনচন্দ্র জমীদার সেই দেশে ছিল।
বল কর্য়া রামচন্দ্র তারে ধর্য়া নিল॥
তাহারে সংগ্রাম করি বিরোধ মিটিলে।
দুই জনে শুলাকি নৃপ কন্যাগণ দিলে॥
অক্ষয়বট জগবন্ধুর দর্শন কৈল।
যাজপুর দিয়া পুন কেদারেতে আইল॥"

উড়িষ্যার তালচের রাজ্য মধ্যে শুক্লেশ্বরী দেবী বিশেষ প্রসিদ্ধ, তাঁহার পীঠস্থানই তাম্রশাসনে কেদাল বা কেদার নামে খ্যাত। শুক্কিবংশ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত ও নানাস্থান হইয়া উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ যাজপুর দিয়া সম্ভবতঃ উক্ত কেদারে গিয়া দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য প্রদেশ মধ্যে আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেও পরে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলে উক্ত প্রাচীন শুক্কিবংশের একশাখা মেদিনীপুরে আসিয়া কেদারকুণ্ড পরগণায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পুর্ব্ববাস 'কেদার' হইতে নবস্থানও 'কেদার' নামে অভিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তাই তাঁহাদের কুলপরিচয়গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"রত্নগ্রাম হতে তোমা এদেশে পাঠালে॥
সে কেদারের নিত্য বাপু এ কেদারে পাবে।"

রাজপুতনার আদমসুমারী উপলক্ষে প্রকাশিত রাজপুত-জাতিতত্ত্ব হইতে জানা যাইতেছে যে শোলাঙ্কিজাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহার একশাখা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈশ্যরাজপুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এখন তাঁহারা বণিক্‌দিগের কার্য্য মহাজনী করিয়া থাকেন। মেদিনীপুরের শুলাকি, শুকী বা শুক্লী অভিধেয় শোলাঙ্কিগণও মুসলমান রাজনিগ্রহে সেইরূপ পুরুষ পুরুষের উপজীবিকা পরিত্যাগ করিয়া ৪।৫শত বর্ষ হইতে কৃষিজীবিকা ও মহাজনী ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাদের সুপ্রাচীন তালপত্রে লিখিত কুলপরিচয়েও তাই এইরূপ পাইতেছি—

"বাণিজ্য কি মহাজনী, ক্ষেত্রকর্ম্ম রাজস্থানী,
গীত স্বর্ণাক্ষরে সভার নাম।"

জাত্যন্তর পরিগ্রহের পরিচয় রাজপুত-সমাজে বিরল নহে। রাজপুত-সমাজের শীর্ষস্থানীয় শিশোদীয় কুলসম্ভূত মেবারের মহারাণাগণ এক্ষণে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া সর্ব্বজন-পরিচিত হইলেও মেবারে আধিপত্যলাভের পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নাগর-ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিত্যাগ ও ক্ষত্রিয়বৃত্তিগ্রহণের সঙ্গে তাঁহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া রাজপুত ক্ষত্রিয়সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছেন, তাহা বহুতর সুপ্রাচীন শিলালিপি ও গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ চৌলুক্য বা শোলাঙ্কি রাজবংশ ও তাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্বগণ মুসলমান-নিগ্রহে রাজযোচিত জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া যাঁহারা রাজপুত বৈশ্য সমাজের সাধুবৃত্তি ও ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈশ্য সাধু জাতি মধ্যেই গণ্য হইয়াছিলেন। অসি-

জীবী রাজপুতগণের প্রতি মুসলমান রাজগণের কঠোর বিদ্বেষদৃষ্টি থাকিলেও তাঁহারা পণ্য ও কৃষিজীবী বৈশ্য রাজপুতগণের প্রতি সেরূপ নির্দ্দয় ছিলেন না। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে কুসীদ বা সুদ গ্রহণ এককালে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অথচ টাকা লেনাদেনা না থাকিলে কোন বড় সমাজই চলিতে পারে না। এ কারণ ভারতে যেখানে যেখানে মুসলমান আধিপত্য প্রসারিত হইতেছিল, সেই সেই স্থানেই মুসলমান মহাজনের অভাবে হিন্দু মহাজনের প্রয়োজন হইয়াছিল। আজও মুসলমান-শাসিত স্বাধীন আফগানস্থানের সকল প্রধান জনপদে সাধু বা সাহা বণিকেরাই মহাজনী করিয়া থাকেন। অপর সকল হিন্দুই ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের চক্ষে 'কাফের' বলিয়া হেয়বোধ হইলেও হিন্দু মহাজনদিগকে তাঁহারা এরূপ হেয় ভাবে দেখেন না এবং মহাজনগণের ধর্ম্মকর্ম্মেও কখন হস্তক্ষেপ করেন না। এরূপ স্থলে মুসলমান-শাসিত জনপদে মানসম্ভ্রমরক্ষার জন্য কোন কোন শোলাঙ্কি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাহা সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। সুদূর পেশবার ছাড়াইয়া 'সাহ-কোট' নামক স্থানে অতি প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ মনে করেন ইহাও 'সাহা'-বণিকের কীর্ত্তি। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ষ্টাইন্ (Dr. Stein) সাহেব পঞ্জাবপ্রান্তসীমায় যুসুফ্‌জইর কিছুদূরে উত্তরে বুনের্ নামক স্থানের দক্ষিণপূর্ব্বে 'মহাবন' আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ স্থানে 'সাহ-বণিক্'দিগের বাস ছিল এবং অদ্যাপি তাঁহাদের প্রতিপত্তির নিদর্শন উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। ইহা হইতেও মনে হয় যে অতিপূর্ব্বকাল হইতেই সাহ্-বণিক্‌গণ পঞ্জাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এবং মুসলমান অধিকারেও তাঁহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুবিধা ভাবিয়াই শোলাঙ্কি বা শুলাকি রাজপুতগণ স্থানভেদে ও অবস্থাভেদে কেহ কেহ 'সাধু' বা 'সাহু' বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 'বৈশ্য সাধু' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্য্য-বৈশ্যবংশসম্ভূত যে সাহাবণিক্‌গণ বাণিজ্যকর্ম্মোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একখানি কুলপরিচয় গ্রন্থে তাহার এইরূপ পরিচয় আছে—

"বঙ্গেতে উর্ব্বরা ভূমি শস্য সুপ্রচুর।
এমন সোণার বঙ্গ ছাড়ে কোন্ মূঢ়॥
চাষের সুযোগ্য ভূমি অনেক পাইব।
সকলে একত্রে তাহা ভাগ করি লব॥
অনন্তর বাণিজ্য ভাল চলিবে এখানে।
মোকাম বানিয়ে মোরা থাকিব এখানে॥
সে কারণে সুবাহু আসিয়া বাসস্থানে।
সকলের দারা সুত অন্তরঙ্গগণে॥
লইয়া করিল যাত্রা পুনঃ বঙ্গদেশে।
দেশের মায়াতে সবে কান্দিল যে শেষে॥
* * * *
নঙ্গর তুলিয়া মাঝি শিকল খুলিল।
জয় গঙ্গা জয় বলি বাহিতে লাগিল॥
এইরূপে সাত দিন ডিঙ্গা চালাইল।
গঙ্গাতে আসিয়া অনুকূল বায়ু পেল॥
ছাড়িল হাতের দাঁড় যত মাল্লাগণ।
বাদাম লাগায়ে তবে করিল গমন॥
বায়ুবেগে চলে নৌকা তরঙ্গ ভেদিয়া।
সুবাহু কহিছে সাবধান মাঝি ভায়া॥
বালক বালিকা আর যতেক রমণী।
ভয়েতে আকুল তারা কাঁদিছে অমনি॥
এই মত কত দিনে গঙ্গা এড়াইল।
আসিয়া পদ্মার মাঝে দরশন দিল॥
বেগবতী পদ্মা নদী অতি ভয়ঙ্কর।
দেখিয়া সবার অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
উত্তাল তরঙ্গ যেন সাগর সমান।
কল শব্দে বধিরিল সবাকার কাণ॥
এইমত সবে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।
গঙ্গাপূজা করি যায় ভাসিতে ভাসিতে॥
তিন মাস পরে গেল সাগর-বন্দর।*
সাহুর সঙ্গেতে দেখা হ'ল সবাকার॥
মোকাম বাটীতে সাহু লইয়া সবারে।
বালক বালিকা নারী অতি সমাদরে॥
রাখিলেন যথাযোগ্য বাসস্থান দিয়া।
তদন্তে বসিল সাধু বাহিরে আসিয়া॥
* * * *
যাইয়া সে রাজধানী গোউড় নগরে।
প্রণাম করিয়া কহে নৃপতি গোচরে॥
সাহু সদাগর আছে সাগরবন্দর।
আমারে পাঠালে হেথা শুন দণ্ডধর॥
মণি মুক্তা হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বিক্রয় দোকান হেথা করিব স্থাপন॥
সে কারণে এ প্রার্থনা করি তব ঠাঁই।
বিপণির যোগ্য ভূমি সবিনয়ে চাই॥
মম প্রতি নরপতি হইয়া সদয়।
ব্যবসার যোগ্য ভূমি দিতে আজ্ঞা হয়॥

* পাবনা জেলার বর্ত্তমান সাগরকান্দী গ্রাম।

শুনিয়া ভূপতি তবে সাধুর বচন।
কহিতে লাগিল শুন ওহে মন্ত্রিগণ ॥
যে স্থানে সুবিধা বোধ করে সদাগর।
সেই স্থানোপরি দেহ নির্ম্মাণিয়া ঘর ॥
যতেক লাগিবে তাহে টাকা কড়ি ধন।
রাজকোষ হ'তে তাহা করিবে অর্পণ ॥
* * * *
এ প্রকারে বৈশ্যজাতি বাহিরিল শাখা।
তিন স্থানে তিন চিঠি হ'য়ে গেল লেখা ॥
একখানা রাখিলেন ঢাকা নিজ ধামে।
আর খানা পাঠাইল শ্রীহট্ট মোকামে ॥
আর চিঠি পাঠাইল গৌড়ে নগরে।
সুবাহুর পুত্র যথা ব্যবসায় করে ॥
অতঃপর বহুদিন হইলেক গত।
নানা স্থানে সাহাজাতি হইল বিস্তৃত ॥
ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি হইল সাহার।
বাণিজ্য সুগম যথা নদ নদী ধার ॥
সেই সব স্থানে সবে বসতি করিল।
মেঘনা যমুনা পদ্মা তীর যে ছাইল ॥
বুড়ীগঙ্গা, হুর্সাগর আর ইচ্ছামতী।
মহানন্দা ধলেশ্বরী চন্দনা প্রভৃতি ॥
এইরূপে সাহু সাহা থাকি স্থানে স্থানে।
খন্দ আদি বেচা কেনা করেন যতনে ॥"

উদ্ধৃত কুলপরিচয় হইতে জানা যাইতেছে, পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিকগণের পূর্ব্বপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে জন্মভূমি ছাড়িয়া সপরিবারে বাঙ্গালায় ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সাগর-বন্দরে আগমন করেন।

বঙ্গে সাহাজাতির বালকবালিকারা বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়া এইরূপ আবৃত্তি শিক্ষা করে—

"বেসাতি বেপার করি সাধু আদি নাম।
বণিকের বৃত্তি ধরি বৈশ্য যার কাম ॥"

এই সাহাদিগের একখানি কুলপরিচয়েও এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

"একে একে সকল হইল অবগত।
বৈশ্যকুল শাখাজাতি সাহু সাহা মত ॥"

এতদ্দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে বৈশ্য সাধুই 'সাহা' হইয়াছেন, তবে মেদিনীপুরাদি স্থানে যাঁহারা 'শুলাকি' বা 'শৌলুক' বংশীয় বলিয়া আদিপরিচয় দিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ চৌলুক্য বা শোলাঙ্কিবংশসম্ভূত, কিন্তু বহুকাল হইতে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া "বৈশ্যকুলশাখা জাতি সাহু সাহা মত" হইয়া পড়িয়াছেন। উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ কবি বলরামদাস-রচিত 'গণেশ-বিভূতি' এবং 'সিদ্ধান্ত-ডম্বর' নামে তাহার টীকায় উৎকলের "সাহু" জাতি বৈশ্য-বর্ণান্তর্গত বলিয়া পরিগৃহীত। বর্ত্তমানকালে উৎকলের সাহু মহাজনদিগের সামাজিক অবস্থা কতকটা হীন হইয়া পড়িলেও পূর্ব্বে তাহারা নিঃসন্দেহে বৈশ্য অর্থাৎ দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য ছিলেন।

মেদিনীপুর জেলাবাসী শুন্ডী, শুলাকি বা শুক্লীগণ বলিয়া থাকেন, যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অদম্য মুসলমান প্রভাবে হতমান ও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন ও উপবীতাদি দ্বিজচিহ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মসংগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাণ ও ধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর নাই দেখিয়া মেদিনীপুর জেলাস্থ কেদারকুণ্ড পরগণার কোন নিভৃত জঙ্গলে যজ্ঞসূত্র সকল ভস্ম করিয়া নাম ও উপাধির সহিত দ্বিজচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎকালে এদেশে বৈশ্যজাতির দ্বিজাতিজ্ঞাপক যজ্ঞসূত্র প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে, কাজেই তাঁহারা বৈশ্যসমাজভুক্ত হইলেও বৈশ্যচিহ্নধারণে সমর্থ হইলেন না। যে স্থানে এই ধর্ম্মহানিকর শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি 'সুতছাড়া' নামে প্রথিত হইয়া আসিতেছে।

এক সময়ে যে জাতি দ্বিজ ও উচ্চ বৈশ্য সমাজভুক্ত ছিলেন, সেই জাতিকে বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ অযথারূপে হীন বলিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কারণ কি?

এই সমাজের বংশপরিচায়ক একখানি পাতড়া হইতে জানা যায় যে সৌগত বা বৌদ্ধ এবং মহাবীরমত বা জৈনধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকায় এই জাতি হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কাল হইতে ব্রাহ্মণসমাজে নিগৃহীত হইয়া আসিতেছেন। উক্ত দুইটী কারণ ছাড়া আরও কয়েকটী কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আদি-বৈদিক-যুগ হইতেই ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ-সমাজ বার্দ্ধুষিক বা কুসীদজীবীকে অতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। ঋক্‌সংহিতায় তাহার সমর্থক বহু মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ভগবান্ মনুও (৮।১০২) ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ।"

অর্থাৎ যাহারা পরের আজ্ঞাবাহী ও বার্দ্ধুষিক বা সুদখোর এরূপ ব্রাহ্মণের সহিতও শূদ্রবদাচরণ করিবে।

আমরা পূর্ব্বেই হেমচন্দ্রাদি প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানের প্রমাণে জানাইয়াছি, যে, 'বার্দ্ধুষিক' ও সাধু শব্দ একপর্য্যায়বাচী। গৌড়বঙ্গে পালরাজবংশের অবসান ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সহিত ব্রাহ্মণসমাজও উক্ত নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কুসীদজীবী সাধু জাতির সহিতও শূদ্রবৎ ব্যবহার আরম্ভ করেন; কারণ সাধুসমাজের সক-

লেই কিছু বৌদ্ধ বা জৈন হইয়া যান নাই। এরূপ স্থলে সাধু সমাজের সকলকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া ফেলা যায় না। বিশেষতঃ বৈশ্যসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এই সমাজের জৈন, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার মধ্যে পূর্ব্বাপর আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠবংশ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কুসীদজীবী বলিয়াই যে সাধুসমাজ বঙ্গে ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সহিত হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই জাতির দুই চারিজন মহাত্মার কথা বলিতেছি না, পূর্ব্বকাল হইতেই এই সমাজ কার্পণ্য অপবাদে অপদস্থ; কার্পণ্য অপরাধেই যে এই সমাজ ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সময় পূর্ব্বপদলাভে সমর্থ হন নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। যাহা হউক কুসীদগ্রহণ বা টাকা ধার দিয়া স্থদ লওয়া বৈশ্যজাতির স্বধর্ম্ম বলিয়া সকল শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥" (মনু ১।১০)
"কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যকুসীদযোনিপোষণানি বৈশ্যস্য।"
(বিষ্ণু ২ অঃ)

মহর্ষি গৌতম ও বসিষ্ঠ উভয়েই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'দ্বিজাতির পক্ষে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ভিক্ষাদান সাধারণ বিধি। (কিন্তু) বৈশ্যের (পক্ষে) অতিরিক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ঋণদানপূর্ব্বক কুসীদগ্রহণ।'

(গৌতম ধর্ম্মসূত্র ১০।১৯, বসিষ্ঠধর্ম্মসূত্র ২ অঃ)

সুতরাং বৈশ্যজাতির যাহা স্বধর্ম্ম, তাহার আচরণে পাতিত্য স্বীকার করা যায় না। কুলপরিচয়, ইতিহাস ও আচার ব্যবহার আলোচনা করিলে পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিকগণ যে আর্য্য বৈশ্যবংশসম্ভূত এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

এই সাহাবণিক্ মধ্যে বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকে ব্যবসাবাণিজ্যে কেবল বহু অর্থশালী ও যথেষ্ট ভূসম্পত্তির অধিকারী বলিয়া নহেন, আজকাল বিদ্যাবুদ্ধিতেও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মহাত্মাগণেরমধ্যে ঢাকার সুবিখ্যাত রূপলালদাস ও রঘুনাথদাস এবং কলিকাতার সর্ব্বোচ্চবিচারালয়ের বিচারকপদে অধিষ্ঠিতমাননীয় শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এতন্মধ্যে রূপবাবু ও রঘুবাবুর ভবনে এক সময় বড়লাট ডফারিন্ আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টবাসী ৺রমাকান্ত রায়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে জাপানে গিয়া ভারতীয় ছাত্রগণের পথ প্রশস্ত করেন। বিভিন্ন স্থানের সাহা বণিক্গণের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ও সংস্রব নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের সাহাগণের মধ্যে সাহা উপাধি ব্যতীত মজুমদার, প্রামাণিক, রায়, মণ্ডল, চৌধুরী, সাহাচৌধুরী, বিশ্বাস, খাঁ, পোদ্দার, মল্লিক, দেশমুখ, নায়ক, ভৌমিক, লালা প্রভৃতি উপাধি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে।*

সাহায়ক (ক্লী) সহায়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সহায় (যোপধাৎ গুরুপোত্তমাৎ বুঞ্। পা ৫।১।১৩২) ইত্যত্র সহায়াদ্বেতি বক্তব্যং ইত্যুক্তে পাক্ষিকো বুঞ্। সাহায্য, সহায়তা।

"স কুলোচিতমিন্দ্রস্য সাহায়কমুপেযিবান্।" (রঘু ১৭।৫)

সাহায্য (ক্লী) সহায়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সহায়পক্ষে ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। সহায়তা, আনুকূল্য, সহায়ের কার্য্য, কোন ব্যক্তি সহায় হইয়া যাহা করেন, তাহাই সাহায্য।

সাহারা, আফ্রিকার প্রসিদ্ধ মরুভূমি। উত্তরে আটলাস পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে নাইগারা নদীর উত্তরাংশ ও চাদ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, দৈর্ঘে প্রায় ২০০০ মাইল এবং প্রস্থে ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ, এই বিশাল ভূমিখণ্ড সাহারা মরুভূমি নামে প্রসিদ্ধ। এই বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশ স্থানই সমতল; কিন্তু ইহার উত্তরাংশের নানা স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেক নিম্ন। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, পূর্ব্বে এই স্থানে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল সমুদ্র বিরাজিত ছিল।

সাহারার কোন কোন স্থানে কখনই বৃষ্টিপাত হয় না। সেই জন্য এই সকল স্থান একেবারে অনুর্ব্বর,—কোনরূপ তৃণশস্যাদি জন্মে না। সাহারার উত্তরাংশ কেবল মাত্র বালুকাপূর্ণ। এই সকল বালুকা প্রায়ই ঝড়ে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া পথিকের ভীতিজনক বালুকা-মেঘে পরিণত হয়। এইরূপ বালুকা-মেঘ আকাশে উত্থিত হইলে, পথিকগণ অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া নানা বিপদে পতিত হয়। সাহারার অনেক স্থানে অত্যন্ত কঠিন মাটী দেখিতে পাওয়া যায়। তৃণশূন্য মরুদেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্বভাগে, ছোট ছোট গিরিশ্রেণী বিদ্যমান আছে। এই সকল গিরিশ্রেণীর নিকট অনেক স্থানে ভূগর্ভস্থ প্রস্রবণ আছে; এই জন্য সেই সকল প্রস্রবণের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের উর্ব্বরাশক্তি আছে এবং ঐ সকল স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল তৃণশস্যপরিপূর্ণ উর্ব্বর স্থানের মধ্যে কতকগুলি এত অধিক বিস্তৃত যে, সেই সকল স্থানে শত শত লোক বাস করিতেছে। সাহারার মরুভূমির মধ্যে এইরূপ জলপূর্ণ পল্লী অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবসায়িগণ শত শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে

* জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পণ্যদ্রব্য সকল স্থাপনপূর্ব্বক মরক্কো, ত্রিপলি, ত্রিম্বাকটু ও সুদানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করণার্থ গমনাগমন করিয়া থাকে।

দিনমানে সাহারার উত্তাপ অত্যন্ত অধিক। গ্রীষ্মকালে সময়ে সময়ে ১১২° ফাঃ অধিক উত্তাপ অনুভূত হয়, কিন্তু আবার শীতকালে সেইরূপ অতিশয় শীতের আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। মরুভূমি শুষ্ক বালুকাপূর্ণ বলিয়া এই মরুভূমির উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল অতি শুষ্ক ও পরিষ্কার। এই স্থানের বায়ুমণ্ডলে অতি অল্প পরিমাণে জলীয়বাষ্প মিশ্রিত থাকে। বায়ু অত্যন্ত পাতলা ও পরিষ্কার বলিয়া, গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে, সাহারা মরুভূমি হইতে যত অধিক সংখ্যক তারকাদি দৃষ্টিগোচর হয়, পৃথিবীর অন্য কোন স্থান হইতে এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাহি (পুং) অধিপতি, প্রভু। উপাধিবিশেষ।

সাহিতী (স্ত্রী) সাহিত্য।

সাহিত্য (ক্লী) সহিত-ষ্যঞ্। ১ মেলন, একত্র মিলন। ২ সংসর্গ। পরস্পরসাপেক্ষতুল্যরূপে যুগপৎ একক্রিয়ান্বয়িত্ব, যে সকল পদের পরস্পর অপেক্ষা আছে, তুল্যরূপ সেই সকল পদের এক কালেই এক ক্রিয়ার সহিত যদি অন্বয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাহিত্য কহে।

"পরস্পরসাপেক্ষাণাং তুল্যরূপাণাং একক্রিয়ান্বয়িত্বং সাহিত্যং" (শ্রাদ্ধবিবেক) "সাহিত্যং একক্রিয়ান্বয়িত্বং" (শব্দশক্তিপ্র°) 'ধবখদিরপলাশাংশ্ছিন্ধি' ধবখদির পলাশ ছেদন কর, এই স্থলে সাহিত্যরূপে অন্বয় হইয়াছে, ধবখদির ও পলাশ ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ হইয়াছে, অর্থাৎ ইহাদের পরস্পর পরস্পরের সহিত অপেক্ষা আছে, এই সাপেক্ষ তুল্যরূপ পদের এক ক্রিয়া যে ছেদন তাহার সহিত অন্বয় হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে সাহিত্যরূপে অন্বয় বুঝিতে হইবে।

৩ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ। যে সকল গ্রন্থ পদ্যাত্মক তাহা পদ্য সাহিত্য, যথা ভট্টি, রঘু, কুমার, মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শান্তিশতক প্রভৃতি। কাদম্বরী, দশকুমার প্রভৃতি গদ্য সাহিত্য।

সাহিসুজা, [শাহসুজা দেখ]

সাহুড়িয়ান, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের গাঁইভেদ। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির এই উপাধি ছিল, তিনি এই জন্য সাহুড়িয়ান নামে খ্যাত ছিলেন।

সাহ্ন (ত্রি) দিনযুক্ত, দিনবিশিষ্ট।

সাহ্নিক (পুং) গ্রন্থকারবিশেষ। (ত্রি) কৃতাহ্নিক, আহ্নিকযুক্ত।

সাহেব (আরবী) প্রধান ব্যক্তি। ২ প্রভু। অধুনা য়ুরোপবাসী ব্যক্তিগণকে সাহেব কহে।

সাহ্য (ক্লী) সহস্য ভাবঃ সহ-ষ্যঞ্। ১ মেলন। ২ সহিতত্ব। (ধরণি) ৩ সাহায্য, সহায়তা।

"ততো দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণমুবাচ প্রহসন্নিব।
বিগ্রহেঽস্মিন্ ভবান্ সাহ্যং মম দাতুমিহার্হতি॥" (ভারত ৫।৭।১১)

সাহ্যকৃৎ (পুং) সাহ্যং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্‌চ। সমভিব্যাহারী, সঙ্গী।

সাহ্লাদ (ত্রি) আহ্লাদেন সহ বর্ত্তমানঃ। আহ্লাদের সহিত বর্ত্তমান, আহ্লাদযুক্ত, আহ্লাদবিশিষ্ট।

সাহ্ব (ত্রি) আহ্বয়া সহ বর্ত্তমানঃ। সংজ্ঞাবিশিষ্ট, নামযুক্ত।

সাহ্বয় (পুং) আহ্বয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ মেষাদি প্রাণিদ্যূত, সমাহ্বয়। পণযুক্ত।

'মেষাদিপ্রাণিদ্যূতে স্যাৎ সাহ্বয়শ্চ সমাহ্বয়ঃ।' (অমর)

(ত্রি) নামযুক্ত, সংজ্ঞাবিশিষ্ট।

সি, বন্ধন, স্বাদি° পক্ষে ক্র্যাদি° উভয়পদী, সক° সেট্। লট্ সিনোতি, সিনুতে। ক্র্যাদি পক্ষে সিনাতি, সিনীতে। লিট্ সিষায়, সিষ্যে। লুট্ সেতা। লৃট্ সেষ্যতি-তে। লুঙ্ অসৈষীৎ অসেষ্ট, সন্ সিসীষতি-তে। যঙ্ সেসীয়তে। যঙ্ লুক্ সেষেতি, সেষয়ীতি। ণিচ্ সায়য়তি। লুঙ্ অসীষয়ৎ।

সিআহী (পারসী) কালী।

সিউনী (দেশজ) সেলাইয়ের সংযোগস্থল।

সিংরৌলি, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত মির্জাপুর জেলার মধ্যস্থিত একটী নিম্ন ভূমিখণ্ড। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির অপেক্ষা এই স্থান অধিক নিম্নে অবস্থিত। এই ভূমিখণ্ডের স্থানে স্থানে কাল দোঁআস মাটী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক স্থানের মাটীই অতিশয় কঠিন ও অনুর্ব্বর।

সিংফু, আসামের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দেশ। সিংফো নামক একটী অসভ্যজাতি এই পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। সিংফোগণ ব্রহ্মদেশের কথ্যেন বংশের একটী শাখা বলিয়া কথিত হয়। ইহাদিগের ভাষায় সিংফো শব্দের অর্থ মনুষ্য। নিকটবর্ত্তী সানবংশসম্ভূত খম্‌তি প্রভৃতি জাতি হইতে ইহাদিগের শারীরিক গঠন, ভাষা ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কথিত আছে ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সিংফুতে প্রথম বাস করে। উত্তর আসামে মোয়ামারিয়াগণ কর্ত্তৃক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া অশান্তি বিরাজিত হইলে, সিংফোগণ সুযোগ পাইয়া ব্রহ্মপুত্রের অধিত্যকা প্রদেশে উপনীত হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করে এবং বহুতর আসামীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাস করে। এক্ষণে উত্তর আসামে দোয়ানিয়া নামে একটী সঙ্করজাতি আছে; ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সিংফোর ঔরসে ও আসামী ক্রীতদাসীগণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইংরাজরাজ আসাম প্রদেশ

অধিকার করিলে, সিংফোগণের অত্যাচার নিবারিত হয়। শুনা যায়, কাপ্তেন নিউফ্‌ভিলে প্রথমবার যুদ্ধাভিযানে গমন করিয়া ৫০০০ আসামীকে ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সিংফোগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় লুটপাট করিয়া বেড়ায় না, আজকাল তাহারা ইংরাজরাজের শান্তিপ্রিয় প্রজা, কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লৌহ গলাইতে এবং রঞ্জিত কার্পাস সূত্রে সুন্দর সুন্দর ছিটের কাপড় প্রস্তুত করিতে ইহারা আজকাল সিদ্ধহস্ত। সিংফু এক্ষণে লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় দুই সহস্র।

সিংহ্ (পুং) সিঞ্চতি তেজঃ পশুষু ইতি সি (সিচেঃ সংজ্ঞায়াং হন্ মৌকশ্চ। উণ্ ৫।৬২) ইতি ক, অন্ত্যাদেশো হকারঃ, নুম্‌চ, পৃষোদরাদিত্বাৎ অন্ত বিপর্য্যয়ে হিনস্তীতি সিংহঃ। স্বনামখ্যাত পশু, সিংহ পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই জন্য পশুরাজ নামে খ্যাত। পর্য্যায়—মৃগেন্দ্র, পঞ্চাস্য, হর্য্যক্ষ, কেশরী, হরি, পারীন্দ্র, শ্বেত পিঙ্গল, কণ্ঠীরব, পঞ্চশিখ, শৈলাট, ভীমবিক্রম, সটাঙ্ক, মৃগরাজ, মরুৎপ্লব, কেশী, লগ্নোকস্, করিদারক, মহাবীর, শ্বেত-পিঙ্গ, গজমোচন, মৃগারি, ইভারি, নখায়ুধ, মহানাদ, মৃগপতি, পঞ্চমুখ, নখী, মানী, ক্রব্যাদ, মৃগাধিপ, শূর, বিক্রান্ত, দ্বিরদান্তক, বহুবল, দীপ্ত, বলী, বিক্রমী, দীপ্তপিঙ্গল। ইহার মাংসগুণ—অর্শ, প্রমেহ, জঠরাময় ও জড়তা নাশক। (রাজনি°)

পশুদিগের মধ্যে আকৃতি, প্রকৃতি ও বলবিক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্তু বলিয়া সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। ঐতিহাসিক যুগের প্রথম হইতে যে সকল পশু মানবের পরিচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সিংহই সর্ব্বপ্রধান। ইহার শারীরিক ক্ষমতা ও সদ্‌গুণ সকল দর্শন করিয়া মনুষ্য এতাদৃশ মোহিত হইয়াছিল যে, ঐ সকল বিষয়ে সিংহ সম্বন্ধীয় বহুতর গল্প পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পুরাকালে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ মাত্রেই অধিক সংখ্যক সিংহ দেখিতে পাওয়া যাইত। রোমের ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোন একটী উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করিতে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধিগণের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত, রোমের আম্পিথিয়েটারে ছয় শত সিংহ সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে রাজধানীর নিকটেও বহুসংখ্যক সিংহ বসবাস করিত। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের রাজারা সিংহের সহিত মনুষ্যের মল্লযুদ্ধ দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন; অসহায় মনুষ্যটী মল্লযুদ্ধে সিংহের নিকট পরাস্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইলে, রাজারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। গ্রীকদূত মিগাসথিনিস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন তিনি পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখনও নাকি গ্রীসের ন্যায় ভারতের রাজন্যবর্গের সভায় সিংহ ও মনুষ্যের মল্লযুদ্ধ প্রদর্শিত হইত।

পূর্ব্বে আফ্রিকার সর্ব্বত্র, এশিয়ার দক্ষিণভাগস্থিত সিরীয়া, আরব, এশিয়া মাইনর, পারস্য, উত্তর ও মধ্য-ভারত এবং য়ুরোপের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশে সিংহ বাস করিত। ক্রমে মনুষ্যের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ইহারা লোপ পাইতে বসিয়াছে। এক্ষণে আফ্রিকার আলজিরিয়া হইতে কেপকলনি পর্য্যন্ত সকল স্থানে, পারস্যে ও ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যের অধিত্যকাপ্রদেশে এবং বেলুচিস্থানের কোন স্থানে ইহা দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে গুজরাটই ইহাদিগের প্রধান বাসভূমি। তদ্‌ভিন্ন গোয়ালিয়ার, সাগর এবং নর্ম্মদার দক্ষিণেও সিংহ বাস করিয়া থাকে।

সিংহের বিভিন্ন প্রকৃতি বর্ণ ও কেশরের পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া, অনেকে বিবেচনা করেন যে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কাপ্তেন ওয়াল্‌টার স্মী প্রমুখ পশুতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষীয় সিংহের ন্যায় আফ্রিকার সিংহের কেশর নাই। কিন্তু এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আফ্রিকা হইতে কএকটী সিংহশাবক ধৃত হইয়াছিল; তখন অবশ্য তাহাদের কেশর ছিল না। সেই শাবকগুলিকে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত সিংহ মনে করিয়া পশুতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছিলেন যে, আফ্রিকা-দেশীয় সিংহের কেশর নাই। আফ্রিকার স্থানে স্থানে কৃষ্ণ-কেশরবিশিষ্ট ও স্বল্প-কেশরযুক্ত সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহীর কেশর নাই, এ কথা সকলেই অবগত আছেন। শাবকের তিনবৎসর বয়ঃক্রমকালে কেশর বাহির হইতে আরম্ভ করে, এবং পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়সে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সিংহের আকৃতির পরিমাণ সাধারণতঃ ব্যাঘ্রের সমান; তবে সময়ে সময়ে সিংহ অপেক্ষা অধিকতর বৃহদাকৃতির ব্যাঘ্রও দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একটী ১০ ফিট্ (নাসিকার অগ্রভাগ হইতে লাঙ্গুলের প্রান্ত পর্য্যন্ত) দীর্ঘ সিংহ ধৃত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় সিংহের স্বভাব ও আচরণাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রধানতঃ গরু ও গর্দ্দভকে আক্রমণ করে, কিন্তু বহুতর ভ্রমণকারীরা আফ্রিকার সিংহাধ্যুষিত বন সকল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সেই স্থানের সিংহের স্বভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহারা সাধারণতঃ বালুকাপূর্ণ সমতল ভূমিতে এবং পার্ব্বত্য কণ্টক-পূর্ণ অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া থাকে। দিবাভাগে জনশূন্য বন-মধ্যে যদিও ইহাদিগকে কখন কখন বিচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য হিংস্র পশুর ন্যায় রজনীই ইহাদিগের

শিকারের উপযুক্ত সময়। রাত্রিতে ছোট ছোট নদী অথবা প্রস্রবণের পার্শ্বে ঝোপের মধ্যে ইহারা শিকারের প্রতীক্ষা করে এবং তৃণভুক্ পশ্বাদি নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদিগকে সংহার করিয়া আহার করে। শিকার আক্রমণ করিবার সময় সিংহ গগনভেদী মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় ভীতিজনক শব্দ করে এবং অনতিবিলম্বে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে বধ করে।

সিংহ সকল সময়ে একটীমাত্র সিংহীর সহিত ভ্রমণ করে। সে প্রায়ই সেই সিংহীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সিংহীর সহিত মিলিত হয় না। তাহাদিগের শিশুসন্তানগুলি ২।৩ বৎসরের না হইলে, সিংহ তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে না। এই সময়ে সে শাবকগুলির ভরণ-পোষণের নিমিত্ত খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে সিংহীকে সাহায্য করে।

সিংহের পারিবারিক জীবনী সম্বন্ধে একটী ঘটনা ড্রমণ্ড সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি জুলুলাণ্ডে একটী নদীর তীরে তাম্বুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম। একদিন অপরাহ্ণে তাম্বু হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, একদল জেব্রা দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম একটী হরিদ্রাবর্ণের পশু বিদ্যুৎবেগে জেব্রাযূথপতির নিকটবর্ত্তী হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেই জেব্রাটী সিংহের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিল। অতঃপর সিংহ সেই শিকারটীকে কি করে, তাহা দেখিবার জন্য আমি একটী দীর্ঘ বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। পশুরাজ সেই জেব্রাকে আহার না করিয়া উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং সেই রব শ্রবণ করিবামাত্র, সিংহী চারিটী শিশু সমভিব্যাহারে গর্জ্জন করিতে করিতে তথায় উপনীত হইল। যে দিক্ হইতে জেব্রারা আগমন করিয়াছিল, ঠিক্ সেই দিক হইতে সিংহী আসিল। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, সিংহী জেব্রাগুলিকে তাড়া দিয়া সিংহের সম্মুখবর্ত্তী করিয়াছিল। অনন্তর তাহারা সেই শবের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিল এবং ইচ্ছানুসারে জেব্রার মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কাহারও আহারে বাধা প্রদান করিল না, তবে শাবকগণ খাদ্য লইয়া মধ্যে মধ্যে কলহ করিয়াছিল এবং এইরূপে মাতার ভোজনে সময়ে সময়ে বাধা প্রদান করিলে তৎকর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াছিল। এইরূপে সকল মাংস নিঃশেষ হইলে, কেবল হাড়কয়খানি ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা প্রফুল্ল মনে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সিংহী শাবকগণের অগ্রে এবং সিংহ তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিল; যাইতে যাইতে সিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, কেহ তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে কিনা।"

সিংহেরা সাধারণতঃ একাকী ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিলেও সময়ে সময়ে ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় বৃদ্ধ সিংহ-যুগল ৪।৫টী পূর্ণবয়স্ক সন্তান সমভিব্যাহারে অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। কখন কখন সিংহেরা মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া একত্র শিকারের অন্বেষণে বহির্গত হয়। সময়ে সময়ে শিকার লইয়া ইহাদিগের মধ্যে ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়, এমন কি কখন কখন তাহারা মারামারি করিয়া মারা পড়ে। এণ্ডারসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, একবার একটী মৃত হরিণ লইয়া একটী বুভুক্ষু সিংহদম্পতী পরস্পর বিবাদ করে, কারণ সেই হরিণশবে তাহাদিগের উভয়ের ক্ষুধানিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অবশেষে সিংহ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া সিংহীকে বধ করে এবং অবলীলাক্রমে তাহাকে ভক্ষণ করে। বৃদ্ধ সিংহের দন্ত সকল দুর্ব্বল হইলে, তাহারা মনুষ্যের দেহ ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন আর তাহারা বলে পশ্বাদি শিকার করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, অগত্যা রজনীযোগে মনুষ্যের বাস-পল্লীতে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে সহসা পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া লইয়া যায়।

সিংহ, চিতাবাঘের ন্যায় গাছে উঠিতে পারে না। তাহারা প্রধানতঃ গিরিগহ্বরে বাস করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডে দুইবার সিংহ ও ব্যাঘ্রীর সংযোগে শাবক উৎপন্ন হইয়াছিল। শাবকগুলি অতি শৈশবে মারা যায়। তাহাদিগের দেহের বর্ণ সিংহের অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল এবং অন্যান্য সিংহের অপেক্ষা তাহাদিগের শরীরের রেখা সকল অধিক সুস্পষ্ট।

বাঘ, চিতা, তরক্ষু, দ্বীপী, বিড়াল প্রভৃতি মাংসভুক্ প্রাণিগণ সকলেই সিংহ জাতীয়। এই জাতির বৈজ্ঞানিক নাম Filidæ সিংহের শরীরের আকৃতি বাঘ ও বিড়ালের ন্যায়, তবে অনেক প্রভেদ আছে। বিড়ালের দাঁত ২৮টী; কিন্তু সিংহের ৩০টী। ছেদনদন্ত উপরে ৬টী, নিম্নে ৬টী; ধারাল দাঁত উপরের দুইপার্শ্বে ২টী ও নিম্নের দুইপার্শ্বে ২টী; কসের দাঁত উপরের দুই পার্শ্বে ৪টী করিয়া ৮টী এবং নিম্নের দুইধারে ৩টী করিয়া ৬টী; সর্ব্বশুদ্ধ সিংহের এই ৩০টী দন্ত। বাঘের চক্ষুর মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ বসা এবং কিছু বাকা, কিন্তু সিংহের চক্ষুর মাঝখান চেপ্টা। বাঘের মাথার খুলি চাপা, কিন্তু সিংহের খুলি পশ্চাদ্ভাগে খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছে। সিংহের লাঙ্গুলের গোড়ায় এক গোছা হাড় আছে। যখন তাহাকে আক্রমণ করে, তখন সিংহ আপনাকে উত্তেজিত করিবার জন্য প্রথমে এই লেজের গোছা ভূমিতে আঘাত করিতে থাকে। পরে সেই লেজের পট্ পট্ শব্দে উত্তেজিত হইয়া, সমস্ত বনভূমি কম্পিত করিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে

আততায়ীকে আক্রমণ করে। সিংহের কটী অতিক্ষীণ। কেশর ইহার বিশেষ অলঙ্কার। এই কেশর আছে বলিয়াই ইহাকে এত সুশ্রী, সুন্দর ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দেখায়। কেশর না থাকিলে, সিংহকে পশুরাজ বলিয়া মনে হইত না। সিংহ যখন রাগান্বিত হয়, তখন তাহার কেশর ফুলিয়া উঠে। সিংহের সেই ক্রোধ-দীপ্ত মূর্ত্তি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

সিংহী এককালে তিন চারিটী শাবক প্রসব করে। নবজাত শাবকের চোখ ফোটে না; দশ পনের দিন পরে ইহারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। সিংহের ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বিড়াল যেমন ইন্দুরকে অনায়াসে মুখে করিয়া লইয়া যায়, তেমনি সিংহও বড় বড় বলদ ও মহিষাদি শিকার করিয়া আপনার পৃষ্ঠ-দেশে স্থাপনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দ্রুতবেগে ৫।৭ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারে। ইহাতে সিংহ কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করে না।

কতশত য়ুরোপীয় শিকারী আফ্রিকায় সিংহ শিকার করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। কমিং নামে একজন ইংরাজ শিকারী দক্ষিণ আফ্রিকায় সিংহ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত একটী সিংহের গল্প নিম্নে লিখিত হইল—

'আমরা ৩টা গণ্ডার মারিয়া একটী প্রস্রবণের ধারে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। রাত্রি হইলে আমি জলের ধারে নামিয়া আসিলাম। একটু পরে দেখি, মৃত গণ্ডারের চারিদিকে দলে দলে বন্যপশু আসিয়া জমা হইতেছে। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে হিংস্র জন্তুরাও শীঘ্র এই স্থানে সমবেত হইবে। সেই জন্য বিলম্ব না করিয়া, আমার কম্বল, বালিস ও বন্দুক একটা গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে জন্তুগুলিকে দেখিতে লাগিলাম। তখন বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম ছয়টা বড় বড় সিংহ, ১০।১২টা হায়না এবং ১০।২৫টা শিয়াল গণ্ডারের চারিদিক্ ঘেরিয়া রহিয়াছে। সিংহ কয়টা নিরাপদে মৃত গণ্ডার আহার করিতে বসিয়াছে; তাহারা খাদ্য লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছে না; কিন্তু খাইবার সময় হায়নায় ও শিয়ালে ঝগড়া লাগিয়াছে, তাহারা পরস্পরের মুখ হইতে খাদ্য কাড়াকাড়ি করিতেছে। হায়না-গুলা সিংহকে ভয় করিয়া সশঙ্কিতচিত্তে ভোজন করিতেছিল না, কিন্তু তাহাদিগের তেমন সামর্থ্যও ছিল না যে, সিংহের আহারে বাধা দিবে, সিংহেরা এইরূপে গণ্ডারমাংসে উদর পূর্ণ করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে বন মধ্যে চলিয়া গেল।'

ভারতের সিংহ প্রধানতঃ দুই প্রকার সৌরাষ্ট্র ও বঙ্গীয়। কেহ কেহ বলেন, সৌরাষ্ট্র বা গুজরাটী সিংহের কেশর জন্মায় না, কিন্তু ইহা ভুল ধারণা; কারণ কেশরযুক্ত অনেক গুজরাটী সিংহ ধৃত হইয়াছে। কিছু অধিক বয়স না হইলে গুজরাটী সিংহের কেশর বাহির হয় না এবং কেশরবিশিষ্ট হইলেও ইহারা আফ্রিকার সিংহের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

যদিও বঙ্গদেশে এখন আর সিংহ দেখা যায় না, কিন্তু এক সময়ে সুন্দরবন প্রভৃতি জঙ্গলে সিংহের বসবাস ছিল, ইহা হইতে বঙ্গীয় সিংহ নামক দ্বিতীয় প্রকার সিংহের নামোৎপত্তি হইয়াছে। এই সিংহের বর্ণ মৃগের ন্যায় এবং ইহাদিগের কেশর ফিকা হরিদ্রা বর্ণের। আফ্রিকার সিংহের ন্যায় ইহাদের গাম্ভীর্য্য নাই, কিন্তু বলবিক্রমে ইহারা আফ্রিকার সিংহের তুল্য। ইহা-দিগের কেশর না উঠিলে, ইহাদিগকে ব্যাঘ্র বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা আজকাল সিন্ধুদেশে, রাজপুতনায় ও গোয়ালিয়ার রাজ্যে গ্রীষ্মকালে দেখা দেয়।

ভারতবর্ষ হইতে, শুধু ভারতবর্ষ নহে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতেও, সিংহের বংশ ক্রমশঃ নির্ম্মূল হইয়া আসিতেছে। যে সকল স্থানে পূর্ব্বে শত শত সিংহ বাস করিত, এখন সে সকল স্থানে একটিও সিংহ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই অনেকে মনে করেন যে, যেমন ম্যামথ প্রভৃতি পশু পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে, সেইরূপ সিংহও দুই এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে।

সিংহকে গৃহে লালন পালন করিলে, ইহা ঠিক বিড়ালের ন্যায় পোষ মানে। সিংহের চর্ব্বি বাতরোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু গুহাশয় নামে বর্ণিত। মাংসগুণ—বাতহর, গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক, নিত্য ও গুহ্যরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। (ভাবপ্রকাশ)

পদান্তে এই শব্দ শ্রেষ্ঠার্থবাচক, অর্থাৎ পদের শেষে এই শব্দ থাকিলে শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝায়। পুরুষসিংহ, পুরুষশ্রেষ্ঠ এইরূপ অর্থ বুঝাইল। পুরুষসিংহ স্থলে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস হইবে, 'পুরুষঃ সিংহ ইব' এইরূপ সমাসবাক্য করিতে হইবে।

২ অর্হৎ দিগের ধ্বজ। (হেম) ৩ রক্তশিগ্রু, রক্ত সজিনা। (রাজনি°) ৪ বকুল বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৫ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত পঞ্চম রাশি, সিংহরাশি। রাশিচক্রের মধ্যে এই রাশি পঞ্চম। সিংহরাশি, পর্য্যায়—লেয়। (সংকৃত্যামুক্তা°) এই রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সিংহ, এই জন্য এই রাশির নাম সিংহ হইয়াছে। "মঘা পূ উ এক সিংহঃ" (জ্যোতিষ) সওয়া দুইটী নক্ষত্রে এক একটী রাশি হয়। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের এক পাদ পর্য্যন্ত এই রাশি হয়। এই রাশি ওজ, বিষম, স্থির, ক্রূর, পুরুষ, অগ্নিরাশি, শীর্ষোদয়, পুণ্য, দিনবলী, ধূম্রবর্ণ,

রবির ক্ষেত্র, কেতুর মূল ত্রিকোণ, পূর্ব্বদিক্ স্বামী, পর্ব্বত, বন, দুর্গ, গুহা, ব্যাধ, অবনী, দুর্গমস্থান, এই সকল স্থানে বিচরণকারী, ক্ষত্রিয়বর্ণ, মহাশব্দ, অল্পসন্তান, অল্পস্ত্রীসঙ্গ, এই রাশিতে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক মাংস ও বনপ্রিয়, কুটুম্বকার্য্যরত, ভূপতি-লব্ধধনবান্ সিংহ তুল্য মুখবিশিষ্ট, স্থিতিমান্, সিংহের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি, অল্পভাষী, নির্লজ্জ, লোভী, পরদাররত, ক্রোধী, সুহৃদ্‌যুক্ত, আমোদী, দুঃখসহনশীল, হতশত্রু, বিখ্যাত, কৃষ্যাদি কার্য্য দ্বারা ধনবান্, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত, অধিক ব্যয়শীল, বেশ্যা ও নটীপ্রিয় হয়।

সিংহরাশির ইহাই সাধারণ ফল। জাতক যদি এই রাশিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং এই রাশিতে যদি কোন গ্রহের যোগ বা অন্য গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তফল সফল হইয়া থাকে। গ্রহগণের দৃষ্টি বা যোগে ফলের কিছু ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, কারণ রাশির সাধারণ ফল এবং গ্রহগণের অবস্থিতি জন্য ফল ও গ্রহের দৃষ্টির ফল এই সকল একত্র মিশ্রিত হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং ফলনির্ণয় করিতে হইলে রাশির সাধারণ ফল, গ্রহাবস্থানজন্য ফল ও দৃষ্টিফল এই সকল বিশেষরূপে দেখিয়া ফল নিরূপণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

রাশি ও লগ্নভিন্ন সিংহরাশিতে যখন সূর্য্য উপস্থিত হয়, সেই কালকে সিংহলগ্ন কহে। 'রাশীনামুদয়ো লগ্নং' রাশিদিগের উদয়ের নাম লগ্ন, উদয় অর্থে সূর্য্য, যখন সেই স্থলে গমন করেন, তখন রাশিদিগের উদয় হয়, তখন তাহারা লগ্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে রাশিতে সূর্য্য উদিত হন, সেই রাশির সপ্তম রাশিতে সূর্য্য অস্তমিত হন, সুতরাং দিনের মধ্যে ৭টী লগ্নের উদয় হয়। এই সকল লগ্নের পরিমাণ আছে, ঐ পরিমাণ-কাল ব্যাপিয়া সূর্য্য ঐ রাশি ভোগ করেন। ইহাই সূর্য্যের দৈনিক গতি। রাত্রিকালেও ঐরূপ সাতটী লগ্নের উদয় হইয়া থাকে। দেশ-ভেদে লগ্নমানেরও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক আছে। এই লগ্নমানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

কলিকাতা, মেদিনীপুর এবং তাহার সমান রেখার পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ দেশে অয়নাংশ শোধিত বিশুদ্ধ সিংহলগ্নমান ৫ দণ্ড, ৩২ পল ও ৫১ বিপল। নবদ্বীপ, ঢাকা, বর্দ্ধমান এবং তৎ-সমসূত্রবর্ত্তী পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহমান ৫।৩৩।২২।

মুর্শিদাবাদ ও তৎসমান পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহ-মান ৫।৩৩।৩৩।

চট্টগ্রাম ও তাহার পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহমান ৫।২৯।৪০।

রঙ্গপুর ও তাহার সমান পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহমান ৫।৩৬।৩১।

কোচবিহার ও তৎসমসূত্রবর্ত্তী পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহ-মান ৫।৪১।৪৭।

ইহাই অয়নাংশশোধিত লগ্নমান। প্রত্যেক লগ্নেরই এইরূপ মান আছে। সূর্য্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে উদিত হন, এবং মেষমান কাল এক মাস ধরিয়া ভোগ করেন। ঐ কাল ভোগ করিয়া পরবর্ত্তী মাসে তাহার পর রাশিতে গমন করেন। এই রূপে ভাদ্র মাসে সিংহ রাশিতে সূর্য্য উদিত হইয়া থাকেন এবং সমস্ত ভাদ্র মাসই উক্ত রাশি ভোগ করেন।

এই লগ্নের হোরা, দ্রেক্কাণ প্রভৃতি ষড়্‌বর্গ বিভাগ আছে। লগ্নমান ৫।৩২।৫১, হোরা ২।৪৬।২৫।৩০, দ্রেক্কাণ ১।৫০।৫৭, নবাংশ ৩৬।৫৯, দ্বাদশাংশ ৫।২৭।৪৪।১৫, ত্রিংশাংশ ০।১১।৫।৪২। এই সকলের আবার ভিন্ন ভিন্ন অধিপতি আছে, সেই সকল অধিপতি দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে হয়।

এই সিংহলগ্নে যদি জাতক জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই জাতক ভোগী, শত্রুবিমর্দ্দক, স্বল্পোদর, অল্প পুত্র, গজ-বিক্রম ও উৎসাহযুক্ত হইয়া থাকে।

"সিংহলগ্নে সমুদ্ভূতো ভোগী শত্রুবিমর্দ্দনঃ।
স্বল্পোদরোঽল্পপুত্রশ্চ সোৎসাহী গজবিক্রমঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

ইহাও লগ্নের সাধারণ ফল। এই লগ্ন এবং ইহার হোরা দ্রেক্কাণ প্রভৃতি ষড়্‌বর্গ ও তাহাতে রবি প্রভৃতি গ্রহ অবস্থিতি করিলে কিরূপ ফল হইয়া থাকে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় পর্য্যালোচিত হইল।

লগ্নের অর্দ্ধাংশের নাম হোরা। জাতক যদি সিংহলগ্নের প্রথম হোরায় জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে জাতক রক্তান্তচক্ষু, প্রগল্‌ভ, গম্ভীরপ্রকৃতি, আয়তদৃষ্টি, ক্রূরস্বভাব ও স্থিরসত্ত্ব হইয়া থাকে। সিংহের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে স্ত্রী ও মিষ্টপান ভোজনেচ্ছু, বহুচেষ্টান্বিত, কঠিনাঙ্গ, দাতা, অল্প সন্ততিযুক্ত, ভোগী ও স্থিরমিত্র হয়। সিংহের দ্রেক্কাণফল—সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে দাতা, ঘাতক, সর্ব্বদা বিজয়েচ্ছু, বহুধনসম্পন্ন, রমণীর বন্ধু, গুরুরাজসেবক এবং সহিষ্ণু হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে সুকাব, কামী, দাতা, স্থিরস্বভাব, উত্তমশরীর, ভূষণেচ্ছু, সুখভোগী, শুভকর্ম্মকারী ও বিশালবুদ্ধি হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পরধনহরণে লোভী, শুষ্কশরীর, মহামতি, ধূর্ত্ত, ক্ষীণ ও দীর্ঘ দেহযুক্ত ও অনেক সন্ততিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সিংহের নবাংশফল—সিংহের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে অপকৃষ্টউদর, অত্যুগ্র, বক্তা, অলসস্বভাব, শিরাবৃহৎ ও স্থূল শরীর-সম্পন্ন হইয়া বিশালবক্ষঃ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় নবাংশে ললাটদেশ উন্নত ও বিস্তৃত, চতুর, সুন্দরশরীর, বিশালনেত্র, গুরুভাবাপন্ন, দীর্ঘভুজ, উন্নতবক্ষঃ, স্থূল ও উগ্র নাসিকাযুক্ত হয়। তৃতীয় নবাংশে রোমাবৃত, দীর্ঘবাহুসম্পন্ন, চঞ্চললোচন, চপল, ত্যাগশীল, উন্নত-

নাসা স্নিগ্ধশরীর ও বাহ্য আচারবিশিষ্ট হয়। চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে গৌরবর্ণ, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণলোচন, মৃদুকেশ, কর ও পাদ স্থূল, ভেকের ন্যায় উদর ও অস্ফুটশব্দ, পঞ্চম নবাংশে ঘটের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট, অল্পকেশযুক্ত, চক্ষু ও নাসা কৃষ্ণবর্ণ, সুরুচিরদেহ, লম্বোদর, হৃদয় ও কটিদেশ স্থূল, ষষ্ঠ নবাংশে শ্যামবর্ণ, স্ত্রীচতুর, বৃথা গর্ব্বিত ও বাক্‌পণ্ডিত, সপ্তম নবাংশে পীনতনু, স্ত্রীদুর্ভাগ্যযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠুরভাষী, অষ্টম নবাংশে ভীরু, নিন্দিতকার্য্যকারী, ধনহীন, কৃষ্ণবর্ণ ও তীক্ষ্ণ, নবম নবাংশে জন্ম হইলে, গর্দ্দভের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, ও কৃষ্ণবর্ণচক্ষু হইয়া থাকে। সিংহের দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ ফল তদধিপতি গ্রহদ্বারা হইয়া থাকে সুতরাং সেই সকল অধিপতি গ্রহ দ্বারা ফল নিরূপণ করিবে।

সিংহরাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ থাকিলে উক্ত রূপ ফল হইয়া থাকে।

সিংহস্থ রবিফল—সিংহরাশিতে যদি রবি গ্রহ থাকে, তাহা হইলে শত্রুহন্তা, ক্রোধপরায়ণ, বিশিষ্টচেষ্টাসম্পন্ন, বন, পর্ব্বত ও দুর্গাবচরণকারী, উৎসাহসম্পন্ন, শূর, তেজস্বী, অতি মাংসপ্রিয়, উগ্র, গম্ভীর, রাজপালিত, ধনী ও বিখ্যাত হয়।

ঐ রবি যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে মেধাবী, উত্তমস্ত্রীযুক্ত, কফরোগী ও রাজপ্রিয়, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পরদাররত, শূর, প্রগলভ, সাহসী, উগ্র ও প্রধান, বুধ দেখিলে বিদ্বান্, ধূর্ত্ত, সেবা-পরায়ণ, পরাক্রমহীন ও অল্পসত্ত্ব, বৃহস্পতি দেখিলে দেবতা, উদ্যান ও তড়াগকর্ত্তা, অধিকসত্ত্বগুণসম্পন্ন, যজনশীল ও বুদ্ধিমান্, শুক্র দেখিলে, অর্শ ও কুষ্ঠরোগী, নির্দ্দয় ও লজ্জাহীন, শনি দেখিলে কার্য্যবিনাশক, দুষ্টাচার ও পরপীড়ক হয়।

সিংহরাশিতে রবি থাকিয়া উক্ত গ্রহগণ কর্ত্তৃক পূর্ণ ঈক্ষিত হইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে জানিতে হইবে, পাদ, অর্দ্ধ ও ত্রিপাদ দৃষ্টি স্থলে ফলেরও ঐরূপ ন্যূনতা হইবে।

সিংহস্থ চন্দ্রফল—সিংহরাশিতে চন্দ্রগ্রহ অবস্থান করিলে স্থূলাস্থিবিশিষ্ট, পৃথুলবদন, নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, স্ত্রীদ্বেষী, ক্ষুধা ও পিপাসাতুর, জঠর ও মুখরোগে পীড়িত, মাংসপ্রিয়, দাতা, উগ্রস্বভাব, অল্পসন্ততি, বনপ্রিয়, মাতার বশীভূত, সুন্দরবক্তা, বিক্রমশীল, অকার্য্যক্রোধী, ও সূক্ষ্মদৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ সিংহরাশিস্থিত চন্দ্র যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে নৃপতির ন্যায় ধনী, পুত্রহীন, উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন, প্রভু, ধীরপ্রকৃতি, পাপরত, ও বিখ্যাত হয়। ঐ রবিকে মঙ্গল দেখিলে, সেনানায়ক, অতিশয় উগ্রস্বভাব, স্ত্রী, পুত্র ও ধনসম্পন্ন, বাহনযুক্ত, উৎকৃষ্টস্বভাব, বুধ দেখিলে স্ত্রীস্বভাব, স্ত্রীবশীভূত, যুবতীসেবী, ধন, সুখ ও উত্তমভোগী, বৃহস্পতি দেখিলে কুলানুরূপ পুত্রের উৎপাদক, অশেষ শাস্ত্রবিদ্ ও নৃপতুল্য, শুক্র দেখিলে স্ত্রৈণ এবং সুরতবিধিজ্ঞ, শনি দেখিলে কৃষিকর্ম্মকারী, ধনহীন, অনৃতবাদী, ও সুখহীন হইয়া থাকে।

সিংহস্থ মঙ্গলফল—সিংহরাশিতে মঙ্গল থাকিলে অসহনশীল, উগ্রপ্রকৃতি, শূর, শত্রুঘাতক, সঞ্চরণশীল, বনভ্রমণরত, গোপালক, মাংসপ্রিয়, ব্যাঘ্র, সর্প ও পশুঘাতক, পুত্ররহিত, সৌভাগ্যহীন, সত্যবাদী এবং তাহার প্রথমা স্ত্রীর নাশ হইয়া থাকে। এই সিংহরাশিস্থ মঙ্গল যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রণত জনের হিতকারী, সর্ব্বদা আত্মীয় ও বন্ধুবিশিষ্ট, উগ্রপ্রকৃতি, পর্ব্বত ও অরণ্যবিচরণশীল হয়। ঐ মঙ্গলকে চন্দ্র দেখিলে, মাতার অশুভ হয়, এবং ঐ জাতক মতিমান্, দৃঢ়শরীর, বিপুলকীর্ত্তিশালী ও স্ত্রীধনসম্পন্ন, বুধ দেখিলে বহুবিধ শিল্পকর্ম্মকারী, লোভী, কাব্যকলানিপুণ, বিষমস্বভাব ও অতিশয় দক্ষ, বৃহস্পতি দেখিলে সর্ব্বদা নৃপতিসমীপবর্ত্তী, রাজপণ্ডিত, অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও মনুষ্যাধিপতি, শুক্র দেখিলে বিবিধস্ত্রীভোগযুক্ত ও স্ত্রীপ্রিয়, শনি দেখিলে বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ধনহীন ও পরগৃহভ্রমণশীল হইয়া থাকে।

সিংহস্থ বুধফল—সিংহরাশিতে বুধ থাকিলে জ্ঞান ও কলাপরিহীন, লোকবিখ্যাত, অসত্যবাদী, ধনবান্, সহোদরদ্বেষী, স্ত্রীদ্বারা দুঃখভাগী, অস্বাধীন, জঘন্য কর্ম্মকারী, ভৃত্য, সন্ততিবিহীন, স্বীয় কুলের বিরুদ্ধকার্য্যকর এবং লোকাভিরাম হইয়া থাকে।

ঐ বুধ সিংহরাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শৌর্য্যসম্পন্ন, ধন ও গুণযুক্ত, হিংস্র, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, চঞ্চলস্বভাব ও লজ্জাহীন হয়। ঐ বুধকে চন্দ্র দেখিলে অতি রূপবান্, চঞ্চল, কাব্যকলা, গীত ও নৃত্যরত, বলবান্ ও সুশীল, মঙ্গল দেখিলে নীচপ্রকৃতি, দুঃখার্ত্ত, বিক্ষতদেহ, পুরুষত্বহীন, ও কুরূপ, বৃহস্পতি দেখিলে সুকুমারমূর্ত্তি, পণ্ডিত, অজেয়, প্রভু, বিখ্যাত ও বাহনযুক্ত, শুক্র দেখিলে অতি রূপবান্, প্রিয়ংবদ, বাহনযুক্ত, বীর ও রাজমন্ত্রী এবং শনি দেখিলে ব্যাধিযুক্ত, অতি কদাকার, দুঃখিত ও সুখ বর্জ্জিত হয়।

সিংহস্থ গুরুফল—সিংহরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে স্থির, বৈরতাযুক্ত, ধীরপ্রকৃতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিশেষ স্নেহযুক্ত, বিদ্বান্, সুন্দর, শিল্পকার্য্যকারী, নরপালক, অতিশয় পরাক্রমশালী, ক্রোধী, দুর্গ, পর্ব্বত ও অরণ্যবিচরণকারী হয়।

ঐ সিংহরাশিস্থিত বৃহস্পতি যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে লোকপ্রিয়, বিখ্যাত, নৃপতি বা নৃপতিতুল্য ও সুন্দরস্বভাব হয়। ঐ বৃহস্পতিকে চন্দ্র দেখিলে অত্যন্ত মলিনদেহ, স্ত্রীভাগ্যে ধনবান্, অতিশূর ও জিতেন্দ্রিয়, মঙ্গল দেখিলে সাধু ও গুরুজনসমীপে সত্যবাদী, বিশিষ্ট কর্ম্মযুক্ত, শ্রেষ্ঠ, অতিশয়

নিপুণ, শুদ্ধদেহ, শূর ও ক্রূরপ্রকৃতি, বুধ দেখিলে বিজ্ঞানবিৎ, শিল্পনিপুণ, বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ, শুক্র দেখিলে স্ত্রীপ্রিয়, সর্ব্বদা নৃপতিসৎকারে সৎকৃত, মহাসত্ত্বসম্পন্ন ও ভাগ্যবান্, শনি দেখিলে মধুর বাক্যকথনশীল, সুখরহিত, তীক্ষ্ণস্বভাব, দেবপত্নীসদৃশ-পত্নীযুক্ত ও ভোক্তা হয়।

সিংহস্থ শুক্রফল—সিংহরাশিতে শুক্র থাকিলে যুবতীর উপাসনা দ্বারা সুখ, ধন ও আমোদযুক্ত,অল্পবল, দুঃখী, পরোপকারী, গুরু, দ্বিজ ও আচার্য্যের পোষণে অনুরক্ত হইয়া থাকে।

ঐ সিংহরাশিস্থিত শুক্র যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে ঈর্ষাযুক্ত, কন্যাপ্রিয়, কামুক, ও স্ত্রীধনে ধনবান্ হইয়া থাকে। ঐ শুক্রকে চন্দ্র দেখিলে, মাতার সপত্নীকারক, যুবতী স্ত্রীজন্য দুঃখভাগী, ধনবান্ ও সুবুদ্ধি, মঙ্গল দেখিলে রাজপুরুষ, বিখ্যাত, যুবতীকার্য্যপ্রিয়, ধনী, উত্তম ভাগ্যযুক্ত, ও পরদাররত, বুধ দেখিলে, স্ত্রীলোলুপ, পরদারপরায়ণ, শূর, শঠ, মিথ্যাবাদী ও ধনবান্, বৃহস্পতি দেখিলে বাহন, ধন ও ভৃত্যযুক্ত এবং অনেক স্ত্রীসম্পন্ন; শনি দেখিলে নৃপতি বা রাজতুল্য বিখ্যাত, কোষ ও বাহনসম্পন্ন, রণাপতি, সুরূপ এবং দুষ্ট পুত্রান্বিত হইয়া থাকে।

সিংহরাশিস্থ শনিফল—সিংহ রাশিতে শনিগ্রহ থাকিলে পুরাণ-বেত্তা, দুঃশীল, বিগর্হিতাচার, স্ত্রীবিজিত, বেতনভুক্, হর্ষহীন, সর্ব্বদা নীচ ক্রিয়ারত, ভ্রমণশীল, চিন্তা এবং পথশ্রম-জন্য দুঃখে দুঃখী হয়।

শনি সিংহরাশিতে থাকিয়া যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে, ধন ও সুখহীন, অনার্য্যভাবসম্পন্ন, মিথ্যাবাদী, মদ্যাদি পানে আশক্ত, কৃশদেহ, ও অতিশয় দুঃখী হইয়া থাকে।

ঐ শনিকে চন্দ্র দেখিলে ধনবান্, যুবতীপ্রিয়, বিপুলকীর্ত্তি ও নৃপতির প্রিয়, মঙ্গল দেখিলে প্রতিদিন ভ্রমণশীল, পাপী, চোর, গিরি ও দুর্গস্থাননিবাসী, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, ভার্য্যা ও পুত্র-বিহীন, বুধ দেখিলে কফরোগী, ধনহীন, অলস, স্ত্রীকর্ম্মকারী, মলিন দেহ ও দীন, বৃহস্পতি দেখিলে গ্রাম ও পুরবৃন্দের অগ্রণী, পুত্রবান্, বিশ্বাসী ও সুশীল, যুবতীদ্বেষী, পরুষভাষী, সুখী, ধনী ও শান্তপ্রকৃতি হইয়া থাকে।

সিংহরাশি, সিংহলগ্ন এবং এই সিংহ রাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ অবস্থান বা তাহাদের দৃষ্টি থাকিলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। কোষ্ঠির ফলবিচারকালে এই সকল বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ফলনিরূপণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সিংহকেতু (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সিংহকেলি (পুং) সিংহস্যেব কেলির্যস্য। মঞ্জুঘোষ, জিন বিশেষ। (ত্রি) ২ সিংহের ক্রীড়া, সিংহের খেলা।

সিংহকেশর (পুং) সিংহস্যেব কেশরো যস্য। ১ বকুল। (ত্রিকা°) ২ সিংহের জটা।

সিংহকেশরিন্ (পুং) রাজভেদ।

সিংহকেশি (পুং) রাজভেদ।

সিংহগড়, বোম্বাই প্রদেশে পুণা জেলার মধ্যস্থিত একটী প্রাচীন পার্ব্বত্য দুর্গ। এই দুর্গ পুণানগরীর দক্ষিণপশ্চিম দিকে ১১ মাইল দূরে, সিংহগড়-ভুলেশ্বর নামক পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরের উপরে অবস্থিত। এই গিরিশৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৩২২ ফিট্ এবং সন্নিকটস্থ সমতল ভূমি হইতে ২৩০০ ফিট্ উচ্চ। সিংহগড়ের উত্তর ও দক্ষিণাংশ দুর্গম পর্ব্বতবেষ্টিত, এই পর্ব্বত প্রায় অর্দ্ধমাইল খাড়াভাবে উর্দ্ধে উঠিয়াছে। দুইটী মাত্র তোরণের মধ্য দিয়া দুর্গে গমন করিতে পারা যায়। একটীর নাম পুণা ও অপরটীর নাম কল্যাণদ্বার। প্রায় দুইমাইল স্থান যুড়িয়া দুর্গের চারিদিকে সুদৃঢ় প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত। এই প্রাচীরের মধ্যে অনেক গুলি গম্বুজ আছে। যুদ্ধের সময়ে এই সকল গম্বুজ হইতে শত্রুপক্ষের উপর অস্ত্রাদি নিক্ষিপ্ত হইত। দুর্গের উত্তরাংশ অতিশয় দৃঢ় ও মজবুত, কিন্তু দক্ষিণাংশ তাদৃশ দৃঢ় নয় বলিয়া, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। দুর্গের প্রাচীরবেষ্টিত ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের মধ্যে আজকাল অনেক গুলি বাঙ্গলা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুণার ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ গ্রীষ্মকালে সুস্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত এই সকল বাঙ্গলায় বাস করেন।

পূর্ব্বে এই দুর্গ কোন্দান নামে পরিচিত ছিল। তৎপরে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ছত্রপতি শিবাজী এই দুর্গ অধিকার করিয়া ইহার সিংহগড় নাম দেন। ১৩৪০ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক সিংহগড় আক্রমণ করেন। তৎপরে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শিবনের জয় করিলে, এই দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়। অতঃপর ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে সিংহগড়ের রক্ষাকর্ত্তাকে বশীভূত করিয়া, শিবাজী এই দুর্গ অধিকার করেন। শিবাজীর সময়েই ইহা সিংহগড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ সসৈন্যে পুণা আক্রমণ করিলে, শিবাজী সিংহগড়ে পলায়ন করেন এবং এই সিংহগড় হইতেই তিনি পুণায় সায়েস্তা খাঁকে সহসা আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক পাঠকগণের নিকট শিবাজী ও সায়েস্তখাঁর যুদ্ধ চিরপরিচিত। [শিবাজী শব্দ দেখ] ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে মোগলেরা পুনরায় সিংহগড় আক্রমণ করে এবং শিবাজী তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৬৭০ খৃঃ অব্দে শিবাজীর প্রসিদ্ধ সেনাপতি তানাজী পুনরায় এই দুর্গ হস্তগত করেন। এই দুর্গ আক্রমণ কালে বীর তানাজী

অসাধারণ ক্ষমতা ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বকাহিনী মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাসে জলন্ত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। অতঃপর অরঙ্গজেব স্বয়ং ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ অবরোধ করেন। সাড়ে তিনমাসকাল অবরোধের পর, তিনি এই দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন। সিংহগড় নাম পরিবর্তন করিয়া অরঙ্গজেব ইহাকে 'বকিসন্ দাবক্স' (ঈশ্বরের দান) নামে অভিহিত করেন। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে মোগলসৈন্য পুণা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর গমন করিবামাত্র, শান্তরজী সচিব নামে একজন মারহাট্টা দলপতি সিংহগড় ও অন্যান্য দুর্গ পুনরায় অধিকার করেন। সেই সময় হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহগড় মারহাট্টাদিগের অধীনে ছিল। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে জেনারেল প্রিতজলার মারহাট্টা-যুদ্ধকালে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইংরাজের অধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন।

সিংহগিরি (পুং) একজন বিখ্যাত আচার্য্য, মহারাজ বল্লালসেনকে ইনি শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

সিংহগিরীশ্বরাচার্য্য (পুং) একজন আচার্য্য। শাঙ্কর সম্প্রদায়ের ৬ষ্ঠ আচার্য্য।

সিংহগুপ্ত (পুং) ১ রাজভেদ। ২ বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা বাভটের পিতা।

সিংহগ্রীব (ত্রি) সিংহস্য গ্রীবা ইব গ্রীবা যস্য। সিংহের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট।

সিংহঘোষ (পুং) বুদ্ধভেদ।

সিংহচন্দ্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সিংহচিত্রা (স্ত্রী) মাষপর্ণী, মাষাণী। (বৈদ্যকনি°)

সিংহতল (পুং) সিংহস্যেব তলমত্র। যদ্বা সংহতল পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কৃতাঞ্জলি, করদ্বয়যোজন।

সিংহতা (স্ত্রী) সিংহস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সিংহের ভাব বা ধর্ম্ম, সিংহের কার্য্য।

সিংহতাল (পুং) সিংহতল, কৃতাঞ্জলি। (হেম)

সিংহতুণ্ড (পুং) সিংহস্য তুণ্ডমিব পুষ্পমস্য। সেহুণ্ডবৃক্ষ। (রাজনি°) সিংহস্য তুণ্ডমিব তুণ্ডমস্য। ২ মৎস্যবিশেষ। এক প্রকার মাছ। মদ্গুর প্রভৃতি মৎস্য সিংহতুণ্ড নামে অভিহিত। মনুতে লিখিত আছে যে, দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে এই মৎস্যভোজন করিতে পারা যায়।

"পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥" (মনু ৫।১৬)

(স্ত্রী) ৩ সিংহমুখ।

সিংহতুণ্ডক (পুং) সিংহতুণ্ডশব্দার্থ। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭৭)

সিংহত্ব (স্ত্রী) সিংহস্য ভাবঃ ত্ব। সিংহের ভাব বা ধর্ম্ম, সিংহের কার্য্য।

সিংহদংষ্ট্র (ত্রি) ১ অসুরভেদ। ২ শবররাজভেদ।

সিংহদত্ত (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা°)

সিংহদেব (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৮।১২৩৯)

সিংহদ্বার (স্ত্রী) সিংহচিহ্নিতং দ্বারমিতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। প্রবেশদ্বার, পর্য্যায়—প্রবেশন। (হেম) গৃহে প্রবেশ করিবার যে প্রধান দ্বার তাহাকে সিংহদ্বার কহে।

সিংহধ্বজ (পুং) বুদ্ধভেদ।

সিংহধ্বনি (পুং) সিংহস্য ধ্বনিঃ। ১ সিংহের শব্দ। ২ সিংহনাদসদৃশ শব্দ। (কুমার ১৫৭)

সিংহনাদ (পুং) সিংহস্যেব নাদঃ। যোদ্ধৃপুরুষদিগের রণোৎসাহজ শব্দ। যোদ্ধৃপুরুষগণ যুদ্ধস্থলে পরস্পরের উৎসাহের জন্য যে ভয়ানক গর্জ্জন করেন, তাহাই সিংহনাদ নামে কথিত হয়। অমরটীকায় ভরত ইহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন,—"গজযূথদর্শনাৎ তদ্ভঙ্গায় যথা সিংহস্য নাদস্তথা পরবলভঙ্গায় স্বোৎসাহবিবৃদ্ধয়ে চ যো রাবঃ সঃ" (ভরত) সিংহ, গজযূথ দর্শন করিয়া সেই দল ভাঙ্গিবার জন্য উৎসাহপূর্ব্বক যে গর্জ্জন করে, শত্রুবলভঙ্গের ও উৎসাহবৃদ্ধির জন্য সেই গর্জ্জনের যে শব্দ তাহাই সিংহনাদ। ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১১০) ৩ সিংহের ধ্বনি, সিংহগর্জ্জন। ৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ৩, ৫, ৯, ১২ ও ১৩ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু। এই ছন্দের নামান্তর কলহংস। (ছন্দোমঞ্জ°)।

সিংহনাদক (পুং) সিংহ ইব নদতীতি নদ-ণ্বুল্। বুক্কার, চলিত সিঙ্গা।

সিংহনাদগুগ্গুলু (পুং) আমবাতরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক ৪ সের, কটুতৈলে মর্দ্দিত পুটলিবদ্ধ গুগ্গুলু এক সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের। শেষ ২৪ সের। এই কাথজলের সহিত পুটলীস্থিত গুগ্গুলু গুলিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইবার কালে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, বিছাটীমুল, গুলঞ্চ, চিতামুল, তেউড়ী, দন্তীমুল, চই, ওল, মান, পারদ, ও গন্ধক প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং জয়পাল ১০০০ হাজারটী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে, পরে এই সকল উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া ইহা নামাইতে হইবে। ঔষধের মাত্রা রোগীর অগ্নির বল অনুসারে এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত। অনুপান উষ্ণ জল ও উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবন করিলে বাড়বানল সদৃশ অগ্নির বৃদ্ধি হয়; আমবাত, শিরোবাত, সন্ধিবাত, জানু ও জঙ্ঘাশ্রিত বাত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, তিমির, উদরী, অম্লপিত্ত, কুষ্ঠ, ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। আমবাতরোগাধিকারে ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিংহনাদনাদিন্ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সিংহনাদলোকেশ্বর, তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের পূজিত বোধিসত্ত্বভেদ।

সিংহনাদিকা (স্ত্রী) সিংহমপি নাদয়তীতি নদ-ণিচ্-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। দুরালভা। (শব্দচ°)

সিংহনাদিন্ (পুং) মারপুত্রভেদ। (ললিতবি°) সিংহ ইব নদতি নদ-ণিনি। (ত্রি) ২ সিংহের ন্যায় নাদকারী, সিংহের ন্যায় গর্জ্জনকারী। ৩ সিংহনাদকারী।

সিংহপন্থী, ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ।

সিংহপত্রা (স্ত্রী) মাষপর্ণী, চলিত মাষাণী।

সিংহপরাক্রম (পুং) সিংহ ইব পরাক্রমঃ। সিংহের ন্যায় পরাক্রম। (ত্রি) সিংহ ইব পরাক্রমো যস্য। সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী।

সিংহপর্ণী (স্ত্রী) সিংহস্য শিরোঃ পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। সিংহপর্ণিকা, বাসক। (জটাধর)

সিংহপুচ্ছিকা (স্ত্রী) সিংহপুচ্ছী স্বার্থে কন্। চিত্রপর্ণিকা, চলিত ক্ষুদ্রচাকুলিয়া। (রত্নমালা)

সিংহপুচ্ছী (স্ত্রী) সিংহস্য পুচ্ছ ইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। ১ চিত্রপর্ণিকা। ২ পৃশ্নিপর্ণী। (অমর) ৩ মাষপর্ণী, মাষাণী। (রত্নমালা)

সিংহপুর (ক্লী) ১ সারনাথের নিকটবর্ত্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখং ৫৬।৩৩) ২ মগধের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রাচীন জনপদ। (জৈন হরি° ৬৩।৪) ৩ মিথিলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। (জৈন হরি° ৩৪) ৪ মহাবংশ বর্ণিত রাঢ় দেশের প্রাচীন রাজধানী।

সিংহপুর (সিংহপুরম্), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। নাগপুরে আসিবার রাস্তার নামক পথের ধারে বিশেম-কটক হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৯° ৩´ ১৯´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৩´ ১৬´´ পূঃ।

সিংহপুষ্পা (স্ত্রী) সিংহস্য পুচ্ছ ইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। (রাজনি°)

সিংহপ্রতীক (ত্রি) সিংহাভিমুখে দর্শনযুক্ত।

সিংহবল (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা°)

সিংহভট (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা°)

সিংহভদ্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সিংহভূপাল—সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ।

সিংহভূম (সিংহভূমি), বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুরের শাসনকেন্দ্রভুক্ত একটী জেলা। ছোটনাগপুর বিভাগের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৫৯´ হইতে ২২° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২´ হইতে ৮৬° ৫৬´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৭৫৩ বর্গ মাইল।

ইহার উত্তরে লোহারডগা ও মানভূম জেলা, পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলা, দক্ষিণে উড়িষ্যা বিভাগের সামন্ত রাজ্য এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর বিভাগের দেশীয় রাজ্য ও লোহার ডগার কতকাংশ। এই জেলার চারিদিকেই শৈলশ্রেণী বিরাজিত, সেই শৈলমালা ধরিয়া এই জেলার সীমানির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু পর্ব্বত গুলি বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত না থাকায় সীমানির্দ্দেশের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। উত্তরাংশে দুইটী গণ্ডশৈলের ব্যবধানে সুবর্ণরেখা নদী প্রায় ১৫ মাইল পথ জেলার সীমারূপে প্রবহমান। ঐরূপে এই নদী জেলার দক্ষিণ সীমার কতক স্থানে প্রবাহিত হইয়া উড়িষ্যান্তর্গত ময়ুরভঞ্জ রাজ্যকে পৃথক্ করিয়াছে। পশ্চিমাংশে কেঁউঝর রাজ্য হইতে সমুদ্ভূত বৈতরণী নদীও এই জেলার ও কেঁউঝর রাজ্যের সীমারূপে ৮ মাইল পথ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

ইংরাজগবর্মেণ্টের কোলহান বা হো-দেশ নামক সম্পত্তি, ধলভূম পরগণা এবং পোড়াহাট, সরাইকেলা ও খরসোঁয়া নামক দেশীয় রাজ্য লইয়া এই জেলা গঠিত। শেষোক্ত ভূসম্পত্তিত্রয়ের রাজস্ব অধিক না হইলেও, ঐ ভূম্যধিকারী রাজগণ ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত রাজকীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ। চাইবাসা (চৈবাসা) নগর এখানকার বিচার সদর।

জেলার মধ্যভাগ একটী বিস্তীর্ণ নতোন্নতভূমি। এই প্রান্তর দেশ যেন পূর্ব্ব ভাগের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে তরঙ্গায়িত হইয়া ক্রমে পশ্চিমের শৈলময় দেশে যাইয়া মিশিয়াছে। দক্ষিণে, উত্তরে এবং জেলার মধ্য ভাগেও গণ্ডশৈলমালা উচ্চ চূড়ে বিরাজিত। এই ক্রমোচ্চনিম্ন পার্ব্বত্য অধিত্যকাপ্রদেশের নিম্ন প্রদেশগুলি স্তবকাকারে কাটিয়া তদ্দেশবাসীরা স্তবকে স্তবকে ধান্যাদি রোপণ করিয়া থাকে। হাজারিবাগ ও লোহারডগা জেলায়ও ঐরূপ চাসবাস হয়। পার্ব্বত্য উপত্যকা প্রদেশগুলি এইরূপ ভাবে কাটিয়া চাসবাসের কারণ এই যে, উচ্চ অধিত্যকা পৃষ্ঠে পতিত বারিধারা একেবারে পর্ব্বতের ঢালুগাত্র বহিয়া নিম্নের অববাহিকা দিয়া নদীতে যাইতে পায় না। এতদ্ব্যতীত তদ্দেশবাসীরা বর্ষাকালে উপরে যে সকল বাঁধ রাখে, ক্ষেত্রাদিতে জলের আবশ্যক হইলে, সময় সময় ঐ সকল বাঁধ হইতে জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঐ জল নালীমুখে উপরের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। ঐ প্রথম স্তবক পরিপূর্ণ হইলে জলরাশি আলি ছাপাইয়া দ্বিতীয় ও তৎপরে ক্রমশঃ স্তবক হইতে স্তবকান্তরে আসিয়া সমস্ত ক্ষেত্রকে সমভাবে জলসিক্ত করে।

চাইবাসার পশ্চিমস্থ অঙ্গারবাড়ী শৈলপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বদিকে সুবর্ণরেখাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সমধিক উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। এই স্থান বনমালাশূন্য এবং সাধারণতঃ উচ্চ। সুবর্ণরেখাতীরভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০ ফিট্ উচ্চ হইয়া ক্রমশঃ চাইবাসার নিকটে ৭৫০ ফিট্ উচ্চে পরিণত হইয়াছে। চাসবাস,

মৃত্তিকার উর্ব্বরত্ব এবং প্রাকৃতিক সংস্থান লক্ষ্য করিলে, এই প্রান্তরের সহিত মূল ছোটনাগপুরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

জেলার দক্ষিণাংশে ৭০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকা ভূমি। উহার সর্ব্বত্রই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩০০ ফিট্ উচ্চ। দক্ষিণদিকের এই উচ্চ ভূমি ক্রমশঃ উন্নত হইয়া কেঁউঞ্ঝর রাজ্যের পর্ব্বতমালায় মিশিয়াছে। পশ্চিমাংশে ছোটনাগপুর-সীমান্তের পার্ব্বত্য প্রদেশ। বনরাজিসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ এই শৈলের নিভৃত কন্দরে অসভ্য কোল জাতির বাস। জাতিবিদ্ কর্ণেল ডালটন্ বলেন, কোলেরা ঐ পার্ব্বত্য ভূমি হইতে ক্রমে সিংহভূমের নিম্ন প্রান্তরে আসিয়া বাস করিয়াছে।

সিংহভূমের উত্তরপশ্চিমে নম্মাদা শৈল। ঐ পর্ব্বতের কএকটী প্রশাখা জেলার মধ্যভাগে আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদের সর্ব্বোচ্চ শিখরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৯০০ ফিট্ উচ্চ। এতদ্ভিন্ন এখানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন কএকটী গণ্ডশৈলও দৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে খর্সুয়াঁ রাজ্যের অন্তর্গত চৈতনপুর শৈল ২৫২৯ ফিট্, কাপড়-গাদি ১৩৯৮ ফিট্, তুইলিগড় ২৪৯২ ফিট্। এই তুইলিগড় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া ময়ুরভঞ্জরাজ্যে মেঘাসনি পর্ব্বত নামে প্রখ্যাত হইয়াছে।

জেলার সর্ব্ব দক্ষিণপশ্চিম কোণে গাঙ্গপুররাজ্যের সীমান্ত দেশ "সপ্তশত শৈলের সারণ্ড" নামে বিখ্যাত; এই পর্ব্বতে একটী সুবিস্তৃত পার্ব্বত্য অধিত্যকা দৃষ্ট হয়। বনভূমে নরজাতির সমাগম নাই, কেবল দুই একটী সুগভীর উপত্যকায় দুচারি ঘর বন্য জাতির বাস আছে। উহাদের অধিকাংশই কোল, উহারা মূল শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছে।

উপরে যে বিস্তৃত অধিত্যকা ভূমির বিষয় বিবৃত হইল, তাহা কতকগুলি শৈলের একত্র সংযোগ মাত্র। উহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোন নাম নাই, তদ্দেশবাসীরা একযোগে ঐ পর্ব্বতসমষ্টিকে "সপ্ত শত শৈলের সারণ্ড" বলিয়া থাকে। উহার সকল শৈলগুলিই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাধারণতঃ ৩৫০০ ফিট্ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতসঙ্ঘের একটী শাখা চাঁইবাসার অভিমুখে আসিয়াছে। উহার সর্ব্বোচ্চ শিখর অঙ্গার নামে প্রসিদ্ধ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৩৭ ফিট্ উচ্চ।

সিংহভূমে যতগুলি পর্ব্বতমালা আছে, তাহার সকলগুলিই কোণাকার ও চূড়াবলম্বী। উহার গাত্রগুলি চোঁচাল, অর্থাৎ এত খাড়াভাবে ঢালু যে সহজে তাহাতে আরোহণ করা যায় না। পর্ব্বতগুলি সাধারণতঃই বনমালাসমাচ্ছাদিত। কেবল জেলার মধ্যস্থলে যে বিস্তৃত উর্ব্বর অধিত্যকা ভূমি বিরাজিত আছে, তাহারই সীমান্তবর্ত্তী সানুদেশ পরিষ্কৃত হইয়া চাসবাসের উপযোগী হইয়াছে।

সুবর্ণরেখাই এখানকার প্রধান নদী। কর্কই ও সঞ্জয় উহার দুইটী শাখা। কোএল, উত্তর ও দক্ষিণ করো নদী, কোইনা নামক নদী চতুষ্টয় সারণ্ড নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের অববাহিকা ভূমির জলরাশি লইয়া পুষ্টকলেবরা হইয়াছে। পর্ব্বতবক্ষ ভেদ করিয়া নদীগুলি প্রবাহিত হওয়ায় এবং নদীবক্ষে মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ পাথরের বাঁধ পড়ায় উহাতে নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত একবারে অসম্ভব হইয়াছে, বিশেষতঃ অধিত্যকা পৃষ্ঠের উচ্চ উৎপত্তিস্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নতমবক্ষে নদীগুলি প্রবাহিত হওয়ায় এবং মধ্যে মধ্যে বাঁধ থাকায় বর্ষার প্রবল জলবেগের সময় নদীর স্রোতের বেগ বর্দ্ধিত হয় ও মধ্যে মধ্যে জল বাধা প্রাপ্ত হইয়া বাঁধমুখে প্রপাত সহকারে ভীষণবেগে নিপতিত হইতে থাকে। নদীর তীরভূমি উচ্চ ও পর্ব্বতময় এবং তাহাতে জঙ্গলাচ্ছাদিত হওয়ায় চাসবাসের অযোগ্য হইয়া আছে। এতদ্দেশবাসীরাও নদীর জল লইয়া চাস করিতে জানেন।

এখানে কোন খাল, হ্রদ বা স্বাভাবিক বাঁধ নাই। চাসবাসের সুবিধার জন্য অনেক স্থলেই ঢালু নিম্নজমিতে বাঁধ দিয়া জল আটক করা হইয়াছে। চাসের জন্য শস্যক্ষেত্রে জল আবশ্যক হইলে ঐ সকল বাঁধের মুখ কাটিয়া জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বৃষ্টিপাতের অভাবে এইরূপ কৃত্রিম উপায়েই এখানে জল সরবরাহকার্য্য চলিয়া থাকে।

ছোট ছোট ঘোলাটে লালবর্ণের গুটুলির ন্যায় গিরিশ্রেণী-সমূহে ও ভূপৃষ্ঠে প্রচুর খনিজ লৌহ দেখা যায়। উহার দুইটী পরস্পর ঘর্ষণ করিলে উজ্জ্বল চক্ চকে দেখায়। ঐরূপ স্থানই খনিজ লৌহের আকর। ঐ স্থানের মাটী কাল। মৃত্তিকা খনন করিলে ভূগর্ভে স্তরে স্তরে লৌহ বিরাজিত দেখা যায়। খনিজ লৌহ গুলি গালাইবার পূর্ব্বে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। এতদ্দেশবাসীরা লৌহ গালাইবার জন্য প্রায় ৩ ফিট উচ্চ বড় বড় চোঙ্গাকার মুচি প্রস্তুত করে। মুচি গুলিতে এক স্তবক লৌহ চূর্ণ ও এক স্তবক কাঠের কয়লা দিয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া হাপোড়ে বসাইয়া জাঁতায় অগ্নির তাপ দেওয়া হয়। পরে লৌহ গলিয়া আসিলে ঐ মুচির তলা ফুটা করিয়া লৌহ বাহির করিয়া লওয়া হয়। পার্ব্বতীয় নদী গুলির স্রোতচালিত বালুকারাশির সঙ্গে স্বর্ণকণিকা পাওয়া যায়। সুবর্ণরেখা নদীতেই ঐরূপ স্বর্ণ-কণিকা অধিক। নদীতীরবাসী জাতিরা নদীজল হইতে স্বর্ণ আহরণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে অতি কষ্টে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

ধলভূমের পর্ব্বতপাদমূলে তাম্রখনি আছে। পূর্ব্বে কতক-গুলি জৈন মহাজন বিশেষ অধ্যবসায়ে, পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে এই খনি হইতে তাম্র উঠাইতে চেষ্টা পান। তাঁহারা এই ব্যাপারে

বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় ক্ষান্ত দেন। পরে য়ুরোপীয় প্রথায় তামা উঠাইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু তাহাতে আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না দেখিয়া ঐ কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখনও ঐ সকল খনিতে য়ুরোপীয় কোম্পানির যত্নে সামান্য ভাবে কার্য্য চলিতেছে।

জেলার সর্ব্বত্রই গুট্‌লি গুট্‌লি চূণা পাথরের কাঁকর দেখা যায়। উহাকে ঘুটিংও বলে। উহা পোড়াইলে যে চূণ হয় তাহাতে স্থানীয় ব্যবহার ভিন্ন অন্যত্র রপ্তানী চলে না। কাঁকর রাস্তায় বিছাইয়া দেওয়া যায় বটে কিন্তু তাহাও সমগ্র জেলার পথ ঘাটে বিছাইবার মত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না।

শ্লেট পাথর ও নানারঙ্গের পাথুরে-মাটী এখানে বিস্তর পাওয়া যায়। অনেক স্থানে সোপষ্টোন (Soapstone) দেখা যায়। উহা দ্বারা বাটী থালা গেলাস প্রভৃতি পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখানকার বনরাজি প্রাচীন কোল, ওরাওন প্রভৃতি অসভ্য জাতির বাসভূমি। অনন্তকাল হইতে ঐ সকল অরণ্যের নিভৃত নিকেতনে অনার্য্যগণ বিচরণ করিতেছেন, এখনও তথায় তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই জেলার প্রায় দুই এর তৃতীয়াংশ ভূমি বনমণ্ডিত। বনভাগে শাল, অসন, গাম্ভীর, কুসুম, তুন্, পিয়াশাল, শিশু, কেঁদ, জাম প্রভৃতি বড় বড় গাছ জন্মে। ব্যবসায়ীরা ঐ সকল কাঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করে, বনভাগে লাক্ষা, মম, ছেবে নামক লতা ও বাবুইঘাস পাওয়া যায়। শেষোক্ত উদ্ভিজ্জে দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এখানে নানা ভেষজাদির মূল ও পত্র পাওয়া যায়। মূলগুলি অসভ্যজাতিরা খায়।

ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক, মহিষ ও নানা জাতীয় হরিণ এখানকার প্রধান বন্যজন্তু। ময়ূরভঞ্জের মেঘাসনি শৈলের বনপ্রদেশ দিয়া ছোট ছোট হস্তীর দল প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সিংহভূমে আসিয়া বিচরণ করে। নানা জাতীয় পক্ষী ও যথেষ্ট সর্প দেখা যায়।

সিংহভূম জেলার কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। হিন্দুরাজগণের রাজত্বকালে এই জেলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ এক একটী পরগণা বা দেশভাগ এক এক জন সর্দ্দার বা সামন্তের অধীনে ন্যস্ত থাকিত। উক্ত দেশীয় সামন্তগণ পরবর্ত্তিকালে ঘাটবাল বা পার্ব্বত্য-পথ-রক্ষক বলিয়া পরিচিত হন। ধলভূম, সরগুজা, সরাইকেলা, পোড়াহাট প্রভৃতি স্থানের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে তাহা সহজে অনুমিত হয়। ইংরাজাধিকারে ইহাদের কেহ কেহ রাজা উপাধিতে সম্মানিত, কেহ বা সাধারণ ভূম্যধিকারী বা জমিদাররূপে পরিচিত; কিন্তু স্থানীয় লোকের নিকট তাঁহারা রাজসম্মানেই সম্মানিত হইতেন। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দিল্লীর মুসলমান রাজগণের অধীন করদ মিত্ররাজ রূপে পরিগণিত ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজ গবমেণ্টের সহিত এখানকার রাজপুত রাজবংশের মিত্রতা স্থাপিত হয়। উক্ত বর্ষে ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লি সিংহভূমের তদানীন্তন রাজকুমার অভিরামসিংহকে মিত্রভাবে পত্র লিখেন। ইহার কারণ, ইতিপূর্ব্বে কুমার অভিরাম সিংহ বর্গীর উপদ্রবে ইংরাজ গবমেণ্টকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই সরাইকেলারাজের রাজ্য তৎকালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীকৃত জঙ্গল মহলের ঠিক পার্শ্বদেশেই ছিল। এই কারণে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিতে হয়। নাগপুরপতি রঘুজী ভোঁসলে সদলে অগ্রসর হইতেছেন সংবাদ পাইয়া গবর্ণর জেনারল মার্কুইস ওয়েলেস্‌লি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া সাহায্যের জন্য পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি জাগাইয়া দেন। কিন্তু ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোলহান জাতির সহিত কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। সরাইকেলা রাজ্যের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী জেলাগুলি ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইবার পর পাঁচ সাত বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজগণ সিংহভূমের অন্তর্গত কোলহান প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার কিছুমাত্র বিবরণ অবগত হইতে পারেন নাই। হো বা লড়্‌কা কোলগণ কোন বৈদেশিককে আপনাদের দেশে আসিয়া বাস করিতে দিত না, কোন অপরিচিত ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তি যদি তৎকালে কোলহান প্রদেশ দিয়া অন্যত্রও গমন করিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই ঐ অপরিচিত ব্যক্তিকে নিহত করিত। এমন কি, জগন্নাথযাত্রীরা তাহাদের অত্যাচারের ভয়ে ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া কএকদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া দূর পথাবলম্বনে পুরীধামে গমন করিত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্থানীয় এসিষ্টাণ্ট পলিটিকাল এজেণ্ট পোড়াহাট গমন করেন, উদ্দেশ্য তিনি পোড়াহাটের রাজার সহিত একটী রাজকীয় বন্দোবস্ত স্থির করিবেন, কিন্তু যখন তিনি ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইয়া পোড়াহাটের সীমান্তে আসিয়া সমুপস্থিত হন; তখন তাঁহার সঙ্গিদল অসভ্য কোল জাতির বর্ব্বরতার কথা তাঁহাকে নিবেদন করে। উক্ত রাজকর্ম্মচারীর প্রেরিত বিবরণীতেও কোলভীতির কথা উক্ত আছে, তিনি লিখিয়াছেন, "সিংহভূমের রাজা ও জমিদারগণ আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার সঙ্গে প্রভূত সেনাবল থাকিলেও কোল জাতির ভয়াবহ অত্যাচার ও লোকক্ষয়কর বীরত্বকাহিনী স্মরণ করিয়াই তাঁহারা যেন আর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না এবং আমার সেনাবাহিনী পরিচালিত করিতেও আমাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন।"

১৮২০ খৃষ্টাব্দে পোড়াহাটের রাজা ইংরাজ গবমেণ্টকে রাজ্যো-

শ্বর বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের নিকট বার্ষিক কিছু কর প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হন।

ইংরাজরাজের আশ্রয় লাভ করিয়া সিংহভূমের রাজা ও ভূম্যধিকারিগণ স্থানীয় পলিটিকাল এজেণ্ট মেজর রাফ্‌সেজের নিকট আবেদন করিল যে, এই কোলহান প্রদেশ তাঁহাদের অধীন ছিল এবং কোলগণও তাঁহাদের প্রজা, তবে তাঁহারা বিরুদ্ধাচারী হইয়া আর তাঁহাদের রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ স্বীকার করে না। ইংরাজ গবর্মেণ্ট বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার না করাইলে তাঁহারা কিছুতেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে কোলগণ সিংহভূমের রাজপুত সর্দ্দারের অধীনতা অস্বীকার করিল, তাহারা উত্তর করিল আমরা পরস্পরে বিবাদ করিবার পূর্ব্বে, উভয়ে উভয়ের বন্ধু বা মিত্র ছিলাম, কখনও আমরা ইহাদিগকে রাজা বলিয়া স্বীকার করি নাই। আর যদিই বা আমরা পূর্ব্বে কোন কালে প্রজারূপে আসিয়া থাকি, তথাপি যখন রণক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি ভীষণসংগ্রামে আমরা ভুজবলে আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি, তখন আমরা কখনই তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিবনা। সিংহভূমের সর্দ্দারেরা স্বীকার করিলেন যে, বিগত ৫০ বৎসর তাঁহারা কোলদিগকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করিতে পারেন নাই।

মেজর রাফ্‌সেজ তিনটী কোলযুদ্ধের কথা লিখিয়া বলিয়াছেন যে, শেষোক্ত যুদ্ধটী ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে কোলদিগকে দমন করিবার জন্য রাজপক্ষীয়েরা নানা ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। লড়্‌কা জাতি তাহাদের স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টায় রাজসৈন্য কর্ত্তৃক এইরূপে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হওয়ায় উত্ত্যক্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সামন্তরাজ্য আক্রমণ করিয়া উৎপাতিত করিতে আরম্ভ করে এবং অনেকগুলি গ্রামও জনশূন্য করিয়া দেয়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে মেজর রাফ্‌সেজ অশ্বারোহী পদাতিক ও কামানবাহী সেনাদল লইয়া কোলরাজ্যে প্রবেশ করেন। তিনি নানা প্রকারে বুঝাইয়া কোলদিগকে রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে চেষ্টা পান, কোলগণ প্রথমে রাজার অধীনতা স্বীকার করিবে বলিয়া আশ্বাস দেয়।

মেজর রাফসেজ লড়্‌কাদিগের এবম্বিধ বাক্যে মনে করিতেছিলেন, হয় ত লড়্‌কাগণ ইংরাজের বীরসেনা ও অস্ত্রশস্ত্রাদি দর্শনে ভীত হইয়াই বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। এবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দিগ্ধ না হইয়া তিনি সদল বলে তাহাদের বাসভূমির মধ্যস্থল দিয়া এক বারে চাঁইবাসা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং রোডো নদীর তীরে ছাউনী করিয়া রহিলেন। এপর্য্যন্ত লড়্‌কাগণ ইংরাজদিগের গতিরোধার্থ বা তাহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার প্রদর্শনার্থ কোন চেষ্টা করে নাই।

শিবির সন্নিবেশিত করিয়া ইংরাজসৈন্য স্বচ্ছন্দমনে বিচরণ করিতেছে, এমন সময়, অকস্মাৎ কএকজন লড়্‌কা কোল তাহাদের জাতীয় অস্ত্র কুঠার হস্তে অগ্রসর হইয়া ছাউনীর অদূরেই কএকটী ইংরাজসৈন্যকে আক্রমণ করিল এবং একজন ইংরাজসৈন্যকে নিহত ও কএকজনকে আহত করিয়া তাহারা তদ্দণ্ডেই পর্ব্বতের নিবিড় জঙ্গলমধ্যে যাইয়া আশ্রয় লইবার চেষ্টা পায়। লেফ্টেনাণ্ট মিট্‌লাণ্ড সজ্জিত ইংরাজসৈন্য লইয়া তাহাদের পশ্চাদনুগমন করিয়া ঐ পার্ব্বত্য আশ্রয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। লড়্‌কাগণ পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হয় এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পার্ব্বত্য জঙ্গলদেশে পলায়ন করে। এইরূপ কএকটী খণ্ড যুদ্ধে বহু সংখ্যক লড়্‌কাকোল নিহত হইয়াছিল। ইহার পর উত্তর-পীড় অর্থাৎ উত্তর দিকের পর্ব্বতপ্রান্তবাসী ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত কোলগণ সিংহভূমরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিবার বন্দোবস্তে আবদ্ধ হয়।

উত্তর পীড়ের কোলদিগকে এই প্রকারে বশীভূত করিয়া মেজর রাফসেজ যখন দক্ষিণ দিক্ দিয়া কোল-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তখন পীড়ের দুর্দ্ধর্ষ কোলগণ তাঁহার সেনাবৃন্দকে আক্রমণ করে। এই কোলদিগকে সম্মুখ হইতে হটাইয়া দিতে তাঁহাকে প্রতিপাদবিক্ষেপে গোলা বর্ষণ করিতে হইয়াছিল। মেজর রাফসেজ এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে করিতে সিংহভূম জেলা অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহের ফল কিছুই হইল না। দক্ষিণ পীড়ের লড়্‌কাগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল না।

ইংরাজসৈন্য সিংহভূম হইতে অপসারিত হইবার অব্যবহিত পরেই, উত্তর ও দক্ষিণ পীড়ের লড়্‌কাদিগের মধ্যে একটী যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধে ইংরাজ গবর্মেণ্ট উত্তর পীড়ের লড়্‌কাদিগের সাহায্যার্থ ১০০ হিন্দুস্থানী ইরেগুলার সৈন্য প্রেরণ করেন। দক্ষিণ পীড়ের লড়্‌কাগণ ইংরাজসৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া সিংহভূম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ লড়্‌কা জাতিকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে বহু সৈন্য লইয়া একটী সেনাদল গঠিত হয়। তাহারা ক্রমাগত একমাস যুদ্ধ করিয়াও কোলদিগকে হতবল করিতে পারে নাই। অবশেষে ইংরাজ গবর্মেণ্টের আশ্বাস বাক্যে (Proclamation) উৎসাহিত হইয়া লড়্‌কা সর্দ্দারগণ স্বচ্ছন্দ মনে ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করে, এবং সিংহভূমের অন্যান্য রাজগণকে বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্টের উক্ত অনুশাসন বলে কোলগণ পথঘাট সর্ব্বদা নিরাপদ ও পথিকের গমনাগমনের উপযোগী রাখিতে এবং পলায়িত রাজদ্বেষী শত্রুকে ইংরাজ বা রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আরও কথা থাকে যে, দেশীয় সামন্তরাজ অথবা সর্দ্দারগণ তাহাদের প্রতি

কোনরূপ অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিলেও তাহারা কখনও দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে না, সীমান্ত-প্রদেশস্থিত ইংরাজসেনাপতি বা অপর কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট সেই অত্যাচারকাহিনী নিবেদন করিলেই তাহার যথোপযুক্ত মীমাংসা ও বিচার হইবে।

এই ঘটনার পর প্রায় দুই বৎসরকাল কোলরাজ্যে আর কোনরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। কোলগণ যেন ইংরাজের ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসায় সম্পূর্ণ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে এইরূপই বোধ হইয়াছিল। অতঃপর অকস্মাৎ তাহাদের চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল, দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী নানা স্থান তাহাদের লুণ্ঠনাদি উপদ্রবে পূর্ণ হইয়া গেল। ১৮৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের কোল-বিদ্রোহে তাহারা নিঃশঙ্কমনে যোগদান করিয়া ইংরাজশাসন উপেক্ষা করে। কোল জাতির এই অবৈধ আচরণ গুরুতর ব্যাপার মনে করিয়া নন্ রেগুলেশন প্রভিন্সের তদানীন্তন এজেণ্ট উইলকিন্সন সাহেব গবর্ণর জেনারলকে জানান যে কোলদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করাই শ্রেয়স্কর এবং তাহাদিগকে দেশীয় সর্দ্দারদিগের অধীনে না রাখিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে রাখাই যুক্তিযুক্ত। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে সিংহভূমে একদল সেনা রাখিয়া তদ্দেশবাসীকে তথাকার ইংরাজ কর্ম্মচারীর শাসনাধীন রাখাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলিয়া গৃহীত হয়। তদনুসারে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চাইবাসায় কর্ণেল রিচার্ডশন ইংরাজ সেনাসহ আসিয়া উপস্থিত হন। তৎপর বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসে কোল-দলপতিরা ইংরাজ গবর্মেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ থাকিতে স্বীকৃত হয়। এই বৎসর হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এ খানে আর কোন বিপ্লবের সূচনা হয় নাই। উক্ত বর্ষে পোড়াহাটের রাজা কিছুদিন ইতস্ততের পর ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ঐ সময়ে বহুসংখ্যক কোল তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দেয়। এই সূত্রে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। যখনই ইংরাজসৈন্য বীরদর্পে কোলদিগকে সমতল ক্ষেত্রে আক্রমণ করিয়া হটাইতে থাকে, তখনই তাহারা পর্ব্বতের নিভৃত নিকেতনে যাইয়া আশ্রয় লয়। এইরূপ উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিশেষ ক্ষতি হয়। অতঃপর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কোলগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং পোড়াহাটের রাজা ইংরাজহস্তে বন্দী হন। অতঃপর কোলদিগের মধ্যে আর কোন বিপৎপাতের উপক্রম দেখা যায় নাই।

এই সময় হইতে সিংহভূমে যে সকল সুবিজ্ঞ ন্যায়বিচারক রাজকর্ম্মচারী শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সুব্যবস্থায় দুর্দ্ধর্ষ কোলজাতি উত্তরোত্তর সভ্য ও কোমল স্বভাব হয় এবং কোলহান প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট ঐ সকল শাসনকর্ত্তার নাম ও দয়ার কথা এখনও শুনা যায়। কিছু দিন হইল ইংরাজ গবমেণ্ট সিংহভূমের মধ্য দিয়া কতকগুলি রাস্তা বাহির করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু কোল গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা বাহির হওয়া কোলাদের সংস্কারের বহির্ভূত জানিয়া ইংরাজ গবমেণ্ট তাহাদের মতের বিরুদ্ধে রাস্তা করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। পরবর্ত্তিকালে কোলগণ ইংরাজদিগের যত্নে ও সহবাসে অনেক নম্র ও সুসভ্য হইয়া আসিয়াছে। এখন তাহাদের অনেকেই শিক্ষিত। চাইবাসার বিচারালয়ে কোল জাতীয় কেরাণী কাজ করে। মিশনরিগণের যত্নে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ও অনেকেই সভ্যালোকে পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে মিলিয়া মিশিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা পথ ঘাটের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া নিজেরাই পথঘাট করিয়া লইতেছে এবং এক একজন মুণ্ডা বা দলপতির অধীনে কোলেরা কুলীর কাজ আপনারাই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এখানে যতগুলি অনার্য্য জাতির বাস আছে, তাহাদের সাধারণ সংজ্ঞা কোল হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। কোল একটী স্বতন্ত্র জাতি, এতদ্ভিন্ন হো বা লড়কা কোল, মুণ্ড, ভূমিজ, খরবার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য। ওরাওন, সাঁওতাল ও গোঁড় জাতি স্বতন্ত্র।

[বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দেখ]

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে এখানে গোয়ালা, তাঁতি ও কুম্মীর সংখ্যাই অধিক। মথুরাবাসী, গোয়ালা ও কুর্ম্মীগণ বিশেষ উৎসাহে ভূমি কর্ষণ করে এবং তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া জেলার অনেক জঙ্গল ও পতিত জমি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ধান্যাদি চাষ করিতেছে। ধান্য ব্যতীত, এখানে গম, মক্কা, মটর কলাই, ছোলা, সরিষা, ইক্ষু, তুলা ও তামাকু প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কোলেরা মহুয়া ফুল হইতে নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খায়। মহুয়ার ফুলে এক প্রকার মদ্যও প্রস্তুত হয়।

চাইবাসা, খর্সাবান্, সরাইকেলা ও বাহার-গড়হা এখানকার প্রধান বাণিজ্য স্থান। নানা প্রকার শস্য, কলাই, তৈলক বীজ, লাক্ষা, লৌহ ও তসরের গুটী এখান হইতে নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের কএকটী ষ্টেশন এই জেলার মধ্যে অবস্থিত, তন্মধ্যে চক্রধরপুর সর্ব্ব প্রধান। এ স্থান হইতে চাইবাসা ১৬ মাইল। [চাইবাসা দেখ]

সিংহমতি (পুং) মারপুত্রবিশেষ। (ললিতবি°)

সিংহমায়া (স্ত্রী)) মায়াভেদ। (হরিবংশ)

সিংহমুখ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। ২ শিব। (হরিবংশ) ৩ সিংহের ন্যায় মুখবিশিষ্ট।

সিংহমুখী (স্ত্রী) সিংহস্য মুখমিব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। বাসক।(রাজনি°

সিংহযানা (স্ত্রী) সিংহো যানো বাহনং যস্যাঃ। দুর্গা, ভগবতী দুর্গার বাহন সিংহ এই জন্য ইহার নাম সিংহযানা। (হেম)

সিংহরথা (স্ত্রী) সিংহএব রথো যস্যাঃ। দুর্গা। (হরিবংশ ১৭৮।১৭

সিংহরব (পুং) সিংহস্য রবঃ। সিংহনাদ, সিংহধ্বনি। (ত্রি) সিংহস্য রবইব রবো যস্য। ২ সিংহধ্বনির ন্যায় ধ্বনিবিশিষ্ট।

সিংহরাজ (পুং) ১ কাশ্মীরের রাজভেদ। (রাজতর° ৮।১৭৩) ২ একজন প্রাকৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা।

সিংহরোৎসিকা (স্ত্রী) গ্রামভেদ।

সিংহর্ষভ (পুং) ১ সিংহশ্রেষ্ঠ। ২ শূরশ্রেষ্ঠ।

সিংহল (পুং স্ত্রী) সিংহংলাতি প্রাপ্নোতীতি লা-ক। ১ দেশবিশেষ। সিংহলদেশ। জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে এই দেশ দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

"দক্ষিণেঽবন্তিমাহেন্দ্রমলয়া ঋষ্যমূককাঃ।
চিত্রকূটমহারণ্যকাঞ্চীসিংহলকোঙ্কণাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে যে এই সিংহলদ্বীপ প্রসিদ্ধ আটটী দ্বীপবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপের মধ্যে একটী। এই ৮টী দ্বীপ যথা—স্বর্ণ-প্রস্থ, চন্দ্রশুক্র, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল ও লঙ্কা। (ভাগবত ৫।১৯।২৯-৩০)

ভারত মহাসাগরস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্বে রামেশ্বরতীর্থ হইতে অদূরে এই দ্বীপ অবস্থিত। ভারতভূমি ও সিংহলের মধ্যস্থলে যে সমুদ্রভাগ বিদ্যমান আছে, তাহা মান্নার উপসাগর ও পক্‌প্রণালী নামে খ্যাত। সুপ্রসিদ্ধ রামেশ্বর-ক্ষেত্র ও আদমস্ ব্রীজ বা সেতুবন্ধ নামক ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী ঐ দুইটী সমুদ্রকে পৃথক্ রাখিয়াছে। অক্ষা° ৫ ৫১´ হইতে ৯° ৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪১´ ৪০´´ হইতে ৮০° ৫৪´ ৫০´´ পূঃ মধ্য। উত্তরে পামিরা পয়েণ্ট হইতে দক্ষিণে ডোণ্ডরা হেড্ পর্য্যন্ত বিস্তার ২৭১॥ মাইল এবং পশ্চিমে কলম্বো রাজধানীর সমুদ্রপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বোপকূলের সঙ্গমন-কাণ্ডী পর্য্যন্ত প্রস্থে ১৫৭॥০ মাইল। মূল সিংহল ও তাহার পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী লইয়া ভূপরিমাণ ২৫৭৪২ বর্গমাইল। দ্বীপটী কোণাকার এবং সূচীমুখাগ্র উত্তর দিকেই বিলম্বিত। সমগ্র দ্বীপের পরিধি প্রায় ৯০০ মাইল।

সিংহলের সমুদ্রোপকূল বিচিত্র শোভায় সুশোভিত। উত্তর-পশ্চিমের উপকূলদেশ চোরাবালু ও জলগর্ভস্থ শৈলমালায় সমাচ্ছন্ন। রামেশ্বর ও সেতুবন্ধ নামক পর্ব্বতজাত দ্বীপ ও জলগর্ভস্থ শৈলমালা দ্বারা ইহা ভারতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, এক সময়ে ইহা ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, কালে সমুদ্রজল-স্রোতের আঘাতে উহা বিধৌত হইয়া জলময় হইয়া গিয়াছে, কেবল ভূপৃষ্ঠস্থ পর্ব্বত গুলি স্বস্থানভ্রষ্ট না হইয়া জলমধ্য হইতে মস্তক জাগাইয়া রাখিয়াছে মাত্র। ভারত ও সিংহলের মধ্যে এই প্রকারে শৈল ও দ্বীপশ্রেণী বিদ্যমান থাকিলেও উহার ভিতর দিয়া পোতাদি লইয়া যাইবার দুইটী জলপথ আছে। তন্মধ্যে মান্নার নামক পথটী কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা যাতায়াতের উপযুক্ত এবং ভারতোপকূল ও রামেশ্বরের অদূরে যে পম্বান নামক পথ দৃষ্ট হয়, তাহা বহু অর্থব্যয়ে গভীর করিয়া সুবৃহৎ অর্ণবপোতসমূহের গমনোপযোগী হইয়াছে। মলবার উপকূল হইতে করমণ্ডল উপকূলে যত জাহাজ আসিয়া থাকে, তাহা এই পথ দিয়াই গমন করে।

পশ্চিম ও দক্ষিণোপকূল নিম্ন এবং বালুচর ও শৈলশৃঙ্গ দ্বারা পূর্ণ। এখানে নারিকেল ও তালবৃক্ষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সমুদ্রগর্ভস্থ পোত হইতে উপকূলের শ্যামল দৃশ্য বড়ই মনোরম। সমুদ্রতীরে মধ্যে মধ্যে শৈলখণ্ডের অবস্থান নিবন্ধন স্থান বিশেষে সমুদ্র জল দেশ ভাগে এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেশীয় নৌকাগুলি অনায়াসে নিরাপদ হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, সকল খাড়ির গভীরতা অল্প হওয়ায়, উহাতে সমুদ্রগামী পোতাদি রক্ষার স্থান মনোনীত হয় নাই। তবে যে যে স্থানে একটু গভীরতা আছে, তথায় এক একটী বন্দর স্থাপিত হইয়াছে।

পয়েণ্ট ডি গল হইতে ত্রিকোণমালী পর্য্যন্ত পূর্ব্বোপকূল ভাগ পশ্চিমের ন্যায় নিম্ন নহে, বরং অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও দৃঢ় পার্ব্বত্য ভূমি দ্বারা ব্যাপ্ত। এই কারণে এই স্থানে পশ্চিমোপকূলের ন্যায় নারিকেলাদি বৃক্ষ জন্মে না। তীরভূমি উচ্চ হওয়ায় অর্ণব-পোতাদি সহজে তীরস্থ বন্দরে অবস্থান করিতে পারে। সুশিক্ষিত নাবিকগণ এখানকার জলগর্ভ পর্ব্বতাদির অবস্থান পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহারা সুকৌশলে পোতাদি পরিচালিত করিলে সহজে তথায় পোতাদি যাইতে পারে।

সমুদ্রগর্ভের দূর হইতে এই দ্বীপ অভিমুখে আসিতে প্রথমেই পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত মেঘাকার আদমস্-পীক্ নামক পর্ব্বতচূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। জাহাজখানি যতই দ্বীপের নিকটে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই পার্ব্বত্য দৃশ্যগুলি মনোরম বলিয়া বোধ হয়। অনন্ত জলরাশির মধ্যে বহুদিন পর্য্যটন করিয়া পার্থিব দৃশ্যের অভাবে বিরক্তচিত্ত নাবিকের পক্ষে এই পার্ব্বত্য দৃশ্য বড়ই সুন্দর ও হৃদয়ানন্দকর। জাহাজখানি তীরভূমির আরও নিকট-বর্ত্তী হইয়া আসিলে, কলম্বোর আলোকবাটিকা নয়নপথে পতিত হইবার পূর্ব্বে, সমুদ্রের ভীম তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত তীরভূমির বাত্যা-ন্দোলিত তালাদি বৃক্ষের শ্যামল শোভা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। জ্ঞান হয়, সমুদ্রের নীল জলের ঢেউগুলি হইতে যেন বৃক্ষগুলি নাচিয়া উপরে উঠিতেছে।

এই দ্বীপের দক্ষিণাংশ ও মধ্যভাগ একটী পর্ব্বতবেষ্টনী দ্বারা

সংগ্রথিত এবং প্রায় ৪২১২ মাইল স্থান অধিকার করিয়া এই পার্ব্বত্য জনপদ বিরাজিত। উহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমোপকূল নবগঠিত নিম্ন ভূমি এবং প্রায় ৩০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে কল্লিতিয়া হইতে বাটিকালোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিভাগ সমতল ও নানা মূল্যবান্ বৃক্ষপূর্ণ বনমালায় আচ্ছন্ন।

সিংহলের এই পার্ব্বত্য রাজ্য প্রত্নতত্ত্বের একটী অপূর্ব্বকেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও দর্শনযোগ্য দ্রব্যের হিসাবে ইহা সাধারণের আদরণীয়। বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তিনিকেতন সুপবিত্র অনুরাধপুরীর পার্শ্বস্থিত মহিন্তাল শৈল ও শ্রীগিরি পাথিবসৌন্দর্য্যে দাক্ষিণাত্য অধিত্যকার অনুরূপ।

পূর্ব্বে আদম্‌স্ পীক্ নামক শৈলশৃঙ্গকেই সিংহলের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পরিমাণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার উচ্চতা ৭৩৫২ ফিট্ মাত্র। সিংহলের সর্ব্বোচ্চ শিখর ও পিদুরু-তালাগলা ৮২১১ ফিট্ এবং কিরিগল-পোতা ৭৮৩৬ ও তোতপোলকণ্ড ৭৭৪৬ ফিট্ উচ্চ। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র বলিয়া শ্রীপাদশৈলের (Adam's peak) মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নানা দেশ হইতে নানা জাতীয় তীর্থযাত্রী বৎসরের সকল সময়েই এই স্থান সন্দর্শনে আসিয়া থাকেন। শ্রীপাদশৈলের শিরোভাগে একটী গহ্বর আছে, উহাই এখানকার প্রধান তীর্থ। ব্রাহ্মণেরা বলেন, উহা দেবাদিদেব মহাদেবের পাদচিহ্ন। বৌদ্ধদিগের মতে, ঐ স্থানে শাক্যবুদ্ধ পদার্পণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা উহাকে আদমের পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানদিগের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, উহা মহাত্মা সেণ্ট টমাসের বিহারভূমি; আবার অপরে বলিয়া থাকেন যে, উহাই থিয়োপিয়া রাজরাণী কাণ্ডী-রাজকুমারীর কোন খোঞার কীর্ত্তি।

যাহা হউক, এই স্থানের কীর্ত্তি-কলাপ যে অপূর্ব্ব শিল্প কৌশলের পরিচায়ক তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরোহন করিতে যে সোপানশ্রেণী বিলম্বিত আছে, তাহার উপরের ছাঁদ সুন্দর ও শিল্পসমন্বিত। পর্ব্বতের উপরে উঠিতে অর্দ্ধপথে একটী সুসমৃদ্ধ শঙ্ঘারাম আছে। তথাকার পুরোহিতেরা এই পথ ও পর্ব্বতশিখরস্থ তীর্থের পরিদর্শক। এই সকল পর্ব্বতশিখর নানা জাতীয় ফল ও ফুলবৃক্ষে পরিপূর্ণ। শ্রীপাদশৈলের চতুষ্পার্শ্বের মূলদেশে যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা দৃষ্ট হয়, তাহা এক সময়ে শাল, চন্দন প্রভৃতি নানা জাতীয় মূল্যবান্ বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন ছিল। ঐ আরণ্য প্রদেশ এক্ষণে য়ুরোপীয় কৃষিসমিতির চেষ্টায় পরিস্কৃত হইয়াছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের ২০০০ হইতে ৪৫০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে শালাদি বৃক্ষের পরিবর্ত্তে কফির চাস হইতেছে। নুবারা-এলিয়া নামক স্বাস্থ্যকর স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬২০০ ফিট উচ্চ। ইহার সমতল বক্ষ আল্পসের পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। হটন নামক অধিত্যকা ভূমিও প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চ। এখানকার স্বাস্থ্য নুবারা এলিয়া অপেক্ষা উত্তম। দুঃখের বিষয় ইহা দুরারোহ হওয়ায় য়ুরোপীয়দিগের বাসপক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়াছে। সিংহলের মধ্য প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী কাণ্ডীনগরী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭২৭ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

সমুদ্রবক্ষে স্থাপিত ও সূর্য্যোত্তাপে সমুদ্র হইতে উত্থিত শীতল বায়ু সঞ্চালনে স্নিগ্ধ সিংহলের সুবিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি বসন্তের মলয় মারুতে বড়ই মনোরম হইয়া থাকে। এই অধিত্যকা বক্ষে স্থানে স্থানে ক্ষীণকলেবরা নদীসমূহের অববাহিকা বিরাজিত আছে; কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটী বিস্তৃত নদীর আকার ধারণ করে নাই। দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব মনুষ্ম বায়ুর পরিবর্ত্তনপ্রারম্ভে এখানে দারুণ বৃষ্টিপাত হয় এবং তখন উক্ত জলরাশি সেই ঢালু পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া ভীমবেগে নিম্নদিকে নামিতে থাকে। পর্ব্বতগাত্রস্থ অববাহিকা ও উপত্যকাসমূহ সেই বারিধারায় বিপ্লাবিত হইয়া প্রপাত সহকারে নিম্নতম প্রান্তরে নিপতিত হয়। ঐ সময়ে পার্ব্বত্য জলধারাসমূহের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই চিত্তহারী।

যখন এইরূপে এক একটী বৃহৎ জলধারা নিম্নতম প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হয়, তখন নানা দিক্ হইতে পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত সকল তাহাতে মিলিত হইয়া নদীর কলেবর বৃদ্ধি করে। বর্ষা ঋতু ভিন্ন অন্যান্য সময়ে পর্ব্বতসমূহের উচ্চ শিখরদেশে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিপাত হয়। আমাদের দেশের বন্যার ন্যায় ঐ জল এক একদিন পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া প্রখর প্রবাহে নিম্নে অবতীর্ণ হয়। তাঁহার পর সেই অববাহিকা আবার পূর্ব্বের ন্যায় শুষ্ক হইয়াই থাকে। এখানে এমন কোন নদী নাই, যাহার উপর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনায়াসে পার না হওয়া যায়। নদীর তীরভূমি প্রায়ই নিবিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত।

এখানকার নদীগুলির মধ্যে পিদুরুতলাগলা পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত মহাবলী-গঙ্গা সর্ব্বপ্রধান। উৎপত্তিস্থান হইতে ইহা বক্র গতিতে নামিয়া কোটমালী উপত্যকা হইতে পাশবেজ নামক স্থানে আসিয়াছে। শ্রীপাদ-শৈল-বিনিঃসৃত একটী ক্ষুদ্রাকারা নদী এখানে উক্ত নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পেরাদেনীয়া গ্রামের নিকটে এই নদীবক্ষে রেলবর্ত্মের সেতু ও অপর একটী ২০৫ ফিট্ স্প্যানযুক্ত সুন্দর সেতু বিদ্যমান আছে। ইহার পর ক্রমশঃ এই নদী কাণ্ডীনগরের পশ্চিম ও উত্তর ঘুরিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে অবতরণকালে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সমতল ক্ষেত্রের বনভূমি দিয়া

সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। উহার মূলশাখা মহাবলীগঙ্গা নামে ত্রিকোণমালী বন্দরের পার্শ্ব দিয়া কোত্তিয়ার উপসাগরে নিপতিত হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র শাখাটী বেরুকল নামে ত্রিকোণমালীর ২৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে মিশিয়াছে। বন্যার সময় নদীর জল ২৬ হইতে ৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং অন্যান্য সময় স্থানে স্থানে নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। নদীটী প্রায় ২০০ মাইল লম্বা, কিন্তু মোহানা হইতে ৮০,৯০ মাইল মাত্র নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। প্রাচীন হিন্দুরাজগণ এই নদীর কূলে অনেক স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া এবং অনেক স্থলে খাল কাটিয়া দিয়া দেশ-রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন।

কেলানী গঙ্গা শ্রীপাদশৈল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া রাবণ-বেল্লার পার্শ্ব দিয়া পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে ফিরিয়াছে এবং কলম্বোর উত্তর দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। এই নদীতে চেপ্টাতলা নৌকাযোগে ৪০ মাইল পর্য্যন্ত পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করা যায়। উক্ত পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া কালুগঙ্গা ও বলবগঙ্গা (বলোয়া) শবরগমুব জেলার মধ্য দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। কালুগঙ্গার রত্নপুর হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কালুতারা গ্রাম পর্য্যন্ত বাণিজ্য চলে। কালুতারা হইতে একটী খাল কলম্বো গিয়াছে। এখানে আর যে সকল নদী আছে, তাহাদের কোনটীতেই বর্ষা ভিন্ন অপর ঋতুতে জল থাকে না।

এখানে কলম্বো, বোলগোড় ও নেগোম্বো নামক স্থানে কয়টী সুবিস্তৃত হ্রদ আছে। হ্রদগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত, উহার তীরভূমিতে অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ রোপিত থাকায় উহা শোভার আধার হইয়াছে। ওলন্দাজদিগের অধিকার-কালে জলপথে বাণিজ্যবিস্তারের সুবিধাকল্পে এখানে তাহাদের যত্নে অনেকগুলি খাল কাটান হয়। কাপিতীয়া হইতে নেগাম্বো পর্য্যন্ত, নেগাম্বো হইতে কলম্বো এবং কলম্বো হইতে দক্ষিণভাগে কালুতারা পর্য্যন্ত তাঁহারা বাঁধ দিয়া বা খাল কাটিয়া একটী বাণিজ্যপথ গঠন করিয়াছিলেন।

সিংহলের ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ইহার উত্তরাংশ প্রবালকীট ও সমুদ্রতরঙ্গপরিচালিত বালুকারাশির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ভারতের করমণ্ডল উপকূল হইতে বালুরাশি অবাধে সমুদ্রতরঙ্গে আসিয়া পয়েণ্ট-পিড্রোর নিকট প্রবাল-শৈলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই স্থিত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ প্রবালশৈলগুলি বালুকাভরে প্রপূরিত হইয়া জাফনা-পাটম্ নামক প্রায়োদ্বীপ সংগঠন করিয়াছে। পর্ব্বতভাগে গ্নাইস, কোয়াটস্, ডোলোমেটিক্ লাইমষ্টোন, ফেল্স্পার, লৌহ-মিশ্রিত পরফিরি, হর্ণব্লেণ্ড, লেটারাইট প্রভৃতি পাথর দৃষ্ট হয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে তাম্র, প্লাটিনা, পারদ, ম্যাঙ্গেনিজ, লৌহ, সাল-ফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া, গুর্ম্মা, লবণ ও সোরা প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া যায়।

ইতিহাস-অশিক্ষিত হিন্দু সাধারণের নিকট সিংহল রাক্ষসেশ্বর রাবণের রাজধানী বলিয়া পরিগৃহীত। বাস্তবিক সিংহল লঙ্কারাজ্য নহে, তবে প্রাচীন লঙ্কারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের সময় এবং ব্রাহ্মণধর্ম্ম যখন এখানে প্রশ্রয় পায়, সেই দুইটী যুগে সিংহলে নূতন নূতন কীর্ত্তি স্থাপিত হয়, এবং সেই সময় হইতে ভগবানের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়কাহিনী যখন রামেশ্বরতীর্থে ও দর্ভশয়নাদি স্থানে পরিকীর্ত্তিত হয়, সেই সময়েই সিংহলকে লঙ্কার মর্য্যাদাদান করিবার অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে। ঐ সময় সিংহলে রাবণের প্রাসাদ, অশোকবন, সীতার অগ্নিপরীক্ষাস্থল প্রভৃতি গঠিত হইয়া ইহা হিন্দুর পবিত্র তীর্থ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্ররূপে বিঘোষিত হইতে আরম্ভ করে। অধিক সম্ভব দাক্ষিণাত্যের চালুক্য (?) রাজবংশের আধিপত্যবিস্তারসময়ে অথবা রামনাদের রাজগণের কৌশলে ইহা ক্রমশঃ লঙ্কারাজ্য বলিয়া সাধারণে পরিচিত হইয়াছে।

ইহার প্রাচীন নাম সিংহল দ্বীপ। মহাবংশ নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থে বঙ্গরাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহলযাত্রা প্রসঙ্গ আছে। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে এই দ্বীপের তাম্রপর্ণী ও বৌদ্ধশাস্ত্রে তম্বপন্নি নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানগণ সিংহলকে Taprobane (তাম্রপর্ণীর অপভ্রংশ) বলিয়া জানিতেন। ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন তাঁহার কাব্যে সিংহল দ্বীপের সমৃদ্ধিগৌরব বিবৃত করিয়াছেন—

"The Asia kings and Parthian among those ;
From India and the golden Chersonese,
And utmost Indian Isle Taprobane
Dusk faces with white silken turbans wreathed."

আরবদেশীয় নাবিকেরা সিংহলদ্বীপ শব্দের অনুকরণে ইহাকে সেরেনদিব্, সেরেনদিপ্, সিরিন্দ্বইলও জেলান নামে অভিহিত করিত। ভারতীয় মুসলমানেরা ইহাকে সেরেনদিপ্ বলেন। আরব দেশীয়েরা ইহাকে সেরেনদিপ্ এবং সিংলুনও বলে। প্রাচ্য জগতের অন্যান্য দেশের ন্যায় এই সিংহলদ্বীপেও প্রত্নতত্ত্বের প্রভূত নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এখানে যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও রাজ্যোপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে কিংবদন্তী ও প্রকৃত বিবরণ পৃথক্ করা সুকঠিন। মহাবংশবর্ণিত উপাখ্যান হইতেই এখানকার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত।

সিংহলদ্বীপে আদি সভ্যতা বিস্তারের কোন ইতিহাস নাই। রামায়ণ মহাকাব্যের শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়প্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে, রামচন্দ্র বানরসৈন্যসহায়ে লঙ্কা অবরোধপূর্ব্বক রাবণের রাজধানী লঙ্কাপুরী জয় করিয়া ছিলেন। এই সিংহল যদি প্রাচীন লঙ্কারাজ্যের অংশ হয়, তাহা হইলে অযোধ্যার আর্য্য-বংশীয় নরপতির সিংহলগমন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার শুভাগমনে সিংহলে যে আর্য্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উক্ত উক্তি হইতে তাহার কোন মৌলিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি হয় না।

সিংহলকে লঙ্কা বলিয়া সাধারণের ধারণা থাকিলেও উক্ত দুইটী দ্বীপ যে পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিশেষ সমৃদ্ধ জনপদরূপে গণ্য-ছিল, তাহা আমরা পুরাণপাঠ করিলে বিশেষরূপে জানিতে পারি। মহাভারত সভাপর্ব্ব ৩৪।১২ ও ৫২।৩৫ ৩৬ শ্লোকে সিংহলের স্বতন্ত্র উক্তি পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের উক্তি হইতে জানা যায় যে, সিংহলরাজ নানা মণিরত্ন লইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন।

"সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মুক্তাসঙ্ঘাংস্তথৈব চ।
শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্।
সংবৃতা মণিচীরৈস্তু শ্যামাস্তাম্রান্তলোচনাঃ॥(ভারত ২।৫২।৩৫-৩৬)

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে সিংহল ও লঙ্কা স্বতন্ত্র রাজ্য ও জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত আছে,—

তদ্‌যথা স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্ল আবর্ত্তনো রমণকোমন্দহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি।" (ভাগবত ৫।১৯।২৯)

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮।২৭, রাজতরঙ্গিণী ১।২৯৫ এবং কথা সরিৎসাগর ৫৬।৬২ প্রভৃতি গ্রন্থেও সিংহলের স্বতন্ত্র পরিচয় আছে।

প্রাচীনকালে সিংহলও যে লঙ্কার ন্যায় একটী প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল, তাহা কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত সিংহলপতির উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়। বরাহমিহিরও সিংহলাধিপের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতেও সিংহলের সমৃদ্ধির উপাখ্যান আছে। মহাকবি কহ্লন পঞ্জাবের শকরাজ মিহিরকুলকে সিংহলবিজয়ের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন। এ কথা ঐতিহাসিকেরা গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন মিহির-কুল সম্ভবতঃ সিন্ধুবিজয়ে গমন করিয়া থাকিবেন। মিহির-কুল ৫১৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিজয়সিংহ বঙ্গদেশ হইতে সদলে সিংহল-যাত্রা করেন। তিনি স্বীয় অনুচরগণসাহায্যে সিংহলরাজ্য উদ্ধার করিয়া স্বয়ং তথাকার একমাত্র অধীশ্বর হন। রাজা বিজয়সিংহই এখানে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি এখানে জাতি-ভেদ পূর্ণ প্রভাবে বিদ্যমান আছে।

তাঁহার এবং তদীয় বংশধরগণের রাজ্যকালে সিংহলদ্বীপ সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন প্রাচ্য রাজ্যের রাজ-শাসনের অপ্রতিহত প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় এখানে প্রচলিত ছিল। মন্বাদি স্মৃতিবর্ণিত ধর্ম্ম ও শাসননীতি এস্থানে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া রাজার রাজদণ্ড অক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ডিকসন লিখিয়াছেন, এখানকার অধিবাসীরা যেরূপ পবিত্র ভাবে ধর্ম্মচর্য্যা করে, নীতিতন্ত্র এখানে যেভাবে পরিলক্ষিত হয়, যেরূপ ন্যায়পরতার সহিত এখানকার বিচারকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এখানে রাজধর্ম্ম রক্ষিত হয়, তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে আমাদের যুগপৎ আনন্দ, বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।

সিংহল যে প্রাচীনকালে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল, তাহা আমরা পাশ্চাত্য-জগতের নানা বিবরণ হইতেও জানিতে পারি। মাকিদোনিয় নৌসেনাপতি ওনেসিকুলাস সিংহল বা তাম্রপর্ণীর বিশেষ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ৩২৯ বা ৩৩০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ওনেসিকুলাস জীবিত ছিলেন। দিওদোরাস্ সিকুলাস্ও ৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিংহলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে সিংহলের উল্লেখ দেখা যায়। ৩৬ খৃষ্টাব্দে ডাওনিসাস্ সিংহলের পূর্ব্ব বিবরণ যথাযথ জ্ঞাপন করিয়া এখানকার ভীমকায় হস্তিসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সিন্ধুবাদ নাবিকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে, আবদুর রজকের গ্রন্থে এবং পরবর্ত্তিকালে রিবেইরোর লেখনীতে সিংহলের উল্লেখ আছে।

রোম সাম্রাজ্যাধীশ্বর ক্লডিয়াস্ সিজরের রাজ্যকালে লোহিত সাগরের শুল্কগৃহীতা কোন রোমক-কর্ম্মচারী (Roman publican) দৈবদুর্ব্বিপাকে ভীষণ ঝড়ে পড়িয়া আরবতীর হইতে সিংহলে চালিত হইয়াছিলেন। তিনি এখানকার সুসমৃদ্ধ রাজধানী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি এখানকার উচ্চ শিক্ষিত রাজাকে রোমের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ বিস্তারের জন্য রোম রাজাধীশ্বরসমীপে দূত প্রেরণে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্ররোচনায় সিংহলপতি লোহিতসাগরপথে দূত প্রেরণ করিয়া পরস্পরের বাণিজ্যসম্বন্ধ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস নানারূপ অবিশ্বাসযোগ্য উপাখ্যানমালায় বিজড়িত থাকিলেও মহাবংশের ইংরাজী অনুবাদক মহামতি টর্ণার তদবলম্বনে যে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়; নিম্নে তাহার কএকটী উদ্ধৃত হইল—

খৃঃ পূ ৫৪৩ তথাগতের অপ্রকটকালে বিজয়ের সিংহলাগমন।
„ ৩০৭ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের জন্য ধর্ম্মাশোক কর্ত্তৃক শ্রমণাদি প্রেরণ।
„ ১০৪ মলবারগণ কর্ত্তৃক সিংহলবিজয়।

খৃ: অ: ৯০ বলগৌরবাহু কর্ত্তৃক অভয়গিরিস্থাপন।
" ২০৯ বৈবহারের রাজ্যকালে বৈতুল্যমত প্রচার।
" ২৫২ গোলু অভয়ের রাজ্যকালে পুনরায় বৈতুল্যমত-স্থাপন চেষ্টা।
" ৩০১ মহাসেনের মৃত্যু।
" ৫৪৫ অম্বকীয়ের রাজত্বসময়ে বৈতুল্যমত পুনঃ প্রচার।
" ৮৩৮ মিতবেল্লসেনের রাজ্যকালে বজ্রবাদীয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।
" ১১৫৩ পরাক্রম বাহুর রাজ্যারোহণ।
" ১২০০ সাহসমল্লের রাজ্যারোহণ।
" ১২৬৬ পণ্ডিত পরাক্রমবাহু ৩য়ের রাজ্যাধিকার।
" ১৩৪৭ ভুবনৈকবাহু চতুর্থের সিংহাসনপ্রাপ্তি।

সিংহলের ইতিহাসে কিংবদন্তীমূলক যে সকল ঘটনাই লিপিবদ্ধ থাকুক না কেন, ভারতীয় নানা গ্রন্থে ইহার যে খ্যাতি রহিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ সিংহলে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার। স্থানীয় কিংবদন্তীতে রামচন্দ্রের বিজয়কাহিনী কল্পিত থাকিলেও তৎকালে এখানে যে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ শ্রমণাদি প্রেরণ হইতে বুঝা যায় যে, তাহার বহু পূর্ব্বে সিংহলে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার ঘটিয়াছিল এবং সিংহলে বৌদ্ধ ভিন্ন অপর হিন্দুমতও প্রচলিত ছিল।

ভারতের সহিত সিংহল এই সময় হইতেই রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সময় হইতে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের রাজন্যগণ কখন মিত্রভাবে কখনও বা শত্রুভাবে সিংহল যাত্রা করিতেন। দ্রাবিড়গণ প্রায়ই বাণিজ্য ব্যপদেশে সিংহল যাত্রা করিত। শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ৩৫০ খৃষ্টাব্দের সমকালে ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সিংহলবাসীকে পদানত করিয়াছিলেন। ৬৯৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম চালুক্যরাজ বিনয়াদিত্য সত্যাশ্রয় পিতৃসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার রাজত্বের একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতসহ সিংহলের পরাক্রান্ত নৃপতিকে জয় করিয়াছিলেন। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ ২য় হরিহরের মহিষী মল্লানদেবীর গর্ভজাত তনয় বিরূপাক্ষ পিতা কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া সসৈন্যে সিংহলযাত্রা করিয়া তদ্দেশাধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভারতীয় প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণ যে সিংহলপতিগণকে বিজয়বাসনায় সসৈন্যে সাগরপার হইতেন এবং যাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে তাঁহারা গৌরব মনে করিতেন, সেই প্রসিদ্ধ বলবৃন্দ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বৌদ্ধ রাজগণের সহিত ভারতের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধনিরূপণার্থ এখানে সিংহলরাজবংশের তালিকা উদ্ধৃত হইল। (নামগুলি প্রায়ই পালি বা সিংহলী ভাষায় লিখিত।)

১ বিজয়সিংহ	৫৪৩ খৃ: পূ:
২ উপতিস্স (অভিভাবক)	৫০৫ "
৩ পাণ্ডুবাসুদেব	৫০৪ "
৪ অভয়	৪৭৪ "
রাজহীন বিপ্লবকাল	৪৫৪ "
৫ পাণ্ডুকাভয়	৪৩৭ "
৬ মুট শিব	৩৬৭ "
৭ দেবানম্পিয় তিস্স	৩০৭ "
৮ উত্তিয়	২৬৭ "
৯ মহাশিব	২৫৭ "
১০ সুর তিস্স	২৪৭ "
১১ সেন ও গুত্তক (বৈদেশিক রাজ্যাধিকারী)	২৩৭ "
১২ অসেল	২১৫ "
১৩ এলার (তামিলজাতীয় রাজ্যাপহারী)	২০৫ "
১৪ দুট্ঠগামিনী	১৬১ "
১৫ সদ্ধা তিস্স	১৩৭ "
১৬ থুল্লথন (তুলুন)	১১৯ "
১৭ লজ্জি তিস্স	১১৯ "
১৮ খল্লাট নাগ	১০৯ "
১৯ বট্টগামনী অভয় বা বল-গম্ বাহু	১০৪ "

২০ পুলহত্থ ১০৩ খৃ: পূ:
বাহিয় ১০০ " "
পণয়মার ৯৮ " "
পিলয়মার ৯১ " "
দাঠিয় ৯১ " "
(ইহারা তামিলদেশীয় ও সিংহল সিংহাসনের অপহারক।)

২১ বট্টগামনী অভয় বা বলগম্বাহুর পুনরায় সিংহাসনাধিকার	৪৪ খৃ: পূ:
২২ মহাচুল বা মহাতিস্স	৭৬ "
২৩ চোড়নাগ	৬২ "
২৪ তিস্স বা কুড়া তিস্স	৫০ "
২৫ অনুড়া	৪৭ "
২৬ মকলঙ তিস্স বা কালকন্নি তিস্স	৪২ "
২৭ ভাতিকাভয়	২০ "
২৮ মহাদাঠির বা মহানাগ	৯ খৃ: অ:
২৯ অমণ্ডগামনী অভয়	২১ "
৩০ কনিজাহু তিস্স	৩০ "
৩১ চুড়াভয় তিস্স বা কুড়া অবা	৩৩ "

৩২ শ্রীবলী — ৩৫ খৃঃ অঃ

৩ বৎসর অরাজক কাল—

৩৩ ইলনাগ বা এলুনা — ৩৮ ,,

৩৪ চন্দমুখ শিব বা সন্দমুহুনু — ৪৪ ,,

৩৫ যশলালক তিস্‌স — ৫২ ,,

৩৬ শুভরাজ — ৬০ ,,

৩৭ বসভ বা বহপ — ৬৬ ,,

৩৮ বঙ্কনাসিক তিস্‌স — ১১০ ,,

৩৯ গজবাহু ১ম — ১১৩ ,,

৪০ মহল্লক নাগ বা মহলু না — ১৩৫ ,,

৪১ ভাতিয় বা ভাতিক ২য় — ১৪১ ,,

৪২ কণিট্‌ঠ তিস্‌স বা কণিটু তিস — ১৬৫ ,,

৪৩ চূড়নাগ বা সুলু না — ১৯৩ ,,

৪৪ কুড্ডনাগ — ১৯৫ ,,

৪৫ শ্রীনাগ (শিরিনাগ) ১ম — ১৯৬ ,,

৪৬ বোহারক তিস্‌স — ২১৫ ,,

৪৭ অভয় তিস্‌স — ২৩৭ ,,

৪৮ শ্রীনাগ ২য় — ২৪৫ ,,

৪৯ বিজয় ২য় বা বিজয়িন্দু — ২৪৭ ,,

৫০ সঙ্ঘতিস্‌স ১ম — ২৪৮ ,,

৫১ শ্রীসঙ্ঘবোধি ১ম বা দহম শিরি সঙ্ঘবো — ২৫২ ,,

৫২ গোঠাভয় বা মেঘবর্ণাভয় — ২৫৪ ,,

৫৩ জেট্‌ঠ তিস্ম বা দেটু তিস — ২৬৭ ,,

৫৪ মহাসেন বা মহসেন্‌ — ২৭৭ ,,

৫৫ কিত্তিশিরি মেঘবন্ন বা কিৎশিরি মেবন — ৩০৪ ,,

৫৬ জেট্‌ঠ তিস্‌স ২য় বা দেটুতিস — ৩৩২ ,,

৫৭ বুদ্ধদাস বা বুজস্‌ — ৩৪১ ,,

৫৮ উপতিস্‌স ২য় — ৩৭০ ,,

৫৯ মহানাম — ৪১১ ,,

৬০ সোত্থি সেন — ৪৩৪ ,,

৬১ চত্ত গাহক — ৪৩৪ ,,

৬২ মিত্ত সেন

৬৩ পাণ্ডু—৪৩৩ খৃঃ অঃ
পারিন্দ—৪৪১ ,,
খুদ্দ—
পারিন্দ—৪৪৪ ,,
তিরীতর—৪৬০ ,,
দাঠিয়—৪৬০ ,,
পীঠিয়—৪৬৩ ,,

} এই সাত জন তামিল রাজা সিংহল সিংহাসনের অপহর্ত্তা।

৬৪ ধাতুসেন বা দাসেন্‌-কেলিয় — ৪৬৩ খৃঃ অঃ

৬৫ কস্‌সপ ১ম (কাশ্যপ) ৬৪র পুত্র, — ৪৭৯ ,,

৬৬ মোগ্‌গল্লান ১ম (মৌদ্গল্যায়ন) ৬৫র ভ্রাতা — ৪৯৭ ,,

৬৭ কুমার ধাতুসেন ৬৬র পুত্র — ৫১৫ ,,

৬৮ কিত্তি সেন (কীর্ত্তিসেন) ৬৭র পুত্র — ৫২৪ ,,

৬৯ শিব (কিত্তিসেনের মাতুল) — ৫২৪ ,,

৭০ উপতিস্‌স ৩য় (উপতিষ্য ৬৯র শ্যালক) — ৫২৫ ,,

৭১ অম্ব সামনের শিলাকাল (৭০র জামাতা) — ৫২৬ ,,

৭২ দাঠাপ্পভুতি ৭১এর পুত্র — ৫২৯ ,,

৭৩ মোগ্‌গল্লান ২য় (মৌদ্গল্যায়ন, ৭২র জ্যেষ্ঠভ্রাতা) — ৫৪০ ,,

৭৪ কিত্তিশিরি মেঘবন্ন (কীর্ত্তিশ্রী মেঘবর্ণ) ৭৩র পুত্র — ৫৬০ ,,

৭৫ মহানাগ (ওক্কাক বংশীয় রাজপুত্র) — ৫৬১ ,,

৭৬ অগ্‌গ বোধি ১ম (অগ্র বোধি) ৭৫র মাতুল ভ্রাতুষ্পুত্র — ৫৬৪ ,,

৭৭ অগ্‌গবোধি ২য় ৭৬র জামাতা — ৫৯৮ ,,

৭৮ সঙ্ঘতিস্‌স (সঙ্ঘতিষ্য, রাজাবলিমতে ৭৭র ভ্রাতা) — ৬০৮ ,,

৭৯ দল্ল মোগ্‌গল্লান ৭৭র সেনাপতি — ৫০৮ ,,

৮০ সিলা মেঘবন্ন বা অশিগাহক (অসিগ্রাহক শিলামেঘ, দল্লমোগ্‌গল্লানের সেনাপতিপুত্র — ৬১৪ ,,

৮১ অগ্‌গবোধি ৩য় বা শ্রীসঙ্ঘবোধি ২য়, ৮০র পুত্র — ৬২৩ ,,

৮২ জেট্‌ঠ তিস্‌স, ৭৮র পুত্র — ৬১৩ ,,

৮১ অগ্‌গবোধি ৩য়, পুনরধিকার — ৬২৪ ,,

৮৩ দাঠোপতিস্‌স ১ম, কেমেনি বংশীয় — ৬৪০ ,,

৮৪ কস্‌সপ ২য় ৮১র ভ্রাতা — ৬৫২ ,,

৮৫ দপ্‌পুল ১ম ৮৪র জামাতা — ৬৬১ ,,

৮৬ হথদাঠ বা দাঠোপতিস্‌স ২য় (৮৩র ভ্রাতুষ্পুত্র) — ৬৬৪ ,,

৮৭ অগ্‌গবোধি ৪র্থ সিরিসঙ্ঘবোধি, ৮৬র কনিষ্ঠভ্রাতা — ৬৭৩ ,,

৮৮ দত্ত, সিংহলরাজবংশধর — ৬৮৯ ,,

৮৯ উংহনাগর হথ দাঠ — ৬৯১ ,,

৯০ মাণবন্ম (মানবর্ম্মন্‌) ৮৪র পুত্র — ৬৯১ ,,

৯১ অগ্‌গবোধি ৫ম ৯০র পুত্র (?) — ৭২৬ ,,

৯২ কস্‌সপ ৩য়, ৯১র ভ্রাতা — ৭৩২ ,,

৯৩ মহিন্দ ১ম (মহেন্দ্র) ৯২র পুত্র — ৭৩৮ ,,

৯৪ অগ্‌গবোধি ৬ষ্ঠ শিলামেঘ, ৯৩র পুত্র — ৭৪১ ,,

৯৫ অগ্‌গবোধি ৭ম, ৯৪র ভ্রাতা — ৭৪৮ ,,

৯৬ মহিন্দ ২য় শিলামেঘ, ৯৫র ভ্রাতুষ্পুত্র — ৭৮৭ ,,

৯৭ দপ্‌পুল ২য়, ৯৬র পুত্র — ৮০৭ ,,

৯৮ মহিন্দ ৩য় বা ধম্মিক সিলামেঘ, (ধার্ম্মিক শিলামেঘ) ৯৭র পুত্র — ৮১২ ,,

৯৯ অগ্‌গবোধি ৮ম, ৯৮র সম্পর্কিত ভ্রাতা — ৮১৬ খৃঃ অঃ
১০০ দপ্‌পুল ৩য়, ৯৯র কনিষ্ঠ ভ্রাতা — ৮২৭ „
১০১ অগ্‌গবোধি ৯ম, ১০০র পুত্র — ৮৪৩ „
১০২ সেন ১ম, শিলামেঘ সেন (শিলামেঘবর্ণ ১০ র কনিষ্ঠ) — ৮৪৬ „
১০৩ সেন ২য়, ১০২র পৌত্র — ৮৬৬ „
১০৪ উদয় ১ম, ১০৩র সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা — ৯০১ „
১০৫ কস্‌সপ ৪র্থ, ২০৪র জামাতা — ৯১২ „
১০৬ কস্‌সপ ৫ম, ১০৫র জামাতা — ৯২৯ „
১০৭ দপ্‌পুল ৪র্থ, ১০৬র পুত্র — ৯৩৯ „
১০৮ দপ্‌পুল ৫ম, ১০৭র ভ্রাতা — ৯৪০ „
১০৯ উদয় ২য় — ৯৫২ „
১১০ সেন ৩য়, ১০৯র ভ্রাতা — ৯১৫ „
১১১ উদয় ৩য় — ৯৬৪ „
১১২ সেন ৪র্থ — ৯৭২ „
১১৩ মহিন্দ ৪র্থ — ৯৭৫ „
১১৪ সেন ৫ম, ১১৩র পুত্র — ৯৯১ „
১১৫ মহিন্দ ৫ম, ১১৪র ভ্রাতা — ১০০১ „
১১৬ যুবরাজ কাশ্যপ বা বিক্রমবাহু — ১০৩৭ „

ইঁহার সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হয় এবং সিংহলরাজ্যে অবিচার অনাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে

১১৭ কিত্তি (কীর্ত্তি সেনাপতি রাজ্যাপহারক) — ১০৪৯ „
১১৮ মহলাণ কীর্ত্তি (রাজ্যাপহারী) — ১০৪৯ „
১১৯ বিক্কমু পণ্ডু (বিক্রমপাণ্ডু রাজ্যাপহারী) — ১০৫২ „
১২০ জগতি পাল (রাজ্যাপহর্ত্তা) — ১০৫৩ „
১২১ পরক্কম (পরাক্রম রাজ্যাপহারী) — ১০৫৭ „
১২২ লোক বা লোকিস্‌সর (লোকেশ্বর রাজ্যাপহারী) — ১০৫৯ „
১২৩ বিজয়বাহু ১ম (শ্রীসঙ্ঘবোধি) ১১৫র পৌত্র — ১০৬৫ „

বিক্রমবাহুর সিংহাসনাধিকার ১০৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিজয়বাহুর রাজ্য লাভ ১০৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহল যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবে উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল তাহার রাজ্যাপহারীদিগের রাজ্যাধিকার হইতেই বুঝা যায়। রাজ্যের বা রাজসরকারভুক্ত যে ব্যক্তি যখন অর্থ ও সেনাবলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন তখনই তিনি রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তৎকালে রাজমন্ত্রী ও সেনাপতিবৃন্দের মধ্যে যে ঘোর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল, পর পর রাজ্যাপহারকের অভ্যুদয় তাহার প্রমাণ।

১২৪ জয়বাহু, ১২৩র ভ্রাতা — ১১২০ খৃঃ অঃ
১২৫ বিক্কমবাহু'জী (বিক্রমবাহু)—১২৩র পুত্র — ১১২১ খৃঃ অঃ
১২৬ গজবাহু ২য়, ১২৫র পুত্র — ১১৪২ „
১২৭ পরক্কম বাহু (পরাক্রম বাহু) ১২৬র জ্ঞাতিভ্রাতা — ১১৬৪ „
১২৮ বিজয়বাহু ২য়, ১২৭এর ভ্রাতুষ্পুত্র — ১১৯৭ „
১২৯ মহিন্দ ৬ষ্ঠ, রাজ্যাপহারী — ১১৯৮ „
১৩০ কিত্তি নিস্‌সঙ্ক (কীর্ত্তি নিঃশঙ্কমল্ল) — ১১৯৮ „

রাজা পরাক্রমবাহু বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তারকল্পে তিনি সিংহলের নানা স্থানে মঠ বিহার ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই কারণে তাঁহাকে সকলে লঙ্কেশ্বর ও মহাপরাক্রম বাহু নামে অভিহিত করেন। ১১২৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়বাহুর মতান্তরে বিক্রমবাহুর মৃত্যু ঘটিলে রাজ্যাধিকার লইয়া রাজপরিবারে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং সেই কারণে প্রায় ২২ বৎসরকাল অন্তর্বিপ্লব চলিতে থাকে। এই ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহের সময় সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর শ্রীহীন হইয়া যায়। ১১৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধবিগ্রহাদির শান্তি হইলে রাজা পরাক্রম বাহু পুলত্তিনগরে রাজ্যাভিষিক্ত হন। রামন্নদেশাধিপতি তাঁহার প্রেরিত দূতকে বন্দী করিলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ৫০০ নৌবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী পাণ্ড্যরাজপত্নী লীলাবতীর নামাঙ্কিত মুদ্রা অদ্যাপিও পাওয়া যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর এই বিদুষী রমণী ১১৯৭, ১২০৯ ও ১২১১ খৃষ্টাব্দে তিনবার সিংহাসন লাভ করেন, পরাক্রমবাহু ত্রিপিটক অনুসারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন এই কারণে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি ধর্ম্মের প্রেরণায় ১৩০টী বিহার মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। [পরাক্রমবাহু দেখ।]

মহাপরাক্রম বাহুর পর সিংহলে কএকজন নগণ্য রাজা রাজপদ প্রাপ্ত হন। তদনন্তর সিংহলবাসীদিগের নির্ব্বাচনে কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরাধিপতি রাজা জয়গোপের পুত্র নিঃশঙ্কমল্ল সিংহলে আনীত হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। এই কারণে ইনি কালিঙ্গ-চক্রবর্ত্তী বংশীয় বলিয়া অভিহিত। সিংহাসনারোহণের পর তিনি "শ্রীসঙ্ঘবোধি কালিঙ্গ-পরাক্রমবাহু বীররাজ নিঃশঙ্কমল্ল অপ্রতিমল্ল লঙ্কেশ্বর মহারাজ" উপাধি ধারণ করেন। নিঃশঙ্কমল্লের পর তৎ পুত্র বীরবাহু রাজা হন।

[পরাক্রমবাহু নিঃশঙ্কমল্ল দেখ।]

১৩১ বীরবাহু, ১৩০র পুত্র — ১২০৭ খৃঃ অঃ
১৩২ বিক্কমবাহু, ১৩০র ভ্রাতা — ১২০৭ „
১৩৩ চোড়গঙ্গ, ১৩০র ভ্রাতৃপুত্র — ১২০৭ „
১৩৪ লীলাবতী, ১২৭র বিধবা মহিষী — ১২০৮ „
১৩৫ সাহসমল্ল* ১৩০র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা — ১২০০ „

* সাহসমল্লের শিলালিপিতে তাঁহার রাজ্যারোহণকাল ১৭৪৩ বুদ্ধ গতাব্দ

১৩৬ কল্যাণবতী ১৩০র পাটরাণী ১২০২ খৃঃ অঃ
১৩৭ ধম্মাশোক (ধর্ম্মাশোক) ১২০৮ „
১৩৮ অনিকঙ্গ, (প্রধান শাসনকর্ত্তা) ১২০৯ „
(১৩৪) লীলাবতী (পুনরভিষেক) ১২০৯ „
১৩৯ লোকিস্সর (লোকেশ্বর রাজ্যাপহারক) ১২১০ „
(১৩৪) লীলাবতী (পুনরভিষেক) ১২১১ „
১৪০ পরক্কম পণ্ডু (পরাক্রম পাণ্ডু রাজ্যাপহারক) ১২১২ „
১৪১ মাঘ বা কালিঙ্গবিজয়বাহু (রাজ্যাপহারী) ১২১৫ „
১৪২ বিজয়বাহু ৩য় (শ্রীসঙ্ঘবোধি-বংশীয়) ১২৩৬ „
১৪৩ পরক্কম বাহু ২য় (কলিকাল-সাহিত্য-সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত পরাক্রম বাহু) ১২৪০ „
১৪৪ বিজয়বাহু ৪র্থ, ১৪৩র পুত্র ১২৭৫ „
১৪৫ ভুবনেকবাহু ১ম, ১৪৪র ভ্রাতা ১২৭৭ „
১৪৬ পরাক্রমবাহু ৩য়, বোসৎ বিজয়বাহুর পুত্র ১২৮৮ „
১৪৭ ভুবনেক বাহু ২য়, ১৪৫র পুত্র ১২৯৩ „
১৪৮ পরাক্রমবাহু ৪র্থ, ১৪৭র পুত্র ১২৯৫ „
১৪৯ ভুবনেকবাহু ৩য়
১৫০ জয়বাহু ১ম
১৫১ ভুবনেক বাহু ৪র্থ ১৩৪৭ „
১৫২ পরাক্র বাহু ৫ম ১৩৫১ „
১৫৩ বিক্রম বাহু ৩য়
১৫৪ ভুবনেক বাহু ৫ম, গিরিবংশ গোত্রসম্ভূত
১৫৫ বীর বাহু ২য়, ১৫৪র সহোদর
১৫৬ পরাক্রম বাহু ৬ষ্ঠ ১৪১০ „
১৫৭ জয়বাহু ২য় ১৪৬২ „
১৫৮ ভুবনেকবাহু ৬ষ্ঠ ১৪৬৪ „
১৫৯ পরাক্রমবাহু ৭ম ১৪৭১ „

গ্রন্থান্তরে পরাক্রমবাহু ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৭মের রাজ্যকাল লিখিত আছে। এই গণনা অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী কএকজন রাজার রাজ্যাধিকার কালে ১১ বৎসরের গোল বাধে অর্থাৎ ১২১ নং পরাক্রম-বাহুর ও ১০০ নং নিঃশঙ্কমল্লের রাজ্যকাল যথাক্রমে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ হয়, এবং বীর বাহুর রাজ্যারম্ভ ১১৯৭ হইয়া পড়ে। আমরা ঐ ভ্রমের সংশোধন করিতে বিরত থাকিলাম। কেন না, রাজাবলী, রাজরত্নাবলী, মহাবংশ ও নরেন্দ্রচরিতাবলোকন-প্রদীপিকা হইতে সিংহল দেশীয় রাজবংশেতিহাসে যেরূপ রাজ্য কাল প্রদত্ত হইয়াছে শিলালিপির সহিত তাহার তুলনা করিলে আরও নানা প্রমাদ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। পরবর্ত্তী কালের প্রকৃত ইতিহাসের সহিত কিংবদন্তীমূলক প্রাচীন আখ্যানের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য সাহসমল্লের রাজ্যকাল পুনরায় ১২৮০ খৃষ্টাব্দে পিছাইয়া রাখা হইল। যে হেতু সিংহলীয় গ্রন্থ মতে ৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দই বুদ্ধের গতাব্দ। যদি তথাগতের গতাব্দের ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত রাজ্যকালসমূহেরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

লইয়া গোল আছে, সাধারণের অবগতির জন্য তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এখানে বিবৃত হইল—

পরাক্রম বাহু ৩য়, ১২৬৬ হইতে ১৩০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সিংহলবাসীকে ত্রিপিটক শিক্ষা দিবার জন্য চোলরাজ্য হইতে শ্রমণ আনাইয়া ছিলেন। এতভিন্ন তাঁহার উদ্যোগে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসংগ্রহ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বিচার জন্য এখানে একটী সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। পরাক্রমবাহু ৪র্থ ১৩১৪ হইতে ১৩১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ৫ম পরাক্রম বাহু শ্রীসঙ্ঘবোধি নামেও বিদিতছিলেন। ইনি স্বীয় রাজত্বের ১০ম বৎসরে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে দেবরাজ বিষ্ণুর উদ্দেশে ভূমি-মহাবিহারের নিকটে একটী নারিকেলস্তূপ নির্ম্মাণ করেন। ৬ষ্ঠ পরাক্রম বাহু প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ১৪১০ হইতে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কলম্বো বন্দরের নিকটবর্ত্তী জয়বর্দ্ধনপুরে (বর্ত্তমান কোট্ট) রাজত্ব করেন। মাতা সুনমিত্রাদেবীর স্মরণার্থ ইনি ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে একটী বুদ্ধমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৫০১ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৭ম পরাক্রমবাহুর রাজ্যকাল। ইনি সিংহলের পিহিত, মায়া ও রুহুনু প্রদেশে আপন শাসনদণ্ড বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৬০ পরাক্রমবাহু ৮ম
১৬১ বিজয়বাহু ৫ম
১৬২ ভুবনেকবাহু ৭ম
১৬৩ বীর বিক্কম (বীর বিক্রম) ১৫৪২ খৃঃ অঃ
১৬৪ মায়াধনু
১৬৫ রাজসীহ (রাজসিংহ)
১৬৬ বিমল ধম্ম সুরিয় (বিমল ধর্ম্ম সূর্য্য) ১৫৯২ „
১৬৭ সেনরত্ন, ১৬৬র ভ্রাতা ১৬২০ „
১৬৮ রাজসীহ (রাজসিংহ) ১৬৭র পুত্র ১৬২৭ „
১৬৯ বিমল ধম্ম সুরিয় (বিমল ধর্ম্মসূর্য্য) ১৬৮র পুত্র ১৬৭৯ „
১৭০ সিরিবীর পরকম নরিন্দসীহ (শ্রীবীর পরাক্রম নরেন্দ্রসিংহ) ১৬৯র পুত্র ১৭০১ „
১৭১ শ্রীবিজয়রাজসিংহ, ১৭০এর শ্যালক ১৭৩৪ „
১৭২ কীর্ত্তিশ্রীরাজসিংহ ১৭৪৭ „
১৭৩ শ্রীরাজাধিরাজসিংহ (১৭২র কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ১৭৮০ „
১৭৪ শ্রীবিক্কমরাজসীহ (শ্রীবিক্রমরাজসিংহ, ১৭৩র ভ্রাতুষ্পুত্র) ১৭৯৮ „

শ্রীবিক্রমরাজসিংহই কাণ্ডীর শেষ বৌদ্ধ নরপতি। ইনি ইংরাজহস্তে বন্দী হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বহুর দুর্গে নজরবন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে)

সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, সিংহলবিজেতা বিজয়-

সিংহের বংশধরগণ বিভিন্ন শক্তিতে রাজ্যরশ্মি আকর্ষণ করিয়া বিভিন্ন মার্গে সিংহলের সভ্যতা প্রসারিত করিয়াছিলেন। কোন রাজা বিদ্বান্ ছিলেন, তিনি স্বীয় বিদ্যানুরাগবশতঃ সিংহলে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেহ বা বীরচেতা ছিলেন, তিনি স্বীয় সমরশক্তিবিকাশে ভারতবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। অপরে বদান্যতার প্রভূত যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কোন কোন রাজা গৃহবিবাদে ও আত্মবিচ্ছেদে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকে বিদেশীর সহিত রণরঙ্গে লিপ্ত থাকিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা রণক্ষেত্রে রণপিপাসা শান্তি করিতে না পারিয়া স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে মলবার উপকূলবাসী বহু জাতি পুনঃ পুনঃ সিংহলরাজের রাজ্যসীমা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। দিনেমারদিগের বৃটন-বিজয়ের সময় ইংলণ্ডবাসীরা যেরূপ ভয়াবহভাবে দিনেমার-হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিল, সিংহলবাসীরাও এক সময়ে সেইরূপ মলবার জাতি কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

ইহার পর, প্রায় ৮।৫ শতাব্দ ব্যাপিয়া মলবার-দস্যুদল দলে দলে সশস্ত্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎপরে সিংহলে প্রাচীন গৌরব-সূর্য্যের অবসান হইতে থাকে এবং সিংহলরাজ্য ৭টী বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হইয়া যায়। অদৃষ্টান্বেষী পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি অলমীডা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে কলম্বোনগরে অবতরণ করেন। তিনিই সিংহলকে সপ্তরাজ্যে বিভক্ত দেখিয়া স্বীয় বিবরণীতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

১৪১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে পর্ত্তুগীজদিগের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে অলবার্জেরিয়া নামক পর্ত্তুগীজদলপতি সিংহলে বাণিজ্যার্থ কলম্বোর সমীপদেশে কুঠীনির্ম্মাণার্থ স্থান লাভ করেন। এইরূপে একবার দাঁড়াইতে স্থান পাইয়া নবাগত পর্ত্তুগীজগণ শুইবার স্থান করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাহারা তৎকালে আপনাদের বলবৃদ্ধি করিবার প্রত্যেক সুযোগই দেখিতে লাগিলেন এবং দেশবাসীর সহিত মিষ্টবাক্য বিনিময়ে সদ্ভাব স্থাপন করিলেন। অচিরে তাহাদের কুঠীর সামান্য প্রাচীর সুদৃঢ় প্রস্তরপ্রাচীরে পরিণত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যে ঐ কুঠী একটী দৃঢ় দুর্গে রূপান্তরিত হইয়াছিল, পাছে প্রতিযোগী বণিক্‌দল অথবা অন্য কোন রাজশত্রু অকস্মাৎ তাহাদের কুঠী আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় তাহারা সমুদ্রমুখে ও স্থলাভিমুখে দুর্গের বপ্রদেশে ভীমনাদী ভীষণ কামান সকল স্থাপিত করিয়াছিল। সিংহলরাজ সামরিক সজ্জার এই বিসদৃশ আয়োজন সন্দর্শনে ভীত হইলেন। এই নবাগত বৈদেশিক বন্ধুগণ যে ভবিষ্যতে তাঁহার শত্রু হইয়া ক্রূর কৃতঘ্ন কৃষ্ণসর্পবৎ তাঁহাকেই দংশন করিবে তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি তাহাদিগকে দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিবার উপায় বিধানে সচেষ্টিত হইলেন। প্রতিযোগী পর্ত্তুগীজদিগকে সিংহল হইতে দূর করিতে পারিলে সিংহলের বাণিজ্য তাহাদের একচেটিয়া থাকিবে ভাবিয়া মুসলমান ও অন্যান্য দেশীয় বণিক্‌গণ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পর্ত্তুগীজগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। তাহারা তখনও সিংহল ও পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে বিশেষ প্রবল ছিল, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মুসলমান সেনাদল সিংহলরাজের সাহায্যার্থ আসিয়া যোগদান করিল, অদূরদর্শী রাজার এই আয়োজন বিফল হইয়া গেল। পর্ত্তুগীজগণ তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযোগী বলসংগ্রহ করিয়াছেন। রাজসৈন্যের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের সমুদ্রোপকূলে কএকটী ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে পর্ত্তুগীজপক্ষ প্রবল এবং রাজপক্ষ অতীব দুর্ব্বল, সুতরাং রণকুশল য়ুরোপীয়গণ অচিরে সিংহলের পশ্চিমোপকূল স্বীয় করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

পর্ত্তুগীজগণ ক্রমে দেশবাসীর চিরশত্রু হইয়া পড়িল। তাহাদের উত্তরোত্তর নিষ্ঠুরাচরণে উত্যক্ত হইয়া সিংহলবাসী সময়ে সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। দেশবাসীর স্বাধীনতালাভের অথবা কঠোর অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা জনক্ষয় বা রক্তপাত ভিন্ন অন্য কোন পথে পরিচালিত হয় নাই। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ নৌ-সেনাপতি স্পিল্‌বার্জ সদলে আসিয়া সিংহলের পূর্ব্বোপকূলে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক কাণ্ডীরাজের বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করিলেন। কাণ্ডীপতি ওলন্দাজদিগের এই প্রার্থনা মহাসুযোগের অবসর জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সাহায্যেই পর্ত্তুগীজদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইবেন, এই আশায় প্রণোদিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে প্রত্যেক বিষয়ে উৎসাহদান করিতে লাগিলেন। রাজা ওলন্দাজদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সমাদৃত ও উৎসাহিত করিলেও ১৬৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজার শত্রু দমনে কোন চেষ্টা করেন নাই। শেষোক্ত বর্ষে ওলন্দাজগণ পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে সেনাচালনা করিয়া পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী পর্ত্তুগীজদিগের যাবতীয় দুর্গ আক্রমণ করেন। একে একে সকল দুর্গই ধূলিসাৎ হইয়া যায়। পর বৎসরে ওলন্দাজদল সদলে নেগোম্বো জনপদে গমন করেন, কিন্তু তাঁহারা তৎকালে তথায় সামান্য বণিগ্‌ভাবেই অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহারা আশ্রয়লাভার্থ তৎকালে তথায় কোনরূপ সুরক্ষিত দুর্গাদি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ সেনা নেগোম্বো অধিকার পূর্ব্বক তথায় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কলম্বো তাঁহাদের করতলগত হয় এবং ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পর্ত্তুগীজদিগকে তাহাদের সিংহলস্থ শেষ দুর্গ জাফনা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন।

ওলন্দাজগণ পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় হঠকারী ছিলেন না। তাঁহারা বিশেষ সুবিবেচনার সহিত আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। পাছে দেশীয় রাজন্যবর্গ পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় পরে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করে, এই ভয়ে তাঁহারাও আপনাদের বলসঞ্চয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রজারঞ্জক ছিলেন; প্রজাবর্গের অনেক উপদ্রবও সহ্য করিতেন। পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় সমরাঙ্গণে খ্যাতিলাভ করিবার গর্ব্ব তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা সিংহলের অভ্যন্তরদেশে বাণিজ্য পরিচালনার্থ পথঘাট প্রস্তুত করিয়া সিংহলবাসীর অনেক সুবিধা করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বিষয়েও তাঁহারা সিংহলের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

ওলন্দাজগণ সিংহলের বাণিজ্যপরিচালনে সফলকাম হইয়া হলণ্ড-রাজ্যকে বিশেষ লাভবান্ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে সিংহলে নানারূপ কলাশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহারা রাজকীয় অট্টালিকাদি নির্ম্মাণবিষয়ে এবং পথঘাট রক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগ্রহে ও উৎসাহে সমুদ্রোপকূলস্থ প্রদেশসমূহে শিক্ষাবিস্তারের যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়।

কূটরাজনীতিবলে ওলন্দাজগণ সিংহলের যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, ইংরাজগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিলে, তাঁহাদের সেনাবল সেই সুসমৃদ্ধ সিংহলরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। প্রায় সার্দ্ধশতাব্দ কাল নির্ব্বিরোধে সুখে রাজ্যশাসন করিয়া ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকগণ আলস্যপ্রিয় হইয়া দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে নিস্তেজ হইয়া পড়েন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে অদম্য সাহসে ও অসীম বীরত্বে ধীরে ধীরে ওলন্দাজগণ যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ভীরুতায় ও দুর্ব্বলতায় তাঁহারা তাহা নষ্ট করেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সিংহলের প্রথম সংস্রব ঘটে। উক্ত বর্ষে মান্দ্রাজস্থ ইংরাজকোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কাণ্ডীপতির নিকট দূত প্রেরণ করেন; দুঃখের বিষয় ইহাতে বাণিজ্যের উন্নতিসাধক কোন প্রস্তাবই ফলদায়ক হয় নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য ত্রিকোণমালী অধিকার করেন, কিন্তু অনতিকালপরেই নৌ-সেনাপতি সুফরীন্ (Suffrien) উহা পুনরধিকার করিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন ও হলণ্ডপতির মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই বিরোধসূত্রে ইংলণ্ডেশ্বর ওলন্দাজদিগের সিংহলস্থ অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিতে আদেশ দেন। দুর্ব্বল ওলন্দাজগণ বলদর্পিত ইংরাজসেনার নিকট পরাজিত হইল এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি ওলন্দাজদিগের সমুদায় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

অধিকৃত সিংহলপ্রদেশ এই সময়ে ইংলণ্ডের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে পরিরক্ষিত হয়, কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আমেনের সন্ধিসূত্রে সমগ্র সিংহল সমতট ইংলণ্ডেশ্বরের শাসনভুক্ত হইয়াছিল। কেবল মধ্যসিংহলের পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য ও জঙ্গলময় প্রদেশ মলবার-রাজবংশধর বিক্রমসিংহের হস্তগত ছিল। রাজা বিক্রমসিংহ তাঁহার য়ুরোপীয় প্রতিবেশীর সহিত সদ্ভাববিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হন নাই।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি সামান্য মনোবাদে ইংরাজগণ কাণ্ডীরাজ্য আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। ইংরাজসৈন্য কাণ্ডীরাজের সৈন্যভয়ে যতদূর ভীত না হইয়াছিল, তাহারা এই বন প্রদেশ অতিক্রমকালে জ্বরোগাক্রান্ত হইয়া বিশেষ ক্লান্তি উপভোগ করিয়াছিল, পরন্তু ঐ সকল সৈন্যমধ্যে অনেকে পলাইয়া গিয়া তাহাদের যথেষ্ট শত্রুতার কার্য্য করিয়াছিল। ইংরাজগণ এইরূপে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও সিংহলরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। ইহার পর পুনরায় ঘোর অত্যাচারী কাণ্ডীরাজ শ্রীবিক্রমরাজসিংহের নিষ্ঠুরতা ও প্রজাপীড়ন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। তখন বহুসংখ্যক অদিগার ও দেশীয় সামন্ত একত্র হইয়া অত্যাচারী রাজাকে দমনার্থ ইংরাজদিগের সাহায্য ভিক্ষা করেন। তদনুসারে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সেনাপতি কাণ্ডী অবরোধ করিয়া রাজাকে বন্দী করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা বন্দীভাবে বল্লুর দুর্গে নির্ব্বাসিত হন। এই রাজা হইতেই সিংহলের দ্বিসহস্রাধিকবর্ষব্যাপী একটী সমৃদ্ধ রাজবংশের অবসান হয়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে কাণ্ডীয় সর্দ্দারগণের সহিত যে সন্ধিপত্র লিখিত হয়, তাহাতে ইংরাজগণ সমগ্র সিংহলের অধিপতি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ইংরাজরাজও দেশবাসীর ধর্ম্ম ও রাজকীয় স্বার্থরক্ষা করিতে স্বীকৃত হন। বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে প্রবল থাকিবে এবং মঠ, বিহার, সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দিরাদি পূর্ব্ববৎ রাজার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ও পরিচালিত হইবে। ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং সকলেই ইচ্ছামত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। ইংরাজরাজ শাসনব্যয়বহনার্থ শুল্ক ও রাজস্ব আদায় করিতে পারিবেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সিংহলের অভ্যন্তরদেশের নানা স্থানে বিদ্রোহের সূচনা দৃষ্ট হয়। এই ভয়াবহ বিপ্লব দমন করিতে ইংরাজদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বিদ্রোহদমনের পর, ইংরাজরাজ কাণ্ডীপতিকে বল্লুরে নির্ব্বাসিত করেন। অনন্তর ১৮৪৩ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এখানে দুইটী ক্ষুদ্র বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং তাহা অচিরে দমিত হইয়াছিল। সিংহলরাজের নির্ব্বাসনের

পর হইতে এখানে রাজনীয় কোন গোলযোগ সমুত্থিত হয় নাই। সিংহলরাজ্য এক্ষণে ইংরাজরাজের অধীন উপনিবেশ বলিয়া গণ্য, রাজনৈতিক ভাষায় ইহাকে ক্রাউন কলনি (Crown Colony) বলে। এখানকার শাসনকর্ত্তা বা গবর্ণর ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ছয়বর্ষকাল শাসনকার্য্য পরিদর্শন করিতে সমর্থ। তদনন্তর অন্য শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইনি এক্সিকিউটিভ ও লেজিস্লেটিভসভার পরামর্শে রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। ভারতে যেরূপ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা বিচারবিভাগীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, এখানেও ঐরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিই রাজ্যশাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। ঐ সকল ব্যক্তি সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট্ ও সিংহলের গবর্ণর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। তদনন্তর তাঁহাদিগকে হোয়াইটহলস্থ কলোনিয়াল্ অফিসে ও সিংহলের রাজকীয় কার্য্যালয়সমূহে কিছুকালের জন্য শিক্ষা নবিশী কার্য্যে রাখা হয়। এই সময়ে তাঁহাদিগকে সিংহলী বা তামিলী প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে হয়। অতঃপর তাঁহারা রাজকর্ম্মপরিচালনক্ষম হইয়াছেন কিনা তাহার একটী পরীক্ষা হয়। ঐরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরাই সিংহলের প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য।

পূর্ব্বে বার্দ্ধক্য ও কর্ম্মপটুতা অনুসারে এখানকার কর্ম্মচারীদিগকে উচ্চতম পদে উন্নত করা হইত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আরল অব ডার্বি সে প্রথা রহিত করিয়া গুণশালী বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিকেও উচ্চতম রাজপদে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন।

এক্ষণে সিংহলদ্বীপ সাতটী প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রদেশেই একজন সর্দ্দার বা সহকারী এজেণ্ট আছেন। তাঁহারা গবর্মেণ্টের আদেশানুসারে আপনাপন অধিকৃত প্রদেশের যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং গবর্মেণ্টের আদেশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেশবাসীকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে তদনুরূপে কার্য্য করিতে আদেশ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক প্রদেশ আবার কএকটী জেলায় এবং জেলাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগে গঠিত। প্রত্যেক উপবিভাগ এক এক জন সর্দ্দার বা মণ্ডলের অধীনে রক্ষিত; ঐরূপ সর্দ্দারগুলি সিংহলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অর্থাৎ কাণ্ডীরাজ্যে ইহারা রতেমাহাত্ম্য, কোরল, আরচ্ছি, সামুদ্রপ্রদেশে—মুদলিয়ার, মহন্দিরম ও বিদান; তামিল প্রদেশে বণিয়, উদৈয়ার ও বিদান নামে পরিচিত। সিংহলের মধ্য, উত্তর-মধ্য, ও পশ্চিম ভূখণ্ড লইয়া কাণ্ডীয় প্রদেশ গঠিত। সমুদ্রের দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম উপকূলদেশ সিংহলের সামুদ্রপ্রদেশ নামে খ্যাত। সিংহলের উত্তর ও পূর্ব্বাংশ তামিল প্রদেশ।

এখানকার শতকরা ৭০ ভাগ লোক সিংহলী ভাষায় কথা কয়। ৬হাজার য়ুরোপীয় এবং প্রায় ১৪ হাজার য়ুরোপীয় বংশধর ব্যতীত এখানকার অন্যান্য অধিবাসীদের ভাষা তামিল। সিংহলীয় ভাষা আর্য্য হিন্দুজাতির ভাষা, পালিভাষার সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তামিলগণ এবং এখানকার আরববংশধরগণ দ্রাবিড়ীয় ভাষায় কথা কয়। য়ুরোপীয় বংশধর ফিরিঙ্গীরা ভাঙ্গা পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। বেদ্দা ও রোড়িয়া নামক জাতির ভাষা একবারে স্বতন্ত্র। মগধে প্রচলিত পালি ভাষারও এখানে যথেষ্ট প্রচলন আছে।

সিংহলবাসীরা বহুকাল হইতে শিক্ষিত। তাঁহাদের অনেক কাব্যগ্রন্থ আছে। রাজাবলী বা রাজেতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থও কবিতায় লিখিত; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ পালিভাষায় লিখিত। অনেকগুলি গ্রন্থের মূল সিংহলীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, ঐ অনুবাদ পড়িয়াই সকলে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হয়। পালিগ্রন্থের মধ্যে (১) 'ত্রিপিটক' সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্‌গ্রন্থ, ইহা বাইবেল গ্রন্থাপেক্ষা ১১ গুণ বড়। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে সিংহলে ইহার প্রচলন হয়। (২) বুদ্ধঘোষের সুবিখ্যাত টীকা, ইহা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে লিখিত; (৩) খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দে লিখিত কতকগুলি ইতিহাস, ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্থ। ইতিহাসের মধ্যে দ্বীপবংশ ও মহাবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিত টার্ণার, ফুসবুল, চাইলডার প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত প্রাচীন পালিগ্রন্থ পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া জগদ্বাসীর নিকট নূতন তত্ত্ব বিকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিংহল বৌদ্ধপ্রধান স্থান। এখনও এখানে প্রবলভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ভারতীয় বৌদ্ধকেতু ধর্ম্মাশোকের পুত্র মহিন্দ (অনুমান ৩২০ খৃঃ পূঃ) সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুর ও পুলস্তিনগরে (পোলাহরুবা) এখনও বৌদ্ধদিগের ভূরি ভূরি কীর্ত্তিনিদর্শন নিপতিত দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সিংহলের রাজগণ ও প্রজাবৃন্দ কিরূপ উৎসাহে ও আগ্রহে চিরস্থায়ী স্মৃতি-স্তম্ভসমূহ স্থাপনপূর্ব্বক আপনাদের ধর্ম্মজীবনে আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয়গণের অধিকারে রাজদত্ত ব্যয়ে উক্ত স্তম্ভাদির জীর্ণসংস্কার সাধিত না হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ প্রজাবৃন্দ আজিও গৌতম বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতি আপনাপন হৃদয়পদ্মে ধারণ করিয়া আছে।

এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ১৫।০ লক্ষ বৌদ্ধ, ৫ লক্ষ হিন্দু, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মুসলমান, ও প্রায় ২।০ লক্ষ খৃষ্টান। প্রজাবর্গের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারার্থ এখানে গবর্মেণ্টের ব্যয়ে ২৫৩টী স্কুল, ৪টি সামরিক বিদ্যালয়, ৮৮২টী ফ্রিস্কুল এবং ৩২৯টী সাধারণ লোকের স্থাপিত বিদ্যালয় আছে।

এখানে প্রভূত পরিমাণে ধান্যের চাস হয়। নানা প্রকার কলাই ও অন্যান্য শস্যও যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রিঙ্কোমালী, উভা, জাফনা প্রভৃতি স্থানে তামাকুর চাস আছে। কফি, দারুচিনি, চা, সিনকোনা ও নারিকেল এখানকার প্রধান পণ্য। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে ওলন্দাজ বণিক্‌দিগের দ্বারা এই স্থানের গন্ধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভারতে ও অন্যান্য স্থানে নীত হইত। কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মাণ, নারিকেলকাতা, নারিকেলকাছি ও নারিকেল তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করাই এখানকার অধিবাসিবর্গের প্রধান উপজীবিকা। ঐ সকল দ্রব্য নদীপথে ও রেলপথে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরাদিতে আনীত হয়। এখানে সমুদ্র হইতে নানা প্রকার মৎস্য উত্তোলিত হয় এবং ঐ মাছ শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ নানা দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। সমুদ্রোপকূলদেশে প্রায়ই হাঙ্গর ও দীর্ঘাকৃতি গণ্ডার-মৎস্য (Saw-fish) দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাছগুলি ১২ হইতে ১৫ ফিট্ লম্বা হইয়া থাকে।

সিংহলীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও প্রাচীন জাতিভেদপ্রথা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রাচীনকালে ভারত হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ ব্রাহ্মনবংশ বলিয়া বিদিত। রাজবংশীয়েরা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া গৃহীত। বৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষতানিবন্ধন সূর্য্যবংশীয়গণ স্বতন্ত্র দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজামাত্য, সামন্ত, প্রধান, পুরোহিত ও রাজকর্ম্মচারী এবং যাহারা কৃষিকর্ম্মোপজীবী, তাহারা গোয়েবংশ নামে প্রথিত। সিংহলস্থ গোপালকবর্গ সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া গণ্য হইলেও তাহাদিগকে "নীল্লে মাকড়েয়" থাকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত দুইটী শ্রেণী বিপ্ (বৈশ্য) বংশ নামেও পরিচিত। শূদ্রবংশীয়গণ ৬০টী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত। বেদিয়া জাতি সাধারণের অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বলিয়া গণ্য; ইহারা দেবমন্দিরে অথবা কোন উচ্চ জাতীয়ের গৃহে প্রবেশ করিতে পায় না। সিংহলে গন্তারু নামে একটী স্বতন্ত্র জাতি আছে। উহারা পূর্ব্বকালে স্বজাতিভ্রষ্ট হইয়া নীচ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের সংমিশ্রণে যে সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা বার্গার নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও একটী জাতি আছে, ইহাদের পুরুষেরাও স্ত্রীলোকদিগের মত বড় বড় চুল রাখে। ঐ চুলে তাহারা খোঁপা বাঁধিয়া তাহার উপরে কচ্ছপের পৃষ্ঠাদি নির্ম্মিত একখানি চিরুণী লাগাইয়া দেয়।

কাণ্ডীয়গণ সিংহলের পার্ব্বত্য অধিবাসী, ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ জাতি। পর্ব্বতপ্রান্তস্থ নিম্ন প্রদেশবাসী সিংহলীদিগের সহিত বর্ত্তমানে ইহাদের আদান প্রদান চলিতেছে। কাণ্ডীয় এবং সমতলবাসী বৌদ্ধ খৃষ্টান ও সিংহলীদিগের মধ্যে বহুস্বামিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। পত্নী ইচ্ছা করিলে দেবরাদিকে স্বামিচর্য্যায় গ্রহণ করিতে পারে। আত্মীয় না হইলেও স্বামী যদি পত্নীর নিকট অপর কোন পুরুষকে লইয়া আইসে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী উভয়কেই স্বামিসম্বন্ধে গ্রহণ করে। এইরূপে স্ত্রী যতগুলি ব্যক্তিকে স্বামীরূপে রাখিতে পারে, প্রথম স্বামী তাহাকে ততগুলি পতি আনিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

কাণ্ডীতে বীণাপ্রথার বিবাহই বিশেষ প্রচলিত। এই প্রথায় স্বামীকে স্ত্রীর পিত্রালয়ে যাইয়া বাস করিতে হয়। ঐ স্ত্রী তাহার পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকে। ঐরূপ ঘর-জামাইকে তাহার শ্বশুরালয়ের যে কেহ তাড়াইয়া দিতে পারে, তাহাতে বিবাহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় এবং ঐ কন্যা পুনরায় বিবাহিতা হইতে পারে।

দীগা-প্রথার বিবাহই এখানে বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। ইহাতে কন্যা তাহার পিত্রালয় ও প্রাপ্য পিতৃসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট গমন করে। ইহারা স্বামীর উপর কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করিলেও বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে পারে না। তবে কোন বিষয়ে সামান্য ত্রুটী দেখিলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার ছল পায়। বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবার পর নয় মাসের মধ্যে যদি ঐ রমণীর পুত্র সন্তান হয় তাহা হইলে সেই বালককে তাহার পূর্ব্ব স্বামী অর্থাৎ বালকের জন্মদাতা পালন করিতে বাধ্য।

সিংহল মণিমুক্তার আকর; বহু প্রাচীন কাল হইতে এখানকার মণিমুক্তার বিশেষ প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল মহাভারতের উক্তিতে এ প্রসিদ্ধি সত্য বলিয়া সমর্থিত নহে, পাশ্চাত্য জগতের সুপ্রাচীন গ্রন্থমালা হইতে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের বহু পূর্ব্বেও রত্নপ্রসূ সিংহলের মুক্তা ও মণি প্রভৃতির বিবরণ উদ্ধৃত আছে। সেই প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সিংহলবাসীরা সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তাশুক্তি উদ্ধার করিতেছে। ইহাই এতদ্দেশবাসীর একটী প্রধান ব্যবসা। ত্রিঙ্কোমালীর নিকটবর্ত্তী তম্বলগম্ উপসাগরে যে সকল ক্ষুদ্রাকার মুক্তাশুক্তি পাওয়া যায়, তাহা Placuna placenta জাতীয় বলিয়া গৃহীত। আর উত্তর সিংহলের পশ্চিম উপকূলের আড়িপ্পু বন্দর হইতে ১৬০—২০০ মাইল দূরে অপর এক প্রকার (Meleagrina margaritifera) শুক্তি জন্মে। ইহা সমুদ্রগর্ভে উত্তরদক্ষিণে বহুক্রোশ ব্যাপিয়া থাকে। ইংরাজ গবমেণ্ট এই মুক্তাতত্ত্বসংগ্রহার্থ কএকবৎসর পূর্ব্বে কএকজন জীবতত্ত্ববিদের উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণী হইতে বিশেষ কোন্ সংবাদ জানা যায় নাই। তবে দেশবাসী সাধারণের বিশ্বাস, শুক্তিগুলি সপ্তমবর্ষে মুক্তাধারণের উপযোগী

হয়। তাহাদের গর্ভস্থ মুক্তাগুলি তখন সুপুষ্ট হইয়া বিশেষ ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে যদি শুক্তিগুলি না উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সে গুলি অচিরে মরিয়া যায় এবং সমুদ্র-গর্ভে মুক্তা সমূহ নষ্ট হয়।

পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, সময়ে সময়ে ঐ স্থানে আদৌ শুক্তি থাকে না। কোন অভাবনীয় কারণে তৎকালে উহারা কোথায় সরিয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারে না। ওলন্দাজ-দিগের অধিকারে ১৭৩২ হইতে ১৭৪৬ এবং ১৭৬৮ হইতে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে শুক্তি উত্তোলন বন্ধ ছিল। তৎপরে ইংরাজাধিকারে ১৮২০ হইতে ১৮২৮, ১৮৩৩ হইতে ১৮৫৪ এবং ১৮৬৪ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। ১৭৯৭ ও ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সিংহল গবর্মেণ্ট ১২৩৯৮২০৲ ও ১৪১৭৮০০৲ টাকায় শুক্তি ধরিবার অধিকার বিলি করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে গবর্মেণ্ট স্বহস্তেই মুক্তা উত্তোলনের ভার লইয়াছেন। নৌকা ভরিয়া শুক্তি কূলে উঠিলেই গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে তাহা ১০০০টী করিয়া এক এক ভাগে বিক্রয় করা হয়। মুক্তাব্যবসায়ীরা শুক্তি দেখিয়া ডাক দেয় এবং যাহার প্রদত্ত মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, সেই তাহা ক্রয় করিয়া লয়। এইরূপে এখন বৎসরে প্রায় ৯।১০ লক্ষ টাকার শুক্তি বিক্রয় হইয়া থাকে। [মুক্তা দেখ।]

রত্নপুরের দক্ষিণপূর্ব্বস্থ বল্লঙ্গগোদীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমতল প্রান্তর, শ্রীপাদশৈলের পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমে, নিউবেলিয়া-পত্তন, উভাকাণ্ডী, মধ্যপ্রদেশের মাতেলী নামক স্থানে, কলম্বোর নিকটবর্ত্তী কুয়ানেল্লী নামক স্থানে, মতুরায় (মথুরায়), মহগম (মহাগ্রাম) নামক প্রাচীন নগরের পূর্ব্ববর্ত্তী নদীর তীরভূমে এবং সাফ্রাগ্রাম পর্ব্বতের সানুদেশে লাল, বেগুনিয়া, জরদ, নীল ও সাদা বর্ণের নানা প্রকার উজ্জ্বল মণি, নীলা ও ষ্টার ষ্টোন, চুণি (মাণিক), পোখরাজ (topaz), ও বৈদূর্য্য (Cat's eye) যেরূপ উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়, এরূপ আর অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এমিথিষ্ট, সিনামনষ্টোন, স্পিনেল, খুসোবেরিল, করুন্দম, জাসিন্থ, হায়াসিন্থ, স্ফটিক, প্রেজ্ (Prase), গোলাপী-বর্ণ স্বচ্ছ প্রস্তর (Rose quartz), গোমেদ, (Zircon) প্রভৃতি প্রস্তর এখানে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ জাতীয় ভেদে নানা প্রকারের দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে রত্নাদির পরিচয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইল না। [তত্তদ্ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সিংহলের সমুদ্রোপকূলে লবণজলজাত এক প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিতে দেখা যায়। ঐ সমুদ্রোদ্ভব বৃক্ষ সাধারণে খায়। য়ুরোপখণ্ডে উহা পণ্যরূপে বিক্রীত হয় এবং উহা Ceylon moss নামে পরিচিত। অস্মদ্দেশীয় ভাষায় ইহাকে সিংহল-শৈবাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই গাছগুলি ক্ষুদ্রাকার, বেগুনিয়া বর্ণ ও চর্ম্মের ন্যায় দৃঢ় অথচ কোমল আচ্ছাদনে আবৃত। ইহার পত্রবৃন্ত দীর্ঘ এবং পত্র-গুলি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র। ইহাতে অধিক পরিমাণে শ্বেতসার থাকায় পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দুর্ব্বল রোগীকে, বিশেষতঃ পীড়িত বালক-বালিকাদিগকে ইহা সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ১০ গ্রেণ পরিমিত এই বৃক্ষচূর্ণে

উদ্ভিজ্জরস (Jelly)	৫৪.৫০
শ্বেতসার	১৫.০০
সূক্ষ্মতন্তু	১৮.০০
সালফেট ও মিউরিয়েট অব সোডা	৬.৫০
গঁদের আটা	৪.০০
সালফেট ও ফস্ফেট অব্ লাইম	১.০০
	৯৯.০০

এতদ্ভিন্ন ইহাতে সামান্যাংশে মোমবৎ পদার্থ ও লৌহের অস্তিত্ব দেখা যায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মনুসমবায়ু প্রবাহিত হইলে তরঙ্গাভিঘাতে সমু-দ্রের তীরভূমিস্থ বৃক্ষগুলির মূলদেশ আলগা হইয়া পড়ে, তখন দেশীয় লোকেরা স্বচ্ছন্দে ঐ গাছ উঠাইয়া আনে এবং মাদুরে রাখিয়া ২।৩ দিন শুকাইয়া লয়। তৎপরে উহাকে মিষ্ট জলে কএকবার ধৌত করিয়া পুনরায় সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া উহার লবণাস্বাদ দূর করা হয়। তদনন্তর উহা একত্র করিয়া দূর দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

দুই ড্রাম (Drachm) পরিমিত শুষ্ক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তিনপোয়া জলে ২০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া যে একপোয়া কাথ থাকিবে, তাহাই বস্ত্রে ছাঁকিয়া খাওয়াইতে হয়। ঐ ভূমিজ শৈবাল অর্দ্ধ ওন্স মাত্রায় দিলে কাথ ঘন হয়। উহা ছাঁকিয়া একটী স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দিলে কিছু কাল পরে শীতল হইয়া যায় এবং উহা প্রায় জমিয়া জেলীর মত হয়। তখন উহাতে দালচিনির খোসা বা নেবুর রস, দ্রাক্ষামদ্য ও চিনি মিশ্রিত করিয়া দুর্ব্বল রোগীকে খাইতে দেওয়া হয়। ইহা অতি লঘু পথ্য ও বলকারক।

(পুং) ২ তদ্দেশবাসী, সিংহলদেশবাসী।

সিংহলক (ক্লী) ১ উত্তম পিত্তল। ২ বঙ্গ। ৩ ত্বক্, গুড়ত্বক্।

সিংহলদ্বীপ (পুং) সিংহল।

সিংহলস্থ (ক্লী) জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশান্তর্গত স্থানভেদ।(রোমকসিং°)

সিংহলস্থা (স্ত্রী) সিংহলে তিষ্ঠতি যা স্থা-ক। সৈংহলী, পিপ্পলী-ভেদ। (রাজনি°) ২ সিংহলদেশবাসিনী।

সিংহলাস্থান (পুং) সিংহল আস্থানং যস্য। তালবৃক্ষসদৃশ বৃক্ষ, ছটা গাছ।

'প্রোৎফলঃ সিংহলাস্থানশ্ছড়ী পিপ্পা ছটাপি চ।' (শব্দমালা)

সিংহলীল (পুং) সিংহস্য লীলেব লীলা যত্র। রতিবন্ধবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"লিঙ্গোপরিস্থিতা নারী ভূমৌ দত্ত্বা পদদ্বয়ং।
হৃদয়ে দত্তহস্তা চ সিংহলীলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
লিঙ্গোপরিস্থিতা নারী কান্তোরুস্থপদদ্বয়া।
হৃদয়ে দত্তহস্তা চ সিংহলীলোঽপ্যসাবপি॥" (রতিমঞ্জরী)

সিংহবংশ, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধ রাজবংশ। ইঁহারাই সৌরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ বা সেনবংশ নামে পরিচিত ছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ২৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই বংশীয় রাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায়।

সিংহবৎস (পুং) নাগভেদ।

সিংহবক্ত্র (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৬।৮৪।১২) (ক্লী) ২ সিংহের বক্ত্র, মুখ।

সিংহবর্ম্মা, চৌলুক্য বংশীয় একজন রাজা। ইঁহার পৌত্র অবনিবর্ম্মার কন্যার সহিত হৈহয়রাজ কোক্কল্লের পুত্র কেয়ুরবর্ষের বিবাহ হয়।

সিংহবাহ (ত্রি) সিংহবাহন, সিংহবাহনযুক্ত। (ভাগবত৮।১।১৪)

সিংহবাহনা (স্ত্রী) সিংহঃ বাহনং যস্যাঃ। দুর্গা।

সিংহবাহিনী (স্ত্রী) সিংহরূপো বাহো বাহনমস্ত্যস্যা ইতি ইনি। দুর্গা। দেবীপুরাণে এই নামনিরুক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, কল্পান্তকালে দেবী দুর্গা সিংহে আরোহণ করিয়া মহিষাসুরকে হনন করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি মহিষঘ্নী ও সিংহবাহিনী নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

"সিংহমারুহ্য কল্পান্তে নিহতো মহিষো যতঃ।
মহিষঘ্নী ততো দেবী কথ্যতে সিংহবাহিনী॥" দেবীপু° ৪৫অঃ।

সিংহবিক্রম (পুং) সিংহস্য বিক্রমঃ। ১ সিংহের বিক্রম। ২ বিদ্যাধর বিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৫৯।১১৭।৩) ৩ চন্দ্রগুপ্ত। (ত্রি) ৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দে পঞ্চত্বারিংশটী করিয়া অক্ষর থাকে, এই অক্ষর মধ্যে ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৯ অক্ষর গুরু, অপর সকল লঘু। ৫ সিংহের ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট।

সিংহবিক্রম, সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্য° ৩৪।২২)

সিংহবিক্রান্ত (পুং) সিংহ ইব বিক্রান্তঃ। ১ অশ্ব। (হারাবলী) (ত্রি) ২ সিংহতুল্য বিক্রমবিশিষ্ট, সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী।

সিংহবিক্রীড়িত (ক্লী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকে, তাহার মধ্যে ৮, ১১, ১৪, ১৭ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন অক্ষর লঘু। (পুং) ২ সিংহের ক্রীড়া। (পুং) ৩ বোধিসত্ত্বভেদ।

সিংহবিজৃম্ভিতা (স্ত্রী) ১ বৌদ্ধমতে ধ্যানভেদ। ২ সমাধিবিশেষ।

সিংহবিন্না (স্ত্রী) সিংহ ইব বিন্না বিজ্ঞাতা। মাষপর্ণী, মাষাণী।

সিংহবিষ্টর (পুং ক্লী) সিংহচিহ্নিতঃ বিষ্টরঃ আসনং। সিংহাসন।

সিংহবিষ্ণু, মালবের একজন প্রাচীন হিন্দু নরপতি।

সিংহবিস্ফূর্জিত (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দের ৮, ৯, ১৩, ১৬ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন অক্ষর সকল গুরু। লক্ষণ—

"ঙভূতশ্চ খৈ মৌ ভ্মৌ বিরতিশ্চেৎ সিংহবিস্ফূর্জিতং যৌ।"

সিংহশঙ্কর, অলঙ্কাররত্নাকরোদাহরণসন্নিবদ্ধদেবীস্তোত্র-রচয়িতা। ইনি কাশ্মীরবাসী ছিলেন।

সিংহস্থ, দাক্ষিণাত্যের একটী তীর্থক্ষেত্র। স্কন্দপুরাণান্তর্গত সিংহস্থমাহাত্ম্যে ও সিংহস্থস্নানপদ্ধতিতে এই পবিত্র ক্ষেত্রের পরিচয় বিবৃত আছে।

সিংহসংহনন (ত্রি) সিংহস্যেব সংহননং অবয়বো যস্য। বরাঙ্গরূপোপেত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। 'প্রত্যেকমবয়বশুদ্ধ্যা সুন্দরঃ। "সিংহসংহননং স স্যাৎ যোহি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।" ইতি কোষান্তরং, সিংহস্যেব সংহননং "দেহোঽস্য সিংহসংহননং রূঢ়িশব্দোঽয়ং" (ভরত) (ক্লী) সিংহস্য সংহননং। ২ সিংহহনন, সিংহনাশ।

সিংহসাহি (পুং) সাহিবংশীয় রাজভেদ।

সিংহসেন (পুং) ১ মহাভারতোক্ত যোদ্ধৃভেদ। (দ্রোণপ°) ২ জৈনমতে অবসর্পিণীর চতুর্দ্দশ অর্হতের পিতা। (হেম)

সিংহস্কন্ধ (ত্রি) সিংহস্য স্কন্ধ ইব স্কন্ধো যস্য। সিংহের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধবিশিষ্ট। বিশালস্কন্ধ।

সিংহস্বামিন্ (পুং) সিংহরাজস্থাপিত কাশ্মীরস্থ দেবমূর্ত্তি ও তীর্থভেদ। (রাজতর° ৬।৩০।৪)

সিংহহনু (ত্রি) শাক্যসিংহের পিতামহ। (ললিতবি°)

সিংহা (স্ত্রী) সিঞ্চতীতি সিঞ্চ-ক, অন্ত্যাদেশোঽহকারঃ নুম্ চ, টাপ্। ১ নাড়ী। (রাজনি°) ২ বৃহতী। (বৈদ্যকনি°)

সিংহা, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর।

সিংহাক্ষ (ত্রি) সিংহস্য অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্য। অচ্ সমাসান্তঃ। সিংহের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট। (পুং) ২ রাজভেদ। (কথাসরিৎসা)

সিংহাচল (পুং) পর্ব্বততীর্থভেদ। [সিংহাচলম্ দেখ।]

সিংহাচলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী দেবতীর্থ। বিশাখপত্তনম্ হইতে ৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮০০ ফিট্ উর্দ্ধে একটী গণ্ডশৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষা° ১৭°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১১´৮´´ পূঃ। বনমালাসমাচ্ছাদিত পর্ব্বতকন্দরে এই তীর্থক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত। এখানে

কতকগুলি প্রস্রবণ আছে, তীর্থযাত্রীর নিকট সে গুলি পুণ্যতোয় বলিয়া গণ্য। পর্ব্বতগাত্রবাহী নির্ঝরমালায় বিধৌত উপত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। এই কারণে তীর্থক্ষেত্রটীরও শোভা ও সৌন্দর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এই তীর্থস্থ দেবমন্দিরে বিষ্ণু নরসিংহমূর্ত্তিতে বিরাজমান। স্কন্দপুরাণান্তর্গত সিংহাচলমাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিবরণ বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। স্থানীয় লোকে বিশেষ ভক্তির সহিত এই দেবমন্দিরে পূজা দিতে আসে। সাধারণের বিশ্বাস, ইহা উড়িষ্যার লাঙ্গুলিয়া গজপতিবংশের কীর্ত্তি। যাহারা ভক্তিবশে চালিত হইয়া কোণার্কের সুবিখ্যাত সূর্য্যমন্দির বহুব্যয়ে স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রায় সপ্তশতবর্ষ পূর্ব্বে প্রভূত ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন, যে হেতু এই মন্দিরে ১১০৭, ১২৮৭, ১২২৮ ও ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে দানকল্পে প্রদত্ত তাম্র-শাসন হইতেই তাহা সপ্রমাণ হয়। মন্দিরস্থ স্তম্ভগাত্রে আরও ৬খানি পাঠযোগ্য ও কতকগুলি পাঠের অযোগ্য শিলালিপি আছে। পাঠযোগ্য শিলালিপির মধ্যে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কোন রাজার দানপ্রশস্তি। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলাফলকে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায়ের দেবমন্দিরে আগমন-বিবরণ বিবৃত আছে। মহারাজ কৃষ্ণদেব রায় সিংহাচল আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। এখানে শৈলশৃঙ্গে একটী দুর্গও আছে, উহা কতদিনের প্রাচীন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

প্রায় সার্দ্ধদ্বিশতাব্দ বর্ষপূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য রাজগণ এই মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সম্পত্তিদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহা বিজয়নগরমের মহারাজের অধীনে পরিচালিত। এখানে মহারাজের একটী প্রাসাদ ও গোলাপবাগান আছে। রাজা সীতারাম রায় বিশেষ যত্নে ঐ উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করান, তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার্থে এখানে মহারাজের ব্যয়ে পরিচালিত একটী ছত্র আছে।

সিংহাচার্য্য (পুং) একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্।

সিংহাজিন (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।৩।৮২)

সিংহাটকাচল, হিমালয় পর্ব্বতের একটী শিখরদেশ।
(হিমবৎখ° ৮।৪৭)

সিংহাণ (ক্লী) লৌহমল। (অমরটীকা)

সিংহান (ক্লী) লৌহমল। ইহার রূপান্তর শিংঘাণ, সিংহাণ, সিংঘাণ। (অমর ও তট্টীকা) ২ নাসিকামল, চলিত সিকনী, পর্য্যায়—সিংহানক, সিংঘাণ, কফ, শ্লেষ্মা, স্বেদ। (জটাধর)

সিংহানা, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের সেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। দিল্লী হইতে ৯৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ও জয়পুর নগর হইতে ৮০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৪´পূঃ। এই নগরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ ফিট্ উচ্চে একটী বেগুনিয়া রঙের পর্ব্বতের সানুদেশে স্থাপিত। এখানকার অট্টালিকাগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নগরের ২ মাইল দক্ষিণে একটী শৈলে তাম্রের খনি ছিল। এতদ্ভিন্ন সালফেট ও সালফিউরেট নামক পদার্থ এখানে খনিজ অবস্থায় পাওয়া যাইত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ঐ খনিকার্য্যের ব্যয় অধিক হইয়া পড়ায় উহার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

সিংহার্ক (ত্রি) সিংহস্থ অর্কঃ। সিংহরাশিস্থিত ভাস্কর। সিংহরাশিতে সূর্য্য থাকিলে তাহাকে সিংহার্ক কহে।

সিংহাবলোক (পুং) সিংহস্য অবলোকঃ অবলোকনং। ১ সিংহের অবলোকন, সিংহাবলোকন। ২ ছন্দোভেদ।

সিংহাবলোকিত (ক্লী) সিংহস্য অবলোকিতং। ১ সিংহের অবলোকন। (পুং) ২ ন্যায়ভেদ, সিংহাবলোকিত ন্যায়। সিংহ যেরূপ সমীপস্থিত বস্তু অবলোকন না করিয়া দূরস্থ বস্তু অবলোকন করে, তদ্রূপ, অর্থাৎ যে স্থলে নিকটস্থ বিষয় না দেখিয়া দূরস্থ বিষয় দৃষ্ট হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে, অথবা সিংহ যেরূপ তুল্যরূপে অবলোকন করে, তদ্রূপ, যে স্থলে সমান ভাবে দৃষ্ট হয়, তথায় এই ন্যায়। "সিংহাবলোকিতন্যায়েন অসৌ স্ত্রী অসৌ পুমান্" (ব্যাকরণ) এই স্থলে অসৌ এই শব্দ পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে তুল্য। এই স্থলে সিংহের দৃষ্টির ন্যায় ইহা তুল্যরূপে হইয়াছে, এই জন্য এই ন্যায় হইল। [ন্যায় শব্দ দেখ।]

সিংহাসন (ক্লী) সিংহচিহ্নিতং আসনং। স্বর্ণময় রাজাসন, রাজাদিগের যে শ্রেষ্ঠ আসন। রাজগণ স্বর্ণাদিখচিত যে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করেন, তাহাকে সিংহাসন কহে।

"রাজ্ঞো বরাসনং নাম শ্রীসিংহাসনমুচ্যতে।
শুভে মুহূর্ত্তে শুভমাসবর্ষে সুবারবেলাতিথিচন্দ্রযোগে।
কালে নিরুৎপাতনিরীতিভাবে সিংহাসনাবস্থবিধিং বদন্তি॥
স্থিররাশিগতে ভানৌ চন্দ্রে চ স্থিরভোদিতে
আসনারম্ভমিচ্ছন্তি গৃহারম্ভোঽপি যেষু চ॥" ইত্যাদি।

রাজগণের শ্রেষ্ঠ যে আসন তাহাই সিংহাসন। এই সিংহাসন প্রস্তুত করিতে হইলে শুভ মুহূর্ত্ত, শুভ মাস ও শুভ বর্ষ, উত্তম বেলা, উত্তম তিথি ও চন্দ্রশুদ্ধি দেখিয়া এবং গৃহারম্ভে যে সকল তিথিনক্ষত্রাদির উল্লেখ আছে, সেই সকল তিথিনক্ষত্রাদিতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। কদাচ অশুভ দিনে সিংহাসন প্রস্তুত করিবে না। সিংহাসন প্রস্তুত করিবার কালে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই দিন চন্দ্র তারা শুদ্ধ, রবি প্রভৃতি গ্রহগণ শুভ ভাবে অবস্থান, বার, তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন প্রভৃতি শুভ হইবে, কারণ অশুভ দিনে সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া, রাজা তাহাতে উপবেশন করিলে তাহার বিশেষ অশুভ হইয়া থাকে। আর শুভ

দিনে যে সিংহাসন প্রস্তুত হয়, রাজা তাহাতে উপবেশন করিলে অচিরে তাহার নানা প্রকার সুমঙ্গল হইয়া থাকে। এই জন্য সিংহাসন প্রস্তুত বিষয়ে উক্ত রূপ দিনের শুভাশুভ দেখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এই সিংহাসন ৮ প্রকার, পদ্ম, শঙ্খ, গজ, হংস, সিংহ, ভৃঙ্গ, মৃগ ও হয়, অর্থাৎ পদ্মসিংহাসন, শঙ্খসিংহাসন প্রভৃতি।

"পদ্মঃ শঙ্খো গজো হংসঃ সিংহো ভৃঙ্গো মৃগো হয়ঃ।
অষ্টৌ সিংহাসনানীতি নীতিশাস্ত্রবিদো বিদুঃ॥"

এই সকল সিংহাসনের নির্ম্মাণবিধি ও লক্ষণাদির বিষয় যুক্তিকল্পতরুতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহা লিখিত হইল। ১ পদ্মসিংহাসন—এই পদ্ম সিংহাসন গম্ভারী কাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং পদ্মমালার দ্বারা চিত্রিত এবং স্থানে স্থানে পদ্মরাগমণিখচিত ও বিশুদ্ধ কাঞ্চনমণ্ডিত করিতে হইবে। চরণাগ্রে অর্থাৎ যে স্থানে পা রাখিতে হয়, সেই স্থানে পদ্মরাগমণি দ্বারা চিত্রিত আট দিকে রাজার ১২ আঙ্গুল পরিমাণ ৮টী পুত্রিকা এবং আসন চতুরস্র হইবে। ইহার উপরে দ্বাদশটী পুত্রিকা থাকিবে, ঐ সকল পুত্রিকার স্থানে স্থানে নবরত্ন দ্বারা খচিত এবং রক্তবস্ত্র দ্বারা আবৃত করিবে, এইরূপ লক্ষণযুক্ত আসনকে পদ্মসিংহাসন কহে। রাজা এই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিলে অতিশয় প্রতাপশালী হইয়া থাকেন।

২ শঙ্খসিংহাসন—এই সিংহাসন ভদ্র ইন্দ্রকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত ও শঙ্খমালা দ্বারা শোভিত হইবে। ইহার সর্ব্বত্র শুদ্ধ স্ফটিক ও রূপা দ্বারা ভূষিত করিতে হয়। চরণাগ্রে শঙ্খনাভি এবং সপ্তবিংশতি পুত্রিকা থাকিবে। ইহার সকল স্থান বিশুদ্ধ স্ফটিক বিন্যস্ত এবং শুক্ল পট্টবস্ত্রে আবৃত হইলে শঙ্খসিংহাসন হইবে।

৩ গজসিংহাসন—এই সিংহাসন কাঁঠালের কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা গজমালা, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য ও কাঞ্চন দ্বারা ভূষিত করিবে, ইহার চরণাগ্রে গজশির এবং পুচ্ছে এক একটী পুত্রিকা থাকিবে এবং উহা মাণিক্য দ্বারা শোভিত ও রক্তবস্ত্র দ্বারা আবৃত হইবে। এই সিংহাসন সাম্রাজ্যফলদায়ক।

৪ হংসসিংহাসন—ইহা শালকাষ্ঠে প্রস্তুত করিতে হয় এবং হংসমালা দ্বারা শোভিত, পুষ্পরাগ, কাঞ্চন ও কুরুবিন্দ দ্বারা চিত্রিত, চরণাগ্রে হংসরূপ, একবিংশতি পুত্রিকা ও গোমেদ রত্নখচিত পীত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। এই সিংহাসন সকল অনিষ্টবিনাশক।

৫ সিংহসিংহাসন—এই সিংহাসন চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং সিংহমালা দ্বারা বিভূষিত, অঙ্গসকল বিশুদ্ধ সুবর্ণখচিত, মধ্যে মধ্যে হীরক খচিত, চরণাগ্রে সিংহলেখ, একবিংশতি পুত্রিকা ও ইহা মুক্তা প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত এবং শুদ্ধ শুভ্রাবৃত করিবে। রাজা এই আসনে উপবেশন করিলে সমস্ত পৃথিবী অনায়াসে শাসন করিতে পারেন।

৬ ভৃঙ্গসিংহাসন—ইহা চম্পককাষ্ঠনির্ম্মিত, ভৃঙ্গমালা দ্বারা শোভিত ও মরকতমণি খচিত হইবে। পাদাগ্র পদ্মকোষ, দ্বাবিংশতি পুত্রিকা এবং নীলবস্ত্রে আবৃত করিতে হইবে। এই সিংহাসন শত্রুক্ষয়কারক ও বিজয়প্রদ।

৭ মৃগসিংহাসন—এই সিংহাসন নিম কাষ্ঠে প্রস্তুত করিতে হয়, এবং ইহা মৃগমালা দ্বারা সুশোভিত, ইন্দ্রনীল ও কাঞ্চন দ্বারা চিত্রিত, চরণাগ্রে মৃগশির, ৪০টী পুত্রিকা এবং নীলবস্ত্রে আচ্ছাদন করিতে হয়। এই সিংহাসন লক্ষ্মী, বিজয়, সম্পত্তি ও নৈরুজ্যপ্রদ।

৮ হয়সিংহাসন—ইহা কেশর কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত, হয়মালা এবং সমস্ত বস্ত্র দ্বারা বিভূষিত, ৭৫টী পুত্রিকা, চরণাগ্রে হয়শির এবং উহা বিচিত্র বস্ত্রে ভূষিত হইবে। এই সিংহাসন লক্ষ্মী ও বিজয়বর্দ্ধক।

রাজগণের এই ৮ প্রকার সিংহাসন। এই অষ্টবিধ সিংহাসনের যে কোন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ইহাতে তাহাদিগের সকল প্রকার সুমঙ্গল হইবে। যে রাজা দম্ভপূর্ব্বক ইহার অতিক্রম করেন, তিনি অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাহার নানা প্রকার বিপত্তি ঘটে। পরের আসনে বা নিরাসনে রাজা উপবেশন করিবেন না, করিলে তিনি শত্রু কর্ত্তৃক হত হইয়া থাকেন।

যুক্তিকল্পতরু, শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে।

২ চতুরঙ্গক্রীড়ায় জয়বিশেষ। রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—

"অন্যত্রাজপদং রাজা যদা যাতো যুধিষ্ঠিরঃ।
তদা সিংহাসনং তস্য ভণ্যতে নৃপসত্তম॥
রাজা চ নৃপতিং হত্বা কুর্য্যাৎ সিংহাসনং যদা।
দ্বিগুণং বাহয়েৎ পণ্যমন্যথৈকগুণং ভবেৎ॥
মিত্রসিংহাসনং পার্থ যদা রোহতি ভূপতিঃ।
তদা সিংহাসনং নাম সর্ব্বং নয়তি তদ্বলং॥" (তিথিতত্ত্ব)

উক্ত ক্রীড়ায় রাজা যখন অন্য রাজপদ প্রাপ্ত হন, তখন তাহার সিংহাসন হয়, অর্থাৎ সেই ক্রীড়ায় যদি তাহার জয় হয়, অথবা রাজা যদি নৃপতিকে হনন করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেও তিনি জয়ী হন। অথবা রাজা যদি কোনরূপে মিত্রসিংহাসনও লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেও তিনি জয়লাভ করেন। উক্তরূপ জয়লাভ করার নাম সিংহাসন। তিথিতত্ত্বে এই ক্রীড়ার বিবরণ এবং জয়পরাজয়াদির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৩ যোগাসনবিশেষ। যোগীদিগের যোগ করিবার নিমিত্ত একটী আসন। এই আসনের লক্ষণ—

"গুল্‌ফৌ চ বৃষণস্যাধঃ সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োঃ ক্ষিপেৎ।
দক্ষিণে সব্যগুল্‌ফন্তু দক্ষগুল্‌ফন্তু সব্যকে॥
হস্তৌ চ জান্বোঃ সংস্থাপ্য স্বাঙ্গুলীঃ সম্প্রসার্য্য চ।
ব্যাত্তবক্ত্রো নিরীক্ষেত নাসাগ্রং সুসমাহিতঃ॥
সিংহাসনং ভবেদেতৎ পূজিতং যোগিভিঃ সদা॥" (হঠপ্রদীপ)

গুল্‌ফদ্বয় অর্থাৎ দুইটী গোড়ালী বৃষণের অধঃ এবং সীবনীর পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিবে। হস্তদ্বয় জানুদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক অঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিয়া দিবে। মুখ বিবৃত করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থান করাকে সিংহাসন কহে। এই সিংহাসন আসনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যোগিগণ সর্ব্বদা এই আসনের প্রশংসা করেন। এই আসনে যোগাভ্যাস করিলে অচিরে যোগসিদ্ধ হয়।

(পুং) সিংহস্য আসনং উপবেশনমিব আসনং যত্র। ৪ ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের মধ্যে চতুর্দ্দশ রতিবন্ধ। ইহার লক্ষণ—

"স্বজঙ্ঘাদ্বয়বাহূ চ কৃত্বা যোষাপদদ্বয়ং।
স্তনৌ ধৃত্বা রমেৎ কামী বন্ধঃ সিংহাসনো মতঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

৫ জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ, সিংহাসনযোগ। জাত বালকের জন্মকালে গ্রহগণ যদি মীন, মেষ, বৃষ ও তুলারাশিতে অবস্থান করে, তাহা হইলে সিংহাসনযোগ হয়। উক্ত সিংহাসনযোগে যাহার জন্ম হয়, তাহার রাজ্যলাভ হইয়া থাকে।

"মীনে মেষে বৃষে চৈব তুলায়াং গ্রহসংস্থিতে।
এষ সিংহাসনোযোগো যোগো রাজ্যপ্রদো ভবেৎ॥"
(বৃহজ্জাতক)

ইহা ভিন্ন আরও একটী সিংহাসনযোগ আছে, তাহাকে ক্ষেত্রসিংহাসন যোগ কহে। এই যোগ যথা—জাত বালকের যদি দশমাধিপতি কেন্দ্র অথবা নব, পঞ্চম বা দ্বিতীয় স্থানে থাকে, তাহা হইলে এই যোগ হয়। লগ্ন, লগ্নের চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্দ্র কহে। এই যোগে জাতক জন্মগ্রহণ করিলে বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তি ও রাজা হয়। (বৃহজ্জাতক)

সিংহাসনচক্র (ক্লী) সিংহাসনমিব চক্রং। চক্রবিশেষ, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রাঙ্কিত নরাকার তিনটী চক্র। জ্যোতিস্তত্ত্বে এই চক্রের বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে। এই চক্র দ্বারা রাজাদিগের সিংহাসন বিষয়ের শুভাশুভ জ্ঞাত হওয়া যায়। একটী নর অঙ্কিত করিয়া অঙ্গবিশেষে ২৭টী নক্ষত্র অঙ্কিত করিতে হয়, এই সকল নক্ষত্রে সূর্য্যাদি গ্রহগণ অবস্থিতি করিলে তাহার দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে হয়। বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত এই স্থলে উল্লেখ করা হইল না।

সিংহাস্য (পুং) সিংহস্য আস্যমিব পুষ্পমস্য। ১ বাসক। (অমর) (ত্রি) ২ সিংহতুল্য মুখ, যাহার মুখ সিংহের ন্যায়।

সিংহিকা (স্ত্রী) ১ কশ্যপ মুনির পত্নী। রাহুগ্রহের মাতা, ইহার দুইটী পুত্র হয়, একটীর নাম রাহু, অপরের নাম বাস্তুপুরুষ। দেবগণ রাহুর মস্তক ছেদন এবং বাস্তুপুরুষকে হনন করেন।

"কশ্যপস্য গৃহিণী তু সিংহিকা
রাহুবাস্তুতনয়াবজীজনৎ।
পূর্ব্বজোহরিনিকৃত্তকন্ধরো
দৈবতৈরবরজো নিপাতিতঃ॥" (বাস্তুযাগতত্ত্ব)

সিংহিকাসূনু (পুং) সিংহিকায়াঃ সূনুঃ পুত্রঃ। ১ রাহু। (শব্দরত্না°) ২ বাস্তুপুরুষ। [সিংহিকা দেখ।]

সিংহিকেয় (পুং) সৈংহিকেয়, সিংহিকার পুত্র, রাহু। (হরিবংশ)

সিংহিনী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

সিংহিয় (পুং) (পা ৪।৩।৫১) সিংহজাতি। সিংহ।

সিংহিল (পুং) সিংহ, সিংহজাতি। (পা ৪।৩।৮১)

সিংহী (স্ত্রী) সিংহ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ সিংহপত্নী। ২ বার্ত্তাকী, বাগুন। (অমর) ৩ কণ্টকারী। ৪ বাসক। (মেদিনী) ৫ বৃহতী। ৬ রাহুমাতা। (বিশ্ব) ৭ মুদ্গপর্ণী। ৮ বৃহৎ কণ্টিকারী। ৯ শিরা। ১০ নাড়ী। ১১ স্বর্ণবরাটিকা। (রাজনি°)

সিংহীমারী, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ব্রহ্মপুত্রনদের বামকূলের অদূরে অবস্থিত। গারোহিল পর্ব্বতমালার তুরা নামক সেনাবাস হইতে ইহা ৪৩ মাইল পশ্চিমে, এখান হইতে তুরা পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা আছে। প্রতি সপ্তাহে এখানে একটী হাট বসে এবং গারোয়া পার্ব্বতীয় নানা প্রকার দ্রব্য ঐ হাটে বেচিতে আনে।

সিংহীমারী (সিঙ্গীমারী) বাঙ্গালার কোচবিহার রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। কোচবিহারের উত্তরপশ্চিম কোণের থাঁতি বিভাগের মোরঙ্গের হাট নামক স্থান দিয়া এই নদী জলঢাকা নামে ধীরে ধীরে গিলাডাঙ্গা, পাণিগ্রাম, দৈভাঙ্গা (ধৈবাঙ্গা), খেতেরবাটী ও মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়াছে। রাজ্যের ঠিক মধ্যস্থলে এই নদী মনসাহী নামে এবং আরও দক্ষিণে সিংহীমারী নামে খ্যাত হইয়াছে। মুজনাই, শতাঙ্গা, দুধুয়া, দোলঙ্গ প্রভৃতি শাখা ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। ধর্লা বা তোর্ষা নদীর সহিত সিংহীমারী এইবার স্বতন্ত্র হইয়া শেষে দুর্গাপুর ও জিতালদহ নামক বাণিজ্য-কেন্দ্রের সন্নিকটে কোচবিহারের প্রান্তদেশ ধর্লায় মিলিত হইয়াছে।

এই সিংহীমারী নদীর কূলে বর্ত্তমান গোসাইনীমরাই গ্রামের সন্নিকটে কামতাপুর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন মন্দির

ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষে এখনও প্রাচীন রাজধানীর গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। মাথাভাঙ্গা উপবিভাগের সদর পর্য্যন্ত ঐ নদীতে সকল সময়ে ১০০৴ মণ বোঝাই নৌকা গমনাগমন করিতে পারে। বর্ষাঋতুতে এই নদীবক্ষে বড় বড় নৌকা আরও উত্তর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে সমর্থ হয়।

সিংহালতা (স্ত্রী) বৃহতীলতা। (ভাবপ্র°)

সিংহেন্দ্র (পুং) সিংহশ্রেষ্ঠ, সিংহরাজ। (পঞ্চরাত্র)

সিংহেশ্বর, উড়িষ্যার পুরী জেলার অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। এই গিরিপথ দিয়া গঞ্জাম পাওয়া যায়। উচ্চতায় অধিক না হইলেও এই স্থান পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ।

সিংহেশ্বর, উত্তররাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত একটী দেব-মূর্ত্তি।

সিংহেশ্বরস্থান, বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার নিঃশঙ্কপুর-কুড়া পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মধাপুর হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৫৮´৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৫০´৩১´´পূঃ। সমগ্র বেহার বিভাগের মধ্যে ইহা একটী প্রসিদ্ধস্থান। গঙ্গার উত্তরে হস্তিবিক্রয়ার্থ প্রসিদ্ধ এরূপ মেলাস্থান আর কোথাও নাই। এখানে প্রতিবৎসর মাঘ মাসে একটী মেলা হয়। ঐ মেলায় পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, মুঙ্গের ও নেপালের সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা ক্রয়বিক্রয়ার্থ আগমন করিয়া থাকে। হস্তী ভিন্ন এখানে অশ্ব, অশ্বতর, দেশীয় বিনামা, বিলাতী বস্ত্র ও নেপালী কুক্‌ড়ী নামক ছুরিকা প্রভৃতি দ্রব্যও বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই গ্রামে একটী মন্দিরে সিংহেশ্বর নামক লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস সিংহেশ্বরের পূজা দিয়া দেবতারাধন করিলে বন্ধ্যা নারীও পুত্রবতী হয়। এই কারণে অনেক রমণীই প্রতিদিন সিংহেশ্বর স্থানে সমাগত হইয়া পূজাদি দেয় ও পুত্র কামনা করে। কিম্বদন্তী এই যে, এই স্থান ও মন্দির এক সময়ে ভররাজাদিগের অধিকারে ছিল। তাঁহারা যাত্রীগণের প্রদত্ত পূজা দ্রব্যের কতকাংশ লইতে স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান পাণ্ডাদিগের পূর্ব্বপুরুষের হস্তে দেবতার সেবাভার অর্পণ করিয়া মন্দির ছাড়িয়া দেন। ভর বংশের অধঃপতন ঘটিলে পাণ্ডাগণ পূর্ব্বচুক্তি ভঙ্গ করিয়া পূজাভাগ দিতে অস্বীকৃত হন। তদবধি তাঁহারাই মন্দিরের ও তাহার ভূসম্পত্তির একমাত্র অধিকারী রহিয়াছেন।

সিংহোদ্ধতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দ বসন্ততিলক ছন্দের নামান্তর, কেহ ইহাকে বসন্ততিলক, কেহ সিংহোদ্ধতা এবং কেহ সিংহোন্নতা, কেহ বা উদ্ধর্ষিণী বলিয়া থাকেন। [ইহার লক্ষণাদির বিষয় বসন্ততিলক শব্দে দেখ]

সিংহোন্নতা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। [সিংহোদ্ধতা দেখ।]

সিঁউতী (দেশজ) পুষ্পবিশেষ। সেফালিকা পুষ্প।

সিঁড়ি (হিন্দী) সোপান, সোপান শব্দের অপভ্রংশ।

সিঁধ (দেশজ) সন্ধিশব্দের অপভ্রংশ, চোরেরা চুরি করিবার কালে যে সন্ধি খনন করে, তাহাকে সিঁধ কহে।

সিঁধকাটী (দেশজ) লৌহাদি নির্ম্মিত শলাকাকার অস্ত্রবিশেষ। এই অস্ত্র দ্বারা চোরেরা গৃহপ্রাচীরে সিঁধ কাটিয়া থাকে এইজন্ত উহাকে সিঁধকাটী কহে।

সিঁধান (দেশজ) অভ্যন্তরভাগে প্রবেশকরণ।

সিঁধাল (দেশজ) চোরবিশেষ, সিঁধাল চোর। যাহারা সিঁধ কাটিয়া চুরি করে, সংস্কৃতে ইহাদের নাম সন্ধিচোর।

সিঁধেল (দেশজ) যাহারা গৃহাদির সন্ধিস্থল গোপনে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহস্থের দ্রব্যাদি অপহরণ করে।

সিকতা (স্ত্রী) সিক সেচনে বাহুলকাৎ অতচ্। ১ সিকতিল, বালুকাযুক্ত ভূমি। (মেদিনী) ২ বালুকা। (রাজনি°)

সিকতা, পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত সমুদ্রের বেলাপ্রদেশ। এখানে লোকনাথ মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান।

সিকতাত্ব (ক্লী) সিকতা ভাবে ত্ব। সিকতার ভাব বা ধর্ম্ম।

সিকতাময় (ক্লী) সিকতাত্মকং, সিকতা-ময়ট্। বালুকাময় তট, পর্য্যায়—সৈকত। (অমর) বালুকাময় নদীর তটভূমি।

সিকতামেহ (পুং) মেহরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—এই রোগে রোগীর মূত্রের সহিত সিকতার ন্যায় ক্ষরণ হয়। এই জন্য ইহাকে সিকতামেহ কহে। (সুশ্রুত নি°) [মেহ দেখ।]

সিকতামেহিন্ (ত্রি) সিকতামেহঃ অস্যাস্তীতি ইনি। সিকতামেহরোগী। (সুশ্রুত)

সিকতাবৎ (ত্রি) সিকতাঃ সন্ত্যস্যেতি মতুপ্ মস্য ব। বালুকাবহুল দেশ। পর্য্যায়—সিকতা, সিকতিল, সৈকত। (ভরত)

সিকতাবর্ত্মন্ (পুং) বালুকাময় পথ।

সিকতাসিন্ধু (পুং) কাশ্মীরের জনপদবিশেষ। (রাজতর°)

সিকতিল (ত্রি) সিকতাঃ সন্ত্যস্যেতি সিকতা (দেশে লুচিলচৌ। পা ৫।২।১০৫) ইতি ইলচ্। সিকতাবান্, সৈকতভূমি।

সিকত্য (ত্রি) সিকতাসু ভবঃ, যাহা সৈকতভূমিতে বা বালুকাময় প্রদেশে হয়, তাহার নাম সিকত্য। "নমঃ সিকত্যায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।৪৩) 'সিকত্যঃ সিকতাসু ভবঃ" (মহীধর)

সিকন্দর, মহাত্মা আলেকসান্দারের (Alexander the Great) পারসিক নাম। মাকিদীনবীর আলেকসান্দারের গুণাবলী ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া অবধি মুসলমানেরা ঐ নামের বিশেষ পক্ষপাতী হন এবং তদবধি তাঁহারা সিকন্দর নাম গ্রহণ

করিতে থাকেন। কোরাণে মহম্মদ ইহাকে "জুলকর্ণিন্" বা দ্বিশৃঙ্গ মনুষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সিকন্দরের প্রচলিত মুদ্রায় অথবা পদকসমূহে তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রদত্ত আছে, তাহার শিরোদেশে মেষশৃঙ্গ চিহ্ন (Ammon with a Ram's Horn) বিদ্যমান দেখিয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সম্ভবতঃ ঐরূপ উক্তিই প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। কোরাণের প্রাচ্য দেশীয় টীকাকারগণ জুলকর্ণিন্" পদে কাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন, ঐরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঈশ্বরানুগৃহীত। সিকন্দর প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি প্যারগম্বর খিজির কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যমপুরীর নিকটস্থ জীবন প্রস্রবণ (Fountain of life) সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি ঐ নির্ঝরের অমৃতধারা পান করিতে দেবগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হন।

৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ৩০ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ৩৩১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি পারস্যপতি দরায়ুসকে পরাজিত করিয়া ৩২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবিজয়ে গমন করেন। এখানে পঞ্জাব প্রদেশে পুরু গ্রীকগ্রন্থলিখিত (Porus) নামক রাজার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজিত পুরুরাজের সহিত বিজেতা আলেকসান্দর মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

[আলেকসান্দর দেখ।]

সিকন্দর, মুসলমান কবি খলিফা সিকন্দরের কাব্যনাম। ইনি পুরবী, মারবাড়ী ও পঞ্জাবী ভাষায় কতকগুলি মার্শিয়া রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মৎস্যোপাখ্যান এবং রাজা দিলখবার ও মাঝি বিষয়ক দুইখানি তদ্রচিত কাব্য গ্রন্থ পাওয়া যায়।

সিকন্দর, (যুবরাজ), আমীর তৈমুরের পৌত্র এবং উমার শেখ মীর্জার পুত্র। আমীর তৈমুরের মৃত্যুর পর, ইনি পীর মহম্মদ ও মীর্জ্জারুস্তম নামক স্বীয় ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত ফার ও ইস্পাহান রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এইরূপ আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহার খুল্লতাত শাহরুখ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে সিকন্দর পরাজিত ও বন্দী হন। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে শাহরুখ তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন।

সিকন্দর আদিলশাহ, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের শেষ রাজা। তিনি অতি শৈশবে পিতা ২য় আলীআদিলশাহের সিংহাসনে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে আরোহণ করেন। বাল্যাবস্থানিবন্ধন তাঁহাকে আর স্বাধীনভাবে রাজ্যভোগ উপভোগ করিতে হয় নাই, তিনি চিরদিনই স্বীয় অমাত্য ও মন্ত্রিবর্গের অধীন ছিলেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর ও তদধীন সমুদায় প্রদেশ বাদশাহ অরঙ্গজেবের করতলগত হয়। রাজা সিকন্দর মোগলহস্তে বন্দী হন এবং ৩ বৎসর কারাবাসে থাকিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সিকন্দর কাদের মীর্জা, মোগলসম্রাট্ শাহ আলামের বংশধর, কুমার খুর্সেদ মীর্জার পুত্র। ইনি কবি ছিলেন।

সিকন্দর খাঁ উজবেক, পারস্যের কাস্‌গর রাজ্যের প্রসিদ্ধ সিকন্দর খাঁ-রাজবংশের একজন বংশধর। ইনি মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুন বাদশাহের সহিত ভারতে আগমন করিয়া তাঁহার মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। ১৫৪৩ খৃঃ তিনি সসৈন্যে মীর্জা হায়দরের সহিত কাশ্মীররাজ্য জয়ে গমন করেন। উক্ত যুদ্ধে কাশ্মীর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ অকবর শাহের রাজ্যকালে লখ্‌নৌ সহরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

সিকন্দর জাহ্, দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যের একজন নিজাম (নবাব)। ইনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পিতা নবাব নিজাম আলীখাঁ বাহাদুরের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের মসনদে আরোহণ করেন। প্রায় ২৮ বৎসর রাজত্বের পর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র মীর ফর্খুন্দ আলীখাঁ নাসির উদ্দৌলা নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন।

[নাসির উদ্দৌলা দেখ।]

সিকন্দরপুর, যুক্ত প্রদেশের অযোধ্যা বিভাগের উনাও জেলার একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৫৮৷৷০ বর্গমাইল। ৫১টী গ্রাম লইয়া এই পরগণা গঠিত, তন্মধ্যে ৪৮টী গ্রাম পরিহার-বংশীয় রাজপুতদিগের অধিকৃত। এই পরগণার উত্তরে পরিয়াব, পূর্ব্বে উনাও, দক্ষিণে হড়হা, ও পশ্চিমে কাণপুর জেলা।

এই পরগণায় পরিহারদিগের আধিপত্য বিস্তার সম্বন্ধে এইরূপ একটী জনশ্রুতি আছে—পরিহারগণ এক সময়ে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অথবা জিগিনী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত। কোন কারণে তাহারা আদিবাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া মারবাড়ের বালুকাময় মরুদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। কছুদিন পরে এখান হইতেও বিতাড়িত ও তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করে এবং যাহারা যেখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সেই স্থানেই থাকিয়া যায়।

কিরূপে পরিহার-বংশের আদিপুরুষ উনাও জেলায় সরোসি বা সিকন্দরপুরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে।—দিল্লীশ্বর হুমায়ুন বাদশাহের রাজত্বকালে যমুনাপারস্থিত জিগিণীনিবাসী জনৈক পরিহার রাজপুত্রের সহিত পুরেন্দবাসিনী এক দীক্ষিতকন্যার বিবাহ হয়। বর আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবর্গে সমাবৃত হইয়া সরোসি পরগণার মধ্য দিয়া শোভাযাত্রা করেন। পথিমধ্যে একটী ইন্দারা দেখিয়া বরযাত্রীর দল

সেইখানে জলপানার্থ বিশ্রাম করে এবং সম্মুখে একটী দুর্গ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করে, ঐ দুর্গাধিকারী কোন্ রাজা। তদুত্তরে নিকটস্থ কোন ব্যক্তি বলিল, ঐ দুর্গ ও তন্নিকটস্থ প্রদেশ শূদ্রজাতীয় কোন রজকের অধিকারভুক্ত। তদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া পুরেন্দ অভিমুখে চলিয়া গেল।

বিবাহের পর বর ও কন্যা লইয়া সকলে গৃহে ফিরিল। কিছুদিন পরে হোলিপর্ব্ব আসিল। ঐ পর্ব্ব দিনে পরিহারেরা পূর্ব্বোক্ত দুর্গ অধিকার করিতে কল্পনা করিল। পরিহার-দলপতি ভাগেসিংহ সদলে সেই দিবস যাত্রা করিয়া রাত্রিকালে তথায় উপনীত হইলেন। তখনও দুর্গ মধ্যে হোলির আমোদ চলিতেছে। ক্রমে গভীর নিশিথে নেশার ঘোরে সকলে অবসন্ন হইয়া পড়িল। আর কলরব নাই। দুর্গরক্ষিগণও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে, তখন উপযুক্ত সময় জ্ঞান করিয়া ভাগেসিংহ সশস্ত্র উপস্থিত হইয়া দুর্গাক্রমণ করিলেন। ঘোরতর রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। ভাগেসিংহ সেই রাত্রেই দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অধীশ্বর হইলেন।

ভাগেসিংহ ক্রমে ৮৪খানি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চারিপুত্র পিতৃসম্পত্তি বিভাগ করিয়া লন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ আশীস্ ও সালহ যথাক্রমে ২০ থানি ও ৪৩ থানি গ্রাম পান। তৃতীয় পুত্র মানিক ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি অর্থের মোহে সংসারে জড়িত থাকিতে চাহিলেন না। তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য ভ্রাতাদিগের নিকট একখানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা করিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভুলেধন তখন অতি শিশু ছিল। ভ্রাতারা যাহা তাহাকে দিল সে তাহা গ্রহণ করিল। এইরূপে সম্পত্তি চারিভাগে বিভক্ত হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে বিষয়াধিকার আর জ্যেষ্ঠ পুত্রগত থাকে নাই। সুতরাং বংশবৃদ্ধির সহিত বিষয়সম্পত্তি ক্রমশঃ বিভক্ত হইয়া পড়ায় সকলে প্রায় দরিদ্র হইল। ভাগেসিংহ এতৎপ্রদেশ জয় করিয়া এবং তৎপুত্রগণ উক্ত সম্পত্তি উপভোগ করিয়া যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, অধস্তন ছয়পুরুষের মধ্যে পরিহারদিগের সে সম্মান তিরোহিত হইয়াছিল।

অতঃপর হীরাসিংহের পুত্র কালন্দর সিংহের সময় এই বংশের পুনরভ্যুদয় ঘটে। হীরাসিংহ নানা বিপদাপদ সহ করিয়া শেষে স্বীয় তৃতীয় পুত্র কালন্দরকে ইংরাজ-কোম্পানীর সিপাহী দলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কালন্দর ক্রমে ৪৯ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সুবাদার মেজর পদে উন্নীত হন। তিনিই তৎকালের ইংরাজ রেসিডেন্টের সাহায্যে ক্রমে ধনে মানে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই সমগ্র পরিহারদিগকে একত্র করিয়া আপনাদের বিভক্ত সম্পত্তি পুনরায় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে একটী তালুকরূপে গঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবার সময় এই সম্পত্তি গোলামসিংহের নামেই ছিল।

সিকন্দরপুর, যুক্ত প্রদেশের বালিয়া জেলার বাঁসদিয়া তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। ঘর্ঘরা নদীর দক্ষিণকূলে বাঁসদিয়া হইতে ১৪ মাইল এবং বালিয়া হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°০২´১৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°০৫´৪৫´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে জৌনপুররাজ সিকন্দর লোদীর নামে প্রতিষ্ঠিত ও তৎকালে মহাসমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন সুবৃহৎ একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং বহুদূরব্যাপী ধ্বস্ত অট্টালিকাশ্রেণী আজিও সেই অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। স্থানীয় লোকের পাটনায় গমন হেতু এই নগর এককালে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখনও এখানকার বাজারে প্রভূত পরিমাণে আতর ও গোলাপ জল প্রভৃতি বিক্রীত হইয়া থাকে।

সিকন্দর বেগম, রাজপুতনার দক্ষিণস্থ সুপ্রসিদ্ধ ভোপাল রাজ্যের জনৈক শাসনকর্ত্রী, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা জাতিতে আফগান (পাঠান) এবং বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি আপনাকে ভোপালের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আত্মপক্ষরক্ষণেও যথেষ্ট বীরত্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সেনাবৃন্দ কর্ত্তৃক সিকন্দর বেগমের মাতা ভোপালরাজ্যের অভিভাবিকা নিযুক্ত হন এবং নাবালিকা সিকন্দর বেগম রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত হন।

মাতার অনভিমত সত্ত্বে সিকন্দর স্বীয় খুল্লতাতভ্রাতা জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে সিকেন্দর ভাবী স্বামীকে অঙ্গীকার করান যে, তিনি কখনই রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, সমস্ত কার্য্যই বেগমের অভিমতে পরিচালিত হইবে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটে। ইহার কিছুদিন পরে, আগ্রার দরবারে ইংরাজ গবমেণ্ট তাঁহার আচরণে ও রাজ্য-শাসনপ্রণালীতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে G. C. S. I. উপাধি দান করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর বেগম প্রথমে ভোপাল রাজ্যের রিজেন্ট (অভিভাবক) হন, তৎপরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্বয়ং রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শাহজহান বেগম ভোপাল রাজ্যের অধীশ্বরী হন।

সিকন্দর মুনসী, পারস্যপতি ১ম শাহ অব্বাসের মন্ত্রী। ইনি ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে "আলম অরাত্র আব্বাসি" নামক একখানি ইতিহাস গ্রন্থে সফাবি বংশীয় রাজা ১ম শাহ ইস্মাইল হইতে ১ম শাহ অব্বাস পর্য্যন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থখানি ৩

খণ্ডে সম্পূর্ণ, শেষখণ্ডে শাহ অব্বাসের জীবনবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি শাহ অব্বাসকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত। ইনি ইস্‌কন্দার মলিসি বা সিকন্দর নামেও খ্যাত।

সিকন্দর শাহ, গুজরাতের একজন হিন্দু নরপতি। ইনি স্বীয় পিতা ২য় মুজঃফর শাহের মৃত্যুর পর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাত-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩ মাস ১৭ দিন রাজত্বের পর তিনি গুপ্ত শত্রুর হস্তে নিহত হইলে তৎপুত্র নাসিরখাঁ ২য় মহম্মদশাহ নাম ধারণপূর্ব্বক রাজা হন।

সিকন্দরশাহ পূরবী, বাঙ্গালার একজন পাঠান নরপতি। ইনি ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে, পিতা সামস্ উদ্দীন্ ভঙ্গীরার মৃত্যুর পর বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হন। তিনি রাজ্যশাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার পূর্ব্বেই দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলক বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। সিকন্দর তখন রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন, সুতরাং দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা তাঁহার পক্ষে শুভজনক নহে জানিয়া তিনি বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হইয়া ফিরোজের সহিত সন্ধি করিলেন। ফিরোজও তাহাতে প্রীত হইয়া দিল্লী অভিমুখে ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় ৯ বৎসর কাল শান্তিসুখে রাজ্যশাসন করিয়া ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দরশাহ পূরবী পরলোক গমন করেন। তৎপরে তৎপুত্র গায়স্ উদ্দীন্ পূরবী রাজা হন।

সিকন্দরশাহ লোদী (সুলতান) দিল্লীর পাঠান-বংশীয় মুসলমান সম্রাট্। সুলতান বহ্‌লোল লোদীর পুত্র। ইনি নিজামখাঁ নামে খ্যাত ছিলেন। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনলাভের পর সিকন্দর লোদী নামে আখ্যাত হন। ইহার রাজত্বকালে ভারতে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়।* তাহাতে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্থানের গৃহাদি ধ্বংস এবং লক্ষ লক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছিল। দিল্লী নগরী ঐ সময়ে শোভাহীন হইলে সিকন্দর আগ্রায় রাজধানী মনোনীত করিয়া তথায় রাজপাট পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারে হিন্দুগণ প্রথমে পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে আদিষ্ট হন। প্রায় ২১ বৎসর রাজত্বের পর ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর শাহ পরলোক গমন করেন। ব্রীগ্‌স্ ফিরিস্তা নামক ফিরিস্তার অনুবাদগ্রন্থে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ লিখিত হইয়াছে। পারস্যভাষাবিদ্ বীল্ সাহেব উহাকে ভ্রম বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

সিকন্দর লোদী তাঁহার জীবিত কালে আগ্রা নগরের দক্ষিণকূলে বাদলগড় নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মোগলসম্রাট্ অকবর শাহ ঐ দুর্গাংশ ভাঙ্গিয়া পুনরায় তাহা লালপাথরে গাথাইয়া দেন। কাসিমখাঁ মীরবহর নৌ-সেনাপতির তত্ত্বাবধানে ৮ বৎসর পরিশ্রমে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উহার সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। মোগলসম্রাট্ শাহ আলম্ বাদশাহের ও মধুগাও সিন্দের অধিকার সময়ে অকস্মাৎ ঐ দুর্গ দগ্ধ হইয়া পড়িয়া যায়। ইহার পুত্র ইব্রাহিম হুসেন লোদী।

[ভারতবর্ষ ও লোদীবংশ দেখ।]

* ইংরাজী ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই রবিবার ভূমিকম্প হয়।

সিকন্দরশাহ শূর, দিল্লীর শূরবংশীয় একজন রাজা। শেরশাহ শূরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার আসল নাম আহ্মদখাঁ শূর। ইনি ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ইব্রাহিম শূরকে রণক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার এই সৌভাগ্যসুখ অধিক দিন ভোগ হয় নাই। কারণ উক্ত বর্ষের জুন মাসে ভারতেশ্বর হুমায়ুন বাদশাহ পুনরায় স্বীয় দল বল একত্র করিয়া পঞ্জাব সীমান্তে আসিয়া উপনীত হন। হুমায়ুন ইতিপূর্ব্বে শের শাহ কর্তৃক ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে সুযোগ দেখিয়া নষ্টরাজ্য উদ্ধারমানসে সদলে অগ্রসর হন। সিকন্দর শূর হুমায়ুনের গতিরোধ করিবার জন্য স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। তিনি সরহিন্দস্থিত সেনাদলের নায়ক বৈরাম খাঁর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২২ জুন তারিখে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি শিবালিক শৈলের অন্তরালে পলায়ন করেন। মোগল-সম্রাট্ অকবর ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে পর্ব্বতের নিভৃত নিবাস হইতে তাড়াইয়া দেন। অতঃপর সিকন্দর শূর বাঙ্গালায় পলাইয়া আসেন, এই স্থানেই দুই বৎসর পরে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

সিকন্দর সুলতান, কাশ্মীরের একজন মুসলমান রাজা। ইনি "ভূত-শিখান্" অর্থাৎ পুত্তলপ্রতিমাধ্বংসকারী বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ইনি কাশ্মীরে ইস্‌লাম-ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা শাহ মীর দরবেশের পৌত্র। সিকন্দর স্বীয় মাতার সাহায্যে পিতা সুলতান কুতব্ উদ্দীনের সিংহাসনে ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন। রাজ্যের সমুদায় অমাত্য ও কর্ম্মচারী তাঁহাকে কাশ্মীরের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। স্বীয় ভুজ ও প্রতিভাবলে সিকন্দর কাশ্মীরের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কাশ্মীরের বহু মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন। ২৬ বৎসর ৯ মাস রাজত্বের পর ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্তর ঘটে। ইহারই রাজ্যকালে তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। সিকন্দর সুলতান তাঁহাকে উপযুক্ত নজর দিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন।

সিকন্দরা, (সিকন্দ্রা), যুক্ত প্রদেশের আগ্রা জেলার আগ্রা তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আগ্রা নগর হইতে ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মথুরা যাইবার রাস্তার ধারে অবস্থিত। জৌনপুররাজ সিকন্দর লোদী এই নগর স্থাপন করিয়া এখানে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মোগল-

সম্রাট্ অকবর বাদশাহ আপনার শেষ দিনের দেহরক্ষার জন্ত এখানে একটী সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করান, তজ্জন্যই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক ঐ সমাধিমন্দির সুসম্পন্ন হয়।

ফার্গুসন সাহেব ঐ মন্দিরের কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন, অকবর শাহের নির্ম্মিত অপরাপর অট্টালিকা হইতে এই অট্টালিকা সর্ব্বাংশে নূতন। ভারতে ঐ সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে যত প্রকার সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের কাহারও সহিত উহার সৌসাদৃশ্য নাই। ইহা হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে গঠিত। ইহার চারিদিকে বিস্তীর্ণ উদ্যান আছে। তিনি আরও বলেন যে, উহার উচ্চতা ও গম্বুজ আরও একটু বড় হইলে উহাকে তাজমহলের সমকক্ষ ধরা যাইত।

সিকন্দরা, যুক্ত প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার ফুলপুর তহশীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৫°৩৩´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°১´৬´´ পূঃ। এই গ্রামের এক মাইল উত্তরপশ্চিমে গজনীপতি মান্দুদের বিখ্যাত সেনাপতি সৈয়দ শালর মসায়ুদের সমাধিমন্দির অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে ঐ সমাধিক্ষেত্রে একটী মেলা বসে এবং প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান সমবেত হয়।

সিকন্দরারাও, যুক্তপ্রদেশের আলীগড় জেলার একটী তহশীল বা উপবিভাগ। সিকন্দরা ও আকবরাবাদ পরগণা লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ৩৪২ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের প্রায় সমস্ত স্থানই উর্ব্বর ও উচ্চভূম। গাঙ্গেয় খালের নানা শাখা দিয়া এখানকার ক্ষেত্রাদির জল-সরবরাহ হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং সিকন্দরা রাও উপবিভাগের বিচার সদর। কোইল হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে কাণপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৪১´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২৫´১৫´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে দিল্লীশ্বর শিকন্দর লোদী কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রাওখাঁ নামক একজন আফগান বীরকে জায়গীর স্বরূপ এই স্থান প্রদান করেন। তদবধি উভয়ের নামের সংমিশ্রণে নগরটী সিকন্দরারাও নামে আখ্যাত হইয়াছে। নগরটী মিউনিসপালিটীর তত্ত্বাবধানে পরিরক্ষিত হইলেও বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। নগরটী নিম্নভূমে অবস্থিত থাকায় উহার জলরাশি উত্তমরূপ নিকাশ হইতে পায় না; এই জন্য জল জমিয়া স্থানে স্থানে পচিয়া উঠে ও দুর্গন্ধ হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার আফগান-সর্দ্দার ঘৌসখাঁ বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মালাগড়ের অধীশ্বর বলিদাদ্ খাঁর সহকারীরূপে কোইল অধিকার করিয়া বসেন। এই সময়ে কুন্দনসিংহ নামক জনৈক পুণ্ডীর বংশীয় রাজপুত ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন তিনি তৎকালে উক্ত পরগণার নাজিম স্বরূপ থাকিয়া শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এখানে মোগল সম্রাট্ অকবর বাদশাহের সময়ে নির্ম্মিত একটী মসজিদ ও মুসলমান শাসনকর্ত্তার আবাস ভবন অদ্যাপি ধ্বস্তাবস্থায় বিদ্যমান আছে।

সিকন্দরাবাদ, যুক্তপ্রদেশের বুলন্দ-সহর জেলার উত্তরপশ্চিম তহশীল। সিকন্দরাবাদ, দাদ্‌রী ও ধনকৌর পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৫২৪ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ যমুনা নদীর পূর্ব্বকূলদেশে বিস্তৃত এবং গঙ্গা খালের দুইটী শাখার দ্বারা এখানকার জলাভাব দূর হইয়াছে। ইষ্টইণ্ডিয়া রেল এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং সিকন্দরাবাদ ও দাদ্‌রী নামক স্থানে দুইটী রেলওয়ে ষ্টেশন ও এখানে মোট ৮টী থানা আছে।

২ উক্ত প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার একটী নগর এবং সিকন্দরাবাদ তহশীলের বিচার সদর। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক সুবিস্তৃত রাস্তায় দিল্লীশাখার উপর, বুলন্দসহর হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে স্থাপিত। অক্ষা° ২৮°২৭´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৪´৪০´´ পূঃ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সিকন্দরাবাদ ষ্টেশন এই নগর হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে স্থাপিত। নগরটী মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাবধানে পরিরক্ষিত। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদী এই নগর স্থাপন করেন। মোগল-সম্রাট্ অকবর বাদশাহের শাসনকালে এই নগর একটী মহলের সদররূপে গণ্য ছিল। নাজিব উদ্দৌলা দিল্লীশ্বরকে রণক্ষেত্রে সহায়তা করায় জায়গীর প্রাপ্ত হন। এই নগরও সেই জায়গীরের কেন্দ্রস্থল ছিল। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধি সাদৎ খাঁ এই নগরে মরাঠা সেনাদিগকে পরাস্ত করেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ভরতপুররাজ্যের জাট সেনাদল এই নগরে ছাউনী করিয়াছিল। সূর্য্যমল্লের মৃত্যু ও জবাহির সিংহের পরাজয়ের পর তাহারা যমুনা পার হইয়া পলায়ন করে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে পরিচালিত সেনাপতি পেরোণের সেনাদল (Parron's brigade) এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। আলীগড় যুদ্ধের পর, কর্ণেল জেমস্ স্কিনার এই নগর অধিকার করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী গুজর, রাজপুত ও মুসলমান জাতিরা বিদ্রোহে যোগদান করিয়া সিকন্দরাবাদ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। উক্ত বর্ষের ২৭এ সেপ্টেম্বর কর্ণেল গ্রেটহেডের অধীনস্থ সেনাদল তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া নগর পুনরুদ্ধার করিয়া লন। এখানে অনেকগুলি

মসজিদ ও হিন্দুমন্দির আছে। স্থানীয় প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মুন্সী লক্ষ্মণস্বরূপের বাসভবন উল্লেখযোগ্য।

এখানে মাথার পাগড়ী, উড়ানী ও জামা প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য এক প্রকার উৎকৃষ্ট মশলিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুইটী বাজার আছে; ঐ বাজারই স্থানীয় কার্পাস, চিনি ও শস্যাদির বাণিজ্য-কেন্দ্র।

সিকন্দরাবাদ, (আলেকসন্দর নগর), হায়দরাবাদ বা নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী নগর। এখানে ইংরাজরাজের একটী সেনানিবাস আছে। হায়দরাবাদ নগর হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৩০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°২৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৩´ পূঃ। নিজাম সিকন্দর ঝার নামানুসারে সিকন্দরাবাদ সেনানিবাস স্থাপিত। ভারতে ইংরাজ গবমেণ্টের যতগুলি সেনানিবাস আছে, তন্মধ্যে এই সেনানিবাস সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, কারণ ঐ স্থানে হায়দরাবাদের সাহায্যকারী সেনাদল (Haidrabad Subsidiary Force) ও মান্দ্রাজ সেনাদলের একটী বিভাগ রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে এখানে একদল য়ুরোপীয় ও একদল দেশীয় অশ্বারোহী সৈন্য ও রয়েল হর্স আর্টিলারী নামক কামানবাহীসেনা, একদল রয়েল আর্টিলারী (ফিল্ড গারিজন), ৩ দল কামানবাহী, দুইটী ইংরাজ ও চারিটী দেশীয় পদাতিকদল, এবং দুই দল স্যাপর ও মাইনার রক্ষিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তথায় অস্ত্রাগার পরিদর্শন জন্য যুদ্ধসজ্জাসংরক্ষণী-কার্য্যালয় (Orduance Establishment) ও কমিসেরিয়ট বিভাগ আছে।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে ইংরাজের সহিত নিজামের যে সন্ধি হয়, তাহারই সর্ত্তানুসারে ইংরাজ গবমেণ্ট স্বহস্তে উক্ত সেনাদল পোষণ করিয়া থাকেন। উক্ত বর্ষের পূর্ব্বে নিজাম ইংরাজসৈন্যের সাহায্যার্থ যে নূতন সেনাদল সংগ্রহ করেন, তাহারা কার্য্যকালে বিশেষ কার্য্যকারী না হওয়ায় নিজামের নিদেশানুসারে ইংরাজ গবমেণ্ট সেই সেনাদল পোষণ ও সুশিক্ষিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। ঐ সেনাদলের ব্যয়বহনার্থ নিজাম আপনার অধিকৃত কতকগুলি জেলার রাজস্ব ইংরাজরাজকরে অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সংশোধিত হয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিকন্দরা-সেনাবাস একটী বারিক ও শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি কুঠী বিরাজিত ছিল। উহা তৎকালে পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ৩ মাইল লম্বা ছিল। উহার সম্মুখ ও বামভাগে অশ্বারোহী সেনাদল থাকিত এবং দক্ষিণে পদাতিক সেনাদিগের বাসগৃহ ছিল, উক্ত বর্ষে বলরাম পর্য্যন্ত সেনা নিবাসের সীমা বর্দ্ধিত হয় এবং প্রায় ১৯ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া সিকন্দরাবাদের সেনানিবাস গঠিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে কএকখানি গ্রামও বিদ্যমান আছে। এই নূতন সেনানিবাসে য়ুরোপীয় সেনাদলরক্ষার জন্য একটী সুবৃহৎ দ্বিতল বারিক এবং উহারই অদূরে দেশীয় সেনাবৃন্দের জন্য সুন্দর গৃহাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে।

সেনাবাস ও তাহার চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী দেশভাগ ক্রমোচ্চনিম্ন এবং গণ্ড শৈলমালাসমাকীর্ণ। ভূমিভাগও পার্ব্বতীয় স্তরে পূর্ণ। সেনাবাসের পূর্ব্বাংশে দানাদার পাথরের দুইটী শৈলচূড়া ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। উত্তরপূর্ব্বেও একটী দানাদার পাথরের পাহাড় আছে। উহা মূল-আলী নামে পরিচিত। উহার সন্নিকটে কদম-রসুল নামক শৈল। কিংবদন্তী এই যে, ঐ শৈলোপরে প্যাগম্বর মহম্মদের পাদচিহ্ন আছে।

এই সেনাবাসের রাস্তা গুলির দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী বিদ্যমান। উহাদের শীতল ছায়া বড়ই মনোরম। য়ুরোপীয় সেনা-বারিক ও দেশীয় সৈন্যের আবাস স্থলে যথেষ্ট খর্জ্জুর ও তালবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল স্থানই বৃক্ষাদি বর্জ্জিত। উচ্চভূমি ভাগে কোনরূপ শস্যাদিও জন্মে না। নিম্ন ভূমিতে ও উপত্যকা প্রদেশে শস্যাদির চাস হয়। ঐ জন্য স্থানে স্থানে বাঁধ দিয়া পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়াছে। সেনানিবাসের ঠিক দক্ষিণপশ্চিমে হুসেন-সাগর নামক সুবিখ্যাত বাঁধ। উহার পরিধি প্রায় ৩ মাইল।

এখানকার কুচ-কাওয়াজ-স্থান সুবিস্তৃত, প্রায় ৮ হাজার সৈন্য ঐ মাঠে দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে কৃত্রিম রণক্রীড়া প্রদর্শন করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন উহার দক্ষিণপার্শ্বে সাধারণ রাজকীয় গৃহাবলী ও বামভাগে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত দুর্গ। ঐ স্থান কতকগুলি বড় বড় কামান ও একদল কামানবাহী সৈন্য সংরক্ষিত আছে। সন্নিকটে কবর স্থান।

সিকন্দরাবাদ সেনাবাসের অদূরে ত্রিমিলগিরি সেনানিবাস। এখানে স্থানীয় য়ুরোপীয় অধিবাসিগণের স্থান হইতে পারে। উহার চারিদিকে গড়খাই আছে। বলরাম-সেনাবাস সিকন্দরাবাদ হইতে উত্তরে স্থাপিত। এখানে নিজামের অধীনস্থ হায়দরাবাদ-সেনাদলের একদল অশ্বারোহী একদল পদাতিক ও একদল কামানবাহী সৈন্য বাস করে। সিকন্দরাবাদ-সেনাবাসের ৫ মাইল দক্ষিণে নিজামের অধীনস্থ হায়দরাবাদ রিফর্ম্ড্ সেনাদলের বারিক। এখানে একজন য়ুরোপীয় সেনানায়কের অধীনে একদল অশ্বারোহী, পদাতিক ও কামানবাহী সেনা রক্ষিত আছে। মূলকথায় সিকন্দরাবাদ-সেনানিবাসের উত্তর ও দক্ষিণ-সীমাস্থ সেনাবাস লইয়া গণনা করিলে অনুমান হয় যে, এখানে প্রায় ১০ মাইল স্থানের মধ্যে ৮০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য অবস্থান করিতেছে।

সিকেন্দরাবাদের পশ্চিমে বেগমপট নামক স্থানে প্যাইওনিয়ার

সেনাদল এবং বৌয়েনপিল্লি নামক স্থানে মান্দ্রাজ অশ্বারোহী সেনাদলের আড্ডা আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দরাবাদের সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ রেসিডেন্সী আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাদিগকে তদ্দণ্ডেই দমন করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হায়দরাবাদ সাবসিডিয়ারী ফোর্স ও হায়দরাবাদ-কন্টিনজেন্টের যত্নে এখানে আর কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই।

বর্ষা ঋতুতে এখানকার স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ হয় এবং জ্বর, উদরাময় ও বাতপীড়া য়ুরোপীয় ও দেশীয় সেনামধ্যে দেখা দেয়।

সিকারপুর, বোম্বাই প্রদেশের সিন্ধুবিভাগের ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। অক্ষা° ২৭° হইতে ২৯° উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° হইতে ৭০° পূর্ব্বমধ্য। ভূপরিমাণ ১০০০১ বর্গমাইল। ইহার উত্তর সীমায় বেলুচিস্থান, উত্তর-সিন্ধু-সীমান্ত জেলা ও সিন্ধুনদ, পূর্ব্বে বহাবলপুর ও জয়শালমীরের সামন্ত রাজ্য, দক্ষিণে খয়েরপুর রাজ্য ও করাচী জেলার মেহবান্ তহসীল এবং পশ্চিমে খীরথার পর্ব্বতমালা। রোহ্ড়ী, সক্কর, লর্খানা ও মেহর উপবিভাগ লইয়া এই জেলা গঠিত। সিকারপুর নগর এখানকার বিচারসদর। গবর্মেণ্টের অনুমোদনে পরে সক্করনগরে বিচারসদর স্থানান্তরিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

সমগ্র জেলাটী একটী পলিময় প্রান্তর। কেবল রোহ্ড়ী ও সক্কর বিভাগে চুণা-পাথরের পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়গুলি তথাকার সিন্ধুনদের চিরস্থায়ী তটভূমি। কেন না নদীস্রোত সহজে ঐ পার্ব্বত্য তট ভেদ করিয়া কূল প্লাবিত করিতে পারে না। পশ্চিমে মেহর ও লর্খানা উপবিভাগে খীরথার পর্ব্বতমালা বিরাজিত। ঐ পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০০ ফিট্ উচ্চ এবং বেলুচিস্থানকে ভারত হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

জেলার উত্তরাংশে স্থানে স্থানে কালরনামক লবণময় ভূমিভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। যাকুবাবাদ সীমান্তদেশে কর্দ্দমময় উষর ভূমি এবং তাহার মধ্যে মধ্যে কণ্টকপূর্ণ গুল্মাচ্ছাদিত বালিয়াড়ি বা বালির পাহাড়। রোহড়ী বিভাগের একটী স্থান বালুকাময় মরুসদৃশ। উহার মধ্যে মধ্যে বহু সংখ্যক বালির পাহাড়ও বিদ্যমান। উহাও অল্পবিস্তর জঙ্গলাবৃত, কিন্তু দেখিলেই পাহাড়গুলির পরস্পর পৃথকত্ব বুঝা যায়। সিকারপুর জেলার সমস্ত জঙ্গলাবৃতস্থান একত্র গণনা করিলে ২০৭ বর্গমাইল হইবে।

উত্তরসিন্ধু প্রদেশস্থ জেলাসমূহের কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। তবে সিন্ধুপ্রদেশ সম্পর্কে যে প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাই এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণের পূর্ব্বে, বর্ত্তমান রোহড়ী নগরের ৫ মাইল দূরে আলোর রাজধানীতে এক ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিতেন। অতঃপর সিকারপুর প্রদেশ কিছু কালের জন্য ওম্মৈদ ও কিছু দিনের জন্য অব্বাসীদ বংশের শাসনাধীন থাকে। তদনন্তর সিকারপুর সহ সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ ১০২৫ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মাহ্মুদের শাসনাধীন হয়। মাহ্মুদের রাজ্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ ১০৩২ খৃষ্টাব্দে সুমরাবংশীয় রাজগণ সিকারপুরে অধিকারপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। সুমরাবংশীয়দিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সম্মাবংশীয়গণ রাজ্য অধিকার করেন। পরে আর্ঘুণ নামক মুসলমান জাতি সিন্ধু অধিকার করিয়া সম্মাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই সকল রাজবংশের বিবরণ সিন্ধুপ্রদেশপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায়, এখানে আর লিখিত হইল না।

[সিন্ধু দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কল্হোরা রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে উত্তর সিন্ধুপ্রদেশ কোন বিষয়ে বিশেষত্বে ঐতিহাসিক প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, ইহার পূর্ব্বে মোগল সম্রাট্ অকবর শাহ ১৫৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকার করেন এবং দিল্লীদরবারের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তারাই এতৎপ্রদেশ শাসন করিতেন। অতঃপর দাউদপুত্রগণের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা স্থানীয় মাহর নামক দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করেন। সিকারপুর নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে ৯ মাইল দূরে লখি নামক নগরে মাহর রাজগণের রাজধানী ছিল। এই মাহরেরাও পূর্ব্বে এক সময়ে জাতোই নামক বলুচ জাতিকে পরাজিত করিয়া সিকারপুর অধিকার করিয়াছিল।

মাহর কর্ত্তৃক জাতোই জাতির পরাভবসম্বন্ধে সিকারপুরের রাজকীয় বিবরণীতে মেজর জেনারল সর্ এফ্, জি, গোল্ড্স্মিথ কর্ত্তৃক লিখিত এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে।

এক সময়ে বহাবলপুর রাজ্য-সীমান্তবর্ত্তী উবৌরো নগরে মাহর-বংশের সাত ভাই বিদ্যমান ছিল। ঐ সাত ভ্রাতার মধ্যে জৈসর নামক এক ব্যক্তি স্বীয় আত্মীয় সমাজে স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া ভক্কর অভিমুখে চলিয়া আইসেন। তৎকালে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ভক্কর দুর্গ শাহবেগ আর্ঘুণ নামক রাজার অধীনে মাহ্মুদ নামক এক আফগান শাসনকর্ত্তার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল।

জাতোই নামক বলুচ জাতি তৎকালে সিন্ধুনদের পশ্চিমপারস্থ বর্দ্ধিক হইতে লর্খাণা পর্য্যন্ত ভূভাগে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই প্রদেশের মধ্যস্থিত লক্ষু-(লক্ষ্মণ) প্রতিষ্ঠিত লখিনগরী তৎকালে মহাসমৃদ্ধ ও ধনজনপূর্ণ ছিল। জৈসর নদী পার হইয়া তদ্রাজ্য মধ্যবর্ত্তী কোন গ্রামবাসীর আশ্রয়ে বাস স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে

জৈসর ও তাহার অনুচরবর্গের সহিত তাহাদের নূতন সঙ্গী জাতোইগণের মতান্তর উপস্থিত হয়। জৈসর তখন তাহার পরিচিত মুসা খাঁ মেহর নামক জনৈক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির শরণাপন্ন হইল। ঐ ব্যক্তি শাসনকর্ত্তা মাহ্মুদের বিশেষ অনুগত ছিলেন। তিনি শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে শতাধিক সেনা লইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। তাহার ফলে জাতোইগণের পরাভব হয় এবং মুসা খাঁ মধ্যস্থ হইয়া শাসনকর্ত্তার অভিমতে ঐ প্রদেশ ভাগ করিয়া দেন। জৈসর তাহাতে মেহনালী হইতে লার্খানা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন, তিনি আজীবন উহা নিষ্কর ভোগ করিবেন, পরে তাহার বংশধরগণ জাতশস্যের দশমাংশ রাজকর স্বরূপ প্রদান করিবে। পক্ষান্তরে জাতোইগণ মেহলালা হইতে বৰ্দ্ধিক পর্য্যন্ত উত্তর বিভাগ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তাহাদিগকে নিয়মমত ভূমির কর দিতে হইত। জেসর খাঁ লখিতে বাস করিলেন এবং ক্রমে তাহা তাঁহারই সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইল।

তাঁহার মৃত্যুর পর, অকিল ও ভক্কর নামক তদীয় পুত্রদ্বয় তাহাদের জ্ঞাতিভ্রাতা বদেয়া সুজনখাঁর সহযোগে একটি নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস করিবার কল্পনা করেন। তাহারা যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আজিও তাহার ধ্বস্ত নিদর্শন নিপতিত দেখা যায়। সুজন স্বীয়পুত্র মারুর নামে মারুলো গ্রাম স্থাপন করিয়া যান। তাহাই পরে আহ্মদশাহ দুরাণীর মন্ত্রী শাহবালীর নামানুসারে উজিরাবাদ নামে আখ্যাত হয়।

দাউদ-পুত্রগণের অভ্যুদয়ে মাহরদিগকে বিশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। দাউদ-পুত্রগণ বস্ত্রবয়নকার্য্যে যেরূপ সুপটু ছিলেন, যুদ্ধবিদ্যায়ও তাহাদের সেইরূপ নিপুণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দাউদ-পুত্রগণ নিরীহ তন্তুবায় বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে মাহরদিগের অধিকারস্থ সিকারগা নামক স্থানে বন্য পশুপক্ষী শিকার করিতে গমন করিত। মাহরেরা তাহাদিগকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়। এইরূপে অপমানিত দাউদপুত্রগণ তাহাদের ধর্ম্মগুরু পীর সুলতান ইব্রাহিম শাহের শরণাপন্ন হইয়া আপনাদের মনোবেদনা জানাইলেন। ইব্রাহিম শাহ সদাশয় ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। লখি নগরে তাহার বাস ছিল এবং এখনও তথায় তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে, তাহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী মূলক কাহিনীসমূহ শুনা যায়। এই সমাধিক্ষেত্রই তাহার অদ্ভুতশক্তি ও অস্তিত্বের সপ্রমাণে সমর্থ।

পীর ইব্রাহিম শাহ স্বীয় ভক্ত শিষ্যবৃন্দের এই মনোবেদনার কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। পরে উভয় পক্ষের বলাবল গণনা করিয়া একটু চিন্তার পর বলিলেন, তোমরা পুনরায় মৃগয়ায় গমন কর। তদনুসারে তাহারা বনভূমে উপনীত হইলে মাহরেরা তাহাদিগকে বিশেষ লাঞ্ছনার সহিত তাড়াইয়া দিল এবং অপমানিত দাউদপুত্রগণ পুনরায় গুরুর নিকট আসিয়া অপমানের প্রতিশোধ দিবার উপায় ভিক্ষা করিল। পীর ইব্রাহিম তখন কিছু না বলিয়া মাহরদিগকে ডাকাইয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। তাহারা তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া সেই সাধু পুরুষের প্রতি অনেক কটুবাক্য প্রয়োগ করিল এবং বলিল, যে কেহ সিকারগার বনে প্রবেশ করিবে আমরা তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিব অর্থাৎ তাড়াইয়া দিব। কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে রক্ষা করে, প্রভু যদি তুমিই উহাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছা কর, ভাল, তাহাও হইতে পার।"

পীর ইব্রাহিম শাহ মাহরদিগের এই অপ্রিয় কথায় বড়ই কাতর হইলেন। তিনি উদ্ধত মাহরগণের উপর অভিসম্পাত এবং দাউদপুত্রগণের উপর আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তিনি বলিলেন, দাউদপুত্রগণ তোমরা সংখ্যায় ৩০০ শত মাত্র এবং মাহরেরা ১২ সহস্র হইবে। কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র আশঙ্কার কারণ নাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমাদের দেহ লৌহতুল্য এবং অস্ত্রশস্ত্র কুঠার সদৃশ সুকঠিন হইবে ও মাহরেরা তৃণবৎ দ্বিখণ্ডিত হইবে। গুরুর এইরূপ উৎসাহবাক্যে প্রফুল্লিত হইয়া দাউদপুত্রগণ যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিল। অচিরে উভয়-পক্ষে যুদ্ধ বাঁধিল। মাহরেরা রণক্ষেত্রে নিহত ও পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে প্রায় ৩ হাজার মাহর সৈন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অতঃপর দাউদপুত্রগণ স্থানীয় লক্ষপতি জমিদারের ধনাপহরণ করিয়া অর্থবলে বলীয়ান্ হইল। ইহাতে ক্রমে তাহারা রসদসরবরাহের সুবিধা করিয়া লইল এবং ক্রমে একটী ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া কালে তাহাই রাজকোষে রূপান্তরিত করিয়াছিল।

রাজ্যাধিকারের পর পীরের আদেশে দাউদপুত্রগণ সেই বন কাটিয়া নগরের পত্তন করিল। মৃগয়া ব্যপদেশে আসিয়া রাজ্য-লাভ ও নগর স্থাপন হয় বলিয়া এই নূতন নগরের নাম সিকারপুর রাখা হয়। দাউদপুত্রগণের অধিকারকালে ইহা উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করে। এই সময়ে মহাজন বণিক্‌দিগের ধনে ও পণ্যে সিকারপুর নগরী পূর্ণ হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয় খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভে অত্যাচার, অনাচার ও অবিচারস্রোতে এই নগরী উত্তরোত্তর শ্রীহীন হইয়া আসিতেছিল। [দাউদপুত্র দেখ]

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে কল্হোরাগণ সিন্ধুপ্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তারে বদ্ধপরিকর হন। মীর্জ্জা পন্নির পুত্র মীর্জ্জা বখ্‌তাবার খাঁ শিবি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে সিকারপুরের সীমান্ত পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময় যার মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি রাজা লক্ষ্মী ও ইনৃতাসখাঁ ব্রাহুইর সাহায্যে মানবর হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান স্বীয় অধিকার-ভুক্ত করেন। তিনি ক্রমে সামতানি, কাণ্ডিয়ারো ও লার্খানা জয় করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত জনপদ মীর্জ্জা বখ্‌তাবারের

ভ্রাতা মালিক আলাবক্সের শাসনাধীন ছিল। মীর্জা য়ার মহম্মদের এই অত্যাচারবার্ত্তা তৎকালের মূলতানের শাসনকর্ত্তা শাহজাদা মৈজুদ্দীন জাহান্দর শাহের নিকট নিবেদন করেন। কিন্তু কোন কারণে মৈজুদ্দীন ইতঃপূর্ব্বে মীর্জা বখ্‌তাবারের আচরণে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে তাঁহাকেই দণ্ড দিবার জন্ত অগ্রসর হইয়া যাইতে ছিলেন। তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া মীর্জা তাঁহাকে এই অভিযান হইতে নিরস্ত হইবার জন্য বিশেষ অনুনয় বিনয় করেন। সম্রাট্‌পুত্র সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজসৈন্তে দেশ উৎসাদিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনাদের পরস্পরের বিদ্বেষে রাজ্য ছারখার হইবে।" এই বার্ত্তা মীর্জা অন্ত ভাবে গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্‌পুত্রের আগমন তাঁহারই শাসনকর্ত্তৃত্বে হস্তক্ষেপ ভিন্ন আর কিছু নহে জানিয়া তিনি স্বয়ং যুবরাজের গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। মৈজুদ্দীন তাঁহাকে রণক্ষেত্রে নিহত করিয়া ভক্কর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শাহজাদা য়ার মহম্মদ খাঁর বীরত্ব ও রাজ্যবৃদ্ধিপ্রয়াস অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে সম্রাট্‌প্রদত্ত খুদা য়ার খাঁ উপাধি দান করিয়াছিলেন।

কল্‌হোরা বংশের ইতিহাস তালপুর ও সিন্ধুপ্রদেশের প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। এই বংশীয় রাজগণ ক্রমে ক্রমে উত্তর সিন্ধুপ্রদেশের বর্দ্ধিক, জপার, সক্কর ও অন্যান্ত স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। ১৮০৯ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খয়েরপুরের মীর সোহ্‌রাব রস্তম ও মুবারক হুরাণীবংশের অধিকৃত আরও অনেক প্রদেশ আপনাদের শাসনভুক্ত করিলেন। সিকারপুর তৎকালে আফগান রাজ্যের অধীন ছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মীরগণ তথাকার আফগান শাসনকর্ত্তা আবদুল মনসুর খাঁকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বিবাদে সিকারপুর অধিকার করিয়া বসিলেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে শিখসৈন্ত লইয়া চিত্তেলিয়ার ভেঙ্কুরা সিকারপুর আক্রমণের সুযোগ দেখিতে ছিলেন।

হায়দরাবাদের করম ও মুরাদ আলী এবং খয়েরপুরের সোহ্‌রাব রস্তম ও মুবারক প্রভৃতি মীর সিকারপুর রাজ্য শিখহস্তে সমর্পণ না করিয়া আপনাদের হস্তগত রাখাই শ্রেয়ঃকল্প ভাবিয়া শিখগণ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই নবাব বালি মহম্মদ খাঁকে ছলে বলে বা কৌশলে সিকারপুর অধিকারে পাঠান। নবাব এখানে আসিয়া আবদুল মনসুরকে বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক নগরাধিকারের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে সিকারপুর পরিত্যাগের পরামর্শ দেন। কৌশল করিয়া বালি মহম্মদ নগর অধিকারপূর্ব্বক আফগান শাসনকর্ত্তাকে বিদায় করেন। এইরূপে বিনা রক্তপাতে সিকারপুর মীরদিগের অধিকৃত হয়। হায়দরাবাদের মীরগণ উহার রাজস্বের চারি অংশ এবং খয়েরপুরের মীর সর্দ্দারেরা তিন অংশ লাভ করেন। কাজিম শাহ মীরগণ কর্ত্তৃক এখানকার প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ছিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তালপুরের মীরদিগের অধিকার কালে রাজ্যভ্রষ্ট আফগান পতি শাহসুজা তাঁহার অপহৃত উত্তর সিন্ধুপ্রদেশ অধিকারের জন্ত সদল বলে বহাবলপুর হইয়া সিকারপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। খয়েরপুরের সন্নিকটে সিকারপুরের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা কাজিম খাঁর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কাজিম খাঁ তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত নগরে লইয়া যান এবং শাহসুজা তথায় প্রায় ৪০ দিন অবস্থানপূর্ব্বক ৪০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন। শাহসুজা অর্থ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন না। বরং যাহারা তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইতে ও তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া সহায়তা করিতেছিল, তিনি তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টিত হইলেন, ইহাতে সিন্ধুপ্রদেশের অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। মীরগণ ও তাঁহাদের বলুচ অনুচরগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শাহসুজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। মীর মবারক ও মীর জঙ্গীখাঁর অধীনে একটী বলুচবাহিনী রোহ্‌ড়ীর নিকট নদী পার হইয়া সক্করে আসিয়া ছাউনী করিল। তথন শাহ সুজা এই সেনাদলকে স্বীয় অধিকার হইতে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি সমন্দর খাঁর অধীনে দুই সহস্র সেনা প্রেরণ করিলেন। আফগান-সৈন্ত লালবা খালের নিকট বলুচসৈন্ত আক্রমণ করিল। তাহাদের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া বলুচসৈন্ত ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মীর পরাজিত হইয়া শাহকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৪লক্ষ টাকা দিয়া সন্ধি করিলেন এবং শাহসুজার কর্ম্মচারীদিগকে ৫০ হাজার টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইলেন। [শাহসুজা দেখ।]

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিয়া খয়েরপুরে মীর আলী মুরাদ তালপুরের অধিকৃত রাজ্য ব্যতীত সমগ্র উত্তর সিন্ধুপ্রদেশ সিকারপুর-কলেক্টরেট্‌ বলিয়া গণ্য করেন। উহার অব্যবহিত পূর্ব্ববৎসরে (১৮৪২ খৃঃ) মীরগণ সক্কর, ভক্কর ও রোহড়ী নগর চিরদিনের জন্ত ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে খয়েরপুররাজ মীর আলীমুরাদ তালপুরের বিরুদ্ধে ইংরাজগবর্মেণ্ট দলিল জাল করার অভিযোগ উপস্থিত করেন। ঐ অভিযোগে প্রকাশ আলীমুরাদ তাঁহার ভ্রাতা মীর নাসির ও মীর মুবারককে ফাঁকি দিবার জন্ত ১৮৪২খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত একখানি দলিলের কতকাংশবদল করিয়া তাহাতে নূতন পত্র যোগ করিয়া দেন। তাহাতে তিনি অন্যায় রূপে অনেক গুলি জেলার সত্বাধিকারী হইয়া পড়েন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল মার্কুইস ডেলহৌসী আলী মুরাদের বিরুদ্ধে

এক ঘোষণাপত্র বাহির করেন। তাহাতে তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করা হয় এবং উচৌরা, বৰ্দ্ধিক, মীরপুর ও সৈদাবাদ জেলা এবং সিন্ধুনদের বামকূলস্থ কতক প্রদেশ তাঁহার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তখনকার সিকারপুর কলেক্টরের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল প্রদেশ এখন রোহড়ী উপবিভাগের অন্তর্গত রহিয়াছে।

এখানে নানা বিষয়ের বাণিজ্য চলিয়া থাকে, সিন্ধু, পঞ্জাব ও সিন্ধ-পিসিন রেলপথ বিস্তার হওয়া অবধি এখানে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখনও বোলান গিরিপথ দিয়া বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মাল শকটযোগে যাতায়াত করে। গম, তুলা, কার্পাসবস্ত্র ও কার্পেট এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের সিকারপুর বিভাগের সক্কর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৮৭ বর্গ মাইল। ৬টী থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

৩ সিন্ধুপ্রদেশের উক্ত জেলার প্রধান নগর। জাকুবাবাদ হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং সক্কর হইতে ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৫৭´ ৯৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°৪০´ ২৮´ পূঃ। নগরটী অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯৪ ফিট্ মাত্র উচ্চে অবস্থিত। সিন্ধুনদের কএকটী খাল এই নিম্ন প্রান্তরে নগরের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত। বন্যার সময় নদীর খালগুলি জলপূর্ণ হইয়া নগর ও তৎসন্নিহিত নিম্ন ভূমি প্লাবিত করে। সিন্ধুনদের দুইটী খাল নগরের উত্তর ও দক্ষিণ দিয়া গিয়াছে। উত্তরের খালটী ছোট বেগারী ও দক্ষিণেরটী রাইস-বাহ নামে খ্যাত। সিকারপুর নগরে গবর্মেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারী মাত্রেই বাস করে। পূর্ব্বে এখানে জেলার বিচারসদর ছিল, পরে সক্করে স্থানান্তরিত হইয়াছে। [সক্কর দেখ।]

এখানে এখনও অনেক রাজকীয় অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। সিন্ধ-পিসিন্ রেলপথের ষ্টেসন থাকায় নগরে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথমে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে এখানকার স্বাস্থ্যের উন্নতির যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে। ষ্টুয়ার্টগঞ্জের হাট এবং সরবার খাঁর দীঘি, জিলেস্পি পুষ্করিণী ও হাজারিদীঘি এখানকার দেখিবার জিনিষ।

সিকারপুর বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। সিন্ধুপ্রদেশের যাবতীয় পণ্য এখানকার বোলান গিরিসঙ্কট দিয়া খোরাসান যাইত এবং করাচী, মুলতান, বহাবলপুর, খয়েরপুর, লুধিয়ানা, কচ্ছি, বাঘ, গণ্ডার, কোটরী, দাদর প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার অবাধ বাণিজ্য ছিল। এখনও ঐ বাণিজ্যের প্রভাব বিশেষ খর্ব্ব হয় নাই। তবে সিন্ধু, পঞ্জাব দিল্লী রেলপথ বিস্তার হওয়া অবধি এখানকার স্থলপথের বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে এবং উক্ত রেলপথেই যাবতীয় পণ্য নানা স্থানে নীত হইতেছে।

এখানকার জেলখানায় পোস্তিন বা ছাগচর্ম্মের জামা, ঝুড়ি, চর্ম্মমণ্ডিত শরের কেদারা, কার্পেট, তাম্বু, জুতা প্রভৃতি কয়েদীদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

সিকারপুর, যুক্ত-প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। বুলন্দসহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে রামঘাটের রাস্তার উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩´১৫´´ পূঃ। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর লোদী কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পশুসিকারে আসিয়া এখানে বিশ্রাম করিতেন বলিয়া এই স্থান সিকারপুর সংজ্ঞালাভ করে। নগরের উত্তরে প্রায় ৫০০ গজ দূরে তালপত নগরী নামে সুবৃহৎ ধ্বস্ত স্তূপ ও তন্মধ্যস্থানে "বারখাম্বা' নামে অট্টালিকাংশের ১২টী লালপাথরের থাম বিদ্যমান আছে। উহার শিল্প-প্রণালী সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়কার। ইহাতে অনুমান হয় যে, দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদীর সময় হইতে মোগল সম্রাট্গণের অধিকার পর্য্যন্ত এই নগরী সৌধমালায় সুশোভিত হইয়া সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছিল। নগরের বাহিরে চারিদিকে প্রাচীন দুর্গের বিধ্বস্ত নিদর্শন সকল পরিলক্ষিত হয়। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির ও মসজিদ্ আছে। মসজিদ্গাত্রে যতগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সম্রাট্ ফরুখশিয়রের পুত্র সৈয়দ ফজলউল্লার ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিই সর্ব্ব প্রাচীন। রামঘাট রাস্তার ধারে সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দ প্রাচীন একটী সরাই আছে। উহার চারিদিকই উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় চৌধুরী লক্ষ্মণ সিংহ ইংরাজদিগের সহায়তা করায় বিশেষ সম্মান-ভাজন হন। তাঁহার বাসভবন উল্লেখযোগ্য।

সিকারপুর, মহিসুর রাজ্যের সিমোগা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪১৮ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগের অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাবৃত এবং বন্যজন্তুর বাসভূমি।

২ উক্ত রাজ্যের উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম; চোড়াডী নদীর দক্ষিণকূলে সিমোগা নগর হইতে ২৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত অক্ষা° ১৪°১৫´৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৩´৩০´´ পূঃ। এখানে একটী ক্ষুদ্র মিউনিসিপালিটী আছে।

পূর্ব্বে এই গ্রাম মলিয়ানহল্লী নামে খ্যাত ছিল। পরে ইহা মহাদানপুর নাম প্রাপ্ত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক বন্যপশুর বাস এবং ঐ স্থানে বসিয়া সময়ে সময়ে মৃগয়া চলিতে পারিবে দেখিয়া মহিসুরের সুবিখ্যাত মুসলমান নরপতি হায়দার আলী এই স্থানের সিকারপুর নামকরণ করেন। এখানকার প্রাচীন দুর্গ

এখন ধ্বংসমুখে পতিত। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে তিন দিনব্যাপী একটী মহোৎসব ও মেলা হয়। ঐ সময়ে এখানে অনেক লোকসমাগম হইয়া থাকে। প্রতি শনিবার এখানে হাট বসে।

সিকি (দেশজ) একচতুর্থাংশ। ২ চারিআনী।

সিকিম, (সিকিম), হিমালয় পর্ব্বতমালার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত একটী দেশীয় পার্ব্বত্য রাজ্য। পূর্ব্বে এখানকার রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ইংরাজ গবর্মেণ্টের কৌশলে রণক্ষেত্রে ইংরাজ-সৈন্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া স্থানীয় সামন্তরাজগণ ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। এখনও সিকিমরাজ্য ইংরাজ গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে দেশীয় রাজার দ্বারা শাসিত হইতেছে। ইহার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বে তিব্বত রাজ্য, দক্ষিণপূর্ব্বে ভোটানরাজ্য, দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত দার্জ্জিলিঙ্গ জেলা এবং পশ্চিমে নেপাল রাজ্য। অক্ষা° ২৭° ৯´ হইতে ২৭°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৪´ হইতে ৮৯° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৫৫০ বর্গ মাইল।

তুমলোঙ্গ নামক নগর এখানকার রাজধানী। রাজা শীত ও বসন্তকালে তুমলোঙ্গ প্রাসাদে বাস করেন। গ্রীষ্মঋতুর শেষ সময়ে তিনি বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিপতনভয়ে ভীত হইয়া সিকিম রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আরও উত্তরে তিব্বত রাজ্যান্তর্গত চুম্বি নামক উপত্যকাভাগে সরিয়া যান।

তিব্বতীয় ভাষায় সিকিম দিঙ্গ-জিঙ্গ বা দেমোজোঙ্গ নামে উক্ত এবং তদ্দেশবাসী দেউনজোঙ্গ নামে খ্যাত। গোরখারা এতদ্দেশবাসীকে লেপ্‌চা বলিয়া থাকে। তাহারা আপনাদিগকে রোঙ্গ জাতীয় বলে।

হিমাচলে সুবিস্তৃত পর্ব্বতবন্ধনীর মধ্যে অতি উচ্চ স্থানে সিকিমরাজ্য অবস্থিত। তুমলোঙ্গ ও দার্জ্জিলিঙ্গের মধ্যস্থিত যে বিস্তৃত পর্ব্বতভাগ তাহা দার্জ্জিলিঙ্গশৈলমালা অপেক্ষা অনেকাংশে নিম্ন। তুম্‌লোঙ্গের উত্তরে তিব্বত যাইবার গিরিপথ, ভূতত্ত্বানু-সন্ধিৎসাপরায়ণ মহামতি ব্লান্‌ফোর্ড ও এড্‌গার ঐ সকল পথ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উঁহাদের উচ্চতা অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। মিঃ ক্লেমাণ্টস্ মার্কহাম রচিত তিব্বত-বিবরণীতে লিখিত আছে যে, তুম্‌লোঙ্গ হইতে ৫০ মাইল দূরে জয়লেপ-লা নামে সর্ব্ব দক্ষিণে যে গিরিপথ আছে তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৩ হাজার ফিট উচ্চ। উত্তর গোয়াটিওলা ও যাক্-লা নামে সঙ্কটের মধ্যে শেষোক্তটী ১৪ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই পথটী কখন কখন তুষারাবৃত হয়, কিন্তু অধিক দিন বরফ থাকে না। এই পথে লোকে অনায়াসে তিব্বতের অন্তর্গত চুম্বি উপত্যকায় যাতায়াত করে। ইহার আরও উত্তরে ১৫ হাজার ফিট্ উচ্চ চো-লা সঙ্কট। এই পথ সোজাসুজি তুম্‌লোঙ্গ হইতে চুম্বি গিয়াছে। উক্ত যাক্-লা, চো-লা ও জয়লেপ্-লা সঙ্কটত্রয় হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গদেশ গুলিকে পৃথক্ করিয়া চুম্বি ও তিস্তার উপত্যকা ভূমি পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। ইহারও উত্তর তাঙ্করা-লা সঙ্কট, এই পথ ১৬০৮৩ ফিট্ উচ্চ। সিকিমের এই পথটী সর্ব্বদাই বরফাবৃত থাকে।

সিকিম রাজ্য কতকগুলি প্রধান প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থান। ভারতপ্রসিদ্ধ পুণ্যতোয়া ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদী এখান হইতে উদ্ভূত। লচেন, লচুঙ্গ, বুড়ি-রণজিৎ, মোইঙ্গ, রঙ্গরি, ও রঙ্গচু নামক কয়টী ক্ষুদ্র নদী উক্ত ত্রিস্রোতার শাখারূপে প্রবাহিত। আম-মাচু নামক নদী চমল-হরি নামক শৈলশিখরের পাদমূলে পরিজোঙ্গ নামক স্থানের সন্নিকট হইতে উত্থিত হইয়া সিকিম ও ভোটানের মধ্যস্থিত তিব্বতীয় অধিকারভুক্ত চুম্বি উপত্যকার মধ্য দিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় তোরসা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নদীগুলি হিমালয়বক্ষে অনেক স্থলেই প্রপাতাকারে নিপতিত। তন্মধ্যে তিস্তা নদী ১০ মাইলের মধ্যে ৮২১ ফিট্ নামিয়াছে এবং রঙ্গিৎ ২৩ মাইলে ৯৮৭ ফিট্ গড়াইয়া পড়িয়াছে।

ভুটিয়ারা ভূগর্ভ খনন করিয়া খনি বাহির করিবার তত পক্ষপাতী নহে; তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ একটী কুসংস্কার আছে যে, ধরিত্রী দেবীকে ভিন্ন করিলে মহাপাপ হয়। এই কারণে সিকিমের কোথায় কিসের খনি আছে, তাহা আজিও উদ্ঘাটিত হয় নাই। কেবল সিণ্টুলেং নামক স্থানে তাম্রের খনি পাওয়া গিয়াছে। নেপালীরা সেস্থান হইতে সামান্য পরিমাণে তামা উঠাইয়া থাকে।

পর্ব্বতের ঢালু গাত্র ও উপত্যকাভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উচ্চতা অনুসারে স্থানে স্থানে বৃক্ষ বিশেষের উৎপত্তিব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যে পর্ব্বতভাগে সিমুল, অশ্বত্থ, ডুমুর প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত বৃক্ষাদি জন্মে, ঠিক তাহারই উপরে ঝাউ, বেউড় বাঁশ ও কালু নামক বৃক্ষাদি ১০ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ৭।৯ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত বড় বড় বাঁশগাছও আছে। জঙ্গলে যথেষ্ট বেত জন্মে।

সিকিম রাজ্যের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বিশেষ অবগত হওয়া যায় না। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধ যতিগণ এই সিকিমের পথ দিয়াই গমন করিয়াছিলেন। প্রাচীন য়ুরোপীয় পর্য্যটক হোরেশ ডেল্লাপেন্না ও সামুয়েল ভানডি পুটে এই স্থানকে ব্রহ্মাসন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বোগ্‌লের গ্রন্থে এই স্থান দেমোজঙ্গ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

কিংবদন্তী এই যে, সিকিমের রাজবংশের আদি পুরুষ লাসার নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী ছিলেন। তাঁহারা জন্মভূমি পরিত্যাগ

করিয়া গণ্টক নামক স্থানে বাস করেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের মধ্যভাগে এই বংশের নেতা পঞ্চুনামগয় নামক জনৈক ভোট ঢুপ্‌কা (লালটুপী) সম্প্রদায়ভুক্ত তিনজন বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। উক্ত আচার্য্যগণ তিব্বতের গলুক্‌প সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা সিকিমের লেপচা-দিগকে স্বমতে দীক্ষিত করিয়া পঞ্চুনামগয়কে সিকিমের রাজা মনোনীত করেন। উক্ত ঢুপ্‌কা (ঢুক্‌প?) সম্প্রদায়ের বৌদ্ধা-চার্য্যগণের অবতাররূপে যে দুইজন লামা সাধারণে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা সমগ্র লেপচা জাতির প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য। তাঁহাদের একজন পেমিওঙ্গছি ও অপরে তসিদিঙ্গ সজ্যারামে বাস করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে গোরখাগণ সিকিমের মোরঙ্গ বিভাগ আক্রমণ করে এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজের অধিকৃত কোটি নামক গিরিসঙ্কটের পার্শ্বস্থ দেশভাগ ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যথন ইংরাজের সহিত নেপালীদিগের যুদ্ধ বাধে, তখন মেজর ল্যাটর একদল সৈন্য লইয়া মোরঙ্গ অধি-কার করিয়া লন এবং সেই স্থান হইতে সিকিমরাজের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে চেষ্টা করেন। সিকিমরাজ তাঁহার চিরশত্রু গোরখাজাতিকে দমন করিবার ইহা শুভ সুযোগ মনে করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধের অবসানে সিকিমরাজ অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ঐ সকল সম্পত্তি নেপালরাজ ইংরাজ-দিগকে ছাড়িয়া দেন এবং ইংরাজ কোম্পানি সিকিমরাজের সৌজন্য ও সহৃদয় ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ দান করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা ইংরাজদিগকে দার্জ্জিলিঙ্গ ছাড়িয়া দেন এবং তাহার জন্য ইংরাজ-কোম্পানীও বার্ষিক ৩০০০ টাকা বৃত্তি দিয়া থাকেন।

যাহা হউক, ইহার পর সিকিমরাজের সহিত ইংরাজরাজের কোন একটী কারণে বিবাদের সূত্রপাত হয়। সিকিমে ক্রীত-দাসপ্রথা প্রবল ছিল। রাজার অনুচরবর্গ দুঃসাহসী প্রজাপহারক। তাহারা ইংরাজাধিকার হইতে নিরীহ প্রজাবৃন্দকে গোপনে অপহরণ করিয়া ক্রীতদাস নিযুক্ত করিত। যদি ঐরূপ কোন ক্রীতদাস কোন সুযোগে গোপনে ইংরাজাধিকারে পলাইয়া আসিত, রাজা তাহার প্রজাবর্গের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টকে আবেদন করিতেন। রাজার এই আবেদনের কিছু বাড়াবাড়ি হইল, ক্রমে তাহা অন্যায় আবদারে পরিণত হইল। শেষে পলাতক ক্রীতদাসদিগকে পুনঃ প্রাপ্তির আশায়, রাজা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিঙ্গের তত্ত্বাবধারক ডাঃ কাম্বেল ও জীবতত্ত্ববিদ্‌ ডাঃ হুকারকে ছয় সপ্তাহের জন্য কয়েদ করিয়া রাখেন। উক্ত ইংরাজ-পুঙ্গবদ্বয় তৎকালে সিকিমরাজ্য পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন।

রাজার এই অন্যায় অত্যাচারের দণ্ডস্বরূপ ইংরাজ-গবমেণ্ট তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন, অধিকন্তু তাঁহার অধিকৃত তিস্তানদীর পার্ব্বত্য উপত্যকা ও সিকিম তরাইর কতক স্থান ইংরাজ রাজ্য সীমাভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহাতেও রাজার চৈতন্যোদয় হইল না। তাঁহার অধীনস্থ লোকেরা পুনঃ পুনঃ ভারতীয় প্রজা অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ দুইটী দারুণ অত্যাচার সংঘটিত হয়। তখন ইংরাজ গবর্মেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তজ্জন্যই কলিকাতা হইতে রম্মান নদীর উত্তর ও বুড়ি রঙ্গিৎ নদীর পশ্চিম পর্য্যন্ত সিকিম রাজ্য ইংরাজ অধিকারে আনিবার আদেশ প্রেরিত হইল। তদনুসারে ইংরাজ সেনার নায়ক হইয়া কর্ণেল গলার (Colonel Gawler) রাজদূতরূপে মাননীয় আস্‌লী ইডন কর্ত্তৃক সিকিম রাজ্যাভিমুখে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা তুমলোঙ্গে উপ-নীত হইলে রাজা বাধ্য হইয়াই ইংরাজের নিকট কৃত অপরাধের ক্ষতি পূরণ করিতে সম্মত হইলেন। তজ্জন্য ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিকিম রাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের পুনরায় একটী সন্ধি হইল। তাহাতে সিকিমরাজ ইংরাজদিগকে তাঁহার রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য চালাইবার অধিকার প্রদান করিলেন। ইংরাজেরা আপনাদের সুবিধার্থ তাঁহার রাজ্যে পথঘাট বিস্তার করিতে পারিবেন এবং তাঁহার রাজ্যে বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবেন।

উক্ত সন্ধিবন্ধনের পর সিকিমরাজ ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত উত্তরোত্তর মিত্র ভাবে দিন যাপন করিয়া আসিতেছেন। অনন্তর ডাঃ হুকারের পদানুসরণ করিয়া অনেক বৈদেশিক পর্য্যা-টক সিকিম রাজ্যের যাবতীয় স্থানে গমন করিয়া তথাকার দ্রব্য-নিচয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজ ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী চঙ্গজেদ বাবু দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া বঙ্গেশ্বর ছোট লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তজ্জন্য বেঙ্গল-গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ ঐ সময়ে মিঃ এড্‌-গার সিকিমরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারই লিখিত বিবরণী হইতে উক্ত বর্ণিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

তুমলোঙ্গ রাজধানী ও গণ্টক এখানকার প্রধান স্থান। তুমলোঙ্গের নিকটবর্ত্তী লেব্রঙ্গ, পেমিওঙ্গচি ও তসিদিঙ্গ নামক স্থানে তিনটী বৌদ্ধ মঠ আছে। ঐ মঠের অধ্যক্ষ একজন লামা। লেব্রঙ্গ মঠের অধ্যক্ষ কুপগাঁই নামে পরিচিত। পেমিওঙ্গচি ও সিকিমের অন্যান্য অনেক মঠই ইঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। তুমলোঙ্গ শৈলশিখরে রাজপ্রাসাদ ব্যতীত আরও অনেক গুলি পাকাবাড়ী আছে। ঐ সকল অট্টালিকায় প্রধানতঃ রাজকর্ম্ম-চারী দিগের বাস। বর্ষাগমে রাজা চুম্বি উপত্যকায় গমন করিলে তাঁহার সঙ্গে অনেক রাজকর্ম্মচারীও গমন করেন। এই কারণে

ঐ সময়ে অনেক বাড়ীই খালি পড়িয়া থাকে। গণ্টকের কাজির বাড়ী শিল্প চিত্রপূর্ণ, উহা ছিটে বেড়ায় নির্ম্মিত হইলেও উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র সিকিম রাজ্য ১২ জন কাজি ও কতকগুলি কর্ম্মচারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যে অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনিই সেই অংশে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকেন। ঐ সকল কাজি ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ প্রজাবর্গের উপর আপনাদের ইচ্ছা ও অনুমান মত কর ধার্য্য করিয়া দেন। তাঁহারা ঐ সকল প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহার অধিকাংশই আপনারা আত্মসাৎ করেন এবং অল্প কিছু রাজাকে রাজস্ব হিসাবে দিয়া থাকেন।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী কতক বিষয়ের বিচারভার ঐ সকল কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিলেও প্রধান প্রধান অপরাধ গুলি রাজা, মন্ত্রী বা দেওয়ানের বিচারেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। প্রজাবর্গের ভূমিতে কোন অধিকার নাই। তাহারা ইচ্ছা করিলেই খালি জমি চসিতে পারে। তাহারা একবার যে জমি চাষ করে সেই জমি হইতে রাজা ব্যতীত অপর কেহ আর তাহাদের উচ্ছেদ করিতে পারে না।

সিকিমের ভূমি জরিপ হয় নাই। রাজস্ব-দানকারীরা আপনাদের ইচ্ছা মতই রাজাকে কর দিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা আপদে বিপদে রাজাকে সাহায্য করিতে বাধ্য; এমন কি কায়িক পরিশ্রম দ্বারাও তাহাদিগকে রাজকার্য্যের সহায়তা করিতে হয়। লামাগণ এইরূপ কায়িক শ্রমে বাধ্য নহেন।

দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে সিকিম হইয়া তিব্বতে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। ঐ পথ গুলির সমস্তই পর্ব্বতের উচ্চনিম্ন পৃষ্ঠ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলেই ঝরণা বা নদীস্রোতের উপর বেত্রনির্ম্মিত সেতু অথবা কাষ্ঠের মান্দাস নদী উত্তরণের সহায়। তিব্বতবাসীরা সোণা, রূপা, টাটুঘোড়া, মৃগনাভি, সোহাগা, পশম, রেশম, মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি জিনিস এদেশে আনয়ন করে এবং তাহার বিনিময়ে বনাত, ধোয়া কার্পাস বস্ত্র, তামাক ও মুক্তা লইয়া যায়। এখানকার টর্কুইও নামক প্রস্তর জহুরীদিগের বিশেষ আদরের জিনিষ। তাহারা মহামূল্য মণির পরিবর্ত্তে উক্ত প্রস্তর উত্তমরূপে পালিস করিয়া অলঙ্কারাদিতে বসাইয়া দেয়।

ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন যে সময়ে তিব্বতে বৃটীশ সৈন্য প্রেরণ করেন ঐ সময়ে কর্ণেল ইয়ংহাস্‌বেণ্ড সসৈন্যে সিকিম দিয়া গাণ্ট্‌সি ও তথা হইতে লাসা গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই উদ্যোগে কতকগুলি নিরীহ তিব্বতীয় বৌদ্ধ প্রজার প্রাণনাশ ব্যতীত বিশেষ ফলদায়ক কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে এই ঘটনাস্রোতে বৌদ্ধ সাহিত্য জগতের যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তথাকার বৌদ্ধ মঠ হইতে ঐ সময়ে অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ ও তান্ত্রিক দেব দেবীর প্রতিকৃতি প্রত্নতত্ত্বোৎসাহী ইংরাজসেনানী কর্ত্তৃক এতদ্দেশে আনীত হইয়া প্রাচ্যজগতে অভিনব নিদর্শন প্রদান করিয়াছিল।

বর্ত্তমান বর্ষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে তিব্বতবাসীদিগের প্রতি চীন অত্যাচার নিবারণার্থ ইংরাজ গবর্মেণ্ট পুনরায় তিব্বত অভিযানের আয়োজন করিতেছেন। সিকিম দিয়া ইংরাজ-সৈন্যের তিব্বত যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সিকোহাবাদ, যুক্ত প্রদেশের মৈনপুরী-জেলার দক্ষিণপশ্চিম তহসীল। ভূপরিমাণ ২৯৩ বর্গ মাইল। সর্সা নদী এই তহসীলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। যমুনা নদী ইহার দক্ষিণ সীমা দিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত জেলার উক্ত তহসীলের একটী নগর ও বিচার সদর। সিকোহাবাদ রেল ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে আগ্রা যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত। এই নগরটী অতি প্রাচীন, এখানকার ধ্বস্ত দুর্গই এই প্রাচীনত্বের নিদর্শন। ঐ দুর্গ স্থানের উপর এখন অনেক গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে ৯টী সরাই আছে।

মোগল-সম্রাট্ রাজপুত্র দারসিকোর নামে এই নগরের সিকোহাবাদ নাম হইয়াছে। এখনও এখানে দারাসিকোর বাসভবন, উদ্যান ও ইন্দারাদি বিদ্যমান আছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ সিকোহাবাদ অধিকার করেন এবং নগরের দক্ষিণাংশে একটী সেনাবাস স্থাপিত হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ফ্রুরি-পরিচালিত মরাঠাসৈন্য ইংরাজসেনাবাস আক্রমণ করেন। তৎপরে এখান হইতে ইংরাজসৈন্য মৈনপুরে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব্বে এখানে তুলার ব্যবসা ছিল। এখন তাহার হ্রাস ঘটিয়াছে। এখানকার কার্পাসবস্ত্র ও মিষ্টান্ন বিখ্যাত।

সিক্ত (ত্রি) সিচ্-ক্ত। সেকাশ্রয়, কৃতসেক। যাহা সেক করা হইয়াছে।

সিক্তা (স্ত্রী) বালুকা, সিকতা। (বৈদ্যকনি°)

সিক্তি (স্ত্রী) সিচ্-ক্তিচ্। সেক, সিঞ্চন।

সিকৃথ (পুং) সিচ-থক্। ভক্তপুলাক, সিটী। (রাজনি°) ২ নীলী, নীল। (হেম) ৩ গ্রাস। (মেদিনী) ৪ মধূথ, মোম।

সিকৃথক (ক্লী) সিকৃথমেব স্বার্থে কন্। মধূচ্ছিষ্ট, চলিত মোম। (পুং) ২ ভক্তপুলাক। সিটী।

"সিকৃথকৈর্হিতোমণ্ডঃ পেয়া সিকৃথসমন্বিতা।
যবাগূর্বহু সিকৃথা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রবা॥"

সিক্মি (পারসী) কায়েমী, স্থায়ী বন্দোবস্ত।

সিক্রোল, যুক্ত প্রদেশের বারাণসী জেলার সুপ্রসিদ্ধ বারাণসীধামের পশ্চিম উপকণ্ঠস্থিত নগরাংশ। এই অংশ ও বারাণসীর

মধ্য দিয়া বরণা নদী প্রবাহিত। এই অংশে জেলার য়ুরোপীয়গণের বাস। একটী সেনাবাসও আছে। এখানকার স্বাস্থ্য প্রাচীন বারাণসী হইতে অনেক ভাল। এই কারণে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এখানে উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সিক্ম্য (পুং) স্ফটিক।

সিখর, শিখরভূম, পঞ্চকোট রাজ্যের নামান্তর।

সিখর, যুক্তপ্রদেশের বারাণসী জেলার একটী নগর। গঙ্গা নদীর বামকূলে চুণার দুর্গের অপর পারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৫০´ পূঃ। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর বিদ্রোহী রাজা চেতসিংহ এখানকার দুর্গমধ্যে স্বীয় সেনাদল রক্ষা করিয়া ছিলেন; কিন্তু ইংরাজসেনাপতি লেফ্‌টেনাণ্ট পোলহিল্ সদলে অগ্রসর হইয়া দুর্গাধিকার করেন।

সিগৃড়ী (স্ত্রী) লতাভেদ। (রাজনি°)

সিগৌলী, চম্পারণ জেলার একটী ছাউনি। ২৬° ৪৬´ অক্ষা° উঃ ও ৮৪° ৫৭´ দ্রাঘি পূঃ,। মতিহারি হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে বেতিয়া রাস্তার উপর এই নগর অবস্থিত। এই ছাউনিতে এক দল দেশীয় পদাতিক অবস্থান করে। একটী নিম্ন ভূমি খণ্ডের উপর সৈন্যাবাস বিদ্যমান। এই ভূমিখণ্ড চারিপার্শ্বে বাঁধদ্বারা রক্ষিত না থাকিলে প্রতিবৎসর বর্ষার সময় জলে ভাসিয়া যাইত। সিগৌলির কিঞ্চিৎ উত্তরে সিদ্রেণানদী প্রবাহিত, এই নদীর জলে সিগৌলির বাঁধ পর্য্যন্ত স্থানসমূহ প্রায়ই প্লাবিত হয়। সিপাহি বিদ্রোহের সময় এই স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদের সেনাপতি মেজর জেমস্ হোলমস্‌কে হত্যা করিয়া প্রকাশ্যভাবে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

সিঙ্গসারি (সিংহসারী) যবদ্বীপের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত একটী স্থান। এই স্থানে হিন্দুদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। সংস্কৃত সিংহ এবং যবদ্বীপের সারি (পুষ্প) শব্দ হইতে সিঙ্গসারি নামের উৎপত্তি। এই স্থান মালাং জেলার মধ্যে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০ হইতে ১৫০০ ফিট্ উচ্চে তেঙ্গর পর্ব্বতশ্রেণী ও অর্জ্জুন পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অত্যুচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত। কএকটী পুরাতন শিবমন্দির এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মন্দিরগাত্রে শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদিত আছে। যবদ্বীপের অধিকাংশ মন্দিরই ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু সিঙ্গসারির মন্দিরগুলি চুণা-পাথরের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। একটী শিবমূর্ত্তির গাত্রে প্রাচীন দেবনাগরী অক্ষরে একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। অনেকগুলি মন্দিরের নির্ম্মাণকাল প্রাচীরগাত্রে খোদিত আছে। সেইগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, এই সকল মন্দির ৮১৮ হইতে ১০৮২ শকাব্দ মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সিঙ্গসারির কিঞ্চিৎ দূরে এক খানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে ১২৪২ শকাব্দ লিখিত আছে। সিঙ্গসারির মন্দির গুলিও সিঙ্গসারি নামে পরিচিত।

সিঙ্গা, পঞ্জাব প্রদেশের বুসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরি-সঙ্কট। কুণাবর হইতে এই পথ উত্তরে হিমাচলপৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬।১৭ হাজার ফিট্ উচ্চ। জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্রমাসার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই পথে গমনাগমন করা যায়, তৎপরে তুষারপাত হেতু উহা একবারে অগম্য হইয়া পড়ে।

সিঙ্গাপুর, (সিংহপুরম্) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। বিসেমকটক হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে নাগপুর যাইবার বঞ্জারা নামক রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ১৯°৩´১৯´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৪৩´১৬´ পূঃ।

সিঙ্গাপুর, মলয় প্রায়োদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত একটী দ্বীপ। অক্ষা° ১°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ১০৩°৫০´ পূঃ মধ্যে ইহা অবস্থিত। একটী ক্ষুদ্র প্রণালী সিঙ্গাপুরকে মহাদেশ হইতে পৃথক্ করিতেছে; মহাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যস্থিত সমুদ্র স্থানে স্থানে অতি সঙ্কীর্ণ এক মাইলেরও ন্যূন হইবে। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রীসুবভবন প্রথমে এই দ্বীপে বাস করেন। সিঙ্গাপুর নদীর তটে একখানি ভগ্ন উৎকীর্ণ প্রস্তরফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে, আমদন নগরের রাজা সুবণ, জোহররাজ্য অধিকার করিয়া, ১২০১ খৃষ্টাব্দে তামস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ক্লিনং নামক স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক এই প্রস্তরময় স্মৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপের প্রায় সর্ব্বত্রই বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। এই সকল গিরিমালার অন্তবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রায়ই সঙ্কীর্ণ জলাভূমি। দ্বীপের সমুদ্রতীরস্থিত ভূখণ্ডগুলি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে উচ্চ, কিন্তু দ্বীপের চারিদিকের স্থানগুলি নিবিড় ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের জঙ্গলে আবৃত। এইরূপ বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বীপটীকে সমুদ্র হইতে অতি সুন্দর দেখায়। গ্রানাইট পাথরের বিকুটটিমা নামক পর্ব্বত ৫৩০ ফিট্ উচ্চ। তদ্ভিন্ন সেডিমেণ্টরি পাথরের পর্ব্বতই অধিকাংশ। এই সকল পাহাড়ে বালুপাথরও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বিকুটটিমা দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, সার ষ্টাম্‌ফোর্ড র‍্যাফল্‌সের শাসনকালে জোহরের সুলতান ৬০০০০ ডলার মূল্য গ্রহণ করিয়া এবং যাবজ্জীবন বাৎসরিক ২৪,০০০ ডলার ইংরাজদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ সর্ত্তে, সিঙ্গাপুর ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া এই দ্বীপ তাহাদিগকে প্রদান করেন। সেই সময় হইতে সিঙ্গাপুর ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে।

সিঙ্গাপুরের ভূপরিমাণ ২০৬ বর্গ মাইল। ইহার লোকসংখ্যা

প্রায় ১৪০,০০০, ইহা একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এসিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটী প্রধান বন্দর। প্রতিবৎসর এই বন্দরে প্রায় ১৪ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানি এবং ১০ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ধান্য, চাউল এবং বাহাচরী কাষ্ঠই প্রধান।

সিঙ্গাভট্ট (পুং) একজন গ্রন্থকার। ইনি সিঙ্গাভট্টি রচনা করেন।

সিঙ্গারকোণ, বর্দ্ধমান জেলার কালনা উপবিভাগের অন্তর্গত একটি বাণিজ্য প্রধান গণ্ডগ্রাম।

সিঙ্গালীলা, বাঙ্গালার দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী শৈল। এই শৈলশিখরভাগ কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে ভারতপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল বিস্তৃত। অক্ষা° ২৭°১´ হইতে ২৭°১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° হইতে ৮৮°২´ পূঃ মধ্যে। ইহার পশ্চিম-গাত্রবাহী-জলরাশি তাম্বর নদীতে পড়িয়াছে এবং পূর্ব্বঢালের জলস্রোত সমূহ বুড়ি রঞ্জিতের কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর ফললুমশৃঙ্গ ১২০৪২ ফিট্, সুবরগাঁও ১০৪৩০ ফিট্ এবং তঙ্গলু ১০০৮৪ ফিট্ উচ্চ।

সিঙ্গুর, হুগলি জেলার শ্রীরামপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী থানা ও গণ্ডগ্রাম। পাঠান আমল হইতে এই অঞ্চলে অনেক হিন্দুস্থানী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও ক্ষেত্রী আসিয়া বাস করেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি সেনাবিভাগে কার্য্য করিত ও বৃত্তিস্বরূপ ভূমি ভোগ করিত। আর কতকগুলি লাঠির জোরে, "জোর যার মুলুক তার" বলিয়া, অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার বর্গির হাঙ্গামার সময়ে অনেক হিন্দুস্থানী ভদ্র গৃহস্থ এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন। ইহার মধ্যে সিঙ্গুরের বাবুরা প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের দানশৌণ্ডতাও যেমন ছিল, ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া প্রসিদ্ধিও সেইরূপ ছিল। ইহাদের এখন নিতান্ত ভগ্নাবস্থা। তবে গড়-খাই-করা বিস্তীর্ণ প্রাসাদভবন, পুরাতন জীর্ণ দ্বাদশ শিবমন্দির, অতিথি সেবার সুবিস্তৃত অঙ্গিনা এখনও পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে সিঙ্গুরের নবাব বাবুর বড় প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁহার নাম দ্বারকানাথ রায়। সেই সময়ে হুগলী জেলায় ঠগীর বড় প্রতাপ, বাবুদেরত ডাকাতি প্রসিদ্ধি ছিলই, তাহার উপর নবাব বাবুর নবীন বয়স, উদ্ধত স্বভাব, তিনি ঠগীর বড় কর্ত্তা ওয়াকোপ সাহেবের সুনজরে পড়িলেন। তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল ও হুগলীর জেলে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তিনি হুগলীর জেলে মহাধুমধামে দীপান্বিতা অমাবস্যায় ৮ কালীপূজা করিয়াছিলেন, সাহেবেরা সানুসঙ্গ মায়ের প্রসাদ পাইয়া মহা আমোদ করিয়াছিলেন। কেবল পুরুষ পরম্পরাগত দস্যুতার দুর্নামের দায়ে, যে নবাব বাবু বিপদগ্রস্ত হন, এমন নহে, সত্য সত্যই সিঙ্গুরে ডাকাতির একটা বিষম আড্ডা ছিল। হয়ত বাবুদের সহিত এই আড্ডার কোন সংস্রবই ছিল না। তবে সিঙ্গুরের ডাকাতি-কালী তখন বড় প্রসিদ্ধা ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে নরবলি হইত। এখনও বড় রাজপথের পার্শ্বে তিনদিকে ভীষণ জঙ্গলে আকীর্ণ, বৃহৎ মন্দিরে সেই ডাকাতিকালীর ভীষণমূর্ত্তি বিরাজিত।

সিঙ্গুরে বহুতর ভদ্রলোকের বাস; তন্মধ্যে কায়স্থ মল্লিক-বংশ অতি প্রসিদ্ধ। অনেক রাজকীয় কর্ম্মচারী এই বংশসম্ভূত। সিঙ্গুরের সহিত বঙ্গসাহিত্যেরও সম্পর্ক আছে। প্রসিদ্ধ গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা-দলের গান-বাঁধনদার ভৈরব হালদার সিঙ্গুরের অধিবাসী। তৎকৃত গানগুলি, অতি সহজ, সুললিত সুমধুর ভাষায় রচিত। ইতর, ভদ্র, পণ্ডিত, অপণ্ডিত সকলেরই মনোরঞ্জক।

সিঙ্গুরে বেশ ভাল বাজার আছে। তারকেশ্বর রেল খুলিবার পূর্ব্বে এই পথে সকল লোকই ঈশ্বর দর্শনে গমন করিত, এই জন্য অনেক চটি ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু আছে। সিঙ্গুরের সন্দেশ এখনও প্রসিদ্ধ।

সিঙ্গৌরগড়, মধ্যপ্রদেশের একটী পার্ব্বত্য দুর্গ। অক্ষা° ২৩°৩২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯°৪৭´ পূঃ মধ্যে এবং জব্বলপুর হইতে উত্তরপশ্চিমে ২৭ মাইল দূরে এই দুর্গ অবস্থিত। সংগ্রামপুর অধিত্যকার পার্শ্বস্থিত একটী উচ্চ পর্ব্বতোপরি এই দুর্গ বর্ত্তমান। দুর্গের উপর হইতে নিম্নস্থিত অধিত্যকার স্বাভাবিক দৃশ্য অতি মনোরম। চন্দেল রাজপুতবংশসম্ভূত রাজা বেল এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং গড়মণ্ডলের রাজা দলপৎ সা ইহা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে রাজা দলপৎ সিঙ্গৌরগড়ে রাজধানী করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ কর্ত্তৃক রাণী দুর্গাবতী এই স্থানে পরাজিত হন এবং অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুসলমানেরা নয় মাসকাল সিঙ্গৌরগড় অবরোধ করিয়াছিল।

সিজ্ঘণ (ক্লী) নাসিকামল, সিকনী। (শব্দরত্না°)

সিজ্ঘণদেব (পুং) একজন বিখ্যাত রাজা।

সিজ্ঝাণ (ক্লী) নাসিকামল, সিক্নী, কফ, শ্লেষ্মা।

সিজ্ঝাণক (ক্লী) সিজ্ঝাণ-কপ্। ১ নাসিকামল, চলিত পোটা, সিকনি। (রাজনি°) ২ কাচপাত্র। (হারাবলী) ৩ নাসা-রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"কফপ্রবৃদ্ধো নাসায়াং রুদ্ধা স্রোতাংস্যপীনসং।
কুর্য্যাৎ সঘুর্ঘুরং শ্বাসং পীনসাধিকবেদনং॥
অবেরিব স্রবত্যস্ত প্রক্লিন্না তেন নাসিকা।
অজস্রং পিচ্ছিলং পীতং পক্বং সিজ্ঝাণকং ঘনং॥"
(বাভট উ° ১৯° অ°)

যে নাসারোগে কফ অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া নাসিকার স্রোত রুদ্ধ করে, ঘুর্ঘুর শব্দের সহিত শ্বাস নির্গত এবং পীনস অপেক্ষা অধিক বেদনা ও অনবরত পিচ্ছিল, পীতবর্ণ ঘন কফ নির্গত হয়, তাহাকে সিঙ্ঘাণক নাসারোগ কহে।

৪ অশ্বরোগবিশেষ। জয়দত্ত অশ্বচিকিৎসায় এই রোগের নিদান এইরূপ লিখিয়াছেন, এই অশ্বরোগ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভেদে চারি প্রকার। যে স্থলে অশ্বের কফ অল্প পরিমাণে ও ফেণযুক্ত হইয়া নির্গত হয়, তাহাকে পৈত্তিক, ঘন দধিবর্ণ কফস্রাব হইলে শ্লৈষ্মিক এবং নানাবর্ণ কফস্রাব হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক কহে। সান্নিপাতিকে ত্রিদোষের সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়। সান্নিপাতিক অসাধ্য।

"বাতিকে পৈত্তিকে চৈব শ্লৈষ্মিকে সান্নিপাতিকে।
সিঙ্ঘাণকে প্রবক্ষ্যামি লক্ষণং ভেষজং তথা ॥
তনুস্রাবং সফেণঞ্চ বাতিকং তৎ প্রকীর্ত্তিতং।
রক্তপীতাসিতৈঃ স্রাবৈর্বিন্দ্যাৎ পিত্তমনুত্তমং ॥
ঘনেন দধিবর্ণেন কফজঞ্চৈব নির্দ্দিশেৎ।
নানাবর্ণেন জানীয়াদসাধ্যং সান্নিপাতিকং ॥" (জয়দত্ত)

৫ লৌহকিট্ট, মণ্ডূর। (বৈদ্যকনি°)

সিঙ্ঘান (পুং) কুরণ্ডবৃদ্ধি। (ত্রিকা°)

সিঙ্ঘিনী (স্ত্রী) নাসিকা। (হলায়ুধ)

সিচ্, ১ ক্ষরণ। ২ সেচন। তুদাদি° উভয়পদী° সক° সেট্। লট্ সিঞ্চতি-তে। লিট্ সিষেচ, সিষিচে। লুট্ সেক্তা। লৃট্ সেক্ষ্যতি তে। লুঙ্ অসিচৎ, অসিক্ত, অসিচেতাং, অসিক্ষাতাং। সন্ সিসিক্ষতি-তে। যঙ্ সেসিচ্যতে, সেসিক্তি। ণিচ্ সেচয়তি। লুঙ্ অসীসিচৎ। অভি+সিচ্=অভিষেক। উৎ+সিচ্=উৎসেক, গর্ব্ব। নি+সিচ্=নিষেক।

সিচ্ (স্ত্রী) বস্ত্রপান্ত। "পিতুর্বর্ণঃ পুত্রঃ সিচমা রেভে" (ঋক্ ৩।৬৩।২) 'সিচং বস্ত্রপ্রান্তং' (সায়ণ) সিচ্-ক্বিপ্। ২ সেক।

সিচয় (পুং) সিচং সিঞ্চনমেতি প্রাপ্নোতীতি ইন-অচ্। ১ বস্ত্র।

"ভূষাভোগিফণারত্নরোচিঃসিচয়চারবে।
নমঃ প্রলীনমুক্তায় হরকল্পমহীরুহে॥" (রাজতর° ১।১)

২ জীর্ণ বস্ত্র। (ত্রিকা°)

সিজকপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। চারিটী মাত্র গ্রাম লইয়া এই রাজ্য গঠিত। ভূপরিমাণ ২৯ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দারেরা ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক কর দিয়া থাকেন।

সিজাবল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার লার্খানা উপবিভাগের একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১৯২ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ৮৬টী গ্রাম আছে।

সিজিল (আরবী) চলিত অর্থ আয়ত্তাধীন, সহজ।

সিজু, পূর্ব্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের গারোপাহাড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সমেশ্বরী বা সোমেশ্বরী নদীতটে অবস্থিত। এই গ্রামে বহুসংখ্যক জেলিয়ার বাস আছে। নদীতে মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই গ্রামের সন্নিহিত স্থানে একটী কয়লার খনি ছিল। সুসঙ্গের মহারাজ এক সময়ে ঐ খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এখন ব্যয়বাহুল্যে সে উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে। সোমেশ্বরী নদীতটস্থ চুণাপাথরের স্তরে বহুসংখ্যক বিচিত্র গুহা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সিজু গ্রামের নিকটস্থ গুহাটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার প্রবেশপথ ২০ ফিট্ উচ্চ এবং অভ্যন্তরস্থ গৃহটি সুবৃহৎ ও উহার ছাদ গম্বুজাকার। এই গুহার ভিতর দিয়া একটি জলধারা প্রবাহিত আছে। সমস্ত দিন গুহাভ্যন্তরে গমন করিলেও ঐ ক্ষুদ্র স্রোতের উৎপত্তি স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না।

সিজৌলা, উত্তর-পশ্চিম ভারতের ফতেপুর জেলার কোড়া তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৫°৫৯´২৮´´ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩´৪৫´ পূঃ। এখানে একমাত্র রাজপুত জাতির বাস দৃষ্ট হয়।

সিঞ্চৎ, (ত্রি) সিঞ্চতীতি সিচ-শতৃ। সেচনকর্ত্তা, জলসেককারী।

সিঞ্চল পাহাড়, দার্জ্জিলিঙ্গ প্রদেশের একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত। তিস্তা নদী পর্য্যন্ত এই পর্ব্বত বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৬০৭ ফিট্ উচ্চ। এই পর্ব্বতের উপর ইংরাজসৈন্যের সেনানিবাস আছে। সন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পর্ব্বতের অপেক্ষা সিঞ্চল-পাহাড় অধিক উচ্চ। ইহার দুইটী গিরিশৃঙ্গ বড় ও ছোট দুরবীণ নামে স্থানীয় লোকের নিকট পরিচিত। এই পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি তৃণাচ্ছাদিত এবং তাহাদের চতুর্দ্দিক্ বাঁশ, সমঙ্গা (Fern) ও অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এই পাহাড়ের উপর হইতে গৌরীশঙ্কর দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সিঞ্চল পাহাড় সৈনিক বিভাগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

সিঞ্চিতা (স্ত্রী) সিঞ্চ-ণিচ-ক্ত-টাপ্। পিপ্পলী। (শব্দচ°)

সিঞ্জা (স্ত্রী) অলঙ্কারধ্বনি, অলঙ্কারের শব্দ। এই শব্দ তালব্য শকারাদি পাঠই সাধু। কাহারও মতে দন্ত্যসাদিও হয়।

সিঞ্জিতিকা (স্ত্রী) সেব এই নামে প্রসিদ্ধ ফল, চলিত সেওফল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে এই ফল দুই প্রকার। গুণ—বৃষ্য, গুরু, ধাতুবর্দ্ধক, পাক ও রসে শীতল, কফকর। ২ বদরফল। (বৈদ্যকনি°)

সিড়্ সিড়্ (দেশজ) ঈষৎ স্ফুরণ জন্য অনুভব।

সিত (ক্লী) সিতঃ শুক্লবর্ণো হস্ত্যস্তীতি অচ্। ১ রৌপ্য। ২ মূলক। (রাজনি°) ৩ চন্দন। (রত্নমালা) ৪ শ্বেতচন্দন।

'সিতং মলয়জং শীতং গোশীর্ষসিতচন্দনং।'(গরুড়পু° ২০৮ অ°)
(পুং) সিনোতীতি সি বন্ধনে (অঞ্জিঘৃসিভ্যঃ ক্তঃ। উণ্ ৩।৮৯) ইতি ক্ত। ৫ শুক্লবর্ণ। (অমর) ৬ শুক্রাচার্য্য। (শব্দরত্না°) ৭ শর। (নানার্থধ্বনিম°) (ত্রি) ৮ শুক্লবর্ণযুক্ত। সো-ক্ত। ৯ সমাপ্ত। ১০ নিবদ্ধ। ১১ জ্ঞাত। (বিশ্ব) ১২ ধববৃক্ষ, চলিত ধাওয়া গাছ। ১৩ শ্বেততিল। (বৈদ্যকনি°)

সিতকটভী (স্ত্রী) শ্বেতকটভীবৃক্ষ। (রাজনি°)

সিতকণ্টা (স্ত্রী) সিতঃ শুক্লঃ কণ্টো যস্যাঃ। শ্বেতকণ্টকারী।

সিতকঙ্গু (স্ত্রী) সর্জ্জরস, ধুনো। (বৈদ্যকনি°)

সিতকণ্টারিকা (স্ত্রী) শ্বেতকণ্টকারী। (রাজনি°)

সিতকণ্ঠ (পুং) সিতঃ কণ্ঠো যস্য। ১ দাত্যূহপক্ষী, চলিত ডাহুক পাখী। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ শ্বেতকণ্ঠযুক্ত।

সিতকমল (ক্লী) সিতং কমলং। শ্বেত পদ্ম।

সিতকর (পুং) সিতঃ শুক্লঃ করো যস্য। ১ কর্পূর। (রাজনি°) ২ শুভ্রকিরণ, চন্দ্র।

সিতকরা (স্ত্রী) নীলদূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°)

সিতকর্ণী (স্ত্রী) সিতঃ কর্ণইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। ১ বাসক। (রাজনি°) কোন কোন স্থলে ইহার পাঠান্তর সিতপর্ণী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিতকল্যাণঘৃত (ক্লী) স্ত্রীরোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বিশুদ্ধ গব্যঘৃত চারিসের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, গোধূম, রক্তশালি, মুগানি, ক্ষীরকাকোলী, গম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষ-চাকুলিয়ামূল, উৎপল, তালের মাতী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপানি, জীরা, ত্রিফলা, গোমকবীজ, অথবা কাকুড়বীজ ও কাচা-কলা এই সকল প্রত্যেকে ৪ তোলা, পাকার্থজল ৮ সের। ঘৃত-পাকের বিধানানুসারে এই ঘৃতপাক করিতে হইবে। স্ত্রীদিগের শ্বেতপ্রদররোগে এই ঘৃত বিশেষ উপকারী। এই ঘৃত গরম দুগ্ধের সহিত।০ আনা পরিমাণ হইতে সেবন আরম্ভ করিতে হয়। ক্রমে সহ্য হইয়া আসিলে মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এই ঘৃত সেবন করিলে প্রদর, রক্তগুল্ম, রক্তাপত্ত, হলীমক, কামলা, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি আশু নিবারিত হয়, এবং যে সকল স্ত্রীদিগের উত্তমরূপ রজোস্রাব হয় না, তাহাদের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারী। এই ঘৃত সেবনে স্ত্রীদিগের সকল রজোদোষ বিনষ্ট হইয়া তাহারা গর্ভধারণ করিয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিতকাচ (পুং) শ্বেতবর্ণ কাচ।

সিতকাঞ্চন (পুং) শ্বেতপুষ্প কাঞ্চনবৃক্ষ।

সিতকারিকা (স্ত্রী) হ্রস্ব বাট্যালক, চলিত ক্ষুদ্র বেড়েলা।

সিতকুঞ্জর (পুং) সিতঃ কুঞ্জরো যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ ইন্দ্রের হস্তী, ঐরাবত শুভ্রবর্ণ, এই জন্য উহাকে সিতকুঞ্জর কহে। সিতঃ কুঞ্জরঃ। ৩ শ্বেতহস্তী।

সিতকুম্ভী (স্ত্রী) শ্বেতপাটলা, শ্বেতপুষ্প পারুল। (রাজনি°)

সিতকেশ (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

সিতক্ষার (পুং) শ্বেতটঙ্কণ, শ্বেত সোহাগা। (রাজনি°)

সিতক্ষুদ্রা (স্ত্রী) শ্বেত কণ্টকারী। (রাজনি°)

সিতগুঞ্জা (স্ত্রী) সিতা গুঞ্জা। শ্বেতগুঞ্জা। (রাজনি°)

সিতচন্দন (ক্লী) সিতং চন্দনং। শ্রীখণ্ডচন্দন, সারচন্দন।

সিতচিল্লী (স্ত্রী) শ্বেত বাস্তুক, চলিত হুদে বেতো। (বৈদ্যকনি°)

সিতচিহ্ন (পুং) সিতানি চিহ্নানি যত্র। বালুকাগড়, চলিত বেলেমাছ।

সিতছত্র (ক্লী) সিতং ছত্রং। রাজছত্র, রাজাদিগের ছত্র শুভ্রবর্ণ এই জন্য রাজছত্রকে সিতছত্র কহে।

সিতছত্রা (স্ত্রী) সিতং ছত্রমিব পুষ্পমস্যাঃ। শতপুষ্পা, চলিত শুল্ফা।

সিতছত্রিত (পুং) সিতছত্রং জাতমস্যেতি ইতচ্। শ্বেতছত্রযুক্ত।
"নলঃ সিতচ্ছত্রিতকীর্ত্তিমণ্ডলঃ
স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ॥" (নৈষধ ১।১)

সিতছদ (পুং) সিতৌ ছদৌ পক্ষৌ যস্য। হংস। (হেম) ২ রক্ত শোভাঞ্জন, লাল সজিনা। (বৈদ্যকনি°)

সিতছদা (স্ত্রী) সিতশ্ছদো যস্যাঃ। শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সিতজ (পুং) মধুশর্করা, মধুর চিনি। (রাজনি°)

সিতজফল (পুং) মধুনারিকেল বৃক্ষ। (রাজনি°)

সিতজলজ (ক্লী) শ্বেতপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

সিতজা (স্ত্রী) মধুশর্করা, মধুর চিনি। (রাজনি°)

সিতজাম্রক (পুং) বহু রসাল আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

সিতজীরক (ক্লী) শুক্লজীরক, শ্বেতজীরে। (রাজনি°)

সিতদর্ভ (পুং) সিতো দর্ভঃ। শ্বেত কুশ।

সিতদীধিতি (পুং) সিতা শুক্লা দীধিতিঃ কিরণো যস্য। চন্দ্র।

সিতদীপ্য (পুং) সিতং দীপ্যং দীপ্তির্যস্য। শ্বেতজীরক। (রাজনি°)

সিতদূর্ব্বা (স্ত্রী) সিতা দূর্ব্বা। শ্বেতদূর্ব্বা। (রত্নমালা)

সিতদ্রু (পুং) সিতঃ দ্রুর্বৃক্ষো যস্য। মোরট বৃক্ষবিশেষ, শ্বেত মোরট। (রত্নমালা) ২ শুক্লবর্ণ বৃক্ষ। ৩ অর্জ্জুন বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সিতদ্রুম (পুং) শ্বেতবৃক্ষ।

সিতধাতু (পুং) সিতঃ শুক্লো ধাতুঃ। ১ কঠিনী, চলিত খড়িমাটি। (রাজনি°) ২ শুক্লবর্ণ ধাতু মাত্র।

সিতপক্ষ (পুং) সিতৌ পক্ষৌ যস্য। ১ হংস। (শব্দরত্না°) সিতঃ পক্ষঃ। ২ শুক্লপক্ষ। (বৃহৎস° ৬০।২০)

সিতপট (ত্রি) সিতং পটং যস্য। ১ শ্বেতবস্ত্রধারী। (পুং) ২ গ্রন্থকারভেদ।

সিতপদ্ম (ক্লী) সিতং পদ্মং। শ্বেতপদ্ম।

সিতপর্ণী (স্ত্রী) সিতং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। অর্কপুষ্পিকা বৃক্ষ।

সিতপাটলা (লিকা)(স্ত্রী) সিতা পাটলা। শুক্লপাটলা বৃক্ষ, চলিত শ্বেত পারুল। হিন্দী শ্বেত পাড়রি, পর্য্যায়—সিতকুম্ভী, ফলেরুহা, সিতামোঘা, কুবেরাক্ষী, শ্বেতাহ্বা, কাষ্ঠপাটলা, ধবলপাটলী। গুণ—তিক্ত, গুরু, উষ্ণ, বাতদোষ, বমি, হিক্কা, কফ, শ্রম, ও শোফনাশক। (রাজনি°)

সিতপীত (ত্রি) ১ শ্বেত ও পীতবর্ণ। ২ শ্বেত ও পীতবর্ণবিশিষ্ট।

সিতপুঙ্খা (স্ত্রী) সিতঃ পুঙ্খো যস্যাঃ। শ্বেতশরপুঙ্খা। (রাজনি°)

সিতপুষ্প (ক্লী) সিতং পুষ্পমস্য। ১ কৈবর্ত্তীমুস্তক। (জটাধর) (পুং) ২ শ্বেতপুষ্প, রোহিতক, চলিত শ্বেত রোড়া। (রাজনি°) ৩ কাসতৃণ কেসেঘাস। ৪ তগর বৃক্ষ। ৫ দ্বীপান্তর খর্জ্জুরী বৃক্ষ, পিণ্ডী খেজুরের গাছ। ৬ শিরীষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। সিতপুষ্পা মল্লিকা, মল্লিকা ফুলের গাছ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সিতপুষ্পী, শ্বেতাপরাজিতা। ২ নাগদন্তী, হাতিশুঁড়া। ৩ নাগবল্লীলতা, চলিত পাণলতা। (বৈদ্যকনি°)

সিতপ্রভ (ত্রি) সিতা প্রভা যস্য। শ্বেতকান্তি।

সিতপ্রভা (স্ত্রী) নদীভেদ। (কালিকাপু° ৭৭।১৫)

সিতমণি (পুং) সিতঃ মণিঃ। স্ফটিক।

সিতমরিচ (ক্লী) সিতং মরিচং। শ্বেত মরিচ, সাদা মরিচ, পর্য্যায়—সিতাখ্য, সিতবল্লীজ, বালুক, বহুল, ধবল, চন্দ্রক। গুণ—কটু, উষ্ণ, বিষঘ্ন দৃষ্টিরোগনাশক, অবৃষ্য, যুক্তি দ্বারা রসায়ন। (রাজনি°)

সিতমাষ (পুং) সিতো মাষঃ। রাজমাষ। (হারাবলী)

সিতমেঘ (পুং) শুভ্রবর্ণ মেঘ।

সিতমোসা (স্ত্রী) শ্বেত পাটল বৃক্ষ, শ্বেত পারুল গাছ।

সিতরক্ত (ত্রি) শুভ্র ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট। ২ শ্বেত ও রক্তবণ।

সিতরঞ্জন (পুং) সিতং রঞ্জয়তীতি রঞ্জ-ল্যু। পীতবর্ণ। (হেম)

সিতরজস্ (ক্লী) কর্পূর। (বৈদ্যকনি°)

সিতরশ্মি (পুং) সিতঃ শুক্লো রশ্মি, কিরণো যস্য। শুভ্র কিরণ চন্দ্র।

সিতরাগ (পুং) রৌপ্য। (বৈদ্যকনি°)

সিতলতা (স্ত্রী) চিত্রকূটে খ্যাত অমৃতস্রবা লতা, চলিত রক্ত রুদন্তী। (রাজনি°)

সিতলশুন (পুং) শুক্লরসোন। (বৈদ্যকনি°)

সিতবর্ণা (স্ত্রী) ক্ষীরিণী বৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সিতবর্ষাভূ (স্ত্রী) সিতা বর্ষাভূঃ। পুনর্ণবা। (রাজনি°)

সিতবল্লরী (স্ত্রী) ভূমিজম্বুবৃক্ষ, বনজাম। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সিতবল্লীজ (ক্লী) শ্বেতমরিচ। (রাজনি°)

সিতবারক (পুং) শালিঞ্চ শাক। (রত্নমালা)

সিতবারণ (পুং) শ্বেতহস্তী।

সিতবারিক (পুং) সিংহলী পিপ্পলী।

সিতশর্করা (স্ত্রী) সিতা শুভ্রা শর্করা। ধবলশর্করা, চিনি, শুভ্রবর্ণ চিনি। (বৈদ্যকনি°)

সিতশায়কা (স্ত্রী) সিতা শায়কা। শ্বেত শরপুঙ্খা। (রাজনি°)

সিতশিংশপা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প শাল্মলী বৃক্ষ, শ্বেতশিমুল। ২ শ্বেত শিংশপা, শ্বেত শিশু গাছ। (বৈদ্যকনি°)

সিতশিম্বিক (পুং) সিতা শিম্বির্যস্য, কপ্। গোধূম। (হেম) ইহার পাঠান্তর সিতিশিম্বিক দেখিতে পাওয়া যায়।

সিতশিব (ক্লী) সিতং শুক্লং শিবং মঙ্গলজনকঞ্চ। সৈন্ধবলবণ। এই শব্দের রূপান্তর শিতশিব, সিতসিব, শীতসিব। (অমরটীকা)

সিতশুক্তি (ত্রি) পর্ব্বতভেদ। (সহ্যাদ্রি° ২।৫।১০)

সিতশূক (পুং) সিতঃ শূকো যস্য। যব। (ভরত)

সিতশূরণ (পুং) সিতং শূরণং। বনশূরণ, চলিত বুনো ওল। শ্বেতবর্ণ ওল। (রাজনি°)

সিতসাপ্ত (পুং) সিতাঃ সপ্তয়ো ঘোটকা যস্য। ১ অর্জ্জুন। (কিরাত ১৩।১৯) সিতঃ সপ্তিঃ। ২ শ্বেতাশ্ব, শ্বেতবর্ণ অশ্ব।

সিতসর্ষপ (পুং) সিতঃ সর্ষপঃ। গৌর সর্ষপ। (রাজনি°)

সিতসায়কা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প শরপুঙ্খা। (রাজনি°)

সিতসিংহী (স্ত্রী) সিতা সিংহীব। শ্বেত কণ্টকারী। (রাজনি°)

সিতসিন্ধু (স্ত্রী) সিতা শুক্লজলা সিন্ধুঃ। গঙ্গা। (শব্দরত্না°)

সিতসিব (ক্লী) সৈন্ধবলবণ। [সিতশিব দেখ]

সিতহূণ (পুং) দেশভেদ। (বৃহৎসংহিতা ১১।৬১)

সিতা (স্ত্রী) সিত-টাপ্। শর্করা, চিনি। গুণ—সুমধুর, রুচিকর, বাত, পিত্ত, আম, দাহ, মূর্চ্ছা ও ছর্দ্দি জ্বরনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক। [বিশেষ বিবরণ শর্করা ও চিনি শব্দে দেখ] ২ বচা, বচ। ৩ সোমবাল্পী। ৪ সিংহলী। (পর্য্যায়মুক্তাবলী) ৫ আমলকী। ৬ গোরোচনা। ৭ বৃদ্ধি। ৮ সুরামেদ। (রাজনি°) ৯ রৌপ্য। ১০ শুক্র ত্রিবৃতা, চলিত শ্বেত তেউড়ী। ১১ ত্রিসন্ধি পুষ্প বৃক্ষ। ১২ শ্বেত পুনর্ণবা। (বৈদ্যকনি°) ১৩ আস্ফাতক, চলিত হাপরমালী। ১৪ গিরিজাপরাজিতা। ১৫ মল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ। ১৬ শ্বেত পাটলিকা, শ্বেত পারুল। ১৬ শ্বেতকণ্টকারী। ১৮ বিদারী, ভুই কুমড়া। ১৯ শ্বেত দূর্ব্বা। ২০ শ্বেত শিম্বী।

সিতাংশু (পুং) সিতা অংশবো যস্য। ১ চন্দ্র, সিতকিরণ। ২ কর্পূর।

সিতাংশুতৈল (ক্লী) সিতাংশুজাতং কর্পূরসম্ভবং তৈলং। ১ কর্পূরতৈল। (রাজনি°)

সিতাখণ্ড (পুং) সিতায়াঃ খণ্ডো যত্র। মধুজাত শর্করা, পর্য্যায়—

খণ্ডক, সিতজা, শর্করজা, মাধবী, মধুশর্করা, মাক্ষীশর্করা। গুণ—অতি মধুর, চক্ষুষ্য, চর্দ্দি, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ, শ্বাস, হিক্কা, পিত্ত ও অস্রদোষনাশক। (রাজনি°)

সিতাখ্য (স্ত্রী) সিত আখ্যা যস্য। ১ শ্বেত মরিচ।

সিতাখ্যা (স্ত্রী) শ্বেত দূর্ব্বা। (রাজনি°)

সিতাগ্র (পুং) সিতঃ অগ্রো যস্য। কণ্টক। (হারাবলী)

সিতাঙ্ক (পুং) সিতঃ অঙ্কো যত্র। বালুকাগড়মৎস্য, চলিত বেলেগুড়ি মাছ। (হারা°) ইহার পাঠান্তর সিতাঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সিতাঙ্গ পাঠই সাধু।

সিতাঙ্গ (পুং) সিতং অঙ্গং যস্য। শ্বেত রোহিতবৃক্ষ, চলিত শ্বেত রোড়া গাছ। ২ বালুকাগড় মৎস্য। (রাজনি°)

সিতাজাজী (স্ত্রী) শ্বেত জারক। (রাজনি°)

সিতাত্রয় (ক্লী) সিতায়াঃ ত্রয়ং। ত্রিশর্করা, তিন প্রকার চিনি, গুড়োৎপন্না, হিমোৎপন্না ও মধুরা মিশ্রি, এই তিন প্রকার চিনির নাম সিতাত্রয়। (রাজনি°)

সিতাদি (পুং) সিতায়াঃ আদি কারণং। গুড়। (রাজনি°)

সিতানন (পুং) সিতমাননং যস্য। ১ গরুড়। ২ বিল্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৩ শুক্ল মুখযুক্ত।

সিতান্ত, মেরুর নিকটস্থ পর্ব্বতভেদ। (বিষ্ণুপু° ৪৯।৪১)

সিতাপাক (পুং) মৎস্যণ্ডী, মিছরী। (ভাবপ্র°)

সিতাপাঙ্গ (পুং) সিতৌ অপাঙ্গৌ যস্য। ময়ূর। (ত্রিকা°)

সিতাফল (ক্লী) স্বনামখ্যাত ফল, চলিত আতা ও লোণাফল, হিন্দী সিতাফল, তামিল সিতা। পক্বফলগুণ—পাচক; বীজ কৃমিনাশক।

সিতাজ (ক্লী) সিতমজং। শ্বেত কমল, শ্বেত পদ্ম। (রাজনি°)

সিতাবরায় (সেতাব রায়), মুসলমান শাসনের শেষভাগে ও ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী। শকসেন বংশীয় কায়স্থ জাতিতে সিতাব রায় দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহের প্রধান কর্ম্মচারী খাঁদৌরাণের পরিবারমধ্যে শৈশবে প্রতিপালিত হইয়া, সিতাব রায় আগা-সুলেমান নামক জনৈক কর্ম্মচারীর অধীনে অতি অল্প বেতনে সামান্য চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। আগা সুলেমান খাঁদৌরাণ-পরিবারের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। সিতাব রায় নিজ অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতার প্রভাবে শীঘ্রই আগা সুলে-মানের সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পরামর্শানুসারে খাঁদৌরাণের পারিবারিক যাবতীয় কার্য্যও পরিচালিত হইতে লাগিল। এইরূপে সিতাব রায় উভয় পরি-বারের মধ্যে একজন কর্তৃপক্ষরূপে পরিণত হইলেন। কিন্তু খাঁদৌরাণের পুত্র সেমসামুদ্দৌলা মক্কা যাত্রা করিলে এবং মুসলমান রাজধানী দিল্লীতে নানারূপ বিদ্রোহ ও অরাজকতা উপস্থিত হইলে, সিতাব রায় দিল্লী পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় রাজদরবারে প্রকাশিত হইলে, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের অনুরোধে সিতাব রায় বেহারের ডেপুটী দেওয়ান, রোটাসদুর্গের রক্ষাকর্ত্তা এবং সেমসামুদ্দৌলার বঙ্গদেশে যে সকল জায়গীর ছিল, সেই সকল ভূমিখণ্ডের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে তিনটী উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া সিতাব রায় দিল্লী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাটনায় উপনীত হইলেন। তৎকালে মীরজাফর বাঙ্গা-লার নবাব। যখন সিতাব রায় পাটনায় পৌছিলেন, তখন মীর-জাফর তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সিতাব রায় পাটনায় পদা-র্পণ করিয়াই রাজা রামনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রাজা রামনারায়ণ নবাবের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। সিতাব রায় যে তিনটী পদের জন্য দিল্লী হইতে সনন্দ লইয়া আসিয়াছিলেন, মহম্মদী খাঁ নামক রামনারায়ণের একজন বন্ধু সেই সময়ে উক্ত তিনটী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সিতাব রায় বুঝিলেন যে রামনারায়ণের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থা-পন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আবার নবাব মীরজাফর অতি অলস ব্যক্তি, রাজকার্য্য কিছুই বুঝেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা কম। এইরূপ নানা কারণে সিতাব রায় স্থির করিলেন যে তিনি উদীয়মান ইংরাজ-রাজের সহিত মিলিত হইয়া নিজের সৌভাগ্য পরীক্ষা করিবেন। অতঃপর তিনি কর্ণেল ক্লাইবের সহিত মুর্শিদাবাদে আগমন করি-লেন, ক্লাইব তাঁহার উপর সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রাপ্ত সনন্দানুসারে পদপ্রাপ্তির জন্য রাজা রামনারায়ণকে সুপা-রিস পত্র দিলেন। সেই সুপারিস পত্র লইয়া সিতাব রায় পুন-র্ব্বার মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব সাহেব অনু-রোধ পত্র দিয়াছেন, সুতরাং মীরজাফর আর কোন আপত্তি করিলেন না। তিনিও রামনারায়ণকে সিতাবের পদপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ করিয়া লিখিলেন। দেওয়ান রামনারায়ণ এবার আর কোন কথা বলিলেন না, সিতাবকে অবিলম্বে সনন্দানুযায়ী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ক্রমে সিতাব রায়ের সহিত রামনারায়ণের সখ্য সংস্থাপিত হইল; তিনি পদগৌরব ও সম্মানের সহিত মুর্শিদাবাদে বাস করিতে লাগিলেন।

১৭৬০ খৃঃ অব্দে পূর্ণিয়ার রাজস্ব রীতিমত আদায় না হওয়ায়, নবাব মীরজাফর পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা খাদেম হুসেনকে উচ্ছেদ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। ইংরাজপক্ষ অর্থাৎ এমিয়ট, ক্লাইব প্রভৃতি মধ্যস্থ হইয়া এই গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন এবং খাদেম হুসেন মীরজাফরের আজ্ঞাধীন রহিলেন। এই সময়ে নবীন যুবক শাহ আলম্ দিল্লীর সম্রাট্। তাঁহার পক্ষে দিলের খাঁ

ও আসারৎ খাঁ সৈন্যপরিচালক। ইংরাজ পলাশী যুদ্ধে জয়ী হইয়া মীরজাফরকে বঙ্গের সিংহাসনে বসাইয়াছেন, রামনারায়ণকে দিয়া পাটনায় আধিপত্য করিতেছেন, এই সকল কথায় তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাটের সম্মতি ছিল না। শাহ আলম্ সসৈন্যে পাটনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রথমে পাটনার বাহিরে রামনারায়ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে রামনারায়ণ পরাভূত হইলেও, সিতাব রায় প্রভৃত বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর শাহ আলম্ স্বয়ং পাটনা নগরী অবরোধ করিলেন। বাদশাহের পাটনা অবরোধের পূর্ব্বেই রামনারায়ণ ও সিতাব রায় ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া নগররক্ষার যথাসম্ভব আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুসেল সাহেবের সাহায্যে শাহ-আলম্ নগর আক্রমণ করিলেন। সিতাব রায় অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন; তিনি দিবারাত্রি আহারনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরপ্রাচীরের উপর পরিভ্রমণ করিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতেন এবং সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়া নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কএকদিনের মধ্যে সেল সাহেব নগরপ্রাচীরের একস্থান ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। তথাপি সিতাব রায় ও রামনারায়ণ কোন গতিকে নগর রক্ষা করিলেন। কিন্তু পুনরায় আক্রান্ত হইলেই নিরুপায়, তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কাপ্তেন নক্সের সৈন্যদল পাটনার নিকটবর্ত্তী হইল। ঐ দিন রাত্রেই নক্স সাহেব শত্রু-শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। শাহ আলম্ টিকারীর দিকে প্রস্থান করিয়া নবসৈন্য সাহায্যের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

এদিকে পুর্ণিয়ার নবাব খাদেম হুসেন বাদশাহের সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে হাজিপুরের নিকট পৌছিলেন। কাপ্তেন নক্স পরপারে গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। তাঁহার দল অতি ক্ষুদ্র, সেই জন্য রামনারায়ণ তাঁহার সহিত সসৈন্যে যাইতে অসম্মত হইলেন। নক্স সিতাব রায়কে তাঁহার সহিত গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সিতাব রায় সাহসী, বীর পুরুষ। তিনি নক্সের কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার তিনশত সৈন্য সহ সাগ্রহে কাপ্তেন নক্সের দলের সহিত যোগ দিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহারা গঙ্গার পরপারে উপনীত হইলেন। নক্স সিতাব রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিকালেই শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু সেই রাত্রির অন্ধকারের আধিক্য হেতু তাঁহাদের বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল না। নিশাবসানে শত্রুপক্ষের একদল সৈন্য তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল। যদিও তাঁহারা তখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন না এবং শত্রুপক্ষ তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিয়াছিল, তথাপি নক্স ও সিতাব রায় অসাধারণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের পর খাদেম হুসেন পরাস্ত হইল এবং বাদশাহের সহিত মিলিত হইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া উত্তরে বেতিয়ার দিকে প্রস্থান করিলেন। মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম্ হোসেন এই যুদ্ধের সময় পাটনায় উপস্থিত ছিলেন। কাপ্তেন নক্স পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া সিতাব রায়ের অসামান্য সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন। নক্স সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, "ইনিই প্রকৃত নবাব, আমি এমন নবাব আর কখনও দেখি নাই।"

এই যুদ্ধে সিতাব রায়ের বীরত্ব ও সাহস দর্শন করিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ক্ষমতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। ক্রমে সিতাব রায় তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি ও বিক্রমপ্রভাবে ইংরাজগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে স্বীয় প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন সিতাব রায় ইংরাজ-দলের একজন প্রধান ক্ষমতাশালী পুরুষ।

১৭৬১ খৃঃ অব্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে বিহার নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে সোয়ান্ নামক স্থানে সম্রাট্ শাহ আলমের সৈন্যদলের সহিত ইংরাজদিগের পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ হইল। কর্ণেল কার্ণাক ইংরাজসৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। শাহ আলমের সৈন্যগণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও ইংরাজহস্তে পরাজিত হইল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কার্ণাক সাহেব সিতাব রায়কে সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে শাহ আলমের শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট্ এই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সিতাব রায় শাহ আলমের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় বলিয়া আসিলেন,—"এক্ষণে সন্ধির যে সমস্ত নিয়মে বাদশাহ সম্মত হইলেন না, কিন্তু তাঁহাকে স্বয়ং সেই নিয়মেই সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। তখন সন্ধি হইলেও, যেরূপ নিয়মে তাহা স্থিরীকৃত হইবে, তাহা সম্রাটের সম্মান বা সুবিধাবর্দ্ধন করিবে না। যদিও এক্ষণে এই সকল লোক আপনার সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, কিন্তু ইহারা যখন নিজ নিজ মনোরথ পূর্ণ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিবে, তখনই আপনি স্বয়ং সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিবেন। সম্রাট্ বুঝিয়া দেখুন, তখন কিরূপ নিয়মে আবদ্ধ হইয়া, আপনাকে সন্ধি করিতে বাধ্য হইতে হইবে।"

সিতাব রায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। শাহ আলমের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িল। সাহায্যকারিগণ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইংরাজসৈন্য ক্রমাগত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল, অগত্যা তাঁহাকে সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইল। তিনি স্বয়ং ইংরাজশিবিরে উপনীত

হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়া কিছু দিনের জন্য যুদ্ধবিগ্রহাদি স্থগিত রহিল।

মীরকাসিম বাঙ্গলার নবাব হইবার পর হইতে রাজা রামনারায়ণকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। ইংরাজগণ পাটনা পরিত্যাগ করিবা মাত্র, নবাব হিসাব নিকাশের জন্য রামনারায়ণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ ভাল করিয়া হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না;—তিনি অনেককে নিকাশী কাগজ পত্র সহ পলাইয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন ইত্যাদি জনরব প্রচারিত হইবা মাত্র, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইল।

সিতাব রায়কেও এইরূপ নির্য্যাতন করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। নবাব মীরকাসিম দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বেহারের দেওয়ানী লাভ করিয়াছেন। মীরকাসিম সিতাব রায়ের নিকট হইতে হিসাব নিকাশ চাহিলেন। নবাব তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সিতাব রায়কে ধৃত করিবার জন্য নবাব তাঁহার পাটনার বাটীতে লোক প্রেরণ করিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ সাহসের জন্য সিতাব রায় চির প্রসিদ্ধ। তিনি স্বীয় পরিবারবর্গ সহ আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। নবাব তাঁহার বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং কিছুকালের নিমিত্ত তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

কিন্তু সিতাব রায়ের দুরদৃষ্ট উপস্থিত। তিনি যে তিনটী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মীরকাসিম সেই তিনটী পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত বাদশার নিকট হইতে সনন্দ পাইলেন। আবার হিসাব নিকাসের জন্য সিতাব রায়ের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। ইংরাজগণ প্রথম হইতেই সিতাব রায়কে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার এই বিপদে ইংরাজকর্ম্মচারিগণ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে মীরকাসিমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংরাজগণের মধ্যতায় স্থিরীকৃত হইল যে, কলিকাতার ইংরাজ কাউন্‌সিল সিতাব রায়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বিচার করিবেন। নবাব এই কথায় সম্মত হইলেন। কার্ণাক সাহেবের সহিত সিতাব রায়কে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হইল না এবং কাউন্‌সিলের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে নবাবের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। একদল ইংরাজসৈন্যের সহিত সিতাব রায় সরযূপার হইয়া অযোধ্যায় নবাবের রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

তৎকালে সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব। সিতাবরায় অযোধ্যায় উপনীত হইয়া সুজাউদ্দৌলার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিলেন। নবাবের মন্ত্রী বেণী বাহাদুরের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইল। তিনি ক্রমে বেণী বাহাদুরের একজন বিশ্বস্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে সুজাউদ্দৌলার সহিত মীরকাসিমের সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, কিন্তু মন্ত্রী বেণীর সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া নবাব এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মন্ত্রীর মনে কেমন একটু বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে এই সিতাবরায়ের দ্বারা মীরজাফরের সহিত ইংরাজগণের পুনরায় সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন। এইরূপ জল্পনা করিয়া তিনি পত্রসহ সিতাবরায়কে মীরজাফরের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে নবাব সুজাউদ্দৌলা স্বয়ং মীরকাসিমের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে যত্নবান্ হইলেন। যাহা হউক, সেই যুদ্ধে উভয়পক্ষে সংযোগের সুযোগ ঘটিল। সুজাউদ্দৌলা ও শাহ আলম্ একপক্ষে রহিলেন; অপরপক্ষে বলবান্ ইংরাজজাতি আপনাদের বীরত্ব ও দেশবাসীর উপকারিতায় অদৃষ্টপথে নির্ভর করিয়া চলিলেন। এই সময়ে মেজর কার্ণাকের সুপরিচিত রাজা সিতাব রায় ইংরাজপক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা কোন মতে ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহিলেন না দেখিয়া ইংরাজগণ রাজা বলবন্ত সিংহের পরামর্শানুসারে চুণারগড় অবরোধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে ইংরাজসৈন্য বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেনানায়কের মৃত্যুতে তাঁহারা অবরোধ উঠাইয়া সুজাউদ্দৌলার আক্রমণকারী সেনাদলের অনুসরণ করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই মেজর ষ্টিবার্টের অধীনে একদল ইংরাজসৈন্য লক্ষ্ণৌ অধিকারে আদিষ্ট হইলেন। রাজা সিতাবরায় ও নজফউদ্দৌলা তাঁহার সহকারীরূপে গমন করেন। পথে গমন করিতে করিতে সিতাবরায় আলাহাবাদ দুর্গ অধিকারে মনোযোগী হইলেন। প্রাচীরভেদী কামান দ্বারা দুর্গদ্বারের একস্থান ভিন্ন হইলে দুর্গাধিকারী ও তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা আলীকম্ খাঁ সম্যগ্‌ভাবে যুদ্ধসজ্জা করিতে পারিলেন না। তিনি সিতাবরায়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাদিগকে সসম্মানে সুজাউদ্দৌলার শিবিরে প্রেরণ করা হইল। ইংরাজ আলাহাবাদ অধিকার করিয়া লইলেন।

এই বিজয়ের পর কিছুদিনের জন্য সিতাব রায় রাজা বলবন্তের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত প্রদেশদ্বয়ের শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার পরামর্শ মতে মীর কাসিমের তাড়িত মীর রোকনআলীখাঁ, শাহ ফরহৎআলী, শাহ সবরবেগ প্রভৃতি রাজকার্য্যবিনিয়োগসমর্থ ব্যক্তিকে ইংরাজ গবর্মেণ্ট প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন। অতঃপর যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, উজীর সদলবলে তাঁহাদের দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হইতেছেন, তখন ইংরাজ-সেনাপতি রাজা

সিতাব রায় ও মীর্জ্জা নজফর্খাঁকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কোড়ার নিকট উভয় পক্ষের সংঘর্ষ হইল। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি মলহররাও এই সময়ে সুজার পক্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি কৌশলক্রমে রাজা সিতাব রায়কে স্বীয় সৈন্য দ্বারা ঘেরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। জগদীশ্বরের অপার করুণায় এক্ষেত্রে সিতাব রায় স্বীয় অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পলাইয়া আসেন।

অতঃপর সিতাব রায় স্বীয় অধীনস্থ অল্পসংখ্যক সৈন্য এবং তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত ইংরাজ সৈন্য সঙ্গে লইয়া ইংরাজ-সেনাপতির সহিত মিলিত, হইলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে পুনরায় দুর্গ অবরোধ করিতে মনস্থ করিলেন। অচিরে চুণার দুর্গ ইংরাজের করায়ত্ত হইল। সুজাউদ্দৌলা কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া স্বয়ং দ্বাদশাধিক অশ্বারোহী সেনামাত্র লইয়া ইংরাজ সেনাপতির শরণাপন্ন হইতে চলিলেন। ইংরাজ শিবি-রাভিমুখে উজীরের এবম্প্রকারে আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া সেনাপতি ও সিতাব রায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ-সেনাপতিকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া সুজা তৎক্ষণাৎ পাল্‌কী হইতে নামিয়া সেনাপতিকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য এই স্থানেই তাঁহাকে যথেষ্ট নজর প্রদান করা হইয়াছিল।

ইংরাজ-শিবিরে আসিয়া সুজাউদ্দৌলা বিশেষ সমাদরে কিছু-ক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। তদনন্তর তিনি নিজ শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। এখানে আসিয়া তিনি সিতাব রায়ের পরামর্শ মত ইংরাজের সহিত সন্ধি বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে সিতাব রায়ও তাঁহার সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপনের চেষ্টা পাইতেছিলেন, এই সময়ে সিতাব রায়ের সৌজন্যে সুজাউদ্দৌলা এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি ইংরাজের সহিত সন্ধি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজগণ সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। আলাহাবাদ দিল্লীশ্বরকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে নজফ্‌খাঁর বার্ষিক একলক্ষ টাকা বৃত্তি ধার্য্য হয়।

উজীর সুজাউদ্দৌলা যখন ইংরাজের প্রাপ্য টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করেন, তখন তাঁহাকে ইংরাজ সেনাপতির নিকট তাঁহার মূল্যবান্ জহরতাদি বন্ধক স্বরূপ রাখিতে হয়। ঐ সকল মণি-রত্নাদির মূল্য নিরূপণ করিতে রাজা সিতাব রায়কে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

ইংরাজ গবর্ণর যখন নাজিম উদ্দৌলাকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইলেন এবং মীরজাফরভ্রাতা মহম্মদ কাসিমখাঁ আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, তখন রামনারায়ণের ভ্রাতা ধিরাজ-নারায়ণকে আজিমাবাদের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা হইল। রাজা সিতাব রায়ের প্রতি তখন কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই। সিতাব রায় তৎকালে সম্রাটের অধীনে বিহার প্রদেশের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরাজের সহিত বিশেষতঃ ইংরাজ-সেনাপতি কার্ণাকের সহিত তাঁহার যেরূপ সৌহার্দ্য ছিল, তাহাতে তাঁহার পরামর্শে কার্য্য করাই সুজাউদ্দৌলা সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি রাজা সিতাব রায়কে অনুগত রাখিবার জন্য আজিমগড় ও জৌনপুরের অন্তর্গত লক্ষটাকা আয়ের একটী সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন।

এই সময় লর্ড ক্লাইব দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করেন। তিনি ভারতের তদানীন্তন গোলযোগের অবস্থা দেখিয়া আলাহা-বাদে যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করাই উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সিতাব রায় তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে প্রথমে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুজার শিবিরে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহার নিকট তাঁহারা বঙ্গ-বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লইবার প্রস্তাব করিলেন। উজীরের ও সম্রাটের অনুমতিক্রমে বাঙ্গালার দেওয়ানী সনদ লিখিত হইল (১৭৬৫খৃঃ)। ইংরাজ কোম্পানী বার্ষিক ২০লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

আলাহাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সিতাব রায় কিছুদিন আজিমাবাদে বাস করিয়া পুনরায় ক্লাইবের সহিত কলিকাতায় মিলিত হন। সিতাব রায়ের বিনয়নম্র ব্যবহার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও হৃদয়হারী বাক্‌শক্তি এবং ইংরাজের প্রতি সহানুভূতি এই সময়ে লর্ড ক্লাইবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। সিতাব রায় কলিকাতায় আসিলে ক্লাইব কৌন্সিলের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে রাজস্ব ও রাজ্যপরিচালন বিষয়ে তাঁহার সহকারী-রূপে নিযুক্ত রাখিতে চেষ্টা পান। কিন্তু সুচতুর সিতাব রায় ইহাতে শত্রুপক্ষের ও দুষ্টলোকের চক্ষুপীড়া উপস্থিত হইবে জানিয়া পীড়ার অছিলায় কার্য্য গ্রহণে অক্ষম বলিয়া ক্লাইবকে জানাইলেন। ক্লাইব তখন এরূপ সুযোগ্য লোকের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কিছুতেই রাজার ওজর শুনিলেন না। তাঁহার নিজ বিশ্বস্ত চিকিৎসক দ্বারা তিনি রাজার চিকিৎসা করাইলেন। অচিরে রাজার পীড়া আরোগ্য হইয়া গেল। তখন তিনি বাধ্য হইয়াই রাজকীয় কার্য্যে মনো-নিবেশ করিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্টের আদেশক্রমে তাঁহাকে 'মহারাজা' ও 'বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হইল। তিনি পাঁচহাজারী অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষপদে উন্নীত হইলেন। তাঁহাকে আরও নূতন জায়গীর দিয়া সম্মানিত করা হইল এবং ঐ সম্পত্তি ও

সেনাদলরক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য তাঁহাকে মাসিক ২৫ হাজার এবং তাঁহার নিজের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। গবর্মেণ্টের যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শনের নিমিত্ত তাঁহার উপর প্রভূত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। এমন কি তিনি নূতন নবাব সৈফ্‌উদ্দৌলার মোহররক্ষী হইয়াছিলেন।

এইবার মহারাজ সিতাব রায় আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা হইয়া আজিমাবাদে দেখা দিলেন (১৭৬৬খৃঃ)। তাঁহার কার্য্যতৎপরতায় ধিরাজনারায়ণ বড় প্রীত হইলেন না, বরং তাঁহার অনুষ্ঠিত নূতন কতকগুলি বিধি দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন। তাহার পর তিনি দেওয়ানী কাগজপত্রে ধিরাজনারায়ণের গলদ বাহির করিতে লাগিলেন, এবং ধিরাজনারায়ণকে সরকারী টাকার অপব্যয় জন্য অপরাধী করিয়া তাঁহাকে ঐ অপহৃত অর্থ প্রত্যর্পণের জন্য আদেশ পাঠাইলেন। ক্লাইব ও সেনাপতি কার্ণাক প্রভৃতিও তাঁহাকে টাকা প্রত্যর্পণের জন্য বিশেষভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু ধিরাজনারায়ণ ক্ষুদ্রপত্রে আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া নানারূপ ওজর করিতে লাগিলেন।

রাজকীয় কোন গোলমালের মীমাংসার জন্য লর্ড ক্লাইব এই সময় একবার সুজাউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ সঙ্গে সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রয়োজন হইল। কলিকাতা হইতে লর্ড ক্লাইব, ফৈজাবাদ হইতে উজীর, আলাহাবাদ হইতে সম্রাট্‌পক্ষে মণিরুদ্দীন্‌ এবং বারাণসী হইতে রাজা বলবন্ত সিংহ এক সময়ে ছাপরায় মিলিত হইলেন।

লর্ড ক্লাইব আজিমাবাদের নিকট উপনীত হইলে রাজা সিতাব রায় তাঁহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর উভয়ে একত্র নদীপার হইয়া ছাপরার দরবার অভিমুখে চলিলেন। দরবার শেষ হইলে তাঁহারা উভয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথে আসিতে আসিতে ধিরাজনারায়ণের নিকট হইতে টাকা আদায়ের প্রস্তাব তুলিয়া সিতাব রায় বলিলেন, বন্ধুত্ব ও সৌজন্যের খাতিরে আমার দ্বারা টাকা আদায় অসম্ভব। মুর্শিদাবাদ হইতে মহম্মদ রেজাখাঁকে পাঠাইয়া বলপূর্ব্বক টাকা আদায় না করিলে সুবিধা হইবে না। মুর্শিদাবাদে আসিয়াই ক্লাইব মন্ত্রী মহম্মদ রেজাখাঁকে ধিরাজনারায়ণের নিকট টাকা আদায়ের জন্য পাঠাইলেন। ধিরাজ নানা পীড়নের পর কার্য্যচ্যুত হইলেন এবং কলিকাতা কৌন্সিলের অভিমতে মহারাজ সিতাব রায় আজিমাবাদ প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই লর্ড ক্লাইব স্বদেশে চলিয়া গেলেন (১৭৬৭ খৃঃ)।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই একরূপ শাসন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজা ও শাসনকর্ত্তাগণ সকলেই, এমন কি, সিতাব রায় পর্য্যন্ত কৌন্সিলের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। তাঁহার কৃত কার্য্যাবলী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষার জন্য মিঃ বান্‌সিটার্ট ও মিঃ পলক আজিমাবাদ-মন্ত্রিসভার সদস্য হইলেন। বান্সিটার্ট সিতাব রায়ের দোষোদ্‌ঘাটনে যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সুচতুর বুদ্ধি কৌশলে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি রাজা সিতাব রায়কে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বান্সিটার্ট রাজা সিতাব রায়ের নিকট বিশেষরূপ সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরে তিনি প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতে প্রত্যাগত হইবার সময় কতকগুলি গোপনীয় কাগজপত্র তাড়া বাঁধিয়া মোহরাঙ্কিত (Seal) করিয়া যান। ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণর হইয়া আসিয়া তাহা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মহম্মদ রেজাখাঁ ও রাজা সিতাব রায়কে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিতে আদেশ প্রেরণ করেন। মুর্শিদাবাদের ইংরাজ-কর্ম্মচারী জনগ্রাহাম আদেশ পাইয়া তাহা আজিমাবাদে সিতাব রায়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। সিতাব রায় ঐ আদেশপত্র অমান্য না করিয়া বজরা আরোহণে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। এদিকে কলিকাতা কৌন্সিল হইতে আদেশ প্রচারিত হইল যে সিতাব রায় বরখাস্ত হইয়াছেন এবং আজিমাবাদের পূর্ব্ব গঠিত কার্য্যকরী সভা রাজস্ব সংগ্রহ করিবার অধিকার পাইলেন।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সিতাবরায় নজরবন্দীরূপে কলিকাতায় আনীত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে বাটীতে বাস করিতেন, তাঁহার সেই কলিকাতার বাটীতেই তাহাকে বাস করিতে দেওয়া হইল। দুই মাস গত হইলে একদিন কৌন্সিল হইতে আদেশ প্রচারিত হইল যে, "মহারাজ সিতাব রায়কে রাজকীয় রাজস্বের দেওয়ানী পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার স্থানে আজিমাবাদের কৌন্সিলের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করা হইল। রাজ্যের সমুদয় কর্ম্মচারী যেন তাঁহাদের আদেশ পালন করে; কিন্তু মহারাজা এখনও নিজামতের তত্ত্বাবধানকার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন, সুতরাং সকল কর্ম্মচারীই যেন তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সম্মান প্রদর্শন করে।"

ইংরাজ রক্ষীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ সিতাবরায় যখন কলিকাতায় আনীত হন, তখন গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে তথা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই সিতাবরায়ের বিচার করিতে বসিলেন। মহামতি গবর্ণর ও কৌন্সিলের সভ্য বাহাদুরগণের বিচারে রাজা নির্দ্দোষ ও একান্ত রাজভক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পুনরায় আজিমাবাদের দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিয়া আজিমাবাদ কৌন্সিলের উপর যে আদেশ পত্র প্রচার করেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—

কলিকাতার কমিটী ও য়ুরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যেশ্বরগণ রাজা সিতাব রায়ের প্রভুত্বে ও সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বে রাজকার্য্যপরিচালনে সন্দিহান হইয়া তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে বিচারাধীন করিয়াছিলেন। এরূপ রাজভক্ত, ইংরাজের প্রতি চিরানুরক্ত এবং ইংরাজের শুভাকাঙ্ক্ষী মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিকে এরূপ ভাবে না জানিয়া পীড়ন করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার প্রতি দুষ্ট লোকের যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ অমূলক।

যে ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট সিতাবরায় একদিন আদর, যত্ন ও সম্মানে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই ইংরাজের কার্য্যে জীবন পাত করিয়াও তাঁহাদের হস্তে এইরূপ নিগৃহীত হইবেন, এরূপ চিন্তা তিনি কোন দিন হৃদয়ে স্থান দেন নাই। ইংরাজের এই আচরণ চিন্তা করিয়া তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ হতাশ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িল। তিনি আজিমাবাদে উপনীত হইবার কিছু দিন পরেই উদরাময় রোগে দেহত্যাগ করিলেন (১৭৭৩ খৃঃ)।

ঐ সময়ে গবর্ণর হেষ্টিংস বারাণসী যাইবার জন্য আজিমাবাদে উপনীত। তিনি মহারাজ সিতাবরায়কে সঙ্গে লইয়া যাইবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াই আসিয়াছিলেন। মহারাজ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি তাঁহার দুরদৃষ্টের কথা গবর্ণরকে জানাইলেন। হেষ্টিংস দুই দিন তথায় অবস্থান করিয়া রাজার তত্ত্বাবধান করিলেন, তৎপরে কার্য্যানুরোধে বারাণসী চলিয়া গেলেন। হেষ্টিংস বারাণসী হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই রাজা সিতাবরায় লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গাতীরে দাহ করা হয়।

গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস মৃত রাজার প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাসের প্রমাণ স্বরূপ তৎপুত্র কল্যাণসিংহকে পিতার পদে নিয়োজিত করিলেন। কল্যাণসিংহ পিতার ন্যায় কার্য্যপটু ও বিবেচক না হইলেও তিনি পিতার জায়গীর ও বেতন পাইতে আদিষ্ট হইলেন, অধিকন্তু তাঁহার মাতার বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা বেহারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, ইহাই আমাদের দেশে "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর" নামে খ্যাত। যখন দুর্ভিক্ষ প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে, নিত্য সহস্র সহস্র অনাহারী প্রজা অন্নাভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে, অন্নের জন্য আর্ত্ত ও দুঃস্থের আর্ত্তনাদে দেশ পূর্ণ হইয়াছে, তখন দয়ার্দ্রচিত্ত মহারাজ সিতাবরায় দরিদ্র, বৃদ্ধ, খঞ্জ, অন্ধ, বধির, মূক ও অন্নাভাবে বিপদাপন্ন ব্যক্তি মাত্রকে আহার্য্য দিবার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি শুনিলেন, বারাণসী ধামে ধান্যাদি শস্যের মূল্য অনেক কম। অবিলম্বে তিনি নিজ লোকজনদিগকে নৌকা লইয়া বারাণসী ধামে যাইতে আদেশ দিলেন। তাহারা রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ লইয়া মাসের মধ্যে তিনবার যাওয়া আসা করিত। যতদিন দুর্ভিক্ষ চলিয়া ছিল, ততদিনই তাঁহার লোকেরা ঐরূপ ভাবে শস্য আনিয়া ছিল। এতদ্ভিন্ন আজিমাবাদে শস্যরক্ষা ও তাহা বিলি করিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, মহারাজ সিতাব রায় হিন্দু হইলেও মুসলমান ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। তিনি সিয়ামতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই মতে অনেক ক্রিয়ানুষ্ঠানও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, রাজা সিতাবরায় দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন না। একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ গোলাম হোসেন তাঁহাকে ঐরূপে সাজাইয়া মুসলমান ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়া থাকিবেন।

রাজা সিতাবরায় বাল্যকালে দিল্লী নগরীতে (শাহজহানাবাদে) জীবনাতিপাত করিয়া কতকটা মুসলমান আদব কায়দার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তৎপরে কখনও সম্রাটের অধীনে, কখনও উজীর সুজার অধীনে কখনও বা ইংরাজের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহাদেরই মনোরঞ্জক আচার গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তিনি মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষে যেরূপ দরিদ্র মুসলমান প্রজাদিগকে ভোজ দিয়া প্রীত হইতেন, তদ্রূপ গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গঙ্গাতীরে পবিত্রভাবে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া চরিতার্থ হইতেন। বাস্তবিক, রাজা সিতাবরায় কর্ম্মজীবন লইয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ধর্ম্মজীবনের বিকাশ তাঁহাতে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়, কেন না তিনি প্রতিমাপূজায় তাদৃশ নিষ্ঠাবান্ ছিলেন না। "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই মহাবাক্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ স্বর্গের প্রশস্ত পথ তাহা তিনি অবগত ছিলেন।

সিতাভ (পুং) সিতা শুক্লা আভা যস্য। কর্পূর।

সিতাভা (স্ত্রী, সিতা আভা যস্যাঃ। তক্রাহ্বা। (রাজনি°)

সিতাভ্র (পুং) সিতং শুভ্রমভ্রমিব প্রাপ্নোতীতি অভ্র গতৌ অণ্। ১ কর্পূর।

"পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।
ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞো হিমনামাপি চ স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

সিতাভ্রক (ক্লী) সিতং শুভ্রমভ্রমিব প্রাপ্নোতীতি অভ্র-ণ্বুল্। কর্পূর।

সিতামণ্ডুর, অম্লপিত্তরোগের উপকারক ঔষধভেদ।

সিতামোক্ষ (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

সিতাম্বর (পুং) সিতমম্বরং যস্য। শ্বেতবস্ত্র পরিহিতব্রতী। (হলায়ুধ) যিনি শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রতানুষ্ঠান করেন। (ত্রি) ২ শুক্লবস্ত্রপরিধায়ী মাত্র, যাহারা শুক্লবস্ত্র পরিধান করে।

সিতাম্ভোজ (ক্লী) সিতং অম্ভোজং পদ্মং। সিতাম্বুজ, শ্বেতপদ্ম, শ্বেতকমল।

সিতার্জ্জক (পুং) সিতমর্জ্জয়তীতি অর্জ্জ ণ্বুল্। ১ শ্বেততুলসী। শ্বেতপত্র ক্ষুদ্র তুলসী। হিন্দী শ্বেতাজ্‌বলা, পর্য্যায়—বৈকুণ্ঠ, বট-পত্র, কুঠেরক, অর্জ্জীর, গন্ধবহন, সুমুখ, কটুপত্রক। গুণ—কটু, উষ্ণ, কফবাত, নেত্ররোগ-নাশক, রুচিকর ও সুখপ্রসবকারক। (রাজনি°)

সিতালক (পুং) আলয়তি ভূষয়তীতি অল-ণিচ্-ণ্বুল্, সিতঃ আলকঃ। শ্বেত মন্দারক। (রাজনি°)

সিতালতা (স্ত্রী) সিতা লতা। শ্বেত দূর্ব্বা। (রত্নমালা)

সিতালর্ক (পুং) সিতঃ অলর্কঃ। শ্বেত মন্দারক, শ্বেত ও রক্ত আকন্দ। (রাজনি°)

সিতালিকটভী (স্ত্রী) শ্বেত কিনিহী বৃক্ষ (রাজনি°)

সিতাবর (পুং) সিতমাবৃণোতীতি আ-বৃ-অচ্। শাকবিশেষ, চলিত সুষুনী। পর্য্যায়—সূচ্যাহ্ব, সূচাপত্রক, শ্রীবারক, শিখী, বক্র, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, কুরুট, কুকুট, সূচীদল, শ্বেতাবর, মেধাকৃৎ, গ্রাহক। গুণ—সংগ্রাহী, কষায়, উষ্ণ, ত্রিদোষনাশক, মেধা ও রুচিপ্রদ, দাহ ও জ্বরনাশক, রসায়ন। (রাজনি°)

সিতাবরী (স্ত্রী) সিতাবর-ঙীষ্। বাকুচী, সোমরাজ। (রাজনি°)

সিতাশ্ব (পুং) সিতঃ শ্বেতঃ অশ্বো যস্য। ১ অর্জ্জুন। (ভারত বনপ°) (ত্রি) ২ শ্বেত অশ্ববিশিষ্ট।

সিতাসিত (পুং) বর্ণেন সিতঃ বস্ত্রেণ অসিতঃ। ১ বলদেব। (হেম) সিত শুক্র ও অসিত শনি, শুক্র ও শনি, শুক্রযুক্ত শনি।

"সিতাসিতৌ চন্দ্রমসো ন কশ্চিৎ
বুধঃ শশী সৌম্য সিতৌ রবীন্দু।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ শুক্ল ও কৃষ্ণ, শুক্ল সহিত কৃষ্ণ। (ভাবত ৭।১৩০।২৯)

সিতাহ্বয় (পুং) সিত আহ্বয়ো যস্য। ১ শ্বেত শিগ্রু, সাদা-সাজনা। ২ শ্বেতরোহিত, সাদা রোহা। (রাজনি°) ৩ শ্যামশালি, চলিত কাল ধান।

সিতাহ্বা (স্ত্রী) সিতপাটলী বৃক্ষ, সাদা পারুল গাছ। (রাজনি°)

সিতি (ত্রি) ১ শুক্ল। ২ কৃষ্ণ। (অমরটীকায় রমানাথ)

সিতিকণ্ঠ (পুং) সিতিঃ কৃষ্ণঃ কণ্ঠো যস্য। শিতিকণ্ঠ, শিব।

সিতিমন্ (পুং) সিতস্য সিতের্ব্বা ভাবঃ ইমনিচ্। শুক্লতা, শৌক্ল্য।

"সিতং সিতিম্না সুতরাং মুনের্বপু-
বিসারিভিঃ সৌধমিবাথ লম্ভয়ন্।" (মাঘ ১।২৫)

২ কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণত্ব।

সিতিবার (পুং) সিতং বৃণোতীতি বৃ-অণ্। সুনিষণ্ণক। (ভাবপ্র°)

সিতিবাসস্ (পুং) সিতি নীলং বাসো যস্য। বলদেব। (মাঘ ১.৬)

সিতেক্ষু (পুং) সিতঃ ইক্ষুঃ। শ্বেতেক্ষু। (রাজনি°)

সিতেতর (পুং) সিতাদিতরঃ। ১ শ্যামশালি, কালধান। ২ কুলত্থ। (রাজনি°) ৩ শুক্লেতরবর্ণ। সিতশ্চ অসিতশ্চ। কৃষ্ণ ও শুক্ল বর্ণ, এই অর্থ হইলে উক্ত শব্দ দ্বিবচনান্ত হয়।

"নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ।
স্বলঙ্কৃতৌ বালগজৌ পর্ব্বণীব সিতেতরৌ॥"
(ভাগবত ১০।৪১।৪১)

সিতেতরগতি (পুং) সিতেতরা কৃষ্ণা গতি র্যস্য। অগ্নি।

সিতেতরসরোজ (ক্লী) সিতেতরং সরোজং। নীলপদ্ম।

সিতোৎপল (ক্লী) সিতং উৎপলং। শ্বেতপদ্ম।

সিতোদ, মেরুর পশ্চিমস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৩৯)

সিতোদর (পুং) সিতমুদরং যস্য। ১ কুবের। (হেম) (ত্রি) ২ শুক্ল কুক্ষিযুক্ত। (ক্লী) সিতমুদরং। ৩ শুক্লকুক্ষি।

সিতোদ্ভব (ক্লী) সিত উদ্ভবো যস্য। ১ শ্বেত চন্দন। (ত্রি) সিতায়া উদ্ভবো যস্য। ২ শর্করাজাত।

সিতোপল (ক্লী) সিতং উপলমিব। কঠিনী, চলিত খড়ী। (ত্রিকা°) সিতঃ উপলঃ। স্ফটিক। (রাজনি°)

সিতোপলা (স্ত্রী) সিত উপল ইব আকৃতি র্যস্যাঃ, স্ত্রিয়াং টাপ্। শর্করা, চিনি, মিছরী।

"সিতা সিতোপলা চৈব মৎস্যণ্ডী শর্করা স্মৃতা।" (গরুড়পু° ২০৮)

গুণ—লঘু, বাতপিত্তনাশক ও শীতল।

সিতোপলাদি লেহ, যক্ষ্মরোগনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—গুড়ত্বক্ ১ ভাগ, এলাইচ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ, চিনি ১৬ ভাগ একত্র মাড়িয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিবে। অথবা ঐ সকল দ্রব্যচূর্ণ ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শ্বাস, কাস ও ক্ষয়াদি রোগ উপশমিত হয়।

সিদলাঘাট, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার জেলার একটী তালুক। ইহার ভূপরিমাণ ১৬৩ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ৭৮ বর্গ মাইলে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। লোকসংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক। জলকরের সহিত সিদলাঘাটের রাজস্ব প্রায় ৫৬ হাজার টাকা। এখানে একটী ফৌজদারি কাছারি ও ছয়টী পুলিসের থানা আছে। কেবল মাত্র ৫৪ জন পুলিস কর্ম্মচারী এই তালুকের শান্তি রক্ষা করে।

সিদলি, আসামপ্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার একটী পার্ব্বতীয় দোয়ার। ইহার ভূপরিমাণ ৩৬১ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৬৮ বর্গমাইল রক্ষিত জঙ্গল-মহল। এই জঙ্গল-মহলের অধিকাংশই শাল গাছ। তদ্ভিন্ন ৪২ বর্গ মাইল ভূমিখণ্ডে চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। সিদলির লোকসংখ্যা ২৪ হাজার। অন্যান্য দোয়ার ভূখণ্ডের ন্যায় সিদলিও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভোটান যুদ্ধের পর ইংরাজের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ সিদলির

রাজার সহিত রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সাত বৎসরের জন্য একটী বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, রাজা ইংরাজগণকে বার্ষিক উনত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিবেন। কিন্তু রাজা এই রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হওয়ায়, তাঁহার অনুরোধানুসারে সিদলি কোর্ট অভ ওয়ার্ডসের অধীনে ন্যস্ত হইয়াছিল। এখনও ইহা কোর্ট-অভ-ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে আছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত রাজার বন্দোবস্তের কাল উত্তীর্ণ হইলে, রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সিদলিতে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সমস্ত ভূখণ্ড পাঁচটী মৌজায় বিভক্ত হইল; প্রত্যেক মৌজা এক একটী মৌজাদারের অধীনে রহিল। এই মৌজাদারগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া ইংরাজ সরকারে জমা দিত। সংগৃহীত সমগ্র রাজস্ব হইতে শতকরা ২০ ভাগ সিদলির রাজাকে প্রদান করা হইত। এইরূপে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫৩ হাজার টাকা রাজস্বরূপে ইংরাজরাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহসম্বন্ধে এইরূপ প্রথা সিদলিতে এখনও প্রচলিত আছে।

সিদু, ছোটনাগপুর প্রদেশান্তর্গত সিংহভুম জেলার একটী পীর বা কএকটী গ্রামসমবিষ্ট।

সিদ্দি (সিদ্দী), আরব দেশের মস্কট্ এবং আফ্রিকার জাঞ্জিবার ও আবিসিনিয়ার অধিবাসী। পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজগণ ইহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়া ভারতের নানা স্থানে ক্রীতদাস স্বরূপ বিক্রয় করিত। ইংরাজশাসনকালে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এইরূপে সিদ্দীগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, হায়দরাবাদে, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত জঞ্জিরা দ্বীপে এবং উত্তর কণাড়া জেলায় বাস করিতেছে। সিদ্দীগণ বহু পুরুষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের সহিত বিবাহাদি আদান প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের জাতীয় বিশেষত্ব লোপ পায় নাই। আফ্রিকার নিগ্রোদিগের ন্যায় তাঁহাদের মস্তকে এখনও কোমল পশম সদৃশ দীর্ঘ কেশ বর্ত্তমান এবং তাহাদের গাত্রের বর্ণ নিগ্রোদিগের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। উত্তর-কণাড়াবাসী সিদ্দীগণের অধিকাংশই অতি দরিদ্র। ইহারা গ্রাম হইতে দূরে জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে এবং আরণ্য ভূমিতে সামান্য চাষ করিয়া, সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। জঞ্জিরা দ্বীপে প্রায় দুই শত সিদ্দীর বাস। ইহাদিগের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত। জঞ্জিরার নবাবের সহিত ইহাদিগের মধ্যে অনেকেরই পারিবারিক সম্পর্ক আছে এবং তজ্জন্য তাহারা নবাব সরকার হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে। জঞ্জিরার কএকটী সিদ্দী ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে মুসলমান পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। [জঞ্জিরা শব্দ দেখ]

সিদ্ধ (পুং) সিধ-ক্ত। ১ দেবযোনিবিশেষ। সিদ্ধগণ, সিদ্ধ ও সাধ্য প্রভৃতি দেবগণ। অণিমাদি গুণোপেত, অণিমা, লাঘমা প্রভৃতি গুণযুক্ত। বিশ্বাবসু প্রভৃতি দেবগণ। দুর্গাপূজাকালে এই সকল দেবগণের পূজা করিতে হয়। (দুর্গোৎসবপ°) ব্যাসাদি যোগসিদ্ধ, যাহারা যোগাভ্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যোগ অবলম্বন করিয়া যিনি অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাকে সিদ্ধ কহে।

তন্ত্রমতে মন্ত্রসিদ্ধিবিশিষ্ট। যিনি তন্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি সিদ্ধনামে অভিহিত। তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—

"সম্যগনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধি র্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবং॥
পুনরনুষ্ঠিতে মন্ত্রে যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ॥
পুনঃ সোঽনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ॥
ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং পোষশোষণং।
দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধোভবেন্মনুঃ॥" ইত্যাদি।

সাধন দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সাধক যথাবিধানে মন্ত্র দ্বারা জপাদিরূপ উপাসনা করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। যদি মন্ত্রের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনরায় সেইরূপ বিধানে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহাতেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে আবার উক্ত প্রকার অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে তিনবার করিয়া যদি সিদ্ধ না হইতে পারেন, তাহা হইলে শিবোক্ত মন্ত্রের ভ্রামণ, রোধন, বশীকরণ, পীড়ন, পোষণ, শোষণ ও দাহন এই ৭ প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রকার উপায়ের মধ্যে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে আর পৃথক্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। মন্ত্র সিদ্ধ না হইলে পর পর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধের লক্ষণ,—উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে সিদ্ধ তিন প্রকার, উত্তম সিদ্ধ, মধ্যম সিদ্ধ ও অধম সিদ্ধ। ইহাদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির একমাত্র লক্ষণ, মনে যাহা কিছু অভিলাষ হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা বিনা ক্লেশে পূরণ হইবে, ইহাই উত্তমা সিদ্ধির লক্ষণ, যাহারা এইরূপ মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে উত্তমসিদ্ধ পুরুষ কহে।

মৃত্যুহরণ, দেবতাদর্শন, পরকায়প্রবেশ, পরপুরপ্রবেশ, শূন্যমার্গে বিচরণ, খেচরীদেবীগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের কথা শ্রবণ, পার্থিবতত্ত্বজ্ঞান, বাহনভূষণাদি বহুদ্রব্যলাভ, দীর্ঘজীবন, সকলকে বশীকরণ, সকল স্থানে চমৎকারজনক কার্য্য

প্রদর্শন, দৃষ্টি দ্বারা রোগাপনয়ন, বিষনিবারণ, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, মুক্তিকামনা, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া, সর্ব্বজ্ঞতাগুণের স্ফূর্ত্তি, এই সকল মধ্য সিদ্ধির লক্ষণ। ইহাতে যাহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগকে মধ্যমসিদ্ধ কহে।

কীর্ত্তি ও বাহনভূষণাদিলাভ, দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, রাজপরিবারাদি সর্ব্বজনবাৎসল্য, লোকবশীকরণ, প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পত্তিলাভ, পুত্রদারাদি সম্পদ্‌লাভ এই সকল অধম সিদ্ধির লক্ষণ। এই সিদ্ধি যাহারা লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে অধমসিদ্ধ কহে। (তন্ত্রসার)

এই সকল সিদ্ধির বিশেষ বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা গুরুগম্য, গুরূপদেশ বিনা ইহা লাভ করা যায় না। সিদ্ধগুরু, সিদ্ধমন্ত্র প্রদান ও তাহার প্রণালী সম্যকরূপে শিক্ষা দিলে সাধক তদনুসারে জপাদিরূপ সাধনা করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, সিদ্ধ ৩৪ প্রকার, কিন্তু ভক্ত এই ৩৪ প্রকার সিদ্ধির এক প্রকার সিদ্ধিও কামনা করেন না।

"চতুস্ত্রিংশদ্বিধঃ সিদ্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মোপকারকঃ।
তমুপৈতি স্বয়ং সিদ্ধঃ ভক্তস্তং নৈব বাঞ্ছতি॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ৭৮ অ°)

এই সকল সিদ্ধি যথা—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, পরকায়প্রবেশন, মনোযায়িত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, চিরজীবিত্ব, বায়ুস্তম্ভ, ক্ষুৎপিপাসা ও নিদ্রাস্তম্ভন, কায়ব্যূহপ্রবেশ, বাক্‌সিদ্ধ, মৃতানয়ন, প্রাণাকর্ষণ, প্রাণদান, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিস্তম্ভন ইত্যাদি। সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার উপাসনা করিলে এই সকল সিদ্ধি হয়। [সিদ্ধি দেখ]

২ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত একবিংশতি যোগ। জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভ, এই যোগে যে কোন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা সিদ্ধ হয়, এই জন্য এই যোগের নাম সিদ্ধযোগ। যদি কোন জাতক এই যোগে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে জিতেন্দ্রিয়, সকল কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, গৌরবর্ণ, অতিশূর, মধুর, বিনীত, সত্যবাদী এবং প্রভূতভোগী হয়।

"জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বকলানিধানো
গৌরোঽতিশূরো মধুরো বিনীতঃ।
সত্যোপপন্নঃ কৃতভূরিভোগো
যস্য প্রসূতৌ কিল সিদ্ধযোগঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

৩ ব্যবহার। (শব্দরত্না°) ৪ কৃষ্ণধুস্তূর। ৫ গুড়। (রাজনি°) (ত্রি) ৬ প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। ৭ নিত্য। ৮ নিষ্পন্ন। (শব্দরত্না°) ৯ মুক্ত, যাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১০ পক্ব, যাহা পাক করা হইয়াছে। ১৩ দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম) ১৪ কৃষ্ণনির্গুণ্ডী, কাল নিসিন্দা। ১৫ শ্বেত সর্ষপ। (স্ত্রী) ১৬ সৈন্ধব লবণ। (রাজনি°)

সিদ্ধ, তান্ত্রিক-বৈষ্ণব নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সিদ্ধক (পুং) সিদ্ধ ইব ইবার্থে কন্। ১ সিদ্ধকর। ২ শাল। (রাজনি°) সিদ্ধ স্বার্থে কন্। সিদ্ধ শব্দার্থ।

সিদ্ধকজ্জল (ক্লী) যে কজ্জল ধারণ করিলে লোক বশীভূত হয়।

সিদ্ধকাম (ত্রি) সিদ্ধঃ কামো যস্য। সফলমনোরথ, যাহার অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে। (রামা° ৪।৪।১০৫)

সিদ্ধকামেশ্বরী (স্ত্রী) সিদ্ধা কামেশ্বরী। কামাখ্যার পঞ্চমূর্ত্তির অন্তর্গত প্রথম মূর্ত্তি। কালিকাপুরাণে কামাখ্যাবিবরণে ইহার বিশেষ বিবরণ কথিত হইয়াছে। ইহার ধ্যান,—

"রবিশশিযুতকর্ণা কুঙ্কুমা পীতবর্ণা
মণিকনকবিচিত্রা লোলকর্ণা ত্রিনেত্রা।
অভয়বরদহস্তা সাক্ষসূত্রপ্রশস্তা
প্রণতসুরতবেশা সিদ্ধকামেশ্বরী সা॥" (কালিকাপু° ৬২অ°)

সিদ্ধকার্য্য (ত্রি) যে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।

সিদ্ধকুণ্ড (ক্লী) কামাখ্যাস্থিত কুণ্ডভেদ। (কালিকাপুরাণ ৬২ অ°)

সিদ্ধকূট, হিমালয়স্থ সিদ্ধশৃঙ্গবিশেষ। (হিম° খ° ৮।৮৩)

সিদ্ধক্ষেত্র (ক্লী) ১ সিদ্ধস্থান, যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করা যায়, তাহাকে সিদ্ধক্ষেত্র কহে। ২ সিদ্ধাশ্রম। ৩ যে ক্ষেত্রে সাধুরা সিদ্ধ হইয়া থাকেন। ৪ পুণ্যতীর্থভেদ।
(স্কান্দে নাগর ৫০।৭)

সিদ্ধগঙ্গা (স্ত্রী) সিদ্ধগণসেবিতা গঙ্গা। মন্দাকিনী। (জটাধর) সিদ্ধগণ সর্ব্বদা গঙ্গাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধগঙ্গা হইয়াছে।

সিদ্ধগতি (স্ত্রী) সিদ্ধদিগের গতি, যে পথে সিদ্ধগণ বিচরণ করেন।

সিদ্ধগুরু (পুং) সিদ্ধঃ গুরুঃ। মন্ত্রসিদ্ধিবিশিষ্ট গুরু, যে গুরুর মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সিদ্ধগুরুরনিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে সেই মন্ত্র অচিরে সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধগুরু, একজন প্রসিদ্ধ শৈবাচার্য্য। ইনি নরেশ্বরপরীক্ষা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সিদ্ধগ্রহ (পুং) গ্রহভেদ। এই গ্রহ সিদ্ধদিগকে অবমাননা ও ক্রুদ্ধ হইলে তাহাদিগকে শাপ প্রদান করে এবং ক্ষিপ্রমত্ত ও রাগান্বিত হয়, এজন্য সিদ্ধগ্রহ কহে।

"অবমন্যতি যঃ সিদ্ধান্ ক্রুদ্ধাশ্চাপি শপন্তি যং।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং জ্ঞেয়ঃ সিদ্ধগ্রহস্তু সঃ॥" (ভারতবনপ°)

সিদ্ধচন্দ্রগণি, কাদম্বরী-টীকাপ্রণেতা। ইনি জৈনগুরু ভানুচন্দ্রের শিষ্য।

সিদ্ধচাউল (দেশজ) তণ্ডুলভেদ। তণ্ডুল দুই প্রকার, আতপ ও সিদ্ধ। ধান্য প্রথমে জলে ভিজাইয়া তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। ধান্য সিদ্ধ হইয়া ফাটিয়া ফাটিয়া পড়িলে তাহা নামাইয়া শুকাইতে হয়। পরে উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে উহা ঢেঁকীতে ভানিলে সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত হয়, ধান সিদ্ধ করিয়া এই চাউল প্রস্তুত করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধ চাউল। বিধবা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের এই চাউল ভোজন নিষিদ্ধ। হবিষ্যে ও দৈবপূজাদিতে এই চাউল দিতে নাই।

সিদ্ধজন (পুং) সিদ্ধঃ জনঃ। সিদ্ধ মনুষ্য, যে সকল মানব সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

সিদ্ধজল (ক্লী) সিদ্ধং পক্বং জলং যত্র। ১ কাঞ্জিক। (হারাবলী) সিদ্ধং জলমিতি। ২ পক্ববারি, পক্বজল। যে জল পাক করা হইয়াছে।

সিদ্ধতাপস (পুং) সিদ্ধস্তাপসঃ। যে সকল তপস্বী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

সিদ্ধত্ব (ক্লী) সিদ্ধস্য ভাবঃ। সিদ্ধপুরুষের ভাব বা ধর্ম্ম, সিদ্ধের কার্য্য।

সিদ্ধত্রিস্রোতা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। শৃঙ্গাটক পর্ব্বত পাদমূল হইতে ইহা প্রবাহিত। (কালিকাপু° ৮০।৪)

সিদ্ধদর্শন (ক্লী) সিদ্ধস্য দর্শনং। সিদ্ধ পুরুষের দর্শন, মুক্ত পুরুষের দর্শন। বিশ্বাবসু প্রভৃতি সিদ্ধ দেবতার দর্শন।

সিদ্ধদেব (পুং) সিদ্ধোদেবঃ। শিব। (শব্দরত্না°)

সিদ্ধদ্রব্য (ক্লী) সিদ্ধং পক্বং দ্রব্যং। পক্বদ্রব্য, পাক করা জিনিস।

সিদ্ধধাতু (পুং) সিদ্ধো ধাতুঃ। পারদ। (ত্রিকা°)

সিদ্ধধামন্ (ক্লী) সিদ্ধক্ষেত্র, সিদ্ধস্থান। ২ প্রসিদ্ধ স্থান।

সিদ্ধনন্দিন, একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। অভিনব শাকটায়ন কৃত শব্দানুশাসনে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সিদ্ধনাগার্জ্জুন (পুং) গ্রন্থকারভেদ। [নাগার্জ্জুন দেখ।]

সিদ্ধনাগার্জ্জুনতন্ত্র, একখানি তন্ত্র।

সিদ্ধনাথ (পুং) ১ আচার্য্যভেদ। ২ তুলাদানপ্রকরণপ্রণেতা।

সিদ্ধনারায়ণ, একজন বৈষ্ণব শাস্ত্রকার। [নারায়ণদাস সিদ্ধ দেখ।]

সিদ্ধান্তবাগীশ, ১ তীর্থকৌমুদীপ্রণেতা। ২ শ্যামা-সপর্য্যাক্রম রচয়িতা।

সিদ্ধপতি (পুং) বৌদ্ধাচার্য্য মুদ্গলগোমিনের নামান্তর। (তারনাথ)

সিদ্ধপথ (পুং) ১ আকাশ।

"ছিন্নাঃ সিদ্ধপথে দেবৈর্লঘুহস্তৈঃ সহস্রধা।"

(ভাগবত ৬।১০।২৫) 'সিদ্ধপথে আকাশে' (স্বামী) সিদ্ধানাং পন্থাঃ। ২ সিদ্ধদিগের বিচরণপথ, সিদ্ধ দেবগণ যে পথে বিচরণ করেন। ৩ প্রসিদ্ধ পথ।

সিদ্ধপদ (ক্লী) জনপদভেদ।

সিদ্ধপাত্র (পুং) স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত শল্যপ°) ২ দেবপুত্রভেদ।

সিদ্ধপাদ (পুং) যোগাচার্য্যভেদ।

সিদ্ধপীঠ (পুং) সিদ্ধঃ পীঠঃ। সিদ্ধস্থান। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে স্থানে দেবীর উদ্দেশে লক্ষ পশুবলি হইয়াছে, বা কোটি হোম, বা কোটি সংখ্যক মহাবিদ্যা মন্ত্র জপ হইয়াছে, সেই স্থানকে সিদ্ধপীঠ কহে।

"জাতোলক্ষবলির্যত্র হোমো বা কোটিসংখ্যকঃ।
মহাবিদ্যাজপঃ কোটিঃ সিদ্ধপীঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (তন্ত্রসার)

সিদ্ধপীঠস্থলে উপাসনা করিলে অচিরে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

সিদ্ধপুর (ক্লী) সিদ্ধং পুরং। ভূগোলের অধোদেশবিশেষ।

"লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ
প্রাক্‌পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ
সৌম্যোঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

সিদ্ধপুর, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত উত্তর কণাড়া জেলার একটী মহকুমা। ইহার ভূপরিমাণ ২৩৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩৭ হাজার। সিদ্ধপুরের পশ্চিমাংশ পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। এই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকা প্রদেশে অনেক গুলি সুরম্য উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধপুরের কেন্দ্রস্থলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে উর্ব্বরা অধিত্যকা ধৌত করিয়া বহুতর পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল নদী শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিবার জন্য বিশেষ উপযোগী। অধিত্যকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, কিন্তু পশ্চিম দিকের ভূমিখণ্ড লাল মাটীতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল স্থানে ভালরূপ কৃষিকার্য্য হয় না। সিদ্ধপুরে প্রধানতঃ ধান্য, ইক্ষু, ছোলা, কুলথি, পাণ এবং নেবু উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিদ্ধপুরের পশ্চিমাংশের স্বাস্থ্য ভাল নহে; তথায় শীত ও বর্ষা কালে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মহকুমার সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই বলিতে হয়।

সিদ্ধপুরে কএকটী জঙ্গল মহল আছে। ইহাদিগের মধ্যে সহ্যাদ্রি জঙ্গলই সর্ব্বপ্রধান। এই জঙ্গল হইতে বৃক্ষাদি ছেদিত হইয়া অন্যত্র প্রেরিত হয় না; স্থানীয় লোকের ব্যবহারার্থ বিক্রীত হইয়া থাকে। এই জঙ্গলে বহুতর চন্দন গাছ জন্মিয়া থাকে। কেবল চন্দন গাছগুলি কাটাইয়া জঙ্গল মহলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিক্রয়ার্থ স্থানান্তরে পাঠাইয়া থাকেন। হরীতকী ও রিটা জঙ্গল হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়।

এই মহকুমার শাসনকেন্দ্রের নামও সিদ্ধপুর। তথায় একটী চিকিৎসালয় ও বাজার আছে। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

২ সিদ্ধপুর, বরদা রাজ্যের অন্তর্গত গুজরাটের একটী নগর। সরস্বতী নদীর উপরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°২৬´ পূঃ। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় চারি হাজার। সিদ্ধপুর অতি প্রাচীন নগর ও হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান।

সিদ্ধপুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত চিত্তলদুর্গ জেলার একটী পল্লী। এই স্থান অক্ষা° ১৪° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৭´ পূঃ। এই স্থানের সন্নিকটে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। সিদ্ধপুর হইতে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের গিরিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধপুর পর্য্যন্ত সম্রাট্ অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহার দক্ষিণে তাঁহার রাজ্য ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

সিদ্ধপুষ্প (পুং) সিদ্ধপ্রিয়ং যন্ত্রসিদ্ধং বা পুষ্পমস্য। করবীর বৃক্ষ।

সিদ্ধপ্রয়োজন (পুং) সিদ্ধানাং প্রয়োজনং যত্র। গৌরসর্ষপ।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর (পুং) অরাতিসারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেকে ৪ মাষা, সজ্জিক্ষার, সোহাগার খই, যবক্ষার, পঞ্চ লবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যবানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ ও শুলফা প্রত্যেকের চূর্ণ ১ মাষা, এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষাপরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান পানের রস। ঔষধ সেবনের পর উষ্ণজল পান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে অরাতিসার, গ্রহণী বা কেবল জ্বর আশু প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন বাত, পরিণামশূল প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অরাতিসারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° অরাতিসাররোগা°)

সিদ্ধবুদ্ধ (পুং) যোগাচার্য্যভেদ।

সিদ্ধভূমি (স্ত্রী) সিদ্ধস্থান, সিদ্ধক্ষেত্র।

সিদ্ধমত (ক্লী) ১ আনন্দদর্শন। ২ সিদ্ধদিগের সম্মত।

সিদ্ধমনোরথ (পুং) কর্ম্মমাসের দ্বিতীয় দিন।

সিদ্ধমন্ত্র (পুং) সিদ্ধো মন্ত্রঃ। সিদ্ধিপ্রাপ্ত মন্ত্র, যে মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার নাম সিদ্ধমন্ত্র। গুরু শিষ্যকে যখন মন্ত্র প্রদান করিবেন, তখন সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি প্রভৃতি বিচার করিয়া প্রদান করিবেন। সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করিলে অচিরে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, নপুংসক মন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষর, পঞ্চাক্ষর, একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, ও ত্র্যক্ষর মন্ত্র, এবং সকল দেবতার একাক্ষর মন্ত্র, মালামন্ত্র ও বৈদিকমন্ত্র, এই সকল মন্ত্রে সিদ্ধাদি বিচার করিবে না। ইহা ভিন্ন কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী এবং দশমহাবিদ্যা এই সকল দেবতার মন্ত্র সিদ্ধ অর্থাৎ এই সকল দেবতার মন্ত্র প্রদান করিতে হইলেও সিদ্ধাদি বিচার করিতে হয় না। এই সকল দেবতার সকল মন্ত্রই দেওয়া যায়। যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' এই পদ থাকে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র কহে। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র, এবং স্ত্রীলোক কর্তৃক দত্তমন্ত্র ইহাতে সিদ্ধাদি বিচার করিবে না।

"স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে।
বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ॥
হংসস্যাষ্টাক্ষরস্যাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্য চ।
এক দ্বিত্র্যাদিবীজস্য সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ॥
কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তিকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥
কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা দেবাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ॥
সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ।
তথাচৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

উক্ত দেবগণের মন্ত্র সিদ্ধমন্ত্র, দশমহাবিদ্যার মন্ত্রও সিদ্ধ মন্ত্র, এই জন্য উক্ত বিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা কহে। তন্ত্রোক্ত অকড়ম চক্রে সিদ্ধ বিচার করিতে হয়। যথা বিধানে এই চক্র অঙ্কিত করিয়া বামাবর্ত্তে মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত ১২টী রাশি কল্পনা করিয়া লইবে। এই চক্রের নবম, পঞ্চম ও প্রথম সিদ্ধগৃহ, মন্ত্রের অক্ষর এবং নামের অক্ষর এই চক্রের যে স্থানে হইবে, তাহাতেই সিদ্ধাদি বুঝিয়া লইতে হইবে। [অকড়ম চক্রশব্দ দেখ] উক্ত সিদ্ধগৃহে নামের আদ্যক্ষর এবং মন্ত্রের আদ্যক্ষর একত্র সন্নিবিষ্ট হইলে তাহাই সিদ্ধমন্ত্র বুঝিতে হইবে।

সিদ্ধমাতৃকা (স্ত্রী) ১ মাতৃকাক্ষরবিশেষ। ২ দেবীভেদ।

সিদ্ধমানস (ত্রি) সিদ্ধং মানসং যস্য। সফল মনোরথ, যাহার অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে। (রামা° ১।৬৭।১৯)

সিদ্ধমোদক (পুং) সিদ্ধান্ মোদয়তীতি মুদ-ণিচ্-ণ্বুল্। তবরাজোদ্ভবখণ্ড, চলিত মালখণ্ডী। (রাজনি°)

সিদ্ধযোগ (পুং) ১ সঙ্গতযোগ, সুযোগ্যরূপে মিলন, ঠিক মিল। ২ সিদ্ধিলাভার্থ যোগক্রিয়া।

সিদ্ধযোগিনী (স্ত্রী) ১ যোগিনীবিশেষ। ২ মনসাদেবী।

সিদ্ধরস (পুং) সিদ্ধো রসঃ। ১ পারদ। ২ রসসিদ্ধ। (ত্রি) সিদ্ধোরসো যস্য। ৩ ধাতু প্রভৃতি।

সিদ্ধরসা (স্ত্রী) হিমবৎ পাদনিঃসৃত নদীভেদ। উমাকুণ্ড হইতে উদ্ভূত। (হিম° খ° ১৪।১৭)

সিদ্ধরসায়ন (ত্রি) রসায়নবিশেষ, যে রসায়ন সেবনে দীর্ঘজীবন লাভ বা অমর হওয়া যায়।

সিদ্ধরাজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর°) ২ প্রসিদ্ধ চৌলুক্যরাজ জয়সিংহ সিদ্ধরাজ নামে খ্যাত। [চৌলুক্য দেখ।]

সিদ্ধরাত্রী, রসরত্নসমুচ্চয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সিদ্ধরুদ্রেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সিদ্ধল (পুং) রাঢ়দেশের গ্রামভেদ। রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের একটী গাঁই।

সিদ্ধলক্ষ (ত্রি) অব্যর্থ লক্ষ, অব্যর্থসন্ধান। (কথাসরিৎসা°)

সিদ্ধলক্ষ্মণ (পুং) ১ তিথিনির্ণয়প্রণেতা। ইনি কাশ্মীর রাজা প্রতাপদেবের আদেশে উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন। ২ নির্ণয়ামৃত প্রণেতা অল্লাদনাথের পিতা, ইনিও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

সিদ্ধলক্ষ্মী (স্ত্রী) লক্ষ্মীর মূর্ত্তিভেদ।

সিদ্ধলোক (পুং) সিদ্ধানাং লোকঃ অবস্থিতিস্থানং। সিদ্ধদিগের লোক, সিদ্ধদেবগণ যে লোকে অবস্থান করেন, তাহাকে সিদ্ধলোক কহে। (ভাগবত ৪।২৯।৮০)

সিদ্ধবট (ক্লী) পুণ্যস্থানভেদ। শ্রীশৈলের দক্ষিণপাদস্থ পুণ্যস্থল।

সিদ্ধবটী (স্ত্রী) দেবীবিশেষ।

সিদ্ধবৎ (অব্যং) সিদ্ধইব ইবার্থে বতি। সিদ্ধের ন্যায়, সিদ্ধতুল্য, সিদ্ধসদৃশ।

সিদ্ধবন (ক্লী) জনপদভেদ।

সিদ্ধবর্ত্তি (স্ত্রী) সিদ্ধিপ্রদা বর্ত্তি। ঐন্দ্রজালিকের দণ্ড। ঐন্দ্রজালিকগণ বনমানুষের অস্থিদণ্ড সহায়ে ভৌতিক দৃশ্যের সকল কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

সিদ্ধবস্তি (স্ত্রী) বস্তিভেদ। ইহার লক্ষণ—

"পঞ্চমূলস্য নিষ্ক্বাথে তৈলং মাগধিকা মধু।
সসৈন্ধবঃ সযষ্ট্যাহ্বঃ সিদ্ধবস্তিরিতি স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্র°)

পঞ্চমূলের কাথ, তৈল, পিপ্পলী, মধু, সৈন্ধব এবং যষ্টিমধু এই সকল একত্র করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে সিদ্ধবস্তি কহে। [বিশেষ বিবরণ বস্তি শব্দে দেখ।]

সিদ্ধবস্তু (ক্লী) সিদ্ধং বস্তু। পক্ক বস্তু, পাক করা জিনিস, পক্ব দ্রব্য।

সিদ্ধবাস (পুং) জনপদবিশেষ। (কথাস° ৩৬।১১৪)

সিদ্ধবিদ্যা (স্ত্রী) সিদ্ধা বিদ্যা। দশমহাবিদ্যা। কালী, তারা প্রভৃতি দশটী মহাবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা কহে।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

[মহাবিদ্যা শব্দ দেখ]

সিদ্ধবীর্য্য (পুং) মুনিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৪।৩৮)

সিদ্ধশাল্মলীকল্প, ধ্বজভঙ্গরোগনাশক ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও শ্বেত পুনর্ণবা প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধক অর্দ্ধভাগ ও পারদ তাহার অর্দ্ধ (পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিবে)। এই সমুদায় একত্র করিয়া শ্বেত সিমুলের মূলের রসে ও মহিষের দুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ মাষা, অনুপান ঘৃত ও মধু। ঔষধ সেবনান্তে কিছু দুগ্ধ পান করা বিধেয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিদ্ধসম্বন্ধ (ত্রি) সিদ্ধার্থ। যাহা অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইয়াছে।

সিদ্ধসলিল (ক্লী) সিদ্ধং পক্বং সলিলং যত্র। কাঞ্জিক। (ত্রিকা°) ২ সিদ্ধজল, পক্বজল, উষ্ণজল।

সিদ্ধসাধন (ক্লী) সিদ্ধস্য সাধনং। সিদ্ধ বস্তুর সাধন, যাহা স্বতঃ সিদ্ধ তাহার সাধন। যে বস্তু সিদ্ধ আছে তাহার সাধন অর্থাৎ প্রমাণ করাকে সিদ্ধসাধন কহে। (পুং) সিদ্ধানাং সাধনমস্মাৎ। ২ গৌর সর্ষপ, শ্বেত সর্ষপ। (রাজনি°)

সিদ্ধসাধিত (ত্রি) সিদ্ধির উদ্দেশে কৃতসাধন। বিদ্যাবিশেষে সম্যক্‌জ্ঞানলাভার্থে অধ্যবসায় সংকারে যে সাধনা।

সিদ্ধসাধ্য (পুং) সিদ্ধাৎ সাধ্যঃ। মন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই মন্ত্র দ্বিগুণ জপ করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"সিদ্ধসিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ।
সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্॥" (তন্ত্রসার)

সিদ্ধসিদ্ধ (পুং) মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র যথোক্ত বিধানে জপ করিলে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ মন্ত্রের যে জপ বিহিত হইয়াছে, সেই জপ করিলে উহা সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধসিন্ধু (স্ত্রী) সিদ্ধগণসেবিতা সিন্ধুঃ। গঙ্গা। (ত্রিকা°) সিদ্ধগণ সর্ব্বদা গঙ্গা জল সেবন করেন, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধসিন্ধু হইয়াছে।

সিদ্ধসুসিদ্ধ (পুং) সিদ্ধাৎ সুসিদ্ধঃ। মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র অর্দ্ধ জপ করিলে সিদ্ধি হয়। [সিদ্ধসাধ্য শব্দ দেখ]

সিদ্ধসূত, ধ্বজভঙ্গরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—জারিত মুক্তা, শোধিত পারদ, জারিত স্বর্ণ, জারিত রৌপ্য ও যবক্ষার প্রত্যেকে ১ তোলা মাত্রায় একত্র করিয়া রক্তোৎপল পত্রের রসে উত্তম রূপে মাড়িয়া উহার সহিত গন্ধক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িবে। পরে পূর্ণচন্দ্র রস প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে ৩ প্রহর পর্য্যন্ত উহা পাক করিবে। শীতল হইলে উহা বাহির করিয়া লইবে। ইহা ৫ রতি মাত্রায় সেবনীয়। তালমূলীর রস অথবা চিনি অনুপান। পথ্য—ঘৃত, দুগ্ধ, পারাবত ও তিত্তির মাংস প্রভৃতি। ইহা সেবনে শুক্র বৃদ্ধি হইয়া ধ্বজভঙ্গরোগ আশু নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিদ্ধসেন (পুং) সিদ্ধা সেনা যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ একজন জ্যোতির্বিদ্।

সিদ্ধসেন আচার্য্য, ব্যাখ্যালেশপ্রণেতা।

সিদ্ধসেনগণি, তত্ত্বার্থটীকারচয়িতা।

সিদ্ধসেবিত (পুং) সিদ্ধৈঃ সেবিতঃ। ১ বটুকভৈরব। সিদ্ধগণ

ইহাকে উপাসনা করেন, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধসেবিত। (ত্রি) ২ সিদ্ধজনোপাসিত, সিদ্ধ জন কর্তৃক উপাসিত।

সিদ্ধস্থল (ক্লী) সিদ্ধস্থান, সিদ্ধক্ষেত্র।

সিদ্ধহেমকুমার (পুং) রাজভেদ। (হেমটীকা)

সিদ্ধহেমন্ (ক্লী) বিশুদ্ধ স্বর্ণ, খাটি সোনা।

সিদ্ধা (স্ত্রী) সিধ-ক্ত-টাপ্। ১ ঋদ্ধিনামৌষধ। (রাজনি°) ২ যোগিনীবিশেষ, অষ্ট যোগিনীর মধ্যে একটী যোগিনী, মঙ্গলা, পিঙ্গলা, ধন্যা, ভ্রামরী, ভদ্রিকা, উল্কা, সিদ্ধা ও সঙ্কটা এই অষ্ট যোগিনী।

সিদ্ধাঙ্গনা (স্ত্রী) সিদ্ধস্য অঙ্গনা। সিদ্ধদিগের স্ত্রী।

সিদ্ধাজ্ঞ (ত্রি) সিদ্ধা আজ্ঞা যস্য। সিদ্ধ আজ্ঞাবিশিষ্ট, সফলবাক্য, যে আদেশ করা হয়, তাহাই সফল হয়।

সিদ্ধাঞ্জন (ক্লী) অঞ্জনভেদ।

সিদ্ধাদেশ (পুং) সিদ্ধানামাদেশঃ। সিদ্ধদিগের আদেশ, সিদ্ধগণের আজ্ঞা। (ত্রি) সিদ্ধঃ আদেশো যস্য। ২ সফল বাক্য, যাহাদের আদেশ সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধানন্দ, ভুবনেশ্বরীদণ্ডক নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সিদ্ধান্ত (পুং) সিদ্ধঃ অন্তো যস্মাৎ। পূর্ব্ব পক্ষের নিরাস করিয়া সিদ্ধ পক্ষের স্থাপন। পরীক্ষকগণ বহুবিধ পরীক্ষা এবং হেতু দ্বারা সাধন করিয়া যে নির্ণয় করেন, তাহাকে সিদ্ধান্ত কহে। পর্য্যায়—রাদ্ধান্ত। (অমর) কোন পক্ষের প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে। ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি যে ষোড়শ পদার্থ কথিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সিদ্ধান্ত ষষ্ঠ। ইহার লক্ষণ—

"তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ।" (ন্যায়দ° ১।১।২৬)

'তন্ত্রং শাস্ত্রং তদেবাধিকরণং জ্ঞাপকতয়া যস্য যাদৃশস্য যোঽভ্যুপগমস্তস্য সমীচীনতয়া স্থিতিঃ শাস্ত্রার্থনিশ্চয়ঃ সিদ্ধান্তঃ' (ভাষ্য)

শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে যাহা অসংশয়রূপে নির্ণয় করা হয়, তাহাকে সিদ্ধান্ত কহে। ন্যায়দর্শনে ইহার বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, আমরা অতি সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিলাম। কোন অনিশ্চিত বিষয়ে শাস্ত্রাদিপ্রমাণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া শাস্ত্রানুরূপ নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে। কি করিলে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দুঃখের কারণ কি, কোন উপায় অবলম্বন করিলে ঐ কারণের নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হইল যে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি হইলে দুঃখ নিবৃত্তি হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত। 'অভ্যুপগমস্থিতিসিদ্ধান্তঃ', অভ্যুপগম শব্দের অর্থ স্বীকার বা নিশ্চয়, অতএব কোন অর্থের নিশ্চয়ের নাম সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত আবার চারি প্রকার, সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত,—তন্ত্র শব্দের অর্থ শাস্ত্র, স্বশাস্ত্রসিদ্ধ এবং অন্য সকল শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যে সিদ্ধান্ত তাহার নাম সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, যে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধান্ত করা হইবে, প্রথমে সেই শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইবে, এবং অন্য সকল শাস্ত্রের সহিত তাহার অবিরোধ হইবে, তাহাকেই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত কহে। যথা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও প্রমাণ দ্বারা অর্থ গ্রহণ, এই সকল সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তে কাহারও সহিত বিরোধ নাই, সকল শাস্ত্রানুসারেই ইহা প্রমাণিত হয়, এই জন্য ইহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত।

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত,—যে সিদ্ধান্ত সমান তন্ত্রসিদ্ধ, পরতন্ত্র সিদ্ধ নহে, অথবা যে সিদ্ধান্ত স্ব স্ব শাস্ত্রসিদ্ধ, তাহাই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। ইহার দৃষ্টান্ত অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই, আত্মার কোন গুণ নাই, ইহা সাংখ্য শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সকলে স্বীকার করেন না, সমানতন্ত্র অর্থাৎ পাতঞ্জলদর্শনে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু পরতন্ত্র ন্যায়শাস্ত্রে ইহা সিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এই স্থলে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইল। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হয়। উৎপন্ন বস্তুর বিনাশ হয়, আত্মার কতক গুণ আছে, ন্যায়দর্শনে ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রতিতন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে ইহা সমর্থিত হইয়াছে। ইহা ন্যায়দর্শনসিদ্ধ, কিন্তু সাংখ্যদর্শনে ইহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। এইরূপ এক শাস্ত্রে যাহা সিদ্ধান্ত হইবে, অপর শাস্ত্রে তাহা যদি সিদ্ধান্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত কহে।

অধিকরণ সিদ্ধান্ত—যে অর্থের সিদ্ধি হইলে আনুষঙ্গিকরূপে অপর অর্থও সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে অর্থ সিদ্ধি ভিন্ন যে অর্থ সিদ্ধ হয় না, তাহার নাম অধিকরণসিদ্ধান্ত। ইহার দৃষ্টান্ত—যাহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তাহাই এখন স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ শত শত অনুভব লোকপ্রসিদ্ধ। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ। কারণ ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে এক আত্মার দর্শন ও স্পর্শন অসম্ভব। কেননা দর্শন চক্ষুরিন্দ্রিয়সাধ্য, এবং স্পর্শন ত্বগিন্দ্রিয়সাধ্য। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্পর্শ করিবার ক্ষমতা নাই, ত্বগিন্দ্রিয়ের দর্শনের ক্ষমতা নাই। তাহা হইলে ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ও আত্মা নহে, ত্বগিন্দ্রিয়ও আত্মা নহে। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনের এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শনের কর্ত্তা আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হওয়াতে আনুষঙ্গিক রূপে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, চক্ষু ও ত্বগাদি ইন্দ্রিয় এক নহে, নানা ইন্দ্রিয় সকল নিয়ত বিষয় ও তাহারা জ্ঞাতা নহে, ইহারা জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধন, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা জ্ঞাতার জ্ঞান হইয়া থাকে, দর্শনাদি জ্ঞান হইতেছে বলিয়া তত্তদ্ জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয় সকল অনুমেয়, এবং গন্ধাদি গুণের অধিকরণ দ্রব্য, গন্ধাদি গুণমাত্র

নহে। গন্ধাদিগুণ হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ। ইহাই অধিকরণ সিদ্ধান্ত ; যে স্থলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে, তথায় অধিকরণসিদ্ধান্ত হইয়া থাকে।

অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত—প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছে, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, প্রমাণসিদ্ধ বা অপ্রমাণিত ইত্যাদি কোনরূপ বিচার না করিয়াই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া ঐ বিষয়সংক্রান্ত কোন বিশেষ ধর্ম্মাদির বিচার করার নাম অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথা যুক্তিযুক্তই হউক বা নিতান্ত অযুক্তই হউক তাহা মানিয়া লইয়া প্রকারান্তরে প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে তদ্গত বিষয়ের পরীক্ষাই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, মীমাংসকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দ দ্রব্যপদার্থ ও নিত্য। নৈয়ায়িকগণ ইহাতে বলেন যে শব্দ গুণপদার্থ ও অনিত্য। ইহাতে যদি নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়া শব্দ নিত্য কি অনিত্য এই বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি গর্ব্বের সহিত মীমাংসকদিগকে পরাজিত করিয়া শব্দের অনিত্যত্ব সংস্থাপন করেন। ইহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, নিজের অতিশয় বুদ্ধিমত্তা প্রখ্যাপনের জন্য এবং প্রতিবাদীর বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের অবতারণা হইয়া থাকে। কারণ তুমি যাহা বলিলে, তাহাই মানিয়া লইলাম। কিন্তু তথাপি তোমার মত টিকিতে পাবে না, যেহেতু তাহাতে আরও কতকগুলি দোষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে, প্রতিবাদীর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় কতক গুলির দোষ প্রদর্শন করিয়া উহা খণ্ডন করিলে এই সিদ্ধান্ত হয়। ইহার নামও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। (ন্যায়দর্শন)

চরকের বিমানস্থানে এইরূপ লিখিত আছে যে—

"অথ সিদ্ধান্তঃ। সিদ্ধান্তো নাম যঃ পরীক্ষকৈ র্বহুবিধং পরীক্ষ্য হেতুভিঃ সাধয়িত্বা স্থাপ্যতে নির্ণয়ঃ স সিদ্ধান্তঃ, সচোক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ, অধিকরণসিদ্ধান্তঃ অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি।" (চরক বিমানস্থান° ৮ অ)

পরীক্ষকগণ বহুবিধ অর্থ পরীক্ষা করিয়া এবং হেতুসমূহ দ্বারা সাধন করিয়া যে বিষয় নির্ণয় করেন, তাহারই নাম সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত চারি প্রকার সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। প্রতিবাদীর উত্তরের পর তবে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। বাদী হেতু প্রভৃতি দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী তাহার উত্তর দিবেন। এই উত্তরের পর তবে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কার্য্যের সাধর্ম্ম্য দ্বারা বাদিকর্ত্তৃক হেতু উপদিষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক কার্য্যের বৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে হেতুর উক্তি, অথবা কার্য্যের বৈধর্ম্ম্য দ্বারা হেতু উপদিষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদিকর্ত্তৃক কার্য্যের সাধর্ম্ম্য দ্বারা যে হেতুর উক্তি, তাহাই উত্তর। এইরূপ উত্তরের পর সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক।

প্রধান প্রধান সকল তন্ত্রেই যাহা যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন রোগের নিদান, রোগসমূহ ও সাধ্যরোগের চিকিৎসা সকল আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রেই প্রসিদ্ধ, ইহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। প্রধান প্রধান এক এক তন্ত্রে যাহা যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন কোন তন্ত্রে রস ৮ প্রকার, কোন তন্ত্রে ৬ প্রকার। যেমন রোগসকল কোন তন্ত্রে বাতাদিকৃত এবং কোন তন্ত্রে বাতাদিকৃত ও ভূতাদিকৃত, ইহাই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যে অধিকরণ প্রস্তূয়মান হইলে অন্যান্য অধিকরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে অধিকরণসিদ্ধান্ত কহে। নিস্পৃহত্ব হেতু মুক্ত পুরুষ আনুবন্ধিক কর্ম্ম করেন না, এই বিষয় বলাতেই সিদ্ধ হইল যে, এক কর্ম্মফল দ্বারাই প্রেত্যভাব অর্থাৎ পরজন্ম হয়। আত্মবুদ্ধির আতিশয্য খ্যাপনের জন্য এবং পরবুদ্ধির অবজ্ঞানার্থ বাদী বাদকালে যে অসিদ্ধ, অপরীক্ষিত, অনুপদিষ্ট বা অহেতুক বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত কহে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতিকে প্রধানরূপে ব্যাখ্যা করিবে, অথচ ইহারা কেন যে প্রধান তাহার হেতু নির্দেশ করিবে না। এইরূপে যে অসিদ্ধাদি বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাহাকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত কহে। (চরক বিমানস্থা° ৮অ°)

৩ নববিধ জ্যোতিগ্রন্থ, যথা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত, বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত, গর্গসিদ্ধান্ত, নারদসিদ্ধান্ত, পরাশরসিদ্ধান্ত, পুলস্ত্যসিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্তপঞ্চানন (পুং) বাক্যতত্ত্ব নামক দীধিতি ও পদার্থতত্ত্বাবলোক নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, সংক্রান্তিকৌমুদীপ্রণেতা।

সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য, কারকচক্র বা ষট্কারকবিবেচনপ্রণেতা। ইহার নাম ভবানন্দ।

সিদ্ধান্ত বাচস্পতি, শুদ্ধিমকরন্দপ্রণেতা।

সিদ্ধান্তাচার (পুং) সিদ্ধোহন্তো যস্য, তাদৃশ আচারঃ। তান্ত্রিক আচারবিশেষ। আপনাকে দেবতা বিবেচনা করিয়া মনে মনে যিনি দেবী শক্তির ভজনা করেন, তাদৃশ যে আচার তাহাকে সিদ্ধান্তাচার কহে।

"আত্মানং দেবতাং মত্বা যজেদ্দেবীঞ্চ মানসৈঃ।
সদা শুদ্ধঃ সদা শান্তঃ সিদ্ধান্তাচার উচ্যতে।" (আচারভেদতন্ত্র)

সিদ্ধান্তিত (ত্রি) সিদ্ধান্ত তারকাদিত্বাদিতচ্। যাহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, মীমাংসিত, নির্ণীত।

সিদ্ধান্তিন্ (ত্রি) সিদ্ধান্তোঽস্যাস্তীতি ইন্। ১ সিদ্ধান্তকারী, মীমাংসক। ২ আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্যপ্রণেতা।

সিদ্ধান্ন (ক্লী) সিদ্ধং অন্নং। পকান্ন. ভাত, পক দ্রব্য। দেবতাকে পকান্ন নিবেদন করিতে হইলে সিদ্ধান্ন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়।

সিদ্ধাপগা (স্ত্রী) সিদ্ধসেবিতা আপগা। গঙ্গা। (হেম)

সিদ্ধাম্বা (স্ত্রী) সিদ্ধানাং অম্বা। দুর্গা।

সিদ্ধায়িকা (স্ত্রী) চতুর্বিংশতি বুদ্ধশাসন দেবতার অন্তর্গত দেবীবিশেষ।

সিদ্ধারি (পুং) মন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, এই সিদ্ধারি মন্ত্র জপ করিলে বান্ধব বিনষ্ট হয়, সুতরাং এই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

"সিদ্ধঃসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্।" (তন্ত্রসার)

সিদ্ধার্থ (পুং) সিদ্ধোঽর্থো যস্য। ১ বুদ্ধাৰ্হৎপিতা। (হেম) ২ শাক্যসিংহ। ৩ একজন প্রধান কবি। (মেদিনী) সিদ্ধোঽর্থো যস্মাৎ। ৪ শ্বেত সর্ষপ। (অমর) ৫ বটীবৃক্ষ। (রাজনি°) ৬ প্রসিদ্ধার্থ, প্রসিদ্ধ অর্থবিশিষ্ট।

"সিদ্ধার্থং নিত্যসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥" (ব্যাকরণটীকা)

সিদ্ধার্থক (পুং) সিদ্ধার্থ-কন্। সিদ্ধার্থ শব্দার্থ। স্বনামখ্যাত সর্ষপ, শ্বেত সরিষা। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতরক্তঘ্ন, গ্রহদোষ ও ত্বগ্দোষনাশক, রুচিকর, বিষ, ভূত ও ব্রণনাশক।

সিদ্ধার্থমতি (পুং) সিদ্ধার্থে মতি র্যস্য। বোধিসত্ত্বভেদ।

সিদ্ধার্থা (স্ত্রী) সিদ্ধোঽর্থো যস্যাঃ। চতুর্থ জিনমাতা। (হেম)

সিদ্ধাশ্রম (পুং) সিদ্ধানাং আশ্রমঃ। সিদ্ধদিগের আশ্রম। মুক্ত পুরুষগণ যে আশ্রমে অবস্থান করেন।

সিদ্ধাসন (ক্লী) সিদ্ধং আসনং। আসনবিশেষ। এই আসনে আসীন হইয়া যোগাভ্যাস করিলে অচিরে যোগসিদ্ধ হইয়া থাকে।

সিদ্ধি (স্ত্রী) সিধ্-ক্তিন্। ভগবতী দুর্গা।

"সাধনাৎ সিদ্ধিরিত্যুক্তা সাধকা বাথ ঈশ্বরী।" (দেবীপু° ৪৫ অঃ)

২ ঋদ্ধিনামৌষধ। (অমর) ৩ যোগবিশেষ। ৪ নিষ্পত্তি। ৫ পাদুকা। ৬ অন্তর্দ্ধি। ৭ বৃদ্ধি। (মেদিনী) ৮ মোক্ষ। (হেম) ৯ সম্পত্তি। (ধরণি) ১০ বুদ্ধি। (শব্দরত্ন) ১১ সাফল্য, সফলতা। ১২ সাধ্যসাধনজ্ঞান। (চরক সূ ১ অ) ১৩ প্রশমনোপায়। (বাভট কল্পস্থা ৬ অ°)

সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী।" (যোগশাস্ত্র)

যে প্রকার ভাবনা করা হয়, সেই প্রকারই সিদ্ধি হইয়া থাকে। অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি। অষ্টাদশ প্রভৃতি ভেদে সিদ্ধি বহু প্রকার আছে।

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই অষ্টসিদ্ধি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সর্ব্বজ্ঞত্ব, দূরশ্রবণ, পরকায়প্রবেশন, বাক্‌সিদ্ধি, কল্পবৃক্ষত্ব, কল্পবৃক্ষের নিকট যেমন যাহা প্রার্থনা করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহা লাভ হয়, তদ্রূপ যাঁহারা এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই লাভ হয়। সৃষ্টিসংহার এবং সৃষ্টি করিতে ক্ষমতা, ও অমরত্বলাভ এই অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির অন্তর্গত।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬ অঃ)

পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে—

"জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।" (পাতঞ্জলদ° ৩।১)

"দেহান্তরিতা জন্মনা সিদ্ধিঃ, ঔষধিভিঃ অসুরভবনেষু রসায়নেনেত্যেবমাদি, মন্ত্রৈঃ আকাশগমনাণিমাদিলাভঃ, তপসা সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি' (ব্যাসভাষ্য)

শরীর, ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের অলৌকিক শক্তিলাভের নাম সিদ্ধি। এই সিদ্ধি পাঁচ প্রকার, জন্মজা, ঔষধিজা, মন্ত্রজা, তপোজা ও সমাধিজা। জন্ম মাত্রেই উৎপন্ন, ঔষধিপ্রভাবে জাত, মন্ত্র প্রভাবে জায়মান, তপস্যা প্রভাবে উৎপন্ন বা সমাধি হইতে লব্ধ। যে সিদ্ধি দেহান্তরিত অর্থাৎ অন্য দেহে প্রকাশ পায়, তাহাকে জন্ম সিদ্ধি কহে। যেখানে দেখা যায়, জন্ম লাভ করিয়াই কোন অলৌকিক সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাহা দেহান্তরিত সিদ্ধি। যে দেহে সিদ্ধির উপায় সংযম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ সিদ্ধি সেই দেহে প্রকাশ পায় নাই, সে দেহে হইতেও পারে না, যেমন মনুষ্য দেহে সংযম অভ্যাস করিয়া মরণান্তর দেবদেহ পাওয়াই অণিমাদি সিদ্ধি, যেমন পক্ষিগণের আকাশগমনরূপ সিদ্ধি, মানবগণ কোনও কারণে দৈত্যভবনে গমন করিয়া অসুরকন্যাগণপ্রদত্ত রসায়ন সেবন করিয়া শরীরের অজর ও অমরভাব এবং অন্যান্য নানাবিধ সিদ্ধিলাভ করে, তাহাকে ঔষধিজা সিদ্ধি কহে। অসুরভবন ভিন্নও এই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। মাণ্ডব্যমুনি রসায়ন সেবন করিয়া এই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তপস্যা দ্বারা সঙ্কল্পসিদ্ধি অর্থাৎ ইচ্ছাপূরণ হয়, কামরূপী ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া যেখানে সেখানে গমন করিতে পারে, এইটী তপঃসিদ্ধি।

সিদ্ধচিত্ত সমুদায়ের মধ্যে কোন চিত্ত মুক্তিলাভ করে, তাহা দেখাইবার জন্য পাঁচ প্রকার সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে। যদিও সমস্ত সিদ্ধির মূল কারণ সংযম, তথাপি যেরূপ সিদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ সংযম, তাহাকেই সংযমসিদ্ধি বলা হইয়াছে। অন্যগুলি যাহা কালান্তরে বা অন্যকে অবলম্বন করিয়া হয়, তাহাই জন্মাদি সিদ্ধি। ফলকথা এই যে সকল সিদ্ধির মূলেই সমাধি থাকা আবশ্যক।

রাজকুমার নন্দীশ্বর না মরিয়াই উগ্র তপঃপ্রভাবে দেবশরীর লাভ করেন। রাজা নহুষ শাপবশে সর্পশরীর ধারণ করেন,

যোগিগণ সিদ্ধিপ্রভাবে বহু শরীর ধারণ করেন। ইত্যাদি সকলই সিদ্ধির ফল। ঐশ্বর্য্যশালী যোগী এক হইয়াও সিদ্ধিপ্রভাবে অনেক হইয়া থাকেন, এবং অনেক হইয়াও পুনরায় এক হইতে পারেন। তাহার এক চিত্ত হইতে অনেক চিত্ত জন্মে। যোগীশ্বর আপনার শরীর একরূপ, দুইরূপে বা বহুরূপে সৃষ্টি করেন, শরীরের বিকার করিতে পারেন। উক্ত যোগী কোন কোন শরীরের দ্বারা শব্দাদি বিষয় উপভোগ ও কোন শরীরের দ্বারা উগ্র তপস্যা করেন। সূর্য্য যেরূপ রশ্মিগণের প্রতিসংহার করেন, তদ্রূপ যোগীশ্বরও শরীর সকল প্রতিসংহার করিয়া থাকেন।

"একস্তু প্রভুশক্ত্যা বৈ বহুধা ভবতীশ্বরঃ।
ভূত্বা যস্মাত্তু বহুধা ভবত্যেকঃ পুনস্ততঃ॥
তস্মাচ্চ মনসো ভেদা জায়ন্তে চৈত এবহি।
একধা স দ্বিধা চৈব ত্রিধা চ বহুধা পুনঃ॥
যোগীশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ।
প্রাপ্নুয়াদ্ বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ॥
সংহরেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব॥" (যোগভাষ্য ধৃত)

জন্মজ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার সিদ্ধি অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং সিদ্ধচিত্তও পাঁচ প্রকার। এই পাঁচ প্রকার সিদ্ধির মধ্যে সমাধিজ সিদ্ধিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সিদ্ধি হইতেই ক্রমে মুক্তি হয়, সমাধি জন্য সিদ্ধি জন্মিলে চিত্তে আশয় অর্থাৎ সংস্কার জন্মে না, অদৃষ্ট জন্মিতেও অদৃষ্টের অপেক্ষা করে, জন্য মাত্রের প্রতি অদৃষ্টই কারণ, আত্মজ্ঞ যোগীর প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম নষ্ট হয়, রাগাদি পূর্ব্বক প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং অভিনব ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পারে না, ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়, সমাধিজ সিদ্ধি দ্বারা প্রারব্ধে অতিরিক্ত সঞ্চিত কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়াছে, পুনর্ব্বার জন্ম হইবে, এরূপ উপায় নাই, কারণ জন্মের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মিতে পারিতেছে না, এইরূপ হইলে তখন সমাধি জন্য সিদ্ধিতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সমাধিজ সিদ্ধিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য সিদ্ধিতে নানা প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে কিন্তু সমাধিজ সিদ্ধি না হইলে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয় না।

সংযম হইতে প্রথমে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে অনেক অলৌকিক শক্তিলাভ হয়। কোন কোন সিদ্ধিতে কিরূপ শক্তি জন্মে তাহার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতিপাদে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহা আলোচিত হইল। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটীর সাধারণ নাম সংযম, যোগী সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে ধারণা, তৎপরে ধ্যান এবং এই ধ্যানই গাঢ় হইলে সমাধি হয়, এই সমাধি হইতে নানা প্রকার সিদ্ধি হয়, এই সকল সিদ্ধিলাভ করিয়া পুনরায় দৃঢ়তমরূপে সমাধি অভ্যাস না করিলে তাহাদের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপ মুক্তি হয় না, সিদ্ধিসকল সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরই ফল।

চিত্তের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধারাসমূহকে একত্র সংযত করিলে তাহার শক্তিবিশেষের প্রাদুর্ভাব হয়। বর্ষাকালে নদীর চারিদিকের প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া একটী ধারা প্রবাহিত রাখিলে তাহাতে যেমন বিষম বেগ হয়, তদ্রূপ নানা বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একটী বিষয়ে রাখিতে পারিলে তাহাতে এমন একটী অপূর্ব্ব শক্তির প্রাদুর্ভাব হয় যে, তাহার প্রভাবে সমস্তই সিদ্ধ হইতে পারে। একেবারে রুদ্ধ করিয়া নদীর বেগ ছাড়িয়া দিলে যেমন আরও অতিরিক্ত বেগ জন্মে, তদ্রূপ সমস্ত চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া তাদৃশ পরিশুদ্ধ চিত্তকে বিষয়ে বিষয়ে অবস্থাপিত করিলে তাহাতেও অত্যধিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়। এইরূপ শক্তি লাভ করাকেই সিদ্ধি কহে।

যে যোগী সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যানও সমাধি এই তিনটী জয় করিতে পারেন, অর্থাৎ ইচ্ছা মাত্রে এই তিনটীকে সংযত করিতে পারেন, তাহার প্রজ্ঞালোক অর্থাৎ সম্পূর্ণজ্ঞানশক্তির পূর্ণবিকাশ হয়।

ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনটী চিত্তের পরিণাম, এই ত্রিবিধ পরিণামে চিত্ত সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্তই জানিতে পারা যায়। এই সিদ্ধি দ্বারা ত্রিকালজ্ঞ হওয়া যায়। অনুভব ও অবিস্মবাদিজন্য সংস্কার এবং কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার এই উভয়বিধ সংস্কারে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে স্বকীয় বা পরকীয় ব্যক্তির পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্ম পরিজ্ঞান হয়। যোগীদেহের রূপে সংযম করিলে তাহাতে যে সিদ্ধি হয়, সেই সিদ্ধি বলে রূপ চক্ষুর দ্বারা গৃহীত এবং শক্তির প্রতিবন্ধ হয়, গ্রাহ্য শক্তির প্রতিবন্ধক হইলে পরকীয় চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় হয় না, এইরূপে অন্তর্ধানসিদ্ধি হয়। নৈষধকাব্যে নলের যে অন্তর্দ্ধান বর্ণিত আছে, তাহা এই সিদ্ধিরই ফল। এই অন্তর্ধান সিদ্ধি হইলে অপরে তাহাকে দেখিতে পাইবে না, এবং তিনি সকলকেই দেখিতে পাইবেন।

সূর্য্যে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহা দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞান। ও চন্দ্রে সংযম করিলে তারাব্যূহের জ্ঞান হয়। সূর্য্যের আলোকে তারাগণ অভিভূত থাকায়, সূর্য্যে সংযম দ্বারা তারাগণের বিশেষ জ্ঞান হয় না, ধ্রুবনক্ষত্রে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে তারাগণের গতি জানা যায়। এই সকল সিদ্ধি বাহ্য সিদ্ধি।

আধ্যাত্মিক সিদ্ধি—শরীরের মধ্যস্থলে নাভিচক্র অবস্থিত, এই নাভিচক্রে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহার ফলে কায়ব্যূহ অর্থাৎ দেহান্তর্গত সমস্ত পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান হয়। কণ্ঠকূপে

চিত্তসংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি, কূর্ম্মনাড়ীতে চিত্তসংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে চিত্তের স্থিরতা, মূর্দ্ধজ্যোতিতে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে অন্তরীক্ষবাসী সিদ্ধগণের প্রত্যক্ষ, হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে চিত্তসংবিৎ অর্থাৎ চিত্তজ্ঞান জন্মে।

মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে এই সকল সিদ্ধ উপসর্গ অর্থাৎ অনিষ্টকারক। কারণ উহা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। সাধারণে ইহা লাভ করিতে পারিলে কৃতকৃতার্থ হন, কিন্তু মুমুক্ষু ইহাতে কখনই সন্তুষ্ট হন না, তিনি আরও কঠোরতম সংযম সাধন করিয়া থাকেন।

চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম বশতঃই চিত্তের শরীরে বন্ধ হয়, সংযম দ্বারা সেই বন্ধন শিথিল হইলে যে সিদ্ধি হয়, এবং যে যে নাড়ী দ্বারা চিত্তের গমনাগমন হয়, সংযম দ্বারা তাহার জ্ঞান হইলে জীবিত বা মৃতের শরীরে চিত্তের প্রবেশ হইতে পারে। সংযম দ্বারা উদান বায়ুকে জয় করিতে পারিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবনত্যাগ করিবার শক্তি জন্মে। সমান বায়ুকে জয় করিলে অগ্নিতুল্য তেজস্বী। আকাশে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে আকাশগমনে শক্তি জন্মে। সমস্তভূতে সংযম করিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং কায়সম্পৎ জন্মে, ও ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতগণ দ্বারা তাহার শরীরের অভিঘাত হয় না। অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ডোবা ইত্যাদি হয় না, সুন্দররূপ, শরীরের মাধুর্য্য, অতিশয় বীর্য্য ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ় শরীর এই সকলকে কায়সম্পৎ কহে। ইন্দ্রিয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোজবিত্ব সিদ্ধি হয়। যাহা হইতে অধিক হইতে পারে না, দেহের এরূপ শীঘ্রগতিকে মনোজবিত্ব কহে। স্থূল শরীরকে অপেক্ষা না করিয়া ইচ্ছানুসারে অতি দূরদেশস্থ ও বহুকালীন অতীতাদি বিষয় আকারে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভের নাম বিকরণ ভাব, প্রকৃতি ও তৎকার্য্যবর্গকে আপনার অধীন করার নাম প্রধান জয়। এই তিনটী সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীকা। মধুর যেমন সমস্ত অবয়বে অমৃত রস, এই সিদ্ধিরও তদ্রূপ বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে যে দেবর্ষি নারদ ক্ষণমাত্রে চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমন করেন, তাহা এই সিদ্ধির ফল। মন যেরূপ অপ্রতিবন্ধে ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত জগৎ চিন্তা করিতে সমর্থ, তদ্রূপ শরীরের স্বচ্ছন্দগমন হয়। প্রধান জয় অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারিলে সর্ব্বেশ্বরত্ব লাভ হয়। বুদ্ধি পৃথক্ ও পুরুষ পৃথক্ এই বিবেকজ্ঞানে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে তিনি সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন।

এই যে সকল সিদ্ধি কথিত হইয়াছে, ইহাতে উক্ত সকল অলৌকিক শক্তি জন্মিয়া থাকে। ইহাতে যিনি কৃতকৃতার্থ হন, তাহার মুক্তি হয় না। এই সকল সিদ্ধিতেও যিনি সংযম ত্যাগ না করিয়া বিবেকখ্যাতিবিষয়ে সংযম করেন, তাহার অপবর্গ হইয়া থাকে। তখন পুরুষ আপনার স্বরূপে অবস্থান করে। বিবেকখ্যাতিই সকলের শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পুরুষের স্বরূপে অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে আর উহাতে বাঞ্ছা থাকে না, যাহাতে স্বরূপে অবস্থান হয়, তাহার প্রতি চেষ্টা হইয়া থাকে। এই চেষ্টার ফলে দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইয়া থাকে। (পাতঞ্জলদ°)

সাধক এই সকল সিদ্ধিবলে অনেক অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যথাবিধি মন্ত্রাদির জপ প্রভৃতি কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে, এই সিদ্ধি হইলে সাধক যাহা ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে সমর্থ হন। এই সিদ্ধ উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার, কোন উপায় অবলম্বন করিলে সিদ্ধি হয়, তাহা কালী তারা প্রভৃতি প্রকরণে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাধক গুরুর উপদেশানুসারে সাধনা করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। গুরু উত্তর সাধক হইয়া কার্য্য করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়। যাহার সিদ্ধিলাভ হইতে বিলম্ব হয়, তিনি মন্ত্রের ভ্রামণ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিবেন।

"মনোরথানামক্লেশসিদ্ধিরুত্তমলক্ষণং।
মৃত্যূনাং হরণং তদ্বদ্দেবতাদর্শনং তথা॥"
প্রয়োগে হস্তাক্লেশসিদ্ধি সিদ্ধেস্ত লক্ষণং পরং॥" (তন্ত্রসার)
[সিদ্ধ শব্দ দেখ।]

তন্ত্রসারে সিদ্ধি ও সিদ্ধির উপায় প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে আর উল্লিখিত হইল না।

সিদ্ধি (দেশজ) স্বনামখ্যাত মাদক দ্রব্য বিশেষ, ভঙ্গা, ভাঙ্। ইহার সংস্কৃত নাম বিজয়া, গুণ কটু, কষায়, উষ্ণ, তিক্ত, বাত ও কফনাশক, সংগ্রাহী, বাক্‌প্রদ, বলকারক,মেধাকর ও অতিশয় কোষ্ঠাগ্নিবর্দ্ধক। [বিজয়াশব্দ দেখ]

সিদ্ধিকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, সিদ্ধেঃ করঃ। সিদ্ধিকারক, যিনি সিদ্ধি করেন।

সিদ্ধিকারক (ত্রি) সিদ্ধিকারী, যিনি সিদ্ধি করেন।

সিদ্ধিক্ষেত্র (ক্লী) সিদ্ধেঃ ক্ষেত্রং। সিদ্ধিস্থান,সিদ্ধিক্ষেত্র, যে স্থানে সিদ্ধিলাভ হয়।

সিদ্ধিচামুণ্ডাতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সিদ্ধিজ্ঞান (ক্লী) সিদ্ধিবিষয়ক জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান।

সিদ্ধিদ (পুং) সিদ্ধিং দদাতীতি দা-ক। ১ বটুক ভৈরব। (ত্রি) ২ সিদ্ধিদাতা মাত্র, যিনি সিদ্ধি প্রদান করেন।

সিদ্ধিদাতৃ (ত্রি) সিদ্ধিদানকারী, সিদ্ধিদ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সিদ্ধদাত্রী দুর্গা।

সিদ্ধিবীজ (ক্লী) সিদ্ধের্বীজং কারণং। সিদ্ধির কারণ।

সিদ্ধিভূমি (স্ত্রী) সাংখ্যজ্ঞানপ্রবর্ত্তক। 'সিদ্ধিঃ সাংখ্যজ্ঞানং তস্তা-ভূমিঃ ক্ষেত্রং প্রবর্ত্তকং'

সিদ্ধিমৎ (ত্রি) সিদ্ধি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সিদ্ধিবিশিষ্ট, যাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সিদ্ধিমন্ত্র (পুং) সিদ্ধমন্ত্র।

সিদ্ধিমন্মন্তুর (ক্লী) জনপদভেদ।

সিদ্ধিমার্গ (পুং) মুক্তিমার্গ, মোক্ষপথ।

সিদ্ধিযাত্রিক (পুং) সিদ্ধির জন্ম যাত্রাকারী, মুমুক্ষু।

সিদ্ধিযোগ (পুং) সিদ্ধের্যোগো যত্র। জ্যোতিষোক্ত তিথিবার-ঘটিত শুভ যোগবিশেষ। এই যোগ শুভ, ইহাতে যাত্রা করিলে সিদ্ধি হয়, এই জন্ম ইহার নাম সিদ্ধিযোগ। প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী তিথির নাম নন্দা, শুক্রবারে এই নন্দা তিথি, বুধবারে ভদ্রা (দ্বিতীয়া, দ্বাদশী, ও সপ্তমী), শনিবারে রিক্তা (চতুর্থী, চতুর্দ্দশী ও নবমী), মঙ্গলবারে জয়া (তৃতীয়া, ত্রয়োদশী ও অষ্টমী) এবং বৃহস্পতিবারে পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী অমাবস্তা ও পূর্ণিমা) তিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়।

"শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা শনৌ রিক্তা কুজে জয়া।
গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (জ্যোতিঃসারসং)

যে দিন জ্যোতিষোক্ত অমৃতযোগ হয়, সেই দিনে যদি এই সিদ্ধিযোগ হয়, তাহা হইলে বিষযোগ হয়, অর্থাৎ সেই দিন অতি নিন্দিত, মধু ও সর্পি এই দুইই উত্তম, কিন্তু এই দুইটী যেমন একত্র মিশ্রিত হইলে বিষতুল্য অনিষ্টকারক হয়, তদ্রূপ সিদ্ধি ও অমৃত এই দুইটী একদিনে হইলে বিষযোগ হয়।

"অমৃতং সিদ্ধিযোগশ্চ যদ্যেকস্মিন্ দিনে ভবেৎ।
তদিদ্দ্নস্ত ভবেদ্দুষ্টং মধুসর্পির্যথা বিষং॥" (জ্যোতিঃসারসং)

সিদ্ধিযোগিনী (স্ত্রী) সিদ্ধিপ্রিয়া যোগিনী। যোগিনীভেদ। তন্ত্র-শাস্ত্রে এই যোগিনীর পূজা ও সাধনপ্রণালীর বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

"প্রণবাত্তাশ্চ যা বিদ্যাঃ শূদ্রাদৌ ন সমীরিতাঃ।
অস্তাক্তৈব বিশেষো যৎ যোষিচ্চৈব মুপাসয়েৎ॥
ডাকিনী সা ভবত্যেব ডাকিনীভিঃ প্রজায়তে।
পতিহীনা পুত্রহীনা যথা স্যাৎ সিদ্ধযোগিনী॥" (তন্ত্রসার)

[যোগিনী শব্দ দেখ]

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে দক্ষের ৫০টী কন্যাকে সিদ্ধিঃ যোগিনী কহে। এই সকল যোগিনী সর্ব্বলোকমাতা, ইহাদের নাম যথা—সতী, জ্যোতি, স্মৃতি, সন্তুতি, সন্নতি, অরুন্ধতী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি, রতি, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরু-ত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বা, অদিতি, দিতি, দনু, কালা-দনা, আয়ুষা, সিংহিকা, সুরসা, কদ্রু, বিনতা, সুরভি, খসা, ক্রোধা, ইরা, ও প্রাধা।

"ক্রোধা ইরা চ প্রাধা চ দক্ষকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চাশৎ সিদ্ধযোগিন্যঃ সর্ব্বলোকস্য মাতরঃ॥" (অগ্নিপু°)

সিদ্ধিরাজ (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ।

সিদ্ধিলী (স্ত্রী) সিদ্ধিং লাতীতি লা-ক ঙীষ্। ক্ষুদ্র পিপীলিকা, ক্ষুদে পিপড়া।

সিদ্ধিবাদ (পুং) জ্ঞানগোষ্ঠী। (নীলকণ্ঠ)

সিদ্ধিবিনায়ক (পুং) সিদ্ধিদাতা বিনায়কঃ। সিদ্ধিদাতা গণেশ, গণেশ সিদ্ধি দান করেন, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

সিদ্ধিবিনায়কব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। সিদ্ধিবিনায়কের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

সিদ্ধসাধক (পুং) ১ শ্বেত সর্ষপ। (রাজনি°) ২ দমনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৩ সিদ্ধির সাধনকারী।

সিদ্ধিসাধন (পুং) সিদ্ধিসাধক। (ক্লী) সিদ্ধির সাধন।

সিদ্ধিস্থান (ক্লী) সিদ্ধেঃ স্থানং। পুণ্য স্থানবিশেষ, সিদ্ধিক্ষেত্র। যে স্থানে সাধনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া সিদ্ধি প্রদান করেন।

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিস্থানানি যানি তু।
যস্মিন্নারাধিতা দেবী ক্ষিপ্রং ভবতি সিদ্ধিদা॥" (দেবীপু°)

দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে শতশৃঙ্গ, ত্রিকূট পর্ব্বত, বিন্ধ্য, গঙ্গা, রেবাতীর, পয়োষ্ণী, মণ্ডলেশ্বর প্রভৃতি স্থান সিদ্ধিস্থান, অর্থাৎ এই সকল স্থানে দেবীর আরাধনা করিলে অচিরে সিদ্ধি লাভ হয়। ২ চরকোক্ত স্থানভেদ। চরকে সিদ্ধিস্থানে কল্পনাসিদ্ধি, বস্তিসিদ্ধি, বস্তি বিরেচন ও ব্যাপৎসিদ্ধি, পঞ্চকর্ম্ম-সিদ্ধি, ফলমাত্রসিদ্ধি প্রভৃতি এবং তন্ত্রযুক্তির বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাই চরকের শেষ স্থান। (চরক)

সিদ্ধেশ্বর (পুং) সিদ্ধানামীশ্বরঃ। সিদ্ধগণের অধিপতি। (ভাগবত)

সিদ্ধেশ্বরী (স্ত্রী) সিদ্ধা ঈশ্বরী। দেবীবিশেষ। তন্ত্রশাস্ত্রে এই দেবীর পূজাদির বিবরণ লিখিত আছে।

"সিদ্ধাং সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধবিদ্যাধরগণৈর্যুতাং।
মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদাং যোনিসিদ্ধিদাং লিঙ্গশোভিতাং॥"

(মুণ্ডমালাতন্ত্র ১১ প°)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে কৃষ্ণ, বলরাম ও গোপগণ কর্ত্তৃক যে সিদ্ধা দেবী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম সিদ্ধেশ্বরী। উক্ত পুরাণে মথুরাপরিক্রমপ্রাদুর্ভাব নামাধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

সিদ্ধেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সিদ্ধৈশ্বর্য্য (ক্লী) সিদ্ধিরূপ ঐশ্বর্য্য।

সিদ্ধোদক (ক্লী) ১ তীর্থবিশেষ। (কথাসরিৎসা°) সিদ্ধং উদকং। ২ সিদ্ধ জল, গরম জল। ৩ কাঁজি। (হারাবলী)

সিদ্ধৌঘ (পুং) সিদ্ধানামোঘঃ। গুরুক্রমবিশেষ, সিদ্ধসমূহ, তন্ত্রে সিদ্ধৌঘ, দিব্যৌঘ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তন্ত্রোক্ত বিধিতে ইঁহাদের পূজা করিতে হয়। নারদ, কাশ্যপ, শম্ভু, ভার্গব, ও কুলকৌশিক. এই পাঁচজন সিদ্ধৌঘ।

"নারদঃ কাশ্যপঃ শম্ভু র্ভার্গবঃ কুলকৌশিকঃ।
এতে পঞ্চ মহাদেবাঃ সিদ্ধৌঘাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রশাস্ত্র)

তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে বশিষ্ঠ, কূর্ম্মনাথ, মীননাথ, মহেশ্বর ও হরিনাথ এই পাঁচ জন সিদ্ধৌঘ। তারাবতী, ভানুমতী, জয়া, বিশ্বা ও মহোদরী ইঁহারা এই সকল সিদ্ধৌঘদিগের গুরু। (তন্ত্রসার) তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাদের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

সিদ্ধৌর, অযোধ্যাপ্রদেশের বড়বাঁকি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার উত্তরে প্রতাপগঞ্জ, পূর্ব্বে সুরাজপুর, দক্ষিণে হায়দারগড় ও সুবেহা এবং পশ্চিমে সত্রিখ পরগণা অবস্থিত। এই পরগণার ভূপরিমাণ ১৪১ বর্গমাইল। ৯৫ বর্গমাইলে কৃষিকার্য্য হয়। এই পরগণা দুইভাগে বিভক্ত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৮৩হাজার, তন্মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার মুসলমান ও ৭০ হাজার হিন্দু। পূর্ব্বে এই স্থান ভরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। সৈয়দ সালার মসাউদ ভরদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধৌর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানের মুসলমান লোকসংখ্যার অধিকাংশই সৈয়দবংশসম্ভূত। সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালে এই পরগণা প্রথমে গঠিত হইয়াছিল।

সিদ্ধৌষধ (ক্লী) সিদ্ধং ঔষধং। অব্যর্থ ঔষধ, যে ঔষধ সেবনে রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়, তাহাকে সিদ্ধৌষধ কহে।

সিদ্ধৌষধি (পুং) ঔষধি বর্গবিশেষ, ঔষধিগণ, এই গণ যথা— তৈলকন্দ, সুধাকন্দ, ক্রোড়কন্দ, রুদন্তিকা ও সর্পাক্ষা, এই পাঁচটী সিদ্ধৌষধিগণ।

"তৈলকন্দঃ সুধাকন্দঃ ক্রোড়কন্দো রুদন্তিকা।
সর্পনেত্রযুতাঃ পঞ্চ সিদ্ধৌষধিকসংজ্ঞকাঃ॥" (রাজনি°)

সিধ্, ১ গতি, গমন। ২ শাস্ত্রশাসন, অনুশাসন। ৩ মাঙ্গল্য, মঙ্গলক্রিয়া। ৪ নিষ্পত্তি। ভ্বাদি পরস্মৈ সক সেট্। নিষ্পত্তি অর্থে দিবাদি পরস্মৈ। লট্ সেধতি। লোট্ সেধতু। লিট্ সিষেধ সিষিধতুঃ সিষিধু। লুট্ সেদ্ধা, সেধিতা। লৃট্ সেৎস্যতি, সেধিষ্যতি। লুঙ্ অসৈৎসীৎ, অসেধীৎ, অসৈদ্ধাং অসেধিষ্টাং। অসৈৎসুঃ অসেধিষুঃ। সন্ সিসেধিষতি। সিসিধিষতি, সিষিৎসতি। যঙ্ সেষিধ্যতে। যঙ্ লুক্ সেষেদ্ধি। ণিচ্ সেধয়তি। দিবাদি পক্ষে লট্ সিধ্যতি। লুট্ সেদ্ধা। লৃট্ সেৎস্যতি। লৃঙ্ অসেৎস্যৎ। লুঙ্ অসিধৎ, অসিধাতাং। অপ+সিধ=অপনোদন। নি+সিধ—নিষেধ, নিবারণ। প্রতি+সিধ্—প্রতিষেধ, নিষেধ।

সিধ্ (দেশজ) সন্ধি, সন্ধি শব্দের অপভ্রংশ। চোরেরা সিধ্ করিয়া চুরী করিয়া থাকে।

সিধা (দেশজ) ১ সোজা, সরল। ২ চাঁউল ও ঘৃতাদি খাদ্যদ্রব্যসমূহ দ্বারা সজ্জিত ভোজ্য। সিধাতে চাউল, ডাউল, ঘৃত, তৈল, লবণ ও মিষ্ট প্রভৃতি দ্রব্য থাকে। ৩ সরলচিত্ত।

সিধাবিদায় (দেশজ) কোন কর্ম্ম উপলক্ষে অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগকে সিধা ও বিদায় দেওয়াকে সিধাবিদায় কহে।

সিধৌত, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কড়পা জেলার একটী তালুক বা মহকুমা। ইহার ভূপরিমাণ ৬১০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫৯ হাজার। এই তালুকে ৭৯টী গ্রাম আছে। এই স্থানে লাল, বালু ও কালমাটি দেখিতে পাওয়া যায়; কঙ্কর ও ক্ষারযুক্ত মাটিও স্থানে স্থানে বিদ্যমান। পোনেয়ার অধিত্যকার মাটি অতিশয় উর্ব্বরা। অধিত্যকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে প্রায়ই কৃষিকার্য্য হয় না, কারণ তালুকের সকল স্থানই ছোট ছোট পাহাড়ে পূর্ণ। এই সকল পাহাড়ের মধ্যে লঙ্কামল্লে, মল্লকাকোন্দ ও পালকোন্দা পর্ব্বতশ্রেণীই প্রধান। সাধারণ শস্যাদি ভিন্ন এই স্থানে নীল ও কার্পাস প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সিধৌতের রাজস্ব প্রায় ১৫০ হাজার টাকা।

২ সিধৌত তালুকের প্রধান নগর ও শাসনকেন্দ্র। এই নগর পোনেয়ার নদীর উপরে এবং অক্ষা° ১৪°২৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯°০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় চারিহাজার। পূর্ব্বে এই নগর চিত্তাইল রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে ইহা কড়পার পাঠানদিগের হস্তগত এবং তদনন্তর ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে হায়দারআলি এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে সিধৌত কড়পা জেলার রাজধানী ছিল, কিন্তু এক্ষণে কেবল মাত্র একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। সিধৌত পোনেয়ার নদীর উপরে অবস্থিত বলিয়া এবং ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও নদীগুলির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া লোকেরা ইহাকে দক্ষিণকাশী নামে বর্ণনা করে।

সিধ্ম (ত্রি) ১ সাধক। "অভিসিধ্মো অজিগাৎ" (ঋক্ ১।৩২।১৩) 'সিধ্মঃ সাধকঃ সিধু সংরাদ্ধৌ অস্মাদৌণাদিকো মক্' (সায়ণ) (ক্লী) ২ কিলাস রোগ। (হেম) ৩ সপ্তমহাকুষ্ঠের অন্তর্গত কুষ্ঠরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"শ্বেতং তাম্রং তনু চ যদ্রজো ঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি।
প্রায়শ্চোরসি তৎ সিধ্মমলাবুকুসুমোপমং॥" (মাধবনি°)

যে কুষ্ঠরোগে চর্ম্ম অলাবু পুষ্পের ন্যায় শ্বেত ও তাম্রবর্ণ হয়,

এবং ঘর্ষণ করিলে যাহা হইতে ধূলীর ন্যায় নির্গত হয়, তাহাকে সিধ্মকুষ্ঠ কহে। এই রোগ প্রায়ই বক্ষঃস্থলে হয়। এই কুষ্ঠ হইলে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে ইহা প্রশমিত হয়। কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, সর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগকেশর, এই সকল চূর্ণ করিয়া উহাতে প্রলেপ, বা মূলার বীজ ও অপাঙ্গের রস দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ, কদলীর ক্ষার ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ, অথবা দারুহরিদ্রা, মূলার বীজ, হরিতাল, দেবদারু ও তাম্বুল পত্র এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা, শঙ্খচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, এই সকল জল দ্বারা একত্র পেষণ করিয়া ঐ কুষ্ঠের উপর প্রলেপ দিলেও উহা আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র°)

[কুষ্ঠরোগ দেখ]

সিধ্মান (ক্লী) সিধ-মন্-সচ কিৎ। কিলাস রোগ, ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। (সুশ্রুত)

সিধ্মপুষ্পিকা (স্ত্রী) সিধ্মস্য কিলাসস্য পুষ্পং বিদ্যতে যস্যাঃ, সিধ্মপুষ্প-ঠন্। কুষ্ঠব্যাধিভেদ। সিধ্মকুষ্ঠ। (নিদান)

সিধ্মল (ত্রি) সিধ্ম অস্যাস্তীতি সিধ্ম (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্। কিলাসী, কিলাসরোগী, কুষ্ঠরোগী। (ত্রিকা°)

সিধ্মলা (স্ত্রী) সিধ্ম-লচ্-টাপ্। ১ মৎস্যবিকৃতি, শুট্‌কী মাছ। (ত্রি) ২ কুষ্ঠরোগিণী। ৩ আমবাতাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ।

সিধ্মবৎ (ত্রি) সিধ্মমস্যাস্তেতি সিধ্ম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। কিলাসরোগী।

সিধ্মা (স্ত্রী) কিলাস রোগ। (হেম)

সিধ্য (পুং) সিধ্যন্ত্যস্মিন্নর্থা ইতি সিধ (পুষ্যসিধ্যৌ নক্ষত্রে। পা ৩।১।১১৬) ইতি ক্যপ্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। পুষ্যা নক্ষত্র। এই নক্ষত্র শুভ নক্ষত্র। ইহাতে যে কোন শুভ কার্য্যানুষ্ঠান করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয়, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

সিধ্র (ত্রি) ফল বা পানীয়াদি রূপ ফলার্থী।

"দীর্ঘো ন সিধ্রমাকৃণোতি" (ঋক্ ১।১৭৩।১১)

'সিধ্রং ফলং পানীয়াদিরূপং ফলার্থিনং বা' (সায়ণ)

(পুং) সাধু। ৩ বৃক্ষ। (উজ্জ্বল)

সিধ্রকা (স্ত্রী) সিধ্র-স্বার্থে কন্, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং। বৃক্ষবিশেষ, চলিত সিধ্ গাছ। (অমর)

সিধ্রকাবণ (ক্লী) সিধ্রকাণাং বনমিতি ণত্বং। দেবোদ্যান। (ত্রিকা°) সিধ্রকা শব্দের পর বন শব্দের ন বিকল্পে ণত্ব হয়, সুতরাং ব্যাকরণের এই বিধানানুসারে সিধ্রকাবন, সিধ্রকাবণ এই দুইপদ হইবে।

সিন্, কাশ্মীর রাজ্যের গিল্‌ঘিট জেলা এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতবাসী একটী জাতি। সিন্‌গণ প্রথমে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অধিকার করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করে। সিন্‌গণ যে পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পাঁচ ছয় শতবৎসর পূর্ব্বে ইহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যদিও সিন্‌গণ বহুদিন হইল মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি গাভীদিগকে ইহারা অতিশয় ভক্তি করে। নিষ্ঠাবান্ সিন্ গোরুর মাংস বা দুগ্ধ ভক্ষণ করে না; এমন কি গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রও ইহাদিগের অস্পৃশ্য। ইহাদিগের নিকট কুক্কুটমাংসও অভক্ষ্য। তজ্জন্য সিনেরা যে সকল পল্লীতে বাস করে, সেই সকল স্থানে একটী কুক্কুটও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ নানা কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সিন্‌গণ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। সম্ভবতঃ ইহারা ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ হইতে আগমন পূর্ব্বক সিন্ধুনদ পার হইয়া হিন্দুকুশের উপরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা সিনা ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

সিন (ক্লী) সিনোতি বধ্নাতি আত্মানমিতি সিঞ্ বন্ধনে (ইণ্‌ষিঞ্‌জীতি। উণ্ ৩।২) ইতি নক্। ১ শরীর। ২ অন্ন। (নিঘণ্টু ২।৭) (পুং) ৩ গ্রাস। ৪ কাণ। (ত্রি) ৫ শুক্ল গুণবিশিষ্ট।

সিনবৎ (ত্রি) সিন অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সিনবিশিষ্ট, অন্নযুক্ত। "সিন বদস্য সাতং" (ঋক্ ১০।১০৩।১১) 'সিনবৎ সিনং অন্নং তদ্বচ্চাস্য' (সায়ণ)

সিনী (স্ত্রী) শুক্লগুণবিশিষ্টা। পর্য্যায়—শ্বেতা, সিতা, সিনী ও শ্বেনী।

সিনীবালী (স্ত্রী) সিনী শুক্লা বালা চন্দ্রকলা অস্যামিতি, যদ্বা সিনা শুক্লয়া চন্দ্রকলয়া বলতে মিশ্র্যতে বা বল মিশ্রণে ঘঞ্, ততো ঙীষ্। দৃষ্টেন্দুকলামাবস্যা। চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা। চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা তিথির নাম সিনীবালী। (অমর) ২ দুর্গা।

"গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরস্বতী।"

সিন্দুক (পুং) সিন্ধুবার বৃক্ষ। (অমর)

সিন্দুবার (পুং) সিন্ধুং গজমদং বারয়তি তিক্তত্বাৎ বৃ-অণ্। পাক্ষিকো ধস্য দ। বৃক্ষবিশেষ, চলিত নিসিন্দা গাছ, হিন্দী শম্ভালু, মহারাষ্ট্র লিগুর, তৈলঙ্গ ববিল্লি, বম্বে সিগুণ্ডী, তামিল নিনচিবি। সংস্কৃত পর্য্যায়—সিন্ধক, সিন্ধুবারক, সিন্ধুক, সিন্ধুবারক, সিন্দুক, নির্গুণ্ডী, ইন্দ্রসুরিস, ইন্দ্রাণিকা, ইন্দ্রাণী, পৌলোমী, শক্রাণী, কামনাশিনী, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুবারণক, স্থিরসাধনক, অনন্ত, সিয়ক, অর্থসিদ্ধক। গুণ—কটু, তিক্ত, কফ, বাত, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি ও শূলনাশক ও কার্য্যসিদ্ধিদ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে স্মৃতিশক্তিপ্রদ, কষায়, কটু, লঘু, কেশ ও নেত্ররোগে হিতকর, শূল, শোথ, আম, বায়ু, কৃমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লেষ্ম, ও ব্রণনাশক।

সিন্দুবারক (পুং) সিন্দুবার বৃক্ষ।

সিন্দুবারচ্ছদা (স্ত্রী) বননির্গুণ্ডী, বুনোনিশিন্দা। (বৈদ্যকনি°)

সিন্দুসহা (স্ত্রী) কৃষ্ণনির্গুণ্ডী। চলিত কাল নিশিন্দা। (বৈদ্যকনি°)

সিন্দূর (ক্লী) স্যন্দতে ইতি স্যন্দ্ ক্ষরণে (স্যন্দেঃ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ১।৬৯) ইতি উরন্, সম্প্রসারণঞ্চ। রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ। চলিত সিঁদুর, পর্য্যায়—নাগসম্ভব, নাগরেণু, রক্ত, সীমন্তক, নাগজ, নাগগর্ভ, শোণ, বীররজঃ, গণেশভূষণ, সন্ধ্যারাগ, শৃঙ্গারক, সৌভাগ্য, অরুণ, মঙ্গল্য। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ব্রণবিরোপণ, কুষ্ঠ, অস্র, ভ্রম, কণ্ডূতি ও বিসর্পনাশক। (রাজনি°)

সাধারণতঃ সীসা হইতে সিন্দূর প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার রাসায়নিক নাম Red oxide of lead। গলিত সীসার উপর দিয়া ক্রমাগত সংশোধিত বায়ু পরিচালিত করিলে, সেই সীসা সিন্দূরে পরিণত হয়। সীসা হইতে প্রস্তুত সিন্দূরকে চলিত কথায় মেটে-সিন্দূর বলে। তদ্ভিন্ন চীনদেশ হইতে যে সিন্দূর আমদানি হইয়া থাকে, তাহা পারদ হইতে প্রস্তুত হয়। এই সিন্দূর চীনে-সিন্দূর নামে পরিচিত। চীনা সিন্দূরের রাসায়নিক নাম sulphide of mercury। পারদ ও গন্ধক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা মিশ্রিত করিলে এই চীনা সিন্দূর তৈয়ার হয়। চীনা সিন্দূর ভারতবর্ষে অতি অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বৈদ্যকে যে স্থলে সিন্দূর গ্রহণের বিধান আছে, তথায় সিন্দূর শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শোধন প্রণালী—দুগ্ধ ও অম্ল সংযোগে বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ সিন্দূর উষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসন্ধানকারক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক, বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও বিষনাশক।

দেবীপূজায় যেমন বস্ত্রাদি উপচার দিয়া পূজা করিতে হয়, তদ্রূপ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সিন্দূর দান করিতে হয়।

"সিন্দূরঞ্চ বরং রম্যং ভালে শোভাবিবর্দ্ধনং।
পূরণং ভূষণানাঞ্চ সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২১ অ)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সধবা স্ত্রীগণ সীমন্তে সিন্দূর ধারণ করিলে পতির আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। এই জন্য সকল সধবা স্ত্রীই পতির মঙ্গল কামনায় সীমন্তে সিন্দূর ধারণ করিয়া থাকেন।

"হরিদ্রাং কুঙ্কুমঞ্চৈব সিন্দূরং কজ্জলং তথা।
কার্পাসকঞ্চ তাম্বূলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভং॥
কেশসংস্কারকবরী করকর্ণবিভূষণং।
ভর্ত্তুরায়ুষ্যমিচ্ছন্তী দূরয়েন্ন পতিব্রতা॥" (কাশীখণ্ড ৪অঃ)

স্ত্রীগণ স্বামীবিয়োগের পর আর সিন্দূরের চিহ্ন ধারণ করেন না। (পুং) ২ বৃক্ষবিশেষ। (মেদিনী)

সিন্দূরকারণ (ক্লী) সিন্দূরস্য কারণং। সীসক, সীসক হইতে সিন্দূর হয়। (হেম)

সিন্দূরজনা, বেরাররাজ্যের অন্তর্গত অমরাবতী জেলার একটী নগর। ইলিচপুর হইতে ৬০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এই নগর অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। অধিবাসিগণের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক, তবে প্রায় দুই শত জন জৈনও এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। সিন্দূরজনা হইতে এক মাইল দূরে একটী অতিসুন্দর কূপ আছে। কথিত আছে, পূর্ব্বে একজন জায়গীরদার কর্ত্তৃক প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার খনন হইয়াছিল। সপ্তাহে একদিন এই স্থানে একটী বৃহৎ হাট বসে। এই হাটে প্রধানতঃ তেঁতুল, কার্পাস ও অহিফেন বিক্রয় হইয়া থাকে। এই স্থানে একটী সরকারী স্কুল ও পুলিসের থানা আছে।

সিন্দে (সিন্ধিয়া), গোয়ালিয়ার রাজ্যের প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র রাজবংশ। মহারাষ্ট্র-বীর রণজি সিন্দে হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। [গোয়ালিয়র দেখ।]

সিন্দূরতিলক (পুং) সিন্দূরস্যেব তিলকো যস্য। হস্তী। (মেদিনী)

সিন্দূরতিলকা (স্ত্রী) সিন্দূরস্য তিলকো যস্যাঃ। সধবা নারী, সধবা স্ত্রীগণ সিন্দূরের তিলক ধারণ করিয়া থাকেন, এই জন্য তাহাদিগকে সিন্দূরতিলকা কহে।

সিন্দূরপুষ্পা (স্ত্রী) সিন্দূরবৎ রক্তবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ, পাককর্ণেতি ঙীষ্। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায়—সিন্দূরী, বীরপুষ্পী, গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, শ্লেষ্মা, বাত, শিরঃপীড়া, ও ভূতনাশক এবং চণ্ডীপ্রিয়।

সিন্দূরা (স্ত্রী) শ্বেত নির্গুণ্ডী। (বৈদ্যকনি°)

সিন্দূরী (স্ত্রী) সিন্দূরং তদ্বদ্বর্ণোঽস্ত্যস্যা অস্তীতি অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ রোচনী। ২ রক্ত চেলিকা। ৩ ধাতকী। (মেদিনী)

সিন্ধু (পুং) স্যন্দতে ইতি স্যন্দ্ প্রস্রবণে (স্যন্দেঃ সম্প্রসারণংধশ্চ। উণ্ ১।১২) ইতি উ। দস্য ধশ্চ। ১ সমুদ্র, সাগর। (অমর) ২ বমথু। ৩ দেশবিশেষ, সিন্ধুদেশ। ৪ নদবিশেষ, সিন্ধুনদ। (মেদিনী) ৫ গজমদ। (হেম) ৬ সিন্ধুবার বৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা) ৭ শ্বেতটঙ্কণ, সোহাগা। (রাজনি°) ৮ রাগবিশেষ। এই রাগ মালকোশ রাগের পুত্র।

"মাধবঃ শোভনঃ সিন্ধুর্মারুমেবাড়কুন্তলাঃ।
কলিঙ্গঃ সোমসংযুক্তঃ কৌশিকস্য সুতা ইমে॥" (সঙ্গীতসঙ্গ্র)

(স্ত্রী) ৯ নদীভেদ, সিন্ধুনদী। এই নদীর জল-গুণ—সুশীতল, লঘু, স্বাদু, সর্ব্বব্যাধিনাশক, নির্ম্মল, দীপন, পাচন, বল, বুদ্ধি ও আয়ুঃপ্রদ।

"শতদ্রোবিপাশাযুজঃ সিন্ধুনদ্যাঃ
সুশীতং লঘু স্বাদু সর্ব্বাময়ঘ্নং।
জলং নির্ম্মলং দীপনং পাচনঞ্চ
প্রদত্তে,বলং বুদ্ধিমেধায়ুষঞ্চ॥" (রাজনি°)

সিন্ধু, উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ নদ। পবিত্র কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরাংশ হইতে সিন্ধুনদ বহির্গত হইয়াছে। এই নদের উৎপত্তিস্থান এখনও মনুষ্যের অগম্য। কথিত আছে, সিন্ধু সিংহমুখ

হইতে বাহির হইয়াছিল। এই নদ অক্ষা° ৩২° উঃ ও দ্রাঘি° ৮১ পূঃ মধ্যে উত্থিত হইয়া অক্ষা° ৩৪° ২৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২°৫১´ পূঃ মধ্যে পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং তদনন্তর অক্ষা° ২৮°২৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৯°৪৭´ পূঃ মধ্যে উক্ত প্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষা° ২৮°২৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৯°৪৭´ পূঃ মধ্যে সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া এই প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে অক্ষা° ২৩°৫৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৭°৩০´ পূঃ মধ্যে আরবসাগরে পতিত হইতেছে। সিন্ধু অববাহিত ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় ৩৭২,৭০০ বর্গমাইল। সিন্ধুনদ দীর্ঘে প্রায় ১৮০০ মাইলেরও অধিক হইবে। ইংরাজরাজ্যের মধ্যে যে সকল নগর সিন্ধুর উপরে বিদ্যমান, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নগরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—করাচি, কোত্রি, হায়দরাবাদ, সেহবান, সাক্কর, রোড়ি, মিথুনকোট, দেরাগাজিখাঁ, দেরা ইস্মাইলখাঁ, কালবাগ ও আটক।

সিন্ধুর উৎপত্তিস্থান বৃটীশ সাম্রাজ্যের বহির্ভাগে, তিব্বত রাজ্যের অন্তর্গত। হিমালয়ের শীর্ষদেশে, যে স্থানে মানসরোবর হ্রদ বর্ত্তমান এবং যে স্থান হইতে শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ও ঘার নদী বহির্গত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে উত্থিত হইয়া সিন্ধু প্রায় ১৬০ মাইল পর্য্যন্ত সিংকাবাব নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থলে ঘার নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া সিন্ধু কাশ্মীরপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং উত্তর পশ্চিমদিকে লেহ নামক নগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া জস্কর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পরিব্রাজক ডাঃ টমসন সাহেব এই সকল স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক সিন্ধুর এই অংশের বিবরণী লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই সকল স্থানে নদীর ধারে ধারে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রস্রবণ হইতে প্রায়ই গন্ধকসংযুক্ত দূষিত গ্যাস উত্থিত হইয়া থাকে; এক একটী প্রস্রবণের জলের উত্তাপ ১৭৪° ফা হইবে।

সিন্ধুর উৎপত্তিস্থানের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬,০০০ ফিট্, কিন্তু কাশ্মীরের সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিবামাত্র ইহা একেবারে দুই হাজার ফিট্ নিম্নে পতিত হইয়াছে, আবার লেহ নগরের উচ্চতা ১১,২৭৮ ফিট্ মাত্র। সিন্ধুর এই অংশ দ্রুতবেগে বহুতর পর্ব্বত ও অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে এই অংশের জল অধিক হইয়া নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রতিবৎসরেই প্লাবিত করে। আবার সমতলভূমিপ্রবাহিত অংশের জল ভীষণ বায়ুদ্বারা তাড়িত হইয়া পার্শ্বস্থিত তটভূমি ভাসাইয়া দেয়। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে কখন কখন নদীর জল এত কমিয়া যায় যে, তখন অনায়াসে লোকে নদীপার হইতে পারে; কিন্তু ঠিক তাহার পরদিনই সূর্য্যোদয়ের সহিত হিমালয়ের উপরিস্থিত বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে নদীবক্ষ ক্রমেই স্ফীত হইতে থাকে এবং মধ্যাহ্নে নদীতে বান নামিলে নদ এমন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে যে, তখন আর কাহারো নদী পার হইতে সাধ্য থাকে না।

সিন্ধু উৎপত্তিস্থান হইতে ৮১২ মাইল অন্তরে পঞ্জাবপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে নদীর এই অংশের পরিসর প্রায় ২০০ হাত এবং সেই সময়ে ইহার গভীরতাও অতি অল্প। তখন কাঠ ভাসাইয়া লোকে পরপারে উত্তীর্ণ হয়। শীতকালে নদীর জল ও জলবেগ এত কমিয়া যায় যে, তখন অক্লেশে লোকে নদী পার হয়; কিন্তু সময়ে সময়ে হঠাৎ নদীতে বান ডাকে। কথিত আছে, রণজিৎসিংহের প্রায় ৭০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নদীপার হইবার সময় এইরূপ বানের মুখে পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাবলপিণ্ডি জেলার আটক নগরের কিঞ্চিৎ উত্তরে আফগানিস্থানপ্রবাহিত কাবুল নদী সিন্ধুগর্ভে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই উভয় নদীর সঙ্গমস্থলের তরঙ্গ-মালা অতিশয় ভীতিপ্রদ, প্রকৃতির সেই ভীষণ তাণ্ডব-নৃত্য দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়।

আটকনগর পর্য্যন্ত সিন্ধুবক্ষে নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়, ইহার উর্দ্ধে নদীবক্ষ পর্ব্বতপৃষ্ঠ হওয়ায় নদীর জলগতি অতি খরতর ও প্রায় প্রপাতাকারে নিপতিত হয়। উৎপত্তিস্থান হইতে আটক পর্য্যন্ত নদীর গতি ৮৬০ মাইল এবং এখান হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রায় ৯৪০ মাইল। তিব্বতভূমে ১৬০০০ ফিট্ উচ্চভূমি হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে অবতীর্ণ হইয়া এই নদী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০৭৯ ফিট্ উচ্চে আটকনগরে আসিয়াছে, সুতরাং উচ্চ হিমালয়পৃষ্ঠ হইতে উহা ৮৬০ মাইল পর্য্যাতিবাহনে ১৪ হাজার ফিট্ নামিয়াছে এবং এই কারণেই এখানকার জলপ্রবাহ প্রপাতাকার-বেগবিশিষ্ট। ইহার পর নদীবক্ষ পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইলেও বহুদূর পর্য্যন্ত প্রায়ই সমতল, ইহার অববাহিকা ভূমি ২০০০ ফিটের নিম্ন নাই। আটকনগরের সন্নিকটে দুর্গের অপর পারে গ্রীষ্ম ঋতুতে নদীর বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১৩ মাইল, কিন্তু শীত ঋতুতে উহার বেগ খর্ব্ব হইয়া আসে, তখন উহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৫ হইতে ৭ মাইল পর্য্যন্ত হয়। যখন এখানে বন্যা দেখা দেয়, তখন সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫০ ফিট্ জল উঠে। শীতকালে বন্যার জলের রেখা ৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। বন্যার হ্রাস ও বৃদ্ধি হেতু বিভিন্ন ঋতুতে গর্ভের বিস্তার বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন সময়ে ২৫০ গজ, আবার কোন সময়ে ১০০ গজেরও কম হইতে দেখা যায়। এখানে সিন্ধুনদ পার হইবার জন্য খেয়া নৌকা ও নৌকানির্ম্মিত সেতু আছে। ইহার উত্তরাংশে প্রায়ই লোকে চামড়ার মশকে চড়িয়া নদী পার হয়। পেশাবরে যাইবার বড় রাস্তা এই নগর দিয়া নদীর অপর পারে গিয়াছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পেশাবরে রেলপথ বিস্তারের জন্য এখানে একটী পাকা পুল বাধা হয়। ঐ পুলের উপর দিয়া রেলবর্ত্ম বিদ্যমান। এই পথবিস্তারে বোম্বাই ও কলিকাতার সহিত পেশাবরের সংযোগ সাধিত হয়। এই সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া সিন্ধুনদের উত্তর ও দক্ষিণ এবং সম্মুখস্থ হিমাচলের দৃশ্য বড়ই মনোরম বোধ হয়।

আটক ছাড়িয়া সিন্ধুনদ ক্রমাগত দক্ষিণে নামিয়াছে এবং উহা পশ্চিম পঞ্জাব ও সুলেমান পর্ব্বতের ঠিক সমান্তরালভাবে চলিয়াছে। সিন্ধুপ্রদেশ হইতে উত্তরাভিমুখে বন্নু জেলার যে বিস্তৃত রাস্তা গিয়াছে, তাহা এই নদীর পশ্চিম উপকূল দিয়া প্রবাহিত। অপর একটী রাস্তা মুলতান হইতে নদীর পূর্ব্বতীর দিয়া রাবলপিণ্ডি গিয়াছে। এখানে এই নদী দেরা ইসমাইলখাঁ, দেরাগাজী ও সুলেমান পর্ব্বতমালার পূর্ব্বস্থ ইংরাজাধিকৃত একটী ভূভাগকে সিন্ধুসাগর-দোয়াব হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

দেরাগাজীখাঁ জেলার দক্ষিণে এবং মিথুনকোটের উত্তরে পাচটী শাখানদীর মিলত জলরাশি সিন্ধুতে নিপতিত হইয়াছে। ঐ পঞ্চশাখা পঞ্জ-আব্ নামে মুসলমান ঐতিহাসিকের নিকট প্রসিদ্ধ এবং উহা হইতেই পঞ্জাব প্রদেশের নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ পঞ্চনদ সিন্ধু ও যমুনার মধ্যে প্রবাহিত এবং উহারা যথাক্রমে ঝিলাম, চন্দ্রভাগা (চেনাব), ইরাবতী (রাবী), বিতস্তা (বিয়াস) এবং শতদ্রু (শতলেজ) নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত পঞ্চনদ সমুদ্র হইতে ৪১০ মাইল উত্তরে মিথুনকোট নামক স্থানের নিকটে সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থানের উত্তরে সিন্ধুর বিস্তৃতি ৬০০ গজ এবং গভীরতা ১২ হইতে ১৫ ফিট্। জলবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৯১৭১৯ কিউবিক ফিট। পঞ্চনদ যেখানে সিন্ধুতে সঙ্গত হইয়াছে, তথাকার নদীবক্ষ ১০৭৬ গজ বিস্তৃত, স্রোতবেগ প্রতিঘণ্টায় ২ মাইল এবং জলবেগ প্রতিসেকেণ্ডে ৬৮৯৫৫ কিউবিক ফিট। সঙ্গমের দক্ষিণে পঞ্চনদ সিন্ধু নামে খ্যাত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে এবং তথায় নদীর বিস্তৃতি বচক্রোশ পর্য্যন্ত ২০০০ গজ। বিভিন্ন ঋতুতে ঐ বিস্তারের কমবেশ হইয়া থাকে।

পঞ্জাবের মধ্য দিয়া সিন্ধুর গর্ভ যতদূর বিস্তৃত আছে, তাহার মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও উচ্চ বালিয়াড়ী (Sand banks) এবং সুবিস্তৃত বালুকাসমাকীর্ণ তটভূমি দৃষ্ট হয়। বিস্তৃত বালুকাপূর্ণ তটভূমি বিরাজিত থাকিলেও ইহার তীরদেশ প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ। ভকরের সমীপস্থ নদাতীর খর্জ্জুরাদি নানা জাতীয় বৃক্ষমালায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

মিথুনকোট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫৮ ফিট উচ্চ। এখানে সিন্ধুনদ পঞ্জাব বহাবলপুর রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত। কাশ্মর নগরের (অক্ষা° ২৮°২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯°৪৭´ পূঃ) নিকট সিন্ধু নদ সিন্ধুপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। কাশ্মর নগর সিন্ধুপ্রদেশের সর্ব্বোত্তর সীমায় অবস্থিত। ভক্কর নগর হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ "লোয়ার সিন্দ" নামে পরিচিত। সিন্ধুবাসীরা ইহাকে 'দরিয়া' শব্দে উল্লেখ করেন এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্লিনি ইহাকে Indus incolis Sindus appallatus শব্দে বিবৃত করিয়াছেন। সিন্ধুনদ সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে ৫৮০ মাইল পথ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে বক্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া, নানা শাখাপ্রশাখায় আরব্যোপসাগরে নিপতিত হইয়াছে। এই প্রদেশে ইহার বক্ষবিস্তার ৪৮০ হইতে ১৬০০ গজ এবং যখন বন্যা থাকে না তখনই প্রায় ৬৮০ গজ থাকে।

বন্যার সময় নদীর দক্ষিণাংশের বিস্তার স্থানে স্থানে এক মাইলও হয় এবং জলের গভীরতা বন্যার প্রাবল্য অনুসারে ৪ হইতে ২৪ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতেও দেখা যায়। হিমালয়পৃষ্ঠে তুষাররাশি বিধৌত হইয়া নিরন্তর যে ঘোলাটে জল পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ ভেদ করিয়া নিম্নে অবতরণ করে, তাহাতে সামান্য পরিমাণে কার্ব্বনেট অব সোডা ও পটাস্ নাইট্রেট্ পাওয়া যায়। বন্যার সময় ইহার স্রোতোবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৮ মাইল হয় এবং অন্যান্য সময়ে ৪ মাইল থাকে। নদীর বেগের তারতম্যানুসারে ইহার জলনির্গমেরও ন্যূনাধিক্য হয় অর্থাৎ বন্যার সময় ৪৪৬০৮৬ হইতে অন্য সময়ে ৪০৮৫৭ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত জল প্রতি সেকেণ্ডে নদীগর্ভ দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। এই স্থানের জলের তাপও বায়ু হইতে ১০° ফা° কম।

সিন্ধুনদের 'ব' দ্বীপ ভাগ প্রায় ৩ হাজার বর্গমাইল এবং ইহা সমুদ্রোপকূলে প্রায় ১২৫ মাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। এখানে আদৌ কোনরূপ বৃক্ষাদি জন্মে না। মৃত্তিকাভাগ প্রায়ই বালুকা ও কর্দ্দম মিশ্রিত। যে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও জলাময়, তথায় বড় বড় ঘাস জন্মিয়া থাকে এবং ঐ সকল ক্ষেত্র গোচারণের বিশেষ উপযোগী। উচ্চ স্থানগুলিতে প্রচুর ধান্য জন্মে। বদ্বীপাংশের জলবায়ু শৈত্যভাবাপন্ন ও বড়ই সুখপ্রদ, শীতকালে ইহা আরও মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বন্যার সময় এখানকার স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ হইয়া উঠে। নদীর মোহানা ধরিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে গঙ্গার বদ্বীপ যেরূপ সুন্দর বনবিভাগে বিমণ্ডিত, সিন্ধুর বদ্বীপে তাদৃশ কোনরূপ বনমালা নাই। সিন্ধুর বালুকাময় বদ্বীপের সহিত আফ্রিকার নীলনদের বদ্বীপের কতক তুলনা হইতে পারে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু-বদ্বীপের উত্তর কোণ হইতে বাঘিয়ার ও সীতা নামক দুইটী শাখা নদী বিভক্ত হইয়া সিন্ধুনদে প্রবাহিত ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় পূর্ব্বগতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলিয়াছে। সমুদ্রোপকূলস্থ শাহবন্দর জেলায় প্রচুর

লবণস্তর দৃষ্ট হয়। এখানে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে খেদেবারী শাহবন্দরে পণ্যদ্রব্যাদি গতায়াত করিত, কিন্তু উক্ত বর্ষের ভূকম্পে নদীগর্ভসমুত্থিত হওয়ায় উহাতে জল চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উক্ত নদীবক্ষে আর নৌকাগমনের সুবিধা নাই। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কাকেবাড়ীর খাড়ী ক্রমশঃ ৭৭০ গজ বর্দ্ধিত হইয়া নদীরূপে পরিণত হয় এবং উহা দ্বারা নদীমুখে পণ্য দ্রব্যাদি লইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত খাড়ির মুখ বালুকাস্তূপে সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া যাওয়ায় উহা বাণিজ্য চালনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে হাজাম্রো শাখা ক্ষুদ্র নৌকাগমনের উপযোগী ছিল, পরে তাহাই সিন্ধুনদের মূল মোহানা হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাদ্বারা অনুমান হয় যে, সিন্ধুনদ বালুকাময় ভূবক্ষে প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর আপন গতি পরিবর্ত্তন করিতেছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বদ্বীপাংশে ঘোড়াবাড়ী নগর নদীকূলের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান হইতে নদী সরিয়া যাওয়ায় নগরটী শ্রীভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ করে এবং নূতন নদীর কূলে কএক বৎসর পরে পুনরায় কেটি নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু দিন পরে বন্যার জলে ঐ নগরাংশ প্লাবিত হইয়া নগরের বিস্তর ক্ষতি করে এবং উহারই উত্তরে দ্বিতীয় কেটি নগর পুনর্গঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ঠট্ট ও ভিমান-জো পুরা নামক স্থানের মধ্যে নদীগর্ভে শৈলস্তর দৃষ্ট হয়, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঐ সকল শৈল নদীগর্ভ হইতে ৮ মাইল দূরে ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ধারেজাব বনমালা নদীর প্রবল স্রোতে বিধৌত হইয়া যায় এবং প্রায় সহস্র একার ভূমি জলগর্ভে নিমজ্জিত হয়।

মার্চ মাস হইতে সিন্ধু নদীর জল বাড়িতে থাকে এবং আগষ্টমাসে উহা পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠে। এই সময় হায়দরাবাদের নিকটবর্ত্তী গিদুবন্দরে জলের গভীরতা ১৫ ফিট্ হয়, সেপ্টেম্বর মাস হইতে পুনরায় জল কমিতে থাকে। এই নদীতে নানা প্রকার মৎস্য ও জলজ জীব দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৩৩, ১৮৪১ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানে তিনবার ভয়ানক বন্যা হয়। শেষোক্ত বর্ষের ১০ই আগষ্ট তারিখে প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় নদীগর্ভে অল্পমাত্র জল দেখা যায়। বেলা ১১টার সময় জল ১১ ফিট্ উচ্চ হয়; বেলা ১॥০ টার অকস্মাৎ ৫০ ফিট্ উচ্চ হইয়া উঠে এবং সন্ধ্যা কালে ৯০ ফিট্ উত্থিত হইয়া নৌসেরা সেনাবাসের অধিকাংশ স্থান ভাসাইয়া লইয়া যায়।

বালুকাময় মরুপ্রায় সিন্ধুপ্রবাহিত প্রদেশে পঞ্চনদ বিদ্যমান থাকিলেও পার্ব্বত্য গর্ভনিবন্ধন নদীগুলিতে নিরন্তর জলাল্পতা পরিদৃষ্ট হয়। এই কারণে তদ্দেশে সকল সময়েই জলাভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, অথচ বন্যার সময় নদীকূল ভাসিয়া যাওয়ায় নদীতীরে যাহা কিছু শস্য উৎপন্ন হয় তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ এ প্রদেশের এই জলাভাব দূর করিবার জন্য খাল কাটিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে সিন্ধুর তীরভূমি হইতে ৩০ বা ৪০ মাইল বিস্তৃত কএকটী খালও কাটা হয়। মোগল সম্রাট্গণের যত্নে ঐ সকল খাল কাটা হইলেও ঐ গুলি ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারদিগের দ্বারা চালিত কৃষিকর্ম্মোপযোগী জলনালীর (Irregation Canals) সমতুল্য হয় নাই।

ইংরাজাধিকারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৬৩ মাইল বিস্তৃত সক্করখাল কাটার কার্য্যারম্ভ হয় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে কাশ্মরের উত্তর হইতে বেগারীমান পর্য্যন্ত সিন্ধুতীরে একটী বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধ স্থাপিত হওয়ায় সিন্দ-পিষিণ্ বা কান্দাহার রেলপথে নিরাপদে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে। সিন্ধুনদ ও সুলেমান পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেরাজাত জেলায় এই নদী হইতে ৬১৮ মাইল বিস্তৃত খাল। তন্মধ্যে ইংরাজাধিকারে প্রায় ১০৮ মাইল স্থানে খাল কাটা হয়। সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধুনদ হইতে পশ্চিম দিকে খালসমূহ সক্কর, সিন্ধু ঘব বা লার্খানা, বেগারী ও পশ্চিম-নাড়া খাল এবং পূর্ব্বতীর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে পূর্ব্ব-নাড়া ও ফেলুলী খাল বিদ্যমান আছে। ঐ সকল খালের প্রত্যেকটী হইতে আবার কতকগুলি জলনালী ৭টা ক্ষুদ্র খাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহা দ্বারা নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের কৃষিক্ষেত্রে জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

[সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

সিন্ধুনদ বিস্তৃতায়তন হইলেও নদীবক্ষ ষ্টীমার বা নৌকাযোগে বাণিজ্যপরিচালনের উপযোগী নহে। নদীগর্ভস্থ পর্ব্বতমালা ও বালুচর উহার প্রধান অন্তরায়। বিশেষ সাবধানের সহিত এই নদীবক্ষে নৌকা বা ষ্টীমার গমনাগমন করে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডাস ভেলী ষ্টেট্ রেলওয়ে' স্থাপিত হইবার পরে এই পথে সহজে ও নিষ্কণ্টকে বাণিজ্য পণ্য আমদানী বা রপ্তানী করিবার সুবিধা ঘটায় জলপথে বাণিজ্যের আদর কমিয়াছে। তবে সিন্ধু-রেল কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'ইণ্ডাস্ ফ্লোটিলা কোম্পানী" বার্ষিক ৫১৯০০০০৲ টাকার মাল বিলাতে রপ্তানীর জন্য সমুদ্রমুখে আনিয়া থাকে এবং প্রায় ৫১৮০১০০ টাকার বিলাতী পণ্য সিন্ধু-প্রবাহিত উত্তর প্রদেশে লইয়া যায়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথমে ষ্টীমার চালাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট বাহাদুর ১০ খানি ষ্টীমার যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। কোট্রী নামক স্থানে গবর্মেণ্টের বাণিজ্যকুঠী ও ষ্টীমার রাখার সদর আফিস ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই ষ্টীমর কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কারবার উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সিন্দ রেল কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্গে "ইণ্ডাস্

ফ্লোটিলা" নামে একটী স্বতন্ত্র ষ্টীমার কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ষ্টীমার কোম্পানী রেল কোম্পানীর সহিত মিশিয়া যায় এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর নগরে কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'দি ওরিয়েণ্টাল ইনলণ্ড ষ্টীম কোম্পানী' ৩ খানি ষ্টীমার ও ৯ খানি বজরা লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। তাঁহাদের ষ্টীমারগুলির শক্তি জলবেগের সমকক্ষ নহে দেখিয়া তাঁহারা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে কারবার উঠাইয়া দেন। সিন্ধু নদে এখন যে সকল দেশীয় নৌকা চলে, তন্মধ্যে পণ্যবাহী নৌকাগুলি ডুন্‌তি ও জোরাক ফেরি নৌকাগুলি কৌন্তাল ও জেলেডিঙ্গি ডুণ্ডো নামে পরিচিত। মীর সর্দ্দারগণের সুসজ্জিত বজরাগুলি ঝঁপ্‌তী নামে বিখ্যাত, ইহা সেগুণকাষ্ঠে নির্ম্মিত চারিটী মাস্তল যুক্ত। এই নৌকা চালাইতে ৩০টী দাঁড়ি আবশ্যক।

সিন্ধুক (পুং) সিন্ধুরেব স্বার্থে কন্। সিন্ধুবার বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সিন্ধুক (দেশজ) বড় বড় বাক্স। পূর্ব্বে চারিদিকে খোপ খোপ কাটা এক প্রকার বৃহৎ বাক্স প্রস্তুত হইত, তাহার নাম সিন্ধুক ছিল, অধুনা এই সিন্ধুকের প্রচলন এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। ইহা অতিশয় সুদৃঢ। মূল্যবান্ দ্রব্য সকল ইহাতে রক্ষিত হইত।

সিন্ধুকন্যা (স্ত্রী) লক্ষ্মী, সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উত্থিতা হন, এই জন্য ইঁহাকে সিন্ধুকন্যা কহে।

সিন্ধুকফ (পুং) সিন্ধোঃ কফ ইব। সমুদ্রফেনা। (শব্দরত্না°)

সিন্ধুকর (ক্লী) সিন্ধৌ সিন্ধুদেশে কীর্য্যতে ইতি কৃ-অপ্। শ্বেত-টঙ্কণ, সোহাগা। (রাজনি°)

সিন্ধুক্ষিৎ (পুং) ১ রাজর্ষিবিশেষ। ২ ঋকমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ।

সিন্ধুখেল (পুং) সিন্ধোঃ তৎসমীপে খেলতীতি খেল-ক। সিন্ধু-দেশ। (শব্দরত্না°)

সিন্ধুগম্ভ (পুং) সিন্ধুতীরস্থ নগরভেদ।

সিন্ধুজ (ক্লী) সিন্ধোর্জায়তে ইতি জন-ড। ১ সৈন্ধব লবণ। (ত্রি) ২ সমুদ্রজাত, যে সকল দ্রব্য সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়।

সিন্ধুজন্মন্ (পুং) সিন্ধোর্জন্ম উৎপত্তির্যস্য। সৈন্ধব লবণ।

সিন্ধুজা (স্ত্রী) সিন্ধোর্জায়তে জন-ড-টাপ্। লক্ষ্মী। (জটাধর)

সিন্ধুড়া (স্ত্রী) মালব রাগের পত্নী। রাগিণীবিশেষ। ধানুষী, মালসী ও সিন্ধুড়া প্রভৃতি মালব রাগের পত্নী।

> "ধানুষী মালসী রামকিরী চ সিন্ধুড়া তথা।
> অশ্বাবারী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

সিন্ধুতস্ (অব্য) সিন্ধু-তসিল। সিন্ধুদেশ হইতে, সিন্ধুনদী হইতে। সিন্ধুদেশে। পঞ্চমী ও সপ্তমীর অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হয়, এবং ঐ প্রত্যয় হইলে পদটী অব্যয় হয়।

সিন্ধুতীরসম্ভব (পুং) সোহাগা। (রাজনি°)

সিন্ধুদেশ (পুং) সিন্ধু নামক দেশ, সিন্ধুপ্রদেশ। [সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

সিন্ধুদ্বীপ (পুং) ১ রাজর্ষিবিশেষ। ২ অম্বরীষের পুত্র ঋকমন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। ৩ রাহুর পুত্রভেদ। (ভারত) ৪ নাভের পুত্র।

সিন্ধুনদ (পুং) সিন্ধুনামকো নদঃ। নদভেদ, সিন্ধু নামে প্রসিদ্ধ নদ।

সিন্ধুনন্দন (পুং) সিন্ধোঃ ক্ষীরোদস্য নন্দনঃ। চন্দ্র। (ত্রিকা°)

সিন্ধুনাথ (পুং) সিন্ধূনাং নদীনাং নাথঃ। সমুদ্র।

> "মৎকুণাবিব পুরা পরিপ্লবৌ
> সিন্ধুনাথশয়নে নিষেদুষঃ।" (মাঘ ২৪।৬৮)

সিন্ধুপতি (পুং) সিন্ধূনাং পতিঃ। নদীদিগের পালয়িতা। "ঋতস্য গোপা সিন্ধুপতী" (ঋক্ ৭।৬৫।২°) 'সিন্ধুপতী-নদ্যাঃ পালয়িতারৌ মিত্রাবরুণেন।' (সায়ণ) ২ নদীদিগের পতি, সমুদ্র।

সিন্ধুপত্নী (স্ত্রী) সমুদ্রপত্নী, নদী।

সিন্ধুপথ (পুং) সিন্ধূনাং পন্থাঃ। সিন্ধুপ্রদেশের পথ।

সিন্ধুপর্ণী (স্ত্রী) গম্ভারীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সিন্ধুপারজ (ত্রি) সিন্ধুর পারজাত ঘোটক।

সিন্ধুপুত্র (পুং) সিন্ধোঃ পুত্রঃ। ১ মর্কটেন্দু। (শব্দচ°) ২ চন্দ্র। ৩ সিন্ধুরাজপুত্র। ৪ সিন্ধুমুনিপুত্র।

সিন্ধুপুষ্প (পুং) সিন্ধৌ পুষ্পাতি প্রকাশতে ইতি পুষ্প-ফুল্লনে অচ্। ১ শঙ্খ। (শব্দচ°) ২ কদম্ব বৃক্ষ। ৩ বকুল বৃক্ষ।

সিন্ধুপ্রদেশ, ইংরাজাধিকৃত ভারতের পশ্চিম সীমান্তস্থিত একটী প্রদেশ। বোম্বাই গবর্মেণ্টের অধীনে একজন কমিশনরের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিশাসিত। অক্ষা° ২৩° হইতে ২৮°৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৬°৫০´ হইতে ৭১° পূঃ। ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বোত্তরপশ্চিম প্রদেশ এবং সিন্ধু নদের নিম্ন উপত্যকা ও বদ্বীপাংশ লইয়া গঠিত। ইহার উত্তর সীমায় বেলুচিস্থান, পঞ্জাব প্রদেশ ও বহাবলপুর রাজ্য, পূর্ব্বে রাজপুতনার অন্তর্গত জয়শালমের ও যোধপুররাজ্য, দক্ষিণে কচ্ছের রণ প্রদেশ ও আরব্যোপসাগর এবং পশ্চিমে খিলাতের খাঁর অধিকৃত রাজ্য।

সিন্ধুপ্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত। (১) ইংরাজাধিকৃত ৫টী জেলা ও (২) খয়েরপুরের সামন্তরাজ্য। ইংরাজাধিকৃত জেলাগুলির সর্ব্বসমেত ভূপরিমাণ ৪৭৭৮৯ বর্গমাইল এবং খয়েরপুর রাজ্যের পরিমাণ ৬১০৯ বর্গমাইল। ইংরাজাধিকারে করাচী-নগরে বিচার সদর স্থাপিত হইলেও এক সময়ে মহাসমৃদ্ধ হায়দরাবাদ নগরী এখানকার রাজধানী ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশের প্রত্যেক বিভাগই পলিময়। এখানকার ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ করিলে মনে হয় সিন্ধুনদ অথবা তাহার কোন একটী শাখা কোন না কোন সময়ে এই প্রদেশের এক স্থানে না এক স্থানে প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমান কালে সিন্ধুনদ যে পরিবর্ত্তনশীল গতি লইয়া প্রবাহিত, যুগ যুগান্তরেও এই নদী এই ভাবেই

অস্থির গতিতে প্রবহমান ছিল এবং তাহারই ফলে নদীজলে সঞ্চারিত বালুকারাশি এই প্রদেশের সর্ব্বত্র পলির আকারে বিস্তৃত আছে। ভূতত্ত্বের আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, এক সময়ে হিমালয় শৈলের শিবালিক শৃঙ্গপর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। পর্ব্বতবক্ষস্থ শম্বুকাস্থি প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। সেই প্রাচীন যুগের পর প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে যখন শিবালিক উচ্চ শিখরারোহী পর্ব্বতরূপে উৎক্ষিপ্ত হইল তখন সমুদ্রতট ক্রমে দক্ষিণে সরিয়া আসিল। কাশ্মীরের পর্ব্বতগুলি যে সময়ে ঊর্দ্ধে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় পঞ্চনদ পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে পঞ্জাব ও সিন্ধুর নিম্ন সমতল ভূমিতে পদার্পণ করে। আমরা ঋগ্বেদীয় যুগে পঞ্জাবপ্রদেশে প্রবাহিত পঞ্চনদের উল্লেখ পাই। কালে ঐ নদী একত্র সঙ্গত হইয়াছে এবং কালে উহা গতির পরিবর্ত্তনে সমুদ্রমুখে বদ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। সিন্ধু পার্ব্বত্যপ্রপাতে যে প্রস্তরকণিকানিচয় বহন করিয়া আনে, নিম্ন প্রান্তরে বেগের হ্রাস হওয়ায় তাহা আর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং তাহা নদীবক্ষে এক এক স্থানে থিতাইয়া পড়ে এবং ধারাবাহিক রূপে ঐ স্থানে উত্তরোত্তর পলি জমিয়া ঐ স্থানটী ক্রমে উচ্চ ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশভাগের অপেক্ষা উচ্চ হইয়া প্রকৃত দ্বীপাকারে ভূপৃষ্ঠে সমুত্থিত হইতেছে। পার্ব্বত্য জলস্রোত নদীবক্ষে প্রবাহিত হইয়া এই স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং উহার উভয় পার্শ্ব দিয়া অতি বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই কারণে ঐ সকল স্থান হইতে নদীকূলে খাল কাটিয়া ক্ষেত্রাদিতে জল লইবার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে কীরথার পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। উহার কোন কোন স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিটেরও অধিক, এই পর্ব্বতমালা উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত এবং ১২০ মাইল ইংরাজরাজ্যের সীমা ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান আছে। ২৮° অক্ষাংশের পর হইতে ইহা পাবশৈল নামে পরিচিত এবং সমুদ্রাভিমুখে মঞ্জ অন্তরীপ পর্য্যন্ত ৯০ মাইল বিস্তৃত। ইহা উচ্চতায় কীরথার পর্ব্বতমালা হইতে অনেক নিম্ন।

পাবশৈলমালার কন্দর ও উপত্যকাপথে একমাত্র হাব নদী প্রবাহিত। সিন্ধু ও তাহার অন্যান্য শাখার ন্যায় এই নদীতেও সকল সময়ে জল থাকে। করাচী জেলার পশ্চিমে ও হাব নদীর তীরভূমে কোহিস্থানের জঙ্গলপূর্ণ পার্ব্বত্য অধিত্যকা ভূমি। উত্তরে কীরথার শৈলশ্রেণী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে সেহবান্ উপবিভাগ পর্য্যন্ত লকি নামক পর্ব্বতমালা। উহা যে আগ্নেয় গিরির উদ্গীরণরাশি হইতে গঠিত তাহা প্রস্তরস্তরাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানিতে পারা যায় এবং এখনও এখানে অনেক স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ ও গন্ধকগন্ধনির্গমের আঘ্রাণ পাওয়া যায়।

তালপুর রাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদ নগরের সন্নিকটে সিন্ধু উপত্যকার ব্যবধান গঞ্জো নামক একটী গণ্ডশৈল। উহা ১০০ ফিট্ উচ্চ এবং চূণাপাথরে গঠিত। ঐ শ্রেণীর আর একটী পর্ব্বতশ্রেণী জয়শালমীর হইতে উত্তরপশ্চিমাভিমুখে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও প্রায় ১৫০ ফিট্ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের এক একটী অংশে রোহড়ী ও সক্কর নগর এবং ভক্করদুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

সিন্ধুপ্রদেশ মরুসদৃশ বালুকাময় ঊষর ভূমিতে পূর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে পলিময় উর্ব্বর মৃত্তিকাপূর্ণ ভূখণ্ডের অভাব নাই। শিকারপুর ও লার্থনা বিভাগের নিকটবর্ত্তী, উত্তরদক্ষিণে ১০০ মাইল বিস্তৃত একটী উর্ব্বর দ্বীপ দৃষ্ট হয়। উহার এক দিকে সিন্ধু নদ ও অপর দিকে পশ্চিম-নাড়া নদী। ঐরূপ সিন্ধুনদও পূর্ব্ব নাড়ার মধ্যে ৭০।৮০ মাইল বিস্তৃত আর একটী উর্ব্বর ভূখণ্ড দৃষ্ট হয়। থর ও পার্কার জেলার পূর্ব্ব মরু নামক বৃক্ষলতাদিবিহীন পতিত ভূমিতে এক সময়ে সিন্ধুনদ প্রবাহিত ছিল এবং প্রাচীন নগরমালা সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সুশোভিত করিত, ঐ সকল নগরনিম্নে যে নদী বিদ্যমান ছিল, ধ্বস্ত স্তূপরাশির পার্শ্বস্থিত নদীখাত তাহাই প্রমাণ করিতেছে। যখন এই প্রদেশে ঐ সকল নদী ও নগর বিদ্যমান ছিল, তৎকালে সিন্ধুপ্রবাহিত এই প্রদেশ যে বিশেষ শস্যশালিনী ছিল তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কালে ভীষণ বন্যায় অথবা নদীর গতি পরিবর্ত্তনে কিম্বা অভাবনীয় কারণে এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়া থাকিবে বলিয়াই অনুমান হয়। উক্ত জেলার পূর্ব্বাংশে অসংখ্য বালিয়াড়ি (sand-hill) দৃষ্ট হয়, বায়ুসঞ্চালনে বালুকারাশি ক্রমশঃ এক দিকে চালিত হইয়া ঐরূপ খণ্ড খণ্ড শৈলাকারে স্তূপীকৃত হইয়াছে। শিকারপুর নগরের ৩০ মাইল পশ্চিমে পাট নামক ঊষরভূমি। উহা বোলান-পাস নামক গিরিসঙ্কটের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান কর্দ্দমে পূর্ণ, বোলান, নাড়ি ও কীরথার শৈলগাত্রবিধৌত জলরাশিসঞ্চয়ে কর্দ্দমের উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে এই প্রদেশের আরও অনেক স্থান অনুর্ব্বর ও শস্যাদিবিহীন রহিয়াছে।

সাধারণতঃ দেখিতে গেলে এই মাত্র বলা যায় যে, সিন্ধুপ্রদেশে পার্থিব সৌন্দর্য্যের কিছুই নাই। সেহবান্ উপবিভাগের মাঞ্চর হ্রদ এবং পূর্ব্ব-নাড়া নদীর বন্যাপ্রবাহে গঠিত কতকগুলি ক্ষুদ্র হ্রদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইলেও কেহই সেই সুরম্য দেশে যাইয়া বাস করিতে চাহে না, কারণ তথাকার বায়ু বড়ই দুর্গন্ধময় এবং তাহা সেবনে মারাত্মক পীড়া উৎপন্ন হয়, বর্ত্তমান সিন্ধুনদের উভয় তীরস্থিত ১২ মাইল ভূমি শস্যশ্যামলা হইলেও তথায় দৃষ্টি-আকর্ষক কোন দৃশ্যই নাই। ভক্করের উত্তরে সাধ-বেলা নামে আর একটী দ্বীপ আছে। ইহা উদ্ভিজ্জাদি

বিভূষিত এবং উহা একটী পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য। ইহার অদূরবর্ত্তী তীরভূমি বাবলা ও খর্জ্জুর বৃক্ষপূর্ণ।

সিন্ধুপ্রদেশ এরূপ বিস্তীর্ণ হইলেও এখানে বনমালা নিতান্তই কম। খয়েরপুর লইয়া সমগ্র সিন্ধুবিভাগের অরণ্যনিচয় ৬২৫ বর্গমাইল হইবে। উহার অধিকাংশই ঘেট্‌কী হইতে দক্ষিণে মধ্য বদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে ৯০টী স্বতন্ত্র বনবিভাগে বিভক্ত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের বন্যায় ধারেজার বনমালা জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। উহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরে সুন্দর বেলো ও সামিতিয়া বনবিভাগ যথাক্রমে নষ্ট হয়।

সিন্ধুর দক্ষিণপূর্ব্বে কচ্ছের রণপ্রদেশ। উহা প্রায় ৯ হাজার মাইল বিস্তৃত একটী লবণময় জলা ও উষর ভূমি। এখানে কোন রূপ বৃক্ষাদি জন্মে না। সিন্ধুনদের কোরি মোহানাস্থিত লথপৎ বন্দর জুন হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়। এই কারণে প্রতিবর্ষে উক্ত সময়ে কচ্ছের কাঠিয়াবাড়ের অনেক স্থানে খাত কাটিয়া লবণ জলপূর্ণ করিয়া রাখা হয়। পরবর্ত্তী ছয় মাসে উহা শুষ্ক হইয়া ভূপৃষ্ঠে লবণ ফুটিয়া উঠে। পূর্ব্বে ঐ স্থান হইতে লবণ প্রস্তুত হইত, এক্ষণে খালের পরিবর্ত্তনে অথবা মনুষ্য কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ খাত কাটার পর উহা একটী সুদীর্ঘ জলার পরিণত হইয়াছে। রণপ্রদেশে উর্ব্বর ক্ষেত্র নিতান্ত কম। কোরি নদীর অন্য একটা নাম পুরাণ।

এখানকার পার্ব্বত্য বনভাগে ব্যাঘ্র, হায়ণা, গুর্থর (বন্যগদ্দভ), নেকড়ে, খেকশিয়াল, বনবরাহ ও নানা জাতীয় হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধুনদের বদ্বীপাংশস্থ বনপ্রদেশে হংস কাণ্ডবাদি নানা জাতীয় জলচর ও স্থলচর পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষের সংখ্যাও যথেষ্ট, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। মহিষদুগ্ধের ঘৃত এখানকার একটী প্রধান পণ্য। এখানকার অশ্বগুলি ক্ষুদ্রকায় হইলেও কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়। উত্তর সিন্ধুবাসী বলুচ জাতি এই অশ্বপালন করিয়া থাকে এবং তাহাদের যাহাতে শাবকাদি উৎপন্ন হয় তাদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখে। ইংরাজগবর্মেণ্ট বিলাতী পুংজাতীয় অশ্বের সহিত এদেশীয় স্ত্রীজাতীয় অশ্বের সংযোগ করাইয়া উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্ম হইতেছে দেখিয়াছেন। ঐ সকল অশ্ব সাধারণতঃ অশ্বারোহী সেনাদলে ব্যবহৃত হয়।

সিন্ধুপ্রদেশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপায় নাই। সুপ্রাচীন ঋগ্বেদসংহিতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সেই পূর্ব্ব যুগে সিন্ধুতীরভূমি আর্য্যনিবাসরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঋঙ্মন্ত্রে ঋষিগণ সিন্ধুর জল পরম পবিত্র ও দেবাশ্রিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই নদীর তীরে বসিয়া আর্য্যগণ যাগযজ্ঞ করিতেন। সিন্ধুনদতটসমাশ্রিত এই দেশ সিন্ধুপ্রদেশ নামে বিদিত। প্রাচীন বৈদিক যুগে আমরা আর্য্যনিবাসভূত ত্রিসপ্তসিন্ধুপ্রবাহিত দেশের উল্লেখ পাই। উহা সপ্তনদপ্রদেশ নামে খ্যাত এবং তিন ভাগে বিভক্ত। উহার প্রত্যেক বিভাগেই সাতটী করিয়া নদী আছে। একবিংশতিনদী প্রবাহিত দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সিন্ধুনদই রাজার ন্যায় বিদ্যমান। শাখা নদী গুলি তাহার শিশু তুল্য।

উক্ত সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে যে সপ্তনদপ্রদেশ তাহাই আমাদের বর্ত্তমান সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশ এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে যে আর্য্যাবর্ত্তান্তর্গত সপ্তনদপ্রদেশ তাহা এক্ষণে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত ও মুসলমানাবাস বলিয়া পরিগণিত। এই দ্বিতীয় সপ্তনদ বিভাগে তৃষ্টামা, সুসর্ত্তু, রসা, শ্বেতী, কুভা, ক্রমু ও গোমতী সপ্তনদী প্রবাহিত এবং উহারা সাক্ষাৎ পরম্পরায় সিন্ধুসঙ্গত। উক্ত নদীসপ্তকের মধ্যে সুসর্ত্তু নদী সুবাস্তু বা স্বাৎ, শ্বেতী দেবাইস্ মাইল খাঁ-প্রদেশতলবাহিনী অর্জ্জুনী, কুভা কাবুল, ক্রমু কুরম্ ও গোমতী গোমাল নামে প্রসিদ্ধ, সুতরাং এই সপ্তনদ প্রদেশ পশ্চিমোত্তর ভারতের পুরাতন আর্য্যাবর্ত্তাংশের পশ্চিম সপ্তনদপ্রদেশ। ইহা বেলুচিস্থান, আফগানস্থান ও বন্নু প্রভৃতি প্রদেশ লইয়া গঠিত। এই সিন্ধুনদের পশ্চিমোত্তরে অতিদূরে আরও একটী নদীসপ্তকপ্রবাহিত প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার মধ্যে ঊর্ণাবতী কৈলাশ নিম্নস্থ ঊর্ণা প্রদেশে; হিরণ্ময়ী, বাজিনীবতী ও সীলমাবতী নাম্নী নদীত্রয় আরও উত্তরে অবস্থিত; এণী নদী নিম্ন বেলুচী স্থানে প্রবাহিত এবং চিত্রা চিত্রল হইতে আসিয়া কুভায় মিলিত। ঋজীতী নাম্নী অপর নদী উহারই সমীপদেশে বিদ্যমান ছিল বলিয়া বোধ হয়।

এই ত্রিসপ্ত নদীপ্রবাহিত দেশ এক সময়ে পশ্চিমে পারস্য ও এসিয়া মাইনর সীমা হইতে পূর্ব্বে যমুনা ও গঙ্গাতীর এবং উত্তরে উত্তরকুরু হইতে দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর্য্যগণের ঐ বিস্তৃত নিবাসভূমির মধ্যে সিন্ধুনদই সর্ব্বপ্রধান ছিল এবং আর্য্যগণ এই নদীর বিষয় বিশেষ ভাবে জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং কালে ত্রিসপ্ত নদীপ্রবাহিত সিন্ধুসেবিত এই আর্য্যাবাস সপ্ত সিন্ধু * নামে আখ্যাত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা ঐ সপ্ত সিন্ধুকে "হপ্‌ত্‌ হিন্দ্‌" শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমান জাতির আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তরের সপ্তনদ প্রদেশ প্রাচীন নাম হারাইয়া মুসলমানদিগের প্রদত্ত নামেই অভিহিত হইতেছে। [বেদ শব্দে আর্য্যাবাস দেখ।]

পূর্ব্ব সপ্তনদান্তর্গত বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশও পঞ্চনদ প্রদেশরূপে

* বেদে সিন্ধু শব্দ নদীবাচক। সপ্তনদ কালে সপ্ত সিন্ধু হইয়া থাকিবে। ঋগ্বেদের ১।১২২।৬, ৪।৫৪।৬, ৪।৪।৩, ৫।৫৩।৯, ৭।১৫।১, ৮।১২।৩, ৮।২৪।১৪, ৮।২০।১৫, ৮।২৬।১৮, ১০।৬৪।৯ ও ১০।৭৫।১ মন্ত্রে সিন্ধুনদের উল্লেখ আছে।

প্রসিদ্ধ ছিল। উহা ভারতের অন্তর্ভুক্ত এবং আর্য্যনিবাসরূপে গণ্য। আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আর্য্য রাজবংশেরও প্রতিষ্ঠা হয়। ঋগ্বেদের ১।১২৬ সূক্তে সিন্ধুনিবাসী রাজা ভাবয়ব্যের উল্লেখ আছে। তিনি হিংসারহিত, কীর্ত্তিমান্ ও সমগ্র সোমযাগের অনুষ্ঠানকারী ছিলেন। অথর্ব্ববেদের ১৪।১।৪৩ মন্ত্রে সিন্ধুসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত-ভীষ্ম পর্ব্বে ৬।১০।৪০) সিন্ধুদেশ ও অধিবাসিবর্গের কথা আছে। তথাকার রাজগণ যে প্রথিতনামা ছিলেন, তাহা বনপর্ব্বের ও ভাগবতের (৪।১২।৬) উক্তি হইতেই বুঝা যায়। পৌরাণিক যুগে ইহা প্রাচীন অবন্তির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত। রাজকবি কলহণ ও মহাকবি কালিদাস সিন্ধুদেশবাসী রাজার ও তথাকার যোদ্ধা অধিবাসীদিগের গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শকরাজগণের অভ্যুদয়ে সিন্ধুপ্রদেশের কতকাংশে শকশাসন বিস্তৃত হইয়াছিল। নানা স্থানের ধ্বস্ত নগর ও তাহার স্তূপ মধ্যে নিহিত মুদ্রা তাহার অন্যতম নিদর্শন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন, নোয়ার সিন্ধু ও হিন্দু নামে দুই পুত্র ছিল। ঐ সিন্ধু হইতেই সিন্ধু প্রদেশের নামকরণ হয়। সিন্ধু বংশধরগণ এখানে বহু বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৭১১ খৃষ্টাব্দে আরবগণ কর্ত্তৃক যখন সিন্ধুপ্রদেশ আক্রান্ত হয়, তখন সিন্ধুপ্রদেশের অরোর নামকস্থানে হিন্দুরাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত ছিল।

ঐ অরোর নগর বর্ত্তমান রোহড়ী নগরের সন্নিকটে সিন্ধুতীরে বিদ্যমান ছিল। অরোর নগরী নানা সৌধমালায় ও উপবন নিচয়ে শোভা সম্পাদন করিত। কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, ঐ হিন্দুরাজ্য কাশ্মীর ও কনোজ হইতে সুরাট ও ওমান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান আফগানরাজ্যের রাজধানী কান্দাহার ও সুলেমান শৈল প্রদেশও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া পরিগণিত। ঐ সুপ্রাচীন রাজবংশের পাঁচজন মাত্র রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উক্ত রাজবংশের শেষ রাজার কচ্ছনামে একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রভুর মৃত্যুর পর স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পর তদ্বংশীয় দুই জন মাত্র রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ডাহিরের রাজত্বকালে স্ত্রী ক্রীতদাসী ও অন্যান্য ভারতীয় পণ্যক্রয় করিবার জন্য খলিফা আবদুল মালিক কর্ত্তৃক কএকজন আরব দেশীয় বণিক্ এখানে প্রেরিত হয়। স্থানীয় দস্যুদল তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিহত করে। বণিক্‌দলের মধ্যে যে দুএক জন পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহারা গোপনে পলাইয়া খলিফার নিকট আপনাদের এই দুঃখ বার্ত্তা নিবেদন করিল। খলিফা ইস্‌লামধর্ম্মী, এই অবমাননায় অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইলেন। তিনি ভারতবাসী হিন্দু (কাফের) দিগকে ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাহার সেনাদল সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। খলিফা এই সূত্রে কাফেরদিগকে দমন করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন এই আশায় প্রণোদিত হইয়া বিপুল আয়োজনে প্রাণপাত করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র মহম্মদ কাসিম সকিফি সেই সেনাদল লইয়া সিন্ধুবিজয়ে বহির্গত হন, ৭১১ খৃঃ মহম্মদকাসিম সিরাজ নগর হইতে সদলে অগ্রসর হইয়া প্রথমেই দেবল বন্দর অবরোধ করেন। এই স্থানকে কেহ কেহ মনোরা বা ঠট্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতঃপর কাসিম নেরণকোট (নায়ারণকোট) অভিমুখে অগ্রসর হন। নেরণকোট পরে হায়দরাবাদ নামে খ্যাত হয়। এই নগর অবরোধের পর কাসিম সেহবান্ দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। এখান হইতে স্বীয় সেনাদল লইয়া কাসিম নেরণ কোটে প্রত্যাবৃত্ত হন। তখন সিন্ধুনদ নায়ারণকোটের পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। কাসিম সিন্ধু পার হইয়া ডাহিরের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাবল দুর্গাবরোধ কালে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা ডাহির রণক্ষেত্রে নিহত হন এবং তাঁহার পুত্রপরিবারবিজেতা কর্ত্তৃক বন্দীভাবে নীত হন। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কাসিম অরোর রাজধানী জয় করেন এবং তদনন্তর মুলতান জয় করিয়া বহু ধনরত্ন অধিকার করিয়াছিলেন। কাসিমের শেষ জীবন কিরূপ অতিবাহিত হইয়াছিল, আরবের ইতিহাসে বিবৃত।

মাকিদনবীর আলেকসান্দরের সিন্ধুবিজয়প্রসঙ্গে সিন্ধুপ্রদেশের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ৩২৫খৃঃ পূঃ আলেকসান্দর সসৈন্যে আসিয়া স্বীয় সেনাপতি পাদ্দিকাসের সহিত মিলিত হন। পাদ্দিকাস আরাস্তনৈ ও ওস্সাদিওই জাতিকে বশে আনয়ন করিয়া স্বনামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তর তিনি সোগদোই রাজধানীতে উপনীত হইয়া নৌ-নির্ম্মাণের জন্য কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর এখান হইতে তিনি মোসিকনোদিগের রাজধানীতে উপনীত হন। ঐ রাজধানী সম্ভবতঃ আলোরপুরী, ইহার পর তিনি সিন্ধুর পশ্চিমপারস্থ পার্ব্বত্যদেশবাসী অস্‌সিকানো ও সাম্বোজাতিকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদের রাজধানী সিন্দিমান (বর্ত্তমান সেহবান্) অধিকার করেন। এখান হইতে তিনি আরখোশীয় ও সরাঙ্গীয় জাতির বাসভূমির মধ্য দিয়া স্বীয় সেনাপতি ক্রাটেরশকে কর্ম্মানিয়া রাজ্যজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মকাল অতীত হইলে পার্দ্দিকাস স্বয়ং সিন্ধু বদ্বীপের উত্তর

কোণস্থ (হায়দরাবাদের পূর্ব্বে অবস্থিত) পাতালনগরে সমুপস্থিত হন। এখান হইতে তিনি কতক নৌ-বাহিনী সঙ্গে লইয়া এবং নিয়ারখুসের অধীনে অপরাংশ সমর্পণ করিয়া ও তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং আলেকসান্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পারস্যোপসাগরে উপনীত হন।

আলেকসান্দর সমুদ্রপথে পারস্য যাত্রাকালে আরাবিও [বর্ত্তমান নাম পুরালী] নদী উত্তরণপূর্ব্বক ওরিটে লুশবেলা-নামক জাতিদিগকে পরাভূত করেন। বন্য ওরিটেগণ এখানে মিসরের ভাবিরাজা টলেমীকে বিষাক্ত বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। দিওদোরস্ সিকুলাস বলেন এই ঘটনা সিন্ধুপ্রদেশের হার্ম্মোটেলিয়া নামক স্থানে ঘটে। অতঃপর গ্রীক্ নৌ-বাহিনী করাচীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে উপস্থিত হয়। ঐ স্থান আলেকসান্দরের "হাভেল"বন্দর বলিয়া উক্ত। এখানে উক্ত নৌবাহিনী ২৪ দিন অবরুদ্ধ ছিল।

১৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের সমকালে এখানে যে গ্রীক্‌শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা যবনরাজ প্রথম আপোলোদোতসের প্রচলিত মুদ্রা হইতে অবগত হওয়া যায়। শকরাজ তোরমানপুত্র মিহিরকুল সিন্ধুবিজয়ে সমাগত হইয়াছিলেন, মুজমলুৎ-তবারিখ নামক মুসলমান ইতিহাসে উক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। রাজ-তরঙ্গিণীতে উক্ত ঘটনা সিংহলবিজয় বলিয়া লিখিত।

স্থাধীশ্বর-পতি আদিত্যবর্দ্ধনের পুত্র প্রভাকরবর্দ্ধন অনুমান ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দু রাজবংশ

১ রায় দীবাইজ ৪৯৫খৃঃ; ইনি শাকলাধীশ্বর শককুলতিলক তোরমাণের সমসাময়িক।

২ রায় সিহরস—১এর পুত্র

৩ রায় সাহসী—২র পুত্র

৪ রায় সিংহরস ২য়—৩য়ের পুত্র; ইনি সম্ভবতঃ পারস্যপতি খস্রু নৌসির্ব্বানের (৫৩১-৫৭৯খৃঃ) হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।

৫ রায় সাহসী ২য়—ইনি ৬৩১ খৃষ্টাব্দে সীলাইজ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র চাচ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন।

ব্রাহ্মণ-রাজবংশ

৬ চাচ—৬৩ খৃঃ; ইনি স্বীয় প্রভু রায় ২য় সাহসীর রাজ-পুরাধ্যক্ষ ছিলেন। সিংহাসনাধিকারের অব্যবহিত পরেই ইনি চিতোর অথবা জয়পুরের রাণা মহরৎকে যুদ্ধে নিহত করেন। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে কীরমান রাজ্য জয় করিয়া ইনি তত্তদুর পর্য্যন্ত সিন্ধু-রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বর্ষে মুচীরাহ্ দেবল আক্রমণ করেন। চাচ ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৭ চন্দ্র—চাচের ভ্রাতা, ইনি ৮০ বৎসর রাজ্য-শাসন করেন।

৮ ডাহির—৬য় পুত্র, ইনি ৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কাসিম কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

খলিফাগণের অধিকারে এখানে যে সকল মুসলমান শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের নাম পাইবার উপায় নাই। ৮৭১ খৃষ্টাব্দে খলিফা মুতামিদ্ সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে য়াকুব্-ইবন্-লাইস্ শফারীকে নিযুক্ত করেন। ইনি স্বীয় ভুজবলে বুস্ত, জাবুলিস্থান, জমীন্-ই-দাবর, গজনী, তুখারিস্থান, বাল্‌খ, কাবুল, হিরাট, বদ্‌ঘাই, বুষঞ্জ, জাম, বাথ্‌রুজ, সিজিস্থান প্রভৃতি জনপদ অধিকার করেন। পশ্চিম এসিয়াখণ্ডের এই রাজ্যগুলি বিজয়-করণাভিপ্রায়ে ও তাহাতে শাসন-শৃঙ্খলাস্থাপনে তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিতে হয়; সুতরাং সিন্ধুপ্রদেশের উপর লক্ষ্য রাখিতে তিনি অবসর পান নাই। ঐ সময় হইতেই এখানে বিশৃঙ্খলা হইতেছিল। ৮৭৯ খৃষ্টাব্দে য়াকুব ইরাক্ জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে দেহত্যাগ করেন। তদনন্তর তাঁহার ভ্রাতা উমরু মুবফ্‌ফিকের পুত্র খলিফা মুতাজিদ কর্ত্তৃক খুরাসান, ফার্স, ইস্‌পাহান্ সিজিস্থান, কীরমান্ ও সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মনসুরও মূলতানে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন।

সুমরাবংশ

গজনীপতি মাহ্মুদের সিন্ধুবিজয়ের কিছু পরে মূলতানের শাসনকর্ত্তা ইবন্‌সুমরা ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুরাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন, ইনি গজনীপতিকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মীরমাসুম লিখিয়াছেন, সিন্ধুবাসীরা গজনীপতির অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা আবদুর রসীদের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার অধীনতা উন্মোচনপূর্ব্বক সুমরাকে আপনাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করে। পরে সুমরা বংশীয়গণ ভুজবলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছিলেন।

১ সুমরা—১০৫৩ খৃঃ অঃ।

২ ভুঙ্গর ১ম রাজ্যকাল ১৫ বৎসর। ১র পুত্র

৩ দুদা ১ম ১০৬৯ খৃঃ ২৪ বর্ষ। ২র পুত্র।

৪ সিঙ্ঘার	„	১৫ বৎসর।
৫ খফীফ্	„	৩৬ বৎসর।
৬ উমার	„	৪০ „
৭ দুদা ২য়	„	১৪ „
৮ ফতু	„	৩৩ „
৯ গেঁড়া ১ম,	„	১৬ „
১০ মহম্মদ তুর	„	১৫ „
১১ গেঁড়া ২য়,	„	১৪ „
১২ দুদা ৩য়,	„	২৪ „

১৩ তাজি ,, ২৮ ,,
১৪ ছনেসর ,, ১৮ ,,
১৫ ভুঙ্গর ২য় ,, ১৫ ,,
১৬ খফীফ্ ২য় ,, ১৮
১৭ দুদা ৪র্থ ,, ২৫ ,,
১৮ উমারসুমরা ,, ৩৫ ,,
১৯ ভুঙ্গর ৩য় ,, ১০ ,,
২০ হামীর, সম্মাজাতি কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট।

এই বংশের শাসনকালের মধ্যসময়ে সিন্ধুপ্রদেশে আরও কয়েকজন মুসলমান-শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নাসির্ উদ্দীন্ কবাছা ১২০৩ হইতে ১২২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; ঘোর ও গজনীর অধিপতি সৈফুদ্দীন অল্-হসন্ কার্লুখ্ ১২৩৯ খৃষ্টাব্দ এবং নাসির্ উদ্দীন্ মহম্মদ ইবন্-অল্-হসন ১২৩৯ হইতে ১২৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিন্ধু-শাসন করিয়াছিলেন।

সম্মাবংশ

সিন্ধুর সুমরা বংশীয় মুসলমান নরপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অরমীল রাজসিংহাসন অধিকার করেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্মাবংশীয় উনাড় রাজ্যাপহারী অরমীলকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। নবীন রাজার অত্যাচারে ও অসদ্ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া সম্মাবংশীয়গণ তাঁহাকে নিহত করেন। সম্মাবংশীয় ১৯জন রাজার নাম—

১ জাম উনাড়
২ জাম জুনা সম্মা,
৩ তমাছি—জাম উনাড়ের পুত্র (তারিখ-ই-মসুমী)
৪ মালিক খৈরুদ্দীন্—১৩৫১ খৃঃ মহম্মদ ইবন্ তোগলক যখন ঠট্ট আক্রমণ করেন, তখন ইনি সিন্ধুসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
৫ জাম বাবিনিয়া—৪র পুত্র
৬ জাম তমাছি ২য়—৫র ভ্রাতা
৭ জাম শালহ্ উদ্দীন্—
৮ জাম তমাছি ২য়—৫র ভ্রাতা ১৩৬১ খৃঃ
৯ জাম শালহ্ উদ্দীন্—১৩৮০ খৃঃ
১০ জাম নিজামুদ্দীন্—৯র পুত্র
১১ জাম আলী শের—৭ বৎসর রাজত্ব
১২ জাম করণ
১৩ জাম ফত্ খাঁ—১৩৯৭খৃঃ
১৪ জাম তোগলক—১৩র ভ্রাতা, ২৮ বর্ষ রাজত্ব
১৫ জাম সিকন্দর—১৪র পুত্র, দেড় বৎসর রাজত্ব।
১৬ জাম রায়ধন—কচ্ছপ্রদেশ হইতে সমাগত।
১৭ জাম সঞ্জর—৮ বৎসর রাজত্ব।
১৮ জাম নিজামউদ্দীন্—১৪৬১ খৃঃ, ইহার হিন্দু নাম নন্দ।

মূলতানের অধিপতি সুলতান হুসেন লঙ্গাহ্ (১৪৬৯ খৃঃ) ইহার সমসাময়িক ছিলেন। ইহার রাজত্বের শেষভাগে কান্দাহার-পতি শাহবেগ সিন্ধুবিজয়-বাসনায় সেনা প্রেরণ করেন; কিন্তু নন্দের সুকৌশলে তিনি পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন।
১৯শ জাম ফিরোজ—১৮র পুত্র, ১৫০৯ খৃঃ; ইঁহাকে পরাজিত করিয়া শাহবেগ অর্ঘুন সিন্ধু অধিকার করেন (১৫২০ খৃঃ)।

উপরি উক্ত রাজবংশীয়দিগের রাজত্বের সময় মুসলমান-ইতিহাসে নিরূপিত না থাকায় প্রকৃত বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল না।

মহম্মদ কাসিমের সিন্ধুবিজয় হইতে সম্ভবতঃ সিন্ধু প্রদেশে মুসলমানের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। কাসিম খলিফা সুলেমানের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন।

৭৩৮ খৃষ্টাব্দে হাকীম অল্ কলাবীর অধীনে অমরু ইবন্ মহম্মদ ইবন্ কাসিম সিন্ধুর শাসনকর্তা ছিলেন। ইনিই মন্সুরিয়া (মনসুরি) নগরের প্রতিষ্ঠাতা। অল্ মাসুদী বলেন, সিন্ধুর শেষ আমীর জামহুরের পুত্র মনসুর হইতে ইহার নামকরণ হয়। ৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম-চালুক্যরাজ জনাশ্রয় পুলকেশিবল্লভের রাজত্বকালে তাজিক (আরব) গণ সিন্ধু, কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র-প্রদেশ সমূলে উৎসাদিত করেন। খলিফা ২য় মারবান্ কর্তৃক ৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আবুল খত্তব, ৭৪৫ খৃষ্টাব্দে সুলেমান ইবন্ হাসম্ ৭৪৯ খৃঃ মনসুর ইবন্ জামহুর ও ৭৫০ খৃঃ অঃ আবদুর রহমন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

৭৫০ খৃষ্টাব্দে ওম্মিয়িদবংশীয় খলিফাগণের রাজ্যলোপ হয় এবং অব্বাস বংশীয়গণ সমগ্র মুসলমান-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। সিন্ধু-প্রদেশ তৎকালে উক্ত বংশের অধীন হইয়াছিল। মুসলমানদিগকে উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেখিয়া স্থানীয় হিন্দুরাজগণের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা ভারতে মুসলমানপ্রভাব খর্ব্ব করিবার মানসে আপনাদের বল বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হইলেন। এইরূপে উত্তর-ভারতসীমান্তে হিন্দুরাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে।

এই সময়ে ৭৭১ খৃঃ সিন্ধুরাজ কর্তৃক বোগদাদ নগরে খলিফা অল্ মনসুর-সকাশে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। অধিক সম্ভব, এই সময়ে ভারতবাসী কএকজন পণ্ডিত আরববাসীদিগকে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেন। রুহ্ ইবন্ হাতিম ঐ সময়ে সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা হাসম ইবন্ অমরু অল্ তঘলাবীর সেনাপতি অমরু ইবন্ জমাল সিন্ধুসৈন্য লইয়া বলভীরাজ ৬ষ্ঠ শিলাদিত্য ধ্রুবভটকে পরাস্ত করেন। ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে উমার ইবন্

হফ্‌স ইবন্ ওসমান এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। খলিফার আদেশে তিনি আফ্রিকায় স্থানান্তরিত হন।

৭৭৬ খৃষ্টাব্দে খলিফা অল্ মহদী সিন্ধুর হিন্দু রাজাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বীয় সেনাপতি আবদুল মালিক ইবন সিহাবুল্ মুসমাঈকে প্রেরণ করেন। বোগদাদসেনাপতি সদলে আসিয়া বড়দা (পোরবন্দর ?) অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাদলের কতক এখানে পীড়ায় মরিয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ পারস্যোপসাগরে জলমগ্ন হয়।

সুদূর প্রতীচ্য জগতের অধীশ্বর হইয়া খলিফাগণ প্রাচ্যভারতের উপর উপযুক্ত দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইলেন না। ভারতে মুসলমানশক্তি ক্রমশঃই হীনবল হইতে লাগিল। অবশেষে অনুমান ৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান-প্রভাব বিলুপ্ত হইল। ঐ সময়ে মুলতান ও মনসুর-জনপদে দুইটী প্রভূত শক্তিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজনের রাজ্য অরোর হইতে সপাথ সিন্ধু উপত্যকার সমগ্র উত্তরাংশ এবং অপরের রাজ্য অরোর নগর হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই শেষোক্ত দক্ষিণ সিন্ধুসাম্রাজ্য ইংরাজাধিকৃত সিন্ধুপ্রদেশের প্রায়ই অনুরূপ।

এই সিন্ধুরাজ্য তৎকালে শস্যপূর্ণ ছিল। অরোরনগরী নানা সৌধমালায় শোভিত হয় এবং নগরটী সুরক্ষিত করিবার মানসে উহার চারিদিকে দুই থাক প্রাচীর সহ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে এই নগরী মুলতান নগরীর সমতুল্য এবং সিন্ধুপ্রদেশের একটী প্রধান বাণিজ্য-ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

আরবদিগের অধিকারকালে আরবরাজগণ সিন্ধুপ্রদেশ হইতে অতি সামান্যই রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদের অধীনে দেশীয় সামন্তগণই দেশের প্রকৃত রাজা ছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই এতৎপ্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। আরবদেশীয় যোদ্ধৃগণ তৎকালে জায়গীর পাইয়া জমীদার হইয়াছিলেন এবং ইস্‌লামধর্ম্মের পবিত্র মসজিদ বা সমাধি মন্দির প্রভৃতির ব্যয়ভার বহনের জন্যও মুক্তহস্তে ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎকালে খোরাসান ও কাবুলীস্থান হইতে হাটাপথে এবং চীন, সিংহল ও মলবার প্রভৃতি স্থান হইতে জলপথে বৈদেশিক বণিক্‌গণ এখানে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আসিতেন। আরবগণ সিন্ধুদেশবাসী হিন্দুগণকে যথেচ্ছ ধর্ম্মাচরণ করিতে অধিকার দিয়াছিলেন।

১০১৯ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মাহ্মুদ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন সিন্ধুপ্রদেশ কাদির বিল্লাহ্ আবদুল অব্বাস আহ্মদ নামক এক মুসলমান শাসনকর্তার অধীন ছিল। ঐ মুসলমান শাসনকর্তা নামে মাত্র খলিফার অধীন ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই সিন্ধুরাজ্যেশ্বর বলিয়া ঘোষিত হন। মুলতান ও উচ্ছ-প্রদেশ বিজয়ের পর মাহ্মুদ স্বীয় উজীর আবদুর রজাইকে সিন্ধুবিজয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত উজীর ১০২৬ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করিয়া উহা গজনীপতি মাহ্মুদের রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

ইহার ছয়বর্ষ পরে ১০৩২ খৃষ্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্তা ইবন্ সুমার সিন্ধুপ্রদেশে সুম্রা রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তিনি প্রথমে গজনীপতিগণের অধীন সামন্তরূপে রাজ্যশাসন করিলেও প্রকৃতপক্ষে স্বহস্তে শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। অনুমান ১০৫১ খৃষ্টাব্দে সুম্রা-রাজগণ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হন এবং ভুজবলে আপনাদের রাজ্যসীমা নসরপুর পর্য্যন্ত বিস্তার করেন। উক্ত নসরপুরনগর বর্ত্তমান হালা হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

এই রাজবংশে রাজা খফীফ স্বীয় বীর্য্য ও ভুজবলে চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী রাজন্যগণকে স্তম্ভিত করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বলিয়া পরিচিত হন। তিনি ঠটনগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া বংশের সম্মান বৃদ্ধি করেন। তাঁহার বীর্য্য-প্রভাবে পশ্চিম সীমান্তস্থ বন্যজাতিসমূহ হতবীর্য্য হইয়াছিল। খফীফের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সুম্রা বংশের প্রতিপত্তির হ্রাস হইতে থাকে। পরবর্ত্তী রাজগণ বিলাসভোগে মত্ত হইয়া আপনাদের মহত্ব বিলুপ্ত করিয়া ফেলে। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরাজ উর্ব্বা মহলের রাজত্বকালে কচ্ছপ্রদেশ হইতে সমাগত ঔপনিবেশিক সম্মাজাতীয়েরা মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ঐ রাজাকে নিহত করে এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে আপনাদের মধ্য হইতে জাম উনার নামক এক ব্যক্তিকে সিন্ধুসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিল।

উক্ত সম্মাগণ হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ছিলেন। সিন্ধুতীরে সমানগরে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সেহ্‌বান নগরই প্রাচীন সমানগর। উক্ত সম্মাগণ প্রায়ই রাজধানীতে বাস করিতেন না। তাঁহারা ঠট্টের ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত মক্‌লিশৈলের পাদমূলস্থ সামুই নগরে অথবা ঠট্ট রাজধানীতে বাস করিতেন। অধিক সম্ভব, সম্মারাজগণ যাদববংশীয় রাজপুত ছিলেন এবং ১৩৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই।

জাম উনার সিন্ধু-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ৩৷০ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। তিনি সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ করতলগত করিতে পারেন নাই। কারণ তৎকালে তুরুষ্করাজের পক্ষে হকীমগণ ভক্কর ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় সম্মারাজ জুনা ভক্কর আক্রমণ করিলে হকীমগণ তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হন এবং তাঁহারা রাজধানী ও দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছে যাইয়া আশ্রয়লাভ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী তমাছির রাজত্ব-

কালে দিল্লীপতির সেনাদল সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ভক্কর অধিকার করে এবং জাম সবংশে ধৃত হইয়া বন্দীভাবে দিল্লীতে আনীত হন। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে ফিরোজশাহ তোগলক সিন্ধু আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিন্ধুপতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই অধীনতায় বাধ্য হইয়া পরে সম্মাবংশীয়েরা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই বংশে ১৫ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অর্ঘূণবংশীয় আফগানগণ মোগলসম্রাট্ চেঙ্গিজ্‌খাঁর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে শাহবেগ অর্ঘূণ কান্দাহার হইতে সদলে অবতীর্ণ হইয়া জাম ফিরোজ সম্মার রাজধানী ঠট্টনগরী লুণ্ঠন করেন এবং তৎপর বৎসর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে সিন্ধুপ্রদেশে অর্ঘূণবংশের শাসনকাল আরম্ভ হয়। জাম ফিরোজ শাহবেগের নিকট আপনার পরাভব স্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। ঐ বন্দোবস্ত পত্রানুসারে জামরাজগণ ঠট্ট হইতে সক্কর পর্য্যন্ত সিন্ধুপ্রদেশভাগ ভোগ করিতে পান এবং শাহবেগ লখির উত্তরদিগ্বর্ত্তী সিন্ধুপ্রদেশের রাজা হন। কিছু দিন পরে, জামরাজগণ পুনরায় উক্ত সন্ধিপত্র অস্বীকার করিয়া তদ্বিপরীতাচরণ করিতে থাকেন, তাহার ফলে উভয় পক্ষে সেহ্‌বানের নিকটস্থ তলতিনগরসান্নিধ্যে একটী যুদ্ধ হয়। উহাতে অর্ঘূণবংশীয়েরা প্রভূতবলে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং জামরাজগণ পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন। অতঃপর শাহ বেগ ভক্করদুর্গ জয় করেন এবং প্রাচীন অরোরদুর্গ হইতে ইষ্টকাদি আনাইয়া উহার প্রাচীরাদি পুনর্নির্ম্মাণ করান। ১৫২২ খৃঃঅঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে; মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি গুজরাত আক্রমণের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত যুদ্ধসজ্জাই বিফল হইয়া যায়। শাহ বেগ যে কেবল সাহসী ও বীর ছিলেন এরূপ নহে, তিনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন, ইস্‌লাম-ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি অনেক গ্রন্থের টীকা করিয়া যান।

তাঁহার বংশধর মীর্জা শাহ হুসেন জাম ফিরোজকে ঠট্ট হইতে কচ্ছপ্রদেশে তাড়াইয়া দেন। অনন্তর তাঁহারই উৎপীড়নে জাম ফিরোজ গুজরাটে পলায়ন করেন। এখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শাহ হুসেন এখন সিন্ধুপ্রদেশের একমাত্র রাজা হইলেন। আন্তর্জাতিক বিদ্রোহে সিন্ধুসীমান্তবাসী বিভিন্ন জাতি নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে উৎসন্ন প্রায় হইতেছে দেখিয়া তিনি প্রথমেই তাহাদের দণ্ডবিধান করিতে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অচিরেই তাহাদের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া সেই সেনাদল লইয়া মূলতান ও উচ্ছনগর এবং সেই সঙ্গে দিলাবরদুর্গ লুণ্ঠনপূর্ব্বক তথাকার যথা সর্ব্বস্ব সঙ্গে লইয়া আসেন।

শাহ হুসেনের রাজ্যকালে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে আফগান শের শাহের হস্তে মোগলসম্রাট্ হুমায়ুন পরাস্ত হন। ঐ সময়ে তিনি সিন্ধু-অভিমুখে পলায়মান হইয়া ভক্করদুর্গ অধিকারে চেষ্টা পান, কিন্তু তিনি এ উদ্যমেও ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন।

অতঃপর মোগলসম্রাট্ কিছুদিন যোধপুররাজ্যে বাস করেন। এখান হইতে তিনি ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে অমরকোট ঘুরিয়া পুনরায় সিন্ধুপ্রদেশে উপনীত হন এবং পুনরুদ্যমে সিন্ধুপ্রদেশ-বিজয়ে সেনা পরিচালনা করেন। দুঃখের বিষয়, এবারেও তাঁহার সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে শাহ হুসেন অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই অর্ঘূণবংশের রাজ্য লোপ হয়। শাহ হুসেন ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতঃপর এখানে তর্খানবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই রাজবংশ অধিকদিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারে নাই। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহ ঠট্টের শাসনকর্ত্তা মীর্জা জানি বেগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুরাজ্য দিল্লীর মুসলমানসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অকবর শাহের রাজ্যশাসনবিধিতে ইহা সুবা মুলতানের অন্তর্গত হইয়াছিল।

মোগলসম্রাট্‌গণ যখন আপনাদের শৌর্য্যবীর্য্য-প্রভাবে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন এবং যখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মোগলশাসনে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখন সিন্ধুপ্রদেশে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। নাদির শাহ কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশ মোগলসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর এখানে নূতন রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। ঐ সময়ে দাউদপুত্র নামে প্রখ্যাত মুসলমান তন্তুবায়জাতি দলবলে পুষ্ট হইয়া সাধারণে প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই তাঁতিগণ দাউদ-খাঁ নামক জনৈক মুসলমানের বংশধর। এই কারণে তাঁহারা সাধু ভাষায় দাউদপুত্র নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বস্ত্র-বয়নকার্য্যে কালাতিপাত করিলেও সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। খানপুর, তবাই ও সক্কর প্রদেশের নানা স্থানে দাউদপুত্রগণ বাস করিতেন। স্থানীয় মাহর নামক হিন্দু অধিবাসিবর্গের সহিত বিবাদবিসম্বাদে কাল কাটাইয়া অবশেষে দাউদপুত্রগণ উত্তর সিন্ধুপ্রদেশে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের রাজধানী সিকারপুরে নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। [সিকারপুর দেখ।]

সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দুর অধিকার বিলুপ্ত হইবার পর হইতে মোগলশাসনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ঠট্টনগর মুসলমানশাসনকর্ত্তৃগণের যুদ্ধকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল। নিকটবর্ত্তী রাজ্যবাসী ও সিন্ধুর বিভিন্ন স্থানের শাসকগণ ঠট্টের সমৃদ্ধি ও গৌরবে মুগ্ধ

হইয়া ঠট্ট আক্রমণ করিতেন। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর নিরন্তর এইরূপ যুদ্ধবিপ্লবের উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় মোগল-সাম্রাজ্যের সীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহে অস্থায়ী শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে সিন্ধুপ্রদেশে বংশানুক্রমিক রাজপ্রতিনিধি-স্থাপনের ব্যবস্থা তিরোহিত হয়। অস্থায়ী শাসনকর্তৃগণ পররাজ্যাপহরণে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না; এই কারণে তাঁহারা পরশ্রীকাতর হইয়াও যুদ্ধ করিতেন না।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে নিম্ন সিন্ধু-উপত্যকা প্রদেশে কলহোরাবংশের অভ্যুত্থান হয়। কলহোরাগণ ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা কম্বাঠানিবাসী মহম্মদ (১২০৪খৃঃ) হইতে আপনাদের বংশোৎপত্তি স্বীকার করেন এবং অনেকে বলিয়া থাকেন যে প্যায়গম্বর মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাস হইতে এই কলহোরাবংশের উৎপত্তি।

সিন্ধুপ্রদেশের চান্দুকানগরে একটী ফকিরসম্প্রদায় বাস করিতেন। ঐ সম্প্রদায়ের গুরু আদম শাহ ধর্ম্মাত্মা বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। অনেকেই তাঁহার সাধু চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতেই এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুলতানের মুসলমানশাসনকর্ত্তা উক্ত ফকিরসম্প্রদায়ের উত্তরোত্তর দলপুষ্টি দেখিয়া ভীত হইলেন। পাছে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া মুলতানে কোনরূপ অঘটন ঘটায় এই আশঙ্কায় তিনি উক্ত ফকির-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করেন। মুলতানসৈন্য গুরু আদম শাহকে ধৃত করিয়া নিহত করে এবং তাঁহার শিষ্য ফকিরদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

আদম শাহের শিষ্য ফকিরগণ পুর্ব্বাপর প্রায় শতাব্দকাল ব্যাপিয়া মোগল-শাসন-কর্তৃপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করেন। অবশেষে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে নাজির মহম্মদ কলহোরার অধীনে সমবেত হইয়া তাহারা সম্রাট্ সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং ঐ মুসলমানগণ তাঁহার অধীনে থাকিয়া একটী স্বতন্ত্র শাসনকেন্দ্র সংগঠন করেন।

১৭০১ খৃষ্টাব্দে য়ার মহম্মদ কলহোরা সিরাই বা তালপুরবাসী জাতিবিশেষের সহিত মিলিত হইয়া সিকারপুর আক্রমণপুর্ব্বক তন্নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর ইনি মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের নিকট হইতে খুদা য়ার খাঁ উপাধি ও দেরাজাত প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে য়ার মহম্মদ কণ্ডিয়ারো ও লার্খানাসহরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান জয় করেন।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে য়ার মহম্মদ কলহোরার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র নুর মহম্মদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই দাউদপুত্রদিগের অধিকৃত নহর উপবিভাগ কাড়িয়া লন। অল্প দিনের মধ্যেই সেহবান্ ও তদধীন দেশভাগ তাঁহার শাসনভুক্ত হয়। এই সময়ে তাঁহার রাজ্যসীমা মুলতান সীমান্ত হইতে ঠট্টপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কেবল ভক্করদুর্গ তৎকালে তাঁহার করায়ত্ত হয় নাই। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত দুর্গ কলহোরা-বংশের পদানত হয়।

একমাত্র ভক্করদুর্গ ব্যতীত রাজপুতনার মরুপ্রদেশ হইতে বলুচস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশভাগ নুর মহম্মদের শাসনাধীন হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যকালে সিন্ধুপ্রদেশের সর্ব্বশেষ মুসলমানরাজবংশের আদিপুরুষ তালপুরবাসী বলুচ জাতীয় মীর বহরাম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি কলহোরারাজ নুর মহম্মদের অধীনে সেনানায়ক ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যপতি নাদিরশাহ ভারতরাজধানী দিল্লী মহানগরী বিলুণ্ঠিত করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের দৃঢ়বন্ধনী শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। সিন্ধুনদের যে সকল পশ্চিম প্রদেশ অকবরশাহের যত্নে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, এতদিনের পর নাদির শাহ তাহা পারস্য রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপুরণস্বরূপ ঠট্ট ও সিকারপুর প্রদেশ নাদির শাহকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

দিল্লী রক্তস্রোতে ভাসাইয়া নাদির শাহ কাবুলে প্রত্যাবৃত্ত হন। অনন্তর তিনি দুর্বৃত্ত ও রাজদ্বেষী নুর মহম্মদের দণ্ডবিধান করিবার জন্য পুনরায় সিন্ধু ও পঞ্জাব আক্রমণের উদ্যোগ করেন। নাদির শাহের সিন্ধু আক্রমণের কারণ এই যে নুর মহম্মদ ঠট্টের সুবাদার সাদিক আলীকে ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে উক্ত প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন। তাঁহার এই অযথা উৎপীড়ন নাদির শাহের ভাল বোধ হয় না। তিনি নুর মহম্মদকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইতেছেন জানিয়া কলহোরারাজ অমরকোটে পলায়ন করিলেন। ইহাতেও তিনি আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া অতঃপর পারস্যপতিকে সিকারপুর ও শিবিপ্রদেশ উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিয়া আত্মসমর্পণ করেন। উক্ত দুইটী প্রদেশ পরে নাদির শাহ কর্ত্তৃক দাউদপুত্র ও আফগানদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। নাদিরশাহ নুর মহম্মদকে বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহাকে শাহ কুলী খাঁ উপাধি প্রদান করেন।

নাদির শাহের মৃত্যুর পর, ১৭৪৮ খৃঃ সিন্ধুপ্রদেশ আহ্মদশাহ দুরানীর অধীন হয়। দুরানী সর্দ্দার নুর মহম্মদকে শাহ নবাজ খাঁ উপাধি দিয়া অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব বাকী পড়ায় আহ্মদ শাহ সদলে সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হন।

তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়া নূর মহম্মদ জয়শালমীর অভিমুখে পলাইয়া যান এবং সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র মহম্মদ মুরাদ যাব খাঁ এই সময়ে কান্দাহারপতির মনস্তুষ্টি করিয়া স্বয়ং পিতৃসত্বে সত্ববান্ ও রাজ্যেশ্বর হন। ইনি মুরাদাবাদ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুবাসিগণ মোরাদের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তাহারা রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা গোলাম শাহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে। প্রায় দুই বৎসর কাল অন্তর্বিপ্লবে রাজ্যমধ্যে নানা গোলযোগ সংঘটিত হইলে নূতন রাজা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বীয় রাজপদ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে গোলাম শাহ কচ্ছ আক্রমণ করেন, ঝর্ণা নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রাম ঘটে। পর বৎসরে গোলাম শাহ পুনরায় নবোদ্যমে কচ্ছবিজয়ে গমন করিয়া সিন্ধুতীরস্থ বাস্তা ও লখপৎ বন্দর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে প্রাচীন নেরণকোট (নারায়ণকোট) নগরের উপর হায়দরাবাদ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এখানে রাজধানী স্থাপিত ছিল। গোলাম শাহের রাজ্যকালের প্রারম্ভে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ঠটনগরে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সরসরাজ খাঁ ইংরাজকুঠীর কার্য্যাধ্যক্ষগণের কার্য্যাবলী অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার নিষেধে অবশেষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজকোম্পানী ঐ কুঠী তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। ইহার অব্যবহিত পরে বলুচীরা রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে এবং তৎপরে প্রায় দুই বৎসরকাল সিন্ধুরাজ্যে অরাজকতা বিদ্যমান থাকে।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে গোলাম শাহের ভ্রাতা গোলাম নবি খাঁ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই সময় তালপুর সর্দার মীর বিজর বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধে কলহোরা-রাজ জীবনদান করিলে তদীয় ভ্রাতা আবদুল নবি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পাছে গৃহশত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হন, এই ভয়ে এবং আপনার রাজাসন অটল রাখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই আপনার আত্মীয়স্বজনকে শমনসদনে প্রেরণ করেন। অনন্তর তিনি তালপুরসর্দ্দার মীর বিজরকে স্বীয় মন্ত্রিত্ব দান করিয়া তুষ্ট করিয়াছিলেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার-রাজ বহুদিনের বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য একদল আফগান সৈন্য সিন্ধুআক্রমণে প্রেরণ করেন। তাহারা সিন্ধুর সমীপবর্ত্তী হইলে মীর বিজর সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া সিকারপুরে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মীর বিজরের অমিতবিক্রম ও অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া সিন্ধুপতি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মীর বিজর জীবিত থাকিলে কখনই তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবেনা মনে করিয়া তিনি গোপনে তাঁহার নিধন সাধন করিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ বিজরপুত্র আবদুল্লা খাঁর নিকট তালপুরে পৌছিল। তিনি রাজার প্রতি একবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িলেন, পিতৃশোকে পীড়িত হইয়া তিনি প্রকাশ্যভাবেই সেই কপটাচারী রাজাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল একদিন অকস্মাৎ রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজা বীরপুত্র আবদুল্লার বীরত্বের পরিচয় অবগত ছিলেন, তিনি ক্রুদ্ধ মন্ত্রিপুত্রের সহিত সমরে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবেন না ভাবিয়া খিলাত নগরে পলাইয়া গেলেন। এখান হইতে তিনি স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পান ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কএকবার বিশেষ উদ্যমে অগ্রসর হইয়াও তিনি ব্যর্থমনোরথ হন। অবশেষে কান্দাহার-রাজের সাহায্যে শেষ কলহোরাপতি আবদুল নবি স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সিন্ধুসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর দুর্ভাগ্যক্রমে ও গ্রহচক্রে আবদুল নবির হৃদয়ে স্বজাতিবিদ্বেষ জাগিয়াছিল এবং তাহারই ফলে বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত মন্ত্রী মীর বিজরের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। তালপুর সর্দ্দারের প্রাণবিয়োগে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহাদের হৃদয়নিহিত ক্রোধবহ্নি রাজার রাজ্যত্যাগেও উপশমিত হয় নাই। কান্দাহার-পতির অনুকম্পায় আবদুল নবি সিংহাসন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে করিতে লাগিলেন, যেন চারিদিক হইতেই অবিশ্বাস ছুরিকা তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিতেছে। তিনি কিছুতেই শান্তিভোগ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ নানা দুশ্চিন্তায় বিচলিত হইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত আবদুল্লা খাঁকেই বিদ্রোহি-দলপতি বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। অবিলম্বে তালপুরবংশধর আবদুল্লার বিরুদ্ধে গুপ্ত-হত্যাকারী নিযুক্ত হইল। দেখিতে দেখিতে কএক দিনের মধ্যে আবদুল্লা নিহত হইলেন।

আবদুল্লা খাঁর মৃত্যুতে উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার পরমাত্মীয় মীর ফতে আলী জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রমে ভীত হইয়া রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মীর ফতে আলী তখন তাঁহাকে ধৃত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কলহোরারাজ সিংহাসনলাভের আশায় পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মীর ফতে আলীর নিকট পুনরায় পরাজিত হইয়া যোধপুর রাজ্যে পলাইয়া যান। তাঁহার বংশধরগণ এখনও যোধপুরে উচ্চ সম্মানে ভূষিত আছেন। আবদুল নবি হইতেই সিন্ধুপ্রদেশে কলহোরাশাসন বিলুপ্ত হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মীর ফতে আলী সিন্ধুপ্রদেশের রায় বা রাজা-

রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই তালপুরবংশের প্রথম নরপতি। কান্দাহার-রাজ জমান শাহের নিকট হইতে তিনি যে ফর্ম্মাণ আনাইয়াছিলেন, তাহাতে রাজা তালপুর মীর বংশকেই সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন।

তালপুর মীরদিগের অধিকারে সিন্ধুপ্রদেশ বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাঁহারা স্ব স্ব জনপদে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিলেও মূলতঃ একবংশ সম্ভূত হওয়ায় "তালপুর মীর" বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত ছিলেন। ফতে আলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মীর সোহ্রাব খাঁ, স্বীয় অনুচরদল সঙ্গে লইয়া রোহড়ী নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। রোহড়ীর চতুঃসীমাবর্ত্তী প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। আবার তাঁহারই পুত্র মীর থারো খাঁ সদলে শাহবন্দরে যাইয়া বাস করেন। ইনিও মীর সোহ্রাবের ন্যায় হায়দরাবাদের মূলবংশের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া শাহবন্দরের সন্নিকটস্থ দেশভাগে স্বীয় শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন।

এইরূপে সিন্ধুপ্রদেশে তিনটী তালপুরবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। হায়দরাবাদ বা শাহদাদপুরবংশীয়গণ মধ্য-সিন্ধুপ্রদেশের রাজ্যেশ্বর ছিলেন। মীর থারোর সন্তানসন্ততিপরম্পরা মীরপুরে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করেন,ইহারা মীরপুর বা মণিকানিবংশ নামে পরিচিত। মীর সোহ্রাবের বংশধরগণ সেহরাবাণী নামে খ্যাত। ইহাদের রাজধানী খয়েরপুরে ছিল।

হায়দরাবাদ-মীর বংশের প্রতিষ্ঠাপক ফতে আলী রাজ্যবল বর্দ্ধিত করিবার মানসে আপনার কনিষ্ঠ গোলাম আলী, করম আলী ও মুরাদ আলী নামক ভ্রাতৃত্রয়কে রাজকার্য্য পরিদর্শনে নিযুক্ত করেন। ভ্রাতৃবর্গের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি খিলাতের শাসনকর্ত্তার অধিকৃত করাচীপ্রদেশ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জয় করিয়া লন। যোধপুররাজের নিকট হইতে অমরকোট উদ্ধারের বলবতী বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া ছিল; তিনি সেনাদল সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মীরগণ অমরকোট আপনাদের শাসনাধীন করিয়াছিলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফতে আলীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে শোভদার নামে এক পুত্র রাখিয়া যান। কিন্তু পুত্রের হস্তে রাজ্যভার না দিয়া তিনি ভ্রাতৃত্রয়কেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে গোলাম আলী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মসনদে উপবিষ্ট থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে তিনি গতাসু হইলে তাঁহার পুত্র মীরমহম্মদ রাজপদ প্রাপ্ত হন নাই। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় করম্ আলী ও মুরাদ আলী হায়দরাবাদের মীরবংশের নায়ক হন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে করম আলীর মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন. কিন্তু মুরাদ আলী নূরমহম্মদ ও নাসির খাঁ নামে দুই পুত্র রাখিয়া যান। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নূরমহম্মদ ও নাসির খাঁ আপনাদের জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা শোভদার ও মহম্মদের সহিত একযোগে নির্ব্বিরোধে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মীর নূর মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার শাহদাদ ও হুসেন আলী নামে দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদ্বয় তালপুর-রাজ্যের অধিকারী হন। ভ্রাতৃদ্বয় আপন পিতৃব্য নাসির খাঁর সহযোগে রাজকার্য্য চালাইতেন।

তালপুরমীরগণের শাসনকালে হায়দরাবাদ নগরী ও তাহার উপকণ্ঠস্থ খুদাবাদ নগর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। উক্ত মীরগণের বাসভবন ও তাঁহাদের সমাধিমন্দিরগুলি দেখিবার জিনিস। উক্ত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাগুলি স্থানীয় সমৃদ্ধির গৌরববর্দ্ধক সন্দেহ নাই।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সিন্ধুবাসীর প্রথম সংস্রব ঘটে, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজাজ্ঞায় ইংরাজ-কোম্পানী ঠট্টের কুঠী উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। তালপুর-মীরগণের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ পরিবর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজ কোম্পানী পুনরায় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে দূত (Commercial mission) প্রেরণ করেন। ঐ দূতগণের বাণিজ্যসম্বন্ধ-বর্দ্ধনপ্রস্তাব মীরগণের মনোমত হয় নাই সুতরাং এবারেও ইংরাজেরা সিন্ধুপ্রদেশে প্রবেশাধিকার পাইলেন না। তৎকালে ঠট্ট, শাহবন্দর ও করাচী নগরে কার্য্যপরিদর্শনার্থ সময়ে সময়ে ইংরাজের একজন এজেণ্ট বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে সিন্ধুবাসিগণের অশেষ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। অবশেষে মীরগণের আদেশে তাঁহাকে চিরদিনের মত সিন্ধুপ্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই অবমাননার কোনরূপ প্রতিশোধ লয়েন নাই, বরং উপেক্ষা করিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্ম্মাধ্যক্ষগণ মীরদিগের সহিত একটী বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে ফরাসীদিগকে সিন্ধুপ্রদেশে স্থান দিবেন না বলিয়াই মীরগণ স্বীকার করেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুবাসী অসভ্য খোসাজাতি কচ্ছপ্রদেশে লুটতরাজ আরম্ভ করে। তাহাদের এই উপদ্রব দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইবার আবশ্যক হয়। তদনুসারে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট (পরে সার আলেকসান্দর) বার্ণিশ সদলে প্রেরিত হন। মীরগণ প্রথমে তাঁহাকে নানা ছলনায় ও ভয় দেখাইয়া অগ্রসর হইতে দেন নাই। অবশেষে কোন কারণে বাধ্য হইয়া মীরগণ তাঁহাকে সিন্ধুনদ বাহিয়া উত্তর অভিমুখে যাইতে আদেশ প্রদান করেন। ইংরাজসেনাপতি ঐ সময়ে

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহকে দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরের প্রেরিত কতকগুলি উপহার সঙ্গে লইয়াছিলেন। তৎকালে সিন্ধুতীরবর্ত্তী দেশভাগ সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ইংরাজ সিন্ধুপ্রদেশের তত্ত্বানুসন্ধানোদ্দেশেই এই নৌ-যাত্রায় বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহারই দুইবর্ষ পরে কর্ণেল পটিঞ্জার বাণিজ্যবিস্তার ব্যপদেশে মীরদিগের সহিত একতা ও সন্ধিস্থাপন করিতে সমর্থ হন, উক্ত সন্ধিপত্রে লিখিত হয় যে, "ইংরাজ-বণিক্‌গণ পণ্যসংগ্রহপূর্ব্বক সিন্ধুপ্রদেশের নদীনালায় ও পথেঘাটে স্বেচ্ছায় গমনাগমন করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সিন্ধুর কোথাও বাস করিতে পারিবেন না।

হায়দরাবাদের মীরদিগের অভিমতে খয়েরপুরের মীরগণও উক্ত সন্ধির ব্যবস্থা সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা ইংরাজদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল পটিঞ্জার সিন্ধুর সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ ও বদ্বীপাংশ জরিপ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তখনও সিন্ধুরাজ্যে পণ্যপ্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় নাই।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে সিন্ধুনদ দিয়া সেনা প্রেরণ করিলে, সহজে ও সময় সংক্ষেপে তাহারা মূল-সেনাদলের সহিত মিলিতে পারিবে ভাবিয়া ইংরাজগণ সিন্ধুনদের উপর দিয়া সেনাচালনা করেন। উপরি বর্ণিত সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে নদীবক্ষে সেনাচালনা নিষিদ্ধ ছিল। ভারত-প্রতিনিধি লর্ড অকলাণ্ড এই বিপদের সময়ে হিতাহিত বিচারশূন্য হইয়া স্বার্থবশে চালিত হইলেন। তিনি সন্ধির সর্ত্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া নদীপথেই সেনা চালাইবার আদেশ করিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, এই ভয়ানক সময়ে যে সকল সর্দ্দার ইংরাজকে সাহায্য করিতে বিরত থাকিবে, তাহাদের অধিকৃত প্রদেশ ইংরাজগণ কাড়িয়া লইবেন।

উক্ত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে সার্ জন কীনের অধীনে ইংরাজসৈন্য সিন্ধুপ্রদেশে যাইয়া পড়িল, কিন্তু তিনি সেই সেনাবাহিনী লইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে অশক্ত হইলেন। কারণ মীরগণ তাঁহাদের রসদাদি ও শকটাদি সংগ্রহের পথে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিলেন। এইরূপ কষ্টে পড়িয়া জন কীন্ বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি হায়দরাবাদ আক্রমণের ভয় দেখাইলে তাঁহারা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হন। মীরদিগের মনে এইরূপ বৈরভাব আছে জানিয়া, ইংরাজগণ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে, সিন্ধুপ্রদেশে একদল সেনা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। ঐ সেনাদল কোথাও না যাইয়া সিন্ধুরাজ্যেই ছাউনী করিয়া থাকিবে এবং সিন্ধুবাসী কেহ ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর হইবে। ঐ রিজার্ভ সেনাদল সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলে, করাচীর নিকটস্থ মনোরাদুর্গবাসী বলুচসৈন্য তাহাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করে। তাহাতে ইংরাজগণ বাধ্য হইয়াই ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া লন।

অতঃপর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদের প্রধান মীরবংশ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ঐ সন্ধির সর্ত্তে তাঁহারা আফগানরাজ শাহ সুজাকে বাকী রাজস্ব বাবত মোট ২৩ লক্ষ টাকা দিয়া মুক্তি পান। এতদ্ভিন্ন সিন্ধুপ্রদেশে ৫ হাজার ইংরাজ-সৈন্যরক্ষার অধিকার দেওয়া হয় এবং ঐ সেনাদলের ব্যয়ভার কতকাংশে মীরগণ বহন করিতে স্বীকৃত হন। ঐ সঙ্গে সিন্ধুনদগামী পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাসকলের উপর "টোল" বা শুল্ক আদায় রহিত হয়। খয়েরপুরের মীরগণ ইংরাজের সহিত ঐরূপ মর্ম্মে সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেনাদলের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইংরাজগণ ঐ সন্ধির অস্তে ভক্করদুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

ইংরাজপ্রতিনিধিগণ সাম্যবিধানে অতি সাবধানে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সৌজন্যে দেশবাসী জনসাধারণ ও মীরগণ একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। দেশে অনতিকাল পরেই শান্তি বিরাজিত হইল। তাহারই ফলে সিন্ধুনদে ষ্টীম্ ফ্লোটিলা অবাধে চলিতে আরম্ভ করিল।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মীর নূর মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয় তালপুররাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সার্ চার্লস নেপিয়ার দক্ষিণ সিন্ধুপ্রদেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন এবং মীরগণ রাজকর না দেওয়ায় তাহাদিগকে করাচী, ঠট্ট, সক্কর, ভক্কর ও রোহড়ী নগর ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। মীরগণ কিছুতেই ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, বিনাযুদ্ধে মীরগণ ইংরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া নেপিয়র যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। বিষম গোলযোগ দেখিয়া মীরগণ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিলেন।

সিন্ধুরাজের বলুচ সেনাদল এরূপ ভাবে ইংরাজকরে স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না, তাহারা রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল। মেজর আউট্রাম রেসিডেন্সী রক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাবল না থাকায় নদীবক্ষস্থ বাষ্পীয় পোতারোহণ পূর্ব্বক নেপিয়রের সহিত মিলিত হইলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী নেপিয়ার সদলে অগ্রসর হইয়া মিয়ানীর নিকটে ফুলেলানদীতীরে বলুচদিগকে পরাজিত করিলেন। হায়দরাবাদ ও খয়েরপুরের মীরগণ আত্মসমর্পণ করিলেও বন্দীভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন।

হায়দরাবাদদুর্গ ও মীরদিগের রাজকোষ হস্তগত করিয়া নেপিয়ার পলায়িত শত্রুপক্ষের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। তখন প্রায় ২০ হাজার সৈন্য মীরপুরপতি শের মহম্মদের ছত্রতলে দাবো নামক স্থানে সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে। নেপিয়র ৫০০০ সেনা মাত্র লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন। সিন্ধু-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল। শের মহম্মদ মরুপ্রদেশের অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর নেপিয়ার মীরপুর, থাস ও অমরকোট জয় করেন। এতদিনে সিন্ধু বিজিত বলিয়া ঘোষিত এবং ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইল। [নেপিয়ার দেখ।]

পরাজিত মীরগণ ইংরাজকোম্পানীর পরামর্শে বোম্বাই, পুনা ও কলিকাতায় নজরবন্দীরূপে প্রেরিত হইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডেলহৌসী নিরীহ মীরদিগকে সিন্ধুপ্রদেশে প্রত্যাগত হইয়া হায়দরাবাদে বাস করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই মীরগণ বলুচ-জাতির স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় পূর্ণ। বলবীর্য্যে পুষ্ট হইলেও তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। তাঁহারা অর্থসঞ্চয় করিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু অর্থব্যয়ে স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতে কখনও চেষ্টাপর হন নাই।

সিন্ধুরাজ্য ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইবার পর, নেপিয়ার এখানকার প্রথম গবর্ণর হন। তাঁহার সময়ে, জায়গীর ভূমি ব্যতীত মীরগণ পৌনে চারি লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত বৃত্তি পাইয়াছিল। ১৮৫১ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় কমিসনর সর বার্টল ফ্রেরীর যত্নে এখানে রেলপথ বিস্তার, বন্দরাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। [খয়েরপুর, মীরপুর, হায়দরাবাদ, তালপুর প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজার আধিপত্যে এখানে বিভিন্ন জাতির বাস ঘটিয়াছে। সিন্ধি জাতি এখানকার আদিম অধিবাসী। ওম্মিয়দ খলিফাবংশের অধিকারে ইহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু মিথ্যাবাদী ও মদ্যপায়ী। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৩০০ স্বতন্ত্র থাক বা বংশ আছে, কিন্তু জাতিবিচার নাই। ইহাদের ভাষা এদেশীয়, সংস্কৃত মূলক। হিন্দু, মরাঠী, বঙ্গভাষা ও প্রাচীন প্রাকৃতের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাতে পাশ্চত্য ভাষার কোন সংমিশ্রণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। উত্তর ও দক্ষিণ সিন্ধু এবং থরপ্রদেশের সিন্ধী ভাষা পরস্পর সামান্য পৃথক্। ইহাদের ভাষার কোন মৌলিক গ্রন্থ নাই। আরবী ভাষা হইতে অনূদিত কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ ও জাতীয় সঙ্গীত তাহাদের সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে।

বৈদেশিকের মধ্যে সৈয়দ, আফগান, বলুচ ও কাফ্রি প্রভৃতি জাতি এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কলহোরা-রাজগণের ও তালপুর-মীরদিগের শাসনসময়ে ঐ সকল মুসলমান এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। আফ্রিকার জাঞ্জিবর ও আবিসিনীয়া বাসী কতকগুলি ক্রীতদাস মুসলমান-বণিক্‌দিগের দ্বারা এখানে আনীত হইয়াছে। ইংরাজাধিকারে উহারা স্বাধীনভাবে বিবাহাদি করিতে সমর্থ হইলেও, সর্ব্বতোভাবে আপনাদের পূর্ব্ব প্রভুবংশের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। এখানকার ব্রাহ্মণগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মুসলমান ও ইংরাজ আমলে কেরাণীবৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণগণ আমিল নামে একটী স্বতন্ত্র থাক ভুক্ত হইয়াছে। উহারা ব্রাহ্মণ হইলেও চালচলনে সর্ব্ব প্রকারে মুসলমানের অনুকরণ প্রিয়। অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে।

করাচী—এখানকার প্রধান বন্দর ও ইংরাজের রাজধানী। ইংরাজরাজ বহু অর্থব্যয়ে এখানকার বন্দর-বিভাগ সংগঠন করিয়াছেন। সিকারপুর—বোলানপাস নামক সঙ্কট দিয়া খোরাসানে বাণিজ্য চালাইবার পণ্যভাণ্ডার। হায়দরাবাদ—তালপুর-রাজগণের রাজধানী। এতদ্ভিন্ন এখানে আর ও কয়টী নগর আছে, যাহার প্রাচীন কীর্ত্তিমালা প্রত্নতত্ত্ববিদের আদরের সামগ্রী,—অলোর বা অরোর নগর—প্রাচীন হিন্দুরাজবংশের রাজধানী, ব্রাহ্মণাবাদ একটী প্রাচীন নগর, শাহদাদপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে একটী বিস্তৃত ধ্বংস স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহা বহু প্রাচীন। ভক্কর—সিন্ধুনদের মধ্যস্থিত একটী দ্বীপোপরি স্থাপিত নগর ও দুর্গ। খয়েরপুর—তন্নামকরাজ্যের রাজধানী। কোটরী—হায়দরাবাদের অপর পারে অবস্থিত। এখানে ইণ্ডাস-ভেলী রেলপথের ষ্টেসন আছে। লার্খানা—এখানে নানাপ্রকার দেশীয় দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা আছে। রোহড়ী, সেহ্‌বান, শাহবন্দর, সক্কর, ঠট্ট, যাকোবাবাদ, কন্ধার, গড়হী-যসিন্ ও মটারী এখানকার অপর প্রসিদ্ধ নগর। ঐ সকল স্থানে প্রত্নতত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট উপকার আছে।

মুসলমান অধিকারে এখানে সিয়া ও সুন্নীমত প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপূর্ব্বে যে এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহা ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। কিন্তু ঐ হিন্দুধর্ম্ম যে ক্রমে পাশ্চাত্য বৈদেশিকের সংমিশ্রণে মিশ্র ভাবাপন্ন হইয়া ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তখনও শক জাতির অভ্যুদয়ে এখানে তদ্ধর্ম্মাচারীর অনেক আচারব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয় এবং কালে তাহাও হিন্দুর ধর্ম্মাচারের সহিত মিশিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হয়। মুসলমানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এবং অত্যাচারে ও উৎপীড়নে এখানকার অধিবাসী মাত্রই ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ণমাত্রায় ইস্‌লামধর্ম্মাচার পালন করিতেছে, কেহ বা আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষাচরিত হিন্দুর ক্রিয়ানুষ্ঠান সমূলে বিসর্জ্জন না দিয়া অথবা সম্যক্‌রূপে

বিস্তৃত হইতে না পারিয়া একত্র উভয় প্রকার আচারই পালন করিতেছে।

৯৮৫ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ীরা ইরাক্ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন। হাসিক আবুল ফিদা অনুমান করেন, সম্ভবতঃ ৩২৬ হিজিরায় কর্ম্মতীয় মতাবলম্বীর অধঃপতন ঘটিতে থাকে। ৩৬০ ও ৩৬১ হিজিরায় মিশররাজ্যে কর্ম্মতীয়গণ দুইবার পরাজিত হন। তদনন্তর তাঁহারা আর পাশ্চাত্যজগতে দাঁড়াইবার স্থান পান নাই।

সিন্ধুপ্রসূত (ক্লী) সৈন্ধবলবণ, সিন্ধুজ। (সুশ্রুত)

সিন্ধুমথ্য (ত্রি) সিন্ধুমথনজাত অমৃত।

"অমৃতমমরবর্য্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যং॥" (ভাগবত ৮।১৩।৪৭)

'সিন্ধুমথ্যং সিন্ধোর্মথনেন জাতমমৃতং' (স্বামী)

সিন্ধুমন্থজ (ক্লী) সিন্ধুমন্থাজ্জায়তে ইতি জন-ড। সৈন্ধবলবণ। (ত্রি) সিন্ধুমন্থনজাত মাত্র, সমুদ্রমন্থনকালে যাহা উৎপন্ন হয়।

সিন্ধুমাতৃ (স্ত্রী) সিন্ধূনাং মাতা। জলসমূহের মাতৃস্বরূপা সরস্বতী। "সপ্তথী সিন্ধুমাতা" (ঋক্ ৭।৩৬।৬) 'সিন্ধূঃ মাতা অপাং মাতৃভূতা সরস্বতী।' (সায়ণ) (ত্রি) সিন্ধুঃ মাতা যস্য। সমুদ্রমাতৃক, সিন্ধু অর্থাৎ সমুদ্র যাহার মাতা। 'সিন্ধুমাতরা সমুদ্রমাতৃকৌ' (ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ১।৪৬।২)

সিন্ধুর (পুং) সিন্ধুং মদং রাতি দদাতীতি রা-ক। হস্তী। (হেম)

সিন্ধুরদ্বেষিন্ (পুং) সিন্ধুরং হস্তিনং দেষ্টীতি দ্বিষ-ণিনি। সিংহ।

সিন্ধুরাজ (পুং) সিন্ধূনাং রাজা। ১ নদীপতি সমুদ্র। ২ রাজভেদ। ৩ মুনিভেদ। (রামা)

সিন্ধুরাজ্ঞী (স্ত্রী) সিন্ধুরাজপত্নী।

সিন্ধুরাব (পুং) সিন্ধোঃ সমুদ্রস্য রাবঃ শব্দঃ। সমুদ্রশব্দ, সমুদ্রগর্জ্জন, সমুদ্রের ধ্বনি। ২ সিন্ধুবার।

সিন্ধুল (পুং) ধারাপতি ভোজের পিতা। [ভোজ দেখ।]

সিন্ধুলবণ (ক্লী) সিন্ধুজাতং লবণং। সৈন্ধবলবণ। (রত্নমালা)

সিন্ধুবার (পুং) সিন্ধুমপি বৃণোতি গচ্ছতীতি বৃ-অণ্। ১ হয়োত্তম। (ত্রিকা°) সিন্ধুং মদজলমপি বারয়তি তিরস্করোতি তিরস্করসেন বৃ-ণিচ্-অণ্। ২ সিন্ধুবার বৃক্ষ। (অমর)

[সিন্ধুবার শব্দ দেখ]

সিন্ধুবারক (পুং) সিন্ধুবার এব স্বার্থে কন্। সিন্ধুবার বৃক্ষ। (শব্দরত্না)

সিন্ধুবারিত (পুং) সিন্ধুর্দজলং বারিতো যেন। সিন্ধুবার বৃক্ষ।

সিন্ধুবাসিন্ (ত্রি) সিন্ধৌ সিন্ধুদেশে বসতীতি বস-ণিনি। সিন্ধুদেশে বাসকারী, যাহারা সিন্ধুপ্রদেশে বাস করে।

সিন্ধুবাসিনী (স্ত্রী) লক্ষ্মী।

সিন্ধুবাহন (ত্রি) নদীদিগের প্রবাহয়িতা।

"সিন্ধুবাহসা মাধ্বী মম" (ঋক্ ৫।৭৫।২) 'সিন্ধুবাহসা নদীনাং প্রবাহয়িতারৌ বৃষ্টিপ্রেরণেন' (সায়ণ) বৃষ্টি দ্বারা যিনি নদীসমূহের প্রবাহ বৃদ্ধি করেন। (পু) ২ মন্ত্রপতি, রাজভেদ।

সিন্ধুবীর্য্যা (পুং) রাজা মরুত্তের ভার্য্যা। ইহার কন্যার নাম বপুষ্মতী। (মার্কণ্ডেয়পু° ১৩১ অ°)

সিন্ধুবৃষ (স্ত্রী) বিষ্ণু। (হেম)

সিন্ধুবেষণ (পুং) গম্ভারী বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সিন্ধুশয়ন (পুং) সিন্ধুঃ ক্ষীরোদঃ শয়নং যস্য। বিষ্ণু। কল্পান্তকালে বিষ্ণু ক্ষীরোদসমুদ্রে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন।

সিন্ধুষামন্ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ১৬।৩১)

সিন্ধুষেণ (পুং) রাজভেদ। (মুদ্রারা°)

সিন্ধুসঙ্গম (পুং) সিন্ধূনাং সঙ্গমো যত্র। নদী, নদ ও সমুদ্রের পরস্পর মিলন। পর্য্যায়—সম্ভেদ। (অমর) ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "সিন্ধোর্নদ্যোঃ সঙ্গমো মেলকঃ সম্ভেদঃ, সম্ভিদন্তি মিলন্তি অস্মিন্নিতি সম্ভেদ-ঘঞ্, সিন্ধুশব্দেন নদীনদসমুদ্রশ্চোচ্যতে তেন নদ্যোর্নদয়োর্নদীসমুদ্রয়োশ্চ মেলকঃ সম্ভেদঃ ইতি বৈকুণ্ঠাদয়ঃ" (ভরত)

সিন্ধুসাগর (পুং) সিন্ধুর সাগরে সঙ্গমস্থান, সিন্ধুনদ যে স্থলে সাগরে মিলিত হইয়াছে।

সিন্ধুসূনু (পুং) সিন্ধোঃ সূনুঃ। সিন্ধুপুত্র।

সিন্ধুসৃত (ক্লী) সিন্ধু হইতে বহির্গত।

সিন্ধুসৌবীর (পুং) সিন্ধু ও সৌবীর দেশ। (বৃহৎসং ১০।৬)

সিন্ধুসৌবীরক (পুং) সিন্ধুসৌবীর এব স্বার্থে কন্। সিন্ধু ও সৌবীর দেশের লোক। (বৃহৎস° ৯।১৯)

সিন্ধূত্তম (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

সিন্ধূত্থ (ক্লী) সিন্ধূদ্ভব, সৈন্ধবলবণ। (ত্রি) ২ সমুদ্র হইতে উত্থিত বস্তুমাত্র।

সিন্ধূদ্ভব (ক্লী) সিন্ধোরুদ্ভবো যস্য। সৈন্ধবলবণ। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ সিন্ধু হইতে উৎপন্ন, সমুদ্রজাতমাত্র, যাহা সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

সিন্ধূপল (ক্লী) সিন্ধোঃ সমুদ্রস্য উপলমিব। সৈন্ধবলবণ।

সিপাহী (পারসী) সৈনিক, যোদ্ধৃপুরুষ, চলিত সিপাই।

সিপাহীগিরি (পারসী) সৈনিকদিগের কার্য্য, যোদ্ধৃপুরুষের কার্য্য, যুদ্ধ, লড়াই।

সিপাহীবিদ্রোহ—সিপাহীবিদ্রোহ বলিলে প্রধানতঃ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে যে লোমহর্ষণকাণ্ড সংঘটিত হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহাই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেও কয়েকবার ক্ষুদ্রবৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে ঐ যুদ্ধের একটু আভাষ দিয়া, সেই বৃহৎ ব্যাপারের অবতারণা করা যাইবে।

সর্ব্ব প্রথম, ১৭৬৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে পাটনায় ইংরাজ ও দেশীয় সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ঐ বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণা করিতে না করিতেই সেনাধ্যক্ষ মনরো বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাহা দমন করেন। এই সময়ে ২৪ জন বিদ্রোহীকে বন্দুকে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

বিশেষ লাভজনক 'ডবল ভাতার' প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার বিদ্রোহের সূচনা হয়। কিন্তু লর্ড ক্লাইবের যত্নে এই বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

সৈনিক বিভাগে যে সকল লাভজনক পদ ছিল, লর্ড কর্ণওয়ালিস সে গুলি উঠাইয়া দেন। এই কারণে ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার য়ুরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারিগণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সার্ জন্‌শোরের যত্নে এই বিদ্রোহ আপোশে মিটিয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মান্দ্রাজে ইংরাজ সৈনিকপুরুষেরা বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে, কতিপয় দেশীয় সেনার দলও তাহাদের পক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের নানারূপ কৌশলে অচিরেই ইহা প্রশমিত হয়।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে বেল্লূর দুর্গের দেশীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহারা উর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীদিগকে ও অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগকে বিনাশ করিয়া প্রথমে ব্যাপার বড় গুরুতর করিয়া তুলে। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যা সমাগত হইবার পূর্ব্বেই বীরবর কর্ণেল গীলেস্‌পি অশ্বারোহণে আর্কট হইতে ঘটনা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, ইহাতে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। টিপু সুলতানের পরিবার বেল্লূরে বাস করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহাদেরও হাত আছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত করেন।

ইহার পরে কয়েক বৎসর বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়। কিন্তু ১৮২৪ খৃঃ অব্দে আবার দেশীয় সেনাদের মধ্যে অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্রহ্মদেশে যাইবার আদেশ পাইয়া বারাকপুরস্থিত কয়েকটি দেশীয় সেনার দল ক্ষেপিয়া উঠে। কিন্তু কোনরূপ গুরুতর অত্যাচার করিবার পূর্ব্বেই, প্রধান সেনাপতির আদেশে তাহাদের মধ্যে ৪৪০ জনকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

তুমুল ঝড় বহিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন আপনার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া শান্ত ও নিস্তব্ধভাবে অভীষ্টকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন, ১৮২৪ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহের পরে সিপাহীরাও অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই ভাবেই ছিল, শেষে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহবিপ্লবে ইংরাজরাজের আসন সহিত সমগ্র ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সৈনিক-বিভাগে শাসন ও শৃঙ্খলার যথেষ্ট অভাব ছিল। শুধু দেশীয় নহে, ইংরাজ সৈন্যগণও মধ্যে মধ্যে এরূপ অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার ও দেখিয়া দূর করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রায় কোন কর্তৃপক্ষই প্রস্তুত ছিলেন না। অধিকাংশ কর্তৃপক্ষই মনে করিতেন, দেশীয় সৈন্য এরূপই হইয়া থাকে; স্বভাবতঃই তাহারা অবাধ্য ও অদম্য। খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহানল দমন করিয়াই তাঁহারা যথেষ্ট নিরাপদ হইয়াছেন, ভাবিতেন। দেশীয় সৈন্যদের অন্তঃস্থলে যে অশান্তির আগ্নেয় গিরি ধূমায়িত হইতেছিল, এই খণ্ড বিদ্রোহগুলি তাহার সাময়িক অকালবিকাশমাত্র, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারিতেন না এবং কি করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না।

এই সংক্রামক অশান্তি ও অসন্তোষের বীজাণু কেবল যে দেশীয় সেনাদের মনই কলুষিত করিতেছিল তাহা নহে, সাধারণ লোকের মনের উপরও ভীষণভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতেই ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহ এরূপ ব্যাপক ও এরূপ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল।

অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাব প্রকাশ্যভাবে বলিয়া বেড়াইতেছিলেন যে ইংরাজদিগের হস্তে তাঁহার পরিবার ও পরিজনবর্গের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সীমা নাই। সাধারণ লোকেরাও নানারূপ অভাব অভিযোগ, অত্যাচার অবিচারের কথা শতমুখে প্রচার করিতেছিল। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে সকল তালুকে কি তালুকান্তর্গত জমিতে বিধিসঙ্গত দাবী প্রমাণ করিতে পারিতেছিলেন না, সে সকল জমি হইতে তাঁহারা একে একে অপসৃত হইতেছিলেন। ন্যায়সঙ্গত দাবী না থাকিলেও, অনেক দিনের দখলীস্বত্ব বটে। ইংরাজের সভ্য শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষমতা নানা ভাবে খর্ব্ব হইতে লাগিল। দুর্ব্বল প্রতিবেশীর উপর পূর্ব্ববৎ আর নিরাপদে অত্যাচার করা চলে না, ইহাও তাঁহাদের ভাল লাগিল না। এদিকে এই সুনিয়মিত শাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে যাহারা মুখ্যতঃ উপকৃত হইতেছিল, তাহারাও বৃটীশ শাসনের পক্ষপাতী হইল না, ভাবিল, ইংরাজ বিষকুম্ভপয়োমুখ, কি জানি কি উদ্দেশ্যে এ সকল আপাতমধুর কাজ করিতেছেন। রাজার বা নবাবের উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারিবর্গের মনস্তুষ্টি করিয়া যাহারা জীবন ধারণ করিত, যে সকল বণিক্ ব্যাপারী দরবারী জীবনের পারিপাট্য ও বিলাসিতার উপকরণ যোগাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিল, আজ তাহাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া তাহারা অশান্ত ও মর্ম্ম-পীড়িত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক হইয়াছে পুরাতন রাজন্যবর্গের কর্ম্মচ্যুত ও বিত্রস্ত সৈনিকদল, তাহাদের শিক্ষা

নাই, সংযম নাই, ন্যায়ান্যায় বিচার নাই, অর্থ নাই কিন্তু অভাব আছে। ইহারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া সর্ব্বত্র অশান্তির বীজ বপন করিতেছে। অহিফেনের উপর অত্যধিক কর স্থাপিত হওয়াতে দরিদ্র অহিফেনসেবীরা ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর, যাহারা এত দিন পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া দুর্ব্বল প্রতিবেশীদিগকে নানা প্রকার ব্যস্ত করিয়াছে, বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহাদেরও অশান্তির পরিসীমা রহিল না।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, প্রকৃত কারণে বা অকারণে দেশের অধিকাংশ লোকই যখন ইংরাজ রাজপুরুষগণের উপর এইরূপ অসন্তুষ্ট ও হতশ্রদ্ধ, তখন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের যে সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ পরিণামদর্শিতার আবশ্যক, তাহার অনেকটা অভাব ছিল। ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে অনেকেই আত্মসমর্থনপ্রিয় ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের মনের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া যাহাতে প্রতিষ্ঠিত গবর্মেন্টের উপর তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মিতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যে অতি অল্প কয়েকজনই আপনাদিগের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। অযোধ্যার চিফ্ কমিসনার ম্যাক্‌শন্ ও আয়ব্যয় কমিসনার গবিন্স্ সাহেবদ্বয় ক্ষিপ্ত প্রজাবর্গের ও রাজানুগৃহীতদের অভাব অভিযোগ দূর করিতে যত্নবান্ না হইয়া স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ফলে দেশের অশান্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অবশেষে হেন্‌রি লরেন্স অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া চলিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, আর এক গুরুতর বিপদের কারণ সংঘটিত হইল। কিছু দিন যাবৎ জনৈক মুসলমান মৌলবী নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিধর্ম্মীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছিল, যখন সে ফৈজাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর উপেক্ষা করা চলে না ভাবিয়া তাহাকে ধরিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল। কখনও যে বৃটীশশাসনের ভিত্তি কম্পিত হইতে পারে, একথা কখনই ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের মনে হয় নাই। কিন্তু কতিপয় মাস পরে জানা গিয়াছিল যে অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা এই মৌলবিরও বড় কম নহে। ইংরাজের বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র মুসলমান লইয়া সে ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু তখনও শাসনপদ্ধতির যে কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, দেশীয়দিগের মনে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব উদ্রিক্ত করা, দেশীয় সৈন্যদিগকে ইংরাজশাসনের প্রতি আকৃষ্ট করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, একথা প্রায় কাহারও মনে হয় নাই। কাজেই অদৃশ্য অবস্থায় অশান্তি ও অসন্তোষের বীজাণু অধিকতর ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দেশীয় সৈন্যদের নানারূপ অভাব অভিযোগ ছিল। তাই মনে মনেই তাহারা বিদ্রোহভাব আলোচনা করিয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে আর তাহারা বিদ্রোহী ও বিপক্ষ না হইতে পাবে, সে জন্য কোন চেষ্টাই এপর্য্যন্ত করা হয় নাই। গোপনে গোপনে তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; অবাধ্য ও অদম্য দেশীয় সৈনিকেরা মধ্যে মধ্যে খণ্ড বিদ্রোহের সূচনা করিতে পারে, কিন্তু সে বিদ্রোহ যে ভারতময় ছড়াইয়া পড়িতে পারে, সে বিদ্রোহে যে সাধারণ লোকও যোগ দান করিতে পারে একথা কেহই মনে করেন নাই। কিন্তু সৈনিকেরা ইহা জানিত, তাহারা সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। পাইতেও বড় বেশি দেরী হইল না।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ব্রহ্মদেশে সৈন্যের অভিযান প্রেরণ করা আবশ্যক হইল, তাহাদিগকে সমুদ্র পার হইতে হইবে না, এই চুক্তিতে হিন্দুগণ সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিল। কাজেই গবর্ণর জেনারল চুক্তিভঙ্গ না করিয়া আর বাঙ্গালা দেশ হইতে ব্রাহ্মণসৈন্য পাঠাইতে পারেন না। তাই তিনি মান্দ্রাজের যে দেশীয় সৈন্যদল General Serviceএ ভর্ত্তি হইয়াছিল, যাহারা সর্ব্বত্র যাইতেই চুক্তি অনুসারে বাধ্য, তাহাদিগকে পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু তাহার সৈন্যগণ অসন্তুষ্ট হইবে ভাবিয়া মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ইহাতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ইহাতে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া গবর্ণর জেনারেল এক সাধারণ আদেশ (General order) জারি করিলেন যে, যে লোক যেখানে আবশ্যক সেখানে যাইতে স্বীকৃত হইবে না, তাহাকে সৈনিক বিভাগে লওয়া হইবে না। তিনি মনে করিলেন, এরূপ আদেশে জাতিনাশের আশঙ্কা উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু তিনি ভুল বুঝিলেন, যাহাদের উপর সেনাসংগ্রহের ভার ছিল, তাহারা বলিতে লাগিলেন, উচ্চ বংশের লোক এখন আর সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিতে রাজী হইতেছে না। পূর্ব্বনিযুক্ত সিপাহীরাও বলাবলি করিতে লাগিল, যে এই নিয়ম তাহাদের উপরেও বলবৎ হইবে। ইহার উপর আবার কৃপণজনোচিত মিতব্যয়িতা তাহাদিগকে আরও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। পূর্ব্বে সৈনিকদিগকে চিঠি-পত্রের জন্য ডাক মাশুল দিতে হইত না, শুধু অধ্যক্ষের নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ থাকিলেই হইত। এখন সেই নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হইল। আগে যেমন যে সকল সৈন্য বিদেশে প্রেরণের (foreign service) পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে কর্ম্মাক্ষমের (invalid) পেন্‌সন্ দিয়া বিদায় করা হইত, এখন আর তাহা করা হইবে না, প্রচার করা হইল। এই সকল সেনাদিগকে

এখন গবর্মেণ্টে সেনানিবাসে আসিয়া কাজ করিতে হইবে। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ যে বড় বেশী হইল, তাহা নহে, সৈন্যগণ খুবই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যে কোন মিথ্যা কথাও সত্য বলিয়া এখন সহজেই তাহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। সুবিধা বুঝিয়া দুষ্ট কুচক্রী লোকেরাও নানা ভাবে, অতি রঞ্জিত করিয়া সত্যে ও মিথ্যায় তাহাদের মন কলুষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জনরব উঠিল যে গবর্মেণ্ট ত্রিশ হাজার শিখসৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুনিবামাত্রই এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিল, আরও শুনিল এবং বিশ্বাস করিল যে, তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই মহারাণী ভিক্টোরিয়া লর্ড ক্যানিংকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদের সর্ব্বত্র গমন করিতে হইবে, এই সর্ত্তে সৈন্য সংগ্রহ করা হইতেছে। লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক মিশনারী সম্প্রদায়দিগের উৎসাহ ও সাহায্য দান দেখিয়া এবং দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য লেডি ক্যানিংএর উৎসাহ ও আগ্রহ চিন্তা করিয়া এই জনরবে তাহারা সহজেই আস্থা স্থাপন করিল। বাঙ্গালার অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ পাটনার মুসলমানগণ বিশেষরূপে বিচলিত হইয়া উঠিল। এই জনরব অমূলক, বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর এইরূপ ঘোষণাপত্র বাহির করিলেও সাধারণ লোকে তাহা বড় গ্রাহ্য করিল না, ভাবিল, ধর্ম্মচ্যুত করাই যাহাদের উদ্দেশ্য মিথ্যা আশ্বাসে আশ্বস্ত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের অনুকূলে আইন প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করিয়া লর্ড ক্যানিং এই ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়া তুলিলেন।

এইরূপ অবিশ্বাস আশঙ্কা ও উদ্বেগের ফল যে কেবল সিপাহীদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল, তাহা নহে। তাহাদিগের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। অযোধ্যার ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ সাধারণতঃই বৃটীশ শাসনের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিল। এইরূপ জনরবে তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ভাবিল, একবার তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট করিতে পারিলেই রাজ্যলোলুপ ইংরাজ তাহাদিগকে যথায় ইচ্ছা তথায় লইয়া যাইতে পারিবে। তাহারা সংকল্প করিল, যথাসাধ্য প্রতিকূলতা করিয়া এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবে, অপর স্ফুলিঙ্গও তাহাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, নামমাত্র বেতন পাইয়া এত দিন তাহারা ইংরাজের আনুগত্য করিয়াছে। এখন তাহাদের দিন আসিয়াছে। শীঘ্র হউক কি বিলম্বে হউক, তাহারা স্বধর্ম্মের সম্মান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে, গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিয়া অর্থশালী হইবে, রাজা হইয়া রাজকর আদায় করিবে, আর দুই দিনের শিশু ইংরাজকে ধরিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিবে। আবার সন্দিগ্ধদিগের সন্দেহ দূর করিবার ও বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার জন্য এ সময়ে এক হিন্দু-ভবিষ্যদ্বাণীরও অবতারণা করা হইল।—তাহার মর্ম্ম এই, পলাসীযুদ্ধের একশত বৎসর পরেই কোম্পানীর রাজত্ব লুট হইবে।

এই ভাবে সিপাহীদিগের মন ইংরাজরাজত্বের বিরুদ্ধে যথা অযথা কারণে বিচলিত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া রহিল। ইংরাজের শত্রুগণের প্ররোচনায় তাহাদিগের রচিত নানারূপ মিথ্যা সংবাদ ও জনরবে, সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেকেই বিশেষরূপে উত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। একটা বিরাট্ বিদ্রোহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সে সকলই করা হইয়াছে।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদমা নামক স্থানে একটি শস্ত্রাগার ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে এক দিন একজন লস্কর জনৈক হিন্দু সিপাহীকে বলিল "তোমার লোটাটা দাওনা ভাই, একটু জল খাইব।" হিন্দু সিপাহীর লোটায় মুসলমান লস্কর জল খাইবে! সিপাহী বলিল, "তোমার স্পর্শেও আমার লোটা অপবিত্র হইবে।" পূর্ব্ব শিক্ষা বশতঃই হউক কি স্বাভাবিক ক্রোধ বশতঃই হউক, লস্করও বলিল, যে জাতের অত বড়াই করিতেছে, সে জাত আর কয়দিন থাকিবে! এইত সরকার বাহাদুর গরুর ও শূয়ারের চর্ব্বি দিয়া টোটা তৈয়ারি করিতেছেন—দাঁতে কাটিয়া তবে বন্দুকে পরাইতে হইবে। তখন জাত থাকিবে কোথায়? সিপাহীদিগের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ও ব্রাহ্মণ। গরু কি শূয়ারের চর্ব্বি উভয়ই তাহাদের পক্ষে অস্পৃশ্য! মুসলমানের পক্ষেও শূয়ার হারাম। এ অবস্থায় এরূপ সংবাদ পাইয়া হিন্দুমুসলমান উভয় জাতীয় সিপাহীই একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। সরকার তাহাদের জাতিধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মনে এরূপ একটা সন্দেহ স্থান পাইয়াছিল। এখন তাহাদের উত্তেজিত কল্পনা কোম্পানীকে তাহাদের [illegible] ধর্ম্ম, সম্মান, সামাজিক প্রতিপত্তি যাহা লইয়া জীবনের সুখ, [illegible] স্বার্থকতা, সে সকলই বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নিজের [illegible] সাধনের সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত বলিয়া স্থির করিয়া [illegible] চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা ব্যবহার করিতে হইবে, এই চিন্তা [illegible] সিপাহীবিদ্রোহের ভীষণ আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চর্ব্বিমিশ্রিত টোটার কথাটা কি সম্পূর্ণই মিথ্যা? না, লস্কর ঠিকই ব[illegible]ছিল, তখন কি তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই চর্ব্বিমিশ্রিত টো[illegible] প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু দেশীয় সৈন্যদিগকে ইহা ব্যব[illegible]রিতে দেওয়া হইবে না প্রথমতঃ এরূপই স্থিরীকৃত হইয়াছি[illegible] কিন্তু শেষে যদিও ২।৩ বৎসর হইতে স্থানে স্থানে তাহারা [illegible]ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল, তথাপি জানিত না বলিয়া [illegible] কোন

উচ্চবাচ্য করে নাই। আজ লস্করের কথায় তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহারা বিদ্রোহী হইল।

টোটার সংবাদ পাইয়াই জাতিধর্ম্মনাশভয়ে ভীত ব্রাহ্মণ দৌড়াইয়া যাইয়া সকলকে সেই বার্ত্তা জানাইল। দাবাগ্নির মত মুহূর্ত্তের মধ্যেই কথাটা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইংরাজের শত্রুপক্ষীয়গণ আরও অতিরঞ্জিত করিয়া ইহা নানা স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিল। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও এই সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাবের কর্ম্মচারিগণও এই বিষয়ের অনুকূল ক্রিয়া করিতে ভুলিল না।

অবিলম্বেই দাউ দাউ করিয়া বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ২৮এ জানুয়ারি বারাকপুরে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হইল। দেশীয় সৈন্যগণ সরকারিগৃহে ও আপনাদিগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থানে রাত্রিযোগে অগ্নি প্রদান করিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, শেষে কলিকাতায় যাইয়া দুর্গ ও কোষাগার অধিকার করিয়া বসিবে। কিন্তু তখনও বিদ্রোহাগ্নি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয় নাই। যথাসময়ে যদি গবমেণ্ট চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা সম্বন্ধীয় এই ভীষণ কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ফল বোধ হয় এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইত না।

বিদ্রোহ-বহ্নি যখন জ্বলিয়া উঠিল, গবমেণ্ট তখন কলুষিত দলগুলিকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও স্থানান্তরিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বারাকপুরের দল বহরমপুরে প্রেরণ করিলেন। এখানে ১৯ নম্বরের দেশীয় পদাতিকের দল তিন সপ্তাহ পূর্ব্বেই উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু টোটা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহারা কথঞ্চিৎ শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছিল। বারাকপুরের দল আসিলে, আবার তাহাদের জাতিনাশের আশঙ্কা নূতন ভাবে নূতন তেজে জাগিয়া উঠিল। বন্দুকে Percussion Cap ব্যবহার করিতে তাহারা একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিল। তাহাদিগকে তখনই জবাব দেওয়া হইল; সতেজে, সদর্পে, সসরঞ্জাম তাহারা চুঁচুড়ার দিকে ধাবিত হইল। ইহার কিছু দিন পরে বারাকপুরস্থিত ৩৪ নং বাঙ্গালার দেশীয় সৈন্য দলের মধ্যে একটা ভীষণ উত্তেজনার স্রোত আসিয়া পড়িল। ২৯শে মার্চ্চ তারিখে মঙ্গল পাঁড়ে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্য বিদ্রোহে যোগদানার্থ তাহার সমব্যবসায়ীদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিল; বহু লোকের সমক্ষে দলের অধ্যক্ষকে বিনাশ করিল কিন্তু কেহই কোন উচ্চ বাচ্য করিল না। তখনও প্রকাশ্য ভাবে যোগদান না করিলেও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মনে মনে সকল দেশীয় সৈন্যই তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। মঙ্গল সিংহের ফাঁসি হইল; কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তা করে নাই বলিয়া আরও কয়েক জনের শাস্তি হইল। কিন্তু বিদ্রোহের শিখা ক্রমেই লেলিহান হইয়া উঠিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অপর প্রান্তে দেশীয় সেনাদলের মধ্যে জাতি ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা ভীষণ ভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রধান সেনাপতি যখন পরিদর্শন উপলক্ষে মার্চ্চ মাসে অম্বলায় উপস্থিত হন, তখন পরিষ্কাররূপে জানা গেল যে এদেশেও বিরক্তি ও অশান্তির জীবাণু আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। টোটা ব্যবহারে এখানকার সৈন্যগণও বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিল। যখন তাহাদের আপত্তি, মিথ্যা ও কুসংস্কারমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল, তখন প্রকৃতই অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইল, ১৭ই এপ্রিল তারিখে সরকারী গৃহসমূহ ও কতিপয় দিবস পরে আরও কয়েকখানা দেশীয় সেনাবাস ভস্মীভূত হইল।

এইরূপে বিদ্রোহের আগুন ক্রমেই প্রবলতর বেগে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার উপর আবার দুষ্ট কুচক্রী লোকেরা নানারূপ গুজব রটনা করিয়া সৈন্যদের মন আরও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। জনরব উঠিল যে হিন্দুর জাতিনাশ করিবার সংকল্প করিয়াই সরকার বাহাদুর ঐরূপ টোটা প্রয়োগ করিবার আয়োজন করিয়াছেন; তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা আবার গবাস্থিচূর্ণ আটা ও ময়দার সঙ্গে মিশাইবার ও ইঁদারার জলে ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন! জাতিধর্ম্ম আর রহিল না।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। হতবুদ্ধি ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ অবস্থা বুঝিতেছেন কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহাদের সমস্যা আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহারা দেখিলেন সমগ্র উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চাপাটি বিতরিত হইতেছে; বুঝিলেন ইহার অর্থ—সরকার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ আশঙ্কা উদ্রিক্ত করিয়া আপামরসর্ব্বসাধারণকে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রণোদিত করা। কিন্তু প্রতীকারের তাঁহারা কোনই উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে উত্তেজনার স্রোত যাইয়া দিল্লীর জনসঙ্ঘকেও নূতন আশার হিল্লোলে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। মোগলগৌরবের ধ্বংসবিশেষ গায় মাখিয়া তখনও বৃদ্ধ বাহাদুরশাহ ইংরাজের অনুগ্রহে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমগ্র দেশব্যাপী একটা বিপুল বিদ্রোহ শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিবে, আবার হয়ত দিল্লীর নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করা যাইবে, এই আশায় বাহাদুর শাহের অনুচর ও পার্শ্বচরগণ উৎফুল্ল

হইয়া উঠিলেন। রুসিয়া সম্রাট্ ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য সদলবলে শীঘ্রই ভারতবর্ষের দিকে ধাবিত হইবেন, এই আশার বাণীও চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া হইল। দিল্লীতে গুলি-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় অফুরন্ত একটা ভাণ্ডার ছিল। এই অস্ত্রাগার রাজপ্রাসাদেরই একপ্রকার অন্তর্ভুক্ত, অথচ যাহাতে ইহা শত্রুহস্তে পতিত না হয় তজ্জন্য গবর্মেণ্ট কোনই বন্দোবস্ত করেন নাই। এখন দিল্লীর সংবাদ পাইয়া তাঁহারা বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরও পাকিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক দিন হইতেই নানাসাহেব গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। এখন এই সুযোগ দেখিয়া তিনি বীঠুর, কাল্পি, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গকে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাপার বুঝিয়া অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা হেন্‌রি লরেন্স অযোধ্যাবাসীদিগকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কর্ম্মচ্যুত দেশীয় সৈন্যদিগকে আবার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, নবাব ও তাঁহার অধীনস্থদিগের পেন্সন দানের সুব্যবস্থা করিয়া, ও হৃতসম্পত্তি ভূস্বামীদিগের সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবার আশা ও আশ্বাস দান করিয়া, তিনি অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলেন।

কিন্তু গবর্মেণ্ট একটা গুরুতর ভুল করিয়া বসিলেন। প্রধান সেনাপতি, গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতি কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে তলে তলে ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে সকল সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, এতদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা তাহাদিগকে কোনই শাস্তি দেন নাই। যখন শাস্তি প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন, তখনও কোন কঠিন ব্যবস্থা করিলেন না—সুধু বিদ্রোহীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। তাহারা, যেন স্বাধীন হইয়াছে, এইরূপ ভাবে সগৌরবে সদর্পে চলিয়া গেল। যে সকল দেশীয় সৈন্য তখনও প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হয় নাই, তাহারা যখন দেখিল যে অপরাধীদের, ফাঁসী নহে, সুধু কর্ম্মচ্যুতিরূপ শাস্তি ঘটিয়াছে, তখন তাহারা মনে করিল, সরকার বাহাদুর ভয় পাইয়াছেন। সরকারের শাস্তির উপর আর তাহাদের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ভয় রহিল না।

ক্রমেই বিদ্রোহীদিগের সাহস বাড়িতে লাগিল। গুপ্ত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্ণৌয়ের ৪৮নং দেশীয় পদাতিক সৈন্যদলের মধ্যে প্রথমেই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ডাক্তারখানায় যাইয়া ডাক্তার ওয়েল্‌স্ ঔষধের একটা বোতল তুলিয়া লইয়া মুখে ঔষধ ঢালিলেন। হিন্দু রোগীরা শিহরিয়া উঠিল, তাহাদিগকে এইভাবে উচ্ছিষ্ট খাওয়ান হয়! চক্ষুর নিমিষে কথাটা সিপাহীদিগের কাণে গেল, আর জাতিনাশ হইতেছে বলিয়া একটা ভীষণ কোলাহল পড়িয়া গেল। তখনই আসিয়া কর্ণেল সাহেব তাহাদের সম্মুখে ঔষধের বোতলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, ডাক্তার ওয়েল্‌সকে ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশান্তির বিশেষ কোন নিবৃত্তি ঘটিল না। কতিপয় দিবস পরেই ওয়েল্‌সের বাংলা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সৈন্যদল অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তখনও প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল না। মে মাস আসিল, নবসংগৃহীত সৈন্যদিগকে টোটা ব্যবহার করিবার আদেশ দান করা হইল। তাহারা অস্বীকার করিল। পরবর্ত্তী দিবস সুধু তাহারা নহে, সমগ্র হিন্দুর দলই টোটা ব্যবহারে ভীষণ প্রতিবাদ করিতে লাগিল। লরেন্স প্রথমবার মিষ্ট কথায় তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। ৩রা মে, রবিবার দিবস, দেশীয় সৈন্যগণ যেন প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহিতা করিবে বলিয়া বোধ হইল। লরেন্স শুনিলেন, তাহারা কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি, যে কয়েকজন সৈন্য তখনও তাঁহার দিকে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া বিদ্রোহীদিগের দিকে ধাবমান হইলেন। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। অন্ধকারে শত্রুসংখ্যা ঠিক করিতে না পারিয়া বিদ্রোহীদল ভীতচকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সরিয়া পড়িতে লাগিল। যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, ১৪ই মে তারিখে, মিরাটে প্রকাশ্য বিদ্রোহের অভিনয় সংঘটিত হইল।

বিদ্রোহিগণ জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদী খালাস করিল, ছাউনীর মধ্য দিয়া প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, যেখানে য়ুরোপীয়দের পাইল, সেখানেই তাহাদিগকে কাটিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করিতে লাগিল। শেষে দিল্লীস্থিত দেশীয় সৈন্যবৃন্দকে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত করিবার জন্য দিল্লীর দিকে ধাবমান হইল। অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া ইংরাজকর্তৃপক্ষগণ দিল্লীরক্ষার কোনই বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। অনেকেই, স্ত্রীলোক, বালকবালিকা পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাইল। শেষে, আত্মরক্ষা ও দুর্গরক্ষা উভয়ই অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা শস্ত্রাগার কামান দাগিয়া উড়াইয়া দিয়া যথাসম্ভব সংগোপনে দিল্লীত্যাগ করিলেন। ক্রমে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সকলগুলি ছাউনীই বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যোগদান

করিল, ইংরাজগণ নানাস্থানে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইল। নানা স্থানেই বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু দিল্লীই তাহাদের প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্জাবে দেশীয় সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া, সার জন্ লরেন্স তাহাদিগকে অনেকটা শাসনে আনিতে সমর্থ হইলেন। এদিকে শিখ এবং আফগানসৈন্যগণও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করিল না।

অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ডের আপামরসর্ব্বসাধারণই যেন উন্মত্তভাবে বিদ্রোহের স্রোতে ঝম্প প্রদান করিল। বেরিলির নবাব এবং অযোধ্যার বেগমও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিলেন। সার্ কলিন ক্যাম্প্‌বেলকে তাহারা দুই দুই বার বিশেষরূপে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু দিল্লী, কাণপুর এবং লক্ষ্ণৌতেই বিদ্রোহের তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হইতেছিল। ৬ই জুন তারিখে কাণপুরের সৈন্যগণ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে। তাহারা পেশবা বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র ধন্দুপন্থ ডাকনাম নানা সাহেবকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিল। বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিষ্কৃতি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কাণপুরের য়ুরোপীয়গণ নানাসাহেবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কথা থাকে, তাহাদিগকে তিনি জলপথে নিরাপদে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে দিবেন। তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ইংরাজগণ স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে নৌকায় যাইয়া আরোহণ করিলেন, আর অমনি তীর হইতে বন্দুকের খেলা চলিতে লাগিল। নিরপরাধ হতভাগ্যদের রক্তে নদীর জল লাল হইয়া উঠিল—একটিমাত্র নৌকার কয়েকজন মাঝি ব্যতীত এই ভীষণ কাপুরুষোচিত আক্রমণ হইতে কেহই রক্ষা পাইল না। এই ভীষণ বার্ত্তা পাইয়া, এখনও যাহারা কাণপুরে নানা সাহেবের হস্তে বন্দী রহিয়াছে, তাহাদিগের লোমহর্ষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া সমগ্র ইংরাজসমাজ ভয়ানক বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ১৫ই জুলাই তারিখে জেনারেল হ্যাভ্‌লক্ আসিয়া কাণপুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন নিরুপায় দেখিয়া, নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন নানা সাহেব ১২৫ জন স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাকে পশুর মত হত্যা করিলেন।

দিল্লীই বিদ্রোহিগণের প্রধান আড্ডা। দিল্লী হস্তগত করিতে না পারিলে শীঘ্র বিদ্রোহদমনের সম্ভাবনা নাই। ৩১শে মে তারিখে জেনারেল বার্ণার্ড দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ব্রিগেডিয়ার উইল্‌সনের অধীনেও মিরাট্ হইতে একদল ইংরাজসৈন্য প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হইল। গাজিউদ্দিন নগর হইতে মাইলখানেক দূরে হিন্দান্ নদী প্রবাহিত। বিদ্রোহীরা আসিয়া এই নদীর অপর পারে আক্রমণকারিগণকে প্রতিহত করিবার জন্য ঠিক হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইংরাজদিগকে দেখিয়াই তাহারা কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। ইংরাজসৈন্যগণও অবিলম্বেই প্রত্যাহ্বান করিল। ইতিমধ্যে কর্ণেল ম্যাকেঞ্জি এবং মেজর টুম্‌ও আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন বিদ্রোহীরা দেখিল যে আর জয় লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা হটিতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজসৈন্যের বিপুল বিক্রমে শীঘ্রই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

শ্রান্তক্লান্ত ও আহত ইংরাজসৈন্যগণ বিজয়লব্ধ ভূমিতে নিশি যাপন করিলেন। এদিকে পলাতক বিদ্রোহিগণ দিল্লীতে পৌঁছিলে, পরাজয়ের জন্য ধিক্কার দিয়া, দলবৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে আবার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইল। আবার আসিয়া নদীর অপর পার হইতে তাহারা ইংরাজসৈন্যের প্রতি গুলিগোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। এবারও ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদের উপর তেমনই অপ্রসন্ন রহিলেন। অনেক হতাহত ফেলিয়া বিদ্রোহিগণ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ৫ই জুন তারিখে বার্ণার্ড আসিয়া উইল্‌সনের বিজয়ী সৈন্যের সঙ্গে যোগদান করিলেন। শেষে সকলে মিলিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদল দিল্লীর উত্তরপশ্চিম কোণে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী বাদ্‌লীকা সরাই নামক স্থানে সুরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ৮ই জুন তারিখে ইংরাজসৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অনেক রক্তপাত করিয়া, অনেক জীবন বিনষ্ট করিয়া বিদ্রোহীরা আক্রমণকারীদিগের শক্তি পরীক্ষা করিল—কিন্তু শেষে আর তাহারা শত্রুর গোলাগুলির সম্মুখে মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিল না; যে যে পথ পাইল, সে সেই পথ দিয়াই দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হইল।

অতিমাত্র শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, শত্রুকে নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিবার মত সময় ও সুযোগ দান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বার্ণার্ড তখনই দুই পথে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবিলম্বে দুই পক্ষে ভীষণ অগ্নির খেলা চলিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত ষোল ঘণ্টা হাটিয়া ও যুদ্ধ করিয়া বেলা পাঁচটার সময় ইংরাজসৈন্য অমিতবল শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বিজয়োল্লাস করিয়া উঠিলেন। সংখ্যায় অগণিত হইলেও বিদ্রোহীরা আপনার স্থান রক্ষা করিতে পারিল না—পলাইয়া যাইয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইল।

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই। সমস্ত

দিনের অমানুষিক পরিশ্রম, অনাহার ও অবিশ্রামের পরে ইংরাজসৈন্য দিল্লীর তোরণসম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া এক রাত্রির মত বিশ্রাম করিতে প্রস্তুত হইল। তাহাদের মন আজ অনেক পরিমাণে শান্ত ও আশ্বস্ত—বিশ্বাস আছে, অবিলম্বেই তাহারা প্রাচীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পাইবে।

এদিকে, মিরাটে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াই উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের শাসনকর্তা মিঃ কল্‌ভিন্ আগ্রাবাসী ইংরাজদিগকে লইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এক সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সকলে যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইবেন, কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহীদিগের সাহস আরও বাড়িয়া যাইবে মনে করিয়া অনেকেই এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর অনেক মিষ্ট কথায় দেশীয় সৈন্যগণকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, শুধু যে কয়েকজন ইংরাজ আছেন, তাঁহাদের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া সিন্ধিয়া, হোল্‌কার এবং ভরতপুরের রাজার নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। সাহায্য প্রার্থনা করা হইল—তাঁহারাও আনন্দচিত্তে সহায় হইলেন। আগ্রার সম্বন্ধে কল্‌ভিন্ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু শীঘ্রই আলিগড়ের বিদ্রোহসংবাদ আসিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। এখানকার দেশীয় সৈন্যগণ অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়া আসিতেছিল, এমন কি জনৈক ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে বিদ্রোহে লিপ্ত হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিল বলিয়া তাহারা তাহাকে ধরাইয়াও দিল। কিন্তু বিচারান্তে যখন ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইল, তখন তাঁহার কম্পিতদেহের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া জনৈক সিপাহী চীৎকার করিয়া উঠিল "ঐ দেখ, আমাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্যই আজ ব্রাহ্মণের প্রাণ গেল!" অমনি তাহাদের রুদ্ধ রোষ ও ঘৃণা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কর্ত্তৃপক্ষদিগকে তাহারা প্রাণে মারিল না সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, আপনারা বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য সদর্পে দিল্লীর অভিমুখে রওনা হইল। এইভাবে শুধু যে আলিগড়ই কর্ত্তৃপক্ষের হস্তচ্যুত হইল, তাহা নহে; মিরাট্ ও আগ্রার মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদানের পথও বন্ধ হইল এবং ইহাদের দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইয়া ক্রমে এতাবা, বুলন্দসহর এবং মৈনপুরীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আগ্রায় একটা ভীষণ আতঙ্কের প্রবাহ বহিল—গাড়ী-গাড়ী স্ত্রীলোক, বালকবালিকা আস্‌বাব-পত্র আসিয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে লাগিল; নিরস্ত্র ভীত দেশীয় অধিবাসিবৃন্দ যাইয়া যেখানে পারিল, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যেক ইংরাজ রিভল্‌বার ও তলোয়ার হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৩০শে মে তারিখে মথুরার দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তাহাদের দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইয়া ভরতপুরের রাজা যে দল পাঠাইয়াছিলেন এবং যাহাদের উপর এতটা আস্থা স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিয়া কর্ম্মচারিদিগকে তাড়াইয়া দিল। চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখিয়া আগ্রার দেশীয় সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা হইল—আবার আগ্রাবাসীরা হাঁফ্ ছাড়িলেন।—কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। অচিরেই রোহিলখণ্ড হইতে ভীষণ সংবাদ আসিল, মথুরার বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াও শাজাহানপুরের সিপাহীগণ কয়েকদিন পর্য্যন্ত বেশ শান্তশিষ্টই ছিল; কিন্তু শেষে যেন আর তাহাদের সহ্য হইল না; ৩১শে তারিখে তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিল। কয়েকজন ইংরাজ বিদ্রোহীদিগের হাতে প্রাণ হারাইল—আর কয়েকজন কোন প্রকারে পলাইয়া যাইয়া অযোধ্যাপ্রদেশের পোবাইন্ রাজার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিল। রাজা সে আশ্রয় দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। তখন আশায় বুক বাঁধিয়া, পূর্ণ একটি দিন ও একটি রাত্রি নানা দুঃখকষ্ট সহিয়া, তাহারা অযোধ্যার মোহাম্মদি নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে দ্বিতীয় একদল ইংরাজের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তখন উভয় দল একত্র হইয়া আরঙ্গাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ৫ই জুন তারিখে, যখন তাহারা আরঙ্গাবাদ হইতে মাত্র অর্দ্ধ মাইল দূরে, তখন পশ্চাদ্ধাবনকারী সিপাহীরা আসিয়া তাহাদের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। উপায় নাই দেখিয়া সকলে (দলে স্ত্রীলোক ও বালকের সংখ্যাই অনেক ছিল) মিলিয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় আততায়ীরা আসিয়া তাহাদের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিল।

এদিকে রোহিলখণ্ডের রাজধানী বেরিলি লইয়া সরকার বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এখানে কমিশনারের বাসস্থান এবং তিন দল দেশীয় সৈন্যও বাস করিয়া থাকে। দমদমের সেই লস্করের কথা শুনিয়া প্রথমতঃ এখানেও বেশ একটু উত্তেজনার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শেষে যেন সে ভাবটা অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হইয়া আসিল। ২৯শে মে পর্য্যন্ত বেশ কাটিল। কিন্তু সেই দিন শুনা গেল, যে সেই দিনই দেশীয় পদাতিকের দুইটি দলই অস্ত্রধারণ করিবে। বাকী দলটি অশ্বারোহী। কিন্তু সে দিন কিছুই হইল না। ৩১শে মে তারিখে সংবাদ পাওয়া গেল যে অবিলম্বেই পদাতিকের দল বিদ্রোহী হইবে। অশ্বারোহিদলের নেতা, কাপ্তেন ম্যাকেঞ্জি প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিলেন, অমনি সংবাদ আসিল, বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার অশ্বারোহীদের উপর তাঁহার বড়

ভরসা ছিল, কিন্তু যাইয়া দেখিলেন, তাহারাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছে। অনেক বুঝাইলেন, প্রথমতঃ তাহারা ইতস্ততঃ করিল, শেষে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন নিরুপায় কাপ্তেন যে ২৩জন সিপাহী এখনও বিশ্বাস রক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে লইয়া নৈনিতালের দিকে প্রস্থান করিলেন। হতাবশিষ্ট য়ুরোপীয়েরা ইতিপূর্ব্বেই সেইদিকে ছুটিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বেরিলিতে খান্ বাহাদুর খান্ নামক জনৈক গভর্মেণ্টের পেন্সনভোগী মুসলমান আপনাকে রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং যে সকল য়ুরোপীয়-দিগকে হাতে পায়, তাহাদিগকে পশুর মত হত্যা করেন।

পরবর্ত্তী দিবস, ১লা জুন তারিখে, বুদাওনের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ উইলিয়াম্ এড্ওয়ার্ডস্ সেখানে সম্পূর্ণ একাকী ছিলেন, অন্য কোন য়ুরোপীয়ই সেখানে ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি অকুতোভয়ে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টিত হইয়া তিনি আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

এতদিন পর্য্যন্ত মুরাদাবাদে অনেক শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। জজ্ উইল্সনের চরিত্রের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া দেশীয় সৈন্যগণ শুধু যে নীরবে বসিয়াছিল তাহা নহে, তিন তিন বার তাহারা বহির্বিদ্রোহীদের আক্রমণ হইতে মুরাদাবাদ রক্ষাও করিয়াছে। কিন্তু শেষে আর সংক্রামক ব্যাধি হইতে তাহারাও নিষ্কৃতি পাইলনা। বেরিলির সংবাদ পাইয়া তাহারা বিশেষ রূপেই বিচলিত হইয়া উঠিল, এবং ৩রা জুন তারিখে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া দাঁড়াইল। সহরময় লুটতরাজ পড়িয়া গেল, ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ প্রাণ লইয়া পলাইলেন।

মুরাদাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রোহিলখণ্ডের ইংরাজ-শাসন বিলুপ্ত হইল। খান্ বাহাদুর আপনাকে রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ঘোষিত করিলেও, সকলে তাহার শাসন মানিল না। চতুর্দ্দিকে ভীষণ অরাজকতার মহামারী চলিতে লাগিল। মুসলমানদিগের হস্তে হিন্দুদিগের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে একটা ভীষণ হাহাকার পড়িয়া গেল।

ফরক্কাবাদে ১০ নং দেশীয় পদাতিকের দল প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশেষ রাজভক্ত না হইলেও তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত বাধ্য ও বশীভূত রহিল। ১৬ই জুন তারিখে তাহারা অধিনায়ককে জানাইল যে সীতাপুরের বিদ্রোহীদল তাহাদিগকে আপনাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছে—কিন্তু তাহারা বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান না করিয়া কোম্পানীর জন্যই লড়াই করিবে। কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই তাহারা অধ্যক্ষকে জানাইল যে আর তাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পারিবে না, এবং তাঁহাকে যাইয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিল। কর্ণেল স্মিথ তাহাদের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার সঙ্গে প্রায় সত্তর জন যুদ্ধাক্ষম ইংরাজ ছিলেন; ইহার উপর আবার অস্ত্রশস্ত্রেরও শোচনীয় রূপে অভাব ছিল। তথাপি তাঁহারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিভাগ লইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনাদিগের মধ্যে মারামারি কাটা কাটি করিয়া, অবশেষে ২৭এ জুন তারিখে বিদ্রোহিদল দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। চারি দিন পর্য্যন্ত তাহাদের গুলিগোলাবর্ষণে দুর্গবাসীদিগের বিশেষ কোনই অনিষ্ট হইল না। পঞ্চম দিবসে তাহারা নূতন প্রণালীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এবার দুর্গবাসীদিগের অনেকেই হতাহত হইতে লাগিল। এই ভাবে আরও কয়েক দিন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে যখন কর্ণেল স্মিথ্ বুঝিলেন যে তাঁহার জনবল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, রসদাদিরও অপ্রতুলতা ঘটিয়াছে, তখন তিনি দুর্গ হইতে পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

দুর্গপ্রাকারের নিম্ন দেশে তিন খানা নৌকা বাঁধা ছিল। ৩রা জুলাই রাত্রিযোগে দুর্গবাসিগণ যাইয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নৌকায় অবতরণ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, উষার মলিন আলোকে ইংরাজশোণিতলোলুপ সিপাহীরা দেখিতে পাইল, তাহাদের শিকার পলাইয়া যাইতেছে। 'মার্ মার্' রবে তাহারা পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। হঠাৎ একটা নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেল। ইহার লোকদিগকে অন্য নৌকায় স্থানান্তরিত করিতে যে সময় লাগিল, তাহাতে সিপাহিগণ আসিয়া পড়িয়া অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি অন্য দুই খানা নৌকা ছুটিয়া চলিয়া সংগ্রামপুর পর্য্যন্ত যাইয়া পৌছিল।

এখানেও আবার অন্য এক খানা নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেল; চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসিবৃন্দ আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। নৌকায় কয়েকজন সাহসী ইংরাজপুরুষ ছিলেন; তীরে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহারা আক্রমণকারীদিগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নৌকা খানা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা হতাশ হইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন, এমন সময়ে দুই নৌকা বোঝাই সিপাহীর দল আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। আর উপায় নাই দেখিয়া দলপতি রবার্টসন্ স্ত্রীলোকদিগকে ছেলেপুলে লইয়া নদীতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। অনেকেই তাহা করিলেন, অবশিষ্টগণ কেহ বা সেখানেই হতাহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, কেহ বা বন্দী হইয়া ফরক্কাবাদের নবাবের সমীপে উপনীত হইলেন, সেখানে নানা লাঞ্ছনা ভুগিয়া

তাহারা প্রাণ হারাইলেন। আর বাকী যাহারা, তাহারা স্রোতস্বতীর খরস্রোতে ভাসিয়া অতল জলে ডুবিয়া গেলেন।

ফরকাবাদের নবাব দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে আপনার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিলেন ও যেখানে খৃষ্টান লোক পাইলেন, সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আপনার পাশবিক-প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন।

ফতেগড়ের বিদ্রোহের ফলে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব্-প্রদেশ হইতে ইংরাজের শাসন একেবারে অন্তর্হিত হইল।

বিদ্রোহের বন্যা ক্রমেই সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী দিনকর রাও, বরাবরই ইংরাজশাসনের পক্ষপাতী ও বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষ ছিলেন। ইংরাজ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণকে তাঁহারা রাজ-প্রাসাদে লইয়া গেলেন। ইহারা আগ্রায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর বলিয়া পাঠাইলেন গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ না ঘটা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। ১৪ই জুন তারিখে সংবাদ আসিল যে ঝান্সীতে বিদ্রোহীরা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করিয়াছে। সেই রাত্রি অতিবাহিত হইতে না হইতেই গোয়ালিয়র-বাসী ইংরাজদিগেরও অদৃষ্ট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। রাত্রি নয়টার তোপ পড়িতে না পড়িতেই বংশীধ্বনি হইল ও বন্দুক হস্তে সিপাহীগণ যে যাহার ঘর ছাড়িয়া মহা কোলাহলে বাহির হইয়া পড়িল। অধ্যক্ষগণ শশব্যস্তে সৈন্যশ্রেণীর দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু আর শান্তি স্থাপন করিতে পারিলেন না। সেখানেই তাহাদের চারিজন নিহত হইলেন। বন্দুকের আওয়াজ, আগুনের হুহু শব্দ, উন্মত্ত বিদ্রোহীদের তাণ্ডব চিৎকার শুনিয়াই ইংরাজপুরুষগণ যে যাহার বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু পলাইয়া যাইবেন কোথায়? চতুর্দ্দিক্ হইতে রক্তলোলুপ সিপাহীগণ আসিয়া তাহাদের উপর পড়িতে লাগিল; কলকল রবে রক্ত নদী প্রবাহিত হইল। মাত্র কয়েকজন ইংরাজ দুঃসহ দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা ও তাড়না সহিয়া অবশেষে আগ্রায় যাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। পলিটিকাল এজেণ্ট ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেবও এই রূপেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু পলায়নের আগে, নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়াও তিনি যাইয়া সিন্ধিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যাহাতে বিদ্রোহিদল ও তাঁহার নিজের সৈন্য গোয়ালিয়রের সীমা অতিক্রম করিতে না পারে সে জন্য তাঁহার ক্ষমতাপ্রয়োগ করিবার অনুরোধ করিলেন। ইহা না হইলে ভারতবর্ষ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়িত। ম্যাক্‌ফারসনের চরিত্রগুণে সিন্ধিয়া মুগ্ধ ছিলেন, সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের সমূহ বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। গোয়ালিয়রের বিদ্রোহিদল ও সৈন্য সামন্ত যাইয়া যদি ইংরাজরাজের শত্রুগণের সঙ্গে মিলিত হইত, তবে ভারতে ইংরাজরাজত্ব রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া পড়িত।

রাজপুতনার অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ। এখানকার রাজন্যবর্গ ইংরাজশাসনের দিকে অনেক পরিমাণে আকৃষ্ট ছিলেন। বড়লাট গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি লরেন্স সাহেবের সৌজন্য ও পরিণামদর্শিতায় সহজে যে কেহ বিদ্রোহাচরণ করিবে এমত সম্ভাবনাও বড় বেশি ছিল না। রাজপুতনার কেন্দ্রস্বরূপ আজমীরে অর্থপূর্ণ কোষাগার ও অস্ত্রপূর্ণ অস্ত্রাগার ছিল। দেশের যত ধনী মহাজনেরাও এই খানেই বসবাস করিতেন। লরেন্স দেখিলেন এরূপ স্থান যদি একবার বিপক্ষগণ দখল করিয়া বসিতে পারে, তবে তাহাদের সঙ্গে সহজে আঁটিয়া উঠা যাইবেনা। তাই তিনি ইহার রক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। এখানে এক দল সিপাহী ও একদল মের সৈন্য ছিল। সিপাহীগণ ঘৃণার চক্ষুতে দেখিত বলিয়া মেরগণ তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিত না। লরেন্স কৌশলে সিপাহীদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া আর একদল মেরসৈন্য আনিয়া আজমীর সুরক্ষিত করিলেন।

কিন্তু ইহার কতিপয় দিবস পরেই নাসিরাবাদ নামক স্থানে ইংরাজদের যে দেশীয় সৈন্য ছিল, তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল, ও গ্রামনগর লুণ্ঠন করিয়া কর্ম্মচারীদিগের বাংলা ভস্মীভূত করিয়া তাহারা দিল্লীর অভিমুখে রওনা হইল।

সংবাদ আসিয়া যথা সময়ে আগ্রায় পৌছিল। শাসনকর্ত্তা কল্‌ভিন্ আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সমস্ত ইংরাজ বালকবালিকাস্ত্রীলোকদিগকে দুর্গাভ্যন্তরে যাইয়া আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ব্যতীত অন্য কোন জিনিষই তাহারা দুর্গে লইয়া যাইতে পারিল না।

আগ্রা রক্ষার জন্য একদল য়ুরোপীয় সৈন্য ও কোটার রাজপুত রাজার প্রেরিত একদল এবং নবাব সৈফ্‌উল্লার চালিত একদল দেশীয় সৈন্য ছিল। ৪ঠা জুলাইর পরে সন্দেহ হইল যে, কোটার সৈন্যগণ হয়ত তেমন বিশ্বাসী নহে। পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিবার আদেশ দেওয়া হইল, তাহারা যাইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দান করিল। সেই দিন রাত্রে নবাব সৈফ্‌উল্লাও আসিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সৈন্যদিগকেও আর বিশ্বাস করা যায় না। কাজেই যাহাতে তাহারা কোন অনিষ্ট করিতে না পারে এই জন্য তাহাদিগকে কেরৌলী নামক স্থানে অপসৃত করা হইল। ৫ই জুলাই প্রাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে বিদ্রোহীরা আসিয়া আগ্রা আক্রমণ

করিবার উদ্যোগ করিতেছে, অধ্যক্ষ পল্ হুইল্ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ না দিয়া নিজেই যাইয়া আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। ৮০০ শত মাত্র বৃটীশ সৈন্য তাঁহার অধীনে ছিল। তাহাই লইয়া তিনি অপরাহ্ণে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন। তিন মাইল দূরে গ্রামের ভিতরে ও বহির্দ্দেশে শত্রুগণ অবস্থিতি করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই তাহারা কামান দাগিল; তিনিও প্রত্যুত্তর করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। শত্রুগণ সুরক্ষিত—ইংরাজসৈন্য তাহাদের বিশেষ কোনই অনিষ্ট করিতে পারিল না, বরং নিজেরাই ক্রমে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

অবশেষে পল হুইল্ যখন দেখিলেন যে শত্রুগণ তাঁহার পলায়নের পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন সৈন্যদিগকে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। আগ্রাদুর্গাভ্যন্তরবাসিনীদের দুঃখযন্ত্রণার কথা বর্ণনার অতীত। এই যুদ্ধের উপর তাহাদের সকল আশাভরসা নির্ভর করিতেছে, জানিয়া তাহারা সোদ্গ্রীব হইয়া কামান-বন্দুকের গর্জ্জন শুনিতেছিলেন। শেষে উৎকণ্ঠা এতই বেশি হইয়া পড়িল যে, তাহারা যাইয়া দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অকস্মাৎ দেখিলেন, রুধিরাক্ত কলেবরে শত্রুকর্ত্তৃক তীব্রবেগে অনুসৃত হইয়া, একদল সৈন্য আসিয়া 'তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া গেল' বলিতে বলিতে দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন! তাঁহাদের সকল আশাভরসা নির্ম্মূল হইল। তখন তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বামীপুত্রের বিরহ ভুলিয়া, আহতদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এই আহতদিগের মধ্যে কাপ্তেন্ ডি অর্‌লি ছিলেন। তিনি কহিলেন "আমার কবরের উপর একখানা পাথরে লিখিয়া রাখিও যে যুদ্ধ করিতে করিতেই আমি প্রাণদান করিয়াছি।"

ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদিগের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আগ্রাবাসী যত গুণ্ডা ও বদমায়েসের দল লুটতরাজ, গৃহে অগ্নিপ্রয়োগ, ইংরাজ দেখিলেই হত্যা প্রভৃতি লোমহর্ষণকাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিল। দুই দিন পর্য্যন্ত এই অরাজককাণ্ড অপ্রতিহতবেগে চলিতে লাগিল। শেষে ৮ই জুলাই তারিখে কতিপয় ইংরাজ সৈনিক সহরের বাহির হইয়া নিরুদ্বেগে চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। অরাজকতা অনেকটা প্রশমিত হইল।

প্রকৃতপক্ষে আবদ্ধ না হইয়াও অনেক দিন পর্য্যন্ত আগ্রাদুর্গের ইংরাজগণ আবদ্ধের ন্যায় জীবন যাপন করিলেন। শেষে যখন দেখিলেন যে, দিল্লীজয়ের সংবাদ আর আসিতেছে না, এদিকে এরূপ নিষ্কর্ম্ম নিরানন্দ জীবনও আর বহন করা যায় না, তখন তাঁহারা সশস্ত্র বাহির হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে পুনরায় কিয়ৎপরিমাণে কোম্পানীর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে লাগিলেন।

আগ্রা-দুর্গবাসিগণ যে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইল, সে শুধু ম্যাক্‌ফার্‌সনের চেষ্টায় ও বুদ্ধির গুণে। গোয়ালিয়র হইতে পলাইয়া আসিয়াও তিনি সিন্ধিয়া ও দিনকর রাওয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা চিঠিপত্রের আদান প্রদান করিতেন। পুনঃ পুনঃ ইংরেজকে পরাজিত হইতে দেখিয়া এবং নিজ সৈন্যদিগের মধ্যে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়াও যে সিন্ধিয়া ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া রহিলেন, সে কেবল ম্যাক্‌ফার্‌সনেরই গুণে। তাঁহার সৈন্যদল যদি একবার গোয়ালিয়রের সীমা পার হইয়া আসিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিতে পারিত, তবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কিরূপ হইয়া দাঁড়াইত, তাহা বলা যায় না।

চতুর্দ্দিকে যখন ইংরাজের প্রতিপত্তি ও সম্মান এইভাবে কলঙ্কিত ও খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল, তখন মীরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট্ রবার্ট ডান্‌লপ্ যেরূপ বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসা ও অনুকরণীয়। তিনি ছুটি লইয়া হিমালয়-প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন; মীরাট্ ও দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, একেবারে মীরাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার কর্ম্মচারিগণ হতাশভাবে একেবারে হাত পা গুটাইয়া বসিয়াছিলেন। ডান্‌লপ্ আসিয়া যত রাজভক্ত কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া একটা ভলান্টিয়ারের দল সংগঠিত করিলেন। পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উইলিয়ামস্‌কে এই দলের নেতৃত্বে বরণ করিলেন। অবিশ্রান্ত শিক্ষা ও উৎসাহ দিয়া তিন দিনের মধ্যেই উইলিয়াম্‌স্ ইহাদিগকে দস্তুরমত যুদ্ধক্ষম একটি সৈন্যদলে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই এই দল বিদ্রোহ-দমনে বাহির হইল। প্রথম অভিযানেই তাহারা বিপক্ষদিগকে পরাস্ত, হতাহত ও বন্দী করিয়া তিনটি গ্রাম পুনরায় ইংরাজের দখলে আনিল। এতদিন পর্য্যন্ত রাজকর বন্ধ ছিল, এখন আবার তাহাও আদায় হইতে লাগিল। কিন্তু ডান্‌লপ্ ইহাতেও নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইলেন না। প্রায়ই তিনি সদলবলে সফরে বাহির হইতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারে ভীত ও উৎপীড়িত অধিবাসীদিগকে আশ্বস্ত ও অত্যাচারীদিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে ইংরাজপ্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিকে ইংরাজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয়গণ যখন বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নের ভয়ে কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, লর্ড ক্যানিং তখনও ধীরগম্ভীরভাবে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ব্যারাকপুর ও দানাপুরের দেশীয় সৈন্যবৃন্দকে নিরস্ত্র ও কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দ পীড়াপীড়ি করিলেও, অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। শেষে যখন দেখিলেন যে বাস্তবিকই ইহাদের

প্রভুভক্তি ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মত যথেষ্ট কারণ পাওয়া গিয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কলিকাতার য়ুরোপীয় ও অন্যান্য খৃষ্টানসম্প্রদায় 'ভলাণ্টিয়ারের' কাজ করিতে প্রস্তুত হইলে প্রথমবার তিনি অস্বীকৃত হন, কিন্তু শেষে যখন বুঝিলেন যে স্থানীয় বদমায়েস মুসলমানদিগের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অসন্তুষ্ট সিপাহীদিগের হস্তে কলিকাতায় অত্যাচার সংঘটিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তখন ১২ই জুন তারিখে তিনি এই ভলাণ্টিয়ারের দল সংগঠন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এদিকে নেপালের পলিটিকাল এজেণ্ট রামসের মারফত তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ও সর্ব্বময় কর্ত্তা জঙ্গবাহাদুরের সঙ্গে সাহায্যের জন্যও কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। তদনুসারে হেন্‌রি লরেন্সের সাহায্যার্থ তিন সহস্র গুর্খা-সৈন্য ২৩শে জুন তারিখে কাটামুণ্ড হইতে প্রেরিত হইল।

এদিকে তাঁহার মহদভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সংবাদপত্রসমূহ তাঁহাকে নানাভাবে গালিগালাজ করিতেছিল; বিশেষতঃ তাহাদের ঐরূপ লেখালেখির ফলে জাতীয় বিদ্বেষ আরও ভয়ানক আকর ধারণ করিয়া ভারতবর্ষকে আরও অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ১৩ই জুন তারিখে তিনি একটা act (বিধি) প্রণয়ন করিলেন। সংবাদপত্রওয়ালারা ইহাকে গ্যাগিং ('কণ্ঠরোধ') য়্যাক্‌ট্ নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই act অনুসারে প্রত্যেক মুদ্রাকরকেই সরকার হইতে লাইসেন্স লইতে হইত, এবং শাসনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ আপত্তিজনক মনে করিতেন, তাহাই বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন।

বারাকপুর ও দানাপুরের দলকে আগেই নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। ১৪ই জুন তারিখে দমদমা এবং কলিকাতার দলগুলিকেও সেইরূপ করা হইল। এই দিন সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাসে একটা চিরস্মরণীয়। জনরব উঠিল যে বারাকপুরের সিপাহীগণ আপনাদের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বিনাশ করিতে পারিলেই কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইবে এবং এখানে অযোধ্যার নবাবের যে সকল সশস্ত্র অনুচর আছে, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া খৃষ্টানদিগের শোণিতে গঙ্গার জল রঞ্জিত করিবে। এই জনরবে বণিক্ ও ব্যবসায়িগণ বড় বিশেষ বিচলিত হইলেন না; কিন্তু যে সকল উচ্চ রাজকর্ম্মচারী এতদিন পর্য্যন্ত বিপদের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, এখন তাঁহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া, কোনমতে প্রাণ লইয়া যাইয়া গঙ্গাবক্ষে জাহাজে চড়িয়া বসিলেন, নিম্নতন কর্ম্মচারী ও ইউরেশিয়ানেরা চৌরঙ্গির ময়দান পার হইয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া প্রবেশের জন্য দুর্গাধ্যক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দেশীয় লোকেরাও ভয়ে ভয়ে যে যেখানে পারিল, যাইয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। সমস্ত দিন এইভাবে গেল—কেহই আসিয়া আক্রমণ করিল না, রাত্রি আসিল—রাত্রি ভোরও হইল। কৈ বিদ্রোহীরাত আসিল না? তখন সহরে অনেক পরিমাণে শান্তি ফিরিয়া আসিল।

পরবর্ত্তী দিবস সোমবারে আবার একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিল। অযোধ্যায় নবাবের অনুচরগণ সশস্ত্র।—জানিতে পারা গেল, তাহাদিগের সহানুভূতি বিদ্রোহীদিগের দিকে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা দুর্গস্থ সিপাহীদিগকে কলুষিত করিবারও চেষ্টা করিতেছে। এখন আর তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা যায় না। নবাবকে ও তাঁহার অনুচরবর্গকে আবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল, এড্‌মণ্ড্ ষ্টৌন্‌কে পাঠাইলেন। চতুর্দ্দিকে পাহারা নিযুক্ত করিয়া ইনি যাইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান পারিষদবর্গকে বন্দী করিয়া তিনি নবাবের সন্নিধানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে নবাবকে বন্দী করিয়া ফোর্টউইলিয়ম দুর্গে লইয়া আসিলেন। এইভাবে অযোধ্যার ষড়যন্ত্রকারীর দল হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল।

কিন্তু দেশময় ষড়যন্ত্র—দেশময় বিদ্রোহ। এক দিকে বিদ্রোহীরা পরাজিত ও নিরস্ত হইতেছে, অপর দিকে তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছে। ২৫শে জুলাই তারিখে দানাপুরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করা হইল। যখন তাহাদিগকে তাহাদিগের বারুদের ব্যাগ ঢালিয়া ফেলিতে বলা হইল, তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। জেনারেল অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহার আদেশ না পাইয়া ইংরাজসৈন্য কিছুই করিতে পারিল না; বিদ্রোহিদল নির্ব্বিঘ্নে শোণনদী পার হইয়া গেল। ২৭শে জুলাই তারিখে তাহারা আরায় আসিয়া পৌছিল। পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া ইংরাজসৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিলেন। কারাগার ভাঙ্গিয়া কয়েদিদিগকে খালাস করিয়া ও কোষাগার লুট করিয়া বিদ্রোহিদল আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। তখন তাহারা দুর্গ অবরোধ করিয়া কামান দাগিয়া দুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃ ২৯এ জুলাই তারিখে একদল ইংরাজসৈন্য লইয়া ডান্‌বার সাহেব আরার সাহায্যার্থ আসিয়া পৌছিলেন। বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হইল। স্বয়ং ডান্‌বার নিহত হইলেন। অনেক ইংরাজসৈন্য হতাহত হইল, অনেকে শোণ নদীর দিকে পলায়ন করিল, শেষে কোনপ্রকারে দানাপুরে যাইয়া পৌছিয়া আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু আরার দল তখনও শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিল না।

এদিকে ভিন্‌সেন্ট্ আয়ার কলিকাতা হইতে আলাহাবাদ যাইতেছিলেন। ২৮শে জুলাই তারিখে বক্সারে পৌছিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বিদ্রোহিগণ আরা অবরোধ করিয়াছে। তখন তিনি আরার উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১লা আগষ্ট তারিখে সন্ধ্যাবেলায় তিনি আরার অনতিদূরবর্ত্তী গুজরাজগঞ্জ নামক গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। এইখানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। অতি কষ্টে তিনি জয়লাভ করিয়া আরা উদ্ধার করিলেন। বিদ্রোহীরা যাইয়া জগদীশপুর নামক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তিনি সেখান পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। ১১ই আগষ্ট তারিখে এখানেও তুমুল যুদ্ধ হইল, অনেক ইংরাজ ও শিখসৈন্য হতাহত হইল, কিন্তু পরিণামে ইহারাই জয়লাভ করিলেন। আপনার হতাবশিষ্ট সৈন্যসামন্ত লইয়া বিদ্রোহিদলের নেতা বৃদ্ধ কুমার সিং পলায়ন করিল। ১৩ই তারিখে আয়ার জগদীশপুরে প্রবেশ করিলেন। ২০শে আগষ্ট তিনি আবার আলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বারাণসী রক্ষার জন্য গভর্মেণ্ট বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখানে ষড়যন্ত্রকারীদের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। তাই কলিকাতা হইতে একদল ইংরাজসৈন্য লইয়া জেম্‌স্ নেইল্ ৩রা জুন তারিখে বারাণসী আসিয়া পৌছিলেন। পরবর্ত্তী দিবসই সংবাদ আসিল যে, আজিমগড়ে বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে। শুনিয়াই তিনি কাশীর দেশীয় সৈন্যদলকে অবিলম্বে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আপত্তি না করিয়া তাহারাও অস্ত্র রাখিয়া দিল, কিন্তু হঠাৎ একদল ইংরাজসৈন্যকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া, তাহারা তখনই আবার অস্ত্র তুলিয়া লইল এবং তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু পরিণামে নেইলই জয়লাভ করিলেন। বিদ্রোহীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ও বেনারসে শান্তি বিধান করিয়া ৯ই জুন তারিখে নেইল্ আলাহাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন।

আলাহাবাদে প্রথমতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। ৪ঠা জুন তারিখে যখন বারাণসীর বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া গেল, তখনই বুঝা গেল যে বারাণসী হইতে তাড়িত হইয়া বিদ্রোহিদল এখানে আসিয়া পৌছিবে, এবং স্থানীয় সিপাহীরা ও অন্যান্য লোক তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিবে। বাস্তবিকই ৬ই জুন তারিখে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, বারাণসীর দলও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। তুমুল সংগ্রাম বাধিল, যে সকল ইংরাজ যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইতে পারে নাই, তাহারা শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইল, অনেক হিন্দুও হতাহত হইল, প্রভূত দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আলাহাবাদে ইংরাজের প্রভুত্ব অন্তর্হিত হইয়া মুসলমানের বিজয়-নিশান উড়িতে লাগিল। দুর্গাভ্যন্তরে বহুসংখ্যক য়ুরোপীয় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল; মুসলমানগণ দুর্গজয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ১১ই জুন তারিখে নেইল্ আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া আলাহাবাদ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ইংরাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

কাণপুরে নানা সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে লোমহর্ষণকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। ১৬ই জুলাই তারিখে হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত সংঘটিত হয়। নিরস্ত্র, নির্ব্বিরোধ বালকবালিকা স্ত্রীলোকদিগকেও হত্যা করিয়া একটা কূপে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নরশোণিতে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করিয়া নানা সাহেব পেশবা হইয়া বসিলেন।

২৩শে মে তারিখে কাণপুরে বিদ্রোহ আরম্ভের সংবাদ লক্ষ্ণৌতে যাইয়া পৌছে। ৩০শে মে লক্ষ্ণৌর সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠে; কিন্তু সকল সিপাহী ইহাতে যোগদান করে নাই। লরেন্স বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। ৩১শে মে তাহারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এবারও তাহারা পরাজিত হয়। তাহাদের কয়েকজন ইংরাজের হাতে বন্দী হয়। এদিকে অযোধ্যা-প্রদেশের নানা স্থানেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; ৩রা জুন তারিখে সীতাপুরের কমিশনার সাহেব এবং আরও কয়েকজন ইংরাজ ও বালকবালিকা হত হয়। ইহার পরে চতুর্দ্দিকেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে; বহু স্থানে য়ুরোপীয়গণ হত ও নানা প্রকারে উৎপীড়িত হয়। লক্ষ্ণৌ কিন্তু এখনও ইংরাজদিগের হাতেই রহিয়া যায়। মুচিভবনে বিদ্রোহীদিগকে আনিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হয়; এবং রেসিডেন্সী সুরক্ষিত করিবার জন্য বন্দোবস্ত চলিতে থাকে। আবার নভেম্বর মাসে আসিয়া কাজে ভর্ত্তি হইলেই চলিবে, এই ভরসা দিয়া সিপাহীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২৯শে জুন তারিখে সংবাদ আসিল যে দশমাইল দূরবর্ত্তী চিন-হাট নামক স্থানের সন্নিকটে একদল বিদ্রোহী আসিয়া মজুত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারা আসিয়া লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিবে। ৩০শে জুন তারিখে লরেন্স তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলেন। ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার অনেক সৈন্য নিহত হইল—উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সৈন্যদিগকে লক্ষ্ণৌর দিকে পলায়নের আদেশ দিলেন। রেসিডেন্সিতে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, যে যেদিকে পারিল পলাইতে লাগিল। শত্রুপক্ষও আসিয়া চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া বসিল। ২রা জুলাই তারিখে স্বয়ং লরেন্স নিহত হইলেন;

ক্রমে অবরুদ্ধদের সংখ্যা কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যা ও উৎসাহ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অবরুদ্ধের দুঃখযন্ত্রণা, অভাব ও অসুবিধার সীমা রহিল না, তথাপি তাহারা ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যান্ত প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কাণপুর ও লক্ষ্ণৌর অবরোধ উদ্ধার করিবার ভার বিখ্যাত যোদ্ধা হেনরি হ্যাভ্‌লকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ৭ই জুলাইর অপরাহ্ণে তিনি আলাহাবাদ হইতে রওনা হইলেন। ফতেপুরের অনতিদূরে একদল বিদ্রোহীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই যুদ্ধে একজন ইংরাজও হত হইল না; বিপক্ষেরা অনেক কামান বন্দুক ফেলিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু ১৫ই জুলাই তারিখে তাহারা আবার আয়ং নামক স্থানে সমবেত হইয়া হ্যাভ্‌লকের গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিল। এখানেও পরাজিত হইয়া তাহারা যাইয়া পাণ্ডুনদী নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। এখানে একটা দুর্লঙ্ঘ্য নদী ছিল, তাহার উপরে একটা সেতু ছিল। শত্রুপক্ষ সেই সেতু উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষিপ্রগতি অমিতপরাক্রম হ্যাভ্‌লক অবিলম্বে যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেক হতাহত ও অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া তাহারা কাণপুরের অভিমুখে পলায়ন করিল।

পরবর্ত্তী দিবস শ্রান্তক্লান্ত সৈন্য লইয়া হ্যাভ্‌লক ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী কাণপুরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১৬ মাইল অতিক্রম করিয়া সংবাদ পাইলেন যে পাঁচ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে নানা সাহেব তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। অমনি তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বহুক্ষণব্যাপী তুমুল সংগ্রাম চলিল। হ্যাভ্‌লকের রণ-কৌশলে ও তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি ও সৈন্যদিগের বীরত্ব ও উৎসাহে শত্রুসৈন্য পরাজিত হইয়া কাণপুরের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু সহসা আবার তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল; অনেকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিল—উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত হইল। শেষে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া নানা সাহেব সসৈন্যে কাণপুর ছাড়িয়া একেবারে বিঠুরের দিকে পলায়ন করিল। ইংরাজ আসিতেছে শুনিয়া সহস্র সহস্র নগরবাসীও কাণপুর ছাড়িয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। ১৭ই তারিখে হ্যাভ্‌লক যাইয়া কাণপুরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আর পাইলেন না—তাঁহাদের রক্ত মাটিতে জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া রহিয়াছে!

১৮ই জুলাই তিনি যাইয়া অধিকতর সুরক্ষিত নবাবগঞ্জে আড্ডা গাড়িলেন। ২০শে তারিখে আলাহাবাদ হইতে নেইল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাণপুরের রক্ষাভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া ২৫শে তারিখে হ্যাভ্‌লক গঙ্গাপার হইয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে রওনা হইলেন। ২৯শে তারিখে উনাও সহরের অদূরে একদল শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, শেষে অস্ত্রশস্ত্র শত্রুর হাতে সমর্পণ করিয়া তাহারা কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইল। আবার কয়েক মাইল অগ্রসর হইতে না হইতেই বসিরৎগঞ্জ নামক স্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। এখানেও হ্যাভ্‌লক্ জয়লাভ করিলেন।

এদিকে কলেরা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার দল বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমত অবস্থায় আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন বিবেচনা না করিয়া তিনি ৩১শে জুলাই তারিখে মঙ্গলবার নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। নূতন সৈন্যের জন্য কলিকাতায় পত্র লিখিয়া জানিলেন যে ২।৩ মাসের মধ্যেও পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা ভাল মনে না করিয়া তিনি আবার লক্ষ্ণৌর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বসিরৎগঞ্জে শত্রুপক্ষের সঙ্গে তাঁহার আরও দুই বার যুদ্ধ হইল। দুই বারই তাহারা পরাজিত হইল। তথাপি যুদ্ধ ও পীড়ায় ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় হওয়াতে তাঁহাকে আবার কাণপুরে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু হ্যাভ্‌লক্ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিঠুরে তান্তিয়া তোপীর অধীনে শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ১৬ই আগষ্ট তারিখে হ্যাভ্‌লক্ যাইয়া বিঠুর আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষেই বহুসৈন্য হতাহত হইবার পরে ইংরাজ সেনাপতি বিঠুর হইতে বিদ্রোহীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহার পরে নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া হ্যাভ্‌লক্ ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌর দিকে ধাবিত হইলেন। সেই দিনই মঙ্গলবার নামক স্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার একবার সঙ্ঘর্ষ ঘটিল। স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌর অদূরবর্ত্তী আলম্‌বাগ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে ইংরাজসৈন্য যাইয়া ৮ই জুন তারিখে দিল্লী অবরোধ করিয়াছিল। শত্রুসংখ্যায় ৩০০০০ হাজার, তাহারা ৮০০০ হাজারের উপরে নয়। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে কয়েকজন মাত্র ইংরাজসৈন্য যাইয়া দুর্গ আক্রমণ করিল, ভীষণ যুদ্ধের পরে কাশ্মীরদ্বার অধিকৃত হইল। তখন চারি লাইনে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ইংরাজসৈন্য যাইয়া দিল্লীদুর্গে প্রবেশ করিল; কিন্তু শত্রুর সমস্তগুলি সুরক্ষিত স্থান অধিকার করিতে আরও পাঁচদিন সময় লাগিল। ১৪ই হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর ইংরাজদিগের আর বিশ্রাম ছিল না। কলেজ, কোতোয়ালী, গির্জ্জা, কাছারী, বারুদখানা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই কয়দিনের মধ্যে তাঁহাদিগের হস্ত-

গত হইল। দিল্লীর বৃদ্ধ রাজা সিরাজ্‌উদ্দীন্ হায়দর শাহগাজী দুইটি পুত্রের সঙ্গে বন্দী হইলেন, পুত্রদ্বয়কে গুলি করিয়া নিহত করা হইল; রাজাকে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে প্রেরণ করা হইল। এইখানেই ১৮৭২খৃঃ অব্দে তিনি মানবলীলা সাঙ্গ করেন। দিল্লীতে পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া বিদ্রোহিদল আগ্রার দিকে পলায়ন করিল। সসৈন্যে কর্ণেল গ্রেট্‌হেড্ তাহাদিগের অনুসরণ করিলেন; বুলন্দসহরে তাহাদের একদলকে পর্য্যস্ত করিয়া মাল্‌গড়ের দুর্গ বিধ্বস্ত করিলেন এবং আলিগড়ে যাইয়া আর একদলকে পরাভূত ও বিত্রস্ত করিলেন। বিদ্রোহিদল ক্রমেই নিস্তেজ ও হতোৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে আউট্‌রাম ও হ্যাভ্‌লক্ যাইয়া লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধদিগকে উদ্ধার করিলেন; কিন্তু তখনো শত্রুসংখ্যা প্রবল রহিল। ১৮৫৮খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসে কলিন্ ক্যাম্প্‌বেল যাইয়া লক্ষ্ণৌতে পৌছিলেন। সেকেন্দরবাগে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল, দুই হাজারের উপর বিদ্রোহী রণক্ষেত্রে শয়ন করিল—দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের উপকণ্ঠগুলিতে আবার ইংরাজের বিজয়-নিশান উড়িতে লাগিল। কিন্তু বিদ্রোহিদল তখনও সহরের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া রহিল। ক্যাম্প্‌বেল্ লক্ষ্ণৌ অবরোধ করিলেন, ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও নিরুৎসাহ করিতে লাগিলেন, অনেকে পলাইয়া যাইয়া প্রাণ বাঁচাইল, অবশেষে ২১শে মার্চ্চ তারিখে লক্ষ্ণৌ একেবারে বিদ্রোহিবিমুক্ত হইয়া আবার ইংরাজের শাসনাধীন হইল।

বিদ্রোহের বন্যা যাইয়া পশ্চিম ও পূর্ব্ব বেহার, বাঙ্গালা এবং ছোটনাগপুরেও প্রবেশ করিয়াছিল। এখানে কুমার সিংহের সঙ্গে আজিমগড়ে ইংরাজসৈন্যের যুদ্ধ হয়। ইংরাজগণ জয়লাভ করেন। বাঙ্গালা প্রদেশ অনেক পরিমাণে শান্ত ও অবিচলিত ছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা সহজেই দমন করা হইল। ভাগলপুরেও বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও সহজেই নিভিয়া গেল। ছোটনাগপুরের অসভ্যজাতিগুলি ক্ষেপিয়া উঠিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত একটু অসুবিধা করিয়াছিল, কিন্তু ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই তাহারা নরম হইয়া আসিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও নানা স্থানে ছোটখাট রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু গবর্ণর লর্ডএল্‌ফিন্‌ষ্টোনের তীক্ষ্ণ পরিণামদর্শিতা ও সুকৌশলে কোন গুরুতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই।

কিন্তু মধ্য-ভারতবর্ষ লইয়া কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এখানে এ সময়ে হোল্‌কার রাজ্যে হেন্‌রি ডুরাণ্ড নামে গবর্মেন্টের একজন প্রতিনিধি বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। হোল্‌কারও বরাবরই ইংরাজদিগের প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। ইন্দোর, মালব, ধার প্রভৃতি নানাস্থানে ছোটখাট রকমের অভ্যুত্থান হয়। গোয়ারিয়া নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিয়া ডুরাণ্ড আবার ইন্দোরে ফিরিয়া আসেন।

ঝান্সীতে একটা বিরাট বিদ্রোহের সূচনা হয়; ঝান্সীর রাণী বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করেন, য়ুরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইহার পরে নওগাঁয়েও সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠে, নানা প্রকারের অত্যাচার সহ্য করিয়া ইংরাজগণ বান্দা নামক স্থানে পলাইয়া যাইয়া কোনমতে রক্ষা পান। বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসিগণও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করে। সাগর এবং নর্ম্মদারাজ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সাগরের ইংরাজ অধিবাসিগণ ১লা জুলাই হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দুর্গে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। হায়দরাবাদের নিজাম ইংরাজের অনুরক্ত হইলেও তিনি সকলকে শাসনে রাখিতে পারিলেন না। ১৭ই জুলাই তারিখে একদল রোহিলা যাইয়া ইংরাজের রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল, কিন্তু শীঘ্রই বিতাড়িত হইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইল।

মধ্য-প্রদেশের নানাস্থানে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া স্যার হিউ রোজ্ বোম্বাই হইতে একদল সৈন্য লইয়া ঝান্সীর পথে কাল্পীর অভিমুখে রওনা হইলেন। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি আসিয়া ইন্দোরে পৌছিলেন। রথগড়ে বিদ্রোহীদিগের একটা আড্ডা ছিল, রোজ্ যাইয়া সেই স্থান অবরোধ করিলেন। কয়েক দিন আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া ২৮শে জানুয়ারি (১৮৫৮খৃঃ অঃ) তারিখে বিদ্রোহিগণ দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ইহার পরে বরোদিয়া নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত ও বিত্রস্ত করিয়া তিনি যাইয়া সাগরপ্রদেশে ইংরাজের নষ্ট প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিগত বৎসর ঝান্সীতে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া রোজ্ তখন ঝান্সীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে শাহগড় নামক স্থানে বিদ্রোহীরা তাঁহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। এই উপলক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল, অবশেষে শত্রুগণ পলায়ন করিল এবং ১৭ই মার্চ্চ তারিখে ইংরাজসৈন্য বেতোয়া নদী পার হইয়া ঝান্সীর দিকে চলিতে লাগিল। পর দিবস সংবাদ আসিল যে, বিদ্রোহীদিগের আর একটি আড্ডা স্থান চন্দেরীও ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে।

২১শে মার্চ্চ সকালে ৭টার সময় ইংরাজসৈন্য আসিয়া ঝান্সীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে চন্দেরীর দলও আসিয়া পৌছিল, হিউ রোজ্ তখন দুর্গও অবরোধ করিয়া বসিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল—৩০শে ও ৩১শে মার্চ্চ দুর্গবাসিগণ

প্রাণপণ করিয়া দুর্গরক্ষার চেষ্টা করিলেন, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও কামান দাগিতে বসিয়া গেলেন। সন্ধ্যা বেলায় সংবাদ আসিল যে ঝান্সীরক্ষার্থ তান্তিয়া তোপী সসৈন্যে আগমন করিতেছেন। দুর্গবাসীদিগের উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। হতাশ্বাস না হইলেও ইংরাজসৈন্য অনেকটা উদ্বিগ্ন ও ভীত হইল। একদিকে একজন অপূর্ব্ব বীরাঙ্গণার নেতৃত্বে দুর্গবাসিগণ তাহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে, অপরদিকে তান্তিয়ার মত একজন বীরপুরুষের নেতৃত্বে ২২০০০ হাজার বিদ্রোহী আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিশ্চেষ্ট বসিয়া না থাকিয়া রোজ্ যাইয়া কতক সৈন্য লইয়া বেতোয়া নদীর পারে তান্তিয়াকে আক্রমণ করিলেন। ১লা এপ্রিল তুমুল যুদ্ধের পরে অনেক হতাহত ও আঠাইশটি বন্দুক ফেলিয়া তান্তিয়া নদীপার হইয়া পলাইয়া গেল।

তখন রোজ্ আসিয়া আবার পূর্ণবেগে ঝান্সী আক্রমণ করিলেন। অবশেষে ৩রা এপ্রিল তারিখে বিপক্ষগণ হঠিতে আরম্ভ করায়, একটু একটু করিয়া ইংরাজসৈন্য নগর অধিকার করিতে লাগিল। নিরুপায় দেখিয়া রাণী ৪ঠা রাত্রে কয়েকজন অনুচর সহ কাল্পী নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। ২৫শে তারিখে হিউ কাল্পীর অভিমুখে রওনা হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে তান্তিয়া তোপী কুঞ্চ নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিতেছে; এবার তাহার দল আরও পুষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি কুঞ্চে আসিয়া বিপক্ষ দিগকে আক্রমণ করিলেন (৬ই মে)। অতিরিক্ত পরিশ্রম, তৃষ্ণা ও তাপে অনেক ইংরাজসৈন্য মারা পড়িল। তথাপি বিদ্রোহীরা তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাদের অনেক হতাহত হইল, তান্তিয়া পলাইয়া গেল, হতাবশিষ্ট বিদ্রোহীরা কাল্পীতে যাইয়া বান্দার নবাবের আশ্রয় লইল। এখানে নানার একজন ভ্রাতুষ্পুত্র, রাও সাহেব, বাস করিতেছিলেন, তিনি এবং রাণী ইহাদিগকে খুব উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন।

২২শে মে তারিখে কাল্পীর নিকটবর্ত্তী গলৌলী নামক স্থানে ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ ঘটিল,—শেষে পলাইয়া তাহারা প্রাণ রক্ষা করিল। কাল্পী ইংরাজের হস্তগত হইল। ঝান্সীর রাণী এবং রাও সাহেব গোয়ালিয়রের অদূরবর্ত্তী গোপালপুর নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। অবিলম্বে তান্তিয়া তোপীও এখানে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দান করিল। পরামর্শ হইল, গোয়ালিয়রে যাইয়া তাহারা সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিবেন। যে কয়েকজন সৈন্যসামন্ত ছিল, তাহাই লইয়া ইহারা আসিয়া গোয়ালিয়ারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ১লা জুন সিন্ধিয়া যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্য যাইয়া বিপক্ষের সঙ্গে যোগদান করিল। নিরুপায় দেখিয়া তিনি নিজে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন; দুর্গ, কোষাগার ও অস্ত্রাগার প্রভৃতি সকলই বিপক্ষের হস্তগত হইল, নানাসাহেব পেশবা বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

সংবাদ পাইয়া হিউ রোজ্ গোয়ালিয়ারের অভিমুখে রওনা হইলেন। গোয়ালিয়ারের অনতিদূরে মোরার নামক স্থানে শত্রু সৈন্যের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সংঘর্ষণ ঘটিল। তাহাদের অনেক হতাহত হইল। বাকি যাহারা, তাহারা পলাইয়া গেল, (১৬ই জুন)। মোরার ইংরাজের অধিকারে আসিল।

১৮ই জুন তারিখে কোটা-কি-সরাই নামক স্থানে স্মিথের অধীনস্থ ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে গোয়ালিয়ারের বিদ্রোহী সৈন্যদলের তুমুল যুদ্ধ হইল, বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, নিহতদিগের মধ্যে পুরুষবেশে রাণীর মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছিল।

১৯শে জুন তারিখে হিউ রোজ্ যাইয়া গোয়ালিয়ার আক্রমণ করিলেন, তুমুল যুদ্ধের পরে বিপক্ষগণ চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল, ইংরাজ সৈন্য যাইয়া গোয়ালিয়ার অধিকার করিল, কিন্তু দুর্গ তখনও শত্রুর হাতেই রহিয়া গেল। ২০শে জুন ভীষণ সংগ্রামের পরে ইহাও অধিকৃত হইল, সিন্ধিয়া আবার তাঁহার রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তান্তিয়া ও রাওসাহেব পলাইয়া গিয়াছিলেন—জওরা আলিপুরে ইংরাজসৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পরাজিত হইয়া তাঁহারা রাজপুতনায় পলায়ন করিলেন। ইহার পরে নানা স্থানে তান্তিয়ার সঙ্গে ইংরাজদিগের ছোটবড় রকমের কয়েকটী সংঘর্ষ ঘটে, সকল গুলিতেই তিনি পরাজিত হন, কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা তান্তিয়াকে ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে মানসিং নামক তান্তিয়ার একজন অনুচর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ১৪ই এপ্রিল রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে ইংরাজের হাতে ধরাইয়া দেয়। ১৮ই তারিখে তাঁহার ফাঁসি হয়। ইহার পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। দুই এক স্থানে দুই একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিলেও তাহা তখনই নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা কতক আত্মসমর্পণ করে এবং কতক নেপালের প্রান্ত সীমা পার হইয়া চলিয়া যায়। ধুন্ধুপন্থ নানারও আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

বিদ্রোহ দমন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন ও ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণা পত্র প্রচার করেন।

সিপিল (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

সিপুন (পুং) লতাভেদ।

সিপ্র (স্ত্রী) সিচ ক্ষরণে ক্বিপ্, সিচং ক্ষরণং রাতীতি রা-ক, পৃষো-দরাদিত্বাৎ চস্য প। সরোবরবিশেষ, সিপ্রসরোবর। (কালিকাপু° ৪১অঃ) (পুং) ২ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ৩ নিদাঘ সলিল। ৪ মর্ম্ম। (মেদিনী)

সিপ্রা (স্ত্রী) সিপ্র-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ উজ্জয়নীদেশের নদীভেদ, শিপ্রানদী। ২ হিমালয়সমীপে অবস্থিত নদী। ইহার উৎপত্তিবিবরণ কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—বিধাতা দেবগণের উপভোগের জন্য হিমালয়শৃঙ্গে একটী সরোবর নির্ম্মাণ করেন, ইহার নাম সিপ্র, ইহা অতিশয় মনোরম। এমন কি মহাদেব যখন সতী-বিরহে কাতর হইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি এই সরোবরতীরে আসিয়া এবং ইহার মনোরম শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য শোক বিস্মৃত হন।

দেবগণ এই সরোবর অতিযত্নে রক্ষা করিতেন। মানবগণ যদি কোন গতিকে এই সরোবরে স্নান ও ইহার জল পান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা চিরকাল সবল ও অমর হইয়া থাকেন। এই সরোবর বর্ষাকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা নিদাঘসন্তাপে শুষ্ক হয় না, চিরদিনই সমানভাবে থাকে।

বশিষ্ঠদেবের যখন অরুন্ধতীর সহিত বিবাহ হয়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বেদমন্ত্রপাঠ করিয়া শান্তিবিধান করেন, অর্থাৎ শান্তিজল প্রদান করেন, ঐ সকল শান্তিজল অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া মানস পর্ব্বতের গুহাভেদ করিয়া সিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হয়। এই সরোবর চিরদিনই সমানভাবে থাকিত, কিন্তু এই শান্তিজল ইহাতে পতিত হইয়া প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। তখন বিষ্ণু এই সরোবর অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া চক্রদ্বারা গিরিশৃঙ্গ ছেদন করিয়া দিলেন, তখন ঐ প্রবৃদ্ধ জলরাশি ঐ ছিন্ন-মার্গদ্বারা মহেন্দ্রপর্ব্বত ঘুরিয়া দক্ষিণসাগরে প্রবিষ্ট হইল। সিপ্র-হইতে হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্মা ইহার নাম সিপ্রা রাখেন। এই নদী গঙ্গার ন্যায় পুতসলিলা। যিনি এই নদীতে স্নান, দান ও পিতৃগণের তর্পণাদি করেন, তাঁহার গঙ্গানদীর ন্যায় ফল হয়। (কালিকাপু° ১৯অ°) [শিপ্রা দেখ।]

সিফিল্লা (স্ত্রী) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত গ্রামভেদ। (রাজতর°)

সিভ্, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সেভতি। লোট্ সেভতু। লিট্ সিষেভ। লুঙ্ অসেভীৎ। সন্ সিষেভি-ষতি। ণিচ্ সেভয়তি। লুঙ্ অসেষিভৎ। যঙ্ সেষিভ্যতে।

সিম (পুং) সি-বন্ধনে (অবিসিবি-সিশুষিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১৪৩) ইতি মন্ সচ-কিৎ। সমুদায়, সর্ব্ব, এই শব্দ সর্ব্বনাম এই শব্দের রূপ সর্ব্বশব্দের ন্যায় হইয়া থাকে।

সিম (ত্রি) শ্রেষ্ঠ। (ঋক্ ১।১০২।৬)

সিমরাওন (শিবরাওন), বাঙ্গালার চম্পারণ্য জেলার একটী প্রাচীন ধ্বস্ত নগর, ইহার কতকাংশ এক্ষণে নেপালসীমান্ত-রেখার মধ্যে পড়িয়াছে। এখনও এখানে দুর্গের যে ধ্বস্ত নিদর্শন দেখা যায়, তাহা চতুষ্কোণ এবং ১৪ মাইল পরিধিবিশিষ্ট বহিঃ-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার অভ্যন্তর দিকে ১০ মাইল পরিধিযুক্ত আর একটী প্রাচীরপরিবেষ্টনী আছে। প্রাচীর-বেষ্টনীদ্বয়ের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। সকলগুলিই ধ্বস্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অভ্যন্তর ভাগে ইস্‌ড়া নামে একটী দীর্ঘিকা আছে, উহা লম্বে ৬৬৬ হাত এবং প্রস্থে ৪২০ হাত হইবে। স্থানীয় মন্দিরাদি ও রাজপ্রাসাদ হইতে যথেষ্ট স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ গুলি সাধারণতঃ ইষ্টকের উপর খোদাই করা। প্রাসাদটী নগরের ঠিক মধ্যস্থলে এবং গোপুরম্ উত্তরাংশে অবস্থিত। উভয় অট্টালিকাই ধ্বস্ত-স্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং বৃহদাকার বৃক্ষগুলি তদুপরি উৎপন্ন হইয়া ঐ স্থানদ্বয়কে নিবিড় জঙ্গলে আবৃত করিয়াছে। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নান্যদেব এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার বংশে ছয় জন রাজা মহা সমারোহে এখানে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ হরি সিংহদেব ১৩২২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্তৃক রাজ্য ভ্রষ্ট হন।

সিমগা, মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরি-মাণ ১৪০১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। মধ্য প্রদেশ ও উক্ত জেলার মধ্যে একটী ইহা প্রধান নগর এবং তহসীলের বিচার সদর। রায়পুর নগর হইতে ২৮ মাইল উত্তরে বিলাসপুর যাইবার পথে শিবনদের তীরে অবস্থিত।

সিমলা, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। নিম্ন হিমালয়ের পার্ব্বত্য অধিত্যকাদেশে স্থাপিত এবং উক্ত পঞ্জা-তাংশের কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া ইহা গঠিত। ঐ সকল খণ্ড খণ্ড দেশভাগের চারি দিকেই স্বাধীন পার্ব্বত্য রাজগণের অধিকৃত রাজ্যসমূহ বিদ্যমান আছে। রাজকীয় কর্ম্মসূত্রে ঐ সকল সামন্ত সর্দ্দারেরা সিমলার ডেপুটী কমিশনরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এই রাজকর্ম্মচারীই এক্ষণে পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহে এজ্‌-অফিসিও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিয়া পরিচিত। সিমলা নগরই এখান-কার বিচারসদর। অক্ষা° ৩১° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১১´ পূঃ।

এই জেলা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত সামন্তরাজ্যগুলি যে শৈলশৃঙ্গোপরি স্থাপিত তাহা পশ্চিম হিমালয়শৈলের মধ্যবর্ত্তি সর্ব্বোচ্চ শৈলশ্রেণীর দক্ষিণ সানু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল পর্ব্বতের বসহর রাজ্যসীমা হইতে ধীরে ধীরে দক্ষিণপশ্চিমা-ভিমুখে অবতীর্ণ হইয়া গঙ্গা ও সিন্ধুর অববাহিকা দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অম্বালা জেলার সমতল প্রান্তরে মিশিয়াছে। সিমলা

শৈল-সান্নিধ্যে ঐ অববাহিকাদ্বয়ে যথাক্রমে যমুনা ও শতদ্রু নদী প্রবাহিত।

জেলার উত্তরপূর্ব্বে এই শৈলশৃঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত। উহার একটী উত্তরপশ্চিমে ঘুরিয়া শতদ্রু উপত্যকা বেষ্টন করিয়াছে এবং অপরটী দক্ষিণপূর্ব্বে বাঁকিয়া সুবাথুর উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্ব্বতাংশেই সিমলার বিখ্যাত শৈলাবাস স্থাপিত। সুবাথু হইতে সমানভাবে নামিয়া আসিয়া, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গ নিম্ন হিমালয়ের পর্ব্বতমালায় আসিয়া মিশিয়াছে, সিমলার দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালার মধ্যে শতদ্রু ও তোঁস নদীর মধ্যগত ছোড় নামক শৈলশৃঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঐ স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১১৯৮২ ফিট্ উচ্চ। এই পর্ব্বতমালার প্রত্যেক স্থানই প্রকৃতির অভিনব সৌন্দর্য্যমালায় বিভূষিত। এখান হইতে পর্ব্বতপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলে সুদূর উত্তরের তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গসমূহ নয়নপথে পতিত হয়। ঐ সকল শৈলপৃষ্ঠে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হওয়ায় উহাদের সৌন্দর্য্যও মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বোধ হয়। তুষার রেখার নিম্ন পর্য্যন্ত সমগ্র শৈলভাগই Rhododendron নামক বৃক্ষমালায় সমাচ্ছাদিত। স্থানে স্থানে সুবৃহৎ দেবদারু বৃক্ষসমূহ উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়া শিখরভূমকে শোভমান করিয়াছে। পার্ব্বত্য পথঘাট ও নদীনালাগুলি ইতস্ততঃ রেখাকারে বিন্যস্ত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, ঐ পর্ব্বতখণ্ড যেন চিত্র রেখা দ্বারা বিভক্ত।

সিমলা শৈলাবাসের কোন একটী সমুন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া সুদূর দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিলে সম্মুখে সুবাথু ও কসৌলীর শৈলপৃষ্ঠ ও পরে অম্বালার প্রশস্ত প্রান্তর নয়নগোচর হয়। ইহার বাম দিকেই ছোড় নামক শৈল বিরাজিত, শৈলপৃষ্ঠ যেন ক্রমশঃ ঢালু হইয়া অসংখ্য কন্দর ও গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। অদ্রির নদীপ্রবাহিত উপত্যকাভূমি অপূর্ব্ব শস্যশোভায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে। উত্তরের অত্যুচ্চ শৈলশৃঙ্গাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ঐশ মহিমার অপূর্ব্ব নিদর্শন উপলব্ধি করা যায়। বিমানারোহী শৈলশৃঙ্গসমূহ যেন সৃষ্টিকর্ত্তার ক্রিয়া ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। পর্ব্বতশ্রেণীগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেন জালের ন্যায় নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঐ শ্রেণীনিচয় তরঙ্গায়িত, একটীর উপর আর একটী উঠিয়াছে এবং ক্রমে তাহা উচ্চ হইতে উচ্চতর ও তুষারমণ্ডিত হইয়া আকাশের গায় মিশিয়াছে। এই জেলার মধ্য দিয়া শতদ্রু, পাবর, গিরি-গঙ্গা, গম্ভার ও সর্সা নদী প্রবাহিত।

সিমলার সেনাবাস ও ছাউনীগুলি ব্যতীত সমগ্র জেলার ভূপরিমাণ ৮১ বর্গমাইল। ঐ স্থান পাঁচটী স্বতন্ত্র এলাকায় বিভক্ত। ১ম কাল্কা-এলাকা—কালকা সিমলাশৈলের পাদমূলে অবস্থিত। সিমলাশৈলে উঠিবার রাস্তা কালকা হইতে গিয়াছে। পূর্ব্বে সিমলাযাত্রীরা প্রথমে কাল্কায় আসিয়া বিশ্রাম করিত। এখানে তাহাদের খাদ্যাদি সংগ্রহের বিশেষ অসুবিধা বোধ করিয়া পাতিয়ালার মহারাজ একটী বাজার ও রসদাদির ডিপো স্থাপনের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টকে এই স্থান ছাড়িয়া দেন। ২য় টী শিব এলাকা নামে খ্যাত, ভরৌলী কালা ও কলাগ গ্রামে এবং কসৌলীর নিকটবর্ত্তী চারিটী ক্ষুদ্র গ্রাম লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহার সর্ব্বসমেত ভূমিপরিমাণ ১৫ হাজার একার। সিমলা-শৈলাবাসে যাইবার পথে সুবাথু হইতে কিয়ারীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী নিম্ন উপত্যকাখণ্ডে ভরৌলী রাজ্য। গোরখা যুদ্ধের অবসানে এখানকার রাজবংশ বিলুপ্ত হয় এবং তদবধি এই স্থান ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ৩য় টী সিমলা এলাকা—ভূপরিমাণ ৪ হাজার একার। এখানকার সমস্তই শৈলাবাস, কেবল মাত্র ২ শত একার ভূমিতে চাষ হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কেউথল ও পাতিয়ালার রাজাকে অন্য জমি দিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই জমি গ্রহণ করেন। ৪র্থ এলাকার নাম কোট-খাই। সিমলা শৈলের ২০ মাইল দক্ষিণে গিরিনদীর উৎপত্তিস্থানের চতুষ্পার্শ্বে ২২ হাজার একার পরিমিত এটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাণা ভগবান্ সিংহ স্বেচ্ছায় এই প্রদেশ ইংরাজকরে অর্পণ করেন। ৫ম এলাকা কোট-গুরু বা কোটগড় নামে পরিচিত। সিমলা হইতে ২২ মাইল উঃ পূঃ শতদ্রুতীরস্থ হাথু পর্ব্বতোপরি ১১ হাজার একার পরিমিত ভূমি লইয়া ইহা গঠিত। ইহা পূর্ব্বে কোট-খাইরাজের অধিকারে ছিল। কুলুরাজ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। তৎপরে বসহররাজ কুলুপতিকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে এই প্রদেশ জয় করিয়া লন। অনন্তর প্রায় ৪০ বৎসর কাল ইহা বসহর রাজ্যভুক্ত থাকে। তৎপরে গোর্খা সৈন্য এই স্থান আক্রমণ ও জয় করে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধের সময় কুলুরাজের প্রার্থনায় ইংরাজ-সৈন্য সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় এবং কুলুসৈন্য কোটগড় অধিকার করে। উক্ত যুদ্ধের অবসানে এই স্থান ইংরাজের করতলগত হয়।

১৮১৫-১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধে সিমলা জেলার খণ্ড খণ্ড বিভাগগুলি ইংরাজ গবর্মেণ্টের করতলগত হয়। পূর্ব্বকালে সিমলাশৈলের এই পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি ও কাঙড়া জেলার কতকস্থান জালন্ধরের কটোচ রাজ্যের অধীন ছিল। কালে গৃহবিবাদে উক্ত রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে এই প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণের অধীনে শাসিত হয়। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময় এই সকল সর্দ্দারেরা পরস্পরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিল। গোর্খাগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া দেশীয় সর্দ্দারদিগকে উত্যক্ত

করিলে তাঁহারা বাধ্য হইয়াই ইংরাজকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। তদনুসারে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্ত গোর্খাজাতির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া শতদ্রু ও ঘর্ঘরার মধ্যবর্ত্তী সমুদায় পর্ব্বত-পৃষ্ঠ অধিকার করিয়া বসে। এ সময়ে কুমায়ুন ও দেরাদুন জেলা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়, কতকগুলি স্থান ছাউনী স্থাপনের উপযোগী জানিয়া ইংরাজগবমের্ণ্ট তাহা নিজ অধিকারে রাখিয়া দেন এবং কেউন্থলরাজ্যের কতকাংশ পাতিয়ালা রাজাকে বিক্রয় করেন। এতদ্ব্যতীত পার্ব্বত্য রাজাদিগের যে সকল রাজ্য গোর্খারা অধিকার করিয়া লইয়াছিল, ইংরাজ গবমের্ণ্ট তাঁহাদের সম্পত্তি তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন। গড়বালরাজ্য যুক্তপ্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীনে আনীত হয় এবং কতকগুলি সামন্ত-রাজ্য পঞ্জাবের শাসনাধীন করিয়া সিমলাশৈল-রাজ্যমালা (Simla Hill states) নামে বিদিত হয়।

যে শৈলাংশে সিমলার স্বাস্থ্যাবাস (Simla sanitarium) প্রতিষ্ঠিত, ঐ স্থান ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবমের্ণ্টের করতলগত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কেউন্থলের রাজা আরও খানিকটা জমি গবমের্ণ্টকে দান করেন। এই শৈলবাস হইতে ৩॥০ মাইল দূরে জুটোঘ নামে একটী শৈলশিখর দৃষ্ট হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবমের্ণ্ট পাতিয়ালার মহারাজকে করোলীর দুইটী গ্রাম দিয়া তদ্বিনিময়ে ঐ স্থান গ্রহণ করেন। রাণা ভগবান্ সিংহ কোটখাই ও কোটগড়প্রদেশের বিশেষ কোন আয় নাই দেখিয়া উহা ইংরাজ গবমের্ণ্টকে ছাড়িয়া দেন। কসৌলী পূর্ব্বে বিজয়রাজের শাসনাধীন ছিল। ইংরাজ গবমের্ণ্ট বার্ষিক কিছু কর দিতে স্বীকৃত হইলে বিজয়রাজ উহা গবমের্ণ্টকে ছাড়িয়া দেন। পূর্ব্বেই ইংরাজ গবমের্ণ্ট সুবাথুশৈল সেনাদলের ছাউনীরূপে মনোনীত করিয়া রাখেন, অন্যান্য অংশ এইরূপে বিভিন্ন সময়ে ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সিমলা একটী জেলারূপে গঠিত হয়।

সিমলা, কসৌলী, দিগ্‌সাই, সুবাথু, সেলেন ও কাল্‌কা এখানকার প্রধান নগর। ঐ সকল স্থানই অল্পবিস্তর বাণিজ্য-প্রধান। সিমলা পর্ব্বতজাত দ্রব্যনিচয়ের একটী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। দিল্লী হইতে কাল্‌কা পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় সিমলার শৈলবাসে আসিবার ও পণ্য দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। কাল্‌কা হইতে সিমলাশৈলে উঠিবার যে প্রাচীন রাস্তা আছে, তাহা কসৌলী ও সুবাথু হইয়া গিয়াছে, ঐ পথ প্রায় ৪১ মাইল। অশ্ব, খচ্চর, পনিঘোড়া ও গবাদি পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঐ পথে উঠিবার সুবিধা নাই। টোঙ্গা নামক যানই এখানকার প্রসিদ্ধ গমনোপায়। অশ্ব বদল করিয়া এই পথে ৮ ঘণ্টায় আসা যায়। দিগসাই ও সেলেন হইয়া যে শকটগমনোপযোগী রাস্তা সিমলায় আসিয়াছে তাহা ৫৮ মাইল। দ্বিচক্র যুক্ত শকট এই পথে ৯।১০ ঘণ্টায় আসিতে পারে এবং এই পথেই সাধারণতঃ সিমলার যাবতীয় বাণিজ্য চলিয়া থাকে। বিশ্রামের জন্য এই পথের ধারে মাঝে মাঝে বাঙ্গালা (staging bungalow) স্থাপিত আছে। প্রাচীন পথের ধার দিয়া এখানকার টেলিগ্রাফ চালিত, কাল্‌কা, কসৌলী ও সিমলায় টেলিগ্রাফের ষ্টেশন আছে। অল্পদিন হইল রেলপথও গিয়াছে।

অম্বালার কমিশনরের অধীনস্থ একজন ডেপুটী কমিসনর দ্বারা এখানকার সমস্ত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তিনি পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহেরও পরিদর্শক।

সিমলা শৈলমালার জলবায়ু অতীব মনোরম। য়ুরোপীয়ের নিকট ইহা বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ এবং ইংলণ্ডবাসী ইংলণ্ডে যেরূপ বাস করেন, এখানকার আবহাওয়াও তদনুরূপ। এই কারণে তাঁহারা সিমলাকে ইংলণ্ডের অনুরূপ স্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা বাসযোগ্য করিবার জন্য অনেক স্থানে স্বাস্থ্যাবাস ও সেনা-বাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সিমলায় প্রতি মাসে যেরূপ শৈত্য উপ-লব্ধি করা যায়, তাহার একটী তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ হইল—

জানুয়ারী ৪০·২°;	ফেব্রুয়ারী ৪১·৮°
মার্চ্চ ৪৯·২°;	এপ্রিল ৫৮·৭°
মে ৬৫·৫°;	জুন ৬৭·৬°
জুলাই ৬৪·৩°;	আগষ্ট ৬৩·১°
সেপ্টেম্বর ৬১·৩°;	অক্টোবর ৫৫·৬°
নবেম্বর ৪৮·৭°;	ডিসেম্বর ৪৪·৭°

২ পঞ্জাব প্রদেশের সিমলা জেলার একটী তহসীল, সিমলা বরৌলী পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪ বর্গমাইল।

সিমলা (শৈল), পঞ্জাবের সিমলা জেলার একটী সুবিখ্যাত নগর ও উক্ত জেলার বিচারসদর। ভারতবাসী য়ুরোপীয়ের পক্ষে ইহা সর্ব্বপ্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান। শৈলপৃষ্ঠের যে অধিত্যকাংশে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাসযোগ্য করা হইয়াছে, তাহা চিত্রপটে প্রতিফলিত পার্থিবজগতে সৌন্দর্য্যময়ী দৃশ্যাবলীর ন্যায় হৃদয়হারী এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে ও গ্রীষ্মপ্রধান কর্কট-ক্রান্তি-সীমার অনেক উত্তরে স্থাপিত হওয়ায় এই স্থানটী রুক্ষ ও শৈত্যপ্রধান; এই কারণে শীতপ্রধান দেশবাসী য়ুরোপীয়গণ গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের সমতল পৃষ্ঠে অধিক কাল বাস করিতে অশক্ত হওয়ায় মধ্যে মধ্যে সিমলার শৈলবাসে আসিয়া বাস করেন। উত্তরকালে ইংরাজগবমের্ণ্ট এই স্থানেই ভারতসাম্রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী মনোনীত করিয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে এখানে রাজপাটস্থাপনের উপযোগী কার্য্যালয়াদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও হয়।

ভারতের অন্যতম রাজধানী দিল্লীর উত্তরে, মধ্য হিমাচল-শ্রেণী হইতে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রসৃত একটী শাখাশৈল-শিখরে সিমলা নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০৮৪ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১১´ পূঃ, অম্বালা হইতে ৭৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং শৈলপাদমূলস্থ কাল্কা ষ্টেশন হইতে শকটপথে ৫৮ মাইল ব্যবধানে স্থাপিত শীত ঋতু প্রবল হইলে অর্থাৎ নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি এখানকার অধিবাসিবর্গ নিম্নে নামিতে থাকে। গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারিগণও এই সময়ে কলিকাতা রাজধানীতে স্থানান্তরিত হন। এই কারণে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে এখানকার লোকসংখ্যা অতিশয় কম হয়। মার্চ্চমাস হইতে পুনরায় লোকসমাগম হয়। গবর্মেণ্টের কেরাণীদলের সঙ্গে সঙ্গে নানা শ্রেণীর বণিক্ ও লোকজন সিমলায় উঠিতে আরম্ভ করেন,আগষ্ট মাস হইতে এখানে স্বাস্থ্যান্বেষীদিগের আগমন ঘটে এবং য়ুরোপীয়গণ সিমলায় শরৎ, বসন্ত ও শীতের সংমিশ্রিত বায়ুসেবনার্থ পূজার অবকাশের পূর্ব্বে এখানে সমাগত হইতে থাকেন; এই কারণে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরেই এখানকার জনতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সিমলা শৈলের যে অংশে এবং যে ভূমিখণ্ডের উপর অধুনা সিমলার শৈলাবাস প্রতিষ্ঠিত, ১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধের অবসানে তাহা ইংরাজগবর্মেণ্টের করায়ত্ত হয়। পার্ব্বত্য সামন্তসর্দ্দারদিগের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজগবর্মেণ্টের রক্ষিত এসিষ্টাণ্ট পলিটিকাল এজেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট রস সাহেব ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী কাষ্ঠের কুটীর নির্ম্মাণ করেন। উহার তিন বৎসর পরে তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত লেপ্টেনাণ্ট কেনেডি একখানি পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার চেষ্টায় সিমলার মনোহর স্বাস্থ্যের ও দৃশ্যের কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে প্রচারিত হয়। কেনেডি অর্থব্যয়ে সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের বন্ধুবান্ধব এবং অম্বালা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারিগণের অনেকে তাঁহার পথানুসরণ করিয়া স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনার্থ এখানে এক একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই পার্ব্বত্য উপনিবেশের নাম য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে কতকটা প্রসিদ্ধি লাভ করে। উহার পর বৎসর লর্ড আমহার্ষ্ট ভরতপুরদুর্গ বিজয়ের পর উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অন্যান্য স্থানের কার্য্যাদি সমাধান করিয়া গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে ধীরে ধীরে সিমলায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং প্রায় সমস্ত গ্রীষ্ম ঋতুই এখানে অতিবাহিত করিয়া যান।

ভারতরাজপ্রতিনিধির শুভাগমন ও বাস হইতেই সিমলার শৈলাবাস উত্তরভারতবাসী য়ুরোপীয় মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে সিমলার শৈলাবাসের উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়। অতঃপর ভারতরাজপ্রতিনিধি প্রায় প্রতিবৎসরেই একবার অন্ততঃ কএক সপ্তাহের জন্যও এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে গবর্মেণ্টের রাজপাটও কতকপরিমাণে এখানে আসিয়াছিল। প্রথম প্রথম বড়লাট বাহাদুরের এখানে আসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত ছিল না। বৎসরের যে কোন ঋতুতেই তাঁহার সুবিধা হইত, তিনি এখানে আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেন। অবশেষে কলিকাতার নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় প্রাণান্তকর প্রখর সূর্য্যোত্তাপে দেহ দগ্ধ না করিয়া তিনি ঐ সময়ের কএক সপ্তাহকাল হিমাচলের শীতল বাতাসে অতিবাহিত করিতে বাসনা করেন। তদনুসারে তাঁহার আদেশে গ্রীষ্ম ঋতুতেই কএক সপ্তাহের জন্য রাজকার্য্যালয় সিমলায় স্থানান্তরিত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারলগণ সময় নির্দ্ধারিত করিয়া সমগ্র গ্রীষ্ম ঋতুই সিমলায় কাটাইবার ব্যবস্থা করেন। তদবধি সেই ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে এখানে কলিকাতা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে একটী রাজপাট রক্ষার ব্যবস্থা হয়। কেরাণীগণের যাতায়াত ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশে এবং এখান হইতে পশ্চিম ভারতীয় সীমান্তপ্রদেশসমূহের সহিত অতি সুযোগে রাজকার্য্য পরিচালিত হইবে ভাবিয়া সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

বিখ্যাত শিখযুদ্ধের অবসানে পঞ্জাবপ্রদেশ ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে সিমলার সমাদর আরও বাড়িয়া উঠে। কারণ ঐ সময় হইতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ ইংরাজরাজকে সম্মানপ্রদর্শনার্থ প্রতিবৎসর সিমলা রাজধানীতে আসিতে আরম্ভ করেন। এই স্থান পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী এবং সর্দ্দারগণও সুবিধামত এখানে আসিতে পারে জানিয়া গবর্মেণ্ট এখানেই পাকা রাজধানী করিলেন। অধিকন্তু এখান হইতে ভারতপ্রতিনিধি গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের শীতকালে ভারত রাজ্য পরিদর্শনেরও যথেষ্ট সুবিধা হয়।

প্রথমে গবর্ণর জেনারলের সঙ্গে কএকজন মাত্র কর্ম্মচারী সিমলায় আসিয়া রাজকার্য্য করিতেন। কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সর জন লরেন্সের শাসনকালে সিমলাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজরাজের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়। ঐ সময়ে সেক্রেটেরিয়ট ও বিচারবিভাগের যাবতীয় কার্য্যালয়াদি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এখানে নিয়মিতরূপে গ্রীষ্মের সময় ভারতরাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় গবর্মেণ্টের রাজপাট উঠিয়া আসে নাই।

তাহারা সমতল ক্ষেত্রে বসিয়াই দুর্ভিক্ষের প্রপীড়িত অধিবাসিবর্গের তত্ত্বাবধানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে সিমলার শৈলাবাসের ক্রমিক উন্নতি সংঘটিত হইতে থাকে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সিমলায় সবে মাত্র ৩০ খানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎপরে ক্রমে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১০০ এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৯০ খানি গৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে সর্ব্ব সমেত ১১৪১ খানি বাসগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অধুনা সিমলা শৈলপৃষ্ঠের সুবিস্তৃত বক্ষে অসংখ্য বাঙলা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ শৈলপৃষ্ঠ অর্দ্ধচন্দ্রাকার পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত এবং উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ৬ মাইল হইবে। ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে জাকো নামক শৈলশৃঙ্গ, উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই শৃঙ্গোপরি দেবদারু, ওক ও রোডোডেণ্ড্রন বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। শৃঙ্গটী কোণাকৃতি চূড়ার ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত। উহার চারিপার্শ্বে পাঁচ মাইল বিস্তৃত রাস্তা কাটা আছে। উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের বিশেষ উপযোগী।

পশ্চিম প্রান্তে প্রস্পেক্টহিল নামে একটী শৈলশৃঙ্গ আছে, উহা জাকো হইতে উচ্চতায় কম। এই পর্ব্বতগাত্রে কোনরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায় না, উহা কেবলমাত্র তৃণ দ্বারা সমাচ্ছাদিত। জাকো শৈলের দক্ষিণপাদমূলেই অনেক লোকের বাস, পশ্চিম প্রান্তের অপর দুইটী শৈলাংশেও বসবাস কম নহে। এই শৈলদ্বয়ের একটীতে রাজপ্রতিনিধিদিগের পূর্ব্বতন 'পিটার হোফ' নামক প্রাসাদ স্থাপিত ছিল এবং অপরটীর শিরোদেশে মানমন্দিরের সুবৃহৎ অট্টালিকা বিরাজ করিত। ঐ মানমন্দির এক্ষণে রাজকর্ম্মচারীদিগের সাধারণ বাসভবনে পরিণত হইয়াছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বড়লাট বাহাদুরের জন্য অবজার ভেটরী হিলে একটী নূতন ও সুন্দর বাসভবন নির্ম্মিত হয়; উহা পূর্ব্বোক্ত লাটভবনের পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

জাকোহিলের পশ্চিম পাদমূলে একটী গীর্জ্জা স্থাপিত আছে। উহারই নিম্নে দক্ষিণ শৈলপৃষ্ঠে দেশীয় দিগের একটী বাজার। উহাই সিমলা শৈলাবাসকে দেশীয় ও য়ুরোপীয়দিগকে দুইটী অংশে বিভক্ত করিয়াছে। বাজারের পূর্ব্ব দিকের যে অংশে দেশীয় লোকের বাস তাহা ছোট সিমলা নামে খ্যাত এবং পশ্চিমাংশ বৈলুগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ। সিমলা শৈলের উত্তরে লম্ব রেখায় অপর একটী পর্ব্বতশাখা বিস্তৃত আছে। উহা নানা প্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। এই স্থান ইলিসিয়াম্ স্থাপনের উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, পশ্চিম প্রান্তরে ৩॥০ মাইল দূরে জুটোঘ শৈলখণ্ডে কামানবাহী সেনাদলের একটী আড্ডা আছে।

গ্রীষ্মকালে সিমলা শৈলাবাসে সমাগত ব্যক্তিবর্গের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহই এখানকার প্রধান বাণিজ্য, তবে এখান হইতে অহিফেন, চরস, নানাপ্রকার ফল, সুপারী এবং নিকটবর্ত্তী শৈল ও রামপুর সীমান্ত হইতে সমানীত পশম এখান হইতে অন্যত্র প্রেরিত হয়। পরিচ্ছদাদি অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা প্রায়ই য়ুরোপীয় দোকানদারদিগের দোকান হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। ঐ দোকানগুলি কলিকাতার বড় বড় দোকানের এক একটী শাখা, এখন এখানে তিনটী ব্যাঙ্ক, ক্লাব, কতকগুলি গীর্জ্জাঘর, টাউনহল ও তিনচারিটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে সিমলাশৈলে নিরন্তরপ্রবাহী ঝরণা না থাকায় বিলক্ষণ জলাভাব আছে। মহাসু শৈল হইতে জল পাম্প করিয়া পাইপ দ্বারা সিমলায় আনীত হইয়াছে। সময় সময় শৈলবাসিগণের আধিক্য হেতু জলাভাব পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে বাঁধ দিয়া স্বতন্ত্র জলাধার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। অনেকগুলি প্রস্রবণ প্রায়ই গ্রীষ্মের সময় শুকাইয়া যায়।

সিমলাহিল্ ষ্টেট্স্, সিমলা শৈলাবাসের চতুর্দ্দিকস্থ ২৩টী সামন্তরাজ্য লইয়া এই বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সীমায় হিমালয়ের উচ্চ প্রাচীর, উত্তরপশ্চিমে কাঙ্ড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত কুলু ও স্পিতির পর্ব্বতমালা এবং শতদ্রু নদী; দক্ষিণপশ্চিমে অম্বালার সমতল প্রান্তর এবং উত্তরপূর্ব্বে দেরাদুন ও গড়বালের সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ৩০° পূঃ হইতে ৩২° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩০´ হইতে ৭৯° ১´ পূঃ মধ্য। অম্বালার কমিশনরের অধীনস্থ একজন ডেপুটী কমিশনার দ্বারা এই রাজ্যগুলির শাসনবিধি পরিদর্শিত হইয়া থাকে। ইংরাজ গবর্মেণ্টের তালিকায় ইনি Superintendent of hill-statesনামে বিদিত। নিম্নে সামন্তরাজ্যগুলির নাম ও সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	রাজ্য	ভূপরিমাণ	গ্রামসংখ্যা	দেয় রাজস্ব
১	সিরমুর (নাহন)	১০৭৭	২০৬৯	...
২	বিলাসপুর (কহলুর)	৪৪৮	১০৭৩	৮০০০৲
৩	বসহর (বস্সাহির)	৩৩২০	৮৩৬	৩৯৪০৲
৪	হিন্দুর (নালাগড়)	২৫২	৩৩১	৫০০০৲
৫	সুকেত	৪৭৪	২২০	১১০০০৲
৬	কেউস্থল	১১৬	৮৩৮	...
৭	বাঘল	১২৪	৩৪৬	৩৬০০৲
৮	জব্বল	২৮৮	৪৭২	২৫২০৲
৯	ভর্জ্জি	৯৬	৩২৭	১৪৪০৲
১০	কুস্তার সেন	৯০	২৫৪	২০০০৲
১১	মহীলোক	৫৮	২২২	১৪৪০৲
১২	বলাসন	৫১	১৫২	১০৮০৲

	রাজ্য	ভূপরিমাণ	গ্রামসংখ্যা	দেয় রাজস্ব
১৩	বাগহাট	৩৬	১৭৮	৬০০৲
১৪	কুথার	৭	১৫০	১০০০৲
১৫	ধামী	২৬	২১৪	৭২০৲
১৬	তরোচ	৬৭	৪৪	২৯০৲
১৭	সাঙ্গড়ী	১৬	১০৫	...
১৮	কুণিহার	৮	৬৬	১৮০৲
১৯	বীজা	৪	৩১	১৮০৲
২০	মাঙ্গল	১২	৩১	৭০৲
২১	রবাই	৩	১৮	—
২২	দরকুটী	৫	৮	...
২৩	দাধি	১	১০	...

জেলার বিবরণে সিমলা শৈলমালার যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল শৈলমালার মধ্যে উপরি কথিত সামন্তরাজ্যগুলি স্থাপিত; সুতরাং ইংরাজাধিকৃত সিমলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতে এখানকার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বতপৃষ্ঠোপরি সিমলাশৈলরাজ্যমালা বিরাজিত রহিয়াছে। সিমলার দক্ষিণপূর্ব্ব এবং শতদ্রু ও যমুনার শাখা তোঁস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শৈলনিচয় চোড় শৈলশিখরে আসিয়া একত্র হইয়াছে। ঐস্থান সমুদ্রশিখর হইতে ১১৯৮২ ফিট্ উচ্চ। চোড়শৃঙ্গ সিমলাশৈলের দক্ষিণমুখী একটী শাখার চরম সীমা। বাস্তবিক, ঐ গিরিরাজির নিশ্চিত কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করা দুরূহ ব্যাপার। তবে যিনি জগৎপাতার এই মহতী কীর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই এই স্থানের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃশ্যে মোহিত হইয়াছেন। মোটের উপর ঐ পর্ব্বতশাখাগুলিকে তিনটী মূলভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) চোড় পর্ব্বত ও তৎপাদপ্রসূত দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে শাখানিচয়; (২) মধ্য-হিমালয় হইতে সুবাথু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সিমলাশৈল এবং (৩) নিম্ন হিমাচল পর্ব্বতপ্রদেশ। ইহা উত্তরপূর্ব্ব হইতে উত্তরপশ্চিমে অম্বালার সীমারূপে প্রচলিত।

নিম্ন হিমালয়শৈলমালাকেও দুই থাকে পরিগণিত করা হয়। উহার সম্মুখেরটী হিমাচলপাদের বহিঃস্তর অর্থাৎ সমতল প্রান্তরাভিমুখী প্রথম শ্রেণী। ইহার গঠনপ্রণালী উত্তরের হোসিয়ারপুর জেলার শিবালিকশৈল অথবা দক্ষিণপূর্ব্বাংশে গাঙ্গেয় অন্তর্ব্বেদীর মধ্যস্থিত হিমালয়শাখার অনুরূপ। নিম্ন হিমালয় ও শিবালিকপর্ব্বতমালা পরস্পরে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত, ইহাদের মধ্যে বিস্তৃত প্রান্তরভূমি পরিদৃষ্ট হয়। নাহনরাজ্যে এইরূপ স্থানকে খিয়ার্দা-দূন এবং নালাগড়ে দূন বলে। ঐ স্থানগুলি প্রচুর শস্যশালী ও উপত্যকার মত।

শতদ্রুর অপর পারে এবং স্পিতি ও লাহুলের দক্ষিণে বসহর রাজ্যের কুণাবর বিভাগ। এখানে প্রায় ৭ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে উত্তম চাষবাস হয়। স্থানটী বিশেষ স্বাস্থ্যকর। বৃষ্টি বা শীতের আধিক্য নাই। কুণাবরবাসীদিগকে কুণাবরী বলে। আকৃতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিলে ইহাদিগকে ভারতসম্ভূত একটী আদিম জাতি বলিয়াই ধারণা হয়; কিন্তু আচারব্যবহারে এবং ধর্ম্মকর্ম্মে ইহারা অনেকাংশে তিব্বতীয়দিগের অনুরূপ। উত্তর কুণাবরবাসীরা বাণিজ্যপ্রিয়, ইহারা চরস ক্রয় করিতে লেহ্ এবং পসম আনিতে গর্দ্দোখ পর্য্যন্ত গিরিপথে গমনাগমন করে এবং বিনিময়ার্থ ইহারা যে সকল পণ্য দ্রব্য লইয়া যায় তাহা সাধারণতঃ খচ্চর, ছাগল ও ভেড়ার পৃষ্ঠে চাপাইয়া তাড়াইয়া লইয়া যায়।

এখানকার শৈলমালাবিধৌত জল পার্ব্বতীয় নালাপথে প্রবাহিত হইয়া ধীরে ধীরে শতদ্রু, পাবর, গিরি-গঙ্গা, গম্ভার ও সর্সা নদীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। শতদ্রুনদী চীনরাজ্য হইতে হিমাচলের শৃঙ্গের মধ্যস্থিত পথ দিয়া বসহর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ শৃঙ্গদ্বয়ের সর্ব্বোত্তরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০১৮৩ ফিট্ উচ্চ। বসহররাজ্যের মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্ব্বে নামিবার কালে শতদ্রুনদী মধ্যহিমালয় ও ক্ষিতিশৈলের জলরাশি পাইয়া পুষ্ট কলেবর হইয়াছে, অনন্তর কুলু, কাঙড়া ও বিলাসপুর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে আসিয়াছে। কোটগড়ের নিকটে এই নদীবক্ষে বঙ্গট্ট ও লৌরী নামক স্থানে সেতু আছে। বিলাসপুরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া লোকে নদীবক্ষে গমনাগমন করে, সাধারণ চামড়ার মশক জলে ভাসাইয়া তাহার উপর চড়িয়া নদী পারাপার হয়। বাস্পা ও স্পিতি নদী ইহার প্রধান শাখা।

পাবর নদী তোঁস নদীর শাখা; মধ্য হিমালয় ও সিমলাশৈলের দক্ষিণ ঢালুর জলরাশিসঞ্চয়ে বসহররাজ্যে ইহার উৎপত্তি। মিলিত নদী গড়বাল জেলার মধ্যে যমুনায় আসিয়া পতিত হইয়াছে।

গিরি বা গিরিগঙ্গা নদী চোড়-শৈলের উত্তরস্থ পর্ব্বতশ্রেণীতে উদ্ভূত। চোড় ও সিমলাশৈলের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকার জলরাশি সঞ্চয় করিয়া এই নদী ধীরে ধীরে নাহন রাজ্যের মধ্য দিয়া তোঁস সঙ্গমের দশ মাইল দক্ষিণে যমুনায় মিশিয়াছে। মহাসু শৈলাংশ হইতে সমুদ্ভূত অশ্নী বা আসন নদী ইহার প্রধান শাখা।

গম্ভার নদী দগ্‌সাই শৈল প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া সুবাথু অতিক্রমপূর্ব্বক বিলাসপুরের ৮ মাইল দক্ষিণে শতদ্রুতে মিশিয়াছে। বিলীনী প্রভৃতি কতকগুলি পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র স্রোতোমালা ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। সর্সা নদী নালাগড়ের দূনপ্রদেশ বিধৌত জলরাশি হইতে সমুৎপন্ন। এই নদীতে সকল সময়ে জল থাকে না। অপরগুলিতে থাকে। পাবর ও গিরিগঙ্গা উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

উপরে যে ২৩টী পার্ব্বত্য সামন্তরাজ্যের উল্লেখ করা হইল, উহাদের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইংরাজ অধিকারের যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই একমাত্র উপাদান। স্থানান্তরে উক্ত সামন্তরাজ্যগুলির ইতিবৃত্ত স্বতন্ত্র লিপিবদ্ধ থাকায় এখানে আর লিখিত হইল না।

[তত্তদ্ শব্দ দেখ।]

সিমা (স্ত্রী) মহানামী সামভেদ।

সিমোগা, মহিসুর রাজ্যের নাগর বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ১৩° ৩০´ হইতে ১৪° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৪´ হইতে ৭৬° ৫´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৭৯৭ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে ও পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় ও উত্তরকণাড়া জেলা।

এই জেলায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অদ্ভুত বিকাশ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব সীমা মহিসুর অধিত্যকার সমরেখায় আবদ্ধ সমতল প্রান্তরভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১০০ ফিট উচ্চ। এই উচ্চতা ক্রমশঃ জেলার পশ্চিমাংশে উচ্চতর হইয়া পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার মাননাদ পার্ব্বত্য প্রদেশে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখানে তুঙ্গা, ভদ্রা, বরদা, শরাবতী প্রভৃতি কএকটী নদী বিদ্যমান আছে। সুপ্রসিদ্ধ গারসোপ্পা প্রপাত এই নদীর পর্ব্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত।

সিমোগা জেলার ইতিহাস পাওয়ার বিশেষ উপায় নাই। এখানে ৮৯ যুধিষ্ঠিরাব্দে উৎকীর্ণ রাজা জনমেজয়ের ৩ খানি শাসন দৃষ্ট হয়। উহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মাত্রই সন্দিহান।

কাদম্বরাজগণ হইতে এখানকার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে চালুক্য রাজগণ কাদম্বদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। অতঃপর কলচুরিরাজ চালুক্যপতিকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গায়ত মত প্রবর্ত্তিত হয় এবং হামচায় একটী জৈনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। [তত্তদ্ রাজবংশ দেখ।]

ইহার পর হোয়শাল বল্লালগণ ও বিজয়নগররাজবংশ যথাক্রমে এখানে রাজত্ব করেন। বিজয়নগর রাজবংশের অধঃপতনে কেলাডি ও বাসবপাটনবংশীয় পালেগার সর্দ্দারের শাসনাধিকৃত হয়। কেলোডিরা ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ইক্কেরী ও পরে বেদনূরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বাসবপাটন-বংশকে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তেরিকেরী নগরে এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কেলাডিদিগকে বেদনূরে পরাজিত করিয়া হায়দার আলী এই প্রদেশ অধিকার করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের অধঃপতনের পর দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের কঠোর শাসনে ও পীড়নে দেশবাসীরা বড়ই উৎপীড়িত হইতে থাকে। অবশেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বিদ্রোহী হইলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাদের সহায় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অধিকারচ্যুত করে এবং পূর্ব্বতন কেলাডি ও বাসবপাটন-বংশীয় সর্দ্দারগণকে পুনরায় রাজ্যাধিকার দান করেন।

২ উক্ত জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৪৭ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। তুঙ্গা ও ভদ্রাসঙ্গমের অনতিদূরে তুঙ্গানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১১°৫৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৬´ ৫´´ পূঃ। সিমোগা নামটী শিবমুখ শব্দের অপভ্রংশ; আবার কেহ কেহ বলেন যে শী মোগে অর্থাৎ মিষ্টান্নভাণ্ড হইতে সিমোগা নাম কল্পিত হইয়াছে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মরাঠা সৈন্যগণ টিপুসুলতানের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া নগর লুণ্ঠন করিয়া ছিলেন।

সিম্ব (পুং) শিম।

সিম্বা (স্ত্রী) সম বৈক্লব্যে উন্মাদয়শ্চেতি সাধুঃ। শমীধান্য।

'শমী সমী শিম্বী শিম্বং সিম্বা সিম্বিরপীষ্যতে।' (দ্বিরূপকোষ) এই শব্দে তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকারই হয়। [শিম্বা দেখ।]

সিম্বি (স্ত্রী) ১ শিম্বা। (দ্বিরূপকোষ) ২ নখীনামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

সিম্বিতিকা (স্ত্রী) শিম্বি, সিম্বিকা।

সিম্বিজা (স্ত্রী) শমীধান্য। (ভাবপ্র°)

সিম্বী (স্ত্রী) সিম্বি-পক্ষে ঙীষ্। নিষ্পাবী। (রাজনি°)

সিম্ভুক (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (পঞ্চতন্ত্র)

সিয়া, মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। [মুসলমান শব্দ দেখ।]

সিয়াগোষ, ব্যাঘ্রজাতীয় চতুষ্পদ প্রাণীভেদ। অনেকে ইহাদিগকে নেকড়ে-বাঘের জাতি বলিয়া গণ্য করে। প্রাণিবিদ্‌গণের ভাষায় ইহারা *Felis caracal* or *Caracal melanotis* নামে খ্যাত। ইংরাজিতে Red Lynx বলে। গাত্রবর্ণ ধূম্রাভ, উদর অপেক্ষাকৃত ফিকে অথবা সাদা, পুচ্ছাগ্র কাল, ভিতর সাদা ও অগ্রভাগে গোছাকারে লোম আছে। বাঘ বা বিড়ালের ন্যায় ইহাদেরও গোঁফ হয়। চক্ষের উপর জ্রও দৃষ্ট হয়। ইহারা লম্বে ২৬ হইতে ৩০ ফিট্ হয়, পুচ্ছ ৯।১০ ফিট্, কর্ণ ৩ ফিট্ এবং উচ্চতায় ১৬ হইতে ১৮ ফিট হইয়া থাকে।

দক্ষিণ ভারতের উত্তর সরকারে, হায়দরাবাদ ও নাগপুরের মধ্যবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে, মৌএর নিকটস্থিত বিন্ধ্যশৈলমালায়, জয়পুর রাজ্যে, খান্দেশ, কচ্ছ ও গুজরাত প্রদেশে; তিব্বতে, পারস্যে, আরবে ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়, হিমালয় পর্ব্বতে বাঙ্গালায় ও পূর্ব্ব ভারতের অপর কোন স্থানে সিয়াগোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহারা শশক, কুক্কুট, চিল, কাক, বক প্রভৃতি শীকার করিতে পারে। পালন করিলে সিয়াগোষ বেশ পোষ মানে।

মৃগয়ার্থ বড়োদার গাইকোবাড় একদল শিক্ষিত সিয়াগোষ পালন করিতেছেন।

বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু ইহাদের আকৃতিগত বৈষম্যও ঘটিয়া থাকে, এই কারণে প্রাণিবিদ্‌গণও ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বীকার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়াছেন। তিব্বতের সাধারণ সিয়াগোষ F. isabellina, ঐ ছোট বিড়ালের স্থায়—F. manul, তিমোরের—F. Megaotis, য়ুরোপের F. lynx, F. Cervaria, F. pardina, F. bonialis (উত্তর মেরুজাত)। এই শেষোক্ত শ্রেণী উত্তর আমেরিকায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার অন্যত্র F. Rufa নামে আর এক শ্রেণীর সিয়াগোষ আছে।

সিয়ান্ (দেশজ) চতুর। কূটবুদ্ধি।

সিয়ানা, যুক্ত প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার একটী নগর।

সিয়ার, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিপথ। উহা অক্ষা° ৩১°১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৮´ পূর্ব্বে হিমালয়ের দক্ষিণ দিকৃস্থ একটী পর্ব্বতশিখর দিয়া কুণাবরে আসিয়াছে। এই স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৩৭১২০ ফিট্ উচ্চ। এখানে দাঁড়াইয়া সিমলা শৈলের ছোড়শৃঙ্গ হইতে যমুনোত্তরী শৃঙ্গ পর্য্যন্ত বিশাল পর্ব্বতপৃষ্ঠের একটী শোভাময় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

সিয়ারসোল, বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত কয়লার খনি। এই কয়লার খাত রাণীগঞ্জ হইতে স্বতন্ত্র। এখানকার কয়লা তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। বিভিন্নস্তরে বিভিন্ন প্রকারের কয়লা দেখা যায়।

সিয়ালখবস, বলরামপুরবাসী নিকৃষ্ট জাতি। চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা।

সির (পুং) পিপ্পলীমূল, পিপুলমূল। (হেম)

সিরণ (সিরিন), পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নদী। ইহা অক্ষা° ৩৪°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°.৯´ পূঃ, ভোগারমঙ্গ শৈলকন্দর হইতে উদ্ভূত হইয়া পাখ্‌লী উপত্যকা ও তানাবলের মধ্য দিয়া তারবেলা নামক স্থানে (অক্ষা° ৩৪°৫´ উঃ এবং ৭২°৪৪´ পূঃ) সিন্ধুনদে সঙ্গত হইয়াছে। এই শাখানদীটি মোট ৮০ মাইল লম্বা, কোথাও নৌকাযোগে যাত্রা করিবার উপায় নাই, তবে সকল স্থানেই হাটিয়া পার হওয়া যায়। নদীবক্ষে অল্পজল থাকিলেও ইহার দ্বারা চাসবাসের বেশ সুবিধা হয়। পাখ্‌লী-স্বাথী নামক উপত্যকাবাসী জাতিরা নদীর জলে শস্যোৎপাদনে বিশেষ সুবিধা পায়। নদীর উভয় তীরের দৃশ্য অতীব মনোহারী। ক্ষীণ-কলেবরা এই পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী মৃদুমন্দ গতিতে পর্ব্বতপৃষ্ঠ অতিক্রম করিতে করিতে কোথাও দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিম্নস্থ খাতে নিপতিত হইয়াছে, কোথাও পর্ব্বতকন্দর ভেদ করিয়া কলকল নিনাদে শস্য-শ্যামলা উপত্যকাভূমে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা ক্ষীণসূক্ষ্ম রেখাকারে পার্ব্বত্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইতেছে। বন্যা আসিয়া যখন নদীর বক্ষকে স্ফীত করিয়া তুলে, তখন নদীর অবস্থা যৌবনোদ্ভিন্না রমণীর স্থায় সদাই ঢল ঢল হয়। নদীর উভয়কূল তখন জলপ্লাবনে নিষিক্ত হইয়া যায় এবং সূর্য্যোত্তাপোজ্জ্বল সেই জলরাশি বিশাল রজতাস্তরণের স্থায় প্রতীয়মান হয়। নদীতীরের দৃশ্য পাখলী উপত্যকার ও তানাবল শৈলদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

এই নদীবক্ষে বৃহদাকার মহাশির মৎস্য বিচরণ করে। অনেকে ঐ মৎস্য ধরিবার জন্য এই পার্ব্বত্য দেশে আসিয়া থাকে। নদীটী পার্ব্বত্যবক্ষে প্রবাহিত হওয়ায় উহার স্রোতোবেগ অতীব প্রখর, এই কারণে ইহার তীরে অসংখ্য কলকারখানা (Mills) স্থাপিত হইয়াছে।

সিরলকোপ্পা, মহিসুর রাজ্যের সিমোগা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৪°২০´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৯´৫৩´´ পূঃ। এই স্থানটী বাণিজ্যপ্রধান। মিউনিসিপালিটী থাকায় স্থানটীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। নিত্য সামান্য বাজার এবং সপ্তাহে বড় রকমের একটী হাট বসে। এখানে গবর্মেণ্টের মদ্য চোলাই করিবার একটী কারখানা আছে। দেশীয় লোকেরা ইক্ষু হইতে এক প্রকার গুড় প্রস্তুত করে, তাহা বিশেষ সমাদরে বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বিক্রীত হয়।

সিরস্‌গাঁও, দাক্ষিণাত্যের বেরার বিভাগের ইলিচপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৫´ পূঃ। এই নগর এতৎপ্রদেশের অন্যান্য নগরাপেক্ষা সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং নগরের অধিবাসিবর্গও ধনবান্। নগরাংশ হইতে বার্ষিক ১৪৮১০ টাকা ভূমির খাজনা আদায় হয়।

সিরা (স্ত্রী) সিনোতীতি সিঞ্ বন্ধনে রক্। (উণ্ ২।১৩) নাড়ী, শিরা। শরীরের মধ্যস্থিত রক্ত গমনের পথ, শিরাপথে রক্তের গতি হইয়া থাকে। সরণ অর্থাৎ রক্তের গমনাগমন হয়, এই জন্য সিরা নাম হইয়াছে।

"স্থানাদ্দমন্তঃ স্রবণাৎ স্রোতাংসি সরণাৎ সিরাঃ।" (চরক° ৩০অ°)

সিরাসমূহের উৎপত্তি স্থান নাভি। নাভিমূল হইতে সমস্ত শরীরে সিরাসকল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। [শিরা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ অম্বুবাহিনী। (হেম)

সিরা, মহিসুররাজ্যের তুমকুড় জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৯০ বর্গমাইল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই স্থান চিত্তলদুর্গ জেলার অধীন ছিল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তালুকের বিচার সদর। অক্ষা° ১৩° ৪৪´ ৪৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৭´ ১৬´´ পূঃ।

পূর্ব্বে এই নগর একটী মুসলমানরাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রবাদ রত্নগিরিরাজ্যের রঙ্গপ্প নায়ক এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তিনি দুর্গনির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিবার পূর্ব্বে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজসেনাপতি রণদুল্লাখাঁ নগর অবরোধ করিয়া অধিকার করেন। ইহার পর বিজাপুরপতি শিবাজীর পিতা শাহজীকে সিরাপ্রদেশ জায়গীর দেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্‌ অরঙ্গজেব বিজাপুররাজ্য জয় করিয়া শাসনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তুঙ্গভদ্রাতীরস্থ দক্ষিণপ্রদেশ একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করেন, সিরা তাহার রাজধানী হয় এবং মুসলমানশাসনকর্ত্তা তথাকার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। উক্ত শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে কাসিম খাঁ ও দিলাবর খাঁর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিলাবরের শাসনকালে নগরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, ঐ সময়ে এখানে প্রায় ৫০ হাজার ঘর লোকের বাস ছিল। দিলাবর বহু যত্নে ও ব্যয়ে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বস্ত, তাহারই অনুকরণে পরে বঙ্গলূর শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সিরানগর মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী উহা পুনরায় অধিকার করিয়া লন। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক যুদ্ধে যখন উভয় পক্ষ আত্মপক্ষসমর্থনে ব্যতিব্যস্ত, তখন সিরানগরে সেই রাজনৈতিক ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল। টিপু সুলতান যখন গঞ্জামনগর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি এই নগর হইতে ১২ হাজার ঘর লোক তথায় পাঠাইয়া ছিলেন।

উপরি বর্ণিত বিপ্লবনিবন্ধন এই নগর উত্তরোত্তর শ্রীভ্রষ্ট হইতে থাকে এবং স্থানীয় অট্টালিকাদি উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে ক্রমশঃ নিপতিত হয়। এখনও জুম্মা মসজিদ ও প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ বিদ্যমান আছে।

এখানকার কুরুম্বর জাতীয় অধিবাসীরা এখনও এক প্রকার কম্বল বুনিয়া থাকে; উহার এক একখানি ॥০ আনা হইতে ১২৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। পূর্ব্বে এখানে ছিটের কাপড়ের কারবার ছিল, এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এখনও এখানে মোহরের গালা প্রস্তুতের কারবার আছে।

সিরাগুপ্পা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লরী জেলার বেল্লরী তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ৩৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৬´ ৩০´´ পূঃ। নগরের গঠনপ্রণালী তাদৃশ সুন্দর নহে, তজ্জন্য নগরের জল উত্তম রূপে নিকাশ হইতে পারে না। কাজে কাজেই নগরবাসীর স্বাস্থ্যও ভাল থাকেনা।

সিরাজ্‌উদ্দৌলা, বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দৌহিত্র, বীরশ্রেষ্ঠ জইন্‌ উদ্দীন্‌ ও আমিনা বেগমের পুত্র, বাঙ্গালার মস্‌নদের উত্তরাধিকারী। সিরাজউদ্দৌলা ১৭৩০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় আলিবর্দ্দীর সৌভাগ্যসূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত। দৌহিত্রকে পোষ্যপুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ তাঁহাকে অত্যধিক আদরে লালনপালন করিতে লাগিলেন। আব্দারে আব্দারে বালক ক্রমেই অধিকতর উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার কোনই চেষ্টা করা হইল না। স্নেহান্ধ নবাব ভাবিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রও সংশোধিত হইয়া আসিবে।

বাল্যকাল হইতেই সিরাজের বহু চরিত্রহীন, ন্যায়ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ইয়ার-মোসাহেব জুটিল। এমন দুষ্কৃতি বোধ হয় কমই আছে, যাহা ইহাদের উৎসাহ, উত্তেজনা ও অনুকরণে পড়িয়া, সিরাজ পূর্ণমাত্রায় করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইতেন।

মাতামহ প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন, তথাপি ইহাদের পরামর্শে সিরাজ মনে করিলেন, তাঁহার ভালবাসা যত মৌখিক। পিতা জইন্‌উদ্দীন বেহারের নায়েব-নাজিম্‌ ছিলেন,—এখন রাজা জানকীরাম সেই পদে সমাসীন। ভাল বাসিলে কি আর আলিবর্দ্দী তাঁহাকে এই পদ হইতে বঞ্চিত রাখিতেন?—বর্গীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য আলিবর্দ্দী ১৭৫০ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যায় গমন করিলেন। এই সুযোগে প্রণয়িনী লুৎফউন্নিসা বেগম ও জনকয়েক অনুচর লইয়া সিরাজউদ্দৌলা পাটনার দিকে গমন করিলেন। নবাবের অনুমতিপত্র না পাইয়া জানকীরাম তাঁহাকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিলেন না। উভয় পক্ষে নামমাত্র যুদ্ধের অবতারণা হইতে না হইতেই সিরাজের অনুচরবর্গ তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। দুর্গের বাহিরে তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া বৃদ্ধ রাজভক্ত জানকীরাম নবাবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে, নবাব যখন সিরাজের ধৃষ্টতার কথা শুনিলেন, তখন ইহাঁরই অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার স্নেহপ্রবণ প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। শত কার্য্যত্যাগ করিয়াও তিনি পাটনার দিকে ধাবিত হইলেন—অগ্রে অগ্রে মিষ্টবাক্যে পত্র লিখিয়া একজন দূত পাঠাইলেন। সিরাজ উত্তর দিলেন, "আপনার স্তোভবাক্যে আর আমি ভুলিব না। আমার ন্যায্য দাবী আমি বলপূর্ব্বক আদায় করিবই। বাধা দেন—যুদ্ধ হইবে এবং আপনার মস্তক আমার ক্রোড়ে কি আমার মস্তক আপনার পদপ্রান্তে না পতিত হওয়া পর্য্যন্ত সে যুদ্ধের মীমাংসা হইবে না।"

পাটনায় পৌঁছিয়াই নবাব যাইয়া দৌহিত্রকে আলিঙ্গন

করিয়া বলিলেন, "নির্বোধ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। বেহারের নায়েব-নাজিমীর জন্য তুমি লালায়িত হইয়াছ! সাধ্য থাকিলে আমি তোমাকে সমস্ত ভারতবর্ষের বাদশাহী দিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না!"—আবার মিলন হইল, উভয়ে একত্রে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

এখন হইতে সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও কামসেবা সম্পূর্ণ অপ্রতিহতভাবে চলিতে লাগিল। মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, "(সিরাজ) পদমর্য্যাদা, বয়স বা স্ত্রীপুরুষ কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না।......নবাব দেখিয়াও না দেখায়...... তাঁহার অসঙ্গত ও মজ্জাগত কামাসক্তির নিকট স্ত্রীপুরুষ উভয়ই নিঃসঙ্কোচে ও অবাধে বলি পড়িতে লাগিল!—ক্রমে তাঁহার পাপ-পুণ্যের ভেদজ্ঞান পর্য্যন্ত রহিল না; কামের চরিতার্থতার জন্য তিনি নিকট আত্মীয়কুটুম্বও বিচার করিতেন না।...অবশেষে এমন হইল যে তাঁহাকে দেখিলে লোকে "ও খোদা রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত!"

একবার চরিত্রের স্খলন হইলেই সংশোধন করিয়া উঠা কঠিন। তাহাতে সিরাজ ত দুষ্কর্ম্মের স্রোতে গা ভাসাইয়াই দিয়াছিলেন। তাঁহার রক্ষার আর পথ রহিল না। ক্রমে যে কোন দুষ্কর্ম্মের কল্পনা ও সাধন তাঁহার একেবারে স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িল।

নোয়াজিস্ মহম্মদ আলিবর্দ্দী খাঁর প্রথম জামাতা। তিনি ঢাকার ডেপুটী নবাব—তাঁহার প্রিয়পাত্র হোসেনকুলী খাঁ তাঁহার দেওয়ানের কার্য্য করিতেন ও সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ক্রমে হোসেনকুলী খাঁর সঙ্গে সিরাজের মাতৃস্বসা ও মাতা উভয়েরই কলঙ্কের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। নররক্তপাতেও সিরাজের কোনরূপ কুণ্ঠা ছিল না। তিনি সংকল্প করিলেন, কুলীখাঁকে হত্যা করিবেন। লোকের চক্ষে ধূলিপ্রদানের জন্য আলিবর্দ্দী রাজমহলের দিকে মৃগয়ায় বাহির হইলেন। সিরাজের আদেশে তাঁহার অনুচরবর্গ হোসেনকুলীকে ও তাঁহার সহোদর অন্ধ হায়দরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। পূর্ব্বেই সংবাদ আসিয়াছিল যে, সিরাজের আদেশক্রমে ঢাকায় হোসেনকুলীর ভ্রাতুষ্পুত্রেরও প্রাণ বিনাশ করা হইয়াছে।

তাঁহার সংশোধনের কোনই ব্যবস্থা না করিয়া, দৌহিত্রগত-প্রাণ আলিবর্দ্দী বরং তাঁহার উদ্দাম কাম-কল্পনার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির ব্যবস্থাই করিতে লাগিলেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া, গৌড় হইতে বহুবিধ বহুমূল্য প্রস্তর আনিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে তাঁহার জন্য হীরাঝিল নামে এক অপূর্ব্ব প্রমোদভবন নির্ম্মিত করাইলেন। ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ নবাব মনসুরগঞ্জ নামক বাজার স্থাপন করিয়া, জমিদারগণের উপর "নজরানা মনসুরগঞ্জ" নামে একটি নূতন আব্ওয়াব্ চাপাইয়া দিলেন। ইহাতে বার্ষিক ৫০১৫২৭৲ টাকা আদায় হইত।

দৌহিত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বৃদ্ধ কিন্তু মনে মনে বড়ই কাতর ও ক্ষুণ্ণ হইতেছিলেন। রাজ্যভার স্কন্ধে পড়িলে সংশোধিত হইতে পারে, এই মনে করিয়া ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিরাজকে পরিদর্শন উপলক্ষে হুগলী অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। এইখানেই ইংরাজদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম পরিচয় হইল। ইংরাজকোম্পানী ১৫৫৬০৲ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার শুভদৃষ্টি ক্রয় করিলেন। ইহার ফলে নবাব লিখিলেন,—"অতঃপর তাঁহাদের বাণিজ্যের উপর সুদৃষ্টি রাখা হইবে"।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দের প্রথমভাগে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ শোথ ও উদরী রোগে অন্তিম শয্যায় শায়িত হইলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে এই সময় হইতে সিরাজউদ্দৌলা রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই সময় নাকি তিনি মাতামহের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পানদোষ ত্যাগ করিবেন বলিয়া কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথগ্রহণও করেন।

নবাবের জ্যেষ্ঠাকন্যা ঘেসেটী বেগমের এক অপোগণ্ড পোষ্য-পুত্র ছিল। পিতার আসন্ন সময় উপস্থিত দেখিয়া এই পোষ্যের জন্য সিংহাসন অধিকার করিতে তিনি লালায়িত হইলেন। হোসেন্ কুলীখাঁর আমলে রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় পেস্কার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনিই তথাকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ঘেসেটী বেগম যখন সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইতে বসিলেন, তখন কুচক্রী রাজবল্লভও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, পরিণামে যে পক্ষ জয়লাভ করিবে, প্রকাশ্যতঃ তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিবেন। ইতিমধ্যে যথাসম্ভব নিরাপদ হইবার জন্য তিনি আপন পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় যাইয়া ইংরাজদিগের আশ্রয়ে ধন-সম্পদ্ ও পরিবার লইয়া বাস করিবার পরামর্শ দিলেন। তাহাকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় আশ্রয় দিবার জন্য কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্স্ সাহেব কলিকাতার অধ্যক্ষ হল্ও-য়েল্ সাহেবকে একপত্র লিখিলেন। অল্পদিন পরেই, শুধু পরি-বার ধনসম্পদ্ নহে, সরকারী নিকাশের কাগজপত্র পর্য্যন্ত লইয়া কৃষ্ণবল্লভ যাইয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেন। হল্ওয়েল্ তখন অনুপস্থিত, রাজবল্লভের নিকট অনেক প্রত্যাশা আছে মনে করিয়া কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণ একমত হইয়া কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান করিলেন। কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়ী কূটনীতি আমীরচাঁদ (উমীচাঁদ)কেও কৃষ্ণবল্লভের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল—তিনি তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

কৃষ্ণবল্লভের কলিকাতা প্রস্থান ও ইংরাজ বণিক্‌গণের তাহাকে আশ্রয়দানরূপ ধৃষ্টতার কথা অবিলম্বে যাইয়া সিরাজের কাণে পৌঁছিল। কোম্পানীর গতিবিধির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইল। কাশিমবাজারের ইংরাজকর্ম্মচারিগণ প্রমাদ গণিলেন—বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পরে না জানি কি বিপদ্ ঘটে।

দুই মাস রোগভোগের পরে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১১৬৯ হিঃ সালের ৯ই রজব্ তারিখ) আলিবর্দ্দীখাঁর জীবনলীলার অবসান হইল। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই সিরাজ, কৃষ্ণবল্লভকে প্রেরণ করিবার জন্য কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ড্রেক্ তখন কলিকাতায় ছিলেন না। তখনও ঘেসেটীবেগমের সঙ্গে সিরাজের সিংহাসন লইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি হয় নাই। কৃষ্ণবল্লভকে ফেরত পাঠাইলে রাজবল্লভ অসন্তুষ্ট হইবেন, এই আশঙ্কা করিয়া কাউন্সিল ঠিক করিলেন, সিরাজের অনুরোধ রক্ষা করা হইবে না। তাঁহারা বরং একটু বাড়াবাড়িও করিলেন। প্রেরিত দূত ও তাহার আনীত পত্র সন্দেহজনক বলিয়া তাঁহারা তাহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

এই সংবাদে সিরাজ ইংরাজের উপর জাতক্রোধ হইয়া রহিলেন—যদিও ঘেসেটীবেগমের সঙ্গে গৃহবিবাদের কথা স্মরণ করিয়া এসময়ে তিনি প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না।

সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার কিছুদিন পরেই সিরাজউদ্দৌলা ঘেসেটীবেগমকে অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনদৌলত হীরাজহরৎ রাজকোষভুক্ত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বেগমের পক্ষীয়েরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তিনি নিজে বন্দিনী হইলেন।

এই সময়ে ইংরাজদিগের সঙ্গে সিরাজের প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটিবার সূত্রপাত হইল। ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হওয়াতে ইংরাজ কোম্পানী কলিকাতার দুর্গ সুদৃঢ় করিবার জন্য উদ্যত হইলেন (১৭৫৬ খৃঃ অব্দে)। এই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দী মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এই সুযোগে ইংরাজ বণিক্ নবাবের অনুমতি না লইয়াই দুর্গ সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া দুর্গের সংস্কৃত অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

এদিকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগেরও সূত্রপাত হইল। পুরাতন দেওয়ান্ ই-তন্ মীরজাফরকে নামে মাত্র প্রধান সেনাপতি রাখিয়া সিরাজ তাঁহার স্থলে মীরমদনকে নিযুক্ত করিলেন। নিজের দেওয়ান মোহনলালকে পাঁচহাজারী মনসব্‌দারী ও 'মহারাজা' উপাধি দিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত করিলেন। ইহাই সিরাজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যে ষড়যন্ত্র সংঘটিত হইবে, তাহার কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিল। তাঁহার অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পুরাতন কর্ম্মচারীমাত্রই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবার আবার তাঁহারা বিশেষরূপে অপমান বোধ করিতে লাগিলেন। যেমন করিয়াই হউক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতেই হইবে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় সংকল্প হইল। তদনুসারে ষড়যন্ত্রও ক্রমেই পরিপক্ক হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঘেসেটী বেগমের ন্যায় সিরাজের পিতৃব্যপুত্র শওকৎজঙ্গও তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ ছিলেন। ঘেসেটী বেগমকে বন্দিনী করিয়া সিরাজ শওকতের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়ার অভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু হঠাৎ আবার মধ্যপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পূর্ণিয়ার পথে সিরাজ রাজমহল পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিয়াছেন, এমন সময়ে দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য তিনি ইংরাজদিগের উপর যে আদেশ জারি করিয়াছিলেন, তাহার জবাব আসিল। দুর্গ ভাঙ্গিতে অনিচ্ছুক। প্রেসিডেণ্ট ড্রেক্ সাহেব নবাবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মোলায়েম সুরে লিখিলেন "আমরা নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিতেছি না—জীর্ণ সংস্কার করিতেছি মাত্র। ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতেছি।"

এই উত্তর পাইয়া সিরাজ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন—বারবার ইংরাজগণ তাঁহার আদেশ অমান্য করিতেছে! তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে, সংকল্প করিয়া তিনি পূর্ণিয়া যাওয়া স্থগিত রাখিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠী অবরোধ করিবার পরামর্শ হইল। ২৪শে মে জমাদার উমারবেগ্ তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া কাশিমবাজারে উপস্থিত হইলেন। ১লা জুনের মধ্যে সৈন্যসংখ্যা দ্বাদশ সহস্রে পরিণত হইল। প্রমাদ গণিয়া কুঠীর অধ্যক্ষ একশত লোক পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় পত্র লিখিলেন। এখানে লেফ্‌টেনাণ্ট ইলিয়টের অধীনে মাত্র ৩৫ জন সিপাহী এবং কয়েকজন লস্কর ছিল।

নিরুপায় হইয়া ২রা জুন কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ সাহেব সিরাজের সমক্ষে যাইয়া কম্পিত কলেবরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দিয়া নবাব নিম্নলিখিত সর্ত্তে মুচ্‌লিকা লেখাইয়া লইলেন—(১) রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় যদি কোন প্রজা কলিকাতায় পলাইয়া যায়, তবে নবাবের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তাহাকে সরকারে সমর্পণ করিতে হইবে। (২) গত কয়েকবৎসরের বাণিজ্যের দস্তুরি হিসাব দিতে হইবে এবং তাহাদের অপব্যবহার জনিত রাজকরের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে হইবে। (৩) বাগ্‌বাজারে পেরিংপয়েণ্টে যে দুর্গপ্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, ও প্রজাগণের

সমূহ ক্ষতি হইতেছে বলিয়া কলিকাতার জমিদার হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে হইবে। কুঠীতে আরও দুইজন কলেট ও ওয়াট্‌সন্‌ ইংরাজ ছিলেন। তাঁহাদিগকে আনিয়া মুচলিকায় তাঁহাদিগেরও স্বাক্ষর লওয়া হইল। তাঁহাদের তিনজনকে নবাবশিবিরে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। ৫ঠা জুন তারিখে দুর্গও নবাবের হাতে সমর্পিত হইল। নবাবের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইল; অপমানিত হইয়া ইলিয়ট্‌ সাহেব আত্মহত্যা করিলেন। সৈন্যগণ মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় রহিল; কামানবন্দুক নবাবের হস্তগত হইল।

ইহা করিয়াই যদি নবাব নিরস্ত থাকিতেন, তবেই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের হইত; পূজোপচারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া নিশ্চয়ই ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কাশিমবাজারের কুঠীর পুনরুদ্ধার করিতেন। কিন্তু শনিরুদ্ধ নবাব তাহা না করিয়া, কলিকাতার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইংরাজ মুচুলিকার সর্ত্ত প্রতিপালন করেন কিনা, তাহা দেখিবার সময়টুকু অপেক্ষা করিতেও তিনি রাজী হইলেন না। হুগলীর প্রধান সওদাগর খোজাবাজিদ্‌ এবং আমীরচাঁদ উভয়েই নবাবকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ ভ্রাতাদ্বয়ও চেষ্টার ক্রটি করিয়াছিলেন না—কিন্তু কোনও ফল হইল না। খোজাবাজিদ্‌কে নবাব কহিলেন, "ইংরাজগণ মুর্শিদকুলীখাঁর সময়ে যেমন, এখন যদি তেমনভাবে বাণিজ্য করিতে প্রস্তুত না হয়, তবে তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে।" তাঁহাদিগের ধনদৌলত লাভের লোভও যে তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য করিতে ছিল না, এমন নহে।

৬ই জুন, কাশিমবাজার নবাবের হস্তগত হইয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী দিবসই সংবাদ আসিল যে, ৫০ সহস্র সৈন্য লইয়া সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। অমনি ঢাকা, বালেশ্বর, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি স্থানের কুঠীর কর্ম্মচারীদিগকে তহবিলপত্রসহ যত সত্বর সম্ভব কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য পত্র লেখা হইল। সাহায্যের জন্য মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে সংবাদ প্রেরণ করা হইল। ওলন্দাজ এবং ফরাসীদিগের নিকটও সাহায্য ভিক্ষা করা হইল,...কিন্তু কেহই অগ্রসর হইলেন না।

কলিকাতার দুর্গে এই সময়ে মাত্র ১৯০ জন সৈনিক ও ২৫০ শত ভলাণ্টিয়ার ছিল; ইহার মধ্যে সৈনিক ৬০ ও ভলাণ্টিয়ার ৬৫, মোট ১২৫ জন মাত্র ইংরাজ ছিল। ইঁহাদিগকে লইয়াই গবর্ণর ড্রেক্‌ সাহেব দুর্গরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যেমন তেমন করিয়া ১৪শত সিপাহী ও আহার্য্য সংগ্রহ করা হইল।

বর্ত্তমান শিবপুর বাগানের স্থলে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, নদীমুখ রক্ষা করিবার জন্য ছোটখাট রকমের একটি দুর্গ ছিল। ইহাতে ১৩টি কামান ও ৫০ জন সিপাহী ছিল। এই দুর্গকে টানা দুর্গ বলিত। ১৩ই জুন তারিখে জাহাজে চড়িয়া নদীপার হইয়া ইংরাজসৈন্য যাইয়া দুর্গ অধিকার করিল, কতকগুলি কামান অকর্ম্মণ্য করিয়া বাকীগুলিকে জলে ফেলিয়া দিল। কিন্তু পরবর্ত্তী দিবসই হুগলির ফৌজদার-প্রেরিত সৈন্যদল আসিয়া ইংরাজদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

এদিকে আমীরচাঁদ যাহাতে পলাইয়া যাইতে না পারে এবং কৃষ্ণবল্লভও যাইয়া যাহাতে নবাবের সঙ্গে যোগদান না করে, এই জন্য ইহাদের উভয়কে ড্রেক সাহেব বন্দী করিয়া রাখিলেন।

১৫ই জুন তারিখে সসৈন্যে সিরাজ আসিয়া হুগলিতে পৌঁছিলেন। প্রকাশ্যভাবে যোগদান না করিলেও, ফরাসিগণ বারুদ দিয়া নবাবের সাহায্য করিলেন। কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল—অনেকেই পলায়ন করিল, ফিরিঙ্গিগণ যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইল।

১৬ই জুন বাগবাজারের দিক্‌ দিয়া কলিকাতা আক্রমণ আরম্ভ হইল, কিন্তু এদিকে নবাবসৈন্য কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। গুপ্তচরের সহায়তায় তাহারা সংবাদ পাইল যে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব দিক্‌ অরক্ষিত। পর দিবস তাহারা পূর্ব্বদিক্‌ দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া বড়বাজার পর্য্যন্ত দখল করিল ও অগ্নিসংযোগে বড়বাজার ভস্মীভূত করিল।

১৮ই জুন দুর্গের বহির্ভাগে কামানের খেলা হইল। পরাজিত হইয়া ইংরাজসৈন্য যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইল। ভাগীরথীর বক্ষে জাহাজ ও নৌকা প্রস্তুত ছিল; রাত্রিযোগে ইংরাজ-মহিলাগণকে সেখানে অপসারিত করা হইল; পুরুষগণ আর একদিন চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, এই পরামর্শ হইল। কিন্তু পরদিবস প্রাতে যখন ফিরিঙ্গি স্ত্রী ও বালকবালিকাদিগকে জাহাজে তুলিবার ব্যবস্থা করা হইল, তখন আর কাহারও চিত্তস্থৈর্য্য রহিল না। মহা কোলাহল করিয়া যে যে দিক্‌ দিয়া পারিল নৌকা ও জাহাজে যাইয়া উঠিতে লাগিল। স্বয়ং ড্রেক্‌ সাহেবও পলায়ন করিলেন। জাহাজ খুলিয়া দিল। যাহারা তীরে রহিল, তাহারা ক্রোধে ক্ষোভে ও ভয়ে দুর্গদ্বার বন্ধ করিল। হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব আরও দুইদিন দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করিলেন।

২০শে জুন নবাব সৈন্য অমিততেজে দুর্গ আক্রমণ করিল। পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মানীবোদে দুর্গমধ্যে এখন মাত্র ১৭০ জন লোক ছিল। তাহারা আত্মসমর্পণ করিবার জন্য হল্‌ওয়েল্‌কে ধরিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই নানাদিক্‌ দিয়া নবাবসৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল—অনেক ইংরাজ সৈন্য হতাহত হইল। দুর্গশিরে নবাবের জয়পতাকা পৎপৎ করিয়া উড়িতে লাগিল। ৫টার সময় নবাব

যাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বপ্রথম আমীরচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। নবাব তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান ও শিরোপা প্রদান করিলেন। সদস্যবর্গের অনুরোধে রাজবল্লভকে পূর্ব্বেই ক্ষমা করা হইয়াছিল। ইংরাজের কোষাগার অধিকৃত হইল। হল্‌ওয়েল্‌কে বন্দী অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিলে, নবাব তাঁহার বন্ধন-মোচনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মাণিকচাঁদের উপর দুর্গভার ন্যস্ত করিয়া নবাব স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকজন গোরা নবাবসৈন্যের সঙ্গে কলহ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিতে আদেশ দেওয়া হইল। রাত্রিকালে তাহাদিগকে ছোট একটা কামরায় বন্দী করিয়া রাখা হইল। অসহ্য গ্রীষ্মে ও দারুণ পিপাসায় অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, যখন রজনী ভোর হইল, তখন দেখা গেল, মাত্র ২৩ জন জীবিত রহিয়াছে। ইহাই হইল **"অন্ধকূপহত্যা"**। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের জন্য সিরাজকে কোনমতেই দায়ী করা যায় না। ৩০শে জুন সকাল বেলায় যখন তিনি এই ভীষণ কাহিনী অবগত হইলেন, তখনই বন্দীদিগকে বাহিরে আনিবার আদেশ প্রচার করেন। গুপ্ত কোষাগারের কোন সংবাদ না পাওয়াতে হল্‌ওয়েল্‌কে তিন জন অনুচরের সঙ্গে মীরমদনের অধীনে বন্দী করিয়া নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হইল। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেরী নাম্নী যুবতীকেও আটক করিয়া রাখা হইল। তদ্ভিন্ন সমস্ত বন্দী ও বন্দিনীদিগকেই মুক্তি প্রদান করা হইল।

কলিকাতার নাম "আলিনগর" রাখিয়া ২রা জুলাই তারিখে নবাব হুগলীর নিকটবর্ত্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া স্থলপথে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে রওনা হইলেন। আলিনগরের শাসন-ভারও রাজা মাণিকচাঁদের উপর ন্যস্ত হইল।

পথিমধ্যে ফরাসীরা সার্দ্ধ তিনলক্ষ ও ওলন্দাজগণ সার্দ্ধ চারিলক্ষ টাকা দিয়া নবাবের কোপদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইলেন। ইংরাজদিগকে কলিকাতায় পুনঃপ্রবেশের অনুমতি প্রদান করাও হইয়াছিল, কিন্তু জনৈক গোরা উন্মত্ত হইয়া একজন মুসলমানকে নিহত করিয়াছিল বলিয়া এই অনুমতি প্রত্যাহার করা হইল। ইংরাজগণ পলাইয়া ফল্‌তায় তাঁহাদের যে জাহাজ ছিল, সেই জাহাজে যাইয়া পৌঁছিলেন। আলিবর্দ্দী-বেগমের অনুকম্পায় কারামুক্ত হইয়া হল্‌ওয়েল্‌ও ১৬ই জুলাই তারিখে ফল্‌তায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কাশিমবাজারের বন্দী ওয়াট্‌স্‌ এবং কলেট্‌ সাহেবকেও তৎপূর্ব্বে ওলন্দাজদিগের হাতে অর্পণ করা হইয়াছিল।

এদিকে ১১ই জুলাই তারিখে মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়াই নবাব আদেশ প্রচার করিলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে যেখানে ইংরাজের যে সম্পত্তি আছে, তাহাই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বাহিরে ইংরাজের সঙ্গে শত্রুতা; গৃহেও ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

মীরজাফর প্রভৃতি সেনাপতিবর্গ এবং দুর্লভরাম প্রভৃতি হিন্দুকর্ম্মচারী সকলেই নবাবের ব্যবহারে ভারি উত্যক্ত ও অপমান বোধ করিতে লাগিলেন। পদে পদে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা ও অপদস্থ করিয়া নূতন নূতন প্রিয়পাত্রদিগকে তাঁহাদের উপর নিযুক্ত করা হইতেছে। মাণিকচাঁদকে কলিকাতার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা, ইহাঁদের পক্ষে একেবারেই অসহ্য হইল। এদিকে অসদ্ব্যবহারে জগৎশেঠ প্রভৃতি গণ্যমান্য অনেক লোকও নবাবের উপর অসন্তুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সকলে মিলিয়া একটা ষড়যন্ত্র পাকাইতে লাগিলেন। মীরজাফর শওকৎজঙ্গকে লিখিলেন, তিনি যদি কতকগুলি নিয়ম পালন ও রাজ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন। বিনাক্লেশে তিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়া বসিবেন। প্রস্তাবটি ভারতের ইতিহাসে নূতন নহে—প্রজাশক্তি রাজাকে সিংহাসন দান করিতে যাইতেছে!

পত্র পাইয়া আলিবর্দ্দী খাঁর দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী শওকৎ-জঙ্গের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহার তুলনায় সিরাজও বরং ভাল, সিরাজের তবু বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল। নাম লিখিতেও শওকৎজঙ্গকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত। তোষামোদ-কারীদিগের প্ররোচনায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। বার্ষিক এক কোটি রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইলে শওকৎ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদ অধিকার করিয়া লইতে পারেন, এই মর্ম্মে দিল্লীর উজীরের স্বাক্ষরিত এক পরওয়ানাও ষড়যন্ত্রকারিদল সংগ্রহ করিয়া লইল। শওকতের যে টুকুও ধীরতা ছিল, এই পরওয়ানা দর্শন করিয়া সে টুকুও বিদায় হইল। তাঁহার নবাবী মেজাজ হইয়া উঠিল, অনেক পুরাতন কর্ম্মচারিদিগকে তিনি অপমানিত করিয়া বিদায় করিলেন। অকারণে কোষাধ্যক্ষ লালু হাজারীকে নির্ব্বাসিত করা হইল। লালু যাইয়া মুর্শিদাবাদে সিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সমস্ত অবগত হইয়া নবাব কিছু চিন্তিত হইলেন, দেখিলেন নিজের ওমরাহরাও তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের পরামর্শ মত কাজ করিতে লাগিলেন। শওকৎ-জঙ্গের চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া পূর্ব্বেই ষড়যন্ত্রকারিদল অনেকটা হতোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন তাঁহারা

আরও নরম হইয়া আসিলেন। শওকতের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহার নিকট এক পত্রও প্রেরণ করা হইল, তদুত্তরে মস্তিষ্কশূন্য যুবক লিখিলেন, "আমি নবাবীর সনন্দ পাইয়াছি। তাই বলিয়া তোমাকে প্রাণে মারিতে চাই না। তুমি ঢাকা জেলার যেখানে ইচ্ছা, যাইয়া বসবাস করিতে পার, তোমার ভরণপোষণের সেই জায়গা আমি সনন্দদ্বারা তোমাকে লিখিয়া দিব। ইতিমধ্যে রাজকোষসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি তুমি আমার কর্ম্মচারীদিগের নিকট বুঝাইয়া দিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে প্রস্থান করিবা।"

পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেই বলিলেন, শওকৎকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তখন বর্ষাকাল, শরতের প্রারম্ভেই যুদ্ধারম্ভ হইবে, স্থির হইল। এদিকে দুর্ভাগ্যবশতঃ, এতদিন পর্য্যন্ত সিরাজ দিল্লীদরবার হইতে কোনই সনন্দ লন নাই, সেই কথা উত্থাপিত হইল। নবাব মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠকে দায়ী করিলেন, শেঠেরাই বরাবর এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে সকল লোকের সম্মুখে বিস্তর অপমান সহ্য করিতে হইল। 'রাজকোষে অর্থের অনাটন'—শেঠবাহাদুর এই টুকু বলিতে না বলিতেই সিরাজ আদেশ করিলেন, 'বণিক্‌দিগের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিয়া লও'। জগৎশেঠ আবার প্রতিবাদ করিলেন, "ইহাতে প্রজাদের উপর বড় জুলুম করা হইবে।" আর সিরাজের সহ্য হইল না। কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া প্রকাশ্য দরবারেই তিনি বৃদ্ধ জগৎশেঠের গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে কারাগারে লইয়া যাইবারও আদেশ প্রদান করিলেন। মীরজাফরপ্রমুখ সকলেই ইহাতে আপত্তি করিলেন, নবাব কাহারও কথা শুনিলেন না। তখন ক্রুদ্ধ ক্ষুণ্ণ সেনাপতি কহিলেন, "যতদিন না দিল্লী হইতে সনন্দ আনা হইবে, ততদিন আমি কি আমার সহকারী কেহই আপনার সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিব না।" তখন সিরাজ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেন, কারামুক্ত করিয়া জগৎশেঠের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। সকল গোলমাল মিটিয়া গেল।

বর্ষান্তে শওকতের বিরুদ্ধে যাত্রা করা হইল। পাটনার নায়েব-নাজিম রাজা রামনারায়ণকে ঐ দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করা হইল। এদিকে স্বয়ং সিরাজ রাজমহলের পথে এবং রাজা মোহনলাল মালদহ জেলার দিক্ হইতে শওকৎকে আক্রমণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া রওনা হইলেন। নবাবগঞ্জ ও মনিহারীর মধ্যবর্ত্তী সুরক্ষিত স্থানে শওকৎ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শওকতের পক্ষে শ্যামসুন্দর ও সিতাবলাল এবং সিরাজের পক্ষে মোহনলাল ও লালুহাজারী, এই চারিজন হিন্দুবীর ছিলেন। যুদ্ধে শওকৎপক্ষ পরাজিত হইল। নেশায় অজ্ঞান শওকৎকে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় করাইয়া পলায়নপর সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; সেই সময়ে শত্রুপক্ষের একটা গোলা আসিয়া তাঁহার ললাটদেশ বিদীর্ণ করিল।

যুদ্ধান্তে কিছুদিন পর্য্যন্ত মহারাজ মোহনলাল পূর্ণিয়ায় থাকিয়া শত্রুপক্ষের সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের পরে পূর্ণিয়ার শাসনভার তাঁহার পুত্রের উপর ন্যস্ত হয়।

এদিকে ফল্‌তার জাহাজে ইংরাজদিগের দুর্গতির সীমা রহিল না। খাদ্যদ্রব্যের অভাবে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শোভাবাজার-রাজবংশের প্রবর্ত্তক নবকৃষ্ণ, আমীরচাঁদ প্রভৃতি কয়েকজন লোক সংগোপনে যাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন, তাহাতেই কোনপ্রকারে তাঁহাদের দিন গুজরান হইতে লাগিল। ১৭৫৬খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে ফরাসীদিগের সহিত বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইলে একদল রণপোত লইয়া ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইব বিলাত হইতে ভারতের পূর্ব্বোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে কলিকাতার দুঃসংবাদ যাইয়া মান্দ্রাজ-দরবারে পৌছিল। অনেক বাদানুবাদের পরে কলিকাতা উদ্ধারের চেষ্টা করা হইবে, স্থিরীকৃত হইল। ক্লাইবকে প্রধান সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার ও নৌসেনাপতি ওয়াট্‌সনের অধীনে ১৬ই অক্টোবর তারিখে কোম্পানীর পাঁচখানি জাহাজ ও পাঁচখানি রণতরী নয়শত গোরা ও পনের শত সিপাহী লইয়া কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইল। পথিমধ্যে অনেক বিপদ্ আপদ্ সহ্য করিয়া ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা ফল্‌তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাঙ্গালায় ইংরাজকে পুনরায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিবার জন্য আর্কটের নবাব মহম্মদ আলীর, নিজাম সলাবৎজঙ্গের এবং মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ পিগট্ সাহেবের তিনখানা অনুরোধপত্র ক্লাইব সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একখানা লিখিয়া সেই পত্রগুলি মাণিকচাঁদের নিকট প্রেরণ করিলেন। মাণিকচাঁদ তাহা সিরাজের নিকট পাঠাইলেন না। তখন আরও দুইখানা পত্র সিরাজকে লিখিয়া এবং ইংরাজ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে, নগরের মধ্যে এইরূপ আতঙ্ক জন্মাইবার জন্য তখনই তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে মায়াপুরের সন্নিকটে অবতরণ করিয়া স্থলপথে ইংরাজসৈন্য বজবজের দিকে অগ্রসর হইল। সংবাদ পাইয়া রাজা মাণিকচাঁদও বজ্‌বজ্‌

রক্ষার্থ রওনা হইলেন। উভয় পক্ষে একটু গুলিগোলা বর্ষণের পরেই মাণিকচাঁদ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। কিন্তু দুর্গ তখনও অধিকৃত হয় নাই। জলপথে আসিয়া ওয়াট্‌সন্‌ দুর্গের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিতে না করিতেই সৈন্যগণ দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

মাণিকচাঁদ কলিকাতায় দুর্গ রক্ষার্থ পাঁচশত মাত্র সিপাহী রাখিয়া প্রথমে হুগলী, পরে হুগলী হইতে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে পলায়নপর হইলেন।

বজ্‌বজ্‌ অধিকারের পরে ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন্‌ টানা দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গরক্ষিগণ আগেই পলায়ন করিয়াছিল। বিনা রক্তপাতে দুর্গ ইংরাজের হাতে আসিল।

ইহার পরে ২রা জানুয়ারি তারিখে ক্লাইব্‌ আসিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব্বে দুইখানা যুদ্ধ জাহাজও আসিয়া পৌছিয়াছিল। এই জাহাজের সঙ্গে দুর্গরক্ষীদের সামান্য একটু গুলিগোলা বর্ষণের পরেই তাহারা দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। নয়জন মাত্র লোকের প্রাণ বলি দিয়া ক্লাইব কলিকাতার দুর্গ পুনরধিকার করিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের জিনিষপত্র প্রায় সকলই পাওয়া গেল। আবার ড্রেক্‌ দুর্গস্বামী নিযুক্ত হইলেন। ইহার পরে ইংরাজের দৃষ্টি হুগলীর উপর পড়িল। চারিখানা যুদ্ধ জাহাজ লইয়া কিল্‌প্যাট্রিক্‌ ও কাপ্তেন কুট ১০ই জানুয়ারি তারিখে হুগলীতে আসিয়া পৌছিলেন। কিয়ৎকাল অগ্নিবৃষ্টি করিতেই দুর্গরক্ষিগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। সপ্তাহখানেক ধরিয়া দুর্গ, ফৌজদারের সম্পত্তি, নগর এবং বাণ্ডেল প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি লুণ্ঠন করিয়া ইংরাজসৈন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

ওয়াট্‌সন্‌ নবাবকে ইংরাজের বাণিজ্যাধিকার পুনঃ প্রদানের অনুমতি ও ক্ষতিপূরণ চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে সিরাজ্‌উদ্দৌলা লিখিয়া পাঠাইলেন "ড্রেক্‌ আমার দুর্বিনীত প্রজাকে আশ্রয় দিয়াছিল। তাহাকে শাস্তি দিয়াছি। অন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলে আবার ইংরাজকে বাণিজ্য করিতে দিতে প্রস্তুত আছি।" ইহার উত্তরে ওয়াট্‌সন্‌ আবার লিখিলেন "আপনার কর্ম্মচারিগণ আপনাকে প্রতারিত করিয়াছে। তাহাদিগকে শাস্তি দিন ও আমাদের ক্ষতিপূরণ করুন। কোম্পানীকে লিখিলেই তাহারা ড্রেকের বিচার করিবেন।"

কিন্তু এই পত্র নবাবের নিকট যাইয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই হুগলীর লুণ্ঠনবার্ত্তা আসিয়া পৌছিয়াছে। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে সসৈন্যে কলিকাতার দিকে রওনা হইলেন।

এই সময়ে ফরাসীদের সঙ্গে আবার ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। পাছে বা ফরাসীরা যাইয়া নবাবের সঙ্গে যোগদান করে, এই ভয়ে ক্লাইব সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং নবাবের সঙ্গে সন্ধিবন্ধন করিবার জন্য জগৎশেঠকে পত্র লিখিলেন। জগৎশেঠের কৌশলে প্রশমিতরোষ সিরাজ হুগলী হইতে সন্ধি সমর্থন করিয়া ইংরাজদিগকে লিখিলেন, "তোমরা হুগলী লুণ্ঠন করিয়া আমার প্রজাদের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছ। তাহার প্রতীকারের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, যদি ভবিষ্যতে বণিকের মতই চলাফেরা করিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমাদের ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি খৃষ্টান হইয়াও তোমরা যুদ্ধই চাও, তবে আর আমার দোষ কি?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ৩০শে জানুয়ারী তারিখে নবাব সসৈন্যে কলিকাতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্লাইব্‌ও নিশ্চেষ্ট বসিয়া ছিলেন না। বাগ্‌বাজারের মাইলখানেক উত্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া তিনি নবাবের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নবাবের অগ্রগামী সৈন্যের সহিত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার সংঘর্ষ হইল। কোন পক্ষই হটিল না। সিরাজ আসিয়া নবাবগঞ্জে পৌছিয়া ইংরাজ সন্ধি করিতে প্রস্তুত কিনা জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। নবাবের ভয়ে কেহ ইংরাজদিগকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতেছিল না, দেশীয় ভৃত্যগণও সরিয়া পড়িতেছিল। কাজেই ক্লাইব্‌ও সন্ধির জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন! নবাবের পত্র পাইয়া তিনি দুইজন ইংরাজদূতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে নবাব আসিয়া কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। আমীরচাঁদের বাগানে প্রকাশ্য দরবার হইল। দূতদ্বয়কে দেওয়ানের শিবিরে যাইয়া সন্ধিপত্র সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া সিরাজ সভা ভঙ্গ করিলেন। অমাত্যবর্গের ভাব দেখিয়া দূতদ্বয়ের বড় ভয় হইল। এদিকে আমীরচাঁদও গোপনে তাহাদিগকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিলেন। তাহারা রাত্রির অন্ধকারে পলাইয়া যাইয়া সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। ক্লাইব্‌ তৎক্ষণাৎ লোকলস্কর লইয়া আসিবার জন্য ওয়াট্‌সন্‌কে পত্র লিখিলেন। মধ্যরাত্রের পূর্ব্বেই ছয়শত সৈন্য আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিল। ক্লাইবের অধীনে এখন পাঁচশত গোরা, আটশত সিপাহী ও ৬০ জন গোলন্দাজ মাত্র; এদিকে নবাবের দলে ১৮ হাজার অশ্বারোহী ১৫ হাজার পদাতিক, অসংখ্য অনুচর ৫০টি হস্তী ও ৪০টি কামান ছিল।

কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভীত বা বিচলিত না হইয়া ক্লাইব্‌ সেই রাত্রেই নবাবসৈন্য আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। নিঃশব্দে সাঁরি বাঁধিয়া ইংরাজসৈন্য যাইয়া নবাবশিবির আক্রমণ করিল। প্রথমতঃ নিদ্রার ঘোরে এমন অতর্কিত আক্রমণে নবাব-সৈন্য কতকটা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। কিন্তু শেষে তাহারা

প্রকৃতিস্থ হইয়া ইংরাজসৈন্যের উপর গুলিগোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ৫৭জন হত ও ১৩৭জন আহত হইলে, ইংরাজসৈন্য হটিয়া আসিল।

কিন্তু এই নৈশ আক্রমণে নবাব বড় ভয় পাইলেন। তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছে। সন্ধির জন্য পুনরায় তিনি ইংরাজশিবিরে লোক প্রেরণ করিলেন। দূরদর্শী ইংরাজ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

উভয় পক্ষই সন্ধিবন্ধনের জন্য সমুৎসুক। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দারুণ অপমানজনক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল; ইংরাজদিগের অভিপ্রায় অনুসারে সেনাপতি মীরজাফর এবং দেওয়ান দুর্ল্লভরামও এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে কোম্পানীকে আবার বাণিজ্য করিবার সমস্ত অধিকারই প্রদান করা হইল; কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করিবার এবং বিনা বাটায় কোম্পানীর নিজ নামে টাকা প্রচলন করিবার অধিকারও তাহাদিগকে দেওয়া হইল। আর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ বা তাহাদের ন্যায্যমূল্য প্রদান করিবেন বলিয়া নবাব সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ইহাও উল্লেখ থাকিল, যে কোন তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের সময় উভয়কে উভয়ে সাহায্য করিবেন।

ফরাসীগণ পাছে নবাবের সঙ্গে যোগদান করে, এই ভয়ে ক্লাইব্‌ তাঁহার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। তিনি আবার ফরাসীদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়া উঠিলেন; নবাবের নিকট এই জন্য সাহায্য প্রার্থনাও করিলেন। অসন্তুষ্ট নবাব মুখে কিছুই প্রকাশ করিলেন না, কেবল বলিয়া পাঠাইলেন দাক্ষিণাত্য হইতে বুসী যদি দলবল লইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, তবে যেন তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।

নবাবের "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" ভাবিয়া ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া নবাব নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। শুধু তাহাই নয়, হুগলীর ফৌজদার রাজা নন্দকুমারের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, "ইংরাজ চন্দননগর আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলে বাধা দিও।"

ওয়াট্‌স্‌ সাহেব ও আমীরচাঁদ চন্দননগর অধিকারের পরে দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা দিবার লোভ দেখাইয়া নন্দকুমারকে হস্তগত করিলেন। তাহার পর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহারা যাইয়া অগ্রদ্বীপে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমীরচাঁদ যখন ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, ইংরাজ সন্ধিবন্ধন রক্ষা করিবেনই, তখন নবাব, মীরজাফরকে সসৈন্যে চন্দননগর যাইবার যে আদেশ দিয়াছিলেন, সেই আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। ক্লাইবও লিখিয়া পাঠাইলেন "নবাব অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না।"

মুর্শিদাবাদ দরবারে ফরাসী পক্ষই প্রবল ছিলেন। খোজা বাজীদ ও জগৎশেঠ উভয়ই তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। যাহাতে এই উভয় পক্ষে কোন গোলমাল না হয়, এই জন্য নবাব ইংরাজদিগকে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। যে কারণেই হউক ইংরাজপক্ষও আপাততঃ শান্ত রহিলেন।

এদিকে নবাব এক নূতন বিপদের সংবাদ পাইলেন। দিল্লী বিধ্বস্ত করিয়া আহাম্মদ্‌ সা আব্‌দালী বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। রাজ্যরক্ষার্থ সিরাজ্‌উদ্দৌলা পাটনার দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিয়া সন্ধি-পত্রের সর্ত্তানুযায়ী ইংরাজদিগের নিকট সৈন্যসাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন।

এই সুযোগ দেখিয়া ইংরাজ আবার ফরাসীদমনের ধুয়া তুলিলেন। উত্তর লিখিলেন, "শত্রু এত নিকটে থাকিতে কেমন করিয়া আমরা যাইয়া অতদূরে আপনার সঙ্গে যোগদান করিব? বলেন ত' চন্দননগর হইতে ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া যাইয়া আপনার সাহায্যার্থ উপস্থিত হই।" সঙ্গে সঙ্গে নবাবকে বিশেষরূপে ভয়ও দেখান হইল, "আপনি সন্ধিপালনে প্রস্তুত নহেন দেখিতেছি। আমাদের প্রাপ্য টাকা শীঘ্র পরিশোধ না করিলে আপনার সমূহ বিপদ্‌ ঘটিবে। আমরা এমন সমরানল প্রজ্বলিত করিব যে সমস্ত গঙ্গার জলেও তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না।" ইহার উত্তরে সিরাজ লিখিলেন,"মধ্যে হোলীর বন্ধ পড়িয়াছিল বলিয়া অঙ্গীকৃত টাকা দিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি ফরাসীদিগের সাহায্য করি নাই। এখনও আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনারা সন্ধি স্থাপন করুন।" তখন ইংরাজপক্ষ হইতে লেখা হইল "পাঠান আসিলেই আমরা আপনার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইব। চন্দননগরের ফরাসীদিগের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার অধিকার নাই। কাজেই তাহাদিগের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন হইতে পারে না। সম্প্রতি আমরা আপনার সাহায্যার্থ চন্দননগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকিব।"

ইহার উত্তরে সিরাজ এক বিস্তৃত পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এই—চন্দননগরের ফরাসী যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবে, তাহা যদি অন্য সকলে অমান্য করে, তবে আর কেমন করিয়া তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায়? ফরাসীরাও আমার প্রজা, আমার শরণাগত। তাই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমি আপনাদিগকে সন্ধি করিতে লিখিয়াছিলাম। আপনাদের সঙ্গে বিরোধে তাহাদিগকে সাহায্য করা আমার উদ্দেশ্য নহে। শরণাগত শত্রুকেও আশ্রয় দিতে হয়; তবে, যদি তাহাদের সরলতায় সন্দেহ করিবার কারণ থাকে, তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

ইহাতে নবাব ইংরাজদিগকে ফরাসী আক্রমণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন কি না, এবং এ পত্রই নবাব লিখিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে নানা রকমের মত আছে। যাহাই হউক, ওয়াট্‌সন্‌ ইহাকে অনুমতিপত্রস্বরূপই ধরিয়া লইলেন।—পরে চন্দননগর আক্রমণের বিরুদ্ধে নবাবের দরবার হইতে নানারূপ পত্র আসা সত্ত্বেও তাঁহার সংকল্পের ব্যতিক্রম ঘটিল না। জলপথে তিনি স্বয়ং ও স্থলপথে ক্লাইব্‌ চন্দননগরের দিকে ধাবিত হইলেন। জলপথে যাহাতে ইংরাজসৈন্য চন্দননগর পর্য্যন্ত আসিতে না পারে, তজ্জন্য ফরাসীগণ গঙ্গায় কতকগুলি জাহাজ নিমজ্জিত করিয়া রাখে। ইহাদের মধ্য দিয়া চলিবার জন্য সঙ্কীর্ণ একটি পথ ছিল, টেরানু নামক জনৈক বিশ্বাস-ঘাতক ফরাসীসৈনিক সেই পথ দিয়া ইংরাজদিগকে চন্দননগরের নিম্নদেশে আনিয়া হাজির করে! উৎকোচে বশীভূত হইয়া নবাবের উপদেশ সত্ত্বেও হুগলীর ফৌজদার রাজা নন্দকুমার এই অত্যাচার দমন করিতে অগ্রসর হইলেন না। অসহায় ফরাসীগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইল, দুর্গ ও তৎসঙ্গে দশলক্ষ টাকা ইংরাজদিগের হস্তগত হইল।

ইংরাজসৈন্য চন্দননগরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া সিরাজ ফরাসীদিগের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, এতক্ষণে ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করিয়াছে, যাইয়া কোন ফল নাই! বলিয়া নন্দকুমার সেই সৈন্যদলকেও প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। নিজের আচরণ সমর্থন করিয়া তিনি যে কৈফিয়ৎ দিলেন, তাহা সন্তোষজনক হইল না। দুঃসময়ে পড়িয়া প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও সিরাজ তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন।—আবার ফরাসী ফরাসী করিয়াই ইংরাজ ও নবাবে গোল বাধিল। চন্দননগর হইতে বিতাড়িত ফরাসীরা যাইয়া নবাবদরবারে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজগণ প্রমাদ গণিলেন। নবাব যদি তাহাদের সঙ্গে যোগদান করেন, তবে আর ইহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠা যাইবে না। সন্ধির মর্ম্ম অনুসারে ফরাসীরা নবাবেরও শত্রু, এমত অবস্থায় তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া নবাব সন্ধিপত্রের উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, ইত্যাদি মর্ম্মের চিঠি নবাবকে লেখা হইল এবং ভয়প্রদর্শনার্থ হুগলীর উত্তরে যাইয়া একদল ইংরাজসৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিল। নবাব ভারি অসন্তুষ্ট হইলেন; তথাপি যখন সংবাদ পাইলেন যে, কতকগুলি ফরাসী-জাহাজ ভারতবর্ষের দিকে আসিতেছে, তখন চতুরতা অবলম্বন-পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলেন, "ইংরাজ সৈন্যের অত্যাচারে হুগলী বর্দ্ধমান হিজলী প্রভৃতি স্থান জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছে, আপনাদের পক্ষ হইতে নাকি আবার কালীঘাটও কলিকাতার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। আপনারা নিশ্চয়ই এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানেন না। যাহাতে এই সকল রহিত হইয়া অঙ্কুরিত বন্ধুভাবই উত্তরোত্তর পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, আশা করি তাহাই করিবেন। এদিকে শুনিলাম ফরাসীরা দক্ষিণপথ হইতে ফৌজ আনিতেছে। আমার রাজ্যে যদি তাহারা বিবাদ করিতে চায়, লিখিবেন, আপনাদের সাহায্যার্থ আমি সিপাহী পাঠাইয়া দিব। আপনাদের অঙ্গীকৃত টাকাওত আমি প্রায় পরিশোধ করিয়া আনিয়াছি।"

ইংরাজপক্ষ নবাবের বন্ধুত্বের উপর বড়ই দাবী করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্লাইব লিখিয়া পাঠাইলেন, "কাশিমবাজারে যদি ফরাসীরা আশ্রয় পাইতে থাকে, তবে আর নবাবের বন্ধুতা কোথায়?"—ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া সিরাজ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "না, আর না। ওয়াট্‌সনকে শূলে চড়াইলে তবে আমার জ্বালার নিবৃত্তি হইবে!" কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইল। ইংরাজ পক্ষীয় পারিষদেরাও বুঝাইলেন যে "মুষ্টিমেয় কয়েকটা ফরাসীর জন্য ইংরাজের সঙ্গে বিবাদ করিয়া দেশে অশান্তি স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নহে।" তখন ফরাসীদিগকে স্থানান্তরিত করাই সমীচীন মনে করিয়া নবাব কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ মুঁসো ল সাহেবকে দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রথমেই ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ওয়াট্‌স্‌ কহিলেন "নবাবের ইচ্ছা যে, এখানকার কুঠী সমর্পণ করিয়া আপনারা কলিকাতায় যান।" মুসোঁ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, তাঁহাকে নবাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। নবাব সদয়ভাবে কহিলেন "ওয়াট্‌সের প্রস্তাবে রাজী না হইলে আপনাদিগকে আমার এ রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আপনাদের জন্য সমস্ত রাজ্য আমি বিপন্ন করিতে পারি না। আমি যখন আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলাম, তখন আপনারা বিমুখ হইয়াছিলেন। এখন আমার নিকট আপনারাও সাহায্য আশা করিতে পারেন না।" তখন উপায়ান্তর অভাবে ফরাসীরা পাটনার দিকে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় নবাব বলিলেন, "ভগবান্‌ আপনাদের পথ প্রদর্শক হউন।"

নবাবের অবস্থা ক্রমেই অধিকতর কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অমাত্য ও পারিষদবর্গকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ সাসেরামে চলিয়া গেলেন। মোহনলালের কর্তৃত্ব সহ্য হইবে না বলিয়া রাজা দুর্ল্লভরাম সৈন্যদল লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে দূরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সন্দেহে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সিরাজ এ সময়ে আবার জগৎশেঠকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিলেন। ইংরাজের সঙ্গে সেই কলঙ্কিত সন্ধিস্থাপন-

সময়ে মীরজাফর ইংরাজদিগের পক্ষ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার উপর হইতে নবাবের মন বিগ্‌ড়াইয়া দিল। পূর্ব্বে আবার প্রধান সেনাপতিত্ব পাইয়া তিনি কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এখন আবার নবাবের উপর বীতরাগ হইয়া তিনি দরবারে আসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন।

তাঁহাদিগকে সন্দেহ করিবার মত যথেষ্ট কারণ যে ছিল না, এমন নহে। তথাপি স্থিরবুদ্ধি কৌশলী লোকে যাহা করিত, সিরাজ তাহা করিতে পারিলেন না। শত্রু ইংরাজ শিয়রে দাঁড়াইয়া; তথাপি তাঁহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া যে আবার বাধ্য ও বশীভূত করিবেন, তাহা তিনি করিতে পারিলেন না। নবীন মন্ত্রী মোহনলাল কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, অন্য কাহারও নবাবকে সুপরামর্শ দিবার মত সৎসাহস ছিল না, কাজেই উভয় পক্ষের মধ্যে যে মনোমালিন্য সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই অধিকতর ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। কৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য মাণিকচাঁদ প্রথমে বন্দী হন, শেষে দশলক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন, যাহাতে নবাবের বিপক্ষদল অধিকতর ক্ষেপিতে থাকে, তিনিও তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভিতরে যখন এরূপ অবস্থা, বাহিরে তখন সিরাজের মাথার উপর বজ্রগর্ভ মেঘ উদিত হইতেছিল। ফরাসীরা পাটনার দিকে অগ্রসর হইতেছে, শুনিয়াই ক্লাইব্‌ তাহাদের পিছনে এক-দল সৈন্য প্রেরণ করিবার সংকল্প করিলেন। কথাটা নবাবের কাণে গেল। দুষ্টা সরস্বতী তাঁহার স্কন্ধে চাপিল—ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তিনি আদেশ করিলেন, ইংরাজদূত এখনই আমার দরবার হইতে চলিয়া যাউক, আর ইংরাজেরা ফরাসীদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, ওয়াট্‌স্‌ যদি এই মর্ম্মে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকৃত না হন, তবে অবিলম্বে তিনি কাশিমবাজার ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করুন। তিন দিনের সময় লইয়া ওয়াট্‌স্‌ কলিকাতায় সকল লিখিয়া পাঠাইলেন। অর্থাদি তথায় স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়া কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন ও কাশিমবাজার রক্ষার জন্য ৪০ জন গোরা ও নৌকায় করিয়া আহার্য্যের আবরণে কিছু গুলিবারুদও পাঠাইলেন। ওয়াট্‌সন্‌ নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একজন ফরাসীও যতক্ষণ এদেশে থাকিবে, ততক্ষণ আমরা নিরস্ত হইব না। তবে, তাহারা যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে আর তাহাদের কোন অনিষ্ট করা হইবে না। শীঘ্রই আমরা কাশিমবাজারে সৈন্য পাঠাইতেছি; তখন যাহাতে দুই সহস্র সৈন্য আমরা স্থলপথে পাটনা পাঠাইতে পারি, আপনাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তবেই আপনার দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। ক্রমেই সন্ধির মর্ম্ম ও প্রসার তাহারা বর্দ্ধিত করিয়া লইতেছেন।

সিরাজের নিতান্তই দুঃসময় উপস্থিত, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, দরবারের প্রধান মন্ত্রী ও কর্ম্মচারিবর্গের সঙ্গে নবাবের মনোমালিন্য চলিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া ক্লাইব্‌ ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকে তাহাদিগের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য পত্র লিখিলেন। বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর দলও ইহাই চাহিতেছিলেন। এখন জগৎশেঠের মন্ত্রণাভবনে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, রাজ্যের অনেক মাতব্বরই ইহাতে সংলিপ্ত ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও ষড়যন্ত্রকারীর দলে ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। সময় বুঝিয়া ঘেসেটী বেগমও যোগদান করিলেন, তাঁহার হাতে কিছু অর্থ ছিল; তাঁহার সাহায্যে তিনি মীরজাফরকেও হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরাও যাহাতে এই ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত হন, আমীরচাঁদের মধ্যস্থতায় তাহারও চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাঁহাদিগের মনোভাব বুঝিবার জন্য জগৎশেঠ ২০শে এপ্রিল নবাবের একজন অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক, ইয়ার লুৎফ্‌ খাঁকে ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। নিজে সাক্ষাৎ করিতে সাহসী না হইয়া ওয়াট্‌স্‌ আমীরচাঁদকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। লুৎফ্‌ খাঁ মীরজাফরের হইয়া বলিলেন, 'পাটনা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নবাব ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে ঘৃণাপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান পাত্রমিত্রগণ তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র গড়িয়া তুলিতেছেন। উপযুক্ত নেতার অভাবে তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে নবাব করিলে জগৎশেঠ, দুর্ল্লভরাম প্রভৃতি সকলকেই ইংরাজদিগের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন। এজন্য ইংরাজেরা আমার সঙ্গে যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে চাহেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি। নবাব পাটনায় গেলে, তাঁহার অনুপস্থিতি-সুযোগে সহজেই রাজধানী অধিকার করা যাইবে।' আমীরচাঁদের মুখে এই প্রস্তাব অবগত হইয়া ওয়াট্‌স্‌ তখনই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং এই মর্ম্মে ক্লাইবকেও পত্র লিখিলেন।

পর দিবসই আবার মীরজাফরের প্রেরিত খোজা পিক্রু যাইয়া ওয়াট্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। মীরজাফর বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আমার নিজের জীবনের আশঙ্কা হইয়াছে বলিয়াই আমি নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে ইংরাজগণ সহায়তা করিলে দুর্ল্লভরাম, জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকেরাও যোগ দান করিতে সম্মত

ও স্বীকৃত আছেন, ইংরাজদিগের মত হইলে অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু সিরাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য আপাততঃ হুগলী হইতে ইংরাজশিবির তুলিয়া লইতে হইবে। এই সংবাদ পাইয়াই ক্লাইব ফরাসীদলের জন্য সৈন্যপ্রেরণ আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া নবাবকে একখানি মধুর পত্র লিখিলেন, এবং হুগলীর ছাউনী সরান সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতার দরবারে চলিয়া আসিলেন। এইসময়ে আবার মীরজাফরের প্রেরিত মীর্জ্জা আমীর বেগও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ যে স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, এখন আপনারা সহায় হইলেই নবাবের অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে উদ্ধার করা যায়। দরবার ঠিক করিলেন, মীরজাফরের মত ক্ষমতাশালী লোকের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত। তখন হুগলী হইতে অর্দ্ধেক সৈন্য চন্দননগরে ও অর্দ্ধেক সৈন্য কলিকাতায় লইয়া আসা হইল এবং নবাবকে আরও ভাল করিয়া প্রতারিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট লেখা হইল, "আমাদের সৈন্য আমরা হুগলী হইতে সরাইয়া লইলাম। আপনিও পলাসী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়া সৌহৃদ্য রক্ষা করুন।* এখানে আপনার কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী থাকিলে আমাদের সত্যপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় পাইতে পারিতেন। নীচ লোকের অসত্য কথা শুনিয়া যেন কখনও প্রতারিত হইবেন না।" কিন্তু তৎপূর্ব্বেই যে ৪০ জন ইংরাজ সৈন্য কাটোয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল, দুর্ল্লভরাম তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিয়া ছিলেন; এবং বহু ইংরাজ সৈন্য সংগোপনে কাশিমবাজার প্রেরিত হইয়াছে, গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ পাইয়া, সিরাজ কাশিমবাজার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কোথাও কিছু না পাওয়া গেলেও তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না। আহম্মদ শা আব্‌দালী না আসাতে এখন তাঁহার ইংরাজভীতিও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বিশ্বাস আছে যে, ইংরাজগণ মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত না আসিয়া ছাড়িবে না। তাই নানা প্রকারে মীরজাফরের মনস্তুষ্টি করিয়া তাঁহাকে পনের হাজার সৈন্য লইয়া পলাশীতে যাইয়া দুর্ল্লভরামের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য পাঠাইলেন এবং পদ্মা বহিয়াই ইংরাজ রাজধানীর দিকে আসিবে, এই আশঙ্কা করিয়া ভাগীরথীমুখে শালবৃক্ষের কাঁড়ি প্রোথিত করিয়া আবদ্ধ করিলেন। আর ফরাসীদিগকেও আয়ত্ত রাখিবার জন্য মুঁসো লকে ভাগলপুরে অবস্থান করিবার জন্য পত্র লিখিলেন এবং তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য বিহারের কর্ম্মচারীদিগের উপর আদেশ দিলেন।

নবাবের এই সকল আচরণে ইংরাজপক্ষ এখন আর প্রকাশ্য ভাবে কোনই প্রতিবাদ করিলেন না। তাঁহারা মীরজাফরের সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। নবাবের মনে যাহাতে কোন রূপ সন্দেহ জন্মিতে না পারে, এই জন্য পলাশী যাইবার আদেশ পাইয়া মীরজাফর বিনা বাক্যব্যয়ে পলাশী যাত্রা করিলেন।

এদিকে কলিকাতার গুপ্ত দরবারের উপদেশ অনুসারে ওয়াট্‌স্ মীরজাফরের সঙ্গে টাকা পয়সার কথা উত্থাপন করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত আমীরচাঁদকে মীরজাফরের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। কিন্তু এখন আর তাহার মত ধূর্ত্ত লোককে ফাঁকি দেওয়া চলিবে না, ভাবিয়া ওয়াট্‌স্ তাঁহাকে মীরজাফরের কথা বলিলেন। আমীরচাঁদ বুঝিলেন, ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হইলে, মীরজাফরের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ পাওয়া যাইবে। তাই বলিলেন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইলে, একদিকে আমার যেমন প্রভূত অর্থনাশ হইবে অপর দিকে তেমনই আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। এমত অবস্থায় আমাকে শুধু নষ্ট অর্থ প্রত্যর্পণ করিলেই চলিবে না, নবাবের রাজকোষ-প্রাপ্ত মণিমুক্তার চতুর্থাংশ এবং প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে আমাকে দিতে হইবে। এখন সম্মত না হইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, এই জন্য ১৪ই মে তারিখে মীরজাফরের সঙ্গে যে সন্ধি-পত্র লেখা হইবে, তাহার খসড়ার সঙ্গে আমীরচাঁদের জন্যও একটা চুক্তিপত্র কলিকাতার দরবারে পাঠান হইল। ১৭ই মে তারিখে ঐ দরবারে সন্ধি-পত্রের খসড়ার ও আমীরচাঁদের প্রস্তাবের বিষয় বিবেচিত ও নির্দ্ধারিত হইল। রাজকোষ হইতে প্রাপ্য অর্থের নিম্নলিখিত রূপ বণ্টন স্থিরীকৃত হইল, কোম্পানী এক কোটী, ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি বণিক্‌গণ ৫০ লক্ষ, দেশীয় বণিক্‌গণ ২০ লক্ষ, আরমাণী বণিক্‌গণ ৭ লক্ষ, নৌসেনা ২৫ লক্ষ, এবং সৈন্যবিভাগ ২৫ লক্ষ পাইবে। কাউন্সিলের সভ্যদিগকেও যথাযোগ্য পারিতোষিক দিতে হইবে, একথারও উল্লেখ থাকিল। ওয়াটস্ সাহেব খসড়ায় আমীরচাঁদের নামে ৩০ লক্ষ লিখিয়া দিলেন, কাউন্সিল তাহাকে কিছুই দিতে সম্মত হইল না, অথচ সে যাইয়া ষড়যন্ত্রের কথা নবাবকে না বলিয়া দেয়, এই জন্য তাহাকে প্রতারিত করাই স্থিরীকৃত হইল। লাল ও সাদা দুই খানা কাগজে সন্ধি-পত্র লেখা হইল, সাদা খানি আসল, লাল খানা জাল। প্রথম খানায় আমীরচাঁদের কোনই উল্লেখ থাকিল না—দ্বিতীয় খানায় তাহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার কথা থাকিল। ওয়াটসন্ ব্যতীত কাউন্সিলের সকল সদস্যই ইহাতে

* মুঁসো ল প্রভৃতি ফরাসীদিগকে কাশিমবাজার হইতে তাড়াইয়া দিবার পূর্ব্বে ইংরাজদিগের উপর বিরক্ত হইয়া সিরাজ্‌উদ্দৌলা রাজা দুর্ল্লভরামের অধীনে একদল সৈন্য পলাশীক্ষেত্রে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

স্বাক্ষর করিলেন, ওয়াটসনের নাম ক্লাইবের আদেশ অনুসারে লুসিংটন্ লিখিয়া ছিলেন।

১৯শে মে তারিখে দুই খানা সন্ধি-পত্রই মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল।

এদিকে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নবাবের মন হইতে ইংরাজদিগের উপর সকল সন্দেহ তিরোহিত হইল, এই সময়ে পেশবা বাজী রাওয়ের নিকট হইতে একজন দূত কলিকাতায় আইসে, তাহার আগমনের উদ্দেশ্য, ইংরাজগণ সহায়তা করিলে, মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিতে পারে। ইহাদের সঙ্গে জানা শুনা নাই, কি জানি নবাবেরই বা পরীক্ষা মাত্র, এই মনে করিয়া ক্লাইব পত্র খানা নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া স্থির করিলেন, নবাবের চক্রান্ত হইলেও ইংরাজদিগের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইবে। ফলেও তাহাই হইল, ইংরাজদিগকে পরম মিত্র মনে করিয়া তিনি অধিকাংশ সৈন্যই মুর্শিদাবাদে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।

জাল সন্ধি-পত্র দেখাইয়া সদস্যগণ আমীরচাঁদকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া একেবারে নিজেদের মুষ্টিগত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন সে সব ঠিক হইয়াছে। কি জানি শেষে প্রাণ লইয়া টানা টানি পড়িবে, আপনি এ অবস্থায় কলিকাতায় যাইয়া বাস করুন। আমীরচাঁদও তাহাই করিলেন।

ইংরাজদিগের উপর বিশ্বাস পুনঃ স্থাপিত হওয়াতে সিরাজ পলাশী হইতে মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে দিয়া এখন আর বিশেষ কোন কার্য্য নাই দেখিয়া আবার নবাব তাহাকে নানা ভাবে অপদস্থ করিতে লাগিলেন। মীরজাফর দরবারে আসা বন্ধ করিলেন, অধীনস্থ সৈন্যদিগকে বলিয়া রাখিলেন, তাঁহার প্রাসাদ আক্রান্ত হইলেই যেন তাহারা আসিয়া রক্ষার চেষ্টা করে। এদিকে বিশেষ সংগোপনে ইংরাজদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। সন্ধি-পত্র দেখিয়া রাজা দুর্ল্লভরাম একটু আপত্তি করিলেন, তাঁহাকে যে একটি কপর্দ্দকও দিবার কথা নাই! তখন ওয়াটস্ কহিলেন, "আপনি খাদাঞ্চিখানার কর্ত্তা। যখন টাকা ভাগ করিবেন, তখন চলিত প্রথানুযায়ী আমরা আপনাকে আমাদের প্রাপ্য হইতে শতকরা ৫৲ টাকা করিয়া দিব।" রাজাবাহাদুর শান্ত ও আশ্বস্ত হইলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে মীরজাফর সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। বিধাতার কি আশ্চর্য্য বিধি! এই তারিখেই নবাব আদেশ করিলেন, সেনাপতি সেরেস্তার কাজকর্ম্ম মীরজাফর খাজা হাদীকে বুঝাইয়া দিবেন।

মীরজাফর যে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত রূপ টাকা বণ্টনের কথা ব্যতীত উল্লেখ থাকিল যে, কলিকাতা ও দক্ষিণে কুল্পী পর্য্যন্ত স্থান ইংরাজদিগের জমিদারীভুক্ত হইবে, ইহার জন্য ইংরাজেরা নবাবসরকারে অন্যান্য জমিদারের মত রাজকর দিবেন, যে কেহ ইংরাজের শত্রু সে নবাবেরও শত্রু। বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার ফরাসীদিগের যে সকল কুঠী আছে, সে সকলই ইংরাজদিগের দখলে আসিবে, এবং ফরাসীরা আর এদেশে বাস করিতে পাইবে না। নবাব হইলেই আমি সর্ত্তানুযায়ী সমস্ত টাকা কোম্পানীর হাতে দিব, এবং হুগলীর দক্ষিণে কখনও কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করিব না।

ইংরাজগণ (ওয়াটসন্, ক্লাইব, ড্রেক, ওয়াটস্, কিচার) যে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, তাহাতে এই সকল সর্ত্ত ব্যতীত লেখা থাকিল যে আমাদের সমস্ত সৈন্য লইয়া আমরা মীরজাফরের বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারি প্রাপ্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব এবং নবাব হইবার পরে যখনই কোন শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি আমাদের সাহায্য চাহিবেন, তখনই আমরা প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিব।

এতদ্ব্যতীত ক্লাইব্, ওয়াট্‌সের সাহায্যে আর একখানা স্বীকার-পত্রও মীরজাফরকে দিয়া লিখাইয়া লইলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"কমিটিকে (ওয়াট্‌স্ ও তাহার অন্তর্ভুক্ত) ১২ লক্ষ ও সৈন্যদিগকে ৪০ লক্ষ টাকা উপহার দিব।"

এই সকল কার্য্য অতি সংগোপনেই সমাধা হইল—নবাব কি তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের কেহই ইহার ঘুণাক্ষরও জানিতে পারিলেন না।

সকল ঠিক হইয়া গেল 'শুভস্য শীঘ্রং' নীতির অনুসরণ করিয়া ক্লাইব্ ১২ই জুন তারিখে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

এই সময় গুপ্ত মন্ত্রণার সংবাদ যাইয়া নবাবের কাণে পৌছিল, ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তিনি মীর্‌জাফরকে তাঁহার গৃহেই আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। প্রমাদ গণিয়া ওয়াট্‌স্ বায়ুসেবনে বাহির হইবার উপলক্ষে ১২ই তারিখে মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিলেন, ১৩ই বেলা ৩টার সময় তিনি যাইয়া কাল্‌নায় ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই দিনই নবাব মীরজাফরের প্রাসাদ আক্রমণ করিবেন, সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ওয়াট্‌সের পলায়নের সংবাদ পাইয়া বুঝিলেন, বিপদ্ আসন্ন, এ সময়ে যেমন করিয়াই হউক মীরজাফরকে বাধ্য ও প্রসন্ন রাখিতেই হইবে। আপোষের কথাবার্ত্তা পাড়িয়া তিনি লোক পাঠাইলেন, কিন্তু মীরজাফর দরবারে আসিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন আত্মমর্য্যাদা ও আত্মাভিমান বিস্মৃত হইয়া সামান্য কয়েকজন অনুচর মাত্র লইয়া সিরাজই তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন। কোরাণ স্পর্শ করিয়া উভয়ে সন্ধি-

স্থাপন করিলেন। মীরজাফর শপথ করিলেন, তিনি কখনই ইংরাজদিগের সঙ্গে যোগদান বা ইংরাজদিগের সাহায্য করিবেন না। নবাবও স্বীকৃত হইলেন যে, উপস্থিত গোলযোগের মীমাংসা হইয়া গেলেই তিনি মীরজাফরকে সম্পত্তি ও সপরিবারে অন্যত্র যাইয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে দিবেন।

সিরাজ সরলবিশ্বাসী—সন্ধিস্থাপনের পরে তিনি মীরজাফরকে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। মুঁসো লকে ভাগলপুর হইতে চলিয়া আসিতে লিখিয়া এবং সৈন্যদল পুনরায় পলাশীর দিকে প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়া, ১৪ই জুন তারিখে তিনি ইংরাজদিগকে লিখিলেন "সন্ধিপত্র অনুযায়ী প্রায় সমস্ত টাকাই আমি দিয়াছি, মাণিকচাঁদের বিষয়ও এক প্রকার মীমাংসিত হইয়াছে। এমত অবস্থায় ওয়াট্‌স্‌ ও কাশিমবাজার কুঠির অন্যান্য ইংরাজদিগকে পলাইতে দেখিয়া আপনারা সন্ধি পালন করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক নহেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। যাক্‌ আমি যে সন্ধিভঙ্গ করি নাই, এজন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছি।"

১৩ই জুন তারিখে ক্লাইব্‌ চন্দননগর হইতে নবাবকে নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখিলেন "আপনি সন্ধিপত্র অনুযায়ী কার্য্য করেন নাই, এখনও টাকা পরিশোধ করিতে পারিলেন না। ফরাসীদিগের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতেছেন—বুসীকে আসিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাকে এখনও টাকা দিয়া পালন করিতেছেন। আমাদিগকে নানাভাবে অপমানিত করিতেছেন। আমরা সকলই নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়াছি। এখন আমাদের সৈন্য মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেছে। আপনার প্রধান প্রধান পাত্রমিত্র, মীরজাফর, জগৎশেঠদ্বয়, দুর্ল্লভরাম, মীরমদন, মোহনলাল প্রভৃতি যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিবেন, আশা করি আপনি রক্তপাত বন্ধ রাখিবার জন্য, তাহাতেই সম্মত হইবেন।" ঐ তারিখেই তিনি চন্দননগর হইতে দুইশত সৈন্য লইয়া ভাগীরথীপথে রওনা হইলেন। সিপাহীরা পদব্রজে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করিল। পথে হুগলীর ফৌজদার একবার বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইবের সাজসজ্জা দেখিয়া ও তাড়া খাইয়া তিনি আর মাথা তুলিলেন না।

১৬ই জুন ইংরাজসৈন্য কাঁটোয়া হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী পাটুলী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, দুর্গাধিপতির সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল, একটু যুদ্ধের অভিনয় দেখাইয়াই তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন। ১৭ই প্রাতে কুটের সঙ্গে অল্প একটু শক্তিপরীক্ষার পরই দুর্গবাসিগণ পলাইয়া গেল, দুর্গ ইংরাজদিগের অধিকৃত হইল।

ক্লাইব প্রত্যহই মীরজাফরকে আশা ও উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। ১৭ই তারিখে মীরজাফরের পত্রে জানিতে পারিলেন, যে মুখে তিনি নবাবের পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ তিনি ইংরাজদিগের সঙ্গে যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছে, তদনুরূপই চলিবেন। ক্লাইব সন্দেহে ও উদ্বেগে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ১৯শে তারিখে আর এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল, মীরজাফর পলাশী রওনা হইলেন। রণক্ষেত্রে তিনি বামে বা দক্ষিণে শিবির সন্নিবেশ করিবেন এবং সেখান হইতে ইংরাজদিগের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করিবেন। এই সংবাদ পাইয়া সন্দেহ অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু ভয় ও দুশ্চিন্তা দূর হইল না। রণক্ষেত্রে মীরজাফরের অশ্বারোহী সেনার সাহায্য না পাইলে যে কোনই আশা নাই! ইংরাজপক্ষ অশ্বারোহিবিহীন।

এদিকে ইংরাজসৈন্যের রণযাত্রার সংবাদ এবং ক্লাইবের শেষ পত্র পাইয়া সিরাজও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেনানায়কদিগের উপর সৈন্যসংগ্রহের আদেশ করিলেন, সৈন্যগণের অনেক বেতন বাকী ছিল, এই বেতন না পাইলে তাহারা অগ্রসর হইতে রাজী হইল না। তিনদিন এই গোলযোগে কাটিল। অবশেষে প্রভূত অর্থ দিয়া নবাব তাহাদিগকে বাধ্য করিলেন। তাহারা পলাশীর অভিমুখে রওনা হইল।

মীরজাফরের অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ক্লাইব্‌প্রমুখ ইংরাজগণ বড়ই শঙ্কিত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রণা-সভা আহূত হইল। প্রশ্ন—এখনই নবাবসৈন্য আক্রমণ করা যাইবে, না বর্ষাকালটা কাঁটোয়ায়ই কাটাইয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের সাহায্য লইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করা যাইবে? সভায় ২০জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন—ক্লাইব্‌প্রমুখ ১৩জন কাঁটোয়ায় থাকার পক্ষে মত দিলেন, বাকী ৭জন তখনই যুদ্ধ করিবার পক্ষে। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল না। অবশেষে কাটোয়াবাসের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া ক্লাইব, প্রত্যূষেই গঙ্গাপার হইবার আদেশ দিলেন। ২২শে তারিখে মীরজাফরের নিকট হইতেও একপত্র আসিল ইহাতে ইংরাজদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ লিখিত ছিল। ইহার উত্তরে "দাদপুর পর্য্যন্ত গেলেও যদি মীরজাফর ইংরাজ-সৈন্যের সঙ্গে যোগদান না করেন, তবে তাঁহারা নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিবেন" ইহা লিখিয়া পাঠাইয়া ইংরাজগণ পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন (২২শে জুন)। পথিমধ্যে নানা দুর্য্যোগ ভোগ করিয়া রাত্রি ১টার সময় তাঁহারা আসিয়া পলাশীর আম্র-কাননে পৌছিলেন। ইতি পূর্ব্বেই সিরাজ্‌উদ্দৌলা আসিয়া দাদপুরের দক্ষিণে এক প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। সম্মুখে মীরমদন ও মোহনলালের বাহিনী, বামে পলাশীগ্রাম পর্য্যন্ত, বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, দুর্ল্লভরাম ও ইয়ারলুৎফের অধীনস্থ সৈন্যদল এবং দক্ষিণে ৪টি মাত্র কামান ও অল্প কয়েকজন গোলন্দাজ লইয়া ফরাসী সিন্‌ফ্রে।

রজনীপ্রভাতে নবাবের এই বিবাট্‌বাহিনী ও বিপুল আয়োজন দেখিয়া ইংরাজপক্ষের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু মীরজাফর প্রভৃতি তাঁহাদেরই সহায়তা করিবেন, এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া, ক্লাইব যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কামান ৮টি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তিনি দক্ষিণে সিপাহী ও বামে গোরা সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন।

৮টা বাজিতে না বাজিতেই ফরাসী গোলন্দাজগণ কামানে অগ্নি-সংস্পর্শ করিলেন—দক্ষিণপার্শ্বস্থ নবাব-সৈন্যও অশ্রান্তবেগে গুলিগোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজসৈন্যও প্রত্যুত্তর করিল, কিন্তু সংখ্যায় তাহারা মুষ্টিমেয়—ইহারও আবার ১০জন গোরা ও ২০জন সিপাহী অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রমাদ দেখিয়া ক্লাইব যাইয়া সসৈন্যে আম্র-কাননের অভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু এখানেও নবাব-সৈন্য তাহাদিগের উপর গুলি-বর্ষণ করিতে লাগিল। এ সকলই মীরমদন ও মোহনলালের কাজ। প্রভুদ্রোহী মীরজাফর, দুর্ল্লভ-রাম ও লুৎফ্‌ দর্শকস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিয়াছেন! আম্র-কাননের বৃক্ষ ও বাঁধগুলি অনেক পরিমাণে ইংরাজসৈন্য-দিগের কবচের কার্য্য করিল। ক্লাইব প্রভৃতি ঠিক করিলেন, সমস্তদিন তাঁহারা এই আশ্রয়তলে থাকিয়াই যুঝিবেন, শেষে রজনীর অন্ধকারে যাইয়া নবাবশিবির আক্রমণ করিবেন। মহাবীর মীরমদন অশ্রান্ত পরিশ্রমে ইংরাজ-সৈন্যের উপর গুলি-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিরাজের দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ পায় দারুণ আঘাত লাগিয়া তিনি ভূতলশায়ী হইলেন, অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল।

সিরাজ এখন ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—অনেক সাধ্য-সাধনার পরে সেনাপতি আসিয়া নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হই-লেন, আত্মাভিমান বিস্মৃত হইয়া, তাহার সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া, সিরাজ বিনীতভাবে কহিলেন "আপনি আমার আত্মীয়, মহামতি আলিবর্দ্দীখাঁর কথা স্মরণ করিয়া আপনি আমার পূর্ব্ব-কৃত সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া যাউন্‌। সৈয়দ বংশোচিত মহত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আপনি আমাকে এ বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করুন—কুটুম্বের কাজ করুন।" এ অনুনয়ে দুরাকাঙ্ক্ষ দুরভিসন্ধি মীর-জাফর বিচলিত হইবার নহেন। তিনি প্রতারণার উপর প্রতা-রণা করিলেন, বলিলেন "আজ সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। আজ সৈন্যদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করুন, কাল আমি সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইব।" আরও কহিলেন "আপনার ভয় নাই, শত্রুসৈন্য রাত্রে শিবির আক্রমণ করিবে না।"

এদিকে মহাবীর মোহনলাল ও ফরাসী গোলন্দাজগণ অবিশ্রান্ত গুলিগোলা বর্ষণ করিয়া ইংরাজপক্ষকে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও হীনবীর্য্য করিয়া তুলিতেছিলেন। এমন সময় স্বাধীনচিন্তা-বিরহিত, ভীতিবিহ্বল সিরাজ, মীরজাফরের পরামর্শ অনুযায়ী যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। প্রথমে, মোহনলাল বিশেষ আপত্তি করিলেন—আর একটু হইলেই বোধ হয় যুদ্ধের মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু মীরজাফরের বিরক্তি দর্শনে ও দুর্ল্লভরামের পরামর্শে নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশ পাইয়া শেষে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে মীরজাফর্‌ ক্লাইব্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন, "সঙ্গে সঙ্গেই, অগত্যা রজনীযোগেই শিবির আক্রমণ করিবেন, তবেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।" সেনাপতি মোহনলালকে পশ্চাতে সরিতে দেখিয়া ভীত চকিত হইয়া সৈন্যগণও পলায়নপর হইল ইংরাজ-সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। বহিঃশত্রুর অপেক্ষাও গৃহশত্রুকে বেশি ভয় করিয়া সিরাজ্‌উদ্দৌলা হস্তিপৃষ্ঠে রাজধানী অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

রাত্রিকালে ইংরাজ-সৈন্য দাদপুরে রজনী যাপন করিল। পর দিবস প্রাতে পুত্র মীরণ ও অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া মীর-জাফর যাইয়া ইংরাজশিবিরে উপনীত হইলেন, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সম্বোধন করিয়া ক্লাইব্‌ তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আপ্যায়ন করিলেন।

সিরাজ্‌উদ্দৌলা পলাইয়া আসিয়া ২৪শে জুন প্রাতে রাজ-ধানীতে প্রবেশ করিলেন। প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে তিনি তাঁহার শরীররক্ষার জন্য রাজবাটীতেই অপেক্ষা করিতে বলি-লেন, কিন্তু কেহই, এমন কি তাঁহার আপনার শ্বশুর ইরোজখাঁও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পাত্রমিত্র সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। নবাব অর্থে লোক বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন, যাহার যাহা প্রাপ্য আছে তাহা পরিশোধ করিয়া দিবেন বলিয়া রাজকোষাগার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ন্যায্য অন্যায্যভাবে অসংখ্য লোক আসিয়া টাকা লইয়া গেল, কিন্তু কেহই তাঁহার রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল না।

তখন বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি ধনরত্নসহ বেগম-দিগকে গোপনে উঠাইয়া ও স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাত্রি ৩টার সময় মনসুরগঞ্জের প্রাসাদত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ও ভগবান্‌গোলায় যাইয়া নৌকারোহণ করিলেন। ইতি মধ্যে সিরাজের পলায়নের সংবাদ পাইয়া মীরজাফর যাইয়া মন্‌-সুরগঞ্জপ্রাসাদ অধিকার করিয়া বসিলেন ও তাঁহাকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

তিন দিন সপরিবারে অনাহারে কাটাইয়া সিরাজ রাজমহলের অপর পারে চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন,

শিশু কন্যার জন্য দুগ্ধ ও অন্যান্যের জন্য আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টায় ক্ষুৎপিপাসাকাতর নবাব যাইয়া দান্শা ফকীরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই এই ফকীরপ্রবর নবাবের উপর ক্রোধযুক্ত ছিল, এখন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়া রাজমহলের ফৌজদার মীরজাফরের ভ্রাতা মীর দাউদকে সংবাদ দিলেন। সদলে মীরজাফরের প্রেরিত মীর কাসেম আলি যাইয়া সপরিবারে নবাবকে বন্দী করিলেন। তাঁহাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া সিরাজ কাতরক্রন্দনে ভিক্ষা চাহিলেন "আমাকে প্রাণে না মারিয়া কোন এক নিভৃত স্থানে যাইয়া বাস করিতে দাও—সামান্য বৃত্তিতেই আমার চলিবে।" কিন্তু কে তখন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে? তাঁহার ধনরত্ন সকলই লুণ্ঠিত হইল। পলায়নের ঠিক অষ্টমদিবসে বন্দীভাবে আবার তিনি মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর—মীরজাফর মন্সুরগঞ্জ প্রাসাদে সুখশায়িত। পুত্র মীরণ আপনার কক্ষের পার্শ্বস্থকক্ষে সিরাজকে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট না হইয়া দুরাচার, মহম্মদীবেগ্ নামক এক অনুরক্ত অনুচরকে সিরাজের প্রাণনাশের জন্য প্রেরণ করিল। তাহাকে দেখিয়াই সিরাজ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শেষে ঘাতকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে মারিতে আসিয়াছ? কেন আমাকে কোন নিভৃত স্থানে বাস করিতে দিতেও কি তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না?" তারপর ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন "না, না, তাহা হইলে হোসেন কুলীর তৃপ্তি হইবে কেন? তাহার হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হইল কৈ?" পাষণ্ড মহম্মদী বেগের তরবারির আঘাতে তাঁহার শির মুহূর্ত্তমধ্যে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইল! শেষে তাঁহার দেহের কর্ত্তিত অংশগুলি হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনা হইল?—এবং সর্ব্বশেষে আলিবর্দ্দীখাঁর সমাধিপার্শ্বে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল।

প্রভুদ্রোহী দুর্ল্লভরামের হস্তে প্রভুভক্ত মোহনলালেরও বোধ হয় এইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল।

সিরাজগঞ্জ, বাঙ্গালার পাবনা জেলার একটী উপবিভাগ, অক্ষা° ২৪° ০´৩৫´উঃ হইতে ২৪° ৪৫´উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ১১´হইতে ৮৯° ৫৩´পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৪৭ বর্গমাইল। শাহজাদপুর উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ও রাজগঞ্জ থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। সিরাজগঞ্জ নগর এখানকার বিচারসদর।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং নদীতীরবর্ত্তী সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্যবন্দর। মূল ব্রহ্মপুত্র খাত বা যমুনানদীর সন্নিকটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৬´ ৫৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°৪৭´ ৫´´ পূঃ। পাট আমদানী ও রপ্তানীর জন্য যতগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র আছে তাহার মধ্যে সিরাজগঞ্জের আড্ডা সর্ব্ববৃহৎ এবং এখানকার পাটও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনেক সময় পাট দেখিতে ঠিক রেশমের ন্যায় বোধ হয়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জের উপকণ্ঠস্থ মাছিমপুরে সিরাজগঞ্জ-জুট-কোম্পানীর ষ্টীম কুঠী স্থাপিত হয়। ইহাতে চটের থলে প্রভৃতি প্রস্তুত হইত এবং প্রায় ৩।০ হাজার লোক খাটিত। তাহাদের কাজকর্ম্মে বিশেষ সুবিধা হইতেছে দেখিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বড় বড় ছয়টী কুঠীর কর্তৃপক্ষেরা এখানে শাখা কুঠী স্থাপন করিয়া পাট খরিদের ব্যবস্থা করেন। ঐ সময়ে টাকা লেন দেনের সুবিধা হইবে বলিয়া য়ুরোপীয় বণিক্-সমিতির প্রার্থনানুসারে কলিকাতার ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল এখানে একটী এজেন্সী স্থাপন করিয়া হুণ্ডীতে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এখানে রঙ্গপুর, কোচবিহার, ময়মনসিংহ, বগুড়া, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে নানা প্রকার দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে এবং তৎপরিবর্ত্তে বিলাতী বস্ত্র, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানী হয়, এখানকার ঘাটে অনুমান ৫০ হাজার বোট নিরন্তর আমদানী ও রপ্তানীর জন্য দাঁড়াইয়া আছে।

ধানবন্দী নদীর খেয়াঘাট, কালীবাড়ী ঘাট, রাহুয়াবাড়ী ঘাট ও জুট কোম্পানীর মাছিমপুর ঘাট এখানকার বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা। পাবনা হইতে চাঁদাইকোণা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তা দিয়া অনেক মালও সিরাজগঞ্জের হাটে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

সিরাপত্র (পুং) হিন্তাল। (রাজনি°)

সিরাপ্রহর্ষ (পুং) সিরাহর্ষ। নেত্ররোগবিশেষ। [সিরাহর্ষ দেখ।]

সিরামূল (ক্লী) সিরায়াঃ মূলং। সিরার মূল, যে স্থান হইতে সিরা উদ্ভূত হইয়াছে, নাভিমূল, নাভিদেশ হইতে সিরাসকল নির্গত হইয়া থাকে।

সিরামোক্ষ (পুং) রক্তমোক্ষণ। (সুশ্রুত)

সিরাল (ক্লী) সিরাঃ সন্তি-অস্য (প্রাণিস্থাদাতোলজন্যতরস্যাং। পা ৫।২।৯৬) ইতি লচ্। ১ সিরাযুক্ত, সিরাবিশিষ্ট, যাহাদের শরীরে অধিক সিরা বাহির হইয়া থাকে। ২ কর্ম্মরঙ্গ, কামরাঙ্গা। (শব্দচ°)

সিরালক (পুং) সিরাল এব কন্। অস্থিভঙ্গবৃক্ষ, চলিত হাড়ভাঙ্গাগাছ। (শব্দচ°)

সিরালু (ত্রি) সিরাঃ সন্তি অস্য সিরা-অস্ত্যর্থে লু। সিরাল, সিরাযুক্ত।

সিরাবৃত্ত (ক্লী) সীসক।

সিরাবেধ (পুং) সিরায়াঃ বেধঃ। সিরা বিদ্ধকরণ, সিরার বেধ, রক্তের দোষ জন্মিলে সিরাবিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিতে হয়, কোন কোন স্থলের সিরা বেধ্য এবং কোন স্থলের সিরা বেধ করিতে নাই, চরক সুশ্রুত প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [শিরাবেধ শব্দ দেখ]

সিরাব্যধ (পুং) সিরায়াঃ ব্যধঃ। শিরাবেধ। (সুশ্রুত)

সিরাব্যধন (ক্লী) সিরায়াঃ ব্যধনং। সিরাবেধ। সিরা বিদ্ধকরণ।

সিরাহর্ষ (পুং) নেত্ররোগবিশেষ। মোহবশতঃ সিরোৎপাত রোগী যদি যথাবিধানে চিকিৎসিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত রোগীর সিরাহর্ষ রোগ হয়। এই রোগ হইলে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ ও অত্যন্ত স্রাবান্বিত হয় এবং ইহাতে দৃষ্টিশক্তির অভাব হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

সিরোৎপাত (পুং) নেত্ররোগবিশেষ, যে চক্ষুরোগে চক্ষুর সিরাজাল কখন বেদনাযুক্ত, কখন বা বেদনাবিহীন, কখন রক্তবর্ণ বা কখন বিকৃতবর্ণবিশিষ্ট হইলে তাহাকে সিরোৎপাত কহে।

সিরোহী—ভারতগবর্মেণ্টের অধীন রাজপুতানা এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত, অক্ষা° ২৪°২২´ ও ২৫°১৭´´ উত্তর মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৭২°২২´ ও ৭৩°১৮´´ পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত একটি দেশীয় রাজ্য। ক্ষেত্রফল প্রায় ৩০২০ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মাড়বার বা যোধপুর রাজ্য, দক্ষিণে পালানপুর এবং ইদর ও দন্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মহীকান্ঠা রাজ্য, পূর্ব্বে মেবার বা উদয়পুর এবং পশ্চিমে যোধপুর।

সিরোহী পার্ব্বত্যপ্রদেশ—দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত আরাবলী-পর্ব্বতশ্রেণী ইহাকে দুইটী প্রায় সমখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। এখানে যে সকল পাহাড় ও পর্ব্বত আছে, তাহাদের মধ্যে আরাবলীর প্রান্তস্থিত আবু পাহাড়ই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহার উচ্চতম শির সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৬৫৩ ফিট্ উচ্চ।

সিরোহীর পর্ব্বতাংশ অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত ও সমতল বলিয়া এখানে লোকসংখ্যা ও চাষবাস অধিকতর, পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অসংখ্য জলধারা বা নালা বহির্গত হইয়া উভয় খণ্ডকেই নানাভাবে বিভক্ত করিয়াছে, বর্ষার সময় এই সকল নালা দুকুল প্লাবিত করিয়া খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু বৎসরের অন্য সময় ইহাদের গর্ভে বিন্দুপরিমাণ জল ও পাওয়া যায় না। এই সকল নালার জল আসিয়া লোনী ও বনাস্ নদীতে পতিত হয়। সিরোহীস্থিত আরাবলীর নিম্নাংশ নিবিড় বনসমাচ্ছাদিত এবং এখানকার অসংখ্য প্রস্তরস্তূপের প্রায় সকলগুলিই ঘন জঙ্গলসমাবৃত। এই সকল বন ও জঙ্গলের মধ্যে খয়ের, বাবুল, ধাও প্রভৃতি বৃক্ষই অধিক দেখা যায়। এখানকার নদীগুলির মধ্যে পশ্চিম বনাস্ই যা একটু উল্লেখযোগ্য, ইহাও আবার গ্রীষ্ম ঋতুতে শুকাইয়া যাইয়া স্থানে স্থানে পরস্পর বিযুক্ত কতকগুলি গভীর জলাশয়ের মত হইয়া থাকে। এই বনাস্ নদী আরাবলী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া সিরোহী ও গুজরাটপ্রদেশ বিধৌত করিয়া কচ্ছের রাণে যাইয়া বিলীন হইয়াছে। সিরোহীতে এখনও কৃত্রিম হ্রদের অনেক লুপ্তাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আবু পর্ব্বতের উপরিস্থিত নখিতলাও ব্যতীত অন্য কোন হ্রদ বা ঝিলই দৃষ্টিগোচর হয় না। সিরোহীর ভূগর্ভে সর্ব্বত্র ঠিক একই সমতলে ও একই রকমের জল পাওয়া যায় না। উত্তরপূর্ব্বাংশে ৯০ হইতে ১০০ ফিট্ গভীর কূপ খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না এবং এত খননশ্রমের পরেও যাহা পাওয়া যায়, তাহাও আবার ঈষৎ লবণাক্ত, কিন্তু উত্তরপশ্চিমাংশের কূপগুলি সাধারণতঃ ৭০ হইতে ৯০ ফিটের বেশী গভীর নহে; আবার পূর্ব্বভাগের কূপগুলি ১৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। জলও এখানকার সুস্বাদু। যতই দক্ষিণে আসা যায় কূপের গভীরত্ব ততই কমিয়া আসে।

সিরোহীর অরণ্যে ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক প্রভৃতির অভাব নাই। ১৮৬৮-৬৯ খৃঃ অব্দে যে দুর্ভিক্ষ ঘটে, তাহার পূর্ব্বে শাম্বর এবং চিতল জাতীয় হরিণ প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যাইত—এখন তাহাদের সংখ্যা বড়ই কমিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে চিকর নামক হরিণ ও চতুঃশৃঙ্গ হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণসার একেবারেই দুর্ল্লভ। শশক ও খরগোস অপর্য্যাপ্ত, মেঠো ইঁদুরের উৎপাতে বালুপ্রধান দেশগুলি ব্যতিব্যস্ত। ধূসর বর্ণের তিত্তির পক্ষী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য অংশে বন্যকুক্কুট যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বনাস্ নদী ব্যতীত অন্যত্র মৎস্য কদাচিৎ দৃষ্ট হয়; এবং এখানেও সাধারণতঃ রোহ, মুড়েল, পরি, চিলবা ব্যতীত অন্য মৎস্য প্রায় পাওয়া যায় না।

আরাবলীতে নীলবর্ণের শ্লেটের উপরে গ্রেনাইট পাথর দেখিতে পাওয়া। উপত্যকাসমূহে চিত্রবিচিত্র কোয়ার্টজ (quartz) ও শিষ্টোজ্ নামক শ্লেট পাথর প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এখানে আরও বিস্তর পাথর পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায় সিরো সহরের উপরের যে পার্ব্বত্যপ্রদেশ, সেখানে কিছুদিন পূর্ব্বে একটা তাম্রখনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সিরোহীর বর্ত্তমান রাজবংশ দেওরা রাজপুত জাতীয়, ইঁহারা সুবিখ্যাত চৌহান্ বংশেরই একটি শাখা—চৌহান্ বংশীয় দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের বংশধর দেবরাজ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া ইঁহারা আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে ভীলগণই এখানকার আদিম

অধিবাসী ছিল। তাহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া সর্ব্ব প্রথম গিহেলাট্ বংশীয় রাজপুতগণ আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের পরে প্রমার বংশীয়েরা আসিয়া এখানে প্রাধান্য স্থাপন করেন—চন্দ্রাবতীতে ইহাদের রাজধানী ছিল, এখনও ইহার যে ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচায়ক।

বহুকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের পরে ইহাঁদিগকে পরাজিত ও হীনবীর্য্য করিয়া চৌহান্ বংশীয়েরা আসিয়া ১১৫২ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এখানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা প্রমারদিগকে একেবারে শাসনাধীন করিতে পারেন নাই—ইহাঁরা যাইয়া আবু পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে ইহাঁরা একদিন যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এখনও কালের কঠিন শাসন উপেক্ষা করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাঁদিগকে এই সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিতে অসমর্থ হইয়া চৌহানেরা কৌশল অবলম্বন করিলেন, উভয় বংশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন উপলক্ষ্য করিয়া ইহাঁরা প্রমারদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন তোমাদের কএকটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে বিবাহ দাও। সরলবুদ্ধি প্রমারগণ সম্মত হইয়া সিরোহীর দক্ষিণ প্রান্তস্থিত ভদেল গ্রামে দ্বাদশটী কন্যা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে ক্রূরবুদ্ধি চৌহানগণ সম্মুখ সমরে যাহা করিতে পারেন নাই প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহাই সাধন করিলেন, অতর্কিতে প্রমারদিগের উপর পতিত হইয়া তাঁহারা অধিকাংশকেই নিহত করিলেন, এবং পলায়নপর হতাবশিষ্টদিগকে তাড়া করিয়া যাইয়া অরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। এখনও প্রমারদিগের বংশধরগণ আবু পর্ব্বতেই বসতি করিতেছেন, সেই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্মরণ করিয়া এখনও তাঁহারা আপনাদের কন্যাদিগকে আর সমতলে অবতরণ করিতে দেন না।

সিরোহীবাসী চৌহান্দিগের সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে যোধপুরের সঙ্গে ইহাঁদের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে ইহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে আবার বন্য মীনাজাতীয়দিগের ঘন ঘন উৎপাতেও ইহাঁদিগকে বিশেষরূপে উপদ্রুত হইতে হইয়াছিল। রাজবংশ দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে, দক্ষিণাংশের ঠাকুরগণ ইহাঁদের অধীনতা অস্বীকার করিয়া যাইয়া পালনপুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইরূপে বিপন্ন ও হীনবল হইয়া পড়ায় তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি (regent) রাও শিও সিং বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কাপ্তেন টড্ তখন পশ্চিম রাজপুতনার পলিটিকাল এজেণ্ট ছিলেন, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি সিরোহীর উপর যোধপুরের প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন।

অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বৃটীশগবর্মেণ্টের সঙ্গে সিরোহী-রাজের সন্ধিবন্ধন হয়। গবর্মেণ্টের সাহায্যে বন্য মীনাদিগের সহায়তা পাইয়া যে সকল ঠাকুরেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, সিরোহীরাজ তাহাদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করেন। এই সন্ধি-অনুসারে রাও শিবসিংকে বৎসরে ১৩৭৬ পাউণ্ড রাজকর দিতে হইত; কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি গবর্মেণ্টের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া এই রাজকর অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিরোহীরাজের প্রাপ্ত সম্মানপ্রদর্শনার্থ গবর্মেণ্ট ১৫টি তোপধ্বনির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আবশ্যক হইলে তিনি দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের এক সনন্দ দিয়াছেন।

সিরোহীতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ (১৩২৮৮) ও সন্ন্যাসীর বাস। কিন্তু বাণিয়া এবং মহাজনদিগের সংখ্যাই বেশী, তাঁহাদের অধিকাংশই আবার জৈনধর্ম্মাবলম্বী। রাজপুতের সংখ্যা ১৩৪৬৬। ইহারা বারটি দল বা উপদলে বিভক্ত। সংখ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও শক্তি ও প্রাধান্যে ইহারাই শীর্ষস্থানীয়। রাজপুতদিগের মধ্যেও আবার চৌহানবংশীয়েরাই সংখ্যা ও প্রাধান্যে প্রবল, তাহাদের পরেই শিশোদিয়া ও রাঠোরবংশীয়েরা, ইহারা সংখ্যায় প্রায় সমতুল। যে সকল রাজপুতের জায়গীর নাই, কিম্বা যাহারা জায়গীরদারদের ঘনিষ্ট আত্মীয় নহে, তাহারা সরকারের অধীনে চাকুরী করিয়া কি চাষবাস করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। তাহাদিগকে লইয়াই রাজার সৈন্যদল গঠিত—এইজন্য তাহাদিগকে 'দিওয়ানীব্যান্ত' বা গ্রামরক্ষক বলিয়া থাকে এবং চাষবাসের জন্য বিনাকরে তাহাদিগকে জমি দেওয়া হয়। কল্‌চী, রবরী এবং ধেরদিগের সংখ্যাও বড় কম নহে। অনার্য্য এবং অর্দ্ধ-অনার্য্যের (ভীল, গিবৃহিয়া, মীনা প্রভৃতি) লোকও এখানে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সিরোহীর দক্ষিণপূর্ব্বকোণে যে পার্ব্বত্যদেশ (ভীকর) আছে, গিরসিয়ারা প্রধানতঃ সেখানেই বসবাস করিয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে তাহারাও রাজপুতই ছিল, ভীল-রমণী বিবাহ করিয়া অর্দ্ধ-অনার্য্যের দলে যাইয়া পড়িয়াছে, লুটতরাজই পূর্ব্বে তাহাদের ব্যবসায় ছিল; কিন্তু এখন তাহারা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। গুজরাট্ হইতে সমাগত কুলীর দলও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারাও এখন চাষবাসে নিযুক্ত, মীনা এবং ভীলেরা যথাক্রমে সিরোহীর উত্তর ও পশ্চিমাংশে বাস করে; চুরিডাকাতি, লুটপাট যেন তাহাদের স্বভাব। মুসলমান-গণ সাধারণতঃ তহশীলদার ও সিপাহীর কার্য্য করিয়া থাকে।

এখানকার ভাষা মারবাড়ী ও গুজরাঠী এই উভয় ভাষার সংমিশ্রণে সমুদ্ভূত। শিক্ষার দিকে লোকের তেমন দৃষ্টি ও আগ্রহ নাই। সিরোহী, বোহেড়া এবং মদার, এই তিনটি প্রধান সহরে কয়েকটিমাত্র জাতীয় ভাষার স্কুল আছে। গ্রামপতির তত্ত্বাবধানে বাণিয়া ও মহাজনের ছেলেরা ব্যবসায় চালাইবার মত লিখিতে ও হিসাব রাখিতে শিক্ষিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যসভ্যতার সুফল, পোষ্টঅফিস্‌, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রভৃতি এখনও এখানে তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সমস্ত সিরোহীতে পাঁচটিমাত্র ডাকঘর আছে, টেলিগ্রাফ অফিস্‌ মোটেই নাই; এই সেদিনমাত্র (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে), রাজপুতনামালবা রেলওয়ে ইহার মধ্য দিয়া চালিত হইয়াছে। হাটাপথের মধ্যেও আজমীর হইতে সিরোহীর মধ্য দিয়া যে রাজবর্ত্ম আহ্মদাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে সেইটিই উল্লেখযোগ্য।

এখানকার গ্রীষ্ম ভয়ানক দুঃসহ, শীত অল্পস্থায়ী ও সুসহ। লোকবহুল নহে বলিয়া এদেশে মহামারী কখনও সংঘটিত হয় না। স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল। দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে বৃষ্টি মন্দ হয় না, কিন্তু অন্যান্য স্থানে বৃষ্টির বড়ই অভাব। বায়ু সাধারণতঃ দক্ষিণপশ্চিমকোণ হইতেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। ব্যারাম-পীড়ার মধ্যে যকৃৎ-প্লীহার বিবৃদ্ধিসমন্বিত ম্যালেরিয়া ও কম্পজ্বরই প্রধান। বর্ষান্তে ও শীতঋতুর প্রারম্ভে স্থানে স্থানে আমাশয় দেখা দিয়া থাকে। চিকিৎসার তেমন সুবন্দোবস্ত নাই, রাজধানী সিরোহীতে একটিমাত্র সরকারী ডাক্তারখানা আছে। অবৃষ্টির জন্য মধ্যে মধ্যে এদেশে বড় ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, ১৭৪৬, ১৭৮৫, ১৮১২, ১৮১৩ এবং ১৮৬৮-৬৯ সালে এদেশ ভয়ানক দুর্ভিক্ষে উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল।

১৮৮১-৮২খৃঃ অব্দে রাজ্যের স্থূল রাজস্বের একটা হিসাব লওয়া হইয়াছিল। তখন দেখা গিয়াছিল, ১৪৯২৪০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। অহিফেনের উপর কর বৃদ্ধি করাতে তাহার পর রাজস্ব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

দেওয়ানী মোকদ্দমা পঞ্চায়েৎদ্বারা মীমাংসিত হইয়া থাকে। ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার রাজধানীতে মন্ত্রী ও জেলাসমূহে তহশীলদারদের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সিরোহীতে একটিমাত্র জেল আছে। সৈনিকবিভাগে ২টি কামান, ১০৮ জন অশ্বারোহী ও ৫০০ শত পদাতিক আছে।

গোধূম ও যব এখানকার প্রধান শস্য। সরিষাও যথেষ্ট উৎপাদন করা হয়। সরিষার তৈল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোধূম, যব ও সরিষা রবিশস্য। এ গুলি উঠিয়া গেলে কতকগুলি জমিতে তখন তখনই চাষ দিয়া কয়াং এবং ধৈনা বুনা হইয়া থাকে এবং বর্ষারম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ইহাদিগকে কাটিয়া আনিয়া গৃহে মজুত করা হয়। এখানে একই জমিতে বরাবর একই শস্য উৎপাদন করা হয়; কিন্তু দুই তিন বৎসর অন্তরই জমিতে সার দেওয়া হয়। বর্ষায় বজরা, মুগ, মুথ্‌, অড়হর, কুলথ্‌, জুয়ার প্রভৃতি শস্য জন্মান হয়। ইহাদিগকে 'খরিফ' শস্য বলা হইয়া থাকে। পার্ব্বত্যপ্রদেশের 'জঙ্গল' পোড়াইয়া ও ভস্মে বীজবপন করিয়া তিল, কুরি, বাঁস্থ, কুদ্র, মল্‌ এবং সেনবালাই উৎপন্ন করা হয়। তুলা এবং শণ-পাট স্থানীয় ব্যবহারের উপযোগী পরিমাণে মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে এখনও অনাবাদী জমির পরিমাণই অধিক।

রাজপুতনার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানেও রাজাই একমাত্র ভূম্যধিকারী। রাজবংশীয়েরা ও অন্য যাঁহারা রাজার পূর্ব্ব-পুরুষের সঙ্গে এই দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা কিছু কিছু জমি দানস্বরূপ ভোগ করিয়া আসিতেন সত্য, কিন্তু এই জমিতে তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে মালিকান্‌ স্বত্ব নাই। রাজাকে মান্য করিয়া চলিবেন ও আবশ্যক মত যুদ্ধকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিবেন, এই সর্ত্তে ইহারা এই সকল জমি ভোগদখল করিয়া থাকেন। তবে ভাকরে গিরসিয়াদেরই ভূম্যধিকারীর স্বত্ব বিদ্যমান। নিয়মিতরূপে রাজকর দিতে পারিলে, কৃষিপ্রজাদের জমির উপর পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে। নিষ্কর চাষী জমিও এদেশে বিস্তর আছে। রাজপুত, ভীল, মীনা ও কুলীদের লইয়া একটা সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, ইহাকে দিবালী সম্প্রদায় বলে। গ্রামের রক্ষার ভার ইহাদের উপর সংন্যস্ত। ইহারা এবং ব্রাহ্মণ, ভাট ও চারণগণ নিষ্কর জমি ভোগ করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত জায়গীর আছে, তাহার জন্য রাজা উৎপন্ন পণ্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ ও স্থানীয় প্রথানুরূপ রাজকর পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ এইভাবে উৎপন্ন শস্যের ⅙ অংশ রাজকর-স্বরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা গ্রাম্যভৃত্য, যথা কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি তাহারাও বৃত্তিস্বরূপ উৎপন্ন শস্যের অংশভাগী হইয়া থাকে। এই অংশ বাদ দিয়া যাহা থাকে, কৃষকগণ সাধারণতঃ তাহার ⅓ হইতে আরম্ভ করিয়া ½ পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে।

২ সিরোহীপ্রদেশের রাজধানীর নাম সিরোহী। ইহা রাজপুতনা-মালব-রেলওয়ের আবুরোড্‌ ষ্টেশন হইতে ২৮ মাইল উত্তরে এবং আজমীর হইতে ১৭১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ছোরা, তলোয়ার, বর্শা ও সূচ্‌ প্রস্তুত হয়।

সিমুর (সর্ম্মোর), নিম্ন হিমালয়প্রদেশস্থিত একটী পার্ব্বত্য সামন্তরাজ্য। নাহন ইহার রাজধানী। নাহন নগরের নামানু-সারে ইহা নাহনরাজ্য বলিয়াও কথিত হয়। ইহা পঞ্জাব

গবর্মেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। ইহার উত্তর সীমায় বলাসন ও জব্বল নামক পার্ব্বত্য রাজ্য, পূর্ব্বে ইংরাজাধিকৃত দেরাদুন জেলার মধ্যবর্ত্তী তোঁস ও যমুনা নদী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে অম্বালা জেলা ও কালসিয়া সামন্তরাজ্যের কতকাংশ এবং উত্তরপশ্চিমে পাতিয়ালা ও কেউস্থল রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ২৪´ হইতে ৩১° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫´ হইতে ৭৭° ৫০´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৭৭ বর্গ মাইল।

সির্মুর রাজ্য উত্তরে উচ্চচূড় ছোড় শৈল (১১৯৮২ ফিট্) হইতে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া দক্ষিণ সীমান্তে গিরি-যমুনা-সঙ্গমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০০ ফিট্ উচ্চে পরিণত হইয়াছে। এই সঙ্গম হইতে খিয়ার্দ্দা-দূন নামক উপত্যকা ভূমি পশ্চিমাভিমুখে নাহন শৈল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে ২৫ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে ১৩ হইতে ৬ মাইল। পূর্ব্ব সীমায় যমুনার নিম্ন অববাহিকা হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ঘটুশান গিরিসঙ্কটের নিকট ইহা ২৫০০ ফিট্ উচ্চ হইয়াছে এবং ঐ স্থান হইতেই আবার পশ্চিমাভিমুখে অবতরণ করিয়াছে, সুতরাং ঘটুশানের উচ্চ ভূমিই এখানকার জলবাধ, এখান হইতে সির্মুরের জলরাশি পর্ব্বত গাত্র বাহিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। পূর্ব্বদিকে গিরি নদী ও তাহার শাখা জলাল পালুর এবং তোঁস নদীর শাখা মিন্নুস ও নৈরাই পার্ব্বত্য জলনালীসমূহে পুষ্ট হইয়া যমুনার অববাহিকার মধ্য দিয়া যমুনায় আসিয়া মিশিয়াছে। অপর পশ্চিম দিকে মার্কণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি পার্ব্বত্য নদী সরস্বতী ও ঘাঘর নদীর অববাহিকায় প্রবাহিত হইয়া উক্ত নদীদ্বয়ে মিলিত হইয়াছে।

খিয়ার্দ্দাদুন উপত্যকার উত্তরপশ্চিম প্রান্তে শ্রেন শৈলশিখর, উত্তরে গিরি নদীর তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বে তাণ্ডু ভবানী (৫৭০০ ফিট্) এবং উত্তরপশ্চিমে সর্গু দেবী (সরস্বতী দেবী ৬২৯৯ ফিট্) নামে দুইটী উন্নতচূড় পর্ব্বত আছে। খিয়ার্দ্দাদূনের দক্ষিণভাগে শিবালিক শৈল। এই শৈলশিখর জলগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। হিমালয়ের অপরাপর অংশ যে যুগে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনেক পরে শিবালিক শৈলাংশ পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। এখানে কালেরুক জীবদেহের শৈলাস্থি পাওয়া গিয়াছে। [শিবালিক দেখ।]

সির্মুরে নানা জাতীয় পাথর পাওয়া যায়। কিন্তু মূল্যবান্ পাথর কিছুই নাই। কালসিতে তাম্রখনি পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ খনি হইতে তামা উঠাইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু কার্য্য সুবিধাজনক না হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অভ্রের ও সীসকের খনি আছে, প্রচুর লৌহও পাওয়া যায়। সির্মুরের রাজা অনেক অর্থ ব্যয়ে লোহা গালাই ও ঢালাই করিবার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করেন, কিন্তু খনি হইতে লৌহ উঠাইয়া কারখানায় আনার জন্য যানাদির সুবিধা না থাকায় তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

এখানকার বনভাগে নানা জাতীয় হিংস্র পশু দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে জনমানবের প্রবেশের পথ নাই। শীকারীরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া পথ কাটিয়া গেলেও অনেক সময় পথ ভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। অনেক স্থলে বন্য পক্ষী দেখা যায় বটে, দেশবাসীরা সংস্কার বশতঃ তাহাদিগকে হিংসা করে না।

সির্মুর শব্দের অর্থ শিরমোড় বা শিরোমুকুট। এখানেই রাজার প্রাসাদ আছে। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে প্রাচীনকালে এখানে যে রাজবংশ রাজত্ব করিত, সেই বংশের শেষ রাজা ঘটনা চক্রে বন্যা জলে ভাসিয়া যান এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ঐ সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে জয়শালমীর রাজবংশধর রাজা অগ্রসেন রাবল গঙ্গাতীরে তীর্থক্রিয়া সম্পাদনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী রাজ্য শূন্য হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সদলে তথায় অগ্রসর হন এবং সির্মুরসিংহাসন অধিকার করেন। তদবধি তাঁহারই বংশধরেরা সির্মুর শাসন করিয়া আসিতেছেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গোর্খাগণ সির্মুর অধিকার করে এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি সর্ ডেভিড্ অক্টরলোনী তাহা গোর্খাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

অতঃপর ইংরাজ গবর্মেণ্ট সির্মুররাজাকে তাঁহার পিতৃসিংহাসনে বসাইলেন। তাঁহার অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে জৌনসর ও বাবর পরগণা ইংরাজরাজ দেরাদুন জেলা ভুক্ত করিয়া লইলেন। গোর্খাযুদ্ধের সময় যে মুসলমান সর্দ্দার ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ইংরাজ গবর্মেণ্টের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে কুটাহা বা গড়হি দুর্গ ও তৎপরগণা প্রদান করেন এবং কেউস্থলের রাজাকে গিরিনদীর উত্তর তীরবর্ত্তী প্রদেশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ অনুকম্পা পুরঃসর সির্মুররাজকে খিয়ার্দ্দাদুন নামক উপত্যকাদেশ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজা সাসের প্রকাশ রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি শিক্ষা ও সদ্গুণে ভূষিত হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের কৃপাদৃষ্টিতে কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইঁহার সম্মানার্থ ১১টা তোপের ব্যবস্থা করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২১ সেপ্টেম্বর, ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সনদের সর্ত্তানুসারে এখানকার সর্দ্দারেরা ইংরাজরাজকে আবশ্যক মত সেনাসাহায্য করিতে বাধ্য। সির্মুররাজকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। তাঁহার

প্রাণদণ্ড দিবার অধিকার নাই। এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে অম্বালার কমিশনরের অভিমত গ্রহণ করিতে হয়।

এখানকার অধিবাসীরা হিন্দু। উত্তর সির্মুরবাসীরা আর্য্য-বংশসম্ভূত হইলেও উহাদের মুখাকৃতি মোঙ্গলীয় ধরণের। এখানে কুনেত নামে এক শ্রেণীর হিন্দু আছে। উহারা রাজপুত-বংশসম্ভূত বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমানে উহাদের মধ্যে পত্নী-ক্রয় ও বিধবা-বিবাহ রূপ দুইটী নিকৃষ্ট আচার প্রচলিত হওয়ায় উঁহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর নিকট হেয়।

সির্সা, পঞ্জাবের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন হিসার ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত অক্ষরেখার ২৯°১৩´ ও ৩০°২৩´ উত্তর মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৭৩°৫৮´ ও ৭৫°২২´ পূর্ব্বের মধ্যে বিস্তৃত একটি জেলা। পরিমাণ ৩০০৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৯০১ সনের সেন্‌সাস্ অনুসারে ১৫৮৮৫১।

ইহার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে জেলা ফিরোজপুর ও দেশীয় রাজ্য পাতিয়ালা, পশ্চিমে শতলেজ নদী, দক্ষিণপশ্চিমে বহবালপুর ও বিকানীর এবং পূর্ব্ব সীমায় হিসার জেলা। শাসনকেন্দ্র সিরসা সহরে প্রতিষ্ঠিত।

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে ইহা বিকানীরের অনুর্ব্বরা মরুভূমি ও শৎলেজরাজ্যসমূহের মধ্যবর্ত্তী, ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত, বৃক্ষাদি বিবর্জ্জিত একখণ্ড উন্মুক্ত সমতল ভূমির মত। কেবল শৎলেজের সন্নিকটে যা একটু উর্ব্বরস্থান আছে। বর্ষার সমাগমে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর জলপ্লাবনে এই ক্ষুদ্র স্থানটুকু বিধৌত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার চতুষ্পার্শ্বের প্রদেশগুলি এতই উচ্চ যে, কূপ খনন করিয়া জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা না করিলে, হৈমন্তিক শস্যাদি একেবারেই উৎপাদন করা যায় না। এই যে উর্ব্বর জমিখণ্ড, ইহার পূর্ব্বদিকেই সুবিস্তৃত প্রধান অধিত্যকাটি অবস্থিত, পূর্ব্বে ইহা সুধু পশুচারণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইত; এখন অনেক পরিমাণে চাষবাসের জন্যও ব্যবহৃত হয়। ইহার পূর্ব্বদেশে ঘাঘর নদী প্রবাহিত, এখানে ধান্য ও গোধূম প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ঘাঘরের দক্ষিণে যে দেশ, সে দেশ কখনও জলের মুখ দেখিতে পায় না, কোন শস্যাদিও এখানে জন্মে না।

এই যে স্থানে স্থানে একটু উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়, তাহাও বৃটিশ অধিকারের ফল। নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া এখানে একটা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এই ঔপনিবেশিকেরাই দেশটাকে যে টুকু বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে দুইটি মাত্র নদী আছে শৎলেজ ও ঘাঘর। বর্ষায় যখন হিমালয়ের তুষারস্তূপ বিগলিত হইতে থাকে, তখন শৎলেজ দুকূল ছাপিয়া ভরিয়া উঠিয়া ৪।৫ মাইল পর্য্যন্ত সির্সাকে বিধৌত করিয়া থাকে। ঘাঘর, হিমালয় হইতে সামান্য একটি জলধারার মত বহির্গত হইয়া পাতিয়ালা পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এখানে সরস্বতীর জলে দেহপুষ্ট করিয়া সির্সাপ্রদেশে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু উৎপত্তিস্থান হইতে ২৯০ মাইল আসিতে না আসিতেই বিকানীরের মরুভূমি ইহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ঘাঘর মধ্যে মধ্যেই গতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করে, ইহার ফলে সিরসাতে দুইটি ছম্ব্ বা ঝিল্ উৎপন্ন হইয়াছে।

রাজস্ব আদায়ের সৌকর্য্যার্থে সিরসা জেলা পাঁচটি চক্রে বিভক্ত হইয়াছে। যথা ১ বাগর—ঘাঘর উপত্যকার দক্ষিণভাগে অবস্থিত, বালুকাময় প্রদেশ। ২ নালী—ঘাঘরের উপত্যকান্তর্গত প্রদেশ। ৩ রোহী অর্থাৎ নির্জ্জল প্রদেশ, ঘাঘর উপত্যকা হইতে শৎলেজের পূর্ব্ব তটভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ৪ উতার—শৎলেজের পূর্ব্ব তটভূমি হইতে বর্ত্তমান শৎলেজ উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ৫, হিতার—এই প্রদেশ বর্ষায় শৎলেজের জলে বিধৌত হইয়া উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এখাতে বন্য জন্তুর বড়ই অভাব, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে শৎলেজের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যাঘ্র এবং রোহীতে বন্য গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যাইত। বন্য-শূকরও এখন একেবারেই তিরোহিত। এখন সুধু হরিণ ও কৃষ্ণসার, শশক ও শৃগালই দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষীর মধ্যে, শীত ঋতুতে কুঞ্জ, বন্যহাঁস, জলকুক্কুট প্রভৃতি বিচরণ করিতে আসিয়া থাকে।

বাসের অনুপযোগী বলিয়া ও অন্যান্য নানা কারণে সিরসা এক প্রকার জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু বৃটীশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর হইতে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৬২ খৃঃঅব্দে যে সেটেলমেণ্ট হয়, তাহার রিপোর্টে দেখা যায়, তখন এখানে ১৫১১৮২ জন মাত্র লোক ছিল। ১৮৬৮ সনের সেন্‌সাসে এই সংখ্যা ২১০৭৯৫ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, ১৮৮১ সনে যে সেন্‌সাস্ হয়, তাহার রিপোর্টে দেখা যায়, এই ১৩ বৎসরে লোক সংখ্যা আরও ৪২৪৮০ বাড়িয়াছে। ১৯০১ সালের সেন্‌সাস্ রিপোর্ট অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে বিংশ সহস্র (১৯৯১৫) লোক কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, ১৮৯৮ সনে দেশটার লোক সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল—অসুবিধা বোধ করিয়া ক্রমে তাহারা নানাস্থানে যাইতে আরম্ভ করে, তাই হ্রাস দেখা যাইতেছে। এই হ্রাসের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১১৪০৩ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৫৩২।

এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাঠ জাতিই প্রধান; তারপরে রাজপুত। এই উভয় জাতির মধ্যেই হিন্দু, শিখ, ও মুসলমান আছে এবং এই দুইটি মিলিয়া সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে। জাঠ হিন্দু ও রাজপুত হিন্দুদিগের মধ্যে আচারব্যবহারগত বেশ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জাঠদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে—রাজপুতদিগের মধ্যে নাই। কিন্তু এই উভয়দলের মুসলমানদিগের মধ্যে এমন কোন বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সংখ্যায় বেশি না হইলেও রাজপুতদিগের মধ্যে ভট্টিনামে যে সম্প্রদায় আছে, তাহারাই এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ক্ষমতা ও আধিপত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা প্রায় সকলেই মুসলমান; কিন্তু পরিশ্রমে বিমুখ বলিয়া ইহাদের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। পরিশ্রমী ও কর্ম্মক্ষম বলিয়া জাঠদিগের অবস্থাই সমধিক উন্নত। আরও দুইদল রাজপুত এখানে আছে, তন্মধ্যে বট্টুরা সকলেই মুসলমান এবং শতলেজের উর্ব্বর উপত্যকার অধিকাংশ স্থানের মালিক। আর জৈয়া রাজপুতেরা পূর্ব্বে বেশ ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল; ভট্টি এবং বিকানীরবাসী রাজপুতদিগের সঙ্গে আধিপত্য লইয়া অনেক বাদবিসম্বাদ করিয়াছে। এখন তাহাদের জমির লেশমাত্র নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। বণিয়া এবং অরোরাগণ ব্যবসায়বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত, এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক চামার এবং ভুঁইমালীও আছে।

উপজীবিকা হিসাবে বিভাগ করিলে এখানকার অধিবাসীদিগকে স্থূলতঃ নিম্নলিখিত ছয়ভাগে বিভক্ত করা যায়—১ চাকুরীজীবী ও উকীল ডাক্তার প্রভৃতি। ২, যাহারা গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে ভৃত্যশ্রেণী, ৩ ব্যবসায়ী ও মহাজন; ৪, কৃষিজীবী ও পশুপালক; ৫, যাহারা শরীর খাটাইয়া দ্রব্যজাত প্রস্তুত ও বিক্রয় করে; এবং ৬, যাহারা কিছুই করে না বা বিশেষ কোন কার্য্যাবলম্বী নহে।

ইহাদিগের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যাই অধিক, পঞ্জাবের অন্যান্য জেলায় শতকরা ৫৫ জন, কিন্তু এখানে শতকরা ৬৬জন পুরুষ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রচুর পরিমাণে এবং সস্তায় জমি পাওয়া যায় বলিয়া এখানকার অধিবাসীদিগের অনেকেই, পৈতৃক ব্যবসায়ানুমোদিত না হইলেও, অল্প বিস্তর জমিজমা রাখিয়া কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়।

শস্যোৎপাদনক্ষম জমির অর্দ্ধাংশের অপেক্ষা বড় বেশি পরিমাণ জমি এখনও চাষের অধীনে আনা হয় নাই। বাজরাই এখানকার প্রধান শস্য। জোয়ার, মটর, সিম্‌ ও তিল মন্দ উৎপন্ন হয় না। রবিশস্যের মধ্যে যব ও গোধূমই প্রধান। স্থানে স্থানে ধান্যের চাষও হইয়া থাকে।

আর্থিক ও সাংসারিক স্বচ্ছলতার হিসাবে, এখানকার অধিবাসিবর্গ পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের অধিবাসী হইতে অনেক পরিমাণে উন্নত ও সুখী. সামান্য পরিশ্রমেই ইহারা প্রচুর গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারে। যদিও অধিক সংখ্যক লোকই কুটীরবাসী, তথাপি ইচ্ছা করিলেই অনেকে খুব সহজে সুন্দর বাসভবন প্রস্তুত করিতে পারে। কৃষিকার্য্যের সফলতার জন্য প্রধানতঃ বারিবিন্দু পতনের উপর নির্ভর করিতে হইলেও, দুর্ভিক্ষ ত দূরের কথা, কখনও এখানে খাদ্য-দ্রব্যের গুরুতর অপ্রতুলতাও ঘটে নাই। অন্য অন্য স্থানে চাষী প্রজারা সুদখোর মহাজনদিগের ভক্ষ্য-স্থানীয়; এখানে কিন্তু কৃষককুল কখন ঋণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করে না। ইহারা আবার একটু সতর্ক এবং পরিণামদর্শী। আগামী বৎসর কৃষির অভাবে অজন্মা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সাধারণতঃই ইহারা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।

এখানকার অধিবাসীরা কতকটা অস্থায়ী বা বেদে প্রকৃতি। এক জায়গায় ৩।৪ বৎসর কাটাইয়াও সুবিধা বোধ না করিলে, তাহারা স্ত্রীপুত্র, গরুলাঙ্গল, জিনিষপত্র সমেত স্থানান্তরে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ প্রকৃতি ও অভ্যাস ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। বাগরী জাঠেরা এবং মুসলমানেরা অনেক স্থানেই স্থায়ীরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এখানে পানীয় জলের অভাবেই বড় কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশের সর্ব্বত্রই কূপখননের ব্যবস্থা হইতেছে। নানা স্থান হইতে কৃষককুল আনিতে হইয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে জমা ও দখল সম্বন্ধে অনেক সুবিধা করিয়া দিয়া জমিতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কাজেই এখানকার রাইয়তদিগের অবস্থা অনেক ভাল। এখানে টাকায় ও শস্যে খাজনা দিবার প্রথা আছে। যে জমির জন্য টাকায় খাজনা লওয়া হয়, তাহাতে ধান জন্মিবার সুবিধা থাকিলে প্রতি একরে ৩৷৷০ টাকা হইতে ৪৲ টাকা; গোধূম জন্মিবার সুবিধা থাকিলে একর প্রতি ১৮০ টাকা হইতে ২৲ টাকা এবং অন্যান্য শস্যের জন্য একার প্রতি ১৷০ হইতে ১৷৷০ টাকা খাজনা দিতে হয়।

যাতায়াতের তেমন সুবিধা নাই, সির্‌সার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া রেবারি-ফিরোজপুর রেলওয়ে গিয়াছে, পাকা রাস্তা আদৌ নাই। দুইটি বেশ ভাল ও প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষার সময় ব্যতীত এই সকল পথে চলাচল তেমন কষ্টকর নহে, তবে যখন বড় গরম পড়িতে থাকে, তখন তৃষ্ণায় বড় কষ্ট পাইতে হয়। এই সকল রাস্তার সাহায্যেই বাণিজ্য-দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে।

এখানকার উৎপন্ন শস্যাদি প্রধানতঃ পশ্চিমে সিন্ধু-

প্রদেশে ও পূর্ব্বে দিল্লী সহরে প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে সিরসা সহর ও পশ্চিমে ফাছিলকা, এই দুইটি স্থানই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র স্থান। পশম, তিল, সরিষা প্রভৃতি করাচীতে রপ্তানী করা হয়, আর পূর্ব্বদেশ হইতে তুলা, ধান্যাদি ও যুরোপাগত বস্ত্রাদি আমদানী করা হইয়া থাকে। এখানকার পার্ব্বত্য দ্রব্যের মধ্যে একমাত্র সাজিমাটিই উল্লেখযোগ্য।

এখানকার হাওয়া শুষ্ক, বৃষ্টি তেমন বেশি হয় না। পীড়ার মধ্যে জ্বরই প্রধান, যত মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে ⅘ই জ্বরের জন্য। কলেরা, বসন্ত, পেটের অসুখও এখানে বেশই আছে।

বিদ্যাশিক্ষার দিকে লোকের দৃষ্টি এখনও উল্লেখ যোগ্যরূপে আকৃষ্ট হয় নাই। সমগ্র দেশে এখনও ১৫০ শতের উপর বিদ্যালয় হয় নাই এবং ছাত্রসংখ্যা দুই হাজারের উপরে হইবে না। সামান্য কয়েকজন স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে।

ডেপুটি কমিশনার সাহেব এখানকার সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী, তাঁহার অধীনে একজন এসিষ্টাণ্ট ও একজন একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, তিনজন তহশীলদার এবং তাঁহাদের কয়েকজন সহকারী আছেন। এখানে ৭টি থানা আছে।

এখানকার প্রধান সহর ও শাসনকেন্দ্রের নামও সিরসা। ইহার চতুর্দ্দিকে ৮ ফুট্ উচ্চ মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর, রাস্তাগুলি প্রশস্ত সমান্তরাল ভাবে টানা। হংসী, হিসার, পাতিয়ালা ও বিকানীর হইতে অনেক মহাজন ও ব্যবসায়ীকে আনিয়া প্রথমতঃ এখানে স্থাপিত করা হয়। তাহাদের ব্যবসায়ের গুণে সহরটি ক্রমেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। রাজপুতনা হইতে আগত হিন্দু বাণিয়াগণই এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। মোটা কাপড় এবং মাটির বাসনই এখানকার প্রধান শিল্পজাত। এখানে আদালত গৃহ, খাজাঞ্চি খানা, গির্জ্জা, পুলিশ ষ্টেসন, মিউনিসিপাল আফিস, জেল, সরাই, সরকারী ঔষধালয় এবং দুইটী স্কুল আছে।

সিরসা জেলা প্রথমে ভট্টিয়ানা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান শাসনকেন্দ্রের অনতিদূরে পূর্ব্বতম সিরসা সহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও তাহার পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে পূর্ব্বকালে একটি দুর্গও ছিল। প্রবাদ যে ১৩ শতাব্দী পূর্ব্বে সরস্ নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনিই এই সহর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তখন ইহার নাম ছিল সরস্বতী। সমৃদ্ধি এবং শ্রীও ছিল যথেষ্ট। আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে এই স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। এখনও ইহার চতুষ্পার্শ্বে বহু স্থানে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়—এগুলি ফলতঃ পূর্ব্বকালের সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও জনপদের শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুতবংশধর মুসলমানগণ এখানকার প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেন বলিয়া বোধ হয়। এই মুসলমানদিগের মধ্যে নানা সম্প্রদায় ছিল; কিন্তু ভট্টিগণই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন; তাঁহাদের নামানুসারেই বোধ হয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের নাম ভট্টিয়ানা হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশ এই নামেই পরিচিত ছিল। এই ভট্টি মুসলমানেরা পশু চরাইয়া বেড়াইত এবং প্রতিবেশীর পশু ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করাই তাহাদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল।

১৭৩১ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাসিং ভট্টিদিগকে দমন করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে তদীয় উত্তরাধিকারী অমরসিংহ ভট্টিনায়ক আমীর খাঁকে পরাজিত করিয়া প্রায় সমস্ত সিরসা জেলাই আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন। কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে অগণ্য মানুষ ও পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়; যাহারা রক্ষা পায়, তাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। প্রায় সমস্ত দেশটাই জনমানবশূন্য হইয়া পড়ে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ঘাঘর উপত্যকায় ইংরাজদিগের অধিকার প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হংসীতে যে যুদ্ধ হয়, তাহার ফলে ইহা আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের পদানত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সঙ্গে যে সন্ধিবন্ধন হয়, তাহার ফলে সিন্ধিয়া ইংরাজদিগকে সির্সা অর্পণ করেন।

তখন সমস্ত দেশটাই একপ্রকার অনধ্যুষিত, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এদেশের শাসনবিষয়ে কোনই হস্তক্ষেপ করেন নাই। ভট্টিরাই নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিতে থাকে, ইহার পরেও ইংরাজগবর্মেণ্ট এদেশ সম্বন্ধে তেমন মনোযোগ প্রদান না করাতে শিখ্‌রাজারা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করাইতে থাকেন। কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটীশরাজ এদেশে প্রকাশ্যভাবে আধিপত্য স্থাপন করেন ও ঘাঘর উপত্যকা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যাইয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ভট্টিয়ানা জেলা স্থাপন করেন। নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পরে এই জেলা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে পৃথক্ করিয়া পঞ্জাবের অংশভুক্ত করা হইয়াছে।

সিল, উঞ্ছ, কণিকাদির গ্রহণ। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সিলতি। লোট্ সিলতু। লিট্ সিষেল। লুঙ্ অসেলীৎ। লিচ্ সিলয়তি, লুঙ্ অসিষিলৎ। সন্ সিষিলিষতি। যঙ্ সেষিল্যতে।

সিলং (শিলং), খাসী ও জয়ন্তীয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশের প্রধাননগর এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশের গ্রীষ্মঋতুর রাজধানী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৯০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে, অক্ষা° ২৫° ৩২´ ৩৯´´ উত্তরে ও দ্রাঘি° ৯১° ৪৫´ ৩২´´ পূর্ব্বে এবং গৌহাটি হইতে ৬৪ মাইল

দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা চেরাপুঞ্জি, খাসী ও জয়ন্তীয়ার প্রধান নগর ছিল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসামের রাজধানী সিলংএ স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন নূতন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশ সংগঠিত হয়, তখন সিলং যুক্তপ্রদেশের রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছে। গ্রীষ্মঋতুর রাজধানী বলিয়া, বিশেষতঃ ঢাকায় এখনও কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ ও লাট সাহেবের অফিসগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া, গবর্মেণ্টের যত প্রধান প্রধান অফিস সমস্ত এখন এখানেই প্রতিষ্ঠিত। অনেক আসামবাসী আসিয়া এখানে স্থায়ীরূপে বসবাস করিতেছেন। কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের এবং অন্যান্য প্রদেশেরও অসংখ্য লোক এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে টোঙ্গায় (মনুষ্যপৃষ্ঠে) আরোহণ করা ব্যতীত শিলংএ পৌছিবার অন্য উপায় ছিল না। কিছুদিন আগে গৌহাটী পর্য্যন্ত রেলওয়ে গিয়াছিল, এবং গৌহাটী হইতে অল্পদিন হইল সিলং পর্য্যন্ত চলিয়াছে। স্থানটিকে সর্ব্বপ্রকারে বাসোপযোগী ও মনোরম করিয়া তুলিবার জন্য গবর্মেণ্ট অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন। এখানে সরকারী প্রিণ্টিংপ্রেস (মুদ্রাযন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত—গবর্মেণ্টের যত কাগজপত্র এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট্ এখানে ছাপা হয়। এখানে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপাসনার জন্য গির্জ্জাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানের দৈর্ঘ্য ৭ মাইল এবং প্রস্থ ১॥০ মাইল ছিল, কিন্তু সিলং এখন উভয় দিকেই ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতনিঃসৃত ঝরণা হইতে উত্তম পানীয় জল সরবরাহ করিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাজার এবং অন্যান্য অনেক সুবিধাজনক স্থানে জলের কল স্থাপিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীও যাহাতে সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইয়া স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, গবর্মেণ্ট তাহার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। এখানে সৈন্যবলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সিলং বেশ সুখশীতল স্থান। স্থানীয় উত্তাপ কদাচিৎ ৮০° ডিগ্রির উপরে উঠিয়া থাকে। ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে জমিতে তুষারকণা জমিয়া থাকে, কিন্তু কখনও বরফপাত হয় না। এখানে অগ্নিপ্রজ্বলনের উদ্দেশ্যে পাথুরে কয়লাই সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গড়ে বৎসরে ৮৭·৮৪ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এখানে লোকে সাধারণতঃ আমাশয়, উদরাময় ও যকৃতের গোলযোগজনিত পীড়ায় ভুগিয়া থাকে। কিন্তু য়ুরোপীয়গণ যদি কোন প্রকারে একটা বৎসর কাটাইয়া দিতে পারে, তবে তাঁহাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই থাকে।

সিলং রাজধানীর অদূরে সিলং নামে একটা পর্ব্বতশ্রেণীও আছে। ইহার সর্ব্বোচ্চশিখর সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৬৪৫০ ফিট্ উচ্চ, এদেশে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান আর নাই। ইহার শিখরদেশ সমুচ্চ বাহাদুরীবৃক্ষের অরণ্যে সমাচ্ছাদিত। প্রকৃত-পক্ষে এই পর্ব্বতের নামই সিলং এবং যে স্থান এখন সর্ব্বত্রও সাধারণতঃ সিলং বলিয়া পরিচিত, তাহার প্রকৃত নাম লাবান।

সিলক (পুং) শিলক, ঋষিভেদ।

সিলাও, বেহারের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। বেহার মহকুমা হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কাহারও মতে এই স্থানেই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়যুক্ত বিক্রমশিলা নগরী ছিল। এখানকার খাজা প্রসিদ্ধ।

সিলাচী (স্ত্রী) লতাভেদ। (অথর্ব্ব ৫।৫।১)

সিলাঞ্জালা (স্ত্রী) লতাভেদ। (অথর্ব্ব ৬।১৬।৩)

সিলিকমধ্যম (পুং) সঙ্গত মধ্যপ্রদেশ, নিবিড় মধ্যভাগ। "সিলিকমধ্যমাসঃ সংশূরণাসঃ" (ঋক্ ১।১৬৩।১০) 'সিলিকমধ্যমাসঃ সম্ভৃতাঃ সঙ্গতাঃ মধ্যপ্রদেশা যেষাং তে তথোক্তাঃ, মধ্যে নিবিড়া ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

সিলীন্ধ্র (পুং) মৎস্যবিশেষ। চলিত সিলিন্দে মাছ। এই মাছ স্বাদু ও সুপথ্য। (রাজনি°)

সিলেট, শ্রীহট্টের নামান্তর। পূর্ব্বকালে শিলহট্ট ও শিলহাট্ নামে খ্যাত ছিল। প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে "ছিলট" নাম আছে। তাহা হইতেই ইংরাজগণের নিকট 'সিলট' বা 'সিলেট' হইয়াছে। উত্তরে খাশিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বত, পূর্ব্বে কাছাড় জেলা, দক্ষিণে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জিলা। এই জেলা উত্তর অক্ষাংশ ২৩°৫৯´ হইতে ২৫°১৩´ এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৯০°৫৮´ হইতে ৯২°৩৮´ মধ্যে, সমুদ্র হইতে ৫৫ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত।

এই জেলার পরিমাণফল ৫৪৪৩ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ২২৪১৮৪৮।

এখানে ১৯১টি পরগণা আছে। গ্রামের সংখ্যা প্রায় ১০০০০ হইবে। বাজারের সংখ্যা প্রায় চারিশত।

জনসাধারণের সুশিক্ষার জন্য একটি কলেজ, ৭টী এনট্রান্স স্কুল, ৪২টি মধ্য-ইংরাজী স্কুল, ১৪টি মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়, এবং ৩৮ উচ্চ প্রাথমিক ও ৭৫১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বালিকা শিক্ষার্থ একটি মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় ও ৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

এখানে ৪৫টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ১৩৮টী পোষ্ট আফিস (তন্মধ্যে ৩২টি ডাকঘরে টেলিগ্রাফের তার সংলগ্ন) আছে। সিলেট সহরেই টেলিগ্রাফের পৃথক্ আফিস আছে, তথা হইতে ৫টি লাইন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে।

ইংরাজ আমলে এই জেলা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা

উত্তর সিলেট, করিমগঞ্জ, দক্ষিণ সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ। এই পাঁচটি সবডিভিসনের অধীনে ১৬টি থানা ও তদধীনে ১৫টি ফাঁড়ি আছে।

সুরমাবিভাগের কমিশনারের অধীনে এই জেলা একজন ডিপুটী কমিশনার কর্তৃক শাসিত হইতেছে, তিনি সিলেট সহরেই অবস্থান করেন। তদ্ব্যতীত তথায় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ড ও তাঁহার সহকারী জেলসুপারিন্টেণ্ড প্রভৃতি আছেন। বিচারবিভাগে ডিষ্ট্রিক্টজজ ও তদীয় সহকারী এবং সবজজ, এডিশনেল সবজজ এবং মুন্সেফগণ, আর ফৌজদারীবিভাগে এসিষ্টাণ্ট-কমিশনার ও একষ্ট্রাএসিষ্টাণ্ট কমিশনারগণ আছেন।

প্রত্যেক মহকুমায় একজন এসিষ্টাণ্ট বা একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার আছেন। মহকুমাগুলিতে পুলিসের এক এক জন ইনিস্পেক্টর থাকেন। এ জেলায় ৬ জন পুলিসইনিস্পেক্টর, ৪৯ জন সব্ ইনিস্পেক্টর, ১১৪ জন হেডকনেষ্টবল ও ২৬৭ জন কনেষ্টবল আছে। গ্রাম্য চৌকিদারের সংখ্যা বর্ত্তমান ৫১৫৮।

এখানে অনেক প্রসিদ্ধ পাহাড় আছে, প্রধান কয়েকটির নাম (পূর্ব্বদিক্ হইতে) দেওয়া গেল—

পলডহরের পাহাড়—জেলার সর্ব্বপূর্ব্বে, ইহার উচ্চশৃঙ্গের নাম ছত্রচূড়া, প্রায় ২০৩৪ ফিট্ উচ্চ। দু-আলিয়া বা প্রতাপগড়ের পাহাড়, তাহার প্রায় পাঁচ মাইল পূর্ব্বে, ইহার সর্ব্বাধিক উচ্চতা ১৫০০ ফিট্। আদম আইল—দু-আলিয়ার অল্প পশ্চিমে, সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৮০০ ফিট উচ্চ। লংলার পাহাড়—লংলা পরগণায়, উচ্চ শৃঙ্গ চাঁড়েরগজ ১১০০ ফিট্ উচ্চ। আদমপুরের পাহাড়,—লংলার পাহাড়ের দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। বড়শীযোড়া পাহাড়—ইহা ৩০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে, এই পাহাড়ে অনেক চা-বাগান আছে। সাতগার পাহাড়—ইহাও ৬০০ ফিটের উচ্চ নহে এবং এ পাহাড়েও বহুতর চা-বাগান। রঘুনন্দন পাহাড়—ইহা জেলার দক্ষিণপশ্চিম দিকে অবস্থিত, ইহার উচ্চতা প্রায় ৭০০ ফিট্। লাউড়ের পাহাড়—লাউড় পরগণায়, জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এ পাহাড়ে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন আছে।

শ্রীহট্টের নদীর সংখ্যাও অল্প নহে, এখানে প্রধান প্রধান নদীগুলির নামোল্লেখ করা হইল। বরবক্র বা বরাকই—এ জেলার প্রধান ও মূলনদী। ইহা মণিপুরের উত্তরে অঙ্গামীনাগা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ১৮০ মাইল প্রবাহিত হইয়া কাছাড় জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। কাছাড়ের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত নৌকা চলে, তথা হইতে পশ্চিমমুখে বদরপুরের নিকট আসিয়া দুই শাখাতে বিভক্ত হইয়া শ্রীহট্ট জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। একশাখা—সুরমা; শ্রীহট্ট সহর ও সুনামগঞ্জ প্রভৃতি ইহার তীরে অবস্থিত। দ্বিতীয় শাখা—কুশিয়ারা বা বরাক; করিমগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ বন্দর প্রভৃতি ইহার তীরে রহিয়াছে।

ধলেশ্বরী—কালনী, বিবিয়ানা প্রভৃতি শ্রীহট্টের অনেক নদীর মিলনে এক প্রকাণ্ড জলস্রোত ধলেশ্বরী নামে প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহাদের শাখানদী-সমূহ—লঙ্গাই, মনু, খোয়াই, ধলাই, ইহারা আবার কুশিয়ারাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গোয়াইন, পিয়াইন, বৌলাই, যাদুকাটা ইহারা সুরমার সহিত সংসৃষ্ট।

হাওর—শ্রীহট্টে অনেকটি হাওর আছে। যে সমস্ত প্রান্তর বর্ষায় জলপূর্ণ হইয়া যায়, তাহাই হাওর নামে খ্যাত, হাওরের যে অংশে সর্ব্বদা জল থাকে, তাহা বিল নামে কথিত হয়। জিলকার হাওর, ঝিনকার হাওর, হাইল হাওর, হাকালুকির হাওর, মাকানকান্দির হাওর, ঘুঙ্গিয়াজুরির হাওর, শনির হাওর, শণবিল, কাওয়াদীঘী প্রভৃতি প্রধান।

"অমৃতকুণ্ড" নামে একটি হ্রদ আছে।

উৎস—পণা, ফুলতলির প্রস্রবণ, ঠাণ্ডাকুয়া প্রভৃতি উৎস প্রসিদ্ধ। জয়ন্তীয়াস্থিত তপ্তকুণ্ডের জল উষ্ণ।

প্রপাত—মাধব, হলহলি প্রভৃতি বিখ্যাত।

মরুভূমি—যাদুকাটা নদীর তীরদেশে মরুভূমির একটা নমুনা দৃষ্ট হয়। অনেক স্থান বালুকারাশিতে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, তথায় বৃক্ষাদি কিছুই জন্মে না।

উৎপন্ন দ্রব্য।

শ্রীহট্টের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যই ধান্য। শালি, আছরা, আমন, বাগদার, আশু প্রভৃতি বহু জাতীয় ধান্য প্রচুররূপে উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত তিসি, সর্ষপ, ইক্ষু, কলাই, শণ ও পাট ইত্যাদি জন্মে।

ফলের মধ্যে শ্রীহট্টের কমলা ভারতবিখ্যাত। এত মিষ্ট রসাত্মক কমলালেবু শ্রীহট্টব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টের কমলার মিষ্টতার কথা আইন-ই-অকবরি, রিয়াজ-উস্-সলাতিন প্রভৃতি পারস্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

শ্রীহট্টের জলডুব নামক স্থানে অতি মিষ্ট রসাত্মক আনারস উৎপন্ন হয়, এতাদৃশ মিষ্ট রসাত্মক আনারস জলডুব ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মিলে না। তদ্ব্যতীত বিবিধ জাতীয় কদলী, লেবু, আম্র, কাঁঠাল, বেল, বদরি, জাম, পেঁপে প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়।

শাকসব্জির মধ্যে কুমড়া, লাউ, বেগুণ, মানকচু, ওল, সীম, করলা, কাকরোল, গোলআলু, মেটে আলু, নটে ও নালি শাক, পালংশাক, ও কপি, শালগম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

মসলার মধ্যে শ্রীহট্টের তেজপত্র অতি বিখ্যাত। জয়ন্তীয়ায় উৎপন্ন খাসিয়া পাণ প্রসিদ্ধ, মরিচ ও ঝলাঙ্গ নামে রশুন জাতীয় মসলা সর্ব্বত্র আদরণীয়।

শ্রীহট্টের জঙ্গলে নানা জাতীয় মূল্যবান্ বৃক্ষ আছে। চাম, জারইল, পুমা, পংতা, কাওয়াঠোটি, কাইমুলা, পালান, নাগকেশর, বংশীবট (রবার), বট প্রভৃতি বিখ্যাত। পাহাড়ে তদ্ব্যতীত বিবিধরূপ বাঁস ও বেত এবং ছন জন্মে, এবং প্রতিবৎসরই নদীপথে নাম্যইয়া আনা হইয়া থাকে। গবমে´ন্ট এই সকল বনজ দ্রব্যের উপর কর আদায় করিয়া থাকেন।

শিল্প।

শ্রীহট্টের শিল্প-সম্ভার এক সময় অতি বিস্তৃত ছিল, কিন্তু বিলাতি শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহা নিতান্ত হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। লস্করপুরের উর্ণি চাদর এখনও শ্রীহট্টের সূত্রশিল্পের নাম রক্ষা করিতেছে, এই উর্ণি ঢাকাই চাদর হইতে হীন নহে। শ্রীহট্টের মণিপুরী খেস ও মসারি অতি সুন্দর জিনিষ এবং প্রসিদ্ধ। জুগিয়ানা গিলাপ বা যুগ্ম চাদর এখানে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে শ্রীহট্টের কাষ্ঠে অর্ণবতরি ও রণতরি প্রস্তুত হইত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে একাদশ সহস্র মণবাহী এক জাহাজ শ্রীহট্টে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং মাদ্রাজ-দুর্ভিক্ষে বিংশতি সংখ্যক জাহাজের এক বহর চাউল ও ধান্য লইয়া তথায় গিয়াছিল। নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর সময়ে শ্রীহট্টের কয়েক মহালের আয় হইতে সমরতরি যোগাইবার প্রথা ছিল। এখনও হবিগঞ্জের পলওয়ার নৌকা উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত পালঙ্গ, চৌকি, আলমায়রা, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। শ্রীহট্টের কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলানা অতি সুন্দর। বংশ ও বেত্রনির্ম্মিত শিল্পের মধ্যে শীতলপাটিই ভারতবিখ্যাত। এইরূপ পাটি শ্রীহট্ট ব্যতীত অন্যত্র মিলে না। শ্রীহট্টের পাতার ছাতা অত্যন্ত কার্য্যোপযোগী ও মজবুদ। শ্রীহট্টের বাঁশের মুড়া বা চেয়ার ও কুশাসন বহুল পরিমাণে ব্যবহারে লাগে এবং চাঁচ বা ধাড়ী বহুল পরিমাণে "দরমা" নামে কলিকাতায় রপ্তানি হয়।

শ্রীহট্টের হস্তিদন্তের পাটী, দাবা, চিরুণি, পাখা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি শিল্প-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ। পূর্ব্বে এখানে গণ্ডারের চর্ম্মে উৎকৃষ্ট ঢাল প্রস্তুত হইত, এক্ষণে আর হয় না। রিয়াজ-উস্ সলাতিনে লিখিত আছে যে এই স্থান হইতে এই ঢাল হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র যাইত। উৎকৃষ্ট কাল রঙ্গের জন্য এই ঢাল আদৃত ছিল। যে জাতি এই ঢাল তৈয়ার করিত, এখনও তাহারা ঢালকর নামে খ্যাত।

ধাতব শিল্পের মধ্যে পাঁচগাঁর কর্ম্মকারদের প্রস্তুত "খড়্গ" "দা," বদরপুরের বটি, কটনাং ও ব্রহ্মবানের পিত্তলের বাসন প্রসিদ্ধ। পাঁচগাঁর জনার্দ্দন কর্ম্মকার ১০৪৭ হিঃ সালে জাহানকোষ নামক প্রসিদ্ধ কামান নির্ম্মাণপূর্ব্বক যশস্বী হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্টের আগরের আতর ও চা উল্লেখ করাও আবশ্যক। এই আগরের আতর আরব প্রভৃতি স্থানে অতি আদরের সহিত গৃহীত হয়। চা বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

খনিজ দ্রব্য।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সিলেটের চূণ অতি বিখ্যাত। "সিলেট-চূণ" সকলেই বিশেষ আদর করিয়া থাকে, ইহা প্রধানতঃ ছাতক হইতে রপ্তানী হয়।

তদ্ব্যতীত এখানে স্থানে স্থানে কয়লার খনিও আছে। সিলেট ও কাছাড় সীমায় মেটে-তৈল মিলে। এখানকার পাহাড়গুলিতে লবণের খনি আছে, পূর্ব্বে অনেক স্থলে ঐ খনির লবণ ব্যবহার করিত, কিন্তু এখন আর তাহা ব্যবহারে আসে না; কোন কোন খনি ইংরাজ-আমলের প্রথমেই পাথর চাপা দিয়া নষ্ট করা হয়।

বাণিজ্যস্থান।

সিলেট, বালাগঞ্জ, আজমীরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নবিগঞ্জ, ও বাণিয়াচঙ্গে নৌকাযোগে অন্তর্ব্বাণিজ্য এবং রেলওয়ে ও ষ্টিমারযোগে বহির্ব্বাণিজ্য চলিয়া থাকে। নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রত্যহ সিলেটের দিকে একখানি ষ্টিমার যাত্রা করিয়া থাকে। এখানকার লোকাল বোর্ডের অধীনে ১২০০ মাইল রাস্তা আছে, ইহার সাহায্যে প্রায় সর্ব্বত্র যাতায়াত করা যায়। পাব্লিকওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের অধীনেও প্রায় ১২০ মাইল পথ সংরক্ষিত।

এখানে প্রধানতঃ কাপড়, কাগজ, ঔষধ, চিনি, লবণ, মিছরি, জুতা প্রভৃতি, কড়াই, মদ, গাঁজা, আফিম, চিনা ও এনামেল বাসন, লবঙ্গ, এলাচ, তামাক, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি আমদানী হয়।

রপ্তানীর মধ্যে চাউল, মধু, চা, আতর, কমলালেবু, চূণ, ঘৃত, শীতলপাটী, দরমা (চাঁচ), শুষ্ক মৎস্য, মহিষের সিং, চর্ম্ম, ও হস্তী প্রধান।

পশুপক্ষী ও মৎস্যাদি—মৎস্যের মধ্যে রুই (রোহিত), বাউ (কাতল), চিতল, বোয়াল, ঘাঘট, শউল প্রধান।

পক্ষীর মধ্যে বিহঙ্গরাজ পক্ষীর নাম আইন-ই-অকবরিতেও আছে, ইহারা নানাবিধ জীবজন্তুর শব্দের অনুকরণ করিতে সমর্থ। ময়না ও তোতাপাখী মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে। শেরগঞ্জ, শ্যামা, ও দৈয়েল সুন্দর গান করে। তদ্ব্যতীত কোকিল, বউকথা কও প্রভৃতি এবং ধনেশ্বর, ঘুঘু, কুক্কুট, শালিক, তিত্তির, হংস প্রভৃতি বহুজাতীয় পক্ষী পাওয়া যায়।

পশুর মধ্যে হস্তীই প্রধান। তদ্ব্যতীত বিবিধ জাতীয় ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, হরিণ, বন্য গো, বনবিড়াল, নানা জাতীয় বানর ও বনমানুষ প্রভৃতি পাহাড়ে আছে।

অধিবাসী ও ধর্ম্ম।

এখানকার অধিবাসীর মধ্যে প্রথমেই পার্ব্বত্যজাতির উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও জাতি বনমানুষের দুই এক স্তর উপরের জীব। লুসাই জাতি এখনও কাচা মাংস ভক্ষণ করে। তদ্ব্যতীত কুকি, গারো, খাশিয়া ও সিংন্টেং এবং টিপরা পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের সংখ্যা আট সহস্রের কম নহে।

লালুংজাতি এক্ষণে সমতলবাসী হইয়াছে এবং স্বভাবও অনেকটা সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা সার্দ্ধছয়শত মাত্র।

মণিপুরীজাতি বাঙ্গালীসংস্রবে অনেকটা সভ্য হইয়াছে, এই জেলার নানা স্থানে ইহাদের উপনিবেশ আছে। ইহাদের সংখ্যা ১৬০৪৩ জন। হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, দাস, সাহু বা সাহা, বারুই, তেলি, নাপিত, গণক, ভাট, কৈবর্ত্ত, কুমার, কুশিয়ারী বা রাঢ়, কেওয়ানী, গাড়ওয়ান, তাঁতি, ময়রা, মাহারা, মালো, যুগী, নমঃশূদ্র, শাঁখারি, শুঁড়ী, মালী, ডোম, পাটনী, ধোপা ও কামার প্রভৃতি জাতিই সংখ্যায় অধিক।

কুশিয়ারী বা রাঢ় জাতি পূর্ব্বে পার্ব্বত্য জাতি ছিল; ইহারা বলবান্ ও পরিশ্রমী, শ্রীহট্টের জলডুব নামক স্থানেই ইহাদের বাস। এই জাতি বঙ্গের অন্য কোন জেলায় নাই।

মাহারা জাতিও অন্যত্র দুর্ল্লভ। রাজা সুবিদনারায়ণ এই জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

সাহাগণ বৈশ্য জাতীয় বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু সিলেটের করিমগঞ্জ, দক্ষিণ সিলেট, ও উত্তর সিলেটের সাহুগণ অন্য স্থান স্থিত সাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজা সুবিদনারায়ণের সময়ে ইহারা কোন সামাজিক বিবাদে বৈশ্য ও কায়স্থজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এই কয়েক জাতীয় লোক সিলটে আছে, যথা—কুরেষি, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, শেখ, মাহিমাল, জোলা, গাইন, নাগারচি, মীরশিকারি, ও বেজ। খৃষ্টানধর্ম্মীদিগের মধ্যে রোমান কাথলিক চার্চ্চের খৃষ্টানগণের একটী বহুকালের উপনিবেশ আছে।

এখানে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা ১০৪৯২৪৮, ইহার মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সংখ্যাই অধিক।

শাক্তদের মধ্যে বামাচারী মতও আছে, এমতে মদ্যপানাদি দূষণীয় নহে।

কিশোরীভজন নামে এক ঘৃণ্য উপসম্প্রদায়ী নিজ নিজকে বৈষ্ণবধর্ম্মী বলিয়া পরিচিত করে। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতের সহিত কিশোরী-ভজনের কোন প্রকার সামঞ্জস্য বা সাধারণ সাদৃশ্যও নাই, এই কল্পিত মতে একজন স্ত্রীলোককে সাধনের সহায় স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়, যাহা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতে একান্ত বর্জ্জনীয়।

এই জেলায় জগন্মোহনী নামে আর একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। এই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করে। এই ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থানও শ্রীহট্ট। মাছুলীয়া-গ্রামবাসী জগন্মোহন গোসাঞী এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইহার নাম জগন্মোহনী সম্প্রদায়। এই ধর্ম্মে প্রতিমা পূজার পদ্ধতি নাই এবং ইহারা গুরুকেই মোক্ষদাতা রূপে ভজনা করে। ইহারা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও সংসারত্যাগী। এই জেলার অন্তর্গত বিথঙ্গলের আখড়াই ইহাদের প্রধান গদি। জগন্মোহন গোসাঞির শিষ্যের প্রশিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঞি হইতেই এই ধর্ম্মের বিশেষ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। ৺অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থের ১ম ভাগে এই ধর্ম্মের কথা উল্লে-খিত হইয়াছে।

সিলটে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা ১১৮০৩২৪ জন। ইহাদের মধ্যে প্রায় সমস্তই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, সিয়াদের সংখ্যা অতি সামান্য।

ধর্ম্মোৎসব—হিন্দুদের মধ্যে দোল, দুর্গোৎসব, ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতিই বিশেষ আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। মনসা পূজা ও মাঘী সংক্রান্তি প্রতিপালন ইতর ভদ্র সকলেই করে। নৌকা-পূজা ও গোবিন্দকীর্ত্তন সিলেটের দুইটি বিশেষ ধর্ম্মোৎসব। নৌকাকারে সুবৃহৎ কাঠামে মনসামূর্ত্তির সহিত গোবিন্দকীর্ত্তন সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত জলসংবাদ, রূপখেদ, দূতীসংবাদ, অভিসার ও মিলন এই পর্য্যায়ে অবিচ্ছেদে গাইতে হয়।

মণিপুরীদের মধ্যে রাসগান বিশেষ বিখ্যাত। সিলেটের মণিপুরীরাস দর্শনযোগ্য। মণিপুরী ১০।১৫টি কুমারী সুসজ্জিতা হইয়া বঙ্গভাষায় কৃষ্ণলীলা গান করিয়া থাকে, তাহাতে সভ্যতার আভরণশূন্য অনাবৃত্ত মাধুরী ফুটিয়া উঠে।

সিলেটে অনেক তীর্থকল্প স্থান আছে, তাহাতে সময়ে সময়ে স্থানীয় ও প্রতিবেশী জেলাসমূহের বহুলোকের সমাগম ঘটে।

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ—ইহা দালজোরের কালীবাড়ী নামেই খ্যাত। জয়ন্তীয়ার বাউরভাগ পরগণায় এই পীঠ অবস্থিত, এখানে সতীর বামজঙ্ঘা পতিত হইয়াছিল। এই স্থানের ভৈর-বীর নাম জয়ন্তী এবং ভৈরব ক্রমদীশ্বর। জয়ন্তীর নামানুসারে উক্ত অঞ্চল জয়ন্তীয়া নামে কথিত হয় এবং তদুত্তরবর্ত্তী পর্ব্বতও জয়ন্তীয়া পর্ব্বত নামে খ্যাত।

গ্রীবাপীঠ—সিলেট সহর হইতে অল্প (প্রায় দেড় মাইল মাত্র) দক্ষিণে গোটাটিকরের জৈনপুর নামক স্থানে দেবীর গ্রীবা পতিত হওয়ায় ঐ স্থান মহাপীঠরূপে খ্যাত হয়।

তন্ত্রে আছে—'গ্রীবা পপাত শ্রীহট্টে সর্ব্বসিদ্ধপ্রদায়িনী।
দেবী তত্র মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বানন্দশ্চ ভৈরবঃ ॥"
অন্নদামঙ্গলে ইহার অনুবাদ স্বরূপ লিখিত হইয়াছে যে :—
"শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি।"

মুসলমান অত্যাচারে যখন বহু দেবদেবী নানা স্থানে লাঞ্ছিত হইতেছিলেন, যখন শ্রীহট্টের সন্নিকটবর্ত্তী উনকোটি প্রভৃতি স্থানে সেই অত্যাচারের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন বোধ হয় এই গ্রীবাপীঠ সেবক ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক লুক্কায়িত হইয়াছিল। এই পীঠের পরিচয় ক্রমে লোকের স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া গিয়াছিল। প্রায় শতাধিকবর্ষ হইল, ঐ স্থানের অধিবাসী বৈদ্যবংশীয় দেবীপ্রসাদ দাস একটী পথনির্ম্মাণে জনৈক লোককে নিযুক্ত করিলে, সে পীঠস্থানে পুনঃপুনঃ আঘাত করায় এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাকে নিবারণ করেন ও রাত্রে প্রসাদকে স্বপ্নে সমস্তই জ্ঞাত করেন। সেই সময়ই শ্রীপীঠ প্রকাশিত হয়। তাহার পর আরও অনেক আধ্যাত্মিক প্রমাণে উহা মহাপীঠরূপেই সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে, এই মহাপীঠের অল্পদূরে ঈশানকোণে সর্ব্বানন্দ ভৈরব বিরাজিত। ইনিও প্রায় ৩০ বৎসর হইল স্বপ্নযোগে আপনার প্রকাশপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঠাকুরবাড়ী—এই স্থান সিলেটেই অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণ পরগণায় অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী এই স্থানে ছিল, এই স্থানেই জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই স্থানেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আগমন করিয়াছিলেন।

পণাতীর্থ—এই স্থান সুনামগঞ্জের অন্তর্গত। অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থমতে শ্রীমৎ অদ্বৈত বাল্যকালে স্বীয় জননীর অভিপ্রায় মতে যোগবলে তীর্থসমূহকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থ স্নানের পূর্ণ ফল পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম পণাতীর্থ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে। অদ্বৈত-প্রকাশে লিখিত আছে যে অদ্বৈত পণ করিয়া তীর্থসমূহকে আনয়ন করায় ইহা পণা নামে খ্যাত হয়।

নির্ম্মাই শিব—এই শিব ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাই নাম্নী জনৈক ত্রিপুররাজকুমারী কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন। ইহার নামে অনেক লোক মানসিক রক্ষা করিয়াও আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হয়। শিবরাত্রি-যোগে এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

উনকোটী তীর্থ—ইহা ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্গত। এস্থানে অনেক দেববিগ্রহ ছিল, কালাপাহাড়ের অত্যাচারে অনেক মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ হইয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর শিব—এ শিব সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত ও শ্রীহট্ট-কাছাড় সীমান্ত বদরপুর নামক স্থানে কপিলমুনি কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই কপিলের আশ্রম ছিল। যথা বায়ুপুরাণে
"যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ।
যত্র বৈ কপিলং তীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরো হরঃ॥"

হাটকেশ্বর শিব—এই শিব শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুনৃপতি গৌড়-গোবিন্দ কর্তৃক পরিপূজিত হইতেন।
"নকুলেশঃ কালীপীঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।"

মহালিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে শিবের অষ্টোত্তর শত নাম মধ্যে ইহারই নাম আছে। সিলেট হইতে এই শিব জয়ন্তীয়ায় নীত হন ও পরে তথা হইতে চুড়খাই নামক স্থানে স্থাপিত হন; অদ্যাপি চুড়খাইতে ইনি আছেন। বারুণী উপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলা বসে।

বরবক্রতীর্থ—ইহা সিলেটে একটি প্রধান নদের নাম। এই নদ পুণ্যসলিল বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গ বরবক্রতীর্থযাত্রাপূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছিলেন। বরবক্রমাহাত্ম্য নামে বায়ুপুরাণে একটি আধুনিক অধ্যায়ই আছে। ইহার বরবক্র নাম সম্বন্ধে উক্ত পুরাণে লিখিত আছে :—
"যস্মৈবং নদরাজস্য বক্রে বক্রে চ পুণ্যদঃ।
তীর্থঃ প্রশস্তো বিখ্যাতো বরবক্রস্ততঃ স্মৃতঃ॥"

এ সকল ব্যতীত তুঙ্গেশ্বর মহাদেব, পঞ্চখণ্ডের ও জগন্নাথ-পুরের বাসুদেব, পাথারিয়ার মাধবতীর্থ, জয়ন্তীয়ার তপ্তকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থস্থানীয় বটে।

সিলেটে বহুতর আখড়া বা দেবস্থান আছে। বিথঙ্গলের আখড়া তন্মধ্যে প্রধান। তদ্ব্যতীত যুগলটীলার আখড়া, পানিশালির আখড়া প্রভৃতি খ্যাতনামা।

মুসলমান তীর্থের মধ্যে সহরস্থিত শাহজলালের দরগাই বিখ্যাত; ইহা ভারতবর্ষীয় মুসলমানতীর্থের মধ্যে একটি প্রধান স্থান। দূরদূরান্তর হইতেও যাত্রিগণ এ দরগা দর্শনে আগমন করেন। দিল্লীর শেষ সম্রাট্ মহম্মদ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই মুসলমানতীর্থদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। সুদূর হায়দরাবাদ হইতে নিজামবাহাদুরের মন্ত্রী এই দরগা দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহা এত প্রসিদ্ধ!

ঐতিহাসিক কথা।

সিলেট অতি প্রাচীন দেশ। মহাপীঠপ্রতিষ্ঠা কত প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল, কে জানে? বায়ুপুরাণ, তীর্থচিন্তামণি, মহালিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতিতে শ্রীহট্টের নদনদী ও তীর্থাদির উল্লেখ আছে।

কামরূপ অতি প্রাচীন দেশ, কামরূপে ভস্মাচল বলিয়া যে

স্থান আছে, কথিত হয় যে ধ্যাননিরত হরের কোপে তথায় কামদেব ভস্ম হইয়াছিলেন, পরে তিনি দেবকৃপায় রূপ ধারণ করায় তদ্দেশ কামরূপ নামে খ্যাত হয়। কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। এখানে নরকের পুত্র ভগদত্ত রাজত্ব করিতেন। পুরাকালে সিলেট প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান এই কামরূপের অধীন ছিল। এখানকার লাউড় পর্ব্বতে ভগদত্তের এক বাড়ী ছিল, তিনি যোজনগামী গজারোহণে এস্থানে আসিয়া এদেশ শাসন করিতেন। অদ্যাপি লোকে লাউড় পর্ব্বতে এক উচ্চস্থান দেখাইয়া ভগদত্ত রাজার বাড়ীর পরিচয় দিয়া থাকে। ভগদত্ত রাজা মহাভারতের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গলেও ভগদত্ত রাজার একটা বাসবাটীর পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গ পাণ্ডববর্জ্জিত বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্ববঙ্গে পাণ্ডবগণ আগমন করেন নাই, কেন না তাঁহাদের সময়ে বঙ্গদেশের অনেক স্থল সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় নাই, তাই তাঁহারা ঐ সকল দেশে যাইতে পারেন নাই। শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশ, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার কতকাংশ লইয়া তৎকালে একটা সাগরের অংশ বা হ্রদ ছিল, সুতরাং শ্রীহট্টেও পাণ্ডবাগমন ঘটে নাই। তবে শ্রীহট্টের পর্ব্বতসঙ্কুল উচ্চ ভূভাগে ভ্রমণের ঐ রূপ কোন বাধা ছিল না। জয়ন্তীয়ার পূর্ব্বনাম নারীদেশ বলিয়া কথিত। মহাভারতের সময়ে ঐ দেশের অধীশ্বরী প্রমীলা ছিলেন। জৈমিনিভারতে লিখিত আছে যে অর্জ্জুন এই নারীদেশ জয় করিয়া প্রমীলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তৎসন্নিকটবর্ত্তী মণিপুর ও নাগরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। নাগরাজ্যই বর্ত্তমান নাগাপাহাড়, তথায় তিনি উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মণিপুরও সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই সমুদ্রতীরবর্ত্তী মণিপুর কিন্তু মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর মধ্যে ছিল। [মণিপুর দেখ।]

ভাটেরার তাম্রশাসন—শ্রীহট্টের ভাটেরা নামক স্থানে এক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়, উহাতে পাঁচ জন রাজার নাম ও গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের নাম—নবগীর্ব্বাণ, তৎপুত্র গোকুল দেব, তৎপুত্র নারায়ণ দেব, তৎপুত্র কেশব দেব, তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঈশান দেব।

কেশব দেব বটেশ্বর নামক শিবের উদ্দেশে ৩৭৫ হাল ভূমি ও ২৯৭ বাড়ী দান করিয়াছিলেন। এই ভূমিদান ২৩২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দে হইয়াছিল। ঈশান দেবও মধুকৈটভারির জন্ম এক প্রস্তরময় মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ১৭শ রাজ্য-সংবতে ২ হাল ভূমি দান করেন। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে এই নৃপতিগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহাদের ভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র নরপতিবর্গ বিনিদ্র থাকিত। ইহাদের সমরতরি, রণমাতঙ্গ, যুদ্ধরথ ও অগণ্য পদাতিসৈন্য যখন শত্রুবিমর্দ্দনে ধাবিত হইত, তখন বিপক্ষগণ ভয়ে আপনিই বশ্যতা স্বীকার করিত। এই নৃপতিবর্গ যে শ্রীহট্টের অংশবিশেষে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশানদেবের পরে আর কে কে তদ্বংশে আবির্ভূত হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। ইহারা অতি প্রাচীন কালেই শ্রীহট্ট শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত প্রস্তরমন্দির ইত্যাদির চিহ্নও এখন নাই, তাহা সুদূর কালগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। প্রশস্তিতে যে সকল গ্রামের নাম পাওয়া যায়, তাহাও এক্ষণে বিলুপ্ত। একস্থলে সীমা-নির্দ্দেশে সাগরের উল্লেখ থাকায় শ্রীহট্টের একাংশ যে সাগর জলের তলে ছিল, তাহা বোধ হইয়া থাকে।

হিউএন্‌সাঙ্গের সিলেটদর্শন—খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সাঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি কামরূপ গমনকালে সিলেট দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বদিকে সাগরপার্শ্বে 'শিলিচটল' বা শ্রীচটল দেশে পঁহুছিয়াছিলেন। শিলহাট ও শ্রীচটলকে কেহ কেহ অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, শ্রীচটলই বর্ত্তমান চট্টগ্রাম। পূর্ব্বে সিলেট হ্রদতীরে অবস্থিত ছিল। সেই সাগরের শেষ নিদর্শনই এক্ষণে হবিগঞ্জ, ও সুনামগঞ্জস্থ হাওরে পরিণত হইয়াছে। বরাক, সুরমা, প্রভৃতি নদীর পলিদ্বারা উহা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া এরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সাগর শব্দ হইতে সায়র ও তাহা হইতে হায়র ও ইহাই অবশেষে হাওর শব্দে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পরিব্রাজক হিউএন্‌সাঙ্গের সময় পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট যে কামরূপের অধীন ছিল, তাহা তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

ত্রৈপুর-রাজগণ—ত্রিপুরবংশীয় রাজগণের রাজধানী প্রাচীন কালে কপিলা নদীতীরে ছিল এবং উহা ত্রিবেগ নামে খ্যাত ছিল। বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলায় তৎকালে 'কামলঙ্কা' নামে এক রাজ্য ছিল, কাহারও বিশ্বাস, কামলঙ্কাই বর্ত্তমান কুমিল্লা সহর-রূপে খ্যাত হইয়াছে।

ত্রৈপুররাজগণ একস্থানে বহুদিন থাকেন নাই, ত্রিবেগ হইতে ক্রমশঃ দাক্ষিণদিকে তাঁহাদের রাজধানী অগ্রসর হইয়াছিল; ত্রিবেগ হইতে ঐ রাজধানী বরচক্রতীরে খলংমা নামক স্থানে প্রথমে স্থানান্তরিত হয়। তৎপর কাছাড় জেলায় এবং তাহার পর সিলেটের নানাস্থানে ঐ রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। মহারাজ প্রতীতের সময় বরবক্র নদ কাছাড় ও

ত্রৈপুররাজগণের রাজ্যের মধ্যসীমা ছিল, সুতরাং এই সময় হইতেই এই রাজবংশীয়দের বিবরণ শ্রীহট্ট ইতিহাসের অন্তর্গত।

প্রতীতের পঞ্চম পুরুষে জুঝারুফা রাজা হইয়া রাঙ্গামাটী জয় করেন, এই বিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি আদিপুরুষ ত্রিপুরের নামে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন ও নবজিত রাজ্যের নাম ত্রিপুরা রাখেন। ইহার পুত্রের সময়ে রাজধানী কৈলাসহরে নীত হয়। কৈলাসহর পূর্ব্বে কৈলারগড় নামে খ্যাত ছিল, মুসলমানগণ ইহাকে জাজিনগর বলিতেন। কৈলারগড় রাজধানী স্থাপনের পূর্ব্বে শ্রীহট্টের পূর্ব্ব প্রান্তে নানা সময়ে ঐ রাজধানী নানা স্থানে ছিল বলিয়া জানা যায়, এখনও অনেক স্থলে তাহার নিদর্শন আছে।

শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণানয়নই ত্রৈপুর রাজবংশীয়ের এক প্রধান কীর্ত্তি। রাঙ্গামাটী বিজেতার পৌত্রের নাম ডুঙ্গরফা (প্রথম) আর্য্য ভাষায় তিনিই আদি ধর্ম্মপা নামে কথিত হইয়াছেন। আদি ধর্ম্মপা একটি যজ্ঞ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া মিথিলা হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক সঙ্কল্পিত যজ্ঞ সম্পাদন করেন * ও পরে উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কতক ভূমি দান করেন। উক্ত ভূখণ্ড পাঁচজন ব্রাহ্মণমধ্যে বিভক্ত হওয়ায় পঞ্চখণ্ড নামে খ্যাত হয়। যে পাঁচজন বিপ্র আগমন করেন তাহাদের নাম শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম। ইঁহাদের গোত্র যথাক্রমে বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর। ইঁহারা এতদ্দেশে এক বৎসর বাসের পর, স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রাদি আনয়নের জন্য দেশে গমন করেন। তাহারা প্রত্যাগমন কালে, বিশেষ অনুরোধ ক্রমে কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় আরও পাঁচজন বিপ্রকে আনয়ন করেন। এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইতেই শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের উদ্ভব ও বিস্তৃতি। আদি ধর্ম্মপার পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ ৫১ ত্রিপুরাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল।

প্রথম ডুঙ্গুর ফার ১৭শ পুরুষ পরে ঐ বংশে ধর্ম্মধর নামে এক রাজা হন, ইহাঁর সময়ে পূর্ব্বোক্ত মিথিলাগত বাৎস্য গোত্রে নিধিপতি নামে এক দ্বিজ বিশেষ তপঃশক্তিসম্পন্ন ও সিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম্মধর তাঁহার গুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে একদান পত্রে 'মনকুল প্রদেশ' নামে শ্রীহট্টের এক সুবিস্তৃত ভূভাগ দান করেন (১১৯৪ খৃঃ)। এই দানপ্রাপ্ত ভূমির বলে নিধিপতিবংশীয়গণ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ইহার পুত্র-পৌত্রাদি বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অবশেষে তৎপ্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ের কিছু পরে ধর্ম্মধরের পুত্র কীর্ত্তিধরের সময়ে গিয়াসউদ্দীন্ কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম এদেশ আক্রান্ত হয়, কীর্ত্তিধর পরাজিত হইয়া এই প্রাচীন রাজধানী (কৈলারগড়) ত্যাগ করেন ও কসবাতে নূতন রাজপাট প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁর সময় পর্য্যন্তই ত্রৈপুর বংশীয় রাজগণের কথা শ্রীহট্ট ইতিহাসের অংশরূপে গণ্য করা কর্ত্তব্য।

খণ্ডরাজ্য—এই সময় শ্রীহট্ট অনেক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে একটির নাম "মগধ," ইহা অধুনা বিলুপ্ত ; কামাখ্যাতন্ত্রে ও বাবাখর নামক প্রাচীন পাঁচালীগ্রন্থে ইহার নাম পাওয়া যায়। ২—'অমুই', ৩—'উদিসি' ; ওলন্দাজ গবর্ণর কৃত প্রাচীন মানচিত্রে এই দুইটী দেশের নাম পাওয়া যায়। ৪—মুয়াজ্জমাবাদ (অর্থাৎ পুণ্য স্থান), একটি মসজিদের প্রস্তর লিপি হইতে এই নাম পাওয়া যায়। ৫—ভাটী, আইন-ই-অকবরিতে এই নাম আছে। কিন্তু এ সকল বিলুপ্ত খণ্ডরাজ্যের কোন বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে এ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে হবিগঞ্জ প্রভৃতি নিম্ন অঞ্চল ভাটি নামে কথিত হয়।

এতদ্ব্যতীত আজমরদন নামে আর একটি খণ্ড রাজ্য ছিল, আজমরদন বর্ত্তমান আজমীরগঞ্জ বলিয়া অনুমিত। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে মালিক ইয়াজবেগ এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া বহুধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে সিলেটে তিনটি খণ্ডরাজ্য বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠে ;—১ গৌড়, ইহা উত্তর সিলেট সবডিভিশন লইয়া ছিল ; ২ লাউড় বা বানিয়াচঙ্গ ইহা সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ সবডিভিশনে, এবং ৩ জয়ন্তীয়া, গৌড় রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বাংশে বিস্তৃত ছিল। তদ্ব্যতীত তরফ ইটা, ও প্রতাপগড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গৌড়ের অধীনে ছিল।

গৌড়রাজ্য—রাজা গোবিন্দ গৌড়রাজ্যের শেষ হিন্দু নরপতি। তিনি সাধারণতঃ গৌড় গোবিন্দ নামে কথিত হইয়া থাকেন। শ্রীহট্ট সহরের উত্তরের মজুমদারি নামক স্থানের সন্নিকটে গড়দুয়ার বলিয়া একটি স্থান আছে, এই স্থানে গৌড় গোবিন্দের গড় বা দুর্গ ছিল। ইহার আর একটি দুর্গ টীলার উপরে ছিল বলিয়া ঐ স্থান টিলাগড় নামে খ্যাত হইয়াছে।

সহরের উত্তরাংশে একটী উচ্চ টিলায় ইহাঁর এক বাড়ী ছিল, সময় সময় তিনি এস্থানে অবস্থিতি করিতেন ; ঐ টিলার নাম মিনারের (মনাবায়ের) টিলা। এই গৌড়গোবিন্দের রাজ্য মধ্যে বুরহান্ উদ্দীন্ নামক একজন মুসলমান বাস করিত, একদা সে নিজ পুত্রের জন্মোপলক্ষে একটি গোহত্যা করে, দৈব বশতঃ একটা চিল একখণ্ড মাংস রাজপ্রাসাদে (মতান্তরে ব্রাহ্মণ গৃহে) নিক্ষেপ করে, তাহা পরে রাজার গোচর হইলে রাজাদেশে বুরহানউদ্দীনের হস্তচ্ছেদ করা হয়। বুরহানউদ্দীন্ এই

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২য় ভাঃ ৩য় অংশ ১৮৬ পৃষ্ঠায় এই যজ্ঞবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ঘটনায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া সুবর্ণগ্রামে (১ম) সদলে উপস্থিত হইয়া সামস্ উদ্দীনের নিকট ইহার সুবিচার চাহে; তখন গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে সিকন্দর শাহা প্রেরিত হন, কিন্তু তিনি সত্বরেই প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। বুরহান্ উদ্দীন্ তখন নিরুপায় হইয়া দিল্লীগমনপূর্ব্বক সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ ফিরোজ শাহকে এই বিবরণ জানাইয়া বিচারপ্রার্থী হইলে, সম্রাট্ নিজ ভাগিনেয় সিকন্দর গাজাকে সিলেট জয়ার্থ প্রেরণ করেন। সিকন্দর সসৈন্যে সিলটে আসিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহার সকল সৈন্য গৌড়গোবিন্দের যাদুবিদ্যার ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল। এই সংবাদ সম্রাট্ অবগত হইয়া সৈন্যদের ভয়-নিবারণার্থে নাসিরুদ্দীন্ নামক জনৈক পীরকে সিলটে পাঠাইলেন। এদিকে সিকন্দরের পরাজয়ে বুরহান্ উদ্দীন্ নিরাশ হইয়া দেশ ছাড়িয়া মদিনাতীর্থে গমন করিতে সঙ্কল্প করিয়া দিল্লী উপস্থিত হয়, সেই সময় আরব হইতে শাহ জলাল নামক জনৈক সাধু বহুতর অনুসঙ্গী সহ ধর্ম্মপ্রচার জন্য এদেশে আগমন করেন। বুরহান্ উদ্দীন্ তাঁহাকে এ সকল ঘটনা বলিলে তিনি সিলটে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবেন ও গোবিন্দকে দমন করিবেন বলেন। বুরহান্ উদ্দীন্ তখন শাহ জলালের কথায় পথ-প্রদর্শক স্বরূপ সঙ্গে চলিল।

মুসলমানদের ইতিহাসে চারিজন শাহ জলালের কথা পাওয়া যায়; প্রথমের নিবাস বোথারা দেশে ছিল, ২য় শাহ জলাল তাব্রিজদেশবাসী, ৩য় শাহ জলাল য়েমেন দেশী এবং ৪র্থ গঙ্গেয়া দেশের লোক ছিলেন।

সিলেটে ৩য় শাহ জলালই আগমন করেন, আরবের য়েমেন দেশে তাঁহার জন্ম হয় এবং শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়িলে তদীয় মাতুল সৈয়দ আহম্মদ কবীর তাঁহাকে পালন করেন। আহম্মদ কবীর একজন প্রসিদ্ধ সাধু পুরুষ ছিলেন, প্রথম শাহ জলাল পীর, বোথারা দেশে যাঁহার জন্ম, তিনিই ইঁহার গুরু। কবীর কালে নিজ ভাগিনেয় (৩য়) শাহ জলালকে নিজ শিষ্যরূপে সাধন ভজন শিক্ষা দিয়াছিলেন। একদা তাঁহার আশ্রমে একটা ব্যাঘ্র একটি হরিণকে তাড়াইয়া আনিলে গুরুর অভিপ্রায়ে শাহ জলাল বাঘটাকে চপটাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেন। কবীর এই ঘটনায় নিজ শিষ্যের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে স্বাধীনভাবে হিন্দুস্থানে গিয়া ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন।

সেই আদেশ মত শাহ জলাল য়েমেনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সিলেট পর্য্যন্ত আসিতে তাঁহার অনুষঙ্গিবর্গের সংখ্যা ৩৬০জন হইয়াছিল। পথে প্রয়াগে তিনি যখন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সৈন্য সহ সিকন্দর শাহাও তথায় আসিয়াছিলেন, উভয়েই এক উদ্দেশ্যে একস্থানে যাইতেছেন, উভয়ের অকস্মাৎ সম্মিলন হইল, সিকন্দরও শাহ জলালের এক শিষ্যরূপে গণ্য হইলেন।

এইরূপে তাঁহারা সিলটে পৌঁছিলে, গৌড়গোবিন্দ শাহ জলালের নিকট এক প্রকাণ্ড ধনু পাঠাইয়া বলিয়া দেন যে যদি তিনি বা তাঁহার সঙ্গী কেহ এই লৌহধনুতে গুণ যোজনা করিতে পারেন. তবে তিনি বিনা যুদ্ধে দেশ ছাড়িয়া যাইবেন। শাহ জলাল স্বয়ং এই যশঃপ্রত্যাশী হইলেন না, তাঁহার আদেশে নসিরউদ্দীন্ শাহ অনায়াসে সেই প্রকাণ্ড লৌহধনুতে গুণ দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

গৌড়গোবিন্দ প্রকৃতই ভীত হইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ও নদীপারের উপায়-স্বরূপ নৌকার চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু উদ্যোগী সাধু পুরুষকে বাধা দিতে পারিলেন না, তাঁহারা স্ব স্ব উপাসনার জন্য আনীত চর্ম্মাসনসমূহ জলে ভাসাইয়া তদাশ্রয়ে একে একে পার হইয়া গেলেন।

গৌড় গোবিন্দ এ সংবাদে রাজবাটী ছাড়িয়া পেঁচাগড় নামক এক লুক্কায়িত আরণ্য দুর্গে পলায়ন করিলেন। শাহ জলাল সানুচর সহরে উপস্থিত হইয়া তিনদিন ঈশ্বরারাধনা করিলেন, তৎপর মিনারের টিলাস্থিত বাড়ী আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত করা হয়। তদবধি এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে যে শাহ জলালের আজানের প্রতিধ্বনিতে সপ্ততাল উচ্চবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

শাহ জলাল সম্রাট্ ভাগিনেয় সিকন্দরকে সিলেটের শাসন-ভার সমর্পণ করেন, সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার আর এক অনুচর নাম হায়দরগাজী সিলটের শাসনভার পাইয়াছিলেন। হায়দরগাজীর পরেও কয়েক বৎসর শাহ জলালের দরগার প্রধান ব্যক্তিদের উপরই এ দেশশাসনের ভার থাকিত; ইঁহাদের শাসন ক্ষমতা কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই।

ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মতে শাহ জলালের সিলেট আক্রমণ ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে। এই সময় ২য় শাম্‌স্‌উদ্দীন্ বঙ্গদেশের নবাব। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ সহ কেহ আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে শ্রীহট্টবিজয় ১ম শামস্ উদ্দীনের মৃত্যুর বৎসর অর্থাৎ ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল; কেহ বা তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন। শাহ জলালের অনুষঙ্গিবর্গের বংশাবলীর পুরুষগণনায় এই বিজয় ব্যাপার ১ম শামসউদ্দীনের মৃত্যুর পরেই সংঘটিত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়।

শাহ জলালের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ।—শাহ জলালের মৃত্যুর পর কে কে সিলেট শাসন করেন ঠিক জানা যায় না, সিকন্দর ও হায়দরগাজীর পরেই ইস্পেন্দিয়ার নামক একব্যক্তি শ্রীহট্টের

শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি শাহ জলালের দরগার সম্মুখস্থ অপূর্ব্ব মসজিদটী নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন; দৈব দুর্ঘটনায় উহা আর পূর্ণ হয় নাই।

যখন সৈয়দ হুসেন শাহ বাঙ্গালার অধীশ্বর, সেই সময়ে তাঁহার মন্ত্রী রুকন্ খাঁ নামক একব্যক্তি সিলেট শাসন জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎপর গহর খাঁ শ্রীহট্ট শাসন করেন, গহরপুর পরগণা ইহাঁর নামে স্থাপিত হয়। গহর খাঁর পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ পরগণার মহম্মদাবাদ নাম করিয়াছেন। মহম্মদ খাঁর পরে খোজা ওসমান, রিয়াসত আলী, কেদার রায় প্রভৃতি শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের অনেক জমিদার বিদ্রোহাবলম্বন করিলে, তৎপরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লোদী খাঁ এই বিদ্রোহ দমন করায় সম্রাট্ শের শাহ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ মজুমদার পরিবার ইহাঁরই বংশ সম্ভূত। লোদী খাঁর পরে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জাহান খাঁ শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, জাহানপুর গ্রাম তাঁহার নামেই স্থাপিত হয়। এতকাল পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তার পদের নাম কানুনগো ছিল, সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে কানুনগো পদের ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও কানুনগোদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাগণ আমিন নামে খ্যাত হন। শ্রীহট্ট সহরে একজন প্রধান আমিন থাকিতেন, অবস্থাভেদে তাহার একাধিক সহকারী থাকিতেন, ইহারাও আমিন নামে খ্যাত ছিলেন।

অকবরের সময়ে শ্রীহট্ট—সম্রাট্ অকবরের সময়ে শ্রীহট্ট জেলা আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, এক এক ভাগ এক একটি মহল নামে কথিত হইত, এই আটটি মহলের নাম যথা,—প্রতাপগড় (পঞ্চখণ্ড), লাউড়, হাবিলি সিলেট, জয়ন্তীয়া, সতর খণ্ডন (সরাইল), বাজুয়া বা বাহুয়া সহর, বাণিয়াচঙ্গ, হরিনগর। এই আট মহলের রাজস্ব ১৬৭০৪০৲ টাকা নিরূপিত ছিল, দাম নামে একরূপ তাম্র মুদ্রায় কর আদায় হইত। এই নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত শ্রীহট্ট হইতে প্রতিবর্ষে ১১০০ অশ্বারোহী, ১৯০ হস্তী ও ৪২৯২০ পদাতি দিল্লীতে প্রেরিত হইত। ঐ সময় শ্রীহট্টে খোজা, ক্রীত দাসদাসী পাওয়া যাইত। কাষ্ঠ, কমলা, শেরগঞ্জ ও বিহঙ্গরাজ পক্ষী মিলিত।

অকবরের সময়ে যিনি আমিন পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাকে কামরূপের রাজা নরনারায়ণের সেনাপতি বিলারায়ের সহিত ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল; পরে তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করিয়া কর দিতে হইয়াছিল। তাহার পর ১৫৯৯ খৃঃ তাঁহাকে ত্রিপুররাজ অমর মাণিক্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়।

জাহাঙ্গীরের সময়ে মহম্মদ জমন শ্রীহট্টের আমিন ছিলেন, ইনি ইসলাম খাঁ সহ আসামবিজয়ে গমন করিয়া হাজো অধিকার করিয়াছিলেন। শাহজাহানের সমকালবর্ত্তী আমিনের নাম ইব্রাহিম খাঁ। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সময় লুৎফউল্লা খাঁ, জান মহম্মদ খাঁ, দরহাদ খাঁ, মহাফতা খাঁ, নূরউল্লা খাঁ, ও সৈয়দ মহম্মদ আলী খাঁ, আব্দলহেম খাঁ, লসাদক খাঁ, করতলব খাঁ, এবং কার গুজার খাঁ এই কয়েক আমিনের নাম পাওয়া যায়; ইহাদের অনেকেই নায়েব ফৌজদার ছিলেন। দরহাদ খাঁ শ্রীহট্টের শাহ জলালের দরগায় বড় মস্‌জিদটি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন, এবং কয়েকটি সেতুও তিনি নির্ম্মাণ করেন।

সম্রাট্ বাহাদুর শাহের সময়ে মতিউল্লা খাঁ শ্রীহট্টের আমিন ছিলেন, তৎপরবর্ত্তী আমিনগণের নাম শুকুরউল্লা খাঁ, হরেকৃষ্ণ দাস, সমসের খাঁ, সুজাউদ্দীন্ খাঁ, সৈয়দ রফিউল্লা খাঁ প্রভৃতি। নবাব হরেকৃষ্ণ দাস শ্রীহট্টের দস্তিদার বংশীয় ছিলেন, শুকুরউল্লাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে এই পদে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। মাত্র তিন বৎসর শাসনের পর শুকুরুল্লা কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন। তখন শ্রীহট্ট শাসনের ভার তিন ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়, ইহাদেরই যুক্ত নাম সাদেকুলহর মাণিক, সাদেক উল্লা, হরদয়াল, ও মাণিকচন্দ্র দেওয়ান এই তিন জনে সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্র দেওয়ান, শ্রীহট্টের স্বর্গীয় স্বনামখ্যাত জনহিতৈষী রাজা গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। ইহাদের পর আরও কয়েকজন আমিনের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের বিষয়ে কোন ঘটনাই জানা যায় না। আমিনদের হস্ত হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনভার গ্রহণ করেন।

তরফ—তরফ গৌড়ের অংশরূপে বিবেচিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বে তরফ স্বাধীন ছিল, যে সময় এদেশ শাহজলাল কর্ত্তৃক বিজিত হয়, তখন তরফে আচাক নারায়ণ নামে এক হিন্দু নরপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুররাজের অধীন রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। শাহজলাল কর্ত্তৃক গৌড় (শ্রীহরি) বিজিত হইলে, তাঁহার অনুসঙ্গী দ্বাদশ জন পীর ও স্বয়ং সেনাপতি নসিরউদ্দীন্ ঐ দেশ জয় করিতে ধাবিত হন। তাঁহাদের আগমনসংবাদ প্রাপ্তে আচাক নারায়ণ পলায়নপূর্ব্বক ত্রিপুরায় গমন করেন ও তথা হইতে মথুরাগমনপূর্ব্বক তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এইরূপে তরফ বিজিত হইলে নসিরউদ্দীন্ ইহার রাজা হন। নসিরউদ্দীন বংশীয় সৈয়দগণ দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে তরফ শাসন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায় তাঁহারা জমিদারের মত হইয়া পড়েন, কিন্তু অপরিমিত ব্যয় ও বৃথা আড়ম্বর প্রযুক্ত শীঘ্রই সমস্ত ভূসম্পত্তি চ্যুত হওয়ায়

খৃষ্টাব্দ।	সূর্য্যগ্রহণ।	চন্দ্রগ্রহণ।
১৯১৭	২৩এ জা, ১৯ জু	৮ই জা, ৪ঠা জুলা, ২৮এ ডি
১৯১৮	৮ই জু, ৩রা ডি	২৪এ জু
১৯১৯	২৯এ মে, ২২এ ন	৮ই ন
১৯২০	১০ই ন	৩রা মে, ২৭এ অ
১৯২১	৮ই এ, ১লা অ	২২এ এ, ১৬ই অ
১৯২২	২৮এ মা	—
১৯২৩	১৭ই মা, ১০ই সে	৩রা মা, ২৬এ অ
১৯২৪	৩০এ আ	২০এ ফে, ১৪ই আ
১৯২৫	২৪এ জা,	৮ই ফে, ৪ঠা আ
১৯২৬	১৪ই জা, ৮ই জুলা	১৯এ ডি
১৯২৭	২৯এ জু	১৫ই জু, ২৭এ ন
১৯২৮	১৯এ মে, ১২ই ন	৩রা জু, ২৬এ ন
১৯২৯	৯ই মে, ১লা ন	২৩এ মে
১৯৩০	—	১৩ই এ, ৭ই অ
১৯৩১	১৭ই এ	২রা এ, ২৬এ সে
১৯৩২	—	২২এ মা, ১৪ই সে
১৯৩৩	২৪এ ফে, ২১এ আ	—
১৯৩৪	১৪ই ফে, ১০ই আ	৩০এ জা, ২৬এ জুলা
১৯৩৫	—	১৯এ জা, ১৬ই জুলা
১৯৩৬	১৯এ জু	৮ই জা, ৪ঠা জুলা
১৯৩৭	২রা ডি	১৮ই ন
১৯৩৮	২২এ ন	১৪ই মে, ৭ই ন
১৯৩৯	১৯এ এ	৩রা মে, ২৮এ অ
১৯৪০	১লা অ	২২এ এ
১৯৪১	২১এ সে	১৩ই মা, ৫ই সে
১৯৪২	১০ই সে	২রা মা, ২৬এ আ
১৯৪৩	৪ঠা ফে	২০এ ফে, ১৫ই আ
১৯৪৪	২৫এ জা, ২০এ জুলা	২৯এ ডি
১৯৪৫	১৪ই জা ৯ই জুলা	২৫এ জু, ১৯এ ডি
১৯৪৬	২৯এ জু	১৮ই জু, ৮ই ডি
১৯৪৭	২০এ মে	৩রা জু,
১৯৪৮	৯ই মে, ১লা ন	২৩এ এ, ৮ই অ
১৯৪৯	২৮এ এ	১৩ই এ, ৭ই অ
১৯৫০	১২ই সে	২রা এ, ২৬এ সে
১৯৫১	১লা সে	—
১৯৫২	২৫এ ফে, ২০এ আ	১০ই ফে, ৫ই আ
১৯৫৩	১৪ই ফে, ১১ই জুলা	২৯এ জা, ২৬এ জুলা
১৯৫৪	৩০এ জু, ২৫এ ডি	১৯এ জা, ১৬ই জুলা
১৯৫৫	২০এ জু, ১৪ই ডি	২৯এ ন
১৯৫৬	২রা ডি	২৪এ মে, ১৮ই ন
১৯৫৭	২৩এ অ	১৩ই মে, ৭ই ন
১৯৫৮	১৯এ এ	৩রা মে
১৯৫৯	২রা অ	২৪এ মা, ১৭ই সে
১৯৬০	২০এ সে	১৩ই মা, ৫ই সে
১৯৬১	১১ই আ	২রা মা, ৬ই আ
১৯৬২	৪ঠা ফে, ৩১এ জুলা	—
১৯৬৩	২৫এ জা	৯ই জা, ৬ই জুলা, ৩০এ ডি
১৯৬৪	৯ই জুলা, ৪ঠা ডি	২৫এ জু, ১৯এ ডি
১৯৬৫	২৩এ ন	১৪ই জু
১৯৬৬	২০এ মে, ১২ই ন	৪ঠা মে, ২৯এ অ
১৯৬৭	৯ই মে	২৪এ এ, ১৮ই অ
১৯৬৮	—	১৩ই এ, ২২এ সে, ৬ই অ
১৯৬৯	১৮ই মা	—
১৯৭০	৭ই মা	২১এ ফে, ১৭ই আ
১৯৭১	২৫এ ফে, ২০এ জুলা	১০ই ফে, ৬ই আ
১৯৭২	—	৩০এ জা, ২৬এ জুলা
১৯৭৩	৪ঠা জা, ৩০এ জু, ২৪এ ডি	১০ই ডি
১৯৭৪	১৩ই ডি	৪ঠা জু, ২৯এ ন
১৯৭৫	১১ই মে	২৫এ মে, ১৮ই ন
১৯৭৬	২৯এ এ, ২৩এ অ	১৩ই মে
১৯৭৭	১৮ই এ	৪ঠা এ, ২৭এ সে
১৯৭৮	২রা অ	২৪এ মা, ১৬ই সে
১৯৭৯	২৭এ ফে	১৩ই মা, ৬ই সে
১৯৮০	১৬ই ফে	—
১৯৮১	৩১এ জুলা	১৭ই জুলা
১৯৮২	২০এ জুলা, ১৫ই ডি	৯ই জা, ৬ই জুলা, ৩০এ সে
১৯৮৩	১১ই জু, ৪ঠা ডি	২৫এ জু
১৯৮৪	৩০এ মে	-
১৯৮৫	১১ই ন	৪ঠা মে, ২৮এ অ
১৯৮৬	—	২৪এ এ, ১৭ই অ
১৯৮৭	২৯এ মা, ২৩এ সে	—
১৯৮৮	১৮ই মে, ১১ই সে	২৭এ আ
১৯৮৯	—	২০এ ফে, ১৭ই আ
১৯৯০	২২এ জুলা	৯ই ফে, ৬ই আ
১৯৯১	—	৩০এ জা, ৩১এ ডি
১৯৯২	২৪এ ডি	১৫ই জু, ৯ই ডি
১৯৯৩	২১এ মে	৪ঠা জু, ২৯এ ন
১৯৯৪	১০ই মে, ৩রা ন	২৫এ মে
১৯৯৫	২৯এ এ, ২৪এ অ	১৫ই এ
১৯৯৬	১২ই অ	৩রা এ, ২৯এ সে
১৯৯৭	৯ই মা	১৬ই সে
১৯৯৮	২৬এ ফে, ২২এ আ	—
১৯৯৯	১৬ই ফে, ১১ই আ	২৮এ জুলা
২০০০	৩১এ জুলা	২১এ জা, ১৬ই জুলা

উপরে যে গ্রহণের তালিকা দেওয়া হইল, উহার সকল গ্রহণ এক স্থানে বা এক দেশে দৃষ্ট হয় নাই বা হইবে না।

গ্রহণক (ক্লী) গৃহ্যতেহনেন গ্রহ কর ল্যুট্ ততঃ স্বার্থে কন্। গ্রাহক শাস্ত্র।

'হকরাদীনামপি গ্রহণকশাস্ত্রবলাৎ অচত্বং স্যাৎ।' (সি° কৌ°) শব্দেন্দুশেখরে 'গ্রহণক' স্থানে গ্রাহক পাঠ দৃষ্ট হয়।

গ্রহণান্ত (ক্লী) গ্রহণস্যান্তং ৬তৎ। গ্রহণের অবসান।

গ্রহণি (স্ত্রী) গৃহ্নাতি আক্রমতে রোগিণাং দেহং গ্রহ-অনি (গ্রহেরনি। উণ্ ৫।৬৭) গ্রহণীরোগ। (অমরটী° রায়মুকুট।)

গ্রহণী (স্ত্রী) গ্রহণি-ঙীষ্। ১ অগ্ন্যাধিষ্ঠান নাড়ী, পিত্তাধার। ২ স্বনামখ্যাত রোগ, উদরভঙ্গ রোগবিশেষ (Diarrhœa) এই রোগে বৈদ্যক চিকিৎসাই সমধিক উপকারী। সুশ্রুতে ইহার নিদান ও লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত আছে—

পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে পিত্তধরা নামে একটী কলা (নাড়ী) আছে, তাহাকে গ্রহণী বলে। এই গ্রহণীর বল অগ্নি, কিন্তু সেই অগ্নি আবার গ্রহণীকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করে। অতএব অগ্নি দূষিত হইলে গ্রহণী দূষিত হয়। ক্রমে একটী বা সমস্ত দোষ বৃদ্ধি পাইয়া গ্রহণীকে দূষিত করিতে থাকে। ইহাতে অধিক আহার করিলে পরিপাক হয় না। ভুক্তদ্রব্য অপক্ব অবস্থায় নির্গত হইয়া যায়। অথবা পরিপাক হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত দ্রবমল যন্ত্রণার সহিত নির্গত হয়, কখনও বা কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে। ইহারই নাম গ্রহণীরোগ। অতীসার নিবৃত্ত হইলে অহিতাহারী ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিদূষিত হইলে গ্রহণী ও দূষিত হইয়া উঠে। অতএব অতিসার রোগ আরোগ্য হইলে যাবৎ দেহের সাম্য, সরলতা ও স্বাভাবিক ভাব না হয়, তাবৎ আহারাদি নিয়ম পালন করিবে। গ্রহণীর প্রারম্ভে গলাজ্বালা, দেহের অবসন্নতা, আলস্য তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বলক্ষয়, অরুচি, কাশ, কর্ণক্ষেড় ও অন্ত্রকূজন এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রোগ জন্মিলে হস্তপাদ স্ফীত, কৃশ, গ্রন্থিতে বেদনা ও শিথিল ভাব, তৃষ্ণা, বমন, জ্বর, অরুচি, শুক্ত, তিক্ত ও অম্লরসের এবং রক্ত বা ধূম গন্ধের উদ্গার, মুখে জল উঠা, মুখ বিরস ও তমক এই সকল লক্ষণ হয়। গ্রহণীরোগ বায়ু-জন্য হইলে পায়ু, হৃদয়, পার্শ্ব, উদর ও মস্তকে শূল, পিত্তজন্য হইলে দাহ ও কফ জন্য হইলে দেহের গুরুতা এবং সান্নিপাতজ হইলে তিনটী লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নখ, পুরীষ, মূত্র, চক্ষু ও মুখে দোষের বর্ণ প্রকাশ পায়। হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, উদররোগ, গুল্ম, অর্শ ও প্লীহা এই সকল রোগের আশঙ্কা হয়। ঊর্দ্ধাধোভাগে সংশোধন করিয়া দোষানুসারে অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্যযোগে পেয় প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিবে। পরে পাচন, সংগ্রাহক ও অগ্নিকর দ্রব্য বা ত্রিবিধ সুরা, অরিষ্ট, স্নেহ, মূত্র বা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। এই সকল দ্রব্য ঘোলের সহিত পান করা যাইতে পারে। কেবল ঘোল খাইলেও গ্রহণীর প্রতীকার হয়। কৃমি, গুল্ম, উদররোগ বা অর্শনাশক ঔষধও গ্রহণী রোগে প্রযোজ্য। হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ বা প্লীহানাশক ঘৃত অথবা পিপ্পল্যাদিগণ ও আমরুল রসের সহিত পক্ব ঘৃত সেবনীয়। চতুর্গুণ দধিতে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে গ্রহণী ভাল হয়। গ্রহণীরোগে অগ্নিকর ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে দোষের চিকিৎসাপ্রণালী অনুসারে সেই সকল উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে, কিন্তু যে ঔষধ অতিসারে প্রয়োগ করা অনুচিত, সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৪০ অঃ)

ইহা ছাড়া গ্রহণীরোগে লঘুলাইচূর্ণ, বৃহল্লাইচূর্ণ, জাতীফলাদিচূর্ণ, চিত্রকাদিবটিকা, বিল্বপঞ্চ, বার্ত্তাকুগুটিকা, কল্যাণগুড়, মহাকল্যাণগুড় ও কুষ্মাণ্ড কল্যাণগুড় প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য। জ্বর না থাকিলে ঘোলে জল ও কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া প্রত্যহ খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

কাঁচা বেল পোড়াইয়া মিছরির গুঁড়া দিয়া খালি পেটে খাইলেও গ্রহণীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। রাত্রি জাগরণ, মৈথুন, স্নান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, নস্য, ধূমপান, পরিশ্রম, গোধূম, যব, কুষ্মাণ্ড, লাউ, মধু, তাম্বুল, ইক্ষু, আম, সুপারি, রশুন, দুধ, গুড়, কাঞ্জি প্রভৃতি অহিতকর। [অতিসার দেখ]।

গ্রহণীকপর্দ্দপোট্টলী, একপ্রকার ঔষধ: কড়িভস্ম, পারা, গন্ধক, লৌহ ও সোহাগা সমভাগে লইয়া সিদ্ধিরসে একদিন খল করিয়া চূর্ণে বেষ্টন করিবে। ইহার নাম গ্রহণীকপর্দ্দ, পোট্টলী, ইহা বাতজ গ্রহণীরোগে সেবনীয়। (রসেন্দ্রসার°)

গ্রহণীকপাট, ১ একপ্রকার ঔষধ। পারা, গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া আদার রসে ভিজাইবে। ইহাতে দ্বিগুণ কুড়চির ছাল ভস্মমিশ্রিত করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহার নাম গ্রহণীকপাট। ছাগদুগ্ধ, কুড়চির কাথ কিম্বা দধির সহিত ২ রতি হইতে সেবন করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি এবং ক্রমে হ্রাস করিবে। ইহাতে গ্রহণী প্রভৃতি রোগ ভাল হয়। (রসেন্দ্রসার°)

২ লৌহ, পারদ, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, সোহাগা প্রত্যেক ১২ তোলা, কড়িভস্ম ৪০ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, জম্বীর নেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী, গুল্ম, ক্ষয় কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগ ভাল হয়।

৩ পারা একভাগ, অভ্র দুইভাগ, গন্ধক তিনভাগ, কাকজঙ্ঘার রসে তিন দিন রাখিয়া জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও জম্বীর নেবু ইহাদের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া গন্ধকের তুল্য যবক্ষার ও সোহাগা দিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত পুটপাক

করিবে। পরে শুড়্চী, শিমূল ও ভাঙ্গ ইহাদের রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমিত বটী করিবে। ইহার নাম গ্রহণীকপাট। ইহা মরিচচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণীরোগের প্রতিকার হয়।

৪ রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ ও লৌহ প্রত্যেক এক ভাগ গন্ধক দুইভাগ ও পারা তিনভাগ কৎবেলের পাতার রসে মর্দ্দন করিবে, গাঢ় হইলে মৃগশৃঙ্গভস্মের সহিত মধ্যবিধ পুটে পাক করিবে। পরে বেড়েলার রসে সাতবার, অপামার্গের রসে তিনবার, লোধ, আতইচ, মুথা, ধাইফুল ও ইন্দ্রযবের কাথে তিন তিনবার ভাবনা দিয়া এক মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাও একপ্রকার গ্রহণীকপাট। ইহা অগ্নিদীপক। মরিচচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনে সকল প্রকার অতীসার ও গ্রহণী রোগনাশ হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

গ্রহণীকপাটরস, একপ্রকার ঔষধ। পারা, গন্ধক, জায়ফল লবঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, সূর্য্যাবর্ত্ত বেল, পাণফল পাতার রসে ভাবনা দিয়া সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। বিল্বপত্রের রস অনুপানে সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার, শোথ ও জ্বর ইত্যাদি রোগ বিনাশ হয়। (রসেন্দ্রসার°)

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা, গহননাথ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটী ঔষধ। পারা, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, শঙ্খ, হিঙ্গু, শঠী, তালিশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, ধাইফুল, আতইচ্, শুঁট, স্থুল-হরীতকী, কেলা, তেজপাতা, জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ, বালা, বেলশুঁট, মেথী, ভাঙ্গ, সমভাগে ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া দুই মাষা পরিমিত বটী করিবে। সেবনে নানাপ্রকার গ্রহণী, জ্বর, অতিসার, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা, হলীমক কণ্ডূ, কুষ্ঠ, বিসর্প, গুদভ্রংশ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ নাশ হয়। ইহা বলকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও রসায়ন। (রসেন্দ্রসারস°)

গ্রহণীদোষ (পুং) গ্রহণীজনিত দোষ।

গ্রহণীপ্রদোষ (পুং) গ্রহণীদোষ।

গ্রহণীয় (ত্রি) গ্রহ-অনীয়র্। যাহা গ্রহণ করা উচিত, গ্রহণের যোগ্য।

গ্রহণীরুজ্ (স্ত্রী) গ্রহণীরোগ।

গ্রহণীরোগ (পুং) স্বনামখ্যাত রোগ। [গ্রহণী দেখ।]

গ্রহণীবজ্রকপাট, গ্রহণীরোগের একপ্রকার ঔষধ। পারা, গন্ধক, যবক্ষার, সিদ্ধি, বচ, অভ্র ও সোহাগা, সমভাগ জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও জম্বীর নেবুর রসে তিন দিন পিষিয়া অগ্নির মৃদু সন্তাপে চারিদণ্ড স্বেদ দিবে। পরে ভাঙ্গ, শিমূল ও জয়ন্তীর রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া ২।০ মাষা পরিমিত বটী করিবে। ইহাকে গ্রহণীবজ্রকপাট বলে। মধু অনুপানে সেবন করিলে গ্রহণীরোগ ভাল হয়। (রসেন্দ্রসার°)

গ্রহণীশার্দ্দূলরস, রুদ্রদেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একপ্রকার ঔষধ। দুই তোলা পারা ও দুই তোলা গন্ধক কজ্জলী করিয়া সোণা ১৬ ভাগ, লবঙ্গ, নিমপাতা, জৈত্রী, ছোট এলাচ প্রত্যেক দুইতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য ঝিনুকে ভরিয়া পুট দিবে। পাঁচ রতি মাত্রায় সেবনে সূতিকা, গ্রহণী, অর্শ, কাশ, শ্বাস, অতিসার ও আমশূল প্রভৃতি রোগের প্রতীকার হয়। ইহা দীপন, বলবীর্য্য ও পুষ্টিকারক। (রসেন্দ্রসার°)

গ্রহণীহর (ক্লী) গ্রহণীং হরতি হৃ-অচ্। ১ লবঙ্গ। (শব্দচন্দ্রিকা) (ত্রি) ২ গ্রহণীনাশক, যাহাতে গ্রহণী নাশ হয়।

গ্রহতা (স্ত্রী) গ্রহস্য ভাবঃ গ্রহ তল্-টাপ্। গ্রহের ভাব, গ্রহের ধর্ম্ম। "প্রাণৈরপরিত্যক্তং গ্রহতাং যাতং বয়স্তোকে।" (বৃহৎস° ৫।১)

গ্রহদক্ষিণা (পুং) গ্রহাণাং গ্রহোদ্দেশেন দেয়া দক্ষিণা ৬তৎ। গ্রহযজ্ঞে দেয় দক্ষিণা। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহদান (ক্লী) গ্রহাণাং দানং ৬তৎ। ১ গ্রহোদ্দেশে দান ২ গ্রহোদ্দেশে যে যে দ্রব্য দান করিতে হয়। [গ্রহবিপ্র দেখ]

গ্রহদৃষ্টি (স্ত্রী) গ্রহাণাং দৃষ্টিঃ ৬তৎ। গ্রহগণ যে স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা হইতে স্থানান্তরে তাহাদের দৃষ্টি থাকে। এই দৃষ্টি চারিপ্রকার—পূর্ণ, ত্রিপাদ, অর্দ্ধ ও একপাদ। গ্রহগণের দৃষ্টি অনুসারে ফলাফলের ভেদ ঘটিয়া থাকে। শুভগ্রহের সংপূর্ণ দৃষ্টি থাকিলে শুভফল এবং অশুভ গ্রহের সংপূর্ণ দৃষ্টি থাকিলে অশুভফল হয়। দৃষ্টির হীনতায় যথাক্রমে ফলেরও হ্রাস হয়। কোন গ্রহের কোন স্থানে কিরূপ দৃষ্টি তাহা সহজে জানিবার জন্য নিম্নে গ্রহদৃষ্টিচক্র অঙ্কিত হইল। যে স্থানে গ্রহ অবস্থিতি করে, তাহাকে ১মস্থান এবং তৎপরবর্ত্তী রাশিদিগকে ক্রমে দ্বিতীয়াদি স্থান জানিবে। পূর্ণ দৃষ্টির সংখ্যা ৬০, ত্রিপাদ দৃষ্টির ৪৫, অর্দ্ধদৃষ্টির ৩০ এবং একপাদ দৃষ্টির সংখ্যা ১৫। গ্রহদৃষ্টিচক্রে যে দৃষ্টি লিখিত হইল, ইহা সাধারণ কার্য্যের উপযোগী। (১)

(১) "দশমে তৃতীয়ে চৈব পাদদৃষ্টিরুদাহৃতা।
অর্দ্ধদৃষ্টিশ্চ নবমে পঞ্চমে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চতুর্থে অষ্টমে চৈব পাদোনা পরিকীর্ত্তিতা।
সপ্তমে পরিপূর্ণা চ ফলমেবং প্রকল্পয়েৎ।
তৃতীয় দশমা বার্কিঃ পশ্যন্ পূর্ণফলপ্রদঃ।
ত্রিকোণপাদ্ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টমপাদ্ কুজঃ।
সুতকুবনমবাস্ত্যো পূর্ণদৃষ্টঃ স্মরারে-
র্দ্দ্বিসলদশমরাশৌ দৃষ্টিপাদত্রয়ার্হঃ।
সহজরিপুচতুর্থে ষষ্ঠবে চার্দ্ধদৃষ্টিঃ
স্থিতিভবমপাভ্যাং নৈব দৃষ্টং হি রাহোঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব।)

(ক) গ্রহদৃষ্টি চক্র।

স্থান	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রাহু
১ম	০	০	০	০	০	০	০	০
২য়	০	০	০	০	০	০	০	৪৫
৩য়	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	৬০	৩০
৪র্থ	৪৫	৪৫	৬০	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৩০
৫ম	৩০	৩০	৩০	৩০	৬০	৩০	৩০	৬০
৬ষ্ঠ	০	০	০	০	০	০	০	৩০
৭ম	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
৮ম	৪৫	৪৫	৬০	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৩০
৯ম	৩০	৩০	৩০	৩০	৬০	৩০	৩০	৬০
১০	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	৬০	৪৫
১১শ	০	০	০	০	০	০	০	০
১২শ	০	০	০	০	০	০	০	৬০

নীলকণ্ঠজাতকে বর্ষ প্রবেশকালে গ্রহগণের অন্যপ্রকার দৃষ্টির উল্লেখ আছে। তদনুসারে নিম্নে (খ) চিহ্নিত গ্রহদৃষ্টি-চক্র অঙ্কিত করা হইল। ইহার অপর নিয়ম (ক) চিহ্নিত

(খ) গ্রহদৃষ্টি চক্র।

গ্রহের স্থান	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
১ম	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
	০	০	০	০	০	০	০
৩য়	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০
৪র্থ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৫ম	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫
৬ষ্ঠ	০	০	০	০	০	০	০
৭ম	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
৮ম	০	০	০	০	০	০	০
৯ম	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫
১০ম	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১১শ	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১২শ	০	০	০	০	০	০	১০

গ্রহদৃষ্টিচক্রের সমান। বর্ষপ্রবেশে (খ) চিহ্নিত চক্রানুসারে গ্রহের দৃষ্টি লইয়া ফলাফল নিরূপণ করিতে হয়। [অপর বিবরণ বর্ষপ্রবেশ ও কোষ্ঠি প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নীলকণ্ঠজাতকের মতে বর্ষপ্রবেশকালে সাতটী গ্রহের দৃষ্টিরই তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই কারণে (খ) চিহ্নিত চক্রে সাতটী গ্রহের উল্লেখ করা হইল।

গ্রহদেবতা (স্ত্রী) গ্রহাণাং দেবতা ৬তৎ। গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র প্রভৃতি। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।] গ্রহাধিদেবতা প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গ্রহদ্রুম (পুং) গ্রহনাশকো দ্রুমঃ মধ্যলো°। শাকবৃক্ষ। (রাজনি°)

গ্রহধূপ (পুং) গ্রহাণাং ধূপঃ ৬তৎ। গ্রহোদ্দেশে প্রদেয় ধূপবিশেষ। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহনায়ক (পুং) গ্রহাণাং নায়কঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ শনি। ৩ অর্কবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

গ্রহনাশ (পুং) গ্রহং মলবন্ধং নাশয়তি নশ-ণিচ্-অণ্ উপসং। শাকবৃক্ষ। (শব্দরত্ন°)

গ্রহনাশন (পুং) গ্রহং মলবন্ধং নাশয়তি নশ-ণিচ্ উপসং। শাকবৃক্ষ। (রত্নমা°)

গ্রহনেমি (পুং) গ্রহাণাং গ্রহকক্ষাণাং নেমিরিব। চন্দ্র। (শব্দরত্না°) চন্দ্র গ্রহকক্ষার নেমিরূপে স্থিত বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে।

গ্রহপতি (পুং) গ্রহস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ চন্দ্র। "তস্য বিস্তীর্য্যতে রাজ্যং জ্যোৎস্না গ্রহপতেরিব।" (ভারত ১২।১৬৮।২৫)

৪ গৃহস্বামী। (ভারত ১৩।৮৫।১১৭)

গ্রহপীড়া (স্ত্রী) গ্রহজন্যা পীড়া মধ্যলো°। অশুভ গ্রহ শারীরিক বা মানসিক যাতনা উৎপাদন করে তাহার নাম গ্রহপীড়া।

গ্রহপীড়ন (ক্লী) গ্রহস্য পীড়নং ৬তৎ। গ্রহপীড়া।

গ্রহপুষ (পুং) গ্রহান্ চন্দ্রাদীন্ পুষ্ণাতি স্বতেজসা গ্রহ-পুষ-ক। সূর্য্য। (হেম°)

গ্রহপূজা (স্ত্রী) গ্রহস্য পূজা ৬তৎ। গ্রহদিগের অর্চ্চনা।

গ্রহপ্রত্যধিদৈবত (ক্লী) গ্রহাণাং প্রত্যধিদৈবতং ৬তৎ। গ্রহগণের অধিপতি দেবতা।

গ্রহবল (ক্লী) গ্রহস্য বলং ৬তৎ। গ্রহের বল, সামর্থ্য, কার্য্য-দক্ষতা। বৃহজ্জাতকের মতে গ্রহদিগের বল চারিপ্রকার— স্থানবল, দিক্‌বল, চেষ্টাবল ও কালবল। গ্রহগণ স্বীয় স্বীয় উচ্চ, নবাংশ, ত্রিকোণ বা মিত্রগৃহে অথবা নিজ স্থানে অবস্থিত হইলে বলবান্ হয়, ইহার নাম স্থানবল। পূর্ব্ব

দিকে অর্থাৎ লগ্নে বুধ ও বৃহস্পতি, দক্ষিণ অর্থাৎ দশমস্থানে রবি ও মঙ্গল, পশ্চিমে বা সপ্তম রাশিতে শনি, উত্তরে চতুর্থ রাশিতে শুক্র ও চন্দ্র অবস্থিত হইলে বলবান্ হয়। ইহার নাম দিক্‌বল। যে গ্রহ যে রাশিতে থাকিলে বলবান্ হয় সেই গ্রহ সেই রাশি হইতে গণনায় সপ্তমরাশিতে থাকিলে একেবারে বলশূন্য হইয়া পড়ে। মধ্যে অনুপাতানুসারে বল নিরূপণ করিবে।

মকরাদি ৬টী রাশিকে উত্তরায়ণ ও কর্কটাদি ৬ রাশিকে দক্ষিণায়ন বলে। রবি ও চন্দ্র উত্তরায়ণে থাকিলে বলবান্ এবং মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, ও শুক্র ও শনি বক্রগামী বা চন্দ্রের সহিত মিলিত থাকিলে বলবান্ হইয়া থাকে। ইহার নাম চেষ্টা। যুদ্ধে জয়ী গ্রহও বলবান্ হয়। [গ্রহযুদ্ধ দেখ।]

চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি রাত্রিকালে, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও শুক্র দিনে এবং বুধ দিন ও রাত্রি উভয় সময়েই বলবান্। পাপগ্রহ কৃষ্ণপক্ষে ও শুভগ্রহ শুক্লপক্ষে বলশালী হয়। যে গ্রহ যে বৎসর যে মাস যে দিন এবং যে হোরার অধিপতি, সেই বৎসরে সে মাসে সেই দিনে ও সেই হোরায় তাহাকে বলবান্ জানিবে। ইহার নাম কালবল। বৃহজ্জাতকের মতে শনি সকল গ্রহ অপেক্ষা হীনবল। শনি হইতে মঙ্গল বলবান্। মঙ্গল হইতে বুধ, বুধ হইতে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি অপেক্ষা শুক্র, শুক্র অপেক্ষা চন্দ্র এবং চন্দ্র হইতে সূর্য্য বলবান্। লঘুজাতকের মতে, ইহাই গ্রহগণের নৈসর্গিক বল। [বলানুসারে গ্রহগণের ফলের তারতম্য ভাবফল প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য]

গ্রহবলি (পুং) গ্রহাণাং বলিঃ ৬তৎ। গ্রহগণের পূজোপহার, গ্রহযজ্ঞে গ্রহ উদ্দেশে দেয় গুড়োদনাদি। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহভক্তি (স্ত্রী) গ্রহাণাং ভক্তির্ভাগঃ ৬তৎ। গ্রহের ভাগ অংশ বা অধিকার। খগোলাবস্থিত গ্রহগণ অংশক্রমে সমস্ত দেশ, দ্রব্য ও পুরুষ প্রভৃতিকে ভোগ করে। যাহা যে গ্রহের ভোগ্য তাহাকে সেই গ্রহের ভক্তি বলে। বৃহৎসংহিতায় গ্রহভক্তি এইরূপ লিখিত আছে—

সূর্য্যগ্রহের ভক্তি—নর্ম্মদার পূর্ব্বার্দ্ধ, শোণ, ওড়, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ, বাহ্লিক, শক, যবন, মগধ, শবর, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, চীন, কাম্বোজ, মেকল, কিরাত, বিটক, পর্ব্বতের মধ্য ও বহির্ভাগে অবস্থিত পুলিন্দ, দ্রবিড়ের পূর্ব্বার্দ্ধ, যমুনার দক্ষিণকূল, চম্পা, উদুম্বর, কৌশাম্বী, চেদি, বিন্ধ্যাটবী, পুণ্ড্র, গোলাঙ্গুল, শ্রীপর্ব্বত, বর্দ্ধমান ও ইক্ষুমতী এই সকল দেশ, তস্কর, পারত, কান্তার, গোপ, বীজ, তুষ, ধান্য, কটুক বৃক্ষ, কনক, অগ্নি, বিষ, ঔষধ, সমর, শূর, বৈদ্য, চতুষ্পদ, কৃষিকর, নৃপ, হিংস্র, পথঘাতক, চৌর, কৃষ্ণসর্প এবং যশোযুক্ত তীক্ষ্ণ আরণ্য দ্রব্য এই সমস্তের অধিপতি সূর্য্য।

চন্দ্রের ভক্তি—গিরি, সলিল, দুর্গ, কোশল, মরুকচ্ছ, সমুদ্র, রোমক, তুষার, বনবাসী, তঙ্গণ, হূণ, স্ত্রীরাজ্য, মহার্ণবদ্বীপ, মধুররস, কুসুম, ফল, লবণ, মণি, শঙ্খ, মৌক্তিক, পদ্ম, শালি, যব, ওষধি গোধূম, সোমপ, রাজার বশীভূত ব্রাহ্মণগণ, শ্বেতঘোটক, রতিকরী যুবতী, চমূপতি, ভোগ্য বস্ত্র, শৃঙ্গযুক্তপশু, নিশাচর, কর্ষক ও যজ্ঞবিদ্ এই সকল চন্দ্রের ভোগ্য।

মঙ্গলের ভক্তি—শোণ, নর্ম্মদা ও ভীমরথীর পশ্চিমার্দ্ধে অবস্থিত রাজ্য; নির্বিন্ধ্যা, বেত্রবতী, গোদাবরী, শিপ্রা, বেণ্বা, মন্দাকিনী, পয়োষ্ণী, মহানদী, সিন্ধু, মালতী ও পারা প্রভৃতি নদী, উত্তরপাণ্ড্য, মহেন্দ্রাদ্রি, বিন্ধ্য, মলয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান, চোল, দ্রবিড়, বিদেহ, অন্ধ্র, অশ্মক, ভাসাপুর, কোঙ্কণ, ঋষিক, কুন্তল, কেরল, দণ্ডক, কান্তিপুর, ম্লেচ্ছ, সঙ্কর, নাসিক, ভোগবর্দ্ধন, বিরাট, বিন্ধ্যাদ্রিপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সকল, তাপী ও গোমতী নদীর সুমিষ্ট জলপায়ী মানবগণ, নগরবাসী, কৃষিকর, পারত, হুতাশনাজীবী, শস্ত্রাজীবী, অরণ্যচর, দুর্গ, কুদ্রনগর, ঘাতক, গর্ব্বিত, নরপতি, কুমার, হস্তী, দাম্ভিক, বালক, পশুপালক, রক্তফল ও কুসুম, বিক্রম, চমূপালক, গুড়, মদ, কোষাগার, অগ্নিহোত্রী, ধাতুর আকর, জৈন ভিক্ষু, চৌর, শঠ, দীর্ঘবৈর এবং বহুভোজী, ইহাদের অধিপতি মঙ্গল।

বুধের ভক্তি—লৌহিত্য ও সিন্ধুনদ, সরযূ, গম্ভীরিকা, রথাহ্বা, গঙ্গা ও কৌশিকী প্রভৃতি নদী, কাম্বোজ, বৈদেহ মথুরার পূর্ব্বার্দ্ধ, হিমালয়, গোমন্ত ও চিত্রকূটস্থ সকল রাজ্য, সৌরাষ্ট্র, সেতু, জলমার্গ, পণ্য, বিল ও পর্ব্বতস্থ প্রাণীগণ, কূপ, যন্ত্র, গান, লেখনীয় দ্রব্য, মণি, অঙ্গরাগ, গন্ধযুক্তিবিৎ পণ্ডিত, চিত্রকর, শাব্দিক, গণিতজ্ঞ, প্রসাধক, আয়ুষ্কর, শিল্পশাস্ত্রাভিজ্ঞ, চর, মায়াবী, শিশু, কবি, শঠ, সূচক, অভিচাররত, দূত, নপুংসক, হাস্যজ্ঞ, ভূততন্ত্র, ইন্দ্রজালজ্ঞ, রক্ষক, নট, নর্ত্তক, ঘৃত, তৈল, স্নেহবীজ, তিক্ত, ব্রতচারী, রসায়নকুশল ও অশ্বতর, এই সকলের অধিপতি বুধ।

বৃহস্পতির ভক্তি—সিন্ধুনদের পূর্ব্বভাগ, মথুরার পশ্চাদর্দ্ধ, ভরত, সৌবীর, স্রুঘ্নের উত্তরদিক্, বিপাশা ও শতদ্রুনদী, রামঠ, সাব, ত্রৈগর্ত্ত, পৌরব, অম্বষ্ঠ, পারত, বাটধান, যৌধেয়, সারস্বত, আর্জ্জুনায়ন এবং মৎস্যদেশের অর্দ্ধভাগস্থ গ্রাম ও সমস্ত রাজ্য, হস্তী, অশ্ব, পুরোহিত, রাজা, মন্ত্রী, মাঙ্গল্য ও পৌষ্টিক কার্য্যে আসক্ত ব্যক্তি, কারুণ্য, সত্য, শৌচ, ব্রত, বিদ্যা,

দান ও ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত ব্যক্তি, পৌর, ধনশালী, শাব্দিক, বৈদিক, অভিচার ও নীতিজ্ঞ, ছত্র, ধ্বজ, ও চামর প্রভৃতি উপকরণ, শৈলজ, মাংসী, তগর, কুড়, পারদ, সৈন্ধব, লতাজাত দ্রব্য, মধুররস, মোম এবং চোয়ক নামক গন্ধদ্রব্য এই সকলের অধিপতি বৃহস্পতি।

শুক্রের ভক্তি—তক্ষশিলা, মার্ত্তিকাবত, বহুগিরি, গান্ধার, পুষ্কলাবত, প্রস্থল, মালব, কৈকয়, দশার্ণ, উশীনর ও শিবিদেশ, বিতস্তা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগানদীর জলপায়ী মানবগণ, রথ, কুঞ্জর, রজতাকর, মাহুত, ধনুর্দ্ধারী, সুরভীকুসুম, অনুলেপন, মণিবস্ত্রাদিবিভূষণ, পদ্ম, শয্যা, নবীন, যুবতী, সুসিদ্ধ অন্ন ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্যভোজনকারী, উদ্যান, সলিল, কামুক, যশ, সুখ, ঔদার্য্য ও রূপসম্পন্ন, বিদ্বান্, অমাত্য, বণিক্, কুম্ভকার, চিত্রাণ্ডজ, হরীতকী, বিভীতকী, কৌশেয়, পট্টজ, কম্বল, পত্র, ঔর্ণিক, লোধ্রপত্র, চোর, জাতীফল, অগুরু, বচ, পিপ্পলী, এবং চন্দন এই সমস্তের অধিপতি শুক্র।

শনির ভক্তি—আনর্ত্ত, অর্ব্বুদ, পুষ্কর, সৌরাষ্ট্র, আভীর, শূদ্র, রৈবতক, যে দেশে সরস্বতী নদী অদৃশ্য, পশ্চিমদেশ, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, বিদিশা, বেদস্মৃতি, তটজ, দ্রব্য, খল, মলিন, নীচ, তৈলিক, বিহীনসত্ত্ব, উপহতপুংস্ত্ব, বন্ধনকারী, ব্যাধ, অশুচি, কৈবর্ত্ত, বিরূপ, বৃদ্ধ, শৌকরিক, গণপূজ্য, স্খলিতব্রত, শবর, পুলিন্দ, দরিদ্র, কটু, তিক্ত, রসায়ন, বিধবাযোষিৎ, ভুজগ, তস্কর, মহিষী, খর, করভ, চণক, বাতুল এবং নিষ্পাবদ্রব্য এই সকলের অধিপতি শনি।

রাহুর ভক্তি—পর্ব্বতের, শিখর, কন্দর, গুহাবাসী, ম্লেচ্ছ জাতি, শূদ্রগণ, গোমায়ুভক্ষ্য, শূলিক, বোক্কাণ, অশ্বমুখ, বিকলাঙ্গ, কুলাঙ্গার, হিংস্র, কৃতঘ্ন, চৌর; সত্য, শৌচ ও দানবর্জ্জিত, খরচর, মল্লযুদ্ধকারী, তীব্ররোষযুক্ত, নীচ, উপহত, দাম্ভিক, রাক্ষস, নিদ্রালু, ধর্ম্মহীন, মাষকলাই এবং তিল ইহাদের অধিপতি রাহু।

কেতুর ভক্তি—গিরিদুর্গ, পহ্লব, শ্বেতহূণ, চোল, অবগান, মরু, চীন, প্রত্যন্তদেশ, ধনী, উদারস্বভাব, ব্যবসায়ী, পরাক্রমযুক্ত, পরদাররত, বিবাদপ্রিয়, মদগর্ব্বিত, মূর্খ ও অধার্ম্মিক বিজয়াভিলাষী ইহাদের অধিপতি কেতু।

যে গ্রহ প্রকৃতিস্থ নির্ঘাত এবং নির্ঘাত উল্কা রজঃ বা গ্রহ মর্দ্দন দ্বারা হত না হয়, স্বভবনগত স্বোচ্চস্থিত ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া উদিত হয়, সেই গ্রহকে যে সকলের অধিপতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল হয়। ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। (বৃহৎস° ১৬ অঃ)

গ্রহভীতিজিৎ (পুং) গ্রহভীতিং জয়তি জি-ক্বিপ্। গন্ধদ্রব্য বিশেষ, চিড়া।

গ্রহভোজন (ক্লী) গ্রহাণাং ভোজনং ৬তৎ। গ্রহ উদ্দেশে দেয় বলি, গুড় ওদন প্রভৃতি। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহমণ্ডল (ক্লী) গ্রহাণাং মণ্ডলং ৬তৎ। ১ গ্রহসমূহ। ২ গ্রহ পূজার জন্য অষ্টদল পদ্মাকার স্থানভেদ। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহমৈত্র (ক্লী) গ্রহয়োর্দম্পত্যো রাশ্যধিপয়োর্মৈত্রং ৬তৎ। বর ও কন্যার রাশ্যধিপতিগ্রহের মিত্রতা। বিবাহে ইহার বিচার করিতে হয়। [বিবাহ দেখ।]

গ্রহযজ্ঞ (পুং) গ্রহাণাং যজ্ঞঃ ৬তৎ। শান্তি ও পুষ্টি প্রভৃতি কামনায় গ্রহের উদ্দেশে কর্ত্তব্য যজ্ঞ। ইহার আরম্ভকাল প্রভৃতি সংস্কারতত্ত্বে লিখিত আছে। দীপিকার মতে শুভগ্রহের বারে কিম্বা রবিবারে চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে, শুভরাশিতে এবং বিলগ্নে শুভ হইলে শান্তিক ও পৌষ্টিক গ্রহযাগ করিবে। জন্মলগ্নে এবং গোচরে যে সকল গ্রহ অশুভসূচক হয়, গ্রহযাগে তাহাদিগকেই অর্চনা করা উচিত। ভাবী অমঙ্গল নিবারণই গ্রহযজ্ঞের উদ্দেশ্য। শান্তির জন্য গ্রহযাগের অনুষ্ঠান করিলে কালাকাল বিচারের আবশ্যক হয় না। মলমাস প্রভৃতি কালেও করিতে পারে, কিন্তু পৌষ্টিক গ্রহযাগ শুভকালে করিতে হয়।

প্রয়োগ।—যে দিনে গ্রহযাগ করিতে হইবে, সে দিনে যজমান সর্ব্বপ্রথমে স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া গোময়লিপ্ত পরিষ্কৃত স্থানে কুশাসনে উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। পরে স্বস্তিবাচন করিবে। ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণে শ্বেতসর্ষপ বিস্তীর্ণ করিয়া বিঘ্নকারী অসুর প্রভৃতিকে দূর করিবে। ইহার পরে গণাধিপ ও ষোড়শ মাতৃকার পূজা, বসোধারা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। যজমান স্বয়ং অশক্ত হইলে ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধিরূপে বরণ করিতে পারেন। মণ্ডপের উত্তরপূর্ব্বভাগে ২৪ আঙ্গুল বা একহাত বিস্তৃত, ১২ আঙ্গুল বা আধ হাত উচ্চ একটী বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়। বেদীর মধ্যভাগে রক্তচন্দনাদি দ্বারা বর্ত্তুলাকার সূর্য্য, অগ্নিকোণে শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি চন্দ্র, দক্ষিণদিকে ত্রিকোণ রক্তবর্ণ মঙ্গল, ঈশান কোণে পীতবর্ণ চাপাকৃতি বুধ, উত্তরদিকে পীতবর্ণ পদ্মাকার বৃহস্পতি, পূর্ব্বদিকে শ্বেতবর্ণ চতুষ্কোণ শুক্র, পশ্চিমে কৃষ্ণবর্ণ সর্পাকৃতি শনি, নৈঋতকোণে কৃষ্ণবর্ণ মকরাকৃতি রাহু এবং বায়ুকোণে খড়্গাকার ধূম্রবর্ণ কেতু চিহ্নিত করিবে। নিজ গৃহ্যসম্মত বিধি অনুসারে অগ্নিস্থাপন হইতে ব্রহ্মস্থাপন পর্য্যন্ত

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গ্রহগণের ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক যথোক্ত গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা গ্রহের পূজা করিবে।

গন্ধ—সূর্য্যের রক্তচন্দন, চন্দ্রের শ্বেতচন্দন, মঙ্গলের কুঙ্কুম, বুধের সরল কাষ্ঠ, বৃহস্পতির সমভাগে মিশ্রিত রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম ও সরল কাষ্ঠ, শুক্রের শ্বেতচন্দন, শনির কস্তুরী এবং রাহু ও কেতুর পদ্মকাষ্ঠ।

ধূপ—সূর্য্যের গুগ্‌গুল, চন্দ্রের সরল কাষ্ঠ, মঙ্গলের দেবদারু, বৃহস্পতির দশাঙ্গ, শুক্রের অগুরু, শনির কালাগুরু, রাহুর গুড়ত্বক্‌ এবং কেতুর মধুমিশ্রিত গুড়ত্বক্‌। গ্রহপূজার পরে গ্রহের অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার পূজা করিয়া গ্রহদিগকে বলিপ্রদান করিবে।

বলি—সূর্য্যের গুড়ৌদন, চন্দ্রের ঘৃতপায়স, মঙ্গলের পক্ব যবচূর্ণের যাবক, বুধের ক্ষীরান্ন, বৃহস্পতির দধ্যোদন, শুক্রের ঘৃতৌদন, শনির যব ও তিলতণ্ডুলের খিচড়ী, রাহুর ছাগমাংস এবং কেতুর অজাক্ষীরের সহিত সিদ্ধ অজকর্ণরক্ত মিশ্রিত যব ও তিলতণ্ডুল।

ইহার পরে চরুপাক করিয়া কুশণ্ডিকা সমাপনপূর্ব্বক রবি প্রভৃতি গ্রহের চরুহোম করিবে। যথাশক্তি জপ এবং মধু ও ঘৃতযুক্ত সমিধে হোম করিতে হয়।

সমিধ—সূর্য্যের আকন্দ, চন্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির, বুধের অপামার্গ, বৃহস্পতির পিপ্পল, শুক্রের উডুম্বর, শনির শমী, রাহুর দূর্ব্বা ও কেতুর কুশা। (গ্রহযাগতত্ত্ব।)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে গ্রহবেদির পূর্ব্বোত্তর কোণে একটী পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিয়া তাহাকে দধি, অক্ষত, আম্রপল্লব, ফল, বস্ত্রযুগল, পঞ্চরত্ন ও পঞ্চ ভঙ্গদ্বারা সুশোভিত করিয়া তাহাতে গজ, অশ্ব, রথ্যা, বল্মীক, সঙ্গম ও গোষ্ঠের মৃত্তিকা এবং যজমানের স্নানের নিমিত্ত সর্ব্বৌষধি নিক্ষেপ করিতে হয়।

গ্রহের অধিদেবতা—সূর্য্যের ঈশ্বর, চন্দ্রের উমা, মঙ্গলের স্কন্দ, বুধের হরি, বৃহস্পতির ব্রহ্মা, শুক্রের ইন্দ্র, শনির যম, রাহুর কাল ও কেতুর চিত্রগুপ্ত।

গ্রহের প্রত্যধিদেবতা—সূর্য্যের অগ্নি, চন্দ্রের জল, মঙ্গলের ক্ষিতি, বুধের বিষ্ণু, বৃহস্পতির ইন্দ্র, শুক্রের ঐন্দ্রী, শনির প্রজাপতি, রাহুর সর্প ও কেতুর ব্রহ্মা। (মৎস্যপু° ৯৩ অঃ)

গ্রহের ধ্যান—মৎস্যপুরাণ ও গ্রহযাগতত্ত্বের মতে—

সূর্য্যের ধ্যান—

"কলিঙ্গং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্‌।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্‌।
শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতম্‌॥"

চন্দ্রের ধ্যান—

"সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্‌।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্‌॥
দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্‌।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাগ্নমাহ্বয়েৎ তথা॥"

মঙ্গলের ধ্যান—

"আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্‌।
আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্‌॥
দক্ষিণোর্দ্ধক্রমাচ্ছক্তিবরাভয়গদাকরম্‌।
আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ।
স্কন্দাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্‌॥"

বুধের ধ্যান—

"মাগধং ত্র্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্‌।
বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্ম গদাবরদখড়্গিনম্‌॥
সূর্য্যাগ্নং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ।
নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্‌॥"

বৃহস্পতির ধ্যান—

"দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্‌।
ধ্যাত্বা পীতাম্বরং জীবং সুপদ্মস্থং চতুর্ভুজম্‌॥
দক্ষোর্দ্ধদণ্ডবরদকরকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ।
ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্য্যাগ্নমিন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্‌॥"

শুক্রের ধ্যান—

"শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্‌।
পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্‌॥
সদাক্ষবরকরকা-দণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্‌।
শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ শচী-প্রত্যধিদৈবতম্‌॥"

শনির ধ্যান—

"সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্‌।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্‌।
তদ্বাণবরশূলধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ।
যমাধিদৈবতং প্রজাপতি-প্রত্যধিদৈবতম্‌॥"

রাহুর ধ্যান—

"রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্‌।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ॥
চতুর্বাহুং খড়্গবরশূলচর্ম্মকরস্তথা।
কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্যং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্‌॥"

কেতুর ধ্যান—

"কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্‌।
ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েদ্বিকৃতাননম্‌॥

সূর্য্যাভং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা
চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মপ্রত্যধিদৈবতম্ ॥”
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে গ্রহের অধিদেবতা ও প্রত্যাধিদেবতার ধ্যান লিখিত আছে। জানিতে হইলে তদ্‌গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গ্রহের দক্ষিণা—সূর্য্যের দক্ষিণা কপিলাধেনু। দানমন্ত্র—
“কপিলে সর্ব্বভূতানাং পূজনীয়াসি রোহিণী।
সর্ব্বদেবময়ী যস্মাদতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥”
চন্দ্রের দক্ষিণা শঙ্খ। দানমন্ত্র যথা—
“পুণ্যস্ত্বং শঙ্খ! পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
বিষ্ণুনা বিধৃতশ্চাসি তস্মাৎ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥”
মঙ্গলের দক্ষিণা রক্তবর্ণ ভারবাহী বৃষ। দানমন্ত্র—
“ধর্ম্মস্ত্বং বৃষরূপেণ জগদানন্দকারক।
অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥”
বুধের দক্ষিণা স্বর্ণ। দানমন্ত্র—
“হিরণ্যগর্ভগর্ভস্থং হেমবীজং বিভাবসোঃ।
অনন্তপুণ্যফলদমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥”
বৃহস্পতির দক্ষিণা পীতবস্ত্র। দানমন্ত্র—
“পীতবস্ত্রযুগং যস্মাদ্ বাসুদেবস্য বল্লভম্।
প্রদানাত্তস্য মে বিষ্ণো অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥”
শুক্রের দক্ষিণা অশ্ব। দানমন্ত্র—
“বিষ্ণুস্ত্বমশ্বরূপেণ যস্মাদমৃতসম্ভবঃ।
চন্দ্রার্কবাহনো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥”
শনির দক্ষিণা ধেনু। দানমন্ত্র—
“যস্মাদ ত্বং পৃথিবী সর্ব্বা ধেনুঃ কেশব সন্নিভা।
সর্ব্বপাপহরা নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥”
রাহুর দক্ষিণা অয়স। দানমন্ত্র—
“যস্মাদায়সকর্ম্মাণি তবাধীনানি সর্ব্বদা।
লাঙ্গলাদ্যায়ুধাদীনি তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥”
কেতুর দক্ষিণা ছাগ। দানমন্ত্র—
“যস্মাত্ত্বং সর্ব্বযজ্ঞানাং সঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতঃ।
যানং বিভাবসো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥”

গ্রহদিগের সন্তোষের জন্য গো, শয্যা ও ভূমিদান করিবার বিধান আছে। সকল প্রকার গ্রহযাগেই অযুত হোম করিতে হয়। সকল অভীষ্ট পূরণ কামনায় লক্ষ জপ করিতে হয়।

গ্রহযজ্ঞ শেষ হইলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত পূর্ণকুম্ভ দ্বারা চারি ব্রাহ্মণ যজমানকে স্নান করাইবে। স্নানমন্ত্র—“সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নির্ঋতিস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথাশিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাস্তামবন্তু তে ॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মী ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টি কান্তিশ্চ মাতরঃ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ ॥
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবৌ সিতার্কজঃ।
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এবচ ॥
দেবপত্ন্যো দ্রুমানাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ॥
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।
সরিতঃ সাগরঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদানদাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥”

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে গ্রহগণের জন্মস্থান গোত্র, অগ্নি, বর্ণ ও মুখ প্রভৃতি না জানিয়া শান্তি করিলে গ্রহগণ অপমানিত হয়, এই কারণে কোন ফল হয় না। অতএব শান্তিকালে গ্রহের জন্মভূমি ও গোত্র প্রভৃতি জানা আবশ্যক। সহজে গ্রহের জন্মভূমি প্রভৃতি জানিবার উপায় নিম্নে লিখিত হইল—

নাম	সূর্য্য	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শুক্র	বৃহস্পতি	শনি	রাহু	কেতু
জন্মভূমি	কলিঙ্গ	যমুনা	অবন্তী	মগধ	সৈন্ধব	ভোজকট	সৌরাষ্ট্র	বর্ব্বরক	অন্তর্বেদী
গোত্র	কশ্যপ	অত্রি	ভরদ্বাজ	অত্রি	অঙ্গিরা	ভৃগু	কশ্যপ	পৈঠিনসি	জৈমিনি
অগ্নি	কপিল	পিঙ্গল	ধূমকেতু	জাঠর	শিখী	হাটক	মহাতেজা	হুতাশন	হুতাশন
বিপ্রাদিবর্ণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	বিপ্র	বিপ্র	শূদ্র	শূদ্র	শূদ্র
বর্ণ (রূপ)	রক্ত	শুক্ল	রক্ত	পীত	পীত	শুক্ল	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	চিত্র
মণ্ডলে স্থান,	মধ্য	পূর্ব্বদক্ষিণ	দক্ষিণ	পূর্ব্বোত্তর	উত্তর	পূর্ব্ব	পশ্চিম	দক্ষিণপশ্চিম	পশ্চিমোত্তর
দৃষ্টি	ঊর্দ্ধদৃষ্টি	অধোদৃষ্টি	দক্ষিণদৃষ্টি	বামদৃষ্টি	বামদৃষ্টি	ঊর্দ্ধদৃষ্টি	অধোদৃষ্টি	দক্ষিণদৃষ্টি	দক্ষিণদৃষ্টি

নাম	সূর্য্য	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শুক্র	বৃহস্পতি	শনি	রাহু	কেতু
আকার	বর্ত্তুল	অর্দ্ধচন্দ্র	ত্রিকোণ	চাপ	পদ্ম	চতুষ্কোণ	সর্প	মকর	খড়্গ
বাহন	সপ্তাশ্বরথ	দশাশ্বরথ	মেষ	সিংহ	হস্তী	ঘোটক	গৃধ্র	সিংহ	গৃধ্র
মূর্ত্তিদ্রব্য	তাম্র	স্ফটিক	শ্বেতচন্দন	স্বর্ণ	স্বর্ণ	রজত	লৌহ	সীস	কাংশু
গন্ধ	রক্তচন্দন	শ্বেতচন্দন	রক্তচন্দন	কুঙ্কুম	কুঙ্কুম	শ্বেতচন্দন	কস্তুরী	কস্তুরী	কস্তুরী
পুষ্প	করবীর	কুমুদ	জবা	চম্পক	পদ্ম	জাতি	মল্লিকা	কুন্দ	মল্লিকা
ধূপ	গুগ্গুল	ঘৃতাক্ত যক্ষধূপ	সর্জরসযুক্ত সিহ্লক	পীতাগুরু ও সিহ্লক	দশাঙ্গ	ঘৃতযুক্ত বিষাগুরু	পদ্মকাষ্ঠ	যক্ষধূপ	মধুযুক্ত গুড়ত্বক্
মতান্তরে ধূপ,	কুন্দুরক	ঘৃতাক্ষত	সর্জরস	পীতাগুরু	সিহ্লক	বিষাগুরু	গুগ্গুলু	লাক্ষা	লাক্ষা
ফল	দ্রাক্ষা	ইক্ষু	পূগ	নাগরঙ্গ	জম্বীর	বীজপূর	জাতিফল	নারিকেল	দাড়িম
বস্ত্র	রক্ত	শ্বেত	রক্ত	পীত	পীত	শ্বেত	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	চিত্র
রত্ন	মাণিক্য	মুক্তা	প্রবাল	গারুত্মত	পুষ্পরাগ	হীরক	নীলক	গোমেদ	বৈদূর্য্য
বলি	গুড়োদন	ঘৃতপায়স	যাবক	ক্ষীরষষ্টিক	দধ্যোদন	ঘৃতৌদন	কৃসর	অজমাংস	চিত্রান্ন
সমিধ্	অর্ক	পলাশ	খদির	অপামার্গ	অশ্বত্থ	উড়ুম্বর	শমী	দূর্ব্বাত্রয়	কুশত্রয়
দক্ষিণা	কপিলা ধেনু, শঙ্খ		রক্তবৃষ	স্বর্ণ	পীতবস্ত্র	শ্বেতাশ্ব	কৃষ্ণাধেনু	খড়্গ	ছাগ
জপসংখ্যা	৬০০০	১০০০০	৭০০০	১৭০০০	১৬০০০	২০০০০	১৯০০০	১৮০০০	৭০০০
অধিদেবতা	শিব	উমা	স্কন্দ	নারায়ণ	ব্রহ্মা	ইন্দ্র	যম	কাল	চিত্রগুপ্ত
প্রত্যধিদেবতা	অগ্নি	জল	ক্ষিতি	বিষ্ণু	ইন্দ্র	শচী	প্রজাপতি	সর্প	ব্রহ্মা

যজমানি অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে গ্রহযাগের অনুষ্ঠান, তাহার বেদ অনুসারে বৈদিক মন্ত্রদ্বারা গ্রহ, অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার হোম করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বেদ মন্ত্রের আদি ও কোন্ বেদের কোন্ স্থানে আছে, তাহার চিহ্ন নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সূর্য্যের হোমমন্ত্র। ঋক্—"আকৃষ্ণেণ রজসা।" ১।৩৫।২; যজুঃ—"আকৃষ্ণেণ রজসা" (বা°) ৯।৪০; সাম—"উদুত্যং জাত-বেদসং" ১।১।১।৩।১১; অথর্ব্ব—"বিষাসহিং সহমান°" ১৭।১।১।

চন্দ্রের হোমমন্ত্র। ঋক্—"আপ্যায়স্ব সমেতুতে" ১।৯১।১৬; যজুঃ—"ইমং দেবা অসপত্নং" (বা°) ৯।৪০; সাম "সন্তে পয়াংসি" (বা°) ১২।১১৩; অথর্ব্ব "শক্রধূমং নক্ষত্রাণি" ৬।১২৮।১।

মঙ্গলের মন্ত্র। ঋক্—"অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ" ৮।৪৪।১৬; যজু°—"অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ" (বা°) ১৮।২০; সাম—"অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ" ১।১।১।৩।৭; অথর্ব্ব—"ত্বয়া মন্যো সরথম্" ৪।৩১।১।

বুধের মন্ত্র। ঋক্—"অগ্নে বিবস্বৎ" ১।৪৪।১; যজুঃ—"উদ্বুধ্যস্বাগ্নে" (বা°) ১৫।৫৪; সাম—"অগ্নে বিবস্বৎ" ১।১।১।৪।৬; অথর্ব্ব—"যদ্রাজানোবিভজন্তঃ" ৩।২৯।১।

বৃহস্পতির মন্ত্র। ঋক্—"বৃহস্পতে পরিদীয়া" ১০।১০৩।৪; যজুঃ—"বৃহস্পতে অতিযদার্যঃ" (বা°) ২৬।৩; সাম—"বৃহস্পতে পরিদীয়া" ২।৯।৩।২।১; অথর্ব্ব—"বৃহস্পতির্নঃ পরিপাতু" ৭।৫১।১

শুক্রের মন্ত্র। ঋক্—"শুক্রং তে অন্যৎ" ৬।৫৮।১; যজুঃ—"অন্নাৎ পরিস্রুতঃ" (বা°) ১৯।৭৫; সাম—"শুক্রং তেহন্যৎ" ১।১।১।৩।৩; অথর্ব্ব—"হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ" ১।৩৩।১।

শনির মন্ত্র। ঋক্—"শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে" ১০।৯।৪; ঐ যজুঃ—(বা°) ৩৬।১২; সাম—৩।১।১।৩।১৩; অথর্ব্ব—"সহস্র বাহুঃ পুরুষঃ" ১৯।৬।১।

রাহুর মন্ত্র। ঋক্—"কয়ানশ্চিত্রঃ" ৪।৩১।১, ঐ সাম; যজুঃ—"কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ" (বা°) ১৩।১০; অথর্ব্ব—"দিব্যং চিত্র মৃতুথাঃ"।

কেতুর মন্ত্র। ঋক্—"কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে" ১।৬।৩; ঐ যজুঃ—(বা°) ২৯।৩৭; ঐ সাম ২।৬।৩।১২।৩; অথর্ব্ব—"যস্তে পৃথুঃ স্তনয়িত্নু" ৭।১১।১।

গ্রহাধিদেবতার হোমের মন্ত্র। ১ ঈশ্বরের মন্ত্র। ঋক্—"গৌরীর্মিমায়" ১।১৬৪।৪১; যজুঃ—"শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ" (বা°) ৩১।২২; সাম—"আপোহিষ্ঠা" ২।৯।২।১০।১; ঐ অথর্ব্ব ১।৫।১

২ উমার মন্ত্র। ঋক্—"আবো রাজানম্" ৪।৩।১; যজুঃ—"ত্র্যম্বকং যজামহে" (বা°) ৩।৬০; সাম ১।১।২।২৭; অথর্ব্ব—"মানোবিদন্ বিব্যাধিনঃ" ১।১৯।১।

৩ স্কন্দের মন্ত্র। ঋক্—"কুমারং মাতা" ৫।২।১; যজুঃ—"যদক্রন্দঃ প্রথমম্" (বা°) ২৯।১১; সাম—"স্যোনা পৃথিবী" (বা°) ৩৫।২১; অথর্ব্ব—"অগ্নিরিব মন্যোত্বিষিতঃ" ৪।৩১।২।

৪ হরির মন্ত্র।" ঋক্—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে।" ১।২২।১৭।

ঐ সাম ১৷৩৷১৷৩৷৯ ; যজুঃ—"বিষ্ণোরররাটমসি" (বা°) ৫।২১ ; অথর্ব্ব—"প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে।" ৭।২৬।২।

৫ ব্রহ্মার মন্ত্র। ঋক্—"ত্বমিৎ সপ্রথাঃ" ৮।১০।৫ ; যজুঃ—"আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণঃ" (বা°) ২২।২২ ; সাম—"ত্বমিৎস প্রথা" ১৷১৷১৷৩৮ ; অথর্ব্ব—"ব্রহ্মজ জ্ঞানম্" ৪।১।১।

৬ ইন্দ্রের মন্ত্র ঋক্—"ইন্দ্রং বো বিশ্বতঃ" ১।৭।১০ ; যজুঃ—"সজোষা ইন্দ্র" (বা°) ৭।৩৭ ; সাম—"ইন্দ্রামৎ দেবতাতয়ে" ১৷৩৷২৷১৷৭ ; অথর্ব্ব—"ইন্দ্রেমং প্রতরম্" ৬।৫।২।

৭ যমের মন্ত্র। ঋক্—"যমায় সোমং সুনুত।" ১০।১৪।১৩ ; যজুঃ—"যমায় ত্বাঙ্গিরস্বতে" (বা°) ৩৮।৯ ; সাম—"আয়ং গৌঃ পৃশ্নিঃ" ২।৬।১।১।১।১, অথর্ব্ব—"যঃ প্রথমং প্রবত্তমাসসাদ" ৬ ২৮।৩।

৮ কালের মন্ত্র। ঋক্—"ব্রহ্মজজ্ঞানং" ; ঐ সাম ১।৪।১।৩।৯ ; যজুঃ—"কার্ষিরসি সমুদ্রস্য" (বা°) ৬।২৮ ; অথর্ব্ব—"রোহিতঃ কালঃ" ১৩।২।৩৯।

৯ চিত্রগুপ্তের মন্ত্র। ঋক্—"উষো বাজং হি" ১।৪৮।১১ ; যজুঃ—"চিত্রাবসো স্বস্তি" (বা°) ৩।১৮ ; সাম—"চিত্র ইচ্ছিশোঃ" ১।১।২।২।২ ; অথর্ব্ব—আজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতম্।"

প্রত্যধিদেবতার মন্ত্র।—১ অগ্নির মন্ত্র। ঋক্—"অগ্নিং দূতং বৃণীমহে" ১।১২।১ ও সাম ১।১।১।১।৩ ; যজুঃ—"অগ্নিং দূতং পুরোদধে।" (বা°) ২২।১৭ ; অথর্ব্ব—"সমাহ্বাগ্নে ঋতবঃ" ২।৬।১।

২ জলের মন্ত্র। ঋক্—"অপ্সু মে সোমঃ" ১।২৩।২০ ; যজুঃ—"আপো হিষ্ঠা" (বা°) ১১।৫০ ; সাম—"উদুত্তমং বরুণ পাশম্" (বা°) ১২।১২ ; অথর্ব্ব—"শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে" (বা°) ৩৬।১২।

৩ ক্ষিতির মন্ত্র। ঋক্—"স্যোনা পৃথিবি" ১।২২।১৫ ; যজুঃ (বা°) ৩৫।২১ ; সাম—"পৃথিব্যন্তরীক্ষম্" (তৈ° আ°) ৭।৭।৩ ; অথর্ব্ব—"ভূমে মাত নিধেহি" ১২।১।৬৩।

৪ বিষ্ণুর মন্ত্র। ঋক্—"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ১০।৯০।১ ; ঐ সাম ; যজুঃ—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" (বা°) ৫।১৫ ; ঐ অথর্ব্ব ৭।২৬।৪।

৫ ইন্দ্রের মন্ত্র। ঋক্—"ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে" ৯।৬৪।২২ ; যজুঃ—"ইন্দ্র আসাং নেতা" (বা°) ১৭।৪০ ; সাম—"ইন্দ্রায়েন্দো" ১।৫।২।৪।৩ ; অথর্ব্ব—"ইন্দ্র ক্ষত্রং প্রবহা" ২।৫।১।

৬ শচীর মন্ত্র। ঋক্—"উত্তানপর্ণে সুভগে" ১০।১৪৫।২ ; যজুঃ—"অদিত্যৈ রাস্নাসি" (বা°) ১।৩০ ; সাম—"একাষ্টকা তপসে" (অ° ৩।১০।১২); অথর্ব্ব—"প্রেতং পাদৌ" ১২।৭।৪।

৭ প্রজাপতির মন্ত্র। ঋক্—"প্রজাপতে ন ত্বৎ" ১০।১২১।১০ ; ঐ সাম ; ঐ যজুঃ (বা°) ১০।২০ ; অথর্ব্ব—"নক্তং জাতস্যোষধে" ১।২৩।১।

৮ সর্পের মন্ত্র। ঋক্—"আয়ং গৌঃ পৃশ্নিঃ" ১০।১৮৯।১ ; যজুঃ—"নমোহস্তু সর্পেভ্যঃ।" (বা°) ১৩।৬। সাম—"ঐবেন্দ্র-ত্রাবম্।" ১।৩।২।৩।৮ ; অথর্ব্ব—"পেরুতক পেরুত" ২ ২৪।১।

৯ ব্রহ্মার মন্ত্র। ঋক্—"ব্রহ্মজ্জানম্" (বা° ১৩।৩৮) ; ঐ যজুঃ (বা°) ১৩।৩ ; সাম—"এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিজঃ" ১।৫।২।১।২ ; অথর্ব্ব—"যে দিশামন্তর্দেশেভ্যঃ" ৪।৪০।৮।

গ্রহযাগ (পুং) গ্রহাণাং যাগঃ ৬তৎ। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহযামল, জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় একখানি যামল গ্রন্থ। কোন প্রাচীন তন্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই।

গ্রহযায্য (ত্রি) গ্রহ-ণিচ্-আয্য। গ্রাহক।

গ্রহয়ালু (ত্রি) গ্রহ-ণিচ্-আলু। গ্রাহক।

গ্রহযুতি (পুং) গ্রহাণাং যুতিঃ ৬তৎ। সূর্য্যাদি গ্রহগণের স্থিতিবিশেষে কল্পনীয় যোগবিশেষ। গ্রহগণ সর্ব্বদাই স্বীয় স্বীয় কক্ষায় অবস্থিত থাকিয়া ভ্রমণ করে, ইহাদের যোগ বা মিলন হইতে পারে না। কিন্তু উভয় গ্রহে যখন ঠিক সমসূত্রপাত হয় অর্থাৎ এক সূত্রে গ্রথিত মণিদ্বয়ের ন্যায় উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত করে, তখন তাহাকে গ্রহযোগ বা গ্রহযুতি বলা যায়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও মঙ্গল এই পাঁচটীর নাম তারাগ্রহ। তারাগ্রহের সহিত চন্দ্র ও সূর্য্যের যোগ বা সমসূত্রে অবস্থিতি হইয়া থাকে। সূর্য্যের সহিত তারাগ্রহ বা চন্দ্রের যোগ হইলে তাহাদের পূর্ণাস্ত হয়। চন্দ্রের সহিত তারাগ্রহের পরস্পর যোগ হইলে তাহাকে গ্রহযুদ্ধ বলে। গণিত প্রক্রিয়ানুসারে গ্রহদিগের ভাবী বা অতীত যোগ স্থির করা যাইতে পারে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—যে দুই গ্রহের যোগ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে যে গ্রহটী শীঘ্রগামী, তাহার স্ফুট হইতে মন্দগতি গ্রহের স্ফুট অল্প হইলে, অল্পদিন পূর্ব্বেই এই দুই গ্রহের যোগ হইয়া গিয়াছে, এইরূপ স্থির করিবে। আর যদি শীঘ্রগতি গ্রহ হইতে মন্দগামী গ্রহের স্ফুট অধিক হয়, তবে অল্পদিন মধ্যেই উভয় গ্রহের যোগ হইয়া থাকে। গ্রহদ্বয় পূর্ব্বাভিমুখে স্বাভাবিক গতিশালী হইলে এইরূপ হয়। বক্রগতি গ্রহদ্বয়ের মধ্যে শীঘ্রগতি গ্রহের স্ফুট মন্দগতি গ্রহ অপেক্ষা অধিক হইলে উভয়ের যোগ ভাবী এবং শীঘ্রগতি গ্রহ অপেক্ষা মন্দগতি গ্রহ অল্প হইলে যোগ অতীত এইরূপ নির্ণয় করিবে। উভয় গ্রহের একটী বক্রগতি ও অপরটী স্বাভাবিক গতিযুক্ত থাকিলে বক্রগতি হইতে পূর্ব্বগামী গ্রহের আধিক্যে অতীত এবং পূর্ব্বগামী অপেক্ষা বক্রগতি অধিক হইলে যোগ হইবে এইরূপ স্থির করিতে হয়।

গ্রহযুতির সময় নিরূপণ করিবার উপায়।—গণিতবেত্তা ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে গণনা করিয়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী গ্রহযোগের সময় নির্ণয় করিতে পারেন। যে সময়ে গ্রহযোগ গণনা করিতে হইবে, অভীষ্ট গ্রহদ্বয়ের তাৎকালিক স্ফুট নির্ণয় করিয়া উভয়ের অন্তরকে কলা করিবে। পরে উহাকে উভয় গ্রহের গতি কলা দ্বারা পৃথকরূপে গুণ করিলে যে দুইটী রাশি লব্ধ হইবে, তাহার মধ্যে যে গ্রহের গতিকলা দ্বারা গুণ করিয়া যে রাশি লব্ধ হইয়াছে, সেই রাশিটিকে সেই গ্রহের আদ্যাক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া পৃথক্‌রূপে স্থাপন করিবে। এইরূপে গ্রহের আদ্যাক্ষর চিহ্নিত রাশি স্থাপন করিয়া গ্রহদ্বয় বক্রগতি হইলে তাহাদের অন্তর এবং একটী পূর্ব্বগামী ও অপরটী বক্র হইলে উভয়ের যোগফল দ্বারা চিহ্নিত রাশিদ্বয়কে ভাগ করিবে। লব্ধ ফলদ্বয়কে ও যথাক্রমে গ্রহের আদ্যাক্ষরে চিহ্নিত করিবে। স্বাভাবিক গতি গ্রহদ্বয়ের যোগ ভাবী হইলে গ্রহদ্বয়ের স্ফুট স্বীয় স্বীয় আদ্যাক্ষর চিহ্নিত ফলদ্বয়কে যোগ ও যোগ অতীত হইলে বিয়োগ করিবে। এইরূপ বক্রগতি গ্রহদ্বয়ের ভাবী যোগে লব্ধদ্বয় বিয়োগ ও অতীত যোগে যোগ করিতে হয়। গ্রহদ্বয়ের মধ্যে একটী বক্র ও অপরটী স্বাভাবিক গতি হইলে পূর্ব্বপ্রক্রিয়ানুসারে লব্ধকে অতীত যোগে স্বাভাবিক গতি গ্রহ হইতে হীন, বক্রগতি গ্রহে যোগ এবং ভাবীযোগে বক্রগতি গ্রহ হইতে হীন ও স্বাভাবিক গতি গ্রহে যোগ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় যে দুইটী রাশি হইবে, সেই দুইটীকে গ্রহদ্বয়ের সমকলাত্মক ফল কহে। পূর্ব্বপ্রক্রিয়া অনুসারে গ্রহের আদ্যাক্ষর চিহ্নিত রাশিদ্বয়কে ভাগ করিলে যে ফল লব্ধ হইবে, তাহাকে দিনাদি জানিবে। অতীত যোগ হইলে গণনার সময় হইতে লব্ধ দিনাদি বাদ দিলে যে সময় পাওয়া যাইবে, সেই সময়ে উক্ত গ্রহদ্বয়ের যোগ হইয়াছিল এবং ভাবীযোগ হইলে গণনার সময়ের সহিত লব্ধদিনাদি যোগ করিলে যে সময় হয়, সেই সময়ে গ্রহদ্বয়ের যোগ হইবে। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৭।১-৬) [দৃক্‌কর্ম্ম দেখ।]

গ্রহযুদ্ধ (ক্লী) গ্রহস্য যুদ্ধং ৬তৎ। মঙ্গল প্রভৃতি পাঁচটী তারাগ্রহের কোন দুইটী উপর্য্যুপরি অবস্থিত হইলে তাহাদের কিরণস্পর্শাদি হইয়া থাকে, তাহারই নাম গ্রহযুদ্ধ। অবস্থাভেদে গ্রহযুদ্ধ চারি প্রকার—উল্লেখ, ভেদ, অংশুবিমর্দ্দ ও অপসব্য।

তারকাস্পর্শ অর্থাৎ কেবল প্রতিবিম্বরূপে গ্রহদ্বয়ের স্পর্শ হইলে তাহার নাম উল্লেখ। ফল অমাত্যপীড়া।

উভয় গ্রহের মানের যোগফলের অর্দ্ধ হইতে গ্রহদ্বয়ের অন্তর অধিক হইলে সেই যুদ্ধকে ভেদ বলে। ফল ধনক্ষয়।

উভয় গ্রহের কিরণের সজ্বট্ট বা যোগ হইলে তাহার নাম অংশুবিমর্দ। ফল ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।

গ্রহদ্বয়ের অন্তর অংশ অর্থাৎ ষাইটকলায় ন্যূন হইলে তাহাকে অপসব্য, এই যুদ্ধ আবার দুইপ্রকার—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। গ্রহদ্বয়ের মধ্যে একটী অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র বিম্ব হইলে তাহাদের অপসব্য যুদ্ধ মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এ কারণে তাহার নাম ব্যক্ত এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ কোনটীই অণু না হইলে যে অপসব্য যুদ্ধ হয়, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহার নাম অব্যক্ত। (সূর্য্যসি° ৭।১৮—১৯)

বৃহৎসংহিতার মতে—উপর্য্যুপরিভাবে স্বীয় স্বীয় কক্ষায় অবস্থিত গ্রহগণের অতি দূরস্থানবশতঃ দর্শনবিষয়ে সমতা হয়। তাহারই নাম গ্রহযুদ্ধ। ভেদযুদ্ধের ফল—বৃষ্টিনাশ এবং সুহৃদ্ ও কুলীনগণের ভেদ। উল্লেখ যুদ্ধের ফল শস্ত্রভয় মন্ত্রিবিরোধ ও দুর্ভিক্ষ। অংশুমর্দ্দযুদ্ধের ফল—রাজবিরোধ, শস্ত্রযুদ্ধ, রোগ, প্রজাবর্গ ক্ষুধাকুল ও অবমর্দ্দন। অপসব্যযুদ্ধে রাজবিরোধ হয়। (বৃহৎস° ১৭।১—৫)

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—অপসব্য যুদ্ধে একটী গ্রহের জয় ও অপরটীর পরাজয় হইয়া থাকে। পরাজিত গ্রহের লক্ষণ—গ্রহযুদ্ধের পরে যে গ্রহটী অব্যক্ত, ক্ষুদ্রবিম্ব, দীপ্তিশূন্য, বিবর্ণ ও দক্ষিণদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে পরাজিত জানিবে।

জয়ীগ্রহের লক্ষণ—গ্রহযুদ্ধের পরে যে গ্রহকে ইতর গ্রহবিম্ব হইতে স্থূল, দীপ্তিমান্ ও উত্তরদিকে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে জয়যুক্ত জানিবে। গ্রহের জয় ও পরাজয়ে যে দিক্-সংস্থিতি বলা হইয়াছে, তাহা নিয়ত নহে। তেজস্বী, পৃথুবিম্ব বলবান্ উত্তর বা দক্ষিণ যে দিকেই অবস্থিত হউক না কেন, তাহাকে জয়ী জানিবে।

উভয় গ্রহযুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত, দীপ্তিযুক্ত, বলবান্ এবং আসন্ন অর্থাৎ এক ভাগান্তরে অবস্থিত হইলে যে যুদ্ধ হয়, তাহার নাম সমাগম এবং গ্রহদ্বয় পরাজয়লক্ষণাক্রান্ত, অথবা ক্ষুদ্রবিম্ব হইলে যথাক্রমে কূট ও বিগ্রহ নামক যুদ্ধ হইয়া থাকে। উত্তর বা দক্ষিণদিকে অবস্থিত শুক্র প্রায়ই জয়লাভ করে।

গ্রহগণ পরস্পর অনেক দূরে অবস্থিত, কোনকালেই তাহাদের যোগ হয় না। কিন্তু সময় বিশেষে উপর্য্যুপরি ভাবে অবস্থিতি হইয়া থাকে, সেই সময়ে ভূতলস্থ দর্শকবৃন্দ উভয় গ্রহকে যুক্ত বলিয়া মনে করে। শাস্ত্রকারগণ

তাহাকেই গ্রহযোগ, বা অবস্থাবিশেষে গ্রহযুদ্ধ নামে উল্লেখ কল্পনা করিয়াছেন। মানবের শুভাশুভ নিরূপণই এইরূপ কল্পনার একমাত্র উদ্দেশ্য। (সূর্য্যসি° ৭।২০-২৪) বৃহৎসংহিতার মতে গ্রহযোগ বা গ্রহযুদ্ধে গ্রহদিগকে তিনটী নামে উল্লেখ করা হয়, আক্রন্দ, পৌর ও যায়ী। সূর্য্য পূর্ব্বাহ্নে পৌর, মধ্যাহ্নে আক্রন্দ ও অপরাহ্নে যায়ী। বুধ, বৃহস্পতি ও শনি ইহারা সকল সময়ই পৌর, এইরূপ চন্দ্র আক্রন্দ এবং কেতু মঙ্গল, রাহু ও শুক্র ইহারা সর্ব্বদাই যায়ী। এই তিনজাতীয় গ্রহের কোন একটী অপরজাতীয় গ্রহদ্বারা হত বা পরাজিত হইলে নাম অনুসারে আক্রন্দ, যায়ী বা পৌরদিগকে বিনাশ করে। কিন্তু পৌরগ্রহ কর্ত্তৃক পৌরগ্রহ হত হইলে পুরবাসী ও রাজগণের বিনাশ হয়। এইরূপ যায়ী গ্রহ এবং আক্রন্দ গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রন্দগ্রহ হত হইলে স্বীয় স্বীয় অধিকৃতদিগকে বিনাশ করে। [গ্রহভুক্তি দেখ।] যে গ্রহ দক্ষিণে অবস্থিত, রুক্ষ, কম্পিত, প্রতিনিবৃত্ত অর্থাৎ বক্রী, ক্ষুদ্র অন্য গ্রহদ্বারা আচ্ছাদিত, বিকৃত, নিষ্প্রভ বা বিবর্ণ বোধ হয়, তাহাকে পরাজিত ও ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্তকে জয়ী জানিবে। গ্রহযুদ্ধকালে দুইটী গ্রহই রশ্মিযুক্ত বিপুলমণ্ডল ও স্নিগ্ধ হইলে তাহাকে অন্যোন্যপ্রীতি বলে। এইরূপ হইলে পৃথিবীস্থ রাজগণেরও যুদ্ধকালে সমতা হয়। ইহার বিপরীত হইলে আত্মপক্ষ বিনষ্ট হয়।

বৃহস্পতি কর্ত্তৃক মঙ্গলগ্রহের পরাজয় হইলে তাহার ফল— বাহ্লীক, যায়ী ও অগ্নিজীবীগণের পীড়া। বুধ কর্ত্তৃক মঙ্গল পরাজয়ের ফল—শূরসেন, কলিঙ্গ ও সাল্বদেশের পীড়া। শনি কর্ত্তৃক মঙ্গল পরাজয়ের ফল—পৌরগণের জয়লাভ, প্রজাগণের অবসাদ ও বিনাশ। শুক্র কর্ত্তৃক মঙ্গল পরাজয়ের ফল—কোষ্ঠাগার, ম্লেচ্ছ ও ক্ষত্রিয়গণের পরিতাপ।

মঙ্গল কর্ত্তৃক বুধ পরাজয়ের ফল—বৃক্ষ, নদী তাপস, অশ্মকদেশীয় নরপতি এবং উত্তরদিক্‌বাসী যাজ্ঞিকগণের সন্তাপ। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক মঙ্গলের পরাজয়ের ফল—ম্লেচ্ছ, শূদ্র, চৌর ধনশালী, পুরবাসী, ত্রিগর্ত্ত ও পার্ব্বতীয় জনসমূহের পীড়া ও ভূমিকম্প। শনি কর্ত্তৃক বুধপরাজয়ের ফল—ম্লেচ্ছ, শূদ্র, চৌর, ধনশালী, পুরবাসী, ত্রিগর্ত্ত ও পার্ব্বতীয় জনসমূহের পীড়া ও ভূমিকম্প। শনি কর্ত্তৃক বুধপরাজয়ের ফল— নাবিক, যোদ্ধা, জলজ, ধনী ও গর্ভিণীগণের বিনাশ। শুক্র কর্ত্তৃক বুধ পরাজয়ের ফল—অগ্নিকোপ, শস্য, মেঘ ও যায়ীগণের বিনাশ।

শুক্র কর্ত্তৃক বৃহস্পতিপরাজয়ের ফল—কুলুত, গান্ধার, কৈকয়, মদ্র, সাল্ব, বৎস ও বঙ্গগণ, গোসমূহের ও শস্যের বিনাশ।

মঙ্গল কর্ত্তৃক বৃহস্পতিপরাজয়ের ফল—মধ্যদেশ, নরপতিগণ ও গোসমূহের ক্ষয়। বুধ কর্ত্তৃক বৃহস্পতিপরাজয়ের ফল— ম্লেচ্ছ, সত্য ও শস্ত্রজীবীগণ এবং মধ্যদেশের বিনাশ। শনি কর্ত্তৃক বৃহস্পতিপরাজয়ের ফল—আর্জ্জুনায়ন, বসাতি, যৌধেয়, শিবি ও ব্রাহ্মণগণের অমঙ্গল। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক শুক্রপরাজয়ের ফল—শ্রেষ্ঠযায়ীর বিনাশ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ, অনাবৃষ্টি, কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, বৎস, মৎস্য, মধ্যদেশস্থগণ, শূরসেনগণ ও নপুংসকদিগের ঘোরতর পীড়া। মঙ্গল কর্ত্তৃক শুক্রের পরাজয়ের ফল—বলমুখ্যগণের বধ ও রাজগণের যুদ্ধ। বুধ কর্ত্তৃক শুক্রজয়ের ফল পার্ব্বতীয়দেশের পীড়া, দুগ্ধের হানি ও অল্পবৃষ্টি। শনি কর্ত্তৃক শুক্রপরাজয়ের ফল—গণশ্রেষ্ঠ, শস্ত্রজীবী, ক্ষত্রিয়গণ ও জলদের পীড়া। শুক্র কর্ত্তৃক শনিগ্রহপরাজয়ের ফল—মহার্ঘতা, সর্প, পক্ষী ও মানীগণের পীড়া। বুধ কর্ত্তৃক শনি পরাজয়ের ফল—টঙ্কণ, অন্ধ্র, ওড্র, কাশী ও বাহ্লীকদেশবাসীর পীড়া। বুধ কর্ত্তৃক শনিপরাজয়ের ফল— অঙ্গদেশ, বণিক্, বিহগ, পশু ও সর্পগণের সন্তাপ। (বৃহৎস° ১৭ অঃ।) মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি ইহাদের পরস্পর পরাজয়ের ফল লিখিত হইল। নক্ষত্রাদির সহিত গ্রহের যুদ্ধে গ্রহভুক্তির ফল হইয়া থাকে। [গ্রহভুক্তি দেখ।]

গ্রহযুদ্ধভ (স্ত্রী) গ্রহয়োর্যুদ্ধং যত্র যদ্ভং তাদৃশং ভং কর্ম্মধা° যে নক্ষত্রে থাকিয়া গ্রহদ্বয়ের যুদ্ধ হয়। [বিবাহ দেখ।]

গ্রহবর্ম্মন্, মৌখরিবংশীয় কান্যকুব্জের একজন রাজা, অবন্তিবর্ম্মার পুত্র ও প্রভাকরবর্দ্ধনের জামাতা। ইনি হর্ষদেবের সহোদরা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর মালবরাজ গ্রহবর্ম্মাকে বিনাশ করিয়া রাজ্যশ্রীকে কান্যকুব্জের কারাগারে আবদ্ধ করেন। [হর্ষদেব দেখ।]

গ্রহবর্ষাদিফল (ক্লী) গ্রহস্য বর্ষাদিঃ তস্য ফলঃ ৬তৎ। ফলিত জ্যোতিষের মতে গ্রহগণ পর্য্যায়ক্রমে বর্ষ, মাস ও দিনের অধিপতি হইয়া থাকেন। অধিপতিভেদে প্রাণীগণের শুভাশুভ ফল ঘটিয়া থাকে, তাহার নাম গ্রহবর্ষাদি ফল গ্রহবর্ষাদি ফলং যত্র বহুব্রী। ২ যে শাস্ত্রে গ্রহবর্ষাদির ফল লিখিত আছে, বৃহৎসংহিতার উনবিংশতিতম অধ্যায়।

গ্রহরাজ (পুং) গ্রহাণাং রাজা ৬তৎ ততঃ টচ্ (রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। (মেদিনী) ৩ বৃহস্পতি। (শব্দরত্না°)

গ্রহবহ্নি (পুং) গ্রহস্য বহ্নিঃ ৬তৎ। গ্রহের উদ্দেশে স্থাপিত বহ্নি। [গ্রহযজ্ঞ দেখ।]

গ্রহবিপ্র (পুং) গ্রহাচার্য্য, গণক। [গণক ও দৈবজ্ঞ শব্দে এতদ্দেশীয় গ্রহবিপ্রগণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দাক্ষিণাত্যের গ্রহবিপ্রগণ কনিয়ারপণিক্কর নামে খ্যাত ইহারা পণ্ডিত। ইহাদের উৎপত্তিসম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পালুর ভত্তরি নামে একজন জ্যোতিষশাস্ত্র-পারদর্শী ব্রাহ্মণ পদব্রজে নদী পার হইতে ছিলেন; দৈবক্রমে স্রোতে ভাসিয়া যান। পরে অতি কষ্টে তীর প্রাপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন থিয়রজাতির গৃহের "পাতালে" (রকে) শয়ন করিয়া থাকেন। গৃহস্বামী থিয়ার নিজপত্নীর সহিত বিরোধ করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যায়। থিয়ারপত্নী পাত ফিরিয়া আসবে ভাবিয়া অর্দ্ধরাত্রে ঘরের দরজা খুলিয়া ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইল। অন্ধকারে আপন ভর্ত্তা ভাবিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল। পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণ নিদ্রিত, কাজেই থিয়ার-পত্নীর অভীষ্টপূরণ হইতে কোন বাধা হইল না। ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া মনে করিলেন যে তিনি ঐ রমণীর সংসর্গে পতিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ আর স্বভবনে ফিরিলেন না, তথায় থাকিয়া কিছুকাল তাহার সহিত সহবাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে একটী পুত্র জন্মে। জ্যোতিষপারদর্শী ব্রাহ্মণ সেই পুত্রকে সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্র পড়াইলেন। সেই বালক জ্যোতিষশাস্ত্রে দক্ষ হইয়া 'গণকান্' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ক্রমে সেই শব্দের অপভ্রংশ হইয়া "কনিকান্" "কনিয়ান্" ও "কনিয়ার" নাম হইয়াছে। কনিয়ারেরা গ্রহাচার্য্যের কার্য্য করে। জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করা ও শুভাশুভ গণনা ইহাদের প্রধান জীবিকা। চাষ-বাস প্রভৃতি সকল কার্য্যেই কনিয়ারের মত লইতে হয়, ইহারা নিষেধ করিলে কোন ব্যক্তিই কোন কার্য্যে অগ্রসর হয় না। এই কারণে দাক্ষিণাত্যের গৃহস্থেরা কনিয়ারের বিশেষ আদর করে। ইহারা মাটিতে খড়ির রেখা কাটিয়া শুভাশুভ গণনা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে পলিয়াণ্ডিপ্রথা প্রচলিত অর্থাৎ উহারা দুই তিন বা চারি ভাই মিলিত হইয়া একটী পত্নী গ্রহণ করে। কনিয়ারের মধ্যে অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকিয়া যায়। তাহারা নায়ার জাতির কন্যার মত সম্বন্ধ করিয়া লয় ও তৎগর্ভজাত সন্তান মাতুলের অন্নে প্রতিপালিত হয়।

গ্রহশৃঙ্গাটক (ক্লী) গ্রহযোগবিশেষ। ইহাতেও মানব মণ্ডলীর শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ বৃহৎসংহিতার ২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

গ্রহসমাগম (পুং) গ্রহাণাং সমাগমঃ ৬তৎ। চন্দ্রের সহিত মঙ্গল প্রভৃতি তারাগ্রহের মিলন।

গ্রহাচার্য্য (পুং) গ্রহবিপ্র। [গণক ও দৈবজ্ঞ দেখ।]

গ্রহাদি (পুং) গ্রহ আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনীর মত সিদ্ধ একটী ধাতুগণ। ইহার উত্তর কর্তৃবাচ্যে ণিনি প্রত্যয় হয়। পাণিনির মতে গ্রহাদি আকৃতিগণ।

গ্রহাধার (পুং) গ্রহাণাং আধার আশ্রয়ঃ ৬তৎ। ধ্রুবনক্ষত্র, এই নক্ষত্রটিকে অবলম্বন করিয়া গ্রহমণ্ডল অবস্থিত বলিয়া উহাকে গ্রহাধার বলে। (শব্দরত্নাবলী) [খগোল দেখ।]

গ্রহাধিকরণ (ক্লী) গ্রহস্য অধিকরণং ৬তৎ। অধিকরণবিশেষ, ন্যায়রূপ পঞ্চাঙ্গ। (মীমাংসা৩অঃ ১পাঃ)

গ্রহাধীশ (পুং) গ্রহাণামধীশঃ ৬তৎ। গ্রহের অধিপতি সূর্য্য।

গ্রহাময় (পুং) গ্রহকৃত আময়ঃ মধ্যলো°। গ্রহের আবেশ, তৎপন্ন রোগ। (রাজনি°)

গ্রহাবমর্দ্দন (পুং) গ্রহৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ অবমৃদ্নাতি গ্রহ-অব-মৃদ-ল্যু। ১ রাহু। মৃদ-ভাবে ল্যুট্ ৬তৎ। ২ গ্রহযুদ্ধ।

"গ্রহাবমর্দ্দনে চৈব পুষ্পস্নানং সমাচরেৎ।" (বৃহৎস° ৪৮ অঃ)

গ্রহাশিন্ (পুং) গ্রহং গ্রহজন্যদোষং অশ্নাতি দূরীকরোতি অশ-ণিনি। গ্রহনাশক বৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

গ্রহাশ্রয় (পুং) গ্রহাণামাশ্রয়ঃ ৬তৎ। [গ্রহাধার দেখ।]

গ্রহাহ্বয় (পুং) গ্রহান্ আহ্বয়তি গ্রহ-আ-হ্বে-শ। ভূতাঙ্কুশ বৃক্ষ। (রাজনি°)

গ্রহিল (ত্রি) গ্রহোঽস্ত্যস্য গ্রহ-কাশাদি° ইল (পা ৪।২।৮০) নির্বন্ধযুক্ত, আগ্রহাতিশয়বিশিষ্ট। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

"ন নিশাখিলয়াপি বাপিকা প্রসসাদ গ্রহিলেব মানিনী।" (নৈষধ°)

গ্রহীতব্য (ত্রি) গ্রহ-তব্য। গ্রাহ্য, যাহা গ্রহণ করা উচিত।

গ্রহীতৃ (ত্রি) গ্রহ-তৃচ্-ইটো দীর্ঘত্বাচ। ১ গ্রহণকর্ত্তা। ২ যে ঋণ গ্রহণ করে।

"গ্রহীতা যদি নষ্টঃ স্যাৎকুটুম্বার্থে কৃতোব্যয়ঃ।" (মনু ৮।১৬৬)

গ্রহেশ (পুং) গ্রহাণাং ঈশঃ ৬তৎ। গ্রহের অধিপতি সূর্য্য।

গ্রাহ্য (পুং) গ্রহঃ হবিঃ পাত্রভেদ এব গ্রহঃস্বার্থে-যৎ। যজ্ঞিয় পাত্রবিশেষ।

অশ্মাকোঽসি শুক্রস্তে গ্রাহ্যো বিচিতস্থা।" (বাজস° ৪।২৪)

'গ্রহ এব গ্রাহ্যঃ' মহীধর।

গ্রাভ (পুং) গ্রহ-ণ ছান্দসত্বাৎ হস্য ভঃ। গ্রাহক।

"আতূন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায়।" (ঋক্ ৮।৮১।১)

'গ্রাভং গ্রাহকং' (সায়ণ।)

গ্রাম (পুং) গ্রস্-মন্ ধাতোরকারাত্তাদেশশ্চ (গ্রসেরাৎ। উণ্ (১।১৪২) ১ লোকালয়, প্রাকার ও পরিখাদি শূন্য বহুলোকের বাসস্থান, গাঁ।

"বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্র চৈব বসন্তি চ।
স তু গ্রাম ইতি প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং বাস এব বা॥"

যে স্থানে বিপ্র ও শূদ্রগণ অথবা কেবল শূদ্রেরা বসতি করে তাহার নাম গ্রাম। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে—

"তথা শূদ্রজনপ্রায়া সুসমৃদ্ধকৃষীবলা।

ক্ষেত্রোপভোগভূমধ্যে বসতি গ্রামসংজ্ঞিকা॥" (মার্কণ্ডেয়)

যে ভূখণ্ডে শূদ্রগণ ও সমৃদ্ধিশালী কৃষকেরা বাস করে তাহার নাম গ্রাম।

২ স্বরসমূহবিশেষ, যাহাতে ষড়্জ প্রভৃতি সাতটী স্বর থাকে। এই গ্রাম তিনপ্রকার—ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার। প্রত্যেক গ্রামে সাতটী করিয়া মূর্চ্ছনা থাকে।

"স্ফুটীভবদ্ গ্রামবিশেষ মূর্চ্ছনা

মবেক্ষমাণং মহতীং মুহুর্মুহুঃ॥" (মাঘ ১ সর্গ)

[ইহার বিশেষ বিবরণ গীতশব্দে দ্রষ্টব্য।]

৩ সঙ্ঘাত, সমূহ। এই অর্থে কোন একটী শব্দের পরে ভিন্ন ব্যবহৃত হয় না। যথা, ভূতগ্রাম, গুণগ্রাম ইত্যাদি। কোন কোন বৈয়াকরণের মতে সমূহার্থে গ্রাম প্রত্যয় হইয়া ভূতগ্রাম প্রভৃতি শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

"শব্দাকরকরগ্রামঃ" (কবিকল্পদ্রুম)

৪ জনপদ। "যত্র গ্রামা যত্র বিশে রথাসঃ।" (ঋক্ ২।১২।৭) 'গ্রসন্তে হরেতি গ্রামা জনপদাঃ' (সায়ণ।) ৫ শিব।

"গোপালি র্গোপতি র্গ্রামো গোচর্ম্ম-বসনোহরিঃ।"

(ভারত ১৩।১৭।১১৩।) ৬ গ্রামবাসী, কৃষক প্রভৃতি সাধারণ জন। ৭ গ্রাম সদৃশ সংহত পদার্থ। গ্রামস্তেদং গ্রাম-অণ্। ৮ গ্রাম্যধর্ম্ম। (ত্রি) ৯ গ্রামসম্বন্ধীয়।

গ্রামক (পুং) গ্রাম-স্বার্থে-কন্। [গ্রাম দেখ।]

গ্রামকাম (ত্রি) গ্রামং স্বকীয়ত্বেন কাময়তে কম-ণিঙ্-অণ্ উপপদস°। যে গ্রামের কামনা করে।

"যবাগ্বা গ্রামকামঃ" (কাত্যাঃ শ্রৌ° ৪।১৫।২২।)

গ্রামকুক্কুট (পুং স্ত্রী) গ্রামে কুক্কুটঃ ৭-তৎ। যে কুক্কুট গ্রামে জন্মে, গ্রাম্যকুক্কুট। মনুর মতে ইহার মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। দ্বিজাতিরা জ্ঞানপূর্ব্বক ইহার মাংস খাইলে পতিত হয়।

"ছত্রাকং বিড়্বরাহঞ্চ লশুনং গ্রামকুক্কুটম্।

পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ।" (মনু ৫।১৯)

স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

গ্রামকুমার (পুং) গ্রামেষু মধ্যে কুমারঃ সুন্দরঃ। গ্রামসুন্দর, গ্রামের সকলের অপেক্ষা যাহার সৌন্দর্য্য অধিক।

গ্রামকুমারক (ক্লী) গ্রামকুমারস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা গ্রামকুমার-বুঞ্। (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ১। ১৩৩।) ১ গ্রামকুমারের ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্যাতিশয়। ২ গ্রামকুমারের কর্ম্ম।

গ্রামকুলাল (পুং) গ্রামে কুলালঃ ৭-তৎ। গ্রাম্যকুলাল, কুম্ভকার। (পা ৬। ২। ৬২ সি° কৌ°)

গ্রামকুলালক (ক্লী) গ্রামকুলালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা গ্রামকুলাল-বুঞ্। (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ১। ১৩৩।) ১ গ্রামকুলালের ধর্ম্ম। ২ গ্রামকুলালের কর্ম্ম।

গ্রামকূট (পুং স্ত্রী) গ্রামস্য কূটইব বঞ্চনা প্রধানত্বাৎ। শূদ্র। (হারাবলী) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

গ্রামক্রোড় (পুং স্ত্রী) গ্রামে ক্রোড়ঃ ৭তৎ। গ্রাম্য শূকর। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। "ন দোগ্ধ্রীং ধেনুমুৎসৃজ্য গ্রামক্রোড়ীং দুধুক্ষতি।" (কাশীখণ্ড ৩৬ অঃ)

গ্রামশূকর প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

গ্রামগৃহ্য (ত্রি) গ্রহ বাহ্যার্থে ক্যপ্, গ্রামাৎ গৃহ্যং ৫ তৎ। গ্রামবাহ্য, গ্রাম হইতে বহির্গত।

গ্রামগৃহ্যা (স্ত্রী) গ্রাম-গৃহ্য-টাপ্। গ্রামের বাহিরে অবস্থিত সেনা।

গ্রামগেয় (ক্লী) গ্রামে গেয়ং ৭তৎ। সামবিশেষ।

গ্রামগোদুহ্ (পুং) গ্রামে গোধুক্ ৭তৎ। গ্রাম্য গোপ। এই শব্দটী যুক্তারোহ্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া ইহার আদি উদাত্ত হয়।

গ্রামঘাত (পুং) গ্রামস্য ঘাতঃ ৬তৎ। ১ গ্রামের অপচয়, গ্রাম্য দ্রব্যের লুণ্ঠন।

"গ্রামঘাতে হিতাভঙ্গে পথি মোষাভিদর্শনে।

শক্তিতো নাভিধাবন্তো নির্বাস্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ।" (মনু ৯।২৭৪)

২ গ্রামবাসীর অমঙ্গল।

গ্রামঘাতিন্ (ত্রি) গ্রামার্থং গ্রামবাসিনাং ভক্ষণার্থং হন্তি পশূন্ হন্-ণিনি। গ্রামবাসী বহুলোকের ভক্ষণের জন্য পশুহিংসাকারী।

"গ্রামঘাতী চ কৌন্তেয় মাংসস্য পরিবিক্রয়ী।" (ভারত শা° ৩৪ অঃ)

গ্রামঘোষিন্ (পুং) গ্রামে কৃষকে ঘোষোঽস্য গ্রাম-ঘোষইনি। ইন্দ্র, দেবরাজ। কৃষকেরা বৃষ্টির জন্য স্তুতিবাক্যে তাঁহার আরাধনা করে বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

"প্রবেদকৃদ্ বহুধা গ্রামঘোষী।" (অথর্ব্ব ৫। ২০। ৯)

গ্রামচর্য্যা (স্ত্রী) গ্রামস্য চর্য্যা ৬তৎ। গ্রাম্যধর্ম্ম, স্ত্রীর সম্ভোগ। "সর্ব্বং শো বর্জয়েদ্ গ্রামচর্য্যাম্।" (আশ্বলায়নশ্রৌ° ১২।৮।৩)

"গ্রামচর্য্যা স্ত্রীসম্ভোগঃ' (নারায়ণ)।

গ্রামচৈত্য (পুং) গ্রামস্থ পবিত্র বৃক্ষ।

গ্রামজ (ত্রি) গ্রামে জায়তে গ্রাম-জন-ড। গ্রাম্য, যাহা গ্রামে গ্রামে উৎপন্ন হয়।

গ্রামজনিষ্পাবী (স্ত্রী) গ্রামজা চাসৌ নিষ্পাবী চেতি কর্ম্মধা° পূর্ব্বস্য পুংবদ্ভাবশ্চ। নখনিষ্পাবী, ধান্যবিশেষ। রাজনি°) [ধান্য দেখ।]

গ্রামজাত (ত্রি) গ্রামে জাতঃ ৭তৎ। গ্রামোৎপন্ন, যাহা গ্রামে জন্মে। "ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোঽপি মূলানি চ।" (মনু ৬।১৬)

গ্রামজাল (ক্লী) গ্রামস্য জালং ৬তৎ। গ্রামসমূহ। (ত্রিকাণ্ড)

গ্রামজিৎ (ত্রি) গ্রামং সংহতং জয়তি জি-ক্বিপ্। ১ সংহত পদার্থের বিশ্লেষকারী।

"নি বৃত্রস্তো গ্রামজিতো যথা নরঃ" (ঋক্ ৫। ৫৪। ৮)

'গ্রামজিতঃ সংঘাতাত্মকস্য পদার্থস্য বিশ্লেষয়িতারঃ' (সায়ণ।)

গ্রামণ (ত্রি) গ্রামণ্য ইদং গ্রামণী-অণ্। গ্রামণী সম্বন্ধীয়।

গ্রামণী (ত্রি) গ্রামং সমূহং নয়তি প্রেরয়তি স্ব স্ব কার্য্যেষু গ্রামণী-ক্বিপ্ ণত্বং। ১ প্রধান। ২ গ্রামের অধিপতি।

"দক্ষিণাবান্ প্রথমো হূত এতি দক্ষিণাবান্ গ্রামণীরগ্রমেতি।" (ঋক্ ১০। ১০৭। ৫) 'গ্রামণী র্গ্রামাণাং নেতা ধনবত্ত্বেন তেষাং কর্ত্তা' (সায়ণ।)

গ্রামং গ্রামধর্ম্মং নয়তি প্রাপয়তি গ্রাম-নী-ক্বিপ্। ৩ ভোগিক। (হেম') (পুং)'৪ নাপিত।

"গ্রামণীস্ত্বোহঽং সুরাং সুরাপেতাঃ।" (কৌষীত' ব্রা') ৫ বিষ্ণু। "অগ্রণী র্গ্রামণীঃ শ্রীমান্ ন্যায়ো নেতা সমীরণঃ।" (ভারত ১৩। ১৪৯। ৩৭) ৬ যক্ষ।

"সরথাধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈ র্ঋষিভিস্তথা।

গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ।" (বিষ্ণু ২।১০।২)

"গ্রামণী র্যক্ষঃ" (শ্রীধর।) (স্ত্রী) গ্রামেণ মৈথুনব্যাপারেণ নয়তি কালং। ৭ বেশ্যা। ৮ নীলিকা।

গ্রামণীথ্য (ক্লী) গ্রামণ্যঃ ভাবঃ গ্রামণী-ষ্ণ ছান্দসত্বাৎ ষস্য থ্যাদেশঃ। আধিপত্য।

'এবোঽহং শ্রিয়ৈ ধারণায় রাজ্যস্য বা গ্রামণীথ্যায়"

(শতপথ ব্রা' ৮।৬।২।১)

গ্রামণীয় (ত্রি) গ্রামণীমিবাচরতি গ্রামণী-ক্যচ্ কর্ত্তরি অচ্। গ্রামণী সদৃশ।

গ্রামণীসব (পুং) একাহযাগ বিশেষ।

গ্রামতক্ষ (পুং) গ্রামস্য তক্ষা ৬তৎ ততষ্টচ্। (গ্রামকৌটাভ্যাং তক্ষ্ণঃ। পা ৫।৪।৯৫) গ্রাম্যসূত্রধর, গাঁয়ের ছুতার।

গ্রামতা (স্ত্রী) গ্রামাণাং সমূহঃ গ্রাম-তল্ (গ্রামজনবন্ধুভ্যস্তল্। পা ৪।২।৪৩) ১ গ্রাম সমূহ।

"তস্মাদ্ধেদং প্রাচ্যো গ্রামতা বহুলাবিষ্টাঃ।" (ঐতরেয় ৩।৪৪)

গ্রামস্য ভাবঃ গ্রামঃ তল্। ২ গ্রামত্ব, গ্রামের ভাব।

গ্রামদেবতা (স্ত্রী) গ্রামস্য দেবতা ৬তৎ। গ্রামস্থ সাধারণের প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি।

গ্রামদৌত্য (ক্লী) গ্রামদূতস্য ভাবঃ গ্রামদূত ষ্যঞ্। গ্রামস্থ সংবাদবাহকতা।

গ্রামদ্রুম (পুং) একপ্রকার গ্রাম্য বৃক্ষ।

গ্রামধরা (স্ত্রী) গিরিভেদ।

গ্রামধর্ম্ম (পুং) গ্রামে ভবঃ গ্রাম-অণ্, গ্রামশ্চাসৌ ধর্ম্মশ্চেতি যদ্বাগ্রামস্য ধর্ম্মঃ ৬তৎ। গ্রাম্যধর্ম্ম, মৈথুন। (শব্দার্থচি')

গ্রামনাপিত (পুং) গ্রামস্য নাপিতঃ ৬তৎ। গ্রামস্থ সাধারণের নাপিত।

গ্রামনিবাসিন্ (ত্রি) গ্রামে নিবসতি নি-বস-ণিনি। যে গ্রামে বাস করে।

গ্রামপাল (পুং) গ্রামং পালয়তি পালি অণ্ উপস'। ১ গ্রামরক্ষক সৈন্যবিশেষ। ২ গ্রামাধ্যক্ষ।

গ্রামপুত্র (পুং) গ্রামস্য গ্রামস্থ বহুজনস্য পুত্রইব। যাহাকে গ্রামবাসীরা পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করে।

গ্রামপুত্রক (ক্লী) গ্রামপুত্রস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা। গ্রামপুত্রমনোজ্ঞাদি' বুঞ্। ১ গ্রামপুত্রের ধর্ম্ম। ২ গ্রামপুত্রের কর্ম্ম।

গ্রামপ্রেষ্য (পুং) গ্রামস্য প্রেষ্যঃ ৬তৎ। যে ব্যক্তি গ্রামস্থ বহুলোকের অধীনে চাকরী করে, গ্রামদাস।

"বৃষলীপতিঃ পিশুনোনর্ত্তনশ্চ গ্রামপ্রেষ্যো যশ্চভবেদ্ বিকর্ম্মা"

(ভারত ১৩।৬৫ অঃ)

মনুর মতে গ্রামপ্রেষ্য ব্যক্তি হব্য কব্যে বর্জিত অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিতে ইহার আবাহন করিতে নাই। (মনু ৩।১৫৩)

গ্রামপ্রেষ্যক (ক্লী) গ্রামপ্রেষ্যস্য ভাবঃ গ্রামপ্রেষ্য মনোজ্ঞাদি' বুঞ্। গ্রামপ্রেষ্যের ধর্ম্ম।

গ্রামভৃত (পুং) গ্রামেণ গ্রামস্থ সমূহেন ভৃতঃ ভরণীয়ঃ ৩তৎ। বহুজনের ভরণীয়। ব্রাহ্মণ গ্রামভৃত হইলে অব্রাহ্মণ হয়।

[অব্রাহ্মণ দেখ।]

গ্রামমদ্গুরিকা (স্ত্রী) গ্রামস্য প্রিয়া মদ্গুরিকা মধ্যলোঃ। যদ্বা গ্রামস্য মদ্গুরিকেব। ১ শৃঙ্গীমৎস্য, জিয়ল। ২ গ্রামযুদ্ধ। (মেদিনী)

গ্রামমহিষী (স্ত্রী) গ্রামস্য মহিষী ৬তৎ; গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী।

গ্রামমুখ (পুং) গ্রামো গ্রামস্থজনো মুখমিবাস্য বহুব্রী। হট্ট, হাটবাজার। (ত্রিকাণ্ড')

গ্রামমৃগ (পুং) গ্রামস্য মৃগঃ ৬তৎ। কুক্কুর। (শব্দরত্না')

গ্রামমৌখ (পুং) গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, মণ্ডল।

গ্রামযাজক (পুং) গ্রামস্য যাজকঃ ৬তৎ। যে ব্যক্তি গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের পৌরোহিত্য করে। শাতাতপের মতে গ্রামযাজক ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য। [অব্রাহ্মণ দেখ। মহাভারতের মতে ইহাকে দানাদি করিলে তাহার কোন ফল হয় না।

"যার্থস্য পতিতে দানং ব্রাহ্মণে তাস্করে তথা।

গুরৌ চানৃতিকে পাপে কৃতয়ে গ্রামযাজকে।" (ভারত ৩।১৯৯।৭)

গ্রামযাজিন্ (পুং) গ্রামান্ গ্রামস্থ নানাবর্ণান্ যাজয়তি যজ্-ণিচ্-ণিনি গ্রামযাজক।

"নাশ্রোত্রিয়ততে যজ্ঞে গ্রামযাজি হুতে তথা।" (মনু ৪।২০৫)

গ্রামযুদ্ধ (ক্লী) গ্রামস্য যুদ্ধং ৬তৎ। ক্ষুদ্র যুদ্ধ, গ্রাম্যলোকের বিরোধ।

গ্রামরথ্যা (স্ত্রী) গ্রামস্য রথ্যা ৬তৎ। বৃহৎ গ্রাম্যরাস্তা।

গ্রামবৎ (ত্রি) গ্রামোঽস্ত্যস্য গ্রাম-মতুপ্ মস্য বঃ। গ্রামের স্বামী, যাহার অধীনে গ্রাম আছে। ২ গ্রামবিশিষ্ট।

গ্রামবাস (পুং) গ্রামে বাসঃ ৭তৎ। গ্রামে অবস্থিতি।

গ্রামবাসিন্ (ত্রি) গ্রামে বসতি বস-ণিনি। যে ব্যক্তি গ্রামে বাস করে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গ্রামবাস্তব্য (পুং) গ্রামে বাস্তব্যঃ ৭তৎ। গ্রামবাসী।

গ্রামষণ্ড (পুং) গ্রামে গ্রাম্যধর্ম্মে ষণ্ডঃ। গ্রাম্যধর্ম্মরহিত ক্লীব।

গ্রামষণ্ডক (ক্লী) গ্রামষণ্ডস্য ভাবঃ গ্রামষণ্ড মনোজ্ঞাদি° বুঞ্। গ্রামষণ্ডের ধর্ম্ম।

গ্রামসঙ্কর (পুং) গ্রামের সাধারণ প্রণালী বা নর্দ্দমা।

গ্রামসুখ (ক্লী) [গ্রাম্যসুখ দেখ।]

গ্রামস্থ (ত্রি) গ্রামে তিষ্ঠতি স্থা-ক। গ্রামবাসী।

গ্রামহাসক (পুং) গ্রামং হাসয়তি হস ণিচ্ ণ্বুল্। ভগিনীপতি। (শব্দচিং)

গ্রামাচার (পুং) গ্রামস্য আচারঃ ৬তৎ। গ্রাম্য ব্যবহার।

গ্রামাধান (ক্লী) গ্রামস্য গ্রামপোষণার্থং আধীয়তে আ-ধা-ল্যুট্ মৃগয়া, শিকার। (হলায়ুধ)

গ্রামান্ত (ক্লী) গ্রামস্যান্তং ৬তৎ। গ্রামের সমীপ।

"নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজে হপি বা।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ॥" (মনু ৪।১১৬)

গ্রামান্তর (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা°। অন্য গ্রাম।

গ্রামান্তীয় (ত্রি) গ্রামান্তে ভবঃ। গ্রামান্ত-ছ। গ্রামসমীপে উৎপন্ন

"পথিক্ষেত্রে পরিবৃতে গ্রামান্তীয়ে হথবা পুনঃ।" (মনু ৮।২৪)

গ্রামিক (পুং) গ্রামে তদ্রক্ষণে নিযুক্তঃ গ্রাম-ঠঞ্। ১ গ্রাম রক্ষণে নিযুক্ত গ্রামাধ্যক্ষ।

"গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃস্বয়ম্।" (মনু ৭।১১৬)

গ্রামিক্য (ক্লী) গ্রামিকস্য ভাবঃ গ্রামিক-পুরোহিতাদি° যক্ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যোযক্। পা ৫।১।১২৮) গ্রামিকের ধর্ম্ম, গ্রামাধ্যক্ষতা।

গ্রামিন্ (ত্রি) গ্রামঃ স্বামিত্বেন আধারত্বেন বাস্ত্যস্য গ্রাম-ইনি ১ গ্রামস্বামী। ২ গ্রামবাসী। ৩ গ্রাম্যধর্ম্মযুক্ত।

"আসুরী মেঢ্রমর্যাগ্‌ বার্বায়ো গ্রামিণাং রতিঃ।"
(ভাগ° ৪।৩১।১৪)

৫ গ্রামবিশিষ্ট, গাঁই। [গাঁঞী দেখ।]

"ষট্‌পঞ্চাশতো জ্ঞেয়া গ্রামিসংখ্যাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।" (হরিমিশ্র)

গ্রামিণী (স্ত্রী) গ্রামিন্-ঙীষ্। নীলীবৃক্ষ। (জটাধর)

গ্রামীণ (পুং স্ত্রী) গ্রামে ভবঃ গ্রাম-খঞ্ (গ্রামাদ্‌যখঞৌ। পা ৪।২।৯৪) ১ গ্রাম্য কুক্কুর। ২ কাক। (মেদিনী) ৩ গ্রাম্য-শূকর। (রাজনি°) (ত্রি) ৪ গ্রামোৎপন্ন, গ্রামবাসী।

"গ্রামীণস্য প্রথমতঃ পশুতা পবয়ামিকম্।" (ভাষাপরি°)

গ্রামীণা (স্ত্রী) গ্রামীণ স্ত্রিয়াং টাপ্। নীলীবৃক্ষ। পর্য্যায়—নালী, নীলিনী, তুলী, কালদোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা। (ভাব-প্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ।) ২ পালঙ্কশাক। (রাজনি°)

গ্রামীয় (ত্রি) গ্রাম-ছ। গ্রামসম্বন্ধীয়।

গ্রামীয়ক (ত্রি) গ্রামীয়-স্বার্থে কন্। গ্রামবাসী।

"গ্রামীয়ককুলানাঞ্চ সমস্তং সীম্নি সাক্ষিণং।" (৮।২৫৪)

গ্রামেয় (ত্রি) গ্রামে ভবঃ বাহুলকাৎ ঢক্। গ্রামোৎপন্ন।

"গ্রামেয়ান্ গুণদোষাংশ্চ" (মনু)

গ্রামেয়ক (স্ত্রী) গ্রামে ভবঃ গ্রাম-ঢকঞ্। (গ্রামাচ্চেতি বক্তব্যম্। পা ৪।২।৯৪ বার্ত্তিক) গ্রামোৎপন্ন, গ্রাম্য। (ত্রিকাণ্ড)

গ্রামেয়ী (স্ত্রী) গ্রামেয়-ঙীষ্। বেশ্যা।

গ্রামেবাস (পুং) গ্রামে বাসঃ অলুক্‌স°। গ্রামবাস।

গ্রামেবাসিন্ (ত্রি) গ্রামে বসতি বস-ণিনি-অলুক্‌স°। গ্রামবাসী।

গ্রাম্য (ত্রি) গ্রামে ভবঃ গ্রাম-য (গ্রামাদ্‌যখঞৌ। পা ৪।২।৯৪) ১ গ্রামোৎপন্ন, গ্রামবাসী।

"অন্নবায়েন সুন্দরি গ্রাম্যজনোমিষ্টমশ্নাতি।" (বৃত্তরত্না°)

২ মূঢ়।

"গ্রাম্যতাবমপহাতুমিচ্ছবঃ যোগমার্গপতিতেন॥" মাঘ ১৪।৬৪)

৩ প্রাকৃত।

"গ্রাম্যা ন পশুৎ কপিশং পিপাসতঃ।" (মাঘ ১২।৩৮)

৪ মৈথুন। ৫ স্বীকার। ৬ রতিবন্ধবিশেষ। ৭ ভণ্ডাদি বচন, অশ্লীল হাসিকাদি সাধারণ প্রসিদ্ধবাক্য। (শব্দার্থচিং)

৮ (পুং) একপ্রকার কাব্যদোষ। কাব্যে হাসিক প্রভৃতি গ্রাম্যজন প্রসিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ থাকলে তথায় শব্দগত গ্রাম্যদোষ এবং কাব্যের অর্থ বা বর্ণনীয় বিষয়টী গ্রাম্যজনের আচার ব্যবহারের ন্যায় নিকৃষ্ট হইলে তথায় অর্থগত গ্রাম্যদোষ হইয়া থাকে।

শব্দগত গ্রাম্যদোষের উদাহরণ যথা—"কটিস্তে হরতে মনঃ" এইস্থলে কটি শব্দটী থাকায় শব্দগত গ্রাম্য হইয়াছে। অর্থগত গ্রাম্যদোষের উদাহণ। যথা—

"স্বপিহি ত্বং সমীপে মে স্বপিম্যেবাধুনাপ্রিয়।"

এইস্থলে 'হে প্রিয় তুমি আমার নিকটে শয়ন কর আমি এখনই শয়ন করিব।' এই অর্থটি গ্রাম্য বলিয়া অর্থগত

গ্রাম্যদোষ হইয়াছে। (সাহিত্য° ৭ পরি°) ৯ মিথুনাদি রাশি। (পুং) ১০ রাত্রিকালে মেষ ও বৃষরাশিকে গ্রাম্য বলে।
"গ্রাম্যা মিথুনতুলাস্ত্রী চাপালি ঘটা নিশাসু মেষবৃষৌচ।
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(পুং স্ত্রী) ১১ পশুবিশেষ। পৈঠীনসির মতে গোরু, ভেড়া, পাঁঠা, ঘোড়া, খচ্চর (অশ্বতর), গাধ ও মানুষ এই সাতটীকে গ্রাম্যপশু বলে। ১২ সুশ্রুতোক্ত পশুবিশেষ।
ইহার মাংসের গুণ—বাতনাশক, বৃংহণ, কফ ও পিত্ত বর্দ্ধক, রসে ও পাকে মধুর, দীপন ও বলকর।

গ্রাম্যা (স্ত্রী) গ্রাম্য-টাপ্। ওষধিবিশেষ। [ওষধি দেখ।]

গ্রাম্যকন্দ (পুং) গ্রাম্যশ্চাসৌ কন্দশ্চেতি কর্ম্মধা°। কন্দবিশেষ, বন ওল। (রত্নমালা)

গ্রাম্যকর্কটী (স্ত্রী) গ্রাম্যা চাসৌ কর্কটীচেতি কর্ম্মধা° পুংবদ্ভাবশ্চ। কুষ্মাণ্ড। (ত্রিকাণ্ড°)

গ্রাম্যকর্ম্মন্ (ক্লী) গ্রাম্যস্ত প্রাকৃতস্য কর্ম্ম ৬তৎ। মৈথুন।
গ্রাম্য কর্ম্মণৈব বিস্মৃতকালাবধিঃ" (ভাগ° ৫।১৪.৩)

গ্রাম্যকুঙ্কুম (ক্লী) গ্রাম্যঞ্চ তৎ কুঙ্কুমঞ্চেতি কর্ম্মধা°। কুসুম্ভ।

গ্রাম্যতা (স্ত্রী) গ্রাম্যস্য ভাবঃ গ্রাম্য তল্। ১ জঘন্যতা ২ অসভ্যতা। ৩ অশ্লীলত।

গ্রাম্যদেবতা (স্ত্রী) [গ্রামদেবতা দেখ।]

গ্রাম্যধর্ম্ম (পুং) গ্রাম্যস্য প্রাকৃতস্য ধর্ম্মঃ ৬তৎ। মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ।
"প্রমত্তো গ্রাম্যধর্ম্মেষু" (ভারত ৩।৪৮।৪)

গ্রাম্যধর্ম্মিন্ (ত্রি) গ্রাম্যধর্ম্মোঽস্ত্যস্য গ্রাম্যধর্ম্ম-ইনি। গ্রাম্যধর্ম্মবিশিষ্ট, মৈথুনরত।
"শূদ্রাদারোপযথাপি বৈশ্যায়াং গ্রাম্যধর্ম্মিণঃ।"
(ভারত অনু° ৪৮ অঃ)

গ্রাম্যপশু (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। পশুবিশেষ। [গ্রাম্য দেখ।]
"তস্মাদ্ যুবাং গ্রাম্যপশোর্ম্ম মূঢ়ধিয়ঃ প্রভুঃ।"
(ভাগ ৬।১৫।১৬)

গ্রাম্যমদগুরিকা (স্ত্রী) গ্রাম্যাচাসৌ মদগুরিকাচেতি কর্ম্মধা° পুংবদ্ভাবশ্চ। মৃণীমৎস্য। (হারাবলী)

গ্রাম্যমৃগ (পুং স্ত্রী) গ্রাম্যশ্চাসৌ মৃগশ্চেতি কর্ম্মধা°। কুকুর।

গ্রাম্যরাশি (পুং) গ্রাম্যশ্চাসৌ রাশিশ্চেতি কর্ম্মধা°। মিথুন প্রভৃতি কএকটী রাশি। [গ্রাম্য দেখ।]

গ্রাম্যবল্লভা (স্ত্রী) গ্রাম্যস্য বল্লভা ৬তৎ। ১ পালঙ্কশাক, পালঙ্ক। (রাজনি°।) গ্রাম্যং অশ্লীলং বল্লভং প্রিয়ং যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। ২ বেশ্যা।

গ্রাম্যবাদিন্ (ত্রি) গ্রাম্যং বদতি বদ-ণিনি। যে গ্রাম্য শব্দ বলে, হালিক প্রভৃতি।

"যঃ পরস্তাদ্ গ্রাম্যবাদী তস্য গৃহাদ্ ব্রীহীনাহরেৎ।"
(তৈত্তি° ২।৬।১।৩)

গ্রাম্যশূকর (পুং স্ত্রী) গ্রাম্যশ্চাসৌ শূকরশ্চেতি কর্ম্মধা°। গ্রামোৎপন্ন বরাহ। পর্য্যায়—বিড্‌বরাহ, গ্রামীণ, গ্রামক্রোড়, গ্রামকোল, বিষ্ফল, দারক। ইহার মাংসের গুণ—শুক্র, মেদ, বল ও বীর্য্যবৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

গ্রাম্যসুখ (ক্লী) মৈথুন সুখ। ২ গ্রামবাসীর সুখ।

গ্রাম্যা (স্ত্রী) গ্রামে ভবা গ্রাম-যৎ-টাপ্। ১ তুলসী। (শব্দার্থচি°) ২ নীলীবৃক্ষ। ৩ নিষ্পাবী। (রাজনি°)

গ্রাম্যায়নি (পুং স্ত্রী) গ্রাম্যস্যাপত্যং গ্রাম্য-তিকাদি° ফিঞ্। প্রাকৃতব্যক্তির অপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

গ্রাম্যাশ্ব (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। গর্দ্দভ। (ত্রিকাণ্ড°) স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

গ্রাবগ্রাভ (পুং) গ্রাবাণমভিষবণপাষাণং স্তুত্যা গৃহ্ণাতি গ্রাবগ্রহ-অণ ২স্য ভঃ উপস°। গ্রাবস্তুতিকারক ঋত্বিক্‌বিশেষ।
"অগ্নিমিন্ধো গ্রাবগ্রাভ উত শংস্তা সুবিপ্রঃ।" (ঋক্ ১।১৬২।৫)
'গ্রাবগ্রাভঃ গ্রাব্ণঃ স্তুত্যা গৃহ্ণাতি গ্রাবস্তুৎ' (সায়ণ)।

গ্রাবন্ (পুং) গ্রসতে গ্রস-ড; আবনতি শব্দায়তে আবন-বিচ্, গ্রশ্চাসৌ আবা চেতি কর্ম্মধা°। ১ প্রস্তর। ২ পর্ব্বত।
"হোতা গ্রাবাণো বিদ্রবো ন বক্সম্।" (বাজসনে° ৬।২৬।)
৩ মেঘ। (ত্রি) ৪ দৃঢ়। (শব্দরত্না°)

গ্রাবরোহক (পুং) গ্রাবণি রোহতি রুহ-ণ্বুল্ ৭তৎ। অশ্বগন্ধা বৃক্ষ। (রত্নমালা)

গ্রাবস্তুৎ (পুং) গ্রাবাণ স্তৌতি স্তু-ক্বিপ্ ৬তৎ। হোতার সহায় ঋত্বিগ্‌বিশেষ। [অচ্ছাবাক দেখ।]

গ্রাবস্তোতৃ (পুং) [গ্রাবস্তুৎ দেখ।]

গ্রাবস্তোত্রিয় (ত্রি) গ্রাবস্তোত্রস্যেদং গ্রাবস্তোত্র-ঘ। গ্রাবস্তোত্র সম্বন্ধীয়।

গ্রাবস্তোত্রীয় (ত্রি) গ্রাবস্তোত্রায় হিতং গ্রাবস্তোত্র-ছ। গ্রাবস্তোত্রের হিতকর। "প্রস্তোতা ব্রাহ্মণাচ্ছং সি গ্রাবস্তোত্রীয়ে।" (কাত্যা° শ্রৌত° ২৪।৫।১৫)

গ্রাবহস্ত (পুং) গ্রাবা অভিষবসাধনং পাষাণো হস্তে হস্ত ৭বহুব্রী। ঋত্বিক্ বিশেষ, যাহার হাতে অভিষবের পাষাণ থাকে।

গ্রাবায়ণ (পুং) প্রবরবিশেষ। (হেমাদ্রি)

গ্রাস (পুং) গ্রস্যতে গ্রস কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ কবল, মুখপূরণোপযুক্ত অন্নাদি। কোন স্মৃতিকারের মতে কুক্কুটাণ্ডপরিমিত অন্নাদিকে গ্রাস বলে। আবার কোন মতে, এককালে যত অন্ন মুখে দেওয়া যায় ও গিলিতে পারা যায় তাহার নাম গ্রাস।
"কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণস্ত যাবান বা প্রবিশেন্মুখম্।

এতদ্ গ্রাহ্যং বিজাতীয়াৎ তদ্বার্থং কায়শোধনম্।" (পরাশর)
২ গ্রহণ, হাত ও হাতকের স্পর্শ। [গ্রহণ দেখ।]

গ্রাসশল্য (স্ত্রী) গ্রাসে শল্যং ৭তৎ। গ্রাসস্থিত মৎস্যাদির কাঁটা।
"গ্রাসশল্যেতু কণ্ঠাসক্তে নিঃশঙ্কমনবক্ষুদ্ধস্তে মূর্দ্ধ্নিআভি-হন্যাৎ।" (সুশ্রুত° ২১ অঃ)

গ্রাসীকৃত (ত্রি) অগ্রাসো গ্রাসঃ কৃতঃ গ্রাস চি্-কৃ-ক্ত। যাহাকে গ্রাস করা হইয়াছে।

গ্রাহ (পুং) ১ গ্রহণ। ২ জলচর জন্তুবিশেষ, হাঙ্গর।
"সর্ব্বমজ্জ্জনবিদং গম্ভীরে কালসাগরে।
জরামৃত্যুমহাগ্রাহে ন কশ্চিদববুধ্যতে।" (ভারত ১৩।২৮ অঃ)
গ্রহ-ভাবে ঘঞ্। ২ গ্রহণ। ৩ জ্ঞান। ৪ আগ্রহ, নির্ব্বন্ধাতিশয়।
"অবশ্য ভবোনমবগ্রহগ্রহা যয়া দিশা ধাবতি বেধসঃ স্পৃহা।"
(নৈষধচ°)
৫ স্বীকার। (ত্রি) গ্রহ-ণ। ৬ গ্রহীতা।
"অধ্বর্য্যুং যজমানং বা গ্রাহো বিন্দতি।" শতব্রা° ।৫।৩।২৫।)

গ্রাহক (পুং) গ্রহ-ণ্বুল্। ১ শ্যেনপক্ষী। ২ বিষবৈদ্য। (ত্রি) ৩ গ্রহীতা, গ্রহণকর্ত্তা। গ্রহ-ণিচ্। ৪ জ্ঞাপক।
"যথাস্বং গ্রাহকাক্ষেষাং শব্দাদীনামিমানিতু।"
(ভারত ৩।২১০।১৩) (পুং) ৫ সিতাবরক শাক।

গ্রাহবৎ (ত্রি) গ্রাহোঽস্ত্যত্র গ্রাহ-মতুপ্ মস্য বঃ। গ্রাহবিশিষ্ট।

গ্রাহি (স্ত্রী) গৃহ্লাতি ব্যাধিতং পুরুষং গ্রহ-বাহুলকাৎ ইঞ্। গ্রহণশীলা, গ্রহস্বরূপা দেবতা।
"গ্রাহির্জগ্রাহ যদি বৈতদেনং
তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্রমুমুক্তমেনম্।" (ঋক্ ১০।১৬১।)
'গ্রাহিগ্রহণশীলা গ্রহরূপা দেবতা, (সায়ণ।)

গ্রাহিন্ পুং) গ্রহ-ণিনি। ১ কপিত্থ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ মলবদ্ধকারক, ধারক।
"কষায়ামুরসং গ্রাহিস্নিগ্ধং মেধাবলাবহম্।" (ভাবপ্রকাশ)
৩ গ্রাহক।
"শক্রগ্রাহিভিস্তৈস্তৈঃ প্রাপ্য দৈবাদগৃহ্যত।"
(কথাসরিৎসাগর ২৫।৪৯) ৪ প্রতিকূল।
"আত্মভূগ্রাহিণী ভীরু! গন্তমুৎসাহিনী ভব।" (ভট্টি ৫।৯৩)

গ্রাহিণী (স্ত্রী) গ্রাহিন্-ঙীপ্। ১ ক্ষুদ্র দুরালভা। (রাজনি°) ২ তাম্রমূল বৃক্ষ, ক্ষীরই। (রত্নমালা)

গ্রাহিফল (পুং) গ্রাহি মলবন্ধকং ফলং যস্য বহুব্রী। কপিত্থবৃক্ষ।

গ্রাহুক (ত্রি) গ্রাহ বাহুলকাৎ উকঞ্। গ্রহণশালী।
"জোবর্ত্তঃ প্রজা গ্রাহুকঃ স্যাৎ।" (তৈত্তি° ৬।৪।১।১)

গ্রাহ্য (ত্রি) গ্রহ-ণ্যৎ। ১ যাহা গ্রহণ করা উচিত। ২ গ্রহণযোগ্য।
"শূদ্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মোবক্তোপরুধ্যতে।" (মনু)
৩ উপাদেয়। ৪ স্বীকার্য্য। ৫ জ্ঞেয়। "চক্ষুর্গ্রাহ্যং ভবেজ্রূপম্।" (ভাষাপ°) ৬ প্রতিবধ্য জ্ঞানের প্রকারভূত ধর্ম। যেমন "হ্রদোবহ্ন্যভাববান্" এই জ্ঞানটী প্রতিবন্ধক এবং "হ্রদো বহ্নিমান্" এইটী প্রতিবধ্য। প্রতিবধ্য জ্ঞানের প্রকার বহ্নি, অতএব তাহাকে গ্রাহ্য বলা যাইতে পারে।

গ্রীক, গ্রীসদেশের অধিবাসী। [গ্রীস দেখ।]

গ্রীণলণ্ড, আমেরিকা মহাদ্বীপ এবং আইস্লণ্ড নামক দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটী বৃহৎ দ্বীপ। ইহার সর্ব্ব দক্ষিণ সীমায় ফেয়ারওয়েল্ অন্তরীপ অক্ষা° ৫৯° ৪৯´ উত্তর ও ৪৩° ৫৪´ পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার উত্তরাংশ চিরতুষারে আবৃত। এই দ্বীপের উত্তরপূর্ব্বকূলে ৭৮° অক্ষান্তরে ডামলণ্ড নামক স্থান ও পশ্চিমে মাচিসন্ সাউণ্ড পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত পশ্চিমকূল বৃটীশ, ওলন্দাজ ও দিনেমার নাবিকদিগের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোড়িত হইয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্ব উপকূল অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

সমস্ত দ্বীপকে জলশায়ী বৃহৎ পর্ব্বতখণ্ড বলিলেও চলে। এই পর্ব্বতস্তূপের সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী সীমা উচ্চ, অসমান ও অনুর্ব্বর। ঠিক জলের কিনারা হইতে উক্ত প্রস্তররাশি উচ্চ পর্ব্বতাকারে এবং তুঙ্গশৃঙ্গাদিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল শিখর প্রায় ৬০ মাইল দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চিম সীমায় সমভাবে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব উপকূলের কতকাংশে স্থানে স্থানে স্থলপ্রবাহী সমুদ্রখাত দৃষ্ট হয়। ঐ খাতসমূহের মধ্যে কোন কোনটী প্রায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত স্থলাভিমুখে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই পার্ব্বতীয় স্তূপের যেখানে উপত্যকা আছে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চতা প্রায় ২০০০ ফিট্। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতশিখরগুলি উচ্চে প্রায় ৫০০০ ফিট্ হইবে। ঐ সকল উচ্চ স্থান সকল সময়েই তুষারাবৃত থাকে। দ্বীপের পূর্ব্বাংশ বরফাবৃত অধিত্যকা ভূমি। নদীগর্ভ ও পর্ব্বতাদি বরফে আবৃত হওয়া সমতল বরফক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এ কারণ লোকে গ্রীণলণ্ডকে বরফস্তূপ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। পশ্চিমাংশে বরফাবৃত স্থানের মধ্যে দুএকটী শিখর দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে বৃক্ষলতাদি কিছু নাই বটে, তথাপি নিকটে যাইয়া দেখিলে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস জন্মিতে দেখা যায়। পশ্চিমে ৬২° হইতে ৬৩° উত্তর অক্ষাংশে সমুদ্রকূলে প্রায় ২০ মাইল দূর পর্য্যন্ত জলের উপর এরূপ সুন্দর বরফ জমিয়া থাকে, যে তাহাতে

বিস্তার কার্য্য করে। দিনেমারবাসীরা ঐ স্থানকে "আইস ব্লিক" বলে।

গ্রীণলণ্ডের পরিসরে অনেকগুলি প্রণালী থাকায় উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে খণ্ডিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে "প্রিন্স খৃষ্টীয়ান্ সাউণ্ড" ব্যতীত সকল প্রণালীই বরফে ঢাকা পড়িয়াছে।

গ্রীণলণ্ডের চারিদিকের সমুদ্র কতক আশ্চর্য্যজনক। উত্তরকেন্দ্র হইতে তুষারাগার সঙ্গে লইয়া সমুদ্রস্রোত কতক এই দ্বীপের পূর্ব্বাংশ দিয়া ও কতক ডেভিস প্রণালী পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া ফেয়ারওয়েল্ অন্তরীপে ১২০ হইতে ১৭০ মাইল দূরে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়। যখন সমুদ্র হইতে বাতাস বহিতে আরম্ভ করে, তখন দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের খাত-সমূহের বরফ জমিয়া দৃঢ় হয়। তৎকালে দিনেমারদিগের ঔপনিবেশিক জাহাজাদি কিছুই কূলে আসিতে পারে না। ফেয়ারওয়েল্ অন্তরীপের নিকটে এবং পশ্চিমকূলে সেপ্টেম্বর মাস হইতে বরফ-স্রোত আসা বন্ধ হয় এবং পুনরায় জানুয়ারী মাস হইতে পূর্ব্বমত ঐ স্রোত ক্রমান্বয়ে বহিতে থাকে। এ স্রোত ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া ঔপসাগরিক স্রোতে পরিণত হইয়াছে।

গ্রীণলণ্ডের নিম্নপ্রদেশে এখানকার অধিবাসী ও দিনেমার-দিগের বাস। এতদ্ভিন্ন উত্তরাংশে সকল স্থানই এত শীতল যে লোকে যাইলেই মরিয়া যায়। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে এখানে এতদূর শীত পড়ে যে ঐ সময়ে পাহাড় সমস্ত ফাটিয়া থাকে এবং গৃহমধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া থাকিলেও জলরাশি শীতল ও জমাট বাঁধিয়া যায়। জুলাই মাসে এখানে আদৌ বরফ পড়ে না। জুন মাসে অল্প অল্প বরফ গলিতে আরম্ভ হয়। এপ্রেল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত এখানে ঘোর কুয়াসা হয় ও সময়ে সময়ে অল্প জলও হইয়া থাকে। উত্তরকেন্দ্রস্থ সোমগিরি নামক উজ্জ্বল আলোকময় পর্ব্বত (Aurora borealis) সকল ঋতুতে বিশেষতঃ শীতকালে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট দেখা যায়।

এখানে ফসলাদি উত্তমরূপ জন্মে না। ইহার দক্ষিণাংশে আলুর চাস হইয়া থাকে। যুরোপীয় মূলা, ছোট ছোট কপি এবং কখনও ডিমের মত ছোট ছোট শালগম জন্মে। এখানে একপ্রকার গুল্ম দেখা যায়, তাহার ফল তুঁত ফলের মত সুস্বাদু। জুনিপার, উইলো, বার্চ ও এল্ডার বৃক্ষ কখন মনুষ্যের অপেক্ষা অধিক উন্নত হইতে দেখা যায় না।

গ্রীণলণ্ডবাসীরা ছাগ পুষিয়া থাকে। শীতকালে খাদ্যের অভাবে ছাগ সংখ্যা কমিয়া যায়। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে এস্কুইমো জাতিরা কুকুর পুষে। বল্গা হরিণ, খরগোস, খ্যাঁকশিয়াল ও শ্বেতভল্লুক বন্য অবস্থায় দেখা যায়। বেফিন প্রণালীর নিকটে সিন্ধুঘোটকের বাস আছে। ইহার হইতেই এস্কুইমো জাতির সমুদয় অভাব দূর হয়। মৎস্য ধরাই গ্রীণলণ্ডবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা। ডেভিস, বেফিন প্রভৃতি প্রণালীতে বিস্তর তিমি মৎস্য দেখা যায়।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গ্রীণলণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা নিরূপণ করিবার জন্য একজন ভূতত্ত্ববিদ্ কোপেনহেগেন হইতে এই দেশে আগমন করেন। তাঁহাদের মতে গ্রীণলণ্ডের সমুদায় পাথর গ্রেণাইট, নিস, পোরফিরি, কাল-শ্লেট ও অন্য সমজাতীয় পাথরে গঠিত। ডিস্কোদ্বীপে কয়লার খনি এবং ইহার উত্তরাংশে মহার্ঘ তাম্রের খনি আছে। এতদ্ব্যতীত সীসক, "এস্বেষ্টস্" সার্পেন্টাইন গার্নেট ও দানাদার কাচ-পাথর পাওয়া যায়। মার্চিসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ইন্‌গলফিল্ড ৭৬° উত্তর অক্ষাংশে ঐরূপ পাথর দেখিতে পান।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে গন্‌বিওরণ নামক আইসলণ্ডবাসী জনৈক ব্যক্তি প্রথমে গ্রীণলণ্ডের উপকূল দেখিতে পান। এরিক রৌডা নামক জনৈক লোক আইসলণ্ডরাজ অলফির কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলে তিনি কিছুকালের জন্য গন্‌বি-ওরণ-আবিষ্কৃত উক্ত দেশে আসিয়া বাস করেন। তিনি এই নবাবিষ্কৃত দেশের গ্রীণলণ্ড নাম দিয়া নানা কথা প্রচার করেন। পুনরায় ৯৮৬ খৃষ্টাব্দে এরিক স্বদেশবাসী কতকগুলি লোককে লইয়া এই প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার পরে আরও কতকগুলি লোক গ্রীণ-লণ্ডের দক্ষিণাংশে যাইয়া বাস করে।

গ্রীণলণ্ডবাসীরা খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত। ১১২১ খৃষ্টাব্দে আর্ণল্ড সাহেব প্রথম বিশপ্ হইয়া যান। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীণলণ্ড দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে ১৯০ খানি গ্রামে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ডেভিস সাহেব গ্রীণলণ্ড পুনরাবিষ্কার করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমাররাজ ৪র্থ খৃষ্টীয়ান গ্রীণলণ্ড জয় করিবার জন্য নৌসেনাপতি গৌডস্কি লিন্‌ডেনোকে তিন খানি যুদ্ধ জাহাজ দিয়া পাঠান। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে দিনেমাররাজ ৬ষ্ঠ ফ্রেডারিকের আদেশে কাপ্তেন গ্রে গ্রীণলণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসেন। গ্রেসাহেব উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৬৫° ১৮′ উঃ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন। ইহার পরে কোন জাতীয় লোকের বসবাস দেখা যায় না।

দিনেমার উপনিবেশের পর এই দ্বীপ উপানার্ভিক, জুলেনাক, ধাকোবসাউন্, খৃষ্টীয়ানসাব্, ইগোডিস্‌মিণ্ডে,

গতাঙ্গন, হস্তিনবর্গ, সুকারটোপেল, গ্রন্থখাৱাব, ফিকারনেসেট, ফ্রেডারিকশায়ার ও জুলিয়ানশায়ার প্রভৃতি কয়েকটী জেলায় বিভক্ত হইয়াছে।

গ্রীণলণ্ডবাসীগণ তাম্রবর্ণ, কিন্তু মাথায় চুল অত্যন্ত কাল। শরীর ছোটখাট, নাক চেটাল, ঠোঁট পুরু। ইহারা বিশ্বাসঘাতক। কেহ শত্রুতা করিলে তাহার প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। ইহারা বিলক্ষণ বলশালী ও চৌর্য্যবৃত্তিতে বিলক্ষণ পটু। শীতকালে ইহারা সমুদ্রতীরস্থ পর্ব্বতগুহায় যাইয়া বাস করে। তৎকালে ঐ গুহা এক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হয়। কোথাও কোথাও মকর-চর্ম্মে নির্ম্মিত তাম্বুতে বাস করে। আবার তিমি মৎস্যের অস্থিতে শিশুক-চর্ম্ম-পরিবৃত করিয়া ইহাদের দ্বারের কপাট প্রস্তুত হয়। দেশীয় উৎপন্ন কোমল শৈবাল-দাম ইহাদের শয্যা। ইহাদের সন্তান-স্নেহ অতিশয় প্রবল।

গ্রীণলণ্ড এখন দিনেমারের অধীন। ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে প্রায় দুই শত দিনেমারের বাস আছে। ইহারা শিশুক চর্ম্ম, সিন্ধুঘোটকের দন্ত ও জলগাভীয়ের দন্ত লইয়া য়ুরোপের নানা দেশে বিক্রয় করিয়া থাকে।

গ্রীবা (স্ত্রী) গীর্য্যতে হনয়া গৃ-বন্ নিপাতনে সাধু। (শেবায়হ্ব-জিহ্বাগ্রীবাপ্বামী দ্বিবাঃ। উণ্ ১।১৫৪) কন্ধরা। পর্য্যায়—শিরোধি, কন্ধি, শিরোধরা, কন্ধরা-শিরা।

"ইদমহং রক্ষসাং গ্রীবা অপি কৃন্তামি। (বাজস' ৫।২২)

গ্রীবাক্ষ (পুং) ঋষিবিশেষ, পাণিনীয় শিবাদি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে অণ্ হয়।

গ্রীবাঘণ্টা (স্ত্রী) গ্রীবায়াং ঘণ্টা ৭তৎ। গ্রীবাস্থিত ঘণ্টা। (ত্রিকাণ্ড°)

গ্রীবাবিল (ক্লী) গ্রীবায়া বিলম্ ৬তৎ। গ্রীবার অন্তর্গত গর্ত্ত। (ত্রিকাণ্ড°)

গ্রীবিন্ (পুং স্ত্রী) প্রশস্তা গ্রীবা অস্ত্যস্ত গ্রীবা-ইনি। ১ উষ্ট্র, উট্। (জটাধর) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। (ত্রি) ২ দীর্ঘ গ্রীবাযুক্ত।

গ্রীষ্ম (পুং) গ্রসতে রসান্ গ্রস-মক্। (গ্রীষ্মঃ উণ্ ১।১৪৯) গ্রীতীযো ধাতোঃ যুগাগমশ্চ নিপাত্যতে। ১ ঋতুবিশেষ, গরমিকাল। পর্য্যায়—উষ্ণক, নিদাঘ, উষ্ণোপগম, উষ্ণ, উষ্মাগম, তপ, ঘর্ম্ম, তাপন, উষ্ণাগম ও উষ্ণকাল।

"গ্রীষ্মে তীব্রকরোতাস্থন' হেমন্তে তথাবিধঃ।" (সূর্য্যসি°)

প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুইটী মাস গ্রীষ্ম ঋতু, কিন্তু আধুনিক ঋতু-নির্ণায়কগণের মতে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুইমাসের নাম গ্রীষ্ম ঋতু। [ঋতু দেখ।] ২ উষ্ণ, গরম। (মেদিনী।) (ত্রি) ৩ গ্রীষ্মযুক্ত।

গ্রীষ্মকাল (পুং) গ্রীষ্ম ঋতু।

গ্রীষ্মকালীন (ত্রি) যাহা গ্রীষ্মকালে উৎপন্ন হয়।

গ্রীষ্মজ (ত্রি) গ্রীষ্মে জায়তে গ্রীষ্ম-জন-ড। গ্রীষ্মজাত।

গ্রীষ্মজা (স্ত্রী) গ্রীষ্মজ-টাপ্। ১ শবরী, লোণা। ২ নবমল্লিকা।

গ্রীষ্মধান্য (ক্লী) গ্রীষ্মে জাতং ধান্যম্। ধান্যবিশেষ, বোরোধান "গ্রীষ্মধান্যজনোত্র রাক্ষসঃ।" (বৃহৎস° ১৮ অঃ)

গ্রীষ্মপুষ্পী (স্ত্রী) গ্রীষ্মে পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী গ্রীষ্ম-পুষ্প ঙীপ্। করুণ পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

গ্রীষ্মভবা (স্ত্রী) গ্রীষ্মে ভবতি ভূ-অচ-টাপ্। ১ নবমল্লিকা। (রত্নমালা।) (ত্রি) ২ গ্রীষ্মজাত।

গ্রীষ্মসুন্দর (পুং) গ্রীষ্মে সুন্দরঃ ৭তৎ। শাকবিশেষ, গিমেশাক। (রাজনি°)

গ্রীষ্মসুন্দরক (পুং) গ্রীষ্মে সুন্দরইব কায়তে শোভতে কৈ-ক। যদ্বা গ্রীষ্মসুন্দর স্বার্থে-কন। শাকবিশেষ, গিমেশাক। ইহার গুণ—তিক্ত, লঘু, কফ, পিত্ত ও দোষনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

গ্রীষ্মহাস (ক্লী) গ্রীষ্মে হাসো বিকশোঽস্য বহুব্রী। ইন্দ্রতুল বুড়ির সুতা।

গ্রীষ্মী (স্ত্রী) গ্রীষ্মঃ কালঃ কারণত্বেনাস্ত্যস্য গ্রীষ্ম-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নবমল্লিকা। (রাজনি°)

গ্রীষ্মোদ্ভব (ত্রি) গ্রীষ্ম উদ্ভবোঽস্য বহুব্রী। যাহা গ্রীষ্মকালে উৎপন্ন হয়, গ্রীষ্মজাত। (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্। নবমল্লিকা। (রাজনি°)

গ্রীস, য়ুরোপের অন্তর্গত একটী স্বাধীন রাজ্য। ভূমধ্য-সাগরের আয়োনীয় ও ইজীয় সাগরের মধ্যস্থ উপদ্বীপ। (প্রাচীন) অক্ষাংশ ৩৫° হইতে ৪০° উত্তর মধ্যে প্রাচীন গ্রীস্ রাজ্য স্থাপিত ছিল। ইহার উত্তরসীমা ইলিরিয় ও মাকিদনীয় রাজ্য। গ্রীসের উত্তরপূর্ব্বকোণস্থ থেসেলি হইতে ওলিম্পাস্ পর্ব্বত ও উত্তর-পশ্চিমস্থ এপিরাস্ রাজ্যের নিকট হইতে এক্রোসারাওনীয় পর্ব্বতদ্বয় পরস্পর বিস্তৃত হইয়া উক্ত রাজ্যদ্বয়কে পৃথক রাখিয়াছে।

আরিষ্টটল্ তাঁহার নিজ গ্রন্থে এপিরাস্‌বাসী প্রাচীন "গ্রীকাই" জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে এই জাতি গ্রীসের পশ্চিমকূল পর্য্যন্ত আসিয়া বাস স্থাপন করে এবং ইতালিদেশবাসীগণ উক্ত জাতির নাম হইতেই দেশের নাম "গ্রীস" রাখেন। গ্রীকগ্রন্থে পূর্ব্বকথিত সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ 'হেলাস্' নামে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীস রাজ্য হইতে হেলাস্ রাজ্য অধিক বিস্তৃত ছিল। হেলাস্ শব্দে "হেলেনিস্" জাতি ও দেশবাসী বুঝায়। একারণ আফ্রিকার সাইরেণ রাজ্য, এসিয়াখণ্ডের মিলেটাস্ এবং সিসিলি

দ্বীপের সিরাকিউজ প্রভৃতি গ্রীসীয় উপনিবেশ সকল ঐ হেলাস্ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিরোডোটস্ লিখিয়াছেন যে মিসরপতি আমাসিস্ হেলাস্-রাজকে অনেক উপঢৌকন দেন এবং সাইরেণ, লিন্ডাস্ ও স্তামাস্ দ্বীপ দান করেন।

ভূগোল-বিদেরা প্রাচীন গ্রীসকে ছয়ভাগে বিভক্ত করেন। উত্তরাংশে থেসেলি, এপিরাস্, অকার্নানিয়া, ইটোলিয়া, লোক্রিশ (ওপানটিয়াল, এপিকনেমাডিয়া এবং ওজোলিয়ান), ডোরিস্, ফোসিশ, বিওটিয়া, মেগারিশ ও আটিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। দক্ষিণাংশ পিলোপনিসাস্ নামে খ্যাত; লাকোনিয়া, মেসেনিয়া, আর্কেডিয়া, এলিশ্, আর্গেলিশ, একিয়া সিকওনিয়া ও করিন্থ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে উক্ত দক্ষিণরাজ্য বিভক্ত।

উপদ্বীপের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত ইজীয় সাগরের দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসের অধিকারে ছিল। তদ্ভিন্ন ভূমধ্যসাগরের রোডস্ সাইপ্রাস্ এবং সাইক্লোডস্ দ্বীপাবলী। ইহার দক্ষিণাংশ সিথেরা (বর্ত্তমান সেরিগো) এবং ক্রীট্ দ্বীপ। পশ্চিমে আয়োনীয় সাগরস্থ করসিরা (বর্ত্তমান কর্ফিউ), সিফালোনীয়. ও ইথাকা। এতদ্ব্যতীত সিসালদ্বীপে ও দক্ষিণ ইতালীতে, এবং এসিয়া মাইনরে গ্রীক উপনিবেশ ছিল। গ্রীকদিগের এসিয়া অধিকারের মধ্যে আইওনীয় রাজ্যই প্রধান। ইফে'সস্ নগর উক্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল।

পুরাতত্ত্ব—প্রবাদ এইরূপ যে মিসর রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় খৃষ্টজন্মের ১৮০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে গ্রীসরাজ্যের ইতিহাস আরম্ভ। কিন্তু খৃষ্টীয় ৮৮৪ অব্দের পূর্ব্বতন সমুদায় কাণ্ডই গল্প বলিয়া অনুমান হয়।

গ্রীককাব্যে লিখিত আছে যে প্রথমে এই রাজ্যে পেলাসগি নামক অসভ্যজাতি পর্ব্বতগুহাদিতে বাস করিত। উহারা বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে বন্য জন্তুর চর্ম্মে আপনাদিগের অঙ্গ আচ্ছাদন করিত। ইউরেনস্ নামক মিসররাজপুত্র এই দেশে আসিয়া টিটান নামক রাক্ষসগৃহে বিবাহ করেন। পরে উক্ত টিটানেরা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ইউরেনসের পুত্র সেটারন্ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং পিতার ন্যায় দুরদৃষ্টে পতিত হইবার ভয়ে তিনি নিজ পুত্রগণের বিনাশের আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী তৎপুত্র জুপিটারকে লুকাইয়া আনিয়া ক্রীটদ্বীপে লালন-পালন করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জুপিটার পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও বিদ্রোহী টিটানদিগকে দমন করিলেন এবং তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

জুপিটার নিজরাজ্য ভ্রাতা নেপচুন্ ও প্লুটোকে ভাগ করিয়া দিলেন। তিনি স্বয়ং অতি বিচক্ষণতাবে রাজ্যের শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। থেসেলির নিকটবর্ত্তী ওলিম্পাস্ পর্ব্বতে তাহার বিচারভবন ছিল। গ্রীককাব্যে সেটারন্ প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং ওলিম্পাস্ পর্ব্বতের শিখরদেশ দেবতাদিগের বাসভবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দর্শনশাস্ত্রচর্চ্চায় বহুকাল পরেও সেটারন্, জুপিটার প্রভৃতি জাতীয় দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছে।

ইহার বহুপরে কোন সময়ে এসিয়াখণ্ড হইতে হেলেনিস্ জাতি গ্রীসে আসিয়া বাস করে। পেলাসগি জাতির সংমিশ্রণে থাকিয়া এক সময়ে সমস্ত গ্রীসবাসীই হেলেনিস্ নামে অভিহিত হয়।

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন এই হেলেনিস্ নামক গ্রীকেরাই প্রাচীন আর্য্যশাখাসম্ভূত। যেমন ভারতের আর্য্যগণ সপ্তসিন্ধুর উৎপত্তিস্থান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেইরূপ গ্রীকেরাও মধ্যএসিয়াস্থ আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুদূর পশ্চিমে সমুদ্রতীরে গ্রীসদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। অতি প্রাচীনতম কালে মধ্যএসিয়ায় আর্য্যগণের সহিত গ্রীকদিগের পূর্ব্বতন আদিপুরুষ একত্র বাস করিতেন। তখন আর্য্য ও গ্রীক উভয়ে এক মাতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও এক ভাষায় কথা কহিত। বহু শতাব্দী গত হইয়াছে, তাহারা পরস্পর সম্বন্ধসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে গিয়া পড়িয়াছে, দেশভেদে, আচারভেদে ও বিভিন্ন জাতির সংস্রবে উভয়ের পূর্ব্বতন অবস্থা ও ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তাহাদের প্রাচীনতম ভাষা হইতে এমন বহু শব্দ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উভয়কেই এক আর্য্যজাতি সম্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই [ভাষা দেখ।] আমাদের কথা এই গ্রীক ও আর্য্যগণ এক বংশ সম্ভূত হউন বা না হউন, সিন্ধুতীরবাসী প্রাচীন আর্য্যগণ যেমন প্রথম অবস্থায় ভারতের আদিম অধিবাসী দস্যু. অসুর প্রভৃতি অসভ্য জাতির সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন, প্রাচীন গ্রীকগণ গ্রীসদেশে সেইরূপ পেলাসগি নামক জাতিকে দমন করিয়া নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

হেলেনিস্ জাতি যেখানে বসবাস করিতেন, সেই স্থান "হেলাস্" নামে পরিচয় দিতেন। গ্রীসের অধিকাংশ পর্ব্বতময়, বন্ধুর ও নদীহীন। ইহার মধ্যে নদীবাহুল্য থেসেলি নামক জন-

পদই কথঞ্চিৎ উর্ব্বরা ছিল, সুতরাং এখানকার লোকেরা যতটুকু সুখলাভ করিত, অপর স্থানের লোকেরা উপযুক্ত আহারাদির অভাবে অল্পমাত্র সুখলাভে বঞ্চিত ছিল। তাহারা কষ্টে পড়িয়া আপনার সুখবর্দ্ধনার্থ ক্রমে নানাস্থানে যাইতে আরম্ভ করিল।

ইহাদের মধ্যে আবার কয়েকটী শ্রেণী-বিভাগ ছিল, তন্মধ্যে ডোরীয়, ইওলীয় ও আইয়োনীয় জাতিই প্রধান। ইহাদের কথিত ভাষা কতকাংশে মিলিলেও পরস্পর অনৈক্য, সুতরাং স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিগণিত হইত।

১৮৫৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইনাকাস্ নামে একজন ফিনিকীয় পরিব্রাজক স্বজাতি সমভিব্যাহারে গ্রীস পরিদর্শনে আসেন এবং পিলোপনিসাসের নেপোলি উপসাগরের কূলে আর্গস্ নামে এক নগরী স্থাপন করেন। উক্ত ঘটনার তিনশত বর্ষ পরে ১৫৫৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মিসরবাসী সিক্রপস্ আসিয়া আটিকা প্রদেশে উপনিবেশ ও আথেন্স মহানগরী স্থাপন করিলেন। তিনিই অসভ্য অটিকাবাসীদিগকে নানা বিদ্যাশিক্ষা এবং আপনাকে তাহাদিগের রাজা বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি আপনার পার্ব্বতীয় আবাস-রক্ষার জন্য আথেনী নামক গ্রীক দেবীমূর্ত্তি স্থাপনা করেন, পরে লাটিনেরা আথেনী নামের পরিবর্ত্তে মিনার্ভা নামে ঐ মূর্ত্তিকে পূজা করিতেন। উক্ত আথেনী দেবীর নামানুকরণে আথেন্স মহানগরীর নামকরণ হইয়াছে। এই ফিনিকীয় জাতির নিকট গ্রীকগণ মিসরদেশের সন্ধান পায় এবং তাহাদের যত্নে ইহারা সমুদ্রে পোতচালনকৌশল ও বাণিজ্য বিষয়াদি শিক্ষা করেন।

গ্রীস ও পিলোপনিসাসের মধ্যবর্ত্তী যোজকের মধ্যে করিন্থ নগর সমুদ্রের উপকূলে ১৫২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত। লাকোনিয়ার রাজধানী বিখ্যাত স্পার্টা বা লেসিডিমন্ নগর উক্ত বৎসরে লেলেক্স নামক জনৈক মিসরবাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

১৪৯৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ফিনিকীয়বাসী ক্যাডমাস্ বিওটিয়ার থেবিস্ নগর স্থাপন করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে গ্রীসবাসীদিগকে অক্ষরলিখন প্রণালী শিক্ষা দেন।

১৪৮৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে দনায়ুস্ নামক এক মিসরবাসী স্বদলে আর্গস্ নগরে আসিয়া তথাকার অধিবাসী কর্ত্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হন।

শতাব্দী পরে প্রায় ১৩৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ফ্রিজিয়ারাজপুত্র পেল্পস্ গ্রীসের পিলপনিসাস্ বিভাগে আসিয়া বাস করেন এবং তথাকার রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া পরে রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

হোমারলিখিত ট্রয়যুদ্ধের সেনানায়ক মাইকিনীরাজ আগামেম্নন্ এবং স্পার্টারাজ ম্যানিলাস্ উভয়েই পেল্পসের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে হেলেস্পণ্ট ও ইজীয় সাগরের তীরে ট্রয় বা ইলিয়ম্ নামে এক রাজধানী ছিল। ট্রয়রাজকুমার পারিস্ ঘটনাক্রমে গ্রীসদেশে আসিয়া কিছুকাল স্পার্টার ম্যানিলাসের সভায় অতিবাহিত করেন। স্পার্টারাজের অনুপস্থিতিকালে পারিস্ স্পার্টার রাজমহিষী হেলেনের রূপে মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে লইয়া ট্রয়রাজ্যে পলাইয়া আসেন। ম্যানিলাস্ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া পারিসের দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি সমস্ত গ্রীসের রাজন্যবর্গকে ট্রয়রাজের বিপক্ষে উত্তেজিত করিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রায় ১১৯৪ খৃঃ পূঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে।

মাইকিনীরাজ আগামেম্নন্, ইথাকার রাজা প্রাজ্ঞ ইউলিসিস্, পাইলসের রাজা নেষ্টর, থেসেলিরাজপুত্র আকিলিস্, সলামিসের আজাক্স, ইটোলিয়ার ডিওমিডিস্, ক্রিটের ইদোমিনিয়াস্ প্রভৃতি মহাবীরগণ প্রতিশোধ লইবার জন্য স্পার্টারাজের পক্ষাবলম্বন করিলেন। প্রায় ১২০০ অর্ণবপোত ও লক্ষলোক ট্রয় ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিল। ট্রয়রাজ প্রায়ম্ বিপক্ষের গতিরোধ করিবার জন্য এসিয়ামাইনর, থ্রেস, আসিরীয় প্রভৃতি রাজগণের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। সেই মহাসমরে গ্রীকপক্ষে আগামেম্নন্ ও ট্রয়পক্ষে প্রায়মের পুত্র মহাযোদ্ধা হেক্টর সেনাপতি হইয়াছিলেন। ১০ বর্ষ ব্যাপিয়া ট্রয়যুদ্ধ চলিয়া ছিল। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে শত শত মহাবীর প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে অশেষ চেষ্টার পর গ্রীকগণ জয় লাভ করিলেন, ট্রয়নগর বিধ্বস্ত হইল। এই আখ্যায়িকা লইয়া মহাকবি হোমার বিখ্যাত "ইলিয়াড" নামক মহাকাব্য রচনা করেন।

যুদ্ধজয়ের পর অতি অল্পলোকই গ্রীসে ফিরিতে পারিয়াছিলেন। মহাত্মা ইউলিসিস্ যুদ্ধাবসনে নানাদ্বীপে ফিরিয়া ঘুরিয়া প্রায় ১০ বর্ষ পরে গ্রীসে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লইয়া হোমার "অডেসি" নামক কাব্য প্রণয়ন করেন।

ট্রয়যুদ্ধকালে গ্রীসের রমণীগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতেন। অনেক রমণী পরপুরুষে আসক্ত হইয়াছিল। গ্রীক্ সেনাপতি আগামেম্নন্ দীর্ঘকাল পরে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে শান্তিলাভ ঘটে নাই। তাঁহার মহিষীও পরপুরুষে আসক্ত হইয়াছিলেন, সেই ভ্রষ্টা অতি ঘৃণিতভাবে পতির প্রাণনাশ করেন ও তাঁহার পুত্র অরেষ্টিস্ নির্ব্বাসিত হন। কিছুদিন পরে অরেষ্টিস্ আর্গসে আসিয়া মাতা ও তাঁহার প্রণয়ীদিগকে বিনাশ করিয়া পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার করেন।

ট্রয়যুদ্ধের প্রায় ৮০ বর্ষ পরে গ্রীসে এক দারুণ বিদ্রোহানল জলিয়া উঠে। এই সময়ে হার্কিউলিসের বংশধরগণ পিলপনিসাসের সকল স্থান অধিকার করিয়া বসেন। মাইকিনী বা আর্গসের রাজপুত্রগণ সকলেই নির্ব্বাসিত হন। ১১০৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হার্কিউলিস্-পুত্র হিলাসের প্রপৌত্র তেমেনাস্, ক্রেসফন্টিস্ ও অরিষ্টডিমাস্ ডোরিয়দিগের সাহায্যে আর্কেডিয়া ভিন্ন পিলপনিসাসের অধিকাংশই অধিকার করেন। তাহাতে তেমেনাস্ আর্গসের ও ক্রেসফন্টিস্ মেসিনীয়ার রাজা হন। অরিষ্টডিমাস্ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন, তৎপুত্র ইউরিস্থিনিস্ ও প্রোক্লিস্ স্পার্টারাজ্য ভাগ করিয়া লন।

১০৭০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পিলপনিসীয়গণ আটিকা আক্রমণ করিয়াছিল। এই সময়ে আথেন্সরাজ কোড্রস্ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহারই কিছুকাল পরে কোড্রসের পুত্রগণ মধ্যে রাজ্য লইয়া গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহাতে আথেন্সবাসীগণ এককালে রাজপদ উঠাইয়া দিয়া কোড্রসের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিদনকে প্রজাসাধারণের প্রধানব্যক্তিরূপে মনোনীত করেন। কোড্রসের অপর পুত্রদ্বয় কতকগুলি আথেন্সবাসীর সঙ্গে এসিয়ামাইনরে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। এখানে প্রথমে তাঁহারা ১২টী নগর পত্তন করেন এবং প্রদেশের নাম আইয়োনীয় রাখেন। এই আইয়োন্ শব্দ হইতে পারসী য়ুনান ও সংস্কৃত যোন বা যবন শব্দের উৎপত্তি। আইয়োনীয় গ্রীকগণও পূর্ব্বকালে ভারতবাসীর নিকট যবন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [যবন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] তৎকালে গ্রীকগণ এসিয়া ও য়ুরোপের নানাস্থানে গিয়া উপনিবেশ করিতেছিলেন।

পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণের মতে, তৎপরে সমগ্র গ্রীস সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম উত্তর গ্রীস, দ্বিতীয় পিলপনিসাস বিভাগ এবং তৃতীয় দ্বীপপুঞ্জ। সাইক্লেডিস্, স্পোরাডিস্ ও ইউবিয়া প্রভৃতি দ্বীপও উহার অন্তর্গত। উত্তর গ্রীসের দক্ষিণসীমা করিন্থ উপসাগর, পূর্ব্বে ইজীয় সাগর, উত্তরে তুরুষ্ক রাজ্য ও পশ্চিমে আইয়োনীয় সাগর। এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একার্ণানিয়া ও ইটোলিয়া রাজ্য, পশ্চিম গ্রীস এবং ডোরিস, ফোসিশ্, বিওটিয়া, আটিকা, মেগারিস্, লোক্রি ও পান্থিয়াইদিগের রাজ্য এবং স্পার্কিয়ার উপত্যকা পূর্ব্বগ্রীস নামে খ্যাত।

উত্তর গ্রীসের অধিকাংশস্থান পর্ব্বতময়। ইটা নামক পর্ব্বত শ্রেণীই তন্মধ্যে প্রধান। পূর্ব্ব উপকূল ইউবিয়া প্রণালীর ধার হইতে ক্রমান্বয়ে পশ্চিমাভিমুখে ইটোলিয়ার টিমফ্রেস্টাস্ পর্ব্বতশ্রেণীতে মিলিত হইয়াছে। মধ্যে এস্প্রোপোটামস্ উপত্যকা, ইটা পর্ব্বত, কর্ণানিয়া ও এপিরাস্ পর্ব্বতের সহিত মিলিতে পারে নাই। ইটা পর্ব্বতের দক্ষিণগামী শাখা কোশিশের পার্ণাসিস্ পাহাড়ে এবং করিন্থ উপসাগরের উত্তরকূলে অবস্থিত পাহাড়ে মিলিত হইয়াছে। গ্রীস বিভাগের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে হেলিকোন, সিথিরোণ ও পার্ণিশ পর্ব্বত। শেষোক্ত পাহাড় আটিকা হইতে বিওটিয়াকে বিভক্ত রাখিয়াছে।

গ্রীসের অপর বিভাগের নাম পিলপনিসাস্ বা মোরিয়া উপদ্বীপ। ইহার মধ্যে আকিয়া, আর্কেডিয়া, আর্গোলিস্ করিন্থ, এলিশ্, লাকোনিক প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। এই বিভাগের মধ্যভূমি অধিত্যকাময়। অসংখ্য পাহাড় শ্রেণীতে আচ্ছাদিত, এই জন্য মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ অববাহিকা, জলাভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। মোরিয়া উপদ্বীপের উত্তরস্থিত টেগেটাস্ এবং দক্ষিণের সিলোনী পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। এলিস্, ইনাকাস্ ও আর্গণ নামক স্থানে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র আছে। অলফিয়াস্, ইউরোটাস্ পমিসাস্ ও পেনিয়াস্ নদীতে বৎসরের সকল সময়েই জল থাকে।

ইউবিয়া ব্যতীত গ্রীস রাজ্যের দ্বীপাবলীর মধ্যে সাইক্লেডিস্ ও স্পোরাডিস দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যে যে দ্বীপ জনমানব পরিপূর্ণ তাহা নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত।

(১) পশ্চিম স্পোরোডিস্—হাইড্রো, স্পেজিয়া, ইজিনা, পোরস্, সালামিস্, অজিষ্ট্রা।

(২) উত্তর স্পোরাডিস্—স্কোপেলস্, খিলিড্রোমী, স্কিয়াথোস্ স্কাইরস্।

(৩) উত্তর সাইক্লেডিস্—এণ্ড্রোশ্, জিয়া, থারমিয়া, টিনো, মিকোনী, সাইরা।

(৪) মধ্য সাইক্লোডিস্—নাক্সস্, পরোস্, আন্টিপরোস্, সিফান্টো, সেরিফোস্, মীলো, কিমোলোস্, পোলিক্যাণ্ড্রো, সিকিনো, নিও, অমর্গো।

(৫) দক্ষিণ সাইক্লেডিস্—সান্টোরিণ, আণাফি, এষ্টীপালিয়া, কাণ্ডিয়া বা ক্রীট্, কিয়স্, সামস্, লেসবস্। এতদ্ভিন্ন এসিয়ামাইনরের তীরবর্ত্তী অনেকগুলি দ্বীপ তৎকালে গ্রীসের অধীন ছিল।

গ্রীস রাজ্যের মধ্যে কোন নদীতেই নৌকাদ্বারা ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা নাই। নদীগুলি সামান্য পার্ব্বতীয় জলস্রোত বলিলেও চলে। যে গুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ, গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে তাহাও শুকাইয়া যায়। হোমার নিজ গ্রন্থে আকি-

-লাস্ নদীকে নদীরাজ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এখনও ঐ আকিলাস্ নদী, সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এতদ্ব্যতীত সিফিসাস্, ইলিসাস্ আকারোথ, স্পার্কিয়স্, অলফেইয়াস্, পামিসাস্, ইনাকাস, য়ুরোটাস প্রভৃতি নদীর বর্ত্তমান আবশ্যকতা যত অধিক, প্রাচীন কাব্যে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্যাশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ আছে। করিন্থ উপসাগর ব্যতীত এম্‌ব্রাসিয়া, ভোলো, ইজিনা, আর্গস্ বা নৌপ্লিয়া, কোলোকীনি, কোরোণ প্রভৃতি উপসাগর আছে এবং কোপাই বা টোপো-লিয়া, অপোকুরো, স্তলটো, লিকুরিয়া নামক হ্রদই বৃহৎ। অপরাপর যে সমস্ত হ্রদ আছে গ্রীষ্মকালে তাহাতে জল থাকে না।

ভূতত্ত্ব।—ইটা, পার্‌নাসাস্ ও হেলিকোন পর্ব্বত ধূসর বর্ণের চূণা-পাথরবিশিষ্ট। পিণ্ডাস শ্রেণীর পাথর দেখিলেই অনুমান করা যায় যে পাথরগুলি বহুকাল পরে কোন পদার্থ হইতে বর্ত্তমান আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই পাহাড়ে পাথরের কোন অংশে বা গ্রেণাইট, কোনটী বা চকমকী সংযুক্ত সর্পের ন্যায় বক্রাকার হরিদ্রা চিহ্নযুক্ত, সবুজ পাথর এবং অভ্রের শ্লেট দেখা যায়। পিলোপনিসাসের উপকূলে মৃত শম্বুকাদি জমিয়া একরূপ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রীসের প্রায় সকল স্থানেই আগ্নেয়পর্ব্বতের চিহ্ন ও কার্য্যাদির লক্ষণাদি দেখা যায়। পর্ব্বতের খাটালে বা গুহার মধ্য হইতে গন্ধকময় ধূম ও অপরাপর দুর্গন্ধময় বাষ্প নানাস্থানে উঠিতে থাকে। ঐ বাষ্প প্রাচীনকালে ডেল্‌ফির ধর্ম্মকর্ম্মোদ্দেশে ব্যবহৃত হইত। শীতল ও উষ্ণপ্রস্রবণ অনেক দেখা যায়। আটিকা, সেরিফোস্ ও সিফান্টো দ্বীপে সোণা, রূপা ও সীসক পাওয়া যায়। শূর্ম্মা, মনঃশিলা, তাম্র ও গন্ধক জন্মে। ইউবিয়া, স্কাইরস্, লাকোনিয়া ও এলিস্ নামক স্থানে লৌহ ও প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এখানে পিলপনিসাসের স্থানে স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত পেণ্টালিক এবং লাল ও সবুজবর্ণের মর্ম্মর পাথর দেখা যায়। পিলপনিসাস্ অপেক্ষা উত্তর গ্রীসে শস্যাদির চাষ অপেক্ষাকৃত উত্তম ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর্গস্ ও মারাথনের সমতলক্ষেত্র এবং উপকূলের নিকটবর্ত্তী জলা ভূমিতে ধান্যের চাস হয়। আর্গস্ ও কালামাটা নামক স্থানে প্রচুর দোক্তা ও তুলা জন্মে। পিল-পনিসাসের উত্তরকূলবর্ত্তী জেলাসমূহে আঙ্গুর ও কিস্‌মিস্ হয়। মেসিনা, লাকোনিয়া, টিনোস ও অন্যান্য দ্বীপে রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখান হইতে প্রচুর মধু রপ্তানী হয়। তন্মধ্যে হেমিটাস্ ও আটিকার মধু বহুকাল হইতে বিখ্যাত। নৌপ্লিয়া হইতে মোম রপ্তানি হয়। বাদাম, অঞ্জির, আখরোট, কমলানেবু, পাতিনেবু, দাড়িম্ব প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মে।

গ্রীসে যে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা গ্রীসবাসীরাই ব্যবহার করে। কোন কোন বন্দরে জাহাজ নির্ম্মাণ ও পাইল তৈয়ারী হয়। মিসোলঙ্গীর নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদসমূহে লবণ উৎপন্ন হয়। নৌপ্লিয়া, মিসোলঙ্গী, প্যাট্রাস্, গ্যালাক্সাইডি এবং হাইড্রা, সোজিয়া, সাইরা প্রভৃতি লিভাণ্ট সাগরস্থ দ্বীপে ষ্টীমার দ্বারা বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গ্রীস সাম্রাজ্যে যে সকল লোক বাস করে, স্থানানুসারে তাহাদের শারীরিক গঠনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। উত্তরগ্রীসে রৌমিলিওটিস্ জাতির বাস। ইহারা যোদ্ধা ও সাহসী, তুর্কেরা বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে অধীনতা স্বীকার করাইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে পিলপনিসাস্‌বাসী মোরিওটিস্ জাতি তুর্কের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

রৌমিলিয়া প্রদেশের পার্ণাসাস, এগ্রাফা, বাল্টো, জারো-মেনস্ পর্ব্বতবাসী এবং ইটোলিয়ার মধ্যস্থলবাসীগণ হেলে-নিস্ এবং সমতলক্ষেত্রবাসী চাষীগণ জাতিতে আলাসীয়, বুলগেরিয় বা আল্‌বানীয় বংশসম্ভূত।

পিলপনিসাসের আর্গোলিস্ ও ট্রিফিলিয়াবাসীরা আলবানীয় জাতি। অপরাপর সকল লোকই গ্রীকভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

দ্বীপসমূহে আলবানীয়, প্রাক ও মধ্যযুগের রোমক-দিগের আক্রমণের সময় লাটিনরক্তমিশ্রিত সঙ্করজাতি বাস করে। হাইড্রা ও স্পেজিয়াবাসীরা আলবানীয় জাতি। এইরূপে বর্ত্তমান সাইরার কিয়টি ও সেরিটী জাতি হেলেনিক বংশভুক্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রীকবিদ্রোহের পর হইতে য়ুরোপের নানাস্থান হইতে নানাজাতি আসিয়া বাস করিতেছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে গ্রীকদিগের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের ভার গৃহস্বামী পিতার হস্তে ন্যস্ত আছে। পুত্র-গণের সহিত পরামর্শ না করিয়া পিতা নিজ স্বেচ্ছামত তাহা-দিগের বিবাহ দিতে এবং কোন ব্যবসায়ে বা কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এক কথায় প্রাচীন সময়ে গ্রীক-দিগের মধ্যে পুত্রের অদৃষ্টের ফলাফল পিতার ইচ্ছাধীন ছিল। এমন কি সময়ে সময়ে নিকট কুটুম্বগণকে একত্র করিয়া পারিবারিক সভায় পুত্রের কর্ম্মফলে জীবনরক্ষা বা জীবননাশের বিচার হইত। তাহারা নির্ব্বিঘ্নে এবং পরস্পরে রক্ষিত হইয়া গ্রামাদিতে বাস করিত। প্রতি বৎসরে গৃহস্বামীগণ কোন ধর্ম্মমন্দিরে একত্র হইয়া প্রত্যেক

গ্রামের একজন ও প্রতি নগরের তিনজন ডিমোগ্যারোপটিস্ বা মিউনিসিপাল মাজিষ্ট্রেট্ মনোনীত করিতেন। ঐ ডিমোগ্যারোপটিসের পদ প্রায়ই ধনী ব্যক্তি বা গ্রামের জমীদারেরা পাইতেন। ইহারা দণ্ডনায়ক ও ধনাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিতেন। স্থানীয় করনির্দ্ধারণ ও সংগ্রহ করিবার জন্ত যে সভা হইত, তাহাতে ঐ ডিমোগ্যারোপটিস্ ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত লোকের মত লইয়া কার্য্য চলিত। ঐ সভা হইতে সহকারী কি দণ্ডনায়কগণ নির্ব্বাচিত হইয়া প্রতি জেলার প্রধাননগরে নিযুক্ত হইতেন।

প্রকৃত ইতিহাস।—প্রাচীন ইতিহাস কালের কুজ্ঝটিকায় অপহৃত হইয়াছে। যে সমস্ত দেবদেবী ও বীরপুরুষগণের ইতিহাসগত আশ্চর্য্য ঘটনা-সম্বলিত গল্প শুনা যায়, তাহাতে কেবল অজ্ঞ লোকেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে। পূর্ব্বে যে সকল পুরাণকথা লিখিত হইয়াছে; সিক্রপ, ক্যাডমাস, দনায়ুস থেসিয়াস্ হিরাক্লিস প্রভৃতির উপাখ্যান এবং আর্গোনটিক যুদ্ধযাত্রা ট্রয়যুদ্ধ ও কালিডোনিয় শূকরশীকার প্রভৃতির ইতিবৃত্ত কতদূর সত্য এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করিবার জন্ত ঐতিহাসিকেরা বিন্দুমাত্র আশা রাখেন না। যে সময়ে গ্রীসের অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীরগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (Heroic age) তাহা ১৪০০ হইতে ১২০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে নিরূপিত হইয়াছে।

(প্রায় ৮৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে) স্পার্টারাজবংশের লাইকারগাস্ (Lycargus) জন্মগ্রহণ করেন। মিশর, ভারত প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটন ও নানা স্থানের রীতি নীতি দর্শন করিয়া তাঁহার মনে ধারণা হইয়াছিল যে একটা চিরস্থায়ী, জাতীয় শক্তি একতাসূত্রে বদ্ধ করা ভিন্ন কোন জাতি জগতে প্রাধান্ত লাভ করিতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের প্রথমেই দৈহিক উন্নতি আবশ্যক। যাহাতে স্পার্টার প্রত্যেক অধিবাসী সাহসী ও বলশালী হয়, যাহাতে সকল স্পার্টারমণী বলবান্ পুত্র প্রসব করেন, লাইকারগাস্ তৎপক্ষে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহা এই—

১। সন্তান বিকলাঙ্গ হইলে পর্ব্বতগুহায় ফেলিয়া দিবে।

২। যে কেহ সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র শিক্ষাগারে অপরাপর যুবকদিগের সহিত লালিত ও শিক্ষিত হইবে, পিতামাতার সহিত তাহার কোন সংস্রব থাকিবে না।

৩। দেশের অক্ষর-পরিচয় ছাড়া কেহ সাহিত্যবিজ্ঞানাদি পড়িতে পারিবে না, কারণ উহাতে সাহস ও মুৎসাহ কমিতে পারে।

৪। সন্তান বড় হইলে ডিয়ানা (অর্থাৎ রণদেবীর) উৎসবে দৈহিক বলপরীক্ষায় সময় কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে।

৫। স্ত্রীলোকেরা কুড়ি বর্ষ পর্য্যন্ত পুরুষের মত কঠোর শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে। বীরপ্রসবিনী ও বীরসঙ্গিনী হইবার জন্ত তাহার এই শিক্ষা প্রয়োজন।

৬। পুরুষ ত্রিশ বর্ষ ও স্ত্রী কুড়ি বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারিবে না।

৭। বিবাহের পরও যাইট্ বর্ষ পর্য্যন্ত সমাজের মঙ্গলের জন্ত বড় একটা কেহ স্ত্রী-সহবাস করিতে পারিবে না, যদিও করে, তবে কেহ যেন জানিতে না পারে, এরূপ ভাবে করিবে।

৮। কোন অপরিচিত অতিথিকে গৃহে স্থান দিবে না।

৯। কেহ মদ্যপান বা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে ঘৃণা জন্মাইবার জন্ত হিলট্ (ইলোথ অর্থাৎ নীচ লোককে) মদ খাওয়াইয়া তাহার উপর নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে।

উক্ত নিয়মবলেই পুরুষ নিজ স্ত্রীকে আপনার অপেক্ষা বলবান্ পুরুষের সহিত সহবাস করিতে উপদেশ দিয়াছে, জননী হৃষ্টচিত্তে আপনার ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল শিশুসন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এজন্ত কুমারী ও যুবতীগণও যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিত।

পূর্ব্বে গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা সুবিধা পাইলেই পরস্পর যুদ্ধ করিয়া পরস্পরের উপর কর্তৃত্ব করিতে, যত্নবান্ ছিল। তাহাদের মধ্যে একতা ছিল না। সুতরাং বিদেশী বণিকগণ আসিয়া যখন তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া যাইত, তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না। এরূপে পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত ও পরধনলোলুপ হইয়া জাতীয় একতা বন্ধনের জন্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া অলিম্পীয় (Olympian), ইস্থমীয় প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন করিলেন। ৭৭৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সর্ব্ব প্রধান অলিম্পীয় উৎসব আরম্ভ হয়। এই উৎসবে রাজাধিরাজ হইতে দীন দরিদ্র সকলেই যোগদান করিতেন। এ সময়ে সমস্ত গ্রীস জাতীয় একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতেন, শত্রুতা স্থান পাইত না। গ্রীকদিগের সকল গ্রন্থকার, কবি, মল্ল, যোদ্ধা, অশ্বারোহী প্রভৃতি সকলে উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। এ ক্ষেত্রে সকলেরই পরীক্ষা হইত, যিনি জয়ী হইতেন, রাজাধিরাজ অপেক্ষা তিনি সমধিক সম্মান লাভ করিতেন, কবিগণ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার যশগান করিত। অলিম্পীয় উৎসবের প্রারম্ভকালে গ্রীসের মহাকবি হোমার আবির্ভূত হন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে তৎকালে গ্রীক নরনারী বীরের সমধিক

সমাদর করিতেন, যথেষ্ট দৈহিক বল থাকিলে তাহাকে সাধারণে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। ভীরু লোককে সকলেই ঘৃণা করিত, এমন কি যে সুন্দরীর জন্য ট্রয়ের মহাসমর ঘটে, সেই হেলেন যাহার জন্য পতিপুত্র, ঐশ্বর্য্য, রাজভোগ প্রভৃতি তুচ্ছজ্ঞানে, যাহাকে তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব ভাবিয়া জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, সেই পারিসের ভীরুতা দেখিয়া তিনিও অতি ঘৃণার সহিত তাঁহাকে ভৎসনা করিয়াছিলেন (১)। বীরপূজার ইহা প্রকৃষ্ট নিদর্শন!

অলিম্পীয় উৎসবের পর হইতে গ্রীসের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায়। ৭৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে স্পার্টাবাসীর সহিত মেসেনিয়া যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের পর হইতে গ্রীসবাসী নানাদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ঐ যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে তিন শতাব্দীকাল চলিয়াছিল। পরিশেষে ৪৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে তৃতীয় মেসেনিয়া যুদ্ধে আইথোম ধ্বংসের পর উভয় জাতির চিরবৈরিতা দূর হয়।

৬২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ড্রেকো প্রথমে গ্রীসের বিধিসমূহ লিখিয়া প্রচার করেন। পরে ৫৯৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সোলন আথেন্স মহানগরে বসিয়া নূতন আইন ও পুরাতন বিধি সংশোধন করেন। ৫৬০ হইতে ৫১০ খৃঃ পূঃ মধ্যে পিসিষ্ট্রেটাস্, হিপিয়াস্ ও হিপারর্কাস্ নামক তাহার পুত্রদ্বয় আথেন্স নগরে একচ্ছত্ররাজ উপাধিগ্রহণ পূর্ব্বক রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৫৬০—৫৪২ খৃঃ পূঃ অব্দ মধ্যে লিডিয়ারাজ ক্রিসাসের সহিত পারস্যরাজ বীর কাইরাসের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৫৪৭ খৃঃ পূঃ, ক্রিসাস্ কাপাডোকিয়া আক্রমণ করেন। পরে নিজ রাজধানী সারডিস্ নগরে ফিরিয়া আসিয়া সাহায্যকারীদিগকে সৈন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। ঐ সৈন্য আসিবার পূর্ব্বে কাইরাস্ সসৈন্যে আসিয়া সারডিস্ অধিকার করেন। ৪৯৯ খৃঃ পূঃ, আথেনীয় ও আইয়োনীয় কর্ত্তৃক সারডিস্ নগর ভস্মীভূত হইলে পারস্যরাজ তিনবার গ্রীস আক্রমণ করেন।

প্রথমে ৪৯২ খৃঃ পূঃ অব্দে মার্ডোনিয়াস্ গ্রীস আক্রমণে আসিয়া আথোস পর্ব্বতের নিকটস্থ সমুদ্রে সসৈন্যে জলমগ্ন হন। দ্বিতীয়বারে ডেটিস্ ও আর্টাফারনিস্ ৪৯০ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীস অধিকার করিতে আইসেন এবং গ্রীকগণ কর্ত্তৃক মারাথান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। তৃতীয় যুদ্ধ স্বয়ং পারস্যরাজ জরকসেস্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। প্রবাদ আছে যে, ইনি ৫ লক্ষ সৈন্য ও ৪০০ যুদ্ধ-জাহাজ সংগ্রহ করিয়া গ্রীস আক্রমণে উদ্যত হন। কিন্তু তিনি থার্মোপিলি, সালামিস্ ও প্লাটিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে আথেনীয়গণ ৪০৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। পুনরায় ৪৩১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পিলোপনিসাস্ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ক্রমান্বয়ে ২৭ বৎসর ধরিয়া গ্রীক-বল ক্ষয় হইল। পরিশেষে ৪০৪ খৃঃ পূঃ অব্দে আথেন্স নগর ধ্বংস ও আথেন্সবাসীরা অধীনতা স্বীকার করিলে বিবাদ মিটিয়া যায়।

৪১৫ খৃঃ পূঃ অব্দে বিখ্যাত সিসিলিযুদ্ধ ঘটে। ৪২৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আথেনীয়-নায়ক পেরিক্লিসের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার সময়ে পূর্ব্বে গ্রীকগণ যে অদ্ভুত ভাস্করকার্য্যযুক্ত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে আজও মানবের মন বিস্ময়রসে ও আনন্দে নাচিয়া উঠে।

৪০১ খৃঃ পূঃ অব্দে, আর্টাজরক্সেস্‌কে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ছোট কাইরাস্ যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু তিনি উক্ত বৎসরে কুনাক্সার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের জন্য কাইরাস্ গ্রীক সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ৪০১-৪০০ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীকনায়ক জেনোফন সগর্ব্বে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। ৩৯৯ খৃঃ পূঃ অব্দে জেনোফন ও প্লেটোর অধ্যাপক বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসের মৃত্যু হয়।

পিলোপনিসীয় কর্ত্তৃক আথেনীয়গণ পরাজিত হইলে, স্পার্টানেরা ক্রমেই বলশালী হইয়া উঠিল। ১ম এলিয় (৩৯৯—৩৯৮); ২য় করিন্থীয় (৩৯৫—৩৮৭) ৩য় ওলিন্থিয় (৩৮০—২৭৯); ৪র্থ থেবিয় (৩৭৮—৩৭২ খৃঃ পূঃ), এই চারিটী যুদ্ধে স্পার্টাবাসীর বীরত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়। এই যুদ্ধবিগ্রহের সময় অদ্বিতীয় যোদ্ধা এজিসিলাস্ স্পার্টার সেনানায়ক ছিলেন। এই সময়ে খৃঃ পূঃ ৩৯৪ অব্দে করোনিয়া ও করিন্থের যুদ্ধ, ৩৭৫ খৃঃ পূঃ অরফোমিনাস্ যুদ্ধ; ৩৭১ খৃঃ পূঃ লিউকট্রার যুদ্ধ এবং ৩৬২ খৃঃ পূঃ অব্দে ম্যান্‌টিনিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে থিবীয়-বীর ইপামিনান্ডাস্ নিহত হন। ৩৫৯ খৃঃ পূঃ অব্দে ফিলিপ মাকিদনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুকাল পরেই ফিলিপ গ্রীস সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই জন্য আথেন্সের অপর মিত্ররাজগণ তাঁহার এরূপ একাধিপত্য গ্রাহ্য করিলেন না। ক্রমেই বিবাদসূত্রে গ্রীস রাজ্যে (৩৫৭—৩৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে) সামাজিক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে আথেন্সরাজকে নিজ অধিকৃত অনেক রাজ্য হারাইতে হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী (৩৫৫—৩৪৬ খৃঃ পূঃ) কএক বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘটে, এই যুদ্ধে মাকিদনের অধিপতি ফিলিপ সহযোগী ছিলেন। ঐ সময়ে ৩৫২ খৃঃ পূঃ অব্দে ডিমস্থেনিস্ ফিলিপের বিরুদ্ধে

সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, উহা "ফিলিপিক্স" নামে বিখ্যাত। ৩৩৮ খৃঃ পূঃ অব্দে কিরোনিয়ার যুদ্ধে আথেনীয় ও থিবীয়গণ ফিলিপ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ৩৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দে করিন্থ মহাসভায় ফিলিপ পারস্ত বিরুদ্ধে যুদ্ধোন্মুখ গ্রীকসৈন্তের অধিনায়ক মনোনীত হন। কিন্তু উক্ত বৎসরে মাকিদনের বিবাহ-সভায় কোন দস্যু তাঁহার গলচ্ছেদ করিয়াছিল।

ফিলিপের মৃত্যুর পরে অনেকেই তৎপুত্র আলেকসান্দারের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়াছিল। পরে গ্রীকগণ বাধ্য হইয়া এই যুবক মহাবীরকে পারস্তযাত্রী গ্রীক সৈন্তের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করিলেন। [আলেকসান্দার শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মাকিদন রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রীক রাজ্য সৌভাগ্যশালী হইয়াছিল। পরে যখন রোমকেরা আসিয়া মাকিদন অধিকার করেন, সেই সময় হইতে গ্রীকগণ স্বাধীনতা হারাইয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছিল। গ্রীকগণ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ম পিলপনিসাসের সমস্ত নগরবাসী "একিয়ান্ লিগ" নামে দলবদ্ধ হইয়া রোমকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা স্বদেশরক্ষা করিতে পারে নাই।

১৪৬ খৃঃ পূঃ অব্দে রোমক-সেনাপতি কন্সাল মুমিয়াস্ করিন্থ অধিকারের পর সমস্ত গ্রীসদেশ রোমসাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লইলেন। [রোম দেখ।]

করিন্থ অধিকারের পর হইতে গ্রীসের ইতিহাস রোমক ইতিহাসের সহিত মিলিত হইয়াছে। এণ্টিওকাস্ ও মিথ্রিডাইডসের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ এবং এণ্টনি ও অক্টেভিয়ানাসের সহিত সিজার, পম্পি, ক্রটাশ ও কেসাসের যুদ্ধ, অক্টেভিয়ানাসের যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনাবলী গ্রীসের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। তৎকালে দুর্ভাগ্য গ্রীকদিগকে বহুতর কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। অগষ্টাসের রাজ্যারোহণের দুই শতাব্দী পরে গ্রীসে শান্তিরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে খৃষ্টান ধর্ম্ম ধীরে ধীরে অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। স্থানে স্থানে গির্জ্জা নির্ম্মিত হয় এবং অনেক গ্রীসবাসীই খৃষ্টভক্তি প্রচার জন্ম নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া নানাদেশে গমন করিয়াছিলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই শীতপ্রধান উত্তরদিক্ হইতে শ্লাভোনীয়, আল্বানীয় প্রভৃতি অসভ্য জাতি দলে দলে আসিয়া গ্রীস লুটপাট করিতে আরম্ভ করে।

যখন কন্‌ষ্টানটাইন নিজ সাম্রাজ্য বিভাগ করেন, তৎকালে গ্রীস তাঁহার পূর্ব্ব বিভাগে ছিল। কিন্তু ১২০৪ খৃষ্টাব্দে যখন ভিনিসীয়গণ দুর্ব্বল সিজার-বংশধরগণের রাজ্য অধিকার করে, সেই সঙ্গে গ্রীসও তাহাদের হস্তগত হয়।

১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে ওসমানবংশীয় তুর্কেরা য়ুরোপখণ্ডে আসিয়া বাস করেন এবং থ্রেস, মাকিদন, থেসেলি প্রভৃতি নানা স্থান দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা কনষ্টান্তিনোপল্ জয় করেন। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্রীস মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মূর্খতা, পাশবিক অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার, অযথা অর্থগ্রহণাভিলাষ প্রভৃতি নানা কারণে গ্রীকগণ উৎপীড়িত হইয়াছিল। গ্রীকগণ এতকাল ধরিয়া ঐরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আর তাহাদের সহ্য হইল না। শেষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তুর্ক রাজ্যের বিরুদ্ধে গ্রীকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সেই প্রাচীন গ্রীস আবার স্বাধীন হইবে। আবার গ্রীকের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। অন্যান্ত খৃষ্টান-রাজের সাহায্যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে পরপদদলিত গ্রীস রাজ্য আবার স্বাধীন হইয়া উঠে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গ্রীসে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠিতা ক্যাপো ডি-ইষ্ট্রিয় নিহত হয়। এই সময় অনেক লোকে সিংহাসনগ্রহণ অভিলাষে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু বৃটন, ফ্রান্স ও রুষিয়ার অনুমত্যানুসারে বাভেরিয়ারাজের দ্বিতীয় পুত্র অথো ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। অথো রাজ্যারোহন করিয়াও সুখে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পর তিনি গ্রীসরাজ্যে শান্তিস্থাপন ও সুশৃঙ্খলে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন।

ডেন্মার্কের দ্বিতীয় রাজপুত্র জর্জ এখন গ্রীসের রাজা, ইনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন।

পূর্ব্ববিশ্বাস।—গ্রীকগণ এখন সকলেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী [খ্রীষ্টানশব্দে গ্রীক-সমাজ দেখ।] কিন্তু যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে গ্রীসের অধিবাসীগণ ঊর্দ্ধলোকবাসী দেবগণের, পাতালবাসী উপদেবতার এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তির প্রেতাত্মার উপাসক ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ প্রায় ত্রিশহাজার দেবতা মানিত। ঐ সকল দেবতা মানবধর্ম্মাক্রান্ত, মানবের ন্যায় পাপপুণ্যের ফলভোগী। অনেক দেবতা আবার মিসর হইতে গৃহীত। কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ সকল দেববংশ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের রূপক কল্পনা মাত্র, কিন্তু গ্রীসের প্রধান ইতিবৃত্তলেখক গ্রোটসাহেব তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মানবের প্রথম জ্ঞানোদয়কালে অতর্কিত ও অপরিজ্ঞাতভাবে যাহার উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভয় জন্মিয়াছে, তাহাতেই দেবত্ব আরোপ করিয়াছে। এইরূপে

অনেক জঘন্য চরিত্র মানবও গ্রীকসমাজে দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। প্রথমে হিসিয়দ, তৎপরে অফিয়স (৭০০ খৃঃ পূঃ অব্দে) দেবতত্ত্ব প্রচার করেন। খৃষ্টীয় ৫৩৪ পূর্ব্বাব্দে জেনোফন্ দেবতত্ত্ব নিতান্ত অলীক আখ্যায়িকা ও ঈশ্বর তাঁহার অজ্ঞাত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ করেন। পূর্ব্বে গ্রীকগণ আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব আদৌ জানিতেন না, সকলেই বাহ্য জগৎ, সুখ-স্বচ্ছন্দ ও বিলাস লইয়া ব্যস্ত ছিল। প্রায় ৬০০ খৃ॰ পূর্ব্বাব্দে গ্রীকদিগের মধ্যে কেবল মহাত্মা থেলিস কথঞ্চিৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন তিনিই প্রথমে ঈশ্বর ও জন্মমৃত্যুর অস্থিরতার কথা প্রকাশ করেন। তাঁহার পর সেক্রেটিস্ প্লেটো উইপিকিরস্ ও ষ্টোইক প্রভৃতি সকলেই অজ্ঞাতভাবে থেলিসের অনুসরণ করিয়া দার্শনিক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহারা সকলেই জনসাধারণের ভ্রান্ত ও দূষিত মতের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। স্থানভেদে গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর পূজা হইত। যেমন থেব্‌সে বাকস্‌দেব, আথেন্সে আথেনী, উত্তর গ্রীসে আপোলো ও করিন্থসাগরের উপকূলে নেপচুন, আর্গসে জুনো এবং ইকেসাসে ডিয়ানার উপাসনা প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার মধ্যে বাকাস্‌দেবের উৎসবে গ্রীসের নরনারী সং সাজিয়া মদ্যপানে বিভোর থাকিত। স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বীভৎস ব্যাপার হইত। এ ছাড়া ইলিউসীয় নামক এক নবরাত্র উৎসব ছিল। ইহার অনুষ্ঠানাদি অতি নিগূঢ়, গুপ্তভাবে গভীর রজনীতে ইহার অনুষ্ঠান হইত। ইহাতে কত কুকাণ্ড হইত, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। দেবের পর্ব্বাদিতে নানাপ্রকার পূজা, নাচ-গান, কবির লড়াই, মল্ল ও যুদ্ধক্রীড়া চলিত, আবার উপযুক্ত লোককে পুরস্কার দেওয়া হইত। গ্রীস রোমের অধীনতা স্বীকার করিলে রোমকেরাও গ্রীক দেবদেবী গ্রহণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পৌরাণিকগণ নিম্নলিখিত গ্রীক, রোমক ও হিন্দুদেবদেবীর সৌসাদৃশ্য স্বীকার করেন—

অশ্বিনীকুমারদ্বয়	Castor, Pollux.	কৃষ্ণ	Apollo.
		দুর্গা	Juno.
অরুণ	Aurora.	নারদ	Mercury.
ইন্দ্র	Jupiter.	পৃথিবী	Cybele.
অন্নপূর্ণা	Annaperenna.	রাম	Dionysius.
কালী	Proserpine.	লক্ষ্মী (শ্রী)	Ceres.
কাম	Cupid, eros.	বরুণ	Neptune.
কুমার (কার্ত্তিক)	Mars.	বায়ু	Æolus.
কুবের	Plutus.	বিশ্বকর্ম্মা	Yulcan.
যম	Pluto.	স্বাহা	Vesta.
যমের কুকুর	Cerberus.	হনুমান্	Pan.
সূর্য্য	Sol.		

পাশ্চাত্যেরা এইরূপ অনেক দেবদেবীর কথা শুনিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গ্রীক জিউস্ (Zeus) বেদের "দ্যৌস্" এবং এরিনিস্ (Erinys) বেদে "সরণ্যু" বলিয়া বর্ণিত।

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উক্ত হিন্দু ও গ্রীক দেবাদির আখ্যায়িকা পাঠ করিলে পরস্পর বিশেষরূপ সম্বন্ধনির্ণয় করিতে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মে। [দেবতত্ত্ব শব্দে গ্রীক ও হিন্দু দেবদেবীর বিষয় দ্রষ্টব্য।]

এসিয়ার সহিত গ্রীসের সম্বন্ধ।—ভারতবর্ষের কথা গ্রীসে বহুকাল হইতে প্রচলিত। গ্রীসের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে হিকেটিয়াস্ ও মিলিটাসের গ্রন্থে ভারতবর্ষের কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। এই দুই গ্রন্থকার ৫৪৯ হইতে ৪৮৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের লোক। ইহাদের পরে হেরোডোটাস্ ভারতবর্ষের সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত স্থানের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন। হেরোডোটাসের সময় ৪৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ তাঁহার পর চিকিৎসক টিসিয়াস্ (৪০১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) নিজ বাসস্থান পারস্য দেশ হইতে ভারতোৎপন্ন রং, কাপড়, বানর, শুকপক্ষী প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করেন। সিন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানের সংবাদ আলেকজাণ্ডারের সহযাত্রী ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞজন কর্ত্তৃক (৩২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) য়ুরোপে প্রথম প্রচারিত হয়। ইহাদের সংগৃহীত বিবরণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, তাহার সারভাগ ষ্ট্রাবো প্লিনি, এরিয়ান্ প্রভৃতির গ্রন্থে পাওয়া যায়। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ (৩০৬—২৯৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) য়ুরোপে ভারততত্ত্ব বিশেষরূপে প্রচার করেন, তাঁহারই অনুসন্ধিৎসার ফলে গ্রীক ও রোমকেরা ভারতের সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞানজ্যোতির কথা শুনিতে পায়। [আলেকসান্দার ও মেগাস্থিনিস্ দেখ।]

আলেকসান্দারের পূর্ব্বে গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতেরা এসিয়ার বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাদি মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রীক ও রোমক পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়।

হেরোডোটাস্	৪৫০ খৃঃ পূঃ।	পেরিপ্লাস্ মরি এরিথ্রেই	৮০ খৃষ্টাব্দ
টিসিয়স	৪০০ "		
ওনেসিক্রিটাস্	৩২৫ "	ডিইয়োনিসিয়াস্ পেরিজিটিস্	৮৬ "
মেগাস্থিনিস্	৩০০ "		
ষ্ট্রাবো	২০ খৃষ্টাব্দ	টলেমি	১৩০ "
পম্পোনিয়াস্ মেলা	২০ "		
প্লিনি	৭৭ "	এরিয়ান্	১৫০ "

ক্রেমেসস্ আলেকসান্দ্রিনাস্ } ২০০ „
ইউসিবিয়াস্ ২২০ খৃঃ
ফেসটাস্ এভিয়েনাস্ ২৮০
মাসিয়ান্ ৪২০
কসমাস্ ইণ্ডিকোপ্লুষ্টেস্ ৫২৫
হিকেস (বাইজানটিয়াম্-বাসী) ৫৮০ „
রাভোয়োটিস্ আনোনিমি-কসমোগ্রাফিয়া ৭ম শতাব্দী
জর্জিয়াস্ সিন্সিলাস্ ৮০০
ইউষ্টেথিয়াস্ ১২শ শতাব্দী

এই সকল নাম মুসলমানদিগের গ্রন্থে যে অবিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে ;—আলেকসান্দারের নাম মুসলমানেরা "সিকন্দর রুমি" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ আরিষ্টটল্ 'আরিষ্টু', সক্রেটিস্ 'সোক্রাট', হিপোক্রেটিস্ 'বোক্রাৎ' ও প্লেটো "আফ্লাতুন্" নামে বর্ণিত।

আলেকসান্দার সিন্ধুর তীরে উপনীত হইয়া বাকৃট্রিয়া (বাহ্লীক) নামক স্থানে একটী স্কন্ধাবার স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহার বিশাল রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লয়, তখন ঐ জনপদ একটী স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত। খৃঃ পূঃ ২৫৭ হইতে ২০৭ অব্দ পর্য্যন্ত বাকৃটিয়ার বেশ প্রাদুর্ভাব ছিল। লাসেনের মতে এসিয়ায় ৪টী গ্রীকরাজ্য স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে মিনান্দার নামক সেনাপতি বাকৃটিয়ার পূর্ব্বাংশে একরাজ্য স্থাপন করেন। আপোলোডোটাস্ কাবুল, পাঞ্জাব ও সিন্ধুকূল লইয়া রাজ্যস্থাপন করেন, কালে আর্কোসিয়া (কান্দাহার) ইহার সহিত যুক্ত হয়। অপর রাজ্য হিরাটে স্থাপিত হয়। চতুর্থ রাজ্যটী পরোপামিসাসের (নিষধ পর্ব্বতের) অধীনে মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ্ ইহাকেই বাকৃট্রিয়া রাজ্য বলেন। মোটের উপর এই সময় এসিয়ায় নিম্নলিখিত গ্রীকরাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।—বাকৃট্রিয়া (বাহ্লিক), সোগদিয়ানা, মর্জ্জিয়ানা, পরোপানিসিডি (নিষধ), নাইসা, আরিয়া, ড্রাঙ্গা, আর্কোসিয়া (আর্কোদ), গান্দারিটিস (গান্ধার) পিউকেলাওটিস্ (পুষ্কলাবতী), তক্ষশিলা (তক্ষশিলা), পাত্তালিন্ (পাতাল), সুরাষ্ট্রীন্ (সৌরাষ্ট্র) ও লেরিস (লাট) এই সকল রাজ্যের সীমা নিরূপণ করা বড় সহজ নহে। এই সকল রাজ্যের রাজগণের মধ্যে চারিটী রাজশ্রেণী বিশেষ বিখ্যাত ; নিম্নে তত্তদ্বংশের রাজগণের নাম দেওয়া গেল।

১ম—সিরীয় রাজগণ।

১। আলেকসান্দার। (৩৩৬—৩২৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে)
২। সিলিউকাস্ ১ম নিকেটার। (৩১২ „)
৩। অন্তিয়োকাস্ ১ম সোটার। (২৮০ „)
৪। „ „ ২য় থিয়স্।) ২৬১ „)
৫। সিলিউকাস্ ২য় ক্যালিনিকাস্। (২৪৬ „)
৬। „ „ ৩য় কেরাউনাস্। (২২৬ খৃঃ পূঃ)
৭। অন্তিয়োকাস্ ৩য় মাগনাস্ (এরিয়স্)। (২২৩ „)
৮। সিলিউকাস্ ৪র্থ ফিলোপেটার। (১৮৭ „)
৯। অন্তিয়োকাস্ ৪র্থ এপিফেনিস্। (১৭৫ „)
১০। „ „ ৫ম ইউপেটার। (১৬৪ „)
১১। ডিমিট্রিয়াস্ ১ম সোটার। (১৬২ „)
১২। আলেকজাণ্ডার ১ম বলা। (১৫০ „)
১৩ ডিমিট্রিয়াস্ ২য় নিকেটার। (১৪৭ „)
১৪। অন্তিয়োকাস্ ৬ষ্ঠ থিয়স। (১৪৪ „)
১৫। ট্রিফন। (১৪২ „)
১৬। অন্তিয়োকাস্ ৭ম সিডেটিস (১৩৭ „)
১৭। আলেকসান্দার ২য় জেবিনা (১২৮ „)
১৮। সিলিউকাস্ ৫ম (১২৫ „)
১৯। অন্তিয়োকাস্ ৮ম গ্রাইপাস্ (১২৫ „)
২০। „ ঐ ৯ম সাইজিকেনাস্ (১১২ „)
২১। সিলিউকাস্ ৬ষ্ঠ এপিফেনিস্ (৯৬ „)
২২। অন্তিয়োকাস্ ১০ম ইউসিবিস (৯৫ „)
২৩। „ ১১শ এপিফেনিস্ (৯৫ „)
২৪। ফিলিপ (৯৫ „)
২৫। ডিমিটিয়াস ৩য় ইউকিরাস (৯৪ „)
২৬। অন্তিয়োকাস ১২শ ডিওনিসিয়াস (৮৮ „)
২৭। তিগ্রেনিস (আর্ম্মানিয়াবাসী) (৮৩ „)
২৮। অন্তিয়োকাস ১৩শ এসিয়াটিকাস (৬৯ „)

তৎপরে সিরিয়ারাজ্য রোমকদিগের হস্তগত হয়।

আর্সকেস নামক একজন সিথিয়াবাসী গ্রাক আজফ সাগরের তীর হইতে আসিয়া পারস্যবাসীদিগকে গ্রাক অধীনতা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন ও পার্থিয়া (পারদ) সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। থিওডোটাস যখন বাকৃট্রিয়ায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, তখনই ইনি পার্থিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। থিওডোটাসের অভ্যুদয়েরও মূল এই পারস্যবিদ্রোহ। থিওডোটাস সিরীয়ার অধীনে বাকৃট্রিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

আর্সকেস্ক্ মুসলমান ঐতিহাসিক 'অস্তে' বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইনি পারস্যের প্রাচীন রাজবংশোদ্ভূত। ইনি রাজ্যলাভ করিয়া প্রজার নিকট কর লইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। ইনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পারস্য ইতিহাসের মুলুক-উৎ-তৌক নামক সাল গণনা এই সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হয়।

২য়—পার্থিয়া (পারদ)—রাজগণ।

১।	আর্সকেস্ ১ম	২৫৫	(খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ)
২।	তিরিডেটিস্ ১ম	২৫৩	„
৩।	আর্টাবেনাস্ ১ম	২১৬	„
৪।	ফ্রাপেটিয়াস্	১৯৬	„
৫।	ফ্রাহটিস্ ১ম	১৮১	„
৬।	মিথ্রিডেটিস্ ১ম	১৭৩	„
৭।	ফ্রাহটিস্ ২য়	১৩৬	„
৮।	আর্টাবেনাস্ ২য়	১২৬	„
৯।	মিথ্রিডেটিস্ ২য়	১২৩	„
১০।	মিনাস্কিরেস	৮৭	„
১১।	সিনাট্রোকেস্	৭৭	„
১২।	ফ্রাহটিস্ ৩য়	৭০	„
১৩।	মিথ্রিডেটিস্ ৩য়	৬০	„
১৪।	ওরোডিস্ ১ম	৫৪	„
১৫।	ফ্রাহেটিস্ ৪র্থ }		
১৬।	তিরিডেটিস্ ২য় }	৩৭	„
১৭।	ফ্রাহটিস্ ৪র্থ }		
১৮।	ওরোডিস্ ২য়	৫ খৃঃ	অব্দ।
১৯।	ভোনোনেস্ ১ম	৫ খৃঃ	„
২০।	আর্টাবেনাস্ ৩য়	১৩	„
২১।	তিরিডেটিস্ ৩য়	„	„
২২।	সিন্নামাস্	„	„
২৩।	আর্টাবেনাস্ ৩য়	„	„
২৪।	বরডানেস্	৪২	„
২৫।	গোটার্জেস্	৪৫	„
২৬।	মেহেরডেটিস্	৫০	„
২৭।	ভোনোনেস্ ২য়	৫১	„
২৮।	ভোলোজেসেস্ ১ম	৫১	„
২৯।	আর্টাবেনাস্ ৪র্থ	৬২	„
৩০।	পাকোরাস্	৭৭	„
৩১।	চোসরোজ ১ম	১০৮	„
৩২।	পার্থামাস্পটিস্	১১৫	„
৩৩।	চোসরোজ ২য়	১১৬	„
৩৪।	ভোলোজেসেস্	১২১	„
৩৫।	ঐ ৩য়	১৪৮	„
৩৬।	ঐ ৪র্থ	১৯২	„
৩৭।	ঐ ৫ম	২০৯	„
৩৮।	আর্টাবেনাস্ ৫ম	২০৯	„

৩৯। আর্টাজরক্সেস্

১ম (শাসনবংশীয় রাজা) ২৩৫

৩য়—বাক্‌ট্রিয়া (বাহ্লিক)-রাজগণ।

বাক্‌ট্রিয়ার ইতিহাসে বড় গোলমাল, ইহা কখন স্বাধীন, কখন সিরীয়ার অধীন ছিল। ইহার প্রাচীন ইতিহাস বড় পাওয়া যায় না। সম্প্রতি এই রাজগণের বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রকাশিত হওয়ায় এই বংশের মোটামুটি তালিকা পাওয়া যায়। অধ্যাপক উইলসন্ থিওডোটাস্ ১ম হইতে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়াছেন। এই বংশের সকল রাজা সকল স্থানের অধিকারী ছিলেন না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহামের প্রদত্ত তালিকা এইরূপ—

২৫৬ খৃঃ পূঃ থিওডোটাস্ ১ম } বাক্‌ট্রিয়ানা (সোগ্‌ডিয়ানা,
২৪৩ „ „ ২য় } বাক্‌ট্রিয়া ও মার্জ্জিয়ানাসহ)

২৪৭ „ আগাথোক্লিস্ }
২২৭ „ প্যান্টলিওন্ } পরোপমিসিডি ও নাইসা।

২২০ ইউথিডিমাস্—বাক্‌ট্রিয়ানা, আরিয়ানা (আরিয়া, ড্রঙ্গিয়া, আর্কোসিয়া, পরোপমিসিডি), নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্ ও তক্ষশিলা।

১৯৬ ডিমিট্রিয়াস—ঐ সকল স্থান এবং রাজত্বকালের শেষে পাত্তালিন্, সুরাষ্ট্রিয়ানা, লেরিস্।

১৯০ হেলিওক্লিস—বাক্‌ট্রিয়ানা ও পরোপমিসিডি।

„ আন্টিমেকাস্ থিওস্—নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্ ও তক্ষশিলা।

১৮৫ ইউক্রেটাইডিস্—বাক্‌ট্রিয়ানা, আরিয়া, পাত্তালিন্, সুরাষ্ট্রিন্, লেরিস্, নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্, তক্ষশিলা।

১৭৩ আন্টিমেকাস্ নিইকেফোরোস্—নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্, তক্ষশিলা ও পূর্ব্বোক্ত রাজ্যগুলি।

১৬৫ { ফিলোক্সেনিস্—ঐ সকল রাজ্য।
নিসিয়াস্—তক্ষশিলা ব্যতীত ঐ সমস্ত।
অ্যাপোলোডোটাস্—ইউক্রেটাডিসের রাজ্যের মধ্যে আরিয়ানা, পাত্তালিন্, সুরাষ্ট্রিন্ ও লেরিস্।

১৬৫ জোইলাস }
ডিওমিডিস্ } কেবল আরিয়ানা।
ডিওনিসিয়াস্ }

১৫৯
- লিসিয়াস্—উত্তরাধিকারিত্ব হেতু পরোপমিসিডি প্রাপ্ত হন, লিসিয়াসের রাজ্য মধ্যে নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্।
- আন্টিয়ালসাইডিস্—লিইসিয়াসের রাজ্য।
- আমিন্টাস্
- আর্চিবিয়াস্—আন্টিয়াল্ সাইডিসের রাজ্য।

১৬১—১৪০ মিনান্দার—পরোপমিসিডি, নাইসা, গান্ধারিটিস, পিউকেলাওটিস, তক্ষশিলা, পাত্তালিন্, লেরিস্, সুরাষ্ট্রীন্ ইত্যাদি।

১৩৫
- ষ্ট্রাটো—পাত্তালিন্, সুরাষ্ট্রীন্ ও লেরিস ব্যতীত সমস্ত।
- হিপোষ্ট্রেটাস্, টেলিফাস্, থিওফিলাস্ — ষ্ট্রাটোর রাজ্য।

ইউক্রেটাইডিসের পর আপোলোডোটাস্ ও মিনান্দারের নাম কাব্যাদিতে বিখ্যাত। মিনান্দার ভারতবর্ষের মধ্যে মথুরা পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ আসিয়াছিলেন, কারণ কাবুল হইতে যমুনাতীর পর্যন্ত স্থানে তাঁহার মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি ভারতীয় গ্রন্থে মিলিন্দ নামে খ্যাত।

ইহার পর কতকগুলি অসভ্য রাজা প্রধান হইয়া উঠিয়া বাক্‌ট্রিয়রাজগণকে নির্ব্বাসিত করেন।

৪র্থ—বর্ব্বরিক রাজগণ।

১২৬
- হারমিয়াস্—পরোপমিসিডি, নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্, আরিয়া, ড্রঙ্গিয়া, আর্কোসিয়া (পার্থিয়গণের নিকট হইতে শকজাতি গ্রহণ করে)।
- মৌয়স—তক্ষশিলা, পাত্তালিন্, সুরাষ্ট্রীন্, লেরিস্ ইত্যাদি।

১৫০
- কাডফিসিস্ (যু-চি) হারমিয়াসের রাজ্য ও তক্ষশিলা।
- ভোনোনেস্, স্পালিগিস্, স্পালিরিসিস্ — পরোপমিসিডি।

১১০ আজাস্—মৌয়সের রাজ্য, নাইসা, গান্ধারিটিস্, পিউকেলাওটিস্।

৮০
- আজিলাস্—আজাসের রাজ্য মধ্যে শেষ তিনটী ও তক্ষশিলা, পরোপমিসিডি।
- সোটার মেগাস্—আজাস ও আজিলাসের রাজ্য

৬০ যু-চি (পুনরায়) পরোপমিসিডি, নাইসা, তক্ষশিলা ইত্যাদি।

২৬
- গণ্ডোফেরিস্—আরিয়ানা
- আব্‌ডাগাসিস্, সিয়োকেস বা অর্ত্তিনিগেয়াস্ — ঐ পরোপমিসিডি ব্যতীত।

৪৪ খৃঃ অঃ। আর্সকেস্
১০৭ „ পকোরিস্ মোয়েসিস্
২০৭ „ আর্টিমন—আরিয়া, ড্রঙ্গিয়া, আর্কোসিয়া।

আলেকসান্দারের আগমনের পর ককেসস্ পর্ব্বতস্থ আলেকজান্দ্রিয়া, অরিগম্, বাজিরা, নাইসা, ওরা, মসূসগ (মশক), পিউকেলাওটিস্, অওর্নস (বরণা) প্রভৃতি স্থানে মাকিদনীয়েরা আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। সম্রাট্ অশোকের খোদিত অনুশাসনে পাঁচ জন গ্রীকরাজকুমারের উল্লেখ আছে, যথা—অন্তিয়োক (Antiochus of Syria), তুরময় (Ptolemy Philadelphos of Egypt), অন্তিগোন (Antigonos বা Gonatas of Macedon), মক (Magas of Kyrene), অলসন্দ (Alexander of Epirus.)

ডিওডোরাস্ ও জষ্টিনের গ্রন্থপাঠে জানা যায়, আলেক্‌সান্দার ইউডিমস্ ও তক্ষশিলাকে পঞ্জাবের কোন কোন স্থানের শাসনভার দিয়া যান, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে ইউডিমাস্ পুরুরাজকে (Porus) নিহত করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। এই হত্যাকাণ্ডে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তও লিপ্ত ছিলেন। তিনিও গ্রীকসেনাপতি সিলিউকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীকবীর ইউডিমসের আশা সফল হয় নাই। পুরুরাজের অধঃপতনে চন্দ্রগুপ্ত সিন্ধুনদীতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

পঞ্জাবের নানাস্থান হইতে আপলোডোটাস্ ও মিলিন্দ (Menander নামক গ্রীকরাজগণের অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রাগুলির একদিক্ গ্রীক ও অপর দিক্ পালী বা অসংলগ্ন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সৌরাষ্ট্র হইতে যে সকল শাহরাজগণের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহারও একদিক্ গ্রীক্ ও অপরদিকে প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালায় খোদিত। গ্রীক্‌রাজগণ স্ব স্ব মুদ্রায় হিন্দুদিগের অনুকরণে স্বস্তিক ব্যবহার করিতেন। এখনও ভাজক ও কোন কোন উজবক্ জাতি মুসলমান হইলেও আপনাদিগকে সিকন্দরকমীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বদাক্‌সনের ভাদুকেরা সিকন্দরকে একজন প্যাগম্বর

বলিয়া জানে। [দর্শন, শিল্প প্রভৃতি শব্দে গ্রীকদিগের দর্শনাদি সম্বন্ধীয় বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

গ্রৈব (ত্রি) গ্রীবায়াং ভবঃ গ্রীবা-অণ্ (গ্রীবাভ্যোহণ্ চ। পা ৪।৩।৫৭) ১ যাহা গ্রীবাদেশে উৎপন্ন হয়। (ক্লী) ২ গ্রীবাভূষণ।

"নাগ্নসৎ করিণাং গ্রৈবং ত্রিপদীচ্ছেদিনামপি।" (রঘু ৪।৪৮)

গ্রৈবাক্ষ (পুং) ঋষিবিশেষ।

গ্রৈবেয় (ত্রি) গ্রীবায়াং ভবঃ গ্রীবা-ঢঞ্। ১ যাহা গ্রীবায় উৎপন্ন হয়। (ক্লী) ২ গ্রীবাভূষণ।

গ্রৈবেয়ক (ক্লী) গ্রীবায়াং বদ্ধঃ অলঙ্কারঃ। গ্রীবা-ঢকঞ্ (কুলকুক্ষিগ্রীবাভ্যঃ শ্বাঙ্গলঙ্কারেষু। পা ৪।২।৯৬) গ্রীবাবদ্ধ অলঙ্কার, কণ্ঠভূষণ, কণ্ঠি। "ক্লপ্তাকং সখি! বাসসী ন রুচিরে গ্রৈবেয়কং নোজ্জ্বলং।" (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

গ্রৈব্য (ত্রি) গ্রীবায়াং উৎপন্নঃ গ্রীবা-ষ্যঞ্। যাহা গ্রীবায় উৎপন্ন হয়, গ্রৈবেয়।

"সপ্ত চযাঃ সপ্ততিশ্চ সংবস্তি গ্রৈব্যা অভি।" (অথর্ব্ব ৬।২৫।২)

গ্রৈষ্ম (ত্রি) গ্রীষ্মে ভবঃ। যাহা গ্রীষ্ম ঋতুতে উৎপন্ন হয়। ২ উষ্ণসম্বন্ধীয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গ্রৈষ্মক (ত্রি) গ্রীষ্মে ঋতৌ ভবঃ গ্রীষ্ম-বুঞ্ (গ্রীষ্মবসন্তাভ্যাম্যতরস্যাম্। পা ৪।৩।৪৬) যাহা গ্রীষ্মে উৎপন্ন হয়।

"গ্রৈষ্মকং ধান্যং কুরুতে সমর্থমুপযোগযোগ্যং।" (বৃহৎস° ৪ অঃ)

কোন পুস্তকে গ্রৈষ্মকস্থলে লিপিকরপ্রমাদে গ্রৈষ্মিক পাঠ দৃষ্ট হয়, তাহা ব্যাকরণানুসারে অসঙ্গত।

গ্রৈষ্মায়ণ (পুং স্ত্রী) গ্রীষ্ম[illegible]র্গোত্রাপত্যং গ্রীষ্ম-অশ্বাদি° ফঞ্ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) গ্রীষ্মনামক ঋষির গোত্রাপত্য।

গ্রৈষ্মিক (ত্রি) গ্রীষ্মং গ্রীষ্মধর্ম্মং বেত্তি তৎপ্রতিপাদকং গ্রন্থমধীতে গ্রীষ্ম-ঠঞ্। ১ যে ব্যক্তি গ্রীষ্মের ধর্ম্ম জানে, যে গ্রীষ্মবিবরণ প্রতিপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

গ্লটন (Glutton) স্বনামখ্যাত ভয়ানক মাংসাশী জন্তু। এই জন্তুর শরীর বড়ই স্থূল, কিন্তু মাথা অনেক খাট, চক্ষু ছোট, দাঁত ও চারিপায়ের নখ খুব শক্ত, নখাগ্র ধারাল, গায়ের লোম বেশ কোমল, এইজন্য তাহা বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। ইহারা চারমাস গর্ভধারণ করিয়া এককালে ২।৩টী সন্তান প্রসব করে।

ইহারা ভল্লুকজাতীয় পশুর অন্তর্গত। সাপ্‌লণ্ড ও উত্তর মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী দেশে গ্লটন দেখা যায়। ইহারা বেগে চলিতে পারে না। ভূমির উপর ভালুকের মত ধীরে ধীরে চলে। এই পশু বড়ই চতুর। ছাগাদি ধরিবার জন্য গাছের উপর লুকাইয়া থাকে, ছাগ বা হরিণ প্রভৃতি যেমন সেই গাছের নীচে দিয়া যায়, অমনি তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং দাঁত ও নখ দিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া মাংস ছিঁড়িয়া

তাহার রক্তপান করে। উদরপূরণ হইলে চলিয়া যায় অথবা সেই মৃত পশুর পাশে ২।৩ দিন শুইয়া থাকে, শেষে তাহার বাকি মাংস ও হাড় চিবাইয়া খায়। তবুও ইহাদের আশা মেটে না।

গ্লপন (ক্লী) গ্লৈ-ণিচ্-পুক্ হ্রস্বশ্চ ততোভাবে ল্যুট্। ১ গ্লানিকরণ, নিন্দা। "ততৈবশ্চ লাঘবগ্লপনবিরূক্ষণঃ" (সুশ্রুত ১।৪ অঃ)

(ত্রি) গ্লৈ-ণিচ্-কর্ত্তরি ল্যু। গ্লানিকারক।

গ্লপিত (ত্রি) গ্লৈ-ণিচ্-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ গ্লানীকৃত। ২ দগ্ধ।

গ্লপ্স (পুং) গুচ্ছ।

গ্লস্ত (ত্রি) গ্লস কর্ম্মণি-ক্ত। ভক্ষিত। (অমর)

গ্লহ (পুং) গ্রহ-অপ্ নিপাতনে সাধু। (অক্ষেষু গ্লহঃ। পা ৩।৩।৭০) ১ পাশা খেলার পণ, চলিত কথায় আড় বা বাজি বলে।

"পাঞ্চালস্য কৃষ্ণমত্তাম্বজামিমাং
সভামধ্যে যোঃযদেবীম্ গ্লহেষু।" (ভারত ৩।৭১।৬)

[দ্যূতক্রীড়া দেখ।]

গ্লহন (ক্লী) গ্লহ-ভাবে ল্যুট্। দ্যূতক্রীড়া।

"যো অক্ষাণাং গ্লহনং শেষণঞ্চ।" (অথর্ব্ব ৭।১০৯।৫)

গ্লাতৃ (ত্রি) গ্লৈ-তৃচ্। গ্লানিযুক্ত।

গ্লান (ত্রি) গ্লৈ-কর্ত্তরি ক্ত। ১ রোগাদি নানা কারণে যাহার দেহ ক্ষীণ হইয়াছে। (অমর) (ক্লী) গ্লৈ-ভাবে ক্ত। ২ দৈন্য।

গ্লানি (স্ত্রী) গ্লৈ-ভাবে নি। (বহিশ্রিশ্রুযুগ্লাহাত্বরিভ্যো-নিত্। উণ্ ৪।৫১) ১ দৌর্ব্বল্য। সাহিত্যদর্পণের মতে গ্লানি ব্যভিচারিভাবের অন্তর্গত। রতি, পরিশ্রম, মনস্তাপ, ক্ষুধা ও পিপাসাদির দ্বারা উৎপন্ন দৌর্ব্বল্যের নাম গ্লানি। ইহাতে শরীরকম্প, কৃশতা ও অনুৎসাহ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। (সাহিত্যদ° ৩ পরি°) ২ স্বকার্য্যে অক্ষমতা।

"স্বকর্ম্মভ্যো নিবর্ত্তন্তে দৈনন্দ গ্লানিমিচ্ছতি।" (১৮৫৩)।

গ্লাব (পুং) দল্ভ ও মিত্রের পুত্র, ছান্দ্যোগ্য নামক ঋষি।

(ছান্দোগ্য উপ°)